প্রাচ্যবাণী-গবেষণা-গ্রন্থমালা

একাদশ পুষ্প

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারিপ্রীতয়ে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

১৩৬১

এই গ্রন্থে সাধারণতঃ বহরমপুর-সংস্করণের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
এবং উজ্জ্বলনীলমণিরই অনুসরণ করা হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

সপ্তম পর্ব—রসতত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্ফুরিত
এবং
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের, পরে (নোয়াখালী) চৌমুহনী
কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

এম্-এ, ডি-লিট্-পরবিদ্যাচার্য্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ,
ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্ত-ভাস্কর
কর্ত্তৃক লিখিত

প্রাচ্যবাণী মন্দির
কলিকাতা

প্রকাশক :
প্রাচ্যবাণী-মন্দির পক্ষে
যুগ্মসম্পাদক
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এম. এ., পি, এইচ, ডি.
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা — ৯

Bound by—**Orient Binding Works**
(Winners of State award for excellence in book-binding)
100, Baitakkhana Road, Cal—9

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা— ১২

২। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

৩। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

৫। চক্রবর্ত্তী-চাটার্জি এণ্ড কোং
১৫, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২

৬। কাত্তিক লাইব্রেরী
গান্ধী কলোনী, কলিকাতা—৪০

দ্রষ্টব্য। পুস্তকবিক্রেতারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানা হইতে গ্রন্থ নিবেন
৪৬, রসারোড্ ইষ্ট, ফাষ্ট লেন, টালিগঞ্জ,
কলিকাতা—৩৩

পঞ্চম খণ্ডের মূল্য—২৫৲ পঁচিশ টাকা

শ্রীপ্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪
হইতে শ্রীঅরবিন্দ সরদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

পরমপূজ্যপাদ পরমভাগবত ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের চার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী সমুদ্রপ্রমাণ দর্শনগ্রন্থের পরিপূর্ত্তি সুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দর্শনের পরমানুরাগিবৃন্দের নহে, নিখিল ভারতের সকল ধর্ম ও দর্শনতত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিতেরই অন্য শ্রেষ্ঠ আনন্দের কারণ হবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দিক্ থেকে, শ্রীল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্মের প্রপূর্ত্তির দিক্ থেকে, এই গ্রন্থ একটী স্থায়ী পথনির্দেশক প্রামাণিক গ্রন্থরূপে চির বিরাজ করবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের কোনও সুলিখিত ধারাবাহিক প্রামাণিক ইতিহাস এতদিন ছিলনা। ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় এই নিদারুণ অভাব পরমসুন্দর ভাবে দূর করলেন, এইজন্য তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার তুলনা নেই। তুলনামূলক চিন্তনের সময় আমার বারংবার একথাই মনে হয়েছে যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনক্ষেত্রে বসে মধুরতম পরিবেশে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ লিখে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের ধর্মকৃত্য, আচারনিষ্ঠার একটি একান্ত নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাগ্রন্থ রচনা করে গিয়েছিলেন, আজ মহাপ্রভুর জন্মের পাঁচশত বৎসরের পরিপূর্ত্তির প্রাক্কালে ভাগীরথী-তোয়োধারা-বিধৌত কলিকাতা নগরীতে বসেও আমাদের প্রাণপ্রভু ডাঃ নাথমহাশয়ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের দিক্ থেকে সেই কাজই করে রাখলেন আমাদের জন্য। মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূজ্যপাদ ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের মাধ্যমে পূর্ণ হলো এবং আমরা তাঁর এই অপূর্ব কৃতিত্বের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, এইটীই আমাদের বর্ত্তমান জীবনের একটী চরম সান্ত্বনা ও আনন্দের হেতু।

বর্ত্তমান সপ্তম পর্বস্থ "রস-তত্ত্ব" অংশে আমাদের ভাগবতশ্রেষ্ঠ ডক্টর নাথ কত অপূর্ব বিষয় অনুপম সুললিত ভাষায় বর্ণন ও বিশ্লেষণ করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। এই উপলক্ষ্যে আমরা ডা: নাথ মহাশয়ের গ্রন্থের ৭।১৫৭-১৫৮ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ২৯৯৮-৩০০৮), ৭।১৬০-৭০ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ৩০০৯-৩০৫৩), ৭।১৭১-৭৪ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ৩০৫৪-৩১১০), ৭।৩৯৫ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ৩৪৭৪-৩৫৮২) এবং ৭।৪২৪ ঘ অনুচ্ছেদে (পৃষ্ঠা ৩৬৩৯-৩৬৬৪) বর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতি পাঠকবৃন্দের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করি। লৌকিক বা প্রাকৃত রসের থেকে অপ্রাকৃত রসের পার্থক্য ডাঃ নাথ অপূর্ব ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ; স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্বের শাস্ত্রসম্মত অপূর্ব ব্যাখ্যানও করেছেন ডাঃ নাথ।

এই সমস্ত বিষয় যেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি পরম-ভাবাবর্ত্ত। ভাগবতশ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত লেখকের প্রত্যেক অক্ষর থেকেই অবিরল ধারে ভক্তির বারি নিঃসৃত হচ্ছে—প্রত্যেক বাক্যেই স্রোতস্বতীর বেগধারা।

কোনও এক মহেন্দ্রক্ষণে ডাঃ নাথমহাশয় বৃন্দাবনস্থ মহাসন্ন্যাসীর প্রদত্ত আশীর্বাদ ও লেখনী নিয়ে এই মহাভাগবতরস-নির্যাস গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁর পূর্ণ আশীর্বাদ অজস্র-

ধারে ডাঃ নাথ মহাশয়ের শিরোদেশে বর্ষণ করেছেন। তার ফল দেখে আমরাও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। মহাপ্রভু যে আমাদের কত ভালবাসেন, তার চূড়ান্ত প্রমাণ এখানেই।

ডাঃ নাথ মহাশয়ের পদচ্ছায়ায় বসে আমরা নিরন্তর কেবল এই প্রার্থনাই করি, যেন তিনি মানবজীবনের যে পূর্ণ আয়ুষ্কাল, ১২০ বৎসর ৫দিন—সে সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল পরিগ্রহণ করে, মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম সমস্ত বিশ্বে আরো সংপ্রসারিত করে দিয়ে যান। এখন মাত্র তাঁর বিরাশী বৎসর বয়স, বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ তাঁর কৃপায় ধন্য হয়েছে। আরও ৩৮ বৎসর জীবদ্দশায় থেকে তিনি যদি মহাপ্রভুর প্রেমধর্মরশ্মি জগতে বিকিরণ করেন, সমস্ত বিশ্ব মহাপ্রভুর জ্যোতির্ধারায় স্নাত হবে, এ আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

ডাঃ নাথমহাশয়কে আমরা অধম অজ্ঞ জন আমাদের কোটি কোটি ভক্তিপ্রণতি নিবেদন করে এই প্রার্থনা জানাই, যেন তিনি বঙ্গজননীর মুখে যে অপূর্ব দিব্য হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই হাসি-রেখাকে আরো সুন্দরতর করে তোলেন—তাঁর জ্ঞানবিভূতিপূর্ণ চিত্তোন্মাদন নব নব গ্রন্থরচনার মাধ্যমে।

মহাপ্রভুর কাছেও আমাদের এই একমাত্র প্রার্থনা—যেন ডাঃ নাথ মানবের পূর্ণতম আয়ুষ্কাল লাভ করে আরো ভক্তিসুষমা নিখিল বিশ্বসমক্ষে বিকিরণ করে আমাদের ধন্য করেন।

ভক্তদাসানুদাস

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

লেখকের নিবেদন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সর্ব্বশেষ খণ্ড—পঞ্চমখণ্ড (রসতত্ত্ব)—প্রকাশিত হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের পর্য্যবসান রসতত্ত্বে।

সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছেন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ ॥১৫।১৫॥" সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য একমাত্র পরব্রহ্ম হইলেও জীব-জগদাদি ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে বলিয়া বেদানুগত দর্শনশাস্ত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব-কথনের প্রসঙ্গে জীব-জগদাদির তত্ত্বও—জীবতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্বও—কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সহিত জীবের অনাদি অবিচ্ছেদ্য নিত্যসম্বন্ধ। জীবস্বরূপ হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা জীবশক্তি—জীবশক্তির অংশ (গীতা ৭৫) এবং শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ তাঁহার শক্তিও তাঁহার অংশ বলিয়া স্বরূপতঃ জীব হইতেছে পরব্রহ্মের সনাতন অংশ (গীতা ।১৫।৭)। শক্তির স্বরূপানুবন্ধি-কর্ত্তব্য হইতেছে শক্তিমানের আনুকূল্যময়ী সেবা, অংশেরও স্বরূপানুবন্ধি-কর্ত্তব্য হইতেছে অংশীর আনুকূল্যময়ী সেবা। আনুকূল্যময়ী সেবা হইতেছে প্রীতিময়ী সেবা। জীব যখন স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ, তখন জীবেরও স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য হইতেছে পরব্রহ্মের আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"আত্মানমেব প্রিয়-মুপাসীত ইতি।—প্রিয়রূপে পরমাত্মা পরব্রহ্মের উপাসনা বা সেবা করিবে।" প্রিয়রূপে সেবাই হইতেছে প্রীতিময়ী সেবা। শতপথ-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ।" প্রিয়রূপে এবং প্রেমের সহিত (কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনার সহিত) শ্রীকৃষ্ণের সেবা জীবের স্বরূপানুবন্ধি-কর্ত্তব্য হইলেও সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া তাঁহা হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া অশেষ সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনাদিবহির্ম্মুখ হইলেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের যখন নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান, তখন সেই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে তাহার স্বরূপগত অধিকার অবশ্যই আছে। কিন্তু তজ্জন্য সাধনের আবশ্যক। বেদানুগত দর্শনশাস্ত্রে তাই সাধন-তত্ত্বের কথাও দৃষ্ট হয়। এই সাধনের সাধ্যবস্তু কি, তাহাও বেদানুগত দর্শন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এইরূপে দেখা যায়—বেদানুগত দর্শনশাস্ত্রে মুখ্য প্রতিপাদ্যব্রহ্মতত্ত্বের আনুষঙ্গিক ভাবে জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব এবং সাধ্যতত্ত্বও নির্ণীত হইয়াছে।

শ্রুতি পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।" তিনি রসঘন। শ্রুতিতে তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ এবং আনন্দঘনও বলা হইয়াছে। অপূর্ব্ব আস্বাদনচমৎকারিত্বময় আনন্দই হইতেছে রস। তিনি রসস্বরূপ—অপূর্ব্ব আস্বাদনচমৎকারিত্বময় আনন্দস্বরূপ।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের সকলেই ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাঁহাদের আলোচনা ব্রহ্মের রসস্বরূপত্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। তাঁহাদের প্রায় সকলেই ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্বের কথা বলিয়াছেন বটে ; কিন্তু সেই আনন্দস্বরূপত্বের তাৎপর্য্য কি, তাহা তাঁহারা বলেন নাই। শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন ; কিন্তু তিনিও রসস্বরূপত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণই পরব্রহ্মের রসস্বরূপত্বের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রস-শব্দের দুইটী অর্থ— "রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ—আস্বাদ্য বস্তু" এবং "রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ—রস-আস্বাদক, রসিক।" রসস্বরূপ বলিয়া পরব্রহ্ম হইতেছেন—আস্বাদ্য এবং আস্বাদক (রসিক)। তিনি ব্রহ্ম—সর্ব্ববৃহত্তম বস্তু ; তাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই। "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ কশ্চিদ্দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি॥" তাঁহার এই সর্ব্বাতিশায়িতা সর্ব্ববিষয়ে, তাঁহার রসস্বরূপত্বেও। সুতরাং তাঁহার ন্যায় আস্বাদ্যও অপর কোনও বস্তু নাই, তাঁহার ন্যায় আস্বাদক বা রসিকও অপর কেহ নাই ; অধিক থাকা তো দূরে। আস্বাদ্যরূপেও তিনি অসমোর্দ্ধ, আস্বাদক বা রসিকরূপেও তিনি অসমোর্দ্ধ।

মধুর বস্তুই হয় আস্বাদ্য। শ্রুতিতে দুইটী মাধুর্য্যব্যঞ্জক শব্দদ্বারাই পরব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি রসস্বরূপ। অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দই হইতেছে রস। আনন্দ এবং রস এই দুইটীই মাধুর্য্যব্যঞ্জক শব্দ। পরব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দস্বরূপ—অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দস্বরূপ। ইহাদ্বারা তাঁহার মাধুর্য্যই সূচিত হইয়াছে। এই মাধুর্য্যেও তিনি অসমোর্দ্ধ। তাঁহার মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তাসভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২১।৮৮॥ শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি॥" এমন কি, তাঁহার "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১১৪॥" তাঁহার নিজের রূপ নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক। তাঁহার নরলীলার উপযোগী রূপ "বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ শ্রীভা, ৩।২।১২॥" লীলাশুক বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন—"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥" এতাদৃশ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় হইতেছেন আস্বাদ্যরসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।

এক্ষণে তাঁহার আস্বাদক-রসরূপত্বের বা রসিকত্বের কথা বলা হইতেছে। রসিক বা রসাস্বাদক রূপেও তিনি ব্রহ্ম—সর্ব্বাতিশায়ী, অসমোর্দ্ধ। তিনি হইতেছেন রসিকশেখর, রসিকেন্দ্র-শিরোমণি।

তিনি আস্বাদন করেন—স্বরূপানন্দ এবং শক্ত্যানন্দ। স্বরূপানন্দের আস্বাদন হইতেছে তাঁহার আস্বাদ্য-রসস্বরূপের আস্বাদন, মুণ্ডকশ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণস্বরূপে তিনি স্বীয় রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্যও আস্বাদন করিয়া থাকেন। আর, শক্ত্যানন্দের আস্বাদনের মধ্যে তাঁহার হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-

শক্তির বৃত্তিবিশেষ যে প্রেম বা ভক্তি, সেই প্রেমরস-নির্য্যাসের, বা ভক্তিরস-নির্য্যাসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহার রসিকত্ব। ভক্তিরসের আস্বাদনে তিনি—অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ—হইতেছেন বিষয়ালম্বন এবং তাঁহার পরিকরবর্গ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন।

প্রাকৃত রসকোবিদ্গণ ভক্তির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না (৭।১৭২-অনু)। তাঁহারা বলেন—দেবতাবিষয়া রতি হইতেছে ভাবমাত্র, চিত্তের প্রথম-বিক্রিয়ামাত্র; সামগ্রীর অভাবে তাহা রসরূপে পরিণত হইতে পারে না। তাঁহাদের এইরূপ অভিমতের হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের মতে সামাজিকের লক্ষণ হইতেছে রজস্তমোহীন-প্রাকৃত-সত্ত্বপ্রধান-চিত্ততা; কিন্তু রজস্তমোহীন প্রাকৃত-সত্ত্বপ্রধান চিত্তও ভক্তির অনুভব লাভ করিতে পারে না; ভক্তির বা ভক্তিরসের অনুভবের জন্য মায়িক-গুণাতীত চিত্তের প্রয়োজন। প্রাকৃত রসকোবিদ্গণের কথিত সামাজিকের চিত্ত গুণাতীত নহে বলিয়া ভক্তিরসের আস্বাদন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাকৃত রসকোবিদ্গণের সামাজিক ভক্তিরসের আস্বাদন পায়েন না বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন—ভক্তির রসতাপত্তি সম্ভবপর নহে। ভক্তিরস-সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করেন নাই। অবশ্য অভিনবগুপ্তাদি রামায়ণ-মহাভারতাদি ভক্তিরসময় গ্রন্থকে রসগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু এ-স্থলেও তাঁহাদের কথিত সাধারণীকরণের দ্বারা শ্রীরামাদি পর্য্যবসিত হইয়া পড়েন সাধারণ মানুষে, তাঁহাদের রতিও পর্য্যবসিত হয় নৈর্ব্যষ্টিক নায়ক-নায়িকার রতিতে। সুতরাং রামায়ণ-মহাভারতাদির রসও তাঁহাদের পক্ষে আস্বাদনীয় হয় প্রাকৃত রসরূপে, ভক্তিরসরূপে নহে।

পক্ষান্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রাকৃত-রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না (৭।১৭১-অনু)। তাঁহারা বলেন—রস হইতেছে সুখপ্রাচুর্য্যময় বস্তু। প্রাকৃত বস্তুতে সুখ থাকিতে পারে না; কেননা, প্রাকৃত বস্তুমাত্রই হইতেছে "অল্প"—সীমাবদ্ধ, দেশকালাদিতে সীমাবদ্ধ; অল্পবস্তুতে সুখ থাকিতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি"; কেননা, "ভূমৈব সুখম্।" সুখ হইতেছে ভূমা বস্তু, অনল্প বা অসীম বস্তু। প্রাকৃত বস্তুতে যে সুখ, তাহা হইতেছে বস্তুতঃ সত্ত্ব-গুণজাত চিত্তপ্রসাদ, স্বরূপতঃ সুখ নহে। সত্ত্বগুণপ্রধান-চিত্ত সামাজিকের চিত্তস্থিত সত্ত্ব-গুণজাত চিত্তপ্রসাদকেই প্রাকৃত রসকোবিদ্গণ রসাস্বাদজনিত সুখ বলিয়া মনে করেন এবং এজন্যই তাঁহারা প্রাকৃতরতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বাস্তব-সুখহীনা প্রাকৃত-রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না।

ভক্তিরস-কোবিদ্ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—প্রাকৃতরসকোবিদ্গণ যে দেবতাবিষয়া রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না, সেই দেবতা হইতেছেন জীবতত্ত্ব প্রাকৃত দেবতা। প্রাকৃত-দেবতা-বিষয়া রতিতে স্থায়িভাবের লক্ষণ নাই; এই রতি বিভাবাদি সামগ্রীর সহিতও মিলিত হইতে পারেনা; সুতরাং ইহা রসরূপে পরিণত হইতে পারে না।

ভক্তি কিন্তু প্রাকৃত-দেবতাবিষয়া রতি নহে। ইহা হইতেছে ভগবদ্বিষয়া রতি—হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি। স্বরূপশক্তি বিভু—ভূমা—বলিয়া ভক্তি বা ভগবদ্বিষয়া রতিও বিভু বা

ভূমা—সুতরাং সুখস্বরূপা। "রতিরানন্দরূপৈব।" ভক্তি নিজে সুখস্বরূপা বলিয়া সুখপ্রাচুর্য্যময় রসে পরিণত হওয়ার যোগ্যা। তাঁহারা বলেন, প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ স্থায়িভাবের যে সকল লক্ষণ স্বীকার করেন, ভক্তিরও সে-সকল লক্ষণ আছে; সুতরাং ভক্তির স্থায়িভাব-যোগ্যতা আছে। ভক্তিরসের বিভাবাদি সামগ্রীও ভক্তিরই ন্যায় অপ্রাকৃত; তাহাদের সহিত মিলনের যোগ্যতা স্থায়িভাবরূপা ভক্তির আছে এবং ভক্তির সহিত মিলনের যোগ্যতাও বিভাবাদি সামগ্রীর আছে। সুতরাং ভক্তির রসতাপত্তিসম্বন্ধে আপত্তির কোনও হেতু থাকিতে পারে না (৭।১৭৩-অনু)।

প্রাচীন আচার্য্যদের মধ্যে শ্রীধরস্বামিপাদ, বোপদেব, হেমাদ্রি, সুদেব, ভগবন্নাম-কৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধর প্রভৃতি ভক্তির রসতাপত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের কেহই ভক্তিরস-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুসরণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই তাঁহার ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় এবং স্বকীয় প্রীতিসন্দর্ভে ভক্তিরসসম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদিগকেই ভক্তিপ্রস্থানের আদি আচার্য্য বলা যায়।

যাহা হউক, রতির রসতাপত্তির প্রকার সম্বন্ধে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে কথিত "বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ"-বাক্যকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন রসাচার্য্য বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। যথা, ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ (৭।১৬০-১৬৪ অনু)। কিন্তু এই সকল মতবাদের কোনও মতবাদেই ভরতমুনির উক্তির মর্ম্ম অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না (৭।১৬৬ অনু)। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই চতুর্বিধ মতবাদের মধ্যে কোনও মতবাদেরই অনুসরণ করেন নাই। তাঁহারাও ভরতমুনিরই অনুসরণ করিয়াছেন; তাঁহাদের মতবাদের সহিত ভরতমুনির উল্লিখিত উক্তির সম্যক্ সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয়। (৩০২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ভট্টনায়কাদির ন্যায় গৌড়ীয় আচার্য্যগণও সাধারণীকরণ স্বীকার করেন। কিন্তু উভয়ের সাধারণীকরণ একরূপ নহে। ভট্টনায়কাদির সাধারণী-করণে দৃশ্যকাব্যে রামসীতাদি তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া পুরুষমাত্রে বা নারীমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়েন। কিন্তু গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া পুরুষমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েন না; পরিকরগণও বৈশিষ্ট্য হারায়েন না; হারাইলে কৃষ্ণবিষয়া রতিরই অস্তিত্ব থাকেনা; কৃষ্ণবিষয়া রতি বা ভক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেলে ভক্তির রসতাপত্তিই সম্ভব হয় না। গৌড়ীয় মতে, কৃষ্ণরতির অচিন্ত্য শক্তিতে বিভাব-অনুভাবাদির যে বৈশিষ্ট্য জন্মে এবং এতাদৃশ বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত বিভাবানুভাবাদির প্রভাবে রতিরও যে বৈশিষ্ট্য জন্মে, রতির ও বিভাবাদির এই বৈশিষ্ট্যের মূল হইতেছে একই কৃষ্ণরতির প্রভাব। মূল এক এবং অভিন্ন বলিয়া রতির ও বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভেদ নাই। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই একীভাব বা সাধারণীকরণ হইয়া থাকে (৩০২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

রসের অলৌকিকত্ব প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণও স্বীকার করেন, অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্ গৌড়ীয়

বৈষ্ণবাচার্য্যগণও স্বীকার করেন; কিন্তু উভয়ের স্বীকৃত অলৌকিকত্বের স্বরূপ একরূপ নহে। ভট্টলোল্লটাদি আচার্য্যচতুষ্টয়ের মতের আলোচনায় কেবল রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্বের কথাই জানা যায় (৭।১৭৪ক-অনু)। তাঁহাদের এই অলৌকিকত্ব হইতেছে লৌকিক জগতে সাধারণতঃ অদৃষ্টত্ব। ভট্টনায়কের রসনিষ্পত্তি-প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্ব হইতেছে লোকবিশেষগতত্ব-হীনতা, impersonal বা universal (৩০৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ভট্টলোল্লটাদি তাঁহাদের কথিত রসের অলৌকিকত্বসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই; তবে তাঁহারা তাঁহাদের কথিত রসকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর—ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য" বলিয়াছেন। তন্ময়ত্বাংশেই তুল্যতা ; স্বরূপে তুল্যতা নাই ; কেননা, ব্রহ্মাস্বাদ হইতেছে অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তুর আস্বাদন ; লৌকিকী রতি এবং লৌকিক বিভাবাদিও অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু নহে ; সমস্তই প্রাকৃতবস্তু। এ-সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর সংযোগজাত রসও হইবে প্রাকৃত বস্তু ; তাহা অপ্রাকৃত হইতে পারে না। প্রাকৃত বস্তু-মাত্রই লৌকিক ; তথাপি যে তাঁহারা এই রসকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলিয়া অলৌকিক বলিয়াছেন, তাহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয় ঃ—কাব্যরসের আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায়, লৌকিক জগতে সেইরূপ আনন্দ অন্যত্র দুর্ল্লভ। কিন্তু রতি ও বিভাবাদি সমস্তই প্রাকৃত বা লৌকিক বলিয়া তৎসমস্ত হইতে উদ্ভূত রসও হইবে বস্তুবিচারে লৌকিকই (৩১০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। লৌকিক জগতে বিরল-দৃষ্ট বস্তুকে অলৌকিক বলার রীতি প্রচলিত আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের কথিত ভক্তিরসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহাদের অলৌকিকত্ব হইতেছে অপ্রাকৃতত্ব, মায়াতীতত্ব। কৃষ্ণরতি বা ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া মায়াতীত—চিৎস্বরূপা। বিষয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণও অপ্রাকৃত, মায়াতীত চিদ্‌বস্তু ; অনুভাব-ব্যভিচারিভাবাদিও চিৎস্বরূপ বা চিদ্রূপতা-প্রাপ্ত। এই সমস্তের সংযোগে উদ্ভূত ভক্তিরসও হইবে অপ্রাকৃত, মায়াতীত, চিদ্‌বস্তু —সুতরাং অলৌকিক। ইহা বস্তুবিচারেই অলৌকিক ; কেননা, ইহা অপ্রাকৃত। (৭।১৭৪-খ-অনু)।

রাসশাস্ত্রে মধুররসে পরোঢ়া নায়িকা এবং উপপতি নিন্দিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাহা স্বীকার করেন ; কিন্তু তাঁহারা বলেন, জীবতত্ত্ব প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধেই উল্লিখিত বিধি। অপ্রাকৃত নায়ক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং অপ্রাকৃত নায়িকা ব্রজসুন্দরীগণের সম্বন্ধে সেই বিধি প্রযোজ্য নহে ; কেননা, রসবৈচিত্রীবিশেষের আস্বাদনের জন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রজ-সুন্দরীগণকেও অবতারিত করিয়াছেন। এই উক্তির সমর্থনে তাঁহারা প্রাচীনদের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন--ব্রজগোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তাই ; অপ্রকট গোলোকে তাঁহাদের এই স্বকীয়াত্ব ; কেবল প্রকটলীলাতে এই স্বকীয়া কান্তাগণই যোগমায়ার প্রভাবে পরকীয়ারূপে প্রতীয়মানা। প্রকটের এই পরকীয়াত্ব—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যও—হইতেছে মায়াময়, প্রাতীতিক, অবাস্তব। (বিস্তৃত আলোচনা ৭।৩৯৫-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। ব্রজদেবীগণ বাস্তবিক পরোঢ়া নহেন বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাস্তবিক উপপতি নহেন বলিয়া, তাঁহাদের

স্বাভাবিক সম্বন্ধ দাম্পত্যময় বলিয়া, রসশাস্ত্রকথিত পরোঢ়া-উপপতি-বিষয়ক বিধান তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। প্রাকৃত নায়িকার পরোঢ়াত্ব এবং প্রাকৃত নায়কের ঔপপত্য বাস্তব বলিয়াই নিন্দনীয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজদেবীগণের মধ্যে স্বরূপতঃ দাম্পত্য-সম্বন্ধ বলিয়া এবং তাঁহাদের ঔপপত্য-পরকীয়াত্ব অবাস্তব, প্রাতীতিক, বলিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে না।

(২)

চতুর্থ খণ্ডের নিবেদনে বলা হইয়াছে, প্রেমতত্ত্বকে পারমার্থিক মনস্তত্ত্বও বলা যায়। রসতত্ত্ব-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। প্রেমই রসরূপে পরিণত হয়। প্রেমের বা ভক্তির রসতাপ্রাপ্তিকালে এবং ভক্তিরসের আস্বাদন-কালে আলম্বন-বিভাবের মনোবৃত্তি যে বৈচিত্রীপরম্পরা ধারণ করে—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ রসতত্ত্বের বিচারে প্রতিরসের বহু বৈচিত্রীর যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত বিজ্ঞানসম্মতভাবে, মনোবৃত্তির সে-সমস্ত বৈচিত্রীপরম্পরারও তদ্রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা পর্য্যবসিত হইয়াছে রসতত্ত্বে। দর্শন-শাস্ত্রভাণ্ডারে ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের এক অপূর্ব্ব অবদান; ইহা বাঙ্গালারও বিশেষ গৌরবের বস্তু।

(৩)

প্রথম খণ্ডের নিবেদনেই বলা হইয়াছে, আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন এবং ভজন-সাধনহীন লোকের পক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের প্রকটিত পারমার্থিক দর্শন-সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ রচনার প্রয়াস ধৃষ্টতা মাত্র। বৃন্দারণ্যবাসী পূজ্যপাদ মহাত্মা শ্রীল হরিবাবা মহারাজের কৃপাদেশেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।" তাঁহার কৃপায় যাহা স্ফুরিত হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি আমার বিষয়মলিন চিত্তের কালিমা তাহাকে যে কোনও স্থলেই আচ্ছন্ন করে নাই, তাহা বলা যায় না। অদোষদর্শী সুধীবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা ক্ষমা করিবেন, ইহাই এই দীন অধমের প্রার্থনা। শাস্ত্রপ্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখাইয়া দিলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

সর্ব্বত্রই আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদদের অভিমতই ব্যক্ত করার চেষ্টা করিয়াছি। আমার নিজের মত বলিয়া কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। গোস্বামিপাদদের অভিমতের, কিম্বা শাস্ত্রোক্তির, মর্ম্ম পরিস্ফুট করার জন্য যে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে নিজের অভিমত অবশ্য কিছু আছে; তাহাও আলোচ্য অভিমতের এবং শাস্ত্রোক্তির প্রতিকূল নহে। তথাপি সে-সকল স্থলে "মনে হয়", "বোধ হয়"-ইত্যাদি কথায় জানাইয়া দিয়াছি যে, তাহা লেখকেরই অভিমত। তাহা গ্রহণ করা না করা সহৃদয় পাঠকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব এবং পরমারাধ্য শ্রীপরমগুরুদেব আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"শাস্ত্রবহির্ভূত কোনও কথাই লিখিবেনা। অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও পরমার্থবিষয়ে হিত বাক্যই বলিবে।

শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৩।১২।৪৪ ॥" তাঁহাদের এই কৃপোপদেশকেই আমি শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছি। তাই স্থলবিশেষে শাস্ত্রবহির্ভূত আচরণের, অভিমতের এবং সংস্কারের সমালোচনা করিতে হইয়াছে। ইহাতে যদি কাহারও মনঃকষ্ট জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা। যথার্থ বস্তু কি, তাহা জানাইতে হইলে, কি যথার্থবস্তু নয়, তাহাও জানানো দরকার।

(৪)

এই গ্রন্থের লিপিকরণ-সম্বন্ধে দুয়েকটী কথা বলিয়াই আমার নিবেদন শেষ করিব। ৫।২।১৯৫৪ ইং তারিখে শ্রীল হরিবাবা মহারাজের কৃপাদেশ পাইয়াছি। ১৯।৩।১৯৫৪ইং তারিখে (৫ই চৈত্র, ১৩৬০, শুক্রবারে) শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমাদিনে লিখন আরম্ভ হয়। ৩।৬।১৯৫৬ইং তারিখে পঞ্চমপর্ব্বের লেখা শেষ হয়। ১৬।৬।১৯৫৬ইং তারিখে মুদ্রণের কার্য্য আরম্ভ হয়। মুদ্রণারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রুফ্ দেখার কাজ আসিয়া পড়ে। প্রুফ্ দেখাতে অনেক সময় দিতে হয়। চিঠিপত্র লেখা, গ্রন্থলেখা, প্রুফ্ দেখা, দর্শনদানার্থীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলা ইত্যাদি কাজের জন্য দিনের মধ্যে আমার সময় অনধিক চারিঘণ্টা। তাই প্রুফ্ দেখার কাজ আরম্ভ হওয়ার পরে লেখার সময় বিশেষ পাওয়া যাইতনা। অবকাশমত লিখিতে হইত। মুদ্রণারম্ভের পরেই ষষ্ঠপর্ব্ব এবং সপ্তম পর্ব্ব লিখিত হয়। ২২।৮।১৮৫৯ ইং (২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৬) তারিখে শনিবারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সপ্তম পর্ব্বের লেখা শেষ হয়। পরিশিষ্ট ইহার পরে লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থশেষে একটা নির্ঘণ্ট দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নির্ঘণ্টব্যতীতই গ্রন্থকলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ; তদুপরি নির্ঘণ্ট সংযোজিত করিলে কলেবর আরও বর্দ্ধিত হইবে আশঙ্কা করিয়া নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল না। প্রত্যেক খণ্ডেরই সূচীপত্র যেরূপ বিস্তৃত ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে, আমাদের মনে হয়, একটু কষ্ট স্বীকার করিলে তাহা হইতেই পাঠক তাঁহার অভীষ্ট বিষয় বাহির করিতে পারিবেন।

সর্ব্বশেষে সুধী-ভক্তবৃন্দের চরণে এবং যাঁহাদের অযাচিত অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে, তাঁহাদের চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

প্রণত কৃপাপ্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ। বিষয়। পৃষ্ঠাঙ্ক

চতুর্থ অধ্যায়: সাত্ত্বিকভাব

অষ্টম অধ্যায়ঃ রসনিষ্পত্তি

সূচীপত্র

সপ্তদশ অধ্যায় : করুণভক্তিরস – গৌণ (৪)

অষ্টাদশ অধ্যায় : রৌদ্রভক্তিরস—গৌণ (৫)

ঊনবিংশ অধ্যায় : ভয়ানকভক্তিরস—গৌণ (৬)

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ঃ বৎসলভক্তিরস—মুখ্য (৪)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—মধুরভক্তিরস—মুখ্য (৫

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১)ঃ নায়কভে[illegible]

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (২) ঃ নায়কসহায়ভেদ

পঞ্চবিংশঅ ধ্যায় : (৩) কৃষ্ণবল্লভা

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৪) : শ্রীরাধা

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৫) : নায়িকাভেদ

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৬) : যূথেশ্বরীভেদ

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১০)

উদ্দীপন, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারিভাব ও স্থায়িভাব

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১১) : শৃঙ্গারভেদ বা উজ্জ্বলরসভেদ

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১২) : রাসলীলাতত্ত্ব

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১৩) : প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত

পরিশিষ্ট

সূচীপত্র সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ—শুদ্ধ
২৭২৪।৮	সেবাদরি—সেবাদির
২৭৩৩।৭, ৮	বয়ঃসান্ধ—বয়ঃসন্ধি
২৭৪০।৯	পরবর্ত্তা—পরবর্ত্তী
২৭৪৪।১৯	স্ফর্ত্তি—স্ফূর্ত্তি
২৭৬৩।২৫	কস্তরী—কস্তূরী
২৭৬৭।১৭	যূগল—যুগল, অধিরাদি—অধরাদি
২৭৬৮।২	কর্ত্তুং—কর্ত্তুং
২৭৭১।৯	কপোলশেভিনা—কপোলশোভিনা
২৭৭৮।৩০	পক্মা—পদ্মা
২৭৯২।৬	গোপার—গোপীর
২৭৯৪।১২	শ্রাহরিকে—শ্রীহরিকে
২৭৯৪।২০	সবেপথ—সবেপথু
২৭৯৯।৭	শ্রীষ্ণের—শ্রীকৃষ্ণের
২৮০২।৪	কৃষ্ণসম্বন্ধা—কৃষ্ণসম্বন্ধী
২৮০২।২২	বৃদ্ধির—বৃদ্ধির
২৮০৪।৬	কৃচ্ছেণ—কৃচ্ছ্রেণ
২৮০৫।১২	মুর্ত্তি—মূর্ত্তি
২৮০৯।২,৫	সাত্বকাভাস—সাত্বিকাভাস
২৮১৪।১৮	সাত্বক—সাত্বিক
২৮১৯।৩০	বহিদৃষ্টিতে—বহির্দৃষ্টিতে
২৮২১।৩০	উদ্ধত—উদ্ধৃত
২৮২৪।১১	ত্রাসজনিভ—ত্রাসজনিত
২৮৩১।১০	গবব—গর্ব্ব
২৮৩১।১৩	অথবা—অথবা
২৮৩৯।১৬	দর্শনে—দশনে
২৮৪২।১৩	সাপ্তঃ—সপ্তিঃ
২৮৫০।২৮	লঘৃ—লঘু
২৮৫১।৩	অলঘৃ—অলঘু
২৮৫২।১২	স্থচিত—সূচিত
২৮৫৫।৮	ভুরিজ্ঞাম্—ভূরিজ্ঞাম্
২৮৫৭।১৫	দুঃখভারাক্রান্ত—দুঃখভারাক্রান্ত
২৮৫৮।৫	পরিাচতম্—পরিচিতম্
২৮৫৯।৭	বন্ধে—বন্ধো
২৮৬২।১৮	যমুনাতুলিনে—যমুনাপুলিনে
২৮৬৪।১	মিকটে—নিকটে
২৮৭২।৬	ইত্যূচিরে—ইত্যুচিরে
২৮৭৬।২	শ্রেয়স্কর—শ্রেয়ঙ্কর
২৮৭৬।২০	বস্তুর—বস্তুর
২৮৭৮।১৫	অভীষ্টদর্শনজনিত—অভীষ্টলাভজনিত
২৮৭৯।২৪	স্পহাজনিত—স্পৃহাজনিত
২৮৮১।১৯,২৭	নপ্তী—নপ্ত্রী
২৮৮১।২২	৬৩—৮৩
২৮৮৩।১৩	স্থরচ্যুত—স্মরচ্যুত
২৮৮৪।১২	স্তনটী—স্তনতটী
২৮৮৫।১১	যোষিং—যোষিৎ
২৮৮৭।৯	অনুরাগবতা—অনুরাগবতী
২৮৮৯।১৭	বংশা—বংশী
২৮৯২।১১	স্থাপ্তঃ—স্বপ্তিঃ
২৮৯৪।১৪	নিস্প্রত্যহস্তং—নিস্প্রত্যুহস্তং
২৮৯৫।৭	বনভুমিতে—বনভূমিতে
২৮৯৬।১৫	গ্যোপ—গোপ
২৯১৬।৭	িতন—তিন
২৯১৬।২২	লঘৃত্বং—লঘুত্বং
২৯২০।১৮	সাত্বক—সাত্বিক
২৯৩০।৩	সঙ্কল—সঙ্কুলা
২৯৩১।১৪	স্বস্মাদ্—স্বস্মাদ্
২৯৩৭।২৭	জুপ্তসা—জুগুপ্সা
২৯৪০।৩০	উদ্ধত—উদ্ধত
২৯৪৩।১০	পাতবসনো—পীতবসনো
২৯৪৩।১০	লসচ্ছী—লসচ্ছ্রী
২৯৪৪।১	ধৈর্য্যচ্যুাত—ধৈর্য্যচ্যুতি
২৯৪৫।৯	ক্রাধরতি—ক্রোধরতি
২৯৪৭।১৬	ভাবাস্থা—ভাবাবস্থা
২৯৬০।৭	সাঙ্কেত—সঙ্কেত
২৯৬১।২	ব্যঙ্গ—ব্যঙ্গ্য
২৯৬৫।১৩	উল্লিখিত—উল্লিখিত
২৯৬৫।১৮	অথ—অর্থ
২৯৭৪।১৫	সখাগণ—সখীগণ
২৯৮৫।১৩	বন্ধক—বন্ধূক
২৯৮৭।২২	লাবণব্যাপীরূপা—লাবণ্যবাপীরূপা
২৯৯৪।১	"—" এর পূর্ব্বে "ভুবনৈকবন্ধো" বসিবে
৩০০২।১৬	বৈচিত্রীহান—বৈচিত্রীহীন

পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ—শুদ্ধ
৩০০৪।৭	সাহিতদর্পণ—সাহিত্যদর্পণ
৩০০৫।১৪	ভাক্তর সম্বন্ধে—ভক্তিরস-সম্বন্ধে
৩০১১।২৬	রজ্জ—রজ্জু
৩০১৭।১৬	বিভাবিতা—বিভাবতা
৩০১৯।২০	সাধারণা—সাধারণী
৩০২০।২৯	(বংশীস্বরাদি—(বংশীস্বরাদি)
৩০২৩।২৫	বাভিচারিণ—ব্যভিচারিণ
৩০২৪।১২	রসশাস্ত্রেও—রসশাস্ত্রেও
৩০৩২।১৭	প্রকৃত—প্রাকৃত
৩০৪০।১৪	যোগ কাবা—যোগ্য কাব্য
৩০৪৯।২৯	জন্য—এজন্য
৩০৫১।১২	অ—আ
৩০৫৩।২৫	ভগবান্নরূপে—ভগবান্‌রূপে
৩০৬৬।৫	বাদ্ধত—বদ্ধিত
৩০৬৬।১৫	অভাবশতঃ—অভাববশতঃ
৩০৬৭।২	পরস্পরা—পরম্পরা
৩০৬৭।১৩	বলিয়,—বলিয়া
৩০৬৯।৩	লোকিক—লৌকিক
৩০৭১।৩	আনস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ
৩০৭৫।১৩	গোড়ীয়—গৌড়ীয়
৩০৭৬।১৭	স্বরূপান্দের—স্বরূপানন্দের
৩০৭৮।৭	চ্ছোত্র—চ্ছ্রোত্র
৩০৮৯।২৭	ভূজমেধ—ভুজমেধি
৩০৮৯।২৮	৪।৫।৫৩—৪।৮।৫৩
৩১০৫।২৭	প্লুবস্তি—প্ল ্বস্তি
৩১১২।৪	অদ্ভূতস্য—অদ্ভুতস্য
৩১১৬।১৩	গেণোপ্য—গৌণোপ্য
৩১১৯।৩০	পিশিতোপনন্দ—পিশিতোপনন্ধ
৩১২৪।২৮	চটুলভে—চটুলতে
৩১২৫।১০	বীররসকে—বীররস
৩১২৭।১২	বার—বীর
৩১৩৬।২২	না—ন
৩১৪৬।৫	প্রগভাব—প্রাগভাব
৩১৬১।২০	জনে—জানে
৩১৭২।১৭	ইন্দ্রা দরও—ইন্দ্রাদিরও
৩১৮০।২৩	সমান শালত্বেন—সমানশীলত্বেন
৩১৮৫।১৭	গো. পু. চ. ৭১॥—গো. পু. চ-২২।৭১॥
৩১৮৬।৯	গো পু. চ. ৭৩-৭৪॥—গো. পু. চ. ২২।৭৩-৭৪
৩১৯৬।১২	কারতে—করিতে
৩২০১।২২	গেণীরতিরও—গৌণীরতিরও
৩২০৫।২২	পৌণ্ডক—পৌণ্ড্রক
৩২১১।২১	উদ্ভুত অদ্ভূতরস—উদ্ভূত অদ্ভুতরস
৩২১৬।১৭	(২২৩-৩৫ অনু)—(২৩৩-৩৫-অনু)
৩২১৬।১৯	যূদ্ধবীর—যুদ্ধবীর
৩২১৮।২	উদ্দাপন বিভাব—ক।উদ্দীপন বিভাব
৩২২৪।১৫	কুঙ্কুমারুণিতো—কুঙ্কুমারুণিতো
৩২২৭।২০	কুট্যালিতাঞ্জা—কুট্যালিতাঞ্জলি
৩২৩২।২৮	ব্রজগোপাগণ—ব্রজগোপীগণ
৩২৩৮।৪	পুষ্টি—পুষ্টি
৩২৩৯।২০	যথনা—যখন
৩২৪১।১২	শু নয়া—শুনিয়া
৩২৪৫।২৫	শত্রণাং—শত্রূণাং
৩২৪ ।২	।বভাবাদ্যৈঃ—বিভাবাদ্যৈঃ
৩২৫৬।৪	ভাক্তরস—ভক্তিরস
৩২৫৩।২০	সামগ্রা—সামগ্রী
৩২৫৩।২৫	।কস্বাত্ম—কিস্বাত্ম
৩২৫৩।২৬	তত্রাপাশ—তত্রাপীশ
৩২৫৪।১৮	নির্ধ্বিশেষ—নির্ব্বিশেষ
৩২৫৮।৫	শাত—শীত
৩২৬০।২৮	কর্যময়া—কর্ষময়ী
৩২৬২।৮	প্রাপ্তর—প্রাপ্তির
৩২৬৪।১	সাহত্য—সাহিত্য
৩২৬৭।১৯	পাতবসন—পীতবসন
৩২৬৭।২৭	মগুল—মণ্ডল
৩২৬৮।১৫	আলম্নন—আলম্বন
৩২৭২।৫	ইক্ষাকু—ইক্ষ্বাকু
৩২৭৩।২৬	।বক্রীডিত্য—বিক্রীড়িতা
৩২৭৭।১৫	আাশ্রতাদি—আশ্রিতাদি
৩২৮০।৭	স্বায়—স্বীয়
৩২৮৫।২১	সাক্ষাদ্‌কারেণ—সাক্ষাৎকারেণ
৩২৮৭।১৮	দৈন্যনির্বেদ—দৈন্যনির্বেদ
৩২৮৭।২৫	হন্ত—হন্ত
৩২৯৮।২৭	জ্ঞানই মধ্যে—জ্ঞানই
৩৩০১।১৬	স্বয়মুচ্ছিতা—স্বয়মুচ্ছ্রিতা
৩৩০৫।১২	প্রাতভক্তি—প্রীতভক্তি
৩৩০৬।১৭	সম্ভ্রমপ্রাত—সম্ভ্রমপ্রীত
৩৩০৭।২৫	প্রাতিকে—প্রীতিকে
৩৩২৭।১৬	পূর্ব্ববর্ত্তা পূর্ব্ববর্ত্তী
৩৩২৭।৩৭	মূচ্ছিত—মূর্চ্ছিত
৩৩৩০।২৭	ইতাদি—ইত্যাদি

পৃষ্ঠা। পংক্তি অশুদ্ধ—শুদ্ধ

৩৩৩৯।১৪ স্তুয়মানমপি—স্তূয়মানমপি
৩৩৪৫।১ জননা—জননী
৩৩৪৬।২৩ (৩৩৮-৪২)—(৩৪৫-৫০)
৩৩৪৭।১৫ বংশা—বংশী
৩৩৪৯।২৯ প্রাগলভ্যয়া—প্রাগল্ভ্যয়া
৩৩৫৮।১ শ্রীকৃষ্ণর—শ্রীকৃষ্ণের
৩৩৬৮।১২ স্বয়ংদূতি--স্বয়ংদূতী
৩৩৮১।১৫.২৭ গোপাগর্ভ—গোপীগর্ভ
৩৩৮৬।১৪ প্রিয়—প্রিয়াদের
৩৩৮৮।২৩ কান্তগণ—কান্তাগণ
৩৩৮৮।২৫ কায়ব্যূহ—কায়ব্যূহ
৩৩৯৮।৭ শ্যমলা—শ্যামলা
৩৩৯৮।১৫ বক্তং—বক্ত্রং
৩৪০৬।২৪ পৃথু—পৃথু
৩৪০৯।৩ ছ--চ
৩৪১৭।১৪ স্ববাসকঃ—স্ববাসকঃ
৩৪১৭।১৯ রতিক্রাড়া—রতিক্রীড়া
৩৪২১।২৭ অনন্তভুক্তির--অনন্তর্ভুক্তির
৩৪২৫।১০ বৈচিত্র--বৈচিত্র্য
৩৪২৯।২৩ বক্তী—বক্ত্রী
৩৪৩১।৯ সখা—সখী
৩৪৪১।২৩ বক্তী—বক্ত্রী
৩৪৪২।৩ বক্ত—বক্ত্র
৩৪৪২।২৬ বক্তী—বক্ত্রী
৩৪৪৬।১২ কর্ণবিষয়ে—কর্ণবিবরে
৩৪৫৮।২৮ বক্তী—বক্ত্রী
৩৪৬০।১৮ শ্রীরাধাকে—শ্রীরাধাকে
৩৪৬২।২৯ তড়িচ্ছিয়ং—তড়িচ্ছ্রিয়ং
৩৪৬৩।১০ তড়িচ্ছিয়ং—তডিচ্ছ্রিয়ং
৩৪৬৪।২৮ সখাদিগকে—সখীদিগকে
৩৪৬৫।১৯ পুটুতা—পটুতা
৩৪৬৫।৩০ [৩৩৬৫]—[৩৪৬৫]
৩৪৭১।১৩ চন্দ্রবলীর—চন্দ্রাবলীর
৩৪৭১।২৭ (২)—(৪)
৩৪৭২।৩ (৩)—(৫)
৩৪৭৮।২২ পুর্ব্বচার্য্যদের—পুর্ব্বাচার্য্যদের
৩৪৮০।১৯ শালনেন—শীলনেন
৩৪৯৫।১ পুনরয়—পুনরায়
৩৫১৩।১ গোবর্দ্ধনাদিনামাভিঃ—গোবর্দ্ধনাদিনামভিঃ
৩৫২৭।৩০ চিদ্রষেপ—চিদ্রপেষু
৩৫৩০।২১ অবিনাশা—অবিনাশী
৩৫৪০।২১ নিস্পমাণকই—নিষ্প্রমাণকই
৩৫৪৭।১৮ ।ক্রয়ার—ক্রিয়ার
৩৫৫৩।২১ কিস্থনা, ধীবৃন্দ—কিনা, সুধীবৃন্দ
৩৫৫৪।৪ মুখ—মুখ্য
৩৫৫৪।৯ চক্রবত্তি—চক্রবর্ত্তি
৩৫৫৫।৩ শ্লোকেয় - শ্লোকের
৩৫৫৯।৫ উদ্ধত - উদ্ধৃত
৩৫৬৭ ২৯ উদ্ধত—উদ্ধৃত
৩৫৯৬ ২৯ যোগা—যোগী
৩৫৯৭।১২ অপ্রাপ্ততে —অপ্রাপ্তিতে
৩৬০০।২৮ চিন্তা—চিন্তা
৩৬০৩।৯ তারতাম্যে—তারতম্যে
৩৬০৭।২ হইলে। যে—হইলে যে
৩৬১৫।২৫ সম্পুর্ণরূপে—সম্পূর্ণরূপে
৩৬৩২।১২ উম্প্াদ—উন্মাদ
৩৬৩৬।১০ কিঞ্চিদ্দর—কিঞ্চিদ্দূর
৩৬৩৮।১২ কিঞ্চিদ্দর—কিঞ্চিদ্দূর
৩৬৪৮।১,৪ কিঞ্চিদ্দুর—কিঞ্চিদ্দূর
৩৬৫৩।১৫ দুল্লভালোকত্বের—দুর্ল্লভালোকত্বের
৩৬৬৩।১১ শ্রীকৃষ্ণমুত্তিকে—শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে
৩৬৬৯।১০ পুর্ব্বোল্লিখত—পুর্ব্বোল্লিখিত
৩৬৬৯।১৯ বক্তাম্বুজম্ - বক্ত্রাম্বুজম্
৩৬৭৮।৩ বরাঙ্গনো—বরাঙ্গনে
৩৬৭৯।১০ গান্ধর্ব্ববিকায়া—গান্ধর্ব্বিকায়া
৩৬৮১।১২ গূঢ়ার্চ্চ—গূঢ়াৰ্চ্চি
৩৬৯০।৫ থাকিবেন—থাকিতেন
৩৬৯৩।২১ পুর্ব্বোদ্ধত—পুর্ব্বোদ্ধৃত
৩৬৯৮।৩০ সামগ্রা—সামগ্রী
৩৭০৭।৩ শ্রীশ্রীচৈতন্যচারিতামৃতের—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের
৩৭০৯।১৮ বর্ণাশ্রামাচারবতা—বর্ণাশ্রমাচারবতা
৩৭৪০।১৮ রাধাপ্রেমর—রাধাপ্রেমের
৩৭৭৬।১৫ কি—কিং
৩৭৯১।১৬ শ্রীনিন্দাদ্বৈত—শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত
৩৮০১।১২ গ্রং—গ্রন্থে
৩৮০২।৫ মাধ্বচার্য্যের—মধ্বাচার্য্যের

কোনও কোনও স্থলে " ি" এবং " ী " হইয়া পড়িয়াছে "। বা ।" এবং "উদ্ধৃত" হইয়া পড়িয়াছে "উদ্ধত"।

শুদ্ধিপত্র সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

সপ্তম পর্ব্ব

রসতত্ত্ব

বন্দনা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥

সূত্র

অধিকারিভেদে রতি পঞ্চ পরকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি আর॥
এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী - কৃষ্ণ হয় বশ॥
প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রীমিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব "রস" হয় এই চারি মিলি॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
"রসালা"খ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥

—শ্রীচৈ. চ. ২।২৩।২৫-২৯॥

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ আলোচনা

১। ভক্তিরস

রস-শব্দের মুখ্য এবং পারিভাষিক অর্থ পূর্ব্বেই (১।১।১২১-অনুচ্ছেদে) বিবৃত হইয়াছে। রস-শব্দের দুইটী অর্থ—আস্বাদ্য বস্তু এবং রস-আস্বাদক বা রসিক। রস-শব্দের একরকম সাধারণ অর্থে (রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ—এই অর্থে) আস্বাদ্য বস্তুমাত্রকে রস বলিলেও, যে আস্বাদ্যবস্তুর আস্বাদনে চমৎকারিত্ব জন্মে, তাহাকেই রস-শাস্ত্রে "রস" বলা হয়। অননুভূতপূর্ব্ব বস্তুর অনুভবে, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বস্তুর আস্বাদনে, চিত্তের যে স্ফারতা জন্মে, তাহাকেই বলা হয় চমৎকৃতি। এই চমৎকৃতিই হইতেছে রসের সার বা প্রাণবস্তু ; এই চমৎকৃতি না থাকিলে কোনও আস্বাদ্যবস্তুকেই রস বলা হয়না। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥৬।৫।৭॥"

আনন্দের বা সুখের জন্যই সকলের স্বাভাবিকী লালসা ; সুতরাং আনন্দ বা সুখই হইতেছে বস্তুতঃ আস্বাদ্য বস্তু। এই আনন্দ বা সুখ যখন চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখন তাহা হয় রস। "চমৎকারি সুখং রসঃ॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥৬।৫।৫॥"

হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তি (বা কৃষ্ণরতি, বা ভাগবতী প্রীতি) হইতেছে স্বরূপতঃই আনন্দরূপা। "রতিরানন্দরূপৈব॥ ভ, র, সি, ২।১।৪॥" এই আনন্দ হইতেছে চিন্ময় আনন্দ, লৌকিক জড় আনন্দ নহে। রতির এই আনন্দ এতই প্রাচুর্য্যময় যে, ব্রহ্মানন্দও তাহার নিকটে তুচ্ছীকৃত হয়। তথাপি কিন্তু এই আনন্দরূপা রতি বা ভক্তি আপনা-আপনি তাহার আস্বাদ্যত্বের অনুরূপ চমৎকারিত্বময়ী নহে ; অপর কতকগুলি সামগ্রীর সহিত যুক্ত হইলেই তাহা এক অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে এবং তখনই তাহাকে বলা হয়—**ভক্তিরস**।

একটী উদাহরণের সহায়তায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। দধির নিজস্ব একটা স্বাদ আছে। তাহার সহিত যদি সিতা (মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ), ঘৃত, মরীচ, কর্পূরাদি মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে, এই সমস্ত দ্রব্যের মিলনে তাহাতে এক আস্বাদন-চমৎকারিত্বের উদ্ভব হয় এবং তখন তাহা রসে (অবশ্য লৌকিক রসে) পরিণত হয় ; তখন তাহাকে "রসালা" বলা হয়। তদ্রূপ, কৃষ্ণরতি বা ভক্তির সহিত অপর কয়েকটী বস্তুর মিলন হইলে তাহাও অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া ভক্তিরসে পরিণত হয়।

অথাস্যাঃ কেশবরতে র্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে।
সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা॥ ভ, র, সি, ২।১।১॥

২। ভক্তিরসের সামগ্রী

যে সমস্ত বস্তুর মিলনে কোনও একটী আস্বাদ্য বস্তু রসে পরিণত হয়, সে-সমস্ত বস্তুকে বলে সেই রসের সামগ্রী। সিতা, ঘৃত, মরীচ ও কর্পূরের মিলনে দধি রসালানামক রসে পরিণত হয় ;

এ-স্থলে সিতা, ঘৃত, মরীচ ও কর্পূর হইতেছে রসালার সামগ্রী। তদ্রূপ, যে-সমস্ত বস্তুর সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়, সে-সমস্ত বস্তুকে বলে ভক্তিরসের সামগ্রী। আর রতিকে বলে স্থায়িভাব।

কৃষ্ণরতির অনেক স্তর আছে—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। আবার এ-সমস্ত স্তরেরই যথাযথ সম্মিলনে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং মধুর-রতির উদ্ভব। এই পঞ্চবিধা রতিই এবং তাহাদের অন্তর্ভুক্ত প্রেম-স্নেহাদিই সামগ্রীমিলনে রসে পরিণত হইয়া থাকে। এ-স্থলে শান্তাদি পঞ্চবিধা রতিকে বলে শান্তাদি পঞ্চবিধ রসের স্থায়ী ভাব।

অধিকারিভেদে রতি পঞ্চ পরকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রতি আর॥

এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চরস॥ যে রসে ভক্ত সুখী—কৃষ্ণ হয় বশ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২৩।২৫-২৬॥

প্রেম-স্নেহাদির সম্মিলনেই শান্তাদি রতির উদ্ভব। সুতরাং প্রেম-স্নেহাদিও হইতেছে কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়ী ভাব।

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥

যৈছে, বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ডসার। শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি আর॥

এই সব কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়ি-ভাব। শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৫২-৫৪॥

যে ভাবটীর সহিত অন্য কতকগুলি বস্তু (রসের সামগ্রী) মিলিত হইলে রসের উৎপত্তি হয়, সেই ভাবটীই হইতেছে সেই রসের স্থায়ী ভাব ; এই স্থায়িভাবটী রসে নিত্যই বিরাজিত ; ইহা বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ সমস্ত ভাবকে বশীভূত করিয়া মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে। স্থায়িভাব-সম্বন্ধে পরে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইবে।

যাহা হউক, এই স্থায়িভাবের সঙ্গে কতকগুলি সামগ্রী মিলিত হইলেই রসের উদ্ভব হয়। কিন্তু সেই সামগ্রীগুলি কি ?

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তি-রস-স্বরূপ পায় পরিণামে॥

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়িভাব "রস" হয় এই চারি মিলি॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।২৭-২৮॥

স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব॥

সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী-ভাবের মিলনে।

কৃষ্ণভক্তি "রস" হয় অমৃত-আস্বাদনে॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১৯।১৫৪-৫৫॥

এইরূপে জানা গেল, ভক্তিরসের সামগ্রী হইতেছে চারিটী—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভাব।

বিভাব, অনুভাবাদির তাৎপর্য্য কি এবং বিভাব, অনুভাবাদির মিলনে কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণভক্তি কিরূপে অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া রসে পরিণত হয়, পরবর্ত্তী কতিপয় অধ্যায়ে তাহা আলোচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভাব

৩। বিভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন

"তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ।
তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে ॥২।১।৫॥

—রতির আস্বাদনের হেতুকে বিভাব বলে। সেই বিভাব হইতেছে দ্বিবিধ—আলম্বনবিভাব এবং উদ্দীপনবিভাব।"

আলম্বনও আবার দুই রকম—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন (পরবর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। উক্তশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—উল্লিখিত শ্লোকে যে রতির আস্বাদনের হেতুর কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিষয়ত্বরূপে, আশ্রয়ত্বরূপে এবং উদ্বোধকত্বরূপেও বিভাবের রত্যাস্বাদন-হেতুত্ব বুঝিতে হইবে। "হেতুত্বমত্র বিষয়াশ্রয়ত্বেনোদ্বোধকত্বেন চ।" অর্থাৎ বিভাব বিষয়ালম্বনরূপে, আশ্রয়ালম্বনরূপে এবং উদ্দীপনরূপেও রত্যাস্বাদনের হেতু হইয়া থাকে।

কিন্তু বিভাবের স্বরূপ কি ? অগ্নিপুরাণের প্রমাণ (৩৩৮।৩৫-শ্লোক)উদ্ধৃত করিয়া ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলিয়াছিলেন,

"বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥২।১।৫॥"

—যাহাদ্বারা এবং যাহাতে রত্যাদি বিভাবনীয় হয়, তাহার নাম বিভাব। এই বিভাব দুই রকমের—আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"বিভাব্যতে হীতি—যত্র ভক্তাদৌ রতি-র্বিভাব্যতে আস্বাদ্যতে, স আলম্বনবিভাবঃ। যেন হেতুনা রতির্বিভাব্যতে, স উদ্দীপনাত্মকোবিভাবো জ্ঞেয়ঃ।—যে ভক্তাদিতে রতি বিভাবিত বা আস্বাদিত হয়, সেই ভক্তাদিকে বলে আলম্বন বিভাব ; আর যে হেতুদ্বারা রতি বিভাবিত বা আস্বাদিত হয়, তাহাকে উদ্দীপন-বিভাব বলিয়া জানিবে।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন- "রত্যাদ্যুদ্‌বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ॥২।৩৩॥

—যাহা রত্যাদির উদ্‌বোধক, তাহাকে বিভাব বলে।" সাহিত্যদর্পণে আরও বলা হইয়াছে—"বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুরপ্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদিভাবা এভিঃ-ইতি বিভাবা উচ্যন্তে।—যাহাদ্বারা

সামাজিকের (দর্শকের বা শ্রোতার—রসাস্বাদকের) রত্যাদিভাব আস্বাদাঙ্কুরের প্রাদুর্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, তাহাই বিভাব।"

সাহিত্যদর্পণের উক্তি অনুসারে উল্লিখিত অগ্নিপুরাণ-শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ :— যাহাদ্বারা (অর্থাৎ যাহার দর্শনাদিতে) রতি উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয় এবং যাহাতে (অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে বা যাহার বিষয়ে এবং যাহাতে—যে আশ্রয়ে বা যে আধারে) রতি উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয়, তাহাই হইতেছে বিভাব। স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে বাৎসল্যরতি নিত্যই বিরাজিত ; কিন্তু সন্তানের অনুপস্থিতিতে সাধারণতঃ তাহা থাকে নিস্তরঙ্গ জলরাশির মতন। সন্তানের ব্যবহৃত কোনও বস্তুর দর্শনে, বা দূর হইতে সন্তানের কণ্ঠস্বরাদির শ্রবণাদিতে, সেই বাৎসল্য উদ্বুদ্ধ বা স্পন্দিত, তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। এ-স্থলে, সন্তানের ব্যবহৃত দ্রব্য বা তাহার কণ্ঠস্বরাদি হইতেছে বিভাব; কেননা, তৎসমূহদ্বারা জননীর বাৎসল্য উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয়। আবার, যখন সন্তান নিকটে আসে, তখন তাহার দর্শনেও জননীর বাৎসল্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ; কেননা, জননীর বাৎসল্যের বিষয়ই হইতেছে সন্তান, সন্তানের প্রতিই তাঁহার বাৎসল্য। এ-স্থলে সন্তানও হইতেছে বিভাব ; যে-হেতু সন্তানের উপস্থিতিতে জননীর বাৎসল্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। আবার, জননী হইতেছেন বাৎসল্যের আধার বা আশ্রয়। তিনিও এক রকমের বিভাব ; কেননা, তাঁহার চিত্তে বাৎসল্য, নিস্তরঙ্গ ভাবেও, বিরাজিত ছিল বলিয়াই সন্তানের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির দর্শনে, সন্তানের কণ্ঠস্বরাদির শ্রবণাদিতে, বা সন্তানের দর্শনে তাঁহার বাৎসল্য উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। তাঁহার মধ্যে বাৎসল্য না থাকিলে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

রতি উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হইলেই তাহা আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করে। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র অপেক্ষা উচ্ছ্বসিত বা তরঙ্গায়িত সমুদ্রের দর্শনেই অধিক আনন্দ জন্মে। এজন্য বিভাবের দ্বারা রতি যখন উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয়, তখনই তাহা আস্বাদন-যোগ্যতা ধারণ করে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিভাবকে রতির আস্বাদনের হেতু বলা হইয়াছে।

এক্ষণে বিভাবের দুইরকম ভেদের কথা বিবেচিত হইতেছে। এই ভেদদ্বয় হইতেছে—আলম্বন বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব।

৪। আলম্বন-বিভাব, বিষয়ালম্বন এবং আশ্রয়ালম্বন

যাহাকে অবলম্বন করিয়া রতির অস্তিত্ব, তাহাই হইতেছে রতির আলম্বন। সন্তানকে অবলম্বন করিয়াই, অর্থাৎ সন্তানকে উদ্দেশ্য করিয়াই, জননীর বাৎসল্যের অস্তিত্ব ; সন্তান হইল জননীর বাৎসল্যরতির এক আলম্বন—সন্তান হইল বাৎসল্যরতির বিষয়, বিষয়রূপ আলম্বন। আবার জননীকে অবলম্বন করিয়াই, জননীকে আশ্রয় করিয়াই, বাৎসল্য স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে ; সুতরাং জননীও হইতেছেন বাৎসল্যের এক রকম আলম্বন—আশ্রয়রূপ আলম্বন।

এইরূপে দেখা গেল, আলম্বন-বিভাব হইতেছে দুইরকমের—**বিষয়ালম্বন** এবং **আশ্রয়ালম্বন**। কৃষ্ণরতির বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়াই রতির অস্তিত্ব। আর, কৃষ্ণরতির আশ্রয় বা আধার হইতেছেন কৃষ্ণভক্তগণ; কেননা, ভক্তগণের চিত্তেই কৃষ্ণরতি বিরাজিত। সুতরাং কৃষ্ণরতি-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিষয়ালম্বন এবং কৃষ্ণভক্তগণ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন।

"কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।
রত্যাদে র্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ॥ ভ, র, সি, ২।১।৭॥

—পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তগণকে আলম্বন বলেন। রত্যাদির বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আধাররূপে ভক্তগণ হইতেছেন আলম্বন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন :- যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া রতি প্রবর্ত্তিত হয়, তিনি হইতেছেন বিষয়, এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন বিষয়; কেননা, শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়াই কৃষ্ণরতি প্রবর্ত্তিত হয়। আর, রতির আধার হইতেছে রতির আশ্রয়। এ-স্থলে "আশ্রয়"-শব্দে রতির মূল পাত্রই বুঝিতে হইবে; কৃষ্ণরতির মূল পাত্র বা আশ্রয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাপরিকরগণ। এই মূল পাত্র হইতে নিঃস্যন্দিত রতি দ্বারাই আধুনিক (অর্থাৎ সাধক) ভক্তগণও স্নিগ্ধ হয়েন। মূলশ্লোকে যে "রত্যাদেঃ"-শব্দ আছে, তাহার অন্তর্গত "রতি"-শব্দে শান্তদাস্যাদি পঞ্চ প্রধান রতিকেই বুঝায় এবং "আদি"-শব্দে "হাস"-প্রভৃতি সপ্ত গৌণ-রতিকে বুঝাইতেছে (সপ্ত-গৌণ-রতি সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে)। এ-স্থলে "রতি"-শব্দে সজাতীয়া রতিকেই বুঝায়, বিজাতীয়া রতিকে বুঝায় না; কেননা, বিজাতীয়া রতিতে অনুভবকারীর কোনওরূপ সংস্কার থাকিতে পারে না। বিজাতীয়া রতি যদি অবিরোধিনী হয়, তাহা হইলে উদ্দীপনেই তাহার আধার হয়, আলম্বনে হয় না।

৫। বিষয়ালম্বন--শ্রীকৃষ্ণ, দুইরূপে তাঁহার বিষয়ালম্বনত্ব

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া রতি প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া তিনি হইতেছেন রতির বিষয়ালম্বন। দুইরূপে তিনি বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন।

"নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ।
সোঽন্যরূপ-স্বরূপাভ্যামস্মিন্নালম্বনো মতঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।৭॥

—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নায়কগণের শিরোরত্নস্বরূপ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক); মহামহা গুণ-সমূহ তাঁহাতে নিত্য বিরাজমান। অন্যরূপ এবং স্বরূপ—এই দুই রূপে তিনি রতিবিষয়ে আলম্বন হইয়া থাকেন।"

ক। অন্যরূপে আলম্বনত্ব

"হন্ত মে কথমুদেতি সবৎসে বৎসপটলে রতিরত্র।
ইত্যনিশ্চিতমতি র্বলদেবো বিস্ময়স্তিমিতমূর্ত্তি রিবাসীৎ॥ ভ, র, সি ২।১।৮॥

—(ব্রহ্ম-মোহন-লীলায় ব্রহ্মা বৎসপাল-গোপবালকগণকে এবং বৎসগণকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণই বৎস এবং বৎসপাল রূপ ধারণ করিয়া নরমানে এক বৎসর লীলা করিয়াছিলেন। বর্ষপূর্ত্তির অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে এক বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে শ্রীবলদেব লক্ষ্য করিলেন—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহার যে রূপ রতি, এই বৎসগণের এবং বৎসপালগণের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ রতির উদয় হইয়াছে। তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিলেন) 'কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণে আমার যে প্রকার রতি, এই সকল বৎসে এবং বৎসপালগণে কিরূপে আমার সেই প্রকার রতির উদয় হইল?'—বলদেব ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া মূর্ত্তির (নিশ্চল প্রতিমার) ন্যায় হইলেন।"

এ-স্থলে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণ—নিজের স্বভাবিক রূপে নহে, পরন্তু—গো বৎসরূপে এবং বৎসপালক গোপবালকরূপে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও শ্রীবলদেবের শ্রীকৃষ্ণরতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের যে রতি, সে-মমস্ত বৎস এবং বৎসপালগণের প্রতিও তাঁহার সেই রতিই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, রতির পার্থক্য কিছু নাই। ইহাতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্যরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, তখনও তাঁহার দর্শনে তদ্‌বিষয়িণী রতি উদ্বুদ্ধ হয়, তখনও তিনি রতির বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন।

খ। স্বরূপে আলম্বনত্ব

শ্রীকৃষ্ণের স্ব-রূপ দুই রকমের—আবৃত এবং প্রকট। এই উভয়রূপেও তিনি রতির বিষয়া-লম্বন হইয়া থাকেন। "আবৃতং প্রকটঞ্চেতি স্বরূপং কথিতং দ্বিধা॥ ভ, র, সি, ২।১।৮॥" এই দুইটী স্বরূপ পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতেছে।

(১) আবৃত স্বরূপ

পূর্ব্ববর্ত্তী ক-অনুচ্ছেদে যে "অন্যরূপের" কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে অন্য কোনও বস্তুদ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ বৎস এবং বৎসপালের রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার লীলাশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে তিনি স্বীয় স্বাভাবিক রূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অন্যরূপে, বৎস এবং বৎসপাল রূপে, নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু "আবৃত" রূপ সে-রকম নহে। "আবৃত রূপে" তাঁহার নিজস্ব স্বাভাবিক রূপ অপরিবর্ত্তিত ভাবেই বর্ত্তমান থাকে; তবে তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক বেশাদি থাকেনা, অন্য বেশাদি দ্বারা তাঁহার স্বভাবিক রূপ আবৃত বা আচ্ছাদিত থাকে। "অন্যবেশাদিনাচ্ছন্নং স্বরূপং প্রোক্তমাবৃতম্॥ ভ, র, সি, ২।১।৮॥—অন্য বেশাদিদ্বারা আচ্ছাদিত স্বরূপকে আবৃত স্বরূপ বলা হয়।"

এতাদৃশ আবৃত স্বরূপেও যে শ্রীকৃষ্ণ রতির বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন, তাহার একটী উদাহরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"মাং স্নেহয়তি কিমুচ্চৈ র্মহিলেয়ং দ্বারকাবরোধেঽত্র।
আং বিদিতং কুতকার্থী বনিতাবেশো হরিশ্চরতি ॥ ভ. র, সি, ২।১।৯॥

—(এক দিন দ্বারকাপুরীতে পুরবাসিনীদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া—অর্থাৎ নিজের স্বাভাবিক বেশের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া, স্ত্রীলোকের পোষাক-পরিচ্ছদাদিতে নিজেকে আবৃত করিয়া, কৌতুক প্রদর্শন করিতেছিলেন। উদ্ধব তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন) অহো! এই দ্বারকার অবরোধমধ্যে এই মহিলা আমাকে সর্ব্বতোভাবে পরম শ্রীহরি-যোগ্য স্নেহের দ্বারা অন্বিত করিতেছে (অর্থাৎ শ্রীহরির দর্শনে চিত্তে যেরূপ স্নেহ উদিত হয়, এই মহিলার দর্শনেও সেইরূপ স্নেহই আমার হৃদয়ে উদিত হইতেছে)। আমি সম্যক্‌রূপেই অবগত হইয়াছি—কৌতুক প্রদর্শনার্থ শ্রীহরি নিজেই বনিতার বেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন।"

এ-স্থলে দেখা গেল—যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষাদিদ্বারা নিজের স্বাভাবিক রূপকে আবৃত করিয়াছেন, তথাপি স্বীয় স্বাভাবিক বেশভূষায় সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে উদ্ধবের যেরূপ রতি উদিত হয়, স্ত্রীবেশে সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেও তাঁহার সেইরূপ রতিই উদিত হইয়াছিল। স্বাভাবিক বেশভূষায় তিনি যেরূপ বিষয়ালম্বন, স্ত্রীলোকের বেশে আবৃত রূপেও তিনি ঠিক সেইরূপ বিষয়ালম্বন।

(২) **প্রকট স্বরূপ**

বৎস-বৎসপালাদির ন্যায় অন্যরূপও নহে, অন্যবেশাদিদ্বারা আচ্ছাদিত রূপও নহে, শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় স্বাভাবিক রূপকে বলা হয় "প্রকটরূপ।" অন্যরূপে, বা আবৃতরূপেও যিনি ভক্তের রতিকে উদ্বুদ্ধ করেন, স্বাভাবিক প্রকটরূপে যে তিনি তাহা করিবেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

অয়ং কম্বুগ্রীবঃ কমলকমনীয়াক্ষিপটিমা তমালশ্যামাঙ্গদ্যুতিরতিতরাং ছত্রিতশিরাঃ।
দরশ্রীবৎসাঙ্কঃ স্ফুরদরিদরাদ্যঙ্কিতকরঃ করোত্যুচ্চৈর্মোদং মম মধুরমূর্ত্তির্মধুরিপুঃ ॥
ভ, র, সি, ২।১।১০॥

—(শ্রীকৃষ্ণের প্রকটরূপ দেখিয়া উদ্ধব বলিয়াছেন) যাঁহার গ্রীবা কম্বুর তুল্য, যাঁহার নেত্রদ্বয়ের অত্যধিক সৌন্দর্য্য কমলসমূহেরও কাম্য, যাঁহার অঙ্গকান্তি তমালের ন্যায় অতিশয় শ্যামবর্ণ, যাঁহার মস্তকে ছত্র শোভা পাইতেছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে ঈষৎ (যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিলেই যাহা লক্ষীভূত হইতে পারে, এতাদৃশ) শ্রীবৎস-লক্ষণ বিরাজিত, যাঁহার করতলে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন বিরাজিত, সেই মধুরমূর্ত্তি মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অত্যধিক আনন্দ প্রদান করিতেছেন।"

৬। শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্বের হেতু

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—যেরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের নয়নের গোচরীভূত হয়েন, সেই স্বাভাবিক প্রকটরূপের কথা তো দূরে, তিনি যদি তাঁহার লীলাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে প্রকটরূপ

অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে অন্যরূপও ধারণ করেন, কিম্বা যদি অন্যবেশাদিদ্বারা স্বীয় প্রকটরূপকে আচ্ছাদিতও রাখেন, তথাপি তিনি বিষয়রূপে ভক্তদিগের রতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। ইহাতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ালম্বনত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত, ইহা তাঁহার বেশাদির বা রূপাদির অপেক্ষা রাখে না; ইহা স্বয়ংসিদ্ধ। চিনি স্বরূপতঃই মিষ্ট বলিয়া যে-আকারে বা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন—চিনির আকারেই থাকুক, বা তরল সরবতের আকারেই থাকুক, কিম্বা আম্রবৃক্ষাদির বা বিবিধ ফলের আকারেই থাকুক, অথবা বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত অবস্থাতেই থাকুক - সর্ব্বাবস্থাতেই তাহার মিষ্টত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই মিষ্টত্ব সর্ব্বাবস্থাতেই মিষ্টত্বলোলুপ পিপীলিকাদিগকে আকর্ষণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্বও তদ্রূপ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। আবার মাধুর্য্যই হইতেছে ভগবত্তার সার (১।১।১৩৯-৪০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি স্বয়ংভগবান্ বলিয়া ভগবত্তার সার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ তাঁহারই মধ্যে। তিনি মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ, রসঘন-বিগ্রহ। এই মাধুর্য্য হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত। তবে কি তাঁহার এই স্বরূপগত মাধুর্য্যই তাঁহার আলম্বনত্বের হেতু? পূর্ব্বোক্ত চিনির মিষ্টত্বের দৃষ্টান্তে তাহাই যেন মনে হয়।

উত্তরে বলা যায়, মাধুর্য্য তাঁহার স্বরূপগত গুণ হইলেও এবং তিনি মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ হইলেও এবং সকলের চিত্তে মাধুর্য্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকিলেও কেবল মাধুর্য্যকেই তাঁহার আলম্বনত্বের হেতু বলা যায় না। কেননা, পূর্ব্ববর্ত্তী উদাহরণ-সমূহে দেখা গিয়াছে, তাঁহার মাধুর্য্য যখন অনভিব্যক্ত থাকে (যেমন, বৎস-বৎসপালাদিরূপ অন্য রূপে, কি স্ত্রীবেশাদিদ্বারা আবৃত রূপে), তখনও তিনি আলম্বন হইতে পারেন।

তবে তাঁহার আলম্বনত্বের হেতু কি? কিসের প্রভাবে ভক্তদের চিত্তে তদ্বিষয়িণী রতি উদিত হয়? তাঁহার প্রিয়স্বরূপত্ব, প্রিয়তমত্বই, হইতেছে সেই বস্তুটী। পূর্ব্বে (১।১।১৩৩-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ই হইতেছেন সকলের একমাত্র প্রিয়, তাঁহার সম্পর্কে অন্য যে সমস্ত বস্তুও প্রিয় হইয়া থাকে, তৎসমস্ত হইতেও তিনি প্রিয় -তিনিই প্রিয়তম। তাঁহার সহিত অপর সকলের সম্বন্ধই হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। এই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধই তাঁহার প্রতি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করে; তিনিই একমাত্র প্রিয় বলিয়া, বা তিনিই প্রিয়তম বলিয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তদের প্রীতি বা রতি হইতেছে স্বাভাবিকী। চুম্বক অদৃশ্য থাকিলেও যেমন লৌহ-কণিকাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি অন্যরূপে থাকিলেও তাঁহার প্রিয়ত্ব ভক্তদের চিত্তে কৃষ্ণবিষয়িণী রতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। একথাই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"তস্য তত্তন্মাধুর্য্যানভিব্যক্তাবপি স্বভাবত এব প্রিয়তমত্বং দর্শয়তি—'প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ। যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো নু পরঃ প্রিয়ঃ॥ (শ্রীভা,১০।২৩।২৭)॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১১॥ শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই মাধুর্য্য অনভিব্যক্ত হইলেও তাঁহার প্রিয়তমত্ব(শ্রীকৃষ্ণবাক্যেই) প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, (শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীগণকে

বলিয়াছেন) প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বাত্মা, দারা, পুত্র ও ধনাদি যাঁহার সম্পর্কে প্রিয় হয়, তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কে হইতে পারে ?

এইরূপে দেখা গেল—অন্যরূপে বা আবৃতরূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অনভিব্যক্ত থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি ভক্তের কৃষ্ণরতির বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার মাধুর্য্য এই আলম্বনত্বের হেতু হইতে পারে না ; তাঁহার প্রিয়ত্ব বা প্রিয়তমত্বই হইতেছে আলম্বনত্বের হেতু।

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রিয়তমত্বই যদি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ালম্বনত্বের হেতু হয়, তাহা হইলে আলম্বনত্ব-বিষয়ে তাঁহার মাধুর্য্যের কি কোনও স্থানই নাই ?

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে যজ্ঞপত্নীদিগের প্রসঙ্গে আর একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন,

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।

বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসম্॥শ্রীভা, ১০।২৩।২২॥

ইত্যেতল্লক্ষণেষু মমাবির্ভাবেষু যুষ্মাকং প্রীত্যুৎকর্ষোদয়ো নাপূর্ব্ব ইতিভাবঃ॥ ১১১॥

—(যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ছিল) 'শ্যামবর্ণ, পীতবসন-পরিহিত, বনমালা-ময়ূরপুচ্ছ-স্বর্ণাদিধাতু-প্রবালাদিদ্বারা সজ্জিত নটবরবেশ ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখার স্কন্ধে একটী হস্ত বিন্যস্ত করিয়া অপর হস্তে লীলাকমল ঘুরাইতেছিলেন ; কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলে অলকা এবং বদন-কমলে মনোহর হাস্য।' (এতাদৃশ পরমচিত্তাকর্ষক রূপ দর্শন করিয়া যজ্ঞপত্নীগণের চিত্তে কৃষ্ণরতি অতিশয়রূপে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল ; তাঁহারা পরমানন্দে নিমগ্না হইলেন)। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন (এমন রূপ সকলেরই চিত্তাকর্ষক ; তাহাতে আবার সর্ব্বপ্রিয়তম আমারই এইরূপ) এই প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট আমার রূপে তোমাদের প্রীত্যুৎকর্ষের উদয় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে (অর্থাৎ আমার এমন রূপ দেখিলে স্বভাবতঃই প্রীতির উদয় হয়)। (ইহা হইতেছে পূর্ব্বোল্লিখিত 'প্রাণবুদ্ধি-'-ইত্যাদি শ্লোকের ভাব বা তাৎপর্য্য)।"*

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রিয়তমত্বই হইতেছে তাঁহার বিষয়ালম্বনত্বের মুখ্য হেতু, তিনি সকলের প্রিয়তম বলিয়াই তদ্বিষয়ে ভক্তদের রতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। মাধুর্য্যাদি উদ্বুদ্ধ রতির উৎকর্ষ সাধন করে মাত্র। এইরূপ সমাধানেই অন্যরূপ এবং আবৃত রূপেও তাঁহার বিষয়ালম্বনত্ব সুসঙ্গত হইতে পারে।

৭। রতিভেদে বিষয়ালম্বনত্বের ভেদ

শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সকলেরই একমাত্র প্রিয় এবং তাঁহার সম্পর্কে অন্য

* শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, উদ্ধৃত "শ্যামং হিরণ্যপরিধিম্"-ইত্যাদি শ্লোকটী হইতেছে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেবের উক্তি। যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে রূপটী দেখিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন। তবে পরে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীগণকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম শ্রীজীবপাদের উক্তির সমর্থক।

যাঁহারা প্রিয় হয়েন, তাঁহাদের তুলনায় তিনি প্রিয়তম। কিন্তু যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া আছেন, তাঁহার প্রিয়ত্বের বা প্রিয়তমত্বের কথাও তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভুলিয়া আছেন। "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, একমাত্র ভক্তিই তাঁহাকে দেখাইতে—সুতরাং জানাইতে—পারে। ভক্তি যখন তাঁহাকে জানায়, তখন প্রিয়রূপেই তাঁহাকে জানাইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইলেই জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন একমাত্র প্রিয় এবং তৎসম্পর্কিত বস্তুর অপেক্ষায় প্রিয়তম। তখনই তিনি হয়েন ভক্তির (বা রতির) বিষয়ালম্বন ; কেননা, তখনই তাঁহার প্রিয়তমত্ব চিত্তস্থিত ভক্তি বা রতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। যাহাদের মধ্যে ভক্তির বা কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হয় নাই, তাহারা তাঁহাকে জানিতে পারে না—সুতরাং তিনিই যে একমাত্র প্রিয় এবং তৎসম্পর্কিত বস্তুর অপেক্ষায় প্রিয়তম, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ালম্বনত্ব হইতেছে একমাত্র ভক্তসম্বন্ধে, অপরের সম্বন্ধে নহে।

শান্ত-দাস্যাদি-ভেদে ভক্তের কৃষ্ণরতিরও অনেক বৈচিত্রী আছে ; রতি বা ভক্তিই যখন তাঁহাকে দেখায়, বা প্রকাশ করে, তখন সহজেই বুঝা যায়, বিভিন্ন রতি-বৈচিত্রীও তাঁহাকে অর্থাৎ তাঁহার প্রিয়স্বরূপত্বকে বিভিন্ন রূপেই প্রকাশ করিয়া থাকে। আলোকের প্রকাশিকা শক্তি থাকিলেও আলোকের তীব্রতার বা উজ্জ্বলতার ভেদ অনুসারে দৃশ্যমান বস্তুর স্বরূপের বিকাশেরও ভেদ হইয়া থাকে। কোনও বস্তুর স্বরূপ সূর্য্যালোকে যে রূপ প্রকাশ পায়, চন্দ্রালোকে সেইরূপ প্রকাশ পায় না, নক্ষত্রের আলোকে আরও কম প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শান্ত-দাস্যাদি রতিতে উত্তরোত্তর গাঢ়তার বৃদ্ধি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-প্রকাশিকা শক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। এজন্য শান্তভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ প্রিয় মনে করেন, দাস্যভাবের ভক্ত তাঁহাকে ততোঽধিক প্রিয় মনে করেন ; সখ্যভাবের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দাস্যভাবের ভক্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয় মনে করেন। এইরূপে, রতির উৎকর্ষ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রিয়ত্ববুদ্ধিরও উৎকর্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও এবং তাঁহার প্রিয়স্বরূপত্বও এক হইলেও রতির উৎকর্ষভেদে তাঁহার সম্বন্ধে প্রিয়ত্ববুদ্ধিরও উৎকর্ষভেদ হইয়া থাকে—সুতরাং তাঁহার বিষয়ালম্বনত্বেরও ভেদ হইয়া থাকে। সুবলাদি সখাগণের নিকটে তিনি সখারূপে প্রিয় এবং সখারূপে বিষয়ালম্বন ; তাঁহাদের চিত্তে তিনি সখ্যরতিকেই উদ্বুদ্ধ করেন। নন্দযশোদার নিকটে তিনি পুত্ররূপে প্রিয় এবং পুত্ররূপে বিষয়ালম্বন। তাঁহাদের চিত্তে তিনি বাৎসল্যরতিকেই উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগের নিকটে তিনি প্রাণবল্লভরূপে প্রিয় এবং প্রাণবল্লভরূপে বিষয়ালম্বন ; তাঁহাদের চিত্তে তিনি কান্তারতিকেই উদ্বুদ্ধ করেন।

৮। আশ্রয়ালম্বন—ভক্ত

কৃষ্ণরতির বিষয়ালম্বনের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে আশ্রয়ালম্বনের কথা বলা হইতেছে।

ভক্তের চিত্তেই রতি থাকে বলিয়া ভক্ত হইলেন রতির আধার, বা আশ্রয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তচিত্তে যে রতি থাকে, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, রতির বা প্রীতির বিষয় ভগবান্ যখন স্মরণাদি-পথ-গত হয়েন, তখন ভক্তহৃদয়ে তাহা অনুভূত হয়, অন্যত্র হয় না; ইহাতেই বুঝা যায়, ভক্তই হইতেছেন প্রীতির বা রতির আধার। "স্মরণাদিপথং গতে হৃস্মিংস্তদাধারা সা প্রীতিরনুভূয়তে॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১২॥"

প্রীতির বিষয় এবং আশ্রয়—উভয় স্থলেরই আলম্বনত্ব বিদ্যমান। "আলম্বনশব্দশ্চ বিষয়াধারয়োর্বর্ত্তত ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১২॥" কৃষ্ণরতি বা ভাগবতী প্রীতি ভগবানের ভক্তরূপ প্রিয়বর্গে অবস্থান করিলেও ভগবান্ও তাহার আলম্বন; যেহেতু, ভগবান্ই সেই প্রীতির উদ্দেশ্য বস্তু, সেই প্রীতির লক্ষ্য হইতেছেন ভগবান্। ভক্তচিত্তস্থিতা প্রীতি শ্রীকৃষ্ণের দিকেই ধাবিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে। ভূমিতেই লতার জন্ম, ভূমিই লতার আশ্রয়, তথাপি বৃক্ষই তাহার অবলম্বন। কৃষ্ণরতি সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। কৃষ্ণরতির আশ্রয় বা আধার ভক্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণই তাহার আলম্বন বা অবলম্বন, উদ্দেশ্য বস্তু। এইরূপে দেখা গেল—ভক্ত ও ভগবান্, এই উভয়ই কৃষ্ণরতির আলম্বন। শৌনকাদি ঋষির উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়। শৌনকাদি ঋষি শ্রীসূতগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,

"তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্।
অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্॥ শ্রীভা, ১।১৬।৬॥

—(মহারাজ পরীক্ষিতের প্রসঙ্গে সূতগোস্বামী বলিয়াছিলেন—পরীক্ষিৎ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া একস্থানে দেখিলেন, শূদ্ররূপী কলি রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া গো-মিথুনকে পদাঘাত করিতেছে; তখন পরীক্ষিৎ কলির নিগ্রহ করিয়াছিলেন, হত্যা করেন নাই। একথা শুনিয়া শৌনকঋষি সূতগোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে কেবল নিগ্রহ করিয়াই ছাড়িয়া দিলেন কেন, তাহাকে হত্যা করিলেন না কেন? তাহা বলুন। কিন্তু) হে মহাভাগ! যদি তাহা বিষ্ণুকথাশ্রয় (অর্থাৎ ভগবৎ-কথাই যদি সেই বিবরণের আশ্রয়) হয়, অথবা তাহা যদি ভগবচ্চরণারবিন্দ-মধুলেহনকারী ভক্তদের কথার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলেই তাহা বলিবেন, অন্যথা নহে (কেননা, 'কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ॥ ১।১৬।৭॥— অন্য অসৎ আলাপের কি প্রয়োজন? তাহাতে কেবল পরমায়ুর অসদ্ব্যয়ই হইয়া থাকে)।"

ভাগবতী প্রীতি, ভক্ত ও ভগবান্, এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে বলিয়াই ভগবদ্‌বিষয়িণী বা ভক্তবিষয়িণী কথার শ্রবণেই কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাতে পরমায়ুও সার্থকতা লাভ করিতে পারে। ইহাই হইতেছে শৌনক ঋষির উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য। এইরূপে এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভক্ত ও ভগবান্-উভয়ই হইতেছেন প্রীতির বা রতির আলম্বন।

ভক্ত প্রীতির আশ্রয়ালম্বন হইলেও সকল ভক্তই কিন্তু সকল রকম প্রীতির আশ্রয়ালম্বন নহেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই কয় রকমের প্রীতিভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে যে প্রীতিভেদ যে ভক্তকে আশ্রয় করিয়া ভগবানে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই ভক্ত হইবেন সেই প্রীতিভেদের আশ্রয়রূপ আলম্বন, অন্যান্য প্রীতিভেদ হইবে উদ্দীপন। "তদেবমপি যমাশ্রিত্য শ্রীভগবতি সঃ প্রীতিবিশেষঃ প্রবর্ত্ততে স এব আলম্বনো জ্ঞেয়ঃ। অন্যে তূদ্দীপনাঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১২॥" যেমন, বাৎসল্য-প্রীতি শ্রীনন্দ-যশোদাকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়; শ্রীনন্দযশোদা হইতেছেন বাৎসল্য-প্রীতির আশ্রয়, তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই বাৎসল্য-প্রীতি বিরাজিত। দাস্য-সখ্যাদি প্রীতিভেদের আশ্রয়রূপ ভক্তগণ হইবেন বাৎসল্য-প্রীতির উদ্দীপনমাত্র, তাঁহাদের দর্শনাদিতে শ্রীনন্দ-যশোদার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী বাৎসল্য-প্রীতি উদ্দীপিত হইয়া থাকে; সন্তানের কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর দর্শনে যেমন স্নেহময়ী জননীর চিত্তে তাঁহার সন্তানের কথাদি উদ্দীপিত হয়, তদ্রূপ।

৯। কৃষ্ণভক্তদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি ও তাহার হেতু

যাঁহারা একই প্রীতিভেদের আশ্রয়, তাঁহারা সকলেই সমবাসন—এক রকম প্রীতিকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা পোষণ করেন। যেমন, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের সকল ভক্তই সখারূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা পোষণ করিয়া থাকেন, অন্য কোনও ভাব বা বাসনা তাঁহাদের চিত্তে থাকে না।

এতাদৃশ সমবাসন ভক্তগণ যে-প্রীতিভেদের আশ্রয়, সেই প্রীতিভেদ হইতে ভিন্ন রকমের প্রীতিভেদের আশ্রয় যাঁহারা, তাঁহারা হইবেন উল্লিখিত সমবাসন ভক্তদের পক্ষে ভিন্নবাসন। কেননা, তাঁহারা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা পোষণ করেন, অন্য-প্রীতি-ভেদাশ্রয় ভক্তগণ তদপেক্ষা ভিন্নভাবে কৃষ্ণপ্রীতি-বিধানের বাসনা পোষণ করিয়া থাকেন। এইরূপে, দাস্যভাবের ভক্তদের পক্ষে সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভাবের ভক্তগণ হইবেন ভিন্নবাসন; মধুর ভাবের ভক্তদের পক্ষে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাবের ভক্তগণ হইবেন ভিন্নবাসন।

এইরূপে দেখা গেল—সাধারণ ভাবে সকলেই কৃষ্ণপ্রীতির বাসনা পোষণ করিলেও—সুতরাং সাধারণভাবে সকলে সমবাসন হইলেও—প্রীতিভেদে যে বাসনা ভেদ জন্মে, সেই বাসনার দিক্ হইতে বিচার করিলে ভক্তগণ হইতেছেন দ্বিবিধ—সমবাসন এবং ভিন্নবাসন।

যাঁহারা সমবাসন, তাঁহাদের মধ্যেও পরস্পর পরস্পরের প্রিয়, পরস্পর পরস্পরের প্রীতির বিষয়; আবার সমবাসন এবং ভিন্নবাসন ভক্তগণও পরস্পর পরস্পরের প্রিয়, পরস্পর পরস্পরের প্রীতির বিষয়। যেমন, শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখাদি কান্তাভাবের পরিকর ভক্তগণ পরস্পর পরস্পরের প্রিয়, আবার বাৎসল্যভাবের ভক্ত নন্দ-যশোদাদিও—যাঁহারা শ্রীরাধিকাদির

পক্ষে ভিন্নবাসন, তাঁহারাও—শ্রীরাধিকাদির প্রিয়। সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের ভক্তগণও নন্দ-যশোদাদির বা শ্রীরাধিকাদির প্রিয়।

কিন্তু এইরূপে সমবাসন এবং ভিন্নবাসন ভক্তগণ যে পরস্পর পরস্পরের প্রীতির বিষয় হইয়া থাকেন, তাহাও কেবল শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতির আশ্রয় বলিয়া, কোনওরূপ সম্বন্ধাদিবশতঃ নহে। "অথৈবং সবাসন-ভিন্নবাসনক-দ্বিবিধ-তৎপ্রিয়বর্গবিষয়া চ যা প্রীতিঃ, সাপি তৎপ্রীত্যাধারত্বেনৈব ন তু স্বসম্বন্ধাদিনা। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১২॥" যেমন, শ্রীরাধার প্রতি ললিতার যে প্রীতি, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি পোষণ করেন বলিয়াই সেই প্রীতি, শ্রীরাধা ললিতার সখী বলিয়া নহে। নন্দ-যশোদার প্রতি শ্রীরাধিকাদির যে প্রীতি বা শ্রদ্ধা, কিম্বা সুবল-মধুমঙ্গলাদিরও যে প্রীতি বা শ্রদ্ধা, তাহাও কেবল নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি আছে বলিয়া, অন্য কোনও হেতু-বশতঃ নহে। এইরূপে দেখা গেল—সর্ব্বত্র কেবল কৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতিরই সমাদর।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় কৃষ্ণভক্তগণের আলম্বনত্ব-বিষয়ে তিনটী বিষয় পাওয়া গেল - নিজের সহিত সম্বন্ধাদিজনিত প্রীতির নিষেধ, কৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতির সমাদর এবং যিনি ভগবৎ-প্রীতির আশ্রয়, তাঁহার প্রতি প্রীতি। "অতএব তৎপ্রিয়বর্গেঽপি সম্বন্ধহেতুকাং প্রীতিং নিষিধ্য শ্রীভগবত্যেব তামভ্যর্থ্য পুনস্তৎপ্রিয়বর্গে তদাধারত্বেনৈব প্রীতিমঙ্গীকরোতি ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১১॥ শ্রীকুন্তীদেবীর এবং শ্রীউদ্ধবের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে উল্লিখিত উক্তির যাথার্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে শ্রীকুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন,

"অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥ শ্রীভা, ১।৮।৪১॥

—হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বমূর্ত্তে! আমার নিজজন পাণ্ডব ও যাদবগণে আমার যে দৃঢ় স্নেহবন্ধন আছে, তাহা ছিন্ন করিয়া দাও।"

পাণ্ডবগণ হইতেছেন কুন্তীদেবীর পুত্র; আর যাদবগণ হইতেছেন তাঁহার পিতৃবংশোদ্ভব। সুতরাং উভয়ের সহিতই তাঁহার লৌকিক সম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ আছে; অথচ উভয়েই ভগবৎ-পরিকর। তাঁহাদের প্রতিও কুন্তীদেবীর সম্বন্ধানুরূপ প্রীতি আছে। তথাপি তিনি সেই সম্বন্ধহেতুকা প্রীতির ছেদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের প্রতিও সম্বন্ধহেতুকা প্রীতি যে তাঁহাদের নিকটে আদরণীয় নহে, এ-স্থলে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তরূপ আশ্রয়ালম্বনে সম্বন্ধহেতুকা প্রীতির নিষেধ।

ইহার পরেই কুন্তীদেবী আবার বলিয়াছেন,

"ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥ শ্রীভা, ১।৮।৪২॥

—হে মধুপতে! আমার মতি অন্যবিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর তোমাতেই অবিচ্ছিন্না প্রীতি করুক; সমুদ্রে পতিত হওয়ার সময়ে গঙ্গা যেমন তীরকে বিঘ্ন বলিয়া গণনা করে না, তদ্রূপ আমার মতিও যেন তোমাতে প্রীতি করিতে কোনও কিছুকে বিঘ্ন বলিয়া গণনা না করে।"

আশ্রয়ালম্বন ভক্তের নিকটে কৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতিরই যে সর্ব্বাধিক সমাদর, তাহাই এ-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার অব্যবহিত পরেই কুন্তীদেবী আবার বলিয়াছেন,

"শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্ রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে॥ শ্রীভা, ১।৮।৪৩॥

—হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখ! হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি অবনীমণ্ডলে উপদ্রবকারী রাজন্যবংশের নিহন্তা। হে গোবিন্দ! গো, ব্রাহ্মণ এবং দেবতাগণের দুঃখ হরণের জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। হে যোগেশ্বর! হে অখিল-গুরো! হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার।"

এ-স্থলে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে "অর্জ্জুনের সখা" এবং "বৃষ্ণিগণের অর্থাৎ যাদবদিগের শ্রেষ্ঠ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহাতে অর্জ্জুনের প্রতি এবং যাদবদিগের প্রতিও তাঁহার প্রীতি ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে তিনি অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবদের প্রতি এবং যাদবদের প্রতি তাঁহার প্রীতিবন্ধনের ছেদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তথাপি এক্ষণে যে তাঁহার উক্তিতে তাঁহাদের প্রতি প্রীতি ধ্বনিত হইতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—পাণ্ডবদের প্রতি এবং যাদবদের প্রতি তাঁহার যে সম্বন্ধজনিত প্রীতি, তাহার ছেদনের জন্যই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন; সম্বন্ধজনিত প্রীতির আদর তাঁহার নিকটে নাই। কিন্তু অর্জ্জুন এবং যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি কুন্তীদেবীও প্রীতিমতী।

উল্লিখিত তিনটী বাক্যে কুন্তীদেবীর তিনটী ভাব দৃষ্ট হইতেছে। প্রথমে তিনি বলিলেন—পাণ্ডবদের এবং যাদবদের প্রতি যে দৃঢ় স্নেহ, তাহা যেন দূরীভূত হয়; তাহার পরে বলিলেন—তাঁহার মতি যেন অন্যসমস্তবিষয় (সুতরাং পাণ্ডবদের এবং যাদবদের প্রতি স্নেহও) পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই প্রীতি বহন করে। এই দুইটী প্রার্থনার সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু সর্ব্বশেষে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে পাণ্ডবদের এবং যাদবদের প্রতি তাঁহার প্রীতি ধ্বনিত হইতেছে; যদিও তাঁহাদের প্রতি ধ্বনিত কুন্তীদেবীর এই প্রীতি স্বতন্ত্রা নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে তাঁহারা প্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি তাঁহার এই প্রীতি, তথাপি ইহাও তো প্রীতিরই বন্ধন। পূর্ব্ববাক্যদ্বয়ের সহিত ইহার সামঞ্জস্য কোথায়?

সামঞ্জস্য এই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রীতিই আদরণীয়; যাদবদের এবং পাণ্ডবদের প্রতি যে সম্বন্ধানুগামিনী প্রীতি, তাহা একেবারেই আদরণীয় নহে; তবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্ বলিয়া তাঁহাদের বিষয়ে তাঁহার প্রীতিও আদরণীয়। তাঁহাদের বিষয়ে কুন্তীদেবীর এতাদৃশী প্রীতির মূলও

হইতেছে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি পোষণ না করিতেন, তাহা হইলে কুন্তীদেবীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাদের প্রতি প্রীতি পোষণ করিতেন না।

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কুন্তীদেবী প্রথমে কেন বলিলেন—যাদবদের এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁহার যে দৃঢ় স্নেহবন্ধন, তাহা যেন ছিন্ন হয়। তিনি যখন একথা বলিয়াছিলেন, তখনও তো তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্ই ছিলেন? তাহাতে কি ইহাই বুঝায় না যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্ বলিয়া তাঁহাদের প্রতি কুন্তীদেবীর যে প্রীতি, সেই প্রীতিবন্ধনের ছেদনও তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল?

উত্তরে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্ বলিয়া যাদবদের এবং পাণ্ডবদের প্রতি কুন্তীদেবীর যে প্রীতি, সেই প্রীতির দূরীকরণ তাঁহার অভিপ্রেত ছিলনা। সেই প্রীতিই যে কুন্তীদেবীর প্রথম প্রার্থনার হেতু, শ্রীধরস্বামীর টীকা হইতেই তাহা জানা যায়। কুন্তীদেবীর প্রথম প্রার্থনাসূচক "অথ বিশ্বেশ" ইত্যাদি শ্রীভা, ১৮।৪১-শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"গমনে পাণ্ডবানাম-কুশলম্। অগমনে চ যাদবানাম্। ইত্যুভয়তো ব্যাকুলচিত্তা সতী তেষু স্নেহনিবৃত্তিং প্রার্থয়তে অথেতি॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী স্বামিপাদের এই টীকা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"তেষু স্নেহচ্ছেদব্যাজেন উভয়েষামপি ত্বদবিচ্ছেদ এব ক্রিয়তামিতি চ ব্যজ্যতে॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১৫॥"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। হস্তিনাপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় যাইতেছিলেন, তখনই কুন্তীদেবী উল্লিখিতরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি হস্তিনা হইতে দ্বারকায় গমন করেন, তাহা হইলে পাণ্ডবদের অকুশল (শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত দুঃখাদি); আর তাঁহার অগমনে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যদি হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় গমন না করেন, তাহা হইলে, যাদবগণের অকুশল (শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত দুঃখাদি)। এইরূপে, উভয়পক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কুন্তীদেবী ব্যাকুলচিত্তা হইয়া বলিলেন,—"পাণ্ডব ও যাদবদের প্রতি আমার স্নেহপাশ ছেদন কর।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—স্নেহপাশ-চ্ছেদনের নিমিত্ত প্রার্থনার ছলে কুন্তীদেবী জানাইলেন—"উভয় পক্ষের সহিত যাহাতে তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) বিচ্ছেদ না ঘটে, তদনুরূপ ব্যবস্থা কর।" লৌকিক জগতেও দেখা যায়, অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তির অসহ্য দুঃখ দর্শন করিয়া লোকে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকে—"এই দুঃখ দেখার চেয়ে আমার মরণই ভাল।" এ-স্থলে মরণ যেমন বাস্তবিক কাম্য নহে, বাস্তব কাম্য হইতেছে প্রিয়ব্যক্তির দুঃখের অবসান এবং সুখ, তদ্রূপ, কুন্তীদেবীর প্রার্থনার বাস্তবিক অভিপ্রায় স্নেহপাশ-ছেদন নহে, পরন্তু পাণ্ডবদের পক্ষে এবং যাদবদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখের অবসান এবং তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদজনিত সুখই তাঁহার বাস্তব কাম্য। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যাদব এবং পাণ্ডব-উভয়েরই দুঃখাদি অকুশল হইবে—কুন্তী-দেবীর এইরূপ ভাব হইতেই বুঝা যায়, তিনি জানেন—উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রীতিমান্; তাই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য। তাঁহাদের সম্ভাব্য দুঃখের কথা ভাবিয়াই তিনি ব্যাকুলচিত্তা হইয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—তাঁহাদের প্রতিও কুন্তীদেবীর প্রীতি আছে। কিন্তু এই প্রীতির হেতু কি? তাঁহারা

শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি তাঁহার প্রীতি। তাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এই প্রীতির হেতু নহে; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের অকুশলের আশঙ্কা করিয়া তিনি ব্যাকুল হইতেন না, অবিচ্ছেদের প্রার্থনাও জানাইতেন না।

এইরূপে শ্রীকুন্তীদেবীর বিবরণ হইতে জানা গেল—যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আশ্রয়ালম্বন, একমাত্র কৃষ্ণবিষয়িণীপ্রীতিই তাঁহার নিকটে আদরণীয় এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র আদরণীয় বলিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্, তাঁহারাও তাঁহার নিকটে আদরণীয়। স্ব-সম্বন্ধাদিহেতুকা প্রীতি তাঁহার নিকটে আদরণীয় নহে।

আশ্রয়ালম্বন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীকৃষ্ণেপ্রীতিমান্ ভক্তদের প্রতি প্রীতি থাকিলেও কৃষ্ণপ্রীতিরই মুখ্যত্ব, ভক্তপ্রীতির গৌণত্ব; কেননা, ভক্তের প্রতি যে প্রীতি, তাহা কৃষ্ণপ্রীতির অপেক্ষা রাখে; ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহার প্রতি প্রীতি।

উদ্ধবের দৃষ্টান্তেও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই প্রকটিত করিয়াছেন। এ-স্থলে উদ্ধবের বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

১০। ভক্তস্বসিদ্ধির উপায়ভেদে ভক্তভেদ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তের আশ্রয়ালম্বনত্বের কথার পরে দ্বিবিধ ভক্তের কথাও বলা হইয়াছে—সাধক ভক্ত এবং সিদ্ধ ভক্ত।

সাধকভক্ত। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যাঁহাদের রতি উৎপন্ন হইয়াছে (অর্থাৎ যাঁহারা জাতরতি), কিন্তু যাঁহারা সম্যক্‌রূপে নৈর্বিঘ্ন্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, যাঁহারা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারবিষয়ে যোগ্য, তাঁহারাই সাধক ভক্ত। "উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ভ, র, সি, ২।১।১৪৪॥" বিল্বমঙ্গলতুল্য ভক্তগণই হইতেছেন সাধক ভক্ত। "বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ঐ ১৪৫॥"

সিদ্ধ ভক্ত। অখিল-ক্লেশ যাঁহাদের পক্ষে অবিজ্ঞাত (অর্থাৎ যাঁহাদের কিছুমাত্র ক্লেশানুভব নাই), যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কার্য্য করেন, এবং যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদ-পরায়ণ, তাঁহাদিগকে সিদ্ধ ভক্ত বলে।

> "অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
> সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্ততপ্রেম-সৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪৬॥"

সিদ্ধভক্ত দুই রকমের—সংপ্রাপ্তসিদ্ধিরূপ সিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ। সংপ্রাপ্তসিদ্ধিরূপ সিদ্ধভক্ত আবার দুই রকমের—সাধনসিদ্ধ এবং ভগবৎ কৃপাসিদ্ধ। শাস্ত্রবিহিত সাধনের অনুশীলনে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধ। আর কোনওরূপ সাধনের অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবলমাত্র ভগবৎ-কৃপায় যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃপাসিদ্ধ ভক্ত বলে। যজ্ঞপত্নী, বলি,

শুকদেবাদি হইতেছেন কৃপাসিদ্ধ ভক্ত। ভগবানের অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকরগণই হইতেছেন নিত্যসিদ্ধ। যেমন, নন্দ-যশোদা, দেবকী-বসুদেব, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ, শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ প্রভৃতি।

১১। ভাবভেদে ভক্তভেদ, পরিকরবর্গেরই সম্যক্ আলম্বনত্ব

উল্লিখিত বিবরণে ভক্তত্বসিদ্ধির উপায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভক্তদের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। সাধক ভক্ত এবং সাধনসিদ্ধ ভক্ত —সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলেই ইঁহাদের ভক্তত্ব-প্রাপ্তি। কৃপাসিদ্ধ ভক্তগণ, সাধনভক্তির অনুষ্ঠানব্যতীতই, কেবল ভগবৎ-কৃপায় ভক্তত্ব লাভ করেন। আর, নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ, সাধনের ফলেও নয়, ভগবৎ-কৃপার ফলেও নয়, পরন্তু অনাদিকাল হইতেই ভক্তত্ব-প্রাপ্ত; তাঁহাদের ভক্তত্ব হইতেছে স্বয়ংসিদ্ধ। তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ; প্রেম বা ভক্তিও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি। স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপ নিত্যপরিকরবর্গে, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তি আপনা-আপনিই বিরাজিত।—শৈত্যযোগে গাঢ়ত্ব-প্রাপ্ত ঘৃতের মধ্যে তরল ঘৃতের ন্যায়।

উল্লিখিত শ্রেণীভেদে ভক্তদের হৃদয়স্থিত ভাবের—অর্থাৎ প্রীতি-বৈশিষ্ট্যের—কথা জানা যায় না। ভাবভেদেও ভক্তদের শ্রেণীভেদ হইতে পারে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাও বলিয়াছেন।

"ভক্তাস্তু কীর্ত্তিতাঃ শান্তাস্তথাদাসসুতাদয়ঃ।
সখায়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা ॥২।১।১৫৪॥

—পাঁচ রকমের কৃষ্ণভক্ত আছেন ; যথা, শান্ত, দাস-সুতাদি, সখা, গুরুবর্গ ও প্রেয়সীগণ।"

বৈকুণ্ঠ-পরিকরগণ হইতেছেন শান্তভক্ত। ব্রজের রক্তক-পত্রকাদি এবং দ্বারকার দারুকাদি দাসভক্ত বা দাস্য-ভাবের ভক্ত। দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ-তনয়গণেরও দাস্যভাব। সুবল-মধুমঙ্গলাদি হইতেছেন সখা, সখ্যভাবের ভক্ত। নন্দ-যশোদাদি এবং দেবকী-বসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ হইতেছেন বাৎসল্য-ভাবের ভক্ত। আর, ব্রজের শ্রীরাধিকা-ললিতাদি এবং পুরের মহিষীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী, কান্তাভাবের বা মধুর ভাবের ভক্ত এ-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের আনুগত্যে যাঁহারা ভজন করিয়া জাতরতি হইয়াছেন, বা সাধনসিদ্ধ ভক্ত (সাধনসিদ্ধ পরিকর) হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও উল্লিখিতরূপ দাস্য-সখ্যাদি ভাবভেদ বিরাজিত ; সাধন-কালে যে-ভক্ত যে-নিত্যসিদ্ধ পরিকরের আনুগত্য করেন, তাঁহার ভাবও সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরের ভাবের অনুরূপ। এইরূপে দেখা গেল—সাধক ভক্ত, এবং সিদ্ধভক্ত, উভয়ের মধ্যেই শান্ত-দাস্যাদি পাঁচ রকম ভাবের ভক্ত আছেন।

উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন- "অথ ভাবভেদেন তেষামেব ভেদান্তরাণ্যাহ ভক্তাস্তিতি। অত্র দাসাদয়ো ভাবময়াঃ সাক্ষাৎ প্রাপ্তদাস্যাদয়শ্চ। তত্রোত্তরেষামেব সম্যগালম্বনত্বমভিপ্রেতম্॥—এই শ্লোকে ভাবভেদে পূর্ব্বোক্ত ভক্তদের (সাধক ভক্ত

ও সিদ্ধ ভক্তদের) ভেদান্তরের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে দাসাদি হইতেছেন দুই রকমের—ভাবময় এবং সাক্ষাৎ-দাস্যাদি প্রাপ্ত। শেষোক্তদিগেরই (অর্থাৎ যাঁহারা সাক্ষাদ্ ভাবে দাস্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই) সম্যক্‌রূপে আলম্বনত্ব অভিপ্রেত।”

এই টীকার তাৎপর্য্য হইতেছে এই। শান্ত-দাস্যাদি ভাবের যে পাঁচরকম ভক্তের কথা বলা হইল, তাঁহাদের মধ্যেও দুইটী শ্রেণী আছে—ভাবময় এবং সাক্ষাৎ দাস্যাদি প্রাপ্ত। যাঁহারা সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া, কিম্বা ভগবৎ-কৃপার প্রভাবে, দাস্যাদিভাবময়ী প্রীতির সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবেই ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা পরিকররূপে ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহারা হইতেছেন এক শ্রেণীর ভক্ত। আর, যাঁহারা তদ্রূপ পরিকরত্ব এখনও লাভ করেন নাই, স্ব-স্ব অভীষ্ট দাস্যাদি ভাবে সেবা লাভ করার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া শাস্ত্রবিহিত উপায়ে সাধন করিতেছেন, তাঁহারা আর এক শ্রেণীর ভক্ত; ইঁহাদিগকেই “ভাবময়” বলা হইয়াছে; কেননা, দাস্যাদি প্রীতির কোনও একরকমের প্রীতির সহিত সেবাপ্রাপ্তির ভাবমাত্রই ইঁহারা হৃদয়ে পোষণ করেন, কিন্তু এখনও সাক্ষাদ্‌ভাবে সেবার সৌভাগ্য (অর্থাৎ পরিকরত্ব) লাভ করেন নাই। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিতেছেন, উল্লিখিত দুই শ্রেণীর ভক্তদের মধ্যে, যাঁহারা ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের আশ্রয়ালম্বনত্বই সম্যক্‌রূপে অভিপ্রেত; অর্থাৎ আলম্বনত্বের সম্যক্ যোগ্যতা তাঁহাদেরই আছে। এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে, যাঁহারা “ভাবময়”, তাঁহাদেরও আলম্বনত্ব আছে বটে, কিন্তু সম্যক্ আলম্বনত্ব নাই; প্রীতির রসত্বসিদ্ধি-বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে আলম্বনত্বের অসম্যক্ বিকাশ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিভাব দুই রকমের—আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব। পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে আলম্বন-বিভাবের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে উদ্দীপন-বিভাবের কথা বলা হইতেছে।

১২। উদ্দীপন বিভাব

যে-সমস্ত বস্তু চিত্তস্থিত ভাবকে উদ্দীপিত (উৎকৃষ্টরূপে দীপিত বা উজ্জ্বল) করে, তাহাদিগকে উদ্দীপন-বিভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন (বা সাজ-সজ্জাদি), স্মিত (মন্দ হাসি), অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, কম্বু (দক্ষিণাবর্ত্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খ), পদচিহ্ন, ক্ষেত্র (শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থান), তুলসী, ভক্ত, হরিবাসরাদি হইতেছে উদ্দীপন।

উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে। তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টা প্রসাধনম্॥
স্মিতাঙ্গসৌরভে বংশ-শৃঙ্গ-নূপুর-কম্ববঃ। পদাঙ্ক-ক্ষেত্র-তুলসী-ভক্ত-তদ্বাসরাদয়ঃ॥

—ভ, র, সি, ২।১।১৫৪॥

এই সমস্ত বস্তুর দর্শন-শ্রবণাদিতে ভক্তচিত্তের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতি উদ্দীপিত হইয়া উঠে বলিয়া এ-সমস্তকে উদ্দীপন বলা হয়।

এ-স্থলে কয়েকটী বিশিষ্ট উদ্দীপন-বিভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

১৩। শ্রীকৃষ্ণের গুণ

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণ, তন্মধ্যে চৌষট্টিটী বিশেষ গুণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমে উল্লিখিত পঞ্চাশটী গুণ এই :—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ। রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ। বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ। দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ। বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ। সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ। নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ। সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥

—ভ, র, সি, ২।১।১১॥

অনুবাদ। এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ—(১) সুরম্যাঙ্গ, অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ-সন্নিবেশ অত্যন্ত রমণীয়; (২) সমস্ত সল্লক্ষণযুক্ত। [শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ—গুণোত্থ ও অঙ্কোত্থ। রক্ততা ও তুঙ্গতাদি গুণযোগে গুণোত্থ সল্লক্ষণ হয়। তন্মধ্যে নেত্রান্ত, পাদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ—এই সাত স্থানে রক্তিমা। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি এবং বদন—এই ছয় স্থানে তুঙ্গতা (উচ্চতা)। কটি, ললাট এবং বক্ষঃস্থল—এই তিন স্থানে বিশালতা। গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন—এই তিন স্থানে গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু এবং জানু—এই পাঁচ স্থানে দীর্ঘতা। ত্বক্, কেশ, লোম, দন্ত এবং অঙ্গুলিপর্ব্ব—এই পাঁচ স্থানে সুক্ষ্মতা। নাভি, স্বর ও বুদ্ধি-এই তিন স্থলে গম্ভীরতা। এই বত্রিশটী সল্লক্ষণ গুণোত্থ; এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ। আর করতলাদিতে রেখাময়-চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোত্থ সল্লক্ষণ বলে। তন্মধ্যে করতলে চক্র-কমলাদি এবং পদতলে অর্দ্ধচন্দ্রাদি চিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণের **বামপদে** অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, মধ্যমা-মূলে অম্বর, এই উভয়ের নীচে জ্যা-হীন ধনু, ধনুর নীচে গোষ্পদ, গোষ্পদের নীচে ত্রিকোণ, তাহার চতুর্দ্দিকে চারিটী (বা তিনটি) কলস, ত্রিকোণ-তলে অর্দ্ধচন্দ্র (অর্দ্ধচন্দ্রের অগ্রভাগ দুইটী ত্রিকোণের কোণদ্বয়কে স্পর্শ করিয়াছে); অর্দ্ধচন্দ্রের নীচে মৎস্য। এই আটটী চিহ্ন বামপদে। আর **দক্ষিণপদে** এগারটী চিহ্ন :—অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্র, মধ্যমামূলে পদ্ম, পদ্মের নীচে ধ্বজা, কনিষ্ঠামূলে অঙ্কুশ, অঙ্কুশের নীচে বজ্র, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে যব, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধিভাগ হইতে চরণার্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কুঞ্চিত উর্দ্ধরেখা, চক্রতলে ছত্র, অর্দ্ধচরণতলে চারিদিকে অবস্থিত চারিটী স্বস্তিকচিহ্ন; স্বস্তিকের চতুঃসন্ধিতে চারিটী জম্বুফল; স্বস্তিকমধ্যে অষ্টকোণ।] (৩) রুচির—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে নয়নের আনন্দ জন্মে; (৪)

তেজসান্বিত—তেজোরাশিযুক্ত এবং প্রভাবাতিশয়যুক্ত; (৫) বলীয়ান্—অতিশয় বলশালী; (৬) বয়সান্বিত—নানাবিধ বিলাসময় নবকিশোর; (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাবিৎ—নানাদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত; (৮) সত্যবাক্য—যাঁহার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না; (৯) প্রিয়ংবদ—অপরাধীকেও যিনি প্রিয় বাক্য বলেন; (১০) বাবদূক—যাঁহার বাক্য শ্রুতিপ্রিয় এবং রস-ভাবাদিযুক্ত; (১১) সুপণ্ডিত—বিদ্বান্ এবং নীতিজ্ঞ; (১২) বুদ্ধিমান্—মেধাবী ও সূক্ষ্মধী; (১৩) প্রতিভান্বিত —সদ্য নব-নবোল্লেখি-জ্ঞানযুক্ত, নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনে সমর্থ। (১৪) বিদগ্ধ · চৌষট্টি বিদ্যায় ও বিলাসাদিতে নিপুণ; (১৫) চতুর—এক সময়ে বহু কার্য্য-সাধনে সমর্থ; (১৬) দক্ষ—দুষ্কর কার্য্যও অতি শীঘ্র সম্পাদন করিতে সমর্থ, (১৭) কৃতজ্ঞ—অন্যকৃত সেবাদরি বিষয় যিনি জানিতে পারেন, (১৮) সুদৃঢ়-ব্রত—যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম সত্য, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রানুসারে কাজ করিতে নিপুণ, (২০) শাস্ত্রচক্ষু—যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন, (২১) শুচি—পাপনাশক ও দোষ-বর্জ্জিত, (২২) বশী—জিতেন্দ্রিয়, (২৩) স্থির—যিনি ফলোদয় না দেখিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন না, (২৪) দান্ত—দুঃসহ হইলেও যিনি উপযুক্ত ক্লেশ সহ্য করেন, (২৫) ক্ষমাশীল—যিনি অন্যের অপরাধ ক্ষমা করেন (২৬) গম্ভীর—যাঁহার অভিপ্রায় অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ, (২৭) ধৃতিমান্—পূর্ণস্পৃহ এবং ক্ষোভের কারণ থাকা সত্ত্বেও ক্ষোভ-শূন্য, (২৮) সম—রাগদ্বেষ-শূন্য, (২৯) বদান্য—দানবীর, (৩০) ধার্ম্মিক—যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মাচরণে ব্রতী করেন, (৩১) শূর—যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্র-প্রয়োগে নিপুণ, (৩২) করুণ -যিনি পরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, (৩৩) মান্যমানকৃৎ—গুরু, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধাদির পূজক, (৩৪) দক্ষিণ—সুস্বভাব-বশতঃ কোমল-চরিত, (৩৫) বিনয়ী—ঔদ্ধত্যশূন্য, (৩৬) হ্রীমান্—অন্যকৃত স্তবে, কিম্বা কন্দর্প-কেলির অভাবেও অন্যকর্ত্তৃক নিজের হৃদয়গত স্মর-বিষয়ক ভাব অবগত হইয়াছে-আশঙ্কা করিয়া যিনি নিজের ধৃষ্টতার অভাব-বশতঃ সঙ্কুচিত হন। (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী—যিনি সুখ ভোগ করেন এবং দুঃখের গন্ধও যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, (৩৯) ভক্ত-সুহৃদ্—সুসেব্য ও দাসদিগের বন্ধুভেদে ভক্তসুহৃদ্ দুই রকমের। এক গণ্ডুষ জল বা একপত্র তুলসী যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তাঁহার নিকটে যে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপর্য্যন্ত বিক্রয় করেন, ইহাই তাঁহার সুসেব্যত্বের একটী দৃষ্টান্ত। আর নিজের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, ইহা তাঁহার দাসবন্ধুত্বের পরিচায়ক। (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বশুভঙ্কর—সকলের হিতকারী, (৪২) প্রতাপী—যিনি স্বীয় প্রভাবে শত্রুর তাপদায়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন, (৪৩) কীর্ত্তিমান্—নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা বিখ্যাত, (৪৪) রক্তলোক—সকল লোকের অনুরাগের পাত্র, (৪৫) সাধুসমাশ্রয়—সৎলোকদিগের প্রতি বিশেষ কৃপাবশতঃ তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাত-বিশিষ্ট, (৪৬) নারীগণ-মনোহারী—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিদ্বারা রমণীবৃন্দের চিত্তহরণ করেন যিনি। (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্—অত্যন্ত সম্পৎশালী, (৪৯) বরীয়ান্—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাশিবাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ, (৫০) ঈশ্বর—যিনি স্বতন্ত্র বা অন্য-নিরপেক্ষ এবং যাঁহার আজ্ঞা দুর্ল্লঙ্ঘ্য। শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটী

গুণের প্রত্যেকটীই শ্রীকৃষ্ণে অসীমরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণেই এই সমস্ত গুণ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত।

ইহার পরে নিম্নলিখিত পাঁচটী গুণের কথা বলা হইয়াছে।

"অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু। সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪-১৫॥

—সদাস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত (অর্থাৎ যিনি মায়াকার্য্যের বশীভূত নহেন), সর্ব্বজ্ঞ (অর্থাৎ পরচিত্তস্থিত এবং দেশ-কালাদি দ্বারা ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ই যিনি জানেন), নিত্য-নূতন (অর্থাৎ সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও যিনি অননুভূতের মত স্বীয় মাধুর্য্যাদি দ্বারা চমৎকারিতা সম্পাদন করেন); সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গ (অর্থাৎ যাঁহার আকৃতি চিদানন্দ-ঘন ; সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর স্পর্শ পর্য্যন্ত যাঁহাতে নাই) এবং সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত (অর্থাৎ সমস্ত সিদ্ধি যাঁহার সেবা করে)। এই পাঁচটী গুণও শ্রীকৃষ্ণেই পূর্ণতমরূপে বিদ্যমান ; শ্রীশিবাদিতে আংশিক ভাবে এই পাঁচটী গুণ বিরাজিত আছে।"

তাহার পরে নিম্নলিখিত পাঁচটী গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ। অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥

অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ। আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥

—ভ, র, সি, ২।১।১৬।

—অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামি-পর্য্যন্ত সমস্ত দিব্যসৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্মরুদ্রাদির মোহন, ভক্তজনের প্রারব্ধ খণ্ডনাদির শক্তি), কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ (অর্থাৎ যাঁহার শরীর অগণ্য কোটিব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সুতরাং যিনি বিভু), অবতারাবলী-বীজ (অর্থাৎ যাঁহা হইতে অবতার সমূহ প্রকাশ পায়), হতারি-গতি-দায়ক (অর্থাৎ যিনি শত্রুদিগকে নিহত করিয়া মুক্তি দান করেন) এবং আত্মারামগণাকর্ষী (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মরসে নিমগ্ন আত্মারামগণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন)—এই পাঁচটী গুণ শ্রীনারায়ণাদিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণেই অতি অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।"

শ্রীজীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী শ্লোকের শব্দসমূহের তাৎপর্য্য এস্থলে লিখিত হইতেছে।

লক্ষ্মীশাদি—লক্ষ্মীশ + আদি। এস্থলে লক্ষ্মীশ-শব্দে লক্ষ্মী-পতি পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণকে বুঝাইতেছে। আর, আদি-শব্দে মহাপুরুষাদিকেও বুঝাইতেছে। (মহাপুরুষ—মহাবিষ্ণু, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ)। **অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ**—যে মহতী শক্তি বা শক্তির ক্রিয়া বিচার-বুদ্ধিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। পরব্যোমাধিপতিতে এইরূপ অচিন্ত্য-মহাশক্তি আছে ; যেহেতু, তিনি মহাপুরুষাদি অবতারের কর্ত্তা। **কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ**—কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহ যাঁহার, তিনি কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ (মধ্যপদলোপী সমাস)। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিগ্রহদ্বারা কোটিব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া আছেন এবং বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম-সমূহকেও ব্যাপিয়া আছেন। মহাপুরুষ কিন্তু কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়াই অবস্থিত। মহাপুরুষ মায়ার দ্রষ্টা বলিয়া তদুপাধিযুক্ত ; তাই তাঁহার পক্ষে মায়াতীত বৈকুণ্ঠাদির ব্যাপকত্ব সম্ভব নয়। **অবতারাবলীবীজম্**—

অবতার-সমূহের বীজ বা মূল। শ্রীনারায়ণ মহাপুরুষাদি অবতারের মূল ; আবার মহাপুরুষ—দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষাদির মূল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া সমস্তের বীজ ; শ্রীনারায়ণের এবং মহাপুরুষের যথাসম্ভব অবতার-বীজত্ব। **হতারি-গতিদায়কঃ**—স্বহস্তে নিহত শত্রুদিগের গতিদায়ক। এ স্থলে গতি অর্থ স্বর্গাদিরূপ গতি ; যাহারা ভগবদ্‌বিদ্বেষী, তাহারাই ভগবানের শত্রু ; ভগবানের হস্তে নিহত হইলে তাহাদের পক্ষে স্বর্গাদি প্রাপ্তি—স্বর্গ, সাযুজ্য-মুক্তি-আদি—হইতে পারে, যাহা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনও কর্ম্মদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—ক্রূর-স্বভাব দ্বেষ-পরায়ণ নরাধমদের আমি আসুরী-যোনিতে নিক্ষেপ করি, জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করিয়া আমাকে না পাইয়া তাহারা অধমা গতি প্রাপ্ত হয়। "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রম-শুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি॥" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বহস্তে নিহত শত্রুদিগকে মোক্ষ-ভক্তি-পর্য্যন্ত গতি দিয়া থাকেন (ইহার প্রমাণ—পূতনা, যাহাকে তিনি ধাত্রীগতি দিয়াছিলেন); ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অদ্ভুতত্ব। **আত্মারামগণাকর্ষী**—আত্মারাম মুনিগণের চিত্তপর্য্যন্ত আকর্ষণকারী ; শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধাদিতে শ্রীবিকুণ্ঠাসুতাদিরও আত্মারামগণাকর্ষিত্বের কথা জানা যায়। নরলীল স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এই গুণের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ ; তিনি "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তাসভার বলে হরে মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ।" উল্লিখিত সমস্ত গুণই পরব্যোমনাথাদি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে অত্যধিকরূপে বিকশিত।

ইহার পরে নিম্নলিখিত চারিটী অসাধারণ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

"সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ। অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ। অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ॥
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৭-১৯॥

—যিনি সর্ব্ববিধ অদ্ভুত চমৎকার লীলাতরঙ্গের সমুদ্রতুল্য (লীলামাধুর্য্য), যিনি অনুপম-মধুর প্রেমদ্বারা প্রিয়জনকে ভূষিত করেন (প্রেম-মাধুর্য্য), যাঁহার মুরলীর মধুর কল-কূজন-দ্বারা ত্রিজগতের মন আকৃষ্ট হয় (বেণু-মাধুর্য্য), এবং যাঁহার অসমোর্দ্ধ রূপ-মাধুর্য্যদ্বারা চরাচর সকলেই বিস্মিত হয়—সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য-এই চারিটী (শ্রীকৃষ্ণের) অসাধারণ গুণ ; এই গুণ-চতুষ্টয় অপর কোনও স্বরূপেই নাই। এইরূপে চারি রকম ভেদে শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টিগুণের উল্লেখ করা হইল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীধরাদেবী (পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী)-কথিত কতকগুলি ভগবদ্‌গুণের কথা দৃষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এবং প্রীতিসন্দর্ভেও সেই গুণগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীধরাদেবী ধর্ম্মের নিকটে ভগবানের নিম্নলিখিত গুণগুলির কথা বলিয়াছেন।

"সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ॥
প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥
এতে চান্যে চ ভগবান্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥ শ্রীভা, ১।১৬।২৭-৩০॥

—সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, আর্জ্জব, শম, দম, তপঃ, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রুত, জ্ঞান, বিরক্তি, ঐশ্বর্য্য, তেজঃ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, মার্দ্দব, প্রাগল্ভ্য, প্রশ্রয়, শীল, সহ, ওজঃ, বল ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, মান, অনহঙ্কৃতি—হে ভগবন্! এই সকল এবং অন্য যে সকল গুণ মহত্ত্বাভিলাষিগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেই নিত্য মহাগুণসমূহ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ত্যাগ করে না।"

প্রীতিসন্দর্ভের ১১৬-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত গুণসমূহের বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, ; তাহা এইরূপঃ—

(১) সত্য—যথার্থ-কথন, (২) শৌচ—শুদ্ধত্ব, (৩) দয়া—পরদুঃখের অসহন ; এই দয়াগুণ হইতে (৪) শরণাগত-পালকত্ব এবং (৫) ভক্তসুহৃত্ত্বও জানা যাইতেছে, (৬) ক্ষান্তি—ক্রোধের উৎপত্তি হইলেও চিত্তসংযম, (৭) ত্যাগ—বদান্যতা, (৮) সন্তোষ—স্বতঃতৃপ্তি, আপনা হইতে তৃপ্তি (৯) আর্জ্জব—অবক্রতা, সরলতা, এবং ইহাদ্বারা (১০) সর্ব্বশুভকারিত্বও বুঝা যাইতেছে, (১১) শম—মনের নিশ্চলতা, এবং ইহাদ্বারা (১২) সুদৃঢ়ব্রতত্বও সূচিত হইতেছে, (১৩) দম—বাহ্যেন্দ্রিয়-নিশ্চলতা, (১৪) তপঃ—ক্ষত্রিয়ত্বাদি-লীলাবতারানুরূপ স্বধর্ম্ম, (১৫) সাম্য—শত্রু-মিত্রাদিরূপ ভেদবুদ্ধির অভাব, (১৬) তিতিক্ষা—নিজের নিকটে পরকর্ত্তৃক কৃত অপরাধের সহন, (১৭) উপরতি—লাভ-প্রাপ্তিতে ঔদাসীন্য, (১৮) শ্রুত—শাস্ত্রবিচার। জ্ঞান—পাঁচরকম, যথা (১৯) বুদ্ধিমত্তা, (২০) কৃতজ্ঞতা (২১) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞতা, (২২) সর্ব্বজ্ঞত্ব, এবং (২৩) আত্মজ্ঞত্ব, (২৪) বিরক্তি—অসদ্বিষয়ে বিতৃষ্ণা, (২৫) ঐশ্বর্য্য নিয়ন্তৃত্ব, (২৬) শৌর্য্য—যুদ্ধে উৎসাহ, (২৭) তেজঃ—প্রভাব, প্রভাবের দ্বারা (২৮) প্রতাপও কথিত হইয়াছে, প্রভাবের খ্যাতিই হইতেছে প্রতাপ, (২৯) বল—দক্ষতা, দুষ্করকার্য্যে ক্ষিপ্রকারিতা, (৩০) স্মৃতি—কর্ত্তব্যার্থের অনুসন্ধান (পাঠান্তরে ধৃতি—ক্ষোভের কারণসত্ত্বেও অব্যাকুলতা), (৩১) স্বাতন্ত্র্য—অ-পরাধীনতা, স্বাধীনতা, (৩২) কৌশল হইতেছে ত্রিবিধ—ক্রিয়া-নিপুণতা, (৩৩) এক সঙ্গে বহুকার্য্য-সমাধানকারিতারূপ চাতুরী এবং (৩৪) কলা-বিলাস-বিজ্ঞতারূপ বৈদগ্ধী, (৩৫) কান্তি—কমনীয়তা ; ইহা চারি প্রকার, যথা হস্তাদি অঙ্গসমূহের কমনীয়তা (৩৬) বর্ণ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের কমনীয়তা, (৩৭) পূর্ব্বোক্ত রস-শব্দে অধর-চরণ-স্পৃষ্টবস্তুগত রসকেও বুঝিতে,

হইবে, (৩৮) বয়সের কমনীয়তা, এবং বয়সের কমনীয়তাদ্বারা (৩৯) নারীগণমনোহারিত্ব, (৪০) ধৈর্য্য—অব্যাকুলতা, (৪১) মার্দ্দব (মৃদুতা)—প্রেমার্দ্রচিত্তত্ব, ইহাদ্বারা (৪২) প্রেমবশ্যত্বও জানা যাইতেছে, (৪৩) প্রাগল্ভ্য—প্রতিভাতিশয়, এবং ইহাদ্বারা (৪৪) বাবদূকত্বও (বাক্‌পটুতা) জানা যায়, (৪৫) প্রশ্রয়—বিনয়, ইহাদ্বারা (৪৬) লজ্জাশীলত্ব, (৪৭) যথাযুক্ত ভাবে সকলের প্রতি মানদাতৃত্ব এবং (৪৮) প্রিয়ংবদত্বও বুঝায়, (৪৯) শীল—সুস্বভাব—ইহাদ্বারা (৫০) সাধুসমাশ্রয়ত্ব, (৫১) সহ—মনের পটুতা, (৫২) ওজঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা, (৫৩) বল—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা, (৫৪) ভগ—ত্রিবিধ, যথা ভোগাস্পদত্ব, (৫৫) সুখিত্ব এবং (৫৬) সর্ব্বসমৃদ্ধিমত্ব, (৫৭) গাম্ভীর্য্য—অভিপ্রায়ের দুর্জ্ঞেয়তা, (৫৮) স্থৈর্য্য—অচঞ্চলতা (৫৯) আস্তিক্য—শাস্ত্রচক্ষুষ্ট্ব (সমস্ত বিষয় শাস্ত্রানুসারে বুঝা), (৬০) কীর্ত্তি - সদ্‌গুণ-সমূহের খ্যাতি, ইহা দ্বারা (৬১) রক্তলোকত্ব বা জনপ্রিয়ত্ব, (৬২) মান—পূজ্যত্ব, (৬৩) অনহঙ্কৃতি—পূজ্য হইয়াও গর্ব্বরাহিত্য. শ্লোকস্থ চ-কার (এবং)-শব্দদ্বারা (৬৪) ব্রহ্মণ্যত্ব, (৬৫) সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিতত্ব এবং (৬৬) সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহত্বাদিও বুঝিতে হইবে। মহত্ত্বাভিলাষিগণের প্রার্থনীয়' মহাগুণ'-শব্দ হইতে বুঝা যায়, (৬৭) বরণীয়ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বও একটী গুণ। ইহা দ্বারা উল্লিখিত গুণসমূহের অন্যত্র অল্পত্ব ও চঞ্চলত্ব এবং ভগবানে পূর্ণত্ব এবং অবিনশ্বরত্ব কথিত হইয়াছে। এজন্যই শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন—"নিত্যং নিরীক্ষ্যমাণানাং যদ্যপি দ্বারকৌকসাম্। ন বিতৃপ্যন্তি হি দৃশঃ শ্রিয়ো ধামাঙ্গমচ্যুতম্॥ শ্রী ভা, ১।১১।২৬॥—যাঁহার অঙ্গ শোভার আশ্রয়, সেই অচ্যুতকে নিত্য দর্শন করিয়াও দ্বারকা-বাসীদের নয়ন বিশেষরূপে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই।"

শ্রীধরাদেবীর উক্তিতে "নিত্যা ইতি ন বিয়ন্তে ইতি - গুণসমূহ নিত্য এবং কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করে না"-এইরূপ কথা থাকায় বুঝা যাইতেছে, গুণসমূহের মধ্যে (৬৮) সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্তত্বও একটী গুণ। শ্লোককথিত অন্যগুণসমূহ জীবের অলভ্য; তৎসমূহ যথা, (৬৯) আবির্ভাবমাত্রত্বেও সত্যসঙ্কল্পত্ব (পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার সত্যসঙ্কল্পত্বের অন্যথা হয় না)।

(৭০) বশীকৃতাচিন্ত্যমায়ত্ব (অচিন্ত্য-শক্তিরূপা মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখা), (৭১) আবির্ভাব-বিশেষত্বেও অখণ্ড-সত্ত্বগুণের একমাত্র অবলম্বনত্ব, (৭২) জগৎ-পালকত্ব, (৭৩) যেখানে-সেখানে হতশত্রুর স্বর্গদাতৃত্ব, (৭৪) আত্মারামগণাকর্ষিত্ব, (৭৫) ব্রহ্মারুদ্রাদিকর্ত্তৃক সেবিতত্ব, (৭৬) পরমাচিন্ত্য-শক্তিত্ব, (৭৭) অনন্ত প্রকারে নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যাদির আবির্ভাবকত্ব, (৭৮) পুরুষাবতার-রূপেও মায়ার নিয়ন্তৃত্ব, (৭৯) জগৎ-সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তৃত্ব, (৮০) গুণাবতারাদি-বীজত্ব, (৮১) অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডাশ্রয়-রোমবিবরত্ব (রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধারণ-সামর্থ্য), (৮২) বাসুদেবত্ব নারায়ণা-দিত্বাদিরূপে ভগবত্তার আবির্ভাবেও স্বরূপভূত-পরমাচিন্ত্যাখিল-মহাশক্তিত্ব (অর্থাৎ বাসুদেব-নারায়ণাদি ভগবদ্‌রূপের আবির্ভাব করাইয়াও এবং সে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপে ভগবত্তা সঞ্চারিত করাইয়াও স্বীয় স্বরূপভূত পরম-অচিন্ত্য-অখিল-মহাশক্তিসমূহের সংরক্ষণ-সামর্থ্য), (৮৩) স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণরূপে স্বহস্তে নিহত অরিভাবাপন্ন লোকদিগের মুক্তি-ভক্তি-দায়কত্ব, (৮৪) নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক

রূপাদি-মাধুর্য্যবত্ব, (৮৫) ইন্দ্রিয়রহিত অচেতন বস্তু পর্য্যন্ত সকলের অশেষ সুখপ্রদ স্বসান্নিধ্যত্ব, ইত্যাদি।

উল্লিখিত গুণসমূহের কথা বলিয়া প্রীতিসন্দর্ভ বলিয়াছেন—"তদেতদ্দিঙ্ মাত্রদর্শনম্। যত আহ—'গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য। কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৭॥—এ-স্থলে গুণসমূহের দিগ্ দর্শনমাত্র করা হইল। সমস্ত গুণের উল্লেখ অসম্ভব; কেননা, ভগবানের গুণ অনন্ত, অসংখ্য; এজন্যই ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—গুণাত্মা (গুণসমূহ যাঁহার স্বরূপভূত, তাদৃশ) তুমি জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার গুণসমূহের পরিমাণ নির্ণয় করিতে ক সমর্থ হইবে? যে সকল সুনিপুণ ব্যক্তি (শ্রীসঙ্কর্ষণাদি) কালক্রমে পৃথিবীর ধূলিকণা, আকাশের হিমকণা এবং সূর্য্যাদির রশ্মি-পরমাণুও গণনা করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাও তোমার গুণ গণনা করিতে অসমর্থ।"

১৪। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ গুণ

উদ্দীপন-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—কায়িক, বাচিক ও মানসিক।

ক। কায়িক গুণ

"বয়ঃসৌন্দর্য্যরূপাণি কায়িকা মৃদুতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৫৫॥—বয়স, সৌন্দর্য্য, রূপ এবং মৃদুতা প্রভৃতিকে কায়িক গুণ বলে।"

কায়িক গুণসমূহ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"বয়ঃসৌন্দর্য্যরূপাণি কায়িকা মৃদুতাদয়ঃ। গুণাঃ স্বরূপমেবাস্য কায়িকাদ্যা যদপ্যমী।
ভেদং স্বীকৃত্য বর্ণ্যন্তে তথাপ্যুদ্দীপনা ইতি॥ অতস্তস্য স্বরূপস্য স্যাদালম্বনতৈব হি।
উদ্দীপনত্বমেব স্যাদ্ভূষণাদেস্তু কেবলম্॥ এষামালম্বনত্বঞ্চ তথোদ্দীপনতাপি চ॥

ভ, র, সি, ২।১।১৫৫-৫৭॥

—বয়স, সৌন্দর্য্য, রূপাদি কায়িক গুণসকল যদিও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপই (স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত, স্বরূপভূতই) বটে, তথাপি তাহাদের ভেদ স্বীকার করিয়াই তাহাদিগকে উদ্দীপন বলা হইয়াছে। অতএব, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপের আলম্বনতাই সিদ্ধ হয়; কিন্তু ভূষণাদির কেবল উদ্দীপনত্বই হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণের আলম্বনত্ব এবং উদ্দীপনত্বও কথিত হয়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম, স্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট; সুতরাং স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। গুণসমূহের পৃথক্ত্বের স্বীকৃতি হইতেছে ঔপচারিক। অথবা, "শ্রীকৃষ্ণ সুরম্যাঙ্গ" ইত্যাদিরূপে যখন চিন্তা করা হয়, তখন তিনি আলম্বন; যখন শ্রীকৃষ্ণের সুরম্যাঙ্গত্বের চিন্তা করা হয়, তখন সুরম্যাঙ্গত্ব হয় উদ্দীপন। অর্থাৎ যখন গুণবিশিষ্টরূপে

শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা হয়, তখন আলম্বনরূপেই তিনি চিন্তিত হয়েন ; আর যখন কেবল তাঁহার গুণের চিন্তা করা হয়, তখন সেই গুণ হয় উদ্দীপন। গুণবিশিষ্টরূপে যখন তাঁহার চিন্তা করা হয়, তখন তাঁহার স্বরূপের বা শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে তাঁহার গুণের চিন্তাও করা হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের যেমন আলম্বনত্ব, তদ্রূপ তাঁহার গুণেরও আংশিক আলম্বনত্ব সিদ্ধ হয় ; গুণের পৃথক্‌ভাবে চিন্তাকালে গুণের উদ্দীপনত্ব তো আছেই। এজন্যই বলা হইয়াছে—গুণসমূহের আলম্বনত্ব (অবশ্য আংশিক আলম্বনত্ব) এবং উদ্দীপনত্ব, উভয়ই সিদ্ধ হয়।

(১) **বয়স**

বয়স তিন প্রকার—কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার (বা বাল্য), দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, এবং পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর। তাহার পরে যৌবন। ভ, র, সি, ২।১।১৫৭-৫৮॥

বৎসলরসে (বাৎসল্যে) কৌমারই অনুকূল, সখ্যরসে পৌগণ্ড অনুকূল এবং মধুররসে কৈশোরই শ্রেষ্ঠ। ভ, র, সি, ২।১।১৫৯॥

কৈশোর আবার তিন রকম—আদ্য কৈশোর, মধ্যকৈশোর এবং শেষ কৈশোর।

আদ্য কৈশোরে বর্ণের অনির্ব্বচনীয় উজ্জ্বলতা, নেত্রান্তে অরুণবর্ণ কান্তি এবং রোমাবলী প্রকটিত হয় (ভ, র,সি, ২।১।১৬০)।

মধ্য কৈশোরে উরুদ্বয়, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের অনির্ব্বচনীয় শোভা এবং শ্রীমূর্ত্তির মধুরিমাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। মন্দহাস্যযুক্ত মুখ, বিলাসান্বিত চঞ্চল নয়ন এবং ত্রিজগন্মোহনকারী গীতাদি হইতেছে মধ্যকৈশোরের মাধুরী। রসিকতার সার বিস্তার, কুঞ্জক্রীড়া-মহোৎসব এবং রাসাদিলীলার আরম্ভ হইতেছে মধ্য কৈশোরের চেষ্টা। ভ, র, সি, ২।১।১৬৩॥

শেষ কৈশোরে অঙ্গসকল পূর্ব্বাপেক্ষাও অতিশয় চমৎকারিতা ধারণ করে এবং ত্রিবলি-রেখা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় (ভ, র, সি, ২।১।১৬৪)। শেষ কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভা কন্দর্পের মাধুরীকেও খর্ব্ব করে, তাঁহার অঙ্গ শিল্পনৈপুণ্যের বিলাসাস্পদ হয়, নয়নাঞ্চলের চমৎকৃতি খঞ্জনের নৃত্যগর্ব্বকেও খর্ব্ব করে।

এই শেষ কৈশোরকেই পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণের **নবযৌবন** বলিয়া থাকেন। "ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈ-র্নবযৌবনমুচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৬৫॥"

পূর্ব্বে, কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর—এই তিন রকম বয়সের কথা বলিয়াও কৈশোরের পরে আবার যৌবনের উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে বুঝা গেল—শেষ কৈশোরকেই সে-স্থলে যৌবন বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নিত্য কিশোর ; কৌমার বা বাল্য এবং পৌগণ্ড হইতেছে কৈশোরের ধর্ম্ম। বাৎসল্য ও সখ্যরসের বৈচিত্রীবিশেষ শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইবার জন্যই কৈশোর বাল্য

ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়া থাকে। বাল্য ও পৌগণ্ড গত হইয়া গেলে কৈশোরেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্থিতি (১।১।১১৩ অনু)।

শ্রীকৃষ্ণের বয়স-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বলা হইয়াছে,

বয়শ্চ তচ্ছৈশবশোভয়াশ্রিতং সদা তথা যৌবনলীলয়াদৃতম্।
মনোজ্ঞকৈশোরদশাবলম্বিতং প্রতিক্ষণং নূতন-নূতনং গুণৈঃ ॥২।৫।১১২॥

টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"বয়শ্চেতি। তৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি-পরমাশ্চর্য্য-মিতি বা, সদা শৈশবশোভয়া পরমসৌকুমার্য্যচাপল্যশ্মশ্রুনুদগমাদি-রূপয়া বাল্যলক্ষ্ম্যা আশ্রিতম্, তথা সদা যৌবনলীলয়া বিবিধবৈদগ্ধ্যাদিরূপয়া তত্তদুদ্ভেদকভঙ্গ্যা বা আদৃতঞ্চ; অতএব মনোজ্ঞয়া জগচ্চিত্তহারিণ্যা কৈশোরদশয়া পঞ্চদশবর্ত্ত্যবস্থয়া অবলম্বিতম্। অতএব গুণৈঃ কান্ত্যাদিভিঃ প্রতিক্ষণং নূতনাদপি নূতনম্, কদাচিদপি পরিণামাপ্রাপ্তেঃ তদ্দৃষ্টৄণামতৃপ্তিকরত্বাচ্চ, তথাবিধাশ্চর্য্যকরত্বাদপি ইতি দিক্।"

এই টীকা অনুসারে উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপঃ—শ্রীকৃষ্ণের বয়স সর্ব্বদাই পরমশ্চার্য্য-শৈশব-শোভাবিশিষ্ট, অর্থাৎ পরম সৌকুমার্য্য, চাপল্য, শ্মশ্রুর অনুদ্গমাদিরূপ বাল্যশ্রীদ্বারা আশ্রিত। তদ্রূপ বিবিধ-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ যৌবনলীলাদ্বারা আদৃত। এজন্য মনোজ্ঞা বা জগচ্চিত্তহারিণী পঞ্চদশবর্ষবর্ত্তিনী কৈশোরদশা দ্বারা অবলম্বিত। অতএব কান্ত্যাদি গুণে প্রতিক্ষণেই নূতন হইতেও নূতনরূপে প্রতিভাত, কোনও গুণই কখনই পরিণাম প্রাপ্ত হয় না; এজন্য যাঁহারা তাঁহার দর্শন করেন, কখনও তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি লাভ করেনা। ("তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।") এতাদৃশ আশ্চর্যাজনকই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বয়স।

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকের অন্তর্গত "কৈশোরগন্ধিঃ"-শব্দের টীকাতেও শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন –"তত্র রূপমধুরিমাণমাহ—কৈশোরেতি, কৈশোরস্য গন্ধঃ সততসম্পর্ক-বিশেষো যস্মিন্ সঃ,—বাল্যেঽপি তারুণ্যেঽপি পরমমহাসুন্দরকৈশোরশোভানপগমাৎ সর্ব্বদৈব কৈশোর-বিভূষিত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৮।১৭) শ্রীকপিলদেবেনাপি স্বমাতরং প্রত্যুপদিষ্টম্-'সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্' ইতি।—এস্থলে 'কৈশোরগন্ধিঃ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণরূপের মধুরিমার কথা বলা হইয়াছে। তাঁহাতে কৈশোরের গন্ধ—সম্পর্কবিশেষ—সতত বিদ্যমান; বাল্যে বা তারুণ্যেও পরম-মহাসুন্দর কৈশোরশোভা তাঁহাকে ত্যাগ করে না; তিনি সর্ব্বদাই কৈশোর-শোভাদ্বারা বিভূষিত। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতির নিকটে বলিয়াছেন, 'ভৃত্যানুগ্রহকাতর ভগবান্ সর্ব্বদা কৈশোরে অবস্থিত।"

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "পুরাণ পুরুষ।" তাঁহার বয়সের আদি, অন্ত—কিছুই নাই। কিন্তু সংসারী মানুষের দেহে বয়সের যে সকল ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তাঁহাতে সে সকল ধর্ম্ম প্রকাশ পায়না। অপ্রকট ধামে তিনি নিত্য কিশোর, কিশোরে বা পঞ্চদশবর্ষ বয়সে যেরূপ সৌকুমার্য্যাদি

থাকে, শ্রীকৃষ্ণে সে সমস্ত অনাদিকাল হইতেই অবিকৃতভাবে বিরাজমান। শ্রুতি পরব্রহ্মকে "অজর—জরাবর্জিত" বলিয়াছেন, তাঁহাতে জরা বা বার্দ্ধক্য নাই। তবে কি প্রৌঢ়ত্বাদি আছে ? তাহাও নাই ; গোপাল-পূর্ব্বতাপনীশ্রুতি বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম নিত্য তরুণ। "গোপবেষমভ্রাবং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্ ॥১॥"

লীলারস-বৈচিত্রীবিশেষের আস্বাদনের জন্য প্রকটলীলাতে তিনি বাল্য ও পৌগণ্ডকে ধর্ম্মরূপে অঙ্গীকার করেন। বাল্য ও পৌগণ্ডের অবসানে প্রকটলীলাতেও তিনি তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী কৈশোরেই নিত্য অবস্থিত থাকেন। গত দ্বাপরে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সোয়াশত বৎসর প্রকট ছিলেন। বাল্য ও পৌগণ্ডের পরে, এই সময়ের মধ্যে সর্ব্বদাই কৈশোরের অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের শোভাই বিরাজিত ছিল। পঞ্চদশবর্ষে লোকের গুম্ফ-শ্মশ্রুর উদ্‌গম হয় না ; সোয়াশত বৎসরেও শ্রীকৃষ্ণের গুম্ফ-শ্মশ্রুর উদ্‌গম হয় নাই ; পূর্ব্বোল্লিখিত টীকায় শ্রীপাদ সনাতন তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। যৌবনের বৈদগ্ধ্যাদি তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল বটে ; কিন্তু যৌবনোচিত গুম্ফ-শ্মশ্রু-আদি কখনও প্রকাশ পায় নাই ; সর্ব্বদাই তিনি কৈশোরের (পঞ্চদশ বর্ষের) শোভায় শোভিত ছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষেই তিনি শেষ কৈশোরে উপনীত হয়েন। এই শেষ কৈশোরকেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৬৫) শ্রীকৃষ্ণের "নব যৌবন" বলিয়াছেন। প্রকটকালেও শ্রীকৃষ্ণ এই শেষ কৈশোরে বা নব যৌবনেই ছিলেন অর্থাৎ সর্ব্বদা তদনুরূপ শোভায় বিরাজিত ছিলেন ; পরিণত যৌবনে দেহে যে-সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে-সমস্ত লক্ষণ কখনও শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশ পায় নাই। প্রৌঢ়ত্ব-বার্দ্ধক্যের কথা তো দূরে।

কায়িক গুণ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, "অথ কায়িকাঃ ॥

তে বয়োরূপলাবণ্যে সৌন্দর্য্যমভিরূপতা।
মাধুর্য্যং মার্দ্দবাদ্যাশ্চ কায়িকাঃ কথিতা গুণাঃ ॥
বয়শ্চতুর্ব্বিধং তত্র কথিতং মধুরে রসে।
বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাৎ ॥ উদ্দীপন ॥৫॥

—বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য ও মার্দ্দবাদিকে কায়িক গুণ বলা হয়। মধুররসে বয়স চারি প্রকার—বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স এবং পূর্ণবয়স।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন, কৈশোরই হইতেছে মধুর রসের উপযোগী। এ-স্থলে উজ্জ্বল-নীলমণিতে যে চারিপ্রকার বয়সের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে কৈশোরেরই চারিপ্রকার বৈচিত্রী। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কৈশোরের তিন প্রকার বৈচিত্রীর কথা বলা হইয়াছে—আদ্য কৈশোর, মধ্য কৈশোর এবং শেষ কৈশোর। অথচ উজ্জ্বলনীলমণিতে চারি প্রকার বৈচিত্রীর কথা বলা হইয়াছে—বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স এবং পূর্ণ বয়স। ইহার সমাধান কি ? উজ্জ্বলনীলমণির শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় ইহার সমাধান পাওয়া যায়।

চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যাহাকে প্রথম কৈশোর (আদ্য কৈশোর) বলা হইয়াছে, উজ্জ্বলনীলমণিতে তাহার পূর্ব্বভাগকেই 'বয়ঃসন্ধি' এবং পরভাগকে 'নব্য

বয়স' বলা হইয়াছে। তদ্রূপ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকথিত 'মধ্যকৈশোর' এবং 'শেষ কৈশোর'কে উজ্জ্বল-নীলমণিতে যথাক্রমে 'ব্যক্ত বয়স' এবং 'পূর্ণ বয়স' বলা হইয়াছে। "তত্র যৎ প্রথমকৈশোরশব্দেনাভিহিতং তস্যৈব পূর্ব্বাপরভাগৌ বয়ঃসন্ধি-নব্য-শব্দাভ্যামত্রোচ্যতে। তথা মধ্যকৈশোর-শেষকৈশোরে ব্যক্ত-পূর্ণাভ্যামিতি।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে বয়ঃসন্ধি প্রভৃতির যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তির সার্থকতা বুঝা যায়।

বয়ঃসন্ধি-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে—"বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে। উদ্দীপন ॥৬॥—বাল্য (পৌগণ্ড) ও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃসন্ধি বলা হয়।" লোচনরোচনী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বাল্য-যৌবনয়োঃ সন্ধিরিতি কৈশোরস্য প্রথমভাগতাৎপর্য্যকং সর্ব্বস্যাপি কৈশোরস্য তৎসম্বন্ধিরূপত্বাৎ। বাল্যমত্র পৌগণ্ডম্ ॥—এ-স্থলে 'বাল্য'-শব্দে 'পৌগণ্ড' বুঝিতে হইবে। বাল্যযৌবনের সন্ধি বলিতে কৈশোরের প্রথম ভাগকেই বুঝায়, সর্ব্ব কৈশোরেরই তৎসন্ধিরূপত্ব আছে বলিয়া।" ইহা হইতে জানা গেল—বয়ঃসন্ধি সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা বলিয়াছেন, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন।

উজ্জ্বলনীলমণিতে নব্য, ব্যক্ত ও পূর্ণ বয়সের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকথিত আদ্য, মধ্য ও শেষ কৈশোরের লক্ষণের সহিত তাহার বেশ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়।

(২) **সৌন্দর্য্য**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—অঙ্গ-সকলের যথাযোগ্য সন্নিবেশকে সৌন্দর্য্য বলে। "ভবেৎ সৌন্দর্য্যমঙ্গানাং সন্নিবেশো যথোচিতম্ ॥২।১।১৭১॥"

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিসমূহের যথাযথ মাংসলত্বকে সৌন্দর্য্য বলা হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্।
সুশ্লিষ্টসন্ধিবন্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমিতীর্য্যতে ॥ উদ্দীপন ॥ ১৯ ॥

এই শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—বাহু-আদি হইতেছে অঙ্গ; আর প্রগণ্ড, প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ প্রভৃতি হইতেছে প্রত্যঙ্গ। এই-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের যথোচিত স্থূলত্ব, কৃশত্ব, বর্ত্তুলত্বাদি যেখানে যেখানে যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ হইলেই এবং তদতিরিক্ত না হইলেই তাহাদের যথোচিত সন্নিবেশ হইয়াছে বলা যায়। "সুশ্লিষ্টসন্ধিবন্ধ" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, সন্ধিসমূহের অর্থাৎ কফোনি-আদির যথোচিত মাংসলত্ব থাকা দরকার।

দীর্ঘ-নয়নযুক্ত বদনমণ্ডল, মরকতমণি-কবাটাপেক্ষাও স্থূল বক্ষঃস্থল, স্তম্ভসদৃশ ভুজদ্বয়, সুন্দর পার্শ্বদ্বয়, ক্ষীণ কটি, আয়ত এবং স্থূল জঘন—এ সমস্ত হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের লক্ষণ।

(৩) রূপ

রূপসম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—দেহে কোনও ভূষণাদি না থাকিলেও যদ্দ্বারা অঙ্গসকল ভূষিতের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহাকে বলে রূপ।

অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্‌ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্‌ভবতি তদ্রূপমিতিকথ্যতে॥ উদ্দীপন॥ ১৫॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে রূপের এক অদ্ভুত মহিমার কথা জানা যায়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন --যাহাদ্বারা অলঙ্কারসমূহের শোভাও সমধিকরূপে প্রকাশ পায়, তাহাই রূপ। "বিভূষণং বিভূষ্যং স্যাদ্‌যেন তদ্রূপমুচ্যতে॥২।১।১৭৩॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও শ্রীকৃষ্ণের রূপকে "ভূষণভূষণাঙ্গম্‌" বলিয়াছেন।

(৪) লাবণ্য

লাবণ্য হইতেছে কান্তির তরঙ্গায়মাণত্ব। মুক্তার ভিতর হইতে যেমন কান্তি (ছটা) নির্গত হয়, তদ্রূপ অঙ্গসমূহের অত্যধিক স্বচ্ছতাদিশতঃ প্রতিক্ষণে যে কান্তির উদ্‌গম, তাহাকে বলে লাবণ্য।

মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু ল্যাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥ উ, নী, ম, ॥উদ্দীপন॥ ১৭॥

(৫) অভিরূপতা

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"যদাত্মীয়গুণোৎকর্ষৈর্বস্তু ন্যন্নিকটস্থিতম্‌।
সারূপ্যং নয়তি প্রাজ্ঞৈরাভিরূপ্যং তদুচ্যতে॥ উদ্দীপন॥২০॥

—যে বস্তু স্বীয় গুণের উৎকর্ষদ্বারা সমীপস্থ অন্যবস্তুকে নিজের সারূপ্য (স্বতুল্যরূপত্ব) প্রাপ্ত করায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে অভিরূপতা বলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীকৃষ্ণের অভিরূপতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদাহরণটী দৃষ্ট হয়।

"মগ্না শুভ্রে দশনকিরণে স্ফটিকীব স্ফুরন্তী লগ্না শোণে করসরসিজে পদ্মরাগীব গৌরী।

গণ্ডোপান্তে কুবলয়রুচা বৈন্দ্রনীলীব জাতা সুতে রত্নত্রয়ধিয়মসৌ পশ্য কৃষ্ণস্য বংশী॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাদন করিতেছিলেন। দূর হইতে শ্রীরাধিকাকে বাদ্যমানা বংশী দেখাইয়া বিশাখা বলিয়াছিলেন) হে গৌরি! ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের দশনের কিরণ-স্পর্শে বংশীটী স্ফটিকের ন্যায় স্ফূর্তি পাইতেছে; শ্রীকৃষ্ণের রক্তবর্ণ করকমলে সংলগ্ন হইয়া বংশীটী পদ্মরাগমণির তুল্য শোভা ধারণ করিয়াছে, —গৌরী হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডোপান্তে সংলগ্ন হইয়া বংশীটী ইন্দ্রনীলমণির প্রভা বিস্তার করিতেছে। দেখ, দেখ, শ্রীকৃষ্ণের বংশীটী তিনটী রত্নের বুদ্ধি (বিভ্রম) জন্মাইতেছে।"

এই উদাহরণে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের দন্তের শোভা, করতলের শোভা এবং গণ্ডের শোভা বংশীটীকেও তত্তৎ-শোভাযুক্ত করিয়াছে। ইহাই অভিরূপতা।

(৬) **মাধুর্য্য**

দেহের কোনও অনির্ব্বচনীয় রূপকে মাধুর্য্য বলে। "রূপং কিমপ্যনির্ব্বাচ্যং তনোর্মাধুর্য্যমুচ্যতে ॥ উ, নী, ম, ॥ উদ্দীপন ॥১১॥"

(৭) **মার্দ্দব**

কোমল বস্তুর সংস্পর্শেও যে অসহিষ্ণুতা, তাহাকে মার্দ্দব বা মৃদুতা বলে।

'মার্দ্দবং কোমলস্যাপি সংস্পর্শাসহতোচ্যতে ॥ উ, নী, ম, ॥ উদ্দীপন ॥২২॥ মৃদুতা কোমলস্যাপি সংস্পর্শাসহতোচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৭৪॥"

"অহহ নবাম্বুদকান্তেরমুষ্য সুকুমারতা কুমারস্য।
অপি নবপল্লবসঙ্গাদঙ্গান্যপরজ্য শীর্য্যন্তি ॥ ভ, র, সি, ॥ ২।১।১৭৫ ॥

—অহো! নবঘনশ্যাম এই সুকুমার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসকল এমনই কোমল যে, নবপল্লবের সংস্পর্শ-মাত্রেও বিবর্ণ হইয়া উঠিল।"

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ নবপল্লব এবং নির্বৃন্তকুসুম অপেক্ষাও কোমল; তাঁহার অঙ্গের কোমলত্বের তুলনায় নবপল্লবের বা নির্বৃন্তকুসুমের কোমলতাও যেন কাঠিন্য বলিয়া মনে হয়।

খ। বাচিক গুণ

কর্ণের আনন্দজনকত্বাদি হইতেছে বাচিকগুণ। "বাচিকাস্তু গুণাঃ প্রোক্তাঃ কর্ণানন্দকতাদয়ঃ ॥ উ, নী, ম, ॥উদ্দীপন ॥৩॥

গ। মানসিক গুণ

কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি (ক্ষমা), করুণাদি হইতেছে মানস গুণ। "গুণাঃ কৃতজ্ঞতাক্ষান্তিকরুণাদ্যাস্তু মানসাঃ ॥উ, নী, ম,॥উদ্দীপন॥২॥"

১৫। **অন্যান্য উদ্দীপন-বিভাব (মধুর রসের বিশেষ উদ্দীপন)**

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"উদ্দীপনা বিভাবা হরেস্তদীয়প্রিয়াণাঞ্চ।
কথিতা গুণ-নাম-চরিত্র-মণ্ডন-সম্বন্ধিনস্তটস্থাশ্চ ॥ উদ্দীপন ॥১॥

—শ্রীহরি এবং তদীয় প্রিয়াবর্গের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, সম্বন্ধী এবং তটস্থ সকলকে উদ্দীপন-বিভাব বলা হয়।"

এই শ্লোকের লোচনরোচনী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—

দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-রসে যেমন শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিরই রসত্ব প্রতিপাদ্য, দাস্য-সখ্যাদিভাবের পরিকর-বিষয়িণী রতির রসত্ব যেমন প্রতিপাদ্য নহে, তদ্রূপ উজ্জ্বল বা মধুর রসেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিরই রসত্ব প্রতিপাদ্য, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ-বিষয়িণী রতির রসত্ব প্রতিপাদ্য নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের

গুণাদির উদ্দীপকত্বই বাচ্য, কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের গুণাদির উদ্দীপকত্ব বর্ণনীয় নহে। তথাপি, তাঁহাদের (কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের) নিজেদের মধ্যে নিজেদের রূপ-যৌবনাদিও উদ্দীপন হইয়া থাকে ; তাঁহাদের ভাবে ভাবিত আধুনিক ভক্তদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের রূপ-যৌবনাদি তদ্রূপেই (উদ্দপনরূপেই) স্ফুরিত হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই মূলশ্লোকে হরিপ্রিয়াদের গুণ-নামাদির কথা বলা হইয়াছে।

এই টীকার তাৎপর্য্য এই। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপসুন্দরীগণ নিজেদের দেহকেও, তাঁহাদের রূপযৌবনাদিকেও, শ্রীকৃষ্ণেরই প্রীতিসাধনের উপকরণ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহাদের রূপ-যৌবনাদিও তাঁহাদের চিত্তস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়া থাকে। এজন্য মূলশ্লোকে কৃষ্ণ-প্রিয়াদের গুণাদিকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন বলা হইয়াছে। আর, তাঁহাদের আনুগত্যে যেসকল আধুনিক ভক্ত অন্তশ্চিন্তিত দেহে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবার চিন্তা করেন, অন্তশ্চিন্তিত দেহে দৃষ্ট কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীদিগের রূপ-যৌবনাদি--তৎসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সাধন বলিয়া—তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়া থাকে। এজন্যই মূল শ্লোকে হরিপ্রিয়াদের গুণাদির উদ্দীপনত্বের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে হরিপ্রিয়াদের গুণাদিও শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় লিখিয়াছেন—

মধুর-রসে নায়ক ও নায়িকা হইতেছেন পরস্পরের রতির পরস্পর বিষয় ও আশ্রয়। অর্থাৎ নায়িকা ব্রজগোপীদিগের রতির বিষয় হইতেছেন নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয় হইতেছেন ব্রজসুন্দরীগণ। আবার প্রীতিবস্তুটী স্বভাবতঃই পারস্পরিক বলিয়া নায়িকা ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বা রতি আছে ; এই রতির আশ্রয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষয় হইতেছেন কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপসুন্দরীগণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি যেমন কৃষ্ণপ্রেয়বী গোপীদিগের কৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের গুণাদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়া থাকে। আর, ব্রজদেবীদিগের আনুগত্যে যেসকল ভক্ত মধুর-ভাবের ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বরূপ-লক্ষণে ব্রজদেবীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাবের আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং তটস্থ লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবী-বিষয়ক ভাবের আস্বাদন করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত মতদ্বয়ের পার্থক্য হইতেছে এই :—শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি এবং ব্রজসুন্দরীদিগের গুণাদি, উভয়ই হইতেছে ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন। আর, শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী বলেন —শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি হইতেছে ব্রজদেবীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন এবং ব্রজদেবীদিগের গুণাদি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীবিষয়িণী রতির উদ্দীপন। শ্রীপাদ জীব তাঁহার উক্তির সমর্থনে বলিয়াছেন—কৃষ্ণবিষয়িণী রতির রসত্বই প্রতিপাদ্য ; সুতরাং কৃষ্ণবিষয়িণীরতির উদ্দীপনই বর্ণনীয়। চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তিতে মনে হয়, তাঁহার মতে যেন শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীবিষয়িণী—এই উভয়বিধ রতির রসত্বই প্রতিপাদ্য। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের প্রতিপাদ্য

হইতেছে—ভক্তিরস। ভক্তি বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিকেই বুঝায়; এই রতির রসত্বই প্রতিপাদ্য।

যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণের বয়সের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীদের বয়স এবং বয়সের ভেদ শ্রীকৃষ্ণের বয়সের অনুরূপই; তাঁহাদেরও কৈশোরেই নিত্যস্থিতি।

এক্ষণে উজ্জ্বলনীলমণিকথিত অন্যান্য উদ্দীপনগুলির কথা বলা হইতেছে। বলা বাহুল্য, উজ্জ্বলনীলমণিতে কেবল কান্তারতির উদ্দীপনাদির কথাই বলা হইয়াছে।

(১) **নাম**

কোনও উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামের অক্ষর-দুইটী শুনিলেই ব্রজদেবীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"তটভুবি রবিপুত্র্যাঃ পশ্য গৌরাঙ্গি রঙ্গী স্ফুরতি সখি কুরঙ্গীমণ্ডলে কৃষ্ণসারঃ।
ইতি ভবদভিধানং শৃণ্বতী সা মদুক্তৌ সুতনুরতনুঘূর্ণাপূরপূর্ণা বভুব॥

—উ, নী, ম, ॥ উদ্দীপন।২৫॥

—(বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) শ্রীরাধার নিকটে আমি বলিয়াছিলাম—হে গৌরাঙ্গি! ঐ দেখ, রবিপুত্রীর (যমুনার) তটভূমিতে রঙ্গী কৃষ্ণসার (মৃগ) কুরঙ্গী (মৃগী)-মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। আমার মুখে তোমার নাম (কৃষ্ণসার-শব্দের অন্তর্গত কৃষ্ণশব্দটী) শুনিয়াই শ্রীরাধা অতনুর (মনোভবের) ঘূর্ণাসমূহে পরিপূর্ণা হইয়া উঠিলেন।"

(২) **চরিত**

চরিত দুই রকমের—অনুভাব এবং লীলা (ক্রীড়া, চেষ্টা)। অনুভাবের কথা পরে বলা হইবে; এ-স্থলে লীলার কথা বলা হইতেছে।

লীলা। শ্রীকৃষ্ণের লীলা বা চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি মনোহর-লীলা, তাণ্ডব (নৃত্য), বেণুবাদন, গোদোহন, পর্ব্বতোদ্ধার (গোবর্দ্ধন-ধারণ), গোহূতি (গো-সমূহের আহ্বান) এবং গমনাদি হইতেছে ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণরতির উদ্দীপক।

(৩) **মণ্ডন**

শ্রীকৃষ্ণের বসন, ভূষণ, মাল্য, অনুলেপাদিকে মণ্ডন বলা হয়। এই মণ্ডনও ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণরতির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

(৪) **সম্বন্ধী**

সম্বন্ধী হইতেছে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তু। যে সকল বস্তুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে, বা ছিল, সে-সমস্ত বস্তুকেই সম্বন্ধী বলা হয়। এ-সমস্ত বস্তুও ব্রজসুন্দরীদিগের (এবং অন্য ভাবের পরিকরদেরও) শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

সম্বন্ধী দুই রকমের—লগ্ন এবং সন্নিহিত।

লগ্ন সম্বন্ধী। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, গীত, সৌরভ্য, ভূষণধ্বনি, চরণচিহ্ন, বীণারব, শিল্প-কৌশলাদি হইতেছে লগ্ন-সম্বন্ধী।

সন্নিহিত সম্বন্ধী। শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্যাদি, ময়ূরপুচ্ছ, গিরিধাতু, (গৈরিকাদি), নৈচিকী (উত্তমা গাভী), লগুড়ী (পাঁচনী), বেণু, শৃঙ্গী, তৎপ্রেষ্ঠ-দৃষ্টি (শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমের দর্শন), গোধূলি, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনাশ্রিত (পক্ষী, ভৃঙ্গ, মৃগ, কুঞ্জ, লতা, তুলসী, কর্ণিকার, কদম্বাদি), গোবর্দ্ধন, যমুনা, রাসস্থলাদিকে সন্নিহিত সম্বন্ধী বলে।

(ক) **আলোচনা**

এ-স্থলে সম্বন্ধী বস্তুসমূহের যে নাম দেখা গেল, পূর্ব্বকথিত লীলানামক চরিতেও প্রায়শঃ সে-সকল বস্তুর নাম দৃষ্ট হয়। তথাপি তাহাদিগকে "চরিত" এবং "সম্বন্ধী"-এই দুই ভাগে কেন বিভক্ত করা হইল?

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্‌বর্ত্তিত্ব এবং অসাক্ষাদ্‌বর্ত্তিত্বই হইতেছে এই ভেদের হেতু। যেমন, বেণুনাদ; ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নামক চরিতেও আছে, সম্বন্ধী বস্তুতেও আছে। যখন বেণুনাদ শ্রুত হয়, তখন বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণও যদি দৃষ্টির গোচরীভূত থাকেন, তাহা হইলে সেই বেণুনাদ হইবে লীলা-নামক উদ্দীপন; এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বেণুনাদ-শ্রবণকারিণী ব্রজদেবীর সাক্ষাতে বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টির গোচরে থাকেন না, বেণুনাদ-শ্রবণকারিণীর সাক্ষাতে থাকেন না, অথচ তাঁহার বেণুনাদ শ্রুত হয়, তখন সেই বেণুনাদ হইবে সম্বন্ধী বস্তুরূপ উদ্দীপন। অন্যান্য সম্বন্ধীবস্তু সম্বন্ধেও এইরূপই। লীলা-নামক উদ্দীপনবিষয়ে এবং সম্বন্ধী-নামক উদ্দীপনবিষয়ে উজ্জ্বলনীলমণিতে যে সকল উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সকল উদাহরণ হইতেই উল্লিখিত ভেদের হেতু জানা যায়।

সম্বন্ধী বস্তুরও যে আবার লগ্ন ও সন্নিহিত, এই দুই রকম ভেদের কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"সম্বন্ধিষ্বপি তদবিনাভাববন্তো বংশীরবাদ্যা লগ্না ইতি, তৌ বিনাপি পৃথগ্‌বিধা নির্ম্মাল্যাদয়ঃ সন্নিহিতা ইত্যাখ্যায়ন্তে।" তাৎপর্য্য এই যে, বংশীরবাদি যে সমস্ত বস্তু হইতেছে তদবিনাভাব-বস্তু (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত যে সমস্ত বস্তু হইতে পারে না, সে-সমস্ত বস্তু), সে-সমস্তকে লগ্ন সম্বন্ধী বলা হইয়াছে। আর, নির্ম্মাল্যাদি যে সকল বস্তু শ্রীকৃষ্ণব্যতীতও, পৃথক্‌ভাবেও থাকিতে পারে, সে-সমস্তকে সন্নিহিত সম্বন্ধী বলা হইয়াছে। যেমন, বংশীরব; শ্রীকৃষ্ণব্যতীত শ্রীকৃষ্ণবাদিত বংশীর রব হইতে পারে না। অথবা যেমন শিল্পকৌশল; শ্রীকৃষ্ণরচিত পুষ্পমালাতেই শ্রীকৃষ্ণের শিল্পকৌশল দৃষ্ট হইতে পারে, অন্যত্র তাহা অসম্ভব। এ-সমস্ত হইতেছে লগ্ন সম্বন্ধী উদ্দীপনবিভাব। আর সন্নিহিত সম্বন্ধী যথা—নির্ম্মাল্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্থিত চন্দনাদি অনুলেপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া যদি কোনও স্থানে পড়িয়া থাকে, তাহার দর্শনেও ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণরতি উদ্দীপিত হইতে পারে। এই চন্দনাদিরূপ নির্ম্মাল্য, দর্শনকালে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসংলগ্ন থাকে না বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ

হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়া, ইহাকে লগ্ন সম্বন্ধী বলা হয় নাই, সন্নিহিত সম্বন্ধী বলা হইয়াছে। ইহাও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের অবিনাভূত বস্তু, তথাপি শ্রীকৃষ্ণাঙ্গস্থিত অনুলেপ হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকে বলিয়া ইহাকে লগ্নসম্বন্ধী বলা হয় নাই। লগ্নসম্বন্ধী বস্তু শিল্পকৌশল হইতে ইহার পার্থক্য আছে। যে মালাতে শ্রীকৃষ্ণ শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, শিল্পকৌশল সেই মালার সহিত সংলগ্ন থাকে, মালা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকে না। এজন্য ইহাকে লগ্ন সম্বন্ধী বলা হইয়াছে।

সন্নিহিত-সম্বন্ধী বস্তু সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—সন্নিহিত বস্তুর উপলক্ষণে সন্নিহিত-জাতীয় বস্তুরও উদ্দীপনত্ব আছে। ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জা, গৈরিক প্রভৃতি হইতেছে সন্নিহিতজাতীয়; কেননা, নির্ম্মাল্যাদির ন্যায় এ-সমস্ত বস্তু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত না হইলেও যেখানে-সেখানে এ-সমস্ত বস্তুর দর্শনেও কৃষ্ণরতি উদ্দীপিত হইতে পারে। "অথ সন্নিহিতা ইত্যত্র সন্নিহিতজাতীয়া অপি উপলক্ষ্যাঃ। বর্হাদিমাত্রদর্শনেনাবেশসম্ভবাৎ। উ, নী, ম ॥ উদ্দীপন ॥৪৪-শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকাটীকা ॥"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে বস্তুর কোনওরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাই হইতেছে সম্বন্ধী উদ্দীপন। এতাদৃশ বস্তুসমূহের মধ্যে যে-সকল বস্তু শ্রীকৃষ্ণের অবিনাভূত এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুর সহিত সংলগ্ন, তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত নহে, সে সমস্ত বস্তু হইতেছে লগ্ন সম্বন্ধী এবং অবিনাভূত হইলেও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তু, বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত (যেমন নির্ম্মাল্যাদি) যে সমস্ত বস্তু, তাহাদিগকে বলা হয় সন্নিহিতসম্বন্ধী। সম্ভবতঃ লগ্নসম্বন্ধীর সন্নিহিত বা নিকটবর্ত্তী, লগ্নাবস্থার পরবর্ত্তী অবস্থায় অবস্থিত, বলিয়াই ইহাদিগকে "সন্নিহিত সম্বন্ধী" বলা হয়। যাহারা সন্নিহিত নয়, অথচ সন্নিহিতজাতীয়, তাহাদিগকেও সন্নিহিতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—সন্নিহিত-জাতীয় বলিয়া। যেমন, ময়ূরপুচ্ছ; শ্রীকৃষ্ণের চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছ যদি চূড়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোনও স্থলে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে "সন্নিহিত সম্বন্ধী।" কিন্তু যাহা শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ছিল না, এইরূপ কোনও ময়ূরপুচ্ছের দর্শনেও (শ্রীকৃষ্ণের চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের স্মৃতিকে উদ্দীপিত করে বলিয়া) কৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইতে পারে। এজন্য এতাদৃশ ময়ূরপুচ্ছকে "সন্নিহিতজাতীয়" উদ্দীপন বলা হইয়াছে; কেননা, উদ্দীপনবিষয়ে ইহার প্রভাবও "সন্নিহিত সম্বন্ধীর" প্রভাবের সমজাতীয়।

(৫) তটস্থ

চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না), মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, গন্ধবাহ (বায়ু), এবং খগ প্রভৃতিকে তটস্থ উদ্দীপন বলা হয়।

তটস্থাশ্চন্দ্রিকামেঘবিদ্যুতো মাধবস্তথা।
শরৎপূর্ণসুধাংশুশ্চ গন্ধবাহ-খগাদয়ঃ ॥উ, নী, ম, ॥উদ্দীপন ॥৫২॥

এ-সমস্তকে তটস্থ বলার হেতু বোধহয় এই যে—এ-সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের অবিনাভূত বস্তু নহে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধব্যতীতও এ-সমস্ত বস্তু থাকিতে পারে), শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহাদের কোনও সম্বন্ধও

নাই। তথাপি ইহারা কৃষ্ণরতির উদ্দীপন হইতে পারে। মেঘের বর্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের, বিদ্যুতের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের, সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহারা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিকে—সুতরাং কৃষ্ণ-বিষয়িণী রতিকেও—উদ্দীপিত করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণভাবে বিভোরা কোনও ব্রজদেবী অকস্মাৎ মেঘের দর্শন পাইলে মেঘকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া এবং মেঘক্রোড়স্থিত বিদ্যুৎকেও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গস্থিত পীতবসন বলিয়া মনে করিতে পারেন। জ্যোৎস্না, বসন্তঋতু, শরৎঋতু, পূর্ণচন্দ্র, মৃদুমন্দ পবনাদিও চিত্তের হর্ষবিধায়ক—সুতরাং প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দীপক। ব্রজসুন্দরীদিগের একমাত্র প্রিয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং এ-সমস্ত তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতির উদ্দীপন হইতে পারে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে এ-সমস্তকে "আগন্তুক উদ্দীপন" বলিয়াছেন ; কৃষ্ণশক্তিদ্বারা যখন ইহাদের সৌন্দর্য্য পরিপুষ্ট হয়, তখনই ইহারা উদ্দীপন হইতে পারে। [পরবর্ত্তী ১৭৪-খ (১)-অনুচ্ছেদে "আগন্তুক উদ্দীপনবিভাবের উদ্দীপনত্ব," দ্রষ্টব্য]।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুভাব

১৬। অনুভাবের সাধারণ লক্ষণ

অনু+ভাব=অনুভাব। অনু অর্থ পশ্চাৎ। পশ্চাতে বা পরে যাহা জন্মে, তাহা অনুভাব, প্রভাব। কোনও বস্তুর প্রভাবকে তাহার অনুভাব বলা হয়। প্রভাবের দ্বারা বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং বস্তুর পরিচায়ক লক্ষণকেও অনুভাব বলা যায়। যেমন. দেহে যদি ব্রণ হয়, তাহা হইলে যন্ত্রণাদি জন্মে; এই যন্ত্রণাদি হইতেছে ব্রণের অনুভাব।

যে-সমস্ত বস্তুর প্রভাব অনুভূত বা দৃষ্ট হয়, সে-সমস্তের সকল বস্তু দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না; যেমন, জ্বর। জ্বর দেখা যায় না; কিন্তু জ্বর দেহে যে উত্তাপাদি জন্মায়, সেই উত্তাপাদিদ্বারা জ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়। ক্রোধও দেখা যায় না; কিন্তু ক্রোধের প্রভাবে চক্ষুর বা মুখের যে রক্তিমা জন্মে, কিম্বা ক্রুদ্ধ লোকের যে-সমস্ত আচরণ প্রকাশ পায়. সেই রক্তিমা বা আচরণাদিদ্বারা ক্রোধের অস্তিত্ব জানা যায়। এ-সকল স্থলে দেহের উত্তাপাদি হইতেছে জ্বরের অনুভাব এবং মুখ-নয়নের রক্তিমাদি হইতেছে ক্রোধের অনুভাব বা পরিচায়ক লক্ষণ।

এইরূপে জানা গেল. কোনও বস্তুর অনুভাব হইতেছে সেই বস্তুর পরিচায়ক বহির্বিকার—বাহিরে প্রকাশিত সেই বস্তুর পরিচায়ক বিকার বা লক্ষণ।

১৭। কৃষ্ণরতির অনুভাব

আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে ভক্তিরসের সামগ্রীরূপ অনুভাব; অর্থাৎ বিভাবাদি যে চারিটী সামগ্রীর যোগে কৃষ্ণবিষয়িণী রতি রসে পরিণত হয়, তাহাদের অন্তর্গত 'অনুভাব' হইতেছে আলোচ্য বিষয়।

ভক্তের চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতি হইতেছে দৃষ্টির অগোচর বস্তু; কিন্তু চিত্তে কৃষ্ণরতি আবির্ভূত হইলে সময় সময় ভক্তের দেহাদিতে এবং আচরণে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই লক্ষণগুলি চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির পরিচায়ক বলিয়া তাহাদিগকে রতির অনুভাব বলা হয়। রতির অনুভাবসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ ॥২।২।১॥

—অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থভাবের (কৃষ্ণরতির) অববোধক (অর্থাৎ পরিচায়ক, চিত্তে রতির অস্তিত্বের পরিচায়ক লক্ষণ)।"

ভক্তের চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতি বাহিরে অনেক রকম বিক্রিয়া প্রকাশ করে ; যথা—নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গীত, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, অট্টহাস্য প্রভৃতি এবং অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, স্তম্ভ প্রভৃতি। এই সমস্তই কৃষ্ণরতির অনুভাব।

১৮। অনুভাবের দ্বিবিধ ভেদ—উদ্ভাস্বর এবং সাত্ত্বিক

পূর্ব্বোল্লিখিত নৃত্য-গীতাদি এবং অশ্রু-কম্প-স্তম্ভাদি সমস্তই কৃষ্ণরতির পরিচায়ক বহির্বিকার বলিয়া সাধারণভাবে তৎসমস্তই হইতেছে কৃষ্ণরতির অনুভাব। এই অনুভাব-সমূহকে দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—উদ্ভাস্বর এবং সাত্ত্বিক। নৃত-গীত-বিলুণ্ঠন-হাস্য প্রভৃতিকে বলা হয় "উদ্ভাস্বর অনুভাব" এবং অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদিকে বলা হয় "সাত্ত্বিক অনুভাব।"

অনুভাব—স্মিত-নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।

স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক—অনুভাবের ভিতর ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১৩।৩১॥

এই উক্তি হইতে জানা যায়, স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবগুলিও অনুভাবেরই অন্তর্গত।

১৯। উদ্ভাস্বর ও সাত্ত্বিক-এই দ্বিবিধ ভেদের হেতু

উল্লিখিত স্মিত-নৃত্য-গীতাদি এবং অশ্রু-কম্প-স্তম্ভাদি সমস্ত বহির্ব্বিকারই কৃষ্ণরতির পরিচায়ক বলিয়া অনুভাব হইলেও তাহাদের মধ্যে দুইটি ভেদ কেন করা হইল ?

সাধারণ লক্ষণে সমস্তই অনুভাব হইলেও, স্মিত-নৃত্যাদি যে সমস্ত অনুভাবকে "উদ্ভাস্বর" বলা হইয়াছে, সে-সমস্তেরও কোনও একটা বিশেষ লক্ষণ থাকিবে এবং তদ্রূপ অশ্রু-কম্প-স্তম্ভাদি যে-সমস্ত অনুভাবকে "সাত্ত্বিক" বলা হইয়াছে, তাহাদেরও একটা বিশেষ লক্ষণ অবশ্যই থাকিবে। এই বিশেষ লক্ষণই হইবে তাহাদের ভেদের হেতু। কিন্তু সেই বিশেষ লক্ষণ কি ?

এক শ্রেণীর অনুভাবের বিশেষ লক্ষণ যদি জানা যায়, তাহা হইলেও ভেদের হেতু জানা যাইতে পারে। কেননা, এক শ্রেণীর অনুভাবের বিশেষ লক্ষণের ব্যাপ্তি যদি অন্যশ্রেণীর অনুভাবে না থাকে, তাহা হইলেই দুইটী পৃথক্ শ্রেণীর কথা জানা যাইতে পারে।

সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ। ২।৩।১-২॥

—সাক্ষাদ্‌ভাবে, বা কিঞ্চিৎ ব্যবহিত ভাবেও, কৃষ্ণসম্বন্ধি-ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত যখন আক্রান্ত হয়, তখন সেই চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলা হয়। এই 'সত্ত্ব' হইতে উদ্ভূত ভাব (অনুভাব)-সমূহকে 'সাত্ত্বিক ভাব' বলে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ ভাবৈঃ দাস্য-

সখ্যাদিমুখ্যপঞ্চরতিভিঃ হাসকরুণাদি গৌণসপ্তরতিভিশ্চ সাক্ষাদ্ ব্যবধানতশ্চ আক্রান্তং চিত্তম্ সত্ত্বমুচ্যতে। অত্র মুখ্যরত্যা আক্রান্তত্বং সাক্ষাত্ত্বং, গৌণরত্যাক্রান্তত্বং ব্যবধানত্বমিতি জ্ঞেয়ম্।”

তাৎপর্য্য এই। মোট দ্বাদশ রকমের রতি আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-এই পাঁচটী হইতেছে মুখ্যরতি এবং হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত প্রভৃতি সাতটী হইতেছে গৌণীরতি (দ্বাদশবিধা রতিসম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে)। পাঁচটী মুখ্যা রতি দ্বারা যখন চিত্ত আক্রান্ত হয়, তখন বলা হয়, চিত্ত সাক্ষাদ্ ভাবে কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। আর, হাস-করুণাদি সাতটী গৌণ-রতিদ্বারা আক্রান্ত হইলে তখন বলা হয়, চিত্ত ব্যবহিতভাবে কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপে, সাক্ষাদ্‌ভাবেই হউক, কি ব্যবহিত ভাবেই হউক, যে কোনও প্রকারে কৃষ্ণরতিদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলেই সেই চিত্তকে “সত্ত্ব” বলা হয়। এ-স্থলে “সত্ত্ব” হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ। ইহা মায়িক “সত্ত্বগুণ” নহে; ইহা হইতেছে একটী বিশেষ অবস্থাপন্ন (কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত) চিত্ত।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানা যায়—কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে বলে “সত্ত্ব” এবং সেই “সত্ত্ব” হইতে উৎপন্ন ভাব (অনুভাব)-সমূহকে বলা হয় “সাত্ত্বিক ভাব”। কিন্তু কৃষ্ণরতিমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ আছে; কেননা, কৃষ্ণরতির বিষয়ই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং স্মিত-নৃত্য-গীতাদিও “সত্ত্ব” হইতেই (অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্ত হইতেই) উদ্ভূত। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে স্মিত-নৃত্য-গীতাদিকে কেন সাত্ত্বিক ভাব বলা হইবেনা?

উক্ত শ্লোকের লোচনরোচনী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—“সত্ত্বাদিতি কেবলাদেবেতি ভাবঃ। ততশ্চ নৃত্যাদীনাং সত্যপি সত্ত্বোৎপন্নত্বে বুদ্ধিপূর্ব্বকা প্রবৃত্তিঃ, স্তম্ভাদীনান্তু স্বতএব প্রবৃত্তিরিত্যস্য লক্ষণস্য নৃত্যাদিষু ন ব্যাপ্তিঃ॥”

অর্থাৎ, (অন্য কিছুর সংযোগ বা সহায়তাব্যতীত) কেবল ‘সত্ত্ব’ হইতেই যে সমস্ত ভাবের (বা অনুভাবের) উদ্ভব, সে-সমস্তকে বলা হয় ‘সাত্ত্বিক ভাব।’ নৃত্যাদি ‘সত্ত্ব’ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাদের প্রবৃত্তি হইতেছে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা (অর্থাৎ তাহাদের প্রবৃত্তিতে বুদ্ধির যোগ আছে); কিন্তু স্তম্ভাদির প্রবৃত্তি স্বতঃ (অর্থাৎ স্তম্ভাদি স্বতঃস্ফূর্ত্ত; স্তম্ভাদির প্রবৃত্তিতে বুদ্ধির যোগ নাই)। এজন্য নৃত্যাদিতে স্তম্ভাদির লক্ষণের ব্যাপ্তি নাই।

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইলে নৃত্যাদির জন্য ইচ্ছা জন্মিতে পারে। কিন্তু নৃত্যাদির ইচ্ছা এবং নৃত্যাদি এক জিনিস নহে। নৃত্যাদির ইচ্ছা কার্য্যে রূপায়িত হইলেই নৃত্যাদি হইয়া থাকে। ইচ্ছাকে কার্য্যে রূপায়িত করার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন, বুদ্ধির প্রয়োজন। এই চেষ্টা কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবে ‘সত্ত্ব’ হইতে উদ্ভূত নয়; ভক্তের বুদ্ধি হইতেই ইহার উদ্ভব। ‘সত্ত্ব’ হইতে উদ্ভূত নৃত্যাদির ইচ্ছাকে কার্য্যে রূপায়িত করা নির্ভর করে ভক্তের বা তাঁহার বুদ্ধির উপরে। এজন্য নৃত্যাদির প্রবৃত্তিকে ‘বুদ্ধিপূর্ব্বিকা’ বলা হইয়াছে। গাছে একটা সুপক্ক ফল

দেখিলে পাড়িয়া আনিয়া তাহা খাওয়ার জন্য লোকের ইচ্ছা জন্মিতে পারে ; কিন্তু ইচ্ছা মাত্র জন্মিলেই ফল পাড়াও হয়না, খাওয়াও হয়না। পাড়িয়া আনার এবং খাওয়ার জন্য সেই লোকের চেষ্টার প্রয়োজন এবং চেষ্টার জন্য তাঁহার বুদ্ধির বা ইচ্ছারও প্রয়োজন। তিনি ইচ্ছা করিলে ফলটী পাড়িয়া আনিতে পারেন এবং খাইতে পারেন ; তদ্রূপ ইচ্ছা না জন্মিলে পাড়িয়া আনিয়া খাওয়ার জন্য তাঁহার চেষ্টাও জন্মিবেনা। তদ্রূপ, কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তে (অর্থাৎ 'সত্ত্বে') নৃত্যাদির ইচ্ছা হইলেও ভক্ত ইচ্ছা করিলে নৃত্যাদি না-করিতেও পারেন। যদি নৃত্যাদি করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—নৃত্যাদির ইচ্ছাকে কার্য্যে রূপায়িত করার জন্য তাঁহার ইচ্ছা বা বুদ্ধি জন্মিয়াছিল। এজন্য নৃত্যাদির প্রবৃত্তিকে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে, নৃত্যাদির হেতু কেবলমাত্র 'সত্ত্ব' নহে, 'সত্ত্বের' সঙ্গে বুদ্ধির যোগ আছে।

কিন্তু স্তম্ভাদি হইতেছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্তম্ভাদির উৎপত্তিতে ভক্তের বুদ্ধির বা ইচ্ছার বা চেষ্টার কোনও সংশ্রব নাই। কেবল মাত্র 'সত্ত্ব' হইতেই স্তম্ভাদির উদ্ভব। অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদি প্রকাশ করার জন্য ভক্তের চিত্তে কোনওরূপ ইচ্ছাও জাগে না। ভক্তের চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আপনা-আপনিই অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এজন্যই বলা হইয়াছে—কেবল সত্ত্ব হইতেই (অর্থাৎ বুদ্ধি-আদির সহায়তা ব্যতীতই) অশ্রুকম্প স্তম্ভাদির উদয় হয়। এই স্বতঃস্ফূর্ত্তিরূপ লক্ষণটী নৃত্য-গীতিাদির ব্যাপারে নাই।

এইরূপে দেখা গেল—স্বতঃস্ফূর্ত্তি হইতেছে স্তম্ভাদির বিশেষ লক্ষণ ; আর স্বতঃস্ফূর্ত্তির অভাব এবং বুদ্ধিপূর্ব্বকতা হইতেছে নৃত্য-গীতাদির বিশেষ লক্ষণ। এইরূপ বিশেষ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদিকে বলা হইয়াছে 'সাত্ত্বিক ভাব' এবং নৃত্য-গীতাদিকে—যাহারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, পরন্তু যাহাদের স্ফূর্ত্তি হইতেছে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা, তাহাদিগকে—বলা হইয়াছে 'উদ্ভাস্বর অনুভাব।'

বুদ্ধি-আদি অন্য কিছুর সংযোগ বা সহায়তা ব্যতীত কেবলমাত্র 'সত্ত্ব' হইতে উদ্ভূত' বলিয়া অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদিকে 'সাত্ত্বিক—কেবল সত্ত্ব হইতে উদ্ভূত'—বলা হইয়াছে। আর, নৃত্য-গীতাদিও 'সত্ত্ব' হইতে উদ্ভূত হইলেও 'সত্ত্ব' তাহাদের অভিব্যক্তির প্রধান বা একমাত্র কারণ নহে, ভক্তের বুদ্ধি বা ইচ্ছাই প্রধান কারণ বলিয়া নৃত্য-গীতাদিকে 'সাত্ত্বিক' বলা হয় নাই। নৃত্য-গীতাদিকে 'উদ্ভাস্বর—উৎকৃষ্টরূপে ভাস্বর বা প্রকাশমান' বলার হেতু বোধ হয় এই যে, নৃত্য-গীতাদির ন্যায় অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদিও ভক্তচিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির পরিচায়ক বহির্লক্ষণ হইলেও—সুতরাং অপর লোকের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইলেও—অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদি অপেক্ষা নৃত্য-গীত-উচ্চ-হাস্যাদিই বিশেষ রূপে প্রকাশমান হয়—সুতরাং অধিক সংখ্যক লোকের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তি হইতেও এইরূপই মনে হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া ॥২।২।১॥

—অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবের (কৃষ্ণরতির) অববোধক (পরিচায়ক)। তাহারা

যখন বহির্বিকারপ্রায় হয় (বহির্বিকারের প্রাচুর্য্য যখন তাহাদের মধ্যে থাকে), তখন তাহাদিগকে উদ্ভাস্বর বলা হয়।”

এ-স্থলে বাহুল্যার্থে ‘প্রায়ঃ’-শব্দের প্রয়োগ। “বহির্বিকারপ্রায়—বহির্বিকারের বাহুল্য বা প্রাচুর্য্য।” অনুভাবমাত্রই বহির্বিকার, অশ্রুকম্প-পুলক-স্তম্ভাদিও বহির্বিকার, অপরের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। বহির্বিকার যখন এতাদৃশ রূপ ধারণ করে যে, সহজেই অধিকাংশ লোকের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে, তখন সেই বহির্বিকারকে “বহির্বিকারপ্রায়—বাহুল্যময় বা প্রাচুর্য্যময় বহির্বিকার” বলা অসঙ্গত হয় না। নৃত্য-গীতাদিতেই এইরূপ হওয়া সম্ভব ; এজন্য নৃত্য-গীতাদিকে উদ্ভাস্বর বলা হইয়াছে।

২০। উদ্ভাস্বর অনুভাব বা অনুভাব

উদ্ভাস্বর অনুভাব এবং সাত্ত্বিক ভাব– এই উভয়ই বস্তুতঃ অনুভাব হইলেও সাধারণতঃ উদ্ভাস্বর অনুভাবকেই অনুভাব বলা হয়। যে চারিটী সামগ্রীর যোগে কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়, তাহাদের নাম হইতেছে - বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারী ভাব। এ-স্থলেও উদ্ভাস্বর অনুভাবকেই ‘অনুভাব’ বলা হইয়াছে।

অনুভাব বা উদ্ভাস্বর অনুভাব কি-কি কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহা বলিয়াছেন।

“নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্।
হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা।
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপি চ ॥২।২।২॥

—নৃত্য, বিলুঠন (ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া), গান, ক্রোশন (উচ্চরব), গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাঁই তোলা), দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাহীনতা, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা এবং হিক্কা প্রভৃতি হইতেছে অনুভাবের (উদ্ভাস্বর অনুভাবের) কার্য্য।”

অনুভাবের এই কার্য্যগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—শীত এবং ক্ষেপণ। গীত, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাহীনতা, লালাস্রাব, স্মিত প্রভৃতি হইতেছে “শীত”। আর, নৃত্যাদি হইতেছে “ক্ষেপণ।” (ভ, র, সি, ২।২।৩)।

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে “হিক্কাদয়ঃ”-শব্দের অন্তর্গত “আদি”-শব্দে দেহের উৎফুল্লতা, রক্তোদ্গমাদি সূচিত হইয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত অতীব বিরল বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হয় নাই। নৃত্য-বিলুঠন-গানাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—উদাহরণের সহায়তায়।

বপুরুৎফুল্লতা রক্তোদ্গমাদ্যাঃ স্যুঃ পরেঽপি যে।
অতীববিরলত্বাত্তে নৈবাত্র পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ভ, র, সি ২।২।১৭॥

২১। কান্তারতির বিশেষ অনুভাব

উজ্জ্বলনীলমণিতে কান্তারতির কয়েকটী বিশেষ অনুভাবের কথা বলা হইয়াছে। এই বিশেষ অনুভাবগুলি তিন রকমের—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর এবং বাচিক।

অনুভাবাস্তলঙ্কারাস্তথৈবোদ্ভাস্বরাভিধাঃ।
বাচিকাশ্চেতি বিদ্বদ্ভিস্ত্রিধামী পরিকীর্ত্তিতাঃ॥উ, নী, ম॥ অনুভাব॥৫৭॥

এ-স্থলে যে অলঙ্কারের কথা বলা হইল, তাহা বাস্তবিক মণিরত্নাদিখচিত অলঙ্কার নহে। কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তস্থিত কৃষ্ণবিষয়িণী রতির প্রভাবে তাঁহাদের দেহে এরূপ কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়, যাহাতে তাঁহাদের দেহের শোভা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এতাদৃশ লক্ষণগুলিকেই এ-স্থলে অলঙ্কার বলা হইয়াছে।

এ-স্থলে যে উদ্ভাস্বরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত নৃত্যগীতাদি নহে; এই উদ্ভাস্বর হইতেছে নীবীস্খলন, উত্তরীয়-ভ্রংশনাদি। আর, এ-স্থলে বাচিক অনুভাব হইতেছে আলাপ-বিলাপ-সংলাপাদি।

এক্ষণে কান্তারতির এই বিশেষ অনুভাবগুলি-সম্বন্ধে, উজ্জ্বলনীলমণির আনুগত্যে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

২২। অলঙ্কার-বিংশতি প্রকার

উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাব-প্রকরণে বলা হইয়াছে,

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামলঙ্কারাস্তু বিংশতিঃ। উদয়ন্ত্যদ্ভুতাঃ কান্তে সর্ব্বথাভিনিবেশতঃ॥
ভাবো হাবশ্চ হেলা চ প্রোক্তাস্তত্র ত্রয়োঽঙ্গজাঃ। শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্ভতা।
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যুরযত্নজাঃ। লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তি র্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতম্।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা। বিকৃতং চেতি বিজ্ঞেয়া দশ তাসাং স্বভাবজাঃ।৫৭॥

—যৌবনে ব্রজকামিনীদিগের সত্ত্বজাত (কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত হইতে জাত) অলঙ্কার বিংশতি প্রকার। কান্ত শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বপ্রকার অভিনিবেশবশতঃ এ-সকল অদ্ভুত অলঙ্কার প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই বিংশতি প্রকার অলঙ্কারের মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা—এই তিনটী হইতেছে অঙ্গজ (বস্তুতঃ সত্ত্বজ হইলেও নেত্রান্ত, ভ্রূ, গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাদিগকে অঙ্গজ বলা হইয়াছে)। আর, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য-এই সাতটী হইতেছে অযত্নজ (অর্থাৎ বেশ-ভূষাদির অভাবেও ইহারা স্বতঃ প্রকাশ পায়)। অপর, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত-এই দশটী হইতেছে স্বভাবজ (স্বাভাবিক প্রযত্ন হইতেই উৎপন্ন)।"

বলা বাহুল্য, এই বিংশতি প্রকার অলঙ্কারের প্রত্যেকটীই বস্তুতঃ সত্ত্বজ, অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি-

ভাবের দ্বারা আক্রান্তচিত্ত হইতে উদ্ভূত। তথাপি, যেগুলি অঙ্গভঙ্গীদ্বারা প্রকাশ পায়, সেগুলিকে অযত্নজ এবং যে-গুলি স্বাভাবিক প্রযত্ন হইতেই উদ্ভূত, সে-গুলিকে স্বভাবজ বলা হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণ-কার শ্রীলীল বিশ্বনাথ কবিরাজ মহোদয় নায়িকাদের অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের কথা বলিয়াছেন (৩।৯৯)। তন্মধ্যে উজ্জ্বলনীলমণি-কথিত বিশটীও আছে, তদতিরিক্ত আছে—মদ, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতূহল, হসিত, চকিত এবং কেলি—এই আটটী।

অলঙ্কারকৌস্তুভকার কবিকর্ণপূরও সাহিত্যদর্পণে স্বীকৃত অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে বলিয়াছেন,

কৈশ্চিদন্যেঽপ্যলঙ্কারাঃ প্রোক্তা নাত্র ময়োদিতাঃ। মুনেরসম্মতত্বেন কিন্তু দ্বিতয়মুচ্যতে॥
মৌগ্ধ্যঞ্চ চকিতঞ্চেতি কিঞ্চিন্মাধুর্য্যপোষণাৎ॥ অনুভাবপ্রকরণ॥৭৯॥

—অন্যান্য আলঙ্কারিকেরা বিংশতির অধিক অলঙ্কারের কথা বলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ভরতমুনির সম্মত নহে বলিয়া সে-সমস্ত আমাকর্ত্তৃক কথিত হইল না। তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মাধুর্য্যপোষক বলিয়া মৌগ্ধ্য ও চকিত—এই দুইটী গৃহীত হইল।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—ভরতমুনিও বিংশতি অলঙ্কারই স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে সেই বিংশতি অলঙ্কারেরই বিবৃতি দিয়াছেন।

যাহা হউক, এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে উজ্জ্বলনীলমণি-কথিত বিংশতি অলঙ্কারের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

২৩। ভাব

"প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যে ভাব উজ্জ্বলে।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥ ৫৮॥

—উজ্জ্বলরস-সিদ্ধির নিমিত্ত রতিনামক (মধুবারতি বা কান্তারতিনামক) ভাব প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত হইলে নির্ব্বিকারাত্মক চিত্তে যে প্রথম বিক্রিয়া জন্মে, তাহাকে 'ভাব' বলা হয়।"

এই শ্লোকে দুইটী "ভাব"-শব্দ আছে। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে যে "ভাব" শব্দটী আছে (ভাব উজ্জ্বলে), তাহা হইতেছে সাধারণভাবে "রতি"-বাচক, বা "প্রেম"-বাচক, অথবা ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তস্থিত পারিভাষিক "ভাব বা মহাভাব"-বাচক। আর, শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে "ভাব"-শব্দটী আছে, তাহা হইতেছে "ভাব"-নামক অলঙ্কার-বাচক। প্রথমোক্ত 'ভাব" হইতেছে স্থায়ী ভাব এবং শেষোক্ত "ভাব' হইতেছে "অনুভাব।"

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে মাধুরারতি নিত্যই বর্ত্তমান; কেননা, ইহা অনাদিসিদ্ধ। প্রকটলীলায় জন্মলীলার ব্যপদেশে তাঁহাদের দেহে বাল্য-পৌগণ্ডাদি দৃষ্ট হইলেও

বাল্য-পৌগণ্ডাদি-সময়েও তাঁহাদের মধ্যে এই কৃষ্ণরতি বিদ্যমান থাকিলেও বয়োধর্ম্মবশতঃ তাহা থাকে যেন নিদ্রিত অবস্থায়। পৌগণ্ডের শেষ ভাগে তাহা কিঞ্চিৎ জাগ্রত হইলেও গাম্ভীর্য্য-লজ্জাদি দ্বারা তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং তখন তাঁহাদের চিত্তও থাকে নির্ব্বিকার—ব্যঞ্জনাশূন্য। এতাদৃশ নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম যে বিক্রিয়া বা বিকার জন্মে, যাহাকে কিছুতেই সম্বরণ করা যায় না—সুতরাং নেত্রাদিভঙ্গিদ্বারা যাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, ব্যঞ্জনা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অর্থাৎ সেই ব্যঞ্জনাকে বলা হয় "ভাব"-নামক অনুভাব। "অত্র পরিভাষিতে ভাবে সত্যপি গাম্ভীর্য্য-লজ্জাদিনা যন্নির্ব্বিকারং ব্যঞ্জনাশূন্যং চিত্তং তত্র যা প্রথমা বিক্রিয়া সম্বরীতুমশক্যতয়া নেত্রাদিভঙ্গ্যা তস্য ভাবস্য কিঞ্চিদ্ব্যঞ্জনা প্রাদুর্ভাবং ব্রজতি, সা ব্যঞ্জনা ভাবাখ্যোঽনুভাব ইত্যর্থঃ॥ লোচনরোচনীটীকা॥"

লোচনরোচনীটীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—এই ভাব-নামক অলঙ্কারটী স্থায়ী ভাবও নহে, ব্যভিচারী ভাবও নহে ; ইহা হইতেছে অনুভাব। ভাব ও অনুভাবের পার্থক্যসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"বিকারো মানসো ভাবোঽনুভাবো ভাববোধক ইতি বিভাগলক্ষ্মেঃ।—ভাব হইতেছে মানসিক বিকার ; আর অনুভাব হইতেছে ভাবের (মানস-বিকারের) বোধক বা পরিচায়ক।' অলঙ্কাররূপ "ভাব" মানসিক বিকারের (নির্ব্বিকার চিত্তের প্রথম বিকারের) বোধক বা পরিচায়ক বলিয়া "অনুভাব"-নামে কথিত হয়। এ-স্থলে "ভাব"-শব্দটী করণবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয়সিদ্ধ। "ভাব্যতে ব্যজ্যতেঽনেনেতি করণে ঘঞ্॥ লোচনরোচনীটীকা॥—ইহাদ্বারা ভাবিত বা ব্যঞ্জিত হয় বলিয়া ইহাকে 'ভাব' বলা হয়।"

উল্লিখিত শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—পৌগণ্ডবয়সে কন্দর্প-প্রবেশ থাকে না বলিয়া চিত্ত থাকে নির্ব্বিকার। কিন্তু বয়ঃসন্ধিদশায় চিত্তে কন্দর্পের প্রবেশ হয় বলিয়া তখন চিত্তের যে প্রথম বিক্রিয়া—কন্দর্পজনিত অভূতপূর্ব্ব ক্ষোভের যে অনুভব—তাহাই হইতেছে 'ভাব' (ভাবনামক অলঙ্কার বা অনুভাব)।

এ-স্থলে একটী বিষয় স্মরণ করিতে হইবে। প্রাকৃত জগতের মধুররসে প্রাকৃত রমণী হইতেছে মধুরারতির আশ্রয়-আলম্বন। বয়ঃসন্ধিদশায় তাহার মধ্যে কন্দর্প-প্রবেশবশতঃ যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে স্বসুখ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীগণ হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, প্রাকৃত রমণীর ন্যায় জীবতত্ত্ব নহেন। আর, তাঁহাদের চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতিও হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ। বয়ঃ-সন্ধিদশায় তাঁহাদের চিত্তের কন্দর্পজনিত ক্ষোভের তাৎপর্য্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণসুখ ; কেননা, স্বরূপ-শক্তির গতিই হইতেছে একমাত্র তাহার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে, রতির বিষয়ের দিকে। তাঁহাদের কন্দর্প বা কামও বস্তুতঃ প্রেমই। এজন্যই বলা হইয়াছে—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ভ,র, সি,। ১।২।১৪৩॥' এতাদৃশই ব্রজসুন্দরীদের স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহারও দর্শনেই তাঁহাদের চিত্তস্থিত রতি কখনও ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না ; শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদিতে প্রথমে চিত্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত

হইলেও গাম্ভীর্য্য-লজ্জাদির সহায়তায় সেই ক্ষোভকে তাঁহারা দমন করেন ; অবশেষে বয়ঃসন্ধিদশায় সেই ক্ষোভ যখন দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে, তখন তাঁহাদের চিত্তে যে বিকার উদিত হয়, তাহাই তাঁহাদের নেত্রাদিতে বহির্বিকাররূপে নিজেকে প্রকটিত করে। ইহাই তাঁহাদের "ভাব"-নামে অভিহিত হয়।

যাহা হউক, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন, অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবের অববোধক ; সুতরাং চিত্তস্থ ভাবজনিত বহির্বিকারকেই অনুভাব বলা যায়। কিন্তু তিনি আবার উজ্জ্বলনীলমণিতে বলিতেছেন —ভাব-নামক অনুভাব হইতেছে "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।—নির্ব্বিকার চিত্তের প্রথম বিক্রিয়া।" চিত্তের বিকার হইতেছে অন্তর্বিকার, ইহা বহির্ব্বিকার নহে ; সুতরাং "ভাব" যদি চিত্তের বিক্রিয়াই হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে অন্তর্বিকার, বহির্বিকার নহে ; বহির্বিকারই যদি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কিরূপে "অনুভাব" বলা যাইতে পারে ?

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন —

"যদুক্তম্—'অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ'-ইতি সত্যম্। সাত্ত্বিকানাং স্তম্ভস্বেদাদীনামনুভাবত্বমিবৈষাং ভাবহাবাদীনামপি যুগপদন্তর্বহির্বিকাররূপত্বমনুভাবত্বং চ বয়ঃসন্ধ্যারম্ভে যদৈব শ্রীকৃষ্ণদর্শনশ্রবণাদিভিরভূতচরঃ কন্দর্প-ক্ষোভানুভবো ভবেত্তদৈবান্তশ্চিত্তং বিকৃতং স্যাৎ বহিরপি তদ্ব্যঞ্জিকা নেত্রাদিভঙ্গী স্যাদিতি। অতএবৈতল্লক্ষণমেবং ব্যাখ্যেয়ম্। চিত্তে নির্ব্বিকারাত্মকে সতি রত্যাখ্যভাবোদয়াদ্ যা প্রথমবিক্রিয়া অর্থাচ্চিত্তস্য যথাসম্ভবং তনোশ্চ স্বভাব ইতি সর্ব্বথা চিত্তবিকারস্যৈব বিবক্ষিতত্বে চিত্তস্য নির্ব্বিকারস্য ইতি ষষ্ঠ্যন্তমেব প্রযুজ্যেত।

—'অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবসমূহের অববোধক'-ইহা সত্য। স্তম্ভস্বেদাদি সাত্ত্বিক ভাবগুলির ন্যায় ভাবহাবাদি অলঙ্কারগুলিও যুগপৎ অন্তর্বিকার ও বহির্বিকার ঘটায় বলিয়া তাহাদের অনুভাবত্ব সিদ্ধ হয়। বয়ঃসন্ধির আরম্ভে যখনই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদির ফলে অভূতপূর্ব্ব কন্দর্প-ক্ষোভের (শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিসাধনের বাসনাজনিত ক্ষোভের) অনুভব হয়, তখনই অন্তশ্চিত্ত বিকার প্রাপ্ত হয় এবং বাহিরেও সেই অন্তর্বিকারের ব্যঞ্জক নেত্রাদিভঙ্গী জন্মিয়া থাকে। অতএব ইহার (ভাব-নামক অলঙ্কারের) লক্ষণ এই ভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া সঙ্গত। 'রতি-নামক ভাবের উদয়ে নির্বিকারাত্মক চিত্তের যে প্রথম বিক্রিয়া, অর্থাৎ চিত্তের এবং যথাসম্ভব দেহেরও স্বভাব, তাহাই 'ভাব' (তাৎপর্য্য এই যে, চিত্তে রতির উদয় হইলে চিত্তের স্বভাববশতঃ চিত্তের যে বিকার জন্মে এবং দেহের স্বভাববশতঃ সেই চিত্তবিকারের প্রতিফলনে দেহেরও যে যথাসম্ভব বিকার জন্মে, তাহাই হইতেছে ভাব)। চিত্তবিকারই সর্ব্বতোভাবে বিবক্ষিত ; সুতরাং 'নির্বিকারাত্মক চিত্তে'-এ-স্থলে সপ্তমী বিভক্তি থাকিলেও ষষ্ঠীবিভক্তিই প্রযুজ্য (অর্থাৎ 'নির্বিকারাত্মক চিত্তে'-অর্থ—নির্বিকার চিত্তের।')"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর এই উক্তি শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তির বিবৃতি বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীজীবপাদ তাঁহার লোচনরোচনীতে লিখিয়াছেন—"অত্র পরিভাষিতে ভাবে সত্যপি গাম্ভীর্য্য-লজ্জাদিনা যন্নির্বিকারং ব্যঞ্জনাশূন্যং চিত্তং তত্র যা প্রথমা বিক্রিয়া সম্বরীতুমশক্যতয়া নেত্রাদিভঙ্গ্যা তস্য ভাবস্য কিঞ্চিদ্ব্যঞ্জনা প্রাদুর্ভাবং ব্রজতি, সা ব্যঞ্জনা ভাবাখ্যোঽনুভাব ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ নির্বিকার চিত্তে প্রথমে সম্বরণের অযোগ্য যে বিকার জন্মে, তাহাই নেত্রভঙ্গ্যাদিদ্বারা চিত্তস্থ ভাবের (রতির) ব্যঞ্জনা করে ; এই ব্যঞ্জনা—অর্থাৎ নেত্রভঙ্গ্যাদি বহির্বিকার—হইতেছে ভাব-নামক অনুভাব। চক্রবর্ত্তি পাদের উক্তির মর্ম্মও এই রূপই।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে কিন্তু ভাবাদিকে অনুভাব হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণের ন্যায় অলঙ্কারকৌস্তুভেও অষ্টাবিংশতি অলঙ্কার স্বীকৃত হইয়াছে (৫।৮৪-৭॥ শ্রীমৎপুরীদাস-সংস্করণ)। অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের নাম করিয়া কর্ণপূর বলিয়াছেন—"যদ্যপ্যেষু কেচিদনুভাবসদৃশাঃ সন্তি, তথাপি পৃথক্। তে তু রসাভিব্যঞ্জকাঃ ; এতে তু রসাভিব্যঞ্জকত্বেঽপি স্বতঃ সমর্থাঃ, তেনালঙ্কারো এব॥ (৫।৮৭)॥—যদিও ভাব-হাবাদি এই অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের মধ্যে কোনও কোনওটী অনুভাবসদৃশ, তথাপি পৃথক্ (অনুভাব হইতে পৃথক্)। অনুভাবগুলি হইতেছে রসের অভিব্যঞ্জক ; কিন্তু ভাব-হাবাদির রসাভিব্যঞ্জকত্ব থাকিলেও তাহারা স্বতঃই সমর্থ ; এজন্য তাহারা অলঙ্কারের তুল্য।" ইহার সুবোধিনী টীকায়—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"ইমে ভাবাদয়োঽনুভাবাদ্ভিন্না ভবন্তি, তেঽনুভাবা রসাভিব্যঞ্জকা গৌণা এব। অলঙ্কারাস্তু রসাভিব্যঞ্জকত্বেঽপি স্বতঃ সমর্থাঃ, রসোৎপত্তৌ তেষাং প্রাধান্যেন ভানমস্তীতার্থঃ॥—এই ভাবাদি অনুভাব হইতে ভিন্ন। অনুভাব হইতেছে গৌণ ভাবে রসের অভিব্যঞ্জক ; কিন্তু ভাবাদি অলঙ্কার রসাভিব্যঞ্জকত্বেও স্বতঃ সমর্থ, অর্থাৎ রসোৎপত্তি-বিষয়ে ভাবাদির প্রধানরূপে ভান (শোভা, প্রকাশ) আছে।"

কবিকর্ণপূরের উক্তি হইতে বুঝা গেল—অনুভাবও রসাভিব্যঞ্জক এবং ভাবহাবাদিও রসাভিব্যঞ্জক। রসাভিব্যঞ্জকত্বেই অনুভাবত্ব। সুতরাং ভাবহাবাদিরও অনুভাবত্ব স্বীকার্য্য। তথাপি কর্ণপূর ভাব-হাবাদিকে অনুভাব হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন। এই পৃথক্ত্বের হেতু হইতেছে, তাহাদের অভিব্যঞ্জকত্বের প্রকারভেদ। ভাবহাবাদি রসের অভিব্যঞ্জনে স্বতঃই, অন্যনিরপেক্ষভাবেই, সমর্থ ; কিন্তু নৃত্য-গীতাদি অনুভাব স্বতঃ অভিব্যঞ্জক নহে ; অনুভাবসমূহ স্বতঃস্ফূর্ত্তও নহে, তাহারা বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে ; কিন্তু ভাব-হাবাদি বুদ্ধি-আদির অপেক্ষা রাখেনা। ইহাই হইতেছে ভাব-হাবাদিকে অনুভাব হইতে পৃথক্ বলার হেতু। কিন্তু কর্ণপূর ভাব-হাবাদির অনুভাবত্ব অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভাব-হাবাদিকেও তিনি রসের অভিব্যঞ্জক বলিয়াছেন।

সাহিত্যদর্পণেও সাত্ত্বিক ভাবের ন্যায় ভাব-হাবাদি অলঙ্কারেরও অনুভাবত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। "উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্। লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ যোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥ ১৩।১৩৬॥ কঃ পুনরসৌ ইত্যাহ॥ উক্তাঃ স্ত্রীণামলঙ্কারা অঙ্গজাশ্চ স্বভাবজাঃ। তদ্রূপাঃ সাত্ত্বিকা ভাবাস্তথা চেষ্টাঃ পরা অপি ॥৩।১৩৭॥" এ-স্থলে সাত্ত্বিক-ভাবকে অনুভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াও

সাহিত্যদর্পণ সাধারণ অনুভাব হইতে সাত্ত্বিকভাবকে গোবলীবর্দ্দন্যায়ে ভিন্ন বলিয়াছেন। গাভী এবং বলদ-উভয়েই গো-জাতীয় বলিয়া অভিন্ন; কিন্তু তথাপি গাভী এবং বলদের ভেদ আছে, গাভী বলদ নহে, বলদও গাভী নহে। তদ্রূপ, অনুভাব এবং সাত্ত্বিক-ভাব-উভয়েই চিত্তস্থিত ভাবের অববোধক বলিয়া অববোধকত্ব-হিসাবে অভিন্ন; কিন্তু সত্ত্বোদ্ভবত্বহেতু সাত্ত্বিক ভাব হইতেছে সাধারণ অনুভাব হইতে ভিন্ন। "সত্ত্বমাত্রোদ্ভবত্বাৎ তে ভিন্না অপ্যনুভাবতঃ॥ গোবলীবর্দ্দন্যায়েনেতিশেষঃ ॥৩।১৩৮॥" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নৃত্যগীতাদি অনুভাব এবং স্তম্ভস্বেদাদি সাত্ত্বিক-এই উভয়ের অনুভাবত্ব স্বীকার করিয়াও তাহাদের ভেদের কথা বলিয়াছেন এবং এই ভেদের হেতু কি, তাহা অতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ গোবলীবর্দ্দন্যায়েই অলঙ্কারকৌস্তুভও ভাব-হাবাদি অলঙ্কারের অনুভাবত্ব স্বীকার করিয়াও সাধারণ অনুভাব হইতে ভাব-হাবাদির পৃথক্ত্বের কথা বলিয়াছেন। নৃত্যগীতাদি সাধারণ অনুভাব, স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব এবং ভাব-হাবাদি অলঙ্কার—সকলেরই অনুভাবত্ব আছে; কেননা, এই সমস্তই হইতেছে চিত্তস্থভাবের অববোধক। এইরূপ অনুভাবত্ব হইতেছে তাহাদের সাধারণ লক্ষণ; কিন্তু বিশেষ লক্ষণে তাহাদের ভেদ আছে বলিয়াই পৃথক্ পৃথক্ নামে তাহাদের উল্লেখ করা হয়।

এইরূপে দেখা গেল, ভাবরূপ অলঙ্কার-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণির সহিত সাহিত্যদর্পণের এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের কোনও বিরোধ নাই। ভাবের লক্ষণ সকল-গ্রন্থেই একরূপ। 'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥ উ, নী, ম,॥ অনুভাব ॥৫৮॥ সাহিত্যদর্পণ ॥৩।১০০॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ॥ ৫।৮৮॥"

উজ্জ্বলনীলমণির উল্লিখিত শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ ভাবরূপ অলঙ্কারের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"প্রশ্ন হইতে পারে, ভাবের উল্লিখিতরূপ লক্ষণ হইলে (নির্বিকার চিত্তের প্রথম-বিক্রিয়ারূপ লক্ষণ হইলে) ভাব ও ভাবের পরিণাম-বিশেষ হাব ও হেলা-এই তিনটী বয়ঃসন্ধির পরবর্ত্তী কালে তরুণীগণের সম্ভব হয় না। সত্যই সম্ভব হয়না। সাহিত্যদর্পণকারও বলিয়াছেন—'জন্মতঃ প্রভৃতি নির্বিকারে মনসি উদ্বুদ্ধমাত্রো বিকারো ভাবঃ।৩।১০০।—জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে মন নির্বিকার থাকে, সেই নির্বিকার মনে উদ্বুদ্ধমাত্র বিকারকে ভাব বলে।' এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। অন্য কেহ কেহ বলেন—ব্রজসুন্দরীদের সকল অবস্থাই নিত্য বলিয়া তারুণ্য প্রকটিত হইলেও বয়ঃসন্ধি গূঢ় ভাবে সর্ব্বদাই থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন—ভাবের লক্ষণে যে 'প্রথম বিক্রিয়া' বলা হইয়াছে, তাহা কেবল আত্যন্তিক প্রথম বিক্রিয়া, এইরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে; কিন্তু অন্য বার্ত্তায় আসক্তিবশতঃ সাময়িক ভাবে কৃষ্ণরতি-বিষয়ে চিত্তের নির্বিকারত্ব জন্মিতে পারে। এইরূপ সাময়িক ভাবে নির্বিকার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিদ্বারা স্থায়ী ভাব রতি প্রাকট্য প্রাপ্ত হইলে চিত্তের প্রথম যে ঈষন্মাত্র বিক্রিয়া জন্মে, তাহাই হইতেছে অলঙ্কার-নামক ভাব। অন্য কেহ কেহ বলেন—অভাব হইতে কখনও ভাব জন্মিতে পারে না। অতএব গাম্ভীর্য্য-লজ্জাদিদ্বারা রতির ব্যঞ্জনাশূন্য যে নির্বিকার চিত্ত, সেই চিত্তে যে প্রথম বিক্রিয়া—যাহাকে

সম্বরণ করা যায় না-বলিয়া ভাবব্যঞ্জক নেত্রাদিভঙ্গীদ্বারা যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে অলঙ্কাররূপ ভাব। ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—বস্তুতঃ শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রায় হইতেছে এইরূপঃ—প্রাকৃতগুণরহিত বলিয়া নির্গুণ শ্রীভগবানের গুণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত অন্যপুরুষের দর্শনাদিতে অবিকৃত থাকে বলিয়া যে চিত্ত নির্বিকার, সেই নির্বিকার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে মনের এবং দেহের যে ঈষৎ বিকার জন্মে, তাহাই হইতেছে অলঙ্কাররূপ ভাব।"

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও ভাবের উল্লিখিতরূপ লক্ষণের কথা বলিয়া গিয়াছেন ; উজ্জ্বলনীল-মণিতে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন--

"চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি।
তত্রাদ্যা বিক্রিয়া ভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ ॥৫৯॥

--বিকারের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চিত্তের যে অবিকৃতি, তাহাকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্বে যে প্রথম বিকার, তাহার নাম ভাব ; ইহা হইতেছে বীজের আদি বিকারের অনুরূপ।"

এই শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই ঃ—

"সাধারণতঃ সুন্দর পুরুষের দর্শনে নায়িকাদের চিত্তের বিকার জন্মে। কিন্তু যে-স্থলে চিত্তবিকারের কারণ সুন্দর পুরুষের দর্শন হইলেও চিত্ত যদি অবিকৃত থাকে, তাহা হইলে সেই অবিকৃতিকে বলা হয় সত্ত্ব—রজস্তমঃ-স্পর্শশূন্য শুদ্ধ সত্ত্ব ; কেননা, তাদৃশ সত্ত্বই হইতেছে অবিক্রিয়মাণস্বভাব, রজস্তমঃস্পর্শহীন সত্ত্বেও ঔদাসীন্য-ধর্ম্ম আছে বলিয়া তাহা চিত্তের বিকার জন্মায় না। এতাদৃশ সত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত অপ্রাকৃত চিদানন্দময়ী যে প্রথম বিক্রিয়া, তাহাকেই ভাব (অলঙ্কারনামক ভাব) বলা হয়। ইহা হইতেছে বীজের অর্থাৎ বীজবিশেষের আদি বিকারের মতন। সাধারণতঃ বর্ষাবৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে বীজের বিকারের কারণ ; কিন্তু বাস্তুক-শাকের বীজ (বীজবিশেষ) বর্ষাবৃষ্টি-প্রভৃতি কারণ বিদ্যমান থাকিলেও বিকার প্রাপ্ত হয় না ; (অঙ্কুরোদ্গমের সূচনা প্রাপ্ত হয় না) ; শীতকালে হিমের স্পর্শেই উহা প্রথম বিকার প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বের এতাদৃশ প্রথম বিকারও তদ্রূপ। প্রাকৃত বস্তুর সহিত অপ্রাকৃত বস্তুর উপমা হইতে পারে না। তথাপি লৌকিক জগতে অপ্রাকৃত বস্তুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না বলিয়া অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপসম্বন্ধে একটু ধারণা জন্মাইবার জন্য যেমন মেঘাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপমা দেওয়া হয়, এ-স্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। যাহাহউক, প্রশ্ন হইতে পারে, রজস্তমঃ-স্পর্শশূন্য শুদ্ধ সত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জনিত অপ্রাকৃত চিদানন্দময়ী যে প্রথম বিক্রিয়া, তাহাই যদি ভাব হয়, তাহা হইলে তো প্রাকৃত নায়িকা দময়ন্তী, মালতী প্রভৃতিতে ইহার ব্যাপ্তি হইতে পারে না (অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্তে ভাব জন্মিতে পারে না)? কেননা, এতাদৃশী প্রাকৃত নায়িকার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শন সম্ভবপর নহে। এই প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"তাহাতে তো ইষ্ট লাভই হইল। কেননা,

অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেয়সীগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভরতমুনিপ্রভৃতি রসশাস্ত্রকারগণ 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি' প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন রসের বিবৃতি দিয়াছেন (অর্থাৎ কোনও প্রাকৃত নায়িকাকে আদর্শ করিয়া প্রাকৃত-রসের বিবৃতি তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিলনা)। সেই ভগবৎ-প্রেয়সীগণের স্বরূপবিষয়ে এবং ভরতাদিমুনিগণের অভিপ্রেত রসস্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ মোহগ্রস্ত কোনও কবি যদি মলমূত্র-জরামরণধর্ম্মবিশিষ্ট প্রাকৃত স্ত্রীলোকে সেই রসকে পর্য্যবসিত করেন, তাহা হইলে আমরা কি করিব ?"

চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা হইতে ভাব-সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় এইরূপ জানা যাইতেছে। চিত্ত-বিকারের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও যে চিত্তের বিকার জন্মেনা, সেই চিত্তে যে অপ্রাকৃত চিদানন্দময়ী প্রথম বিক্রিয়া, তাহাই হইতেছে ভাব। অপ্রাকৃত চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত এতাদৃশী বিক্রিয়া জন্মিতে পারে না। এজন্য দময়ন্তী-মালতী-প্রভৃতি প্রাকৃত নায়িকার চিত্তে উল্লিখিত লক্ষণ-বিশিষ্টা বিক্রিয়া জন্মিতে পারে না ; কেননা, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অসম্ভব। ইহাও জানা গেল যে, প্রাকৃত নায়িকার চিত্তে যে প্রথম বিক্রিয়া জন্মে, তাহা ভাব-শব্দবাচ্য নহে ; কেননা, প্রাকৃত নায়কের দর্শনেই প্রাকৃত নায়িকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়া জন্মিতে পারে ; কিন্তু সেই বিক্রিয়াও হইবে প্রাকৃত, ইহা চিদানন্দময়ী হইতে পারে না। চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তি হইতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার সম্পর্কে যে রস উদ্ভূত হয়, তাহা ভরতমুনিপ্রভৃতির অভিপ্রেত রস নহে। অপ্রাকৃত চিদানন্দঘন রসই তাঁহাদের অভিপ্রেত।

যাহা হউক, উজ্জ্বলনীলমণিতে উল্লিখিত-লক্ষণবিশিষ্ট ভাবের একটী উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে।

পিতুর্গোষ্ঠে স্ফীতে কুসুমিনি পুরা খাণ্ডববনে ন তে দৃষ্ট্বা সংক্রন্দনমপি মনঃ স্পন্দনমগাৎ।
পুরো বৃন্দারণ্যে বিহরতি মুকুন্দে সখি মুদা কিমান্দোলাদক্ষ্ণঃ শ্রুতিকুমুদমিন্দীবরমভূৎ ॥৬০॥

—(তত্ত্ব অবগত হইয়াও হৃদয়োদ্ঘাটনে পটীয়সী কোনও সখী যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাব প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় যূথেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন) সখি ! খাণ্ডববনে ফুল্লকুসুমশোভিত তোমার পিতার গোষ্ঠে পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়াও তোমার মন বিচলিত হয় নাই—ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে (শ্বশুরালয়ে আসিয়া) সম্মুখবর্ত্তী বৃন্দাবনে আনন্দভরে বিহারশীল মুকুন্দের প্রতি কেন তোমার চক্ষুকে আন্দোলিত করিতেছ এবং তোমার কর্ণভূষণ শ্বেতোৎপলই বা কেন ইন্দীবর (নীলোৎপল) সদৃশ হইয়া গেল ?

এ-স্থলে, ইন্দ্রের দর্শনেও যে চিত্ত বিচলিত হয় নাই—ইহা দ্বারা বিক্রিয়ার কারণ থাকা সত্ত্বেও বিক্রিয়ার অভাব সূচিত হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রথম বিক্রিয়ার উদ্ভবের কথা বলা হইয়াছে এবং তাহার ফলেই নয়নচাঞ্চল্য জন্মিয়াছে। ইহাই ভাব।

২৪। হাব

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ॥৬১॥

—যাহা গ্রীবার তির্য্যক্‌করণ ও ভ্রূ-নেত্রাদির বিকাশকারী এবং যাহা ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশক, তাহাকে হাব বলে।"

আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—ভাবে কেবল নয়নচাঞ্চল্যমাত্র প্রকাশ পায়; হাবে কিন্তু ভাব অপেক্ষাও অধিক বহির্বিকার প্রকাশ পাইয়া থাকে, যথা, গ্রীবার তির্য্যক্‌করণ, ভ্রূ-নেত্রাদিতে অধিকরূপে বিকার, ইত্যাদি।

সাহিত্যদর্পণকার বলেন,

ভ্রূ নেত্রাদিবিকারৈস্তু সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশকঃ।
ভাব এবাল্পসংলক্ষ্যবিকারো হাব উচ্যতে ॥৩।১০১॥

তাৎপর্য্য—ভাবে সম্ভোগেচ্ছা উদ্‌বুদ্ধমাত্র হয় (উদ্‌বুদ্ধমাত্রো বিকারো ভাবঃ), স্ফুটরূপে প্রতীয়মান হয়না। এই ভাবই পরিণতি লাভ করিয়া যখন ভ্রূনেত্রাদির বিকারের দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষ্যীভূত সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ করে, তখন তাহাকে হাব বলে।

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন, "হৃন্নেত্রাদিবিকারৈস্তু ব্যক্তোঽসৌ যাতি হাবতাম্ ॥৫।৮৯॥—এই ভাবই যখন হৃদয়ের এবং নেত্রাদির বিকারের দ্বারা (অধিকরূপে) অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে হাব বলে।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে একটী দৃষ্টান্তের সহায়তায় হাবের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

"সাচিস্তম্ভিতকণ্ঠিকুট্মলবতীং নেত্রালিরভ্যেতি তে
ঘূর্ণন্ কর্ণলতাং মনাগ্‌বিকসিতা ভ্রূবল্লরী নৃত্যতি।
অত্র প্রাদুরভূত্তটে সুমনসামুল্লাসকস্ত্বৎপুরো
গৌরাঙ্গি প্রথমং বনপ্রিয়বধূবন্ধুঃ স্ফুটং মাধবঃ ॥৬২॥

—(শ্যামা শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন) হে গৌরাঙ্গি! তুমি যে বামদিকে তোমার কণ্ঠকে স্তম্ভিত (বক্রীকৃত) করিয়াছ, তাহাতেই তোমার নয়নরূপ ভ্রমর ঘুরিতে ঘুরিতে কর্ণলতার দিকে যাইতেছে; ভ্রূবল্লী ঈষৎ বিকশিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। অতএব হে সখি! মনে হইতেছে, এই যমুনাতটে সুচিত্তদিগের উল্লাসকারী বৃন্দাবনবিহারিণীদিগের বন্ধু মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার সাক্ষাতে এই প্রথম আবির্ভূত হইলেন (পক্ষে পুষ্পসমূহের উল্লাসকারী কোকিলাগণের প্রিয় বসন্ত তোমার সাক্ষাতে এই প্রথম আবির্ভূত হইলেন)।"

২৫। হেলা

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ ॥৬২॥

—ঐ হাবই যখন স্পষ্টরূপে শৃঙ্গার (সম্ভোগেচ্ছা)-সূচক হয়, তখন তাহাকে হেলা বলে।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"হেলাত্যন্তং সমালক্ষ্যবিকারঃ স্যাৎ স এব চ ॥৩।১০২॥

—সেই হাবই যখন সম্যক্‌রূপে লক্ষ্যীভূত হইতে পারে, এতাদৃশ অত্যন্ত বিকার প্রকাশ করে, তখন তাহাকে হেলা বলে।"

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন,

"হেলা স এবাভিলক্ষ্যবিকারঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥৫।২০॥

—সেই হাব যখন অত্যধিকরূপে লক্ষণীয় বিকার প্রকাশ করে, তখন তাহাকে হেলা বলে।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে কথিত হেলার উদাহরণটী এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"শ্রুতে বেণৌ বক্ষঃ স্ফুরিতকুচমাধ্মাতমপি তে তিরোবিক্ষিপ্তাক্ষং পুলকিতকপোলঞ্চ বদনম্।
স্খলৎকাঞ্চিস্বেদার্গলিতসিচয়ঞ্চাপি জঘনং প্রমাদং মা কার্ষীঃ সখি চরতি সব্যে গুরুজনঃ ॥৬৩॥

—(বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে সখি ! বেণুরব শ্রবণ করাতে তোমার স্ফুরিতকুচশোভিত বক্ষঃ (ভস্ত্রার ন্যায়) নতোন্নত হইতেছে, তির্য্যক্ বিক্ষিপ্ত নেত্রে এবং পুলকিত গণ্ডে তোমার বদন শোভান্বিত হইয়াছে, তোমার জঘনদেশে নীবি স্খলিত হইলেও স্বেদজলে বসন আর্দ্র হইয়া অঙ্গে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব হে সখি! তুমি আর অসাবধান হইবেনা, বামদিকে গুরুজন বিচরণ করিতেছেন।"

এই উদাহরণে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণমাত্রে শ্রীরাধার কৃষ্ণরতি উদ্বুদ্ধ হইয়া এত অধিকরূপে তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে যে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভস্ত্রার ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে, নয়ন তির্য্যগ্‌ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, গণ্ডদ্বয় পুলকিত হইয়াছে, জঘনদেশে নীবি খসিয়া পড়িয়াছে, প্রচুর পরিমাণে স্বেদ নির্গত হইতেছে। এই সমস্ত হইতেছে হেলার লক্ষণ।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল--ভাবের উৎকর্ষময়ী অবস্থা হইতেছে হাব এবং হাবেরই উৎকর্ষময়ী অবস্থা হইতেছে হেলা। ভাবে যে চিত্তবিক্ষোভ জন্মে, তাহারই তীব্রতর অবস্থা হইতেছে হাব এবং হাবে যে চিত্তবিক্ষোভ জন্মে, তাহারই তীব্রতর অবস্থা হইতেছে হেলা। সুতরাং হাব এবং হেলা হইতেছে ভাবেরই পরিণাম-বিশেষ। ভাব, হাব ও হেলা অঙ্গে পরিস্ফুট হয়, বলিয়া অঙ্গজ নামে খ্যাত।

২৬। শোভা

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"সা শোভা রূপভোগাদ্যৈ র্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্ ॥৬৪॥
—রূপ ও সম্ভোগাদিদ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ, তাহাকে বলে শোভা।"

লোচনরোচনীটীকা বলেন—"ভোগঃ সম্ভোগঃ।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন,—"রূপযৌবনলালিত্যভোগাদ্যৈরঙ্গভূষণম্। শোভা প্রোক্তা ॥৩।১০৩॥—রূপ, যৌবন, লালিত্য এবং ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের ভূষণকে শোভা বলে।"

টীকায় শ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিয়াছেন—লালিত্য হইতেছে অঙ্গের সুকুমারত্ব; আর ভোগ হইতেছে স্রক্‌চন্দনাদিজনিত সুখানুভব; আদি-শব্দে অলঙ্কারাদির গ্রহণ।

উজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত শোভার উদাহরণটী নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

ধৃত্বা রক্তাঙ্গুলিকিশলয়ৈর্নীপশাখাং বিশাখা নিষ্ক্রামন্তী ব্রততিভবনাৎ প্রাতরুদ্‌ঘূর্ণিতাক্ষী।
বেণীমংসোপরি বিলুঠতীমর্দ্ধমুক্তাং বহন্তী লগ্না স্বান্তে মম নহি বহিঃ সেয়মদ্যাপ্যয়াসীৎ ॥৬৪॥
—(কোনও রজনীতে লতামণ্ডপে বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সম্ভুক্তা হইয়াছিলেন; প্রাতঃকালে তিনি যখন লতামণ্ডপ হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যে শোভা দর্শন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কোনও সময়ে তাহার বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) বিশাখা প্রাতঃকালে ঘূর্ণিতলোচনা হইয়া কিশলয়তুল্য স্বীয় অরুণ অঙ্গুলিসমূহদ্বারা নীপশাখাকে ধারণ করিয়া লতামণ্ডপ হইতে বাহির হইতেছেন; তাঁহার স্কন্ধোপরি বিলুণ্ঠিতা অর্দ্ধমুক্তা বেণী। এতাদৃশ রূপে বিশাখা আমার মনে তদবধি লগ্না হইয়া রহিয়াছেন, অদ্যাপিও বাহিরে নির্গত হইতেছেন না।"

এ-স্থলে "রক্তাঙ্গুলি"—ইত্যাদি বাক্যে বিশাখার রূপ, "প্রাতঃকালে উদ্‌ঘূর্ণিতাক্ষী", "স্কন্ধোপরি অবলুণ্ঠিতা অর্দ্ধমুক্তা বেণী"-ইত্যাদিবাক্যে সম্ভোগ সূচিত হইয়াছে; তাঁহার যৌবন-লালিত্যাদিও আছে; এ-সমস্ত দ্বারা বিশাখার অঙ্গ ভূষিত হওয়ায় তাঁহার শোভা এতই বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা ভুলিতে পারেন নাই।

২৭। কান্তি

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, "শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা ॥৬৫॥- শোভাই যদি মন্মথের আপ্যায়ন (তৃপ্তি)-বশতঃ উজ্জ্বলা হয়, তবে তাহাকে কান্তি বলে।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তভের উক্তির মর্ম্মও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিতে কান্তির নিম্নলিখিত উদাহরণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

"প্রকৃতিমধুরমূর্ত্তি র্বাঢ়মত্রাপ্যুদঞ্চত্তরুণিমনবলক্ষ্মীলেখয়ালিঙ্গিতাঙ্গী।
বরমদনবিহারৈরদ্য তত্রাপ্যুদারা মদয়তি হৃদয়ং মে রুন্ধতী রাধিকেয়ম্ ॥৬৫॥
—(শ্রীরাধার সহজরূপ-মাধুর্য্য-বয়ঃশোভাদিদ্বারা এবং লীলাকৌশলের দ্বারা আক্রান্তচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকটে স্বীয় বৈবশ্যের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন) এই শ্রীরাধা স্বভাবতঃই মধুরমূর্ত্তি;

তাহাতে আবার অত্যন্তরূপে সমুদিত তারুণ্যলক্ষ্মীর রেখাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়াছেন; অধিকন্তু সম্প্রতি তিনি শ্রেষ্ঠ মদনবিহারে উদারা (সর্ব্বসুখসম্পত্তিদ্বারা পরমবদান্যা) হইয়াছেন। এতাদৃশী শ্রীরাধা আমার হৃদয়কে অবরুদ্ধ করিয়া আনন্দ দান করিতেছেন।"

এ-স্থলে "প্রকৃতিমধুরমূর্ত্তি"-শব্দে শ্রীরাধার রূপ, "উদঞ্চত্তরুণিমনবলক্ষ্মী"—ইত্যাদি শব্দে তাঁহার যৌবন-লালিত্য সূচিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা শ্রীরাধার শোভাই সূচিত হইয়াছে। "বরমদন-বিহারের দ্বারা উদারা"-বাক্যে উপভোগ বা মন্মথাপ্যায়ন সূচিত হইয়াছে; সমগ্র বাক্যে, এই মন্মথাপ্যায়নের দ্বারা সমুজ্জ্বলা শোভার কথাই বলা হইয়াছে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত উক্তিটী হইতেছে শ্রীরাধার "কান্তির" উদাহরণ।

২৮। দীপ্তি

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে ॥৬৫॥

—বয়স, উপভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বারা কান্তি যখন উদ্দীপিতা হয় এবং অতিবিস্তার প্রাপ্ত হয়, তখন সেই কান্তিকে বলে দীপ্তি।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির মর্ম্মও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিতে দীপ্তির নিম্নলিখিত উদাহরণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিমীলন্নেত্রশ্রীরচটুলপটীরাচলমরুন্নিপীতস্বেদাম্বুস্ত্রুটদমলহারোজ্জ্বলকুচা।
নিকুঞ্জে ক্ষিপ্তাঙ্গী শশিকিরণকির্ম্মীরিততটে কিশোরী সা তেনে হরিমনসি রাধা মনসিজম্ ॥ ৬৫

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসাতিরেকজনিত শ্রান্তিতে আলস্যযুক্তা শ্রীরাধার তদানীন্তন শোভাবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহা দর্শন করিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী স্বীয় সখীকে বলিয়াছিলেন—দেখ সখি! গত রজনীতে নিদ্রা না হওয়ায়) শ্রীরাধার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়াছে; তথাপি নয়নদ্বয় শোভা-বিশিষ্ট; অচঞ্চল মলয়াচলসম্বন্ধী পবন ইঁহার গাত্রের স্বেদজল সম্যক্‌রূপে পান করিয়া ফেলিয়াছে, এবং ত্রুটিত বিমলহারে ইঁহার কুচযুগল উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় চন্দ্রকিরণে চিত্রিত-তট নিকুঞ্জে কিশোরী শ্রীরাধা স্বীয় দেহকে বিন্যস্ত করিয়া বিরাজিত; তাহাতে তিনি শ্রীহরির মনে মনসিজকেই (কন্দর্পকেই) বিস্তার করিতেছেন।"

এ-স্থলে, "নিমীলিতনেত্র"-দ্বারা বৈদগ্ধ্যনামক গুণবিশেষ, "অচঞ্চল মলয়ানিল"-ইত্যাদি বাক্যে যে শ্রমজনিত স্বেদের কথা বলা হইয়াছে, সেই শ্রমে সম্ভোগাধিক্য, ত্রুটিত-হারশোভিত কুচযুগের উল্লেখে বেশরূপাদি, "নিকুঞ্জ"—শব্দে দেশ, "শশিকিরণ"-ইত্যাদি শব্দে কাল, কিশোরী"—শব্দে বয়স, সূচিত হইয়াছে। এইরূপে এই উদাহরণে শ্রীরাধার উদ্দীপিত কান্তির বিস্তারই প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য ইহা দীপ্তির উদাহরণ হইল।

২৯। মাধুর্য্য

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা ॥৬৫॥—সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টা-সমূহের যে মনোহারিত্ব, তাহার নাম মাধুর্য্য।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির মর্ম্মও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"অসব্যং কংসারেভুর্জশিরসি ধৃত্বা পুলকিনং নিজশ্রোণ্যাং সব্যং করমনৃজুবিষ্কম্ভিতপদা।
দধানা মূর্দ্ধানং লঘুতরতিরঃস্রংসিনমিয়ং বভৌ রাসোত্তীর্ণা মুহুরলসমূর্ত্তিঃ শশিমুখী ॥৬৫॥

—(রাসলীলার অবসানে দূর হইতে শ্রীরাধার অবস্থান-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া রতিমঞ্জরী স্বীয় সখীর নিকটে বলিয়াছেন, ঐ দেখ) চন্দ্রবদনা শ্রীরাধা রাসবিহার হইতে নিবৃত্ত হইলে মুহুর্ম্মুহু বিলাসশ্রমে অলসাঙ্গী হইলেও কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন! তিনি কংসারি শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় পুলকান্বিত দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়াছেন এবং স্বীয় শ্রোণীদেশে বামকর স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার চরণদ্বয় বক্রভাবে পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত এবং তাঁহার শিরোদেশও ঈষদ্‌বক্রভাবে অবনমিত।"

এ-স্থলে, রাসলীলাশ্রমজনিত আলস্যাদি সত্ত্বেও হস্তদ্বয়ের স্থাপনে, চরণদ্বয়ের অবস্থানে, মস্তকের ঈষদ্‌বক্রিমাভঙ্গীতে—সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীরাধার চেষ্টার চারুতা প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই মাধুর্য্য।

৩০। প্রগল্‌ভতা

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা ॥৬৫॥
—সম্ভোগবিষয়ে যে নিঃশঙ্কত্ব, পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রগল্‌ভতা বলেন।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির মর্ম্মও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"প্রাতিকূল্যমিব যদ্বিবৃণ্বতী রাধিকা রদনখার্পণোদ্ধুরা।
কেলিকর্ম্মণি গতাং প্রবীণতাং তেন তুষ্টিমতুলাং হরির্যযৌ ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৭।৪০॥

—(সৌভাগ্য-পূর্ণিমায় গৌরীতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা শ্রীরাধার ক্রীড়াকৌশলাদি কুঞ্জান্তর হইতে দর্শন করিয়া ললিতা বৃন্দাকে তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন) কেলিকর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিয়া শ্রীরাধিকা উদ্ধত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে দশন ও নখের দ্বারা আঘাত করিয়া যে প্রতিকূলবৎ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীহরি অতুলনীয় তুষ্টিই লাভ করিয়াছেন।"

নখ-দশনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আঘাত শ্রীরাধার পক্ষে প্রতিকূল আচরণ বলিয়াই মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা বাস্তবিক প্রাতিকূল্য নহে; কেননা, শ্রীরাধা হইতেছেন কৃষ্ণৈকগতপ্রাণা; তাঁহার

এতাদৃশ আচরণে শ্রীকৃষ্ণও অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এ-স্থলে শঙ্কাশূন্য ভাবে শ্রীরাধা যে নখদন্তাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আঘাত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাগল্‌ভ্য প্রকটিত হইয়াছে।

৩১। ঔদার্য্য

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ ॥৬৫॥
—সকল অবস্থাতেই যে বিনয়-প্রদর্শন, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ঔদার্য্য বলেন।"

সাহিত্যদর্পণ ও অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিমতও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ;

"কৃতজ্ঞোঽপি প্রেমোজ্জ্বলমতিরপি স্ফারবিনয়ো-
ঽপ্যভিজ্ঞানাং চূড়ামণিরপি কৃপানীরধিরপি।
যদন্তঃস্বচ্ছোঽপি স্মরতি ন হরির্গোকুলভুবং
মমৈবেদং জন্মান্তরদুরিতদুষ্টদ্রুমফলম্ ॥ ৬৬ ॥

—প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বলিয়াছেন, সখি! শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞও বটেন, তাঁহার বুদ্ধিও প্রেমোজ্জ্বলা ; তিনি বিনয়ীও এবং অভিজ্ঞজনগণের চূড়ামণিও ; তিনি কৃপার সমুদ্রও এবং নির্ম্মলচিত্তও। তথাপি যে তিনি এই গোকুলভূমিকে স্মরণ করিতেছেন না, ইহা আমারই জন্মান্তরের দুষ্ট-পাপবৃক্ষের ফল, অন্য কিছু নহে।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিত্যাগজনিত বিরহদুঃখাবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের দোষদর্শনের অভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনে শ্রীরাধার বিনয় প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া ঔদার্য্য খ্যাপিত হইয়াছে।

৩২। ধৈর্য্য

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, 'স্থিরা চিত্তোন্নতির্যা তু তদ্ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে ॥৬৬॥—চিত্তবৃত্তি সমূহের বৃদ্ধির পরিণামাবস্থাতেও যে স্থিরতা, তাহাকে ধৈর্য্য বলে।"

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন, "সুখে দুঃখেঽপি মহতি ধৈর্য্যং স্যান্নির্বিকারতা ॥৫।৯॥—অতিশয় সুখে বা দুঃখেও চিত্তের নির্বিকারতাকে বলে ধৈর্য্য।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন, "মুক্তাত্মশ্লাঘনা ধৈর্য্যং মনোবৃত্তিরচঞ্চলা ॥৩।১০৯॥—আত্মপ্রশংসাবিবর্জ্জিত মনোবৃত্তির যে স্থিরতা, তাহাকে ধৈর্য্য বলে।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :

"ঔদাসীন্যমধুরাপরীতহৃদয়ঃ কাঠিন্যমালম্বতাং
কামং শ্যামলসুন্দরো ময়ি সখি স্বৈরী সহস্রং সমাঃ।
কিন্তু ভ্রান্তিভরাদপি ক্ষণমিদং তত্র প্রিয়েভ্যঃ প্রিয়ে
চেতো জন্মনি জন্মনি প্রণয়িতা দাস্যং ন মে হাস্যতি ॥ ললিতমাধব ॥৭।৮॥

—(নববৃন্দার সাক্ষাতে শ্রীরাধার মনঃপরীক্ষার্থ বকুলা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বত্র ঔদাসীন্য দেখাইয়া তাঁহার নিষ্ঠুরত্বের কথা বলিলে শ্রীরাধা বকুলাকে বলিয়াছিলেন) হে সখি ! শ্যামসুন্দর ঔদাসীন্যভরে পরিপ্লুত-হৃদয় হইয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্তও যদি আমার সম্বন্ধে যথেচ্ছভাবে কঠোরতা অবলম্বন করেন, তাহা করুন। কিন্তু আমার সকল প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আমার চিত্ত জন্মে জন্মে এক ক্ষণের জন্যও প্রণয়িনী দাসীর সমুচিত দাস্য (সেবা) ত্যাগ করিবেনা।"

এ-স্থলে, সহস্রবৎসরব্যাপী ঔদাসীন্য স্বীকারপূর্ব্বকও শ্রীকৃষ্ণের দাস্য-বাঞ্ছাদ্বারা শ্রীরাধার চিত্তোন্নতির স্থিরতা—সুতরাং ধৈর্য্য—খ্যাপিত হইয়াছে।

শোভা হইতে আরম্ভ করিয়া ধৈর্য্য পর্য্যন্ত যে সাতটী অনুভাবের কথা বলা হইল, তাহারা হইতেছে অযত্নজ (বিনা যত্নে উদ্ভূত) অনুভাব।

এক্ষণে স্বভাবজ অনুভাবসমূহের কথা বলা হইতেছে।

৩৩। লীলা

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ ॥৬৬॥—রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদিদ্বারা প্রিয়ব্যক্তির অনুকরণকে লীলা বলে।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির তাৎপর্য্যও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত দুইটী উদাহরণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"দুষ্ট কালিয় তিষ্ঠাদ্য কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥

—(ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শারদীয় রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বাচরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন কোনও গোপীর কালিয়দমন-লীলার কথা মনে পড়িল, তখন তিনি সেই ভাবে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া মনে করিলেন—তিনিই যেন শ্রীকৃষ্ণ, আর কালিয়-নাগ যেন তাঁহার সাক্ষাতে। তখন কালিয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন) 'রে দুষ্ট কালিয় ! থাক্, এই আমি কৃষ্ণ'-এইরূপ বলিয়া তিনি দক্ষিণ করে বাম বাহুমূলে আস্ফোটন করিয়া, কালিয়দমন-কালে শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সর্ব্বতো-ভাবে তৎসমস্তের অনুকরণ করিতে লাগিলেন।"

এই অনুকরণে ইচ্ছাকৃত কোনওরূপ প্রয়াস ছিল না।

"মৃগমদকৃতচর্চ্চা পীতকৌষেয়বাসা রুচিরশিখিশিখণ্ডা বদ্ধধম্মিল্লপাশা।
অনৃজুনিহিতমংসে বংশমুৎক্বাণয়ন্তী কৃতমধুরিপুবেশা মালিনী পাতু রাধা ॥ ছন্দোমঞ্জরী ॥

—শ্রীরাধা মৃগমদের দ্বারা নিজের সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত করিয়াছেন, পীতবর্ণ কৌষেয়-বস্ত্রও পারধান করিয়াছেন,

কেশদামে মনোজ্ঞ ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন এবং স্কন্ধকে বক্র করিয়া তদুপরি বংশী স্থাপনপূর্ব্বক উচ্চস্বরে বাজাইতেছেন। অহো! এতাদৃশী শ্রীরাধা বিশ্বকে পালন করুন।"

এ-স্থলেও শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণভাবে তন্ময়তাবশতঃ অনুকরণ।

৩৪। বিলাস

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥৬৭॥

—গতি, স্থান ও আসনাদির এবং মুখ ও নেত্রের ক্রিয়াদির প্রিয়সঙ্গজনিত তাৎকালিক (প্রিয়সঙ্গকালের) যে বৈশিষ্ট্য, তাহাকে বলে বিলাস।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"রুণৎসি পুরতঃ স্ফুরত্যঘহরে কথং নাসিকাশিখাগ্রথিতমৌক্তিকোন্নমনকৈতবেন স্মিতম্।
নিরাস্থদচিরং সুধাকিরণকৌমুদীমাধুরীং মনাগপি তবোদ্গতা মধুরদন্তি দন্তদ্যুতিঃ ॥ ৬৮ ॥

—(অভিসার করাইয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে আনয়ন করায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা বাম্য প্রকাশ করিতে থাকিলে বীরাদেবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) হে মধুরদন্তি। অগ্রে স্ফূর্ত্তিশীল অঘহর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তোমার যে হাস্য উদ্গত হইতেছে, নাসাগ্রগ্রথিত মৌক্তিকের উন্নমনচ্ছলে তুমি তাহাকে গোপন করিতেছ কেন? ঈষদুদ্গত দন্তদ্যুতিদ্বারা কেনই বা তুমি চন্দ্রের কৌমুদী-মাধুরীকে বিনাশ করিতেছ?"

এ-স্থলে হাস্যদ্বারা শ্রীরাধার মুখ-ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

"অধ্যাসীনমমুং কদম্বনিকটে ক্রীড়াকুটীরস্থলীমাভীরেন্দ্রকুমারমত্র রভসাদালোকয়ন্ত্যাঃ পুরঃ।
দিগ্ধা দুগ্ধসমুদ্রমুগ্ধলহরীলাবণ্যনিঃস্যন্দিভিঃ কালিন্দী তব দৃক্তরঙ্গিতভরৈস্তন্বঙ্গি গঙ্গায়তে ॥

—(যমুনাতীরবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষতলস্থিত নিকুঞ্জপ্রান্তে স্বচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দর্শনে শ্রীরাধার বিলাস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া পরিহাসস্মিত বাক্যে বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে তন্বঙ্গি! কদম্ববৃক্ষ-সমীপবর্ত্তী এই ক্রীড়াকুটিরস্থলীতে গোপেন্দ্রনন্দন উপবিষ্ট আছেন। কৌতুকভরে তুমি তাঁহাকে সম্মুখভাগে দর্শন করিয়া —তোমার নয়নের যে দৃষ্টিতরঙ্গভর হইতে ক্ষীরোদ-সমুদ্রের মনোহর লাবণ্যতরঙ্গ ক্ষরিত হইতেছে, সেই নয়নতরঙ্গভরের প্রভাবে কালিন্দীও গঙ্গার ন্যায় শুভ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

এ-স্থলে নেত্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৫। বিচ্ছিত্তি

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ ॥৬৯॥—যে বেশরচনা অল্প হইয়াও দেহকান্তির পুষ্টিসাধন করে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"মাকন্দপত্রেণ মুকুন্দচেতঃপ্রমোদিনা মারুতকম্পিতেন।
রক্তেন কর্ণাভরণীকৃতেন রাধামুখাম্ভোরুহমুল্ললাস ॥৬৯॥

—(বৃন্দা নান্দীমুখীকে বলিলেন, দেবি!) শ্রীরাধা মুকুন্দের চিত্তপ্রমোদকারী একটী অভিনব আম্রপল্লবে কর্ণভূষণ করিয়াছেন; তাহা বায়ুদ্বারা ঈষৎ কম্পিত হইয়া তাঁহার বদনকমলেরই মনোহারিত্ব বিস্তার করিতেছে।"

"একেনামলপত্রেণ কণ্ঠসূত্রাবলম্বিনা।
ররাজ বর্হিপত্রেণ মন্দমারুতকম্পিনা ॥৬৯॥ হরিবংশ ॥

—(ঋষি বৈশম্পায়ন ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন) কি আশ্চর্য্য! লতাসূত্রে গ্রথিত এবং শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে অবস্থিত আমলকী-পত্রসমূহের সহিত শোভমান একটীমাত্র ময়ূরপুচ্ছই সুমন্দ সমীরণে কম্পিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের শোভা কতই না স্ফুরিত করিতেছে।"

পূর্ব্ব উদাহরণে শ্রীরাধার এবং পরবর্ত্তী উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছিত্তি কথিত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিচ্ছিত্তি-সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে মতান্তরের কথাও বলিয়াছেন।

"সখীযত্নাদিব ধৃতির্মণ্ডনানাং প্রিয়াগসি।
সের্য্যাবজ্ঞা বরস্ত্রীভির্বিচ্ছিত্তিরিতি কেচন।

—কেহ কেহ বলেন—প্রিয়ব্যক্তির কোনও অপরাধ ঘটিলে, সখীদিগের প্রযত্নের ফলে, ঈর্ষ্যান্বিতা ও অবজ্ঞান্বিতা বরাঙ্গনাগণের যে মণ্ডন ধারণ (অলঙ্কার ধারণ), তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে।"

উদাহরণ, যথাঃ—

"মুদ্রাং গাঢ়তরাং বিধায় নিহিতে দূরীকুরুষ্বাঙ্গদে
গ্রন্থিং ন্যস্য কঠোরমর্পিতমিতঃ কণ্ঠান্মণিং ভ্রংশয়।
মুগ্ধে কৃষ্ণভুজঙ্গদৃষ্টিকলয়া দুর্ব্বারয়া দূষিতে
রত্নালঙ্করণে মনাগপি মনস্তৃষ্ণাং ন পুষ্ণাতি মে ॥

—(শ্রীকৃষ্ণের কোনও আচরণে মানবতী হইয়া শ্রীরাধা প্রিয়সখী বিশাখাকে বলিতেছেন, সখি!) এই দুইটী অঙ্গদ গাঢ়রূপে নিবদ্ধ হইয়াছে (আমি দূর করিতে পারিতেছিনা; তুমি) এই দুইটীকে দূর করিয়া দাও; মণিময় হার দৃঢ়তর ভাবে কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া আছে; ইহার গ্রন্থি খুলিয়া কণ্ঠ হইতে

অপসারিত কর। (যদি বল, দোষ করিয়াছেন কৃষ্ণ ; অলঙ্কার তো কোনও দোষ করে নাই ; তুমি কেন অলঙ্কারগুলিকে দূর করিতে চাহিতেছ ? তাহা হইলে বলি শুন সখি !) হে মুগ্ধে ! (তুমি অতি মুগ্ধা, তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান নাই) কৃষ্ণভুজঙ্গের দুর্ব্বার বিষদৃষ্টিতে এই সকল আভরণ দূষিত হইয়াছে ; এজন্য এই সমস্ত রত্নালঙ্কার আমার মনের তৃষ্ণা কিঞ্চিন্মাত্রও পূর্ণ করিতেছেনা। (শীঘ্র খুলিয়া ফেল)।"

এ-স্থলে শ্রীরাধার আভরণ অল্প নহে ; তিনি সমস্ত আভরণ দূর করার জন্য উৎসুকা ; কিন্তু সখীরা খুলিতেছেন না। এই অবস্থাতে তাঁহার চিত্তের ঈর্ষ্যা ও অবজ্ঞার ফলে অনভীষ্ট আভরণ ধারণ করিয়াও তাঁহার যে শোভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র আভরণজনিত শোভা নহে ; পরন্তু ইহা তদপেক্ষা সমধিক। এই সমধিক শোভাই এ-স্থলে বিচ্ছিত্তি।

৩৬। **বিভ্রম**

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—

"বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ ॥৭০॥

—দয়িতের সহিত মিলন-সময়ে মদনাবেশজনিত আবেগবশতঃ হারমাল্যাদির অযথা স্থানে ধারণকে বিভ্রম বলে।"

উদাহরণ যথা,

"ধম্মিল্লোপরি নীলরত্নরচিতো হারস্ত্বয়ারোপিতো
বিন্যস্তঃ কুচকুম্ভয়োঃ কুবলয়শ্রেণীকৃতো গর্ভকঃ।
অঙ্গে চার্চ্চিতমঞ্জনং বিনিহিতা কস্তুরিকা নেত্রয়োঃ
কংসারেরভিসারসম্ভ্রমভরান্মন্যে জগদ্বিস্মৃতম্ ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৭।২১॥

—(শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত সুবলের মুখে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতকুঞ্জে অবস্থিতির কথা জানিয়া কুঞ্জাভিসারিণী শ্রীরাধার উল্লাসভরে ভূষণবিপর্য্যয় দেখিয়া হাস্যসহকারে ললিতা তাঁহাকে বলিলেন—প্রিয়সখি !) আজ যে ধম্মিল্লে (চুলের খোঁপায়) তুমি নীলরত্নরচিত হার (যাহা বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতে হয়, তাহা) অর্পণ করিয়াছ ; কুচকলসযুগলে কুবলয়শ্রেণীরচিত গর্ভক (কেশমাল্য) স্থাপন করিয়াছ ; আবার, অঙ্গে দেখিতেছি অঞ্জনের অনুলেপ , নেত্রযুগলে দেখিতেছি কস্তুরী ! মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্যে অভিসারের আবেশের আধিক্যবশতঃ জগৎই তুমি বিস্মৃত হইয়াছ !!"

শ্রীরাধার ন্যায় অন্য গোপীদেরও যে বিভ্রম জন্মে, শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যে উজ্জ্বলনীলমণিতে তাহারও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

"লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকে যযুঃ ॥ শ্রীভা. ১০।২৯।৭॥

—কোনও গোপী অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন করিতে করিতে, কেহ কেহ বা গাত্রমার্জ্জন করিতে করিতে, কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জন দিতে দিতে এবং অপর কোনও কোনও গোপী বসন-ভূষণের বিন্যাসে বিপর্য্যয় ঘটাইয়াই শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিভ্রম-সম্বন্ধে মতান্তরেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

"অধীনস্যাপি সেবায়াং কান্তস্যানভিনন্দনম্।
বিভ্রমো বামতোদ্রেকাৎ স্যাদিত্যাখ্যাতি কশ্চন ॥

—কেহ কেহ বলেন—বামতার উদ্রেকে স্বীয় অধীন সেবাতৎপর কান্তের প্রতি যে অনভিনন্দন (অনাদর—সেবাগ্রহণে আপত্তি), তাহাকে বিভ্রম বলে।"

উদাহরণ যথা, "ত্বং গোবিন্দ ময়াঽসি কিং নু কবরীবন্ধার্থমভ্যর্থিতঃ
ক্লেশেনালমবদ্ধ এব চিকুরস্তোমো মুদং দোগ্ধি মে।
বক্ত্রস্যাপি ন মার্জ্জনং কুরু ঘনং ঘর্ম্মাম্বু মে রোচতে
নৈবোত্তংসয় মালতীর্ম্মম শিরঃ খেদং ভরেণাপ্স্যতি ॥ ৭১ ॥

–(বিলাসান্তে শ্রীরাধা স্বাধীনভর্তৃকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিলাসে তাঁহার কেশদাম বিস্রস্ত হইয়াছে, বদনে ঘর্ম্মের উদয় হইয়াছে। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সময়োচিত সেবা করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু প্রণয়োত্থ বাম্যভাবের উদয়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কবরী বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা বলিলেন) হে গোবিন্দ ! আমি কি আমার কবরী বন্ধনের জন্য তোমাকে বলিয়াছি ? কেন বৃথা কষ্ট করিতেছ ? অবদ্ধ (আলুলায়িত) কেশদামই আমাকে আনন্দ দিতেছে। (শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বদনের ঘর্ম্ম অপসারিত করার চেষ্টা করিলে শ্রীরাধা বলিলেন) আমার মুখেরও আর মার্জ্জন করিওনা, নিবিড় স্বেদজলই আমার রুচিকর। (শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মস্তকে মালতীমালা অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা বলিলেন) আমার মস্তকেও আর মালতী মালা দিওনা, উহার গুরুতর ভার আমার পক্ষে ক্লেশজনক।"

৩৭। কিলকিঞ্চিত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥৭১॥

—হর্ষহেতুক গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ-এই সমস্তের (এই সাতটীর) একই সময়ে সংমিশ্রণকে কিলকিঞ্চিত বলে।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"স্মিতশুষ্করুদিতহসিতত্রাসক্রোধশ্রমাদীনাম্ ।
সাঙ্কর্য্যং কিলকিঞ্চিতমভীষ্টতমসঙ্গমাদিজাদ্ধর্ষাৎ ॥৩।১১৪॥

—প্রিয়তম জনের সহিত অভীষ্টতম সঙ্গমাদি হইতে জাত হর্ষবশতঃ স্মিত, শুষ্করোদন, হাস্য, ত্রাস, ক্রোধ ও শ্রমাদির সংমিশ্রণকে কিলকিঞ্চিত বলে।"

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন,

"অমর্ষহাসবিত্রাসশুষ্করোদনভর্ৎসনৈঃ ।
নিষেধৈশ্চ রতারম্ভে কিলকিঞ্চিতমিষ্যতে ॥৫।১০১॥

—রতারম্ভে (রমণার্থ শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ প্রকটিত হইলে) অমর্ষ, হাস্য, বিত্রাস, শুষ্করোদন, ভর্ৎসনা ও নিষেধের একই সময়ে সম্মিলনকে কিলকিঞ্চিত বলে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"ময়া জাতোল্লাসং প্রিয়সহচরী লোচনপথে বলান্ন্যস্তে রাধাকুচকমলয়োঃ পাণিকমলে।
উদঞ্চদ্ভ্রূভেদং সপুলকমবষ্টম্ভি বলিতং স্মরাম্যস্তস্যাঃ স্মিতরুদিতকান্তদ্যুতিমুখম ॥৭২॥

—(এক সময়ে বিশাখার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক শ্রীরাধার বক্ষোজদ্বয় স্পর্শ করিলে শ্রীরাধার যে বিলাস-মাধুর্য্য স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকটে বলিয়াছেন, অহো !) উল্লাসভরে আমি প্রিয়সখী বিশাখার দৃষ্টিপথে শ্রীরাধার কুচমুকুলদ্বয়ে বলপূর্ব্বক আমার করকমলদ্বয় স্থাপন করিলে শ্রীরাধার মুখে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহাই আমি স্মরণ করিতেছি। তখন তাঁহার অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গীর প্রকাশে, পুলকসহ স্তব্ধতার আবির্ভাবে, ঈষদ্ বক্রভাবে অবস্থিতিতে এবং হাস্য ও রোদনের মিশ্রণে তাঁহার মুখের এক অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ শোভাই বিস্তৃত হইয়াছিল।"

এ-স্থলে ভ্রূভঙ্গীদ্বারা অসূয়া ও ক্রোধ, স্তব্ধতাদ্বারা গর্ব্ব, বক্রভাবে অবস্থিতিদ্বারা ভয়, পুলকের দ্বারা অভিলাষ প্রকাশ পাইয়াছে ; আর হাস্য ও রোদন তো আছেই। এইরূপে যুগপৎ সাতটী ভাবের প্রকটনে কিলকিঞ্চিত-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

"অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ দানকেলিকৌমুদী ॥১॥

—(কেবল শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অঙ্গস্পর্শেই যে কিলকিঞ্চিতের উদয় হয় তাহা নহে, বর্ত্মরোধাদিতেও কিলকিঞ্চিত সম্ভব হইতে পারে ; এই শ্লোকে তাহা দেখাইতেছেন। এক সময়ে রসিকশেখর ব্রজেন্দ্রনন্দন গোবর্দ্ধনের উপরে নীলমণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন। শ্রীরাধা হৈয়ঙ্গবীনাদি বিক্রয়ের জন্য সেই পথে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রসিকশেখরের রসাস্বাদন-পিপাসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি

তাঁহার উপবেশন-স্থানকেই দানঘাটী বলিয়া ঘোষণা করিলেন; এই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে বিক্রেয় হৈয়ঙ্গবীনের জন্য দান (শুল্ক) দিতে হইবে। শুল্ক না দিলে তিনি হৈয়ঙ্গবীন লইয়া শ্রীরাধাকে যাইতে দিবেন না; তিনি শ্রীরাধার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন শ্রীরাধার নয়ন কিলকিঞ্চিতভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। দানকেলিকৌমুদীর কবি মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে সকলের প্রতি মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন) শ্রীরাধার তৎকালীন দৃষ্টি (নয়ন) সকলের পরমার্থসম্পত্তির বিধান করুক। (শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি কি রকম, তাহাই বলিতেছেন) যাহা মনের হাসিতে উজ্জ্বলা, যাহার পক্ষ্ম (নেত্ররোম-) গুলি জলকণাসমূহে সিক্ত ও ব্যাপ্ত, যাহার প্রান্তভাগ ঈষৎ পাটলবর্ণ (শ্বেতরক্ত), যাহা রসিকতায় উৎসিক্ত, অথচ যাহার অগ্রভাগ কুঞ্চিত, এবং যাহার তারাদ্বয় এরূপ বক্রিমা ধারণ করিয়াছে, যাহাতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রকাশ পায়, পথিমধ্যে মাধবকর্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি (নয়ন) তোমাদের সকলের মঙ্গল বিধান করুক।"

এ-স্থলে অন্তঃস্মের-পদে হাস্য, জলকণায় রোদন, চক্ষুর পাটলতায় ক্রোধ, রসিকতায় উৎসিক্ত-পদে অভিলাষ, অগ্রভাগ-কুটীলতায় ভয় এবং তারার মাধুর্য্যে ও বক্রিমায় গর্ব্ব ও অসূয়া—এই সাতটী ভাব প্রকাশ পাওয়ায় কিলকিঞ্চিত হইয়াছে।

৩৮। মোট্টায়িত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ।
প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে ॥ ৭৩ ॥

—কান্তের স্মরণে ও তদীয় বার্ত্তাদির শ্রবণে নিজহৃদয়ে অবস্থিত কান্তবিষয়ক স্থায়িভাবের ভাবনায় চিত্তমধ্যে যে অভিলাষের উদয় হয়, তাহাকে বলে মোট্টায়িত।"

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন,

"তদ্ভাবভুগ্নমনসো বল্লভস্য কথাদিষু।
মোট্টায়িতং সমাখ্যাতং কর্ণকণ্ডূয়নাদিকম্ ॥ ৫।১০২ ॥

—বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদি জন্মিলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবের প্রভাবে কন্দর্পাবেশ-বশতঃ শ্রীরাধার মনে যে ব্যাকুলতা জন্মে, সেই ব্যাকুলতাবিশিষ্টা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসঙ্গার্থে অভিলাষ-দ্যোতক যে কর্ণকণ্ডূয়নাদি, তাহাকে মোট্টায়িত বলে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অনুবাদ।"

সাহিত্যদর্পণের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ,

"ন ভ্রাতে ক্লমবীজমালিভিরলং পৃষ্টাপি পালী যদা
চাতুর্য্যেণ তদগ্রতস্তব কথা তাভিস্তদা প্রস্তুতা।

তাং পীতাম্বর জৃম্ভমাণবদনাম্ভোজা ক্ষণং শৃণ্বতী
বিম্বোষ্ঠী পুলকৈর্বিড়ম্বিতবতী ফুল্লাং কদম্বশ্রিয়ম্ ॥ ৭৩॥

—(যূথেশ্বরী পালীর শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছে ; অথচ শ্রীকৃষ্ণকে পাইতেছেন না। এজন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ ; কিন্তু স্বীয় সখীদের নিকটে তিনি তাহা প্রকাশ করেন না। তাঁহার হৃদয়াভিজ্ঞা সখীগণ অদ্ভুত চাতুর্য্যদ্বারা পালীর সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণকথার উত্থাপন করিলে পালীর যে অবস্থা হইয়াছিল, বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহা বর্ণন করিতে করিতে বলিলেন) হে পীতাম্বর ! সখীগণকর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিতা হইয়াও পালী যখন তাঁহার মনোদুঃখের কারণ প্রকাশ করিলেন না, তখন তাঁহারা চাতুর্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাতে তোমার কথাই প্রশংসার সহিত বলিতে লাগিলেন। ঈষৎ ফুল্লিতবদনে সেই কথা ক্ষণকাল শ্রবণ করিতে করিতে বিম্বোষ্ঠী পালী এরূপ পুলকাঞ্চিত হইলেন যে, তাহাতে ফুল্লকদম্বও যেন বিড়ম্বিত হইতেছিল।"

এ-স্থলে কৃষ্ণকথাশ্রবণে পালীর প্রফুল্লবদন এবং পুলকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য পালীর অভিলাষ সূচিত হইয়াছে। এইরূপে এই উদাহরণে মোট্টায়িত প্রকাশ পাইয়াছে।

৩৯। **কুট্টমিত**

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ৭৩॥

—নায়ককর্ত্তৃক স্তনযুগল ও অধিরাদির গ্রহণে নায়িকার হৃদয়ে প্রীতির উদয় হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতার ন্যায় বাহিরে যে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে কুট্টমিত বলেন।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"কেশস্তনাধরাদীনাং গ্রহে হর্ষেঽপি সম্ভ্রমাৎ।
প্রাহুঃ কুট্টমিতং নাম শিরঃকরবিধূননম্ ॥ ৩।১১৬ ॥

—নায়ক নায়িকার কেশ, স্তন ও অধরাদির গ্রহণ (ধারণ) করিলে হর্ষ হওয়া সত্ত্বেও সম্ভ্রমবশতঃ নায়িকাকর্ত্তৃক যে মস্তক ও করের বিধূনন, তাহাকে কুট্টমিত বলে।"

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন,

"স্তনগ্রহাস্যপানাদৌ ক্রিয়মাণে প্রিয়েণ চেৎ।
বহিঃ ক্রোধোঽন্তরপ্রীতৌ তদা কুট্টমিতং বিদুঃ ॥৫।১০৩ ॥

—প্রিয়কর্ত্তৃক যদি স্তনগ্রহণ এবং আস্যপানাদি (চুম্বনাদি) করা হয়, তাহা হইলে অন্তরে প্রীতি জন্মিলেও বাহিরে যদি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুট্টমিত বলে।"

সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য একরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত দৃষ্টান্তদ্বয় এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"করৌদ্ধত্যং হন্ত স্থগয় কবরী মে বিঘটতে দুকূলঞ্চ ন্যঞ্চত্যঘহর তবাস্তাং বিহসিতম্।
কিমারব্ধঃ কর্ত্তুং ত্বমনবসরে নির্দ্দয় মদাৎ পতাম্যেষা পাদে বিতর শয়িতুং মে ক্ষণমপি ॥৭৩॥

—(কুঞ্জালয়ে সঙ্গতা শ্রীরাধার নীবী প্রভৃতি মোচন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ উদ্যত হইলে শ্রীরাধা তাঁহাকে বলিতেছেন) হে অঘহর! তুমি তোমার করের ঔদ্ধত্য স্থগিত কর; ইহার চাঞ্চল্যে আমার কবরী বিপর্য্যস্ত হইতেছে, দুকূলও (পট্টবস্ত্রও) স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। (তাহাতেও বিরত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বরং হাস্য করিতে লাগিলেন ; তখন শ্রীরাধা আবার বলিলেন) তোমার হাস্য (পরিহাস) এখন বিশ্রাম করুক। (ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণ নিবৃত্ত না হইলে শ্রীরাধা বলিলেন) অহে নির্দ্দয়! মত্ততাবশতঃ অসময়ে তুমি এ কি করিতে আরম্ভ করিয়াছ? তোমার চরণে পতিত হই, আমাকে ক্ষণকাল নিদ্রা যাইবার অবকাশ দাও।"

"ন ভ্রূলতাং কুটিলয় ক্ষিপ নৈব হস্তং বক্ত্রঞ্চ কণ্টকিতগণ্ডমিদং ন রুন্ধি।
প্রীণাতু সুন্দরি তবাধরবন্ধুজীবে পীত্বা মধূনি মধুরে মধুসূদনোঽসৌ ॥৭৪॥

—(বিশাখার সহিত গৃহ হইতে অভিসার করিয়া ক্রীড়ানিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেও প্রেমের স্বাভাবিক কৌটিল্যবশতঃ শ্রীরাধা স্বীয় অধরসুধাপানেচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণকে বারণ করিতে থাকিলে বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন) ভ্রূলতা কুটিল করিওনা, ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) হস্তও দূরে নিক্ষেপ করিওনা। পুলকিত-গণ্ডবিশিষ্ট এই বদনকে কেন রোধ করিতেছ? হে সুন্দরি! এই মধুসূদন (ভ্রমর, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) তোমার অধররূপ মধুর বন্ধুজীবের (বান্ধুলী ফুলের) মধু পান করিয়া প্রীতি লাভ করুক।"

প্রথম উদাহরণে হৃদয়ের প্রীতি ও বাহ্যিক ক্রোধ বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। দ্বিতীয় উদাহরণে তাহা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। পুলকান্বিত গণ্ডে হৃদয়ের প্রীতি এবং ভ্রূলতার কুটিলতা ও শ্রীকৃষ্ণের হস্তকে দূরে নিক্ষেপ-এই দুইটী ক্রিয়ায় ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে।

৪০। বিব্বোক

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ ॥৭৫॥
—গর্ব্ব ও মান বশতঃ স্বীয় অভীষ্ট বস্তুর প্রতিও যে অনাদর, তাহাকে বলে বিব্বোক।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

গর্ব্বহেতুক বিব্বোক

"প্রিয়োক্তিলক্ষেণ বিপক্ষসন্নিধৌ স্বীকারিতাং পশ্য শিখণ্ডমৌলিনা।
শ্যামাতিবামা হৃদয়ঙ্গমামপি স্রজং দরাঘ্রায় নিরাস হেলয়া ॥ ৭৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণ শ্যামার প্রতিপক্ষা সখীদের সাক্ষাতেও অত্যন্ত আগ্রহসহকারে শ্যামাকে মালা দিলেন ;

শ্যামা কিন্তু সেই মালা ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন দেখিয়া বৃন্দাদেবী কৌতুকভরে নান্দীমুখীকে বলিতেছেন—ঐ দেখ) বিপক্ষা রমণীর সান্নিধ্যেও শিখণ্ডমৌলী শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ প্রিয়বাক্য বলিয়া যে মালাটী শ্যামাকে স্বীকার করাইয়াছিলেন, শ্যামার নিকটে তাহা অত্যন্ত হৃদয়ঙ্গমা (মর্ম্মস্পর্শিনী) হইলেও অতিবামা শ্যামা কিন্তু ঈষন্মাত্র আঘ্রাণ করিয়াই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিলেন।"

এ-স্থলে বিপক্ষা রমণীর সাক্ষাতেও শ্রীকৃষ্ণ আগ্রহসহকারে এবং বহু প্রিয় বাক্য সহকারে মালা দান করিয়াছেন বলিয়া শ্যামা মনে করিলেন—বিপক্ষা রমণী হইতে তাঁহার উৎকর্ষ আছে ; ইহাই তাঁহার গর্ব্বের হেতু। কিন্তু প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই মালা শ্যামার অত্যন্ত অভীষ্ট হইলেও সেই গর্ব্ববশতঃ তিনি তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতেই গর্ব্বহেতুক বিব্বোক প্রকাশ পাইয়াছে।

গর্ব্বহেতুক বিব্বোকের অপর দৃষ্টান্ত। যথা,

"স্ফুরত্যগ্রে তিষ্ঠন্ সখি তব মুখক্ষিপ্তনয়নঃ প্রতীক্ষাং কুর্ব্বায়ং ভবদবসরস্যাঘদমনঃ।
দৃশোশ্চৈর্গাম্ভীর্য্যগ্রথিত-গুরুহেলাগহনয়া হসন্তীব ক্ষীবে ত্বমিহ বনমালাং রচয়সি ॥ ৭৫॥

—(সূর্য্যপূজার ছলে সূর্য্যমন্দির-প্রাঙ্গনে গিয়া শ্রীরাধা বনমালা রচনা করিতেছেন। শ্রীরাধার দৃষ্টিপ্রসাদের প্রতীক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দৃষ্টিগোচরে অবস্থান করিলেও শ্রীরাধা স্বীয় স্বাভাবিক সৌভাগ্য-গর্ব্ববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনোযোগ দিতেছেন না। তাহা দেখিয়া আক্ষেপের সহিত ললিতা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে সখি ! তোমার দৃষ্টিপাতের অবসরের প্রতীক্ষায় তোমার মুখের দিকেই সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিয়া তোমার সম্মুখভাগেই অঘারি শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু হে মত্তে ! তুমি মহাগাম্ভীর্য্যময় অতিশয় অবজ্ঞাব্যঞ্জক নয়নে যেন হাস্য প্রকাশ করিয়াই বনমালা রচনা করিতেছ।'

এ-স্থলে অতি অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, অথবা তাঁহার সতৃষ্ণ-দৃষ্টির প্রতি অনাদর প্রকাশ পাওয়াতে গর্ব্বহেতুক বিব্বোক অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুখের প্রতি সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিয়াছেন—ইহাই গর্ব্বের হেতু।

মানহেতুক বিব্বোক

"হরিণা সখি চাটুমণ্ডলীং ক্রিয়মাণামবমন্য মন্যুতঃ।
ন বৃথাদ্য সুশিক্ষিতামপি স্বয়মধ্যাপয় গৌরি শারিকাম্ ॥ ৭৫ ॥

—(গৌরী মানবতী হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ চাটুবাক্যে তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গৌরী তৎসমস্তের প্রতি অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সুশিক্ষিতা শারিকার শিক্ষার নিমিত্ত তাহাকে পাঠ দিতেছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার কোনও সখী বলিতেছেন) হে সখি ! হে গৌরি ! ক্রোধবশতঃ হরিকৃত চাটুবাক্যসমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া সুশিক্ষিতা শারিকাকেও আজ বৃথা পড়াইওনা।"

এ-স্থলে গৌরী মানবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকৃত সানুনয় চাটুবাক্যাদির প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মানহেতুক বিব্বোক প্রকাশ পাইয়াছে।

৪১। ললিত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্ ॥৭৫॥

—যে চেষ্টাবিশেষে অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গি, ভ্রূবিলাসের মনোহারিত্ব এবং সৌকুমার্য্য প্রকাশ পায়, তাহাকে 'ললিত' বলা হয়।"

অপর গ্রন্থদ্বয়ের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

"সুকুমারতয়াঙ্গানাং বিন্যাসো ললিতং ভবেৎ
—সাহিত্যদর্পণ ॥৩।১১৮॥ ; অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥৫।১০৫॥

—সৌকুমার্য্যের সহিত অঙ্গসমূহের বিন্যাসকে 'ললিত' বলে।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ, যথা—

"সভ্রূভঙ্গমনঙ্গবাণজননীরালোকয়ন্তী লতাঃ সোল্লাসং পদপঙ্কজে দিশি দিশি প্রেঙ্খোলয়ন্ত্যুজ্জ্বলা।
গন্ধাকৃষ্টধিয়ঃ করেণ মৃদুনা ব্যাধুন্বতী ষট্পদান্ রাধা নন্দতি কুঞ্জকন্দরতটে বৃন্দাবনশ্রীরিব ॥৭৬॥

—(শ্রীরাধার প্রসাধনের নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে করিতে দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, শ্রীরাধা নিকুঞ্জ-প্রাঙ্গনে পুষ্পিত-লতাশ্রেণীর শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন; শ্রীরাধার তৎকালীন শোভা বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) বৃন্দাবনলক্ষ্মীর ন্যায়ই শ্রীরাধা কুঞ্জগুহার তটদেশে উল্লাসভরে বিচরণ করিতেছেন, মৃদুমধুর হাস্যে তাঁহার বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়াছে, তিনি কামবাণরূপ পুষ্পসমূহের উৎপাদিকা লতামণ্ডলীকে ভ্রূভঙ্গসহকারে দর্শন করিতেছেন, উল্লাসের আতিশয্যে প্রতিদিকে ধীরে ধীরে চরণ-পঙ্কজকে সঞ্চালিত করিতেছেন, আবার তাঁহার অঙ্গসৌরভে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া যে সকল ভ্রমর তাঁহার অঙ্গে পতিত হইতেছে, কোমল করে তাহাদিগকেও দূর করিতেছেন।"

৪২। বিকৃত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"হ্রীমানের্ষ্যাদিভি র্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্।
ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥৭৭॥

—যে স্থলে লজ্জা, মান ও ঈর্ষ্যাদিবশতঃ স্ববিবক্ষিত বিষয় প্রকাশ করা হয়না, পরন্তু চেষ্টাদ্বারাই তাহা ব্যক্ত করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'বিকৃত' বলেন।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন—"বক্তব্যকালেঽপ্যবচো ব্রীড়য়া বিকৃতং মতম্ ॥৩।১২০॥—বক্তব্য-কালেও যে লজ্জাবশতঃ বাক্যহীনতা, তাহাকে 'বিকৃত' বলে।"

অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিপ্রায়ও এই রূপই। "বক্তুং যোগ্যোঽপি সময়ে ন বক্তি ব্রীড়য়া তু যৎ। তদেব বিকৃতং বাচ্যম্ ॥৫।১০৭॥"

উজ্জ্বলনীলমণি হইতে জানা গেল—লজ্জাবশতঃ, মানবশতঃ এবং ঈর্ষ্যাদিবশতঃ 'বিকৃত' জন্মে। এ-স্থলে উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণগুলি উদ্ধৃত হইতেছে।

লজ্জাহেতুক বিকৃত

"নিশময্য মুকুন্দ মন্মুখাত্তবদভ্যর্থিতমত্র সুন্দরী।
ন গিরাভিননন্দ কিন্তু সা পুলকেনৈব কপোলশোভিনা ॥৭৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জাতানুরাগা শ্রীরাধা লজ্জাবশতঃ কাহারও নিকটে স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রতি জাতানুরাগ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটে এক জন দূতীকে পাঠাইলেন। দূতীর নিকটেও শ্রীরাধা কিছু বলিলেন না; কিন্তু দূতীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিয়া মুখে কিছু না বলিলেও শ্রীরাধার দেহে যে চেষ্টা প্রকাশ পাইল, তাহা দেখিয়াই দূতী তাঁহার সম্মতি বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন) হে মুকুন্দ! আমার মুখে তোমার অভ্যর্থিত (প্রার্থনা) শুনিয়া সেই সুন্দরী যদিও বাক্যদ্বারা কোনওরূপ অভিনন্দন জানাইলেন না, তথাপি তাঁহার গণ্ডদ্বয়ের শোভাবিস্তারক পুলকের দ্বারা অভিনন্দন জানাইয়াছেন।"

এ-স্থলে পুলকরূপ চেষ্টা দ্বারা স্বীয় বিবক্ষিতবিষয় প্রকাশ পাইয়াছে।

"ন পরপুরুষে দৃষ্টিক্ষেপো বরাক্ষি তবোচিত স্ত্বমসি কুলজা সাধ্বী বক্ত্রং প্রসীদ বিবর্ত্তয়।
ইতি পথি ময়া নর্ম্মণ্যুক্তে হরের্নববীক্ষণে সদয়মুদয়ৎ কার্পণ্যং মামবৈক্ষত রাধিকা ॥ ৭৮ ॥

—(সখীদের সহিত পথে চলিতে চলিতে পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিশাখা তাঁহার হৃদয় জানিতে পারিয়া নর্ম্ম-পরিহাস সহকারে শ্রীরাধাকে যাহা বলিয়াছিলেন এবং বিশাখার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা যাহা করিয়াছিলেন, ললিতার নিকটে তাহা বর্ণন করিতে যাইয়া বিশাখা ললিতাকে বলিলেন—সখি ললিতে! আজি আমি শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলাম) 'হে বরাক্ষি! তুমি সংকুলজাতা, পরমা সাধ্বী; পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা তোমার উচিত হয়না। আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া তুমি তোমার বদনকে প্রত্যাবর্ত্তন কর।' শ্রীহরির প্রথম দর্শন-কালে পথিমধ্যে নর্ম্মবশতঃ আমি এই কথা বলিলে, যাহাতে আমার দয়ার উদ্রেক হইতে পারে—এইরূপ কাতর নয়নে শ্রীরাধা আমার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিলেন (কাতর নয়নে দৃষ্টিপাতের ব্যঞ্জনা এই যে—একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনের আদেশ দাও, নচেৎ আমার পক্ষে জীবিত থাকাই সম্ভব হইবেনা)।"

এস্থলে মুখে কিছু না বলিলেও দৃষ্টিরূপ চেষ্টা দ্বারা শ্রীরাধা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন।

মানহেতুক বিকৃত

"ময়্যাসক্তবতি প্রসাধনবিধৌ বিস্মৃত্য চন্দ্রগ্রহং
তদ্বিজ্ঞপ্তিসমুৎসুকাপি বিজহৌ মৌনং ন সা মানিনী।
কিন্তু শ্যামলরত্নসম্পুটদলেনাবৃত্য কিঞ্চিন্মুখং
সত্যা স্মারয়তি স্ম বিস্মৃতমসৌ মামৌপরাগীং শ্রিয়ম্ ॥৭৮॥

—(এক সময়ে দ্বারকায় সত্যভামা মানবতী হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মানের উপশম ঘটাইবার জন্য এমনই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, সেই দিন যে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা, তাহাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। যখন চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইল, তখনও তিনি গ্রহণ-বিষয়ে অনুসন্ধানহীন; কিন্তু সত্যভামা স্বীয় মান পরিত্যাগ না করিয়াই মুখে কিছু না বলিয়া চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রগ্রহণের ব্যাপার জানাইয়াছিলেন। সত্যভামার এই অপূর্ব্ব চেষ্টার কথা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন) সখে! চন্দ্রগ্রহণের কথা বিস্মৃত হইয়া আমি মানবতী সত্যভামার মান-প্রসাধনের ব্যাপারে আসক্ত (আবিষ্ট) হইয়া পড়িয়াছিলাম। চন্দ্রগ্রহণের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য সমুৎসুকা হইলেও সত্যভামা কিন্তু মৌন ত্যাগ করিলেন না (মুখে কিছু বলিলেন না); অথচ শ্যামবর্ণ রত্নসম্পুট-দলে স্বীয় মুখখানাকে কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়া চন্দ্রগ্রহণের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে সত্যভামার মুখই যেন চন্দ্র; আর শ্যামবর্ণ রত্ন-সম্পুট যেন রাহু। শ্যামল-রত্নসম্পুট-দলে স্বীয় মুখ কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়া সত্যভামা জানাইলেন যে, রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে। ব্যঞ্জনা এই যে—এখানে আর তোমার থাকার প্রয়োজন নাই; শীঘ্র বাহির হইয়া যাইয়া গ্রহণ-সময়োচিত স্নান-দানাদি কর। মুখাচ্ছাদনরূপ চেষ্টা দ্বারা মানবতী সত্যভামা এই সমস্ত কথা জানাইলেন; অথচ মানবশতঃ মুখে কোনও কথা বলিলেন না।

ঈর্ষ্যাহেতুক বিকৃত

"বিতর তস্করি মে মুরলীং হৃতামিতি মদুদ্ধরজল্পবিবৃত্তয়া।
ভ্রূকুটিভঙ্গুরমর্কসুতাতটে সপদি রাধিকয়াহমুদীক্ষিতঃ॥ ৭৯ ॥

—(শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন—সখে! শ্রীরাধা যমুনার তটে পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি বলিলাম) 'হে তস্করি! তুমি আমার মুরলী চুরি করিয়াছ, এক্ষণে তাহা ফিরাইয়া দাও।' আমার এই প্রগল্‌ভ বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ পরাবৃত্ত হইয়া (মুখ ফিরাইয়া) যমুনাতটে ভ্রূকুটিজনিত কুটিল নেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।"

এ-স্থলে ভ্রূকুটিদ্বারা যাহা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—"তুমি আমাকে চোর বলিয়াছ। আচ্ছা, থাক। আর্য্যাকে বলিয়া তোমাকে আমি ইহার সমুচিত ফল দিব।" কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না; কেননা, তাঁহাকে চোর বলাতে শ্রীরাধার ঈর্ষ্যার বা ক্রোধের উদয় হইয়াছিল; ঈর্ষ্যাবশতঃ বা ক্রোধবশতঃ তিনি মুখে কিছু বলিলেন না।

দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮-অনুচ্ছেদে যে মোট্টায়িতের লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিকৃত-নামক অলঙ্কারের ভেদ এই যে—মোট্টায়িতে প্রিয়সম্বন্ধি-কথাদির শ্রবণে চিত্তে অভিলাষের অভিব্যক্তি হয় এবং তাহা কোনওরূপ চেষ্টাদ্বারা হয়না, আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। কিন্তু বিকৃতে কোনও অভিলাষ ব্যক্ত হয়না, ব্যক্ত হয় বিবক্ষিত (বক্তব্য) বিষয় ; তাহাও কথাদ্বারা নয়, চেষ্টা দ্বারা (লোচনরোচনী ও আনন্দচান্দ্রকা টীকার তাৎপর্য্য)।

৪৩। অন্যান্য অলঙ্কার

পূর্ব্ববর্ত্তী ২২—৪২ অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত 'ভাব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিকৃত' পর্য্যন্ত বিংশতি অলঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে বলিয়াছেন —শ্রীকৃষ্ণের দেহেও যথোচিত ভাবে উল্লিখিত গাত্রজ অলঙ্কারগুলির উদ্ভব হইতে পারে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—"অপর কোনও কোনও পণ্ডিত উল্লিখিত বিংশতি অলঙ্কারের অতিরিক্ত অন্যান্য অলঙ্কারের কথাও বলেন ; কিন্তু ভরতমুনির অসম্মত বলিয়া আমি সেই সমস্তের বিবরণ দিলামনা। কিন্তু কিঞ্চিৎ মাধুর্য্য-পোষক বলিয়া তন্মধ্যে 'মৌগ্ধ্য' ও 'চকিত'-এই দুইটী অলঙ্কার গৃহীত হইল।"*

ক। মৌগ্ধ্য

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্ ।৭১॥—প্রিয়ব্যক্তির নিকটে জ্ঞাতবস্তু-সম্বন্ধেও অজ্ঞের ন্যায় যে জিজ্ঞাসা, তাহাকে বলে মৌগ্ধ্য।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত দৃষ্টান্ত, যথা,

"কাস্তা লতাঃ ক্ব বা সন্তি কেন বা কিল রোপিতাঃ।
কৃষ্ণ মৎকঙ্কণন্যস্তং যাসাং মুক্তাফলং ফলম্ ॥ মুক্তাচরিত ॥

—(সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন) হে কৃষ্ণ! আমার কঙ্কণস্থ মুক্তাফলের ন্যায় যাহাদের ফল দেখিতেছি, সে-সকল লতার নাম কি? উহারা কোন্ স্থানে আছে? কেই বা উহাদিগকে রোপণ করিয়াছেন?"

লতাগুলির নাম-আদি সত্যভামা জানেন ; তথাপি যেন জানেন না—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রশ্ন করিতেছেন।

খ। চকিত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ ॥৭১॥
—প্রিয়তমের সম্মুখে ভয়ের অস্থানেও যে মহাভয়, তাহার নাম চকিত।"

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী ২২-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সাহিত্যদর্পণকার অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের কথা বলিয়াছেন।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত দৃষ্টান্ত, যথা,

"রক্ষ রক্ষ মুহুরেষ ভীষণো ধাবতি শ্রবণচম্পকং মম।
ইত্যুদীর্য্য মধুপাদ্বিশঙ্কিতা সস্বজে হরিণলোচনা হরিম্॥

—(কোনও প্রেমবতী নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার মুখসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া একটী ভ্রমর পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখে পতিত হইতেছে। তখন সেই নায়িকা যেন অত্যন্ত ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) 'রক্ষা কর, রক্ষা কর। এই ভয়ঙ্কর মধুকর আমার কর্ণস্থিত চম্পকের প্রতি বেগভরে মুহুর্মুহু ধাবিত হইতেছে।' একথা বলিয়াই মধুকর-ভয়ে ভীতা সেই হরিণনয়না শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিলেন।"

ভ্রমরের নিকটে চম্পক লোভনীয় নয়। কেননা, কথিত আছে, চম্পকপুষ্পের মধু ভ্রমরের উপর বিষক্রিয়া করে। সুতরাং ভ্রমরের পক্ষে চম্পকের প্রতি ধাবিত হওয়া অসম্ভব। এজন্য ইহা ভয়ের স্থান নহে। তথাপি ভীত হওয়াতেই এ-স্থলে 'চকিত' অলঙ্কার হইয়াছে।

এ-পর্য্যন্ত কান্তারতির বিশেষ অনুভাবের বিবরণ দেওয়া হইল।

৪৪। কান্তারতির বিশেষ উদ্ভাস্বর অনুভাব

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২০-অনুচ্ছেদে সাধারণ উদ্ভাস্বর অনুভাবের কথা বলা হইয়াছে। কান্তারতিতে কয়েকটী বিশেষ উদ্ভাস্বর অনুভাবের কথাও উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে।

"উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ॥
নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোটনম্।
জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ॥ উদ্ভাস্বর।৮০॥

—ভাববিশিষ্ট বা রতিবিশিষ্ট জনের দেহে যাহা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'উদ্ভাস্বর' বলেন। নীবি-স্খলন, উত্তরীয়-স্খলন, ধম্মিল্ল (চুলের খোঁপা)-স্খলন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা (হাই তোলা), নাসিকার প্রফুল্লতা, নিশ্বাসত্যাগাদি (আদি শব্দে—বিলুণ্ঠিত, গীত, আক্রোশন, লোকানপেক্ষিতা, ঘূর্ণা ও হিক্কাদি। টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) হইতেছে উদ্ভাস্বর অনুভাব।"

এ-স্থলে যে কয়টী উদ্ভাস্বর অনুভাবের কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে নীবিস্খলন, উত্তরীয় স্খলন এবং ধম্মিল্ল-স্খলন—এই তিনটী ব্যতীত অন্যান্য উদ্ভাস্বর গুলি পূর্ব্বকথিত সাধারণ উদ্ভাস্বরের মধ্যেও কথিত হইয়াছে (৭।২০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং নীবিস্খলনাদি তিনটীকেই কান্তারতিবিশিষ্টা নায়িকাদের বিশেষ উদ্ভাস্বর বলা যায়।

যাহা হউক, মূল শ্লোকে যে-সকল উদ্ভাস্বরের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সকল হইতেছে বাস্তবিক প্রিয়সঙ্গজনিত গতি-স্থান-আসনাদির এবং মুখ-নেত্রাদির তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যমাত্র এবং এ-সমস্ত দ্বারা রতিমতী নায়িকার অন্তরস্থিত অভিলাষই প্রকটিত হইয়া থাকে। এজন্য এই সমস্ত

হইতেছে, বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত 'বিলাস-নামক অলঙ্কার (৩৩-অনু)' এবং 'মোট্টায়িত-নামক অলঙ্কার (৩৮-অনু)''-এই দুইয়েরই প্রকাশ-বিশেষ ; বস্তুতঃ পৃথক্ নহে। তথাপি শোভাবিশেষের পোষক বলিয়া এ-স্থলে পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণি তাহাই বলেন।

যদ্যপ্যেতে বিশেষাঃ স্যুর্মোট্টায়িত-বিলাসয়োঃ।
শোভাবিশেষপোষিত্বাত্তথাপি পৃথগীরিতাঃ॥ উদ্ভাস্বর।৮৫॥

ইহাতে বুঝা গেল, উল্লিখিত উদ্ভাস্বরগুলি 'অলঙ্কারের'ই বৈচিত্রীবিশেষ। বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া উহাদিগকে 'উদ্ভাস্বর' বলা হইয়াছে।

৪৫। কান্তারতির বাচিক উদ্ভাস্বর

উজ্জ্বলনীলমণিতে কৃষ্ণরতিমতী নায়িকাদিগের দ্বাদশটী বাচিক উদ্ভাস্বরের কথাও বলা হইয়াছে। "আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ। অনুলাপোঽপলাপশ্চ সন্দেশশ্চাতিদেশকঃ। অপদেশোপদেশৌ চ নির্দ্দেশো ব্যপদেশকঃ। কীর্ত্তিতা বচনারম্ভাদ্ দ্বাদশামী মনীষিভিঃ॥ উদ্ভাস্বর।৮৫॥ —আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, উপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ এবং ব্যপদেশ-এই বারটীকে মনীষিগণ বাচিক উদ্ভাস্বর বলিয়া থাকেন ; কেননা, বচন বা বাক্য হইতেই ইহাদের আরম্ভ হইয়া থাকে।"

উজ্জ্বলনীলমণি হইতে ক্রমশঃ উল্লিখিত আলাপাদির বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। আলাপ

"চাটুপ্রিয়োক্তিরালাপঃ ॥৮৫॥—চাটুসূচক প্রিয়োক্তির নাম আলাপ।"

উদাহরণ :—

'কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৪০॥
—(ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) হে অঙ্গ (আমাদের অতিপ্রিয় গোবিন্দ)! ত্রিভুবনে এমন কোন্ স্ত্রীলোক আছেন, তোমার বেণুর অমৃততুল্য মধুর ও অস্ফুট ধ্বনির শ্রবণে সম্মোহিত হইয়া আর্য্যপথ হইতে যিনি বিচলিত না হইবেন ? (বিশেষ আর কি বলিব ?) তোমার এই ত্রৈলোক্য-সৌভগ স্বরূপ (ত্রিভুবনবাসীর সৌন্দর্য্যসারস্বরূপ সর্ব্ববিলক্ষণ) রূপের দর্শনে গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং মৃগসকলও পুলকান্বিত হইয়াছে।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীদিগের চাটুসূচক প্রিয়বাক্য অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া 'আলাপ' হইল।

উল্লিখিত উদাহরণে নায়কের প্রতি নায়িকার চাটুপ্রিয়োক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। নায়িকার প্রতি নায়কের চাটুপ্রিয়োক্তিও যে রসাবহ হয়, নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

"কঠোরা ভব মৃদ্বী বা প্রাণাস্ত্বমসি রাধিকে।
অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ॥　বিদগ্ধমাধব ॥৫।৩১॥

—(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন) হে রাধিকে! আমার প্রতি তুমি কঠোরাই হও, অথবা মৃদ্বীই হও, তুমিই কিন্তু আমার প্রাণ; কেননা, চন্দ্রব্যতীত চকোরের আর অন্য গতি নাই।"

খ। বিলাপ

"বিলাপো দুঃখজং বচঃ ॥৮৫॥—দুঃখজনিত বাক্যের নাম বিলাপ।"

উদাহরণ :—

"পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া॥　শ্রীভা, ১০।৪৭।৪৷৷

—(শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে উদ্ধব ব্রজে আসিলে তাঁহার সাক্ষাতে ব্রজদেবীগণের সনির্বেদ বাক্য; যথা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের মিলনের কোনও সম্ভাবনাই নাই; অথচ মিলনের আশাই আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে; অতএব সেই আশা পরিত্যাগ করিয়া নৈরাশ্য অবলম্বন করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ) স্বৈরিণী (কামচারিণী) হইয়াও পিঙ্গলাও বলিয়াছে—নৈরাশ্যই পরম সুখ। যদিও আমরা তাহা জানি, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য আমাদের আশা অপরিহার্য্যা (তাৎপর্য্য এই যে, পিঙ্গলার শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী আশা ছিলনা; তাহার আশা ছিল অন্যপুরুষের জন্য। তাহা ত্যাগ করা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী আশা কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায়না)।"

গ। সংলাপ

"উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥৮৬॥—উক্তি-প্রত্যুক্তিময় বাক্যকে সংলাপ বলে।"

উদাহরণ :—

'উত্তিষ্ঠারাত্তরৌ মে তরুণি মম তরোঃ শক্তিরারোহণে কা
সাক্ষাদাখ্যামি মুগ্ধে তরণিমিহ রবেরাখ্যয়া কা রতির্মে।
বার্ত্তেয়ং নৌপ্রসঙ্গে কথমপি ভবিতা নাবয়োঃ সঙ্গমার্থা
বার্ত্তাপীতি স্মিতাস্যং জিতগিরমজিতং রাধয়ারাধয়ামি॥

—পদ্যাবলী ॥২৬৯॥

—(নৌকা-বিহারের জন্য গোবর্দ্ধনের মানস-গঙ্গায় একখানা নৌকায় শ্রীকৃষ্ণ নাবিক সাজিয়া বসিয়াছেন। তিনি শ্রীরাধাকে নৌকায় আরোহণ করার জন্য আহ্বান করিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের কয়েকটী উক্তি এবং প্রত্যুক্তি এই শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন) 'হে তরুণি! তুমি আমার এই নিকটস্থ তরিতে (নৌকায়-তরৌ) আরোহণ কর। ('তরি'-শব্দের অর্থ নৌকা; আর, 'তরু'-শব্দের অর্থ বৃক্ষ। সপ্তমী বিভক্তির এক বচনে উভয় শব্দেরই রূপ হয় 'তরৌ'। শ্রীকৃষ্ণ

তরৌ—তরিতে'-শব্দে নৌকার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকিনী শ্রীরাধা 'তরৌ'-শব্দটীকে 'তরু'-শব্দের সপ্তমীবিভক্তির রূপ ধরিয়া উত্তর দিলেন) 'তরুতে (তরৌ—বৃক্ষে) আরোহণ করার শক্তি আমার কোথায়?' (তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন) 'অয়ি মুগ্ধে! তরু নহে; স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি—এই তরণিতে আরোহণ কর।' (তরণি-শব্দেরও দুইটী অর্থ হয়—নৌকা এবং সূর্য্য। নৌকা-অর্থেই শ্রীকৃষ্ণ 'তরণি' বলিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকিনী শ্রীরাধা 'তরণি'-শব্দের' সূর্য্য—রবি'-অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন) 'সূর্য্যে—রবিতে' আমার কি প্রীতি? (তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন) 'আমার এই কথা হইতেছে নৌ-প্রসঙ্গে।' ('নৌ-শব্দেরও দুইটী অর্থ হইতে পারে—নৌকা এবং আমাদের দুইজনের। নৌকা-অর্থেই শ্রীকৃষ্ণ 'নৌপ্রসঙ্গ'—নৌকার প্রসঙ্গ বলিয়াছেন; কিন্তু কৌতুকিনী শ্রীরাধা নৌ-শব্দের 'আবয়োঃ-আমাদের দুইজনের' অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন) 'আমাদের দুইজনের সঙ্গমার্থ কোনও বার্ত্তা (কথা) তো ছিল না।' (কবি বলিতেছেন) শ্রীরাধার বাক্যভঙ্গীতে পরাজিত হইয়া অজিত শ্রীকৃষ্ণের বদনে হাস্য স্ফুরিত হইল। আমি এতাদৃশ হাসিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করি।"

ঘ। **প্রলাপ**

"ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ ॥৮৭॥—ব্যর্থ আলাপের নাম প্রলাপ।"

উদাহরণ:—

"করোতি নাদং মুরলী রলী রলী ব্রজাঙ্গনাহৃন্মথনং থনং থনম্।
ততো বিদূনা ভজতে জতে জতে হরে ভবন্তং ললিতা লিতা লিতা ॥৮৭।

—(ললিতার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রিয় ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়া কোনও ব্রজদেবী অসহিষ্ণু এবং বিকারগ্রস্তা হইয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে শ্রীকৃষ্ণ! বুঝিয়াছি; তোমার মুরলী 'রলী রলী' ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়-মথন 'থন থন' শব্দ প্রকাশ করিতেছে। তাহাতেই ললিতা 'লিতা লিতা' ব্যথিতচিত্তে তোমারই ভজন "জন জন" করিতেছে।"

এ-স্থলে, "মুরলী" বলিতে যাইয়া যে "রলী রলী", "হৃন্মথন" বলিতে যাইয়া "থন থন", "ললিতা" বলিতে যাইয়া "লিতা লিতা" এবং "ভজতে" বলিতে যাইয়া "জতে জতে" বলা হইয়াছে, সেই "রলী রলী", "থন থন", "লিতা লিতা" এবং "জতে জতে" শব্দগুলি হইতেছে ব্যর্থ বা নিরর্থক শব্দ।

ঙ। **অনুলাপ**

"অনুলাপো মুহুর্ব্বচঃ ॥৮৭॥ —একই বাক্যের পুনঃ পুনঃ কথনের নাম অনুলাপ।"

উদাহরণ:—

"নেত্রে নেত্রে নহি নহি পদ্মদ্বন্দ্বং গুঞ্জা গুঞ্জা নহি নহি বন্ধুকালী।
বেণুর্বেণু র্নহি নহি ভৃঙ্গোদ্‌ঘোষঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণো নহি নহি তাপিঞ্ছোঽয়ম্ ॥৮৮॥

—(বন্ধূক—বাঁন্ধুলিও স্থলকমল-এই দুইয়ের সহিত মিলিত কোনও তমালবৃক্ষকে দেখিয়া হর্ষ ও ঔৎসুক্যভরে শ্রীরাধা ললিতাকে তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন—ললিতে !) ঐ দুইটী কি নেত্র, নেত্র ? না, না, ঐ দুইটী পদ্ম, পদ্ম। সখি! ও কি গুঞ্জা, গুঞ্জা ? না, না : উহা বন্ধূকশ্রেণী। ও কি বেণু, বেণু ? না, না ; উহা ভ্রমরের গুঞ্জন। উনি কি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ? না, না ; উহা তো তমাল।”

এ-স্থলে “নেত্র, নেত্র”, “গুঞ্জা গুঞ্জা”, বেণু, বেণু”, “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ” এবং “নহি নহি” প্রভৃতিতে একই কথার বারম্বার উল্লেখ হওয়াতে অনুলাপ হইয়াছে।

চ। অপলাপ

“অপলাপস্তু পূর্ব্বোক্তস্যান্যথা যোজনং ভবেৎ ॥৮৮॥—নিজের কথিত পূর্ব্ববাক্যের অন্যথা যোজনার (অন্য রকম অর্থকরণের) নাম অপলাপ।”

উদাহরণ :—

“ফুল্লোজ্জ্বল-বনমালং কাময়তে কা ন মাধবং প্রমদা।
হরয়ে স্পৃহয়সি রাধে নহি নহি বৈরিণি বসন্তায় ॥৮৮॥

—(কলহান্তরিতা শ্রীরাধা বিশাখার সহিত নির্জনে আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য অত্যুৎকণ্ঠাশতঃ বলিয়া ফেলিলেন—সখি !) ফুল্ল-উজ্জ্বল-বনমালা-শোভিত মাধবকে কোন্ প্রমদা না বাঞ্ছা করেন ? (অকস্মাৎ ললিতা সে-স্থলে উপনীত হইলেন এবং শ্রীরাধার কথা শুনিয়া বলিলেন) রাধে! তুমি কি তবে হরিকে (কৃষ্ণকে) বাঞ্ছা করিতেছ ? (তখন শ্রীরাধা নিজের উক্ত ‘মাধব’-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়া বলিলেন) অহে বৈরিণি! না, না ; কৃষ্ণকে নয়, কৃষ্ণকে নয়। আমি বসন্তের কথাই বলিয়াছি।”

মাধব-শব্দের-অর্থ—কৃষ্ণও হয়, মধুঋতু বসন্তও হয়। প্রথমে শ্রীরাধা যখন “মাধব” বলিয়াছিলেন, তখন বাস্তবিক “কৃষ্ণ”ই ছিল তাঁহার অভিপ্রেত। ললিতার কথায় স্বীয় মনোভাব গোপন করার নিমিত্ত তিনি পূর্ব্বকথিত “মাধব”-শব্দের “বসন্ত” অর্থ করিয়া বলিলেন।

ফুল্লোজ্জ্বল-বনমাল-শব্দের অর্থ-কৃষ্ণপক্ষে “ফুল্ল এবং উজ্জ্বল বনমালা-শোভিত”, আর বসন্ত-পক্ষে “ফুল্ল এবং উজ্জ্বল বনশ্রেণী-শোভিত।”

ছ। সন্দেশ

“সন্দেশস্তু প্রোষিতস্য স্ববার্ত্তাপ্রেষণং ভবেৎ ॥৮৮॥—প্রবাসগত কান্তের নিকটে স্বীয় বার্ত্তাপ্রেরণকে ‘সন্দেশ’ বলে।

উদাহরণ :—

“ব্যাহর মথুরানাথে মম সন্দেশ-প্রহেলিকাং পান্থ।
বিকলা কৃতা কুহূভির্ভতে চন্দ্রাবলী ক লয়ম্ ॥ ৮৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন মথুরায় গন্তুকাম কোনও পথিককে চন্দ্রাবলীনাম্নী গোপীর সখী পদ্মা

বলিলেন) ওহে পথিক ! তুমি মথুরানাথের নিকটে আমার এই সন্দেশ-প্রহেলিকাটী বলিও— ‘কুহূসমূহদ্বারা (অমাবস্যাদ্বারা, পক্ষে কোকিলের কুহূধ্বনিসমূহদ্বারা) চন্দ্রাবলী (চন্দ্রসমূহ, পক্ষে চন্দ্রাবলীনাম্নী-গোপী) বিকলা হইতে হইতে (কলাহীন হইতে হইতে, পক্ষে বিহ্বলা হইতে হইতে) কোথায় লয় প্রাপ্ত হয় ?”

পদ্মাকর্তৃক প্রেরিত সংবাদকে প্রহেলিকা বলা হইয়াছে। যাহার একাধিক অর্থ হয় এবং যাহাতে যথাশ্রুত অর্থের আবরণে অভিপ্রেত অর্থটী প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এতাদৃশ বাক্যকে প্রহেলিকা (বা হেয়ালী) বলে। এ-স্থলে পদ্মাকথিত সংবাদটীর মধ্যে কয়েকটী শব্দের প্রত্যেকটীর দুইটী করিয়া অর্থ হয় ; যথা—‘কুহূ’-শব্দে ‘অমাবস্যাও’ হয় এবং ‘কোকিলের কুহূরবও’ হয়। ‘চন্দ্রাবলী’-শব্দের অর্থ ‘চন্দ্রসমূহও’ হয় এবং ‘চন্দ্রাবলীনাম্নী গোপীও’ হয়। ‘বিকলা’-শব্দের অর্থ ‘কলাহীন, চন্দ্রের কলাহীনও’ হয় এবং ‘বিহ্বলাও’ হয়। আর ‘লয় প্রাপ্তি’-বলিতে ‘লীন হওয়াও’ বুঝায়, ‘মৃত্যুও’ বুঝায়।

যথাশ্রুত অর্থে, ‘কুহূ’-শব্দে অমাবস্যা বা অমাপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষকে বুঝায়। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন চন্দ্রের কলা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে, অর্থাৎ ‘বিকল—বিগতকল’ হইতে, থাকে। এইরূপে সংবাদটীর যথাশ্রুত বাহিরের অর্থ হইবে—“কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের কলাসমূহ যখন প্রতিদিন ক্ষয় হইতে থাকে, তখন শেষকালে চন্দ্র কোথায় লীন হইবে ?” ইহা হইতেছে একটী প্রশ্ন।

এই যথাশ্রুত অর্থের আবরণে প্রচ্ছন্ন অভিপ্রেত অর্থটী হইবে—“কোকিলের কুহূরবে চন্দ্রাবলী নাম্নী গোপী দিনের পর দিন বিহ্বলা হইতেছেন ; তিনি কোথায় মরিবেন ?” ইহাও প্রশ্ন।

ভঙ্গিক্রমে পদ্মা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন—“হে কৃষ্ণ ! তোমার বিরহে চন্দ্রাবলী অধীরা হইয়াছেন। যখনই কোকিলের কুহূধ্বনি শুনেন, তখনই তিনি বিহ্বল হইয়া পড়েন। তুমিও ব্রজে আসিতেছ না। এই অবস্থায় শেষকালে চন্দ্রাবলীর কি গতি হইবে ?

জ। অতিদেশ

“সোঽতিদেশস্তদুক্তানি মদুক্তানীতি যদ্বচঃ ॥৮৯॥-তাঁহার উক্তিই আমার উক্তি, এইরূপ বাক্যকে ‘অতিদেশ’ বলে।”

উদাহরণ ঃ—

“বৃথা কৃথাস্ত্বং বিচিকিৎসিতানি মা গোকুলাধীশ্বরনন্দনাত্র।
গান্ধর্ব্বিকায়া গিরমন্তরস্থাং বীণেব গীতিং ললিতা ব্যনক্তি ॥৯০॥

—(শ্রীরাধা মানবতী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু শ্রীরাধা মান ত্যাগ করিলেন না। ইহা দেখিয়া ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—‘কৃষ্ণ ! কেন এ-স্থলে শ্রীরাধার নিকটে অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করিতেছ ? এখান হইতে চলিয়া যাও।’ কিন্তু ললিতার এইরূপ পরুষ-বচন সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মুখোদ্গীর্ণ বাক্যের অপেক্ষায় সে-স্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এইসময়ে বৃন্দা বলিলেন)-"অহে ব্রজেন্দ্র-নন্দন! এই ললিতার বাক্যে তুমি বৃথাই সংশয় করিতেছ। কেননা, শ্রীরাধার অন্তরের বাক্যই ললিতা বীণার ন্যায় বাহিরে প্রকাশ করিয়াছেন।"

এ-স্থলে ললিতা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শ্রীরাধার অন্তরের কথা হওয়াতে 'অতিদেশ' হইয়াছে।

ঝ। অপদেশ

"অন্যার্থকথনং যত্তু সোঽপদেশ ইতীরিতঃ ॥৯১॥—বক্তব্যবিষয়ের অন্যপ্রকার অর্থকল্পনাকে 'অপদেশ' বলে।" উদাহরণ :—

"ধত্তে বিক্ষতমুজ্জ্বলং পৃথুফলদ্বন্দ্বং নবা দাড়িমী
ভৃঙ্গেণ ব্রণিতং মধূনি পিবতা তাম্রঞ্চ পুষ্পদ্বয়ম্।
ইত্যাকর্ণ্য সখীগিরং গুরুজনালোকে কিল শ্যামলা
চৈলেন স্তনয়োর্যুগং ব্যবদধে দন্তচ্ছদৌ পাণিনা ॥৯২॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার-কালে শ্যামলার অধরে দন্তক্ষত এবং বক্ষোজদ্বয়ে নখক্ষত জন্মিয়াছে। কিন্তু বিলাসের আবেশে এ-বিষয়ে অনবহিত হইয়া শ্যামলা গুরুজন-সম্মুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া, অধর ও স্তনের অবস্থার কথা কৌশলে তাঁহাকে জানাইবার জন্য তাঁহার কোনও সখী শ্যামলাকে যাহা বলিয়াছিলেন এবং সখীর কথা শুনিয়া সাবধান হইয়া শ্যামলা যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীর নিকটে বলিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—শ্যামলার সখী শ্যামলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন) 'এই নবীনা দাড়িমী শুকচঞ্চুদ্বারা বিক্ষত উজ্জ্বল এবং স্থূল দুইটী ফল ধারণ করিতেছে ; আবার মধুপানরত ভ্রমরের দ্বারা ব্রণিত (ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত) রক্তবর্ণ দুইটী পুষ্পও ধারণ করিতেছে।' সখীর এই কথা শুনিয়া গুরুজনসমক্ষে শ্যামলা বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা স্তনযুগলকে এবং হস্তদ্বারা ওষ্ঠদ্বয়কে আবৃত করিলেন।"

এ-স্থলে 'নখক্ষতবিশিষ্ট স্তনদ্বয়কে' শুকদষ্ট দাড়িম্ব-ফলরূপে এবং 'দন্তক্ষতযুক্ত ওষ্ঠদ্বয়কে' ভ্রমর-কৃতক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত পুষ্পদ্বয়রূপে কথিত হওয়ায়—অর্থাৎ অন্যথারূপে অর্থ কল্পিত হওয়ায়,—অপদেশ হইয়াছে।

ঞ। উপদেশ

"যত্তু শিক্ষার্থবচনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥৯৩॥-যে বাক্য শিক্ষার নিমিত্ত কথিত হয়, তাহাকে 'উপদেশ' বলে।" উদাহরণ :—

"মুগ্ধে যৌবনলক্ষ্মী বিদ্যুদ্‌বিভ্রমলোলা ত্রৈলোক্যাদ্ভুতরূপো গোবিন্দোঽতিদুরাপঃ।
তদ্বৃন্দাবনকুঞ্জে গুঞ্জদ্‌ভৃঙ্গসনাথে শ্রীনাথেন সমেতা স্বচ্ছন্দং কুরু কেলিম্॥

—(শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছেন। তাঁহার মান পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত

করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কোনও সখী শ্রীরাধাকে উপদেশ করিয়া বলিলেন) হে মুগ্ধে! যৌবন-সম্পদ্ বিদ্যুদ্‌বিভ্রমের ন্যায় অতি চঞ্চল। ত্রিলোকীমধ্যে অদ্ভুতরূপশালী গোবিন্দও অতি দুর্ল্লভ। অতএব মধুকর-গুঞ্জিত বৃন্দাবন-কুঞ্জে শ্রীনাথের সহিত মিলিত হইয়া স্বচ্ছন্দে কেলি কর।"

ট। নির্দ্দেশ

"নির্দ্দেশস্তু ভবেৎ সোঽয়মহমিত্যাদিভাষণম্॥৯৩॥—সেই এই আমি-ইত্যাদিরূপ ভাষণকে 'নির্দ্দেশ' বলে।" উদাহরণ :—

"সেয়ং মে ভগিনী রাধা ললিতেয়ঞ্চ মে সখী।
বিশাখেয়মহং কৃষ্ণ তিস্রঃ পুষ্পার্থমাগতাঃ॥৯৩॥

—(কুসুমচয়নের জন্য সখীদের সহিত শ্রীরাধা বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কে? কিজন্য এখানে আসিয়াছ?' তখন বিশাখা বলিলেন) হে কৃষ্ণ! ইনি আমার ভগিনী সেই শ্রীরাধা। ইনি আমার সখী ললিতা। আর এই আমি বিশাখা। আমরা এই তিনজন পুষ্পচয়নের জন্য এখানে আসিয়াছি।"

ঠ। ব্যপদেশ

"ব্যাজেনাত্মাভিলাষোক্তি র্ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে॥৯৩॥—ছলক্রমে নিজের অভিলাষ প্রকাশ করাকে 'ব্যপদেশ' বলে।" উদাহরণ :—

"বিলসন্নবকস্তবকা কাম্যবনে পশ্য মালতী মিলতি।
কথমিব চুম্বসি তুম্বীমথবা ভ্রমরোঽসি কিং ক্রমঃ॥৯৩॥

—(মালতীনাম্নী কোনও গোপীর সখী বিপক্ষ-গোপী-রতিলালস শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে একটী ভ্রমরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন) অহে মধুপ! ঐ দেখ, কাম্যবনে নবস্তবক-ভূষিতা মালতী কেমন শোভা পাইতেছে। তুমি কিপ্রকারে তুম্বীকে চুম্বন করিতেছ? অথবা, তুমি তো ভ্রমর, তোমাকে আর কি-ই বা বলিব? তোমার স্বভাবই তো এইরূপ।"

এ-স্থলে মালতীলতার ছলে মালতীনাম্নী গোপীর অভিলাষ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"আলাপ" হইতে আরম্ভ করিয়া "ব্যপদেশ" পর্য্যন্ত দ্বাদশটী বাচিক অনুভাবের (উদ্ভাস্বর অনুভাবের) কথা বলিয়া উজ্জ্বলনীলমণি সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,

'অনুভাবা ভবন্ত্যেতে রসে সর্ব্বত্র বাচিকাঃ।
মাধুর্য্যাধিক্যপোষিত্বাদিহৈব পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

—উল্লিখিত বাচিক অনুভাবসকল (শান্ত-প্রীত-প্রভৃতি) সকল রসেই সম্ভবপর হইয়া থাকে; কিন্তু মধুর-রসে অধিক মাধুর্য্য-পোষক বলিয়া এ-স্থলেই (মধুর-রসের প্রসঙ্গেই) কীর্ত্তিত হইল।"

চতুর্থ অধ্যায়

সাত্ত্বিক ভাব

৪৬। সত্ত্ব ও সাত্ত্বিক ভাব

সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবকেই সাত্ত্বিক ভাব বলে। কিন্তু এই সত্ত্ব মায়িক সত্ত্ব নহে। এ-স্থলে সত্ত্ব হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ॥২।৩।১-২॥

—সাক্ষাদ্‌ভাবে, বা কিঞ্চিৎ ব্যবহিত ভাবেও, কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত যখন আক্রান্ত হয়, তখন সেই চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলা হয়। এই 'সত্ত্ব' হইতে উদ্ভূত ভাবসমূহকে 'সাত্ত্বিক ভাব' বলে।"

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-এই পাঁচটী হইতেছে মুখ্যা রতি। এই পাঁচটী মুখ্যা রতির কোনও একটী দ্বারা যখন চিত্ত আক্রান্ত হয়, তখন বলা হয়—চিত্ত সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

আর, হাস্য, বিস্ময় (অদ্ভুত), উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা (নিন্দা)-এই সাতটীকে বলা হয় গৌণী রতি। এই সাতটী গৌণী রতির কোনও একটী দ্বারা যখন চিত্ত আক্রান্ত হয়, তখন বলা হয়—চিত্ত ব্যবহিত ভাবে কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

এইরূপে, সাক্ষাদ্‌ভাবেই হউক, কি ব্যবহিত ভাবেই হউক, যে কোনও প্রকারে কৃষ্ণরতিদ্বারা (অর্থাৎ পাঁচটী মুখ্যা রতি এবং সাতটী গৌণী রতি—এই দ্বাদশ রতির মধ্যে যে কোনও রকমের কৃষ্ণরতি দ্বারা) চিত্ত আক্রান্ত হইলেই চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলা হয় (পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

এতাদৃশ সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাব (অনুভাব)-সমূহকে বলে সাত্ত্বিক ভাব।

সাত্ত্বিক ভাব আটটী। যথা, স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ (পুলক), স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

৪৭। সাত্ত্বিক ভাবের ভেদ

সাত্ত্বিক ভাব তিন রকমের—স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ। "স্নিগ্ধা দিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ॥ ভ, র. সি, ২।৩।২॥"

ক্রমশঃ ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

ক। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক

স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক আবার দুই রকমের—মুখ্য এবং গৌণ।

মুখ্য স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক

মুখ্যারতি (অর্থাৎ শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চবিধা রতির কোনও এক রতির) দ্বারা আক্রান্ত চিত্ত হইতে উদ্ভূত সাত্ত্বিক ভাবসমূহকে 'মুখ্য স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক' বলে।

এতাদৃশ স্থলেই (অর্থাৎ মুখ্যা রতির দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলেই) সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধ হইয়াছে বলা হয়।

আক্রমান্মুখ্যয়া রত্যা মুখ্যাঃ স্যুঃ সাত্ত্বিকা অমী।
বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ সাক্ষাদেবাত্র সূরিভিঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৩॥

উদাহরণ :—

কুন্দৈর্মুকুন্দায় মুদা সৃজন্তী স্রজং বরাং কুন্দবিড়ম্বিদন্তী।
বভূব গান্ধর্ব্বরসেন বেণোর্গান্ধর্ব্বিকা স্পন্দনশূন্যগাত্রী॥

—কুন্দবিনিন্দিত-দন্তী শ্রীরাধা, মুকুন্দের নিমিত্ত কুন্দকুসুমের মালা রচনা করিতেছিলেন ; এমন সময়ে বেণুর মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি নিস্পন্দাঙ্গী হইয়া রহিলেন।"

এ-স্থলে মধুরা রতি (ইহা একটী মুখ্যারতি) দ্বারা শ্রীরাধিকার চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার চিত্ত সত্ত্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সত্ত্ব হইতে উদ্ভূত 'স্তম্ভ'-নামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে তিনি নিস্পন্দাঙ্গী হইয়া রহিলেন। ইহা হইতেছে মুখ্য স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকের উদাহরণ। স্বেদাদি অন্য সাত্ত্বিক ভাবেও এইরূপই জানিতে হইবে। "মুখ্যঃ স্তম্ভোঽয়মিত্থং তে জ্ঞেয়াঃ স্বেদাদয়োঽপি চ॥ ভ, র, সি,। ২।৩।৩॥"

গৌণ স্নিগ্ধসাত্ত্বিক

গৌণী রতিদ্বারা (অর্থাৎ হাস্য-বিস্ময়াদি সপ্তবিধা রতির কোনও রতির দ্বারা) চিত্ত আক্রান্ত হইলে যে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, তাহাকে বলে 'গৌণ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক।' এ-রূপ স্থলেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধকে কিঞ্চিদ্‌ব্যবহিত সম্বন্ধ বলা হয়।

রত্যাক্রমণতঃ প্রোক্তা গৌণাস্তে গৌণভূতয়া।
অত্র কৃষ্ণস্য সম্বন্ধঃ স্যাৎ কিঞ্চিদ্‌ব্যবধানতঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৩॥

উদাহরণ :—

"স্ববিলোচনচাতকাম্বুদে পুরি নীতে পুরুষোত্তমে পুরা।
অতিতাম্রমুখী সগদ্‌গদং নৃপমাক্রোশতি গোকুলেশ্বরী॥ ভ, র, সি, ২।৩।৩॥

—স্বীয় লোচন-চাতকের পক্ষে মেঘস্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে মথুরাপুরীতে নীত হইলে, পশ্চাৎ গোকুলেশ্বরী যশোদা ক্রোধে তাম্রমুখী হইয়া গদ্‌গদ্‌বচনে ব্রজনৃপতিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে 'অতিতাম্রমুখী'-শব্দে বৈবর্ণ্য এবং 'সগদ্গদং'-শব্দে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। বৈবর্ণ্য ও স্বরভঙ্গ হইতেছে দুইটা সাত্ত্বিক ভাব। গৌণী রতি ক্রোধের উদয়ে এই দুইটী সাত্ত্বিক ভাব উদ্ভূত হওয়ায় এ-স্থলে 'গৌণ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক' হইল।

খ। দিগ্ধ সাত্ত্বিক

"রতিদ্বয়বিনাভূতৈর্ভাবৈর্মনস আক্রমাৎ।
জনে জাতরতৌ দিগ্ধাস্তে চেদ্রত্যনুগামিনঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪॥

—মুখ্যা ও গৌণী রতি ব্যতিরেকে জাতরতি জনে ভাবের দ্বারা মন আক্রান্ত হইলে যদি ঐ ভাব রতির অনুগামী হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'দিগ্ধ' বলে।"

উদাহরণ :—

"পূতনামিহ নিশম্য নিশায়াং সা নিশান্তলুঠদুদ্ভটগাত্রীম্।
কম্পিতাঙ্গলতিকা ব্রজরাজ্ঞী পুত্রমাকুলমতির্বিচিনোতি॥ ঐ।৫।

—একদা রজনীশেষে স্বপ্নাবেশে ভূমিতে লুণ্ঠায়মানা উদ্ভটগাত্রী পূতনাকে দেখিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা কম্পিতাঙ্গী ও ব্যাকুলচিত্তা হইয়া স্বীয় পুত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে ব্রজেশ্বরী যশোদা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জাতরতি, অনাদিসিদ্ধ-বাৎসল্য-রতি-বিশিষ্টা। কিন্তু তিনি নিদ্রিতা ছিলেন বলিয়া প্রথমে তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের স্ফূর্ত্তি ছিলনা--সুতরাং স্বীয় পুত্র-শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার বাৎসল্যরতিও তখন উদ্বুদ্ধ ছিলনা। স্বপ্নে পূতনার দর্শনে যে ভয়ের উদয় হইয়াছিল, তাহাও প্রথমে ছিল তাঁহার স্ববিষয়ক ভয়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নহে ; কেননা, প্রথমে নিদ্রাবেশে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি তাঁহার ছিলনা। এইরূপে দেখা গেল—মুখ্যা রতি বাৎসল্য এবং গৌণী রতি ভয়-এই রতিদ্বয় ব্যতিরেকেই তিনি 'কম্পিতাঙ্গী' হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার দেহে 'কম্প'-নামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। "পূতনামিতি স্বাপ্নিকং চরিতং লক্ষ্যতে নিশান্তে তস্যা লোঠনা শ্রুতেঃ। অতএব নিদ্রামোহেন পুত্রস্য প্রথমং তত্রাস্তিত্বাস্ফূর্ত্তেঃ স্ববিষয়মেব ভয়ং জাতম্॥ লোচনরোচনী টীকা॥" ব্রজেশ্বরীর দেহে যে কম্পের উদয় হইয়াছিল, তাহাও পূর্ব্বে ভয়ানক-দর্শন হইতে জাত, তাঁহার কৃষ্ণরতি হইতে জাত নহে। "কম্প ইতি পূর্ব্বন্তু কেবল-ভয়ানক-দর্শনাজ্জাতোয়ং ন তু 'স্ববিলোচনে'-ত্যাদৌ বৈবর্ণ্যাদিরিব রতিমূল ইতি ভাবঃ॥ লোচনরোচনী টীকা॥" কিন্তু প্রথমে নিদ্রাবেশ-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি না থাকিলেও—সুতরাং স্ববিষয়ক ভয় এবং কম্প উদিত হইলেও, পূতনার দর্শনে বাৎসল্যরতিমতী যশোদার স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়েও পূতনা হইতে ভয় হইল এবং সেই ভয়ে তখন তাঁহার দেহে যে কম্পের উদয় হইয়াছিল, সেই কম্প হইতেছে তাঁহার বাৎসল্যরতির অনুগামী, বাৎসল্যরতি উদ্বুদ্ধ হওয়াতেই পূতনা হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় আশঙ্কা করিয়া কম্পিতগাত্রে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রতির অনুগামী বলিয়া এ-স্থলে কম্প হইতেছে 'দিগ্ধ সাত্ত্বিক

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"কম্পো রত্যনুগামিত্বাদসৌ দিগ্ধ ইতীর্য্যতে ॥২।৩।৬॥" টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"পুত্রং বিচিনোতীতি রত্যনুগামিত্বম্ ॥"

গ। রুক্ষ সাত্ত্বিক

"মধুরাশ্চর্য্য-তদ্বার্ত্তোৎপন্নৈর্মুদ্বিস্ময়াদিভিঃ।
জাতা ভক্তোপমে রুক্ষা রতিশূন্যে জনে ক্বচিৎ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৭॥

—মধুর ও আশ্চর্য্য ভগবৎ-কথা-শ্রবণের ফলে কখনও যদি ভক্তসদৃশ অথচ রতিশূন্য জনে ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে 'রুক্ষ সাত্ত্বিক' বলা হয়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জাতা ইতি ভক্তোঽত্র জাতরতিঃ, প্রকরণাৎ। —প্রকরণ হইতে জানা যায়, এ-স্থলে (ভক্তোপম-শব্দের অন্তর্গত) 'ভক্ত'-শব্দে 'জাতরতি ভক্ত'ই বুঝাইতেছে।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"সিদ্ধভক্তোপমে জনে—সিদ্ধভক্ততুল্য জনে।" ইহাতে বুঝা যায়, যাঁহার দেহে "রুক্ষ সাত্ত্বিক" উদিত হয়, তিনি নিজে "সিদ্ধভক্তও" নহেন. "জাতরতি" ভক্তও নহেন; তাঁহার মধ্যে "কৃষ্ণরতি" নাই; শ্লোকস্থ "রতিশূন্যে"-শব্দ হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। তিনি জাতরতি বা সিদ্ধ ভক্তের সদৃশমাত্র। কিন্তু তিনি যদি কৃষ্ণরতি-শূন্যই হয়েন, তাঁহার চিত্ত সত্ত্বতা প্রাপ্ত হইতে পারেনা; সুতরাং তাঁহার দেহে বাস্তব সাত্ত্বিক ভাবেরও উদয় হইতে পারে না। তথাপি এ-স্থলে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ের কথা বলা হইল কেন? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকায় ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"সিদ্ধভক্তোপমে জনে বিস্ময়াদিভির্জাতাঃ সাত্ত্বিকা রুক্ষাঃ সাত্ত্বিকাস্তু তদ্ভূতা রুক্ষাঃ স্যুঃ কর্বুরাভিধাঃ॥" তাৎপর্য্য এই যে—এতাদৃশ ভক্তোপম অথচ রতিশূন্য জনে যে সাত্ত্বিকভাব (পুলকাদি) কখনও কখনও দৃষ্ট হয়, তাহা সত্ত্ব (কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত) হইতে উদ্ভূত নহে, কৃষ্ণকথাশ্রবণের ফলে যে আনন্দ-বিস্ময়াদি জন্মে, সেই আনন্দ-বিস্ময়াদি হইতেই তাহার উদ্ভব। এজন্য এই সাত্ত্বিক ভাবকে "রুক্ষ-সাত্ত্বিক" বলে—কর্বুরের ন্যায় রুক্ষ বলিয়া 'কর্বুরাভিধ সাত্ত্বিক' বলা হয়। "কর্বুর"-শব্দের অর্থ—ধুস্তূর ফল (শব্দকল্পদ্রুম)।

উদাহরণ :—

"ভোগৈকসাধনজুষা রতিগন্ধশূন্যং স্বং চেষ্টয়া হৃদয়মত্র বিবৃণ্বতোঽপি।
উল্লাসিনঃ সপদি মাধবকেলিগীতৈ স্তস্যাঙ্গমুৎপুলকিতং মধুরৈস্তদাসীৎ॥ ঐ ২।৩।৭॥

—যে ব্যক্তি কেবল-ভোগসাধন-তৎপরা চেষ্টাদ্বারা স্বীয় রতিশূন্য হৃদয়কে আবৃত করিয়া রাখেন, তিনিও যদি মধুর-মাধবলীলাগীত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ উৎপুলকিত হইয়া পড়ে।"

এ-স্থলে "উৎপুলকিতম্ অঙ্গম্"-বাক্যে যে রোমাঞ্চ (রোমাঞ্চ একটী সাত্ত্বিকভাব) কথিত

এ-স্থলে 'অতিতাম্রমুখী'-শব্দে বৈবর্ণ্য এবং 'সগদ্গদং'-শব্দে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। বৈবর্ণ্য ও স্বরভঙ্গ হইতেছে দুইটী সাত্ত্বিক ভাব। গৌণী রতি ক্রোধের উদয়ে এই দুইটী সাত্ত্বিক ভাব উদ্ভূত হওয়ায় এ-স্থলে 'গৌণ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক' হইল।

খ। দিগ্ধ সাত্ত্বিক

"রতিদ্বয়বিনাভূতৈর্ভাবৈর্মনস আক্রমাৎ।
জনে জাতরতৌ দিগ্ধাস্তে চেদ্রত্যনুগামিনঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪॥

—মুখ্যা ও গৌণী রতি ব্যতিরেকে জাতরতি জনে ভাবের দ্বারা মন আক্রান্ত হইলে যদি ঐ ভাব রতির অনুগামী হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'দিগ্ধ' বলে।"

উদাহরণ :—

"পূতনামিহ নিশম্য নিশায়াং সা নিশান্তলুঠদুদ্ভটগাত্রীম্।
কম্পিতাঙ্গলতিকা ব্রজরাজ্ঞী পুত্রমাকুলমতির্বিচিনোতি॥ ঐ।৫।

—একদা রজনীশেষে স্বপ্নাবেশে ভূমিতে লুণ্ঠায়মানা উদ্ভটগাত্রী পূতনাকে দেখিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা কম্পিতাঙ্গী ও ব্যাকুলচিত্তা হইয়া স্বীয় পুত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে ব্রজেশ্বরী যশোদা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জাতরতি, অনাদিসিদ্ধ-বাৎসল্য-রতি-বিশিষ্টা। কিন্তু তিনি নিদ্রিতা ছিলেন বলিয়া প্রথমে তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের স্ফূর্ত্তি ছিলনা-সুতরাং স্বীয় পুত্র-শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার বাৎসল্যরতিও তখন উদ্বুদ্ধ ছিলনা। স্বপ্নে পূতনার দর্শনে যে ভয়ের উদয় হইয়াছিল, তাহাও প্রথমে ছিল তাঁহার স্ববিষয়ক ভয়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নহে; কেননা, প্রথমে নিদ্রাবেশে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি তাঁহার ছিলনা। এইরূপে দেখা গেল—মুখ্যা রতি বাৎসল্য এবং গৌণী রতি ভয়-এই রতিদ্বয় ব্যতিরেকেই তিনি 'কম্পিতাঙ্গী' হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার দেহে 'কম্প'-নামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। "পূতনামিতি স্বাপ্নিকং চরিতং লক্ষ্যতে নিশান্তে তস্যা লোঠনা শ্রুতেঃ। অতএব নিদ্রামোহেন পুত্রস্য প্রথমং তত্রাস্তিত্বাস্ফূর্ত্তেঃ স্ববিষয়মেব ভয়ং জাতম্॥ লোচনরোচনী টীকা॥" ব্রজেশ্বরীর দেহে যে কম্পের উদয় হইয়াছিল, তাহাও পূর্ব্বে ভয়ানক-দর্শন হইতে জাত, তাঁহার কৃষ্ণরতি হইতে জাত নহে। "কম্প ইতি পূর্ব্বস্তু কেবল-ভয়ানক-দর্শনাজ্জাতোঽয়ং ন তু 'স্ববিলোচনে'-ত্যাদৌ বৈবর্ণ্যাদিরিব রতিমূল ইতি ভাবঃ॥ লোচনরোচনী টীকা॥" কিন্তু প্রথমে নিদ্রাবেশ-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি না থাকিলেও—সুতরাং স্ববিষয়ক ভয় এবং কম্প উদিত হইলেও, পূতনার দর্শনে বাৎসল্যরতিমতী যশোদার স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়েও পূতনা হইতে ভয় হইল এবং সেই ভয়ে তখন তাঁহার দেহে যে কম্পের উদয় হইয়াছিল, সেই কম্প হইতেছে তাঁহার বাৎসল্যরতির অনুগামী, বাৎসল্যরতি উদ্বুদ্ধ হওয়াতেই পূতনা হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় আশঙ্কা করিয়া কম্পিতগাত্রে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রতির অনুগামী বলিয়া এ-স্থলে কম্প হইতেছে 'দিগ্ধ সাত্ত্বিক

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"কম্পো রত্যনুগামিত্বাদসৌ দিগ্ধ ইতীর্য্যতে ॥২।৩।৬॥" টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"পুত্রং বিচিনোতীতি রত্যনুগামিত্বম্ ॥"

গ। **রুক্ষ সাত্ত্বিক**

"মধুরাশ্চর্য্য-তদ্বার্ত্তোৎপন্নৈর্মুদ্বিস্ময়াদিভিঃ।
জাতা ভক্তোপমে রুক্ষা রতিশূন্যে জনে কচিৎ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৭॥

—মধুর ও আশ্চর্য্য ভগবৎ-কথা-শ্রবণের ফলে কখনও যদি ভক্তসদৃশ অথচ রতিশূন্য জনে ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে 'রুক্ষ সাত্ত্বিক' বলা হয়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জাতা ইতি ভক্তোঽত্র জাতরতিঃ, প্রকরণাৎ। —প্রকরণ হইতে জানা যায়, এ-স্থলে (ভক্তোপম-শব্দের অন্তর্গত) 'ভক্ত'-শব্দে 'জাতরতি ভক্ত'ই বুঝাইতেছে।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"সিদ্ধভক্তোপমে জনে—সিদ্ধভক্ততুল্য জনে।" ইহাতে বুঝা যায়, যাঁহার দেহে "রুক্ষ সাত্ত্বিক" উদিত হয়, তিনি নিজে "সিদ্ধভক্তও" নহেন. "জাতরতি" ভক্তও নহেন; তাঁহার মধ্যে "কৃষ্ণরতি" নাই; শ্লোকস্থ "রতিশূন্যে"-শব্দ হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। তিনি জাতরতি বা সিদ্ধ ভক্তের সদৃশমাত্র। কিন্তু তিনি যদি কৃষ্ণরতি-শূন্যই হয়েন, তাঁহার চিত্ত সত্ত্বতা প্রাপ্ত হইতে পারেনা; সুতরাং তাঁহার দেহে বাস্তব সাত্ত্বিক ভাবেরও উদয় হইতে পারে না। তথাপি এ-স্থলে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ের কথা বলা হইল কেন? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকায় ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"সিদ্ধভক্তোপমে জনে বিস্ময়াদিভির্জাতাঃ সাত্ত্বিকা রুক্ষাঃ সাত্ত্বিকাস্ত তদ্ভূতা রুক্ষাঃ স্যুঃ কর্বুরাভিধাঃ॥" তাৎপর্য্য এই যে—এতাদৃশ ভক্তোপম অথচ রতিশূন্য জনে যে সাত্ত্বিকভাব (পুলকাদি) কখনও কখনও দৃষ্ট হয়, তাহা সত্ত্ব (কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত) হইতে উদ্ভূত নহে, কৃষ্ণকথাশ্রবণের ফলে যে আনন্দ-বিস্ময়াদি জন্মে, সেই আনন্দ-বিস্ময়াদি হইতেই তাহার উদ্ভব। এজন্য এই সাত্ত্বিক ভাবকে "রুক্ষ-সাত্ত্বিক" বলে—কর্বুরের ন্যায় রুক্ষ বলিয়া 'কর্বুরাভিধ সাত্ত্বিক' বলা হয়। "কর্বুর"-শব্দের অর্থ—ধুস্তূর ফল (শব্দকল্পদ্রুম)।

উদাহরণ :—

"ভোগৈকসাধনজুষা রতিগন্ধশূন্যং স্বং চেষ্টয়া হৃদয়মত্র বিবৃণ্বতোঽপি।
উল্লাসিনঃ সপদি মাধবকেলিগীতৈ স্তস্যাঙ্গমুৎপুলকিতং মধুরৈস্তদাসীৎ॥ ঐ ২।৩।৭॥

—যে ব্যক্তি কেবল-ভোগসাধন-তৎপরা চেষ্টাদ্বারা স্বীয় রতিশূন্য হৃদয়কে আবৃত করিয়া রাখেন, তিনিও যদি মধুর-মাধবলীলাগীত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ উৎপুলকিত হইয়া পড়ে।"

এ-স্থলে "উৎপুলকিতম্ অঙ্গম্"-বাক্যে যে রোমাঞ্চ (রোমাঞ্চ একটী সাত্ত্বিকভাব) কথিত

হইল, ইহা হইতেছে 'রুক্ষ সাত্ত্বিক।' কেননা, ইহার মূলে কৃষ্ণরতি নাই; "রতিগন্ধশূন্যং"-শব্দেই তাহা বলা হইয়াছে।

রুক্ষ সাত্ত্বিককে বস্তুতঃ "সাত্ত্বিক" বলাও যায়না; কেননা, রতিগন্ধশূন্য চিত্ত বলিয়া "সত্ত্ব" হইতে ইহার উদ্ভব নহে। বাহ্যিক আকারে সাত্ত্বিকের সদৃশ বলিয়া ইহাকে "সাত্ত্বিকাভাস"ই বলা যায়।

৪৮। সাত্ত্বিকভাবসমূহের উদ্ভবের প্রকার

সাত্ত্বিক ভাবসমূহের মূল হেতু হইতেছে, কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহের দ্বারা চিত্তের আক্রমণ; সেই আক্রমণে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু এই চিত্তবিক্ষোভ কি প্রকারে বাহিরে ভক্তের দেহে দৃশ্যমান্ স্তম্ভাদিরূপে আত্মপ্রকট করে, তৎসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্॥
তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী। তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ॥
বৈবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ। চত্বারি ক্ষ্মাদিভূতানি প্রাণো জাত্ববলম্বতে॥
কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্ দেহে চরতি সর্ব্বতঃ। স্তব্ধং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রুজলাশ্রয়ঃ॥
তেজস্থঃ স্বেদবৈবর্ণ্যে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ। স্বস্থ এব ক্রমান্মন্দমধ্যতীব্রত্বভেদভাক্॥
রোমাঞ্চ-কম্প-বৈস্বর্য্যান্যত্র ত্রীণি তনোত্যসৌ। বহিরন্তশ্চ বিক্ষোভবিধায়িত্বাদতঃ স্ফুটম।
প্রোক্তানুভাবতামীষাং ভাবতা চ মনীষিভিঃ॥ ২।৩।৭—৯॥

—চিত্ত সত্ত্বীভাবাপন্ন হইলে (কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত হইলে) উদ্ভটত্ব (অত্যন্ত চঞ্চলত্ব) প্রাপ্ত হয়। এই চঞ্চলতাপ্রাপ্ত চিত্ত তখন আপনাকে প্রাণে সমর্পণ করে। তখন প্রাণও বিকারাপন্ন হইয়া দেহকে অত্যধিক রূপে ক্ষুভিত করে। তখনই ভক্তদেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। এই স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ (পুলক), স্বরভেদ, বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। প্রাণ (প্রাণবায়ু) কখনও কখনও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ-এই চারিটীকে অবলম্বন করে, কখনও বা স্বপ্রধান হইয়া (অর্থাৎ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া) দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। সেই প্রাণ যখন ভূমিস্থিত (ক্ষিতিতে স্থিত) হয়, তখন স্তম্ভ প্রকাশ পায়; যখন জলকে (অপ্‌কে) আশ্রয় করে, তখন অশ্রু প্রকাশ পায়, যখন তেজে স্থিত হয়, তখন স্বেদ এবং বৈবর্ণ্য প্রকাশ পায় এবং যখন আকাশে (ব্যোমে) অবস্থিত হয়, তখন প্রলয় প্রকাশ পায়। আর, সেই প্রাণ যখন নিজেতেই (বায়ুতেই) অবস্থিত হয়, তখন মন্দ, মধ্য ও তীব্রতাদি ভেদপ্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ-এই তিনটী প্রকাশ পায়। এই সকল সাত্ত্বিক ভাব স্পষ্টরূপেই বাহ্য (দেহের) এবং অন্তরের ক্ষোভ বিধান করে বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাদের অনুভাবত্ব ও ভাবত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

এ-সমস্ত উক্তি হইতে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় সম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই :—কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত যখন বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়, তখন তাহা অত্যন্ত ক্ষোভিত বা চঞ্চল হইয়া পড়ে ; এতই চঞ্চল হয় যে, নিজেকে নিজে সম্বরণ করিতে পারে না ; তখন সেই অতি চঞ্চল চিত্ত নিজেকে প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) সমর্পণ করে। অতি চঞ্চল কোনও বস্তু অপর কোনও বস্তুতে পতিত হইলে যেমন সেই চঞ্চল বস্তুর চাঞ্চল্য অপর বস্তুতেও সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ অতি চঞ্চল চিত্ত যখন নিজেকে প্রাণে সমর্পণ করে, তখন প্রাণও (প্রাণবায়ুও) অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ বা চঞ্চল হইয়া পড়ে ; প্রাণের এই বিক্ষোভের ফলে ভক্তের দেহ এবং দেহস্থিত ক্ষিত্যপ্‌তেজ-আদি ভূতসমূহও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে দেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। এই রূপে দেখা গেল—সাত্ত্বিক ভাবের উদয়বিষয়ে ভক্তের বুদ্ধির, বা ইচ্ছার, বা প্রয়াসের কোনও অবকাশ নাই। সত্ত্ব হইতে, অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত হইতে, আপনা-আপনিই, সত্ত্বের প্রভাবেই, স্তম্ভাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু হাস্য-গীত-নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর অনুভাবে চিত্তের এতাদৃশী অবস্থা হয়না। ইহাই উদ্ভাস্বর অনুভাব হইতে সাত্ত্বিক ভাবের বৈলক্ষণ্য।

এক্ষণে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আনুগত্যে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

৪৯। স্তম্ভ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভবঃ।
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ ॥২।৩।১০॥

—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ (ক্রোধ) হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়। এই স্তম্ভে বাগাদিরাহিত্য, নিশ্চলতা এবং শূন্যতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।"

স্তম্ভ হইতেছে মনের অবস্থাবিশেষ। মনের এই অবস্থা দেহের এবং ইন্দ্রিয়াদিরও স্তব্ধতা জন্মায়। স্তম্ভের উদয় হইলে বাগাদিরাহিত্য জন্মে, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া লোপ পায়। নৈশ্চল্য-শব্দে হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারশূন্যতা বুঝায়, অর্থাৎ স্তম্ভের উদয়ে হস্ত-পদাদির সঞ্চালন সম্ভব হয়না। শূন্যতা-শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারশূন্যতা বুঝায়, অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণাদির ক্রিয়া স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। কিন্তু মনের ব্যাপার থাকে। "শূন্যত্বস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাস্তরাণাং, মনসস্তু ব্যাপারোঽস্তি॥ টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী।" এইরূপে জানা গেল—যাঁহার দেহে স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির নাড়াচাড়া করিতে পারেন না, চক্ষুর পলকাদিও ফেলিতে পারেন না ; কিন্তু অন্তরে আনন্দ অনুভব করেন।

ক। হর্ষজনিত স্তম্ভ

"যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাসলীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্ভিরনুপ্রবৃত্তধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ॥ শ্রীভা, ৩।২।১৪॥

—উদ্ধব বিদুরকে বলিলেন—'হে বিদুর! (ব্রজস্ত্রীগণ একদিন যখন তাঁহাদের মার্জ্জন-লেপন-দধিমথনাদি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নয়নপথের গোচরীভূত হইলেন; তিনি অনুরাগের সহিত তাঁহাদের প্রতি লীলাবলোকন করিলেন এবং সমধুর হাসি প্রকাশ করিলেন। তাহাতে যে রসসমূহ অভিব্যক্ত হইল) শ্রীকৃষ্ণের সেই অনুরাগ-রসপ্লুত হাসি ও লীলাবলোকনের দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ অত্যন্ত মান (আদর—চক্রবর্ত্তিপাদ) প্রাপ্ত হইলেন (অর্থাৎ তাঁহারা অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। ইহার পরে তিনি যখন সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টির সহিত বুদ্ধিও তাঁহার অনুগমন করিল। তাহার ফলে, তাঁহাদের প্রারব্ধ গৃহকর্ম্ম সমাপ্ত না হইলেও (সেই কার্য্যে তাঁহারা আর প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না) তাঁহারা নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণের হাসাবলোকনাদিতে ব্রজসুন্দরীদের চিত্তে যে হর্ষের উদয় হইয়াছিল, তাহার ফলেই তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতারূপ স্তম্ভ প্রকাশ পাইয়াছিল।

খ। ভয়জনিত স্তম্ভ

"গিরিসন্নিভমল্লচক্ররুদ্ধং পুরতঃ প্রাণপরার্দ্ধতঃ পরার্দ্ধ্যম্।
তনয়ং জননী সমীক্ষ্য শুষ্যন্নয়না হন্ত বভূব নিশ্চলাঙ্গী॥২।৩।১১॥

—গিরিসদৃশ মল্লসমূহে অবরুদ্ধ (বেষ্টিত) প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া জননী দেবকীদেবী শুষ্কনয়না হইয়া নিশ্চলাঙ্গী হইয়া রহিলেন।"

এ-স্থলে, দুর্দ্ধর্ষ মল্লগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া দেবকীমাতা মল্লগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়াছেন। এই ভয়বশতঃই তিনি নিশ্চলাঙ্গী হইয়াছেন, তাঁহার দেহে স্তম্ভনামক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে দেবকীমাতার বাৎসল্যরতি আছে বলিয়াই ভয়জনিত এই স্তম্ভকে সাত্ত্বিকভাব বলা হইয়াছে।

গ। আশ্চর্য্যবশতঃ স্তম্ভ

"ততোঽতিকুতুকোদ্‌বৃত্তস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দ্দেব্যন্তীব পুত্রিকা॥ শ্রীভা, ১০।১৩।৫৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনের অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী বৎসপালগণকে এবং তাঁহাদের বৎসগণকেও অপহরণ করিয়া স্বনির্ম্মিত মায়াশয্যায় রাখিয়া সত্যলোকে চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহার দেহ হইতেই সেই-সেই বৎস ও বৎসপালগণের অনুরূপ বৎস ও বৎসপালগণকে প্রকটিত করিলেন। নরমানে একবৎসর পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বৎস ও বৎসপালদের সহিত বৎস-

চারণে যাতায়াত করিয়াছেন। বৎসরান্তে ব্রহ্মা পুনরায় আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার রচিত মায়াশয্যায় তাঁহার অপহৃত বৎসাদিও আছে, আবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও তাহারা আছে। ব্রহ্মা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তৎক্ষণাৎই আবার দেখিলেন—প্রত্যেক বৎস এবং বৎসপাল, তাঁহাদের বেত্র-শৃঙ্গাদিও দিব্যালঙ্কারে ভূষিত শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মাদিধারী চতুর্ভুজরূপে বিরাজিত, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের স্তবস্তুতি করিতেছে, তাঁহাদের অনির্ব্বচনীয় তেজে চরাচর জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া) তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য তেজের প্রভাবে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় আনন্দজনিত স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইল, তিনি তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন, একটী কথাও বলিতে পারিলেন না, নিশ্চল হইয়া রহিলেন। ব্রজাধিষ্ঠাত্রী কোনও দেবতার নিকটে স্থাপিত নিশ্চল প্রতিমার ন্যায়, তখন ব্রহ্মাও চতুর্ম্মুখ কনক-প্রতিমার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।”

এ-স্থলে আশ্চর্য্যব্যাপার দর্শনের ফলে ভক্তপ্রবর ব্রহ্মার স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। ব্রহ্মা পরমভক্ত ছিলেন।

উজ্জ্বলনীলমণির সাত্ত্বিক-প্রকরণ হইতেও নিম্নলিখিত উদাহরণটী উদ্ধৃত হইতেছে।

“তব মধুরিমসম্পদং বিলক্ষ্য ত্রিজগদলক্ষ্যতুলাং মুকুন্দ রাধা।
কলয় হৃদি বলবচ্চমৎক্রিয়াসৌ সমজনি নির্নিমিষা চ নিশ্চলা চ ॥৪॥

—(শ্রীরাধাকে দেখাইয়া মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) ঐ দেখ মুকুন্দ! ত্রিলোকে তুলনারহিত তোমার মাধুর্য্যসম্পদ্ দর্শন করিয়া এই শ্রীরাধার হৃদয়ে বলবতী চমৎক্রিয়া উৎপন্ন হইযাছে। এজন্য ইঁহার চক্ষুর পলক পড়িতেছেনা, অঙ্গসকলও নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে।”

ঘ। বিষাদজাত স্তম্ভ

“বকসোদরদানবোদরে পুরতঃ প্রেক্ষ্য বিশন্তমচ্যুতম্।
দিবিষন্নিকরো বিষণ্ণধীঃ প্রকটং চিত্রপটায়তে দিবি ॥ভ, র, সি, ২।৩।১৪॥

—সম্মুখস্থ বকসহোদর অঘাসুরের উদরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্বর্গে দেবতাসকল বিষাদযুক্ত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াছিলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ, যথা—

“বিলম্বমম্ভোরুহলোচনস্য বিলোক্য সম্ভাবিতবিপ্রলম্ভা।
সঙ্কেতগেহস্য নিতান্তমঙ্কে চিত্রায়িতা তত্র বভূব চিত্রা ॥ সাত্ত্বিক ॥৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় চিত্রা সঙ্কেতকুঞ্জে গিয়াছেন। কিন্তু কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় বিপ্রলম্ভের আশঙ্কা করিয়া চিত্রা স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একথাই চিত্রার কোনও সখী স্বীয় সখীর নিকটে বলিতেছেন) অদ্য কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া বিপ্রলম্ভের আশঙ্কাবশতঃ সঙ্কেতকুঞ্জের নিতান্ত ক্রোড়দেশে চিত্রা চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন।”

ঙ। **অমর্ষজাত স্তম্ভ**

"কর্ত্তুমিচ্ছতি মুরদ্বিষে পুরঃ পত্রীমোক্ষমকৃপে কৃপীসুতে।

সত্বরোঽপি রিপুনিষ্ক্রিয়ে রুষা নিষ্ক্রিয়ঃ ক্ষণমভূৎকপিধ্বজঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।১৪॥

—কৃপাশূন্য কৃপীনন্দন অশ্বত্থামা সম্মুখভাগে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, কপিধ্বজ অর্জ্জুন শত্রুদমনে ত্বরান্বিত হইয়াও রোষ (অমর্ষ)-বশতঃ ক্ষণকাল চেষ্টাশূন্য হইয়া রহিলেন।"

এ-স্থলে অমর্ষবশতঃ অর্জ্জুনের স্তম্ভভাবোদয়ের কথা বলা হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে উল্লিখিত উদাহরণটীও এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"মাধবস্য পরিবর্ত্তিতগোত্রাং শ্যামলা নিশি গিরং নিশময্য।

দেবযোষিদিব নির্নিমিষাক্ষী ছায়য়া চ রহিতা ক্ষণমাসীৎ॥ সাত্ত্বিক ॥৫॥

—(শ্যামলার সখী শ্রীরাধাকে বলিলেন) প্রিয়সখি! রজনীযোগে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলার সহিত বিহার করিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার বদন হইতে অন্য গোপীর (পালির) নাম—'হে প্রিয়ে পালি!' এই কথাটী বাহির হইল। তাহা শুনামাত্র শ্যামলা (রোষভরে) নির্নিমেষলোচনা ও ছায়াশূন্যা দেবনারীর ন্যায় নিমিষরহিতা হইয়া রহিলেন।"

এ-স্থলে শ্যামলানাম্নী গোপীর অমর্ষজাত স্তম্ভের কথা বলা হইয়াছে।

৫০। ***স্বেদ বা ঘর্ম্ম***

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"স্বেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ ॥২।৩।১৪॥

—(কৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে) হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি হইতে জাত দেহের ক্লেদকে (আর্দ্রতাকে) স্বেদ বলে।"

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও ব্যাপারে ভক্তের যদি হর্ষ, বা ভয়, বা ক্রোধাদি জন্মে, তাহা হইলে তখন তাঁহার দেহে যে ঘর্ম্মের উদয় হয়, তাহাকে বলে স্বেদ-নামক সাত্ত্বিক ভাব।

ক। **হর্ষজনিত স্বেদ**

"কিমত্র সূর্য্যাতপমাক্ষিপন্তী মুগ্ধাক্ষি চাতুর্য্যমুরীকরোষি।

জ্ঞাতং পুরঃ প্রেক্ষ্য সরোরুহাক্ষং স্বিন্নাসি ভিন্না কুসুমায়ুধেন ॥২।৩।১৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দে শ্রীরাধা ঘর্ম্মাক্তা হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার কারণ গোপন করার জন্য সূর্য্যের তাপকেই তিরস্কার করিতেছেন—অর্থাৎ সূর্য্যোত্তাপেই তাঁহার দেহে ঘর্ম্মের উদয় হইয়াছে, ইহাই যেন প্রকাশ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার কোনও সখী তাঁহাকে বলিতেছেন) অহে মুগ্ধাক্ষি রাধে! তুমি চাতুর্য্য অঙ্গীকার করিয়া সূর্য্যের আতপকে তিরস্কার করিতেছ কেন? আমি জানিতে পারিয়াছি, সম্মুখস্থ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই কন্দর্পের কুসুমশরে পীড়িতা হইয়া তুমি ঘর্ম্মাক্তা হইয়াছ।"

খ। ভয়জনিত স্বেদ

"কুতুকাদভিমন্যুবেশিনং হরিমাক্রুশ্য গিরা প্রগল্‌ভয়া।
বিদিতাকৃতিরাকুলঃ ক্ষণাদজনি স্বিন্নতনুঃ স রক্তকঃ॥ ২।৩।১৬॥

—এক দিন শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকবশতঃ অভিমন্যুর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তদবস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কৃষ্ণভৃত্য রক্তক তাঁহাকে কর্কশবাক্যে তিরস্কার করিয়াছিলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন যে—'ইনি কৃষ্ণ, অভিমন্যু নহেন, তখন ব্যাকুলচিত্তে রক্তক ক্ষণকাল ঘর্ম্মাক্তদেহ হইয়া রহিলেন।'"

অভিমন্যু হইতেছেন শ্রীরাধার পতিম্মন্য কোনও গোপ। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়'-ইত্যাদি (১০।৩৩।৩৭) শ্লোকানুসারে জানা যায়, অভিমন্যুর নিকটে যোগমায়া-নির্ম্মিতা যে রাধামূর্ত্তি থাকেন, তাঁহারই পতি হইতেছেন অভিমন্যু। আর রক্তক হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক ভৃত্যবিশেষ। অভিমন্যুবেশী শ্রীকৃষ্ণকে রক্তক তিরস্কার করিয়াছেন; কিন্তু পরে যখন জানিতে পারিলেন—ইনি শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যু নহেন, তখন বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকেই—স্বীয় প্রভুকেই তিনি তিরস্কার করিয়াছেন মনে করিয়া রক্তকের ভয় হইল; সেই ভয়েই তাঁহার দেহে স্বেদনামক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছিল।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"মাভূর্বিশাখে তরলা বিদূরতঃ পতিস্তবাসৌ নিবিড়লতাকুটী।
ময়া প্রযত্নেন কৃতাঃ কপোলয়োঃ স্বেদোদবিন্দুর্মকরীর্বিলুম্পতি ॥সাত্ত্বিক প্রকরণ॥৭॥

—(একদা বিশাখা নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, দৈবাৎ শুনিলেন, তাঁহার পতিম্মন্য এই দিকে আসিতেছে; তখন ভয়ে বিশাখা ঘর্ম্মাক্তা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন) বিশাখে! তরলা (চঞ্চলা) হইও না; তোমার পতি (পতিম্মন্য) অতি দূরে। এই কুঞ্জকুটীরও অতি নিবিড় (তোমার পতি এই কুঞ্জের নিকটে আসিলেও তোমাকে দেখিতে পাইবে না; সুতরাং ভয়ের কোনও কারণ নাই)। আমি অতি প্রযত্নে তোমার কপোলদ্বয়ে যে মকরীপত্র রচনা করিয়াছি, তাহা তোমার স্বেদজলে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।"

গ। ক্রোধজাত স্বেদ

"সমীক্ষ্য শক্রং সরুষো গরুত্মতঃ যজ্ঞস্য ভঙ্গাদতিবৃষ্টিকারিণম্।
ঘনোপরিষ্টাদপি তিষ্ঠতস্তদা নিপেতুরঙ্গাদ্ ঘননীরবিন্দবঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।১৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ইন্দ্র তাহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ব্রজমণ্ডলের উপরে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত করিতেছিলেন সেই অবস্থায়) যজ্ঞভঙ্গ-নিবন্ধন অতিবৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া, মেঘের উপরিভাগে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও, রোষান্বিত গরুড়ের দেহ হইতে ঘন ঘন ঘর্ম্মবিন্দু পতিত হইতে লাগিল।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিমান্ গরুড় ইন্দ্রের আচরণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার দেহে স্বেদনামক সাত্ত্বিকের উদয় হইয়াছিল।

উজ্জ্বলনীলমণিতে উল্লিখিত উদাহরণ ঃ—

"খিন্নাপি গোত্রস্খলনেন পালী শালীনভাবং ছলতো ব্যতানীৎ।

তথাপি তস্যাঃ পটমার্দ্রয়ন্তী স্বেদাম্বুবৃষ্টিঃ ক্রুধমাচচক্ষে ॥সাত্ত্বিক ॥৮॥

—(শ্রীকৃষ্ণ পালীনাম্নী গোপীর সহিত মিলিত হইয়াছেন ; কিন্তু দৈবাৎ পালীর সাক্ষাতেই তিনি পালীর নামোল্লেখ না করিয়া 'হে শ্যামলে !' বলিয়া শ্যামলানাম্নী গোপীর নাম উল্লেখ করিয়া ফেলিলেন। তখন পালীর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীদেবীর নিকটে বলিতেছেন) দেবি ! গোত্রস্খলন-নিমিত্ত (অর্থাৎ পালীর নামের পরিবর্ত্তে শ্যামলার নাম উল্লেখ করায়) যদিও পালী ছলপূর্ব্বক স্বীয় শালীনতার ভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তথাপি কিন্তু তাঁহার স্বেদাম্বু তাঁহার বসনের আর্দ্রতা বিধান করিয়া তাঁহার ক্রোধভাবই প্রকাশ করিতে লাগিল। (গোত্র—নাম)।"

ইহা হইতেছে পালীর ক্রোধজনিত স্বেদনামক সাত্ত্বিকের উদাহরণ।

৫১। রোমাঞ্চ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ।

রোম্নামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ ॥২।৩।১৭॥"

—(শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপারে) আশ্চর্য্যদর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ হয় ; রোমাঞ্চে গাত্রস্থ রোমসকলের উদ্গম এবং গাত্র-সংস্পর্শনাদি হইয়া থাকে।"

ক। আশ্চর্য্যদর্শনজনিত রোমাঞ্চ

"ডিম্বস্য জৃম্ভাং ভজতস্ত্রিলোকীং বিলোক্য বৈলক্ষ্যবতী মুখান্তঃ।

বভূব গোষ্ঠেন্দ্রকুটুম্বিনীয়ং তনূরুহৈঃ কুট্মলিতাঙ্গযষ্টিঃ ॥২।৩।১৮॥

—বালকের (শ্রীকৃষ্ণের) জৃম্ভণ-সময়ে মুখমধ্যে ত্রিলোকী (স্বর্গ, মর্ত্ত, ও পাতাল) দর্শন করিয়া বিস্মিতা নন্দপত্নী যশোদা রোমাঞ্চদ্বারা কুঞ্চিতাঙ্গী হইয়াছিলেন।"

যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া স্তন্যপান করাইতেছিলেন। স্তন্যপানান্তে শ্রীকৃষ্ণ হাই তুলিলে যশোদা তাঁহার স্তন্যপায়ী শিশুর মুখমধ্যে ত্রিলোকী দর্শন করিলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের দর্শনে তাঁহার দেহে রোমাঞ্চ উদিত হইয়াছিল।

খ। হর্ষজনিত রোমাঞ্চ

"কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।

অপ্যাঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্ বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥শ্রীভা, ১০।৩০।১০॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। পৃথিবীর গাত্রে—ভূমিতে—স্নিগ্ধ দূর্ব্বাঙ্কুরাদি দেখিয়া তাহাকেই পৃথিবীর পুলক মনে করিয়া তাঁহারা পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) হে ক্ষিতে ! তুমি কোন্ অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলে, যাহার ফলে কেশবের (শ্রীকৃষ্ণের) চরণ-স্পর্শে তোমার হর্ষাতিশয়রূপ উৎসব জন্মিয়াছে ; কেননা, রোমাবলীদ্বারা উৎপুলকিত হইয়া তুমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছ (ইহাই তোমার শ্রীকৃষ্ণচরণ-স্পর্শজনিত হর্ষাধিক্যের পরিচায়ক। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি) তোমার এই হর্ষোৎসব কি সাম্প্রতিক চরণস্পর্শ হইতে জাত ? না কি পূর্ব্বাবধি ; লোকত্রয়ের আক্রমণার্থ ত্রিবিক্রম যখন স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া পাদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার চরণস্পর্শে তোমার এই হর্ষোৎসব ? অহো ! না কি তাহারও পূর্ব্বে তাঁহার বরাহরূপের দৃঢ় আলিঙ্গনেই তোমার এই হর্ষোৎসব ?”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত দৃষ্টান্ত, যথা.

“তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্য নিমীল্য চ।

পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥শ্রীভা, ১০।৩২।৮॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় হঠাৎ গোপীদের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে পাইয়া) কোনও গোপী স্বীয় নয়ন-রন্ধ্রের দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে লইয়া গিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যোগীর ন্যায় পুলকিতাঙ্গী হইয়া আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিতা হইয়া রহিলেন।”

গ। উৎসাহজনিত রোমাঞ্চ

‘শৃঙ্গং কেলিরণারম্ভে রণয়ত্যঘমর্দ্দনে।

শ্রীদাম্নো যোদ্ধুকামস্য রেমে রোমাঞ্চিতং বপুঃ ॥ভ, র, সি, ২।৩।১৯॥

—ক্রীড়াযুদ্ধের আরম্ভে অঘমর্দন শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গধ্বনি শুনিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শ্রীদামের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।”

এ-স্থলে ক্রীড়াযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহজনিত রোমাঞ্চ বিবৃত হইয়াছে।

ঘ। ভয়জনিত রোমাঞ্চ

“বিশ্বরূপধরমদ্ভুতাকৃতিং প্রেক্ষ্য তত্র পুরুষোত্তমং পুরঃ।

অর্জ্জুনঃ সপদি শুষ্যদাননঃ শিশ্রিয়ে বিকটকণ্টকাং তনুম্ ॥ভ, র, সি, ২।৩।১৯॥

—সম্মুখভাগে বিশ্বরূপধারী অদ্ভুতাকার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শুষ্কবদন অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ স্বীয় দেহমধ্যে বিকট-রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন।”

৫২। স্বরভেদ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

'বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্।
বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্‌গদিকাদিকৃৎ ॥২।৩।২০॥"

—(শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও ব্যাপারে) বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ (ক্রোধ), আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ জন্মে। স্বরভেদে গদ্‌গদ্‌বাক্যাদি প্রকাশ পায়।"

ক। বিষাদজাত স্বরভেদ

"ব্রজরাজ্ঞি রথাৎ পুরো হরিং স্বয়মিত্যর্দ্ধবিশীর্ণজল্পয়া।
হ্রিয়মেণদৃশা গুরাবপি শ্লথয়ন্ত্যা কিল রোদিতা সখী॥ ভ, র, সি, ২।৩।২১॥

(শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে উঠিতেছেন; সে-স্থানে যশোদাও আছেন, সখীগণের সহিত শ্রীরাধাও আছেন। যশোদা শ্রীরাধার গুরুজন; কিন্তু বিষাদখিন্না শ্রীরাধা তাঁহার সাক্ষাতেও লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়া যশোদামাতাকে বলিলেন) হে ব্রজরাজ্ঞি! সম্মুখস্থ রথ হইতে শ্রীহরিকে আপনি 'স্বয়ংই'-এই অর্দ্ধবাক্য শেষ হইতে না হইতেই গুরুজন-সমক্ষে স্বীয় সখী ললিতাকে রোদন করাইয়াছিলেন।"

এ-স্থলে শ্রীরাধা বলিতে চাহিয়াছিলেন—"রথারোহণ হইতে শ্রীহরিকে আপনি স্বয়ংই নিবৃত্ত করুন।" কিন্তু বিষাদজনিত স্বরভেদবশতঃ সম্পূর্ণ বাক্য বলিতে পারিলেননা—'রথারোহণ হইতে হরিকে স্বয়ং' পর্য্যন্তই বলিতে পারিলেন। শ্রীরাধার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রিয়সখী ললিতা রোদন করিতে লাগিলেন।

খ। বিস্ময়জাত স্বরভেদ

"শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ সবেপথুর্গদ্‌গদয়ৈলতেলয়া॥ শ্রীভা, ১০।১৩।৬৪॥

—(ব্রহ্মমোহন-লীলায়) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রণামান্তর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া লোচনদ্বয় মার্জ্জন করিয়া নতকন্ধর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া সমাহিত চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্‌গদ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।"

ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা যে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার বিস্ময় জন্মিয়াছিল; সেই বিস্ময় হইতেই তাঁহার গদ্‌গদবাক্যরূপ স্বরভেদের উদয় হইয়াছে।

গ। অমর্ষজাত স্বরভেদ

"প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ সংরম্ভগদ্‌গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৩০॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া স্বজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন।

তাঁহারা ভাবিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রিয় হইয়াও অপ্রিয়ের ন্যায় কথা বলিতেছেন। তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রোষান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অবস্থা বর্ণন করিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন) মহারাজ! গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরপ্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ; তাঁহার নিমিত্ত তাঁহারা অন্য সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের প্রেষ্ঠ ; কিন্তু তাঁহার মুখে প্রিয়েতর (অপ্রিয়) কথা শুনিয়া রোদনজনিত উপহত (অন্ধপ্রায়) নয়ন মার্জ্জিত করিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ রোষভরে গদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন (কি বলিলেন, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে)।”

ঘ। হর্ষজাত স্বরভেদ

“হৃষ্যত্তনুরুহো ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ।
গিরা গদ্‌গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ।
প্রণম্য মূর্দ্ধাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৯।৫৬-৫৭॥

—(কৃষ্ণ-বলরামকে সঙ্গে লইয়া অক্রূর মথুরায় যমুনাতটে উপনীত হইলে তাঁহাদিগকে রথে বসাইয়া যখন স্নানার্থ যমুনার জলে নিমগ্ন হইলেন, তখন তিনি জলমধ্যেও কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিলেন ; আরও দেখিলেন,—তাঁহাদের অনন্ত বিভূতি, সকলে তাঁহাদের স্তব-স্তুতি ও সেবাদি করিতেছেন। ইহা দেখিয়া অক্রূর অত্যন্ত প্রীত হইলেন) তাঁহার গাত্র পুলকে পরিপূর্ণ হইল, ভাবোদয়ে তাঁহার সমস্ত দেহ ও লোচন আর্দ্র হইতে লাগিল। 'আমাদের এই শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর'—ইহা জানিয়া পরমভক্তি-সহকারে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন এবং সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরে ধীরে গদ্‌গদ্ বচনে স্তব করিতে লাগিলেন।”

ঙ। ভয়জাত স্বরভেদ

“ত্বয্যর্পিতং বিতর বেণুমিতি প্রমাদী শ্রুত্বা মদীরিতমুদীর্ণবিবর্ণভাবঃ।
তূর্ণং বভূব গুরুগদ্‌গদরুদ্ধকণ্ঠঃ পত্রী মুকুন্দ তদনেন স হারিতোঽস্তি॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, সখে) পত্রী-নামক তোমার ভৃত্যকে আমি বলিলাম —'অহে! তোমাকে যে বেণু অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যর্পণ কর।' আমার এই কথা শুনিয়া তোমার সেই ভৃত্য প্রমাদান্বিত হইয়া বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার কণ্ঠরোধ হওয়াতে গদ্‌গদবাক্য নির্গত হইতে লাগিল। অতএব হে মুকুন্দ! পত্রীর অনবধানতাবশতঃ তোমার বেণু হারিত (নাশিত) হইয়াছে।”

এ-স্থলে বেণু হারাইয়াছে বলিয়া ভীতিবশতঃ পত্রীর স্বরভেদ (গদ্‌গদ বাক্য)।

৫৩। বেপথু বা কম্প

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—“বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ॥ ২।৩।২৪॥—বিত্রাস (বিশেষ ভয়), অমর্ষ (ক্রোধ) ও হর্ষাদি দ্বারা গাত্রের যে চাঞ্চল্য জন্মে, তাহাকে 'বেপথু বা কম্প' বলে।

ক। বিত্রাসহেতু কম্প

"শঙ্খচূড়মধিরূঢ়বিক্রমং প্রেক্ষ্য বিস্তৃতভুজং জিঘৃক্ষয়া।

হা ব্রজেন্দ্রতনয়েতি বাদিনী কম্পসম্পদমধত্ত রাধিকা॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৫॥

—(শ্রীরাধিকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত ; এমন সময় শঙ্খচূড় আসিয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া শ্রীরাধাকে ধারণের চেষ্টা করিল। তখন) উৎকট পরাক্রমশালী এবং ধারণেচ্ছায় প্রসারিত-হস্ত শঙ্খচূড়কে দেখিয়া 'হা ব্রজেন্দ্রতনয়!'—এই মাত্র বলিয়া শ্রীরাধা অত্যধিকরূপে কম্পিতাঙ্গী হইলেন।"

শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণেরও অনিষ্ট করিতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে নিজেকেও বঞ্চিত করিতে পারে—এ-সমস্ত ভাবিয়াই শ্রীরাধা অত্যন্ত ভীতা হইয়া কম্পিতাঙ্গী হইয়াছেন।

খ। অমর্ষজাত কম্প

"কৃষ্ণাধিক্ষেপজাতেন ব্যাকুলো নকুলানুজঃ।

চকম্পে দ্রাগমর্ষেণ ভূকম্পে গিরিরাড়িব॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৬॥

—(শিশুপাল-কৃত) কৃষ্ণনিন্দা-শ্রবণে ব্যাকুলচিত্ত নকুলানুজ সহদেব ক্রোধে অধীর হইয়া, ভূমিকম্পে গিরিরাজ যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ কম্পিত হইতে লাগিলেন।"

গ। হর্ষজাত কম্প

"বিহসসি কথং হতাশে পশ্য ভয়েনাদ্য কম্পমানাস্মি।

চঞ্চলমুপসীদন্তং নিবারয় ব্রজপতেস্তনয়ম্॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণদর্শনজাত হর্ষবশতঃ কোনও গোপী কম্পিতা হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার সখী তাঁহাকে পরিহাস করিতেছিলেন। তখন সেই গোপী তাঁহার সখীকে বলিলেন) হে হতাশে! কেন পরিহাস করিতেছ? দেখ, অদ্য আমি ভয়ে (অবহিত্থাবশতঃ, অর্থাৎ নিজের ভাব গোপন করিবার উদ্দেশ্যে হর্ষ না বলিয়া ভয় বলিতেছেন ; আমি ভয়ে) কম্পমানা হইতেছি। তুমি সমীপস্থ এই চঞ্চল ব্রজেন্দ্র-তনয়কে নিবারণ কর।"

৫৪। বৈবর্ণ্য

"বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।

ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৬॥

—বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে বর্ণবিকারের নাম 'বৈবর্ণ্য।' ভাবজ্ঞগণ বলেন, এই বৈবর্ণ্যে মলিনতা ও কৃশতাদি জন্মিয়া থাকে।"

ক। বিষাদজাত বৈবর্ণ্য

"শ্বেতীকৃতাখিলজনং বিরহেণ তবাধুনা।

গোকুলং কৃষ্ণ দেবর্ষেঃ শ্বেতদ্বীপভ্রমং দধে॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৭।

—হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে গোকুলবাসী জনসকল শ্বেতবর্ণ হওয়াতে দেবর্ষি নারদের পক্ষে গোকুলকে শ্বেতদ্বীপ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল।”

এ-স্থলে কৃষ্ণবিরহজনিত বিষাদবশতঃ বৈবর্ণ্য উদাহৃত হইয়াছে।

খ। রোষজাত বৈবর্ণ্য

“কংসশক্রনভিযুঞ্জতঃ পুরো বীক্ষ্য কংসসহজানুদায়ুধান্।

শ্রীবলস্য সখি পশ্য রুষ্যতঃ প্রোদ্যদিন্দুনিভমাননং বভৌ ॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৮॥

—(কংস নিহত হইলে কংসের অনুজ কঙ্কন্যগ্রোধাদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধের জন্য তাঁহার সম্মুখীন হইলে তত্রত্য পুরনারীগণ পরস্পরকে বলিয়াছিলেন) সখি! দেখ দেখ। কংস-শত্রু শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থ সমাগত অস্ত্রধারী কংস-সহোদরদিগকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে শ্রীবলদেবের বদন উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় অরুণবর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।”

শ্রীবলদেবের স্বাভাবিক বর্ণ হইতেছে রজত-ধবল ; ক্রোধে তাহা অরুণ বর্ণ হইয়াছে।

গ। ভয়জনিত বৈবর্ণ্য

“ক্রীড়ন্ত্যাস্তটভুবি মাধবেন সার্দ্ধং তত্রারাৎ পতিমবলোক্য বিক্লবায়াঃ।

রাধায়াস্তনুমনু কালিমা তথাসীত্তেনেয়ং কিমপি যথা ন পর্য্যচায়ি॥ উ, নী, ম, সাত্ত্বিক ॥১৯॥

—(শ্রীরাধা যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াপরায়ণা, এমন সময় তিনি দেখিলেন, তাঁহার পতিম্মন্য অভিমন্যু একটু দূরে উপস্থিত। তখন ভয়বশতঃ তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে বলিয়াছিলেন) মাধবের সহিত যমুনাতটে বিহার করিতে করিতে দূর হইতে পতিকে দেখিয়া শ্রীরাধা অত্যন্ত ভীতা হইলেন ; তাঁহার দেহ তখন এইরূপ কালিমাময় হইয়াছিল যে, অভিমন্যু কিছুমাত্র তাঁহার পরিচয় করিতে পারিলেন না।”

ঘ। বৈবর্ণ্যের বৈশিষ্ট্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—বিষাদজাত বৈবর্ণ্যে শ্বেত, ধূসর এবং কখনও কখনও কালিমা প্রকাশ পায়।

রোষজনিত বৈবর্ণ্যে রক্তিমা প্রকাশ পায় এবং ভয়জনিত বৈবর্ণ্যে কালিমা এবং কোনও কোনও স্থলে শুক্লিমাও প্রকাশ পায়।

অতিশয় হর্ষবশতঃও বৈবর্ণ্য জন্মে ; তখন কোনও স্থলে স্পষ্টরূপে রক্তিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে ; কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র হয়না বলিয়া ইহার উদাহরণ দেওয়া হইল না।

বিষাদে শ্বেতিমা প্রোক্তা ধৌসর্য্যং কালিমা কচিৎ। রোষে তু রক্তিমা ভীত্যাং কালিমা কাপি শুক্লিমা॥
রক্তিমা লক্ষ্যতে ব্যক্তো হর্ষোদ্রেকেঽপি কুত্রচিৎ। অত্রাসার্ব্বত্রিকত্বেন নৈবাস্যোদাহৃতিঃ কৃতা॥
২।৩।২৯—৩০॥

৫৮। অশ্রু

"হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্‌গমঃ।
হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে।
সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভ-রাগসংমার্জ্জনাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৩১॥

—হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিবশতঃ বিনাপ্রযত্নে নেত্রে যে জলোদ্‌গম হয়, তাহাকে অশ্রু বলে। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব এবং রোষজনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব থাকে। সর্ব্বপ্রকার অশ্রুতেই নয়নের ক্ষোভ (চাঞ্চল্য), রক্তিমা এবং সম্মার্জ্জনাদি ঘটিয়া থাকে।

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—নাসিকাস্রাবও অশ্রুর অঙ্গবিশেষ।

ক। হর্ষজাত অশ্রু

"গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেঽপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা॥ ভ, র, সি, ২।৩।৩২॥

—পদ্মলোচনা রুক্মিণী গোবিন্দদর্শন-বিঘ্নকর অশ্রুসমূহবর্ষণকারী আনন্দকে অতিশয়রূপে নিন্দা করিয়াছিলেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"আনন্দস্য বাষ্পপূরাভিবর্ষিত্বমেব নিন্দ্যত্বেন বিবক্ষিতম্, ন তু স্বরূপম্। সবিশেষণবিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ॥" তাৎপর্য্য—এ-স্থলে স্বরূপতঃ আনন্দ নিন্দনীয় নহে, আনন্দের বাষ্পপূরাভিমর্ষিত্বই নিন্দনীয়; শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দে এত অধিক অশ্রু বর্ষিত হইতেছে যে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বিঘ্ন জন্মিতেছে; কৃষ্ণদর্শনের বিঘ্নজনক অত্যধিক আনন্দাশ্রুকেই রুক্মিণী দেবী নিন্দা করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—মূল শ্লোকে আছে "আনন্দ"কেই নিন্দা করিয়াছিলেন; বাষ্পপূরাভিবর্ষিত্বের নিন্দার কথা তো নাই; সুতরাং উল্লিখিতরূপ অর্থ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীজীবপাদ তৎকৃত অর্থের সমর্থক একটী ন্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—"সবিশেষণ-বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ।" শ্রীপাদ এ-স্থলে সম্পূর্ণ ন্যায়বচনটী উদ্ধৃত করেন নাই; সম্পূর্ণ বাক্যটী এই:—"সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে (শ্রীভা, ১১।৩০।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিধৃত বচন)।—বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের সহিত বিধি বা নিষেধের যোগ থাকিলে যদি বিশেষ্যের সহিত সেই বিধি বা নিষেধের সম্বন্ধ বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষণের উপরে সেই বিধি বা নিষেধের প্রভুত্ব সংক্রামিত হইবে।" (১।১।১৪৪-অনুচ্ছেদ, ৪৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য স্থলে বিশেষ্য "আনন্দম্"-পদের সহিত "অনিন্দৎ"-ক্রিয়া-পদরূপ বিধির সম্বন্ধ বাধা প্রাপ্ত হইতেছে; কেননা, "আনন্দ" স্বরূপতঃ "নিন্দনীয়" নহে; এজন্য, আনন্দের বিশেষণ "বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্"-পদের সহিতই "অনিন্দৎ"-পদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর একটী উক্তিও বিবেচ্য। তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

নিরুপাধি প্রেম যাঁহা—তাঁহা এই রীতি। প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥
নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

১।৪।১৭০-৭১ ॥

অর্থাৎ যেখানে-যেখানে নিরুপাধি বা স্বসুখ-বাসনা-গন্ধহীন প্রেম, সেখানে-সেখানেই প্রীতির বিষয় যিনি, তাঁহার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) আনন্দেই প্রীতির আশ্রয় ভক্তের আনন্দ, ইহাই হইতেছে প্রীতির ধর্ম্ম। আবার প্রীতির আশ্রয় ভক্তের আনন্দ দেখিলেও ভক্তচিত্ত-বিনোদনব্রত শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হয়, সুতরাং ভক্তের সুখও হয় কৃষ্ণসুখের পোষক। শ্রীকৃষ্ণের সেবার ফলে, ভক্তের চিত্তে তাঁহার কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ আপনা-আপনিই যে আনন্দের উদয় হয়, সেই আনন্দের জন্যও বাস্তবিক ভক্তের কোনওরূপ বাসনা নাই, থাকিলে তাঁহার কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকে নিরুপাধিক বলা যায় না ; কিন্তু তাহার জন্য ভক্তের বাসনা না থাকিলেও ভক্ত সেই আনন্দকে অভিনন্দন করেন ; কেননা, তাহা কৃষ্ণসুখের পোষক। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—সেই আনন্দ (নিজ প্রেমানন্দ—নিজের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের প্রভাবে কৃষ্ণসেবার ফলে আপনা-আপনিই ভক্তচিত্তে যে আনন্দের উদয় হয়, সেই আনন্দ) যদি এত প্রচুর হয় যে, তাহাতে কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মে, তাহা হইলে সেই আনন্দের প্রতিও ভক্তের ক্রোধ জন্মে ; কেননা, সেই আনন্দ তাঁহার একান্ত হার্দ্দ কৃষ্ণসেবার বাধা জন্মায়। কিন্তু শ্রীজীবপাদ বলেন—সেই আনন্দের প্রতি ক্রোধ জন্মে না, সেই আনন্দের আতিশয্যে যে অশ্রু-স্তম্ভাদি জন্মে, সেই অশ্রু-স্তম্ভাদির প্রতিই ক্রোধ জন্মে ; কেননা, অশ্রু-স্তম্ভাদিই সেবার বিঘ্ন জন্মায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এবং শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক বিরোধ নাই। একথা বলার হেতু এই। যাহা কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মায়, তাহাই নিন্দনীয় ; যাহা সেবার বিঘ্ন জন্মায় না, বরং আনুকূল্য বিধান করে, তাহা নিন্দনীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণসেবা-জনিত আনন্দ কৃষ্ণপ্রীতি-সাধনের বিঘ্ন জন্মায় না, তাহা কৃষ্ণসুখের পোষক বলিয়া তাহা বরং কৃষ্ণসুখের আনুকূল্যই করে, তাহা প্রচুর হইলেও কৃষ্ণসুখের প্রাচুর্য্যই বিধান করে ; সুতরাং তাহা নিন্দনীয় হইতে পারে না, ক্রোধের বিষয়ও হইতে পারে না। কিন্তু সেই আনন্দজনিত অশ্রু-প্রভৃতি কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া অশ্রুপ্রভৃতিই হইতেছে বাস্তবিক নিন্দনীয়, ক্রোধের বিষয়। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামিকথিত "নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে" স্থলে "প্রেমানন্দে"-শব্দের তাৎপর্য্য হইবে "প্রেমানন্দজনিত অশ্রুপ্রভৃতিতে" ; কেননা, অশ্রুপ্রভৃতিই হইতেছে কৃষ্ণসেবার বাধক। আর তাঁহার "সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে"-বাক্যস্থ আনন্দ-শব্দের তাৎপর্য্য হইবে—আনন্দ-জনিত অশ্রুপ্রভৃতি। অশ্রুপ্রভৃতি হইতেছে প্রেমানন্দের কার্য্য এবং প্রেমানন্দ হইতেছে অশ্রু-প্রভৃতির কারণ। কার্য্য-কারণের অভেদ-বিবক্ষাতেই তিনি কার্য্য-স্থলে কারণের উল্লেখ করিয়াছেন।

খ। **রোষজনিত অশ্রু**

"তস্যাঃ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং বারি প্রণয়কোপজম্।

কুশেশয়পলাশাভ্যামবশ্যায়জলং যথা ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৫৩॥ হরিবংশ-বচন ॥

—সত্যভামার পদ্মপলাশসদৃশ লোচনদ্বয় হইতে প্রণয়-কোপজনিত অশ্রুবারি নীহার-বিন্দুর ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল।"

গ। **বিষাদজনিত অশ্রু**

"পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।

আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরুষিতৌ স্তনৌ তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্ ॥

—ভ, র, সি, ২।৩।৩৫॥ শ্রীভা, ১০।৬০।২৬॥

—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী অরুণবর্ণ নখদ্বারা সুশোভিত সুকোমল পদদ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিলেন এবং নয়নের অঞ্জনযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অশ্রুদ্বারা কুঙ্কুমাক্ত স্তনদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে অধোমুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণজনিত রোষে রুক্মিণী অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন।

৫৬। **প্রলয়**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।

তত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপাতনাদয়ঃ ॥ ২।৩।৩৬॥

—সুখনিবন্ধন এবং দুঃখনিবন্ধন চেষ্টাশূন্যতা এবং জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয়। এই প্রলয়ে ভূমিতে নিপতনাদি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জ্ঞাননিরাকৃতিরত্রালম্বনৈকলীন-মনস্ত্বম্।—একমাত্র আলম্বনেই মনের লয়প্রাপ্তি হইতেছে এ-স্থলে জ্ঞাননিরাকৃতি বা জ্ঞানশূন্যতা।" প্রলয়ে আলম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের মন সম্যক্‌রূপে লীন হইয়া যায়—সুতরাং সমস্ত মনোবৃত্তিও ক্রিয়াহীনা হইয়া পড়ে—বলিয়া তখন ভক্তের কোনওরূপ জ্ঞান থাকে না। চেষ্টাহীনতাও জ্ঞানশূন্যতারই ফল।

স্তম্ভের সহিত প্রলয়ের কতকগুলি লক্ষণের সামঞ্জস্য আছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পার্থক্য হইতেছে এই যে—স্তম্ভে মনের ব্যাপার লোপ পায়না, কিন্তু প্রলয়ে মনের ব্যাপারও থাকেনা ; কেননা, প্রলয়ে মন একমাত্র আলম্বনেই লীন হইয়া যায়। স্তম্ভ-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।৩।১০-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—স্তম্ভে "শূন্যত্বন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপাস্তরাণাং, মনসস্তু ব্যাপারোঽস্তি। প্রলয়ে পুনস্তদেকলীনত্বান্মনসোঽপি নাস্তীতি ভেদঃ।"

ক। সুখজাত প্রলয়

"মিলন্তং হরিমালোক্য লতাপুঞ্জাদতর্কিতম্।
জ্ঞপ্তিশূন্যমনা রেজে নিশ্চলাঙ্গী ব্রজাঙ্গনা ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৩৬॥

—লতাপুঞ্জ হইতে হঠাৎ বহির্গত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য শ্রীহরি অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া কোনও ব্রজাঙ্গনা (সুখাধিক্যে) জ্ঞানশূন্যমনা ও নিশ্চলাঙ্গী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে "জ্ঞানশূন্যমনা"-শব্দে জ্ঞাননিরাকৃতি এবং "নিশ্চলাঙ্গী"-শব্দে চেষ্টা-নিরাকৃতি সূচিত হইতেছে।

খ। দুঃখজাত প্রলয়

"অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥ শ্রীভা, ১০।৩৯।১৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন শুনিয়া দুঃখাতিশয়বশতঃ কোনও কোনও গোপীর উষ্ণশ্বাস, বৈবর্ণ্যাদি প্রকাশ পাইল; কাহারও কাহারও বা দুকূল-বলয়-কেশগ্রন্থি স্খলিত হইয়া গেল। আর) শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানবশতঃ অন্যান্য গোপীদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সমস্ত বৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া গেল; সুতরাং এই জগতের কোনও বস্তুকে, এমন কি তাঁহাদের দেহাদিকেও, তাঁহারা জানিতে পারিলেন না; তাঁহাদের অবস্থা যেন জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের সমাধির অবস্থার মত হইয়া গেল।"

৫৭। যে-কোনও অশ্রুকম্পাদিই সাত্ত্বিকভাব নহে

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি হইতেছে সাত্ত্বিক ভাব। কিন্তু যে কোনও অশ্রু-কম্প-পুলকাদিকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হয় না।

লৌকিক জগতে দেখা যায়—ব্যবহারিক বিষয়সম্বন্ধীয় অতি দুঃখে বা অতি ক্রোধে, বা অত্যন্ত ভয়াদিতে, বা শৈত্যাদিতেও লোকের অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ-সমস্ত কিন্তু সাত্ত্বিক ভাব নহে; কেননা, সত্ত্ব (অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাব-সমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত) হইতে উদ্ভূত হইলেই অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্ত্বিক (সত্ত্ব হইতে উদ্ভূত) ভাব বলা হয়। ব্যবহারিক বিষয়সম্বন্ধীয় দুঃখ-সুখ-ভয়-শৈত্যাদি হইতে জাত অশ্রু-কম্পাদি কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত (অর্থাৎ সত্ত্ব) হইতে জাত নহে; এজন্য এতাদৃশ অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হয় না।

৫৮। সত্ত্বের তারতম্যানুসারে সাত্ত্বিকভাবসমূহের বৈচিত্রী

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"সত্ত্বস্য তারতম্যাৎ প্রাণতনুক্ষোভতারতম্যং স্যাৎ।
তত এব তারতম্যং সর্ব্বেষাং সাত্ত্বিকানাং স্যাৎ ॥২।৩।৩৮॥

—সত্ত্বের তারতম্যবশতঃ প্রাণের ও দেহের ক্ষোভের তারতম্য হইয়া থাকে। এজন্য সকল সাত্ত্বিক ভাবেরই তারতম্য হইয়া থাকে।”

“সত্ত্বের তারতম্য” বলিতে “কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তের তারতম্য” বুঝায়; অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রমণের তারতম্যকেই, আক্রমণের তীব্রতার তারতম্যকেই, সত্ত্বের তারতম্য বলা হইয়াছে। আবার, পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, চিত্ত সত্ত্বীভাবাপন্ন হইলে প্রাণের ও দেহের ক্ষোভ উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রাণ ও দেহের ক্ষোভের হেতু যখন চিত্তের সত্ত্বীভাবাপন্নতা, তখন প্রাণ-দেহের ক্ষোভও হইবে চিত্তের সত্ত্বীভাবাপন্নতার অনুরূপ। কৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবের দ্বারা চিত্ত যখন অতি তীব্র ভাবে আক্রান্ত হয়, তখন চিত্ত-তনুর ক্ষোভও হইবে অত্যন্ত তীব্র; আক্রমণ মৃদু হইলে চিত্ত-তনুর ক্ষোভও হইবে মৃদু। বাতাসের বেগের তীব্রতা অনুসারেই বৃক্ষ দোলায়িত হয়।

সমস্ত সাত্ত্বিকভাবই হইতেছে সত্ত্বোদ্ভূত চিত্ত-তনুর যথাযথ ক্ষোভের বিকাশ। সুতরাং চিত্ত-তনুর, বা প্রাণ-দেহের ক্ষোভের তারতম্য অনুসারে অশ্রুকম্পাদি যে কোনও সাত্ত্বিক ভাবেরই অভিব্যক্তির তারতম্য বা বৈচিত্র্য হইতে পারে।

ক। চতুর্ব্বিধ সাত্ত্বিক-বৈচিত্রী

কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা চিত্তের আক্রমণের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, সাত্ত্বিক ভাবসমূহের অভিব্যক্তির উজ্জ্বলতাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অভিব্যক্তির উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক সাত্ত্বিক ভাবেরই চারিটী বৈচিত্রীর কথা বলা হইয়াছে—ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত।

> ধূমায়িতাস্তে জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তসংজ্ঞিতাঃ।
> বৃদ্ধিং যথোত্তরং যান্তঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যুশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥২।৩।৩৮॥

কাষ্ঠের সহিত অগ্নির সংযোগ হইলে ধূমায়িত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া কাষ্ঠের ঔজ্জ্বল্য যে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সাত্ত্বিকভাবের বিকাশের ঔজ্জ্বল্যও তদনুরূপ।

খ। সাত্ত্বিকভাবের অভিব্যক্তিবৃদ্ধির বৈচিত্রী

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, সাত্ত্বিক ভাবের বৃদ্ধি আবার তিন রকমের—বহুকালব্যাপিত্ব, বহু-অঙ্গ-ব্যাপিত্ব এবং স্বরূপের উৎকর্ষ।

> সা ভূরিকালব্যাপিত্বং বহ্বঙ্গব্যাপিতাপি চ।
> স্বরূপেণ তথোৎকর্ষ ইতি বৃদ্ধি স্ত্রিধা ভবেৎ ॥২।৩।৩৮॥

অশ্রু ও স্বরভেদ ব্যতীত স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব-সমূহের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিত্ব আছে।

অশ্রু ও স্বরভেদের কোনও এক বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতা হইতেছে এইরূপ। অশ্রুতে নেত্র স্ফীত হয়, শুক্লবর্ণ হয়, চক্ষুর তারাও এক বিচিত্রতা ধারণ করে। আর, স্বরভেদের

ভিন্নত্ববশতঃ কৌণ্ঠ্য এবং ব্যাকুলতাদি জন্মে। স্বরভেদের ভিন্নত্ব বলিতে 'স্থান-বিভ্রংশ' বুঝায়, অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘরাদি-শব্দ নির্গত হয়। 'কৌণ্ঠ্য'-বলিতে 'সন্নকণ্ঠতা' বুঝায়, অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে কোনও শব্দই নির্গত হয় না। 'ব্যাকুলতা' বলিতে নানারকমের উচ্চ, নীচ, গুপ্ত ও বিলুপ্ততা (কণ্ঠস্বরের নানাপ্রকারতা) বুঝায় (ভ, র, সি, ২।৩।৪১॥)

রুক্ষ সাত্ত্বিকভাব-সকল (৭।৪৭-গ-অনু) প্রায়শঃ ধূমায়িতই থাকে। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব সকল প্রায়শঃ (ধূমায়িত, জ্বলিত ইত্যাদি) চারি প্রকারই হইয়া থাকে। মহোৎসবাদিতে এবং সাধুসঙ্গে নৃত্যাদিতে কাহারও কাহারও রুক্ষ ভাবও কখনও কখনও জ্বলিত হইয়া থাকে। "মহোৎসবাদিবৃত্তেষু সদ্‌গোষ্ঠীতাণ্ডবাদিষু। জ্বলন্ত্যুল্লাসিনঃ ক্বাপি তে রুক্ষা অপি কস্যচিৎ ॥২।৩।৪১॥"

রতিই হইতেছে সর্ব্বানন্দচমৎকারের হেতু ; সেজন্য রতিই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ভাব। রতিহীন বলিয়া রুক্ষাদি সাত্ত্বিক ভাবসকল চমৎকারিত্বের আশ্রয় হইতে পারে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ক-অনুচ্ছেদে ধূমায়িত, জ্বলিত প্রভৃতি যে চারিটী সাত্ত্বিক-বৈচিত্রীর কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

৫৯। ধূমায়িত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ।
ঈষদ্‌ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ ॥২।৩।৪৩॥

—যে সাত্ত্বিক ভাব স্বয়ং বা দ্বিতীয় (অন্য) কোনও সাত্ত্বিকভাবের সহিত মিলিত হইয়া অত্যল্প পরিমাণে প্রকাশ পায় এবং যাহাকে গোপন করা যায়, তাহাকে 'ধূমায়িত' ভাব বলা হয়।"

যেমন, একমাত্র স্তম্ভ যখন অত্যল্পপরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, কিম্বা স্তম্ভ এবং অশ্রু-কম্পাদি অন্য কোনও ভাব যখন একই সঙ্গে অত্যল্প পরিমাণে প্রকাশিত হয় এবং এই প্রকাশকে যদি গোপন করা যায়, তাহা হইলে এই প্রকাশকে বলা হয় ধূমায়িত প্রকাশ।

উদাহরণ :—

"আকর্ণয়ন্নঘহরামঘবৈরিকীর্ত্তিং পক্ষ্মাগ্রমিশ্রবিরলাশ্রুরভূৎ পুরোধাঃ।
যষ্টা দরোচ্ছ্বসিতলোমকপোলমীষৎ প্রস্বিন্ননাসিকমুবাহ মুখারবিন্দম্ ॥ভ, র, সি, ২।৩।৪৩॥

—যজ্ঞকর্ত্তা পুরোহিত অঘশত্রু-শ্রীকৃষ্ণের অঘ (পাপ) নাশিনী কীর্ত্তির কথা শুনিতেছিলেন ; তাহাতে তাঁহার চক্ষুর পক্ষ্মাগ্রে বিরলাশ্রুর (অল্পমাত্র অশ্রুর) উদয় হইল, কপোলস্থিত লোমসকল ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হইল এবং নাসিকায়ও ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইল। তিনি তখন উল্লিখিতরূপ ঈষদুন্মীলিত সাত্ত্বিক ভাব-সম্বলিত মুখারবিন্দ ধারণ করিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে তিনটী সাত্ত্বিক ভাবেরই উদয় হইয়াছে—অশ্রু, রোমাঞ্চ এবং স্বেদ ; কিন্তু প্রত্যেকটীই অল্পপরিমাণে অভিব্যক্ত—অশ্রু, কেবলমাত্র পক্ষ্মের অগ্রভাগে ; রোমাঞ্চ কেবল গণ্ডে ; স্বেদ কেবল নাসিকায়। এজন্য ইহা হইতেছে ধূমায়িত সাত্ত্বিকের উদাহরণ।

৬০। জ্বলিত

"তে দ্বৌ ত্রয়ো বা যুগপদ্‌যান্তঃ স্বপ্রকটতাং দশাম্‌।
শক্যাঃ কৃচ্ছ্রে ণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ভ, র, সি, ২।৩।৪৪॥

—যদি দুইটী বা তিনটী সাত্ত্বিকভাব একই সময়ে উত্তমরূপে প্রকটিত হয় এবং তাহা যদি সহজে গোপন করা না যায়, কষ্টেসৃষ্টে মাত্র গোপন করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে 'জ্বলিত' বলে।"

ধূমায়িত ও জ্বলিতের পার্থক্য হইতেছে এইরূপ :—প্রথমতঃ, ধূমায়িতে কেবল একটী সাত্ত্বিক ভাবেরও উদয় হইতে পারে, অবশ্য একাধিকও হইতে পারে ; কিন্তু জ্বলিতে দুইটী বা তিনটী একই সঙ্গে উদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধূমায়িতের অভিব্যক্তি অল্পপরিমাণ ; কিন্তু জ্বলিতে অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। তৃতীয়তঃ, ধূমায়িতকে সহজে গোপন করা যায় ; কিন্তু জ্বলিতকে সহজে গোপন করা যায় না।

উদাহরণ :—

"ন গুঞ্জামাদাতুং প্রভবতি করঃ কম্পতরলো
দৃশৌ সাস্রে পিঞ্জং ন পরিচিনুতঃ সত্বরকৃতি।
ক্ষমাবূরূ স্তব্ধৌ পদমপি ন গন্তুং তব সখে
বনাদ্‌বংশীধ্বানে পরিসরমবাপ্তে শ্রবণয়োঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৫॥

—কোনও বয়স্য গোপ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—সখে ! বন হইতে উদ্ভূত তোমার বংশীধ্বনি আমার শ্রবণ-পরিসরে প্রবেশ করিলে পর আমার হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল, তজ্জন্য সত্বর গুঞ্জাগ্রহণ করিতে পারে নাই ; আমার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, তাই ময়ূরপুচ্ছ চিনিতে পারিলনা ; আমার উরুদ্বয় স্তব্ধ (স্তম্ভ প্রাপ্ত) হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইলনা।"

এ-স্থলে "সত্বরকৃতি"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, সত্বর বা তাড়াতাড়ি গুঞ্জাদি গ্রহণ করিতে পারে নাই, তৎক্ষণাৎ ময়ূরপুচ্ছ চিনিতে পারে নাই এবং গমন করিতে পারে নাই। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এ-সমস্ত করিতে পারিয়াছিল। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যে—উদিত সাত্ত্বিক ভাবকে সহজে গোপন বা দমন করা যায় নাই, অতি কষ্টে দমন করা গিয়াছে। এজন্য ইহা হইল জ্বলিতের উদাহরণ।

অন্য উদাহরণ।

"নিরুদ্ধং বাষ্পাম্ভঃ কথমপি ময়া গদ্‌গদগিরো
হ্রিয়া সদ্যো গূঢ়াঃ সখি বিঘটিতো বেপথুরপি।
গিরিদ্রোণ্যাং বেণৌ ধ্বনতি নিপুণৈরিঙ্গিতময়ে
তথাপ্যূহাঞ্চক্রে মম মনসি রাগঃ পরিজনৈঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৫॥

—হে সখি! পর্ব্বতসন্ধিস্থলে বেণুর ইঙ্গিতময় শব্দ উত্থিত হইলে যদিও আমি কোনও প্রকারে (কষ্টে সৃষ্টে) বাষ্পবারিকে রুদ্ধ করিলাম এবং লজ্জাবশতঃ গদ্‌গদবাক্য-সকলকেও গোপন করিলাম, তথাপি গাত্রকম্প নিবারণ করিতে পারি নাই। এজন্য নিপুণ পরিজনসকল আমার মনঃস্থিত কৃষ্ণানুরাগ বিতর্ক করিয়াছিলেন।"

৬১। দীপ্ত

"প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্‌গতাঃ।
সম্বরীতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৫॥

—তিনটী, চারিটী, অথবা পাঁচটী সাত্ত্বিকভাব যদি একই সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উদিত হয় এবং তাহাদের অভিব্যক্তিকে যদি সম্বরণ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে তাহাকে 'দীপ্ত' সাত্ত্বিক বলে।"

উদাহরণ :—

"ন শক্তিমুপবীণনে চিরমধত্ত কম্পাকুলোন গদ্‌গদনিরুদ্ধবাক্ প্রভুরভূত্নুপশ্লোকনে।
ক্ষমোঽজনি ন বীক্ষণে বিগলদশ্রুপূরঃ পুরো মধুদ্বিষি পরিস্ফুরত্যবশমূর্ত্তিরাসীন্মুনিঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৫॥

—সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নারদমুনি এমনই বিবশাঙ্গ হইলেন যে, কম্পনিবন্ধন বীণাবাদনে অশক্ত হইয়া পড়িলেন, স্বরভঙ্গে বাক্য নিরুদ্ধ হওয়াতে স্তুতি পাঠ করিতে পারিলেন না, বিগলিত অশ্রুধারায় চক্ষু পূর্ণ হওয়াতে দর্শনেও অক্ষম হইয়া পড়িলেন।"

এ-স্থলে একই সঙ্গে অশ্রু, কম্প, স্বরভঙ্গ-এই তিনটী সাত্ত্বিক ভাব এমনি উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হইয়াছে যে, নারদমুনি তাহাদিগকে সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এজন্য ইহা হইতেছে দীপ্ত সাত্ত্বিকের উদাহরণ।

অপর একটী উদাহরণ :—

"কিমুন্মীলত্যস্রে কুসুমজরজো গঞ্জসি মুধা
সরোমাঞ্চে কম্পে হিমমনিলমাক্রোশসি কুতঃ।
কিমূরুস্তম্ভে বা বনবিহরণং দ্বেক্ষি সখি তে
নিরাবাধা রাধে বদতি মদনাধিং স্বরভিদা॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার কোনও সখী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) হে সখি! চক্ষুতে অশ্রু বিগলিত হইতেছে বলিয়া বৃথা কেন পুষ্পরজকে গঞ্জনা করিতেছ? রোমাঞ্চিত গাত্রে কম্পের উদয় হইয়াছে বলিয়া শীতল বায়ুর প্রতি কেন বৃথা আক্রোশ প্রকাশ করিতেছ? উরুস্তম্ভ হইয়াছে বলিয়া বনবিহারের প্রতি কেন বৃথা দ্বেষ করিতেছ? তুমি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, হে রাধে! তোমার স্বরভেদেই মদন-বেদনা প্রকাশ করিয়া দিতেছে।"

এ-স্থলে অশ্রু, কম্প, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ ও স্বরভেদ-এই পাঁচটী সাত্ত্বিক ভাবই অসম্বরণীয়রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কোনও প্রকারেই এ-সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবের কোনওটীকেই সখীদের নিকট হইতে গোপন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই শ্রীরাধা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সত্ত্বজাত অশ্রু হইলেও তিনি ফুলের রেণুকে গঞ্জনা করিতেছেন— অর্থাৎ সখীদের জানাইতে চাহিতেছেন যে, ফুলের রেণু তাঁহার চক্ষুতে পতিত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। শীতল বায়ুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া জানাইতে চাহিতেছেন যে, শীতল বায়ুর স্পর্শেই তাঁহার দেহে রোমাঞ্চ এবং কম্প জন্মিয়াছে। আর, বনবিহারের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া জানাইতে চাহিতেছেন যে, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন বলিয়াই এখন তাঁহার চলচ্ছক্তি স্তম্ভিত হইয়াছে। তিনি কিন্তু স্বাভাবিক স্বরে উল্লিখিতরূপ ছলনাবাক্য বলিতে পারিতেছেন না, গদ্‌গদবাক্যেই এ-সকল কথা বলিয়াছেন। তাঁহার এতাদৃশ স্বরভেদের কোনও ছলনাময় হেতুর কথা তিনি বলিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার অন্তরঙ্গা সখী বলিয়াছেন---"রাধে! কেন তুমি ভাব গোপনের চেষ্টা করিতেছ? তোমার এই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কেননা, তোমার স্বরভেদই তোমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিতেছে।"

এ-স্থলে একই সময়ে পাঁচটী সাত্ত্বিকভাবের অসম্বরণীয় প্রকাশবশতঃ ইহা হইতেছে "দীপ্ত" সাত্ত্বিকের উদাহরণ।

৬২। উদ্দীপ্ত

"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এব বা।
আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৬॥

—একই সময়ে যদি পাঁচ, ছয়, অথবা সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব অভিব্যক্ত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'উদ্দীপ্ত' সাত্ত্বিক বলা হয়।

উদাহরণ :—

"অদ্য স্বিদ্যতি বেপতে পুলকিভির্নিস্পন্দতামঙ্গকৈ-
র্ধত্তে কাকুভিরাকুলং বিলপতি ম্লায়ত্যনল্পোন্মভিঃ।
স্তিম্যত্যম্বুভিরম্বকস্তবকিতৈঃ পীতাম্বরোড্ডামরং
সদ্যস্তদ্‌বিরহেণ মুহ্যতি মুহু র্গোষ্ঠাধিবাসী জনঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৭॥

—হে পীতাম্বর! অদ্য তোমার বিরহে গোষ্ঠ-(গোকুল-)বাসী জনসকল ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত হইতেছেন, পুলকিত অঙ্গ সমূহদ্বারা নিস্পন্দতা (স্তম্ভ) ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা আকুল হইয়া কাকুবাক্যে বিলাপ করিতেছেন, অনল্প (অত্যধিক) উন্মাদ্বারা ম্লান হইয়াছেন। নেত্র হইতে বিগলিত স্তবকতুল্য স্থূল ও শীঘ্রনিপতিত অশ্রুধারায় তাঁহারা আর্দ্রীভূত হইতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা উদ্ভটরকমে মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন।"

এ-স্থলে অশ্রু. কম্প, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য (ম্লানতা), স্বরভেদ (কাকুবাক্য) এবং মোহ (প্রলয়)-এই আটটী সাত্ত্বিক ভাবেরই উদ্ভটরূপে প্রকাশ দেখা যায়। এজন্য ইহা হইতেছে "উদ্দীপ্ত" সাত্ত্বিকের উদাহরণ।

৬৩। সুদ্দীপ্ত

ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের কথা বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সাত্ত্বিকভাব-সমূহের একটী চরমবিকাশময় বৈচিত্র্যের কথাও বলিয়াছেন। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—সুদ্দীপ্ত = সু + উদ্দীপ্ত—সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত।

"উদ্দীপ্তা এব সূদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি ॥২।৩।৪৭॥

—মহাভাবে (ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতিতে) সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ততার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে তাহাদিগকে 'সুদ্দীপ্ত' সাত্ত্বিক বলা হয়।

শ্লোকস্থ "মহাভাবে"-শব্দ হইতে জানা যাইতেছে—একমাত্র মহাভাবেই সাত্ত্বিক ভাবসকল "সুদ্দীপ্ত" হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে।

কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যেই মহাভাব নাই, তাহা হইলে বুঝা গেল—একমাত্র ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেই সাত্ত্বিক ভাবসকল সুদ্দীপ্ত হইতে পারে, অন্য কোনও শ্রীকৃষ্ণপরিকরে নহে।

ক। সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই সম্ভব

একমাত্র মহাভাববতী ব্রজদেবীগণের মধ্যেই সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক সম্ভব হইলেও শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কোনও গোপীতে যে ইহা সম্ভব নয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে অধিরূঢ় মহাভাবের লক্ষণে বলা হইয়াছে, "রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥ স্থা, ১২৩॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৬৪-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের অর্থাদি দ্রষ্টব্য।" এই শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাঃ কামপ্যনির্বচনীয়াং বিশিষ্টতাং প্রাপ্তাঃ, ন তু সূদ্দীপ্তা ইত্যর্থঃ। তেষাং মোহন এব বক্ষ্যমাণত্বাৎ॥" ইহা হইতে জানা গেল—অধিরূঢ় মহাভাবে সাত্ত্বিকভাব-সকল এক অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু সুদ্দীপ্ত হয় না, মোহনেই তাহারা সুদ্দীপ্ত হয়।

মোহনের লক্ষণে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—"মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ। যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সূদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥স্থা, ১৩০॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৬৯-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের অর্থাদি দ্রষ্টব্য।" বিরহদশায় মোদনই (৫।৬৬-অনুচ্ছেদে মোদনের লক্ষণ দ্রষ্টব্য) মোহন-নামে খ্যাত হয়। এই মোহনেই সাত্ত্বিক ভাবসকল সুদ্দীপ্ত হয়। উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং

মোহনোঽয়মুদঞ্চতি ॥ স্থা, ১৩২॥”—একমাত্র বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই মোহনের আবির্ভাব হইয়া থাকে [৬।৬৯-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। কেবলমাত্র মোহনেই যখন সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক সম্ভব এবং মোহনও যখন শ্রীরাধাব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক সম্ভব নহে। সুদ্দীপ্ত হইলে সাত্ত্বিক ভাবগুলির কি রকম অবস্থা হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৬৯-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬৪। সাত্ত্বিকাভাস

সাত্ত্বিক ভাবের কথা বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সাত্ত্বিকাভাসের কথাও বলিয়াছেন। যাহা সাত্ত্বিক বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ কিন্তু সাত্ত্বিক নহে, তাহাকেই সাত্ত্বিকাভাস বলা হয়। “সাত্ত্বিকাভাসা ইতি সাত্ত্বিকবদাভাসন্তে প্রতীয়ন্তে, ন তু বস্তুতস্তথা ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব।’

ক। সাত্ত্বিকাভাস চতুর্ব্বিধ

সাত্ত্বিকাভাস চারি রকমের—রত্যাভাসভব (অর্থাৎ যাহা রত্যাভাস হইতে জাত), সত্ত্বাভাসভব (অর্থাৎ যাহা সত্ত্বাভাস হইতে উদ্ভূত), নিঃসত্ত্ব এবং প্রতীপ। এই চারি প্রকারের সাত্ত্বিকাভাসের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বটী পর-পরটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অথাত্র সাত্ত্বিকাভাসা বিলিখ্যন্তে চতুর্বিধাঃ।
রত্যাভাসভবা স্তে তু সত্ত্বাভাসভবা স্তথা।
নিঃসত্ত্বাশ্চ প্রতীপাশ্চ যথাপূর্ব্বমমী বরাঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৮॥

এক্ষণে নিম্নলিখিত কতিপয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চতুর্বিধ সাত্ত্বিকাভাসের আলোচনা করা হইতেছে।

৬৫। রত্যাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস

পূর্ব্বোদ্ধৃত “অথাত্র সাত্ত্বিকাভাসা”-ইত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।৩।৪৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-“রতেঃ প্রতিবিম্বত্বে ছায়াত্বে চ সতি রত্যাভাসভবত্বম্—রতির প্রতিবিম্ব এবং ছায়া হইতেই রত্যাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস হইয়া থাকে।”

পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৬-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি মুক্তিকামী সাধকগণ তাঁহাদের অভীষ্ট মোক্ষ লাভের জন্য জ্ঞান-যোগমার্গের সাধনের আনুষঙ্গিক ভাবে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তি (কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণপ্রীতি) তাঁহাদের কাম্য নহে, মোক্ষই তাঁহাদের কাম্য। এজন্য তাঁহাদের চিত্তে রতির উদয় হয় না, রত্যাভাসের (রতির প্রতি-বিম্বের এবং রতির ছায়ার) উদয় হয়। এই রত্যাভাসের উদয়েও তাঁহাদের মধ্যে অশ্রু-কম্পাদির উদয় হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত সত্ত্বত্ব লাভ করেনা বলিয়া (অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী

ভাবসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হয় না বলিয়া) এই অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্ত্বিক ভাব বলা যায় না ; এ-সমস্ত হইতেছে রত্যাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাস। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাই বলিয়াছেন।

মুমুক্ষুপ্রমুখেষ্বাদ্যা রত্যাভাসাৎ পুরোদিতাৎ ॥২।৩।৪৮॥

—পূর্ব্বে (ভ, র, সি. ১।৩।২০-শ্লোকে) যে রত্যাভাসের কথা বলা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), সেই রত্যাভাস হইতে মুমুক্ষু প্রভৃতিতে রত্যাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস জন্মে।"

উদাহরণ,

"বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্।

যতিগোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৯॥

—বারাণসীবাসী কোনও ব্যক্তি সন্ন্যাসীদিগের সভায় হরিচরিত গান করিতে করিতে পুলকান্বিত-কলেবর হইয়া অশ্রুজলদ্বারা গণ্ডদ্বয়কে সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন।"

সাধারণতঃ মুমুক্ষুগণই বারাণসীতে বাস করিয়া সাধন করেন। তত্রত্য সন্ন্যাসিগণও সাধারণতঃ মুমুক্ষু। এই উদাহরণে বারাণসীবাসী যে কীর্ত্তনীয়ার কথা বলা হইয়াছে, তিনিও মুমুক্ষু ; এজন্যই মুমুক্ষু সন্ন্যাসীদের সভায় তিনি হরিচরিত কীর্ত্তন করিয়াছেন। হরিচরিত-কীর্ত্তনও ভক্তি-অঙ্গ ; কিন্তু তিনি মুমুক্ষু বলিয়া এই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে তাঁহার চিত্তে রতির উদয় হয় নাই, রত্যাভাসেরই উদয় হইয়াছে (৬।৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই রত্যাভাসের উদয়েই তাঁহার দেহে পুলক ও নয়নে অশ্রুর উদয় হইয়াছে। এই অশ্রু-পুলক হইতেছে রত্যাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাস।

কৃষ্ণচরিতাদির শ্রবণে মুমুক্ষু শ্রোতারও রত্যাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাস জন্মিতে পারে।

উল্লিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যায়—সাত্ত্বিকাভাসের পক্ষে কৃষ্ণসম্বন্ধি ভাবের দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত না হইলেও কৃষ্ণচরিত-কীর্ত্তনেই সাত্ত্বিকাভাসের উদয় হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, কৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও বস্তুর প্রভাবে যদি অশ্রুকম্পাদির উদয় হয়, তাহা হইলেই তৎসমস্তকে সাত্ত্বিকাভাস বলা যায় ; নচেৎ, শৈত্য-ভয়াদি হইতে জাত কম্প-পুলকাদিকে সাত্ত্বিকাভাসও বলা সঙ্গত হইবে না।

৬৭। সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস

"মুদ্‌বিস্ময়াদেরাভাসঃ প্রোদ্যন্ জাত্যা শ্লথে হৃদি।

সত্ত্বাভাস ইতি প্রোক্তঃ সত্ত্বাভাসভবাস্ততঃ ॥ভ, র, সি, ২।৩।৫০॥

—যাহা জাতিতেই শ্লথ, এতাদৃশ হৃদয়ে উত্থিত হর্ষ ও বিস্ময়াদির যে আভাস, তাহাকে বলে সত্ত্বাভাস ; সেই সত্ত্বাভাস হইতে জাত পুলকাশ্রু-আদিকে বলে সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস।"

"হর্ষ-বিস্ময়াদির আভাস" বলার তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ :—কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তে যে হর্ষ-বিস্ময়াদি জন্মে, তাহাই বাস্তব হর্ষ-বিস্ময় ; অন্যরূপ চিত্তের হর্ষ-বিস্ময়াদি হইতেছে হর্ষবিস্ময়াদির আভাসমাত্র, বাস্তব হর্ষ-বিস্ময়াদি নহে।

যাঁহাদের চিত্ত জাতিতেই শ্লথ (কোমল) অর্থাৎ জন্মাবধিই যাঁহাদের চিত্ত শ্লথ, তাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুর শ্রবণাদিতে যে হর্ষবিস্ময়াদির আভাস জন্মে, শ্লোকে তাহাকেই সত্ত্বাভাস বলা হইয়াছে। কিন্তু "সত্ত্ব"-শব্দে চিত্তের অবস্থাবিশেষকেই, স্থলবিশেষে চিত্তকেও, বুঝায়। এ-স্থলে হর্ষবিস্ময়াদির আভাসকে সত্ত্বাভাস বলা হইল কেন? ভ, র, সি, ২।৩।৪৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মুদ্‌বিস্ময়াদ্যাভাসমাত্রাক্রান্তচিত্তত্বে সত্ত্বাভাসভবত্বম্।" উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায়ও তিনি লিখিয়াছেন—"ভাবাক্রান্ত-চিত্তস্যৈব সত্ত্বতয়া সঙ্কেতিতত্বাৎ মুদ্‌বিস্ময়াদেরাভাসো যস্মিন্ তচ্চিত্তমিতি বক্তব্যে মুদাদ্যাভাস এব সত্ত্বাভাস ইত্যুক্তিস্তৎ কারণতাতিশয়বিবক্ষয়া আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ॥"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকেই সত্ত্ব বলা হয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধী ভাব হইতে জাতরতি ভক্তের চিত্তে যে হর্ষ-বিস্ময়াদি জন্মে, তাহাদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকেও সত্ত্ব বলা হয়; কেননা, তাদৃশ হর্ষ-বিস্ময়াদির দ্বারা আক্রমণও কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রমণই। যে-স্থলে তাদৃশ হর্ষবিস্ময়াদি নাই, হর্ষবিস্ময়াদির আভাসমাত্র আছে, সে-স্থলে সেই হর্ষ-বিস্ময়াদির আভাসদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব না বলিয়া সত্ত্বাভাস বলা যায়। সুতরাং হর্ষবিস্ময়াদির আভাস হইল সত্ত্বাভাসত্বের কারণ। "আয়ুই ঘৃত"-এই ন্যায়ে আয়ুবৃদ্ধির কারণ বলিয়া ঘৃতকে যেমন আয়ু বলা হয়, তদ্রূপ এ-স্থলে সত্ত্বাভাসের কারণ বলিয়া হর্ষবিস্ময়াদির আভাসকে সত্ত্বাভাস বলা হইয়াছে। এই সত্ত্বাভাস হইতে জাত অশ্রু-পুলকাদিকে সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস বলা হয়।

উদাহরণ,

"জরন্মীমাংসকস্যাপি শৃণ্বতঃ কৃষ্ণবিভ্রমম্।
হৃষ্টায়মানমনসো বভূবোৎপুলকং বপুঃ॥ভ, র, সি ২।৩।৫০॥

—কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতে করিতে প্রাচীন মীমাংসকেরও চিত্ত আনন্দিত হইয়াছিল এবং এজন্য তাঁহার দেহও পুলকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।"

মীমাংসকগণ ভক্তিহীন। এজন্য তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণরতিশূন্য, সত্ত্বতা প্রাপ্তির অযোগ্য। কৃষ্ণলীলা-শ্রবণের ফলে তাঁহাদের যে আনন্দ বা হর্ষ জন্মে, তাহাও হর্ষাভাসমাত্র। এই হর্ষাভাসের দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে তাহা সত্ত্বাভাসে পরিণত হয়; এই সত্ত্বাভাস হইতে জাত পুলক হইতেছে সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস।

এ-স্থলেও দেখা গেল—সাত্ত্বিকাভাসেও কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুর (কৃষ্ণলীলা-শ্রবণের) অপেক্ষা আছে।

অন্য উদাহরণ,

"মুকুন্দচরিতামৃতপ্রসরবর্ষিণস্তে ময়া কথং কথনচাতুরীমধুরিমা গুরুর্বর্ণ্যতাম্।
মুহূর্ত্তমতদর্থিনো বিষয়িণোঽপি যস্যাননান্নিশম্য বিজয়ং প্রভোর্দধতি বাষ্পধারাময়ী॥ ভ, র, সি, ২।৩।৫১

—মুকুন্দচরিতামৃত-বর্ষণকারী তোমার কথনচাতুরীর মহান্ মধুরিমার কথা আমি কিরূপে বর্ণন

করিব? যাহারা এই প্রসিদ্ধ বিষয়ী, মুকুন্দের কথা শ্রবণ করিতেও যাহারা চায় না, তাহারাও তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বিজয়ের (মহিমার) কথা মুহূর্ত্তমাত্র শ্রবণ করিয়া নয়নে বাষ্পধারা বহন করিয়া থাকে।"

কৃষ্ণকথা-শ্রবণে হরিকথা-শ্রবণবিমুখ মহাবিষয়ীদেরও অশ্রুর উদয় হয়, তাহাই এ-স্থলে প্রদর্শিত হইল। ইহা সাত্ত্বিকাভাস, সাত্ত্বিকভাব নহে ; কেননা, বিষয়াসক্তচিত্ত লোকগণ ভক্তিহীন।

এই উদাহরণেও সাত্ত্বিকাভাসের জন্য কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুর (কৃষ্ণকথা-শ্রবণের) অপেক্ষা দেখা যায়।

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে যে মুমুক্ষুদের রত্যাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাসের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সহিত ভক্তির সংশ্রব আছে ; কেননা, মোক্ষসাধনের সহিত তাঁহারা ভক্তির সাধনও করিয়া থাকেন ; কিন্তু এ-স্থলে যে মীমাংসক বা বিষয়ীদের সত্ত্বাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাসের কথা বলা হইল, তাঁহাদের সহিত ভক্তির কোনও সংশ্রবই নাই। এজন্য সত্ত্বাভাসজনিত সাত্ত্বিকভাস হইতে রত্যাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাসের উৎকর্ষ। মুমুক্ষুদের রতি না থাকিলেও রত্যাভাস আছে ; কিন্তু মীমাংসক এবং বিষয়ীদের তাহাও নাই।

৬৭। নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাস

"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ভ, র, সি ২।৩।৫২ ॥

—যাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল এবং যাহারা অশ্রু-কম্পাদির অভ্যাসপরায়ণ, সত্ত্বাভাসব্যতীতও তাহাদের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে অশ্রু-পুলকাদি দৃষ্ট হয়। এতাদৃশ অশ্রু-পুলকাদি হইতেছে নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাস।"

সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাসে "শ্লথ" চিত্তের কথা বলা হইয়াছে। নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাসে "পিচ্ছিল" চিত্তের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় "শ্লথ" এবং "পিচ্ছিল"-এই দুইটীর পার্থক্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যাহা বাহিরে কোমল, কিন্তু ভিতরে কঠিন, তাহাকে বলে 'পিচ্ছিল'। সেজন্য ইহা কোনও স্থলে স্থির নহে। আর, যাহা ভিতরেও কোমল, বাহিরেও কোমল, তাহা হইতেছে 'শ্লথ' ; সেজন্য যে-খানে সে-খানে ইহা সংসজ্জমান হইতে পারে।" তাৎপর্য্য এই যে—পিচ্ছিল স্থানের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার সময়ে সর্ব্বত্রই যেমন লোকের পতন হয় না, স্থলবিশেষেই পতন হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণকথাদির শ্রবণে সকল সময়েই পিচ্ছিলচিত্ত লোকের অশ্রু-পুলকাদির উদয় হয় না, কোনও কোনও সময়ে হয়। আর, যাহা ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই কোমল, যখনই তাহার সহিত কোনও বস্তুর সংযোগ হয়, তখনই যেমন তাহা তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ যাহার চিত্ত স্বভাবতঃই শ্লথ, ভগবৎ-কথাদি শ্রবণ মাত্রেই তাহার অশ্রু-পুলকাদি জন্মিতে পারে।

যাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল, সত্ত্ব তো দূরের কথা, সত্ত্বাভাসব্যতীতও কখনও কখনও তাহাদের অশ্রু-পুলকাদি উদিত হইতে পারে। সত্ত্বও নাই এবং সত্ত্বাভাসও নাই বলিয়া তাহাদের এই অশ্রুপুলকাদিকে "নিঃসত্ত্ব" সাত্ত্বিকাভাস বলা হয়। ভ, র, সি, ২।৩।৪৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব লিখিয়াছেন—হর্ষ-বিস্ময়াদির আভাসেরও অন্তর-স্পর্শ বা বহিঃস্পর্শ হয় না বলিয়াই নিঃসত্ত্ব বলা হয়।

আবার, কেহ কেহ লোকমনোরঞ্জনাদির উদ্দেশ্যে অশ্রু-কম্পদির আবির্ভাবের জন্য রোদনাদির অভ্যাস করিয়া থাকে। তাহারাও নিঃসত্ত্ব; অভ্যাসের ফলে তাহাদের মধ্যেও যে অশ্রু-কম্পাদি জন্মে, তাহাও নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাস। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—যাহাদের ভিতরও কঠিন, বাহিরও কঠিন, অভ্যাসবশতঃও তাহাদের মধ্যে অশ্রু-কম্পাদির উদয় হয় না।

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—অজ্ঞ লোকগণ নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাসকেও সাত্ত্বিক-তুল্য মনে করিতে পারে বলিয়াই সাত্ত্বিকাভাসের প্রসঙ্গে নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাসের কথা বলা হইল।

এ-স্থলে সত্ত্বাভাসও নাই বলিয়া নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাসের সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস হইতেও অপকর্ষ।

উদাহরণ,

"নিশময়তো হরিচরিতং ন হি সুখদুঃখাদয়োঽস্য হৃদিভাবাঃ।
অনভিনিবেশাজ্জাতাঃ কথমস্রবদস্রমস্রান্তম্ ॥২।৩।৫৩॥

—অনভিনিবেশবশতঃ হরিচরিত্র-শ্রবণকারী এই ব্যক্তির হৃদয়ে সুখদুঃখাদি ভাবের উদয় হয় নাই। তথাপি কিরূপে ইহার নয়নে অবিরল জলধারা পতিত হইতেছে?"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—অনভিনিবেশবশতঃ (পিচ্ছিলত্বশবতঃ) চিত্তে ভাব জন্মে নাই। "আমাকর্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুভূত হইতেছে"-এইরূপ ভাবই হইতেছে অনভিনিবেশ। তথাপি যে অজস্র অশ্রুপাত হইতেছে, ইহার কারণ হইতেছে—অভ্যাসপরত্ব, ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

সুখ-দুঃখাদিভাবের অভাবে সত্ত্বাভাসেরও অভাব সূচিত হইতেছে। এজন্য ইহা হইতেছে নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাসের উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"প্রকৃত্যা শিথিলং যেষাং মনঃ পিচ্ছিলমেব বা।
তেষ্বেব সাত্ত্বিকাভাসঃ প্রায়ঃ সংসদি জায়তে ॥২।৩।৫৪॥

—যাহাদের মন স্বভাবতঃ শিথিল বা পিচ্ছিল, মহোৎসব-কীর্ত্তন-সভায় প্রায় সে-সকল লোকেই সাত্ত্বিকাভাস প্রকাশ পায়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—শিথিল চিত্তের সাত্ত্বিকাভাস মহোৎসব-সভাব্যতীত অন্যত্রও সম্ভব; এজন্য শ্লোকে '-প্রায়ঃ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬৮। প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাস

"হিতাদন্যস্য কৃষ্ণস্য প্রতীপাঃ ক্রুদ্ভয়াদিভিঃ ॥ভ, র, সি, ২।৩।৫৫॥
—শ্রীকৃষ্ণের শত্রুপ্রভৃতির মধ্যে ক্রোধ-ভয়াদি হইতে যে বৈবর্ণ্যাদি জন্মে, তাহাকে প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাস বলে।"

পূর্ব্বোল্লিখিত ভ, র, সি, ২।৩।৪৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রতীপাস্তু বিরোধিভাবভবত্বাৎ দ্বেষ্যা এব ইতি ভাবঃ—বিরোধিভাব হইতে জাত বলিয়া প্রতীপ হয় দ্বেষ্য।" কৃষ্ণরতির বিরোধী ভাব হইতেছে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ, শত্রুভাব। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী, শ্রীকৃষ্ণশত্রু, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণবিরোধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইলেই প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাস উদিত হইতে পারে।

উদাহরণ।

ক্রোধজাত প্রতীপঃ—

"তস্য স্ফুরিতোষ্ঠস্য রক্তাধরতটস্য চ।
বক্ত্রং কংসস্য রোষেণ রক্তসূর্য্যায়তে তদা॥ ভ, র, সি, ২।৩।৫৫-ধৃত হরিবংশ-বচন॥
—রক্তাধর এবং স্ফুরিতোষ্ঠ কংসের মুখ সেই সময়ে ক্রোধে রক্তবর্ণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।"

কংস হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ দ্বারা (কৃষ্ণবিরোধী ভাবের দ্বারা) চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এই বৈবর্ণ্য হইতেছে প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাস।

ভয়জাত প্রতীপঃ—

"ম্লানাননঃ কৃষ্ণমবেক্ষ্য রঙ্গে সিস্বেদ মল্লস্তুধিভালশুক্তি।
মুক্তিশ্রিয়াং সুষ্ঠু পুরো মিলন্ত্যামত্যাদরাৎ পাদ্যমিবাজহার॥ ভ, র, সি, ২।৩।৫৫॥
—রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ম্লানবদন মল্লের ললাটরূপ শুক্তি (ঝিনুক) স্বেদজল ধারণ করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী মুক্তিসম্পত্তিকেই যেন আদরপূর্ব্বক পাদ্য দান করিল।"

কংসপক্ষীয় মল্লদের কথাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে। তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রাণভয়ে তাহারা ভীত হইল। এই ভয়ের দ্বারা তাহাদের চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের মুখ ম্লান হইয়া গেল এবং ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিল। এই বৈবর্ণ্য এবং ঘর্ম্ম হইতেছে ভয়জাত সাত্ত্বিকাভাস।

উদাহরণ হইতে এ-স্থলেও দেখা গেল—কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাববিশেষ-জাত ক্রোধ বা ভয় হইতেই প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাসেরও উদ্ভব।

নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাস হইতেও প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাসের অপকর্ষ; কেননা, নিঃসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধী ভাব নাই; কিন্তু প্রতীপে শ্রীকৃষ্ণবিরোধী ভাব বিদ্যমান।

৬৯। সাত্ত্বিকভাব-প্রসঙ্গে সাত্ত্বিকাভাস-কথনের হেতু

পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে সাত্ত্বিকাভাসের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে সাত্ত্বিক ভাব ; কিন্তু সাত্ত্বিকভাব-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি সাত্ত্বিকাভাসেরও বর্ণনা করিলেন কেন ? সাত্ত্বিকাভাস তো বাস্তবিক সাত্ত্বিক নহে। গ্রন্থকার নিজেই তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন।

"নাস্ত্যর্থঃ সাত্ত্বিকাভাসকথনে কোঽপি যদ্যপি।
সাত্ত্বিকানাং বিবেকায় দিক্ তথাপি প্রদর্শিতা ॥২।৩।৫৫॥

—যদিও সাত্ত্বিকাভাস-কথনের কোনও প্রয়োজন নাই, তথাপি সাত্ত্বিকভাব-সকলের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থ সাত্ত্বিকাভাস প্রদর্শিত হইল।"

এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই। কোনও বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে, "তাহা কি"-ইহা যেমন বলিতে হয়, "তাহা কি নয়"-তাহাও তেমনি বলিতে হয়। নচেৎ বস্তুর বাস্তব পরিচয় জানা যায় না। বৃক্ষ হইতে গৃহীত পক্ক আম্র এবং পক্ক আম্রের বর্ণে রঞ্জিত মৃৎপিণ্ড—দেখিতে একই রকম ; কিন্তু তাহারা বস্তুতঃ এক নহে। এইরূপ স্থলে পক্ক আম্রের পরিচয় দিতে হইলে, পক্ক আম্রের বর্ণে রঞ্জিত মৃৎপিণ্ড যে বাস্তব আম্র নহে, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তদ্রূপ, সাত্ত্বিকাভাসেও অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক-লক্ষণ বাহিরে দৃষ্ট হইলেও সাত্ত্বিকাভাস যে বাস্তব-সাত্ত্বিক নহে, সাত্ত্বিকাভাস-স্থলে অশ্রু-পুলকাদি যে "সত্ত্ব" হইতে উৎপন্ন নহে, তাহাও বিশেষরূপে জানাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে ; নচেৎ সাত্ত্বিকাভাসের অশ্রু-পুলকাদি বহির্লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লোক সাত্ত্বিকাভাসকেও সাত্ত্বিক মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইতে পারে। এজন্য, সাত্ত্বিক-ভাবের পরিচয় দেওয়ার জন্যই গ্রন্থকার সাত্ত্বিকাভাসের কথাও বলিয়াছেন—উদ্দেশ্য কেবল বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া কেহ যেন সাত্ত্বিকাভাসকে সাত্ত্বিক বলিয়া ভ্রমে পতিত না হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যভিচারী ভাব

৭০। ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ

ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি॥

বাগঙ্গ-সত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ। সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে॥

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ। ঊর্ম্মিবদ্ বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে॥২।৪।১—৩॥

—অতঃপর (সাত্ত্বিকভাব বর্ণনের পরে) ব্যভিচারী ভাবের কথা বলা হইতেছে। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী। বিশেষ আভিমুখ্যের সহিত স্থায়ী ভাবের প্রতি বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বের (সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাবের) দ্বারা ইহারা সূচিত হয় (ইহাদের অস্তিত্ব বা আবির্ভাব জানা যায়)। এই সকল ব্যভিচারী ভাব ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলা হয়। স্থায়িভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রে ইহারা উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হয়—ইহারা তরঙ্গের ন্যায় স্থায়ী ভাবকে বর্দ্ধিত করে এবং স্থায়িভাবরূপতাও প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রকেই বর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ব্যভিচারী ভাবসকলও স্থায়ী ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থায়ী ভাবকে বর্দ্ধিত করে (ইহাই শ্লোকস্থ 'উন্মজ্জন্তি'-শব্দের তাৎপর্য্য)। আবার সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গ যেমন পরে সমুদ্রেই লীন হয়—সমুদ্ররূপতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্থায়ী ভাব হইতে উত্থিত ব্যভিচারী ভাবও পরে স্থায়ী ভাবেই লীন হইয়া যায়—স্থায়িভাব-রূপতা প্রাপ্ত হয় (ইহাই শ্লোকস্থ 'নিমজ্জন্তি'-শব্দের তাৎপর্য্য)।"

ব্যভিচার-শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হইতেছে—কদাচার, ভ্রষ্টাচার। তদনুসারে, কদাচার-পরায়ণ বা ভ্রষ্টাচারী লোককেই সাধারণতঃ ব্যভিচারী বলা হয়। কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকে যে "ব্যভিচারী ভাব" কথিত হইয়াছে, তাহাতে "ব্যভিচারী"-শব্দটী সাধারণ আভিধানিক অর্থে (অর্থাৎ ভ্রষ্টাচারীর ভাব-এই অর্থে) ব্যবহৃত হয় নাই। এ-স্থলে "ব্যভিচারী"-শব্দের একটী বিশেষ বা পারিভাষিক অর্থ আছে; উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকে এই পারিভাষিক অর্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে—"বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।—বিশেষ আভিমুখ্যের সহিত স্থায়িভাবের প্রতি চরণ বা বিচরণ করে—গমন করে (বলিয়া এই ভাবকে ব্যভিচারী ভাব বলা হয়)।" বি (বিশেষরূপে) + অভি (অভিমুখে, স্থায়িভাবের অভিমুখে) + চারী (চরণকারী —গমনকারী) = ব্যভিচারী। স্থায়ী ভাব হইতেই ইহার উদ্ভব, ইহা বর্দ্ধিতও করে স্থায়ী ভাবকে (উন্মজ্জন্তি) এবং শেষকালে লীনও হয়

স্থায়ী ভাবে (নিমজ্জন্তি)। স্থায়ীভাব ব্যতীত অন্য কিছুর সহিতই ইহার সম্বন্ধ নাই। উচ্ছ্বসিত অবস্থায়ও ইহার গতি স্থায়ী ভাবের (স্থায়ী ভাবের বৃদ্ধির বা পুষ্টির) দিকে; আবার যখন লয় প্রাপ্ত হয়, তখনও ইহার গতি স্থায়ী ভাবের দিকে, স্থায়ী ভাবেই ইহা লীন হয়।

এই ব্যভিচারী ভাবের অপর একটী নাম হইতেছে **সঞ্চারী ভাব**। "সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে ॥—ব্যভিচারী ভাব আবার ভাবের (স্থায়ী ভাবের, বা কৃষ্ণরতির) গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ইহাকে সঞ্চারী ভাবও বলা হয়।" এ-স্থলেও দেখা যায়—সঞ্চারণ-ব্যাপারেও ব্যভিচারী ভাবের গতি স্থায়ী ভাবের প্রতিই, ইহা স্থায়ী ভাবকেই সঞ্চারিত করে।

৭১। তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাবের নাম

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে--ব্যভিচারী ভাব হইতেছে তেত্রিশটী। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাহাদের নাম এইরূপ কথিত হইয়াছেঃ—

(১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ. (১২) অপস্মৃতি, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃতি (মৃত্যু), (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) উৎসুকতা. (২৭) উগ্রতা, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চপলতা, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি ও (৩৩) বোধ। (ভ, র, সি, ২।৪।৩)।

এক্ষণে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আনুগত্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এই তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

৭২। নির্ব্বেদ (১)

"মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষ্যাসদ্বিবেকাদিকল্পিতম্।
স্বাবমাননমেবাত্র নির্বেদ ইতি কথ্যতে ॥
অত্র চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যদৈন্যনিশ্বসিতাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪॥

—মহাদুঃখ, বিপ্রয়োগ (বিচ্ছেদ), ঈর্ষ্যা এবং সদ্বিবেকাদি (অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অকরণ এবং অকর্ত্তব্যের করণ বশতঃ শোচনাদি) হইতে কল্পিত নিজের অবমাননকে নির্বেদ বলে। এই নির্বেদে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য. দৈন্য এবং দীর্ঘ নিশ্বাসাদি প্রকাশ পায়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এ-স্থলে 'সদ্বিবেক' হইতেছে অকর্ত্তব্যের করণ এবং কর্ত্তব্যের অকরণ জনিত শোচনাময় ব্যাপার।"

ক। মহার্ত্তিজনিত নির্ব্বেদ

"হন্ত দেহহতকৈঃ কিমমীভিঃ পালিতৈর্বিফলপুণ্যফলৈর্নঃ।

এহি কালিয়হ্রদে বিষবহ্নৌ স্বং কুটুম্বিনি হঠাজ্জুহবাম॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫॥

—হে গৃহকুটুম্বিনী যশোদে! হায়! পুণ্যরহিত আমাদের এই হতদেহকে পালন করিয়া কি লাভ? আইস, বিষাগ্নিযুক্ত কালিয়হ্রদে আমাদের দেহকে শীঘ্র আহুতি প্রদান করি।'

শোকজনিত মহাদুঃখবশতঃ এই নির্ব্বেদ। "পুণ্যরহিত হতদেহ"-বাক্যে স্বীয় অবমানন সূচিত হইতেছে।

এ-স্থলে, যিনি এই কথাগুলি বলিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার কুটুম্বিনী যশোদা—এই দুই জন মাত্র আছেন। অথচ শ্লোকে দ্বিবচনের পরিবর্ত্তে "দেহহতৈঃ কিমমীভিঃ"-ইত্যাদি ব্যাক্যে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই বহুবচনের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পাণিনির একটী সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন—"অস্মদো দ্বয়শ্চ॥ পণিনি॥১।২।৫৯" এবং বলিয়াছেন—বহুজন্মতাপেক্ষাতেই এ-স্থলে বহুবচন; তাৎপর্য্য—বহুজন্ম পর্য্যন্তই আমরা পুণ্যহীন।

অন্য একটী উদাহরণ:—

"যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা

প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।

ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো

ধিগ্ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী॥

—উ, নী, ম,-ধৃত বিদগ্ধমাধব-বাক্য (২।৪১)॥

—(পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা এক সখীর যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে একখানা পত্র পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রত্যাগতা সেই সখীর ম্লান মুখ দেখিয়া শ্রীরাধা অনুমান করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তখন মহার্ত্তিভরে নির্ব্বেদভাবাপন্না শ্রীরাধা সেই সখীকে বলিয়াছিলেন।) হে সখি! যাঁহার ক্রোড়ে অবস্থান-সুখের আশায় আমি গুরুজনের নিকট হইতে গুরুতর লজ্জাকেও শিথিল করিয়াছি, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম যে তোমরা সখীজন, সেই তোমাদিগকেও বহু ক্লেশ ভোগ করাইয়াছি এবং সাধ্বীগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত যে মহান্ ধর্ম্ম, তাহাকেও গণ্য করি নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও এই পাপীয়সী আমি এখনও জীবিত আছি! ধিক্ আমার ধৈর্য্যকে!"

খ। বিপ্রয়োগজনিত নির্ব্বেদ

"অসঙ্গমান্মাধবমাধুরীণামপুষ্পিতে নীরসতাং প্রয়াতে।

বৃন্দাবনে শীর্য্যতি হা কুতোঽসৌ প্রাণিত্যপুণ্যঃ সুবলো দ্বিরেফঃ॥ভ, র, সি, ২।৪।৫॥

—মাধবের মাধুরীসমূহের অভাবে বৃন্দাবন পুষ্পহীন ও নীরস হইয়া বিশীর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

তথাপি হায়! এই (মল্লক্ষণ) সুবলরূপ দ্বিরেফ (ভ্রমর—ভ্রমরতুল্য মূর্খ) কিরূপে এ-স্থলে জীবিত আছে?"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদজনিত নির্বেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। "দ্বিরেফঃ"-শব্দে স্বীয় অবমানন সূচিত হইয়াছে। যে-খানে পুষ্প নাই, সে-খানেও যদি ভ্রমর থাকে, তাহা হইলে সেই ভ্রমরকে মূর্খই বলা যায়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দানকেলিকৌমুদী হইতেও একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণির্মম।
তমবিলোকয়তোরবিলোচনিঃ সখি বিলোকনয়োশ্চ কিলানয়োঃ॥

—হে সখি! মাধবের কথা শ্রবণ করিতে পারিতেছেনা, এতাদৃশ যে আমার শ্রবণদ্বয়, তাহাদের বধিরতাই ভাল। আর, যে নয়নদ্বয় মাধবের দর্শন করিতে পারিতেছে না, তাহাদের অন্ধত্বই ভাল।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধবসন্দেশ হইতে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

ন ক্ষোদীয়ানপি সখি মম প্রেমগন্ধো মুকুন্দে ক্রন্দন্তীং মাং নিজসুভগতাখ্যাপনায় প্রতীহি।
খেলদ্বংশীবলয়িনমনালোক্য তং বক্ত্রবিম্বং ধ্বস্তালম্বা যদহমহহ প্রাণকীটং বিভর্ম্মি॥

—(মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত অসহ্য দুঃখে অনবরত অশ্রুমুখী শ্রীরাধাকে দেখিয়া ললিতা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে থাকিলে শ্রীরাধা নির্বেদবাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) হে সখি! মুকুন্দের প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্র প্রেমগন্ধও নাই; তবে যে আমি অনবরত তাঁহার জন্য রোদন করিতেছি, ইহা কেবল আমার স্ব-সৌভাগ্য-খ্যাপনমাত্র, ইহাই বিশ্বাস কর। অহহ! কি খেদের কথা!! বিবিধ স্বর-মূর্চ্ছনাদির আলাপকারিণী যে বংশী, সেই বংশীযুক্ত মুকুন্দ-মুখমণ্ডল দেখিতে না পাইয়াও আলম্বন বিহীন হইয়াও—আমি আমার এই প্রাণকীটের ধারণ করিতেছি!!"

রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রলাপবাক্যে বলিয়াছেন,

দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ, কপট-প্রেমের বন্ধ, সেহ মোর নাহি কৃষ্ণপায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন, করি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনি মুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ, যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২।৪০-৪১॥

গ। ঈর্ষ্যাজনিত নির্বেদ

"স্তোতব্যা যদি তাবৎ সা নারদেন তবাগ্রতঃ।
দুর্ভগোঽয়ং জনস্তত্র কিমর্থমনুশব্দিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭ ধৃত হরিবংশবচন॥

—সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—নারদ যদি তোমার সাক্ষাতে রুক্মিণীর স্তব (প্রশংসা) করিতে লাগিলেন, তাহা হইলে মাদৃশ এই দুর্ভাগ্য জনের কথায় প্রয়োজন কি?"

এ-স্থলে রুক্মিণীদেবীর প্রতি সত্যভামাদেবীর ঈর্ষ্যা প্রকাশ পাইতেছে। এই ঈর্ষ্যার ফলে সত্যভামার নির্বেদ (নিজের অবমানন) জন্মিয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত একটী উদাহরণ, যথা :—

"নাত্মানমাক্ষিপ ত্বং ম্লায়দ্বদনা গভীরগরিমাণম্।
সখি নান্তরং ক্ষিতৌ কশ্চন্দ্রাবলিতারয়োর্বেত্তি॥ ব্যভি ॥৬॥

—(সর্ব্বত্র শ্রীরাধার সৌভাগ্যসম্পত্তির খ্যাতি দেখিয়া অসহিষ্ণুতাবশতঃ চন্দ্রাবলী নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকিলে তাঁহার সখী পদ্মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) হে সখি ! মলিনবদনা হইয়া গভীর-গরিমাশালিনী তোমার নিজেকে আর নিন্দা করিওনা। এই জগতে কে না জানে যে, চন্দ্রাবলীতে এবং তারকাতে অনেক পার্থক্য আছে (এ-স্থলে চন্দ্রাবলীনাম্নী গোপীকে চন্দ্রশ্রেণীতুল্যা এবং শ্রীরাধাকে একটী তারকাতুল্যা বলা হইয়াছে। ধ্বনি এই যে—বহু বহু চন্দ্র এবং একটী তারকাতে যেরূপ পার্থক্য, চন্দ্রাবলীতে এবং শ্রীরাধিকাতেও তদ্রূপ পার্থক্য। ইহা হইতেছে চন্দ্রাবলীর প্রতি পদ্মার সান্ত্বনাবাক্য)।"

ঘ। সদ্বিবেকজনিত নির্বেদ

"মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।
মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোষভূম্বাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া॥ শ্রীভা, ১০।৫১।৪৭॥

—মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে অজিত ! (কেবল অন্য লোকই যে সংসারে পতিত হইতেছে, তাহা নহে ; আমার অবস্থাও তদ্রূপ) আমার দেহেতে আত্মবুদ্ধি আছে ; এজন্য দুরন্ত চিন্তাদ্বারা পুত্র, কলত্র, কোষ এবং ভূমি (রাজত্ব) প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া নিজেকে ভূপতি মনে করিয়া রাজ্যশ্রী-দ্বারা উন্নদ্ধমদ হইয়াছি (আমার মদ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে)। আমার এই কাল (আয়ুষ্কাল) নিষ্ফলই হইল।"

ভগবচ্চরণে অনুরক্তিই কর্ত্তব্য ; মহারাজ মুচুকুন্দ মনে করিতেছেন—তিনি সেই কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। আর, দেহভোগ্য বস্তুতে আসক্তি হইতেছে অকর্ত্তব্য ; তিনি মনে করিতেছেন—তিনি সেই অকর্ত্তব্যই করিতেছেন। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃই পরমভাগবত মুচুকুন্দের এইরূপ ভাব। যাহা হউক, এইরূপ ভাবেই তাঁহার সদ্বিবেক সূচিত হইতেছে ; এই সদ্বিবেকবশতঃ তিনি নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, "আমার আয়ুষ্কাল নিষ্ফল হইল" বলিতেছেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—ভগবৎ-প্রীতিতে অধিষ্ঠানহেতু নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবসমূহ লৌকিক দুঃখময় ভাবের মত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তৎসমস্তের গুণাতীতত্বই মনে করিতে হইবে। "নির্বেদাদীনাঞ্চামীষাং লৌকিক-গুণময়-ভাবায়মানানামপি বস্তুতো গুণাতীতত্বমেব, তাদৃশ ভগবৎপ্রীত্যধিষ্ঠানাৎ।" সমস্ত ব্যভিচারী ভাবসম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। যাহা ভগবৎ-প্রীতিতে অধিষ্ঠিত, তাহা কখনও প্রাকৃত-গুণময় হইতে পারে না, তাহা গুণাতীতই—যদিও বহির্দৃষ্টিতে তাহাকে গুণময় বলিয়া মনে হইতে পারে।

ঙ। নির্বেদসম্বন্ধে ভরতমুনির অভিমত

নির্বেদরূপ ব্যভিচারী ভাবের বিবরণ দিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অমঙ্গলমপি প্রোচ্য নির্বেদং প্রথমং মুনিঃ।
মেনেঽমুং স্থায়িনং শান্তে ইতি জল্পন্তি কেচন॥২।৪।৮॥

—কেহ কেহ মনে করেন—অমঙ্গল হইলেও ভরতমুনি নির্বেদকে প্রথমে উল্লেখ করিয়া শান্তরসে এই নির্বেদকেই স্থায়িভাব বলিয়া মনে করিয়াছেন।"

ভরতমুনি ব্যভিচারি-ভাব-বর্ণনে নির্বেদের উল্লেখই সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছেন। নির্বেদকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এজন্য কেহ কেহ মনে করেন—ভরতমুনি শান্তরসে নির্বেদকেই স্থায়িভাব মনে করিতেন; স্থায়িভাবের অবশ্যই প্রাধান্য আছে। এজন্য তিনি প্রথমেই নির্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীও ভরতমুনির প্রতি গৌরববুদ্ধিবশতঃই ব্যভিচারি-ভাব-প্রকরণে প্রথমেই নির্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"তত্রাহ অমঙ্গলমিতি। মুনিস্তং প্রথমং প্রোচ্য শান্তরসে অমুং নির্বেদং স্থায়িনং মেনে। তথাচ তস্যা অমঙ্গলত্বেঽপি স্থায়িভাবত্বেন প্রাধান্যাৎ প্রথমত উক্তিঃ সঙ্গতেতি ভাবঃ। অত্র তু নির্বেদস্য প্রথমোক্তিস্তু মুনিবচনানুবাদরূপত্বাদিতি ভাবঃ॥" কিন্তু টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"কেচনেতি। স্বমতে তু শান্তরসে শান্ত্যাখ্যায়া রতেরেব স্থায়িভাবত্বাৎ। অত্র তু নির্বেদস্য প্রথমোক্তিঃ মুনিবচনানুবাদরূপত্বাদিতি ভাবঃ॥—স্বমতে (গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মতে) কিন্তু শান্তরসে শান্তি-নাম্নী রতিরই স্থায়িভাবত্ব। এ-স্থলে নির্বেদের প্রথমোক্তি মুনিবচনের অনুবাদ (পুনরুক্তি) রূপ।"

৭৩। বিষাদ (২)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

ইষ্টানবাপ্তিপ্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা॥
অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্। বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ॥২।৪।৮॥

—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধকার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ, তাহার নাম বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি প্রকাশ পায়।"

ক। ইষ্টের অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদ

"জরাং যাতা মূর্ত্তির্মম বিবশতাং বাগপি গতা মনোবৃত্তিশ্চেয়ং স্মৃতিবিধুরতাপদ্ধতিমগাৎ।
অঘধ্বংসিন্ দূরে বসতু ভবদালোকনশশী ময়া হন্ত প্রাপ্তো ন ভজনরুচেরপ্যবসরঃ॥

ভ, র, সি, ২।৪।৯॥

—হে অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ! আমার শরীর জরাগ্রস্ত হইয়াছে, বাক্যও বিবশতা প্রাপ্ত হইয়াছে,

মনোবৃত্তিও স্মৃতিরহিত হইয়াছে। তোমার দর্শনরূপ শশীও দূরে অবস্থান করিতেছে। হায়! এ পর্য্যন্ত তোমার ভজনরুচির অবসরও পাইলাম না।"

এ-স্থলে ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে বিষাদ।

উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত একটী উদাহরণঃ—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্ব্বয়স্যৈঃ।

বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥ শ্রীভা, ১০।২১।৭॥

—(শোভাতিশয়যুক্ত শরৎকালীন বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত বিহার করিতে করিতে বেণুবাদন করিতেছেন। তাঁহার বেণুধ্বনির মাধুর্য্যে আকৃষ্টচিত্তা গোপীগণ তাঁহার দর্শনের জন্য লালসাবতী হইয়া পরস্পরকে বলিয়াছিলেন) হে সখীগণ! চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের ইহাই হইতেছে চক্ষুর একমাত্র ফল বা সার্থকতা, অন্য কিছুতে যে চক্ষুর সার্থকতা আছে, তাহা জানিনা। (কি তাহা? তাহা হইতেছে এই) বয়স্যগণের সহিত পশু (গাভী) দিগের পশ্চাতে বনে প্রবেশকারী ব্রজেন্দ্রনন্দন-দ্বয়ের (রামকৃষ্ণের) মধ্যে যিনি পশ্চাদ্গামী (শ্রীকৃষ্ণ), তাঁহার বেণুকর্ত্তৃক সেবিত যে মুখারবিন্দ, যাহা হইতে অনুরক্ত জনের প্রতি নিত্য কটাক্ষ-মোক্ষ (অপাঙ্গদৃষ্টি-প্রেরণ) হইতেছে, সেই মুখ-কমলকে যাঁহারা চক্ষুদ্বারা আদরপূর্ব্বক নিত্য পান করিতেছেন, তাঁহাদেরই চক্ষুর সার্থকতা।"

খ। প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধিজনিত বিষাদ

"স্বপ্নে ময়াদ্য কুসুমানি কিলাহৃতানি যত্নেন তৈর্বিরচিতা নবমালিকা চ।

যাবন্মুকুন্দহৃদি হন্ত নিধীয়তে সা হা তাবদেব তরসা বিররাম নিদ্রা॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯॥

—অদ্য আমি স্বপ্নযোগে পুষ্পচয়ন করিয়াছি, যত্নের সহিত সেই কুসুমের দ্বারা নূতন মালাও রচনা করিয়াছি। কিন্তু হা কষ্ট! যখন আমি সেই মালা মুকুন্দের বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিব, ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।"

এ-স্থলে প্রারব্ধ কার্য্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠে মালার অর্পণ; তাহা সিদ্ধ হয় নাই বলিয়াই বিষাদ।

গ। বিপত্তিজনিত বিষাদ

"কথমনায়ি পুরে ময়কা সুতঃ কথমসৌ ন নিগৃহ্য গৃহে ধৃতঃ।

অমুমহো বত দন্তিবিধুন্তুদো বিধুরিতং বিধুমত্র বিধিৎসতি ॥২।৪।১০॥

—(কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড়-নামক মহাপরাক্রান্ত হস্তীর সম্মুখীন হইয়াছেন। দূরে থাকিয়া উচ্চ মঞ্চ হইতে তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া গোপরাজ নন্দ বলিতেছেন) হায়! কেন আমি পুত্রকে মথুরাপুরে আনিলাম, কেন তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম না। আমার এই তনয়রূপ চন্দ্রকে কুবলয়াপীড়-নামক হস্তিরূপ রাহু ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত উদাহরণ যথাঃ—

নিপীতা ন স্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নর্ম্মভণিতি-
র্ন দৃষ্টা নিশঙ্কং সুমুখি মুখপঙ্কেরুহরুচঃ।
হরের্বক্ষঃপীঠং ন কিল ঘনমালিঙ্গিতমভূ-
দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্ফুটতি লুঠদন্তর্ম্মম মনঃ ॥ ললিতমাধব ॥৩।২৬॥

—(প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন) হে সুমুখি! আমি শ্রীকৃষ্ণের নর্মবাক্য শ্রুতিপুটে ইচ্ছানুরূপ ভাবে পান করি নাই, তাঁহার মুখকমলের কান্তিও নিঃশঙ্কচিত্তে দেখিতে পারি নাই; তাঁহার বিশাল বক্ষেও নিবিড় ভাবে আলিঙ্গিত হই নাই। এক্ষণে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার মন শরীরাভ্যন্তরে লুণ্ঠিত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে।"

ঘ। অপরাধজনিত বিষাদ

"পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৯॥

—(ব্রহ্ম-মোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মায়া বিস্তার করিয়া ব্রহ্মা যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষমাপনের নিমিত্ত বিষাদের সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন) অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির নিকটে অতি তুচ্ছ, তদ্রূপ আমিও আপনার নিকটে অতি তুচ্ছ। তথাপি আমার কি মূর্খতা, তাহা আপনি দেখুন। হে ঈশ! হে অনন্ত! সকলের আদি (সর্ব্বকারণ-কারণ), পরাত্মা, মায়াবীদিগেরও মোহনকারী আপনার প্রতিও মায়া বিস্তার করিয়া আমি নিজের বৈভব দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম।"

"স্যমন্তকমহং হৃত্বা গতো ঘোরাস্যমন্তকম্।
করবৈ তরণীং কাম্বা ক্ষিপ্তো বৈতরণীমনু ॥ ভ, র, সি. ২।৪।১২॥

—(বিষাদের সহিত অক্রুর চিন্তা করিতেছেন) স্যমন্তক-মণি হরণ করিয়া আমি যমের ভয়ানক মুখে পতিত হইলাম। ইহার ফলে আমাকে তো বৈতরণী নদীতে উৎক্ষিপ্ত হইতে হইবে। সেই বৈতরণী হইতে উদ্ধারের জন্য কাহাকেই বা তরণী করিব?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ; যথা:—

"হরের্বচসি সূনৃতে ন নিহিতা শ্রুতির্ব্বা ময়া তথা দৃগপি নার্পিতা প্রণতিভাজি তস্মিন্ পুরঃ।
হিতোক্তিরপি ধিক্কৃতা প্রিয়সখী মুহুস্তেন মে জ্বলত্যহহ মুর্ম্মুরজ্বলনজালরুদ্ধং মনঃ ॥৯॥

—(কলহান্তরিতা শ্রীরাধা নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন) হায় হায়! ক্রূরা আমি শ্রীহরির সত্য ও প্রিয় বাক্যে কর্ণপাতও করি নাই; তিনি যখন আমার অগ্রভাগে প্রণত হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহার প্রতি আমি দৃক্‌পাতও করি নাই। হিতবাক্যরূপা প্রিয়সখীকেও আমি পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিয়াছি। অহহ! এক্ষণে আমার মন তুষানলে পরিব্যাপ্ত হইয়া মুহুর্ম্মুহু দগ্ধ হইতেছে।"

৭৪। দৈন্য (৩)

"দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জিত্যাস্তু দীনতা।

চাটুকৃন্মান্দ্য-মালিন্য-চিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ ॥ভ, র, সি, ২।৪।১৩॥

—দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে নিজের নিকৃষ্টতা-মনন, তাহাকে দৈন্য বলে। এই দৈন্যে চাটু (নিজের দৈন্যবোধক চাটুবাক্য), মান্দ্য (চিত্তের অপটুতা), মালিন্য, চিন্তা (নানাবিধ ভাবনা), এবং অঙ্গের জড়িমাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

ক। দুঃখজনিত দৈন্য

"চিরমিহ বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈরবিতৃষষড়মিত্রো লব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।

শরণদ সমুপেতস্তৎপাদাব্জং পরাত্মন্ ভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥ শ্রীভা, ১০।৫১।৫৭ ॥

—(পুনরায় বর দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মুচুকুন্দকে বলিলেন – ভোগ্য বস্তু তুমি ভোগ কর ; কিন্তু কৈবল্য তোমার করস্থ। তখন মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের পদে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন) প্রভো! কর্ম্মফলে আমি চিরকাল পীড়িত আছি ; সেই কর্ম্মফলজনিত বাসনায় সন্তপ্ত হইতেছি ; তথাপি আমার ছয় রিপু (ছয় ইন্দ্রিয়) তৃষ্ণাশূন্য হয় নাই। দৈববশতঃ কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ হওয়ায় আপনার অভয়, অশোক এবং অমৃত পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইলাম। হে শরণদ! হে পরাত্মন্! হে ঈশ! আপদে পতিত আমাকে রক্ষা করুন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত দুইটী উদাহরণ :—

"অয়ি মুরলি মুকুন্দস্মেরবক্ত্রারবিন্দ-শ্বসনরসরসজ্ঞে ত্বাং নমস্কৃত্য যাচে।

মধুরমধরবিম্বং প্রাপ্তবত্যাং ভবত্যাং কথয় রহসি কর্ণে মদ্দশাং নন্দসূনোঃ ॥ বিল্বমঙ্গল ॥

—(ব্রজবালার ভাবে বিভাবিতচিত্ত বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মুরলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন) হে মুরলি! তুমি মুকুন্দের মুখারবিন্দের ফুৎকার-রসের রসজ্ঞা ; এজন্য তোমাকে প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তুমি যখন তাঁহার মধুর অধরবিম্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন যেন আমার এই দশাটী (তাঁহার অদর্শনজনিত অসহ্য দুঃখের কথাটী) তাঁহার কর্ণের গোচরীভূত করিও।"

এই উদাহরণে সাধক-ভক্ত বিল্বমঙ্গলের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত দুঃখ হইতে উদ্ভূত দৈন্যের কথা বলিয়া পরবর্ত্তী উদাহরণে সিদ্ধভক্তদের দৈন্যের কথা বলা হইয়াছে।

"তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।

ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৩৮॥

—(শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া গভীর অরণ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, প্রেম-স্বভাববশতঃ তাহাকে তাঁহার ঔদাসীন্যব্যঞ্জক বাক্য মনে করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে দুঃখনাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও

(তুমি নিজে ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তো গোবর্দ্ধন-ধারণ, দাবাগ্নি-পান-প্রভৃতি ব্যাপারে ব্রজবাসীদের দুঃখ দূরীভূত করিয়াছ। তুমি সকলেরই দুঃখ-নাশক। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদেরও দুঃখ দূর কর। আমাদের কি দুঃখ, তাহা বলিতেছি)। তোমার উপাসনার (সেবাদ্বারা তোমার প্রীতি বিধানের) আশাতেই আমরা গৃহ ত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি ; (তোমার সেবাব্যতীত অন্য কোনও বাসনা আমাদের নাই ; তুমি কিন্তু বংশীস্বরে আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া এক্ষণে আমাদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিষম দুঃখসমুদ্রে নিপাতিত করিতেছ)। হে পুরুষকুলশিরোভূষণ ! তোমার অতিসুন্দর ঈষদ্ধাস্যযুক্ত নিরীক্ষণে আমাদের চিত্তে তীব্রকামের (আমাদের ভাবোচিত সেবাদ্বারা তোমার প্রীতিবিধানের জন্য বলবতী লালসার) উদ্রেক হইয়াছে ; সেই লালসার জ্বালায় আমাদের চিত্ত দগ্ধ হইতেছে। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে তোমার দাস্য প্রদান কর (দাস্য প্রদান করিয়া আমাদের দুঃখ দূর কর)।"

খ। ত্রাসজনিত দৈন্য

"অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায়সঃ প্রভো।
কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্ ॥

—ভ, র, সি, ২।৪।১৪-ধৃত শ্রীভা, ১।৮।১০॥

—(উত্তরার গর্ভস্থিত পাণ্ডবদের বংশধর পরীক্ষিৎকে ধ্বংস করার জন্য যখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার দিকে ধাবিত হইতেছিল, তখন গর্ভনাশের ভয়ে ভীতা হইয়া উত্তরা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন) হে প্রভো! জ্বলন্ত লৌহ-শর আমার অভিমুখে বেগে আসিতেছে। হে নাথ ! ইহা আমাকে যদৃচ্ছাক্রমে দগ্ধ করুক, তাহাতে আমার খেদ নাই ; কিন্তু আমার গর্ভটী যেন নিপাতিত না হয়।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"অপি করধূতিভির্ময়াপনুন্নোমুখময়মঞ্চতি চঞ্চলো দ্বিরেফঃ।
অঘদমন ময়ি প্রসীদ বন্দে কুরু করুণামবরুন্ধি দুষ্টমেনম্ ॥ ব্যভি ॥১১॥

—(শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে বিহার করিতেছেন। তাঁহার সৌগন্ধ্যভরে আকৃষ্ট হইয়া একটী ভ্রমর তাঁহার বদনকমলে পতিত হওয়ার উপক্রম করিতেছে। ইহাতে ত্রাসযুক্তা হইয়া শ্রীরাধা দৈন্যভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে অঘনাশন ! এই চঞ্চল ভ্রমরটী আমার করচালনে পুনঃ পুনঃ নিরস্ত হইয়াও আমার মুখের দিকেই আসিতেছে , কোনও মতেই আমার নিবারণ মানিতেছে না। অতএব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমার চরণে প্রণাম করিতেছি ; তুমি করুণা করিয়া এই দুষ্ট মধুকরকে অবরোধ কর।"

গ। অপরাধজনিত দৈন্য

"অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজো ভুবো হ্যজানতস্ত্বৎ পৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।১০॥

—(ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন) হে অচ্যুত! আমি রজোগুণে উৎপন্ন, এজন্য অজ্ঞ—আপনার মহিমা কিছুই জানিনা। 'অমি অজ-জগৎকর্ত্তা'-এতাদৃশ মদরূপ গাঢ় তিমিরদ্বারা আমার নেত্রদ্বয় অন্ধ হইয়াছে; এজন্যই আমি নিজেকে আপনা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর মনে করিয়াছি। প্রভো! 'এই ব্যক্তি অন্যত্র প্রভুত্বরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও আমি তাহার নাথ (প্রভু) আছি বলিয়া এইব্যক্তি নাথবান্—আমার ভৃত্য, অতএব আমার অনুকম্পার পাত্র'-ইহা মনে করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"আলি তথ্যমপরাদ্ধমেব তে দুষ্টমানফণিদষ্টয়া ময়া।
পিঞ্ছমৌলিরধুনানুনীয়তাং মামকীনমনবেক্ষ্য দূষণম্ ॥ ব্যভি ॥১২॥

—(এক সময়ে শ্রীরাধা মানিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মান দূরীভূত করার অভিপ্রায়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধা কিন্তু মান ত্যাগ করেন নাই। তখন বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন—"সখি রাধে! শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রাণকোটি অপেক্ষাও অধিক প্রিয়; একবার না হয় তিনি অপরাধ করিয়াছেন; তজ্জন্য তোমার চরণেও তিনি প্রণত হইয়াছেন; তাঁহাকে ক্ষমা কর।" কিন্তু বিশাখার একথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—"অয়ি দুর্ব্বুদ্ধি বিশাখে! তুমি আমার নিকট হইতে দূরীভূত হইয়া যাও।" কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণমনে চলিয়া গেলে কিছু কাল পরে শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে গিয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে বিশাখা বলিয়াছিলেন—"তোমার প্রাণবল্লভ যখন তোমার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, ক্ষমা করার জন্য আমিও তো তোমাকে কত অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ; এখন কেন আবার আমার নিকটে আসিয়াছ?" তখন শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিয়াছিলেন) হে সখি! যথার্থই আমার অপরাধ হইয়াছে; কিন্তু তৎকালে দুষ্ট মানফণী আমাকে দংশন করিয়াছিল; (ফণীর বিষজ্বালায় উন্মাদিত হইয়া লোক কত কিছু প্রলাপ বাক্যই বলিয়া থাকে; বন্ধুজনের উপদেশকেও গ্রাহ্য করে না। আমার অবস্থাও তখন তদ্রূপই হইয়াছিল; আমি তখন স্ববশে ছিলাম না। তাই তোমাকেও তিরস্কার করিয়াছি, তাড়াইয়া দিয়াছি; আমার প্রাণবল্লভের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছি। ইহাতে বাস্তবিকই অমার অপরাধ হইয়াছে। তুমি এক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা কর)); আমার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তুমি শিখিপিঞ্ছমৌলিকে অনুনয় বিনয় করিয়া বল, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।"

ঘ। লজ্জাহেতুক দৈন্য

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৪-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে দৈন্য জন্মে। এ-স্থলে "আদি"-শব্দে "লজ্জা" বুঝায়। "আদ্যশব্দেন লজ্জয়াপি ভ,র, সি, ২।৪।১৫॥" লজ্জা হইতেও দৈন্যের উদ্ভব হয়।

"মাহনয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাস্ত নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥

—ভ, র, সি, ২।৪।১৫॥-ধৃত শ্রীভা, ১০।২২।১৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণ কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোপকন্যাদের বস্ত্র হরণ করিয়া নিলে নিজেদের উলঙ্গত্বের কথা ভাবিয়া তাঁহারা লজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে কৃষ্ণ ! অন্যায় কর কেন? আমরা জানি—তুমি নন্দগোপতনয়, ব্রজের শ্লাঘ্য এবং আমাদের প্রিয়। হে অঙ্গ ! আমাদের বস্ত্রগুলি দাও, আমরা শীতে কাঁপিতেছি।"

৭৫। গ্লানি (৪)

"ওজঃ সোমাত্মকং দেহে বলপুষ্টিকৃদস্য তু।
ক্ষয়াচ্ছ্রমাধিরত্যাদ্যৈ গ্লানির্নিষ্প্রাণতা মতা।
কম্পাঙ্গজাড্যবৈবর্ণ্যকার্শ্যদৃগ্ভ্রমণাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৬॥

—যাহা দেহের বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারী এবং যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন চন্দ্র, শুক্র হইতেও উৎকৃষ্ট এতাদৃশ ধাতুবিশেষকে বলে ওজঃ। শ্রম, মনঃপীড়া এবং রত্যাদিদ্বারা ওজঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যে নিষ্প্রাণতা (দুর্ব্বলতা) জন্মে, তাহাকে বলে গ্লানি। এই গ্লানি হইতে কম্প, অঙ্গের জড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃশতা এবং নয়নের চাপল্যাদি জন্মিয়া থাকে।" (ওজঃ শুক্রাদপ্যুৎকৃষ্টো ধাতুবিশেষঃ ॥—টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী)।

ক। শ্রমজনিত গ্লানি

"আঘূর্ণন্মণিবলয়োজ্জ্বলপ্রকোষ্ঠা গোষ্ঠান্তর্মধুরিপুকীর্ত্তিনর্ত্তিতোষ্ঠী।
লোলাক্ষী দধিকলসং বিলোড়য়ন্তী কৃষ্ণায় ক্লমভরনিঃসহা বভূব ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৭॥

—শ্রীনন্দগৃহের অধ্যক্ষা ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত দধি মন্থন করিতেছিলেন ; তখন তাঁহার হস্তের প্রকোষ্ঠদেশে অবস্থিত মণিময় উজ্জ্বল বলয় ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল এবং মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির কীর্ত্তনে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় নৃত্য করিতেছিল। (যখন তিনি মনে করিলেন—'আমি যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিতেছি, না জানি শ্বশ্রূগণ তাহা শুনিতে পায়েন', এইরূপ আশঙ্কা করিয়া) তিনি লোলাক্ষী (চঞ্চল-নয়না) হইলেন এবং দধিকলস বিলোড়ন করিতে করিতে শ্রমভরে বিবশাঙ্গী হইলেন।"

এ-স্থলে শ্রমভরে অঙ্গের জড়তা বা বিবশতা এবং নয়নের চাপল্য হইতেছে গ্লানির লক্ষণ।

অপর একটী উদাহরণ :—

গুম্ফিতুং নিরুপমাং বনস্রজং চারুপুষ্পপটলং বিচিন্বতী।
দুর্গমে ক্লমভরাতিদুর্ব্বলা কাননে ক্ষণমভূন্মৃগেক্ষণা ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৭॥

—একদা মৃগনয়না কোনও ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিরুপম বনমালা গ্রন্থনের অভিপ্রায়ে দুর্গম কাননে প্রবেশ করিয়া মনোহর পুষ্পসকল চয়ন করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্তিবশতঃ ক্ষণকালের জন্য দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছিলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

ব্যাত্যুক্ষীমঘমথনেন পঙ্কজাক্ষী কুর্ব্বাণা কিমপি সখীষু সস্মিতাসু।
ক্ষামাঙ্গী মণিবলয়ং স্খলৎকরান্তাৎ কালিন্দীপয়সি রুরোধ নাদ্য রাধা ॥১৪॥

—(বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে বলিলেন) দেবি! যমুনাজলে সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি করিতেছিলেন; কিন্তু কোনও সখীই শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া কমল-নয়না শ্রীরাধা সখীদিগকে তিরস্কার করিয়া নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না দেখিয়া সখীগণ হাসিতে লাগিলেন। জলসেচনজনিত শ্রমবশতঃ শ্রীরাধার এইরূপ গ্লানি উপস্থিত হইল যে, শরীরের বৈবশ্যনিবন্ধন তাঁহার করকমলের অগ্র-ভাগ হইতে মণিবলয় যমুনার জলে পড়িতে লাগিল, তিনি তাহা অবরোধ করিতে সমর্থা হইলেন না।"

খ। মনঃপীড়াজনিত গ্লানি

সারসব্যতিকরেণ বিহীনা ক্ষীণজীবনতয়োচ্চলহংসা।
মাধবাদ্য বিরহেণ তবাম্বা শুষ্যতি স্ম সরসী শুচিনেব॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৮॥

—হে মাধব! গ্রীষ্মকালে সারস-হংস-বিরহিত ক্ষীণজল সরোবর যেমন শুষ্ক হয়, তদ্রূপ তোমার বিরহে তোমার মাতা যশোদাও অদ্য শুষ্ক হইয়া যাইতেছেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"প্রতীকারারম্ভশ্লথমতিভিরুদ্যৎপরিণতে র্বিমুক্তায়া ব্যক্তস্মরকদনভাজঃ পরিজনৈঃ।
অমুঞ্চন্তী সঙ্গং কুবলয়দৃশঃ কেবলমসৌ বলাদদ্য প্রাণানবতি ভবদাশা সহচরী ॥১৫॥ হংসদূত ॥৯৫॥

—(মাথুর-বিরহজনিত মনঃপীড়ায় শ্রীরাধার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ললিতা অত্যন্ত আর্ত্তিভরে একটী হংসের যোগে মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সংবাদ পাঠাইতেছেন। অহে হংস! মথুরাপ্রবাসী শ্রীকৃষ্ণকে তুমি জানাইবে) কমলনয়না শ্রীরাধা প্রকট-মদনপীড়ায় (স্বীয় ভাবোচিত সেবাদ্বারা তোমার প্রীতি বিধানের জন্য উৎকণ্ঠাময়ী লালসার তাড়নায়) অতি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনরক্ষা-বিষয়ে হতাশ হইয়া প্রতীকার-বিধানে তাঁহার সখীগণ সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু হে কৃষ্ণ! তোমার প্রত্যাগমনের আশাই তাঁহার একমাত্র সহচরীরূপে কোনও প্রকারে—অতি কষ্টে—এক্ষণে তাঁহার প্রাণকে রক্ষা করিতেছে।"

গ। রতিজনিত গ্লানি

অতিপ্রযত্নেন রতান্ততান্তা কৃষ্ণেন তল্পাদবরোপিতা সা।
আলম্ব্য তস্যৈব করং করেণ জ্যোৎস্নাকৃতানন্দমলিন্দমাপ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৯॥

—(রতিক্রীড়ার অন্তে শয্যা হইতে অবতরণের সামর্থ্য শ্রীরাধার ছিলনা) শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁহাকে শয্যা হইতে অবতারিত করিয়া দিলে শ্রীরাধা স্বীয় হস্তে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহাগ্রবর্ত্তী জ্যোৎস্নাময় কুট্টিমে উপস্থিত হইলেন।"

৭৬। **শ্রম (৫)**

অধ্ব-নৃত্য-রতাদ্যুত্থঃ খেদঃ শ্রম ইতীর্য্যতে।
নিদ্রাস্বেদাঙ্গসম্মর্দ্দ-জৃম্ভাশ্বাসাদিভাগসৌ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৯॥

—পথভ্রমণ, নৃত্য ও রমণাদি জনিত খেদকে শ্রম বলে। এই শ্রমে নিদ্রা, ঘর্ম্ম, অঙ্গ-সম্মর্দ্দ, জৃম্ভা ও দীর্ঘশ্বাসাদি হইয়া থাকে।"

ক। পথভ্রমণ জনিত শ্রম

"কৃতাগসং পুত্রমনুব্রজন্তী ব্রজাজিরান্তর্ব্রজরাজরাজ্ঞী।
পরিস্খলৎকুন্তলবন্ধনেয়ং বভূব ঘর্ম্মাম্বুকরম্বিতাঙ্গী ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৯॥

—শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ করিয়া পলাইয়া যাইতেছিলেন ; ব্রজরাজরাজ্ঞী যশোদা পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রজাঙ্গনে ধাবমানা হইতেছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার কেশবন্ধন খুলিয়া গেল এবং অঙ্গসমূহ ঘর্ম্মজলে সিক্ত হইয়াছিল।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"দ্বিত্রৈঃ কেলিসরোরুহং ত্রিচতুরৈর্ধম্মিল্লমল্লীস্রজং
কণ্ঠান্মৌক্তিকমালিকাং তদনু চ ত্যক্ত্বা পদৈঃ পঞ্চষৈঃ।
কৃষ্ণ প্রেমবিঘূর্ণিতান্তরতয়া দূরাভিসারাতুরা
তন্বঙ্গী নিরুপায়মধ্বনি পরং শ্রোণীভরং নিন্দতি ॥১৬॥

– (কানও দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিতেছেন, হে মাধব !) অদ্য শ্রীরাধা অভিসারার্থ যাত্রা করিয়া দুই তিন পদ গমন করিতে করিতেই (শ্রান্তিবশতঃ) হস্তস্থিত ক্রীড়াকমল দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তিন চারি পদ চলিয়াই কেশবন্ধনের মল্লীদাম ফেলিয়া দিলেন, তাহার পরে পাঁচ ছয় পদ চলিয়াই কণ্ঠ হইতে মৌক্তিকমালা খসাইয়া ফেলিলেন। হে কৃষ্ণ ! সেই তন্বঙ্গী শ্রীরাধা তোমার প্রতি তাঁহার বা তাঁহার প্রতি তোমার প্রেমে বিঘূর্ণিতচিত্তা হইয়া দূরদেশে অভিসার করিতে করিতে শ্রমবশতঃ কাতর হইয়া,—যাহাকে অপসারিত করা যায়না, তাঁহার সেই—নিতম্বভারেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন।"

খ। নৃত্যজনিত শ্রম

"বিস্তীর্য্যোত্তরলিতহারমঙ্গহারং সঙ্গীতোন্মুখমুখরৈর্বৃতঃ সুহৃদ্ভিঃ।
অস্বিদ্যদ্বিরচিতনন্দসূনুপর্ব্বা কুর্ব্বাণস্তটভুবি তাণ্ডবানি রামঃ ॥ভ, র, সি, ২।৪।১৯॥

—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও পর্ব্ব উপলক্ষ্যে সঙ্গীতমুখর সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া বলরাম অঙ্গভঙ্গিসহকারে

যমুনাতটে তাণ্ডবনৃত্য রচনা করিলেন ; তখন তাঁহার কণ্ঠস্থ মনোহর হার আন্দোলিত হইতেছিল এবং শ্রমবশতঃ অঙ্গসমূহ হইতে ঘর্ম্মজল স্রাবিত হইতেছিল।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"শিথিলগতিবিলাসাস্তত্র হল্লীশরঙ্গে হরিভুজপরিঘাগ্রন্যস্তহস্তারবিন্দাঃ।

শ্রমলুলিতললাটশ্লিষ্টলীলালকান্তাঃ প্রতিপদমনবদ্যাঃ সিস্বিদ্ র্বেদিমধ্যাঃ ॥১৭॥

—(বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন) হল্লীশরঙ্গে (রাসবিষয়ক নৃত্যাতিশয্যে) অনিন্দনীয় ক্ষীণমধ্যা ব্রজতরুণীগণের গতিবিলাস স্খলিত হইয়া গিয়াছে ; নৃত্যশ্রমে ক্লান্তা হইয়া তাঁহারা শ্রীহরির ভুজপরিঘে (স্কন্ধদেশে) হস্তপদ্ম বিন্যস্ত করিয়া রহিয়াছেন ; শ্রমবশতঃ প্রতিপদে স্বেদোদ্গম হওয়ায় তাঁহাদের লীলালকসমূহের (কেলিসূচক চূর্ণকুন্তলসমূহের) অগ্রভাগ ঘর্ম্মজলে সিক্ত হইয়া ললাটদেশে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।”

গ। **রতিজনিত শ্রম**

"তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।

প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।২০॥

—(শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বলিলেন) হে অঙ্গ ! গোপীগণ রতিক্রীড়ায় শ্রান্ত হইলে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সহিত স্বীয় মঙ্গলহস্তে তাঁহাদের বদন মার্জন করিয়াছিলেন।”

প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—পরমানন্দময় শ্রীভগবানের নিমিত্ত আয়াস-তাদাত্ম্যাপত্তিতে শ্রম উপস্থিত হয়। "শ্রমঃ পরমানন্দময় তদর্থায়াসতাদাত্ম্যাপত্তৌ ভবতি।”

৭৭। **মদ** (৬)

"বিবেকহর উল্লাসো মদঃ স দ্বিবিধো মতঃ ॥

মধুপানভবোঽনঙ্গবিক্রিয়াভরজোঽপি চ।

গত্যঙ্গবাণীস্খলন-দৃগ্ ঘূর্ণা-রক্তিমাদিকৃৎ ॥ভ, র, সি, ২।৪।১৯

—জ্ঞান-নাশক আহ্লাদের নাম মদ। এই মদ দুই রকমের—মধুপানজনিত এবং কন্দর্প-বিক্রিয়াতিশয্য-জনিত। ইহাতে গতির, অঙ্গের ও বাক্যের স্খলন এবং নেত্রঘূর্ণা ও নেত্র-রক্তিমাদি প্রকাশ পায়।”

ক। **মধুপানজনিত মদ**

"বিলে ক্ব নু বিলিল্যিরে নৃপপিপীলিকাঃ পীড়িতাঃ

পিনস্মি জগদণ্ডকং নন্বু হরিঃ ক্রুধং ধাস্যতি।

শচীগৃহকুরঙ্গ রে হসসি কিং ত্বমিত্যুন্মদ-

মুদেতি মদডম্বরস্খলিতচূড়মগ্রে হলী ॥ ললিতমাধব ॥৫।৪১॥

—রুক্মিণীহরণ-প্রসঙ্গে জরাসন্ধাদির সহিত যুদ্ধসময়ে মধুপানমত্ত মুক্তকেশ হলধর বলিয়াছিলেন—অরে

নৃপপিপীলিকা-সকল! তোরা পীড়িতা হইয়া কোন গর্ত্তে লুকাইয়া রহিলি? অরে শচীর ক্রীড়ামৃগ ইন্দ্র! তুই হাস্য করিতেছিস্? আমি ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, হরি ইহাতে ক্রোধ করিবেন না।"

প্রাচীনদিগের কথিত উদাহরণ ঃ—

"ভভভ্রমতি মেদিনী ললললম্বতে চন্দ্রমাঃ
কৃকৃষ্ণ ববদ দ্রুতং হহহসন্তি কিং বৃষ্ণয়ঃ।
সিসীধু মুমুমুঞ্চ মে পপপপানপাত্রে স্থিতং
মদস্খলিতমালপন্ হলধরঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥ভ, র, সি, ২।৪।২০॥

—'হে কৃকৃকৃষ্ণ! শীঘ্র ব-বল, পৃথিবী কি ভভ-ভ্রমণ করিতেছে (ঘূর্ণিত হইতেছে)? চন্দ্র কি পৃথিবীতে ল-ল-ল-লম্বিতাঙ্গ হইয়া পড়িল? অরে যদুগণ! তোরা হ-হ-হাস্য করিতেছিস্ কেন? আমার প-প-প-পানপাত্রস্থিত কদম্বপুষ্পজাত মধু পরিত্যাগ কর'—এইরূপে মদস্খলিত বাক্যে আলাপকারী হলধর তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

এই উদাহরণে বাক্যস্খলনের কথা বলা হইয়াছে। শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—উল্লিখিত শ্লোকের উক্তিগুলি স্বগৃহে স্থিত বলদেবের উক্তি, গৃহে থাকিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের এবং যদুগণের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণাদির সাক্ষাতে এই কথাগুলি বলেন নাই; শ্রীকৃষ্ণাদির সঙ্কোচে তাঁহাদের সাক্ষাতে ঐরূপ কথা বলা সম্ভব নয়।

এ-স্থলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—মদবশতঃ উত্তমব্যক্তি শয়ন করে, মধ্যমব্যক্তি হাস্য ও গান করিয়া থাকে এবং কনিষ্ঠব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে চীৎকার করে, পরুষবাক্য ব্যবহার করে এবং রোদন করে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এ-স্থলে আরও বলিয়াছেন—তরুণাদিভেদে মদ তিন রকমের; এ-স্থলে তাহাদের বিশেষ উপযোগিতা না থাকায় বর্ণন করা হইল না। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—এই প্রকরণ অতিশয় আদৃত নহে।

খ। কন্দর্পবিকারাতিশয্যজনিত মদ

"ব্রজপতিসুতমগ্রে বীক্ষ্য ভুগ্নীভবদ্ভ্রূর্ভ্রমতি হসতি রোদিত্যাস্যমন্তর্দধাতি।
প্রলপতি মুহুরালীং বন্দতে পশ্য বৃন্দে নবমদনমদান্ধা হন্ত গান্ধর্বিকেয়ম্॥ ভ, র, সি ২।৪।২০॥

—হে বৃন্দে! আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন কর। নবমদনমদে অন্ধ হইয়া শ্রীরাধা সম্মুখে ব্রজপতি-নন্দনকে দর্শন করিয়া কখনও ভ্রূযুগল কুটিল করিতেছেন, কখনও ভ্রমণ করিতেছেন, কখনও হাস্য করিতেছেন, কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও বদন আচ্ছাদন করিতেছেন, কখনও প্রলাপ করিতেছেন এবং কখনও সখীদিগকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছেন।"

৭৮। গর্ব্ব (৭)

"সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।
ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে ॥ভ, র, সি, ২।৪।২০॥

—সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তম আশ্রয় এবং ইষ্টবস্তু-লাভাদি বশতঃ অপরের যে অবহেলন, তাহাকে গর্ব্ব বলে।"

"তত্র সোল্লুণ্ঠবচনং লীলানুত্তরদায়িতা।
স্বাঙ্গেক্ষা নিহ্নবোঽন্যস্য বচনাশ্রবণাদয়ঃ ॥ভ, র, সি, ২।৪।২১॥

—এই গর্ব্বে সোল্লুণ্ঠ-বচন, লীলাবশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ-দর্শন, নিজের অভিপ্রায়াদির গোপন এবং অন্যের বাক্য শ্রবণ না করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।"

ক। সৌভাগ্যজনিত গর্ব্ব

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ॥

—হে কৃষ্ণ! বলপূর্ব্বক আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে! কি আশ্চর্য্য? (অথবা ইহা আশ্চর্য্য নহে); কিন্তু যদি আমার হৃদয় হইতে চলিয়া যাইতে পার, তাহা হইলেই তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারিব।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"মুঞ্চন্মিত্রকদম্বসঙ্গমভজন্নপ্যুৎসুকাঃ প্রেয়সী-
রেষ দ্বারি হরিস্ত্বদাননতটীন্যস্তেক্ষণস্তিষ্ঠতি।
যূথীভির্মকরাকৃতিং স্মিতমুখী ত্বং কুর্ব্বতী কুণ্ডলং
গণ্ডোদ্যৎপুলকা দৃশোঽপি ন কিল ক্ষীবে ক্ষিপস্যঞ্চলম্ ॥১১॥

—(শ্রীকৃষ্ণ নিজে শ্রীরাধার কুঞ্জদ্বারে উপনীত; কিন্তু সৌভাগ্যাতিশয়জনিত গর্ব্বে শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না দেখিয়া বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে সখি! সখাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, তাঁহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুকা চন্দ্রাবলীপ্রভৃতি প্রেয়সীগণকেও অনাদর করিয়া এই হরি তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়া তোমারই মুখতটে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আর, তুমি কিনা হাস্যবদনে উৎপুলকগণ্ডে যূথিকাকুসুমের দ্বারা মকরাকৃতি কুণ্ডলরচনাতেই তন্ময় হইয়া আছ! তাঁহার প্রতি একবার কটাক্ষ নিক্ষেপও করিতেছনা!!"

উল্লিখিত উদাহরণদ্বয়ে সৌভাগ্যগর্ব্বিতা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলন প্রকাশ পাইয়াছে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার আন্তরিক অবহেলন নহে; ইহা হইতেছে গর্ব্বহেতুক বিব্বোক (৭।৪০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

খ। রূপতারুণ্যজনিত গর্ব্ব

"যস্যাঃ স্বভাবমধুরাং পরিসেব্য মূর্ত্তিং ধন্যা বভূব নিতরামপি যৌবনশ্রীঃ।

সেয়ং ত্বয়ি ব্রজবধূশতভুক্তমুক্তে দৃক্পাতমাচরতু কৃষ্ণ কথং সখী মে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২২॥

—হে কৃষ্ণ! যাঁহার স্বভাবমধুরা মূর্ত্তির সেবা করিয়া যৌবনশ্রী অতিশয়রূপে ধন্যা হইয়াছে, আমার সখী সেই শ্রীরাধা—শত শত ব্রজবধূকর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছ যে তুমি, সেই—তোমার প্রতি কেন দৃক্পাত করিবেন?"

গ। গুণজনিত গর্ব্ব

"গুম্ফন্তু গোপাঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভির্দামানি কামং ধৃতরামণীয়কৈঃ।

নিধাস্যতে কিন্তু সতৃষ্ণমগ্রতঃ কৃষ্ণো মদীয়াং হৃদি বিস্মিতঃ স্রজম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।২২॥

—রমণীয় সুগন্ধি কুসুমের দ্বারা গোপগণ যথেষ্টরূপে মালা গ্রন্থন করে করুক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া এবং (আমার গ্রথিত মালার সৌন্দর্য্যে) বিস্মিত হইয়া আমার নির্ম্মিত মালাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন।"

ঘ। সর্ব্বোত্তম আশ্রয়-জনিত গর্ব্ব

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ শ্রীভা, ১০।২।৩৩॥

—ব্রহ্মা বলিয়াছেন, হে মাধব! যাঁহারা তোমার ভক্ত, তোমাতেই বদ্ধসৌহৃদ, অভক্তদের যেমন হইয়া থাকে, তাঁহাদের কখনও তদ্রূপ দুর্গতি হয় না। তোমাকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগেরও অধিপতিগণের মস্তকোপরি তাঁহারা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন (সর্ব্বোত্তম আশ্রয় যে তুমি, সেই তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা কোনও বিঘ্নকেই গ্রাহ্য করেন না)।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"জানামি তে পতিং শক্রং জানামি ত্রিদশেশ্বরম্।

পারিজাতং তথাপ্যেনং মানুষী হারয়ামি তে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রভবনে গিয়া সত্যভামা ইন্দ্রাণী শচীর নিকটে পারিজাত চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী বলিয়াছিলেন—'তুমি মানুষী, তুমি পারিজাতের উপযুক্ত নহ।' ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন—'এই পারিজাতবৃক্ষকেই আমি তোমার গৃহাঙ্গনে লইয়া যাইতেছি।' তখন শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসে অতিশয় গর্ব্বভরে সত্যভামা ইন্দ্রাণীকে বলিয়াছিলেন) আমি জানি, তোমার পতি ইন্দ্র এবং ইহাও আমি জানি, তোমার পতি ত্রিদশেশ্বর। তথাপি, আমি মানুষী হইলেও তোমার পারিজাতকে আমি হরণ করাইব।"

ঙ। ইষ্টলাভ-জনিত গর্ব্ব

"বৃন্দাবনেন্দ্র ভবতঃ পরমং প্রসাদমাসাদ্য নন্দিতমতির্মুহুরুদ্ধতোঽস্মি।

আশংসতে মুনিমনোরথবৃত্তিমৃগ্যাং বৈকুণ্ঠনাথকরুণামপি নাদ্যঃ চেতঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৪।

—মথুরাস্থ তন্তুবায় বলিলেন, হে বৃন্দাবনেন্দ্র ! আপনার পরম অনুগ্রহ লাভ করিয়া আমি সানন্দচিত্তে পুনঃ পুনঃ উদ্ধত হইয়াছি। মুনিগণের মনোবৃত্তিদ্বারা অন্বেষণীয় বৈকুণ্ঠনাথের করুণাকেও এক্ষণে আমার মন প্রার্থনা করিতেছে না।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত একটী উদাহরণ ঃ—

“উন্নীয় বক্ত্রমুরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়্ গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ।
রাজ্ঞো নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্মুরারেরংসেঽনুরক্তহৃদয় নিদধে স্বমালাম্॥

—শ্রীভা, ১০।৮৩।২৯॥

—(সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের নিকটে দ্রৌপদীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণাদেবী বলিয়াছেন, কোন্ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করার অভিপ্রায়ে) আমি দীর্ঘকুন্তলরাজি-শোভিত এবং কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তিমণ্ডিত গণ্ডস্থল-সমন্বিত বদন উন্নত করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজন্যবর্গকে দেখিতে দেখিতে (রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে) মৃদু মন্দ গতিতে স্নিগ্ধহাস্যশোভিত কটাক্ষভঙ্গি-সহকারে (বাল্যাবধি অতুলনীয় রূপগুণাদির কথা শ্রবণ করিয়া যাঁহার প্রতি আমার চিত্ত অনুরক্ত হইয়াছিল ; সেই) শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে আমি অনুরক্তহৃদয়ে স্বয়ম্বর-মাল্য অর্পণ করিলাম।”

৭৯। **শঙ্কা** (৮)

“স্বীয়চৌর্য্যাপরাধাদেঃ পরক্রৌর্য্যাদিতস্তথা।
স্বানিষ্টোৎপ্রেক্ষণং যত্তু সা শঙ্কেত্যভিধীয়তে॥
অত্রাস্যশোষ-বৈবর্ণ্য দিক্‌প্রেক্ষা-লীনতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৭।

—স্বীয় চৌর্য্যের অপবাদ, অপরাধ এবং পরের ক্রূরতাদি হইতে নিজের অনিষ্ট-বিতর্কণকে শঙ্কা বলে। এই শঙ্কায় মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্-নিরীক্ষণাদি এবং লুকায়িত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।”

ক। চৌর্য্যজনিত শঙ্কা

“সতর্ণকং ডিম্ভকদম্বকং হরন্ সদম্ভমম্ভোরুহসম্ভবস্তদা।
তিরোভবিষ্যন্ হরিতশ্চলেক্ষণৈরষ্টাভিরষ্টৌ হরিতঃ সমীক্ষতে॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৫॥

—পদ্মযোনি ব্রহ্মা দম্ভসহকারে বৎস ও বৎসপালগণকে হরণ করিয়া শ্রীহরির নিকট হইতে তিরোহিত হইতে (পলায়ন করিতে) ইচ্ছা করিলে শঙ্কাবশতঃ আটটী নয়নে আটটী দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।”

“স্যমন্তকং হন্ত বমন্তমর্থং নিহ্নুত্য দূরে যদহং প্রয়াতঃ।
অবদ্যমদ্যাপি তদেব কর্ম্ম শর্ম্মাণি চিত্তে মম নির্ভিনত্তি॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৫॥

—(অক্রূর মনে মনে বলিয়াছিলেন) হায়! আমি যে স্বর্ণ-প্রসবকারী স্যমন্তক-মণি হরণ করিয়া

(আত্মগোপনের জন্য) দূরদেশে আগমন করিয়াছি, সেই নিন্দিত কর্ম্ম এখনও আমার চিত্তে সুখসমূহ ভেদ করিয়া দিতেছে।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“হরন্তী নিদ্রাণে মধুভিদি করাৎ কেলিমুরলীং লতোৎসঙ্গে লীনা ঘনতমসি রাধা চকিতধীঃ।
নিশি ধ্বান্তে শান্তে শরদমলচন্দ্রদ্যুতিমুষামসৌ নির্ম্মিতারং স্ববদনরুচাং নিন্দতি বিধিম্ ॥২৭॥

—(কেলিনিকুঞ্জ-তল্পে) শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত হইলে শ্রীরাধা তাঁহার হস্ত হইতে কেলিমুরলী অপহরণ করিয়া শঙ্কাবশতঃ চঞ্চলচিত্তে নিবিড় অন্ধকারময় লতাজালের মধ্যে নিলীনা হইলেন। তখন তাঁহার মুখকান্তিতে নৈশ অন্ধকার বিনষ্ট হইল দেখিয়া,—যিনি শারদীয়-বিমলচন্দ্র-কান্তি-বিজয়িনী তাঁহার মুখকান্তিকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই—বিধাতার নিন্দা করিতে লাগিলেন।”

খ। অপরাধজনিত শঙ্কা

“তদবধি মলিনোঽসি নন্দগোষ্ঠে যদবধি বৃষ্টিমচীকরঃ শচীশ।
শৃণু হিতমভিতঃ প্রপদ্য কৃষ্ণং শ্রিয়মবিশঙ্কমলংকুরু ত্বমৈন্দ্রীম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৫॥

—হে শচীপতি ইন্দ্র! যে অবধি তুমি নন্দগোষ্ঠে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছ, সেই অবধি তুমি মলিন হইয়া রহিয়াছ। আমি তোমায় হিতকথা বলিতেছি, শুন। তুমি সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তোমার ঐন্দ্রীসম্পদ সম্ভোগ কর।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“উত্তাম্যন্তী বিরমতি তমস্তোমসম্পৎপ্রপঞ্চে ন্যঞ্চন্মূর্দ্ধা সরভসমসৌ স্রস্তবেণীবৃতাংসা।
মন্দস্পন্দং দিশি দিশি দৃশোর্দ্দ্বন্দ্বমল্লং ক্ষিপন্তী কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং বিশতি চকিতা বক্ত্রমাবৃত্য পালী ॥২৮॥

—(বৃন্দাদেবী কোনও সখীকে বলিলেন) নিশাকালে যে সকল বিস্তৃত অন্ধকার সম্পৎস্বরূপ হইয়াছিল, নিশাবসানে তৎসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হইলে—‘হায়! প্রভাত হইল, কি রূপে গৃহে ফিরিয়া যাইব’- এইরূপ আশঙ্কায় পালী বিহ্বলা হইলেন এবং পাছে দূরবর্ত্তী কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে বদন অবনত করিয়া দ্রুতগমনে যাইতে লাগিলেন; আবার নিকটবর্ত্তী কেহও যেন চিনিতে না পারে, তজ্জন্য বেণী বিমুক্ত করিয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া রাত্রিজাগরণবশতঃ অসলাঙ্গী হইয়া চকিত-চিত্তেই কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছেন।”

গ। পরের নিষ্ঠুরতাজনিত শঙ্কা

“প্রথয়তি ন তথা মমার্ত্তিমুচ্চৈঃ সহচরি বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ।
কটুভিরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে দনুজপতের্নগরে যথাস্য বাসঃ ॥

—ভ, র, সি, ২।৪।২৬॥

—হে সহচরি! কটুস্বভাব অসুরমণ্ডলে পরিবৃত অসুরপতির (কংসের) মথুরানগরে শ্রীকৃষ্ণের বসতি আমার যেরূপ বেদনা বিস্তার করিতেছে, তাঁহার বিরহ আমার সেরূপ বেদনাদায়ক নহে।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ:—

"ব্যক্তিং গতে মম রহস্যবিনোদবৃত্তে রুষ্টো লঘিষ্ঠহৃদয়স্তরসাভিমন্যুঃ।
রাধাং নিরুধ্য সদনে বিনিগূহতে বা হা হন্ত লম্ভয়তি বা যদুরাজধানীম্॥

—বিদগ্ধমাধব ॥৫।৩৩।

—(শ্রীরাধার বেশধারী সুবলকে স্বীয় পুত্রবধূ মনে করিয়া জটিলা যখন তাহাকে কৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জটিলার ক্রূরতা আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) অহো। যদি আমার রহস্যবিনোদবৃত্তান্ত প্রকাশ পায়, তাহা হইলে লঘুচেতা অভিমন্যু হয় তো অবিলম্বে শ্রীরাধাকে গৃহেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে, নাকি মথুরাতেই লইয়া যাইয়া গোপন করিয়া রাখিবে (হায়! এক্ষণে আমি কি করি ?)।"

৮০। ত্রাস (৯)

"ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্ঘোরসত্ত্বোগ্রনিস্বনৈঃ।
পার্শ্বস্থালম্ব-রোমাঞ্চ-কম্প-স্তম্ভভ্রমাদিকৃৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৬॥

—বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহাকে ত্রাস বলে। এই ত্রাসে পার্শ্বস্থ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ এবং ভ্রমাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।"

ক। বিদ্যুৎ-জনিত ত্রাস

"বাঢ়ং নিবিড়য়া সদ্যস্তড়িতা তাড়িতেক্ষণঃ।
রক্ষ কৃষ্ণেতি চুক্রোশ কোঽপি গোপীস্তনন্ধয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৬॥"

—অতিশয় নিবিড় তড়িৎ-দ্বারা তাড়িত হইয়া কোনও গোপবালক 'হে কৃষ্ণ! রক্ষা কর'—বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"স্ফূর্জিতে নভসি ভীরুরুদ্ধতাং বিদ্যুতাং দ্যুতিমবেক্ষ্য কম্পিতা।
সা হরেরুরসি চঞ্চলেক্ষণা চঞ্চলেব জলদে ন্যলীয়ত॥৩০॥

—(শ্রীরূপমঞ্জরী কুন্দবল্লীর নিকটে বলিলেন) ভীরুস্বভাবা শ্রীরাধা মেঘগর্জ্জনে শব্দিত গগনে উদ্গত বিদ্যুতের দ্যুতি দেখিয়া কম্পিত হইতে হইতে—চপলা যেমন জলদে বিলীন হয়, চঞ্চলনয়না শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে নিলীনা হইলেন।" এ-স্থলে কম্প এবং পার্শ্বস্থ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ প্রকটিত হইয়াছে।

খ। ভয়ানক জন্তু হইতে ত্রাস

"অদূরমাসেদুষি বল্লবাঙ্গনা স্বং পুঙ্গবীকৃত্য সুরারিপুঙ্গবে।
কৃষ্ণভ্রমেণাশু তরঙ্গদঙ্গিকা তমালমালিঙ্গ্য বভূব নিশ্চলা॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৬॥

—স্বরারিপুঙ্গব অরিষ্টাসুর নিজে বৃষরূপ ধারণ করিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে গোপাঙ্গনা ত্রাসে কম্পিতাঙ্গী হইয়া তাড়াতাড়ি কৃষ্ণভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চলা হইয়া রহিলেন।”

এ-স্থলে কম্প, পার্শ্বস্থ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ এবং স্তম্ভ প্রকাশ পাইয়াছে।

গ। উগ্রশব্দজনিত ত্রাস

“আকর্ণ্য কর্ণপদবীবিপদং যশোদা বিস্ফূর্জ্জিতং দিশি দিশি প্রকটং বৃকাণাম্।

যামান্নিকামচতুরা চতুবঃ স্বপুত্রং সা নেত্রচত্বরচরং চিরমাচচার॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৭॥

—(হরিবংশে কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ মহাবনে বিহার করিয়া বৃন্দাবনে বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন ভগবানের ইচ্ছাতেই বালকদিগের পক্ষে ভয়ানক অসংখ্য বৃক অর্থাৎ ন্যাকড়াবাঘ বৃন্দাবনে উৎপন্ন হইল। এই উক্তির অনুসরণে এই শ্লোকে বলা হইয়াছে) কর্ণের পীড়াদায়ক বৃকদিগের গর্জ্জন সর্ব্বদিকে প্রকট হইতেছে শুনিয়া স্বকার্য্যাকুশলা যশোদামাতা স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদাই স্বীয় নয়নের গোচরে রাখিয়াছিলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“ত্বমসি মম সখেতি কিম্বদন্তী মুদির চিরাদ্‌ভবতা ব্যধায়ি তথ্যা।

মদুরসি রসিতৈনিরস্য মানং যদুদিতবেপথুরর্পিতাদ্য রাধা ॥৩২॥

—(নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছিলেন। হঠাৎ প্রণয়ের স্বভাবগত ধর্ম্মবশতঃ তিনি মানবতী হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া সেস্থানেই রহিলেন। এমন সময়ে আকাশে উগ্র মেঘগর্জ্জন শুনিয়া ত্রাসান্বিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোলগ্না হইলেন। এই অবস্থা দর্শন করিয়া আনন্দাতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) হে মুদির (মেঘ)! কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, তুমি আমার সখা। বহুকাল পরে তুমি আজ সেই কিম্বদন্তীকে সত্য করিলে। যেহেতু, তুমি স্বীয় গর্জ্জনের দ্বারা শ্রীরাধার মানের নিরসন করিয়া এবং তাঁহাকে কম্পিতগাত্রা করিয়া আমার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিয়াছ।”

ঘ। ত্রাস ও ভয়ের পার্থক্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এ-স্থলে ত্রাস ও ভয়ের পার্থক্য দেখাইয়াছেন।

“গাত্রোৎকম্পী মনঃকম্পঃ সহসা ত্রাস উচ্যতে।

পূর্ব্বাপরবিচারোত্থং ভয়ং ত্রাসাৎ পৃথগ্‌ভবেৎ॥

—কোনও কারণে হঠাৎ (পূর্ব্বাপরবিচার ব্যতীতই) যদি মনঃকম্প (চিত্তের ক্ষোভ) জন্মে এবং সেই মনঃকম্প যদি হঠাৎ গাত্রোৎকম্পী হইয়া উঠে (মনঃকম্পবশতঃ যদি গাত্রেরও কম্পন উপস্থিত হয়), তাহা হইলে সেই গাত্রোৎকম্পী মনঃকম্পকে বলে ত্রাস। আর, যাহা পূর্ব্বাপর-বিচারোত্থ, তাহাকে বলে ভয়। ইহাই হইতেছে ত্রাস ও ভয়ের মধ্যে পার্থক্য।”

ত্রাস ও ভয় এই উভয়েই মনঃকম্প বা চিত্তের ক্ষোভ এবং তাহার ফলে দেহেরও কম্প জন্মিয়া

থাকে। হেতুর পার্থক্যই হইতেছে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য। যে-স্থলে পূর্ব্বাপর-বিচারপূর্ব্বক চিত্তক্ষোভ জন্মে, সে-স্থলে ভয়। আর, যে-স্থলে পূর্ব্বাপর-বিচার নাই, অতর্কিতেই সহসা মনঃকম্প এবং গাত্রকম্প জন্মে, সে-স্থলে ত্রাস।

ত্রাস-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—বৎসলাদিতে ভয়ানকাদি-দর্শনহেতু শ্রীকৃষ্ণের জন্য এবং তাঁহার সঙ্গভঙ্গ-ভয়ে নিজের জন্য ত্রাস জন্মে। "ত্রাসঃ বৎসলাদিষু ভয়ানকাদিদর্শনাৎ তদর্থং তৎসঙ্গতিহানিতর্কেণাত্মার্থঞ্চ ভবতি॥"

৮১। আবেগ (১০)

"চিত্তস্য সম্ভ্রমো যঃ স্যাদাবেগোঽয়ং স চাষ্টধা।
প্রিয়াপ্রিয়ানলমরুদ্বর্ষোৎপাতগজারিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৮॥

—চিত্তের সম্ভ্রমকে (সংবেগকে) আবেগ বলে। এই আবেগ—প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, গজ ও শত্রু-এই আট রকমের হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট রকমের হইয়া থাকে।"

"প্রিয়োত্থে পুলকঃ সান্ত্বং চাপল্যাভ্যুদ্‌গমাদয়ঃ। অপ্রিয়োত্থে তু ভূপাত-বিক্রোশ-ভ্রমণাদয়ঃ॥
ব্যত্যস্তগতিকম্পাক্ষিমীলনাস্রাদয়োঽগ্নিজে। বাতজেঽঙ্গাবৃতি-ক্ষিপ্রগতি-দৃঙ্‌মার্জ্জনাদয়ঃ॥
বৃষ্টিজো ধাবনচ্ছত্র-গাত্রসঙ্কোচনাদিকৃৎ। ঔৎপাতে মুখবৈবর্ণ্যবিস্ময়োৎকম্পিতাদয়ঃ॥
গাজে পলায়নোৎকম্প-ত্রাস-পৃষ্ঠেক্ষণাদয়ঃ। অরিজো বর্ম্মশস্ত্রাদি-গৃহাপসরণাদিকৃৎ॥
—ভ, র, সি, ২।৪।২৯॥

—প্রিয়োত্থ আবেগ হইতে পুলক, সান্ত্বনা (প্রিয়ভাষণ), চাপল্য এবং অভ্যুত্থানাদি হয়। অপ্রিয়োত্থ আবেগ হইতে ভূমিতে পতন, চীৎকার-শব্দ এবং ভ্রমণাদি হয়। অগ্নিজনিত আবেগে ব্যতিব্যস্ত-গতি, কম্প, নয়ন-নিমীলন, এবং অশ্রু প্রভৃতি হয়। বায়ুজনিত আবেগে অঙ্গাবরণ, ক্ষিপ্রগতি ও চক্ষুমার্জ্জনাদি হইয়া থাকে। বৃষ্টিজনিত আবেগে ধাবন, ছত্রগ্রহণ এবং অঙ্গসঙ্কোচনাদি হইয়া থাকে। উৎপাতজনিত আবেগে মুখবৈবর্ণ্য, বিস্ময় এবং উৎকম্পনাদি প্রকাশ পায়। গজজনিত আবেগ হইতে পলায়ন, উৎকম্প, ত্রাস ও পশ্চাদ্দিকে নিরীক্ষণাদি হয়। শত্রুজনিত আবেগ হইতে বর্ম্ম ও শস্ত্রাদি গ্রহণ এবং গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমনাদি হইয়া থাকে।"

ক। প্রিয়দর্শনজনিত আবেগ

"প্রেক্ষ্য বৃন্দাবনাৎ পুত্রমায়ান্তং প্রস্নুতস্তনী।
সঙ্কুলা পুলকৈরাসীদাকুলা গোকুলেশ্বরী॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৯॥

—পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে আগত দেখিয়া স্নুতস্তনী গোকুলেশ্বরী যশোদা পুলকসঙ্কুলে আকুলা হইলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতিব্র্জভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈর্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ॥

ললিতমাধব ॥২।১১॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য শ্রীরাধার বলবতী উৎকণ্ঠা বুঝিতে পারিয়া কুন্দলতা সূর্য্যপূজার ছল দেখাইয়া জটিলার আদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধাকে সূর্য্যপূজাস্থলে লইয়া আসিলেন। সে-স্থলে শ্রীরাধা এক ব্রাহ্মণবালককে দেখিলেন। বস্তুতঃ ইনি ব্রাহ্মণবালকবেশে শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীরাধা যদিও তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, তথাপি স্বরূপতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অনাদিসিদ্ধ একমাত্র প্রিয় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীরাধার প্রেমের স্বভাববশতঃই, প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেও শ্রীরাধার চিত্তে প্রিয়দর্শনোত্থ আবেগের উদয় হইয়াছে; সেই আবেগভরেই শ্রীরাধা কুন্দলতাকে বলিলেন) হে সহচরি! জলদকান্তি এই নিঃশঙ্ক যুবাপুরুষটী কে? ইনি কোথা হইতেই বা এই ব্রজভূমিতে আসিলেন? ইঁহার গতিবিলাস যেন মত্তমাতঙ্গের গতিবিলাসের মতনই। অহহ! কি আশ্চর্য্য! ইনি যে স্বীয় উৎসর্জিত নেত্রাঞ্চলরূপ তস্করের দ্বারা আমার অন্তঃকরণরূপ কোষাগার লুণ্ঠন করিয়া আমার ধৈর্য্যরূপ ধনকে অপহরণ করিতেছেন!!"

খ। প্রিয়শ্রবণজনিত আবেগ

"শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৩।১৮॥

—মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণকথাতেই পূর্ব্ব হইতে যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণপত্নীগণের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ঔৎসুক্যবতী ছিলেন। এক্ষণে যখন শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিকটেই আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা (তাঁহার দর্শনের জন্য) ব্যস্ত (ব্যাকুল) হইয়া পড়িলেন!"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"ধন্যে কজ্জলমুক্তবামনয়না পদ্মে পদোঢ়াঙ্গদা সারঙ্গি ধ্বনদেকনূপুরধরা পালি স্খলন্মেখলা।
গণ্ডোদ্যত্তিলকা লবঙ্গি কমলে নেত্রার্পিতালক্তকা মা ধাবোত্তরলং ত্বমত্র মুরলী দূরে কলং কূজতি॥

ললিতমাধব ॥১।২৫॥

—(দিবাবসানে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে ব্রজে আসিতেছেন। দূর হইতে তিনি মুরলীধ্বনি করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার দর্শনের জন্য পরমোৎকণ্ঠাবতী ব্রজসুন্দরীগণ সেই বংশীধ্বনিকে নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য ব্যস্ততাবশতঃ বেশভূষাদির বিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া কুন্দবল্লী তাঁহাদিগকে বলিলেন) ধন্যে! তোমার বাম নেত্রে কজ্জল নাই। পদ্মে! তুমি যে তোমার চরণে অঙ্গদ পরিয়াছ। সারঙ্গি! তুমি শব্দায়মান একটী নূপুর ধারণ করিয়াছ। পালি! তোমার মেখলা যে স্খলিত হইতেছে। লবঙ্গি! তোমার গণ্ডদেশে যে তিলক দেখিতেছি। কমলে! তুমি যে

নেত্রে অলক্তক দিয়াছ। এত উত্তরলা (উতলা) হইয়া ধাবিত হইও না। মুরলী এখনও দূরে কূজিত হইতেছে।"

গ। অপ্রিয়দর্শনজনিত আবেগ

"কিমিদং কিমিদং কিমেতদুচ্চৈরিতি ঘোরধ্বনিঘূর্ণিতালপন্তী।
নিশি বক্ষসি বীক্ষ্য পূতনায়াস্তনয়ং ভ্রাম্যতি সম্ভ্রমাদ্ যশোদা॥ ভ, র, সি, ২।৪।৩০॥

—রজনীযোগে ঘোরতর উচ্চধ্বনি শ্রবণে বিঘূর্ণিতা হইয়া 'এ কি? এ কি?' উচ্চস্বরে এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে যশোদা পূতনার বক্ষঃস্থলে স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"ক্ষণং বিক্রোশন্তী বিলুঠতি শতাঙ্গস্য পুরতঃ ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।
ক্ষণং রামস্যাগ্রে পততি দশনোত্তম্ভিততৃণা ন রাধেয়ং কম্বা ক্ষিপতি করুণাম্ভোঽধিকুহরে॥

—ললিতমাধব ॥৩।১৮॥

—(মথুরায় গমনের জন্য রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার যে চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছিল, বৃন্দাদেবী তাহা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন) শ্রীরাধা ক্ষণকাল চীৎকার করিয়া রথের অগ্রভাগে পতিত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিতা হইতেছেন, ক্ষণকাল স্বীয় বাষ্পাকুল দৃষ্টি হরির মুখকমলে নিক্ষেপ করিতেছেন, ক্ষণকাল বা দর্শনে তৃণধারণ করিয়া বলরামের অগ্রে পতিতা হইতেছেন। হায় হায়! এই শ্রীরাধা কাহাকে না করুণাসমুদ্রের (শোকসমুদ্রের) মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন?

ঘ। অপ্রিয়শ্রবণজনিত আবেগ

"নিশম্য পুত্রং ক্রুটতোস্তটান্তে মহীজয়োর্মধ্যগমূর্দ্ধনেত্রা।
আভীররাজ্ঞী হৃদি সম্ভ্রমেণ বিদ্ধা বিধেয়ং ন বিদাঞ্চকার॥ ভ, র, সি, ২।৪।৩১॥

—স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটস্থিত উৎপাটিত যমলার্জ্জুনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন—এই কথা শ্রবণমাত্র গোপরাজ্ঞী যশোদা সম্ভ্রমে ব্যগ্রচিত্তা হইয়া উর্দ্ধনেত্রা হইয়া রহিলেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"ব্রজনরপতেরেষ ক্ষত্তা করোতি গিরা প্রগে নগরগতয়ে ঘোরং ঘোষে ঘনাং সখি ঘোষণাম্।
শ্রবণপদবীমারোহয়ন্ত্যা যয়া কুলিশাগ্রয়া রচিতমচিরাদাভীরীণাং কুলং মুহুরাকুলম্॥৩৬॥

—(রামকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন। ব্রজরাজের আদেশে তাঁহার দ্বারপাল রাত্রিকালে উচ্চ শব্দে সমস্ত নগরবাসীকে জানাইলেন যে, প্রাতঃকালে মথুরায় যাইতে হইবে। এই ঘোষণা শুনিয়া কুন্দবল্লী নান্দীমুখীকে বলিলেন, দেবি!) ব্রজেন্দ্রের আদেশে আগামী কল্য মথুরায় যাওয়ার জন্য দ্বারপাল ঘন ঘন ভয়ঙ্কর ঘোষণা প্রচার করিতেছে। কিন্তু বজ্র হইতেও

কঠিন এই ঘোষণাবাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না করিতেই গোপীকুলকে মহাব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।”

ঙ। অগ্নিজনিত আবেগ

“ধীর্ব্যাগ্রাজনি নঃ সমস্তসুহৃদাং ত্বাং প্রাণরক্ষামণিং
গব্যা গৌরবতঃ সমীক্ষ্য নিবিড়ে তিষ্ঠন্তমন্তর্বনে।
বহ্নিং পশ্য শিখণ্ডশেখর খরং মুঞ্চন্নখণ্ডধ্বনিং
দীর্ঘাভিঃ সুরদীর্ঘিকাম্বুলহরীমর্চ্চির্ভিরাচামতি॥ ভ, র, সি, ২।৪।৩২॥

—হে শিখণ্ডশেখর! দেখ, এই দাবানল তীব্র অখণ্ডধ্বনি প্রকাশ করিতে করিতে দীর্ঘ উচ্চ শিখা-সমূহদ্বারা সুরদীর্ঘিকার জলতরঙ্গচয়কে ভক্ষণ করিতেছে। এই অবস্থায়, গোসমূহের অনুরোধে প্রাণরক্ষার মণিসদৃশ তুমি যে নিবিড় বনের মধ্যে অবস্থান করিতেছ, তাহা দেখিয়া তোমার সুহৃদ্‌গণ-আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত ব্যগ্র (চঞ্চল) হইয়া উঠিয়াছে।”

চ। বায়ুজনিত আবেগ

“পাংশুপ্রারব্ধকেতৌ বৃহদটবিকুঠোন্মাথিশৌটীর্য্যপুঞ্জে
ভাণ্ডীরোদ্দণ্ডশাখাভুজততিষু গতে তাণ্ডবাচার্য্যচর্য্যাম্।
বাতব্রাতে করীষঙ্কষতরশিখরে শার্করে ঝাৎ করীঞ্চৌ
ক্ষৌণ্যামপ্রেক্ষ্য পুত্রং ব্রজপতিগৃহিণী পশ্য সংবংভ্রমীতি॥ ভ, র, সি, ২।৪।৩৩॥

—(তৃণাবর্ত্তনামক অসুরকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ উর্দ্ধে নীত হইলে আকাশচারী দেবগণ পরস্পরকে বলিয়াছিলেন) দেখ, গগনমণ্ডলে ধূলিরূপ ধ্বজা উড্ডীন করিয়া বলের সহিত বৃহৎ বৃহৎ বনবৃক্ষসমূহের উৎপাটনসমর্থ পরাক্রম প্রকাশকারী, এবং ভাণ্ডীরবটের উদ্দণ্ডশাখারূপ ভুজসমূহের তাণ্ডবাচার্য্যের আচরণ প্রকাশক, শুষ্ক-গোময়চূর্ণসমূহকে স্বীয় শিখরদেশে উন্নয়নসমর্থ এবং পাষাণতুল্য মৃৎকণিকা-সমূহে ঝণৎকার শব্দকরণশীল চক্রবাতরূপ পবনসমূহ উত্থিত হইলে ব্রজপতিগৃহিণী যশোদা স্বীয় পুত্রকে ক্ষিতিপৃষ্ঠে না দেখিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।”

ছ। বৃষ্টিজনিত আবেগ

“অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৫।১১॥

—অতিশয়রূপে বৃষ্টিধারার পতন এবং প্রবলবায়ু-প্রবাহে পশুসমূহ কম্পিত হইয়া এবং গোপ-গোপীসমূহ শীতার্ত্ত হইয়া গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিল।”

জ। উৎপাতজনিত আবেগ

“ক্ষিতিরতিবিপুলা টলত্যকস্মাদুপরি ঘুরন্তি চ হন্ত ঘোরমুল্কাঃ।
মম শিশুরহিদূষিতার্কপুত্রী-তটমটতীত্যধুনা কিমত্র কুর্য্যাম্॥ ভ, র, সি, ২।২৪।৩৫॥

—(যশোদা ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন) অকস্মাৎ এই বিশাল পৃথিবী কম্পিতা হইতেছে, উপরে গগনমণ্ডলে উল্কাসমূহও ভয়ঙ্কররূপে ঘূরিয়া বেড়াইতেছে। এই সময়ে আমার শিশুটী কালিয়-নাগবিষ-দূষিত যমুনাতীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হায়! আমি এই অবস্থায় কি করিব ?"

ঝ। গজজনিত আবেগ

"অপসরাপসর ত্বরয়া গুরুর্ম্মুদিরসুন্দর হে পুরতঃ করী।
ত্বদিমবীক্ষণতস্তব নশ্চলং হৃদয়মাবিজতে পুরযোষিতাম্॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৫॥

—(মথুরায় কংসরঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে কুবলয়াপীড়-নামক হস্তীর নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মথুরানাগরীগণ বলিয়াছিলেন) হে জলদসুন্দর (কৃষ্ণ)! শীঘ্র স্থানান্তরে যাও, শীঘ্র স্থানান্তরে যাও। তোমার সম্মুখে গুরুতর মহাহস্তী কুবলয়াপীড় রহিয়াছে। তোমার মৃদু দৃষ্টি দেখিয়া পুরনারী আমাদের চিত্ত তোমার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

এ-স্থলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন - এ-স্থলে গজ-শব্দের উপলক্ষণে পশু-প্রভৃতি অন্য দুষ্ট প্রাণিসমূহকেও বুঝাইতেছে। "গজেন দুষ্টসত্ত্বোঽন্যঃ পশ্বাদিরুপলক্ষ্যতে ॥৩৬॥"

"চণ্ডাংশোস্তুরগান্ শটাগ্রনটনৈরাহত্য বিদ্রাবয়ন্
দ্রাগন্ধঙ্করণঃ সুরেন্দ্রসুদৃশাং গোষ্ঠোদ্ধূতৈঃ পাংশুভিঃ।
প্রত্যাসীদতু মৎপুরঃ স্থররিপুর্গর্ব্বান্ধমর্ব্বাকৃতি-
র্দ্রাঘিষ্ঠে মুহুরত্র জাগ্রতি ভুজে ব্যগ্রাসি মাতঃ কথম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৩৭॥

—(কেশীনামক দানবকে দেখিয়া যশোদামাতা আতঙ্কিতা হইলে, মাতা কেশীসম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে-সকল কথার অনুবাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) মাতঃ! স্কন্ধস্থিত-রোমসমূহের অগ্রভাগকে নর্ত্তিত করিয়া, সূর্য্যতুরঙ্গগণকে বিদারিত করিয়া এবং গোষ্ঠোদ্ধূত ধূলিসমূহদ্বারা সুরেন্দ্র-রমণীকে অন্ধ করিয়া ঐ গর্ব্বান্ধ হয়াকৃতি কেশীদানব আমার সম্মুখে আসুক না; আমার সুদীর্ঘ বাহু সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতে (তাদৃশ অসুরের বিনাশের জন্য সাবধান থাকিতে) আপনি ব্যগ্র হইতেছেন কেন ?" (এ-স্থলে যশোদামাতার আবেগ প্রদর্শিত হইয়াছে)

ঞ। শক্রজনিত আবেগ

"স্থূলতালভুজোন্নতিগিরিতটীবক্ষাঃ ক্ব যক্ষাধমঃ
ক্বায়ং বালতমালকন্দলমৃদুঃ কন্দর্পকান্তঃ শিশুঃ।
নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতাপটুরিহ প্রাণী ন জানীমহে
হা গোষ্ঠেশ্বরি কীদৃগদ্য তপসাং পাকস্তবোন্মীলতি ॥ ললিতমাধব ।।২।২৯॥

—(শঙ্খচূড়কে দেখিয়া ভীত হইয়া মুখরা বলিলেন। হায়! স্থূলতালতরুতুল্য যাহার সুদীর্ঘবাহু এবং গিরিতটতুল্য যাহার বিশাল বক্ষ, সেই যক্ষাধম শঙ্খচূড়ই বা কোথায়! আর, বালতমালাঙ্কুরের ন্যায় কোমল কন্দর্পকান্তি শিশুই (কৃষ্ণই) বা কোথায় !! এই স্থানে এমন কোনও প্রাণীও নাই, যে না

কি এই যক্ষের সহিত যুদ্ধে পটুতার সহিত এই শিশুর সহায়কারী হইতে পারে। হায় গোষ্ঠেশ্বরি! তোমার তপস্যাসমূহের ফল আজ কি ভাবে উন্মীলিত হইবে, জানিনা।"

অপর একটী উদাহরণ :—

"সপ্তিঃ সপ্তী রথ ইহ রথঃ কুঞ্জরঃ কুঞ্জরো মে
তূণস্তূণো ধনুরুত ধনুর্ভো কৃপাণী কৃপাণী।
কা ভীঃ কা ভীরয়মহং হা ত্বরধ্বং ত্বরধ্বং
রাজ্ঞঃ পুত্রী বত হৃতহৃতা কামিনা বল্লবেন॥ ললিতমাধব ।।৫।৪০।।

—(শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রুক্মিণী অপহৃতা হইতেছেন দেখিয়া জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গ ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্ব-স্ব সেবকগণকে বলিতেছেন) অশ্ব আন, অশ্ব আন ; রথ আন, রথ আন ; আমার হস্তী আন, আমার হস্তী আন ; তূণ আন, তূণ আন ; ধনু আন, ওহে ধনু আন ; কৃপাণী (কাটারি) আন, কৃপাণী আন। ভয় কি ? ভয় কি ? এই আমি চলিলাম ; ওহে, তোমরাও শীঘ্র আইস, শীঘ্র আইস। হায়! কামুক গোপকর্তৃক রাজপুত্রী অপহৃত হইল !!"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—'সপ্তিঃ সপ্তিঃ, রথঃ রথঃ", ইত্যাদিস্থলে একজনেরই দ্বিরুক্তি নহে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের কথা। একজন বলিয়াছেন—"সপ্তি (অশ্ব) আন", অপর একজনও বলিয়াছেন—"সপ্তি আন", ইত্যাদি। শ্রীলমুকুন্দদাসগোস্বামী বলেন—এ-স্থলে দ্বিরুক্তিই, আবেগ-বশতঃ দ্বিরুক্তি।

এই উদাহরণে একটী কথা বিবেচ্য। শত্রু হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণভক্তের চিত্তে যে আবেগের উদয় হয়, তাহাই হইবে ব্যভিচারী ভাব। এ-স্থলে আবেগ দৃষ্ট হইতেছে জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গের ; তাঁহারা কৃষ্ণভক্ত নহেন, তাঁহারা বরং শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তাঁহাদের আবেগকে ব্যভিচারী ভাবের উদাহরণরূপে কেন প্রদর্শিত হইল ? ইহা তো বাস্তবিক ব্যভিচারী ভাবের অন্তর্ভুক্ত আবেগ হইতে পারে না। এজন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"আবেগাভাস এবায়ং পরাশ্রয়তয়াপি চেৎ।
নায়কোৎর্ষবোধায় তথাপ্যত্র নিদর্শিতম্॥ ২।৪।৩৯॥

—ইহা আবেগের আভাসই (পরন্তু আবেগ নহে) ; কেননা, এই আবেগ হইতেছে পরাশ্রয় (পর—শত্রুগণ—হইতেছে এই আবেগের আশ্রয় ; তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণবিষয়িণী ভক্তি নাই বলিয়া ইহাকে আবেগ বলা যায় না, ইহা হইতেছে আবেগের আভাস)। তথাপি নায়কের (শ্রীকৃষ্ণের) উৎকর্ষ-বোধের নিমিত্ত এ-স্থলে ইহা প্রদর্শিত হইল।"

ইহাদ্বারা কিরূপে নায়ক-শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ বুঝা যাইতে পারে ? ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"নায়কোৎকর্ষং বোধয়তি, তথাবিধাঃ কৃত্বা

নায়কপক্ষীয়ৈর্জিতা ইতি শ্রবণাৎ, ভক্তানাং হর্ষেণ রতিরুদ্দীপ্তা স্যাদিত্যেতদর্থমিত্যর্থঃ॥" তাৎপর্য্য হইল এই যে— জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গ "রথ আন, হস্তী আন, অশ্ব আন, ভয় কি"-ইত্যাদি বলিয়া আস্ফালন করিলেও যুদ্ধে কিন্তু নায়ক-শ্রীকৃষ্ণপক্ষেরই জয় হইয়াছে, শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হর্ষবশতঃ ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি উদ্দীপ্তা হইয়াছিল। প্রথমে জরাসন্ধাদির আস্ফালনের কথা শুনিয়া শত্রুবৃন্দের সম্মুখীন শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবিয়া, ভক্তদের চিত্তে আবেগনামক ব্যভিচারিভাবের উদয় হইতে পারে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জয়ের কথা শুনিয়া তাঁহাদের আনন্দ এবং রতির উচ্ছ্বাস জন্মিতে পারে।

৮২। উন্মাদ (১১)

"উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।
অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্।
প্রলাপ-ধাবন-ক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ॥ ভ, র সি, ২।৪।৩৯॥

—অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত চিত্তভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস্য, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়।"

ক। প্রৌঢ়ানন্দজনিত উন্মাদ

"রাধা পুনাতু জগদচ্যুতদত্তচিত্তা মন্থানকং বিদধতী দধিরিক্তপাত্রে।
যস্যাঃ স্তনস্তবকচঞ্চললোচনালির্দেবোঽপি রুদ্ধহৃদয়োধবলং দুদোহ॥ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত॥

—যিনি অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতচিত্তা হইয়া চিত্তবিভ্রমবশতঃ দধিশূন্য পাত্রে মন্থনদণ্ড ঘুরাইতেছেন, যাঁহার স্তনকুসুমে নয়ন-ভ্রমর বিন্যস্ত করিয়া চিত্তবিভ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণদেবও বৃষদোহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধা জগৎকে পবিত্র করুন।"

এ-স্থলে উন্মাদবশতঃ বিপরীত-ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে চিত্তের অর্পণবশতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার অতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছে ; তাহারই ফলে বিভ্রান্ত-চিত্তা হইয়া তিনি দধিশূন্য ভাণ্ডেও মন্থনক্রিয়া চালাইতেছেন। শ্রীরাধার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও তদ্রূপ। চিত্তবিভ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ বৃষদোহন করিতেছেন।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"প্রসীদ মদিরাক্ষি মাং সখি মিলন্তমালিঙ্গিতুং নিরুন্ধি মুদিরদ্যুতিং নবযুবানমেনং পুরঃ।
ইতি ভ্রমরিকামপি প্রিয়সখী ভ্রমাদ্ যাচতে সমীক্ষ্য হরিমুন্মদপ্রমদবিক্লবা বল্লবী॥৩৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য পরমোৎকণ্ঠাবতী কোনও গোপসুন্দরী অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নিকটবর্ত্তী দর্শন করিয়া আনন্দের আতিশয্যে বিভ্রমচিত্তা হইয়া যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া বৃন্দাদেবী তাহা বর্ণন করিতেছেন) হরিদর্শনে মত্ততাজনক আনন্দভরে বিহ্বলা হইয়া সেই গোপী চিত্তবিভ্রান্তিবশতঃ একটী ভ্রমরীকে নিজের প্রিয়সখী মনে করিয়া তাহার নিকটে প্রার্থনা

করিতেছেন—'হে মদিরাক্ষি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আমার অগ্রভাগে সমাগত এই নবমেঘ-শ্যামল নবযুবাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) তুমি নিরোধ কর।"

খ। আপদ্জনিত উন্মাদ

"পশূনপি কৃতাঞ্জলির্নমতি মান্ত্রিকা ইত্যমী
তরূনপি চিকিৎসকা ইতি বিষৌষধং পৃচ্ছতি।
হ্রদং ভুজগভৈরবং হরিহরি প্রবিষ্টে হরৌ
ব্রজেন্দ্রগৃহিণী মুহুর্ভ্রমময়ীমবস্থাং গতা॥ ভ. র, সি, ২।৪।৪০॥

—কি খেদের বিষয়! শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকর্তৃক অধিষ্ঠিত হ্রদে প্রবেশ করিলে ব্রজেন্দ্রগৃহিণী যশোদা মুহুর্মুহুঃ ভ্রমময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্পবিষের প্রতীকারক মন্ত্রে অভিজ্ঞ মনে করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পশুদিগকেও নমস্কার করিতেছেন এবং বৃক্ষদিগকেও চিকিৎসক মনে করিয়া তাহাদের নিকটে বিষের ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।"

গ। বিরহজনিত উন্মাদ

"গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্ বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥ শ্রীভা, ১০।৩০।৪॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহে বিহ্বলচিত্তা হইয়া) গোপীগণ মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের কথা গান করিতে করিতে এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিয়া উন্মত্তার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আর যিনি আকাশের ন্যায় সমস্ত ভূতের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত (প্রেমবিলাস-বিশেষবশতঃ তাঁহাদের নিকটে যিনি সর্ব্বত্রই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন, দূরে যখন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহাদের নিকটে যিনি বহিঃস্ফূর্ত্ত বলিয়া এবং নিকটে যখন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন, তখন যিনি তাঁহাদের নিকটে অন্তস্ফূর্ত্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়েন), বনস্পতিগণের নিকটে তাঁহারা সেই পুরুষের (তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের) কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।"

বনস্পতিদিগের কোনও ইন্দ্রিয় নাই; তাহারা গোপীদের কথা শুনিতে পায় না, তাঁহাদের কথার উত্তর দেওয়ার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। তথাপি যে তাহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা, ইহাই তাঁহাদের উন্মাদবৎ আচরণের পরিচায়ক।

ঘ। উন্মাদ ও দিব্যোন্মাদ

এ-স্থলে যে উন্মাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে ব্যভিচারী ভাব। দিব্যোন্মাদ ও এই উন্মাদ এক নহে। এ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"উন্মাদঃ পৃথগুক্তোঽয়ং ব্যাধিম্বন্তর্ভবন্নপি। যত্তত্র বিপ্রলম্ভাদৌ বৈচিত্রীং কুরুতে পরাম্॥
অধিরূঢ়ে মহাভাবে মোহনত্বমুপাগতে। অবস্থান্তরমাপ্তোঽসৌ দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ॥২।৪।৪২॥

—ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত হইলেও এ-স্থলে উন্মাদ পৃথক্ রূপে কথিত হইল। শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত বিপ্রলম্ভাদিতে এই উন্মাদ পরমা বৈচিত্রী ধারণ করে এবং অধিরূঢ় মহাভাবে মোহনত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে দিব্যোন্মাদ নামে কথিত হয়।"

দিব্যোন্মাদ হইতেছে মোহনের অনুভাব (৬।৭৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৬৪-অনুচ্ছেদে অধিরূঢ় মহাভাবের এবং ৬।৬৯-অনুচ্ছেদে মোহনের লক্ষণ এবং পরবর্ত্তী ৭।৮৪-অনুচ্ছেদে ব্যাধির লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

৮৩। অপস্মার (১২)

"দুঃখোত্থধাতুবৈষম্যাদ্যুদ্ভূতশ্চিত্তবিপ্লবঃ।
অপস্মারোঽত্র পতনং ধাবনাস্ফোটনভ্রমাঃ।
কম্পঃ ফেণস্রুতির্বাহুক্ষেপবিক্রোশনাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৩॥

—দুঃখোৎপন্ন ধাতুবৈষম্যাদি-জনিত চিত্তের বিপ্লবকে অপস্মার (অপস্মৃতি) বলে। এই অপস্মারে ভূমিতে পতন, ধাবন, আস্ফোটন, ভ্রম, কম্প, ফেণস্রাব, বাহুক্ষেপণ এবং চীৎকারাদি প্রকাশ পায়।"

উদাহরণ :—

"ফেণায়তে প্রতিপদং ক্ষিপতে ভুজোর্ম্মিমাঘূর্ণতে লুঠতি কূজতি লীয়তে চ।
অম্বা তবাদ্য বিরহে চিরমম্বুরাজ-বেলেব বৃষ্ণিতিলক ব্রজরাজরাজ্ঞী॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৪॥

—(মথুরাস্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধা সংবাদ পাঠাইলেন যে,) হে বৃষ্ণিবংশতিলক! তোমার মাতা ব্রজরাজরাজ্ঞী তোমার দীর্ঘকালব্যাপী বিরহে কাতর হইয়া, সমুদ্রের জলের ন্যায় ফেণ উদ্গমন করিতেছেন, প্রতিপদে ভুজরূপ তরঙ্গ ক্ষেপণ করিতেছেন, কখনও বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও উচ্চ শব্দ করিতেছেন, কখনও বা নিস্তব্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"অঙ্গক্ষেপবিধায়িভির্নিবিড়তোত্তুঙ্গ প্রলাপৈরলং
গাঢ়োদ্বর্ত্তিততারলোচনপুটৈঃ ফেণচ্ছটোদ্গারিভিঃ।
কৃষ্ণ ত্বদ্বিরহোত্থিতৈর্ম্মম সখীমন্তর্বিকারোর্ম্মিভি-
র্গ্রস্তাং প্রেক্ষ্য বিতর্কয়ন্তি গুরবঃ সংপ্রত্যপস্মারিণীম্॥৩৯॥

—(কোনও লোকের দ্বারা মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ললিতা সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে,) হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে আমার সখী কখনও অঙ্গবিক্ষেপ করিতেছেন, কখনও নিবিড় ভাবে অতিশয় উচ্চ প্রলাপ বাক্য প্রকাশ করিতেছেন, কখনও বা তাঁহার লোচনদ্বয়ের তারকা গাঢ়ভাবে উদ্বর্ত্তিত হইতেছে,

কখনও বা তিনি মুখ হইতে ফেণরাশি উদ্‌গীরণ করিতেছেন। তাঁহাকে এইরূপ অন্তর্বিকারগ্রস্তা দেখিয়া তাঁহার গুরুজন মনে করিতেছেন—তাঁহার অপস্মার-রোগ জন্মিয়াছে।”

এই অপস্মার-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

“উন্মাদবদিহ ব্যাধিবিশেষোঽপ্যেষ বর্ণিতঃ।
পরাং ভয়ানকাভাসে যৎ করোতি চমৎকৃতিম্ ॥

—ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত হইলেও উন্মাদকে যেমন পৃথক্‌ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে, তেমনি ব্যাধিবিশেষ হইলেও এই অপস্মার পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইল। ভয়ানকের আভাসে ইহা পরমা চমৎকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে।”

৮৪। ব্যাধি (১৩)

“দোষোদ্রেকবিয়োগাদ্যৈর্ব্যাধয়ো যে জ্বরাদয়ঃ।
ইহ তৎপ্রভবো ভাবো ব্যাধিরিত্যভিধীয়তে।
অত্র স্তম্ভঃ শ্লথাঙ্গত্বং শ্বাসতাপক্লমাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি. ২।৪।৪৪॥

—দোষোদ্রেক ও বিয়োগাদি হইতে জ্বরাদি যে সমস্ত ব্যাধি জন্মে, এ-স্থলে তৎসমস্ত হইতে উৎপন্ন ভাবই ব্যাধি-নামে অভিহিত হয়। এই ব্যাধিতে স্তম্ভ, অঙ্গের শিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ এবং ক্লান্তি প্রভৃতি প্রকাশ পায়।”

শ্লোকস্থ “জ্বরাদয়ঃ”-শব্দের অন্তর্গত “আদি”-শব্দে উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি ব্যাধি সূচিত হইতেছে।

“দোষ”-শব্দে “বাত-পিত্ত-কফ” বুঝায়। “দোষঃ বাতপিত্তকফাঃ। ইতি-শব্দচন্দ্রিকা॥” বাত, পিত্ত ও কফ-এই তিনটীর অবস্থাবিশেষ হইতেই জ্বরাদি ব্যাধির (রোগের) উদ্ভব হয়। প্রিয়-জনের বিচ্ছেদেও কখনও কখনও রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে।

এ-স্থলে ব্যভিচারিভাবাখ্য যে ব্যাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা বাত-পিত্ত-কফ হইতে উদ্ভূত বাস্তবিক কোনও রোগ নহে। জ্বরাদি রোগে যেরূপ বিকারাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভক্তের মধ্যেও সে-সমস্ত বিকারাদি লক্ষণ, বাস্তব কোনও রোগ ব্যতীতও, প্রকাশ পাইতে পারে। কৃষ্ণভক্তের মধ্যে এই জাতীয় বিকারাদি লক্ষণকেই ব্যভিচারিভাব-নামক “ব্যাধি” বলা হয়। উজ্জ্বলনীলমণির ব্যভিচারিভাব-প্রকরণে “ব্যাধিঃ”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—“ব্যাধির্জ্বরাদিপ্রতিরূপো বিকারঃ—জ্বরাদির প্রতিরূপ বিকারকে ব্যাধি বলে।” প্রতিরূপ—প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বে মূল বস্তুটী থাকে না, তাহার আকারটী মাত্র থাকে। তদ্রূপ জ্বরাদির প্রতিরূপ “ব্যাধি”-তেও বস্তুতঃ জ্বরাদি রোগ থাকেনা, জ্বরাদি রোগের আকার বা বিকার মাত্র থাকে। জ্বরে যেমন দেহ খুব উত্তপ্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণবিরহেও ভক্তের দেহে, বস্তুতঃ জ্বর রোগব্যতীতও,

প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভূত হয়; এই উত্তাপই এ-স্থলে ব্যভিচারিভাব-নামক ব্যাধি। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভাববিশেষের উদয়ে ভক্তের মধ্যে উন্মাদ-রোগের, বা অপস্মার-রোগের লক্ষণও প্রকাশ পাইতে পারে। এইরূপ যখন হয়, তখন ঐ লক্ষণকেই ব্যভিচারিভাব-নামক উন্মাদের বা অপস্মারের লক্ষণ বলা হয়। এজন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্বে বলিয়াছেন—উন্মাদ এবং অপস্মারও "ব্যাধির" অন্তর্ভুক্ত। কেননা, উন্মাদ-রোগের লক্ষণের সহিত উন্মাদ-নামক ব্যভিচারিভাবের এবং অপস্মার-রোগের লক্ষণের সহিত অপস্মার-নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণের সমতা আছে।

এ-স্থলে ব্যাধি-নামক ব্যভিচারিভাবের উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

উদাহরণ ঃ—

"তব চিরবিরহেণ প্রাপ্য পীড়ামিদানীং দধত্যুরুজড়িমানি ধ্মাপিতান্যঙ্গকানি।
শ্বসিতপবনধাটীঘট্টিতঘ্রাণবাটং লুঠতি ধরণীপৃষ্ঠে গোষ্ঠবাটীকুটুম্বম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৫॥

—হে কৃষ্ণ! তোমার দীর্ঘকালব্যাপী বিরহে ইদানীং ব্রজবাসিগণ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্গসমূহ জড়িমা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রবল উত্তাপবশতঃ যেন জ্বলিয়া যাইতেছে, শ্বাসবায়ুর আক্রমণে তাঁহাদের নাসিকা ঘট্টিত হইতেছে, অস্থিরভাবে তাঁহারা ধরণীপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"শয্যা পুষ্পময়ী পরাগময়তামঙ্গার্পণাদশ্নুতে
তাম্যন্ত্যন্তিকতালবৃন্তনলিনীপত্রাণি গাত্রোষ্মণা।
ন্যস্তঞ্চ স্তনমণ্ডলে মলয়জং শীর্ণান্তরং লক্ষ্যতে
ক্বাথাদাশু ভবন্তি ফেনিলমুখা ভূষামৃণালাঙ্কুরাঃ ॥৭২॥

—(শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জ্বরে পীড়িতা শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণন করিয়া কোনও সখী মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সংবাদ পাঠাইতেছেন যে) হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে শ্রীরাধিকার এতাদৃশ সন্তাপজ্বর জন্মিয়াছে যে, তাঁহার অঙ্গস্পর্শমাত্র পুষ্পরচিত শয্যাও পুষ্পধূলিময় হইতেছে (ফুলের পাপ্ড়িগুলি বিশুষ্ক হইয়া চূর্ণরূপে পরিণত হইতেছে), তাঁহার অঙ্গতাপে নিকটবর্ত্তী তালবৃন্তনির্ম্মিত ব্যজনস্থিত পদ্মপত্রগুলিও ম্লান হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার স্তনমণ্ডলে সুঘৃষ্ট চন্দনপঙ্ক লেপন করিলে তৎক্ষণাৎই তাহা শুষ্ক হইয়া মধ্যস্থলে বিদীর্ণ হইয়া (ফাটিয়া) যাইতেছে; আবার তাঁহার অঙ্গতাপ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে যদি মৃণালাঙ্কুর-রচিত ভূষণ তাঁহাকে পরাইয়া দেওয়া যায়, তাহাও তাঁহার অঙ্গতাপে তপ্ত হইয়া যেন মুখে ফেন উদ্গীরণ করিতেছে।"

৮৫। মোহ (১৪)

"মোহো হৃন্মূঢ়তা হর্ষাদ্বিশ্লেষাদ্ভয়তস্তথা।
বিষাদাদেশ্চ তত্র স্যাদ্দেহস্য পতনং ভুবি।
শূন্যেন্দ্রিয়ত্বং ভ্রমণং তথা নিশ্চেষ্টতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৫॥

—হর্ষ, বিরহ, ভয় এবং বিষাদাদি হইতে চিত্তের মূঢ়তাকে (বোধশূন্যতাকে) মোহ বলে। এই মোহে দেহের ভূমিতে পতন, শূন্যেন্দ্রিয়ত্ব, ভ্রমণ এবং নিশ্চেষ্টতাদি প্রকাশ পায়।"

ক। হর্ষজনিত মোহ

"ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স চ বাদরায়ণিস্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তমম্॥ শ্রীভা. ১০।১২।৪৪॥

—(সূত গোস্বামী বলিলেন) শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকটে মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পরীক্ষিতের কথায় অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত হওয়ায় হর্ষভরে শুকদেবের সমস্ত ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি) অপহৃত হইল। (ব্যাস-নারদাদিকৃত উচ্চনামসঙ্কীর্ত্তনের ফলে) অতি কষ্টে পুনরায় বহির্দৃষ্টি (বাহ্যজ্ঞান) লাভ করিয়া ধীরে ধীরে ভাগবতোত্তমোত্তম পরীক্ষিতের প্রতি তিনি (পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর) বলিতে লাগিলেন।"

অপর দৃষ্টান্ত—

"নিরুচ্ছ্বসিতরীতয়ো বিঘটিতাক্ষিপক্ষ্মক্রিয়া
নিরীহনিখিলেন্দ্রিয়াঃ প্রতিনিবৃত্তচিদ্‌বৃত্তয়ঃ।
অবেক্ষ্য কুরুমণ্ডলে রহসি পুণ্ডরীকেক্ষণং
ব্রজাম্বুজদৃশোঽভজন্ কনকশালভঞ্জীশ্রিয়ম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৬॥

—কুরুক্ষেত্রে নিভৃত স্থানে পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হর্ষাতিশয়বশতঃ কমলনয়না ব্রজসুন্দরীগণের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাঁহাদের চক্ষুর পলক বন্ধ হইয়া গেল, তাঁহাদের সমস্ত ইন্দিয় চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িল এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গেল তাঁহারা স্বর্ণ-প্রতিমার ভাব (জাড্য) প্রাপ্ত হইলেন।"

খ। বিরহজনিত মোহ

"কদাচিৎ খেদাগ্নিং বিঘটয়িতুমন্তর্গতমসৌ
সহালীভির্লেভে তরলিতমনা যামুনতটীম্।
চিরাদস্যাশ্চিত্তং পরিচিতকুটীরাবকলনা-
দবস্থা তস্তার স্ফুটমতঃ সুষুপ্তেঃ প্রিয়সখী॥ হংসদূত॥

—চিত্তস্থিত মাথুর-বিরহাগ্নিকে দূর করিবার উদ্দেশ্যে চঞ্চলচিত্তা হইয়া শ্রীরাধা সখীগণের সহিত কোনও এক সময়ে যমুনাতটে গিয়াছিলেন; কিন্তু সে-স্থলে বহুকাল পর্য্যন্ত পরিচিত-কেলিনিকুঞ্জকুটীর দর্শন করায় গাঢ় নিদ্রার মোহরূপা প্রিয়সখী তাঁহার চিত্তকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। (তিনি মোহগ্রস্তা হইলেন। শ্রীরাধা বিরহদুঃখের শান্তির জন্য আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিরহদুঃখ শতগুণিত হইয়া পড়িল).।"

গ। ভয়জনিত মোহ

"মুকুন্দমাবিষ্কৃতবিশ্বরূপং নিরূপয়ন্ বানরবর্য্যকেতুঃ।
করারবিন্দাৎ পুরতঃ স্খলন্তং ন গাণ্ডীবং খণ্ডিতধীর্বিবেদ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৭॥

—মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রকটিত করিলে তাহার দর্শনে কপিধ্বজ অর্জুন এতাদৃশ মোহপ্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ জন্মিল, তাঁহার হস্ত হইতে যে তাঁহার গাণ্ডীব খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না।"

মধুর-রসে ভয়জনিত মোহের সম্ভাবনা নাই বলিয়া এ-স্থলে বা উজ্জ্বলনীলমণিতে তাহার উদাহরণ নাই।

ঘ। বিষাদজনিত মোহ

"কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ॥ শ্রীভা, ১০।১১।৪৯॥

কৃষ্ণকে মহাবকের দ্বারা গ্রস্ত হইতে দেখিয়া বলরামাদি বালকগণ বিষাদে—প্রাণহীন ইন্দ্রিয়গণ যেমন বিচেতন হয়, তদ্রূপ -বিচেতন হইয়া পড়িলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্রনীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং বর্ষ্মধুর্য্যগতিরীড়িতবেণুঃ॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাসবীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন বসনং কবরং বা॥ শ্রীভা, ১০।৩৫।১৬-১৭॥

—(গো-গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অপরাহ্নিক ব্রজাগমন-লীলার আস্বাদন করিতে করিতে কতিপয় গোপী—'লজ্জা-ধৈর্য্য-কুলধর্ম্মাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া—সুবলাদির ন্যায় আমরাও কেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী হইলামনা'—এইরূপভাবে অনুতাপ করিয়া বিষাদভরে পরস্পরকে বলিতেছেন) গজেন্দ্রবৎ মন্থরগতিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও কমলের বিচিত্র চিহ্নে ভূষিত পাদপদ্ম দ্বারা গোকুল-ভূমির গো-খুরক্ষতজনিত বেদনাকে প্রশমিত করিয়া বেণুনাদ করিতে করিতে গমন করেন, তখন তাঁহার সবিলাস-নিরীক্ষণদ্বারা আমাদের চিত্তে যে মনোভব অর্পিত হয়, তাহার প্রবল বেগে আমরা তরুধর্ম্ম (স্থাবরত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকি ; তাই আমাদের বসন বা কবরীবন্ধন স্খলিত হইলেও তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না।"

ঙ। মোহ-নামক ব্যভিচারিভাবের বিশেষত্ব

মোহপ্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অস্যান্যত্রাত্মপর্য্যন্তে স্যাৎ সর্ব্বত্রৈব মূঢ়তা।
কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষস্তু ন কদাপ্যত্র লীয়তে॥২।৪।৪৮॥

—কৃষ্ণভক্ত মোহ প্রাপ্ত হইলে দেহপর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মূঢ়তা (বিস্মৃতি) জন্মে ; কিন্তু কখনও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষ লয় প্রাপ্ত হয় না ।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অস্য প্রাপ্তমোহস্য ভগবদ্ভক্তস্য কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষস্থিতি স্বাশ্রয়ম্। তং বিনা ভাবনানামনবস্থিতেঃ। তথাচোক্তম্। তৎস্মারিতানন্ত-হৃতাখিলেন্দ্রিয় ইতি। কিন্তু বহির্বৃত্তিলোপপ্রাধান্যেন প্রলয়ো মোহস্ত্বন্তর্বৃত্তিলোপপ্রাধান্যেন জ্ঞেয়ঃ। অতএব মোহো হৃন্মূঢ়তেত্যত্র হৃচ্ছব্দো দত্তঃ। মুহ বৈচিত্তে ইতি ধাতুবলাদেব তদর্থতাসিদ্ধেঃ॥" এই টীকার তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপঃ--শ্লোকস্থ "অস্য"-শব্দের অর্থ হইতেছে, "মোহপ্রাপ্ত ভগবদ্‌ভক্তের।" মোহপ্রাপ্ত ভগবদ্‌ভক্তের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষই হইতেছে স্বাশ্রয়। তাহা ব্যতীত, অর্থাৎ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষ ব্যতীত, ভাবনাসমূহেরই অবস্থিতি থাকে না। পূর্ব্ববর্ত্তী ক-উপ-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শুকদেব সম্বন্ধে "তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ"-পদে তাহাই বলা হইয়াছে। শ্রীশুকদেবের চিত্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি বিরাজিত ছিল, ইন্দ্রিয়ব্যাপার বিলুপ্ত হইলেও কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি বিলুপ্ত হয় নাই, মোহগ্রস্তাবস্থাতেও শ্রীশুকদেব কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া বিরাজিত ছিলেন। কিন্তু প্রলয় (সাত্ত্বিকভাব) এবং মোহ (ব্যভিচারী ভাব)-এই দুইয়ের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে—প্রলয়ে বহির্বৃত্তি-লোপের প্রাধান্য ; আর মোহে অন্তর্বৃত্তি-লোপের প্রাধান্য ; এজন্যই মোহের লক্ষণে "হৃন্মূঢ়তা"-শব্দে "হৃৎ"-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে (হৃদ্‌বৃত্তির বা অন্তর্বৃত্তির মূঢ়তা বা বিলুপ্তি)। "মুহ"-ধাতু হইতে "মোহ"-শব্দ নিষ্পন্ন ; মুহ-ধাতুর অর্থ বিচিত্তে-বিচিত্ততায়" ; এজন্য মোহ-শব্দের উল্লিখিতরূপ (হৃদ্‌বৃত্তির বিলুপ্তি) অর্থ সিদ্ধ হইতেছে। মোহে অন্তর্বৃত্তিলোপের প্রাধান্য-একথা বলার হেতু বোধ হয় এই যে—কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি-বিশেষ ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে অন্তর্বৃত্তির গতি থাকে না।

৮৩। মৃতি (১৫)

"বিষাদব্যাধিসংত্রাসসংপ্রহারক্লমাদিভিঃ।
প্রাণত্যাগো মৃতি স্তস্যামব্যক্তাক্ষরভাষণম্।
বিবর্ণগাত্রতাশ্বাসমান্দ্যহিক্কাদয়ঃ ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৮॥

—বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার এবং গ্লানি প্রভৃতিদ্বারা যে প্রাণত্যাগ, তাহাকে মৃতি বলে। এই মৃতিতে অস্পষ্ট বাক্য, দেহের বৈবর্ণ্য, মন্দশ্বাস এবং হিক্কাদি ক্রিয়া প্রকাশ পায়।"

উদাহরণ ঃ—

"অনুল্লাসশ্বাসা মুহুরসরলোত্তানিতদৃশোবিবৃণ্বন্তঃ কায়ে কিমপি নববৈবর্ণ্যমভিতঃ।
হরের্নামাব্যক্তীকৃতমলঘুহিক্কালহরিভিঃ প্রজল্পন্তঃ প্রাণান্ জহতি মথুরায়াং সুকৃতিনঃ॥
ভ, র, সি, ২।৪।৪৮

—সুকৃতিশালী মথুরাবাসিগণের শ্বাস উল্লাসহীন হইয়াছে (মন্দশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে), তাঁহাদের কুটিল দৃষ্টি মুহুর্মুহু ঊর্দ্ধদিকে ক্ষিপ্ত হইতেছে, তাঁহাদের দেহে সর্ব্বত্র কি এক অভিনব বৈবর্ণ্য বিস্তারিত হইয়াছে, তাঁহারা অস্পষ্টরূপে হরির নাম উচ্চারণ করিতেছেন এবং তাঁহারা অলঘু হিক্কা-লহরীর সহিত কথা বলিতেছেন। এতাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা প্রাণত্যাগ করিতেছেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"যাবদ্ব্যক্তিং ন কিল ভজতে গান্ধিনেয়ানুবন্ধ
স্তাবন্নত্বা সুমুখি ভবতীং কিঞ্চিদভ্যর্থয়িষ্যে।
পুষ্পৈর্যস্যা মুহুরকরবং কর্ণপূরান্মুরারেঃ
সেঽয়ং ফুল্লা গৃহপরিসরে মালতী পালনীয়া॥ উদ্ধবসন্দেশ ॥৪৬॥

—(শ্রীরাধা ললিতার নিকটে বলিলেন) হে সুমখি! যে পর্য্যন্ত গান্ধিনীতনয় অক্রূরের অনুবন্ধ (আগ্রহ) নিশ্চয়রূপে ব্যক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তোমাকে নমস্কার পূর্ব্বক এই একটী প্রার্থনা জানাইতেছি—যাহার পুষ্পদ্বারা আমি মুরারি শ্রীকৃষ্ণের কর্ণাভরণ সকল পুনঃ পুনঃ নির্ম্মাণ করিতাম, তুমি সেই ফুল্লা মালতীকে আমার গৃহপরিসরে যত্নের সহিত পালন করিও (আমার এই জীবন রক্ষা পাইবেনা)।"

ক। **মৃতি (মরণ)-সম্বন্ধে লক্ষণীয়**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"প্রায়োঽত্র মরণাৎ পূর্ব্বা চিত্তবৃত্তির্মৃতির্মতা।
মৃতিরত্রানুভাবঃ স্যাদিতি কেনচিদুচ্যতে।
কিন্তু নায়কবীর্য্যার্থং শত্রৌ মরণমুচ্যতে ॥২।৪।৫০॥

—প্রায়শঃ মরণের পূর্ব্ববর্ত্তিনী চিত্তবৃত্তিকেই মৃতি বলা হয়। কেহ কেহ বলেন— এ-স্থলে মৃতি হইতেছে অনুভাব। কিন্তু নায়কের পরাক্রম নিমিত্ত শত্রুতে মরণ উক্ত হইয়াছে।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, মৃতি-নামক ব্যভিচারী ভাব বাস্তব মৃত্যু নহে, প্রাণত্যাগ নহে; মরণের পূর্ব্বে যে চিত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়, তাহাকেই মৃতি-নামক ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। কেহ কেহ এই মৃতিকে অনুভাব বলেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় বলিয়াছেন-এস্থলে "কেহ কেহ" বলিতে গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীকেই বুঝায়। "কেনচিদিতি স্বয়মেবেত্যর্থঃ।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শত্রুর সম্বন্ধে বাস্তব মরণই কথিত হয়; তাহাতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে মৃতি-নামক ব্যভিচারিভাবের প্রসঙ্গে পূতনার একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা,

"বিরমদলঘুকণ্ঠোদ্‌ঘোষঘুৎকারচক্রা ক্ষণবিঘটিততামাদ্দৃষ্টিখদ্যোতদীপ্তিঃ।
হরিমিহিরনিপীতপ্রাণগাঢ়ান্ধকারা ক্ষয়মগদকস্মাৎ পূতনা কালরাত্রিঃ ॥২।৪।৪৯॥

—কালরাত্রিরূপা পূতনার প্রাণস্বরূপ গাঢ় অন্ধকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যকর্তৃক নিপীত হইলে পূতনার

ঘূকপক্ষীর শব্দতুল্য কণ্ঠধ্বনি এবং খদ্যোতসদৃশদীপ্তিময়ী দৃষ্টি ক্ষণকালমধ্যে তিরোহিত হইয়াছিল।"

এই উদাহরণে পূতনার বাস্তব মরণই বর্ণিত হইয়াছে; এই মরণে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম সূচিত হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমেই পূতনার মৃত্যু হইয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—মরণের পূর্ব্বকালীন লক্ষণগুলি যদি কৃষ্ণভক্তে প্রকাশ পায়, তাহা হইলেই তাহাদিগকে মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ বলা হয়; কৃষ্ণরতিহীন লোকের মধ্যে তাদৃশ লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও তাহাকে মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ বলা যায় না; কৃষ্ণরতির সহিতই ব্যভিচারী ভাবের সম্বন্ধ। পূতনা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে রতিমতী ছিলনা; পূতনা ছিল শ্রীকৃষ্ণের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসংহারের উদ্দেশ্যেই স্তন্যদাত্রীর ছদ্মবেশে পূতনার আগমন। এই অবস্থায় পূতনার মৃত্যুকে ব্যভিচারী ভাবের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইল কেন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই কি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"কিন্তু নায়কবীর্য্যার্থং শত্রৌ মরণমুচ্যতে—নায়কের বীর্য্য প্রদর্শনার্থই শত্রুতে মরণ কথিত হয়"? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমমাত্রই সূচিত হইতে পারে, পূতনার প্রাণত্যাগকে ব্যভিচারী ভাব বলা কি সঙ্গত হইবে?

মৃতিপ্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন, "মৃতেরধ্যবসায়োঽত্র বর্ণ্যঃ সাক্ষাদিয়ং ন হি ॥৪৫॥—এ-স্থলে মরণের উদ্যম মাত্রই বর্ণনীয়; কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যু বর্ণনীয় নহে।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে কেবল কৃষ্ণকান্তাদের উদাহরণই প্রদত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তা দুই শ্রেণীর—নিত্যসিদ্ধা এবং সাধনসিদ্ধা। নিত্যসিদ্ধাগণ জীবতত্ত্ব নহেন, তাঁহারা হইতেছেন স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ—সুতরাং তাঁহাদের মৃত্যু সম্ভব নহে। সাধনসিদ্ধগণ জীবতত্ত্ব হইলেও তাঁহাদের প্রাকৃত দেহ নাই, তাঁহাদের দেহও অপ্রাকৃত—সুতরাং তাঁহাদেরও মৃত্যু অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণবিরহের উৎকট জ্বালায় এইরূপ মৃত্যুহীনা নিত্যসিদ্ধা বা সাধনসিদ্ধা কৃষ্ণকান্তাগণের মরণের উদ্যমমাত্র হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের মরণ কখনও হইতে পারেনা। এজন্য তাঁহাদের পক্ষে মরণের চেষ্টামাত্র হইতে পারে, মরণ সম্ভব নহে। তাঁহাদের মরণের এই উদ্যমকেই মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাব বলা হয়।

খ। ঋষিচরী গোপী

উপরে উদ্ধৃত উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও বলিয়াছেন-"অধ্যবসায় উদ্যমঃ ইয়ং মৃতিঃ প্রাণত্যাগ ন বর্ণ্যেতি সমর্থ-সমঞ্জস-সাধারণ-স্থায়িভাববতীনাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং নিত্যসিদ্ধত্বেন তদসম্ভবাৎ।—অধ্যবসায় অর্থ—উদ্যম; এই উদ্যমই মৃতি; প্রাণত্যাগ বর্ণনীয় নহে। কেননা, সমর্থারতিমতী ব্রজসুন্দরীদের, সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীগণের এবং সাধারণী রতিমতী কুব্জাদির—এই তিন শ্রেণীর কৃষ্ণকান্তাগণ নিত্যসিদ্ধা বলিয়া তাঁহাদের মৃত্যু সম্ভব নহে।" ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদিত্যাদি (শ্রীভা, ১০।২৯।৯)"-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া সাধনসিদ্ধা ঋষিচরী গোপীদের কথাও বলিয়াছেন (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন)। এই ঋষিচরী গোপীগণ সাধকদেহে ছিলেন দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি। তাঁহারা

পূর্ব্ব হইতেই গোপালোপাসক ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে তিনি যখন দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার রূপের সহিত শ্রীকৃষ্ণরূপের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দর্শনে তাঁহাদের চিত্তে কান্তা-ভাবময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে তাঁহারা মনে মনে তাঁহাদের বাসনাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে তাঁহাদের বাসনাপূর্ত্তির অনুরূপ কৃপা প্রকাশ করিলেন। সাধনে তাঁহারা যখন জাতরতি হইয়াছিলেন, তখনই যোগমায়া কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাস্থলে আহিরী গোপীর গর্ভ হইতে গোপকন্যারূপে তাঁহাদিগকে আবির্ভাবিত করাইলেন। সাধারণতঃ জাতপ্রেম ভক্তদেরই প্রকটলীলাস্থলে ঐ ভাবে জন্ম হয়; তাঁহাদের দেহও হয় চিন্ময়, গুণাতীত। কিন্তু দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ সাধকদেহে জাতপ্রেম হইতে পারেন নাই, প্রেমের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর "রতি বা ভাব" পর্য্যন্তই তাঁহাদের লাভ হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাদের গুণময়ত্ব সম্যক্ তিরোহিত হয় নাই; সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপার ফলেই জাতরতি অবস্থাতেই যোগমায়া তাঁহাদিগকে প্রকটলীলাস্থলে, গোপকন্যারূপে জন্ম দেওয়াইলেন। যাহা হউক, প্রকটলীলাস্থলে অন্যান্য গোপীদের ন্যায় তাঁহাদেরও বিবাহ হইল; কিন্তু গুণাতীত জাতপ্রেম গোপকন্যাদের যোগমায়া যে ভাবে পতিম্মন্যদের স্পর্শ হইতে রক্ষা করেন, ইঁহাদের গুণময়ত্ব ছিল বলিয়া ইঁহাদিগকে তিনি সেই ভাবে রক্ষা করিলেন না; এজন্য তাঁহাদের পতি-সঙ্গাদি হইয়াছিল। যে সমস্ত সাধক ভক্ত জাতপ্রেম হইয়া প্রকটলীলাস্থলে গোপকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন, নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহাদের কৃষ্ণরতি স্নেহ-মান-প্রণয়াদি অতিক্রম করিয়া মহাভাবে উন্নীত হয়; শ্রুতিচরী গোপীদের এইরূপ হইয়াছিল, যোগমায়াও সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে পতিম্মন্যদের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতরতি ঋষিচরীদিগের পক্ষে বিবাহের পূর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গের সৌভাগ্য হয় নাই। বিবাহের পরে অবশ্য হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাঁহাদের রতিও উর্দ্ধতন স্তরে উন্নীত হইয়াছিল, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বরাগবতী হইয়াছিলেন এবং শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া অন্যান্য গোপীদের ন্যায় তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পতিগণকর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হওয়ায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাইতে পারেন নাই। অপর যাঁহাদিগকে যোগমায়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহও অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন; কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাইতে পারিয়াছিলেন; ঋষিচরীগণের দেহ পতিসম্ভুক্ত—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুপযুক্ত—ছিল বলিয়া যোগ-মায়া তাঁহাদিগকে সেই সুযোগ দেন নাই। গৃহে অবরুদ্ধা এই ঋষিচরী গোপীগণ মহাবিপদ্গ্রস্তা হইয়া যেন মরণদশায় উপনীত হইলেন; পতি-আদিকে মহাশত্রু মনে করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব-স্ব-প্রাণৈক-বন্ধু মনে করিয়া তীব্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (স্মরণ) করিতে লাগিলেন। তীব্রধ্যানকালে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের ফলে তাঁহাদের যে জ্বালাময় উৎকট দুঃখের উদয় হইল, তাহা যেমন অতুলনীয়, আবার স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের ফলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাও ছিল তেমনি অতুলনীয়।

ইহারই ফলে তাঁহাদের সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়া গেল, পতিকর্তৃক উপভুক্ত তাঁহাদের গুণময় দেহও গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিল, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের উপযোগী হইয়া পড়িল। "জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।১১"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—"তাঁহাদের দেহের গুণময়ত্বই তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন, দেহত্যাগ করেন নাই; দেহের গুণময়ত্ব-ত্যাগকেই 'গুণময়-দেহত্যাগ' বলা হইয়াছে।" এ-স্থলে জানা গেল—সাধনসিদ্ধা ঋষিচরী গোপীগণেরও মৃত্যু হয় নাই। মৃত্যুর ভাবমাত্র তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের পক্ষে মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাব।

৮৭। আলস্য (১৬)

"সামর্থ্যস্যাপি সদ্ভাবে ক্রিয়ানুন্মুখতা হি যা। তৃপ্তিশ্রমাদিসম্ভূতা তদালস্যমুদীর্য্যতে॥
অত্রাঙ্গভঙ্গো জৃম্ভা চ ক্রিয়াদ্বেষোঽক্ষিমর্দ্দনম্। শয্যাসনৈকপ্রিয়তা তন্দ্রানিদ্রাদয়োঽপি চ॥ভ, র, সি, ২।৪।৫১॥
—তৃপ্তি ও শ্রমাদি বশতঃ সামর্থ্যসত্ত্বেও যে কার্য্যে অনুন্মুখতা (কার্য্য-করণের প্রবৃত্তিহীনতা), তাহাকে বলে আলস্য। এই আলস্যে অঙ্গঘোটন, জৃম্ভা, কার্য্যের প্রতি দ্বেষ, চক্ষুর্মর্দ্দন, শয়ন, উপবেশন, তন্দ্রা ও নিদ্রা প্রভৃতি প্রকাশ পায়।"

ক। তৃপ্তিজনিত আলস্য

"বিপ্রাণাং নস্তথা তৃপ্তিরাসীদ্ গোবর্দ্ধনোৎসবে।
নাশীর্ব্বাদেঽপি গোপেন্দ্র যথা স্যাৎ প্রভবিষ্ণুতা॥ ভ, র, সি. ২।২৪।৫১॥

—হে গোপেন্দ্র! আমরা বিপ্র, আশীর্ব্বাদ করিতে আমাদের যে রূপ তৃপ্তি হয়, গোবর্দ্ধনোৎসবে তদ্রূপ হয় না।"

খ। শ্রমজনিত আলস্য

"সুষ্ঠু নিঃসহতনুঃ সুবলোঽভূৎ প্রীতয়ে মম বিধায় নিযুদ্ধম্।
মোটয়ন্তমভিতো নিজমঙ্গং নাহবায় সহসাহ্বয়তামুম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫২॥

—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখাগণকে বলিলেন—অহে বয়স্যগণ! আমার প্রীতির নিমিত্ত সুবল আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া শ্রমবশতঃ নিঃসহতনু (কোনও কিছু করিতে অসমর্থ) হইয়া সর্ব্বতোভাবে অঙ্গ-মোটন করিতেছেন; সুতরাং সহসা তোমরা তাঁহাকে আর যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিওনা।"

গ। ব্রজদেবীগণের আলস্য

কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের আলস্য-নামক ব্যভিচারিভাব সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"সাক্ষাদঙ্গং ন চালস্যং ভঙ্গ্যা তেন নিবধ্যতে॥৪৭॥" টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সাক্ষাদঙ্গং ন চেতি আলস্যং খলু শক্তৌ সত্যামপ্যশক্তিব্যঞ্জনা। সা তু তাসাং কৃষ্ণসেবাদৌ ন সম্ভবত্যেব। 'ন পারয়েঽহং চলিতুমিতি' কৃত্রিমালস্যং জ্ঞেয়ম্। তস্মাদ্বিরোধিগততদ্বর্ণনাৎ স্থায়িপোষণ-পরি-

পাটোব তন্নিবন্ধতা যুক্তা।" তাৎপর্য্য—ব্রজদেবীগণের পক্ষে আলস্য ব্যভিচারিভাবের সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অশক্তির ব্যঞ্জনাই হইতেছে আলস্য। কিন্তু ব্রজদেবীগণের পক্ষে কৃষ্ণ-সেবাদিতে কখনও তাহা সম্ভব নয়, অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাদিতে শক্তি থাকা সত্ত্বে তাঁহারা কখনও অশক্তি প্রকাশ করেন না। "আমি আর চলিতে পারিতেছিনা"-শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীরাধার এই উক্তিতে কৃত্রিম আলস্য সূচিত হইয়াছে,—ইহাই বুঝিতে হইবে, বাস্তব আলস্য নহে। সে জন্য বিরোধিগত আলস্যের বর্ণনা করিয়া ভঙ্গীতে স্থায়িভাবের পোষণ-পারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিরোধিগত উদাহরণ, যথা—

"নিরবধি দধিপূর্ণাং গর্গরীং লোড়য়িত্বা সখি কৃততনুভঙ্গং কুর্ব্বতী ভূরিজৃম্ভাম্।
ভুবমনুপতিতা তে পত্যুরাস্তে সবিত্রী বিরচয় তদশঙ্কং ত্বং হরের্মূর্দ্ধ্নি চূড়াম্॥ উ,নী, ব্যভি ॥৪৭॥
—(কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসবতী শ্রীরাধা, পদ্মার শিক্ষিতা শারিকার মুখে শুনিলেন—জটিলা সে-স্থলে আসিতেছে। শুনিয়া শ্রীরাধা ভীত হইলে গোষ্ঠ হইতে আগতা শ্রীরূপমঞ্জরী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন) হে সখি! তোমার পতি-জননী (জটিলা) নিরবধি দধিপূর্ণ ভাণ্ড আলোড়ন করিতে করিতে গাত্রমোটন করিতে করিতে বহু জৃম্ভা ত্যাগ করিতে করিতে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন; অতএব, তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া শ্রীহরির মস্তকে চূড়া রচনা কর।"

এ-স্থলে জটিলার শ্রমজনিত আলস্যই বর্ণিত হইয়াছে এবং তদ্ব্যপদেশে শ্রীরাধার স্থায়িভাবের পুষ্টির কথাই ভঙ্গীতে জানান হইয়াছে।

প্রীতিসন্দর্ভে বলা হইয়াছে—শ্রমহেতুক এবং কৃষ্ণভিন্ন অন্যসম্পর্কিত ক্রিয়াবিশেষে আলস্য জন্মে। "আলস্যং তাদৃশশ্রমহেতুকং কৃষ্ণেতরসম্বন্ধিক্রিয়াবিষয়কং ভবতি॥" বস্তুতঃ কৃষ্ণবিষয়ক কোনও ব্যাপারে কৃষ্ণভক্তদের আলস্য জন্মিতে পারে না।

৮৮। জাড্য (১৭)

"জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ।
বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থাপরাপি চ
অত্রানিমিষতা তূষ্ণীম্ভাববিস্মরণাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৩॥
—ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ-দর্শনজনিত এবং বিরহাদিজনিত বিচারশূন্যতাকে জাড্য বলে। ইহা হইতেছে মোহের পূর্ব্বাবস্থা ও পরের অবস্থা। এই জ্যাড্যে নয়নের নিমিষশূন্যতা, তূষ্ণীম্ভাব এবং বিস্মরণাদি প্রকাশ পায়।"

ক। ইষ্টশ্রবণজনিত জাড্য

"গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ॥"
—শ্রীভা, ১০।২১।১৩॥

—(বৎসগণ গাভীদিগের স্তন্য পান করিতেছিল ; এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি উত্থিত হইলে) গাভীগণ উন্নমিত কর্ণপুটদ্বারা কৃষ্ণমুখনির্গত বেণুগীত-সুধা পান করিতে করিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং বৎসগণও স্তনক্ষরিত দুগ্ধগ্রাস মুখে করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের মুখ হইতে দুগ্ধ নির্গলিত হইতে লাগিল। ইহারা দৃষ্টিদ্বারা গোবিন্দকে স্বীয় মনে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া মনোমধ্যে তাঁহাকে স্পর্শ (আলিঙ্গন) করিয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; তাই তাহাদের নয়নে অশ্রুধারা দৃষ্ট হইতেছে।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণ হইতেছে প্রিয়শ্রবণ ; তাহার ফলে তাহাদের জাড্য (ক্রিয়াহীনতা) এবং স্তন্যপানাদিতে বিস্মৃতি জন্মিয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"গোপুরে রুবতি কৃষ্ণনূপুরে নিষ্ক্রমায় ধৃতসম্ভ্রমাপ্যসৌ।
কীলিতেব পরিমীলিতেক্ষণা সীদতি স্ম সদনে মনোরমা ॥৪৮॥

—(গৃহ হইতে গোচারণে গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণের নূপুরধ্বনি পুরদ্বারে শ্রবণ করিয়াই মনোরমা-নামা কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য স্বগৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু জাড্যের উদয়ে তিনি বহির্গত হইতে পারিলেন না দেখিয়া তাঁহার কোনও এক সখী অন্য সখীকে বলিলেন) পুরদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের নূপুরধ্বনি শ্রুত হইলে এই মনোরমা তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু নিজ গৃহেই বদ্ধপ্রায়া হইয়া (পূর্ব্বদৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণরূপের নিবিড় ধ্যানবশতঃ) পলকহীন নয়নেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

খ। অনিষ্ট-শ্রবণজনিত জাড্য

"আকলয্য পরিবর্ত্তিতগোত্রাং কেশবস্য গিরমর্পিতশল্যাম্।
বিদ্ধধীরধিকনির্নিমিষাক্ষী লক্ষ্মণা ক্ষণমবর্ত্তত তূষ্ণীম্ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৪॥

—লক্ষ্মণা-নাম্নী যূথেশ্বরীর মান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাঁহার শ্রুতিগোচর ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণার নামের পবিবর্ত্তে এক প্রতিপক্ষীয়া যূথেশ্বরীর নাম উচ্চারণ করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য লক্ষ্মণার নিকটে শেলতুল্য যন্ত্রণাদায়ক হইল ; এই বাক্যরূপ শল্যদ্বারা তাঁহার বুদ্ধি যেন অত্যধিকরূপে বিদ্ধ হইল ; তিনি অপলকনয়নে কিছুকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।"

অনিষ্ট=ন+ইষ্ট—অনভিপ্রেত। প্রতিপক্ষীয়া যূথেশ্বরীর নাম লক্ষ্মণার অনভিপ্রেত ছিল। প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মুখে তাহা শুনিয়া তিনি জাড্য প্রাপ্ত হইলেন।

গ। ইষ্টদর্শনজনিত জাড্য

"গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ
পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ ॥শ্রীভা, ১০।৭১।৪০॥

—রাজা যুধিষ্ঠির দেবদেবেশ গোবিন্দকে সমাদরপূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিয়া আনন্দাধিক্যবশতঃ হতবুদ্ধি হইয়া পূজাবিষয়ে সমস্ত কৃত্য বিস্মৃত হইয়া গেলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"অহো ধন্যা গোপ্যঃ কলিতনবনর্ম্মোক্তিভিরলং
বিলাসৈরামোদং দধতি মধুরৈ র্যা মধুভিদঃ।
ধিগস্তু স্বং ভাগ্যং যদিহ মম রাধা প্রিয়সখী
পুরস্তস্মিন্ প্রাপ্তে জড়িম-নিবিড়াঙ্গী বিলুঠতি ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৩'২৯॥

—(বিশাখার সহিত অভিসার করিয়া শ্রীরাধা সঙ্কেতকুঞ্জে উপনীত হইয়াছেন; সে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত পরমানন্দে শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল, ব্যজস্তুতিতে বিশাখা তাহা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন) অহো! যাঁহারা প্রতিভাতিশয়বশতঃ নব-নব পরিহাসরঙ্গের সুমধুর বিলাসের দ্বারা মধুরিপু কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন, সে-সমস্ত গোপীরাই ধন্য। ধিক্ আমাদের ভাগ্যকে! যেহেতু আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা হরিকে সম্মুখভাগে দেখিলেই অঙ্গে নিবিড়-জড়িমা প্রাপ্ত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে থাকেন।"

ঘ। **অনিষ্টদর্শনজনিত জাড্য**

"যাবদালক্ষ্যতে কেতু র্যাবদ্রেণূ রথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মনো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৯।৩৬॥

—(অক্রূরের রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছিলেন; দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে গোপীগণ রথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন) যে পর্য্যন্ত রথের পতাকা এবং রথঘর্ষণে উদ্ভূত পথের ধূলি দেখা গেল, সে-পর্য্যন্ত গোপীগণ চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন (তাঁহাদের মন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতেই ধাবিত হইয়াছিল, কেবল দেহেই তাঁহারা ব্রজে অবস্থান করিতে লাগিলেন)।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"রাধা বনান্তে হরিণা বিহারিণী প্রেক্ষ্যাভিমন্যুং স্তিমিতাভবত্তথা।
ক্রুধাস্য তূর্ণং ভজতোঽপি সন্নিধিং যথা ভবানীপ্রতিমাভ্রমং দধে ॥৫১॥

(বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিলেন, দেবি!) শ্রীরাধা বনমধ্যে হরির সহিত বিহার করিতেছিলেন; এমন সময়ে দূর হইতে ক্রোধান্বিত (পতিম্মন্য) অভিমন্যুকে আসিতে দেখিয়া শ্রীরাধা এতাদৃশ স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হইলেন যে, তদ্দর্শনে সমীপাগত অভিমন্যুও তাঁহাকে ভবানীপ্রতিমা বলিয়া ভ্রম করিলেন।"

ঙ। **বিরহজনিত জাড্য**

"মুকুন্দ বিরহেণ তে বিধুরিতাঃ সখায়শ্চিরা-
দলঙ্কৃতিভিরুজ্ঝিতা ভুবি নিবিশ্য তত্র স্থিতাঃ।
স্খলন্মলিনবাসসঃ শবলরুক্ষগাত্রশ্রিয়ঃ
স্ফুরন্তি খলদেবলদ্বিজগৃহে সুরার্চ্চা ইব ॥ ভ, র, সি ২।৪।৫৫॥

—হে মুকুন্দ! খলস্বভাব দেবল (দেব-পূজোপজীবী) ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিত দেবতাবিগ্রহের ন্যায়,

তোমার চিরবিরহে তোমার সখাগণ অনলঙ্কৃত, স্খলিতমলিন-বসন, ভস্মবর্ণ ও রুক্ষগাত্র হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“গৃহীতং তাম্বূলং পরিজনবচোভি র্ন সুমুখী স্মরত্যন্তঃশূন্যা মুরহর গতায়ামপি নিশি।

তথৈবাস্তে হস্তঃ কলিতফণীবল্লীকিশলয় স্তথৈবাস্যং তস্যাঃ ক্রমুকফলফালীপরিচিতম্ ॥৫২॥

—(গৃহ হইতে সঙ্কেতকুঞ্জে অভিসার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় শ্রীরাধা বসিয়া আছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া বিপ্রলব্ধ-দশায় অবস্থিতা শ্রীরাধার অবস্থা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বর্ণন করিতে করিতে বৃন্দা বলিতেছেন) হে মুরহর! সখীগণের কথায় (অনুরোধে) তাঁহাদের অর্পিত তাম্বূল মুখে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও অন্তর-শূন্যতা (অন্যমনস্কতা বশতঃ) সুমুখী শ্রীরাধা সেই তাম্বূলকে বিস্মৃত হইয়াছেন (তাম্বূল যে তাঁহার মুখে রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার মনে ছিল না, সুতরাং তিনি তাম্বূল চর্ব্বণ করেন নাই); সমস্ত রজনী গত হইয়া গেলেও তাম্বূল অচর্বিত অবস্থাতেই তাঁহার মুখে ছিল। (মুখে গুবাকগর্ভ-তাম্বূলবীটিকা অর্পণের পরে সখীগণ আবার তাঁহার হস্তেও খদিরচূর্ণ-লবঙ্গাদিযুক্তা কোমল তাম্বূল-বীটিকা অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই) তাম্বূল-বীটিকাও সমস্ত রজনী তাঁহার হস্তে ধৃত ছিল এবং তাঁহার মুখমধ্যস্থিত গুবাকখণ্ডও, অচর্বিত অবস্থাতেই মুখমধ্যে ছিল।”

এ-স্থলে নিশাব্যাপিনী জড়তার কথা বলা হইয়াছে।

৮৯। ব্রীড়া (১৮)

“নবীনসঙ্গমাকার্য্যস্তবাবজ্ঞাদিনা কৃতা।

অধৃষ্টতা ভবেদ্‌ব্রীড়া তত্র মৌনং বিচিন্তনম্।

অবগুণ্ঠনভূলেখৌ তথাধোমুখতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৬॥

—নবসঙ্গম, অকার্য্য (নিন্দিত কর্ম্ম), স্তব ও অবজ্ঞাদির ফলে যে অধৃষ্টতা (ধৃষ্টতাবিরোধী ভাব) জন্মে, তাহার নাম ব্রীড়া (লজ্জা)। এই লজ্জায় মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন, ভূমিলিখন এবং অধো-মুখতাদি প্রকাশ পায়।”

ক। নবসঙ্গমজনিত ব্রীড়া

“গোবিন্দে স্বয়মকরোঃ সরোজনেত্রে প্রেমান্ধা বরবপুরর্পণং সখি ত্বম্।

কার্পণ্যং ন কুরু দরাবলোকদানে বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৭॥

ধৃত-পদ্যাবলীবাক্য।

—হে পঙ্কজনেত্রে! হে সখি! প্রেমান্ধা হইয়া তুমি নিজেই গোবিন্দে তোমার বরবপু অর্পণ করিয়াছ; এখন তাঁহার প্রতি ঈষৎ অবলোকন-দানে কৃপণতা করিও না। হস্তীকে বিক্রয় করিয়া অঙ্কুশ লইয়া বিবাদ করিয়া কি লাভ?”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"বিধুমখি ভজ শয্যাং বর্ত্তসে কিং নতাস্যা মুহুরয়মনুবর্ত্তী যাচতে ত্বাং প্রসীদ।
ইতি চটুভিরনল্পৈঃ সা ময়াভ্যর্থ্যমানা ব্যরুচদিহ নিকুঞ্জশ্রীরিব দ্বারি রাধা ॥৫৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রথম মিলনের জন্য শ্রীরাধা অভিসার করিয়া কুঞ্জমন্দিরে আসিয়াছেন ; কিন্তু কুঞ্জের দ্বারদেশে আসিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জায় নতমুখী হইয়া রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বহু সানুনয় চাটুবাক্য সত্বেও শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন না। শ্রীরাধার তৎকালীন অবস্থা বর্ণন করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকটে বলিয়াছিলেন, বন্ধো! শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম) 'অয়ি বিধুমুখি ! শয্যা গ্রহণ কর, অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন ? তোমার এই অনুগত জন বারম্বার প্রার্থনা করিতেছে, তুমি প্রসন্ন হও'—এইরূপ বহু চাটুবাক্যে আমাকর্ত্তৃক অভ্যর্থিতা হইলেও শ্রীরাধা নিকুঞ্জদ্বারেই দণ্ডায়মানা থাকিয়া নিকুঞ্জ-লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন।"

খ। অকার্য্যজনিত ব্রীড়া

"ত্বমবাগিহ মা শিরঃ কৃথা বদনঞ্চ ত্রপয়া শচীপতে।
নয় কল্পতরুং নচেচ্ছচীং কথমগ্রে মুখমীক্ষয়িষ্যসি ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৮॥

—অহে শচীপতে! লজ্জাবশতঃ এখানে তুমি মস্তক অবনত করিওনা, তোমার বদনকেও বচনশূন্য করিও না। এই পারিজাত তরু লইয়া যাও ; নচেৎ, কিরূপে শচীর অগ্রে মুখ দেখাইবে ?"

উল্লিখিত বাক্যটী কাহার উক্তি ? বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশের ত্রিংশ অধ্যায় হইতে জানা যায়, সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বর্গে গিয়াছিলেন, তখন সত্যভামার আগ্রহাতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের উদ্যান হইতে পারিজাত-বৃক্ষটীকে উৎপাটিত করিয়া গরুড়ের উপর উঠাইয়া লইলেন। উদ্যানরক্ষিগণ আপত্তি করিলে পতিগর্ব্বে গর্ব্বিতা সত্যভামা শচী ও ইন্দ্রের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিলেন এবং উদ্যান-রক্ষিগণকে বলিলেন—"শচীর নিকটে যাইয়া তোমরা এ-সকল কথা বল।" তাহারা শচীর নিকটে গিয়া সমস্ত কথা বলিলে পারিজাত রক্ষার জন্য শচীদেবী ইন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করিলেন। তখন কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করার জন্য দেবসৈন্যের সহিত ইন্দ্র বহির্গত হইলেন। যুদ্ধে দেবসৈন্যগণ সম্যক্‌রূপে বিধ্বস্ত হইলে ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে সত্যভামা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"অলং শক্র প্রযাতেন ন ব্রীড়াং গন্তুমর্হসি। নীয়তাং পারিজাতোঽয়ং দেবাঃ সন্তু গতব্যথাঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥৫।৩০।৭১॥—হে ইন্দ্র! পলায়নে প্রয়োজন কি ? লজ্জিত হইবেন না ; এই পারিজাত লইয়া যাউন ; দেবগণের ব্যথার শান্তি হউক।" যাহা হউক, উপরে উদ্ধৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উদাহরণে যদি এই প্রসঙ্গই অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনে হয়—ইহা সত্যভামার উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্র অকার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই লজ্জিত হইয়াছেন।

আবার বিষ্ণুপুরাণের পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে জানা যায়—সত্যভামার বাক্য শুনিয়া দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিলে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"পারিজাততরুশ্চায়ং নীয়তামুচিতাস্পদম্।

গৃহীতোঽয়ং ময়া শক্র সত্যাবচনকারণাৎ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥৫।৩১।৩॥—হে ইন্দ্র! তোমার এই পারিজাত-বৃক্ষকে যথাযোগ্য স্থানে লইয়া যাও ; সত্যভামার বচনানুসারেই আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছিলাম”—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যদি এই প্রসঙ্গই অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা হইবে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“পটুঃ কিমপি ভাগ্যতস্ত্বমসি পুত্রি বিত্তার্জনে যদেতমতুলং বলাদপজহর্থ হারং হরেঃ।

গভীরমিতি শৃণ্বতী গুরুজনাদুপলম্ভনং মণিস্রগবলোকনানুমখবাঞ্চয়ন্মালতী ॥ ৫৪॥

—(মালতীনাম্নী কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে স্বগৃহে আসিলে তাঁহার মাতামহী দেখিলেন—মালতীর গলায় শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠহার বিদ্যমান। এই হার হয়তো শ্রীকৃষ্ণই প্রীতিভরে মালতীকে দিয়াছিলেন, অথবা নিজের হার মনে করিয়া মালতীই প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিবার কালে তাহা লইয়া আসিয়াছিলেন। যাহাহউক, মালতীর গলায় শ্রীকৃষ্ণের হার দেখিয়া তাঁহার মাতামহী সোল্লুণ্ঠ বাক্যে মালতীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন)– ‘অহে পুত্রি! কোনও এক ভাগ্যবশতঃ বিত্তার্জনে তুমি তো বেশ পটুতা লাভ করিয়াছ দেখিতেছি! কেননা, এই যে হরির অতুলনীয় হারটী, তাহাও তুমি বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছ !!’—গুরুজনকৃত এইরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তিরস্কার শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় কণ্ঠে মণিমালা দর্শন করিয়া মালতী লজ্জায় অবনত বদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।”

গ। স্তবজনিত ব্রীড়া

“ভূরিসাদ্‌গুণ্যভারেণ স্তূয়মানস্য শৌরিণা।

উদ্ধবস্য ব্যরোচিষ্ট নম্রীভূতং তদা শিরঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ যখন বহুবহু সদ্‌গুণের উল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন লজ্জায় উদ্ধবের বদন অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“সঙ্কুচ ন তথ্যবচসা জগন্তি তব কীর্ত্তিকৌমুদী মার্ষ্টি।

উরসি হরেরসি রাধে যদক্ষয়া কৌমুদীচর্চ্চা ॥৫৫॥

—(গার্গীর নিকটে পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধার মহিমা বর্ণন করিতেছিলেন ; এমন সময়ে শ্রীরাধা হঠাৎ সেই স্থানে আসিলে নিজের উৎকর্ষ-শ্রবণে সঙ্কুচিতা হইলেন। তাহা দেখিয়া বৃন্দা প্রৌঢ়ির সহিত বলিলেন) হে রাধে! যথার্থ বাক্য শুনিয়া সঙ্কোচ প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার কীর্ত্তিকৌমুদীতে জগৎসমূহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। যেহেতু, হে সখি! হরির বিশালবক্ষে অক্ষয় কৌমুদীচর্চ্চারূপে তুমি বিরাজ করিতেছ।”

ঘ। অবজ্ঞাজনিত ব্রীড়া

"বসন্তকুসুমৈশ্চিত্রং সদা রৈবতকং গিরিম্।
প্রিয়া ভূত্বাপ্রিয়া ভূতা কথং দ্রক্ষ্যামি তং পুনঃ॥

—ভ, র, সি, ২।৪।৫৮-ধৃত হরিবংশোক্ত সত্যাদেবীবাক্য ॥

—সত্যাদেবী বলিলেন, রৈবতক পর্ব্বত সর্ব্বদা বসন্তকুসুমে সুসজ্জিত থাকে বটে ; কিন্তু যখন আমি প্রিয়া হইয়া অপ্রিয়া হইলাম, তখন পুনরায় আমি কিরূপে সেই পর্ব্বত দেখিব ? (আগে আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ছিলাম ; তখন তাঁহার সহিত সুশোভিত রৈবতকে গিয়াছি ; কিন্তু এখন আমি তাঁহার অপ্রিয়া হইয়াছি, তাঁহাকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়াছি। এখন কিরূপে সেখানে যাইব ?)।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব প্রিয়াপাদালক্তচ্ছুরিতমরুণদ্যোতিহৃদয়ম্।
মমাদ্য প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব ঃদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥

—শ্রীগীতগোবিন্দ ॥৮।১০॥

—(শ্রীরাধা খণ্ডিতার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের জন্য নানাবিধ চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া অনুনয়-বিনয় করিলে শ্রীরাধা আক্ষেপ সহকারে তাঁহাকে বলিতেছেন) অহে কিতব ! আমাকর্ত্তৃক তোমার দর্শন আজ শোক (মনঃক্ষোভ) অপেক্ষাও আমার কি এক অনির্বচনীয় লজ্জা জন্মাইতেছে। কেন একথা বলিতেছি, তাহা শুন। (তোমার এই ব্যত্যস্ত বেশভূষা এবং অদ্ভুত রূপাদি প্রমাণ দিতেছে যে) আমার প্রতি তোমার যে প্রেমাতিশয্য সুবিখ্যাত, তাহা আজ আর নাই। (কিরূপে এই প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহা বলি শুন) দেখিতেছি, তোমার বক্ষঃস্থল তোমার অভীষ্টা প্রেয়সীর চরণধৃত অলক্তকরাগে রঞ্জিত হইয়া অরুণদ্যুতি ধারণ করিয়াছে। তোমার এই অরুণ হৃদয়ই সাক্ষ্য দিতেছে যে, তোমার হৃদয়াভ্যন্তরে তোমার অভীষ্ট প্রেয়সী-বিষয়ক অনুরাগ বিরাজিত ; তাহাই হৃদয়াভ্যন্তর হইতে বাহিরে প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ অপর কোনও এক প্রেয়সীর চরণধৃত অলক্তক রাগ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া শ্রীরাধার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন ; ইহাতেই শ্রীরাধার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। এই অবজ্ঞা হইতেই শ্রীরাধার লজ্জা। বস্তুতঃ প্রেমরস-বৈচিত্রী উৎপাদনের জন্যই লীলাশক্তির প্রভাবে উভয়ের এতাদৃশ ব্যবহার।

৯০। অবহিত্থা (১৯)

"অবহিত্থাকারগুপ্তি র্ভবেদ্ভাবেন কেনচিৎ।
অত্রাঙ্গাদেঃ পরাভ্যুহস্থানস্য পরিগূহনম্।
অন্যত্রেক্ষা বৃথাচেষ্টা বাগ্ভঙ্গীত্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৯॥

—কোনও ভাবের পারবশ্যহেতু আকারের (সেই ভাবের অনুভাব বা লক্ষণসমূহের) গুপ্তিকে (কৃত্রিম ভাবান্তরের দ্বারা গোপন করাকে, অর্থাৎ গোপনের ইচ্ছারূপ ভাবকে) অবহিত্থা বলে। এই অবহিত্থায় ভাব-প্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা এবং বাগ্ভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-"কেনচিদ্ভাবেন ভাবপারবশ্যেন হেতুনা আকারস্য গোপ্যভাবানুভাবস্য গুপ্তিঃ কৃত্রিম-ভাবান্তরব্যঞ্জনয়া করণরূপয়া সম্বরণং যস্মিন্ স তদ্গুপ্তীচ্ছারূপো ভাবোঽবহিত্থা ইত্যর্থঃ।"

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলিয়াছেন—"অনুভাব-পিধানার্থোঽবহিত্থং ভাব উচ্যতে ॥৬০॥ —(স্থায়িভাব হইতে উত্থিত অশ্রু কম্পাদিরূপ) অনুভাবের গোপনই অর্থ বা প্রয়োজন যাহার, সেই (কৃত্রিম) ভাবকেই অবহিত্থা বলে।" টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অনুভাবস্য স্থায়িভাবজন্মাশ্রুপুলকাদেরাচ্ছাদনমেবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য স কৃত্রিমভাব এবাবহিত্থোচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অনুভাবেতি অনুভাবপিধানার্থো ভাবোঽবহিত্থমুচ্যত ইত্যন্বয়ঃ॥"

ক। জৈহ্ম্য (কৌটিল্য) জনিত অবহিত্থা

"সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে॥ শ্রীভা, ১০।৩২।১৫॥

—(শারদীয়-রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে কৃষ্ণবিরহার্ত্তা গোপীগণ উন্মত্তার ন্যায় নানাস্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া যমুনাপুলিনে আসিয়া তাঁহাদের আর্ত্তি প্রকাশ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলে তাঁহারা স্বীয়-কুচকুঙ্কুমলিপ্ত উত্তরীয়কে আসন করিয়া তাঁহাকে তাহাতে বসাইলেন এবং নানাভাবে তাঁহার সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহাদের সহিত বিহারের জন্য উৎসুক, কিন্তু তাঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণের বিহারেচ্ছা পূরণে যেন তত উৎসুক নহেন; কেননা, বেণুনাদের দ্বারা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া কিছুকাল তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ তাঁহারা ঈষৎ কুপিতা হইয়াছিলেন। সেই কোপের ভাবকে গোপন করার জন্য তাঁহারা যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্!) ঈষৎ কুপিতা গোপসুন্দরীগণ হাস্যযুক্ত লীলাবলোকনবিলসিত (কুটিল) ভ্রূভঙ্গে কামবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়া তাঁহাদের ক্রোড়দেশে তাঁহার কর ও চরণ যুগল স্থাপন পূর্ব্বক করচরণ-সম্মর্দ্দনে স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া তাঁহার করচরণের গুণমহিমাদির প্রশংসাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন (কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে কথিত হইয়াছে)।”

প্রথমে শ্লোকস্থ “অনঙ্গদীপন”-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে

গোপসুন্দরীগণ জীবতত্ত্ব নহেন, প্রাকৃত রমণী নহেন ; তাঁহারা হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ ; তাঁহাদের চিত্তস্থিত প্রেমও হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি ; সুতরাং তাঁহাদের চিত্তে যে সুখবাসনা জাগে, তাহার গতি হইতেছে স্বরূপ-শক্তির শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে, তাহা হইতেছে কৃষ্ণসুখ-বাসনা, কৃষ্ণসুখই হইতেছে তাঁহাদের একমাত্র কামনা, অন্য কামনা কখনও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না, পাইতেও পারে না , তাঁহাদের এই একমাত্র কামনাকে যে কোনও শব্দেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহা প্রেমই (কৃষ্ণসুখ-বাসনার নামই প্রেম)। এজন্যই বলা হয়—“প্রেমৈব গোপবামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ গৌতমীয়তন্ত্র॥—গোপীদিগের প্রেমই কাম-নামে অভিহিত হয়—ইহাই রীতি হইয়া পড়িয়াছে। ইহা প্রাকৃত কাম নহে বলিয়াই উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণও ইহা পাওয়ার জন্য ইচ্ছুক।” প্রশ্ন হইতে পারে—ইহা যদি প্রেমই হয়, তবে ইহাকে কাম বলা হয় কেন? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। “সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১৭৪॥” আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়ার সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাকে কাম বলা হয়। প্রাকৃত কামক্রীড়ায় আলিঙ্গন-চুম্বনাদির যে তাৎপর্য্য, গোপীদিগের আলিঙ্গন-চুম্বনাদির তাৎপর্য্য কিন্তু তাহা নহে। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গন-চুম্বনাদির তাৎপর্য্য স্বসুখ-বাসনা-পূরণ ; শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের আলিঙ্গন-চুম্বনাদিব তাৎপর্য্য কেবল পবস্পরের প্রীতিবিধান, স্বসুখ-বাসনার পূরণ নহে। আবার আলিঙ্গন-চুম্বনাদিই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে পরস্পরের প্রীতিবিধান। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি হইতেছে প্রীতিবিধানের উপায়ের প্রকারবিশেষ—সুতরাং প্রীতিবিধান-বাসনাব (অর্থাৎ প্রেমের) “অঙ্গ,” ইহারা অঙ্গী নহে ; প্রীতিবিধানের বাসনাই (প্রেমই) হইতেছে অঙ্গী। উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের “অনঙ্গদীপনম্”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার বৃহৎক্রম-সন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন —“অনঙ্গদীপনং ন অঙ্গোঽনঙ্গঃ অঙ্গীতি যাবৎ তৎ প্রেম তস্য দীপনম্॥—অনঙ্গ দীপন, অর্থাৎ যাহা (আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কামকলারূপ) অঙ্গ নহে, তাহা অনঙ্গ—অঙ্গ নহে, অঙ্গী—প্রেম ; তাহার দীপন।” তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—এ-স্থলে অনঙ্গ-শব্দে অঙ্গী প্রেমকে বুঝাইতেছে, এই অঙ্গী প্রেমের অঙ্গস্বরূপ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কামকলারূপ অঙ্গসমূহকে বুঝাইতেছেনা, কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনারূপ প্রেমকেই বুঝাইতেছে ; কি কি বিশেষ উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে হইবে, তাহা বুঝাইতেছেনা। এতাদৃশ অঙ্গী প্রেম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত ; কোনও বিশেষ কারণে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে “অনঙ্গদীপন—প্রেমবর্দ্ধক” বলা হইয়াছে ; শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে ব্রজসুন্দরীদিগের অনাদি-সিদ্ধ প্রেম উদ্দীপিত—উচ্ছ্বসিত—হইয়া থাকে।

এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ মন্মথ-মন্মথ রূপে তাঁহাদের নিকটে উপনীত হইলেও পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া—সুতরাং তাঁহার সেবা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি ঈষৎ কুপিতা হইয়াছেন। কিন্তু কুপিতা হইলেও তাঁহারা যে অধীরা হইয়া স্পষ্টভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন, তাহাও নহে। তাঁহারা অন্য রূপ আচরণের দ্বারা তাঁহাদের চিত্তস্থ কোপের ভাবকে গোপন করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিরূপ আচরণের দ্বারা ? তাহা বলিতেছেন —হাস্যোদ্ভাসিত এবং লীলায়িত ভ্রূবিক্ষেপ, নিজেদের অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের কর-চরণ-স্থাপন, সম্মর্দ্দন এবং কর-চরণের প্রশংসা দ্বারা। এ-সমস্ত রোষের পরিচায়ক নহে, প্রীতিরই পরিচায়ক ; এ-সমস্তের আবরণে তাঁহারা তাঁহাদের কোপকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা যে কুপিতা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত পরবর্ত্তী প্রশ্নগুলি হইতেই তাহা জানা যায়। ব্রজসুন্দরীদিগের উল্লিখিত আচরণ হইতেছে কপটতাময় ; সত্য হইলে তাঁহাদের মুখে রোষগর্ভ প্রশ্ন প্রকাশ পাইতনা।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"অমুয্যাঃ প্রোন্মীলৎকমলমধুধারা ইব গিরো
নিপীয় ক্ষীবত্বং গত ইব চলন্মৌলিরধিকম্
উদঞ্চৎকামোঽপি স্বহৃদয়কলাগোপনপরো
হরিঃ স্বৈরং স্বৈরং স্মিতসুভগমূচে কথময়ম্ ॥ শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক ॥

—(শশীমুখী-নাম্নী সখীর হস্তে পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধার কামলেখ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে অত্যন্ত উল্লসিত হইলেও শ্রীরাধার ভাবদৃঢ়তা পরীক্ষার নিমিত্ত বাহিরে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া বনদেবী মদনিকা এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন) অহো ! বিকশমান কমলের মধুধারার ন্যায় শশীমুখীর মুখনিঃসৃত বাক্যধারা সম্যক্ আস্বাদন করিয়া মত্তপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ শিরঃকম্পন করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাভিলাষ অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইলেও তিনি কিন্তু স্বীয় হৃদয়ের ভাব গোপন করার জন্য তৎপর হইয়া মন্দমধুর হাস্য সহকারে কেন এই সকল কথা বলিলেন ?"

এ-স্থলে মৃদুমধুর হাস্যের আবরণে ঔদাসীন্যকে গোপন করা হইয়াছে। এই ঔদাসীন্য কৃত্রিম, সত্য হইলে মৃদুমধুর হাসির উদয় হইত না। এই উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের জৈহ্ম্যজনিত অবহিত্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

খ। দাক্ষিণ্যজনিত অবহিত্থা

"সাত্রাজিতীসদনসীমনি পারিজাতে নীতে প্রণীতমহসা মধুসূদনেন।
দ্রাঘীয়সীমপি বিদর্ভভুবস্তদের্ষ্যাং সৌশীল্যতঃ কিল ন কোঽপি বিদাম্বভুব ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬১॥

—মহোৎসব-সহকারে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতকন্যা সত্যভামার গৃহসীমায় পারিজাত বৃক্ষ নিয়া গেলে, বিদর্ভরাজসুতা রুক্মিণীর সুদীর্ঘ ঈর্ষ্যার উদয় হইলেও তাঁহার সৌশীল্য (দাক্ষিণ্য) বশতঃ তাহা কেহ জানিতে পারে নাই।"

এ-স্থলে দেখান হইল—রুক্মিণীদেবী স্বীয় দাক্ষিণ্যদ্বারা চিত্তস্থিত ঈর্ষ্যাকে গোপন করিয়াছেন। দাক্ষিণ্য—মতির সরলতা।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

'স্বকরগ্রথিতামবেক্ষ্য মালাং বিলুঠন্তীং প্রতিপক্ষকেশপক্ষে।

মলিনাপ্যঘমর্দ্দনাদরোর্ম্মিস্থগিতা চন্দ্রমুখী বভূব তূষ্ণীম্ ॥ ব্যভি॥৬১॥

—(চন্দ্রমুখীর সখীর নিকটে বৃন্দা বলিতেছেন, সুন্দরি!) তোমার প্রিয়সখী চন্দ্রমুখী স্বহস্তগ্রথিত যে পুষ্পমালা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলেন, প্রতিপক্ষ-রমণীর কবরীতে সেই মালাকে বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া যদিও তিনি মলিনা হইয়াছিলেন, তথাপি কিন্তু অঘমর্দ্দনের প্রতি আদরবশতঃ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।"

গ। লজ্জাজনিত অবহিত্থা

"তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্।

নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বনেত্রয়োর্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ ॥ শ্রীভা, ১।১১।৩৩॥

—(আনর্ত্তদেশ হইতে প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীতে প্রবেশের সময়ে মহিষীদের আচরণের কথা শ্রীসূতগোস্বামী বলিতেছেন) হে ভৃগুবর্য্য! মহিষীদিগের ভাব অতি দুর্জ্ঞেয়। দূর হইতে আগত পতিকে দর্শনের পূর্ব্বেই মনোদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; তিনি দৃষ্টির গোচরীভূত হইলে দৃষ্টি-দ্বারা (নেত্ররন্ধ্রদ্বারা যেন ভিতরে প্রবেশ করাইয়া) তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; অনন্তর তিনি সমীপবর্ত্তী হইলে পুত্রদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন (পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন করাইয়া নিজেরা আলিঙ্গনসুখ অনুভব করিলেন)। লজ্জাবশতঃ যদিও তাঁহারা অশ্রুজল নিরোধ করিতেছিলেন, তথাপি বৈবশ্যহেতু তাহা পতিত হইতে লাগিল।"

শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করাই তাঁহাদের অন্তরের অভিপ্রায়; কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা করিতে পারিতেছেন না; এ-স্থলে লজ্জিতভাবের আবরণে তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"ভজন্ত্যাঃ সব্রীড়ং কথমপি তদাড়ম্বরঘটামপহ্নোতুং যত্নানপি নবমদামোদমধুরা।

অধীরা কালিন্দীপুলিনকলভেন্দ্রস্য বিজয়ং সরোজাক্ষ্যাঃ সাক্ষাদ্বদতি হৃদি কুঞ্জে তনুবনী॥ বিদগ্ধমাধব ॥২।১৬॥

—(পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়া মুখরা মনে করিলেন—শ্রীরাধা কোনও-রূপ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। মুখরা ব্যাকুলচিত্তে পৌর্ণমাসী দেবীর নিকটে তাহা জানাইলেন। পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার নিকটে আসিলে শ্রীরাধা লজ্জাবশতঃ স্বীয় ভাবগোপনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিতে পারিলেন—শ্রীরাধার এই ব্যাধি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী। পৌর্ণমাসী ভাবিতেছেন) এই কমল-নয়না শ্রীরাধার হৃদয়-কুঞ্জে কালিন্দীপুলিন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণরূপ

মাতঙ্গের বিজয় (আগমন) হইয়াছে—ইহাই শ্রীরাধার দেহ পরিষ্কার ভাবে সূচনা করিতেছে। ক্ষুদ্রবনে মত্ত মাতঙ্গরাজ প্রবেশ করিলে কি আর গোপনে থাকিতে পারে? তাহার দান-বারির সুগন্ধই চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া থাকে ; বিশেষতঃ সেই করিরাজের গর্জ্জন-পরম্পরাও তো গোপনে থাকিতে পারে না। তদ্রূপ, এই শ্রীরাধার দেহেও নবীন স্মরবিকারজনিত মত্ততা হইতে উত্থিত আনন্দোদ্রেকের মাধুর্য্য দৃষ্ট হইতেছে, আবার ঘন ঘন কম্পও দৃষ্ট হইতেছে ; সুতরাং লজ্জাবশতঃ ইনি এই সমস্ত ভাব-বিকার গোপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম কিছুতেই তাহাকে গোপন করিতে দিতেছেনা।"

ঘ। **কৌটিল্য ও লজ্জাজনিত অবহিত্থা**

"কা বৃষস্যতি তং গোষ্ঠে ভুজঙ্গং কুলপালিকা।

দূতি যত্র স্মৃতে মূর্ত্তির্ভীত্যা রোমাঞ্চিতা মম॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬১॥

—হে দূতি! সেই গোষ্ঠভুজঙ্গকে (গোষ্ঠ-লম্পটকে) কোন্ কুলবতী রমণী কামনা করিয়া থাকে - যাঁহার স্মৃতির উদয়েই ভয়ে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া পড়িল?"

শ্রীকৃষ্ণের দূতী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে গোপসুন্দরীর হৃদয়ে স্থায়িভাবের উদয়ে দেহে রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইয়াছে। এই রোমাঞ্চ দ্বারাই দূতীর কথা শ্রবণজনিত হর্ষ সূচিত হইতেছে ; কিন্তু ব্রজসুন্দরী সেই হর্ষকে গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন—কৃত্রিম ভয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া এবং কৃত্রিম কৌটিল্য প্রকাশ করিয়া। তিনি সেই গোষ্ঠলম্পট কৃষ্ণকে ইচ্ছা করেন ; তথাপি বলিতেছেন—কোন্ কুলরমণী তাঁহাকে ইচ্ছা করেন? ইহাই কৌটিল্য। কৃত্রিম ভয় লজ্জা সূচিত করিতেছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"মা ভূয়স্ত্বং বদ রবিসুতাতীরধূর্ত্তস্য বার্ত্তাং গন্তব্যা মে ন খলু তরলে দূতি সীমাপি তস্য।

বিখ্যাতাহং জগতি কঠিনা যৎ পিধত্তে মদঙ্গং রোমাঞ্চোঽয়ং সপদি পবনো হৈমনস্তত্র হেতুঃ॥

—উদ্ধবসন্দেশ ॥৫২॥

—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যখন ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন, তখন কলহান্তরিতা শ্রীরাধার একটী আচরণের কথা কোনও গোপী উদ্ধবের নিকটে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটে এক দূতীকে পাঠাইয়াছিলেন ; দূতী যাইয়া শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুকা হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনের ভাব গোপন করার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা সেই দূতীকে বলিয়াছিলেন) হে চঞ্চলে দূতি! আর তুমি সেই যমুনাতীরবর্ত্তী ধূর্ত্তের কথা আমার নিকটে বলিও না। আমি সেই ধূর্ত্তের ত্রিসীমার মধ্যেও যাইব না। আমি কঠিনা বলিয়া জগতে বিখ্যাত। তবে যে আমার অঙ্গে এই রোমাঞ্চ দেখিতেছ, ইহার হেতু কিন্তু শীতল বায়ুর স্পর্শ।"

ঙ। সৌজন্যজনিত অবহিত্থা

"গূঢ়া গাম্ভীর্য্যসম্পদ্‌ভির্মনোগহ্বরগর্ভগা।

প্রৌঢ়াপ্যস্যা রতিঃ কৃষ্ণে দুর্বিতর্ক্যা পরৈরভূৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬২॥

—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীরাধার রতি প্রৌঢ়া হইলেও তাহা তাঁহার গাম্ভীর্য্যসম্পদের দ্বারা মনোরূপ গুহার গর্ভগামিনী হইয়াছিল বলিয়া অপর কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিত না।"

পূর্ব্ববর্ত্তী খ-উপ অনুচ্ছেদে দাক্ষিণ্যের কথা বলা হইয়াছে; আর এ-স্থলে সৌজন্যের কথা বলা হইয়াছে। "দাক্ষিণ্য" ও "সৌজন্য"-এই দুই বস্তুর ভেদ কি, শ্রীজীব গোস্বামী উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় তাহা বলিয়াছেন—দাক্ষিণ্য হইতেছে সরলতা; আর সৌজন্য হইতেছে ধৈর্য্যলজ্জাদি, গাম্ভীর্য্য। "দাক্ষিণ্যং মতেঃ কারণং সারল্যম্। সৌজন্যন্তু ধৈর্য্যলজ্জাদিযুক্তত্বমিত্যনয়োর্ভেদঃ॥"

চ। গৌরবজনিত অবহিত্থা

"গোবিন্দে সুবলমুখৈঃ সমং সুহৃদ্ভিঃ স্মেরাস্যৈঃ স্ফুটমিহ নর্ম্মনির্ম্মিমাণে।

আনম্রীকৃতবদনঃ প্রমোদমুগ্ধো যত্নেন স্মিতমথ সম্বরার পত্রী॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৩॥

—সুবলপ্রমুখ হাস্যবদন সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে গোবিন্দ স্পষ্টভাবে নর্ম্মপরিহাস আরম্ভ করিলে পত্রী-নামক তদীয় ভৃত্য আনন্দাতিশয়ে মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু বদন অবনত করিয়া যত্ন সহকারে হাস্য সম্বরণ করিলেন।"

পত্রী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য; সখাদের সহিত প্রভুর নর্ম্মপরিহাসে সখারাও হাসিতেছেন, পত্রীর মুখেও হাসি ফুটিয়াছে; কিন্তু প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরববুদ্ধিবশতঃ পত্রী সেই হাসি গোপন করিতে চাহিতেছেন।

ছ। অবহিত্থার ভাবত্রয়—হেতু, গোপ্য ও গোপন

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"হেতুঃ কশ্চিদ্‌ভবেৎ কশ্চিদ্‌গোপ্যঃ কশ্চন গোপনঃ।

ইতি ভাবত্রয়স্যাত্র বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে।

হেতুত্বং গোপনত্বঞ্চ গোপ্যত্বঞ্চাত্র সম্ভবেৎ।

প্রায়েণ সর্ব্বভাবানামেকশোঽনেকশোঽপি চ॥২।৪।৬৪॥

—এই স্থলে (অবহিত্থায়) কোনও ভাব হয় 'হেতু,' কোনও ভাব হয় 'গোপ্য' এবং কোনও ভাব হয় 'গোপন'; এইরূপে ইহাতে ভাবত্রয়ের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রায় সকল ভাবেরই একরূপে বা অনেক রূপে হেতুত্ব, গোপনত্ব ও গোপ্যত্ব সম্ভব হয়।"

প্রথমে বিবেচনা করা যাউক—হেতু, গোপ্য এবং গোপন বলিতে কি বুঝায়? চিত্তের যে ভাবটীকে অবহিত্থায় গোপন করার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইতেছে "গোপ্য"-ভাব। জৈহ্ম্য, দাক্ষিণ্য, লজ্জা প্রভৃতির মধ্যে যখন যে ভাবের উদয়ে বা আবেশে চিত্তস্থিত ভাবটীকে গোপন করার চেষ্টা করা

হয়, তখন তাহাকে বলে "হেতু"। আর, যদ্দ্বারা, অর্থাৎ যে আচরণের দ্বারা, চিত্তস্থিত ভাবটীকে লুক্কায়িত করার চেষ্টা হয়, তাহাকে (অর্থাৎ তাহাদ্বারা যে ভাবটী ব্যঞ্জিত করার চেষ্টা হয়, তাহাকে) বলে "গোপন"; "গোপয়স্তি অনেন ইতি গোপনঃ॥ টীকায় শ্রীজীবপাদ।" এই তিনটী বস্তুর মধ্যে "গোপ্য ভাব" এবং "হেতু ভাব" হইতেছে সত্য, প্রকৃত; কিন্তু "গোপন ভাব" হইতেছে কৃত্রিম, কপটতা-ময়; "গোপন"-দ্বারা যে ভাবটী ব্যঞ্জিত করার চেষ্টা হয়, সেই ভাব বাস্তবিক চিত্তে উদিত হয়না, সেই ভাবের অনুরূপ আচরণ মাত্র করা হয়—প্রকৃত "গোপ্য ভাবটীকে" লুক্কায়িত করার নিমিত্ত।

পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণগুলির উল্লেখপূর্ব্বক টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বিষয়টী পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিয়াছেন। এ-স্থলে টীকার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৯০ ক-অনুচ্ছেদে জৈহ্ম্যজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে "সভাজয়িত্বা তদনঙ্গদীপনম্" ইত্যাদি যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন--এ-স্থলে জৈহ্ম্য হইতেছে "হেতু।" এই জৈহ্ম্য বাক্যদ্বারা ব্যক্ত হয় নাই; কেননা, বাক্যদ্বারা তাহা প্রকাশ করিলে তাহা দোষ হইত; এজন্য মতিকৌটিল্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে; তাদৃশ ভ্রূবিলাসের দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আর, "গোপ্য" ভাব হইতেছে অসূয়াময় অমর্ষ; "ঈষৎ কুপিতা"-পদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তার পরে, কর-চরণের সংস্পর্শ ও স্তবাদি দ্বারা যে হর্ষবৈকল্য ব্যঞ্জিত করার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা হইতেছে "গোপন।" শ্লোকস্থ "সহাসলীলেক্ষণ"-ইত্যাদি কৌটিল্যময় হইলেও তদ্দ্বারা হর্ষবৈকল্যই প্রত্যায়িত হইতেছে। গোপনানুভাব সর্ব্বত্র কৃত্রিমই, অর্থাৎ দৃশ্যমান আচরণের দ্বারা যে ভাবটী ব্যঞ্জিত করার চেষ্টা হয়, তাহা কৃত্রিম। গোপন ভাব মৃগতৃষ্ণাজলের ন্যায় প্রতীতিমাত্র-শরীর; এজন্য তাহার গোপনত্বও হইতেছে প্রাতীতিকই; কিন্তু অনুভাবেরই (গোপ্য ভাবেরই) বাস্তবত্ব--ইহা বুঝিতে হইবে।

আর, ৯০-খ অনুচ্ছেদে দাক্ষিণ্যজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে "সাত্রাজিতীসদন"-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখপূর্ব্বক টীকায় বলা হইয়াছে--এ-স্থলে মতিময় দাক্ষিণ্য হইতেছে "হেতু"; "গোপ্য ভাব" হইতেছে ঈর্ষ্যা; আর, "সৌশীল্য" হইতেছে কৃত্রিম সুষ্ঠু ব্যবহার; তদ্দ্বারা প্রত্যায়িত হর্ষাভাস হইতেছে "গোপন।"

৯০-গ-অনুচ্ছেদে লজ্জাজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত "তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে "বিলজ্জতীনাম্"-শব্দে সূচিত বিলজ্জা হইতেছে "হেতু", "দুরন্তভাবাঃ"-শব্দে সূচিত সম্ভোগাখ্য রস হইতেছে "গোপ্য ভাব"; আর, অশ্রুনিরোধের দ্বারা প্রত্যায়িত ধৃত্যাভাস হইতেছে "গোপন।" তথাপি অশ্রুস্রাবই হইতেছে "গোপন।" আত্মজদ্বারা পরিরম্ভণ হইতেছে সম্ভোগ-রসের আবরক, পত্যুচিত মৈত্রীমাত্রাত্মক।

৯০-ঘ অনুচ্ছেদে কৌটিল্য ও লজ্জাজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত "কা বৃষস্যতি" ইত্যাদি শ্লোকে জৈহ্ম্য বা কৌটিল্য তাঁহার স্বাভাবিক বলিয়া তাহা হইতেছে "হেতু", রোমাঞ্চদ্বারা সূচিত হর্ষ

হইতেছে "গোপ্য ভাব" ; আর ভীতি হইতেছে "গোপন।" কেবল কথাতেই ভীতি প্রকাশ করা হইয়াছে, বাস্তবিক ভয় জন্মে নাই।

৯০-ঙ অনুচ্ছেদে সৌজন্যজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত "গূঢ়া গাম্ভীর্য্য" ইত্যাদি শ্লোকে, সৌজন্য হইতেছে "হেতু", প্রৌঢ়া রতি হইতেছে "গোপ্য ভাব" এবং গাম্ভীর্য্য হইতেছে "গোপন ভাব।"

৯০-চ অনুচ্ছেদে গৌরবজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত "গোবিন্দে সুবলমুখৈঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে, গৌরব হইতেছে "হেতু", প্রমোদমুগ্ধত্বজনিত চাপল্য হইতেছে "গোপ্য ভাব" এবং যত্নমাত্রদ্বারা প্রত্যায়িতা ধৃতি হইতেছে "গোপন ভাব।"

৯১। স্মৃতি (২০)

"যা স্যাৎ পূর্ব্বানুভূতার্থপ্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়া।
দৃঢ়াভ্যাসাদিনা বাপি সা স্মৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রূবিক্ষেপাদয়োঽপি চ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৫॥

—সদৃশ বস্তুর দর্শনে, অথবা দৃঢ় অভ্যাসবশতঃ পূর্ব্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি বা জ্ঞান, তাহার নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রূবিক্ষেপাদি প্রকাশ পায়।"

ক। **সদৃশবস্তুর দর্শনজনিত স্মৃতি**

"বিলোক্য শ্যামমম্ভোদমম্ভোরুহবিলোচনা।
স্মারং স্মারং মুকুন্দ ত্বাং স্মারং বিক্রমমন্বভূৎ॥ ভ, র, সি. ২।৪।৬৫ ॥

—হে মুকুন্দ! কমল-নয়না শ্রীরাধা শ্যামবর্ণ জলধর দর্শন করিয়া বারম্বার তোমাকে স্মরণ করিয়া কন্দর্প-বিক্রম অনুভব করিয়ছিলেন।"

খ। **দৃঢ় অভ্যাসজনিত স্মৃতি**

"প্রণিধানবিধিমিদানীমকুর্ব্বতোঽপি প্রমাদতো হৃদি মে।
হরিপদপঙ্কজযুগলং ক্বচিৎ কদাচিৎ পরিস্ফুরতি॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৬॥

—ইদানীং ভগবচ্চরণারবিন্দে চিত্তসংযোগের জন্য কোনও চেষ্টা না করিলেও প্রমাদবশতঃ (অনবধান-সময়েও) হরির চরণযুগল কোনও স্থানে কোনও সময়ে আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইতেছে।"

পূর্ব্বে বহু সময়ে ভগবচ্চরণাবিন্দের স্মরণের জন্য পুনঃ পুনঃ দৃঢ় অভ্যাস থাকিলে কোনও স্থানে কোনও সময়ে চেষ্টাব্যতীতও চরণ-স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হইতে পারে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"তে পীযূষকিরাং গিরাং পরিমলাঃ সা পিঞ্ছচূড়োজ্জ্বলা
তাস্তা পিঞ্ছমনোহরাস্তনুরুচস্তে কেলয়ঃ পেশলাঃ।

তদ্বক্ত্রং শরদিন্দুনিন্দিনয়নে তে পুণ্ডরীকশ্রিণী
তস্যেতি ক্ষণমপ্যবিস্মরদিদং চেতো মমাঘূর্ণতে ॥ ৬৩ ॥

—(সখীদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির কথা শুনিয়া অনুরাগবতী কোনও গোপী সর্ব্বদা দৃঢ়তার সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, স্মরণের চেষ্টা ব্যতীতও সর্ব্বদা তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। তাঁহার এই অবস্থায় তিনি স্বীয় সখীর নিকটে নিজের মনের অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন) শ্রীকৃষ্ণের সেই অমৃতস্রাবী বাক্যসমূহের পরিমল, সেই উজ্জ্বল ময়ুরপুচ্ছশোভিত চূড়া, সেই মনোহর দেহকান্তি, অতিমধুর সেই কেলিসমূহ, তাঁহার সেই বদন, তাঁহার সেই শরদিন্দুনিন্দি এবং শ্বেতপদ্ম-সুষমাধারী নয়নদ্বয়- আমার এই চিত্ত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী এই সকল বস্তুকে ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত না হইয়া কেবল ঘূর্ণাগ্রস্ত হইতেছে।"

৯২। বিতর্ক (২১)

"বিমর্শাৎ সংশয়াদেশ্চ বিতর্কস্তূহ উচ্যতে।
এষ ভ্রূক্ষেপণশিরোঽঙ্গুলিসঞ্চালনাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৭ ॥

—বিমর্শ (হেতু-পরামর্শ) এবং সংশয়াদি হইতে যে উহ (বস্তুর তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য বিচার) জন্মে, তাহাকে বিতর্ক বলে। এই বিতর্কে ভ্রূক্ষেপ এবং মস্তকের ও অঙ্গুলির সঞ্চালনাদি প্রকাশ পায়।"

বিমর্শ—হেতু-পরামর্শ। কোনও ব্যাপারের হেতু নির্ণয়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা। যেমন, কোনও পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে; এই ধূমের হেতু কি? তদ্বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিয়া স্থির করা হয়—আগুন না থাকিলে তো ধূম জন্মিতে পারে না; এই পর্ব্বতে নিশ্চয়ই আগুন আছে। ইহা বিমর্শের একটী উদাহরণ।

সংশয়—কোনও একটী বস্তুকে অপর কোনও একটী বস্তুর মতন বলিয়া মনে হইলে, তাহা বাস্তবিক কি বস্তু, তাহা নির্ণয়ের অসামর্থ্যকে সংশয় বলে। যেমন, স্থাণু দেখিলে পুরুষ বলিয়া মনে হইতে পারে। তখন, ইহা কি স্থাণু, না কি পুরুষ? এইরূপ বিচার মনে জাগে। এইরূপ জ্ঞানকে বলে সংশয়।

শ্লোকে যে "সংশয়াদি"-শব্দ আছে, তাহার অন্তর্ভুক্ত "আদি"-শব্দে অতদ্বস্তুতে তদ্বস্তুবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যাস বুঝায়; যেমন, শুক্তিতে রজতভ্রম।

বিমর্শ ও সংশয়াদি হইতে যে উহ জন্মে, তাহার নাম বিতর্ক। উহ—"বস্তুনস্তত্ত্ববিনির্ণয়ায় বিচারঃ ॥ শ্রীপাদজীব ॥—বস্তুর তত্ত্ববিনির্ণয়ের জন্য যে বিচার, তাহাকে বলে উহ।"

ক। বিমর্শজনিত বিতর্ক

"ন জানীষে মূর্দ্ধ্নশ্চ্যুতমপি শিখণ্ডং যদখিলং ন কণ্ঠে যন্মাল্যং কলয়সি পুরস্তাৎ কৃতমপি।
তত্নুন্নীতং বৃন্দাবনকুহরলীলাকলভ হে স্ফুটং রাধানেত্রভ্রমরবরবীর্য্যোন্নতিরিয়ম্ ॥

বিদগ্ধমাধব ॥২।২৭॥

—(মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) বন্ধো ! তোমার মস্তক হইতে যে সমস্ত ময়ূরপুচ্ছই ভূমিতে পতিত হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ না ; আমি যে এই মাত্র মাল্য রচনা করিয়া তোমার কণ্ঠে দিয়াছি, তাহাও তুমি জানিতে পারিতেছ না। অতএব হে বৃন্দাবন-গুহাবিলাসী মাতঙ্গ ! আমি নিশ্চয় জানিয়াছি—শ্রীরাধার নেত্ররূপ ভ্রমরবরের পরাক্রমেই তোমার এতাদৃশী অবস্থা হইয়াছে।”

আর্দ্র কাষ্ঠের সহিত অগ্নির যোগ হইলেই ধূম উত্থিত হয়, ইহা যিনি জানেন, কোনও স্থলে ধূম দেখিলে তিনিই বুঝিতে পারেন, সে-স্থলে অগ্নি আছে। ব্রজসুন্দরীদিগের ভ্রূবিলাসদর্শনে যে শ্রীকৃষ্ণের বিহ্বলতা জন্মে, তাহা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে মধুমঙ্গলের জানা ছিল। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের বিহ্বলতা দেখিয়া মধুমঙ্গল বিচার-বিবেচনাপূর্ব্বক তাহার হেতু নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন—শ্রীরাধার নেত্ররূপ ভ্রমরের প্রাক্রমেই শ্রীকৃষ্ণের এই বিহ্বলতা জন্মিয়াছে।

এ-স্থলে মধুমঙ্গলের বিতর্ক উদাহৃত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উহাহরণ :—

“বিঘূর্ণন্তঃ পৌষ্পং ন মধুলিহতেঽমী মধুলিহঃ
শুকোঽয়ং নাদত্তে কলিতজড়িমা দাড়িমফলম্।
বিবর্ণা পর্ণাগ্রং চরতি হরিণীয়ং ন হরিতং
পথানেন স্বামী তদিভবরগামী ধ্রুবমগাৎ ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৬।২৯॥

—(বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লুকোচুরি খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় অন্ধকারময় কুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়াছেন , শ্রীরাধা তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে কোনও এক স্থানে ভ্রমরাদির স্বাভাবিক ক্রিয়াবিরতি দেখিয়া সে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি বিতর্ক করিতেছেন—এ-স্থলে দেখিতেছি) ভ্রমরগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুলের মধু আস্বাদন করিতেছে না, এই শুক-পাখীটীও জড়িমা প্রাপ্ত হইয়া দাড়িমফল খাইতেছেনা এবং এই হরিণীও বিবর্ণা (সাত্ত্বিক-ভাবপ্রাপ্তা) হইয়াছে এবং হরিদ্বর্ণ তৃণাঙ্কুরও ভোজন করিতেছে না। ইহাতে মনে হইতেছে—নিশ্চয়ই এই পথে গজবরগামী আমার প্রাণেশ্বর গমন করিয়াছেন।”

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে শ্রীরাধা উল্লিখিতরূপ বিতর্ক করিতেছেন।

খ। সংশয়জনিত বিতর্ক

“অসৌ কিং তাপিঞ্ছো ন হি যদমলশ্রীরিহ গতিঃ
পয়োদঃ কিং বায়ং ন যদিহ নিরঙ্কো হিমকরঃ।
জগন্মোহারম্ভোদ্ধুরমধুরবংশীধ্বনিরিতো
ধ্রুবং মূর্দ্ধণ্যদ্রে বিধুমুখি মুকুন্দো বিহরতি ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৯ ॥

—হে সখি ! এ কি তমাল-তরু ? না, তা নয় ; তমাল তরু হইলে ইহার এতাদৃশী নির্ম্মল শোভাই বা থাকিবে কেন ? আর গতিই বা থাকিবে কেন ? তবে কি ইহা মেঘ ? না তাহাও নহে ;

কেননা, (মেঘের উপরে ভাসমান চন্দ্র হয় সকলঙ্ক ; কিন্তু ইঁহার মেঘসদৃশ দেহের উপরিভাগে) নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র শোভা পাইতেছে। (শব্দও শুনা যাইতেছে ; ইহা কি মেঘের গর্জ্জন ? না, তাহাও নয় ; মেঘের গর্জ্জন কখনও ত্রিভুবনকে মুগ্ধ করিতে পারে না ; আমার দৃঢ় নিশ্চয় এই যে) ত্রিজগতের মোহনপ্রাচুর্য্য উৎপাদনে সমর্থ মধুর বংশীধ্বনিই উদ্গীরিত হইতেছে। হে বিধুমুখি! নিশ্চয়ই এই পর্ব্বতের মস্তকদেশে মুকুন্দই বিহার করিতেছেন।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এ-স্থলে বলিয়াছেন—"বিনির্ণয়ান্ত এবায়ং তর্ক ইত্যূচিরে পরে ॥—কেহ কেহ বলেন, নিশ্চয়-করণের পরেই এই তর্ক হইয়া থাকে।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"বিদূরে কংসারির্মুকুটিতশিখণ্ডাবলিরসৌ।
পুরা গৌরাঙ্গীভিঃ কলিতপরিরম্ভো বিলসতি
ন কান্তোঽয়ং শঙ্কে সুরপতিধনুর্ধামমধুর-
স্তড়িল্লেখাহারী গিরিমবলম্বে জলধরঃ।। ললিতমাধব ॥ ৩।৪০॥

—(মাথুর-বিরহে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধা গোবর্দ্ধনের শিরোদেশে বিদ্যুদ্‌বিলসিত এবং ইন্দ্রধনু-সমন্বিত মেঘ দেখিয়া প্রথমে মনে করিলেন, বিদ্যুদ্‌বর্ণা গোপীগণের সহিত পিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণই বিহার করিতেছেন। তাই তিনি বলিলেন) অহো ! ঐ বিদূরে শিখিপিঞ্ছাবলীশোভিত মুকুটধারী শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গীদের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া বিহার করিতেছেন ! (পরে বিচার করিয়া স্থির করিলেন) না, ইনি তো আমার প্রাণকান্ত নহেন, ইন্দ্রধনু এবং মধুর বিদ্যুদ্দামভূষিত জলধরই গোবর্দ্ধন-গিরিকে অবলম্বন করিয়া বিরাজ করিতেছে।"

৯৩। চিন্তা (২২)

"ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টানাপ্ত্যনিষ্টাপ্তিনির্ম্মিতম্।
শ্বাসাধোমুখ্য-ভূলেখ-বৈবর্ণ্যোন্নিদ্রতা ইহ।
বিলাপোত্তাপকৃশতাবাষ্পদৈন্যাদয়োঽপি চ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭০॥

—অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি হইতে যে ধ্যান (বিচার) জন্মে, তাহাকে বলে চিন্তা। এই চিন্তায় নিশ্বাস, অধোবদনতা, ভূমিতে লিখন, বিবর্ণতা, নিদ্রাহীনতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প (অশ্রু) এবং দৈন্য প্রভৃতি প্রকাশ পায়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন "ধ্যানমত্র বিচারঃ —এ-স্থলে ধ্যান-শব্দে বিচার বুঝায়।"

ক। অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত চিন্তা

"কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্ ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।২৯॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠাতিশয্যে ব্রজসুন্দরীগণ লজ্জা-ধর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা মনে করিয়া অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখিয়া, চিন্তান্বিতা হইয়া তাঁহারা যেরূপ আচরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন) মহাদুঃখভার-পীড়িতা এবং শোকবেগজনিত দীর্ঘশ্বাসে বিশুষ্কবিম্বাধরা ব্রজসুন্দরীগণ বামচরণাঙ্গুষ্ঠে ভূমিলিখন এবং কজ্জলাক্ত অশ্রুপ্রবাহে বক্ষোলিপ্ত কুঙ্কুম ক্ষালন করিতে করিতে নির্ব্বাক্ হইয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্‌ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিম্বা বিয়োগিন্যসি ॥ পদ্যাবলী ॥ ২৩৮ ॥

—(পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন, তাহা চিন্তা করিতেছেন। বিশাখা তাহা জানিয়াও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) সখি! আহারে তোমার বিরতি দেখিতেছি ; আরও দেখিতেছি, সমস্ত বিষয়ব্যাপারেও তোমার অত্যন্ত নিবৃত্তি জন্মিয়াছে ; তোমার নয়ন নাসাগ্রে বিন্যস্ত, মনেরও একতানতা দেখিতেছি, মৌনভাবও দেখিতেছি ; এ-সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে, এই সমগ্র বিশ্বই তোমার নিকটে যেন শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এখন বল দেখি, সখি! তুমি কি সত্যই যোগিনী হইয়াছ? কিম্বা বিয়োগিনী (বিরহিণী) হইয়াছ?”

খ। অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তিজনিত চিন্তা

"গৃহিণি গহনয়ান্তশ্চিন্তয়োন্নিদ্রনেত্রা গ্লপয় ন মুখপদ্মং তপ্তবাষ্পপ্লবেন।
নৃপপুরমনুবৃন্দন্ গান্ধিনেয়েন সার্দ্ধং তব সুতমহমেব দ্রাক্ পরাবর্ত্তয়ামি ॥ভ, র, সি, ২।৪।৭২॥

—(ব্রজরাজ নন্দ বলিলেন) হে গৃহিণি! যশোদে! নিবিড় অন্তশ্চিন্তায় উন্নিদ্রনেত্র হইয়া তপ্ত অশ্রু-ধারায় তোমার মুখপদ্মকে তুমি গ্লানিযুক্ত করিও না। অক্রূরের সহিত রাজপুরীতে (মথুরায়) গমন করিয়া আমিই তোমার পুত্রকে শীঘ্র ফিরাইয়া আনিব।”

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"দ্রাক্ পরাবর্ত্তয়ামীত্যত্রানিষ্টশঙ্কা তু সর্ব্বদা ন কর্ত্তব্যা গর্গবাক্যাদিতি ভাবঃ। তস্মাদনিষ্টমত্র কংসবধানন্তরং তত্রাবস্থানমেব ॥” তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে গর্গাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মথুরায় গেলেও কৃষ্ণের কোনওরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং এ-স্থলে যে অনিষ্ট (অনভিলষিত) বস্তুর প্রাপ্তিজনিত চিন্তার

কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে—কংসবধের পরে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থিতি। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থিতি হইতেছে যশোদার অনভিপ্রেত।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"বাল্যস্তোচ্ছিত্তুরতয়া যথা যথাঙ্গে রাধায়া মধুরিমকৌমুদী দিদীপে।
পদ্মায়া মুখকমলং বিশীর্ণমন্তঃ সন্তাম্যদ্ ভ্রমরমিদং তথা তথাসীৎ ॥৬৯॥

—বাল্য সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হওয়ার পরে শ্রীরাধার অঙ্গে মাধুর্য্য-চন্দ্রিকা যেমন যেমন দীপ্তিশীল হইতে লাগিল, ঠিক তেমনি তেমনি পদ্মার মুখপদ্মও ভ্রমরের অন্তঃকরণে গ্লানি উৎপাদন করিয়া বিশীর্ণ হইতে লাগিল।"

শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বৃদ্ধি বিরুদ্ধ-পক্ষীয়া পদ্মার অনভিপ্রেত; এজন্য শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বৃদ্ধি দেখিয়া চিন্তায় পদ্মার বদন মলিন হইয়া গেল।

৯৪। মতি (২৩)

"শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণং মতিঃ।
অত্র কর্ত্তব্যকরণং সংশয়ভ্রময়োশ্ছিদা।
উপদেশশ্চ শিষ্যাণামূহাপোহাদয়োঽপি চ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭২॥

—শাস্ত্রাদির বিচার হইতে উৎপন্ন অর্থনির্দ্ধারণকে মতি বলে। মতিতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্ত্তব্য-করণ, শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ এবং উহাদি (তর্ক-বিতর্কাদি) প্রকাশ পায়।"

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥ পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে॥

—(সমস্ত পুরাণাগমরূপ মহাকাব্যের সম্যক্ বিচারের যোগ্যতাহীন ব্যক্তিদের প্রতি বলা হইতেছে) চরাচর জগতের (অর্থাৎ মনুষ্যদিগের) বিমোহ উৎপাদনের নিমিত্ত কোনও কোনও পুরাণ ও আগম (তন্ত্রশাস্ত্র) ভিন্ন ভিন্ন দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়াছেন। সে-সমস্ত পুরাণাগম কল্পাবধি সেই সেই দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করে করুক। কিন্তু রূঢ়ি-প্রভৃতি বৃত্তির আশ্রয়ে তর্কবিতর্ক-বিচারাদি যদি করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে জানা যায়—বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে এক ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনার কথাই বলা হইয়াছে।"

অন্য উদাহরণঃ—

"ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি।
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগধ্বস্তাশিষোঽব্জভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে॥ শ্রীভা, ১০।৬০।৩৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-বাক্যশ্রবণে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন আশঙ্কা করিয়া শ্রীরুক্মিণী দেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে, তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানাবিধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যেসকল কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী কথা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) ন্যস্তদণ্ড (সর্ব্বসঙ্গ-সর্ব্বাভিলাষ-রহিত) মুনিগণ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; তুমি জগতের আত্মা (প্রিয়) এবং জগতিস্থ লোক-সমূহের মধ্যে যাঁহারা তোমার ভজন করেন, তাঁহাদের নিকটে তুমি আত্মপর্য্যন্ত (নিজেকে পর্য্যন্ত) দান করিয়া থাক ; তোমার ভ্রূভঙ্গী হইতে উত্থিত যে কাল, তাহার প্রভাবে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের প্রদত্ত আশীর্ব্বাদও বিধ্বস্ত হইয়া যায় (অর্থাৎ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের ফলও অল্পকালস্থায়ী)। এজন্য ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রকেও পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি, অন্যের কথা আর কি বলিব ?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু নাগরো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ পদ্যাবলী ॥৩৩৭॥

—(মাথুর-বিরহক্লিষ্টা শ্রীরাধার মন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহার কোনও সখী শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিলে শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন) শ্রীকৃষ্ণের পাদরতা আমাকে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ় আলিঙ্গনদ্বারা নিষ্পিষ্টই করুন, কিম্বা আমাকে দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতাই করুন, অথবা সেই নাগর যে-খানে সে-খানেই বিহার করুন, তিনি আমার প্রাণনাথই, আমার প্রাণনাথব্যতীত তিনি অপর কেহ নহেন।"

৯৭। ধৃতি (২৪)

"ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৫॥

—জ্ঞান (ভগবদনুভব), (ভগবৎ-সম্বন্ধবশতঃ) দুঃখাভাব এবং উত্তমবস্তুর প্রাপ্তি (ভগবৎসম্বন্ধী পরমপুরুষার্থ প্রেমের প্রাপ্তি) হইতে মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাহাকে বলে ধৃতি। ধৃতিতে অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য, বা পূর্ব্বে যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন কোনও বস্তুর জন্য কোনওরূপ অভিসংশোচন (দুঃখ) জন্মেনা।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জ্ঞানেন ভগবদনুভবেন, তথা ভগবৎসম্বন্ধেন যো দুঃখাভাবস্তেন, তথা উত্তমস্য ভগবৎসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্ণঃ প্রাপ্ত্যা চ যা পূর্ণতা মনসোঽচাঞ্চল্যং সা ধৃতিরিত্যর্থঃ॥"

ক। জ্ঞানজনিত ধৃতি

"অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ ॥ বৈরাগ্যশতকে ভর্ত্তৃহরিঃ ॥

—ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, যদি ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে হয়, সেহ ভাল ; যদি বিবসনে থাকা যায়, সেহ উত্তম ; যদি ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর। ঐশ্বর্য্যশালী রাজাদিগের সেবায় কি প্রয়োজন ?

খ। **দুঃখাভাবজনিত ধৃতি**

গোষ্ঠং রমাকেলিগৃহঞ্চকাস্তি গাবশ্চ ধাবন্তি পরঃ পরার্দ্ধাঃ।

পুত্রস্তথা দীব্যতি দিব্যকর্ম্মা তৃপ্তি র্মমাভূদ্ গৃহমেধিসৌখ্যে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৭॥

—(গোপরাজ নন্দ বলিতেছেন) রমাদেবীর ক্রীড়াগৃহরূপ গোষ্ঠ আমার বর্ত্তমান ; পর-পরার্দ্ধ (অসংখ্য) গাভীও ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে ; আমার দিব্যকর্ম্মা পুত্রও গৃহে ক্রীড়া করিতেছে। অতএব, গার্হস্থ্য-সুখে আমার তৃপ্তি জন্মিয়াছে (ইহাদ্বারা অতৃপ্তিময় দুঃখধ্বংস ব্যঞ্জিত হইতেছে)।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।

স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাচিতৈরচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ শ্রীভা, ১০।৩২।১৩॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় যখন গোপীদের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার দর্শনে গোপীদের দুঃখধ্বংসজনিত ধৃতির কথা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব বলিতেছেন) নিজাভীষ্টের চরম অবধি লাভ করিয়া শ্রুতিগণ যেমন পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত পরমানন্দে গোপীগণের হৃদ্রোগও (শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে তাঁহাদের চিত্তের সমস্ত দুঃখও) বিধৌত হইয়া গেল। তখন তাঁহারা নিজেদের কুচকুঙ্কুমলিপ্ত উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা নিজেদের বন্ধু কৃষ্ণের উপবেশনেব জন্য আসন রচনা করিলেন।”

গ। **উত্তমবস্তুর প্রাপ্তিজনিত ধৃতি**

“হরিলীলাসুধাসিন্ধোস্তটমপ্যধিতিষ্ঠতঃ।

মনো মম চতুর্বর্গং তৃণায়াপি ন মন্যতে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৭॥

—আমি হরিলীলারূপ সুধাসমুদ্রের তটে অবস্থিত ; আমার মন চতুর্বর্গকে (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে) তৃণতুল্যও জ্ঞান করেনা।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“নব্যা যৌবনমঞ্জরী স্থিরতরা রূপঞ্চ বিস্মাপনং

সর্ব্বাভীরমৃগীদৃশামিহ গুণশ্রেণী চ লোকোত্তরা।

স্বাধীনঃ পুরুষোত্তমশ্চ নিতরাং ত্যক্তান্যকান্তস্পৃহো

রাধায়াঃ কিমপেক্ষণীয়মপরং পদ্মে ক্ষিতৌ বর্ত্ততে ॥৭৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অভিপ্রায়ে দেবপূজার ছলে শ্রীরাধা প্রতিদিন সখীগণের সহিত গৃহ

হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। একদিন এইভাবে তিনি বাহির হইয়াছেন; তাহা দেখিয়া পদ্মা বিশাখাকে পথিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন্ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য শ্রীরাধা প্রত্যহ দেবপূজা করিতে যায়েন?' তখন বিশাখা বলিলেন) পদ্মে! শ্রীরাধার নব্যা যৌবন-মঞ্জরী নিত্য-স্থিরতরা; তাঁহার রূপও ব্রজের পরমাসুন্দরী মৃগনয়না সমস্ত তরুণীদিগেরই বিস্ময়োৎপাদক; তাঁহার গুণরাজিও এমনই অদ্ভুত যে, ত্রিলোকে তাহার তুলনা মিলেনা; অধিক আর কি বলিব—পুরুষোত্তম কৃষ্ণ স্বাধীন হইলেও শ্রীরাধার বশীভূত হইয়া অন্য কান্তার স্পৃহা সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সখি! পদ্মে! ইহাতেই বুঝিতে পার—এই জগতে শ্রীরাধার অপেক্ষণীয় অন্য আর কি থাকিতে পারে, যাহার প্রাপ্তির অনুকূল দেববর লাভের আশায় তিনি প্রত্যহ দেবপূজা করিবেন? (অর্থাৎ কোনও অপ্রাপ্ত অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে তিনি দেবপূজা করেন না; বস্তুতঃ তিনি কোনও দেবতার পূজাও করেন না; গুরুজনদের বঞ্চনার উদ্দেশ্যেই দেবপূজার ছল করিয়া তিনি কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন)।"

৯৬। **হর্ষ** (২৫)

"অভীষ্টেক্ষণলাভাদিজাতা চেতঃপ্রসন্নতা।
হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রুমুখপ্রফুল্লতা।
আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৮॥

—অভীষ্টের দর্শন ও অভীষ্টের লাভাদি হইতে জাত চিত্তের প্রসন্নতাকে হর্ষ বলে। ইহাতে রোমাঞ্চ, স্বেদ, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, আবেগ (ত্বরা), উন্মাদ, জড়তা এবং মোহ-প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

শ্লোকস্থ "আদি"-শব্দে "শ্রবণ—অভীষ্টশ্রবণ" বুঝায়।

ক। অভীষ্ট-দর্শনজনিত হর্ষ

তৌ দৃষ্ট্বা বিকসদ্‌বক্ত্রসরোজঃ স মহামতিঃ।
পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গস্তদাক্রূরোঽভবন্মুনে॥ বিষ্ণুপুরাণ॥

—(বলরাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য কংসকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহাদের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত-চিত্ত অক্রূর যখন ব্রজে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন) হে মুনে! রাম ও কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সেই মহামতি অক্রূরের বদনকমল প্রফুল্ল হইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকের উদয় হইল।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ

"তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্॥ শ্রীভা. ১০।৩২।৩॥

—(শারদীয় রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাদের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলে) সেই

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া অবলা গোপীগণ, মুখ্যপ্রাণবায়ুর আগমনে হস্তপদাদি অঙ্গসমূহের চেষ্টাশীলতার ন্যায়, হর্ষভরে প্রফুল্লনেত্রা হইয়া সকলেই যুগপৎ উত্থিত হইলেন।"

উল্লিখিত উদাহরণে সাধারণভাবে সমস্ত গোপীদের হর্ষের কথা বলিয়া নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণে বিশেষ ভাবে শ্রীরাধার হর্ষের কথা বলিতেছেন :—

"স এষ কিমু গোপিকাকুমুদিনী সুধাদীধিতিঃ
স এষ কিমু গোকুলস্ফুরিতযৌবরাজ্যোৎসবঃ।
স এষ কিমু মন্মনঃপিকবিনোদপুষ্পাকরঃ
কৃশোদরি দৃশোর্দ্বয়ীমমৃতবীচিভিঃ সিঞ্চতি॥ ললিতমাধব ॥১।৫৩।

—(সায়াহ্নে শ্রীকৃষ্ণ বন হইতে গৃহে ফিরিতেছেন ; তাঁহাকে দেখিয়া, অনুরাগের স্বভাববশতঃ, শ্রীরাধা মনে করিলেন—'এই মূর্ত্তি তো পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই !' তখন তিনি ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল তো সখি ! ইনি কে ?' ললিতার মুখে যখন শুনিলেন—ইনি তাঁহারই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, তখন আনন্দোন্মাদসহকারে বলিয়া উঠিলেন) অহো ! ইনিই কি সেই গোপিকা-কুমুদিনীগণের (অনন্য-গতি ও পরমোল্লাসবর্দ্ধক) চন্দ্র ? ইনিই কি আমার সেই মনোরূপ কোকিলের আনন্দোল্লাসজনক বসন্ত ? হে কৃশোদরি ললিতে ! ইনি যে আমার নয়নদ্বয়কে অমৃততরঙ্গে পরিষিঞ্চিত করিতেছেন !"

খ। **অভীষ্টদর্শনজনিত হর্ষ**

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।১১॥

— (সেই রাসমণ্ডলীতে) কোনও এক গোপী স্বীয় স্কন্ধের উপরে বিন্যস্ত উৎপলের সৌরভযুক্ত এবং চন্দনের দ্বারা সম্যক্‌রূপে লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বাহুকে আঘ্রাণ করিয়া হৃষ্টরোমা হইয়া চুম্বন করিলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"আলোকে কমলেক্ষণস্য সজলাসারে দৃশৌ ন ক্ষমে
নাশ্লেষে কিল শক্তিভাগতিপৃথুস্তম্ভা ভুজবল্লরী।
বাণী গদ্‌গদকুণ্ঠিতোত্তরবিধৌ নালং চিরোপস্থিতে
বৃত্তিঃ কাপি বভূব সঙ্গম-নয়ে বিঘ্নঃ কুরঙ্গীদৃশঃ ॥ ললিতমাধব ॥৮।১১॥

—(সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পরে শ্রীরাধার আনন্দবৈবশ্য বর্ণন করিয়া নববৃন্দা বলিতেছেন) বহুকাল পরে কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে হর্ষাতিশয্যে হরিণীনয়না শ্রীরাধার নয়নদ্বয় অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে অসমর্থ হইয়া পড়িল ; তাঁহার বাহুলতাও অত্যন্ত স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গনও করিতে পারিলেন না ; বৈস্বর্য্যবশতঃ গদ্‌গদকুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বাণীও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ হইতেছেনা। সুতরাং বুঝা যাইতেছে—বহুকাল

পরে মিলন-ব্যাপারে সমুচিত দর্শনালিঙ্গন-সংলাপাদি কার্য্যে শ্রীরাধার প্রেমের কোনও এক অনীর্বচনীয়া বৃত্তিই বিঘ্নস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।”

৯৭। **ঔৎসুক্য** (২৬)

কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ।

মুখশোষ-ত্বরা-চিন্তা-নিশ্বাস-স্থিরতাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৯॥

—অভীষ্টবস্তুর দর্শন-স্পৃহা বশতঃ যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা, তাহাকে বলে ঔৎসুক্য। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘ নিশ্বাস এবং স্থিরতাদি প্রকাশ পায়।”

ক। অভীষ্ট বস্তুর দর্শন-স্পৃহাজনিত ঔৎসুক্য

“প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচন-পানপাত্রমৌৎসুক্য-বিশ্লথিত-কেশদুকূলবন্ধাঃ।

সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম্ম পতীংশ্চ তল্পে দ্রষ্টুং যযুর্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে ॥শ্রীভা, ১০।৭১।৩৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলে) লোকগণের নয়নের পানীয়-বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আগমন হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য ঔৎসুক্যবশতঃ যুবতীগণের কেশের ও দুকূলের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ম্ম এবং শয্যায় স্ব-স্ব-পতিকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত রাজমার্গে যাইয়া উপনীত হইলেন।”

“প্রকটিতনিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈ-

দ্রুর্তগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।

শ্রবণকুহরকণ্ডুং তন্বতী নম্রবক্ত্রা

স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু। স্তবাবলী॥

—শ্রীকৃষ্ণ কোন্ স্থানে আছেন, স্নিগ্ধ-বেণুনাদ তাহা অবগত করাইলে স্মিতলোচনা হইয়া যিনি দ্রুত গতিতে কুঞ্জগৃহে যাইয়া শ্রীহরিকে নিকটে পাইয়া হর্ষোদয়ে নতবদনা হইয়া কর্ণকুহরের কণ্ডূয়ন করিতেছিলেন, সেই শ্রীরাধা কবে আমাকে নিজ দাস্যে নিয়োজিত করিবেন?”

এ-স্থলে দাস্যপ্রার্থীর (পক্ষে তাদৃশী শ্রীরাধার দর্শনের নিমিত্ত) ঔৎসুক্য কথিত হইতেছে।

খ। অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি-স্পৃহাজনিত ঔৎসুক্য

নর্ম্ম-কর্ম্মঠতয়া সখীগণে দ্রাঘয়ত্যঘহরাগ্রতঃ কথাম্।

গুচ্ছকগ্রহণ-কৈতবাদসৌ গহ্বরং দ্রুতপদক্রমং যযৌ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৯॥

—শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জগহ্বরে অবস্থিত; তাহার অর্থাৎ কুঞ্জগহ্বরের অগ্রভাগে নর্ম্মপরিহাস-কর্ম্মে নিপুণতাদ্বারা সখীগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী কথা বিস্তার করিলে (শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শের নিমিত্ত ঔৎসুক্যবশতঃ) ইনি পুষ্প-স্তবক-গ্রহণের ছলে দ্রুতপদে কুঞ্জগহ্বরে প্রবেশ করিলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥

—শ্রীগীতগোবিন্দ ॥৬।১১॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ঔৎসুক্যবতী শ্রীরাধার আচরণ বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার কোনও সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিতেছেন--শ্রীরাধা) কর-চরণাদি অঙ্গসমূহে বহু প্রকার আভরণ ধারণ করিতেছেন, বৃক্ষপত্র সঞ্চারিত হইলেও তোমার আগমন হইয়াছে মনে করিতেছেন, কখনও বা শয্যা রচনা করিতেছেন, আবার কখনও বা তোমার (অর্থাৎ তোমার অনাগমনের হেতুর কথা, তোমার সহিত নর্মবিলাসাদির কথা) ধ্যান করিতেছেন। এইরূপে বরাঙ্গী শ্রীরাধা বেশরচনা, বিতর্ক, শয্যারচনাদি কার্য্যে এবং স্বীয় সঙ্কল্পিত শত শত লীলাতে বিশেষরূপে আসক্তা থাকিলেও তোমাবিনা কোনও প্রকারেই রাত্রি যাপন করিতে পারিবেন না।"

৯৮। উগ্র্য (২৭)

"অপরাধদুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা।
বধবন্ধশিরঃকম্প-ভর্ৎসনোত্তাড়নাদিকৃৎ ॥ভ, র, সি, ২।৪।৭৯॥

—অপরাধ ও দুরুক্তি-প্রভৃতি হইতে জাত চণ্ডত্বকে (ক্রোধকে) উগ্রতা বলে। ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসনা, তাড়ানাদি প্রকাশ পায়।"

ক। অপরাধজনিত উগ্রতা

'স্ফূরতি ময়ি ভুজঙ্গীগর্ভবিশ্রংসিকীর্ত্তৌ
বিরচয়তি মদীশে কিল্বিষং কালিয়োঽপি।
হুতভুজি বত কুর্য্যাং জাঠরে বৌষড়েনং
সপদি দনুজহন্তুঃ কিন্তু রোষাদ্বিভেমি ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৯ ॥

— (কালিয় নাগ শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিতেছে দেখিয়া ক্রোধাবেশে অধীর হইয়া গরুড় বলিতেছেন) কি আশ্চর্য্য! যাহার প্রতাপে ভুজঙ্গীগণের গর্ভপাত হয়, সেই আমি বিদ্যমান থাকিতেও কালিয় আমার প্রভুর অনিষ্টাচরণ করিতেছে! ইচ্ছা হইতেছে—'বৌষট্' বলিয়া ইহাকে এক্ষণেই আমার জঠরানলে আহুতি দেই; কিন্তু দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণ পাছে রুষ্ট হয়েন, এই ভয়ে তাহা করিতে পারিতেছি না।"

এ-স্থলে কালিয়নাগের অপরাধ হইতে গরুড়ের ক্রোধ।

খ। দুরুক্তিজনিত উগ্রতা

"প্রভবতি বিবুধানামগ্রিমস্যাগ্রপূজাং
　　ন হি দনুজরিপোর্যঃ প্রৌঢ়কীর্ত্তের্বিসোঢ়ুম্ ॥
কটুতরযমদণ্ডোদ্দণ্ডরোচির্ময়াসৌ
　　শিরসি পৃথুনি তস্য ন্যস্যতে সব্যপাদঃ ॥ ভ, র, সি. ২।৪।৭৯॥

—(যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রপূজা পাওয়ার যোগ্য পাত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইল, তখন শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন ; তাঁহার দুরুক্তি শুনিয়া ক্রোধভরে ভীম বলিয়াছিলেন) অতিশয় কীর্ত্তিমান এবং বিবুধগণের অগ্রগণ্য দৈত্যারির অগ্রপূজা যে ব্যক্তি সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, আমি তাহার বিস্তৃত মস্তকের উপরে, প্রচণ্ড যমদণ্ড অপেক্ষাও উগ্রতর, আমার এই বাম পদ নিক্ষেপ করি।"

এ-স্থলে শিশুপালের দুরুক্তিতে ভীমের ক্রোধ উদাহৃত হইয়াছে।

গ। ঔগ্র্য ও মধুরা রতি

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"ঔগ্র্যং ন সাক্ষাদঙ্গং স্যাত্তেন বৃদ্ধাদিষূচ্যতে ॥—ঔগ্র্য (চণ্ডতা) সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে বলিয়া বৃদ্ধাদিতে তাহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে কেবল মধুরা রতির কথাই বলা হইয়াছে। মধুরা রতিতে ঔগ্র্য সাক্ষাৎ অঙ্গ হয় না, অর্থাৎ মধুররতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে ঔগ্র্যনামক ব্যভিচারী ভাবের উদয় হয় না। এজন্য ঔগ্র্যের উদাহরণে কোনও ব্রজসুন্দরীর কথা বলা হয় নাই, ব্রজসুন্দরীদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা বৃদ্ধাদের—মাতামহী, শ্বাশুড়ী প্রভৃতির—কথাই বলা হইয়াছে। যথা,

"নবীনাগ্রে নপ্তী চটুল ন হি ধর্ম্মাত্তব ভয়ং
　　ন মে দৃষ্টির্মধ্যেদিনমপি জরত্যাঃ পটুরিয়ম্।
অলিন্দাত্ত্বং নন্দাত্মজ ন যদি রে যাসি তরসা
　　ততোঽহং নির্দোষা পথি কিয়তি হংহো মধুপুরী ॥ ৬৩ ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৪।৫০॥"

—(এক দিন শ্রীরাধার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। দৈবাৎ শ্রীরাধার মাতামহী মুখরা সে-স্থলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বলিলেন—কৃষ্ণ! এ-স্থানে স্ত্রীলোকেরা রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তোমার থাকা সঙ্গত হয় না, তুমি এ-স্থান হইতে চলিয়া যাও। তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাইতেছেন না দেখিয়া ক্রোধভরে মুখরা বলিলেন) অরে চঞ্চল! সম্মুখ ভাগে আমার অতি নবীনা নপ্তী (নাত্নী) রহিয়াছেন ; তোর তো ধর্ম্মভয় নাই! আমিও জরতী (বৃদ্ধা), দিবসের মধ্যভাগেও আমার চক্ষু ভাল দেখিতে পায় না। রে নন্দাত্মজ! তুই যদি এই অঙ্গন হইতে শীঘ্র না যাইস্, তাহা হইলে—আমি বলিতেছি, আমার কোনও দোষ নাই কিন্তু—অহো, মধুপুরী (মথুরা) এখান হইতে

আর কত দূরের পথে? (অর্থাৎ মথুরা এখান হইতে বেশী দূরে নয়, নিকটেই; মথুরায় যাইয়া কংসের নিকটে বলিয়া তোকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াইব)।"

উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যদিও 'যদ্ধামার্থসুহৃৎ-প্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়স্ত্বৎকৃতে॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৩৫॥" এবং 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৭॥"-প্রভৃতি শ্লোক হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিমাত্রেরই কোনওরূপ অসূয়া সম্ভব নহে, তথাপি স্বীয় দৌহিত্রীর প্রতি পক্ষপাত বশতঃ উল্লিখিত শ্লোকে মুখরা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—পরদার-সন্নিকর্ষময় অমঙ্গল যেন না হয়, ইহা চিত্তে বিচার করিয়াই মুখরা ঔগ্র্যাভাস প্রকাশ করিয়াছেন।"

তাৎপর্য্য এই:—ব্রজবাসীদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রীতি আছে, ব্রজবাসিনী মুখরারও আছে; কোনও ব্রজবাসীই—সুতরাং মুখরাও—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াপরায়ণ নহেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিহীন এবং অসূয়াপরায়ণ কেহ হইলেই তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাস্তবিক ঔগ্র্য (ক্রোধ) সম্ভব হইতে পারে। ব্রজবাসিনী মুখরা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রীতিময়ী এবং অসূয়াহীনা বলিয়া তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাস্তবিক উগ্রতা প্রকাশ সম্ভব নহে। তথাপি, উল্লিখিত শ্লোক হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিকটে দেখিয়া মুখরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিতেছেন—ইহা হইতেছে মুখরার ঔগ্র্যাভাস, রোষের আভাস, বাস্তবিক রোষ নহে; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুখরার বাস্তবিক কোনওরূপ অসূয়া নাই, বরং প্রীতিই আছে। তবে রোষাভাসই বা প্রকাশ করিলেন কেন? রোষাভাস-প্রকাশের হেতুও হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে মুখরার প্রীতি, প্রীতিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-কামনা, অমঙ্গলের আশঙ্কা। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরপত্নী নবীনা শ্রীরাধার নিকটে যাতায়াতে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল—লোকের নিকটে অপযশঃ হইতে পারে; তাহাতে আবার, তাঁহার দৌহিত্রী শ্রীরাধারও অপযশঃ হইতে পারে। তাই উভয়ের প্রতি প্রীতিমতী মুখরা, বাহিরে উগ্রতা প্রকাশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে ঐ-স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন।

বৃদ্ধাদের ঔগ্র্যও মধুর-রসের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে।

৯৯। **অমর্ষ** (২৮)

"অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।
তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্।
উপায়ান্বেষণাক্রোশবৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮০॥

—অধিক্ষেপ ও অপমানাদি হইতে যে অসহিষ্ণুতা জন্মে, তাহার নাম অমর্ষ। এই অমর্ষে ঘর্ম্ম, শিরঃকম্প, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ের অন্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়না প্রভৃতি প্রকাশ পায়।"

ক। অধিক্ষেপজনিত অমর্ষ

"নির্ধৌতানামখিলধরণীমাধুরীণাং ধুরীণা
কল্যাণী মে নিবসতি বধূঃ পশ্য পার্শ্বে নবোঢ়া।
অস্তর্গোষ্ঠে চটুল নটয়ন্নত্র নেত্রত্রিভাগং
নিঃশঙ্কস্ত্বং ভ্রমসি ভ্রমিতা নাকুলত্বং কুতো মে ॥ বিদগ্ধমাধব ॥২।৫৩॥

—(জটিলার নিকটে শ্রীরাধা উপবিষ্টা, গোষ্ঠমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া জটিলা একটু ব্যাকুলা হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ জটিলাকে বলিলেন—আমাকে দেখিয়া তুমি ব্যাকুলা হইয়াছ কেন? তখন জটিলা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) কৃষ্ণ! এই দেখ, যাঁহার রূপমাধুর্য্যে নিখিল জগতের মধুরিমা তিরস্কৃত, আমার সেই নবোঢ়া কল্যাণী বধূ আমার পার্শ্বে অবস্থিত; আর, ওহে চটুল! তুমিও এই গোষ্ঠমধ্যে তোমার নেত্রের ত্রিভাগ (কটাক্ষ) নৃত্য করাইয়া নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছ। ইহাতে আমার ব্যাকুলতা না হইবে কেন?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ -

"তস্যাঃ স্যুরচ্যুত নৃপা ভবতোপদিষ্টাঃ স্ত্রীণাং গৃহেষু খর-গো-শ্ব-বিড়ালভৃত্যাঃ।
যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্ যুষ্মৎকথা মৃড়বিরিঞ্চিসভাসু গীতা ॥ শ্রীভা, ১০।৬০।৪৪॥

—(শ্রীরুক্মিণীদেবীর রোষমিশ্রিত বাক্যামৃত পান করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিদারুণ পরিহাস-বাক্য বলিয়াছিলেন; তাহা শ্রবণমাত্রই রুক্মিণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ বহু প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া সুস্থ করিলেন; পরিহাস-চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, অথচ যে সকল কথাকে রুক্মিণী সত্য মনে করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সে-সকল কথার প্রত্যাখ্যান-পূর্ব্বক স্ব-নিশ্চয় দৃঢ় করিয়া, এই শ্লোকোক্ত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের একটী উক্তির উত্তর দিতেছেন। পরিহাস-চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—যে সকল নৃপতিগণ তোমার করপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনও এক জনকে বরণ করাই তোমার পক্ষে সঙ্গত হইত। ইহার উত্তরে শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিয়াছিলেন) হে অচ্যুত! হে শত্রুনাশন! হর-বিরিঞ্চি-সভায় গীয়মান তোমার কথা যে রমণীর কর্ণপথে গমন করে নাই,—রমণীদিগের গৃহে গর্দ্দভ, গো, কুক্কুর, বিড়াল ও ভৃত্যতুল্য, তোমার উপদিষ্ট সেই নৃপগণ তাহারই পতি হওয়ার যোগ্য। (তোমার রূপ-গুণাদির কথা যে নারী শ্রবণ করিয়াছে, সেই নৃপগণ কখনও তাহার পতি হওয়ার যোগ্য নহে)।"

খ। অপমানজনিত অমর্ষ

"কদম্ববন-তস্কর দ্রুতমপৈহি কিং চাটুভি-
র্জনে ভবতি মদ্বিধে পরিভবো হি নাতঃ পরঃ।
ত্বয়া ব্রজমৃগীদৃশাং সদসি হন্ত চন্দ্রাবলী
বরাপি যদযোগ্যয়া স্ফুটমদূষি তারাখ্যয়া ॥ভ, র, সি, ২।৪।৮১॥

—(একদা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—'হে প্রিয়ে রাধে!'; ইহা শুনিয়া ক্রোধবশতঃ চন্দ্রাবলী সে-স্থান হইতে চলিয়া গেলেন এবং কুঞ্জমধ্যে মানবতী হইয়া রহিলেন। তাঁহার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ সেই কুঞ্জে গমন করিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিতে থাকিলে, চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা বলিয়াছিলেন) ওহে কদম্ববন-তস্কর! এ-স্থান হইতে তুমি শীঘ্রই দূরে চলিয়া যাও। আর চাটুবাক্যে প্রয়োজন নাই। হায়! চন্দ্রাবলী সর্ব্বপ্রধানা হওয়া সত্ত্বেও ব্রজ-হরিণীনয়নাদিগের সভায় তুমি স্পষ্টরূপে সেই অযোগ্যা তারার (শ্রীরাধার—চন্দ্রের তুলনায় তারা অতি সামান্য; চন্দ্রাবলীর অর্থাৎ চন্দ্রসমূহের নিকটে তারা যেমন অতি তুচ্ছ, আমার সখী চন্দ্রাবলীর নিকটেও তোমার শ্রীরাধা তদ্রূপ তুচ্ছ; তারাতুল্যা এতাদৃশী শ্রীরাধার) নাম উচ্চারণ করিয়া তুমি চন্দ্রাবলীকে দূষিত (অপমানিত) করিয়াছ। আমার ন্যায় লোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা পরাভব (অপমান) আর কি হইতে পারে?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"বালে বল্লবযৌবতস্তনতটীদত্তার্দ্ধনেত্রাদিতঃ
কামং শ্যামশিলাবিলাসিহৃদয়াচ্চেতঃ পরাবর্ত্তয়।
বিদ্মঃ কিন্নহি যদ্বিকৃষ্য কুলজাঃ কেলিভিরেষ স্ত্রিয়ো
ধূর্ত্তঃ সঙ্কুলয়ন্ কলঙ্কততিভি র্নিঃশঙ্কমুন্মুঞ্চতি॥ বিদগ্ধমাধব॥৪।৩৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে শ্রীরাধার সূর্য্যপূজাস্থলে আসিয়া কপট-চাটুবাক্যাদি প্রকাশ করিলে শ্রীরাধা প্রসন্না হইলেন; কিন্তু হঠাৎ মধুমঙ্গল সে-স্থলে উপনীত হইয়া অনবধানতাবশতঃ যাহা বলিয়া ফেলিলেন, তাহাতে সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল; তখন শ্রীরাধা সন্দেহে, বিস্ময়ে ও বিষাদে আক্রান্ত হইলেন। ললিতা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অপরের সহিত বিলাসের চিহ্ন দেখিয়া ক্রোধে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া শ্রীরাধার মনকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন) হে বালে! অজ্ঞে রাধে! তুমি ইঁহার নিকট হইতে তোমার চিত্তকে পরাবর্ত্তিত কর (ফিরাইয়া আন), দেখিতেছনা, ইনি সর্ব্বদাই গোপযুবতীদিগের স্তনতটে অর্দ্ধনেত্র স্থাপন করিয়া বিরাজিত; ইঁহার হৃদয়টীও বর্ণে ও দৃঢ়তায় অতিকঠিন শ্যামবর্ণ পাষাণতুল্য; আমরা কি জানিনা যে, এই ধূর্ত্ত তাঁহার বিবিধ প্রকার কেলিদ্বারা—বেণুনাদ, কটাক্ষভঙ্গী প্রভৃতিদ্বারা—কুলবতীদিগকে বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকটে আনিয়া তাঁহাদিগকে কলঙ্কসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া পরে নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন?"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এ-স্থলে যদিও নায়িকা শ্রীরাধার অমর্ষ উদাহৃত হয় নাই, যদিও শ্রীরাধার সখী ললিতারই অমর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি সখী ললিতার অমর্ষেই শ্রীরাধার কৃষ্ণবিষয়িণী রতি পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে; সুতরাং এই উদাহরণ সঙ্গতই হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী উদাহরণসমূহেও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

গ। **বঞ্চনাদি-জনিত অমর্ষ**

অমর্ষ-প্রসঙ্গে অধিক্ষেপ ও অপমানাদির কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে "আদি"-শব্দে "বঞ্চনাদিকে" বুঝায়।

"পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ শ্রীভা, ১০।৩১।১৬॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া উন্মত্তার ন্যায় হইয়া গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া আসিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদুত্তরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) হে অচ্যুত! পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা, বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি। তুমি আমাদের এ-স্থলে আগমনের কারণও জান— তোমার উচ্চ বেণুগীতে মোহিত হইয়াই আমরা এ-স্থলে আসিয়াছি। হে কিতব (বঞ্চক)! রাত্রিকালে এইভাবে সমাগতা যোষিৎদিগকে কোন্ পুরুষ ত্যাগ করিয়া থাকে ?"

১০০। অসূয়া (২৯)

"দ্বেষঃ পরোদয়েঽসূয়া স্যাৎ সৌভাগ্যগুণাদিভিঃ।

তত্রের্ষ্যানাদরাক্ষেপা দোষারোপো গুণেষপি।

অপবৃত্তি স্তিরোবীক্ষা ভ্রুবোর্ভঙ্গুরতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮১॥

—সৌভাগ্য ও গুণাদিতে অপরের উন্নতি দেখিলে যে দ্বেষ জন্মে, তাহাকে অসূয়া বলে। ইহাতে ঈর্ষ্যা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণেও দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি এবং ভ্রূভঙ্গ প্রভৃতি প্রকাশ পায়।"

ক। **অন্যের সৌভাগ্যজনিত অসূয়া**

"মা গর্ব্বমুদ্বহ কপোলতলে চকাস্তি কৃষ্ণস্বহস্তলিখিতা নবমঞ্জরীতি।

অন্যাপি কিং ন সখি ভাজনমীদৃশীনাং বৈরী ন চেদ্ভবতি বেপথুরন্তরায়ঃ॥

—পদ্যাবলী ॥৩০২॥

—সখি! শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তোমার কপোলদেশে নবমঞ্জরী রচনা করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্বিত হইওনা। শ্রীকৃষ্ণের হস্তকম্পনরূপ বিঘ্ন যদি শত্রু না হয়, তাহাহইলে, যাহাদের কপোলে তিনি তিলক রচনা করেন, তাহাদের মধ্যে অন্য কেহ কি এইরূপ সৌভাগ্যের পাত্রী হইতে পারে না? (তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তোমার কপোলে রচিত তিলকটী খুব সুন্দর হইয়াছে বলিয়া তুমি গর্ব্ব অনুভব করিতেছ ; কেননা, তুমি মনে করিতেছ, তুমি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ; কিন্তু বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে, তাহা নয়। তোমার কপোলে তিলক-রচনাকালে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কম্পিত হয় নাই, তিনি স্থির-হস্তে তিলক রচনা করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সখি! এমন সুন্দরীও আছেন, যাঁহার কপোলে তিলক রচনাকালে তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অস্থির হইয়া পড়েন,

তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতে থাকে—সুতরাং সুষ্ঠুরূপে তিলক-রচনায় অসমর্থ হইয়া পড়েন। সেই ভাগ্যবতী রমণী কি তোমা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবতী নহেন ?)"

অপর একটী উদাহরণ :—

"তস্যা অমূনি ন ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্॥ শ্রীভা, ১০।৩০।৩০॥

—(শারদীয় রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে নির্জন বনের একস্থলে গোপীগণ দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে একজন গোপীর পদচিহ্ন বিরাজিত। তখন অসূয়াভরে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন) হে সখীবৃন্দ ! (যাঁহার এই পদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে) তাঁহার এই পদচিহ্নগুলি আমাদের অতিশয় ক্ষোভ জন্মাইতেছে ; কেননা, সেই রমণী একাকিনী গোপীদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিতেছে।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত একটী উদাহরণ :—

"কৃষ্ণাধরমধুমুগ্ধে পিবসি সদেতি ত্বমুন্মদা মা ভূঃ।
মুরলীভুক্তবিমুক্তে রজ্যতি ভবতীব কা তত্র ॥৮৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণচুম্বনে কোনও গোপীর অধরে ক্ষত দেখিয়া তাঁহার সৌভাগ্যে অসহিষ্ণু হইয়া কোনও বিপক্ষা গোপী তাঁহাকে বলিতেছেন) অহে কৃষ্ণাধরমধুমুগ্ধে ! সর্ব্বদা কৃষ্ণের অধরমধু পান করিতেছ বলিয়া তুমি এত উন্মদা হইও না ; কেননা, তাহা তো মুরলীর ভুক্তাবশেষ ! মুরলীর ভুক্তাবশেষে তোমার যেমন আসক্তি, অন্য কাহারও তদ্রূপ আসক্তি নাই !!"

খ। অন্যের গুণোৎকর্ষজনিত অসূয়া

"স্বয়ং পরাজয়ং প্রাপ্তান্ কৃষ্ণপক্ষান্ বিজিত্য নঃ।
বলিষ্ঠা বলপক্ষাশ্চেদ্দুর্ব্বলাঃ কে ততঃ ক্ষিতৌ॥ ভ, র, সি, ॥

—আমরা কৃষ্ণপক্ষ, আমরা স্বয়ং পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদিগকে জয় করিয়া যদি বলদেবের পক্ষ বলিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডলে দুর্ব্বল আর কে হইবে ?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"ত্বত্তোঽপি মুগ্ধে মধুরং সখী মে বন্যস্রজঃ স্রষ্টুমসৌ প্রবীণা।
ন্যাস্যাঃ করৌ সিঞ্চতি চেদুদীর্ণা নিরুদ্ধ্য দৃষ্টিং প্রণয়াশ্রুধারা ॥৮৯॥

—(একদা পদ্মা স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের জন্য বনমালা প্রস্তুত করিয়া তাহার খুব প্রশংসা করিতেছেন ; তাহা শুনিয়া বিশাখার কোনও সখী অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন) অহে মুগ্ধে ! (তুমি তো আমার সখীর গুণ জাননা !) যদি আমার সখীর দৃষ্টি নিরুদ্ধ করিয়া প্রণয়াশ্রুধারা তাঁহার করযুগলকে সিঞ্চিত না করে, তাহা হইলে আমার প্রিয়সখী তোমা অপেক্ষাও অত্যুৎকৃষ্ট বনমালা রচনা করিতে সমর্থা।"

১০১। চাপল (৩০)

"রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ।

তত্রাবিচারপারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮১॥

—রাগ (অনুরাগ) ও দ্বেষাদি হইতে চিত্তের যে লঘুতা, তাহার নাম চাপল। ইহাতে অবিচার, পারুষ্য (নিষ্ঠুরবাক্য) ও স্বচ্ছন্দাচরণাদি প্রকাশ পায়।"

ক। রাগজনিত চাপল

"শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্যপৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।

নির্মথ্য চৈদ্যমগধেশবলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাম্॥ শ্রীভা, ১০।৫২।৪১॥

—(নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্যাদির কথা শুনিয়া রুক্মিণীদেবী তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিয়াছেন; কিন্তু রুক্মিণীর ভ্রাতা শিশুপালের হস্তেই রুক্মিণীকে অর্পণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। তখন কুলপুরোহিতের যোগে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়াছিলেন) হে অজিত! কল্য আমার বিবাহের দিন। অতএব তুমি প্রথমে গোপনে বিদর্ভে আসিয়া পরে সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া চৈদ্যপতি মগধপতির বল (সৈন্য) নির্মন্থন করিয়া হঠাৎ আমাকে হরণ করিয়া রাক্ষস-বিধান অনুসারে আমাকে বিবাহ করিবে—জানিও, আমি বীর্য্যশুল্কা, যিনি শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহারই প্রাপ্যা।"

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়া ঐরূপ কথা প্রকাশ করা রাজকন্যা রুক্মিণীর পক্ষে চিত্ত-লঘুতার—চপলতার—পরিচায়ক; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশতঃই রুক্মিণী তাহা করিয়াছেন। এ-স্থলে রুক্মিণীর পক্ষে বিচারহীনতা এবং স্বচ্ছন্দাচরণ প্রকাশ পাইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"ফুল্লাসু গোকুলতড়াগভবাসু কেলিং নিঃশঙ্কমাচর চিরং বরপদ্মিনীষু।

মৃদ্বীমলব্ধকুসুমাং নলিনীং ত্বমেনাং মা কৃষ্ণকুঞ্জর করেণ পরিস্পৃশাদ্য॥৯১॥

—(মহারাসের অঙ্গভূতা বনবিহারলীলায় কন্দর্প-বিলাসোৎসুক শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিয়া ললিতা বলিলেন) অহে কৃষ্ণকুঞ্জর! গোকুল-তড়াগোদ্ভূতা ফুল্ল-বরপদ্মিনী-সকলে তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে চিরকাল কেলি কর; তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তুমি আজ এই অলব্ধকুসুমা মৃদ্বী নলিনীকে কর (শুণ্ড) দ্বারা স্পর্শ করিও না।"

বনবিহার-কালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিলাসের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া ললিতাদেবী উল্লিখিতরূপ কথাগুলি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন। ললিতার উক্তির বাহ্যার্থ হইতেছে—কেলিবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করা। কিন্তু গূঢ় অর্থ তাহার বিপরীত। যাহা হউক, ললিতা এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে হস্তীর সঙ্গে এবং ব্রজতরুণীগণকে নলিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। হস্তী সরোবরস্থ প্রস্ফুটিতপদ্মবিশিষ্ট নলিনীসমূহকেই ভোগ করিয়া থাকে; যে নলিনীর কুসুম (ফুল)

প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাহাকে ভোগ করে না। হস্তী ও নলিনীর উপমায় ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"ওহে কৃষ্ণ! এই ব্রজে অনেক প্রস্ফুটিতা (ফুল্লযৌবনা) তরুণী আছেন; তুমি তাঁহাদের সহিত বিহার কর গিয়া। আমার সখী শ্রীরাধা অত্যন্ত মৃদ্বী (কোমলা), তাহাতে আবার অলব্ধকুসুমা (অ-ঋতুমতী); তুমি আজ তাঁহাকে স্পর্শ করিওনা।"*

এই শ্লোকে দেখা যায়—পরমলজ্জাশীলা ব্রজতরুণীগণের একতমা ললিতাদেবী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার প্রতিকূল; তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চাপল্যই প্রকাশ করিয়াছেন; চাপল্য লজ্জাশীলতার অনুকূল নহে। তথাপি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে এবং শ্রীরাধার বিষয়েও তাঁহার অনুরাগের প্রভাবেই এই চাপল্য প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ইহা দোষের

* **ব্রজললনাদিগের একটী বিশেষত্ব—অপুষ্পিতাত্ব।** এই শ্লোকে শ্রীরাধার উপলক্ষণে কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরী-দিগের একটী বিশেষত্বের কথা জানা যায়, তাঁহারা "অলব্ধকুসুমা—অপুষ্পিতা।" কুসুম—পুষ্প। স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে কুসুম বা পুষ্প শব্দের একটী বিশেষ অর্থ আছে। "কুসুমম্—পুষ্পম্। স্ত্রীরজঃ॥ শব্দকল্পদ্রুমধৃত মেদিনী-প্রমাণ॥" আবার, "পুষ্পম্—স্ত্রীরজঃ। বিকাশঃ॥ শব্দকল্পদ্রুমধৃত মেদিনী-প্রমাণ॥"; "রজো গুণে চ স্ত্রীপুষ্পে" এবং "রজোঽস্ত্রং রজসা সার্দ্ধং স্ত্রীপুষ্প-গুণ-ধূলিষু"-ইত্যাদি প্রমাণবলেও রজঃ-শব্দের পর্য্যায়ে স্ত্রীপুষ্পত্বের প্রসিদ্ধি আছে। তদনুসারে উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকস্থ "অলব্ধকুসুমা",-শব্দের অর্থ হয়—"অলব্ধমপ্রাপ্তম্ অনুদিতং কুসুমং পুষ্পং (রজঃ) যস্যাং সা—যে নারীর রজোদর্শন হয় নাই, যে নারী ঋতুমতী হয় নাই, অলব্ধকুসুমা-শব্দে তাহাকেই বুঝায়।" উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ব্রজবালানাং শ্রীকৃষ্ণনিত্যসঙ্গার্থং যোগমায়য়ৈব স্ত্রীধর্ম্ম-রূপস্য রজসঃ সর্ব্বথৈবানুৎপাদিতত্বাৎ।—শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সঙ্গার্থ যোগমায়ার প্রভাবেই স্ত্রীধর্ম্মরূপ রজঃ ব্রজবালা-দিগের মধ্যে সর্ব্বথাই অনুৎপাদিত থাকে বলিয়া (অলব্ধকুসুমা বলা হইয়াছে)।" তাৎপর্য্য হইল এই যে, শ্রীকৃষ্ণকান্তা ব্রজদেবীগণ কখনও ঋতুমতী হয়েন না।

যৌবনোদ্গমে প্রাকৃত রমণীদিগের মধ্যে যখন ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা বা কাম জাগ্রত হয়, তখন তাহাদের পঞ্চভূতাত্মক প্রাকৃত দেহে রজোদর্শন হয়, তাহারা ঋতুমতী হয়। তাহাদের এই রজোদর্শন তাহাদের ভোগবাসনার দ্যোতক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীগণ প্রাকৃত রমণী নহেন, জীবতত্ত্ব নহেন; তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, তাঁহাদের চিত্তস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমও হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ; স্বরূপ-শক্তির গতি সর্ব্বদাই থাকে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে, প্রেমের বিষয়ের, দিকে; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যে স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশও নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বসুখ-বাসনা-দ্যোতক রজোদর্শন তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবপরই হইতে পারে না, এজন্য তাঁহারা নিত্যই অপুষ্পবতী, তাঁহারা কখনও ঋতুমতী হয়েন না।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উচ্ছ্বাসে তাঁহারা সময় সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের জন্য লালসাবতী হয়েন, সত্য; কিন্তু এই লালসা হইতেছে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত, নিজেদের সুখের জন্য নহে; এই লালসাও হইতেছে স্বরূপতঃ প্রেম; তথাপি ইহার বিকাশে কামক্রীড়ার সহিত কিছু সাম্য থাকে বলিয়া সাধারণতঃ ইহাকে "কাম-কন্দর্প" বলাহয়। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।" শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও ঐ কথা। তাঁহারও স্বসুখবাসনা নাই, ভক্তচিত্ত-বিনোদনই তাঁহার ব্রত; তিনিও ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত বিহার করেন—কেবলমাত্র তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশ্যে। তাঁহার "কাম"ও হইতেছে বস্তুতঃ প্রেয়সীবিষয়ক প্রেম।

নহে ; বিশেষতঃ সাক্ষাদ্‌ভাবে বা স্পষ্টভাবে তিনি কোনও কথা বলেন নাই ; করী ও নলিনীর ব্যপদেশেই স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ; আবার শ্রীরাধার কোমলতাদিগুণের উল্লেখে ললিতার গুণই সূচিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, উক্ত শ্লোকে (বিহারৌৎসুক্যবশতঃ) নায়ক শ্রীকৃষ্ণের চাপল্যই উদাহৃত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণির নিম্নলিখিত উদাহরণে নায়িকার চাপল্যও প্রদর্শিত হইয়াছে।

"রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবা-
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।
সাধু তদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ॥ শ্রীগীতগোবিন্দ ॥১।৪৯॥

—রাসোল্লাসভরে প্রেমবতী আভীর-সুভ্রূগণের (ব্রজসুন্দরীগণের) মধ্যে কৃষ্ণ-প্রেমান্ধা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তোমার বদন অতি সুন্দর, সুধাময়'-ইহা বলিয়া তিনি গীতস্তুতিচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ভটরূপে চুম্বন করিলেন। শ্রীরাধার এইরূপ আচরণে শ্রীকৃষ্ণের বদন মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এতাদৃশ মনোহারী হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগজনিত শ্রীরাধার চাপল্যের কথা বলা হইয়াছে।

খ। দ্বেষজনিত চাপল

"বংশী পূরেণ কালিন্দ্যাঃ সিন্ধুং বিন্দতু বাহিতা।
গুরোরপি পুরো নীবীং যা ভ্রংশয়তি সুভ্রুবাম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮১॥

—(কোনও ব্রজসুন্দরী তাঁহার সখীকে বলিতেছেন) যমুনার প্রবাহদ্বারা বাহিত হইয়া বংশী সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করুক। যেহেতু, এই বংশী গুরুজনের সমক্ষেও সুন্দরীদিগের নীবী খসাইয়া দেয়।"

এ-স্থলে বংশীর প্রতি দ্বেষবশতঃ চাপল্য উদাহৃত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"যাতু বক্ষসি হরের্গুণসঙ্গপ্রোজ্‌ঝিতা লয়মিয়ং বনমালা।
যা কদাপ্যখিলসৌখ্যপদং নঃ কণ্ঠমস্য কুটিলা ন জহাতি ॥৯৩॥

—(দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, বনমালা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা থাকে বলিয়া তাহার সৌভাগ্যে অসহিষ্ণু হইয়া বনমালার প্রতি দ্বেষ বশতঃ মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা স্বীয় সখী ললিতার নিকটে বলিতেছেন) এই কুটিলা বনমালা আমাদের সর্ব্বসুখ-নিদান-শ্রীহরির কণ্ঠকে কখনও ত্যাগ করেনা ; অতএব ইহা সত্ত্বাদিগুণরূপ সূত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষেই লয় (বিনাশ) প্রাপ্ত হউক।"

১০২। নিদ্রা (৩১)

"চিন্তালস্য-নিসর্গ-ক্লমাদিভিশ্চিত্তমীলনং নিদ্রা।

তত্রাঙ্গভঙ্গ-জৃম্ভা-জাড্য-শ্বাসাক্ষিমীলনানি স্যুঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮২॥

—চিন্তা, আলস্য, নিসর্গ (স্বভাব) ও ক্লান্তি প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের যে মীলন (বহির্বৃত্তির অভাব), তাহাকে বলে নিদ্রা। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জড়তা, নিশ্বাস ও নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায়।"

ক। চিন্তাজনিত নিদ্রা

"লোহিতায়তি মার্ত্তণ্ডে বেণুধ্বনিমশৃণ্বতী।

চিন্তয়াক্রান্তহৃদয়া নিদদ্রৌ নন্দগেহিনী॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮২॥

—(সন্ধ্যাকালে) সূর্য্যদেব লোহিতবর্ণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিতেছেন না বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের গৃহাগমনে বিলম্ব বশতঃ) চিন্তাকুল চিত্তে নন্দগেহিনী যশোদা নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।" ,

খ। আলস্যজনিত নিদ্রা

"দামোদরস্য বন্ধনকর্ম্মবিরতিনিঃসহাঙ্গ-লতিকেয়ম্।

দরবিঘূর্ণিতোত্তমাঙ্গা কৃতাঙ্গভঙ্গা ব্রজেশ্বরী স্ফুরতি॥

—অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া যাঁহার অঙ্গলতিকা কিছুই সহ্য করিতে পারেনা, সেই ব্রজেশ্বরী যশোদা দামোদর শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন-কর্ম্মে নিরত থাকায়, তাঁহার মস্তক অতিশয়রূপে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অঙ্গসমূহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।"

আলস্যজনিত নিদ্রার আবেশে যশোদামাতার অঙ্গসমূহ অবশ হইয়া পড়িল, তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

গ। নিসর্গ (স্বভাব) জনিত নিদ্রা

"অঘহর তব বীর্য্যপ্রোষিতাশেষচিন্তাঃ পরিহৃত-গৃহবাস্তু-দ্বারবন্ধানুবন্ধাঃ।

নিজনিজমিহ রাত্রৌ প্রাঙ্গনং শোভয়ন্তঃ সুখমবিচলদঙ্গাঃ শেরতে পশ্য গোপাঃ॥ ভ,র,সি, ২।৪।৮২॥

—হে অঘনাশন। দেখ, তোমার পরাক্রমে সমস্ত চিন্তা অশেষরূপে দূরীভূত হওয়ায়, গৃহবাস্তু-দ্বার-বন্ধনের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া গোপগণ রজনীযোগে স্ব-স্ব-প্রাঙ্গন সুশোভিত করিয়া নিশ্চলাঙ্গে সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।"

ঘ। ক্লান্তিজনিত নিদ্রা

সংক্রান্তধাতুচিত্রা সুরতান্তে সা নিতান্ততান্তাঽদ্য।

বক্ষসি নিক্ষিপ্তাঙ্গী হরের্বিশাখা যযৌ নিদ্রাম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮২॥

—অদ্য সম্ভোগান্তে কৃষ্ণাঙ্গধৃত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা চিত্রিতা হইয়া বিশাখা হরির বক্ষঃস্থলে অঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন।"

ঙ। নিদ্রারূপ ব্যভিচারী ভাবের তাৎপর্য্য

ব্যভিচারিভাব নিদ্রাসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"যুক্তাস্য স্ফূর্ত্তিমাত্রেণ নির্ব্বিশেষেণ কেনচিৎ।
হৃন্মীলনাৎ পুরোঽবস্থা নিদ্রা ভক্তেষু কথ্যতে ॥২।৪।৮৩॥

—শ্রীকৃষ্ণের কোনও নির্ব্বিশেষ স্ফূর্ত্তিমাত্রের সহিত (কোনও বিশেষ লীলার স্ফূর্ত্তির সহিত নহে, শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের স্ফূর্ত্তিমাত্রের সহিত) সংযুক্তা, হৃন্মীলনের (চিত্তবৃত্তিশূন্যতার) পূর্ব্ববর্ত্তী যে অবস্থা, ভক্তদের সম্বন্ধে তাহাকেই (সেই অবস্থাকেই) নিদ্রা বলা হয়।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপঃ—পূর্ব্বে নিদ্রারূপ ব্যভিচারিভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—চিন্তা ও আলস্যাদিজনিত চিত্তমীলনকে নিদ্রা বলে (চিত্তমীলনং নিদ্রা ॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ১০২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এতাদৃশী নিদ্রা, অর্থাৎ চিত্তমীলনরূপা নিদ্রা, হইতেছে প্রাকৃত তমোগুণের প্রভাবে জাত চিত্তের একটী বৃত্তিবিশেষ ; তমোগুণের প্রভাবেই চিত্তে বহির্ব্বৃত্তির অভাব জন্মে, এই বহির্ব্বৃত্তির অভাবকেই নিদ্রা বলা হয়। যাহারা মায়ার কবলে অবস্থিত, মায়িক তমোগুণজাত এই নিদ্রা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা পরম ভক্ত, তাঁহারা হইতেছেন মায়াতীত, তাঁহাদের চিত্তও মায়াগুণাতীত, তাঁহাদের কখনও মায়িক তমোগুণজাত নিদ্রা সম্ভব নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ব্যভিচারিভাবের মধ্যে নিদ্রার উল্লেখ কেন করা হইল? ব্যভিচারিভাব তো শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্তব্যতীত অন্যের মধ্যে সম্ভব নয়? "যুক্তাস্য স্ফূর্ত্তিমাত্রেণ"-ইত্যাদি বাক্যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যভিচারিভাবরূপা নিদ্রা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের উত্তম ভক্তদিগের ভগবৎ-সমাধিরূপা, (ভগবানে তন্ময়তারূপা) ; কেননা, তাঁহাদের ভাব হইতেছে গুণাতীত ; তাঁহাদের এই নিদ্রা প্রাকৃতী নিদ্রা নহে। "অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উত্তমভক্তানাং ভগবৎ-সমাধিরূপৈব নিদ্রা, ন তু প্রাকৃতী যুজ্যত ইতি ভাবঃ, গুণাতীতভাবত্বাৎ ॥" এই উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী গরুড়পুরাণের একটী প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ। যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতাশ্রয়া ॥—জাগ্রদবস্থায়, কি স্বপ্নাবস্থায়, কি সুষুপ্তি অবস্থায়, যে কোনও অবস্থায়ই অবস্থিত থাকুন না কেন, যোগযুক্ত যোগীর মনে যে কোনও বৃত্তি জন্মে, তাহা অচ্যুতাশ্রয়াই হইয়া থাকে।" সুতরাং উত্তম ভক্তদের চিত্তে কোনও অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও বৃত্তির উদয় হইতে পারে না ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের দিকেই তাঁহাদের চিত্তের অবিচ্ছিন্না গতি। এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আলোচ্য শ্লোকে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিময়ত্বহেতু হৃন্মীলনের পূর্ব্বাবস্থাকেই নিদ্রা বলা হয়, কেবল হৃন্মীলনমাত্রকে নিদ্রা বলা হয় না। "অতএব শ্রীকৃষ্ণস্য স্ফূর্ত্তিময়ত্বাৎ হৃন্মীলনাৎ পুরোঽবস্থৈব নিদ্রোচ্যতে, নতু হৃন্মীলনমাত্রম্।" তবে যে পূর্ব্বে চিত্তমীলনকে নিদ্রা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল আপাততঃ বোধের নিমিত্ত। "যত্তু পূর্ব্বং চিত্তমীলনং নিদ্রেত্যুক্তং তৎ খল্বাপাতত এব নিবোধায়েতি ভাবঃ ॥"

প্রীতিসন্দর্ভেও শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—ভগবচ্চিন্তায় শূন্যচিত্ততাদ্বারা এবং ভগবৎ-সম্মিলনানন্দ-ব্যপ্তিদ্বারা নিদ্রা জন্মে। "নিদ্রা তচ্চিন্তয়া শূন্যচিত্তত্বেন তৎসঙ্গত্যানন্দব্যাপ্ত্যা চ ভবতি ॥"

১০৩। সুপ্তি (৩২)

"সুপ্তি র্নিদ্রা বিভাবা স্যান্নানার্থানুভবাত্মিকা।
ইন্দ্রিয়োপরতি-শ্বাস-নেত্রসম্মীলনাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮৪॥

—যে নিদ্রাতে নানা প্রকার ভাবনা থাকে এবং যাহাতে নানা অর্থের (নানাবিধ লীলাদির) স্ফূর্তি হয়, সেই নিদ্রাকে বলে সুপ্তি। ইহাতে ইন্দ্রিয়ের উপরতি (অবসন্নতা), নিশ্বাস, নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায়।"

সুপ্তি হইতেছে পূর্ব্বোল্লিখিত নিদ্রারই অবস্থাবিশেষ। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নিদ্রায়া এব অবস্থাবিশেষে সংজ্ঞান্তরমাহ সুপ্তিরিতি। বিবিধো ভাবো ভাবনা যস্যাং সা বিভাবা; ন কেবলং তাদৃশী অপি তু নানার্থেত্যাদি বিশিষ্টা চ অতস্তদ্বিধৈব নিদ্রা সুপ্তিঃ স্বপ্ন উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও ঐরূপই লিখিয়া শেষে লিখিয়াছেন—"তথা চ লীলাদিসহিতস্য স্ফূর্ত্তিরিতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ।—নিদ্রাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমাত্রের স্ফূর্ত্তি হয়, কোনওরূপ লীলার স্ফূর্ত্তি হয়না; কিন্তু সুপ্তিতে লীলাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের স্ফূর্ত্তি হয়; ইহাই হইতেছে নিদ্রা ও সুপ্তির ভেদ।"

"কামং তামরসাক্ষ কেলিরভিতঃ প্রাদুষ্কৃতা শৈশবী
দর্পঃ সর্পপতেস্তদস্য তরসা নির্দ্ধূয়তামুদ্ধুরঃ।
ইত্যুৎস্বপ্নগিরা চিরাদ্ যদুসভাং বিস্মাপয়ন্ স্মায়য়-
ন্নিশ্বাসেন দরোত্তরঙ্গদুদরং নিদ্রাং গতো লাঙ্গলী ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮৫॥

—'হে কমললোচন! শিশুকালে তুমি শৈশবী (শিশুকালসম্বন্ধিনী) লীলা যথেষ্টরূপে বিস্তার করিয়াছ। অতএব, সেই সর্পপতি কালিয়ের উদ্ধুর দর্প শীঘ্র দূরীভূত কর'-স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ উচ্চ বাক্য উচ্চারণ করিয়া লাঙ্গলী বলদেব যদুসভাস্থ যাদবদিগের বিস্ময় ও হাস্য উৎপাদন করিয়া এবং নিশ্বাসবেগে স্বীয় উদরের ঈষৎ তরঙ্গ বিস্তার করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"পুরঃ পন্থানং মে ত্যজ যদমুনা যামি যমুনামিতি ব্যাচক্ষাণা চুচুকবিচরৎকৌস্তুভরুচিঃ।
হরেঃ সব্যং রাধা ভুজমুপদধত্যম্বুজমুখী দরীক্রোড়ে ক্লান্তা নিবিড়মিহ নিদ্রাভরমগাৎ ॥৯৫॥

—(রতিমঞ্জরী পুষ্প চয়ন করিয়া আসিতেছেন; পথে রূপমঞ্জরীর সহিত তাঁহার দেখা হইলে রূপমঞ্জরী তাঁহাকে বলিলেন—সখি! শুন এক অদ্ভুত ব্যাপার) 'কৃষ্ণ! আমার সম্মুখস্থ পথ ছাড়িয়া চলিয়া যাও; যেহেতু আমি এই পথে যমুনায় যাইব'—শ্রীরাধা এইরূপ কথা উচ্চারণ করিতেছেন। অথচ

তখন সেই কমলমুখী শ্রীরাধা ক্লান্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাম ভুজকে উপাধান (বালিশ) করিয়া দরীকুঞ্জে নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্না এবং তখন তাঁহার স্তনের অগ্রভাগ কৌস্তুভমণির কান্তিতে শোভমান।"

১০৪। বোধ (৩৩)

"অবিদ্যা-মোহ-নিদ্রাদের্ধ্বংসোদ্বোধঃ প্রবুদ্ধতা। ভ, র, সি, ২।৪।৮৬॥

—অবিদ্যা (অজ্ঞান), মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংসজনিত যে প্রবুদ্ধতা (জ্ঞানাবির্ভাব), তাহাকে বলে বোধ।"

ক। অবিদ্যাধ্বংসজনিত বোধ

"অবিদ্যাধ্বংসতো বোধো বিদ্যোদয়পুরঃসরঃ।
অশেষক্লেশবিশ্রান্তিস্বরূপাবগমাদিকৃৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮৭॥

—অবিদ্যা ধ্বংস হইলে বিদ্যোদয়পূর্ব্ব বোধের উদয় হয়। এই বোধে অশেষ ক্লেশের বিশ্রান্তি (অপগম) হয় এবং স্বরূপের জ্ঞান জন্মে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এই শ্লোকে বোধ-শব্দে ত্বম্পদার্থ-লক্ষিত এবং তৎপদার্থলক্ষিত জ্ঞানকে, অর্থাৎ জীবের স্বরূপের (ত্বম্পদার্থের) এবং ব্রহ্মস্বরূপের (তৎপদার্থের) জ্ঞানকে বুঝায়। আর, স্বরূপাবগম-শব্দে তত্ত্বভয়ের (জীব-ব্রহ্মের) অভেদ-জ্ঞানকে বুঝায়—ইহাই বিদ্যা। তন্মধ্যে, নিদিধ্যাসনরূপ সাধন, প্রথমে নিদিধ্যাসন, তাহা হইতে অবিদ্যার ধ্বংস, তাহার পরে ক্রমশঃ পদার্থদ্বয়ের (জীবস্বরূপের এবং ব্রহ্মস্বরূপের) জ্ঞান, তাহার পরে তত্ত্বভয়ের অভেদ-জ্ঞান; এইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে। অবিদ্যাধ্বংস হইতে যে বোধ জন্মে, তাহা হইতেছে বিদ্যোদয়পুরঃসর; এই বোধ হইতেই *স্বরূপাবগমাদি হইয়া থাকে, যেই স্বরূপাবগমে অশেষক্লেশের* বিশ্রান্তি জন্মে। "স্বরূপাবগমাদি" শব্দের অন্তর্গত 'আদি'-শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে—উল্লিখিত বোধে ভক্তির অববোধও জন্মিয়া থাকে। এতাদৃশ বোধ কাহারও কাহারও ভক্তির সহায় হয় বলিয়া সঞ্চারী ভাব হয়। যেমন, 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা'-ইত্যাদি গীতাবাক্য (১৮।৫৪) হইতে জানা যায়।"

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অগ্রিম গ্রন্থে অর্থাৎ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পশ্চিম বিভাগে তাপস-ভক্তের প্রসঙ্গে 'মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্বিঘ্না' ইত্যাদি ৩।১।৫-শ্লোকে যে শান্তভক্তের কথা বলা হইয়াছে, সেই তাপস-নামক শান্তভক্তের স্বভাবের অনুসরণেই এ-স্থলে বিদ্যোদয়পুরঃসর বোধোদয়ের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে বোধকে যে ব্যভিচারিভাব বলা হইয়াছে, তাহা কেবল তাদৃশ শান্তভক্ত-বিশেষের পক্ষেই ব্যভিচারী, ইহাই অভিপ্রায়। তাৎপর্য্য হইতেছে এই:—অবিদ্যাজনিত কামক্রোধাদি থাকিলে শীঘ্র রতির উদয় হইতে পারে না। এজন্য প্রথমে অবিদ্যানিরসনী বিদ্যার উৎপাদন করিয়া তাহার পরে বিদ্যাকেও পরিত্যাগ করিয়া কেবল-শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা শুদ্ধা ভক্তিই অনুষ্ঠেয়া। কিন্তু যাঁহারা অনন্যভক্ত, তাঁহারা উল্লিখিত

প্রকারে বিদ্যার উদয়ের জন্য প্রয়াস করেন না, 'সর্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। শ্রীভা, ১১।২০।৩৩॥'-এই ভগবদ্‌বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারা প্রথম হইতেই অবিদ্যাজনিত সর্বদোষ-নিরসনী শুদ্ধা ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।"

উল্লিখিত টীকা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই :- ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকে অবিদ্যাধ্বংসজনিত যে বোধকে ব্যাভিচারী ভাব বলা হইয়াছে, তাহা শুদ্ধভক্তের ব্যভিচারি-ভাব নহে; তাহা হইতেছে তাপস-নামক শান্তভক্ত-বিশেষের ব্যভিচারী ভাব। অর্থাৎ যাঁহারা মুক্তিকামী, বস্তুতঃ ভক্তিকামী নহে, একমাত্র ভক্তিদ্বারাই মুক্তি নির্বিঘ্না হইতে পারে বলিয়া যাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করেন, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, অথচ মুক্তিবাসনাও ত্যাগ করেন না, তাঁহাদের সম্বন্ধেই অবিদ্যাধ্বংসজনিত বোধকে ব্যভিচারী ভাব বলা হইয়াছে। এতাদৃশ শান্তভক্তগণকে "তাপস' বলা হয়। "মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্তবিরক্ততাঃ। অমুজ্‌ঝিতমুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু. তাপসাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫।" অবিদ্যাধ্বংসজনিত বোধের যে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও তাহা জানা যায়। এ-স্থলে সেই উদাহরণটী উদ্ধৃত হইতেছে।

"বিন্দন্ বিদ্যাদীপিকাং স্বস্বরূপং বুদ্ধা সদ্যঃ সত্যবিজ্ঞানরূপম্।
নিস্প্রত্যূহস্তৎ পরং ব্রহ্ম মূর্ত্তং সান্দ্রানন্দাকারমন্বেষয়ামি ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮৭॥"

—বিদ্যারূপ দীপকে প্রাপ্ত হইয়া আমি সত্যবিজ্ঞানরূপ স্বীয় স্বরূপকে অবগত হইয়া নিস্প্রত্যূহভাবে (কামক্রোধাদি বিঘ্নরহিত হইয়া) সেই সান্দ্রানন্দাকার মূর্ত্ত পরব্রহ্ম নারায়ণের অন্বেষণ করি।"

টীকায় শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ইহা হইতেছে জাতরতি তাপস ভক্তের উক্তি।"

খ। মোহধ্বংসজনিত বোধ

"বোধো মোহক্ষয়াচ্ছব্দগন্ধস্পর্শরসৈর্হরেঃ।
দৃগুন্মীলনরোমাঞ্চধরোত্থানাদিকৃদ্‌ভবেৎ॥ভ, র, সি, ২।৪।৮৭॥

—শ্রীহরির শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও রসের দ্বারা মোহ বিনষ্ট হইলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে মোহধ্বংসজনিত বোধ বলে।"

(১) শব্দদ্বারা মোহধ্বংসজনিত বোধ

"প্রথমদর্শনরূঢ়সুখাবলীকবলিতেন্দ্রিয়বৃত্তিরভূদিয়ম্।
অঘভিদঃ কিল নাম্ন্যুদিতে শ্রুতৌ ললিতয়োদনিমীলদিহাক্ষিণী ॥

—ভ, র, সি, ২।৪।৮৮॥

—প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখসমূহ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসকল বিলুপ্ত হইয়াছিল (তিনি মোহগ্রস্তা হইয়াছিলেন)। পরে ললিতা যখন তাঁহার কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেন, তখনই (মোহধ্বংসে) তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়াছিলেন।

(শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রথমে শ্রীরাধার মোহের উদয় হইয়াছিল ; 'কৃষ্ণ'-এই শব্দটী শ্রবণ করাতে তাঁহার মোহ দূরীভূত হইল, জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলেন)।”

(২) গন্ধদ্বারা মোহধ্বংসজনিত বোধ

“অচিরমঘহরেণ ত্যাগতঃ শ্রস্তগাত্রী বনভুবি শবলাঙ্গী শান্তনিশ্বাসবৃত্তিঃ।

প্রসরতি বনমালাসৌরভে পশ্য রাধা পুলকিততনুরেষা পাংশুপুঞ্জাদুদস্থাৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮৯ ॥

—(পরিহাসচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সান্নিধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলে) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ বিবশাঙ্গী এবং বিবর্ণা হইয়া বনভূমিতে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিশ্বাসবৃত্তিও শান্ত হইয়া গিয়াছিল (তিনি মোহগ্রস্তা হইয়াছিলেন)। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বনমালার প্রসরণশীল সৌরভে পুলকিতাঙ্গী হইয়া পাংশুপুঞ্জ হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।”

(৩) স্পর্শদ্বারা মোহধ্বংসজনিত বোধ

“অসৌ পাণিস্পর্শো মধুরমসৃণঃ কস্য বিজয়ী
বিশীর্য্যন্ত্যাঃ সৌরীপুলিনবনমালোক্য মম যঃ।
দুরন্তামুদ্ধূয় প্রসভমভিতো বৈশসময়ীং
দ্রুতং মূর্চ্ছামন্তঃ সখি সুখময়ীং পল্লবয়তী ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯০॥

—সখি ! অতিশয় মধুর, কোমল এবং সর্ব্বজয়ী এই হস্তস্পর্শ কাহার ? যমুনা-পুলিনস্থ বন দেখিয়া আমি বিশীর্ণা হইতেছিলাম ; এমন সময়ে এই স্পর্শ আমার পীড়াময়ী দুরন্তা মূর্চ্ছাকে বিনষ্ট করিয়া সুখময়ী মূর্চ্ছাকে প্রসারিত করিতেছে।” (শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে এ-স্থলে মোহধ্বংস)।

(৪) রসের দ্বারা মোহধ্বংসজনিত বোধ

“অন্তর্হিতে ত্বয়ি বলানুজ রাসকেলৌ শ্রস্তাঙ্গযষ্টিরজনিষ্ট সখী বিসংজ্ঞা।

তাম্বুলচর্বিতমবাপ্য তবাম্বুজাক্ষী ন্যস্তং ময়া মুখপুটে পুলকোজ্জ্বলাসীৎ ॥

—হে বলানুজ ! শ্রীকৃষ্ণ ! রাসকেলি-সময়ে তুমি অন্তর্হিত হইলে আমার প্রিয়সখীর অঙ্গযষ্টি বিবশ হইয়া গেল, তিনি সংজ্ঞাহীনা হইলেন। তোমার চর্বিত তাম্বূল পাইয়া তাহা যখন আমি তাঁহার বদনপুটে ন্যস্ত করিলাম, তখন সেই কমল-নয়না পুলকে উজ্জ্বলা হইয়া পড়িলেন।”

গ। নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ

“বোধো নিদ্রাক্ষয়াৎ স্বপ্ন-নিদ্রাপূর্ত্তিস্বনাদিভিঃ।
অত্রাক্ষিমর্দ্দনং শয্যামোক্ষোঽঙ্গবলনাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯১॥

—স্বপ্ন, নিদ্রার পূর্ত্তি ও শব্দাদিদ্বারা নিদ্রার ক্ষয় হইলে যে বোধ জন্মে, তাহা হইতেছে নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ। ইহাতে চক্ষুমর্দ্দন, শয্যাত্যাগ, অঙ্গবলন (গাত্রমোটন) প্রভৃতি প্রকাশ পায়।”

(১) **স্বপ্নদ্বারা নিদ্রাভঙ্গজনিত বোধ**

"ইয়ং তে হাসশ্রীর্বিরমতু বিমুঞ্চাঞ্চলমিদং
ন যাবদ্‌বৃন্দায়ৈ স্ফুটমভিদধে ত্বচ্চটুলতাম্।
ইতি স্বপ্নে জল্পন্ত্যচিরমববুদ্ধা গুরুমসৌ
পুরো দৃষ্ট্বা গৌরী নমিতমুখবিম্বা মুহুরভূৎ।

—'অহে কৃষ্ণ! তোমার হাসি বিরাম প্রাপ্ত হউক, আমার বস্ত্রাঞ্চল ত্যাগ কর। নচেৎ আমি বৃন্দার নিকটে তোমার এই চটুলতার কথা খুলিয়া বলিয়া দিব।' স্বপ্নে এইরূপ বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া সম্মুখভাগে গুরুজনকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদনা হইলেন।"

(২) **নিদ্রাপূর্ত্তিদ্বারা নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ**

দূতী চাগাত্তদাগারং জজাগার চ রাধিকা।
তূর্ণং পুণ্যবতীনাং হি তনোতি ফলমুদ্যমঃ॥ ভ, র, সি ২।৪।৯১॥

—যখন (শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে) দূতী আসিয়া শ্রীরাধার গৃহে উপস্থিত হইলেন, শ্রীরাধাও তখনই (তাঁহার নিদ্রাপূর্ত্তিহেতু) জাগরিতা হইলেন। পুণ্যবতীদিগের উদ্যম শীঘ্রই ফল বিস্তার করিয়া থাকে।"

(৩) **শব্দদ্বারা নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ**

"দূরাদ্বিদ্রাবয়ন্নিদ্রামরালী র্গোপসুভ্রুবাম্।
সারঙ্গরঙ্গদং রেজে বেণুবারিদগর্জ্জিতম্॥

—সারঙ্গরঙ্গদ বেণুবারিদগর্জ্জন গোপসুন্দরীদিগের নিদ্রারূপা হংসীকে দূর হইতে দূরীকৃত করিয়া বিরাজ করিতেছে।' (সারঙ্গ – চাতক)।

এ-স্থলে বেণুনাদে নিদ্রাভঙ্গ উদাহৃত হইয়াছে।

প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বোধশ্চ তদ্দর্শনাদিবাসনায়াঃ স্বয়মুদ্বোধেন ভবতি।—শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির বাসনা স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হইলেই বোধ জন্মে।"

এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী ৭২-১০৪ অনুচ্ছেদে তেত্রিশটী ব্যভিচারিভাবের কথা বলা হইল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ দিগের মধ্যে উক্ত ব্যভিচারিভাব-সমূহকে যথাযোগ্য ভাবে বর্ণন করা কর্ত্তব্য।

ইতি ভাবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ কথিতা ব্যভিচারিণঃ।
শ্রেষ্ঠমধ্যকনিষ্ঠেষু বর্ণনীয়া যথোচিতম্॥

১০৫। মাৎসর্য্য, উদ্বেগ ও দম্ভাদি ভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"মাৎসর্য্যোদ্বেগদম্ভের্ষ্যা বিবেকো নির্ণয়স্তথা।
ক্লৈব্যং ক্ষমা চ কুতুকমুৎকণ্ঠা বিনয়োঽপি চ॥

সংশয়ো ধার্ষ্ট্যমিত্যাদ্যা ভাবা যে স্যুঃ পরোঽপি চ।
উক্তেম্বন্তর্ভবন্তীতি ন পৃথক্‌ত্বেন দর্শিতাঃ ॥২।৪।৯১ ॥

—মাৎসর্য্য, উদ্বেগ, দম্ভ, ঈর্ষ্যা, বিবেক, নির্ণয়, ক্লৈব্য (বিক্লবতা), ক্ষমা, কৌতুক, উৎকণ্ঠা, বিনয়, সংশয় ও ধৃষ্টতা প্রভৃতি যে সকল অতিরিক্ত ভাব আছে, সে-সকলও পূর্ব্বকথিত তেত্রিশটী ব্যভিচারি-ভাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (মাৎসর্য্যাদি কোনও কোনও ভাব, কোনও কোনও ব্যভিচারিভাবের অন্তর্ভুক্ত)। এজন্য এ-সমস্তের আর পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করা হইল না।"

১০৬। মাৎসর্য্যাদির মধ্যে কোন্ ভাব কোন ব্যভিচারি-ভাবের অন্তর্ভুক্ত

অসূয়ায়াং তু মাৎসর্য্যং ত্রাসেঽপ্যুদ্বেগ এব চ।
দম্ভস্তথাবহিত্থায়ামীর্ষ্যামর্ষে মতাবুভৌ ॥
বিবেকো নির্ণয়শ্চেমৌ দৈন্যে ক্লৈব্যং ক্ষমা ধৃতৌ।
ঔৎসুক্যে কুতুকোৎকণ্ঠে লজ্জায়াং বিনয়স্তথা।
সংশয়োঽন্তর্ভবেত্তর্কে তথা ধার্ষ্ট্যঞ্চ চাপলে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯২॥

—শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী তাৎপর্য্য :—

অসূয়াতে মাৎসর্য্য অন্তর্ভুক্ত আছে; কেননা, পরের উৎকর্ষদর্শনে যে দ্বেষ জন্মে, তাহাকে বলে মাৎসর্য্য; এই দ্বেষবশতঃই গুণেও দোষারোপ করা হয়; গুণে দোষারোপই হইতেছে অসূয়া; সুতরাং মাৎসর্য্য বা দ্বেষ হইতেছে অসূয়ার অন্তর্ভুক্ত, মাৎসার্য্য হইতে অসূয়ার উদ্রেক হয়।

উদ্বেগ হইতেছে ত্রাসের অন্তর্ভূত। কেননা, তড়িতাদি হইতে হঠাৎ যে ভয় জন্মে, তাহাকে বলে ত্রাস; এই ত্রাসে যে অসহিষ্ণুতা জন্মে, তাহাকেই উদ্বেগ বলা হয়; সুতরাং ত্রাসের মধ্যেই উদ্বেগ অন্তর্ভূত।

দম্ভ হইতেছে অবহিত্থার অন্তর্ভূত। কেননা, আকার-গোপনের নাম অবহিত্থা: ইহা কপটতাময়। আবার, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের নামই দম্ভ, ইহাও কপটতাময়। উভয়ই কপটতাময় বলিয়া দম্ভ হইতেছে অবহিত্থার অন্তর্ভূত।

ঈর্ষ্যা হইতেছে অমর্ষের অন্তর্ভূত। কেননা, পরের অপরাধ-সহনে অসামর্থ্যের নাম অমর্ষ। পরের উৎকর্ষ-সহনে অসামর্থ্য হইতেছে ঈর্ষ্যা। উভয়ই অসহনাত্মক। এজন্য ঈর্ষ্যা হইতেছে অমর্ষের অন্তর্ভুক্ত।

বিবেক ও নির্ণয় এই উভয়ই মতির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, অর্থনির্দ্ধারণের নাম মতি, তাহাই নির্ণয়; নির্ণয়ের কারণ হইতেছে বিচার এবং বিচারই হইতেছে বিবেক। এই বিবেক কারণ বলিয়া মতিতে অনুস্যূত হয়। সুতরাং বিবেক ও নির্ণয় উভয়ই মতির অন্তর্ভূত।

ক্লৈব্য হইতেছে দৈন্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, নিজের যে নিকৃষ্টতা-মনন, তাহার নাম দৈন্য;

অনুৎসাহের নাম ক্লৈব্য। এই ক্লৈব্য হইতেছে দৈন্যেরই অঙ্গ। এজন্য ক্লৈব্যকে দৈন্যের অন্তর্ভূত বলা যায়।

ক্ষমা হইতেছে ধৃতির অন্তর্ভূত। কেননা, মনের অচাঞ্চল্য হইতেছে ধৃতি। আর, ক্ষমা হইতেছে সহিষ্ণুতা, ইহা অচাঞ্চল্যেরই অঙ্গ; সুতরাং ক্ষমা হইতেছে ধৃতির অন্তর্ভুক্ত।

কৌতুক এবং উৎকণ্ঠা হইতেছে ঔৎসুক্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কালযাপনের অসমর্থতা হইতেছে ঔৎসুক্য; আর আশ্চর্য্যবস্তুর দর্শনেচ্ছাকে বলে কুতুক; কুতুকও কোনও কোনও সময়ে ঔৎসুক্যের কারণ হইয়া থাকে বলিয়া ঔৎসুক্যে কুতুক অন্তর্ভুক্ত আছে। ঔৎসুক্যের সুক্ষ্মাবস্থার নামই উৎকণ্ঠা; সুতরাং উৎকণ্ঠাও হইতেছে ঔৎসুক্যের অন্তর্ভূত।

বিনয় হইতেছে লজ্জার অন্তর্ভূত। কেন না, লজ্জাতে বিনয়ের আবশ্যকতা আছে।

সংশয় হইতেছে তর্কের (বিতর্কের) অন্তর্ভূত। কেননা, সংশয় না থাকিলে বিতর্ক সম্ভব হয় না।

ধার্ষ্ট্য হইতেছে চাপলের অন্তর্ভূত; কেননা, ধৃষ্টতার পরেই চপলতা দেখা দেয়।

ক। সঞ্চারিভাবসমূহের পরস্পর বিভাবানুভাবতা

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—তেত্রিশটী সঞ্চারী (বা ব্যভিচারী) ভাবের মধ্যে কোনও সঞ্চারী ভাব অপর কোনও সঞ্চারী ভাবের বিভাবও (উদ্দীপন-বিভাবও) হয় এবং কোনও সঞ্চারী ভাব অপর কোনও সঞ্চারী ভাবের অনুভাবও (কার্য্যও) হইয়া থাকে। দুইটি ভাবের পরস্পর বিভাবতা ও অনুভাবতা দৃষ্ট হয়।

এষাং সঞ্চারিভাবানাং মধ্যে কশ্চন কস্যচিৎ।
বিভাবশ্চানুভাবশ্চ ভবেদেব পরস্পরম্॥ ভ,র,সি, ২।৪ ৯২॥

এই উক্তির বিবৃতিরূপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—নির্বেদে যেমন ঈর্ষ্যার (অসূয়ার) বিভাবতা হয়, তেমনি আবার অসূয়াতেও নির্বেদের অনুভাবতা হইয়া থাকে। আবার, ঔৎসুক্যের প্রতি চিন্তার অনুভাবতা এবং নিদ্রার প্রতিও চিন্তার বিভাবত্ব হইয়া থাকে। অন্যান্য ভাবসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

আরও বলা হইয়াছে—এই সকল সঞ্চারিভাবের এবং সাত্ত্বিক ভাবসমূহেরও, তথা নানাবিধ ক্রিয়ারও পরস্পর কার্য্য-কারণভাব প্রায়শঃ লোকব্যবহার অনুসারেই জানিতে হইবে।

নিন্দায় বৈবর্ণ্যও অমর্ষের বিভাবত্ব, আবার অসূয়াতেও নিন্দার অনুভাবতা কথিত হয়। সংমোহ ও প্রলয়ের প্রতি প্রহারের বিভাবত্ব এবং ঔগ্র্যের প্রতি ঐ প্রহারেরই অনুভাবতা। অন্যান্য ভাবসম্বন্ধেও এইরূপ।

ত্রাস, নিদ্রা, শ্রম, আলস্য, মধুপানজনিত-মত্ততা ও অজ্ঞানতাদি সঞ্চারী ভাবের কোনও কোনও স্থলে রতির অনুভাবত্ব (কার্য্যত্ব) হইয়া থাকে।

উল্লিখিত ত্রাসাদি ছয়টী সঞ্চারিভাবের সহিত রতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; পরম্পরাক্রমে তাহারা লীলার অনুগামী হইয়া থাকে।

বিতর্ক, মতি, নির্বেদ, ধৃতি, স্মৃতি, হর্ষ, অজ্ঞানতা, দৈন্য ও সুষুপ্তি—ইহারা কখনও কখনও রতির বিভাবতা প্রাপ্ত হয়।

১০৭। সঞ্চারিভাব দ্বিবিধ—পরতন্ত্র ও স্বতন্ত্র

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"পরতন্ত্রাঃ স্বতন্ত্রাশ্চেত্যুক্তাঃ সঞ্চারিণো দ্বিধা ॥ ২।৪।৯৬ ॥—সঞ্চারী ভাব দুই রকমের - পরতন্ত্র ও স্বতন্ত্র।"

শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চবিধা রতিকে বলে মুখ্যা রতি এবং হাস্যাদ্ভুতবীর-করুণাদি সপ্তবিধা রতিকে বলে গৌণী রতি। যে সমস্ত সঞ্চারিভাব মুখ্য এবং গৌণ এই উভয়বিধ রতির বশীভূত, তাহাদিগকে বলে পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব; কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের অধীনতাতেই পরতন্ত্র সঞ্চারিভাবের উদ্ভব হয়। আর, যে সকল সঞ্চারিভাব মুখ্য-গৌণরতির অবশীভূত, কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহের অধীনতা ব্যতীতই যাহাদের উদ্ভব হয়, তাহাদিগকে বলে স্বতন্ত্র সঞ্চারী (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা)।

এক্ষণে পৃথক্‌ভাবে পরতন্ত্র ও স্বতন্ত্র সঞ্চারিভাব আলোচিত হইতেছে।

১০৮। পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব

পরতন্ত্র সঞ্চারিভাবও আবার দুই রকমের—বর এবং অবর। "বরাবরতয়া প্রোক্তাঃ পরতন্ত্রা অপি দ্বিধা ॥ ভ, র সি, ২।৪ ৯৬।'

ক। বর পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"সাক্ষাদ্‌ব্যবহিতশ্চেতি বরোঽপোষ দ্বিধোদিতঃ ॥
—সাক্ষাৎ এবং ব্যবধান ভেদে বর পরতন্ত্রও দুই রকমের।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র বর ইতি জাত্যৈকত্বম্। তস্য চ লক্ষণম্-'রসদ্বয়স্য যোঽঙ্গত্বং প্রাপ্নোতি স বরো মত' ইতি জ্ঞেয়ম্। বক্ষ্যমাণোঽবরলক্ষণানুসারেণ ॥—সাক্ষাৎ এবং ব্যবহিত ভেদে যে দুই রকম পরতন্ত্রের কথা বলা হইল, সেই দুইরকমও জাতিতে একই, তাহারা ভিন্নজাতীয় নহে। যে সঞ্চারিভাব মুখ্যরস ও গৌণরস এই দ্বিবিধ রসের অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বর পরতন্ত্র বলা হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তী 'রসদ্বয়স্যাপ্যঙ্গত্বমগচ্ছন্নবরো মতঃ ॥ ২।৪।৯৯॥"-বাক্যে অবরের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বর পরতন্ত্রের উল্লিখিত লক্ষণের কথা জানা যায়। সে-স্থলে বলা হইয়াছে, যাহা রসদ্বয়ের অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহাই অবর।"

(১) **সাক্ষাৎ বর পরতন্ত্র**

"মুখ্যামেব রতিং পুষ্ণন্ সাক্ষাদিত্যভিধীয়তে ॥২।৪।৯৭॥

—যে সঞ্চারী ভাব মুখ্যা রতিকে পুষ্ট করে, তাহাকে বলা হয় সাক্ষাৎ বর পরতন্ত্র সঞ্চারী ভাব।"

"তনূরুহালী চ তনুশ্চ নৃত্যং তনোতি মে নাম নিশম্য যস্য।

অপশ্যতো মাথুরমণ্ডলং তদ্ব্যর্থেন কিং হন্ত দৃশোর্দ্বয়েন॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯৮॥

—হায়! যাহার নাম শ্রবণ করিয়াই আমার গাত্ররোমসমূহ এবং শরীরও নৃত্য বিস্তার করিতেছে, সেই মথুরামণ্ডলকে যে নেত্রদ্বয় অবলোকন করিল না, সেই ব্যর্থ নয়নদ্বয়ের কি প্রয়োজন?"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—এ-স্থলে "নির্বেদ-নামক সঞ্চারিভাবই হইতেছে সাক্ষাৎ বর ভাব।", "ব্যর্থ চক্ষুর্দ্বয়ে কি প্রয়োজন"-এই বাক্যেই নির্বেদ সূচিত হইতেছে।

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—এ-স্থলে মথুরামণ্ডলের দর্শনেচ্ছা হইতেছে ভগবদ্-রতিময়ী। এজন্য এ-স্থলে সাক্ষাদ্ভাবেই মুখ্যারতির পুষ্টি উদাহৃত হইয়াছে।

(২) **ব্যবহিত বর পরতন্ত্র**

"পুষ্ণাতি যো রতিং গৌণীং স তু ব্যবহিতো মতঃ॥

—যে সঞ্চারী ভাব গৌণী রতিকে পুষ্ট করে, তাহাকে ব্যবহিত পরতন্ত্র বলা হয়।"

"ধিগস্তু মে ভুজদ্বন্দ্বং ভীমস্য পরিঘোপমম্।

মাধবাক্ষেপিণং দুষ্টং যৎ পিনষ্টি ন চেদিপতিম্ ॥২।৪।৯৮॥

—আমি ভীম, আমার বাহুদ্বয় পরিঘতুল্য। এই ভুজদ্বয় যখন কৃষ্ণদ্বেষী দুষ্ট চেদিপতিকে (শিশুপালকে) পেষণ করিতে পারিল না, তখন এই ভুজদ্বয়কে ধিক্।"

"আমার ভুজদ্বয়কে ধিক্"—এই বাক্যে 'নির্বেদ'-নামক সঞ্চারিভাব সূচিত হইতেছে। ক্রোধ-বশ্যত্ব হইতেই এই নির্বেদের উদ্ভব। ক্রোধ হইতেছে গৌণ রৌদ্ররসের স্থায়িভাব; সুতরাং এই নির্বেদ গৌণী রতির পুষ্টি সাধন করিতেছে বলিয়া ইহা হইতেছে ব্যবহিত বর পরতন্ত্র।

খ। অবর পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু "অবর" সঞ্চারিভাবের লক্ষণ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন--"রসদ্বয়স্যাপ্যঙ্গত্ব-মগচ্ছন্নবরো মতঃ ॥২।৪।৯৯॥--যে পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব রসদ্বয়ের অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অবর বলে।"

"লেলিহ্যমানং বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভির্জগন্তি দংষ্ট্রা স্ফুটদুত্তমাঙ্গৈঃ।

অবেক্ষ্য কৃষ্ণং ধৃতবিশ্বরূপং ন স্বং বিশুষ্যন্ স্মরতি স্ম জিষ্ণুঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯৯॥

—স্বীয় দন্তসমূহদ্বারা যিনি জগদ্বর্ত্তী প্রাণিমাত্রকে চর্ব্বণ করিতেছেন, জ্বলন্ত বদনসমূহদ্বারা এবং স্ফুটন্ত মস্তক সমূহদ্বারা যিনি লেলিহ্যমান, সেই বিশ্বরূপধর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অর্জ্জুন বিশুষ্ক হইয়া গেলেন, আপনাকেও জানিতে পারিলেন না (অর্জুন আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন)।"

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"ঘোরক্রিয়াদ্যনুভাবাদাচ্ছাদ্য সহজাং রতিম্।
দুর্ব্বারাবিরভূদ্ভীতি র্মোহোঽয়ং ভীবশস্ততঃ ॥২।৪।১০০॥

—ঘোরক্রিয়াদিরূপ অনুভাব হইতে যে দুর্ব্বার ভয়ের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অর্জুনের সহজ-রতিকে আচ্ছাদিত করিয়া যে মোহ জন্মাইয়াছে, তাহা হইতেছে ভীতির বশীভূত, ভীতির পোষক।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন---বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের যে ভয়ের উদয় হইয়াছে, তাহা ভয়-নাম্নী গৌণী রতি নহে, তাহা হইতেছে কেবল ভয়—স্বীয় অপরিচিত ঘোররূপ এবং ঘোর-ক্রিয়াদি দর্শনে সমস্ত ভক্ষণের আশঙ্কাময় ভয়। অর্জুনের স্বাভাবিকী রতি এই ভয়ে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে ; গীতার "রূপং মহত্তে বহুনেত্রবক্ত্রম্"-ইত্যাদি বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া "দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাম্"-বাক্যপর্য্যন্ত যে সকল কথা অর্জুন বলিয়াছেন, সে-সকল বাক্যে তাঁহার সাহজিকী রতির স্ফূর্ত্তির একান্ত অভাব। "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা, জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ"-ইত্যাদি বাক্য কেবল অবস্থাভেদে বলা হইয়াছে। এজন্য এই ভয় এবং তজ্জনিত মোহ ভয়-নামক গৌণরতিরও অঙ্গ নহে। অর্জুনের এই মোহ কৃষ্ণরতির সহিত সম্বন্ধহীন কেবলমাত্র ভয় হইতে উদ্ভূত বলিয়া কেবল ভয়েরই বশীভূত, ভয়েরই পোষক ; কৃষ্ণরতিসম্বন্ধী ভয়ের পোষক নহে বলিয়া ইহা ভয়নাম্নী গৌণী রতির অঙ্গ নহে। এজন্য উল্লিখিত দৃষ্টান্তটী হইতেছে অবর পরতন্ত্র সঞ্চারিভাবের দৃষ্টান্ত।

১০৯। স্বতন্ত্র সঞ্চারিভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

সদৈব পারতন্ত্র্যেপি ক্বচিদেষাং স্বতন্ত্রতা।
ভূপাল-সেবকস্যেব প্রবৃত্তস্য করগ্রহে ॥
ভাবজ্ঞৈ রতিশূন্যশ্চ রত্যনুস্পর্শনস্তথা।
রতিগন্ধিশ্চ তে ত্রেধা স্বতন্ত্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥২।৪।১০১॥

—রাজসেবকগণ সর্ব্বদা পরতন্ত্র (রাজার অধীন) হইলেও যখন তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে রাজকর আদায় করেন, তখন যেমন তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, তদ্রূপ স্বতন্ত্র সঞ্চারিভাবসমূহ সর্ব্বদা পরতন্ত্র হইলেও কখনও কখনও তাহাদের স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়।

ভাবজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বতন্ত্র সঞ্চারী ভাবের তিন রকম ভেদের কথা বলেন—রতিশূন্য, রত্যনুস্পর্শন এবং রতিগন্ধি।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন--স্বতন্ত্র ভাবসমূহের মধ্যে প্রথমটীর, অর্থাৎ রতিশূন্য ভাবের, স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তই ; রত্যনুস্পর্শন এবং রতিগন্ধি-এই দুই রকম ভাবের সর্ব্বদা পারতন্ত্র্য সত্ত্বেও কখনও কখনও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে তিন রকম স্বতন্ত্র ভাব আলোচিত হইতেছে।

ক। **রতিশূন্য স্বতন্ত্রভাব**

"জনেষু রতিশূন্যেষু রতিশূন্যো ভবেদসৌ ॥ ভ, র, সি ২।৪।১০১॥

—রতিশূন্য জনসমূহে রতিশূন্য ভাব হইয়া থাকে।"

"ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ শ্রীভা, ১০।২৩।৩৯॥

—(যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বলিলেন) আমাদের ত্রিবিধ জন্মকে (শৌক্র জন্মকে, সাবিত্র জন্মকে এবং দৈক্ষ্য জন্মকে) ধিক্, আমাদের বিদ্যাকে ধিক্, আমাদের ব্রতকেও ধিক্, আমাদের বহুজ্ঞতাকেও ধিক্, আমাদের কুলকে ধিক্, আমাদের কর্ম্মদক্ষতাকেও ধিক্ ; কেননা, আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ।"

এ-স্থলে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নির্বেদ উদাহৃত হইয়াছে ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে রতিশূন্য। তাঁহাদের এই নির্বেদ হইতেছে স্বতন্ত্র—কৃষ্ণরতির অপেক্ষাহীন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল রতির ছায়া, রতি নাই। "আমরা কৃষ্ণবিমুখ"-এই অক্ষেপোক্তিতে রতিচ্ছায়া সূচিত হইতেছে।

খ। **রত্যনুস্পর্শন স্বতন্ত্র ভাব**

"যঃ স্বতো রতিগন্ধেন বিহীনোঽপি প্রসঙ্গতঃ।
পশ্চাদ্রতিং স্পৃশেদেব রত্যনুস্পর্শনো মতঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০২॥

—যে ভাব স্বয়ং রতিগন্ধহীন হইয়াও প্রসঙ্গাধীনে পরে রতিকে স্পর্শ করে, তাহাকে রত্যনুস্পর্শন ভাব বলে।"

"গরিষ্ঠারিষ্টটঙ্কারৈ র্বিধুরা বধিরায়িতা।
হা কৃষ্ণ পাহি পাহীতি চুক্রোশাভীরবালিকা ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০২॥

—ভয়ানক অরিষ্টাসুরের গর্জনে বিকল ও বধির হইয়া 'হা কৃষ্ণ ! রক্ষা কর, রক্ষা কর' এইরূপ বলিয়া গোপবালিকা চীৎকার করিতে লাগিলেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"ব্রজের গোপবালিকাদের সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণে রতি আছে ; সুতরাং তাঁহাদের সঞ্চারিভাব সর্ব্বদাই পরতন্ত্র, কৃষ্ণরতির বশীভূত, অধীন। সম্প্রতি ভয়ঙ্কর বস্তুর দর্শনে স্বতন্ত্রভাবেই ত্রাস জন্মিয়াছে। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে রতির ছায়াই, কিন্তু রতি নহে ; এজন্য সে-স্থলে রতিশূন্যত্ব বুঝিতে হইবে।"

এই উদাহরণে ত্রাস-নামক সঞ্চারিভাবের উদয় দৃষ্ট হয়। এই ত্রাস ব্রজবালার কৃষ্ণরতির অধীনতায় উদিত হয় নাই, স্বতন্ত্রভাবে উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া যদি ত্রাসের উদয় হইত, তাহা হইলে তাহা হইত কৃষ্ণরতির অধীন ; কিন্তু ত্রাস জন্মিয়াছে ব্রজবালিকার নিজের বিপদের আশঙ্কায় ; ইহা কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত নহে—"স্বতো রতিগন্ধেন বিহীনঃ।" তথাপি পরে ইহা রতিকে স্পর্শ করিয়াছে। কিরূপে ? ব্রজবালিকা নিজের রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছেন ;

শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার রতি ছিল বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছেন ; সুতরাং এই আহ্বানেই রতি সূচিত হইতেছে। ব্রজবালিকার রতিগন্ধশূন্য ত্রাস পরে এই রতিকে স্পর্শ করিয়াছে—ত্রাস রতিকে পশ্চাৎ (ত্রাস জন্মিবার পরে—অনু) স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া এই ত্রাস হইতেছে রত্যনুস্পর্শন স্বতন্ত্র ভাব।

গ। রতিগন্ধি স্বতন্ত্রভাব

"যঃ স্বাতন্ত্র্যেঽপি তদ্‌গন্ধং রতিগন্ধি র্ব্যনক্তি সঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৩॥
—যে সঞ্চারিভাব স্বতন্ত্র হইয়াও রতিগন্ধকে (রতিলেশমাত্রকে) প্রকাশ করে, তাহাকে রতিগন্ধি-স্বতন্ত্র ভাব বলে।"

"পীতাংশুকং পরিচিনোমি ধৃতং ত্বয়াঙ্গে সঙ্গোপনায় ন হি নপ্ত্রি বিধেহি যত্নম্।
ইত্যার্য্যয়া নিগদিতা নমিতোত্তমাঙ্গা রাধাবগুণ্ঠিতমুখী তরসা তদাসীৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৩॥
—'নপ্‌ত্রি (নাত্‌নি)! তোমার অঙ্গে তুমি যে পীতবসন ধারণ করিয়াছ, তাহা আমি চিনিতে পারিয়াছি (তাহা যে পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণের বসন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি)। অতএব তাহা সংগোপন করিতে আর যত্ন করিও না'-আর্য্যা এই কথা বলিলে শ্রীরাধা সহসা (লজ্জায়) মস্তক অবনত করিয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিলেন।"

এ-স্থলে শ্রীরাধার লজ্জানামক সঞ্চারী ভাব উদিত হইয়াছে ; কিন্তু এই লজ্জা হইতেছে স্বতন্ত্রা ; কেননা, শ্রীরাধার স্বাভাবিকী কৃষ্ণরতি হইতে ইহার উদ্ভব নহে ; তাঁহার গোপন রহস্য আর্য্যা জানিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার লজ্জার উদয় হইয়াছে ; এই লজ্জার হেতু হইতছে আর্য্যাকর্তৃক রহস্যের অবগতি ; এজন্য ইহা হইতেছে স্বতন্ত্রা, কৃষ্ণরতির অধীনত্বহীনা। তথাপি শ্রীরাধা যে লজ্জাচ্ছন্না হইয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার রতিগন্ধ প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীরাধার রতি আছে বলিয়াই রতিসম্বন্ধী কোনও ব্যাপার-প্রসঙ্গে তাঁহার অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন আসিয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং তাঁহার লজ্জা কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত না হইলেও রতির সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে। এজন্য লজ্জা-নামক স্বতন্ত্র সঞ্চারিভাবটী এ-স্থলে রতিগন্ধি স্বতন্ত্র ভাব হইল।

১১০। সঞ্চারিভাবের আভাস

"আভাসঃ পুনরেতেষামস্থানে বৃত্তিতো ভবেৎ।
প্রাতিকূল্যমনৌচিত্যমস্থানত্বং দ্বিধোদিতম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৪॥
—উল্লিখিত সঞ্চারিভাব-সমূহের অস্থানে বৃত্তি হইলে তাহাকে আভাস বলে। ঐ অস্থানত্ব আবার দুই রকমের—প্রাতিকূল্য ও অনৌচিত্য।"

ক। **প্রাতিকূল্যরূপ অস্থানে আভাস**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"বিপক্ষে বৃত্তিরেতেষাং প্রাতিকূল্যমিতীর্য্যতে॥ ২।৪।১০৫॥—উল্লিখিত ভাবসমূহের বিপক্ষে বৃত্তি হইলে তাহাকে প্রাতিকূল্য বলে।"

উদাহরণ :—

"গোপোঽপ্যশিক্ষিতরণোঽপি তমশ্বদৈত্যং হন্তি স্ম হন্ত মম জীবিতনির্ব্বিশেষম্।

ক্রীড়াবিনির্জিতসুরাধিপতেরলং মে দুর্জীবিতেন হতকংসনরাধিপস্য॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কেশিদৈত্যের বধের কথা শুনিয়া কংস বলিলেন) আমার প্রাণসদৃশ অশ্বাকৃতি কেশিদৈত্যকে যখন রণবিষয়ে অশিক্ষিত গোপ হত্যা করিল, তখন, হায়! যে-আমি ক্রীড়া করিতে করিতে দেবরাজকেও পরাজিত করিয়াছি, সেই দুর্ভাগ্য কংসরাজ আমার এই দুর্জীবনে কি প্রয়োজন?"

এ-স্থলে নির্বেদ-নামক সঞ্চারিভাবের আভাস উদাহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন কংসের বিপক্ষ; এই বিপক্ষ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম দেখিয়া কংসের নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে; কৃষ্ণবিষয়িণী রতি হইতে ইহার উদ্ভব নয় বলিয়া ইহা বাস্তবিক নির্বেদ-নামক সঞ্চারী নহে; সঞ্চারিভাব নির্বেদের সহিত আত্মধিক্কারবিষয়ে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহা হইল নির্বেদের আভাস। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আনুকূল্যই হইতেছে সঞ্চারিভাবের স্থান, প্রাতিকূল্য স্থান নহে—অস্থান। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কংসের প্রাতিকূল্য আছে বলিয়া এই প্রাতিকূল্য নির্বেদরূপ সঞ্চারিভাবের অস্থানত্ব সূচিত করিতেছে।

অন্য উদাহরণ :—

"ডুণ্ডুভো জলচরঃ স কালিয়ো গোষ্ঠভূভৃদপি লোষ্ট্রসোদরঃ।

তত্র কর্ম্ম কিমিবাদ্ভুতং জনে যেন মূর্খ জগদীশতার্প্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৬॥

—(অক্রূরকে তিরস্কার করিয়া কংস বলিতেছেন) জলচর ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ)-বিশেষ কালিয়-নাগের দমন এবং লোষ্ট্রখণ্ডের সহোদরতুল্য গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উত্তোলন—জগতে ইহা কি-ই বা একটা অদ্ভুত কর্ম্ম! অরে মূর্খ! যে ব্যক্তি ঐ দুইটী অতি সামান্য কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাতেই তুই জগদীশ্বরত্ব অর্পণ করিতেছিস্!!"

এ-স্থলে কংসের অসূয়ার আভাস উদাহৃত হইয়াছে।

খ। **অনৌচিত্যরূপ অস্থানে আভাস**

"অসত্যত্বমযোগ্যত্বমনৌচিত্যং দ্বিধা ভবেৎ।

অপ্রাণিনি ভবেদাদ্যং তির্য্যগাদিষু চান্তিমম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৭॥

—অসত্যত্ব ও অযোগ্যত্বরূপে অনৌচিত্য দুই রকমের; তন্মধ্যে অপ্রাণীতে অসত্যত্ব এবং তির্য্যগাদিতে অযোগ্যত্বরূপ অনৌচিত্য হইয়া থাকে।"

(১) অপ্রাণীতে অসত্যত্বরূপ অনৌচিত্য

"ছায়া ন যস্য সকৃদপ্যুপসেবিতাভূৎ কৃষ্ণেন হন্ত মম তস্য ধিগস্তু জন্ম।
মা ত্বং কদম্ব বিধুরো ভব কালিয়াহিং মৃদ্নন্ করিষ্যতি হরিশ্চরিতার্থতাং তে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৭॥

—'যে-আমার ছায়া শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক একবারও উপসেবিত হইলনা, সেই আমার জন্মে ধিক্।'—এইরূপ ভাবিয়া, হে কদম্ব! তুমি দুঃখিত হইও না। কালিয়-সর্পকে মর্দ্দন করিতে আসিলে শ্রীহরি তোমার চরিতার্থতা বিধান করিবেন (মর্দ্দন-সময়ে তিনি তোমাতে আরোহণ করিবেন)।"

এ-স্থলে অপ্রাণী কদম্ববৃক্ষের নির্বেদ-নামক সঞ্চারিভাবের আভাস প্রদর্শিত হইয়াছে। কদম্ববৃক্ষ কোনও ব্রজবাসীর ন্যায় প্রাণী নহে—অপ্রাণী। তাহার বাস্তবিক নির্বেদ জন্মিতে পারে না, সুতরাং তাহার নির্বেদ হইতেছে অসত্য। যিনি কদম্ববৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিতরূপ কথাগুলি বলিয়াছেন, তিনিই মনে করিয়াছেন--কদম্বের নির্বেদ জন্মিয়াছে। এইরূপে, এই উদাহরণে অসত্যরূপ অনৌচিত্য হইয়াছে এবং এতাদৃশ অনৌচিত্যরূপ অস্থানে নির্বেদরূপ সঞ্চারিভাবের আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া ইহা হইল নির্বেদের আভাস।

(২) তির্য্যগাদিতে অযোগ্যত্বরূপ অনৌচিত্য

"অধিরোহতু কঃ পক্ষী কক্ষামপরো মমাদ্য মেধ্যস্য।
হিত্বাপি তার্ক্ষ্যপক্ষং ভজতে পক্ষং হরির্যস্য ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৭॥

—(ময়ূর বলিতেছে) গরুড়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীহরি আজ পবিত্র-আমার পক্ষ ভজন (ধারণ) করিতেছেন। সুতরাং অপর কে এমন পক্ষী আছে, যে আমার সমকক্ষ হইতে পারে?"

এ-স্থলে তির্য্যক্ প্রাণী ময়ূরের গর্ব্বাভাস প্রকাশ পাইতেছে। এতাদৃশ গর্ব্বপোষণের পক্ষে ময়ূরের কোনও যোগ্যতা নাই, কেননা, শ্রীকৃষ্ণ যে গরুড়ের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ময়ূরের পক্ষ ধারণ করিয়াছেন, ময়ূরের পক্ষকেই গরুড়ের পক্ষ অপেক্ষাও লোভনীয় মনে করিয়াছেন, তির্য্যক্ ময়ূরের এইরূপ অনুভূতি থাকা সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া যিনি ময়ূরের সৌভাগ্য মনে করেন, তাঁহাকর্ত্তৃকই ময়ূরে এই গর্ব্বের আরোপ। সুতরাং ইহা হইতেছে অযোগ্যত্বরূপ অনৌচিত্য এবং এতাদৃশ অনৌচিত্যরূপ অস্থানে গর্ব্ব আরোপিত হইয়াছে বলিয়া ইহা হইতেছে গর্ব্বের আভাস।

(৩) ভাবাভাস সম্বন্ধে আলোচনা

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"বহুমানেষ্বপি সদা জ্ঞানবিজ্ঞানমাধুরীম্।
কদম্বাদিষু সামান্যদৃষ্ট্যাভাসত্বমুচ্যতে ॥২।৪।১০৮॥

—(ব্রজস্থ) কদম্বাদিও বহুমান। তাহাদেরও জাত্যুচিত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান (ভগবদ্‌বিষয়কমাত্র অনুভব)-রূপ মাধুরী আছে। কেবল সামান্য দৃষ্টিতেই তাহাদের সম্বন্ধে সঞ্চারিভাবের আভাসের কথা বলা হইয়া থাকে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"জ্ঞানমত্র তজ্জাত্যুচিতম্, বিজ্ঞানমপি ততঃ কিঞ্চিদেব বিশিষ্টম্। মনুষ্যবজ্জ্ঞানে সতি তেভ্যোঽপি রহস্যক্রীড়াদীনাং গোপনে তদুচ্ছিত্তিঃ স্যাৎ। 'কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগা'-ইত্যেকাদশাদিভ্য (শ্রীভা, ১১।১২।৮) স্তেষ্বপি ভাবঃ শ্রূয়তে, স চ সামান্যাকার এব, ন তু সবিবেক ইতি মন্তব্যম্। তদেতদাহ সামান্যদৃষ্ট্যেতি। নির্বিবেকেন জ্ঞানেন হেতুনেত্যর্থঃ॥—

—এ স্থলে জ্ঞান-শব্দে কদম্বাদির জাত্যুচিত জ্ঞানকে বুঝায়; বিজ্ঞানও জ্ঞান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য। মনুষ্যবৎ জ্ঞান থাকিলে, তাহাদের নিকট হইতে রহস্যক্রীড়াদির গোপন করিলে সেই লীলাই উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ (১১।১২।৮-শ্লোক) হইতে জানা যায়—'বৃন্দাবনের গোপীগণ, গাভীগণ, পর্ব্বতসমূহ, মৃগসমূহ, নাগগণের এবং অন্যান্য মূঢ়বুদ্ধিদিগেরও শ্রীকৃষ্ণে ভাব বা প্রীতি আছে।' কিন্তু এই ভাব হইতেছে সামান্যাকার, সবিবেক ভাব নহে। এজন্যই বলা হইয়াছে—'সামান্যদৃষ্ট্যা। নির্বিবেক-জ্ঞান হেতুতে।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও ঐরূপই বলিয়াছেন। তবে "বিজ্ঞান"-শব্দের অর্থ একটু পরিস্ফুট করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানং ভগবদ্বিষয়কমাত্রমনুভবম্।"—(এ-স্থলে কদম্বাদির) বিজ্ঞান হইতেছে ভগবদ্বিষয়কমাত্র অনুভব।"

শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—"উদাহরণমাত্রায় প্রাকৃতবৃক্ষাদি-দৃষ্টিমেষ্বারোপ্য আভাসমুচ্যতে। বস্তুতস্তে তে ভগবদ্ভক্তিরসানুভবং কুর্বন্ত এব বিরাজন্তে। জাত্যনুকরণন্তু ভগবতি ক্ষুৎপিপাসা-শয়নাদিবল্লীলাশক্ত্যা রসবৈচিত্রী-পোষণায়ৈবোদ্ভাবিতম্।—কেবল উদাহরণ-প্রদর্শনের নিমিত্ত এ-সমস্তে (কদম্ববৃক্ষাদিতে) প্রাকৃতবৃক্ষাদি-দৃষ্টি আরোপিত করিয়া আভাস বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা (কদম্ববৃক্ষাদি) সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তিরস অনুভব করিয়াই বিরাজিত। ক্ষুৎপিপাসাদি-রহিত ভগবানের ক্ষুৎ-পিপাসা-শয়নাদি যেমন রস-বৈচিত্রী-পোষণের নিমিত্ত লীলাশক্তির দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়, তদ্রূপ কদম্ববৃক্ষাদির জাত্যনুকরণও লীলাশক্তির প্রভাবে, লীলারস-বৈচিত্রীর পোষণের নিমিত্ত উদ্ভাবিত।"

পক্ষি-বৃক্ষাদিরও পরিকরত্ব

উল্লিখিত তিনটী টীকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পরস্পর বিরোধ কিছু নাই; এক টীকায় যাহা পরিস্ফুট করা হয় নাই, অন্য টীকায় তাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে, ইহাই বৈশিষ্ট্য। এই টীকাসমূহের মর্ম্ম হইতে যাহা জানা গেল, তাহা হইতেছে এইরূপ :—

বৃন্দাবনের কদম্বাদি বৃক্ষগণ, কি ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রাকৃত বৃক্ষ বা প্রাকৃত পক্ষী নহে, তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের ভাব বা প্রীতি আছে (শ্রীভা, ১১।১২।৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর উক্তিও এই উক্তির অনুকূল)। বস্তুতঃ তাঁহারাও

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর ; তাঁহারাও যথাযোগ্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ছায়া, ফল, পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা বৃক্ষগণ, পুচ্ছ ও নৃত্যাদি দ্বারা ময়ূরাদি পক্ষিগণ, কন্দমূলাদি দ্বারা পর্ব্বতসমূহ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। নরলীল ভগবানের নরলীলত্বসিদ্ধির জন্য এইরূপ সেবারও প্রয়োজন আছে। এ-সমস্ত সেবার প্রভাবে তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবল্লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। ভগবৎ-পরিকর বলিয়া তাঁহারা পঞ্চভূতাত্মক প্রাকৃত বস্তু নহেন, তাঁহারা চিন্ময় এবং চিন্ময় বলিয়া সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানও তাঁহাদের আছে। তথাপি লীলারস-পুষ্টির জন্য লীলাশক্তিই তাঁহাদের মধ্যে কেবল তাঁহাদের জাত্যুচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানই প্রকট করিয়া থাকেন, তদতিরিক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান—গোপ-গোপী-আদির ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান—প্রকটিত করেন না। তাহা করিলে সকল সময়ে লীলাই সম্ভব হইত না। কেন সম্ভব হইতনা, তাহা বলা হইতেছে। শ্রীবলদেবাদির সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যকান্তা গোপীদের সঙ্গে কোনও লীলা করেন না ; বৃক্ষাদি বা পক্ষিপ্রভৃতির মধ্যে যদি গোপ-গোপীদের ন্যায় সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকটিত থাকিত, তাহা হইলে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবময়ী লীলা কখনও সম্পাদিত হইতে পারিতনা। কেননা, যে-স্থানেই তিনি লীলা করিতে ইচ্ছা করিতেন, সে-স্থানেই পক্ষি-বৃক্ষাদি থাকিতই এবং গোপাদির সাক্ষাতে তাদৃশী লীলায় যে সঙ্কোচ জন্মিত, পক্ষি-বৃক্ষাদির সান্নিধ্যেও তদ্রূপ সঙ্কোচ জন্মিত ; সুতরাং লীলাই অসম্ভব হইয়া পড়িত। এজন্য লীলারস-বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত লীলাশক্তিই পক্ষি-বৃক্ষাদির মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহাদের জাতির অনুরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানই প্রকটিত করিয়া থাকেন। সাধারণ পক্ষি-বৃক্ষাদির সান্নিধ্যে কাহারওই রহোলীলাদিতে সঙ্কোচ জন্মেনা।

যাহা হউক, তাঁহাদের মধ্যে জাত্যনুরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানাদি প্রকটিত থাকিলেও তাঁহাদের জ্ঞান প্রাকৃত বৃক্ষাদির অনুরূপ নহে। প্রাকৃত পক্ষি-বৃক্ষাদির মধ্যে কেবল তাহাদের জীবন-ধারণের এবং জীবন-রক্ষার অনুকূল সামান্য জ্ঞান মাত্রই বিকশিত, প্রাকৃত পক্ষি-বৃক্ষাদির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাবের অভাব। কিন্তু বৃন্দাবনীয় পক্ষিবৃক্ষাদির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব নিত্য বিরাজিত, তথাপি কিন্তু এই ভাব পরিস্ফুট নহে ; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের প্রীতি সামান্যাকারে বিকশিত, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অনুভবও সামান্যাকারে ; তাঁহাদের এই ভাব বা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে বিবেকহীন, গোপ-গোপীদের ন্যায় বিবেকময় নহে, কি সে কি হয়, সেই বিচারের উপযোগী জ্ঞান লীলাশক্তি তাঁহাদের মধ্যে প্রকটিত করেন না, করিলে লীলারস-বৈচিত্রী-সম্পাদনে বিঘ্ন জন্মিত।

শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—মূল শ্লোকে যে "সামান্যদৃষ্ট্যা"-পদটী আছে, সেই "সামান্যদৃষ্টি"-পদের তাৎপর্য্য হইতেছে নির্বিবেক জ্ঞান।" বৃন্দাবনীয় পক্ষি-বৃক্ষাদির জ্ঞান নির্বিবেক বলিয়াই তাঁহাদের নির্বেদ-গর্বাদিকে সঞ্চারিভাবের আভাস বলা হইয়াছে। যেমন, ময়ূরের উদাহরণে, ময়ূরের যদি সবিবেক জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলেই ময়ূর বুঝিতে পারিত—শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পক্ষকে ত্যাগ করিয়াও তাহার পক্ষ ধারণ করিয়া থাকেন ; এইরূপ বুঝিতে পারিলেই ময়ূরে বাস্তব গর্ব্ব সম্ভব হইত ; কিন্তু

তাহার জ্ঞান নির্বিবেক বলিয়া তাহা বুঝিতে পারে না; এজন্য ময়ূরের গর্বকে গর্বনামক সঞ্চারিভাবের আভাস বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী যে বলিয়াছেন--দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের জন্যই পক্ষি-বৃক্ষাদিতে প্রাকৃত বৃক্ষাদি-দৃষ্টি আরোপিত করিয়া আভাস বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যও হইতেছে এই যে, বৃন্দাবনীয় পক্ষি-বৃক্ষাদির এবং প্রাকৃত জগতের পক্ষি-বৃক্ষাদির জ্ঞান স্বরূপে ভিন্ন হইলেও তাহাদের জ্ঞানের সবিবেকত্বের বিকাশাভাব একরূপ মনে করিয়াই আভাস বলা হইয়াছে।

১১১। সঞ্চারি-ভাবসমূহের চতুর্ব্বিধা দশা

"ভাবানাং কচিদুৎপত্তি-সন্ধি-শাবল্য-শান্তয়ঃ।
দশাশ্চতস্র এতাসামুৎপত্তিস্তিহ সম্ভবঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৯॥

—কখনও কখনও (সঞ্চারী) ভাবসমূহের—উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তি,—এই চারি প্রকার দশা হইয়া থাকে ; কিন্তু এই সকল দশার সম্ভবকেই (অর্থাৎ প্রাকট্যকেই) উৎপত্তি বলা হয়।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"ভাবানাং সম্ভবঃ প্রাকট্যম্ উৎপত্তিরুচ্যতে—ভাবসমূহের প্রাকট্যকেই উৎপত্তি বলা হয়। সম্ভব—প্রাকট্য।"

এই চারিটী দশা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতেছে।

১১২। উৎপত্তি

"মণ্ডলে কিমপি চণ্ডমরীচে র্লোহিতায়তি নিশম্য যশোদা।
বৈণবীং ধ্বনিধুরামবিদূরে প্রস্রবস্তিমিতকঞ্চুলিকাসীৎ॥
—ভ, র, সি, ২।৪।১০৯॥ অত্র হর্ষোৎপত্তিঃ॥

– সন্ধ্যাসময়ে সূর্য্যমণ্ডল রক্তবর্ণ হইলে অদূরে বেণুর অতিশয় ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রস্রাবিতস্তন্যধারায় যশোদা মাতার কঞ্চুলিকা সিক্ত হইয়া গেল।"

এ-স্থলে বেণুধ্বনি-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের আগমন সন্নিহিত মনে করিয়া যশোদা-মাতার যে হর্ষের উদয় হইয়াছে, তাহার কথাই বলা হইয়াছে। এ-স্থলে হর্ষ-নামক সঞ্চারিভাবের উৎপত্তি বা প্রাকট্য উদাহৃত হইয়াছে।

"ত্বয়ি রহসি মিলন্ত্যাং সংভ্রমন্যাসভুগ্নাপ্যুষসি সখি তবালী মেখলা পশ্য ভাতি।
ইতি বিবৃতরহস্যে মাধবে কুঞ্চিতভ্রূর্দৃশমনৃজু কিরন্তী রাধিকা বঃ পুনাতু॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৯॥
—অত্রাসূয়োৎপত্তিঃ॥

—হে সখি! বিশাখে! উষাকালে অকস্মাৎ তুমি নির্জন গৃহে মিলিত হইলে তোমার আগমনজাত সম্ভ্রমবশতঃ তোমার সখী, সম্ভোগকালে যে মেখলা (কটিস্থিত ক্ষুদ্র ঘন্টিকা) শিথিল

হইয়া পড়িয়াছিল, সেই মেখলাকে মধ্যদেশে পুনরায় বন্ধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু সম্যক্‌রূপে বন্ধন করিতে না পারায়, তাহা বক্রভাব ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে—দেখ।' মাধব এই প্রকারে রহঃকথা (সম্ভোগের কথা) বিবৃত করিলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভ্রূকুটীর সহিত বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই ভ্রূকুটীর সহিত বক্রদৃষ্টি-নিক্ষেপকারিণী শ্রীরাধা তোমাদের পবিত্রতা বিধান করুন।"

এ-স্থলে শ্রীরাধার অসূয়ার উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রণয়দ্বেষবশতঃ এ-স্থলে পরিহাসপূর্ব্বক নিজের উৎকর্ষ ব্যঞ্জনা করা হইয়াছে বলিয়া অসূয়া প্রকটিত হইয়াছে।

১১৩। ভাব-সন্ধি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"সরূপয়োর্ভিন্নয়োর্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ॥ ২।৪।১১০॥— সমানরূপ, বা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে।"

ক। সমানরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি

সমানরূপ ভাব বলিতে সজাতীয় ভাব বুঝায়। "সরূপয়োঃ সজাতীয়য়োর্ভাবয়োঃ।—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" ভিন্নহেতু হইতে যদি দুইটী সমানরূপ বা সজাতীয় ভাবের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাদের মিলনকে সমানরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি বলে। "সন্ধিঃ সরূপয়োস্তত্র ভিন্নহেতুত্থয়োর্মতঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১০॥"

উদাহরণ :—

"রাক্ষসীং নিশি নিশম্য নিশান্তে গোকুলেশগৃহিণী পতিতাঙ্গীম্।
তৎকুচোপরি সুতঞ্চ হসন্তং হন্ত নিশ্চলতনুঃ ক্ষণমাসীৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১১॥

—নন্দগেহিনী যশোদা নিশান্তে স্বপ্নে দেখিলেন—তাঁহার নিজের গৃহেই পূতনা রাক্ষসীর অঙ্গ পতিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার কুচের উপরিভাগে স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতেছেন। অহো! এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া যশোদা ক্ষণকালের জন্য নিশ্চলতনু (স্তম্ভিত) হইয়া রহিলেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"রাক্ষসীমিতি পূর্ব্ববৎ স্বাপ্নিকং চরিতম্। হরিবংশানুসৃতম্বা।—ইহা হইতেছে পূর্ব্ববৎ স্বাপ্নিক চরিত ; অথবা শ্রীহরিবংশে কথিত বিবরণের অনুসরণেই যশোদার এতাদৃশ চরিতের কথা বলা হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"অত্রানিষ্টেষ্টসংবীক্ষাকৃতয়োর্জাড্যয়োর্যুতিঃ॥— এ-স্থলে ইষ্ট ও অনিষ্ট দর্শনজনিত জাড্যদ্বয়ের মিলন হইয়াছে।" ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আনন্দাতিশয্যবশতঃ জাড্য এবং অনিষ্ট (অনভিপ্রেত) পূতনার দর্শনজনিত শঙ্কাবশতঃ জাড্য। উভয়বিধ জাড্যেরই সমানরূপ—নিশ্চলাঙ্গতা। কিন্তু তাহাদের উদ্ভবের হেতু একরূপ নহে, হেতু

হইতেছে ভিন্ন, এক জাড্যের হেতু হইতেছে নিরাপদ-কৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দাতিশয্য এবং অপর জাড্যের হেতু হইতেছে রাক্ষসীপূতনার দর্শনজনিত শঙ্কা—শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী শঙ্কা।

খ। ভিন্নভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি

"ভিন্নয়োর্হেতুনৈকেন ভিন্নেনাপ্যুপজাতয়োঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১১॥

—একটী হেতু হইতে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতেও, যদি দুইটী ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে সেই দুইটী ভাবের মিলনকেও সন্ধি বলা হয়।"

(১) একহেতু হইতে উদ্ভূত ভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি

"দুর্ব্বারচাপলোঽয়ং ধাবন্নন্তর্বহিশ্চ গোষ্ঠস্য।
শিশুরকুতশ্চিদ্ভীতি র্বিনোতি হৃদয়ং দুনোতি চ মে॥

ভ, র, সি, ২।৪।১১১॥ অত্র হর্ষশঙ্কয়োঃ॥

—(শিশু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যশোদামাতা বলিলেন) এই শিশুর চাপল্য অত্যন্ত দুর্বার, এই শিশু গোকুলের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বদা ধাবমান হইতেছে। তাহার এই অকুতোভয়তা আমার হৃদয়কে হর্ষান্বিতও করিতেছে, আবার শঙ্কিতও করিতেছে।" (বিনোতি প্রীণয়তি, অনিষ্টাশঙ্কয়া দুনোতি চ॥ চক্রবর্ত্তিপাদ॥)

শিশু-কৃষ্ণের ভীতিহীন চঞ্চলতা দেখিয়া যশোদামাতার হর্ষ; আবার সেই ভীতিহীন চাঞ্চল্য হইতে কোনওরূপ অনিষ্ট জন্মিতে পারে বলিয়া তাঁহার শঙ্কাও জন্মিতেছে। এইরূপে এ-স্থলে দুইটী ভিন্ন সঞ্চারিভাবের মিলন দেখা যায়—হর্ষ ও শঙ্কা; কিন্তু তাহাদের উৎপত্তির হেতু হইতেছে মাত্র একটী—শ্রীকৃষ্ণের ভীতিহীন চাঞ্চল্য।

(২) ভিন্ন হেতুদ্বয়জনিত ভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি

"বিলসন্তমবেক্ষ্য দেবকী সুতমুৎফুল্লবিলোচনং পুরঃ।
প্রবলামপি মল্লমণ্ডলীং হিমমুষ্ণঞ্চ জলং দৃশোর্দধে॥

—ভ, র, সি, ২।৪।১১২॥ অত্র হর্ষবিষাদয়োঃ সন্ধিঃ॥

—দেবকীমাতা সম্মুখে প্রফুল্লনয়ন পুত্রকে দেখিয়া হর্ষবশতঃ নয়নে শীতল অশ্রু ধারণ করিলেন, আবার অত্যন্ত বলশালী মল্লদিগকে দেখিয়া আশঙ্কাবশতঃ নয়নে উষ্ণ অশ্রুও ধারণ করিলেন।"

এ-স্থলে হর্ষ ও শঙ্কা—এই দুইটী ভাবের মিলনে সন্ধি হইয়াছে। তাহাদের হেতুও ভিন্ন—হর্ষের হেতু হইতেছে শ্রীকৃষ্ণদর্শন; আর শঙ্কার হেতু হইতেছে মহাবল মল্লদের দর্শন; মল্লগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টের আশঙ্কা। হর্ষজনিত অশ্রু যে শীতল এবং শঙ্কাজনিত অশ্রু যে উষ্ণ—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

১১৪। বহুভাবের মিলনজনিত সন্ধি

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, দুইটী ভাবের মিলনকেই সন্ধি বলা হয়। তাহার দৃষ্টান্তও উল্লিখিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—বহু ভাবের মিলনেও ভাবসন্ধি হইয়া থাকে; এই বহু

ভাব একই কারণ হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে, আবার ভিন্ন ভিন্ন কারণ হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে।

"একেন জায়মানানামানেকেন চ হেতুনা।
বহূনামপি ভাবানাং সন্ধিঃ স্ফুটমবেক্ষ্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১২॥

—একই কারণ, অথবা অনেক কারণ হইতে উদ্ভূত বহুভাবেরও সন্ধি স্পষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

এইরূপে দেখা গেল, ভাবসন্ধির ব্যাপক সংজ্ঞা হইতেছে এই যে—দুই বা বহুভাবের মিলনকেই ভাবসন্ধি বলা হয়। যে-সমস্ত ভাবের মিলনকে সন্ধি বলা হয়, সে-সমস্ত ভাবের উৎপত্তিহেতু একও হইতে পারে, একাধিকও হইতে পারে।

ক। এককারণজনিত বহু ভাবের সন্ধি

"নিরুদ্ধা কালিন্দীতটভুবি মুকুন্দেন বলিনা
হঠাদন্তঃস্মেরাং তরলতরতারোজ্জ্বলকলাম্।
অভিব্যক্তাবজ্ঞামরুণকুটিলাপাঙ্গসুষমাং
দৃশং ন্যস্যন্ত্যস্মিন্ জয়তি বৃষভানোঃ কুলমণিঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১৩॥
অত্র হর্ষৌৎসুক্য-গর্ব্বামর্ষাসূয়ানাং সন্ধিঃ॥

—কালিন্দীতটবর্ত্তী বনভূমিতে বলশালী মুকুন্দকর্ত্তৃক অকস্মাৎ স্বীয় পথ অবরুদ্ধ হইলে যিনি - স্মিতগর্ভা অথচ চঞ্চল-তারকোজ্জ্বলা, স্পষ্টভাবে অবজ্ঞাবিস্তারকারিণী এবং অরুণিম-কুটিল-অপাঙ্গশোভিতা দৃষ্টি মুকুন্দের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানু-কুলমণি শ্রীরাধা জয়যুক্ত হইতেছেন।"

এ-স্থলে "অন্তঃস্মেরাং"-শব্দে হর্ষ, "কুটিলাপাঙ্গসুষমাম্"-শব্দে অসূয়া, "তরলতরতারোজ্জ্বল-কলাম্"-শব্দে ঔৎসুক্য, "অভিব্যক্তাবজ্ঞাম্"-শব্দে গর্ব্ব, এবং "অরুণ-অপাঙ্গ"-শব্দে অমর্ষ সূচিত হইতেছে। এইরূপে এই স্থলে হর্ষ, ঔৎসুক্য, গর্ব্ব, অমর্ষ ও অসূয়া এই কয়টী সঞ্চারিভাবের মিলন বা সন্ধি উদাহৃত হইয়াছে, অথচ এই সকল সঞ্চারিভাবের উদয়ের হেতু হইতেছে মাত্র একটী—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পথ-নিরোধ।

খ। বহুকারণজজনিত বহুভাবের সন্ধি

"পরিহিতহরিহারা বীক্ষ্য রাধা সবিত্রীং নিকটভুবি তথাগ্রে তর্কভাক্ স্মেরপদ্মাম্।
হরিমপি দরদূরে স্বামিনং তত্র চাসীন্মহসি বিনতবক্ত্র-প্রস্ফুরন্ ম্লানবক্ত্রা॥ভ,র,সি, ২।৪।১১৪॥
অত্র লজ্জামর্ষ-হর্ষ-বিষাদানাং সন্ধিঃ॥

—কোনও এক সময়ে ব্রজরাজগৃহে মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীরাধা সে-স্থানে আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কণ্ঠদেশে দোলায়মান ছিল শ্রীকৃষ্ণের হার। এই অবস্থায় তিনি নিকটেই তাঁহার সম্মুখভাগে জননীকে দেখিয়া মনে মনে তর্ক করিতেছিলেন (কুলাঙ্গনা আমার পক্ষে পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের হার পরিধান করা অন্যায়; অথচ মাতা ইহা জানিতে পারিয়াছেন—ইত্যাদিরূপ বিতর্ক মনে মনে করিতেছিলেন); আবার তাঁহার কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের হার দেখিয়া বিপক্ষা পদ্মাও একটু উপহাসের হাসি

হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়া শ্রীরাধার মুখ বিনত হইল, অদূরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আবার তাঁহার বদন প্রফুল্লও হইল, আবার উৎসব-উপলক্ষ্যে সে-স্থানে উপস্থিত স্বীয় পতি অভিমন্যুকে দেখিয়া তাঁহার বদন ম্লানও হইয়া পড়িল।"

মাতার দর্শনে লজ্জা, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে হর্ষ, অভিমন্যুর দর্শনে বিষাদ এবং স্মেরাধরা বিপক্ষা পদ্মার দর্শনে অমর্ষ—এ-স্থলে এই চারিটী সঞ্চারিভাবের সন্ধি হইয়াছে। এই চারিটী ভাবের উদয়ের হেতুও ভিন্ন ভিন্ন।

১১৫। ভাবশাবল্য

"শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১৫॥
—সঞ্চারিভাব-সকলের পরস্পর সংমর্দ্দের নাম শাবল্য।"

সন্ধি ও শাবল্যের পার্থক্য। শাবল্যে ভাবসমূহের উত্তরোত্তর সংমর্দ্দন, আর সন্ধিতে ভাবসমূহের কেবল একত্রাবস্থিতি। কতকগুলি সঞ্চারিভাব পর পর উদিত হইয়া যদি পরস্পরকে সংমর্দ্দিত করে, প্রত্যেকটী ভাবই যদি অন্য একটী ভাবকে উপমর্দ্দিত বা পরাজিত করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে, তাহা হইলে সে-স্থলে হয় ভাব-শাবল্য। আর, দুই বা ততোঽধিক ভাব একই সময়ে উদিত হইয়া যদি কেবল একত্রে অবস্থিতি করে, কিন্তু কোনও ভাবই অপর কোনও ভাবকে উপমর্দ্দিত করিতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলে সে-স্থলে হয় ভাবসন্ধি।

শাবল্যের উদাহরণঃ—

"শক্তঃ কিং নাম কর্ত্তুং স শিশুরহহ মে মিত্রপক্ষানধাক্ষী-
দাতিষ্ঠেয়ং তমেব দ্রুতমথ শরণং কুর্য্যুরেতন্ন বীরাঃ।
আং দিব্যা মল্লগোষ্ঠী বিহরতি স করেণোদ্ধধারাদ্রিবর্য্যং
কুর্য্যামদ্যৈব গত্বা ব্রজভুবি কদনং হা ততঃ কম্পতে ধীঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১৫॥
অত্র গর্ব-বিষাদ-দৈন্য-মতি-স্মৃতি-শঙ্কামর্ষ-ত্রাসানাং শাবল্যম॥

—(কংস মনেমনে বলিতেছেন) সেই কৃষ্ণ তো শিশু, অতএব কি করিতে পারিবে? কি করার সামর্থ্য তাহার আছে? (এ-স্থলে গর্ব প্রকাশ পাইতেছে)। (পরে যখন শ্রীকৃষ্ণের বিক্রমের কথা জানিতে পারিলেন, তখন খেদের সহিত বলিলেন) অহহ! সেই শিশু আমার মিত্রগণকে ভস্মীভূত (সংহার) করিয়াছে (এ-স্থলে বিষাদ। এ-স্থলে পূর্বোৎপন্ন গর্বকে উপমর্দ্দিত করিয়াই বিষাদের উদয় হইয়াছে। তখন কংস ভাবিলেন) এক্ষণে কি করিব? তবে কি শীঘ্র যাইয়া সেই কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইব? (এ-স্থলে দৈন্যের উদয়। তৎক্ষণাৎ আবার ভাবিলেন—না, তাহার শরণাপন্ন হওয়া যায়না, কেননা) কোনও বীরই ইহা করিতে পারেনা (শত্রুর শরণাপন্ন হইতে পারেনা। এ-স্থলে দৈন্যকে সংমর্দ্দিত করিয়া মতি-নামক ভাবের উদয়। পরে ভাবিলেন) আঃ! ভয় কি? আমার তো বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ মল্লগণ রহিয়াছে (এ-স্থলে মতিকে উপমর্দ্দিত করিয়া স্মৃতির উদয় হইয়াছে। তাঁহার যে বলিষ্ঠ

বলিষ্ঠ মল্ল আছে, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার মনে করিলেন—আমার বলিষ্ঠ মল্লগণ থাকিলেও তাহারা কি কৃষ্ণের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে? কেননা, শুনিয়াছি, এই শিশু কৃষ্ণ নাকি) হস্তদ্বারা গিরিশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনকে উত্তোলন করিয়া ধরিয়াছিল (এ-স্থলে স্মৃতিকে উপমর্দ্দিত করিয়া শঙ্কার উদয়। তখন তিনি ভাবিলেন, তবে কি) অদ্যই ব্রজভূমিতে গিয়া উৎপীড়ন আরম্ভ করিব? (এ-স্থলে শঙ্কাকে উপমর্দ্দিত করিয়া অমর্ষের উদয়। তখনই আবার ভাবিলেন—তাহাই বা কিরূপে করিব? কেননা) সেই শিশুর ভয়ে যে আমার বুদ্ধি—হৃদয়—কম্পিত হইতেছে! (এ-স্থলে অমর্ষকে মর্দ্দিত করিয়া ত্রাসের উদয়)।"

এই উদাহরণে গর্ব, বিষাদ, দৈন্য, মতি, স্মৃতি, শঙ্কা, অমর্ষ ও ত্রাস-এই আটটী সঞ্চারী ভাবের পরস্পর সম্মর্দ্দ প্রদর্শিত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"ধন্যাস্তা হরিণীদৃশঃ স রমতে যাভির্নবীনো যুবা
স্বৈরং চাপলমাকলয্য ললিতা মাং হন্ত নিন্দিষ্যতি।
গোবিন্দং পরিরব্ধুমিন্দুবদনং হা চিত্তমুৎকণ্ঠতে
ধিগ্ বামং বিধিমস্তু যেন গরলং মানাভিধং নির্মমে ॥১০২॥

অত্র চাপলশঙ্কোৎসুক্যামর্ষাণাং শাবল্যম্ ॥

—(কলহান্তরিতা শ্রীরাধা নির্জনে মনে মনে বলিতেছেন) অহো! সেই নবীন যুবা শ্রীকৃষ্ণ যে সকল রমণীর সহিত বিহার করেন, তাহারাই ধন্যা (এ-স্থলে চাপল-ভাব। তাহার পরে শ্রীরাধা ভাবিলেন) আমার এই স্বেচ্ছাচাররূপ চপলতায় ললিতা আমায় নিন্দা করিবে (এ-স্থলে চাপলের উপমর্দক শঙ্কার উদয়। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাবিলেন) হায়রে! চন্দ্রবদন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করার নিমিত্ত আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে (এ-স্থলে শঙ্কার উপমর্দ্দক ঔৎসুক্যের উদয়। তখন আবার ভাবিলেন) আমার প্রতি অকরুণ যে বিধাতা এই গরলরূপ মানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে শত ধিক্! (এ-স্থলে ঔৎসুক্যের উপমর্দক অমর্ষের উদয় হইয়াছে)।"

এই উদাহরণে ক্রমশঃ চাপল, শঙ্কা. ঔৎসুক্য ও অমর্ষ-এই চারিটী ভাবের উত্তরোত্তর শাবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১৬। ভাবশান্তি

"অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১৫॥

—যে সঞ্চারী ভাব অত্যন্ত উৎকট হয়, তাহার বিলয়ের নাম শান্তি।"

উদাহরণ :—

"বিধূরিতবদনা বিদূনভাসস্তমঘহরং গহনে গবেষয়ন্তঃ।
মৃদুকলমুরলীং নিশম্য শৈলে ব্রজশিশবঃ পুলকোজ্জ্বলা বভূবুঃ॥
অত্র বিষাদশান্তিঃ॥ ভ. র. সি, ২।৪।১১৬॥

—কৃষ্ণসখা ব্রজশিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ম্লানবদন ও বিবর্ণ হইয়া বনমধ্যে অঘহর শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন ; এমন সময়ে পর্ব্বতোপরি মৃদুমধুর মুরলীরব শ্রবণ করিয়াই তাঁহাদের অঙ্গসমূহ পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।"

এ-স্থলে বিষাদের বিলয় বা শান্তি উদাহৃত হইয়াছে।

১১৭। ভাব-সম্বন্ধে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়

তেত্রিশটী ব্যভিচারিভাবের বিবরণ দিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্যভিচারি-ভাব-প্রকরণের উপসংহারে (২।৪।১১৭-২৮ অনু) যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

তেত্রিশটী ব্যভিচারিভাব, সাতটী গৌণ-ভাব (হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা-এই সাতটী গৌণ-ভাব) এবং একটী মুখ্য ভাব (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী মুখ্যভক্তি বলিয়া একত্রে গণনা করিয়া একটীমাত্র মুখ্য ভাব বলা হইয়াছে)—এই সকলে মিলিয়া মোট ভাব হইতেছে একচল্লিশটী। সাতটী গৌণভাব এবং একটী মুখ্যভাব (অর্থাৎ শান্তাদি পাঁচটী মুখ্যভক্তি) পরে আলোচিত হইবে।

ভাবসমূহের আবির্ভাব হইতে উৎপন্ন যে-সমস্ত চিত্তবৃত্তি, তাহারা শরীরের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের বিকার-বিধায়ক বলিয়া কথিত হয় (শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।

ঔগ্র্য, চাপল্য, ধৈর্য্য ও লজ্জাদি ভাবসমূহের মধ্যে কোনও কোনও ভাব কোনও কোনও স্থলে স্বাভাবিক (ঔৎপত্তিক) এবং কোনও কোনও ভাব কোনও কোনও স্থলে আগন্তুক। যে ভাব স্বাভাবিক, তাহা ভক্তের অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করে ; যেমন, ঔৎপত্তিক রক্তদ্রব্য মঞ্জিষ্ঠাদিতে রক্তিমা ভিতর-বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ। অর্থাৎ মঞ্জিষ্ঠার রক্তিমা স্বাভাবিক, ঔৎপত্তিক ; মঞ্জিষ্ঠার এই রক্তিমা মঞ্জিষ্ঠার ভিতর এবং বাহির সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। তদ্রূপ যে ভক্তের পক্ষে যে ভাব স্বাভাবিক, সেই ভাব তাঁহার ভিতর ও বাহির সর্ব্বদাই ব্যাপিয়া থাকে। এতাদৃশ স্থলে যথাকথঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেই বিভাব বিভাবতা (উদ্দীপকতা) প্রাপ্ত হয়।

এই স্বাভাবিক ভাবের দ্বারা অনুগতা যে রতি, তাহা রতিত্ব-সামান্য-বিবক্ষায় একরূপা হইলেও শান্তাদি অবান্তর-ধর্ম্মবিবক্ষায় শান্ত-দাস্যাদি বিবিধরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ, সামান্য লক্ষণে কৃষ্ণরতি একরূপই—কৃষ্ণপ্রীতিময়ীই। কিন্তু বিভিন্ন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনার বিভিন্নতা অনুসারে, বিভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা অনুসারে, সেই এক

কৃষ্ণপ্রীতিময়ী রতিই বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকট করে—শান্তভক্তের মধ্যে শান্তরতিরূপে, দাস্যভক্তের মধ্যে দাস্যরতিরূপে, ইত্যাদি। নিত্যসিদ্ধ পরিকর ভক্তদের এই সকল রতিবৈচিত্রীও স্বাভাবিকী, অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত। সাধকদের মধ্যে যিনি যে নিত্যসিদ্ধ পরিকরের রতির আনুগত্য করেন, তাঁহার মধ্যেও সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরের রতির অনুরূপ রতিই উৎপন্ন হইবে, প্রথমাবধিই তাঁহার চিত্তে তদনুরূপ রতি বিরাজিত থাকিবে।

আর, আগন্তুক ভাবসম্বন্ধে বক্তব্য এই—আগন্তুক ভাব হইতেছে স্বাভাবিক ভাব হইতে ভিন্ন। শুক্লবস্ত্রকে যদি রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা হয়, তাহা হইলে সেই রঞ্জিত বস্ত্রের রক্তবর্ণ যেমন আগন্তুক, মঞ্জিষ্ঠার রক্তিমার ন্যায় স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক ভাবও তদ্রূপ। এই আগন্তুক ভাব তত্তৎ-স্বাভাবিক ভাবের দ্বারাই ভক্তচিত্তে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহা হইলে এই আগন্তুক ভাব হইতেছে স্বাভাবিক ভাবের অনুভাব বা কার্য্য। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—"এষাং সঞ্চারিভাবানাং মধ্যে কশ্চন কস্যচিৎ। বিভাবশ্চানুভাবশ্চ ভবেদত্র পরস্পরম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯২॥ (পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৬ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বিভাবনাদির বৈশিষ্ট্যভেদে এবং ভক্তদের ভাবভেদে প্রায়শঃ সকল ভাবেরই বৈশিষ্ট্য জন্মিয়া থাকে। বিবিধ ভক্তের বিবিধ বৈশিষ্ট্যবশতঃ তাঁহাদের মনও বিবিধরূপ হইয়া থাকে; কেননা, বিভাবনাদিকৃত ভাব-বৈশিষ্ট্যের উদয় মনেরই অধীন। এজন্য মন-অনুসারে ভাবসমূহের উদয়েও তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাই পরিস্ফুট করিয়া বলা হইতেছে।

ভক্তের চিত্ত যদি গরিষ্ঠ হয়, কিম্বা গম্ভীর হয়, কিম্বা মহিষ্ঠ হয়, অথবা কর্কশাদি হয়, তাহা হইলে ভাবসমূহ সম্যক্‌রূপে উন্মীলিত হইলেও দেহেন্দ্রিয়ের বিকারদ্বারা বাহিরে পরিস্ফুট হয় না বলিয়া অপর লোক তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না। আবার, চিত্ত যদি লঘিষ্ঠ, বা উত্তান (গাম্ভীর্য্য-রহিত), ক্ষুদ্র, বা কোমলাদি হয়, তাহা হইলে ভাবসমূহ অল্পমাত্র উন্মীলিত হইলেও দেহেন্দ্রিয়াদির বিকারের দ্বারা বাহিরে বেশ পরিস্ফুট হইয়া থাকে, সুতরাং অপর লোকও তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে পারে।

গরিষ্ঠ চিত্ত স্বর্ণপিণ্ডের তুল্য, আর লঘিষ্ঠ চিত্ত তূলরাশির তুল্য; ভাব পবনের তুল্য। পবনের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইলেই গৃহমধ্যস্থিত তূলপিণ্ড যেমন বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু স্বর্ণপিণ্ড তদ্রূপ হয় না, তদ্রূপ লঘিষ্ঠচিত্তের সহিত ভাবের যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইলেই দেহেন্দ্রিয়াদির বিকারের দ্বারা তাহা বাহিরে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু গরিষ্ঠ চিত্তে ভাব সম্যক্‌রূপে উন্মীলিত হইলেও সেই চিত্ত ক্ষুভিত হয় বটে, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদির বিকারের দ্বারা তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় না।

গম্ভীর চিত্ত সমুদ্রতুল্য, আর উত্তান চিত্ত ক্ষুদ্র জলাশয়তুল্য এবং ভাব হইতেছে মহাপর্ব্বত-শিখরতুল্য। পর্ব্বতশিখর ক্ষুদ্রজলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে ক্ষুদ্রজলাশয়কে ক্ষুভিত করে; কিন্তু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিতে পারে না। তদ্রূপ, উত্তানচিত্তকেই ভাব বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু গম্ভীর চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

মহিষ্ঠ চিত্ত সমৃদ্ধ নগরের তুল্য, আর ক্ষুদ্রচিত্ত কুটীরের তুল্য এবং ভাব হইতেছে দীপের বা হস্তীর তুল্য। কুটীরমধ্যস্থ হস্তী যেমন কুটীরকে ক্ষুভিত করে, কিন্তু সমৃদ্ধ নগরকে ক্ষুভিত করিতে পারে না, কিম্বা কুটীরমধ্যস্থ দীপ যেমন কুটীরকেই প্রকাশ করে, কিন্তু সমৃদ্ধ নগরমধ্যস্থিত কোনও দীপ যেমন নগরকে প্রকাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ ভাবও ক্ষুদ্র চিত্তকেই বিক্ষুব্ধ করিতে পারে, কিন্তু মহিষ্ঠ চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

চিত্তের কর্কশতা তিন রকমের—বজ্রতুল্য কর্কশ, স্বর্ণতুল্য কর্কশ এবং জতুতুল্য কর্কশ। এই তিন রকমের কর্কশচিত্ত-সম্বন্ধে ভাব হইতেছে অগ্নির তুল্য। বজ্র অত্যন্ত কঠিন; তাহা কিছুতেই মৃদু হয় না; তাপসদিগের (কনিষ্ঠ শান্তভক্তাদির) চিত্তও এইরূপ অত্যন্ত কঠিন, তাহা কখনও কোমল হয় না। অগ্নির অতিশয় উত্তাপে স্বর্ণ দ্রবীভূত হয়, স্বর্ণতুল্য কর্কশচিত্তও ভাবাধিক্যে আর্দ্রীভূত হয়। আর, জতু যেমন অগ্নির সামান্য উত্তাপেও সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হয়, জতুতুল্য কর্কশ চিত্তও ভাবের অল্প উন্মীলনেই সর্ব্বতোভাবে আর্দ্রীভূত হইয়া যায়।

চিত্তের কোমলত্বও আবার তিন রকমের—মদন (মোম) তুল্য কোমল, নবনীততুল্য কোমল এবং অমৃততুল্য কোমল। এই তিন রকম কোমল চিত্তের সম্বন্ধে ভাব হইতেছে প্রায়শঃ সূর্য্যতাপের তুল্য। মোম এবং নবনীত সূর্য্যের তাপে যথাযথ ভাবে গলিয়া যায়; তদ্রূপ, মোমতুল্য কোমল চিত্ত এবং নবনীততুল্য কোমল হৃদয়ও ভাবের স্পর্শে যথাযথভাবে অর্দ্রীভূত হইয়া যায়। আর, অমৃত স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই দ্রবীভূত থাকে; শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তমভক্তদের চিত্তও স্বভাবতঃই অমৃততুল্য কোমল।

উল্লিখিত গরিষ্ঠত্ব-লঘিষ্ঠত্বাদি সম্বন্ধে টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অত্র গরিষ্ঠত্বাদিত্রিকেণ সহ লঘিষ্ঠত্বাদিত্রিকং ব্যভিচারিভাবানাম্ অবিক্ষেপ-বিক্ষেপয়োর্হেতুত্বার্থং নিরূপিতম্। এবং চিত্তস্য কর্কশত্ব-কোমলত্বাদি-কথনন্তু ভাবানাং চিত্তাদ্রবদ্রবয়োর্হেতুত্বার্থমেব জ্ঞেয়ম্। তত্র গরিষ্ঠত্বং নাম ভাবানামল্পস্পর্শেনাচাল্যমানস্বভাবত্বম্। লঘিষ্ঠত্বং ভাবানামল্পসম্বন্ধেনাপি চাঞ্চল্যমানস্বভাবত্বম্, ন তু চিত্তস্য বস্তুতো গুরুত্বং লঘুত্বং বা বিবক্ষণীয়মিতি জ্ঞেয়ম্॥"

তাৎপর্য্য এইঃ—ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা চিত্তের অবিক্ষেপ এবং বিক্ষেপের হেতু প্রদর্শনার্থই তিন রকম গরিষ্ঠত্বের সহিত তিন রকম লঘিষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপ, চিত্তের কর্কশত্ব এবং কোমলত্বাদির কথাও যে বলা হইয়াছে, তাহাও ভাবসমূহের পক্ষে চিত্তের অদ্রবতা এবং দ্রবতার হেতুত্ব প্রদর্শনার্থ—ইহাই বুঝিতে হইবে। এ-স্থলে গরিষ্ঠত্ব হইতেছে—ভাবসমূহের অল্পস্পর্শে অচাল্যমান-স্বভাবত্ব (অর্থাৎ যে চিত্তের স্বভাবই হইতেছে এইরূপ যে, ভাবসমূহের অল্পস্পর্শে তাহা চালিত হয় না, সেই চিত্তকে গরিষ্ঠচিত্ত বলা হইয়াছে)। আর যে চিত্তের স্বভাবই হইতেছে এইরূপ যে, ভাবসমূহের অল্পস্পর্শেই তাহা চালিত হয়, তাহাকে লঘিষ্ঠচিত্ত বলা হইয়াছে। চিত্ত বস্তুতঃই যে গুরু বা লঘু, কর্কশ বা কোমল, তাহা বিবক্ষণীয় নহে।

যাহাহউক, চিত্তের কৃষ্ণসম্বন্ধী আবেশ অনুসারেই গরিষ্ঠত্বাদি হইয়া থাকে। তদ্বৈপরীত্যাদি-দ্বারা লঘিষ্ঠত্বাদি। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব-জ্ঞান এবং ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানাদির দ্বারা কর্কশত্ব। মাধুর্য্যের জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে স্নেহ উৎপাদিত কবিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মত্ব-জ্ঞান এবং ঈশ্বরত্ব-জ্ঞান কেবল চমৎকারজনক হইতে পারে, স্নেহোৎপাদক হইতে পারে না। সকল লোকের মনই সত্ত্বগুণজাত, সুতরাং এ-বিষয়ে কাহারও মনের বিশেষত্ব কিছু নাই; ভাবান্তরের দ্বারাই বিশেষত্ব আরোপিত হয়। সেই ভাবান্তর দুই রকমের—প্রাকৃত ভাব এবং ভাগবত-ভাব। কনিষ্ঠ অধিকারীদিগের পক্ষে প্রাকৃত ভাবই হইতেছে গরিষ্ঠত্বাদি-বিষয়ে হেতু। আর, শ্রেষ্ঠাধিকারীদিগের সম্বন্ধে ভাগবত-ভাবই (ভগবৎ-সম্বন্ধিভাবই) হইতেছে হেতু। অমৃতত্ব-হেতু-ভাবাপেক্ষায় তাঁহারা সকলেই ন্যূনন্যূন। স্থায়িভাবতারতম্যে সর্ব্বত্রই দ্রবতার তারতম্য হইয়া থাকে। দ্রবতাও আবার স্বর্ণাদির ন্যায় যথোত্তর উত্তমা। ব্যভিচারিভাব হইতে যে অবিক্ষেপ এবং বিক্ষেপ, তাহাদেরও স্থায়িভাব অনুসারেই প্রশংসা; কিন্তু সে-স্থলে গরিষ্ঠত্বাদি বিষয়ে হেতু হইতেছে এক এক স্বাভাবিক ভাব, বিক্ষেপের হেতু হইতেছে আগন্তুক।

কিন্তু ওষধিবিশেষের যোগে হীরকও যেমন দ্রবীভূত হওয়ার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, স্থায়িভাব যদি অতিশয় মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে গরিষ্ঠত্বাদি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট চিত্তও ক্ষুভিত হইয়া পড়ে। ইহার সমর্থনে দানকেলিকৌমুদী-নামক গ্রন্থ হইতে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"গভীরোঽপ্যশ্রান্তং দুরধিগমপারোঽপি নিতরা-
মহার্য্যাং মর্য্যাদাং দধদপি হরেরাস্পদমপি।
সতাং স্তোমঃ প্রেমণ্যুদয়তি সমগ্রে স্থগয়িতুং
বিকারং ন স্ফারং জলনিধিরিবেন্দৌ প্রভবতি॥ দানকেলিকৌমুদী।১॥

—শ্রীহরির আস্পদ (নারায়ণের শয়নস্থান) সমুদ্র নিরন্তরই গম্ভীর, দুরধিগমপার এবং নিরতিশয়রূপে স্বাভাবিকী (বিনাশহীনা) মর্য্যাদা-ধারণকারী (কখনও স্বীয় মর্য্যাদাকে বা সীমাকে লঙ্ঘন করে না); কিন্তু এতাদৃশ হইয়াও পৌর্ণমাসী তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে সমুদ্র যেমন নিজের বিকারকে (উচ্ছ্বাসকে) সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ—যে সমস্ত সাধু শ্রীহরির আশ্রয় (যাঁহাদের চিত্তে শ্রীহরি নিত্য অবস্থিত—স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত) গম্ভীর (প্রেম-গোপন-সমর্থ), দুরধিমপার (অনন্ত-গুণবিশিষ্ট) এবং স্বাভাবিকরূপেই মর্য্যাদাপালনকারী (কখনও মর্য্যাদালঙ্ঘন করেন না), পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমের উদয় হইলে সে-সমস্ত সাধুও প্রেমের বিকার সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়েন না।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্থায়ী ভাব

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহিত মিলিত হইলে স্থায়ী ভাব রস রূপে পরিণত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় অধ্যায়ে বিভাবাদির কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে স্থায়ী ভাবের কথা বলা হইতেছে।

১১৮। স্থায়ী ভাব

স্থায়িভাব সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে॥ ২।৫।১॥

(টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অবিরুদ্ধান্ হাসাদীন্ বিরুদ্ধান্ ক্রোধাদীন্) —হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে বশীভূত করিয়া যে ভাব উত্তম রাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে বলে স্থায়ী ভাব।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোহসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥৩।১৭৮॥

—যাহাকে অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবসকল তিরোহিত করিতে অক্ষম, আস্বাদাঙ্কুরের মূল সেই ভাবকে স্থায়ী ভাব বলা হয়।"

ক। সাধারণ আলোচনা

উল্লিখিত প্রমাণদ্বয় একই স্থায়ী ভাবের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। উক্তিদ্বয়ে বিরোধ কিছু নাই। উক্তিদ্বয় হইতে জানা গেল—

যে ভাবকে বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ তিরোহিত বা অভিভূত করিতে পারে না, বরং যে ভাব বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ সমস্ত ভাবকেই স্বীয় বশে আনয়ন করিয়া স্বীয় আনুকূল্যবিধানে বা পুষ্টিসাধনে নিয়োজিত করে, সেই ভাবকে বলে স্থায়ী ভাব।

"বিরুদ্ধ"-শব্দে প্রতিকূলতা সূচিত হয়; আর "অবিরুদ্ধ"-শব্দে অপ্রতিকূলতা সূচিত হয়। মিত্রও অপ্রতিকূল, উদাসীনও অপ্রতিকূল। তাহা হইলে "অবিরুদ্ধ ভাব" বলিতে "মিত্রভাব" এবং "উদাসীন ভাব"-এই উভয়কেই বুঝাইতে পারে। উল্লিখিত রসামৃতসিন্ধু-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন—"অবিরুদ্ধা মিত্রোদাসীনাস্তত্র হ্রীবোধোৎসাহাদ্যা মিত্রাণি, গর্বহর্ষসুপ্তিহাস্যাদ্যা

উদাসীনাঃ। বিরুদ্ধান্ বিষাদ-দীনতা মোহ-শোক-ত্রাসাদীন্। আদিনা ক্রোধদীন্।—অবিরুদ্ধ ভাব বলিতে মিত্রভাব এবং উদাসীন ভাবসমূহকে বুঝায়। লজ্জা, বোধ, উৎসাহাদি হইতেছে মিত্র ভাব; গর্ব, হর্ষ, সুপ্তি, হাসাদি হইতেছে উদাসীন ভাব। আর, বিরুদ্ধ ভাব হইতেছে—বিষাদ, দৈন্য, মোহ, শোক, ত্রাস, ক্রোধ প্রভৃতি।"

রাজার মিত্রপক্ষ আছে, উদাসীন পক্ষও আছে এবং বিরুদ্ধ পক্ষও আছে। মিত্রপক্ষ কখনও রাজার প্রতিকূল আচরণ করে না, বরং সময় বুঝিয়া আনুকূল্যই করিয়া থাকে; কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষ সর্ব্বদা প্রতিকূল আচরণই করে বা করিতে প্রয়াসী। কিন্তু যিনি উত্তম রাজা, তিনি তাঁহার প্রভাবে মিত্র, উদাসীন, এমন কি বিরুদ্ধ পক্ষকেও স্বীয় বশে আনয়ন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ প্রভাবসসম্পন্ন রাজাকেই সুরাজা বা উত্তম রাজা বলা হয়। তদ্রূপ, যে ভাবকে স্থায়ী ভাব বলা হয়, তাহারও এতাদৃশ প্রভাব থাকা চাই, যে প্রভাবের ফলে এই ভাব—বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ—সমস্ত ভাবকেই নিজের বশে আনয়ন করিয়া নিজের আনুকূল্য-সাধনে, বা পুষ্টি-বিধানে নিয়োজিত করিতে পারে।

খ। স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

উল্লিখিত প্রভাবসম্পন্ন ভাবকে "স্থায়ী ভাব" বলা হইয়াছে অর্থাৎ রসনিষ্পত্তির জন্য এই ভাবটীর স্থায়িত্ব আবশ্যক। এই স্থায়িত্ব দুই বিষয়ে হইতে পারে—অবস্থানের স্থায়িত্ব এবং অবস্থার স্থায়িত্ব। কোন্ প্রকারের স্থায়িত্ব এ-স্থলে অভিপ্রেত?

অবস্থানের স্থায়িত্ব বলিতে স্থিতির স্থায়িত্ব বুঝায়; যে ভাবটী নিত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে আশ্রয়-আলম্বনে অবস্থান করে, যাহা কখনও আশ্রয়-আলম্বনকে ত্যাগ করে না, আশ্রয়-আলম্বনের চিত্তে আবির্ভাবের পরে যাহা চিত্ত হইতে কখনও তিরোহিত হয় না, সেই ভাবটীর অবস্থানের স্থায়িত্ব আছে; সুতরাং সেই ভাবটীকে স্থায়ী ভাব বলা যায়। রসনিষ্পত্তির জন্য স্থিতির স্থায়িত্ব অত্যাবশ্যক।

তার পর, অবস্থার স্থায়িত্ব। ভাবটী যদি সর্ব্বদা একই রূপে অবস্থান করে, তাহার অবস্থার যদি কখনও কোনওরূপ পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলেই তাহার অবস্থার স্থায়িত্ব বা নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। এতাদৃশ অবস্থার স্থায়িত্ব এ-স্থলে অভিপ্রেত কিনা, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। অবস্থার এতাদৃশ স্থায়িত্ব অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই।

উদ্দীপনাদির যোগে স্থায়ী ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তনেই উচ্ছ্বাসাদি সম্ভব; সুতরাং স্থায়ী ভাবের অবস্থা সর্ব্বদা একরূপ থাকেনা। যখন উদ্দীপনাদির যোগ হয়না, তখনও স্থায়িভাব গতিহীন বা স্পন্দনহীন থাকেনা, বিষয়ালম্বনের দিকে তাহার গতি থাকে। পবনাদির যোগে নদী যেমন উচ্ছ্বসিত বা তরঙ্গায়িত হয়, উদ্দীপনাদির যোগেও স্থায়ী ভাব তদ্রূপ উচ্ছ্বসিত বা তরঙ্গায়িত হইয়া থাকে; আবার, পবনাদির যোগ না হইলে বাহিরে নদীর উচ্ছ্বাস বা তরঙ্গ দৃষ্ট না হইলেও, নদীকে তখন স্থির বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ নদী তখনও স্থির নহে, সমুদ্রের দিকে তাহার গতি থাকে; তদ্রূপ উদ্দীপনাদির যোগ না হইলেও বিষয়ালম্বনের দিকে স্থায়ী ভাবের গতি থাকে। সমগ্র

আকাশব্যাপী নীল মেঘ যখন স্থির নিশ্চল বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখনও যে তাহার গতি থাকে, চন্দ্রের আপেক্ষিক গতি হইতেই তাহা বুঝা যায়। উদ্দীপনাদির অভাব হইলেও তদ্রূপ বিষয়ালম্বনের দিকে স্থায়ী ভাবের গতি থাকে ; বিষয়ালম্বন ব্যতীত অন্যবিষয়ে অনুসন্ধানহীনতাই তাহার প্রমাণ। আবার একই রতি যে গাঢ়তার বৃদ্ধিক্রমে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগাদি বহু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাও অতি প্রসিদ্ধ, ইহাও রতির অবস্থার অস্থিরতা সূচিত করিতেছে। স্থায়ী ভাবের অবস্থার একরূপতা বা স্থিরতা স্বীকার করিলে তাহার রসরূপতাই সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা, বিভাবাদি সামগ্রীচতুষ্টয়ের যোগে স্থায়ী ভাবের রসত্ব-প্রাপ্তি হইতেছে তাহার অবস্থান্তর প্রাপ্তিই, অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব-প্রাপ্তিই ; যে রসত্ব পূর্ব্বে ছিলনা, সামগ্রীচতুষ্টয়ের যোগে সেই রসত্ব জন্মিয়া থাকে। ইহাও অবস্থান্তর-প্রাপ্তিই ; সুতরাং অবস্থার স্থায়িত্ব বা স্থিরত্ব স্বীকার করিলে স্থায়ী ভাবের রসত্ব-প্রাপ্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপে দেখা যায়, স্থায়ী ভাবের অবস্থার স্থায়িত্ব অভিপ্রেত নহে, অবস্থানের স্থায়িত্বই অভিপ্রেত।

গ। অনুভাবাদি স্থায়িভাব হইতে পারেনা

স্মিত-নৃত্যাদি অনুভাব, অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব, কিম্বা নির্বেদাদি সঞ্চারী ভাব—এ-সমস্তের অবস্থানের স্থায়িত্ব নাই ; তাহারা সময়বিশেষে আবির্ভূত হয়, আবার তিরোহিতও হয় ; আশ্রয়ালম্বনে সর্ব্বদা অবস্থান করে না ; অবস্থানের স্থায়িত্ব নাই বলিয়া এ-সমস্তকে স্থায়ী ভাব বলা হয় না। (৭।১৩৩-খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঘ। স্থায়ী ভাবের প্রাধান্য

স্থায়ী ভাবই হইতেছে উদ্দীপন, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব এবং সঞ্চারিভাবাদির উপজীব্য। স্থায়ী ভাব না থাকিলে বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কাহাকে উদ্দীপিত করিবে? অশ্রু-কম্পাদিই বা কিরূপে সাত্ত্বিকত্ব লাভ করিবে? হর্ষ-নির্বেদাদিই বা কাহাকে সঞ্চারিত করিবে? এইরূপে দেখা যায়—সমস্ত ভাবের মধ্যে স্থায়ী ভাবেরই প্রাধান্য।

ঙ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিই স্থায়ী ভাব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি ব্যতীত লৌকিকী রতির রসত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার করেন না (৭।১৭১-অনু)। এজন্য তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিই হইতেছে রসের স্থায়ীভাব। "স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২॥" কৃষ্ণভক্তের চিত্তে এই কৃষ্ণরতি নিত্যই বিরাজিত—নিত্যসিদ্ধ পরিকর-ভক্তদের চিত্তে অনাদিকাল হইতেই নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজিত, সাধনসিদ্ধ বা জাতরতি সাধক ভক্তদের চিত্তেও রতির আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজিত।

১১৯। দ্বিবিধা কৃষ্ণরতি—মুখ্যা ও গৌণী

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, কৃষ্ণবিষয়া রতি দুই রকমের—মুখ্যা এবং গৌণী। "মুখ্যা গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥২।৫।২॥"

মুখ্যারতি

১২০। মুখ্যারতির লক্ষণ

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্ত্তিতা ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩॥
—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ-স্বরূপা যে রতি, তাহাকে মুখ্যা রতি বলে।"

রতির স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণের কথা পূর্ব্বে (৬।১৬-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। সে-স্থলে বলা হইয়াছে, স্বরূপলক্ষণে কৃষ্ণরতি হইতেছে—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্—শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষ-স্বরূপা, প্রেমরূপ সূর্য্যের অংশুর তুল্য।" "শুদ্ধসত্ত্ব" বলিতে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে বুঝায়। হ্লাদিনী-সংবিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই হইতেছে "রতি"; ইহাই হইতেছে কৃষ্ণরতির স্বরূপ-লক্ষণ। আর, সেস্থলে রতির তটস্থ-লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ—রুচিদ্বারা চিত্তের মাসৃণ্যসাধক।" (৬।১৬-অনুচ্ছেদে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।৫।৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ ইত্যত্র যা লক্ষিতা সেত্যর্থঃ।—(পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১৬-অনুচ্ছেদে আলোচিত) 'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্'-ইত্যাদি শ্লোকে যে রতির কথা বলা হইয়াছে, সেই রতিকেই মুখ্যা রতি বলা হয়।" পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১৬-অনুচ্ছেদে আলোচিত শ্লোকে চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের প্রথম আবির্ভাবের কথাই বলা হইয়াছে; এই প্রথম আবির্ভাবের পারিভাষিক নাম হইতেছে "রতি", বা "ভাব", বা "প্রেমাঙ্কুর।" ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে ইহা প্রেম, স্নেহ, মানাদি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া যায়। স্বরূপ-লক্ষণে সকল স্তরই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মক। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত ২।৫।৩-শ্লোকে "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি"-বাক্যের তাৎপর্য্য বোধহয় এই যে—যে রতি শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (অর্থাৎ যাহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ), তাহাকেই মুখ্যা রতি বলা হয়। তাহা হইলে, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি বা প্রীতি মাত্রকেই (তাহা যে-স্তরেই অবস্থিত থাকুক না কেন, কৃষ্ণবিষয়া প্রীতির যে-কোনও স্তরকেই) মুখ্যা রতি বলা যায়; কেননা, তাহাও শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতেই তাহা জানা যাইবে। তবে যে শ্রীজীবপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাগিত্যত্র যা লক্ষিতা সেত্যর্থঃ", ইহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে কৃষ্ণবিষয়া রতির সামান্য স্বরূপ-লক্ষণের কথাই বলিয়াছেন—কৃষ্ণপ্রেমের প্রথমাবির্ভাবরূপা রতির যে স্বরূপলক্ষণ (শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মকত্ব), তাহাই যে রতির স্বরূপ-লক্ষণ, সেই রতিকেই (অর্থাৎ সেই প্রেমস্তরকেই) মুখ্যা রতি বলা হয়।

১২১। মুখ্যা রতি দ্বিবিধা—স্বার্থা ও পরার্থা

মুখ্যারতি আবার দুই রকমের—স্বার্থা ও পরার্থা। "মুখ্যাপি দ্বিবিধা স্বার্থা পরার্থা চেতি কীর্ত্ত্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩॥"

১২২। স্বার্থা মুখ্যা রতি

"অবিরুদ্ধৈঃ স্ফুটং ভাবৈঃ পুষ্ণাত্যাত্মানমেব যা।
বিরুদ্ধৈ র্দুঃশকগ্লানিঃ সা স্বার্থা কথিতা রতিঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩॥

—যে রতি অবিরুদ্ধ ভাবসমূহদ্বারা স্পষ্টরূপে নিজের পুষ্টি সাধন করে এবং বিরুদ্ধ ভাবসমূহদ্বারা যাহার দুঃসহগ্লানি জন্মে, তাহাকে স্বার্থা রতি বলে।"

এ-স্থলে অবিরুদ্ধভাবের দ্বারা যে পুষ্টি, তাহাও রতির নিজের পুষ্টি, অবিরুদ্ধভাবসমূহের পুষ্টি নহে; আর বিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা যে গ্লানি জন্মে, তাহাও রতির নিজেরই গ্লানি, বিরুদ্ধভাবের গ্লানি নহে। উভয় স্থলেই রতির নিজের উপরেই অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ ভাবের প্রভাব প্রকটিত হয়। এজন্য এই রতিকে "স্বার্থা" বলা হইয়াছে।

১২৩। পরার্থা মুখ্যারতি

"অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ সঙ্কুচন্তী স্বয়ং রতিঃ।
যা ভাবমনুগৃহ্ণাতি সা পরার্থা নিগদ্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩॥

—যে রতি নিজে সঙ্কুচিত হইয়া বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবকে অনুগৃহীত করে, তাহাকে পরার্থা মুখ্যা রতি বলে।"

এ-স্থলে যাহা বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই:—যে রতি অবিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা নিজের পুষ্টি সাধন করে না, পরন্ত নিজে সঙ্কুচিত হইয়া অবিরুদ্ধ ভাবকেই অনুগৃহীত বা পুষ্ট করে এবং যে রতি নিজে সঙ্কুচিত হইয়া বিরুদ্ধ ভাবকেও অনুগৃহীত বা পুষ্ট করে, তাহাকে পরার্থা রতি বলে। এতাদৃশী রতি যাহা কিছু করে, তাহাই হইতেছে পরের জন্য—অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ ভাবের পুষ্টির জন্য, নিজের পুষ্টির জন্য কিছুই করে না, নিজে বরং সঙ্কুচিত হইয়াই বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ ভাবের পুষ্টি সাধন করে। এজন্য এই রতিকে পরার্থা রতি বলে।

স্বার্থা ও পরার্থা—উভয় প্রকারের রতিই হইতেছে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা; কেননা, এতদুভয় হইতেছে মুখ্যারতিরই ভেদ।

১২৪। স্বার্থা ও পরার্থা মুখ্যা রতির পঞ্চবিধ ভেদ

স্বার্থারূপে এবং পরার্থারূপেও উল্লিখিত মুখ্যা রতি আবার পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে—শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা।

শুদ্ধা প্রীতি স্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তেত্যসৌ।
স্বপরার্থৈব সা মুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩।

কিন্তু স্বরূপলক্ষণে রতি যখন শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা, তখন ইহা একরূপই হওয়ার কথা ; তাহার আবার বিবিধ ভেদ কিরূপে হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ রতিরেবোপগচ্ছতি।
যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু ॥২।৫।৪॥

—পাত্রবৈশিষ্ট্যবশতঃ রতিও বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয় ; স্ফটিকাদি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে প্রতিবিম্বিত একই সূর্য্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ।"

সূর্য্য সর্ব্বদা একই, কিন্তু এই একই সূর্য্য যদি নানাবিধ বর্ণের নানাবিধ স্ফটিকদ্রব্যে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে স্ফটিকদ্রব্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতিবিম্বও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে—রক্তবর্ণ স্ফটিকে প্রতিবিম্ব হয় রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ স্ফটিকে প্রতিবিম্ব হয় নীল বর্ণ ; ইত্যাদি। সূর্য্য কিন্তু একই থাকে। তদ্রূপ কৃষ্ণরতি সর্ব্বদা একরূপই, ইহা সর্ব্বদাই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ; তথাপি পাত্রের—আশ্রয়ালম্বনের—বৈশিষ্ট্য অনুসারে শুদ্ধা, প্রীতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়।

এ-স্থলে রতি ও সূর্য্যের উপমায় কেবল বৈশিষ্ট্যেই সাম্য। বিভিন্ন বর্ণের স্ফটিকে সূর্য্যের যেরূপ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, বিভিন্ন আশ্রয়ালম্বনে যে তদ্রূপ রতির প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। সূর্য্য নিজে স্ফটিকে প্রবেশ করে না ; কিন্তু রতি নিজেই আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। স্ফটিকের বর্ণভেদে যেমন প্রতিবিম্বের বর্ণভেদ হয়, তদ্রূপ আশ্রয়ালম্বনের (পাত্রের) ভাবভেদে রতিও ভেদ প্রাপ্ত হয়। একই শ্বেতশুভ্র দীপশিখা যদি রক্তবর্ণের কাচের আবরণে আবৃত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে রক্তবর্ণ দেখায়, যদি নীলবর্ণের কাচের আবরণে আবৃত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নীলবর্ণ দেখায়। আবরণের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দীপশিখার আলোক বাহিরে প্রকাশ পায়। এ-স্থলে আলোকও সত্য, আবরণের বর্ণও সত্য, কোনওটীই প্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা নহে। তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা কৃষ্ণরতিও সত্য বস্তু, এই সত্য বস্তুই আশ্রয়ালম্বনের চিত্তে নিজে আবির্ভূত হয়। আশ্রয়ালম্বনের চিত্তের ভাবও সত্য, সেই সত্য ভাবের সহিত মিলিত হইয়া রতি সত্যভাবের বর্ণে রঞ্জিত হয়, তাদাত্ম্য লাভ করে। বিভিন্ন ভাবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া একই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা কৃষ্ণরতি বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। "বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ"-বাক্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাই বলিয়াছেন।

এক্ষণে রতির পঞ্চবিধ ভেদের কথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলা হইতেছে।

১২৫। শুদ্ধা রতি

শুদ্ধারতি তিন রকমের—সামান্যা, স্বচ্ছা এবং শান্তি। শুদ্ধারতিতে অঙ্গকম্পন, চক্ষুর মীলন ও উন্মীলনাদি প্রকাশ পায় (ভ, র, সি, ২।৫।৫॥)

ক। সামান্যা শুদ্ধা রতি

"কিঞ্চিদ্বিশেষমপ্রাপ্তা সাধারণজনস্য যা।
বালিকাদেশ্চ কৃষ্ণে স্যাৎ সামান্যা সা রতির্মতা॥ ভ, র, সি ২।৫।৬॥

—সাধারণ লোকের (অর্থাৎ ভক্তরূপ-সামান্যধর্ম্মাশ্রয় সাধারণ লোকের) এবং (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ি-কোৎপত্তিক-প্রীতিযুক্ত-ব্রজস্থ) বালিকাদের শ্রীকৃষ্ণে যে রতি দাস্য-সখ্য-স্বচ্ছত্ব-শান্তত্বাদি বিশেষকে প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে সামান্যা রতি বলে (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

সাধারণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া যে রতি, যাহা দাস্যরতি, বা সখ্যরতির ন্যায়, বা অন্যরূপ রতির ন্যায়, কোনও বিশেষরূপত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাই হইতেছে সামান্যা রতি। শ্রীকৃষ্ণে রতিমান্ সকলের মধ্যেই ইহা বর্ত্তমান ; কাহারও কাহারও মধ্যে ইহা কোনও কোনও বিশেষ রূপ ধারণ করে ; কিন্তু সকলের মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়া ইহাকে সামান্যা রতি বলা হয়।

উদাহরণ :—

"অস্মিন্মথুরাবীথ্যামুদয়তি মধুরে বিরোচনে পুরতঃ।
কথয় সখে ম্রদিমানং মানসমদনং কিমেতি মম॥ ভ, র, সি, ২।৫।৭॥

—(মথুরানগরে উপনীত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুরাবাসী কোনও সাধারণ লোক তাঁহার সখাকে বলিয়াছিলেন) হে সখে! এই মথুরার পথিমধ্যে আমার অগ্রভাগে মধুর সূর্য্য (বিরোচন) উদিত হইলে আমার মানসরূপ মদন যে ম্রদিমা (মৃদুতা) প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ কি ? (শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্যের উদয়ই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয় ; অন্য কোনও হেতু তো দৃষ্ট হয়না)।"

মদন স্বভাবতঃই চঞ্চলতা জন্মায় ; মানসরূপ মদন চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বদাই চঞ্চল করে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে মথুরা-নাগরিকের মন মৃদুতা ধারণ করিয়াছে, ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার রতি আছে ; কিন্তু এই রতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার কোনওরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মাইতে পারে নাই। এজন্য ইহাকে সামান্যা রতি বলা হইয়াছে।

অন্য উদাহরণ :—

"ত্রিবর্ষা বালিকা সেয়ং বর্ষীয়সি সমীক্ষ্যতাম্।
যা পুরঃ কৃষ্ণমালোক্য হুঙ্কুর্ব্বত্যভিধাবতি॥ ভ, র, সি, ২।৫।৮॥

—হে বৃদ্ধে! এই তিনবৎসর বয়সের বালিকাটীকে দেখ। সম্মুখ ভাগে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াই এই বালিকা হুঙ্কার করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে।"

খ। স্বচ্ছা শুদ্ধা রতি

"তত্তৎসাধনতো নানাবিধভক্তপ্রসঙ্গতঃ।
সাধকানান্তু বৈবিধ্যং যান্তী স্বচ্ছা রতির্মতা॥
যদা যাদৃশি ভক্তে স্যাদাসক্তিস্তাদৃশং তদা।
রূপং স্ফটিকবৎ ধত্তে স্বচ্ছাসৌ তেন কীর্ত্তিতা॥ ভ, র, সি, ২।৫।৯॥

—নানাবিধ ভক্তের সঙ্গবশতঃ নানাবিধ সাধনের ফলে সাধকদিগের যে রতি বৈবিধ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্বচ্ছা রতি বলে। যখন যেরকম ভক্তে আসক্তি জন্মে, তখন রতিও তাদৃশ রূপ ধারণ করে, স্ফটিকের ন্যায়। এজন্য এতাদৃশী রতিকে স্বচ্ছা বলা হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবতের "ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥১০।৫১।৫৩॥"-এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—ভক্ত-সঙ্গই হইতেছে কৃষ্ণরতির বীজ। সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার আশায় লোক ভক্তসঙ্গ করিয়া থাকে এবং ভক্তসঙ্গের প্রভাবে রতির বীজও লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে জলসেচনের প্রয়োজন। কৃষ্ণরতির বীজকে অঙ্কুরিত করার পক্ষে জলসেচন হইতেছে সাধন-ভজন। যাঁহার চিত্তে কৃষ্ণরতির বীজ স্থান পাইয়াছে, তিনি যদি নানাভাববিশিষ্ট নানাভক্তের সঙ্গ করেন এবং তাঁহাদের প্রতি আসক্তিবশতঃ তাঁহাদের নানাবিধ সাধনেরও অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তস্থিত রতিবীজও নানাভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিবে; স্বচ্ছ স্ফটিক যেরূপ বর্ণবিশিষ্ট বস্তুর নিকটে থাকে, সেই রূপ বর্ণই যেমন ধারণ করে, তদ্রূপ। নানাবিধ ভক্তের সঙ্গবশতঃ এবং নানাবিধ ভক্তে আসক্তিবশতঃ নানাবিধ ভাব ধারণ করে যে রতি, তাহাকেই স্বচ্ছা রতি বলা হয়—স্বচ্ছা বলিয়াই নানাবিধ ভাবধারণে সমর্থা, স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন নানাবিধ বর্ণ ধারণ করিতে পারে, তদ্রূপ। এ-স্থলে স্ফটিকের দৃষ্টান্তের সার্থকতা কেবল নানাভাবের ধারণাংশে, প্রতিবিম্বত্বে নহে।

উদাহরণঃ—

"ক্বচিৎ প্রভুরিতি স্তুবন্ ক্বচন মিত্রমিত্যুদ্ধসন্।
ক্বচিত্তনয়মিত্যবন্ ক্বচন কান্ত ইত্যুল্লসন্।
ক্বচিন্মসি ভাবয়ন্ পরম এব আত্মেত্যসা-
বভূদ্বিবিধসেবয়া বিবিধবৃত্তিরার্য্যো দ্বিজঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৯॥

—কোনও আর্য্য ব্রাহ্মণ ভগবান্‌কে কখনও প্রভু বলিয়া স্তব করেন, কখনও মিত্র বলিয়া পরিহাস করেন, কখনও পুত্র বলিয়া পালন করেন, কখনও কান্ত বলিয়া উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন, আবার কখনও বা পরমাত্মা বলিয়া মনে ভাবনা করেন; এইরূপে বিবিধ ভাবের সেবা দ্বারা তাঁহার মনোবৃত্তিও বিবিধরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

কাহাদের রতি স্বচ্ছা হয়?

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"অনাচান্তধিয়াং তত্তদ্ভাবনিষ্ঠাসুখার্ণবে।
আর্য্যাণামতিশুদ্ধানাং প্রায়ঃ স্বচ্ছা রতির্ভবেৎ॥২।৫।১০॥

—সেই-সেই-ভাবনিষ্ঠারূপ সুখসাগরে বিশেষ-আস্বাদশূন্যচিত্ত অতিশুদ্ধ আর্য্যাদিগেরই প্রায়শঃ স্বচ্ছা রতি হইয়া থাকে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“আর্য্যাণাং তত্তচ্ছাস্ত্রমাত্রদৃষ্ট্যা প্রবর্ত্তমানানাম্—সেই-সেই শাস্ত্রমাত্র দৃষ্টি করিয়া যাঁহারা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ-স্থলে ‘আর্য্য’-শব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে।” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“দাস্যাদিভাবনিষ্ঠা-সুখসমুদ্রে অনাচান্তধিয়াম্ আস্বাদবিশেষালাভেনানিষ্ঠিতচিত্তানাং যত আর্য্যাণাং তত্তশাস্ত্রমাত্রমালম্বনাদিরিতিবিবেকং বিনা ভক্তিপরাণাম্ অত অনাচান্তধিয়াং স্বল্পমপি নিষ্ঠাসুখাস্বাদমপ্রাপ্তানামতিশুদ্ধানাং পঞ্চবিধভক্তেষু আসক্তিমেব কুর্বতাং ন তু কুত্রাপি অনাদরমিত্যর্থঃ॥” তাৎপর্য্য – যাঁহারা তত্তৎ-শাস্ত্রমাত্রকেই আশ্রয় করিয়া, বিচার-বিবেক ব্যতীত, ভজন-পরায়ণ হয়েন, তাঁহাদিগকেই এ-স্থলে ‘আর্য্য’ বলা হইয়াছে; বিচার-বিবেক ব্যতীত কেবলমাত্র শাস্ত্রমাত্রকে অবলম্বন করিয়া ভজন করেন বলিয়া তাঁহারা হয়েন--‘অনাচান্তধী’; অর্থাৎ তাঁহারা নিষ্ঠাসুখের আস্বাদন পায়েন না; তাঁহারা অতি শুদ্ধ; পঞ্চবিধ ভক্তেই তাঁহাদের আসক্তি আছে, তাঁহারা কাহারও অনাদর করেন না; সুতরাং কোনও ভাবেই তাঁহাদের নিষ্ঠা নাই; এজন্য দাস্যাদি ভাবের কোনও এক ভাবে নিষ্ঠা জন্মিলে যে সুখ-সমুদ্রের আস্বাদন পাওয়া যায়, তাঁহারা সেই সুখ হইতে বঞ্চিত। এতাদৃশ লোকগণের রতিই প্রায়শঃ স্বচ্ছা হইয়া থাকে।

গ। শান্তি

যাঁহাদের মধ্যে “শম” আছে, তাঁহাদের রতিকেই “শান্তি রতি” বলা হয়। সুতরাং প্রথমেই “শম” কাহাকে বলে, তাহা বলা হইয়াছে।

“মানসে নির্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে॥ ভ, র, সি, ২।৫।১০॥

—মনোমধ্যে যে নির্বিকল্পত্ব (স্থিরত্ব, নিশ্চলতা), তাহাকে শম বলা হয়।”

“তথা চোক্তম্॥

বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।

আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ॥ ভ, র, সি ১।৫।১০॥

—প্রাচীনগণও বলিয়াছেন, যে স্বভাব হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া লোক আত্মানন্দে অবস্থান করে, সেই স্বভাবকে শম বলে।”

[শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—“শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ॥ শ্রীভা, ১১।১৯।৩৬॥—আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) বুদ্ধির নিষ্ঠতাকে ‘শম’ বলে।” বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণে বুদ্ধি নিষ্ঠা প্রাপ্ত না হইলে বিষয়োন্মুখতাও পরিত্যাগ করা যায় না, আত্মানন্দেরও অনুভব হইতে পারে না।]

শমপ্রধান ভক্তদিগের লক্ষণ

“প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জিতা।

পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তীরতির্মতা॥ ভ, র, সি, ২।৫।১১॥

—শমপ্রধান ব্যক্তিদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে পরমাত্মা-জ্ঞান জন্মে এবং মমতাগন্ধ-বিবর্জিত শান্তিরতি জন্মে।”

উদাহরণ :—

"দেবর্ষিবীণয়া গীতে হরিলীলামহোৎসবে।

সনকস্য তনৌ কম্পো ব্রহ্মানুভাবিনোহপ্যভূৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।১১॥

—বীণাসহযোগে দেবর্ষি নারদ হরিলীলামহোৎসবে গান করিলে, সনক ঋষি ব্রহ্মানুভাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার দেহে কম্প উপস্থিত হইয়াছিল।"

অন্য উদাহরণ :—

"হরিবল্লভসেবয়া সমন্তাদপবর্গানুভবং কিলাবধীর্য্য।

ঘনসুন্দরমাত্মনোহপ্যভীষ্টং পরমং ব্রহ্ম দিদৃক্ষতে মনো মে॥ ভ, র, সি, ২।৫।১২॥

—বৈষ্ণবসেবার প্রভাবে আমার মন মোক্ষসুখ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অভীষ্টদেব মেঘকান্তি হরিকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছে।"

উল্লিখিত উদাহরণদ্বয় হইতে জানা গেল—ভক্তমুখে হরিলীলাকীর্ত্তন-শ্রবণের ফলে, কিম্বা ভক্তসেবার ফলে ব্রহ্মানন্দানুভবী ব্যক্তিদিগের চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতির আবির্ভাব হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা জাগ্রত হয়; কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি তাঁহার দাস", কিম্বা "শ্রীকৃষ্ণ আমার সখা"-ইত্যাদিরূপ মমতাবুদ্ধি তাঁহাদের জাগ্রত হয় না, "শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা"-এইরূপ বুদ্ধিই জাগ্রত হয়; এজন্য তাঁহাদের রতিকে "মমতাগন্ধবর্জ্জিতা" বলা হইয়াছে। মমতাবুদ্ধি নাই বলিয়া, "শ্রীকৃষ্ণ আমারই আপনজন"-এইরূপ জ্ঞান জন্মেনা বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে "পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, সর্ব্বাশ্রয়" মনে করেন বলিয়া সহজেই বুঝা যায়, তাঁহাদের রতি হইতেছে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধানা; সুতরাং তাঁহাদের রতির বিষয়ালম্বন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাব-প্রধানরূপ বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণ। এতাদৃশী রতিকেই "শান্তি রতি" বলা হয়। এই রতির ভিত্তি হইতেছে—"শম—বুদ্ধির শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা, অন্যবিষয়ে নিশ্চলতা"; এজন্য ইহাকে "শান্তি রতি বা শান্ত রতি" বলে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,

শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা। "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধিঃ"-ইতি শ্রীমুখগাথা॥

কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি। অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥

স্বর্গমোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে। কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে॥

শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিহীন। পরব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞানপ্রবীণ।

কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে। শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৭৩-৭৮॥

১২৬। শুদ্ধারতি সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে তিন রকমের শুদ্ধা রতির কথা আলোচিত হইয়াছে--সামান্যা, স্বচ্ছা এবং শান্তি। সামান্যা রতিতে সাধারণভাবে রতিমাত্র বিদ্যমান; কোনওরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান তো জন্মেই না,

সম্বন্ধজ্ঞানের আভাসও থাকে না। স্বচ্ছাতেও সম্বন্ধজ্ঞান নাই ; তবে মধ্যে মধ্যে ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে এবং ভক্তদের প্রতি আসক্তিবশতঃ সম্বন্ধজ্ঞানের আভাস সাময়িক ভাবে উদিত হয়, স্ফটিকে যেমন অন্য বস্তুর বর্ণ প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ। কিন্তু স্ফটিকে প্রতিফলিত বর্ণ যেমন স্থায়িত্ব লাভ করে না, স্ফটিক যখন যে বর্ণের নিকটে থাকে, তখন সেই বর্ণ তাহাতে দৃষ্ট হয়, সেই বর্ণের নিকট হইতে স্ফটিককে অন্যত্র লইয়া গেলে সেই বর্ণের আভাসও অপসারিত হয়, তদ্রূপ নানা ভাবের ভক্তের সঙ্গবশতঃ স্বচ্ছা রতিও নানা ভাব প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু কোনও ভাবই স্থায়িত্ব লাভ করে না। স্বচ্ছা রতির উদাহরণে যে ব্রাহ্মণের কথা বলা হইয়াছে, তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু বলিয়া মনে করেন, কখনও মিত্র বলিয়া মনে করেন, কখনও পুত্র বলিয়া মনে করেন, কখনও বা কান্ত বলিয়া মনে করেন, আবার কখনও বা পরমাত্মা বলিয়া মনে করেন। কোনও ভাবই স্থায়িত্ব লাভ করে না ; স্থায়িত্ব লাভ করিলে, যাঁহাকে পুত্র বলিয়া মনে করা হয়, তাঁহকে আবার কান্ত বলিয়া মনে করা সম্ভব নয়। স্বচ্ছা রতির কোনও ভাবেই নিষ্ঠা নাই, নিষ্ঠা নাই বলিয়া পরমানন্দের অনুভবও সম্ভব হয় না। তথাপি সামান্যা অপেক্ষা স্বচ্ছার উৎকর্ষ এই যে—সামান্যাতে সম্বন্ধজ্ঞানের আভাসও থাকে না ; কিন্তু স্বচ্ছাতে সম্বন্ধজ্ঞানের আভাস মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু এই আভাস অস্থায়ী এবং নিষ্ঠাহীন ; নিষ্ঠাহীন বলিয়া পরমানন্দের অনুভবহীন।

শান্তিরতিতেও সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হয় না ; কেবল স্বরূপের জ্ঞানমাত্র স্ফুরিত হয়। তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণে পরব্রহ্ম পরমাত্মা"-জ্ঞান জন্মে এবং পরব্রহ্ম-পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা জন্মে—যাহা সামান্যায় বা স্বচ্ছায় নাই। ইহাই সামান্যা এবং স্বচ্ছা হইতে শান্তির উৎকর্ষ। শান্তিতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা জন্মিলেও "পরব্রহ্ম পরমাত্মা"-জ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি জন্মিতে পারে না—সুতরাং কোনওরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানও জন্মিতে পারে না। তথাপি ঐকান্তিকীনিষ্ঠা-বশতঃ পরমানন্দের অনুভব হয় ; এজন্যই শান্তভক্তের কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুতে তৃষ্ণা থাকে না, এমন কি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দেও না।

ক। শান্তিরতিরই রসযোগ্যতা

পরমানন্দের অনুভব হয় বলিয়া শান্তিরতি রসে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা ধারণ করে ; কেননা, আনন্দ বা সুখই হইতেছে রসের প্রাণ। কিন্তু সামান্যা বা স্বচ্ছায় পরমানন্দের অনুভব হয় না বলিয়া সামান্যায় বা স্বচ্ছায় রসের যোগ্যতা থাকিতে পারে না।

খ। সামান্যাদি ত্রিবিধা রতিকে শুদ্ধা বলার হেতু

সামান্যা, স্বচ্ছা এবং শান্তি—পূর্ব্বোল্লিখিত এই তিন রকমের রতিকে কেন "শুদ্ধা" বলা হইল, তাহার হেতুরূপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অগ্রতো বক্ষ্যমাণৈস্তু স্বাদৈঃ প্রীত্যাদিসংশ্রয়ৈঃ।
রতেরস্যা অসম্পর্কাদিয়ং শুদ্ধেতি ভণ্যতে ॥২।৫।১২॥

—প্রীত্যাদির সংশ্রবে যে স্বাদের কথা পরে বলা হইবে, সেই স্বাদের সহিত সম্পর্ক নাই বলিয়াই (সামান্যা-স্বচ্ছা-শান্তি—এই ত্রিবিধভেদযুক্তা) এই রতিকে শুদ্ধা বলা হয়।”

তাৎপর্য্য হইতেছে এই—পূর্ব্বে (৭।১২৪-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, মুখ্যা রতি পাঁচ রকমের—শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা। ১২৫-অনুচ্ছেদে শুদ্ধারতির এবং তাহার ত্রিবিধ ভেদের কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরে প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তার কথা বলা হইবে। এই বক্ষ্যমাণ প্রীত্যাদি মুখ্যা রতিতে যে অপূর্ব্ব আনন্দাস্বাদন দৃষ্ট হয়, সেই আনন্দাস্বাদন নাই বলিয়াই সামান্যা-স্বচ্ছা-শান্তি—এই ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্টা রতিকে “শুদ্ধা” রতি বলা হইয়াছে। এ-স্থলে “শুদ্ধা”-শব্দ “অশুদ্ধা”র প্রতিযোগী নহে ; কেননা, অপূর্ব্ব-আনন্দাস্বাদনময়ী বলিয়া প্রীত্যাদি রতিকেও “অশুদ্ধা” বলা যায় না। যাহা বিজাতীয় বস্তুর সহিত মিলিত হয়, তাহাকেই অশুদ্ধ বলা হয় ; যেমন, নির্ম্মল জলের সহিত জলের বিজাতীয় ধূলির যোগ হইলে জল অশুদ্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু নির্ম্মল জলের সহিত নির্ম্মল জলের মিশ্রণ হইলে তাহা অশুদ্ধ হয় না। বক্ষ্যমাণ প্রীত্যাদি রতির সহিত আনন্দাস্বাদনের সংশ্রব আছে বলিয়া প্রীত্যাদি রতি “অশুদ্ধ” হইয়া যায় না ; কেননা, প্রীত্যাদি যেমন স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, আনন্দাস্বাদনও তদ্রূপ স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি, প্রীত্যাদি হইতে ভিন্নজাতীয় বস্তু নহে। এজন্যই বলা হইয়াছে, সামান্যা-স্বচ্ছা-শান্তি-রতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত “শুদ্ধা”-শব্দ “অশুদ্ধার” প্রতিযোগী নহে। এ-স্থলে “শুদ্ধা”-শব্দে রূপান্তর-প্রাপ্তিহীনতাই সূচিত করিতেছে। প্রীত্যাদি রতি অপূর্ব্ব-আস্বাদনরূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, সামান্যাদি রতি তদ্রূপ কোনও রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না ; ইহাই হইতেছে “শুদ্ধা”-শব্দের তাৎপর্য্য। যেমন, ধারোষ্ণ দুগ্ধ এবং উত্তাপযোগে ঘনত্ব-প্রাপ্ত দুগ্ধ। ধারোষ্ণ দুগ্ধে ঘনত্বের অভাব, ইহা ঘনত্ব-রূপতা প্রাপ্ত হয় নাই, কেবলই দুগ্ধ, ইহাতে অন্য কোনও রূপ নাই। “শুদ্ধা রতি”-বাচক শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“শুদ্ধা কেবলা” ; ইহা কেবল রতিমাত্র-রূপেই অবস্থিত, অন্য কোনও রূপ প্রাপ্ত হয় না।

১২৭। প্রীত্যাদি রতিত্রয়সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

“অথ ভেদত্রয়ী হৃদ্যা রতেঃ প্রীত্যাদিরীর্য্যতে।
গাঢ়ানুকূলতোৎপন্না মমত্বেন সদাশ্রিতা॥
কৃষ্ণভক্তেষ্বনুগ্রাহ্য-সখি-পূজ্যেষ্বনুক্রমাৎ।
ত্রিবিধেষু ত্রয়ী প্রীতিঃ সখ্যং বৎসলতেত্যসৌ॥
অত্র নেত্রাদিফুল্লত্বং জৃম্ভণোদ্ঘূর্ণনাদয়ঃ।
কেবলা সঙ্কুলা চেতি দ্বিবিধেয়ং রতিত্রয়ী॥ ভ, র,-সি, ২।৫।১২॥

—রতির পরমোপাদেয় (হৃদ্য) তিনটী ভেদ আছে ; সেই তিনটী ভেদ হইতেছে প্রীতিপ্রভৃতি (অর্থাৎ প্রীতি, সখ্য ও বাৎসল্য)। এই ভেদত্রয় হইতেছে গাঢ় আনুকূল্য হইতে উৎপন্ন এবং সর্ব্বদা মমত্বের

দ্বারা আশ্রিত। অনুগ্রাহ্য, সখা এবং পূজ্য—এই ত্রিবিধ কৃষ্ণভক্তের মধ্যে এই ভেদত্রয় যথাক্রমে প্রীতি, সখ্য এবং বাৎসল্য নামে অভিহিত হয়। ইহাতে নেত্রাদির প্রফুল্লতা, জৃম্ভণ এবং উদ্‌ঘূর্ণনাদি প্রকাশ পায়। এই ত্রিবিধা রতি আবার কেবলা ও সঙ্কুল—এই দুই রকমের।”

তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি যখন এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য-বিধানের (সেবাদ্বারা প্রীতিবিধানের) জন্য গাঢ় তৃষ্ণা জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে মমত্ববুদ্ধি (শ্রীকৃষ্ণ আমারই এইরূপ বুদ্ধি) সর্ব্বদা চিত্তে বিরাজিত থাকে, তখন এই রতি অত্যন্ত উপাদেয় হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনার এবং মমত্ববুদ্ধির গাঢ়তা অনুসারে এই রতি তিন রকমের হইয়া থাকে—প্রীতি, সখ্য এবং বাৎসল্য। স্বীয় চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির স্বরূপ অনুসারে—যাঁহারা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের অনুগ্রাহক মনে করেন, তাঁহাদের রতিকে বলে “প্রীতি” ; যাঁহারা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং শ্রীকৃষ্ণকেও নিজেদের সখা মনে করেন, তাঁহাদের রতিকে বলা হয় “সখ্যরতি” এবং যাঁহারা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পূজ্য মনে করেন, তাঁহাদের রতিকে বলা হয় “বাৎসল্য রতি।” এ-স্থলে যে “প্রীতি”-নামক ভেদের কথা বলা হইল, সেই “প্রীতি” হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ, কৃষ্ণরতির এক বিশেষ স্তরের নাম। এই পারিভাষিক “প্রীতি” হইতেছে বস্তুতঃ “দাস্যরতি।” দাসই নিজেকে প্রভুর অনুগ্রাহ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

প্রীতি (বা দাস্য), সখ্য এবং বাৎসল্য—এই তিনরকমের রতির প্রত্যেকেরই আবার দুই রকম ভেদ আছে—কেবলা এবং সঙ্কুলা। এক্ষণে কেবলা এবং সঙ্কুলার লক্ষণ বলা হইতেছে।

ক। কেবলা

“রত্যন্তরস্য গন্ধেন বর্জিতা কেবলা ভবেৎ।
ব্রজানুগে রসালাদৌ শ্রীদামাদৌ বয়স্যকে।
গুরৌ চ ব্রজনাথাদৌ ক্রমেণৈব স্ফুরত্যসৌ॥ ভ, র, সি, ২।৫।১২॥

—যে রতিতে অন্য রতির গন্ধমাত্রও নাই, তাহাকে কেবলা রতি বলে। এই কেবলা রতি যথাক্রমে ব্রজানুগ রসালাদি ভৃত্যবর্গে, শ্রীদামাদি সখাগণে এবং ব্রজপতি নন্দপ্রভৃতি গুরুবর্গে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।”

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর রসালাদিভৃত্যবর্গের দাস্যরতি, শ্রীদামাদি সখাবর্গের সখ্যরতি এবং শ্রীনন্দ-প্রভৃতি গুরুবর্গের বাৎসল্যরতি হইতেছে কেবলা। তাঁহাদের রতির সহিত অন্যরতির গন্ধমাত্রেরও মিশ্রণ নাই।

খ। সঙ্কুলা

“এষাং দ্বয়োস্ত্রয়াণাম্বা সন্নিপাতস্তু সঙ্কুলা।
উদ্ধবাদৌ চ ভীমাদৌ মুখরাদৌ ক্রমেণ সা॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৩॥
যস্যাধিক্যং ভবেদ্ যত্র স তেন ব্যপদিশ্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৪॥

—পূর্বোক্ত দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য—এই ত্রিবিধা রতির মধ্যে দুইটী বা তিনটী রতির সম্মিলন হইলে তাহাকে সঙ্কুলা বলে। এই সঙ্কুলা যথাক্রমে উদ্ধবাদি, ভীমাদি এবং (ব্রজেশ্বরী যশোদার ধাত্রী) মুখরাদিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে-স্থলে যে রতিব আধিক্য, সে-স্থলের সঙ্কুলা রতি সেই রতি-নামেই কথিত হয়।”

এই উক্তি হইতে জানা গেল—উদ্ধবাদিতে সঙ্কুলা দাস্যরতি, ভীমাদিতে সঙ্কুলা সখ্যরতি এবং মুখরাদিতে সঙ্কুলা বাৎসল্যরতি বিরাজিত। উদ্ধবের দাস্যরতির সঙ্গে সখ্যভাবেরও মিশ্রণ আছে ; এজন্য ইহা সঙ্কুলা (মিশ্রিতা) হইল ; কিন্তু সখ্যভাব থাকিলেও দাস্যভাবেরই প্রাধান্য বলিয়া উদ্ধবের কৃষ্ণরতি দাস্যরতি-নামে অভিহিত হয়। এইরূপে, ভীমাদির সখ্যরতির সঙ্গেও অন্যভাব মিশ্রিত আছে; তথাপি সখ্যভাবেরই প্রাধান্য বলিয়া তাঁহাদের সঙ্কুলা রতিকেও সখ্যবতি বলা হয়। মুখরার বাৎসল্য রতিসম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে।

এইরূপে প্রীতি (দাস্যরতি), সখ্য এবং বাৎসল্যসম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা বিবৃত হইতেছে।

১২৮। প্রীতি বা দাস্যরতি

“স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা॥
তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণীহ্যসৌ॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৫॥

—যাঁহাদের কৃষ্ণরতির স্বরূপই এইরূপ যে, রতি তাঁহাদিগের মধ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া অভিমান জন্মায় এবং তজ্জন্য নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য বলিয়াও অভিমান জন্মায়, তাঁহাদের আরাধ্যত্বাত্মিকা রতিকে প্রীতি (বা দাস্যরতি) বলা হয়। এই “প্রীতি” শ্রীকৃষ্ণেই আসক্তি জন্মাইয়া থাকে এবং অন্যবস্তুতে আসক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।”

“আমি শ্রীকৃষ্ণ হইতে ন্যূন—ছোট ; আর, শ্রীকৃষ্ণ আমা হইতে শ্রেষ্ঠ – বড় ; সুতরাং আমি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য—অনুগ্রহের পাত্র. আর শ্রীকৃষ্ণ আমার অনুগ্রাহক ; শ্রীকৃষ্ণ আমার আরাধ্য—সেব্য ; আর আমি শ্রীকৃষ্ণের আরাধক—সেবক, দাস”—যে রতি এতাদৃশ অভিমান জন্মায়, তাহাকে বলে “প্রীতি বা দাস্যরতি।” এ-স্থলে “প্রীতি”-শব্দ পরিভাষিক বা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। “শ্রীকৃষ্ণ আমার আরাধ্য বা সেব্য”-ইহাই হইতেছে এতাদৃশী রতির প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার এতাদৃশী রতি জন্মে, অন্য কোনও বিষয়েই তাঁহার প্রীতি বা আসক্তি থাকে না ; তাঁহার আসক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বতোভাবে কেন্দ্রীভূত হয়।

পূর্ব্বে যে শান্তরতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেও দেখা গিয়াছে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আসক্তি থাকে, অন্যত্র আসক্তি কিঞ্চিন্মাত্রও থাকে না। দাস্যরতিতেও তদ্রূপই দৃষ্ট হয়। দাস্যরতির

বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার—সেবার, সেবাদ্বারা প্রীতিবিধানের—বাসনা আছে ; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে যে মমত্ববুদ্ধি জন্মে, তাহাও জানা যায়। কিন্তু শান্তরতিতে মমত্ববুদ্ধি নাই, মমত্ববুদ্ধিমূলা সেবাবাসনাও নাই।

উদাহরণ :—

"দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥

—মুকুন্দমালা। ভ, র, সি, ২।৫।১৫॥

—হে নরকান্তক (শ্রীকৃষ্ণ)! স্বর্গে, কিম্বা পৃথিবীতে, কিম্বা নরকেই আমার বাস হয়, হউক (তাহাতে কোনও দুঃখ নাই); কিন্তু মরণকালেও যেন তোমার শরৎকালীন-পদ্মনিন্দি চরণদ্বয়ের চিন্তা করিতে পারি।"

এই উদাহরণে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আসক্তি, অন্যবস্তুতে আসক্তিহীনতা, প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-চিন্তার কথায়, ভক্তের স্ব-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্যত্বের ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আরাধ্যত্বাত্মিকা রতিও সূচিত হইয়াছে।

১২৯। সখ্যরতি

"যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ।
সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।
পরিহাস-প্রহাসাদিকারিণীয়মযন্ত্রণা॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৬॥

—রতির স্বরূপগত স্বভাববশতঃই যাঁহাদের মধ্যে এইরূপ অভিমান জন্মে যে, 'আমরা কৃষ্ণের তুল্য, সমান', তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের সখা বলা হয়। সমভাবত্ব হেতু তাঁহাদের রতি হয় বিশ্রম্ভরূপা—সঙ্কোচ-হীনা। এতাদৃশী রতিকে সখ্যরতি বলা হয়,। সঙ্কোচহীনা বলিয়া এই সখ্যরতি পরিহাস-প্রহাস-কারিণী হইয়া থাকে ; ইহা অযন্ত্রণাও—অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য, কৃষ্ণের অধীন'-এইরূপ ভাব এই রতিতে থাকেনা।"

যাঁহারা সখ্যরতির আশ্রয়, রতির স্বভাবশতঃই তাঁহারা মনে করেন—"আমরা শ্রীকৃষ্ণের সমান, শ্রীকৃষ্ণও আমাদের সমান ; আমাদিগ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ কোনও বিষয়েই বড় নহেন।" তাঁহাদের মনে এইরূপ ভাব বিরাজিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কোনওরূপ সঙ্কোচই তাঁহাদের মনে স্থান পায়না ; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত হাস্য-পরিহাসও করেন, শ্রীকৃষ্ণের কাঁধেও চড়েন, শ্রীকৃষ্ণকেও কাঁধে করেন। দাস্যরতির পরিকরদের ন্যায়, তাঁহারা কখনও নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের অনুগ্রাহক মনে করেন না। সমত্বভাব, সঙ্কোচহীনতাদি হইতেছে দাস্যরতি হইতে সখ্যরতির বৈশিষ্ট্য।

উদাহরণ ঃ—

"মাং পুষ্পিতারণ্যদিদৃক্ষয়াগতং নিমেষ-বিশ্লেষ-বিদীর্ণমানসাঃ।
তে সংস্পৃশন্তঃ পুলকাঞ্চিতশ্রিয়ো দূরাদহংপূর্ব্বিকয়াদ্য রেমিরে॥

ভ, র, সি, ২।৫।১৭॥

—(ব্রহ্মা যে গোপবালকগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন, রজনীযোগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন) অদ্য আমি কুসুমশোভিত বৃন্দাবনের শোভাদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে গিয়াছিলাম ; আমার সহিত নিমেষ-পরিমিত কালের বিরহেও তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন দূর হইতে আমাকে দেখিয়া-'আমি আগে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিব, আমি আগে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিব'-এই রূপ বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহারা পুলকাঞ্চিত-কলেবরে আমাকে স্পর্শ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।"

১৩০। বাৎসল্যরতি

"গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে।
ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৯॥

—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয়, তাঁহারা তাঁহার পূজ্য। তাঁহাদিগের অনুগ্রহময়ী রতিকে বাৎসল্য বলে। এই বাৎসল্যে লালন, মঙ্গল-ক্রিয়াসম্পাদন, আশীর্ব্বাদ ও চিবুক-স্পর্শাদি প্রকাশ পায়।"

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয় কেহ নাই, পূজ্যও কেহ নাই, থাকিতেও পারে না। তথাপি রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্যরসের আস্বাদন যাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের মধ্যে এমন পরিকরও আছেন, চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির প্রভাবে যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতাদি গুরুজন—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পূজ্য। তাঁহাদের কৃষ্ণরতির প্রভাবে তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ ভাব জন্মে। তাঁহারা মনে করেন—"আমরা শ্রীকৃষ্ণের লালক, পালক. অনুগ্রাহক ; আর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের লাল্য, পাল্য অনুগ্রাহ্য।" ইঁহাদের এই অনুগ্রহময়ী রতিকে বাৎসল্য রতি বলে। এই বাৎসল্য রতির প্রভাবে তাঁহারা সন্তান-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন করেন, শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা উৎকণ্ঠিত- যে-সমস্ত ক্রিয়াকলাপে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা, তাঁহারা সে-সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদও করেন, স্নেহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের চিবুক-স্পর্শাদিও করিয়া থাকেন। ব্রজে শ্রীনন্দ-যশোদা হইতেছেন বাৎসল্যভাবের মুখ্য পরিকর।

উদাহরণ ঃ—

"অগ্রাসি যন্নিরভিসন্ধিবিরোধভাজঃ কংসস্য কিঙ্করগণৈ র্গিরিতোঽপ্যুদগ্রৈঃ।
গাস্তত্র রক্ষিতুমসৌ গহনে মৃদুর্মে বালঃ প্রয়াত্যবিরতং বত কিং করোমি॥

—অকারণ-বিরোধকারী কংসের পর্ব্বত-অপেক্ষাও গুরুতর কিঙ্করগণ গোসকল হরণ করিয়াছে শুনিয়া আমার কোমল বালক গোগণের রক্ষার নিমিত্ত অবিরত বনে গমন করিতেছে। হায়! আমি কি করিব?"

ইহা যশোদামাতার উক্তি। কংসচর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

"স্নুতমঙ্গুলিভিঃ স্নুতস্তনী চিবুকাগ্রে দধতী দয়ার্দ্রধীঃ।
সমলালয়দালয়াৎ পুরঃ স্থিতিভাজং ব্রজরাজগেহিনী॥ ভ, র সি, ২।৫।১৯॥

—গৃহাগ্রবর্ত্তী পুত্রকে দেখিয়া স্নুতস্তনী ব্রজরাজগেহিনী যশোদা দয়ার্দ্রচিত্তে অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহার চিবুক-স্পর্শ করিয়া তাঁহার লালন করিতে লাগিলেন।"

১৩১। প্রিয়তা বা মধুরা রতি

"মিথো হরেমৃর্গাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণম্।
মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।
অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ॥ ভ, র সি, ২।৫।২০॥

—শ্রীকৃষ্ণ এবং (কৃষ্ণকান্তা) মৃগনয়নাদিগের পরস্পর স্মরণ-দর্শনাদি অষ্টবিধ সম্ভোগের আদিকারণের নাম প্রিয়তা। এই প্রিয়তার আর একটী নাম হইতেছে মধুরা (মধুরা রতি)। ইহাতে কটাক্ষ, ভ্রূবিক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং হাস্যাদি প্রকাশ পায়।"

শ্লোকস্থ "মিথঃ—পরস্পর"-শব্দে মৃগনয়না কৃষ্ণকান্তাগণের এবং শ্রীকৃষ্ণেরও রতি সূচিত হইতেছে। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ভক্তের চিত্তে যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি থাকে, তাহাই রসত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে যে ভক্তবিষয়া রতি থাকে, তাহা হইতেছে রসবিষয়ে উদ্দীপন।"

তৎপর্য্য এই। প্রিয়ত্ব-বস্তুটী হইতেছে পারস্পরিক; শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভক্তদের প্রিয়, ভক্তগণও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। ভক্তদের চিত্তে থাকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি; আর, শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে থাকে ভক্তবিষয়িণী রতি। ভক্তবিষয়িণী রতি হয় ভক্তচিত্তস্থিতা রতির উদ্দীপন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—নিরুক্তি অনুসারে, প্রিয়ার ভাব হইতেছে প্রিয়তা; "প্রিয়ায়া ভাবঃ প্রিয়তেতি নিরুক্তেঃ।" পাচিকার ভাবকে যেমন পাচকত্ব বলা হয়, তদ্রূপ।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কৃষ্ণকান্তাদিগের যে রতি, তাহার নামই "প্রিয়তা", বা "মধুরা রতি।" ইহাকে "কান্তারতিও" বলা হয়।

উদাহরণ :—

"চিরমুৎকণ্ঠিতমনসো রাধামুরবৈরিণোঃ কোঽপি।
নিভৃতনিরীক্ষণজন্মা প্রত্যাশাপল্লবো জয়তি ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২০॥

—চিরকাল উৎকণ্ঠিতমনা শ্রীশ্রীরাধামাধবের নির্জন-নিরীক্ষণজনিত প্রত্যাশাপল্লব জয়যুক্ত হউক।"

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের নির্জন-দর্শনের নিমিত্ত উভয়েই উৎকণ্ঠিত। নির্জনদর্শন-লাভে তাঁহাদের উভয়ের প্রত্যাশাই পূর্ণ হইয়াছে। এ-স্থলে দর্শনরূপ সম্ভোগের আদিকারণ হইতেছে প্রিয়তা। শ্রীরাধার দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে উৎকণ্ঠা, তাহার হেতু হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তস্থিত শ্রীরাধাবিষয়া রতি ; এই রতি শ্রীরাধাচিত্তস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতির উদ্দীপন হইয়াছে।

১৩২। পঞ্চবিধা মুখ্যারতির স্বাদবৈচিত্রী

পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা বা মধুরা—এই পাঁচ রকমের মুখ্যা রতির কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—উল্লিখিত পঞ্চবিধা রতির সকলেই কি সমান, অর্থাৎ সমানরূপে আস্বাদ্য ? না কি তাহাদের আস্বাদ্যত্বের তারতম্য আছে ? যদি সমানই হয়, তাহা হইলে সকলেরই সকল রতিতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব ; কিন্তু দেখা যায়—কাহারও কোনও রতিতে প্রবৃত্তি আছে ; আবার কাহারও বা কোনও রতিতে প্রবৃত্তি নাই। আর যদি ঐ-সকল রতির তারতম্য থাকে, তাহা হইলে সর্বোৎকর্ষময়ী যে রতি, সেই রতিতেই সকলের প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু দেখা যায়—সকলের একই রতিতে প্রবৃত্তি হয় না, ভিন্ন ভিন্ন রতিতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রবৃত্তি হয় ; ইহার হেতু কি ?

এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥২।৫।২১।

—এই পঞ্চবিধা মুখ্যা রতি উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী হইলেও বাসনা অনুসারে কাহারও নিকটে কোনও রতি স্বাদময়ী বলিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

এ-স্থলে বলা হইল—শান্তাদি পঞ্চবিধা রতি সকলে সমান-স্বাদবিশিষ্টা নহে ; তাহাদের স্বাদ উত্তরোত্তর উৎকর্ষময়—শান্ত অপেক্ষা দাস্যের, দাস্য অপেক্ষা সখ্যের, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা প্রিয়তার বা মধুরা রতির উৎকর্ষ বেশী। সুতরাং মধুরা রতিই সর্ব্বাধিকরূপে উৎকর্ষময়ী। তথাপি কিন্তু মধুরা রতিতেই সকলের প্রবৃত্তি দেখা যায় না ; কাহারও শান্তরতিতে, কাহারও দাস্যরতিতে, কাহারও সখ্যরতিতে, কাহারও বাৎসল্যে এবং কাহারও বা মধুরারতিতে প্রবৃত্তি দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রতিতে প্রবৃত্তির হেতু হইতেছে—তাঁহাদের বাসনা—প্রাচীন-বাসনা। পূর্ব্বজন্মার্জিত সংস্কার অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর জন্য বাসনা

জন্মে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে রুচি জন্মে। লৌকিক জগতেও দেখা যায়—কাহারও কটু বস্তুতে রুচি, কাহারও অম্লবস্তুতে রুচি, কাহারও বা মিষ্ট বস্তুতে রুচি। প্রাচীন-বাসনাভেদবশতঃই লোকের রুচিভেদ। এজন্যই শান্তাদিরতি উত্তরোত্তর উৎকর্ষময়ী হইলেও বাসনাভেদে বা রুচিভেদে সকলের একই রতিতে প্রবৃত্তি হয় না; কাহারও শান্তরতিতে, কাহারও দাস্য রতিতে, কাহারও সখ্যরতিতে, ইত্যাদিরূপে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

লৌকিক জগতে দেখা যায়—কাহারও কাহারও অম্ল এবং মিষ্ট উভয়বিধ বস্তুতেই রুচি আছে। শান্তাদি রতির মধ্যে তদ্রূপ একাধিক রতিতে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে কি না? উত্তর—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শান্ত হইতেছে মমতাগন্ধহীন; কিন্তু দাস্যাদি চতুর্ব্বিধা রতি হইতেছে প্রত্যেকেই মমতাবুদ্ধিময়ী, সুতরাং শান্তের সঙ্গে দাস্যাদির মিশ্রণ সম্ভব নয়; অবশ্য দাস্যাদি চতুর্ব্বিধা রতির প্রত্যেকের মধ্যেই শান্তের গুণ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা আছে; কিন্তু শান্তে দাস্যাদির ভাব নাই। দাস্য-সখ্যের মিশ্রণ সম্ভব, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের মিশ্রণও সম্ভব। সঙ্কুলা রতির প্রসঙ্গেই পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে (১২৭ক-অনুচ্ছেদে)। কিন্তু মধুরা রতির সঙ্গে বাৎসল্যরতির মিশ্রণ সম্ভব নয়; একই ভক্তের পক্ষে একই সময়ে একই কৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ এবং পুত্র মনে করা সম্ভব নহে। তথাপি মধুরা রতিতেও শান্তাদি চতুর্ব্বিধা রতির গুণ বর্ত্তমান—শান্তের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা এবং বাৎসল্যের মঙ্গলেচ্ছাদি মধুরাতেও আছে। এ-সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা ৫।১৩-১৪-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

গৌণীরতি

১৩৩। গৌণীরতি

পঞ্চবিধা মুখ্যা রতির কথা বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গৌণীরতির কথা বলিয়াছেন।

"বিভাবোৎকর্ষজো ভাববিশেষো যোঽনুগৃহ্যতে।
সংকুচন্ত্যা স্বয়ং রত্যা সা গৌণী রতিরুচ্যতে ॥২।৫।২২॥

—(আলম্বন-) বিভাবের উৎকর্ষজনিত যে ভাববিশেষ স্বয়ং সঙ্কোচবতী রতিদ্বারা অনুগৃহীত (প্রকটিত) হয়, তাহাকে গৌণী রতি বলে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বিভাবত্বমত্রালম্বনত্বম্—শ্লোকস্থ 'বিভাব'-শব্দে 'আলম্বন-বিভাব' বুঝায়।" আলম্বন দুই রকমের—বিষয়ালম্বন (শ্রীকৃষ্ণ) এবং আশ্রয়ালম্বন (ভক্ত)। এই উভয়ের উৎকর্ষজনিত ভাববিশেষ, স্বয়ং সঙ্কোচবতী রতিকর্ত্তৃক প্রকটীকৃত হইলে তাহাকে গৌণী রতি বলে। "সঙ্কুচন্ত্যা রত্যা"-শব্দসম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"ভাববিশেষস্যৈব তত্র তত্র প্রকটমুপলভ্যমানত্বাৎ সঙ্কুচন্ত্যেবেতি—সে-সে স্থলে ভাববিশেষেরই প্রকটত্ব উপলব্ধ হয় বলিয়া রতি যেন সঙ্কুচিত বলিয়াই মনে হয়।" তাৎপর্য্য এই যে—স্বয়ং-রতির অনুগ্রহেই ভাববিশেষ (যাহাকে গৌণীরতি বলা হয়, সেই ভাববিশেষ) প্রকটীভূত হয়; তখন প্রকটীভূত ভাববিশেষই প্রধানভাবে

লক্ষ্যের বিষয় হয়, স্বয়ং রতি (যাহার অনুগ্রহে ভাববিশেষ প্রকটীভূত হয়, সেই রতি) তদ্রূপ হয় না ; তাহাতে মনে হয়—রতি যেন সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে।

স্বয়ং-সঙ্কোচবতী রতিদ্বারা প্রকটীভূত ভাববিশেষকে গৌণী রতি বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"কিন্তু 'সা মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতিবৎ' গৌণী ঔপচারিকীত্যর্থঃ—'মঞ্চসমূহ চীৎকার করিতেছে'-এ-স্থলে মঞ্চের চীৎকার যেমন গৌণ বা ঔপচারিক, তদ্রূপ ঐ-ভাববিশেষের রতিত্বও গৌণ বা ঔপচারিক।" কোনও মঞ্চের উপরে অবস্থিত লোকগণ যখন চীৎকার করিতে থাকে, তখন যদি বলা হয়—"মঞ্চ চীৎকার করিতেছে", তাহা হইলে গৌণ বা ঔপচারিক ভাবেই ঐরূপ বলা হয় ; কেননা, মঞ্চ চীৎকার করিতে পারে না ; মঞ্চস্থ লোকগণের চীৎকারই মঞ্চে উপচারিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ, এ-স্থলে স্বয়ংরতির রতিত্বই ভাববিশেষে উপচারিত হইয়া থাকে ; কেননা, স্বয়ংরতির রতিত্ববশতঃই ভাববিশেষের রতিত্ব বা আস্বাদ্যত্ব, স্বয়ংরতির অনুগ্রহেই ভাববিশেষের প্রকটন ; যেমন মঞ্চস্থ লোকসমূহের চীৎকারেই মঞ্চের চীৎকারকারিত্ব, তদ্রূপ। স্বয়ংরতি স্বীয় আস্বাদ্যত্ব সেই ভাববিশেষে সঞ্চারিত করিয়াই তাহাকে আস্বাদ্যত্ব (রতিত্ব) দান করিয়া থাকে। যেমন মিষ্ট অম্বলে চিনির মিষ্টত্বই অম্বলে সঞ্চারিত হয়, অম্বলের মিষ্টত্ব যেমন ঔপচারিক, মিষ্টত্ব বাস্তবিক চিনিরই, তদ্রূপ। এইরূপে, প্রকৃত প্রস্তাবে আস্বাদ্যত্ব রতিরই, সেই ভাববিশেষে তাহা উপচারিত হয় বলিয়া ভাববিশেষকে গৌণী বা ঔপচারিকী রতি বলা হয়।

ক। গৌণীরতির প্রকারভেদ

হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা-এই সাতটী ভাববিশেষ সঙ্কোচবতী মুখ্যা রতিকর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া গৌণীরতি বলিয়া অভিহিত হয়। "হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধো ভয়ং তথা। জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২২॥"

এইরূপে দেখা গেল, গৌণী রতি হইতেছে সাতটী—হাসরতি, বিস্ময়রতি, উৎসাহ রতি, শোকরতি, ক্রোধরতি, ভয়রতি এবং জুগুপ্সারতি। ইহাদের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

খ। গৌণী রতি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

"অপি কৃষ্ণবিভাবত্বমাদ্যষট্কস্য সম্ভবেৎ।
স্যাদ্দেহাদিবিভাবত্বং সপ্তম্যাস্তু রতের্বশাৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২৩॥

—মুখ্যারতির অধীন বলিয়া হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ ও ভয়-এই ছয়টীর কৃষ্ণবিভাবত্বও (কৃষ্ণালম্বনত্বও) সম্ভব হয় (কেননা, তাহাদের তদনুকূল যোগ্যতা আছে) ; কিন্তু মুখ্যা রতির বশ্যতাতেই সপ্তমী জুগুপ্সা রতির দেহাদির বিভাবত্বই সম্ভব, কৃষ্ণবিভাবত্ব সম্ভব নয়-(কেননা, ইহার তদনুরূপ যোগ্যতা নাই)।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ।

উদাহরণে এই বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে।

"হাসাদাবত্র ভিন্নেঽপি শুদ্ধসত্ত্ববিশেষতঃ।
পরার্থায়া রতের্যোগাদ্ রতিশব্দঃ প্রযুজ্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৫।২৪॥

—কৃষ্ণরতি হইতেছে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপা; কিন্তু হাস-বিস্ময়াদি শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষস্বরূপ নহে; সুতরাং তাহারা হইতেছে বস্তুতঃ কৃষ্ণরতি হইতে ভিন্ন; পরার্থারতির (৭।১২৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) সহিত সম্বন্ধ বশতঃই হাস-বিস্ময়াদিতে রতি-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।" (অর্থাৎ হাস-বিস্ময়াদি-স্থলে রতি শব্দের গৌণী-প্রয়োগ)।"

"হাসোত্তরা রতি র্যা স্যাৎ সা হাসরতিরুচ্যতে।
এবং বিস্ময়রত্যাদ্যা বিজ্ঞেয়া রতয়শ্চ ষট্।
কঞ্চিৎ কালং ক্বচিদ্ভক্তে হাসাদ্যাঃ স্থায়িতামমী।
রত্যা চারুকৃতা যান্তি তল্লীলাদ্যনুসারতঃ।
তস্মাদনিয়তাধারাঃ সপ্ত সাময়িকা ইমে।
সহজা অপি লীয়ন্তে বলিষ্ঠেন তিরস্কৃতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৫-১৬॥

["নিয়তাধারাঃ"=(নিয়ত+আধারাঃ) নিয়ত (সর্ব্বদা) আধারে (আশ্রয়রূপ ভক্তে) বর্ত্তমান থাকে যাহারা, তাহারা হইতেছে "নিয়তাধারাঃ"। আর "অনিয়তাধারাঃ"=ন নিয়তাধারাঃ—যাহারা "নিয়তাধারাঃ" নহে, যাহারা তাহাদের আধারে (আশ্রয়রূপ ভক্তে) নিয়ত বর্ত্তমান থাকেনা।]

—যে রতির উত্তরে (শেষে) হাস্য আছে, তাহাকে হাস-রতি বলে; বিস্ময়াদি ছয়টী রতিসম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ যে রতির উত্তরে বিস্ময় আছে, তাঁহাকে বিস্ময়-রতি বলে; ইত্যাদি)। এই সকল হাসাদি রতি, সেই-সেই লীলানুসারে মুখ্যা পরার্থা রতিদ্বারা অনুগৃহীতা হইয়া কোনও কোনও ভক্তে কিছু কালের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে (দাস্যাদি রতির ন্যায় সর্ব্বদা স্থায়ী হয় না)। এজন্য এই সাতটী গৌণী রতি হইতেছে সাময়িকী, অনিয়তাধারা (অর্থাৎ শান্ত-দাস্যাদি রতি যেমন নিয়তই—সর্ব্বদাই অবিচ্ছিন্ন ভাবে—স্ব-স্ব আধারে বা আশ্রয়ে—শান্ত-দাস্যাদি ভক্তে—বিরাজ করে, হাসাদি সপ্ত গৌণী রতি তদ্রূপ স্ব-স্ব-আধারে বা আশ্রয়ে নিয়ত—সর্ব্বদা বিরাজ করে না, সাময়িক ভাবেই তাহাদের অভ্যুদয় হইয়া থাকে)। (যদি বলা যায়—হাসাদির মধ্যেও কোনও কোনও ভাব কোনও কোনও ভক্তে সহজ—সর্ব্বদা অবস্থিত—দৃষ্ট হয়; এ স্থলে হাসাদিকে তো নিয়তাধারই বলা যায়, সর্ব্বতোভাবে অনিয়তাধার কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—কোনও কোনও স্থলে হাসাদি ভাব) সহজ হইলেও বলিষ্ঠ ভাবের দ্বারা (রতি হইতে উত্থিত বিরোধী ভাবের দ্বারা) তিরস্কৃত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয় (সুতরাং হাসাদি ভাব সহজ হইলেও সময়বিশেষে যখন লয় প্রাপ্ত হয়, আধার বা আশ্রয়কে ছাড়িয়া যায়, তখন তাহাদিগকে নিয়তাধার বলা যায় না)।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তদেবং গৌণীনাং রতীনাং হাসাদয় এব সংজ্ঞাঃ। পরার্থায়াস্তু হাসরত্যাদয় ইত্যাহ হাসোত্তরেতি॥—'হাসোত্তরা'-ইত্যাদি বাক্যে যাহা বলা

হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, গৌণীরতিসমূহের সংজ্ঞা হইতেছে হাস-বিস্ময়াদি ; হাস্যরতি, বিস্ময়রতি-ইত্যাদি তাহাদের সংজ্ঞা নহে। পরার্থা মুখ্যা রতিরই হাসরতি, বিস্ময়রতি ইত্যাদি সংজ্ঞা।" তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—হাস, বিস্ময়াদি বাস্তবিক রতি নহে ; কেননা, হাস-বিস্ময়াদিতে রতির স্বরূপ-লক্ষণ নাই। স্বরূপ-লক্ষণে রতি হইতেছে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ; হাস-বিস্ময়াদি কিন্তু শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ নহে। স্বার্থা রতি এবং পরার্থা রতি এই উভয়ই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা—স্বরূপ-শক্তির বিলাসবিশেষ। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা পরার্থা রতির দ্বারা যখন অনুগৃহীত হয়, তখনই ঔপচারিকভাবে হাসাদির রতিত্ব জন্মে। এজন্যই বলা হইয়াছে—হাসোত্তরা রতিকে হাসরতি, বিস্ময়োত্তরা রতিকে বিস্ময়রতি-ইত্যাদি বলা হয়। পরার্থা রতি হাসভাবকে অনুগৃহীত করিয়া যখন নিজে সঙ্কুচিতের ন্যায় থাকে, হাসকেই প্রকটিত করে, তখন সেই হাস্যকে বলে হাসরতি ; আগে রতি, পরে রতির কৃপায় হাসের রতিত্ব ; ইহাই হইতেছে "হাসোত্তরা রতি।"

শান্ত-দাস্যাদি রতি যেমন সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভক্তচিত্তে বিরাজিত থাকে, হাসাদি রতি তদ্রূপ থাকে না ; লীলানুসারে কোনও আগন্তুক কারণবশতঃ হাসাদির উদয় হয় ; তখন পরার্থা রতির কৃপায় হাসাদি রতিত্ব বা আস্বাদ্যত্ব লাভ করে। এজন্য হাসাদি সাতটী গৌণী রতি হইতেছে সাময়িকী, "অনিয়তাধারা—আধারে বা আশ্রয়ে নিয়ত-অবস্থিতিহীনা"। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন,

শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস নাম। কৃষ্ণভক্তিরসমধ্যে এ-পঞ্চ প্রধান ॥
হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়। পঞ্চবিধভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে। সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৫৯-৬১॥

যাহা হউক, ইহার পরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"কাপ্যব্যভিচরন্তী সা স্বাধারান্ স্ব-স্বরূপতঃ।
রতিরাত্যন্তিকস্থায়ী ভাবো ভক্তজনেঽখিলে।
স্যুরেতস্যা বিনাভাবাদ্ভাবাঃ সর্ব্বে নিরর্থকাঃ ॥২।৫।২৭॥

—সেই (দাস্যাদি মুখ্যা) রতি স্ব-স্বরূপে কখনও স্বীয় আধারস্বরূপ ভক্তকে অতিক্রম (ত্যাগ) করেনা ; সমস্ত ভক্তজনে এতাদৃশী রতিই হইতেছে আত্যন্তিক স্থায়ী ভাব। এই মুখ্যা রতি ব্যতীত হাসাদি সমস্তভাবই নিরর্থক।"

টীকায় শ্রীলমুকুন্দদাসগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—বাৎসল্যের আধার বসুদেব কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন ; বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়—বাৎসল্য-সখ্যাদি মুখ্যা রতিরও ব্যভিচার হয় ; সুতরাং মুখ্যা রতি কখনও স্বীয় আধারকে ত্যাগ করে না—ইহা কিরূপে বলা চলে ? এই প্রশ্নের উত্তরে গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—বসুদেবের

বা অর্জ্জুনের স্তবাদিতেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রীতির উদয় দৃষ্ট হয় ; শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রীতি না থাকিলে তাঁহারা স্তবাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চেষ্টা করিবেন কেন ? প্রীতিতেও রতিত্ব বিদ্যমান। স্তবাদি-স্থলে রতি বাৎসল্য বা সখ্যরূপে আত্মপ্রকট না করিলেও প্রীতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ; সুতরাং রতির স্বরূপের ব্যভিচার হয় নাই। মূল-শ্লোকেও বলা হইয়াছে—মুখ্যারতি স্বরূপতঃ (স্বরূপ হইতে) ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না।

যাহা হউক, ভক্তের মধ্যে ক্রোধাদি স্থায়ী না হইলেও কৃষ্ণবিরোধী অসুরগণের মধ্যে স্থায়ী হইতে পারে ; কিন্তু স্থায়ী হইলেও শ্রীকৃষ্ণে রতিশূন্য বলিয়া (প্রাতিকূল্যময় বলিয়া) তাহারা সে-স্থলে ভক্তিরসযোগ্যতা লাভ করে না।

বিপক্ষাদিষু যাস্তোঽপি ক্রোধাদ্যাঃ স্থায়িতাং সদা।
লভন্তে রতিশূন্যত্বান্ন ভক্তিরসযোগ্যতাম্ ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২৮॥

অসুরাদি বিপক্ষদিগের ভাব তো বিরুদ্ধ। অবিরুদ্ধ (অর্থাৎ তটস্থ ও মিত্র) ভাবের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও নির্ব্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারিভাব লয় প্রাপ্ত হয়, এজন্য নির্ব্বেদাদি সঞ্চারিভাবের স্থায়িত্ব সম্ভব নহে।

অবিরুদ্ধৈরপি স্পৃষ্টা ভাবৈঃ সঞ্চারিণোঽখিলাঃ।
নির্ব্বেদাদ্যা বিলীয়ন্তে নার্হন্তি স্থায়িতাং ততঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২৯॥

যেমন, নির্ব্বেদের পক্ষে হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব হইতেছে বিরুদ্ধ, দৈন্যাদি হইতেছে মিত্র, শঙ্কাদি হইতেছে তটস্থ। অন্যান্য সঞ্চারীরও এইরূপে বিরুদ্ধাদি বুঝিতে হইবে। যাহার স্পর্শে ভাবের লয়প্রাপ্তি হয়, তাহা যে বিরুদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অবিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও নির্ব্বেদাদি সঞ্চারিভাব লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নির্ব্বেদাদি সঞ্চারিভাব কিঞ্চিৎ কালমাত্র স্থায়ী ; এজন্য তাহাদের স্থায়িভাবত্ব সম্ভব নহে।

এজন্য মতি-গর্ব্বাদি সঞ্চারী ভাবেরও স্থায়িতা নাই ; কেহ যদি তাহাদের স্থায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করেন, তাহাহইলে তাঁহাকে ভরত-মুনিপ্রভৃতির প্রমাণ দেখাইতে হইবে (অর্থাৎ ভরতাদি মতি-গর্ব্বাদির স্থায়িত্ব স্বীকার করেন না)।

ইত্যতো মতিগর্ব্বাদিভাবানাং ঘটতে ন হি।
স্থায়িতা কৈশ্চিদিষ্টাপি প্রমাণং তত্র তদ্বিদঃ ॥২।৫।৩০॥

কিন্তু পূর্ব্বকথিত হাস-বিস্ময়াদি গৌণী রতি সেই-সেই সঞ্চারী ভাবের দ্বারা পুষ্টতা লাভ করিয়া ভক্তচিত্তে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং ভক্তদের রুচিও বিস্তারিত করে।

সপ্ত হাসাদয়স্ত্বেতে তৈস্তৈর্নীতাঃ সুপুষ্টতাম্।
ভক্তেষু স্থায়িতাং যান্তো রুচিরেভ্যো বিতন্বতে ॥২।৫।৩০॥

ইহার সমর্থনে প্রাচীন আচার্য্যদের মতও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে

"অষ্টানামেব ভাবানাং সংস্কারাধায়িতা মতাঃ।
তত্তিরস্কৃতসংস্কারাঃ পরে ন স্থায়িতোচিতাঃ ॥২।৫।৩০॥

—(এক মুখ্যা রতি এবং সপ্ত গৌণী রতি-এই) আটটী ভাবেরই সংস্কার-স্থাপকত্ব সকলের সম্মত (অর্থাৎ এই আটটীই হইতেছে স্থায়ী ভাব)। তদ্ব্যতীত অপর ব্যভিচারিভাবসমূহ বিরুদ্ধ ভাবসমূহের দ্বারা তিরস্কৃত হয় বলিয়া তাহাদের স্থায়িত্ব (স্থায়িভাবত্ব) সঙ্গত হয় না।"

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রকমের রতিরই বাস্তব রতিত্ব আছে; এজন্য ইহাদিগকে মুখ্যারতি বলা হয়। বস্তুতঃ শান্ত-দাস্যাদি হইতেছে এক মুখ্যারতিরই পাঁচটী ভেদ। এজন্য উল্লিখিত শ্লোকে এই পাঁচটী রতিকেই এক মুখ্যা রতিরূপে গণনা করা হইয়াছে। আর, মুখ্যা রতির (অবশ্য পরার্থা মুখ্যারতির) দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া হাস-বিস্ময়াদি সাতটী ভাবও সাতটী গৌণী রতিরূপে পরিণত হয়। এইরূপে মোট হইল আটটী রতি—এক মুখ্যা রতি, আর সাত গৌণী রতি। এই আটটী রতিরই স্থায়িভাবত্ব আছে; সঞ্চারিভাবসমূহের স্থায়িভাবত্ব নাই।

গ। হাসাদির স্থায়িভাবত্ব

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হাস-বিস্ময়াদি হইতেছে আগন্তুক, অবস্থাবিশেষে তাহারা লয় প্রাপ্তও হয়; তথাপি তাহাদিগকে স্থায়ী ভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে?

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকায় ইহার উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"যদ্যপি হাসাদীনামপি বলিষ্ঠভাবেন লয় উক্তস্তথাপি তেষাং লয়েঽপি সংস্কারাস্তিষ্ঠন্ত্যেব। অতস্তানাদায় হাসাদীনাং স্থায়িতানির্ব্বাহঃ, ব্যভিচারিভাবানান্তু লয়ে তেষাং সংস্কারা অপি ন সন্তীতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ॥ —বলিষ্ঠ ভাবের দ্বারা লয় প্রাপ্ত হইলেও হাসাদি ভাবের সংস্কার থাকিয়া যায়, সংস্কার লয় প্রাপ্ত হয় না। সংস্কারের স্থায়িত্বেই হাসাদি রতির স্থায়িত্ব নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু ব্যভিচারিভাবসমূহ লয় প্রাপ্ত হইলে তাহাদের সংস্কারও লয় প্রাপ্ত হয়; এজন্য ব্যভিচারিভাবসমূহের স্থায়িত্ব-নির্ব্বাহ হয় না। ইহাই হইতেছে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।"

বিষয়টী অন্য ভাবেও বিবেচনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে "হাসোত্তরা রতির্যা"-ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকার প্রমাণে বলা হইয়াছে—হাসাদি বাস্তবিক রতি নহে; হাসাদি যখন পরার্থা মুখ্যা রতিদ্বারা অনুগৃহীত হয়, তখনই তাহাদিগের রতি-সংজ্ঞা হয়। রতিত্ব হইতেছে বাস্তবিক পরার্থা মুখ্যা রতিরই, হাসাদির রতিত্ব ঔপচারিক বা গৌণ। তদ্রূপ স্থায়িত্বও বাস্তবিক মুখ্যা রতিরই, হাসাদির স্থায়িত্বও ঔপচারিক বা গৌণ। যে মুখ্যারতির কৃপায় হাসাদির রতিত্ব সিদ্ধ হয়, সেই মুখ্যা রতির স্থায়িভাবত্বই হাসাদি গৌণী রতিতে উপচারিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এক্ষণে হাসাদি গৌণী রতির আলোচনা করা যাইতেছে।

১৩৪। হাসরতি

"চেতো বিকাশো হাসঃ স্যাদ্‌বাগ্‌ বেশেহাদিবৈকৃতাৎ।
স্বদৃগ্‌ বিকাসনাসৌষ্ঠকপোলস্পন্দনাদিকৃৎ॥
কৃষ্ণসম্বন্ধিচেষ্টোত্থঃ স্বয়ং সঙ্কুচদাত্মনা।
রত্যানুগৃহ্যমাণোঽয়ং হাসো হাসরতির্ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩০-৩১॥

—(প্রথমে হাস বা হাস্যের লক্ষণ বলিতেছেন—কাহারও) বাক্য, বেশভূষা এবং চেষ্টাদির বিকৃতি হইতে চিত্তের যে বিকাশ, তাহাকে বলে হাস (হাস্য)। হাস্যের উদয়ে নিজের নেত্রবিকাশ এবং নাসিকা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি প্রকাশ পায়। (এক্ষণে হাসরতির কথা বলিতেছেন, এই হাস যদি কৃষ্ণসম্বন্ধি-চেষ্টা হইতে (শ্রীকৃষ্ণের বেশ-ভূষার বা চেষ্টাদির বিকৃত বা আস্বাভাবিক অবস্থা হইতে) উত্থিত হয় এবং স্বয়ং সঙ্কোচময়ী পরার্থা মুখ্যারতি দ্বারা যদি অনুগৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হাসরতি বলা হয়।"

উদাহরণ :—

"ময়া দৃগপি নার্পিতা সুমুখি দধ্নি তুভ্যং শপে
সখী তব নিরর্গলা তদপি মে মুখং জিঘ্রতি।
প্রশাধি তদিমাং মুধা চ্ছলিতসাধুমিত্যুচ্যতে
বদত্যজনি দূতিকা হসিতরোধনে ন ক্ষমা॥ ভ, র, সি ২।৫।৩২॥

—(সূর্য্যপূজার ছলে দধি-আদি লইয়া সখীগণের সহিত শ্রীরাধা বৃন্দাবনে গিয়াছেন। বনমধ্যে এক স্থলে দধি-আদি রাখিয়া পুষ্পচয়নার্থ তাঁহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। দধিরক্ষার্থ কোনও দূতীকেও দধির নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেস্থলে আসিয়া দধিরক্ষিকা দূতীর মুখে শ্রীরাধার বনমধ্যে গমনের কথা শুনিয়া বনমধ্যে গেলেন এবং নির্জনে বিহার করিতে লাগিলেন। এই বিহার-কালে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মুখচুম্বন করিতেছেন, এমন সময়ে বামস্বভাবা এক সখী সে-স্থানে উপনীত হইলে ছলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন) 'হে সুমুখি ! তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, দধির প্রতি আমি দৃষ্টিপাতও করি নাই; তথাপি তোমার এই নির্লজ্জা সখী (শ্রীরাধা—আমি দধি ভোজন করিয়াছি কিনা, নিশ্চিতরূপে তাহা জানিবার জন্য) আমার মুখের ঘ্রাণ লইতেছেন। আমি সাধু, দধি চুরি করি নাই; তথাপি মিছামিছি ছলনা করিয়া আমাকে চোর প্রমাণ করার চেষ্টা করিতেছেন! তুমি ইঁহাকে নিবৃত্ত কর'—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিলে সেই সখী আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া অকস্মাৎ আগতা সখীর হাস্যের উদয় হইয়াছে; তাঁহার চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির অনুগ্রহে তাঁহার হাস্য হাসরতিতে পরিণত হইয়াছে; রতি হাসিকে অনুগৃহীত করিয়া হাসিকেই প্রকটিত করিয়াছে, নিজে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে।

১৩৫। বিস্ময়রতি

"লোকোত্তরার্থবীক্ষাদে র্বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তৃতিঃ।
অত্র স্যুর্নেত্রবিস্তারসাধূক্তিপুলকাদয়ঃ।
পূর্ব্বোক্তরীত্যা নিষ্পন্নঃ স বিস্ময়রতির্ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৩॥

—অলৌকিক বিষয়ের দর্শনাদি হইতে চিত্তের যে বিস্তার, তাহার নাম বিস্ময়। ইহাতে নেত্রের বিস্তার, সাধূক্তি এবং পুলকাদি প্রকাশ পায়। এই বিস্ময়ই পূর্ব্বোক্তরীতি অনুসারে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি-অলৌকিক ব্যাপারের দর্শনাদিতে বিস্ময়ের উদয় হইলে পরার্থা মুখ্যারতিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া সেই বিস্ময়ই) বিস্ময়-রতিতে পরিণত হয়।"

উদাহরণ :—

"গবাং গোপালানামপি শিশুগণঃ পীতবসনো লসচ্ছ্রীবৎসাঙ্কঃ পৃথুভুজচতুষ্কৈর্দ্ধৃতরুচিঃ।
কৃতস্তোত্রারম্ভঃ সবিধিভিরজাণ্ডালিভিরলংপরব্রহ্মোল্লাসান্ বহতি কিমিদং হন্ত কিমিদম্॥ ২।৫।৩৩॥

—(এই শ্লোকটী হইতেছে ব্রহ্মমোহন-লীলা-প্রসঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য গোপশিশুগণের বৎসগণকে এবং গোপশিশুগণকেও হরণ করিয়া একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তত্তৎ-বৎস-বৎসপালরূপে আত্মপ্রকট করিয়া নরমানে একবৎসর লীলা করিয়াছিলেন। বৎসরান্তে ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন—তিনি যাঁহাদিগকে হরণ করিয়া নিয়াছিলেন, সেই বৎসপালগণ এবং বৎসগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই বিরাজিত; পরে, তৎক্ষণেই আবার দেখিলেন—প্রত্যেক বৎস এবং প্রত্যেক বৎসপাল-গোপশিশু এক এক চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে বিরাজিত। তিনি দেখিলেন) গাভীদিগের এবং গোপালদিগেরও শিশুগণ (অর্থাৎ বৎসগণ এবং বৎসপাল গোপশিশুগণ) প্রত্যেকেই পীতবসন, শ্রীবৎসচিহ্নধারী, সুপুষ্ট-ভুজচতুষ্টয়ে দীপ্তিমান্, ব্রহ্মার সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তৃক স্তূয়মান পরব্রহ্ম-নারায়ণের উৎকর্ষ ধারণ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্ময়ের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন—'অহো! ইহা কি! ইহা কি!!"

এ-স্থলে ব্রহ্মার বিস্ময়-রতি উদাহৃত হইয়াছে।

১৩৬। উৎসাহ-রতি

"স্থেয়সী সাধুভিঃ শ্লাঘ্যফলে যুদ্ধাদিকর্ম্মণি। সত্বরা মানসাসক্তিরুৎসাহ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
কালানপেক্ষণং তত্র ধৈর্য্যত্যাগোদ্যমাদয়ঃ। সিদ্ধঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা স উৎসাহরতির্ভবেৎ॥

—ভ, র, সি, ২।৫।৩৪॥

—সাধুগণকর্ত্তৃক যাহার ফল প্রশংসিত হয়, সেই যুদ্ধাদিকর্ম্মে (যুদ্ধ, দান, দয়া, ধর্ম্মপ্রভৃতি স্বীয় অভীষ্ট কর্ম্মে) মনের যে স্থিরতরা ত্বরাযুক্তা আসক্তি, তাহাকে বলে উৎসাহ। ইহাতে কালের অপেক্ষাহীনতা,

ধৈর্য্যচ্যুত এবং উদ্যমাদি প্রকাশ পায়। এই উৎসাহ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সিদ্ধ হইলে উৎসাহরতিতে পরিণত হয়।"

উদাহরণ :—

"কালিন্দীতটভুবি পত্রশৃঙ্গবংশী-নিক্বাণৈরিহ মুখরীকৃতাম্বরায়াম্।
বিস্ফূর্জ্জন্নঘদমনেন যোদ্ধুকামঃ শ্রীদামা পরিকরমুদ্ভটং ববন্ধ। ভ, র, সি, ২।৫।৩৪॥

—কালিন্দীতটভূমিতে পত্র, শৃঙ্গ ও বংশীধ্বনিতে আকাশমণ্ডল মুখরিত হইতেছিল; সে স্থলে 'আমার সমান বলীয়ান্ জগতে কে আছে?' ইত্যাদি বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীদামা দৃঢ়রূপে কটিবন্ধন করিলেন।"

১৩৭। শোকরতি

"শোকস্থিষ্টবিয়োগাদ্যৈশ্চিত্তক্লেশভরঃ স্মৃতঃ।
বিলাপ-পাত-নিশ্বাস-মুখশোষ-ভ্রমাদিকৃৎ।
পূর্ব্বোক্তবিধিনৈবায়ং সিদ্ধঃ শোকরতির্ভবেৎ॥২।৫।৩৫।

—ইষ্টবিয়োগাদি (প্রিয়ব্যক্তির সহিত বিরহ, প্রিয়ব্যক্তির অনিষ্টাদির ভাবনা, প্রিয়ব্যক্তির পীড়াদি) হইতে চিত্তের যে অতিশয় ক্লেশ, তাহাকে শোক বলে। এই শোকে বিলাপ, ভূমিতে পতন, নিশ্বাস, মুখশোষ ও ভ্রমাদি প্রকাশ পায়। এই শোক পূর্ব্বোক্ত রীতিতে সিদ্ধ হইলে (অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয়ক হইলে) শোকরতি নামে অভিহিত হয়।"

উদাহরণ :—

"রুদিতমনু নিশম্য তত্র গোপ্যো ভৃশমনুরক্তধিয়োঽপ্যশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।
রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং পবন উপারতপাংশুবর্ষবেগে॥ শ্রীভা, ১০।৭।২৫॥

—(কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত্তনামক অসুর ঘূর্ণিবায়ুরূপে ব্রজে আসিয়া প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করিয়া শিশু কৃষ্ণকে লইয়া আকাশে উঠিয়া গেল। কৃষ্ণ পূর্ব্বে যে-স্থানে ছিলেন, যশোদা সে-স্থানে আসিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন) ঘূর্ণিবাত্যার প্রবল বেগে যে ধূলিবর্ষণ হইতেছিল, তাহা উপরত হইলে যশোদার রোদনধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ সে-স্থানে আসিয়া নন্দতনয়কে দেখিতে না পাইয়া অশ্রুপূর্ণমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।"

অথবা,

"'অবলোক্য ফণীন্দ্রযন্ত্রিতং তনয়ং প্রাণসহস্রবল্লভম্।
হৃদয়ং ন বিদীর্য্যতি দ্বিধা ধিগিমাং মর্ত্ত্যতনোঃ কঠোরতাম্॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৬॥

—(শোকাকুলচিত্তে শ্রীব্রজরাজ নন্দ বলিলেন) সহস্রপ্রাণাপেক্ষাও প্রিয় তনয়কে কালিয়নাগকর্ত্তৃক কবলিত দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় দ্বিধা বিদীর্ণ হইলনা, তখন এই মর্ত্ত্যদেহের কঠোরতাকে ধিক্।"

১৩৮। ক্রোধরতি

"প্রাতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে। পারুষ্যভ্রুকুটীনেত্রলৌহিত্যাদি-বিকারকৃৎ॥
এতং পূর্ব্বোক্তবৎ সিদ্ধং বিদুঃ ক্রোধরতিং বুধাঃ। দ্বিধাঽসৌ কৃষ্ণতদ্বৈরি-বিভাবত্বেন কীর্ত্তিতা॥
—ভ, র, সি, ২।৫।৩৬॥

—প্রাতিকূল্যাদি হইতে চিত্তের যে জ্বলন, তাহাকে ক্রোধ বলে। ইহাতে পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা), ভ্রূকুটী, নেত্রলৌহিত্যাদি বিকার জন্মে। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে সিদ্ধ হইলে এই ক্রোধকে পণ্ডিতগণ ক্রোধরতি বলেন। এই ক্রোধরতি দুই রকমের ; এক রকমে বিভাব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ ; আর একরকমে বিভাব হইতেছে কৃষ্ণের বৈরী।"

ক। কৃষ্ণবিভাবা ক্রোধরতি

"কণ্ঠসীমনি হরের্দ্দ্যুতিভাজং রাধিকামণিসরং পরিচিত্য।
তং চিরেণ জটিলা বিকটভ্রূভঙ্গভীমতরদৃষ্টির্দদর্শ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৭॥

—শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে শ্রীরাধার দীপ্তিময়-মণিহার চিনিতে পারিয়া জটিলা বিকট ভ্রূভঙ্গে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন।"

এই উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার শ্বশ্রূম্মন্যা জটিলার ক্রোধের কথা বলা হইয়াছে। এই ক্রোধ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণরতিমূলক, এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন জটিলার রতির বিষয়ালম্বন-বিভাব। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জটিলার রতি না থাকিলে এই ক্রোধকে ক্রোধরতি বলা হইত না। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জটিলার রতি আছে বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-কামনা করেন। পরবধূর মণিহার কণ্ঠে ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল হইবে, লোকসমাজে অপযশঃ হইবে। বিকট-ভ্রূভঙ্গময়ী দৃষ্টিদ্বারা জটিলা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার বধূ শ্রীরাধার সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখেন। (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকার মর্ম্ম)

খ। কৃষ্ণবৈরিবিভাবা ক্রোধরতি

"অথ কংসসহোদরোগ্রদাবে হরিমভ্যুদ্যতি তীব্রহেতিভাজি।
রভসাদলিকাম্বরে প্রলম্ব-দ্বিষতোঽভূদ্ভ্রুকুটী পয়োদরেখা॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৮॥

—কংস-সহোদররূপ তীব্রজ্বালাময় উগ্রদাবানলকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া প্রলম্বদ্বেষী বলদেবের ললাটরূপ আকাশে হঠাৎ ভ্রূকুটীরূপা মেঘরেখা উদিত হইল।"

কংস-সহোদররূপ দাবানল হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বৈরী, এই কৃষ্ণবৈরী দাবানলই হইতেছে বলদেবের ক্রোধের বিষয়—বিভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের রতি আছে বলিয়াই দাবানলের প্রতি তাঁহার ক্রোধ। কৃষ্ণরতিদ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া এই ক্রোধ ক্রোধরতিতে পরিণত হইয়াছে।

১৩৯। ভয়রতি

"ভয়ং চিন্তাতিচাঞ্চল্যং মন্তুঘোরেক্ষণাদিভিঃ। আত্মগোপন-হৃচ্ছোষ-বিদ্রব-ভ্রমণাদিকৃৎ॥
নিষ্পন্নং পূর্ব্ববদিদং বুধা ভয়রতিং বিদুঃ। এষাপি ক্রোধরতিবদ্দ্বিবিধা কথিতা বুধৈঃ॥
—ভ, র, সি, ২।৫।৩৮॥

—অপরাধ হইতে এবং ঘোর (ভয়ঙ্করবস্তু) দর্শনাদি হইতে চিত্তের যে অতিশয় চাঞ্চল্য জন্মে, তাহাকে ভয় বলে। এই ভয়ে আত্মগোপন, চিত্তশোষ, পলায়ন এবং ভ্রমণাদি প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্তরীতিতে নিষ্পন্ন হইলে পণ্ডিতগণ ইহাকে ভয়রতি বলিয়া থাকেন। ইহাও ক্রোধরতির ন্যায় দুই রকমের—কৃষ্ণবিভাবজা এবং দুষ্টবিভাবজা।

ক। কৃষ্ণবিভাবজা ভয়রতি

"যাচিতঃ পটিমভিঃ স্যমন্তকং শৌরিণা সদসি গান্দিনীসুতঃ।
বস্ত্রগূঢ়মণিরেষ মূঢ়ধীস্তত্র শুষ্যদধরঃ ক্লমং যযৌ॥ ভ, র, সি, ২।৫ ৩৮॥

—অক্রুর বস্ত্রমধ্যে স্যমন্তকমণি গোপন করিয়া সভামধ্যে উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ চাতুর্য্যপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে স্যমন্তকমণি চাহিলে (প্রত্যুত্তরদানে অসামর্থ্যবশতঃ—আমার অন্যায় কর্ম্মের কথা আমার প্রভু জানিতে পারিয়াছেন—ইহা মনে করিয়া) হতবুদ্ধি অক্রূর ভয়ে শুষ্কবদনে ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে অক্রূরের অপরাধজনিত ভয়। এই ভয় শ্রীকৃষ্ণরতিমূলক ; শ্রীকৃষ্ণই এই রতির বিষয়ালম্বন-বিভাব। শ্রীকৃষ্ণে অক্রূরের রতি আছে বলিয়াই তাঁহার নিকটে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া অক্রূরের ভয় জন্মিয়াছে। এইরূপে ইহা হইল কৃষ্ণবিভাবজা ভয়রতি।

খ। দুষ্টবিভাবজা ভয়রতি

"ভৈরবং রুবতি হন্ত গোকুলদ্বারি বারিদনিভে বৃষাসুরে।
পুত্রগুপ্তিধৃতযত্নবৈভবা কম্প্রমূর্ত্তিরভবদ্‌ব্রজেশ্বরী॥২।৫।৩৮॥

—বারিদসদৃশ বৃষাসুর গোকুলের দ্বারদেশে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিলে পুত্রের (শ্রীকৃষ্ণের) রক্ষার জন্য যত্নবতী ব্রজেশ্বরী কম্পিতমূর্ত্তি হইয়াছিলেন।"

এ স্থলে বৃষাসুর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা ভীতা হইয়াছেন। তাঁহার এই ভয়ও কৃষ্ণরতিমূলক হওয়াতে ইহা ভয়রতি হইয়াছে।

১৪০। জুগুপ্সারতি

"জুগুপ্সা স্যাদহৃদ্যানুভবাচ্চিত্তনিমীলনম্।
তত্র নিষ্ঠীবনং বক্ত্রকুণনং কুৎসনাদয়ঃ।
রতেরনুগ্রহাজ্জাতা সা জুগুপ্সারতির্মতা॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৯॥

—অহৃদ্য (অকাম্য, ঘৃণাস্পদ) বিষয়ের অনুভবে চিত্তের যে নিমীলন বা সঙ্কোচ, তাহাকে জুগুপ্সা বলে। ইহাতে নিষ্ঠীবন (থুথুফেলা), মুখের কুটিলীকরণ এবং কুৎসনাদি প্রকাশ পায়। এই জুগুপ্সা যদি কৃষ্ণরতির অনুগ্রহ হইতে জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে জুগুপ্সা রতি বলা হয়।"

উদাহরণ :—

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৯॥

—যে-সময় হইতে আমার মন নব-নব-রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে আনন্দ অনুভব করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই (পূর্ব্বকৃত) নারীসঙ্গমের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে আমার মুখবিকৃতি এবং নিষ্ঠীবন প্রকাশ পাইতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি জন্মিয়াছে বলিয়া নারীসঙ্গমাদিকে এতই অহৃদ্য বা ঘৃণাস্পদ মনে হইতেছে যে, পূর্ব্বকৃত নারীসঙ্গমের কথা মনে হইলেও ঘৃণার বা জুগুপ্সার উদয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণরতি হইতে এই জুগুপ্সার উদ্ভব বলিয়া ইহা হইতেছে জুগুপ্সারতি।

ভাবসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

১৪১। ভাবের স্থায়িভাবাখ্যা

"রতিত্বাৎ প্রথমৈকৈব সপ্ত হাসাদয়স্তথা।
ইত্যষ্টৌ স্থায়িনো যাবদ্রসাবস্থাং ন সংশ্রিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪০॥

— যে পর্য্যন্ত রসাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত রতিত্ববশতঃ প্রথমা (অর্থাৎ মুখ্যা রতি) এক এবং হাসাদি সপ্ত গৌণী রতি—এই আটটীকে স্থায়িভাব বলা হয়; (রসাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে রসই বলা হয়)।"

মুখ্যা রতি —শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রকমের হইলেও রতিত্ব-সামান্য-বিবক্ষায় (অর্থাৎ শান্তাদি পঞ্চ ভেদের প্রত্যেকেই কৃষ্ণরতি বলিয়া) এক মুখ্যা রতি নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। আর হাসাদি সাতটীকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গণনা করিলে মোট ভাব হয় আটটী। যে পর্য্যন্ত এই ভাবগুলি রসরূপে পরিণত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহাদিগকে "স্থায়ী ভাব" বলা হয়; রসরূপে পরিণত হইলে—মুখ্যরস (অর্থাৎ শান্তরস, দাস্যরস, ইত্যাদি) এবং হাসরস, বিস্ময়রস ইত্যাদি—রসনামে অভিহিত হয়।

রসরূপে পরিণত হইলেও তাহাদের স্থায়িভাবত্ব নষ্ট হয়না; নষ্ট হইলে তাহাদিগকে স্থায়ী ভাব বলাও সঙ্গত হইতনা। তখন তাহারা রসের অন্তর্ভুক্ত থাকে বলিয়া তাহাদের রসত্বই প্রাধান্য লাভ করে; এজন্য রসনামে অভিহিত হয়। যেমন, শর্করাদির যোগে দধি রসালায় পরিণত হইলেও রসালার মধ্যে দধি অবস্থিত থাকে, দধি নষ্ট হইয়া যায়না; তবে তখন আস্বাদন-চমৎকারিত্ব-জ্ঞাপক "রসালা"-নামেই অভিহিত হয়, তদ্রূপ।

১৪২। ভাবসংখ্যা

"চেৎ স্বতন্ত্রা স্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভবেয়ুর্ব্যভিচারিণঃ।

ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাশ্চৈতে ভাবাখ্যা স্তানসংখ্যকাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪১॥

—তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব যদি স্বতন্ত্র (অর্থাৎ স্থায়িভাবের অঙ্গরূপে রসাত্মতা প্রাপ্ত) হয়, তাহা হইলে এই তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব, পূর্ব্বোক্ত আটটী স্থায়ী ভাব এবং আটটী সাত্ত্বিক ভাব—মোট উনপঞ্চাশটী ভাব হয় (তান=উনপঞ্চাশ)।"

[টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বতন্ত্রাঃ স্থায়্যঙ্গতয়া রসাত্মতামাগতা শ্চেদ্ভবেয়ুঃ তদা ব্যভিচারিণস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ। তানা উনপঞ্চাশৎ তৎসংখ্যকাঃ॥]

এই উক্তি হইতে জানা গেল—ব্যভিচারিভাবগুলি যদি স্থায়িভাবের অঙ্গরূপে রসাত্মতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই ভাবরূপে পরিগণিত হইতে পারে, অন্যথা নহে।

১৪৩। ভাবোত্থ সুখ-দুঃখের রূপ

"কৃষ্ণান্বয়াদ্‌গুণাতীত-প্রৌঢ়ানন্দময়া অপি। ভান্ত্যমী ত্রিগুণোৎপন্নসুখদুঃখময়া ইব॥

তত্র স্ফুরন্তি হ্রীবোধোৎসাহাদ্যাঃ সাত্ত্বিকা ইব। তথা রাজসবদ্ গর্ব্ব-হর্ষ-সুপ্তি-হাসাদয়ঃ॥

বিষাদ-দীনতা-মোহ-শোকাদ্যাস্তামসা ইব॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪২॥

—কৃষ্ণস্ফুরণময়ত্ববশতঃ এই সকল ভাব মায়িক-গুণাতীত এবং প্রৌঢ়ানন্দময় হইলেও মায়িক-গুণত্রয় হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের মতনই প্রতিভাত হয়। তন্মধ্যে লজ্জা, বোধ এবং উৎসাহাদি সাত্ত্বিকের (সত্ত্বগুণোদ্ভূতের) ন্যায়, গর্ব্ব-হর্ষ-সুপ্তি-হাসাদি রাজসের (রজোগুণোদ্ভূতের ন্যায়) এবং বিষাদ-দীনতা-মোহ-শোকাদি তামসের (তমোগুণোদ্ভূতের) ন্যায় প্রতিভাত হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত, আনন্দস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণরতিও হ্লাদিনী-প্রধানা-স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া গুণাতীত এবং আনন্দরূপ। গুণাতীত এবং আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ বশতঃই লজ্জা-বোধ-উৎসাহাদি ও গর্ব্ব-হর্ষ-সুপ্তি প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের এবং হাসাদি গৌণী রতির অভ্যুদয় হয়। সুতরাং এই সমস্ত ব্যভিচারিভাব এবং গৌণী রতিও স্বরূপতঃ মায়িকগুণ-স্পর্শহীন এবং প্রৌঢ়ানন্দময়। এ-সমস্ত হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখও হইবে গুণাতীত এবং প্রৌঢ়ানন্দময়। তথাপি কিন্তু এ-সমস্ত সুখ-দুঃখের বাহিরের রূপটী হয় মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের মতন।

কোন্ কোন্ ভাব হইতে উত্থিত অপ্রাকৃত, গুণাতীত এবং প্রৌঢ়ানন্দময় সুখ-দুঃখাদির বাহিরের রূপ মায়িক কোন্ কোন্ গুণ হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের ন্যায় হইয়া থাকে, তাহাও বলা হইয়াছে। লজ্জা, বোধ, উৎসাহাদি হইতে উদ্ভূত সুখের বাহিরের রূপ হইয়া থাকে মায়িক সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত সুখের ন্যায়। গর্ব্ব, হর্ষ, সুপ্তি, হাসাদি হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের বাহিরের রূপ হয় মায়িক রজোগুণ হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের ন্যায়। আর, বিষাদ, দৈন্য, মোহ, শোকাদি হইতে উত্থিত দুঃখের বাহিরের রূপটী হয় মায়িক তমোগুণ হইতে উদ্ভূত দুঃখের ন্যায়।

ক। ভাবোত্থ দুঃখের হেতু ও স্বরূপ

প্রশ্ন হইতে পারে, আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ এবং ভাবসমূহও আনন্দ-স্বরূপা কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া সকল ভাবই সুখময়ই হইবে। তাহাতে দুঃখের স্থান কোথায় এবং কেন ?

উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণস্ফুরণময় বলিয়া হর্ষাদি সমস্ত ভাব অপ্রাকৃত সুখময়ই ; এবং কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া বিষাদাদিও তাদৃশ সুখময়ই—ইহাই বক্তব্য। তথাপি যে বিষাদাদিকে দুঃখময় বলিয়া মনে হয়, তাহার হেতু হইতেছে এই যে, কৃষ্ণের অপ্রাপ্তি-আদি ভাবনারূপ যে উপাধি, সেই উপাধিরূপ উপাদান হইতেই তাহাদের দুঃখময়রূপে স্ফুরণ। এ-স্থলে কৃষ্ণ-স্ফুরণ হইতেছে নিমিত্তমাত্র। কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যই ভক্তদের উৎকণ্ঠা। যখন কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, তখন তাঁহার অপ্রাপ্তি-ভাবনারূপ উপাধির যোগেই বস্তুতঃ সুখময় বিষাদ-শোকাদি ভাবকে দুঃখময় বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইলে সেই উপাধি দূরীভূত হয় (অপ্রাপ্তি-ভাবনা আর থাকেনা), এবং হর্ষ পুষ্টি লাভ করে ; তখন বিষাদাদিও সুখময়রূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। আগন্তুক উপাধিব যোগে বিষাদাদি দুঃখময়ের মতন মনে হয়, বাস্তবিক দুঃখময় নহে, বস্তুতঃ সুখময়ই। দুঃখময়ত্বরূপে জ্ঞান হইতেছে ঔপাধিক, বাস্তব নহে।

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উদাহরণের সহায়তায় বিষয়টী পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—ব্রজসুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণদর্শন করেন, তখন দর্শনজনিত আনন্দে তাঁহাদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে; এই অশ্রু দুঃখের পরিচায়ক নহে, সুখেরই পরিচায়ক ; তথাপি এই সুখময় অশ্রু শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া তাঁহারা এই অশ্রুকেও ধিক্কার দেন। তপ্ত ইক্ষুর চর্ব্বণকালে ইক্ষুর মাধুর্য্যে খুব সুখের উদয় হয় ; কিন্তু ইক্ষুর উষ্ণতার জন্য তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় ; কিন্তু মাধুর্য্যের অনুভবে তাহা ত্যাগ করাও যায়না।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—

বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুতচরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্রে মিলন ॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২।৪৪-৪৫॥

কৃষ্ণের অপ্রাপ্তি-আদির আগন্তুক ভাবনাবশতঃ দুঃখ ; কিন্তু আগন্তুক বলিয়া এই দুঃখ হইতেছে বাহিরের বস্তুমাত্র, ইহা প্রেমের বা ভাবের স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারেনা ; তাই কৃষ্ণের

অপ্রাপ্তি-অবস্থাতেও ভক্তের হৃদয়ে পরমানন্দ বিরাজিত—"ভিতরে আনন্দময়।" স্বরূপে ভাব সকল সময়েই আনন্দময়।

ভক্তচিত্তের ভাবজনিত সুখ-দুঃখকে অভক্তদের মায়িক গুণত্রয় হইতে উদ্ভুত সুখ-দুঃখের মতনই মনে হয়; বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। ভক্তদের ভাবোত্থ সুখদুঃখ গুণময় নহে, নির্গুণ। একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৪॥"

খ। সুখময় ও দুঃখময় ভাবসমূহ

এ-স্থলে বলা হইল, কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহ স্বরূপতঃ সুখময় হইলেও উপাধির যোগে কোনও কোনও ভাব দুঃখময় বলিয়া প্রতীত হয়। কোন্ কোন্ ভাব দুঃখময়রূপে প্রতিভাত হয় এবং কোন্ কোন্ ভাব দুঃখময়রূপে প্রতিভাত হয় না, সুখময়রূপেই অনুভূত হয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাও বলিয়াছেন।

"প্রায়ঃ সুখময়াঃ শীতা উষ্ণা দুঃখময়া ইহ, চিত্রেয়ং পরমানন্দ-সান্দ্রাপ্যুষ্ণা রতির্মতা॥
শীতৈর্ভাবৈর্বলিষ্ঠৈস্তু পুষ্টা শীতায়তেহ্যসৌ। উষ্ণৈস্তু রতিরত্যুষ্ণা তাপয়ন্তীব ভাসতে॥
বিপ্রলম্ভে ততো দুঃখভরাভাসকৃদুচ্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪৩-৪৪॥

—(হর্ষাদি) শীত-ভাবসমূহ প্রায়শঃ সুখময় হয়; আর, (বিষাদাদি) উষ্ণভাবসমূহ দুঃখময়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিবিড় পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও রতি উষ্ণা হয়। বলিষ্ঠ শীতভাবসমূহের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া রতি হর্ষাদি শীতভাবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়। রতির স্বরূপতঃ উষ্ণত্ব নাই বলিয়া স্বয়ং তাপপ্রদ হয় না; কিন্তু বিষাদাদি উষ্ণভাবের সহিত যুক্ত হইয়া উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া তাপপ্রদ বলিয়া প্রতীয়মান হয় (বিয়োগাদি হইতে উত্থিত বিষাদাদি গুণই রতিতে আরোপিত হয়); সেই হেতু, বিপ্রলম্ভে বিষাদাদি উষ্ণা রতির যোগে কৃষ্ণরতি দুঃখাতিশয়ের আভাসমাত্রকারিণী বলিয়া কথিত হয় (আদিতেও এই দুঃখ থাকে না, পরেও থাকেনা; বিয়োগরূপ উপাধির যোগ হইলেই দুঃখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এজন্য 'আভাস' বলা হইয়াছে।—শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

তাৎপর্য্য। হর্ষাদি ভাব হইতেছে শীত, শীতল, স্নিগ্ধ; তাপপ্রদ নহে। এই সকল শীতল-হর্ষাদি ভাবের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিলে কৃষ্ণরতিও অত্যন্ত সুখময় হইয়া থাকে। আর, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনাদিজনিত বিষাদাদি ভাব—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তির ভাবনাদি, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য বলবতী উৎকণ্ঠাদি, প্রাপ্তিবিষয়ে শঙ্কাদিই প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া বিষাদাদি ভাব—স্বতঃই উষ্ণ, তাপপ্রদ। এজন্য, কৃষ্ণরতি যখন এতাদৃশ বলবান্ উষ্ণভাবের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন উষ্ণরূপে,—তাপপ্রদরূপে—প্রতীয়মান হয়। এই তাপ বা উষ্ণতা কিন্তু বস্তুতঃ রতির নহে; ইহা হইতেছে বিষাদাদি উষ্ণভাবেরই তাপ, রতিতে তাহা আরোপিত হয় মাত্র। যেমন, অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকাশক্তি বাস্তবিক লৌহের নহে, অগ্নিরই; অগ্নির দাহিকাশক্তিই লৌহে আরোপিত হয়; তদ্রূপ।

সপ্তম অধ্যায়

কাব্য ও কাব্যরস

১৩৯। পরিকরবর্গের রসাস্বাদন

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরিকরভুক্ত, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরতি স্থায়িভাবরূপে নিত্য বিরাজিত; শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী লীলাতে রসের সামগ্রীর সহিত সংযোগে তাঁহাদের রতি বা স্থায়িভাব রসরূপে পরিণত হইতে পারে; তখন তাঁহারা ভক্তিরসের আস্বাদন পাইতে পারেন।

যে-সমস্ত জাতরতি বা জাতপ্রেম ভক্ত যথাবস্থিত সাধকদেহে অবস্থিত, অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে তাঁহারা যখন স্ব-স্ব ভাবানুসারে লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তখন তাঁহাদের পক্ষেও রসাস্বাদন সম্ভব হইতে পারে।

১৪০। কাব্য

ভগবানের লীলাকথা যদি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই গ্রন্থের অনুশীলনাদি-দ্বারাও, যাঁহারা পরিকরভুক্ত নহেন, এতাদৃশ যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভবপর হইতে পারে।

কিন্তু যে-কোনওরূপে লিখিত গ্রন্থই রসাস্বাদনের উপযোগী নহে। রসাস্বাদনের উপযোগী গ্রন্থের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকা আবশ্যক; এ-সমস্ত বিশেষ লক্ষণ যে-গ্রন্থের আছে, তাহাকে কাব্য বলা হয়।

ক। অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত কাব্য

আলোচ্য-বিষয়বস্তুর ভেদে কাব্য দুই রকমের—অপ্রাকৃত কাব্য এবং প্রাকৃত কাব্য।

অপ্রাকৃত কাব্য। অপ্রাকৃত ভগবল্লীলাদি যে কাব্যে বর্ণিত হয়, তাহাকে বলে অপ্রাকৃত কাব্য। কেননা, ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার পরিকরগণও অপ্রাকৃত বস্তু এবং ভগবল্লীলাও হইতেছে অপ্রাকৃত বস্তু। এ-সমস্ত লোকাতীত বস্তু বলিয়া অপ্রাকৃত কাব্যকে অলৌকিক কাব্যও বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামায়ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীললিতমাধব-নাটক, শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক প্রভৃতি হইতেছে অপ্রাকৃত কাব্য।

প্রাকৃত কাব্য। আর, প্রাকৃত জীবের আচরণাদি যে কাব্যে বর্ণিত হয়, তাহাকে বলে প্রাকৃত কাব্য। এই জাতীয় কাব্যে লৌকিক বিষয় বর্ণিত হয় বলিয়া ইহাকে লৌকিক কাব্যও বলা হয়।

খ। দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্য কাব্য

কাব্যে বর্ণিত বিষয়সমূহের বিবরণ-ভঙ্গীভেদেও আবার কাব্য দুই রকমের—দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্য কাব্য। অগ্নিপুরাণেও এই দ্বিবিধ কাব্যের কথা বলা হইয়াছে। "শ্রব্যঞ্চাভিনেয়ঞ্চ প্রকীর্ণং সকলোক্তিভিঃ॥ ৩৩৬।৩৮॥" অভিনেয়-কাব্যই দৃশ্যকাব্য। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত এই উভয় রকমের কাব্যেই এই ভেদদ্বয় থাকিতে পারে।

দৃশ্যকাব্য। যে কাব্য এমন ভাবে লিখিত যে, কাব্যের পাত্রসমূহের সাজে সজ্জিত হইয়া অভিনেতাগণ রঙ্গমঞ্চে তাহার অভিনয় করিতে পারেন, তাহাকে বলে দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য নাটকাকারে লিখিত। দর্শকগণ এই অভিনয় দর্শন করিয়া কাব্যরস অনুভব করিতে পারেন বলিয়া এই জাতীয় কাব্যকে দৃশ্যকাব্য বলে। অভিনেতা (অর্থাৎ নট) কাব্যকথিত যে পাত্রের ভূমিকা অভিনয় করেন, সেই পাত্রের—কাব্যে লিখিত—কথাগুলিই অভিনেতা বলিয়া যায়েন এবং কথাগুলির উচ্চারণ-ভঙ্গী, স্বীয় অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিদ্বারা সেই পাত্রের হাব, ভাব, কটাক্ষাদি প্রকাশ করিয়া অভিনেতা শ্রোতাদের চিত্তবিনোদন করেন।

যাঁহার ভূমিকা অভিনয় করা হয়, তাঁহাকে বলে **অনুকার্য্য** ; কেননা, অভিনেতা বা নট তাঁহার আচরণেরই অনুকরণ করিয়া থাকেন। আর, যিনি এই ভাবে অনুকরণ বা অভিনয় করেন, তাঁহাকে বলে **অনুকর্ত্তা** (অনুকরণকারী)। যেমন, নাটকে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা যিনি অভিনয় করেন, তিনি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অনুকর্ত্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অনুকার্য্য।

আর, যাঁহারা নাটকের অভিনয় দর্শন করেন, তাঁহাদিগকে বলে **সামাজিক**।

শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক, শ্রীললিতমাধব-নাটক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক প্রভৃতি হইতেছে অপ্রাকৃত দৃশ্য কাব্য। আর, অভিজ্ঞান-শকুন্তলমাদি হইতেছে প্রাকৃত দৃশ্যকাব্য।

শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য নাটকাকারে লিখিত হয় না, যাহা এমন ভাবে লিখিত হয় যে, কোনও বক্তা তাহার আবৃত্তি করিয়া যায়েন, অপরলোক তাহা শ্রবণ করিয়া উপভোগ করেন, তাহাকে বলে শ্রব্যবাক্য। দৃশ্যকাব্যে অনুকর্ত্তার বা অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী, হাব, ভাব, কটাক্ষাদি সামাজিকের পক্ষে কাব্যরসের আস্বাদনের আনুকূল্য করে; শ্রব্যকাব্যে কিন্তু তদ্রূপ আনুকূল্যের অভাব। শ্রব্যকাব্যে বক্তার মুখে শব্দাদি বা বাক্যাদি শ্রবণ করিয়াই শ্রোতা তাহার অনুধাবন করিয়া কাব্যরসের আস্বাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামায়ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি হইতেছে অপ্রাকৃত শ্রব্যকাব্য।

শ্রব্যকাব্যের শ্রোতাদিগকেও **সামাজিক** বলা হয়।

১৪৬। অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কতিপয় আচার্য্যের নাম

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—যে কোনও গ্রন্থমাত্রকেই কাব্য বলা হয় না ; কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ যে গ্রন্থের আছে, তাহাকেই কাব্য বলা হয়। যে-সমস্ত গ্রন্থে কাব্যের এই বিশেষ লক্ষণাদি নির্ণীত

হইয়াছে, সে-সমস্ত গ্রন্থকে সাধারণতঃ অলঙ্কারশাস্ত্র বলা হয়। কাব্যবিষয়ক শাস্ত্রকে অলঙ্কারশাস্ত্র কেন বলা হয়, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন—দণ্ডিপ্রভৃতি এই শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে অনুপ্রাস-উপমাদি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারেরই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। "প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি"-এই ন্যায় অনুসারে এই জাতীয় শাস্ত্রকে অলঙ্কারশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলেন সৌন্দর্য্যই অলঙ্কার। কাব্যগ্রন্থও সৌন্দর্য্যাত্মক। এজন্য কাব্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থকে অলঙ্কারশাস্ত্র বলাই সঙ্গত। ইত্যাদি নানাবিধ মত প্রচলিত আছে।

অগ্নিপুরাণই হইতেছে কাব্যলক্ষণাদি-নিরূপক আদি গ্রন্থ। ইহা হইতেছে অষ্টাদশ মহাপুরাণের একতম—সুতরাং অপৌরুষেয়। অগ্নিপুরাণের ৩৩৬ তম হইতে ৩৪৬ তম পর্য্যন্ত এগারটী অধ্যায়ে কাব্যের লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে।

৩৩৬তম অধ্যায়ে কাব্যাদিলক্ষণ, ৩৩৭তম অধ্যায়ে নাটক-নিরূপণ, ৩৩৮তম অধ্যায়ে শৃঙ্গারাদি রসনিরূপণ, ৩৩৯তম অধ্যায়ে রীতিনিরূপণ, ৩৪০তম অধ্যায়ে নৃত্যাদিতে অঙ্গকর্ম্ম-নিরূপণ, ৩৪১তম অধ্যায়ে অভিনয়াদি নিরূপণ, ৩৪২তম অধ্যায়ে শব্দালঙ্কার, ৩৪৩তম অধ্যায়ে অর্থালঙ্কার, ৩৪৪ তম অধ্যায়ে শব্দার্থালঙ্কার, ৩৪৫তম অধ্যায়ে কাব্যগুণ এবং ৩৪৬তম অধ্যায়ে কাব্যদোষ আলোচিত হইয়াছে। বিবৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের এই আলোচনা যে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, তাহাও নহে। তবে অগ্নিপুরাণে কোনও বিষয়ের কোনও উদাহরণের উল্লেখ করা হয় নাই।

অগ্নিপুরাণে কাব্যের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। গদ্য, পদ্য এবং মিশ্র-এই ত্রিবিধ কাব্যের কথা বলা হইয়াছে। আবার, শ্রব্যকাব্য এবং অভিনেয় (দৃশ্য) কাব্যের কথাও বলা হইয়াছে। অভিনেয় বা দৃশ্যকাব্যই হইতেছে নাটক; নাটকের লক্ষণ এবং নাটকের অভিনয়াদিসম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, কাব্যের গুণ এবং দোষ, পাঞ্চালী-বৈদর্ভী-প্রভৃতি রীতিও এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণে রীতির কথা যেমন আছে, ধ্বনির উল্লেখও তেমনি আছে। "ধ্বনির্বর্ণাঃ পদং বাক্যমিত্যেতদ্ বাঙ্ময়ং মতম্ ॥৩৩৬.১॥" ৩৩৯ তম অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার রীতির লক্ষণ যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি আবার ৩৪৪ তম অধ্যায়ের শেষভাগে ধ্বনির লক্ষণও বলা হইয়াছে।

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারিভাবাদি, হাব-ভাব-হেলা-কিলকিঞ্চিতাদি, রতিভেদ, রসভেদ, নায়কভেদ, নায়িকাভেদ, দূতীভেদ প্রভৃতি, পূর্ব্বরাগ-মান-সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভাদি শৃঙ্গারভেদ, আলাপ-প্রলাপ-বিলাপ-সংলাপ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই অগ্নিপুরাণে আলোচিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী আচার্য্যদের কেহ কেহ অগ্নিপুরাণের কোনও কোনও উক্তিও তাঁহাদের গ্রন্থে উদ্ধৃত

করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিভাবের অগ্নিপুরাণ-কথিত লক্ষণই তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কাব্যসম্বন্ধে অগ্নিপুরাণ বলেন—"কাব্যং স্ফুটদলঙ্কারং গুণবৎ দোষবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৫৬।৭॥ —কাব্যে স্ফুট অলঙ্কার থাকিবে, গুণ থাকিবে, কোনও দোষ থাকিবে না।" আরও বলা হইয়াছে—কাব্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধান হইলেও রসই হইতেছে ইহার জীবন। "বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রাধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্ ॥৩৩৮।৩৩॥"

কবিসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ ॥৩৩৮।১০॥—অপার কাব্যসংসারে কবিই হইতেছেন প্রজাপতি।"

অগ্নিপুরাণের পরে ভরতমুনির "নাট্যশাস্ত্রম্" বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভরতমুনির পূর্ব্বেও যে কাব্যরসাচার্য্য ছিলেন, ভরতমুনির উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। "এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিনেন মহাত্মনা ॥৬।১৬॥"-এই বাক্যে ভরতপূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মা দ্রুহিনের নাম পাওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে "অত্রানুবংশ্যৌ শ্লোকৌ ভবতঃ," "অত্র শ্লোকাঃ"-ইত্যাদি উক্তির পরে যে-সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যদের শ্লোক বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে বুঝা যায়, ভরতমুনির পূর্ব্বেও কোনও কোনও আচার্য্য কাব্যসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ আজকাল দুষ্প্রাপ্য। অগ্নিপুরাণের পরে যাঁহাদের গ্রন্থ অধুনা পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ভরতমুনিই বোধ হয় প্রাচীনতম।

অন্যান্য যে-সমস্ত আচার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এ-স্থলে তাঁহাদের কয়েক জনের নাম উল্লিখিত হইতেছে ; যথা—দণ্ডী, ভামহ, উদ্ভটভট্ট, কুন্তক, রুদ্রট, ভট্টনায়ক, বামন, মুকুলপ্রতীহার, ইন্দুরাজ, আনন্দবর্দ্ধন, মহিমভট্ট, বক্রোক্তিকার, হৃদয়দর্পণকার, অভিনবগুপ্ত, শৌদ্ধদনি, বাভট, বাগ্‌ভট্ট, রূপ্যক, ভোজরাজ, মম্মট, হেমচন্দ্র, কেশব মিশ্র, পীযূষবর্ষ, বিদ্যানাথ, বিশ্বনাথ কবিরাজ, গোবিন্দঠক্কুর, বৈদ্যনাথ, অপ্‌পয় দীক্ষিত, জগন্নাথ, বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত, অচ্যুতরায়, প্রভৃতি।

ইহাদের পরে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নাটকচন্দ্রিকা, শ্রীল কবিকর্ণপূর অলঙ্কারকৌস্তুভ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ সাহিত্যকৌমুদী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভরতমুনিকৃত সূত্রাবলম্বনে মম্মটের কাব্যপ্রকাশ-নামক গ্রন্থের মূল কারিকাসমূহের বৃত্তিই হইতেছে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের সাহিত্যকৌমুদী।

১৪৭। কাব্যের লক্ষণ

কাব্যের লক্ষণসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের অভিমতের সমালোচনা ও খণ্ডন করার প্রয়াস পাইয়াছেন। এ-সমস্ত আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ এক বিরাট ব্যাপার। পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের কথিত লক্ষণসম্বন্ধে কবিকর্ণপূর

তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে যাহা বলিয়াছেন, এ-স্থলে সংক্ষেপে কেবল তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে।

কাব্যপ্রকাশ প্রথমোল্লাসে কাব্যের লক্ষণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ কাপি—দোষহীন, (মাধুর্য্য, ওজঃ, প্রসাদাদি) গুণবিশিষ্ট এবং অলঙ্কারহীন (অর্থাৎ অলঙ্কারের অস্পষ্ট উল্লেখ বিশিষ্টও) যে শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ই হইতেছে কাব্য।"

কর্ণপূর বলেন—কাব্যপ্রকাশের এই লক্ষণ বিচারসহ নহে। কেননা, "কুরঙ্গনয়না—কুরঙ্গের ন্যায় যাঁহার নয়ন" এ-স্থলে শব্দার্থের কোনও দোষ নাই, গুণও আছে এবং অলঙ্কারও আছে; ইহা অলঙ্কারহীন নহে। ইহা অলঙ্কারহীন নহে বলিয়া কাব্যপ্রকাশের লক্ষণ অনুসারে ইহাকে কাব্য বলা চলেনা; কিন্তু ইহা কাব্য বলিয়া স্বীকৃত। কব্যপ্রকাশের লক্ষণ স্বীকার করিলে এ-স্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয় (অর্থাৎ যে-স্থলে লক্ষণটীর যাওয়া সঙ্গত নয়, সে-স্থলে লক্ষণটী যাইতেছে)।

সাহিত্যদর্পণকার বলেন—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্॥১।৫॥—রসাত্মক বাক্য হইতেছে কাব্য।" কর্ণপূর বলেন—এই লক্ষণও নির্দোষ নহে। কেননা, "গোপীভিঃ সহ বিহরতি হরিঃ—গোপীগণের সহিত শ্রীহরি বিহার করিতেছেন"-এ-স্থলে উক্ত লক্ষণটী প্রয়োগ করিতে গেলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়; কেননা, উক্ত বাক্যটী নিজেই রসাত্মক (শৃঙ্গার-রসাত্মক)। পক্ষান্তরে, ব্যতিরেকে দোষের প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে। উক্ত লক্ষণে বলা হইয়াছে বাক্যই কাব্য; সুতরাং যাহা বাক্য নহে, তাহা কাব্য হইতে পারে না; কিন্তু এইরূপ অনুমান সঙ্গত নহে; কেননা,

"কূর্মলোমপটচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো ভাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ॥

—কূর্মলোমনির্ম্মিত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া, শশশৃঙ্গনির্মিত ধনুক ধারণ করিয়া এবং আকাশকুসুম-রচিত চূড়া মস্তকে ধারণ করিয়া এই বন্ধ্যাপুত্র শোভা পাইতেছে।"

এ-স্থলে বাক্যত্ব নাই, অথচ কাব্যত্ব আছে। বাক্যত্ব নাই বলার হেতু এই যে—পরস্পরান্বিত অর্থ-বোধক-পদসমুদায় থাকিলেই বাক্যত্ব সিদ্ধ হয়; এ-স্থলে তাহা নাই; কেননা, কূর্মের লোম নাই, শশকের শৃঙ্গ নাই, খপুষ্পের অস্তিত্ব নাই, বন্ধ্যারও পুত্র থাকিতে পারে না; সুতরাং কূর্মের সহিত লোমের, শশকের সহিত শৃঙ্গের, আকাশের সহিত পুষ্পের এবং বন্ধ্যার সহিত পুত্রের অন্বয় নাই।

বামনাচার্য্য তাঁহার কাব্যালঙ্কারে বলিয়াছেন—"রীতিরাত্মা কাব্যস্য॥—কাব্যের আত্মা হইতেছে রীতি।" কবিকর্ণপূর বলেন—ইহাও সাধু নহে; কেননা, রীতি হইতেছে বাহ্যগুণ। *

যাহা হউক, অন্য আচার্য্যদের কথিত লক্ষণের সমালোচনা করিয়া কবিকর্ণপূর নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কাব্যকে এক পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"শরীরং শব্দার্থৌ ধ্বনিরসব আত্মা কিল রসো
গুণা মাধুর্য্যাদ্যা উপমিতিমুখোঽলঙ্কৃতিগণঃ।

* রীতি কাহাকে বলে, তাহা পরে বলা হইবে।

সুসংস্থানং রীতিঃ স কিল পরমঃ কাব্যপুরুষো
যদস্মিন্ দোষঃ স্যাচ্ছ্রবণকটুতাদিঃ স ন পরঃ ॥

—পরম কাব্যপুরুষের শরীর হইতেছে শব্দ ও অর্থ, প্রাণ হইতেছে ধ্বনি, আত্মা হইতেছে রস, গুণ হইতেছে মাধুর্য্যাদি, অলঙ্কার (বা ভূষণ) হইতেছে উপমিতপ্রমুখ অলঙ্কারসমূহ এবং সুসংস্থান হইতেছে রীতি। যদি দোষ কিছু থাকে, তাহাহইলে শ্রবণকটুতাদি প্রসিদ্ধ স্ফুটদোষই হইতেছে দোষ, পর বা ক্ষুদ্রতর দোষ এই কাব্যপুরুষের দোষ নহে, কেননা, ক্ষুদ্রদোষে রসের অপকর্ষ জন্মেনা (এতাদৃশ ক্ষুদ্রদোষ থাকিলেও কাব্যপুরুষকে নির্দোষই বলিতে হইবে)।”

উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা গেল—পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের কথিত শব্দ ও অর্থ, ধ্বনি, রস, গুণ, অলঙ্কার এবং রীতি কর্ণপূর এ-সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াও তিনি স্বীয় অভিরুচি অনুসারেই সে-সমস্ত দ্বারা কাব্যপুরুষকে রূপায়িত, সঞ্জীবিত এবং সুসজ্জিত করিয়াছেন। যে-সমস্ত ক্ষুদ্রদোষ রসের অপকর্ষসাধক নহে, সে-সমস্ত দোষও যদি কাব্যে থাকে, তাহাহইলেও তিনি কাব্যকে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কবিকর্ণপূর কাব্যকে পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া তাহার শরীরাদির কথা বলিয়াছেন; কিন্তু কাব্য কি? তিনি বলেন—

কবিবাঙ্ নির্মিতিঃ কাব্যম্।

এ-স্থলে “বাক্”-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, কবির বাক্যমাত্রই কাব্য। “নির্মিতিঃ”-শব্দের সূচনা এই যে, কবিকৃত শিল্পান্তরেরও—চিত্রাদি-শিল্পেরও—কাব্যত্ব সিদ্ধ হয়। “বাঙ্ নির্মিতিঃ”-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, কবিভিন্ন অপর যে কোনও ব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যান-কৌশলেরও কাব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। “নির্মিতি” শব্দের অর্থ হইতেছে—অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনা। এ-স্থলে “কবি” হইতেছে একটী পারিভাষিক সংজ্ঞা; এজন্য উল্লিখিত কাব্যের লক্ষণে পরস্পরাশ্রয়দোষ হয় না। এই পারিভাষিক “কবি”-শব্দের তাৎপর্য্য পরে প্রদর্শিত হইবে। এইরূপে দেখা গেল—কবির অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনাই হইতেছে কাব্য।

কর্ণপূর কাব্যের অন্যরূপ লক্ষণের কথাও বলিয়াছেন। “কাব্যত্বং নাম গোত্বাদিবজ্জাতিরেব—কাব্যত্ববস্তুটী হইতেছে গোত্বাদির ন্যায় জাতিই।” গো বা গরু হইতেছে একটী চতুষ্পদ জন্তু; গরু-ব্যতীত অন্যান্য অনেক চতুষ্পদ জন্তু আছে; নানা রকমের চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে গরুকে চিনা যায় গরুর একটী অসাধারণ লক্ষণের দ্বারা—সাস্নাদ্বারা; এই সাস্না অন্য কোনও চতুষ্পদ জন্তুর নাই। এই সাস্না হইতেছে গো-জাতির লক্ষণ। তদ্রূপ, শব্দার্থসমূহের কাব্যত্ব-লক্ষণ ধর্ম্মবিশেষই হইতেছে কাব্যত্বের জাতি। যদি বলা হয়—সাস্না দেখিয়া সকল লোকেই গো-জাতি নির্ণয় করিতে পারে; কাব্যত্বের জাতি কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? ইহার উত্তরে কর্ণপূর বলেন—সাস্নাদিদ্বারা যেমন গোত্ব-জাতি নির্ণীত হয়, তদ্রূপ সহৃদয়-সামাজিকের হৃদয়াস্বাদনের দ্বারা কাব্যত্ব-জাতি নির্ণীত হইয়া

থাকে। সহৃদয়-সামাজিকগণের হৃদয়াস্বাদ্যত্বই হইতেছে কাব্যের বিশেষ লক্ষণ বা বিশেষধর্ম্ম।

কর্ণপূর বলেন, এই কাব্য হইতেছে—নিপুণ কবির কর্ম্ম। "নিপুণং কবিকর্ম তৎ।"

কবি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কবি হইতেছে একটী পারিভাষিক-সংজ্ঞা। এই কবির স্বরূপ কি? কর্ণপূর বলেন,

সবীজো হি কবির্জ্ঞেয়ঃ স সর্বাগমকোবিদঃ।
সরসঃ প্রতিভাশালী যদি স্যাদুত্তমস্তদা॥

—যিনি সবীজ (অর্থাৎ কাব্যোৎপাদক প্রাক্তনসংস্কারবিশিষ্ট), তিনিই কবি। তিনি যদি সর্ব্বাগমকোবিদ (অলঙ্কারাদি-অনেক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ), সরস ও প্রতিভাশালী হয়েন, তাহা হইলে তিনি হইবেন উত্তম কবি।"

এ-স্থলে কবির যে পারিভাষিক লক্ষণ কথিত হইল, তাহাতে দুই রকমের কবি সম্ভবপর হইতে পারে। বামনাচার্য্যের (কাব্যালঙ্কারসূত্রের) মতে সেই দুইরকম হইতেছে—অরোচকী এবং সতৃণাভ্যবহারী।

অরোচকী—রুচিহীন। অতি সুকুমার মহজ্জনগণের যেমন অসংস্কৃত বিরস বস্তুতে রুচি হয় না, তদ্রূপ কোনও কোনও উৎকৃষ্ট কবিগণের দোষযুক্ত, অথবা গুণালঙ্কারাদিরহিত, কাব্যে রুচি হয় না, এতাদৃশ কাব্যে তাঁহাদের সুখ জন্মেনা। এতাদৃশ কবিকে অরোচকী কবি বলা হয়।

সতৃণাভ্যবহারী—পশুগণ যেমন তৃণসহিতও অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকে, তদ্রূপ নিকৃষ্ট কবিগণ দোষযুক্ত কাব্যেরও আস্বাদন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সদোষ কাব্যেরও আস্বাদনে সুখ পায়েন, তাঁহাদিগকে সতৃণাভ্যবহারী কবি বলা হয়।

কর্ণপূর বলেন—সতৃণাভ্যবহারী কবি কবিই নহেন; কেননা, কেহই তাঁহাদের আদর করেনা। যাঁহারা অরোচকী, তাঁহারাই কবি। সেজন্য বলা হইয়াছে -যিনি "সবীজঃ" তিনিই কবি। এই সবীজত্বই হইতেছে কবির লক্ষণ। "সর্ব্বাগমকোবিদঃ" "সরসঃ", "প্রতিভাশালী"-এই শব্দগুলি হইতেছে বিশেষণ; অর্থাৎ সবীজ কবি - সর্ব্বাগমকোবিদ হয়েন, সরস হয়েন এবং প্রতিভাশালী হয়েন।

প্রতিভা হইতেছে—নূতন-নূতন অর্থরচনায় সমর্থা প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি। "প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখ-শালিনী প্রতিভা মতা॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥১।৫॥"

কবির লক্ষণ বলা হইল—"সবীজঃ—বীজ আছে যাঁহার।" কিন্তু এ স্থলে "বীজ" বলিতে কি বুঝায়? কর্ণপূর তাহাও বলিয়াছেন—

বীজং প্রাক্তনসংস্কারবিশেষঃ কাব্যরোহভূঃ॥

—বীজ হইতেছে কাব্যোৎপাদক প্রাক্তন-সংস্কারবিশেষ।

[কাব্যারোহভূঃ-কাব্যরোহ-স্থানম্—চক্রবর্ত্তিপাদ]

রোহ আবার দুই রকমের—নির্মাতৃমূল এবং স্বাদকমূল। কাব্যনির্ম্মাণের এবং কাব্য আস্বাদনের সংস্কার ব্যতীত কাব্যনির্মাণও করা যায় না, কাব্যের আস্বাদনও করা যায় না।

এইরূপে কবির লক্ষণ হইতেছে এই যে—কাব্যনির্মাণের এবং কাব্যাস্বাদনের হেতুভূত প্রাক্তন-সংস্কার যাঁহার আছে, তিনিই কবি। এতাদৃশ কবির অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনাই হইতেছে কাব্য।

ক। কাব্যের লক্ষণসম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ ও অলঙ্কারকৌস্তুভ

সাহিত্যদর্পণকার শ্রীল বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কিন্তু অলঙ্কার-কৌস্তুভকার কবিকর্ণপূর বলেন—সাহিত্যদর্পণ-কথিত লক্ষণ নির্দোষ নহে; কেননা, সাহিত্যদর্পণের মতে যাহা বাক্য নহে, তাহা কাব্য হইতে পারে না। "কূর্ম্মলোমপটচ্ছন্নঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন এই শ্লোকটীর বাক্যত্ব নাই, কিন্তু কাব্যত্ব আছে।

কর্ণপূর বলেন সবীজ কবির অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনাই হইতেছে কাব্য। অসাধারণ-চমৎকারকারিত্বেই রসাত্মকত্ব সূচিত হইতেছে; কবিত্বজাতি-প্রসঙ্গেও সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়াস্বাদ্যত্বকে তিনি কবিত্বজাতির নির্ণায়ক বলিয়াছেন; ইহাদ্বারাও কাব্যের রসাত্মকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কাব্যপুরুষের বর্ণনাতে তিনি রসকে কাব্যপুরুষের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল, কাব্যের রসাত্মকত্ব সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকারের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ বিশেষ কিছু নাই।

বিরোধ কেবল এই যে, সাহিত্যদর্পণকার বলেন—রসাত্মক বাক্য হইতেছে কাব্য; আর কর্ণপূর বলেন—অসাধারণচমৎকারকারিণী (অর্থাৎ রসাত্মিকা) রচনা (নির্মিতি) হইতেছে কাব্য। বিরোধ কেবল কেবল "বাক্য" এবং "রচনা"-এই দুইটী শব্দের মধ্যে।

কিন্তু এই দুইটী শব্দের পার্থক্য কি? পার্থক্য এই—বাক্যও রচনাই; কিন্তু রচনার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, বাক্যের পরিধি সঙ্কীর্ণ। বাক্যে পরস্পরান্বিত পদসমুদায় থাকা দরকার; রচনায় তাহার প্রয়োজন নাই। এজন্য পূর্ব্বোল্লিখিত "কূর্ম্মলোমপটচ্ছন্নঃ"-ইত্যাদি শ্লোকটী বাক্য নহে; কিন্তু তাহাও রচনা। এই শ্লোকটীর কাব্যত্ব স্বীকৃত; কিন্তু সাহিত্যদর্পণকারের লক্ষণ স্বীকার করিলে ইহার কাব্যত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না; যেহেতু, ইহা বাক্য নহে। কর্ণপূরকথিত লক্ষণ স্বীকার করিলে ইহার কাব্যত্ব স্বীকার করা যায়; কেননা, ইহা বাক্য না হইলেও রচনা এবং চমৎকৃতিজনক রচনা।

আবার, কবির রচনামাত্রই যে কাব্য, তাহাও কর্ণপূর বলেন না; তিনি বলেন—যে রচনা অসাধারণ-চমৎকারকারিণী, তাহাই কাব্য।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—বিশ্বনাথ কবিরাজের লক্ষণে যে দোষ দৃষ্ট হয়, কর্ণপূরের লক্ষণে সেই দোষ নাই। সুতরাং কর্ণপূরকথিত লক্ষণকেই নির্দোষ বলা যায়।

কিন্তু কর্ণপূর বলেন—"কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ কাব্যম্—কবির অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনা হইতেছে কাব্য।"

ইহাতে কি অন্যোন্যাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ আসে না? অন্যোন্যাশ্রয়-দোষের আশঙ্কা করিয়াই

তিনি বলিয়াছেন—"কবিরিতি পারিভাষিকীয়ং সংজ্ঞেতি পরস্পরাশ্রয়দোষোঽপি নিরস্তঃ।—এ-স্থলে কবি হইতেছে একটী পারিভাষিকী সংজ্ঞা ; এজন্য পরস্পরাশ্রয় দোষ হইবে না।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। "কবির রচনা হইতেছে কাব্য"-এই বাক্যটী লইয়াই বিতর্ক। কবি-শব্দ হইতে কাব্য-শব্দ নিষ্পন্ন। কবির রচনাই যখন কাব্য, তখন কবিকে আশ্রয় করিয়াই কাব্যের উৎপত্তি ; সুতরাং কবি হইলেন কাব্যের আশ্রয়। আবার, যিনি কাব্য রচনা করেন, তাঁহাকেই কবি বলা হয় ; সুতরাং কাব্য হইল কবির আশ্রয়। কেননা, কাব্যকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়াই লেখকের "কবি" খ্যাতি। এইরূপে দেখা যায়—কবির আশ্রয় কাব্য এবং কাব্যের আশ্রয় কবি। কাব্য আগে, না কি কবি আগে—তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইহাকেই অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ বলে। কিন্তু "কবির রচনা হইতেছে কাব্য"—একথা না বলিয়া যদি বলা হয়—"কোনও বিশেষ লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির রচনাই কাব্য", তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ থাকে না, কেননা, এই বাক্যে "কবি"-শব্দ নাই। "সবীজো হি কবির্জ্ঞেয়ঃ"-ইত্যাদি বাক্যে কবির যে লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, সেই লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তির রচনাই কাব্য—ইহাই হইতেছে কর্ণপূরের বক্তব্য। "সবীজো হি কবির্জ্ঞেয়ঃ" ইত্যাদি বাক্যে কবির পারিভাষিকী সংজ্ঞা কথিত হইয়াছে। এজন্য তিনি বলিয়াছেন—এ-স্থলে 'কবি" হইতেছে "পারিভাষিকী সংজ্ঞা" ; সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয় না।

১৪৮। কাব্যপুরুষের স্বরূপ

কাব্যপুরুষের স্বরূপবর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর শরীরাদি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নলিখিত কতিপয় অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে তাহা কথিত হইতেছে।

১৪৯। শব্দ ও অর্থ

কবিকর্ণপূর শব্দ ও অর্থকে কাব্যপুরুষের শরীর বলিয়াছেন—"শরীরং শব্দার্থৌ।" কিন্তু শব্দ ও অর্থ বলিতে কি বুঝায় ?

ক। শব্দ

"শব্দ" হইতেছে আকাশের গুণ ; এই শব্দ দুই রকমের—বর্ণাত্মক এবং ধ্বন্যাত্মক। "আকাশস্য গুণঃ শব্দো বর্ণ-ধ্বন্যাত্মকো দ্বিধা॥ অ, কো, ২।১॥"

কর্ণপূর বলেন—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর হইতে তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি পৃথক্ হইলে সেই চিচ্ছক্তি হইতে "নাদ—ঘোষ" পৃথক্ হইল ; সেই নাদ হইতে বিন্দুর (প্রণবের) উদ্ভব হইল। বিন্দু হইতে বর্ণাত্মক এবং শব্দাত্মক রব বা শব্দ উদ্ভূত হইল। এই উভয়াত্মক রবই সকলের কর্ণেন্দ্রিয়ে সম্পন্ন হইয়া প্রত্যক্ষগোচর হয়, নাদ-বিন্দু প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর হইতেছেন নিত্যবস্তু ; তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিও নিত্যবস্তু ; এই চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত (অর্থাৎ চিচ্ছক্তিরই বিলাসবিশেষ) নাদও নিত্যবস্তু। নাদ নিত্য বলিয়া

নাদাত্মক বিন্দু বা ওঙ্কারও হইতেছে নিত্যবস্তু এবং ওঙ্কার হইতে উদ্ভূত (অর্থাৎ ওঙ্কারাত্মক) বর্ণসমূহও নিত্য। কিন্তু বর্ণসমূহ নিত্য হইলেও শরীরস্থ বায়ুদ্বারাই তাহারা অভিব্যক্তি লাভ করে।

বর্ণসমূহকে নিত্য বলার তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ :—ভারতবর্ষে লিখিত ভাষায় অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি বর্ণ বা অক্ষর প্রচলিত। অন্যান্য দেশে এই জাতীয় বর্ণ বা অক্ষরের প্রচলন নাই। কিন্তু অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ বা অক্ষর হইতেছে সঙ্কেত বা চিহ্নমাত্র ; এই অক্ষরগুলি যে-যে পদার্থের সঙ্কেত বা জ্ঞাপক, সে-সে পদার্থ বা বস্তু সকল দেশেই আছে ; তাহাদের জ্ঞাপক সঙ্কেতগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকম। ভারতবর্ষে "ক"-অক্ষরটী যাহার সাঙ্কেত, ইউরোপে "K" বা স্থলবিশেষে "C" তাহার সঙ্কেত ; এইরূপ অন্যান্য দেশেও একই সাঙ্কেত্য বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের সঙ্কেত বা চিহ্ন আছে ; এই চিহ্ন বা সঙ্কেতকেই অক্ষর বলা হয়। এই অক্ষরগুলি নিত্য না হইলেও তাহাদের জ্ঞাপ্য যে বস্তু, তাহা নিত্য, সার্ব্বত্রিক এবং সার্ব্বজনীন। এই জ্ঞাপ্য বস্তুটী অনাদি, নিত্য এবং যে বর্ণকে নিত্য বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই অনাদি নিত্য বস্তুই। অ, আ, ক, খ বা A, E, C, K, প্রভৃতি সঙ্কেতরূপ অক্ষরসমূহের দ্বারা সেই নিত্য বস্তুসমূহ জ্ঞাপিত হয় মাত্র। এতাদৃশ নিত্য বর্ণসমূহের সমবায়েই শব্দের উৎপত্তি। এই শব্দও দুই রকম হইতে পারে স্ফুট এবং অস্ফুট। যখন কোনও শব্দ কেবল অন্তরেই উদিত বা ভাবিত হয়, তখন তাহা অস্ফুট। তখন তাহা কেবল বর্ণাত্মক। মুখগহ্বরস্থ বায়ুর প্রেরণায় তাহা যখন বাহিরে অভিব্যক্ত হয়, শ্রুতিগোচর হয়, তখন তাহা হয় ধ্বন্যাত্মক বা রবাত্মক— স্ফুট।

অক্ষররূপ বর্ণ যেমন সঙ্কেত, বর্ণের বা অক্ষরের সমবায়ে যে শব্দ উদ্ভূত হয়, তাহাও সঙ্কেত। সুতরাং যে-শব্দটী যে-বস্তুর জ্ঞাপক সঙ্কেত, সেই শব্দটীতে অক্ষর-সমূহেরও যথাযথভাবে সংযোজনের প্রয়োজন ; নচেৎ, সঙ্কেতিত বস্তুর বোধ জন্মিবেনা। "নগর" বলিলে যে বস্তুটীর বোধ জন্মিবে, "নরগ" বা "গরন", বা "রগন", বা "রনগ" বলিলে সেই বস্তুর বোধ জন্মিবেনা।

খ। অর্থ—শব্দার্থ

শব্দের অর্থনির্ণয়ের তিনটী বৃত্তি আছে—অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা। বিশেষ বিবরণ অবতরণিকায় (১৬-৩২-অনুচ্ছেদে) দ্রষ্টব্য। অভিধাবৃত্তির অর্থকে বাচ্যার্থও বলা হয়, মুখ্যার্থও বলা হয়।

ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জক। ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে যে অর্থটী ব্যঞ্জিত (বা বোধগম্য) হয়, তাহাকে বলে ব্যঙ্গ্য এবং যাহা এই বোধ জন্মায়, তাহাকে বলে ব্যঞ্জক।

যেমন, "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"-এ স্থলে অভিধাবৃত্তিতে গঙ্গা-শব্দের অর্থ হইতেছে একটী স্রোতস্বতী। এই অর্থের সঙ্গতি নাই ; কেননা, স্রোতস্বতীতে "ঘোষ—গোপপল্লী" থাকিতে পারে না। তখন লক্ষণার আশ্রয়ে গঙ্গা-শব্দের অর্থ পাওয়া যায়—গঙ্গাতীর ; গঙ্গাতীরে "ঘোষ" থাকিতে পারে। এ-পর্য্যন্তই লক্ষণাবৃত্তির অর্থ ; ইহার বেশী কিছু লক্ষণাতে পাওয়া যায় না। ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে গঙ্গার শীতলত্ব-

পাবনত্বাদির বোধ জন্মে। এ-স্থলে শীতলত্ব-পাবনত্বাদি ব্যঞ্জিত (Suggested) হয় বলিয়া এই শীতলত্ব-পাবনত্বাদিকে বলা হয় ব্যঙ্গ] ; আর গঙ্গা-শব্দে শীতলত্বাদি ব্যঞ্জিত হয় বলিয়া গঙ্গা-শব্দ হইল ব্যঞ্জক।

আবার, "ইহ বৃন্দাবনমধ্যে নিঃশঙ্কনিসুপ্তময়ূরমৃগনিকরঃ। অলিমাত্রভুক্তকুসুমো রমণীয়ো যামুনঃ কুঞ্জঃ॥"—এ-স্থলে ময়ূর-মৃগাদির নিদ্রিতাবস্থাদিদ্বারা যমুনাতীরবর্ত্তী কুঞ্জের নির্জনতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এ-স্থলে নির্জনতা হইতেছে ব্যঙ্গ্য। এই নির্জনতারও আবার একটী ব্যঙ্গ্য আছে—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমের উপযোগিতা। প্রথম ব্যঙ্গ্যে ময়ূরমৃগাদির নিদ্রামগ্নতা হইতেছে ব্যঞ্জক ; দ্বিতীয় ব্যঙ্গ্যে নির্জনত্ব হইতেছে ব্যঞ্জক।

১৫০। ধ্বনি

কবিকর্ণপূর ধ্বনিকে কাব্যপুরুষের প্রাণ বলিয়াছেন—"ধ্বনিরসবঃ।" তাৎপর্য্য এই যে ধ্বনিহীন কাব্য প্রাণহীন দেহের মতনই অসার্থক।

কিন্তু ধ্বনি-বস্তুটী কি ?

লৌকিক জগতে আমাদের শ্রুতিগোচর রব (আওয়াজ)-বিশেষকে আমরা ধ্বনি বলি। যেমন—শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, মেঘগর্জ্জনের ধ্বনি ইত্যাদি ; কিম্বা জীববিশেষের কণ্ঠধ্বনি ; কোনও লোক কোনও কথা বলিলে তাহাকে আমরা ধ্বনি বলিয়া থাকি ; কিন্তু এইরূপ শ্রুতিগোচর রববিশেষই কাব্যের ধ্বনি নহে। কাব্যের ধ্বনি হইতেছে চিত্তগোচর বস্তুবিশেষ।

কখনও কখনও শঙ্খ-ঘন্টাদির ধ্বনি শুনিলে সংস্কারবিশেষে লোকের চিত্তে একটা ভাবের উদয় হয় যেমন, সন্ধ্যাসময়ে শঙ্খ-ঘন্টা-খোল-করতালাদির রব বা ধ্বনি শুনিলে ভক্তের চিত্তে একটা ভক্তিপূত ভাবের উদয় হয়। গাভী-প্রভৃতির আর্ত্তরব শুনিলেও কাহারও কাহারও চিত্তে ভাববিশেষের উদয় হয়। আবার শ্রুতিগোচর রবাদি ব্যতীত কখনও কখনও দৃষ্টিগোচর কোনও কোনও বস্তুও চিত্তে ভাববিশেষের উদয় করায় ; যেমন, কাহাকেও নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিলে কাহারও কাহারও চিত্ত দুঃখে বিগলিত হইয়া পড়ে। এইরূপে শ্রুত বা দৃষ্ট বস্তুবিশেষের ফলে চিত্তে যে ভাববিশেষের উদয় হয়, কাব্যের ধ্বনি হইতেছে তদ্রূপ একটা বস্তু।

কাব্যে ধ্বনির গুরুত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। অগ্নিপুরাণে ৩৩৬তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ধ্বনির উল্লেখ আছে এবং ৩৪৩তম অধ্যায়ের ১৪-১৮শ শ্লোকে (জীবানন্দবিদ্যাসাগর সংস্করণ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ) ধ্বনির লক্ষণ কথিত হইয়াছে *। পরবর্ত্তী কালে

* শ্রুতেরলভ্যমানোঽর্থো যস্মাদ্ ভাতি সচেতনঃ। স আক্ষেপো ধ্বনিঃ স্যাচ্চ ধ্বনিনা ব্যজ্যতে যতঃ॥ শব্দেনার্থেন যত্রার্থঃ কৃত্বা স্বয়মুপার্জনম্। প্রতিষেধ ইবেষ্টস্য যো বিশেষোঽভিধিৎসয়া॥ তমাক্ষেপং ব্রুবন্ত্যত্র স্তুতং স্তোত্রমিদং পুনঃ। অধিকারাদপেতস্য বস্তুনোঽন্যস্য যা স্তুতিঃ॥ যত্রোক্তং গম্যতে নার্থস্তৎসমানবিশেষণম্। সা সমাসোক্তিরুদিতা সংক্ষেপার্থতয়া বুধৈঃ॥ অপহ্নুতিরপহ্নুত্য কিঞ্চিদন্যার্থসূচনম্। পর্য্যায়োক্তং যদন্যেন প্রকারেণাভিধীয়তে। এষামেকং তমস্যৈব সমাখ্যা ধ্বনিরিত্যতঃ॥

কোনও কোনও আচার্য্য ধ্বনির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, ইহাকে কাব্যভূত অন্য বস্তুর প্রভাব বলিয়া মনে করিয়াছেন।

কাব্যের ধ্বনি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনামূলক যে-সকল গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে "ধ্বন্যালোক"-নামক গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। এই গ্রন্থের দুইটী অংশ—এক অংশ কারিকা; এই অংশকে ধ্বনি বলা হয়, কারিকারূপ ধ্বনি, এই অংশে ধ্বনি আলোচিত হইয়াছে। অপর অংশ হইতেছে কারিকার বৃত্তি বা ব্যাখ্যা, এই বৃত্তির নাম আলোক। এই বৃত্তি কারিকার উপরে আলোকপাত করিয়াছে। উভয়ই শ্রীপাদ আনন্দবর্দ্ধনকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া কথিত হয়; আবার কেহ কেহ বলেন—আনন্দবর্দ্ধন হইতেছেন কেবল বৃত্তিকার, কারিকাকার হইতেছেন অন্য কোনও আচার্য্য। কারিকাকারের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু বৃত্তিকার (বা আলোক-রচয়িতা) যে শ্রীপাদ আনন্দবর্দ্ধন, সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। শ্রীপাদ অভিনব গুপ্ত এই ধ্বন্যালোকের এক অতি বিস্তৃত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা করিয়াছেন।

যাহা হউক, ধ্বনিকারের কারিকা রচিত হওয়ার পূর্ব্বেও যে কাব্যে ধ্বনির গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল, কারিকার প্রথমাংশ হইতেই তাহা জানা যায়। পূর্ব্বে ধ্বনির স্বরূপ-সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ ছিল; কারিকাকার পূর্ব্বমতের খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতের প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কুন্তক, ভট্টনায়ক, মহিমভট্ট, ভোজ, বাগ্ভট্ট প্রভৃতি শক্তিশালী আচার্য্যগণ ধ্বন্যালোকের তীব্র সমালোচনা করিয়া তাহার মতের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধ্বন্যালোকের অভিমতই পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং ধ্বনিবিষয়ে ধ্বন্যালোকই প্রামাণিক গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ধ্বন্যালোকে কাব্যসম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যদের পরিকল্পিত প্রায় সমস্ত বিষয়েরই সমন্বয় স্থাপনের এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে উপন্যস্ত পরিকল্পনাগুলিকে একটা নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে আনয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রয়াস ছিল কিছু সংক্ষিপ্ত। প্রখ্যাতযশা আচার্য্য মম্মট তাঁহার কাব্যপ্রকাশে ধ্বন্যালোকের ভিত্তিতে যে বিস্তৃত এবং বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতেই ধ্বন্যালোক-প্রবর্ত্তিত ধ্বনিতত্ত্ব পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের প্রায় সকলেই অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য কবিকর্ণপূরের অলঙ্কারকৌস্তুভ এবং বলদেববিদ্যাভূষণের সাহিত্যকৌমুদীও ধ্বনিতত্ত্বের স্বীকৃতি বহন করিতেছে।

যাহা হউক, ধ্বনির স্বরূপসম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে (অ, কৌ,) বলিয়াছেন,

"শব্দার্থাদিভিরন্যৈশ্চ ধ্বন্যতেঽসাবিতি ধ্বনিঃ ॥৩।১॥

—শব্দসমূহদ্বারা, (বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ্যাদি) অর্থসমূহদ্বারা, (আদি-শব্দসূচিত) পদার্থান্তর-সম্বন্ধদ্বারা এবং অন্য (অনুকরণ-শব্দসমূহ) দ্বারা যাহা ধ্বনিত (অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে শৈত্য-পাবনত্বাদি ব্যঙ্গ্যরূপে বোধগম্য) হয়, তাহাকে ধ্বনি বলে।"*

* শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত অলঙ্কারকৌস্তুভের সুবোধিনী টীকার আনুগত্যেই সর্ব্বত্র অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইবে।

যেমন, গঙ্গা-শব্দ হইতে শৈত্য-পাবনত্বাদি ব্যঞ্জিত হয়। এ-স্থলে ব্যঙ্গ্য শৈত্য-পাবনত্বাদি হইতেছে গঙ্গা-শব্দের ধ্বনি।

ব্যঞ্জনাদ্বারাই ধ্বনি বোধগম্য হইয়া থাকে। ধ্বন্যালোকও তাহাই বলিয়াছেন-"ব্যঞ্জকত্বৈক-মূলস্য ধ্বনেঃ ॥১।১৮॥—ধ্বনির একমাত্র মূল হইতেছে ব্যঞ্জনা।"

গঙ্গা-শব্দের ধ্বনি হইতেছে শৈত্য-পাবনত্বাদি। গঙ্গা-শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ হইতেছে একটী স্রোতস্বতী, জলপ্রবাহ; তাহা হইতে তাহার ব্যঙ্গ্য শৈত্য-পাবনত্বাদি হইতেছে ভিন্ন একটী বস্তু। শৈত্য-পাবনত্বাদি গঙ্গা নহে, গঙ্গা হইতে পৃথক্ একটী বস্তু।

এ-সম্বন্ধে ধ্বন্যালোক বলেন—

"যোঽর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ।
বাচ্য-প্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ॥১।২॥

—সহৃদয় ব্যক্তি যে অর্থকে মানিয়া লয়েন এবং যাহা কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দুইটী প্রভেদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—একটী বাচ্য (বাচ্য বা মুখ্য অর্থ), অপরটী প্রতীয়মান অর্থ।"

প্রতীয়মান অর্থ সম্বন্ধে ধ্বন্যালোক বলেন,

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥১।৪॥

—মহাকবিদের বাণীতে কিন্তু আর একটী বস্তু আছে, যাহার নাম প্রতীয়মান অর্থ। তাহা রমণীর লাবণ্যের মত চিরপরিচিত অঙ্গসৌষ্ঠব হইতে পৃথক্ ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে।"

এই উক্তির বৃত্তিতে শ্রীপাদ অভিনবগুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ:—"মহাকবিদের বাণীতে, প্রতীয়মান-নামে এক বস্তু দৃষ্ট হয়; এই প্রতীয়মান বস্তু কিন্তু বাচ্য হইতে বিভিন্ন। ইহা রমণীর লাবণ্যের মত; রমণীর লাবণ্য তাহার অবয়ব হইতে পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হয়, ইহা অবয়বের অতিরিক্ত একটা কিছু বস্তু, ইহাকে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করিতে হয় এবং অবয়বের অতিরিক্ত তত্ত্বরূপেই সহৃদয় ব্যক্তির নয়নের অমৃতস্বরূপ হইয়া প্রতিভাত হয়। প্রতীয়মান অর্থও তদ্রূপ; ইহা বাচ্যার্থ হইতে পৃথক্। এই প্রতীয়মান অর্থের অনেক ভেদ আছে।"

একটী প্রভেদ এই যে, বাচ্যার্থে বিধি থাকিলেও তাহা নিষেধরূপে অভিব্যক্ত হয়। যথা,

"ভ্রম ধাম্মিক বিশ্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।
গোদানদীকচ্ছকুঞ্জবাসিনা দৃপ্তসিংহেন ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।৫॥

—ওহে ধার্ম্মিক! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ কর; গোদাবরী নদীতীরস্থিত কুঞ্জে যে সিংহটী বাস করে, সেই দৃপ্ত সিংহকর্ত্তৃক কুকুরটী অদ্য নিহত হইয়াছে।"

ইহা হইতেছে কোনও নায়িকার উক্তি। এই নায়িকা তাহার প্রেমাস্পদ নায়কের সঙ্গে

গোদাবরী-তীরস্থ কুঞ্জে মিলিত হইত। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ একজন ধার্ম্মিক লোক সে-স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন বলিয়া নায়ক-নায়িকার মিলনের বিঘ্ন জন্মিতেছিল। সেই বিঘ্ন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ধার্ম্মিকের প্রতি নায়িকার এই উক্তি। উক্তিটীর বাচ্যার্থে বুঝা যায়—নায়িকা সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে গোদাবরীতীরে যাইতেই আদেশ করিতেছে; নায়িকা তাঁহাকে জানাইল যে, ভয়ের কোনও কারণ নাই; কেননা, যে কুক্কুরের জন্য ভয়, সেই কুক্কুর একটী দৃপ্ত সিংহকর্তৃক নিহত হইয়াছে। কিন্তু প্রতীয়মান অর্থ অন্যরূপ। যে সিংহটী দৃপ্ত হইয়া কুক্কুরকে বধ করিয়াছে, সেই দৃপ্ত সিংহ এখনও সেখানে রহিয়াছে। কুক্কুর হইতে ভয়ের কারণ দূরীভূত হইলেও সিংহের ভয় আছে; তাতে আবার সিংহটী দৃপ্ত। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কুক্কুরটীকে কোনও উপায়ে হয়তো তাড়াইতে পারিতেন; কিন্তু দৃপ্ত সিংহকে তাড়াইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং সে-স্থলে বিচরণ ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত বিপদসঙ্কুল। এই বিপদের ভয়েই ধার্ম্মিক ব্যক্তি সে-স্থানে যাইবেন না; সুতরাং নায়িকার পক্ষে নায়কের সঙ্গে মিলনেরও কোনও বিঘ্ন থাকিবে না। এইরূপে দেখা গেল—বাচ্য অর্থে গমনের বিধি থাকিলেও প্রতীয়মান অর্থে কিন্তু নিষেধই সূচিত হইয়াছে। এই প্রতীয়মান অর্থই ধ্বনি। ইহা বাচ্যার্থ হইতে ভিন্ন।

আবার কোনও স্থলে বাচ্যার্থে নিষেধ থাকিলেও প্রতীয়মান অর্থে বা ব্যঙ্গ্যার্থে আদেশ বুঝায়। যথা

"শ্বশ্রূরত্র শেতে অথবা নিমজ্জতি অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়।
মা পথিক রাত্র্যন্ধ শয্যায়ামাবয়োঃ শায়িষ্ঠাঃ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।৫॥

—এইস্থানে আমার শ্বাশুড়ী শয়ন করেন, অথবা নিদ্রায় নিমগ্ন হয়েন। এই স্থানে আমি শয়ন করি। তুমি দিনের বেলায় ভালরূপে দেখিয়া রাখ। ওহে রাতকাণা পথিক! তুমি আমাদের শয্যায় শয়ন করিওনা।"

ইহাও কোনও নায়িকার উক্তি—তাহার প্রণয়ীর প্রতি। নায়িকা দিনের বেলায় তাহার প্রণয়ীকে স্বীয় শয়নস্থান বা বিছানা দেখাইয়া বলিতেছে—এই শয্যায় শয়ন করিওনা। সুতরাং বাচ্যার্থে নিষেধই বুঝায়। ব্যঙ্গ্যার্থ কিন্তু অন্যরূপ। প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেছে—"এখানে আমার বিছানায় শয়ন করিও; শ্বাশুড়ীর জন্য ভয় নাই। কেননা, তিনি নিদ্রায় নিমগ্ন থাকেন; সুতরাং তোমার আগমনের বিষয় জানিতে পারিবেন না।" এ-স্থলেও বাচ্যার্থ হইতেছে ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি হইতে ভিন্ন।

ধ্বনিকার বলেন—উল্লিখিত প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থই হইতেছে কাব্যের আত্মা। "কাব্যাস্যাত্মা স এবার্থঃ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।৫॥" সুতরাং সেই ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ যে শব্দ (সকল শব্দ নহে), সেই শব্দই মহাকবিকে প্রত্যভিজ্ঞার সহিত নিরূপণ করিতে হইবে। ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সুপ্রয়োগ হইতেই মহাকবিদের মহাকবিত্ব লাভ হইতে পারে। কেবল বাচ্যবাচক-সমন্বিত রচনাদ্বারা তাহা হয়না।

সোঽর্থস্তদ্ব্যক্তিসামর্থ্যযোগী শব্দশ্চ কশ্চন।

যত্নতঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ তৌ শব্দার্থৌ মহাকবেঃ ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।৮॥

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—কাব্যে ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের প্রাধান্য হইলেও কবিরা প্রথমে কেন বাচ্য ও বাচককেই গ্রহণ করেন? ইহার উত্তরে ধ্বনিকার বলেন—

"আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।

তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥ধ্বন্যালোক ॥১।৯॥

—আলোকার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় হিসাবে দীপশিখায় যত্নবান্ হয়েন, তদ্রূপ ব্যঙ্গ্য অর্থকে আদর করিলেও সহৃদয় ব্যক্তি ব্যঙ্গ্য অর্থের উপায় হিসাবে বাচ্য অর্থে যত্নবান্ হয়েন।"

"যথা পাদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে।

বাচ্যার্থপূর্ব্বিকা তদ্বৎপ্রতিপত্তস্য বস্তুনঃ ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।১০॥

—যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের অবগতি হয়, সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির পূর্ব্বে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয়॥"

যাহা হউক, উল্লিখিত প্রকারে ধ্বনিকার দেখাইলেন—ব্যঙ্গ্য অর্থ হইতেছে বাচ্যের অতিরিক্ত একটী বস্তু এবং কাব্যে ব্যঙ্গ্য অর্থেরই প্রাধান্য; কেননা, ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান অর্থই হইতেছে কাব্যের আত্মা। ইহার পরে তিনি ধ্বনির স্বরূপের কথা বলিয়াছেন।

"যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।

ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।১৩॥

—যাহাতে অর্থ বা শব্দ নিজেকে অথবা অর্থকে গৌণ করিয়া সেই প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে, সেই কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতগণ ধ্বনি বলিয়া থাকেন।"

অভিনবগুপ্তপাদ বলেন—এ-স্থলে "অর্থ" হইতেছে "বিশেষ কোনও বাচ্য", আর "শব্দ" হইতেছে "বিশেষ কোনও বাচক।" এই অর্থ ও শব্দ যাহাতে (যত্র) সেই প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে, সেই কাব্যবিশেষের নাম "ধ্বনি।" ইহাদ্বারা জানান হইল যে, বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্য্যের হেতুভূত যে উপমাদি এবং অনুপ্রাসাদি, ধ্বনির বিষয় তাহা (বাচ্য-বাচকের সৌন্দর্য্যের হেতুভূত উপমাদি এবং অনুপ্রাসাদি) হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন।

কর্ণপূর বলিয়াছেন—শব্দার্থাদিদ্বারা যাহা ধ্বনিত (ব্যঞ্জিত বা বোধগম্য) হয়, তাহাই ধ্বনি। ধ্বনি হইতেছে শব্দার্থাদির ব্যঙ্গ্য; প্রতীয়মান অর্থই ব্যঙ্গ্য। এইরূপে দেখা যায়—ধ্বনির স্বরূপ-সম্বন্ধে ধ্বন্যালোক এবং কর্ণপূরের মধ্যে মতভেদ কিছু নাই। ধ্বন্যালোক বলিয়াছেন—ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ ব্যঞ্জক শব্দার্থ হইতে ভিন্ন। কর্ণপূরের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেও তাহাই সূচিত হয়।

ক। রসাদির ধ্বনিপদবাচ্যত্ব

ধ্বনির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন,

"রসো ভাবস্তদাভাসো বস্তুলঙ্কার এব চ।
ভাবানামুদয়ঃ শান্তিঃ সন্ধিঃ শবলতা তথা।
সর্বং ধ্বনিস্তজ্জনিত্বে কাব্যঞ্চ ধ্বনিরুচ্যতে॥ অ, কৌ ৩।২॥

—রস, ভাব, রসাভাস এবং ভাবাভাস, শৈত্যপাবনত্বাদি বস্তু, উপমাদি অলঙ্কার, ব্যভিচারি-ভাবসমূহের উৎপত্তি, শান্তি, সন্ধি এবং শবলতা—এই সমস্ত হইতেছে ধ্বনিপদবাচ্য। কাব্যে ধ্বনি-শব্দের ব্যবহার মুখ্য নহে, লাক্ষণিকত্ববশতঃ গৌণই। ধ্বনিজনিত্ববশতঃ কাব্যকে ধ্বনি বলা হয়; অর্থাৎ কাব্য হইতে ধ্বন্যর্থের উৎপত্তি হয় বলিয়াই কাব্যকে ধ্বনি বলা হয়।"

ধ্বন্যালোক বলিয়াছেন—যাহাতে প্রতীয়মান অর্থ প্রকাশ পায়, সেই কাব্যবিশেষকে ধ্বনি বলে (১।১৩)। কর্ণপূরের উক্তি হইতে বুঝা গেল, এ-স্থলেও কাব্যবিশেষের ধ্বনি-সংজ্ঞা হইতেছে গৌণ।

খ। ধ্বনির কাব্যপ্রাণত্ব এবং কাব্যাত্মত্ব

কবিকর্ণপূর ধ্বনিকে কাব্যপুরুষের (কাব্যের) প্রাণ বলিয়াছেন; কখনও কখনও বা ধ্বনিকে কাব্যের আত্মাও বলা হয়; যেমন, "কাব্যস্যাত্মা স এবার্থঃ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।৫॥" ইহার সমাধান কি?

কবিকর্ণপূর বলেন—"রসাখ্যধ্বনেরন্যে ধ্বনয়স্তু প্রাণাঃ, রসাখ্যস্তু ধ্বনিরাত্মা ইত্যদোষঃ॥ —রসনামক যে ধ্বনি, তাহা হইতেছে কাব্যের আত্মা; আর, রসনামক ধ্বনিব্যতীত অন্যধ্বনিসমূহ হইতেছে কাব্যের প্রাণ। এইরূপ সমাধানই নির্দোষ।"

গ। ধ্বনির প্রকারভেদ

সাধারণভাবে ধ্বনি দুই রকমের—অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি॥ ধ্বন্যালোক॥

যে ধ্বনিদ্বারা বাচ্য অর্থ অবিবক্ষিত বা অপ্রধানীভূত হয়, তাহা হইতেছে অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি (বহুব্রীহিসমাস)। ইহা লক্ষণামূলক ধ্বনি। এ-স্থলে বাচ্যার্থ অপ্রধান, ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রধান। এ-স্থলে বাচ্যাথ অপ্রধান ভাবে থাকিয়া ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ করে।

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য—ইহা অভিধামূলক ধ্বনি। অন্যপর—ব্যঙ্গ্য। এ-স্থলে বাচ্যার্থ নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ করে।

অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি আবার দুই রকমের—অর্থান্তরসংক্রামিতবাচ্য এবং অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্য। "অর্থান্তরোপসংক্রান্তমত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্॥ অ, কৌ, ৩।৪॥"

অর্থান্তরোপসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনিতে বাচ্য নিজের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া অন্য অর্থদ্বারা উপসংক্রান্ত হয়। "অজহৎস্বার্থতয়াঽপরার্থেনোপসংক্রান্তং ভবতি॥ অ, কৌ॥" যথা,

"ফলমপি ফলং মাকন্দানাং সিতা অপি তাঃ সিতা
অমৃতমমৃতং দ্রাক্ষা দ্রাক্ষা মধূনি মধূন্যপি।
সহ তুলয়িতুং তেনৈতেষাং ন কিঞ্চন যুজ্যতে
সুবল যদয়ং সারঙ্গাক্ষ্যা ভবত্যধরোঽধরঃ॥ অ, কৌ, ৩।৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিয়াছেন) হে সুবল! আম্রসমূহের ফলও ফল; সে সকল মিশ্রিও মিশ্রি; অমৃতও অমৃত; দ্রাক্ষাও দ্রাক্ষা, মধুও মধু; এই সারঙ্গাক্ষীর অধর অধর হয়। তাহার সহিত ইহাদের কাহারও তুলনা করা যুক্তিযুক্ত হয় না।"

এই শ্লোকে দ্বিতীয় ফলাদি-শব্দ নিন্দাদি অর্থদ্বারা সংক্রান্ত হইয়াছে। কেননা, ফল পাকিবার নানাবিধ অবস্থা আছে, কদাচিৎ মধুর হয়, সর্ব্বাবস্থাতে মধুর নহে; এজন্য নিন্দনীয়। মিশ্রি পুনঃ পুনঃ পাক করিলেই নির্ম্মল হয়, প্রথমাবস্থায় নির্ম্মল নহে। অমৃত নিকৃষ্ট দেবতারাও পান করে; এজন্য অমৃতও নিন্দনীয়। দ্রাক্ষাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। মধু ভ্রমরের উচ্ছিষ্ট; সুতরাং নিন্দনীয়।

"ফলও ফল" এ-স্থলে ফল কদাচিৎ মধুর হয়, ইহা লক্ষণাদ্বারা বুঝা যায়; তাহার পরে ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা নিন্দাত্ব-বোধ জন্মে; এই নিন্দাত্ব-বোধ হইতেছে লক্ষণামূলক। এ-স্থলে দ্বিতীয় লাক্ষণিক-ফলপদে ফলত্বরূপে ফলবোধ হয় না; এজন্য এই ধ্বনি হইতেছে অবিবক্ষিতবাচ্য। অথচ প্রথমোক্ত ফলপদের বাচ্য অর্থ হইতেছে ফলরূপ (অজহৎস্বার্থ—স্বীয় অর্থ ত্যাগ করে নাই); কিন্তু তাহা ব্যঙ্গীভূতনিন্দ্যাত্বদ্বারা সংক্রমিত হইয়াছে। এই ভাবে সিতা (মিশ্রি)-আদি সমস্ত পদেরই এতাদৃশ তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে সুবল! সারঙ্গাক্ষী শ্রীরাধার অধরের সহিত তুলনা করার পক্ষে আম্রফলাদি কোনও বস্তুই উপযুক্ত নহে। কেননা, আম্রফলাদি সমস্তই নিন্দনীয়; কিন্তু শ্রীরাধার অধরে নিন্দনীয় কিছু নাই; তাঁহার অধর হইতেছে "অধর।" এ-স্থলে দ্বিতীয় অধর-শব্দটীর অর্থ হইতেছে—"অধরয়তি স্বাপেক্ষয়া সর্বাণ্যেব স্বাদুবস্তূনি নিকৃষ্টয়তীত্যর্থঃ—সমস্ত স্বাদুবস্তুকেই নিজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট করে যাহা, তাহাই অধর।" যত কিছু স্বাদু বস্তু আছে, শ্রীরাধার অধর হইতে তাহারা সমস্তই নিকৃষ্ট—ইহাই হইতেছে "সারঙ্গাক্ষ্যা ভবত্যধরোঽধরঃ"—বাক্যের তাৎপর্য্য। এ-স্থলে দ্বিতীয় অধর-পদে স্তুত্যর্থ হইতেছে ব্যঙ্গ্য। উপমানীভূত "ফলও ফল" ইত্যাদি বাক্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ফলাদিপদের নিন্দার্থ হইতেছে ব্যঙ্গ্য; "অধর অধর" এই বাক্যের দ্বিতীয় অধর-পদের ব্যঙ্গ্য তদ্রূপ নহে। উল্লিখিত শ্লোকে সর্ব্বত্র উপমানের তিরস্কারই হইতেছে ব্যঙ্গ্য।

উল্লিখিত উদাহরণে বাচ্য বস্তু নিজের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া যে অন্য অর্থের দ্বারা উপসংক্রান্ত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আবার বাচ্য বস্তু যে নিজের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত অর্থদ্বারা উপসংক্রান্ত হয়, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা উদাহৃত হইয়াছে।

"সৌভাগ্যমেতদধিকং মম নাথ কৃষ্ণ প্রাণৈর্মমাত্মনি সুখং প্রণয়েন কীর্ত্তিঃ।
দৃষ্টশ্চিরাদসি কৃপাপি তবেয়মুচ্চৈ র্ন স্মর্য্যতে ন ভবতাত্মগৃহস্য মার্গঃ॥

—(কোনও খণ্ডিতা নায়িকা সোল্লুণ্ঠভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে কৃষ্ণ। হে নাথ! তোমার আগমন আমার পক্ষে অধিকসৌভাগ্যজনক। আমার প্রাণসকল আমার সুখ বিস্তার করিয়াছিল; মদ্‌বিষয়ক তোমার প্রণয় আমার কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিল। বহুকাল পরে যে তুমি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছ, ইহা আমার প্রতি তোমার মহতী কৃপা। আমার গৃহ তো তোমার নিজেরই গৃহ; এতাদৃশ তোমার নিজগৃহের পথের কথা যে তুমি স্মরণ করনা, তাহা নহে, স্মরণ কর।"

গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় ধ্বনির বিভিন্ন ভেদ এ-স্থলে আলোচিত হইল না। যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মূল গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

ঘ। ধ্বনির বৈশিষ্ট্যে কাব্যের বৈশিষ্ট্য

ধ্বনির উৎকর্ষে কাব্যেরও উৎকর্ষ, ধ্বনির অপকর্ষে কাব্যেরও অপকর্ষ। কবিকর্ণপূর বলেন,

"উত্তমং ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে মধ্যমে তত্র মধ্যমম্।
অবরং তত্র নিস্পন্দ ইতি ত্রিবিধমাদিতঃ॥ অ, কৌ, ১।৬॥

—ধ্বনির বৈশিষ্ট্যে (অর্থাৎ উত্তমত্বে) কাব্যও উত্তম হয়; ধ্বনির মধ্যমত্বে কাব্যও মধ্যম হয়; ধ্বনির নিস্পন্দে (অর্থাৎ ধ্বনি যদি অস্পষ্ট হয়, সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়ে ধ্বনি যদি শীঘ্র প্রকটিত না হয়, তাহা হইলে) কাব্যও হয় অবর (নিকৃষ্ট)। এইরূপে প্রথমতঃ কাব্য হইল তিন রকমের।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—ধ্বনির বৈশিষ্ট্য অনুসারে **ত্রিবিধ কাব্য--উত্তম কাব্য, মধ্যম কাব্য** এবং **অবর বা নিকৃষ্ট কাব্য।**

কবিকর্ণপূর ধ্বনির লক্ষণ পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন; এ-স্থলে আবার বলিতেছেন—**ব্যঙ্গ্যমেব ধ্বনিঃ**—ব্যঙ্গ্যই হইতেছে ধ্বনি। এই প্রসঙ্গে তিনি কাব্যপ্রকাশের মতের আলোচনাও করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশ বলেন -"ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ॥১।৪॥—পণ্ডিতগণ বলেন, যে কাব্যে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের অতিশয়তা (উৎকর্ষ), তাহাই ধ্বনি।" এ-স্থলে কাব্যকেই ধ্বনি বলা হইয়াছে; কিন্তু কর্ণপূর বলেন—ইহা সঙ্গত নহে। প্রামাণিকগণের মধ্যে কাব্যকে ধ্বনি বলার ব্যবহার নাই। ধ্বনির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কাব্যকে ধ্বনি বলা হয়; সুতরাং কাব্যে ধ্বনি-শব্দের প্রয়োগ হইতেছে লাক্ষণিক, গৌণ; মুখ্য নহে। ধ্বনি-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইতেছে ব্যঙ্গ্যার্থে, কাব্যে নহে।

যাহাহউক, প্রথমে ত্রিবিধ কাব্যের কথা বলিয়া কর্ণপূর আরও এক প্রকার কাব্যের কথা বলিয়াছেন—**উত্তমোত্তম কাব্য।**

"ধ্বনের্ধ্বন্যন্তরোদ্‌গারে তদেব স্যাত্তমোত্তমম্।
শব্দার্থয়োশ্চ বৈচিত্র্যে দ্বে যাতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বতাম্॥ অ, কৌ, ১।৭॥

—যে কাব্যে ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে ধ্বন্যন্তরবৈশিষ্ট্য হয় অর্থাৎ যে কাব্যে ধ্বন্যর্থেরও ধ্বন্যর্থ সম্ভব হয়, অথবা শব্দের এবং অর্থেরও বৈচিত্র্য থাকে, সেই কাব্য হইতেছে উত্তমোত্তম। আবার শব্দার্থের বৈচিত্র্য থাকিলে মধ্যমকাব্যও উত্তমকাব্য হয় এবং অবরকাব্যও মধ্যমকাব্য হয়।"

কর্ণপূর এ-স্থলে "শব্দার্থয়োশ্চ বৈচিত্র্যে"-বাক্যটীকে "কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়ে" উভয়ত্র যোজনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত চারিপ্রকারের কাব্যের উদাহরণও অলঙ্কারকৌস্তুভে প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,

(১) **উত্তমকাব্য**। যে কাব্যে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ধ্বন্যর্থের উৎকর্ষ, তাহাকে উত্তম কাব্য বলে। উদাহরণ যথা,

"গৌরীমর্চয়িতুং প্রসূনবিচয়ে শ্বশ্রূনিদিষ্টা হরেঃ
ক্রীড়াকাননমাগতা বয়মহো মেঘাগমশ্চাভবৎ।
প্রেঙ্খোলাঃ পরিতশ্চ কণ্টকলতাঃ শ্যামাশ্চ সর্বা দিশো
নো বিদ্মঃ প্রতিবেশবাসিনি গুরোঃ কিং ভাবি সংভাবিতম্॥

—শাশুড়ীর নির্দেশে গৌরীপূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিতে আমারা হরির ক্রীড়াকাননে (বৃন্দাবনে) আসিয়াছি। অহো! মেঘও আসিয়া পড়িয়াছে ; দিক্‌সমূহও শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছে ; সকল দিকে কণ্টকলতাসমূহও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। হে প্রতিবেশবাসিনি! আমাদের গুরুজনই বা কি সংভাবনা করিবেন (কি মনে করিবেন , বা বলিবেন), জানিনা।"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে কোনও ব্রজসুন্দরী বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পূর্ব্বেই দেখিলেন—তাঁহারই পরিচিতা এক প্রতিবেশিনী অন্য কোনও উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ সেইস্থানে উপস্থিত। তখন সেই ব্রজসুন্দরী প্রতিবেশিনীকে বলিলেন—"গৌরীপূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়নের জন্যই শাশুড়ীর নির্দেশে আমি এই স্থানে আসিয়াছি।" তিনি আরও ভাবিলেন—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পরেও যদি এই প্রতিবেশিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকৃত নখক্ষতাদি সম্ভোগচিহ্ন দেখিয়া প্রতিবেশিনী হয়তো কিছু বলিতে বা মনে করিতে পারেন ; তখন, ঐরূপ চিহ্নাদি যে কণ্টককৃত, তাহা জানাইয়া প্রতিবেশিনীকে প্রবোধ দিবেন মনে করিয়া খেদের অভিনয় করিয়া প্রতিবেশিনীকে বলিলেন—"শাশুড়ীর আদেশে হরির ক্রীড়াকানন বৃন্দাবনে আসিয়াছি, হঠাৎ আবার আকাশে মেঘও দেখা দিয়াছে ; তাহার ফলে সমস্ত দিক্‌ই শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অর্থাৎ মেঘোদয়ের ফলে সকল দিক্ অন্ধকারময় হইয়া পড়িয়াছে।" এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে—"শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হইবেনা, গৃহে ফিরিয়া যাইতে আমার বিলম্ব হইবে।" তিনি আরও বলিলেন—"দেখ প্রতিবেশিনি! কণ্টকময় লতাগুলিও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার চেষ্টায় লতাকণ্টকে আমার অঙ্গও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িবে।" এই উক্তিদ্বারা ভাবী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম গোপন করা হইল। চঞ্চল-কণ্টকলতাসম্বন্ধে উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই

যে—"প্রতিবেশিনি! গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব এবং আমার অঙ্গক্ষত দেখিয়া আমার গুরুজন যদি আমাকে কিছু বলেন, তাহা হইলে তোমাকেই সাক্ষিরূপে গুরুজনের সাক্ষাতে উপস্থিত করাইয়া আমি বলিব—'প্রতিবেশিনি! সেই সময়ে তোমার নিকটে আমি যেই আশঙ্কার কথা বলিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে তাহাই ফলিয়াছে।'

এই শ্লোকের বাচ্য অর্থ অপেক্ষা ধ্বন্যর্থ বা ব্যঙ্গার্থ অতি উৎকর্ষময় বলিয়া ইহা হইতেছে উত্তম কাব্য।

(২) **মধ্যম কাব্য**। ধ্বনির মধ্যমত্বে কাব্যের মধ্যমত্ব। উদাহরণ, যথা—

"উত্তমস্য পুরুষস্য বনান্তঃ সত্যমালি কুসুমায় গতাসীঃ।
আযযুর্মধুকরাস্তব পশ্চাদ্ দুঃশকঃ পরিমলো হি বরীতুম্॥

—হে সখি! পুষ্পচয়নার্থ তুমি পুন্নাগ-(নাগকেশর-) বনমধ্যে গিয়াছিলে; তোমার পশ্চাতে মধুকরগণও গিয়াছিল। অতএব সেই পুন্নাগের পরিমল সম্বরণ করা তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য।"

অমরকোষের মতে "উত্তম পুরুষ" অর্থ—পুন্নাগ বা নাগকেশর। উত্তম পুরুষ বলিতে আবার "পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেও" বুঝায়। "পরিমল"—সুগন্ধ; "পরিমল"-শব্দে নাগকেশরের সুগন্ধও বুঝায়, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধকেও বুঝায়।

এ-স্থলে "উত্তম পুরুষ"-শব্দ হইতে শ্লেষবশতঃই "শ্রীকৃষ্ণ" ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থের বা ধ্বনির মধ্যমত্ব।

(৩) **অবর কাব্য**। ধ্বনির নিস্পন্দত্বে বা অস্পষ্টত্বে কাব্যের অবরত্ব বা নিকৃষ্টত্ব।

উদাহরণ, যথা—

"উর্জ্জৎস্ফূর্জ্জৈর্গর্জনৈর্বারিবাহাঃ প্রোদ্যদ্‌বিদ্যুদ্দামবিদ্যোতিতাশাঃ।
অদ্রাবদ্রৌ বিদ্রুতা দ্রাঘয়ন্তে দন্তিভ্রান্ত্যা সিংহসঙ্ঘপ্রকোপান্॥

—বলবান্ আটোপের সহিত গর্জন করিতে করিতে মেঘসমূহ এক পর্বত হইতে অন্য পর্বতে ধাবিত হইতেছে; প্রোজ্জ্বল বিদ্যুদ্দামে দিক্‌সকল উদ্‌ভাসিত; পর্বত হইতে পর্বতান্তরে ধাবমান মেঘসমূহকে শ্যামবর্ণ হস্তিরূপে ভ্রম করিয়া সিংহসমূহ দীর্ঘ প্রকোপ প্রকাশ করিতেছে।"

এ-স্থলে কেবল শব্দেরই বৈচিত্র্য, ধ্বনির নিস্পন্দভাব। এজন্য ইহা হইতেছে অবর কাব্য।

(৪) **উত্তমোত্তম কাব্য**। ধ্বনি হইতে অন্য ধ্বনি উদ্‌গারিত হইলে উত্তমোত্তম কাব্য হয়। উদাহরণ যথা—

"যাতাসি স্বয়মেব রত্নপদকস্যান্বেষণার্থং বনা-
দায়াতাসি চিরেণ কোমলতনুঃ ক্লিষ্টাসি হা মৎকৃতে।
শ্বাসো দীর্ঘতরঃ সকণ্টকপদং বক্ষো মুখং নীরসং
কা তে হ্রীরসমঞ্জসা সখি গতির্দূরে রহঃ সুভ্রুবাম্॥

—রত্নপদকের অন্বেষণার্থ তুমি নিজেই বনে গিয়াছ ; বন হইতে আসিতেও বিলম্ব হইয়াছে ; হায় ! আমার জন্যই তোমার কোমল অঙ্গও ক্লিষ্ট হইয়াছে ; তোমার শ্বাসও দীর্ঘতর হইয়াছে ; তোমার বক্ষোদেশেও কণ্টকচিহ্ন বিরাজিত, মুখও নীরস। কি তোমার লজ্জা ! সখি ! দূরবর্ত্তী নির্জন স্থানে সুভ্রূদিগের গমন অসমঞ্জস (অসঙ্গত)।"

নিজের কোনও প্রিয়সখীকে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সম্ভুক্ত করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্তি করিয়া বলিলেন—"আমি আমার রত্নপদক এই নিকুঞ্জে রাখিয়া যাইতেছি ; ইহা নেওয়ার জন্য আমার সখীকে আমি পাঠাইব ; তখন তুমি তাঁহাকে উপভোগ করিবে।" এইরূপ যুক্তি করিয়া শ্রীরাধা কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া স্বীয় সখীদের নিকটে আসিলেন এবং তাঁহার অভীষ্ট সখীকে রত্নপদক অন্বেষণ করার জন্য পাঠাইলেন। সখীও গেলেন ; ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল। যখন সেই সখী ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল—তাঁহার কোমল অঙ্গ ক্লান্ত, মুখ নীরস, বক্ষে নখক্ষত, নাসায় দীর্ঘশ্বাস। এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ সূচিত করিতেছে। সখী লজ্জিত হইয়া শ্রীরাধার সাক্ষাতে অধোবদনে দণ্ডায়মানা। এই অবস্থা দেখিয়া পরিহাসের সহিত শ্রীরাধা সেই সখীকে উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

শ্রীরাধা বলিলেন -"সখি ! দূরবর্ত্তী নির্জন স্থানে তোমার মত সুন্দরীদিগের যাওয়া সঙ্গত নয় ; তথাপি তুমি যখন গিয়াছ, এখন তজ্জন্য অনুতাপ বা লজ্জা প্রকাশ করিয়া কি লাভ ? যদি বল 'তুমিই তো আমাকে পাঠাইলে !', তাহা হইলে বলি শুন ; "সে-স্থানে যাওয়ার জন্য আমি তোমাকে বলিয়াছি বলিয়াই কি দূরবর্ত্তী নির্জন স্থানে একাকিনী তোমার যাওয়া সঙ্গত হইয়াছে ? বস্তুতঃ মনে হইতেছে, আমার আদেশ-পালন তোমার একটী ছলনামাত্র। রত্নপদক আনয়ন তোমার উদ্দেশ্য ছিলনা, তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন।" ইহা হইতেছে একটী ধ্বনি। বক্তৃ-বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য এবং প্রকরণবৈশিষ্ট্য হইতে অন্য ধ্বনিও উদ্‌গীরিত হইয়াছে। বক্ত্রী শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য—সখিগতপ্রাণা শ্রীরাধা স্বীয় প্রিয়সখীকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গসুখ উপভোগ করাইবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠাবতী, ইহা এক ধ্বনি। প্রকরণ-বৈশিষ্ট্য—সেই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার পূর্ব্বযুক্তি ; ইহাও একটী ধ্বনি। ধ্বনির ধ্বনি অনেক। যথা, কৃষ্ণের নিকট হইতে প্রত্যাগতা সখীর প্রতি পরিহাস, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্তির কথা সংগোপন (অবহিত্থা), দূরবর্ত্তী নির্জনস্থানে গমনের অসঙ্গতি-কথন (অসূয়া),—ইত্যাদি হইতেছে শ্রীরাধার ভাবশাবল্য ; আর সেই সখীর লজ্জা, সাধ্বস, কোপ (শ্রীরাধাই তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন ; অথচ এখন বলিতেছেন—সে-স্থানে যাওয়া সঙ্গত হয় নাই, পদক আনয়ন তোমার উদ্দেশ্য ছিলনা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য—ইত্যাদি শ্রীরাধাবাক্যে সখীর গূঢ় কোপ) প্রভৃতি ভাবের শাবল্য। এই রূপে ধ্বনির বহু পল্লব প্রকাশ পাইয়াছে।

ধ্বনি হইতে অন্য বহু ধ্বনি উদ্‌গীরিত হইয়াছে বলিয়া এ-স্থলে উত্তমোত্তম কাব্য হইয়াছে।

শব্দার্থবৈচিত্র্যহেতু উত্তমোত্তম কাব্য

"নবজলধরধামা কোটিকামাবতারঃ প্রণয়রসযশোরঃ শ্রীযশোদাকিশোরঃ।
অরুণদরুণদীর্ঘাপাঙ্গভঙ্গ্যা কুরঙ্গীরিব নিখিলকৃশাঙ্গী রঙ্গিণি ত্বং ক্ব যাসি॥

—নবজলধরকান্তি, (সৌন্দর্য্যাতিশয়বশতঃ) কোটিকন্দর্পের অবতারী (অবতারিতুল্য), প্রণয়রসরূপ যশোদাতা, শ্রীযশোদা-কিশোর (শ্রীযশোদার কিশোর-নন্দন) স্বীয় অরুণবর্ণ দীর্ঘ অপাঙ্গভঙ্গী দ্বারা নিখিল কৃশাঙ্গী ললনাদিগকে, কুরঙ্গীর ন্যায়, অবরুদ্ধ করিতেছেন। হে রঙ্গিণি ! তুমি কোথায় যাইতেছ ?"

এ-স্থলে ধ্বনি হইতেছে এই : "হে রঙ্গিণি ! কৌতুকিনি ! তুমি অতিপ্রসিদ্ধা গুণবতী। কিন্তু কোথায় যাইতেছ ? সে-খানেই যাও, যে-খানে শ্রীযশোদাকিশোর নিখিল-কৃশাঙ্গীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছেন।" কিসের দ্বারা তিনি অবরুদ্ধ করিলেন ? অরুণ-দীর্ঘ অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা। ব্যাধ কুরঙ্গীকে যেমন অবরুদ্ধ করে, তদ্রূপ। এ-স্থলে উপমালঙ্কারের দ্বারা অপাঙ্গভঙ্গীর বাগুরাত্ব (ফাঁদ-রূপত্ব) খ্যাপনের দ্বারা রূপকালঙ্কার ধ্বনিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, "কোথায় যাইতেছ ? সে-স্থানেই কি যাইতেছ ?"-এই বাক্যে—"সে স্থানে যাইওনা"-ইহাই হইতেছে লক্ষ্যার্থ। "কোটিকামাবতারঃ"-এই পদে প্রলোভন উৎপাদন করিয়া "সে-খানেই যাও"-এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্রীযশোদাকিশোর হইতেছেন—"প্রণয়রসপ্রদ" ; সুতরাং আমার কথায় অবিশ্বাস করিও না। তিনি তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন। (ইহাও একটী ধ্বনি)। তাঁহার নিকটে যাইতে লোক হইতে ভয়েরও কোনও কারণ নাই ; কেহই ইহা জানিতে পারিবে না। কেননা, তিনি "নবজলধরধামা" —তাঁহার কান্তি নবজলধরের কান্তির তুল্য , তাঁহার এই অন্ধকারতুল্য কান্তি তাঁহার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সে-স্থানে যাইতে পার।

"ক্ব যাসি"-বাক্যের ধ্বনি হইতেছে —"যেখানে যশোদাকিশোর বিরাজিত, সে-খানেই যাও।" এই ধ্বনি হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত বহু ধ্বনি উদ্গীরিত হইয়াছে। শব্দের বৈচিত্র্য তো অতি পরিস্ফুট ; শব্দসমূহের ধ্বনিও অতি চমৎকার, বাচ্যার্থ হইতে উৎকর্ষময়। এজন্য এ-স্থলেও উত্তমোত্তম কাব্য হইয়াছে।

(৫) শব্দার্থবৈচিত্র্য-হেতু মধ্যমকাব্যেরও উত্তমকাব্যত্ব

"শিক্ষিতানি সুহৃদাং ন গৃহীতান্যুক্ষিতাসি নিজগর্ব্বরসেন।
দীক্ষিতঃ কুলবধূবধযাগে বীক্ষিতঃ সখি স নন্দকুমারঃ॥

—হে সখি ! বন্ধুবর্গের (কখনও নন্দনন্দনের দর্শন করিওনা, এতাদৃশ) শিক্ষা-(বা উপদেশ-) সমূহ তুমি গ্রহণ কর নাই (আমি কুলবতী, আমার চিত্তচাঞ্চল্য আবার কে জন্মাইতে সমর্থ ? এতাদৃশ) স্বীয় গর্ব্বরসেই তুমি পরিনিষিক্ত। সেই নন্দ-তনয় কুলবধূদিগের বধরূপ যজ্ঞেই দীক্ষিত। তুমি তাঁহার দর্শন করিয়াছ।"

নন্দনন্দন কুলাঙ্গনাবধরূপ যজ্ঞে দীক্ষিত, অর্থাৎ যে কোনও কুলাঙ্গনা তাঁহার দর্শন লাভ করে, তাঁহার সহিত মিলনের জন্য তিনি এতই উৎকণ্ঠাবতী হইয়া পড়েন যে, মিলন না হইলে সেই কুলবতী আর প্রাণে বাঁচিতে পারেন না ; সুহৃদ্দের নিষেধ সত্ত্বেও তুমি যখন সেই নন্দনন্দনকে দর্শন

করিয়াছ, তাঁহার সহিত মিলন ব্যতীত তোমার প্রাণরক্ষা সম্ভব নয় ; অতএব নন্দনন্দনের সহিত তোমার মিলন ঘটাইবার জন্য আমাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে ; আমরা সেই চেষ্টা করিব—যূথেশ্বরীর প্রতি সখীদিগের এইরূপ আশ্বাসই হইতেছে এ স্থলে ধ্বনি। এই ধ্বনি এ-স্থলে বিশেষ গূঢ় নয় ; সুতরাং এই কাব্যটী হইতেছে বস্তুতঃ মধ্যম কাব্য ; তথাপি শব্দার্থ-বৈচিত্র্যবশতঃ ইহা উত্তম কাব্য হইয়াছে।

(৬) শব্দার্থবৈচিত্র্য-হেতু অবর কাব্যের মধ্যমকাব্যত্ব

"কাননং জয়তি যত্র সদা সৎ কা ন নন্দতি যদেত্য সুখশ্রীঃ।
কা ন নন্দতনয়ে প্রণয়োৎকা কাননং ধয়তি বা ন হি তস্য॥

—যেস্থলে সৎ-কানন বৃন্দাবন সর্ব্বদা জয়যুক্ত হইতেছে, যে কাননকে (বৃন্দাবনকে) প্রাপ্ত হইলে কোন্ সুখসম্পত্তিই না সমৃদ্ধা হয় ? কোন্ সুন্দরী রমণীই বা সেই নন্দনন্দনের আনন পান করেনা ? (কাননং—কা + আননং)।"

"সুখশ্রীঃ"-শব্দে "শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণের সুখ" ধ্বনিত হইতেছে।

এ-স্থলে ধ্বনি নিস্পন্দ (অস্ফুট) বলিয়া কাব্য হইতেছে অবর, তথাপি শব্দার্থ-বৈচিত্র্য-হেতু মধ্যমত্ব লাভ করিয়াছে। এ-স্থলে বাচ্যার্থই চমৎকারময়।

ঙ। গুণীভূত ব্যঙ্গ্য

বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের যদি উৎকর্ষ না থাকে (অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থ যদি বাচ্যার্থের সমান হয়, অথবা বাচ্যার্থ হইতে নিকৃষ্ট হয়), তাহা হইলে কাব্যকে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলা হয়।

ভূ-ধাতুর যোগে অভূত-তদ্ভাবে গুণ-শব্দের উত্তর চি্ব-প্রত্যয়দ্বারা "গুণীভূত"-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থ—যাহা গুণ ছিলনা, তাহা গুণ হইয়াছে। যে কাব্যের ব্যঙ্গ্যে উৎকর্ষরূপ কোনও গুণ ছিলনা, পরে অপরাঙ্গত্ব-বাচ্যপোষকত্বাদি গুণের যোগবশতঃ যাহার উৎকর্ষ জন্মিয়াছে, তাহাকে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলে। "অগুণো গুণীভবতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা পূর্ব্বমগুণত্বম্ পশ্চাদ্ গুণযোগাৎ গুণীভূতত্ব-মিতি।—অলঙ্কারকৌস্তুভের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" পূর্ব্বোল্লিখিত মধ্যমকাব্যেরই গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যত্ব। "পূর্ব্বোক্তস্য মধ্যমকাব্যস্যৈব গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বম্। অ, কৌ, চতুর্থ কিরণ।"

গুণীভূতব্যঙ্গ্য আট রকমের—স্ফুট, অপরাঙ্গ, বাচ্যপ্রপোষক, কষ্টগম্য, সন্দিগ্ধপ্রাধান্য, তুল্য-প্রাধান্য, কাকুগম্য এবং অমনোজ্ঞ (অ, কৌ, ৪।১॥)।

এ-স্থলে গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের দু'একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে ; বাহুল্যভয়ে সর্বপ্রকার ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ দেওয়া হইল না।

"দৃষ্টা ভাগবতাঃ কৃপাপ্যুপগতা তেষাং স্থিতং তৈঃ সমং
জ্ঞাতং বস্তু বিনিশ্চিতঞ্চ কিয়তা প্রেম্ণাপি তত্রাসিতম্।
জীবদ্ভির্ন্মৃতং মৃতৈর্যদি পুনর্মর্ত্তব্যমস্মাদৃশৈ-
রুৎপত্যৈব ন কিং মৃতং বত বিধে বামায় তুভ্যং নমঃ॥

—ভগবদ্ভক্তগণকে দর্শন করিয়াছি ; তাঁহাদের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছি ; তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থান করিয়াছি , পরমবস্তু জ্ঞাত হইয়াছি, তাহার বিনিশ্চয়ও করিয়াছি ; কতই প্রেমের সহিত সে-স্থানে বাস করিয়াছি। হায়! সেই জীবিত অবস্থায় আমাদের মরণ হয় নাই। (সেই ভগবদ্ভক্তগণের বিচ্ছেদে) এখন তো আমরা মৃত। মৃত হইয়া যদি আবার মরিতে হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন হইয়াই (জন্মমাত্রেই) কেন মরি নাই ? অয়ি বাম বিধে! তোমাকে নমস্কার।”

এ-স্থলে “জীবিত অবস্থা” বলিতে “ভাগবতগণের সহিত বাস, সদালাপাদিরূপ যে জীবন. সেই জীবনবিশিষ্ট অবস্থাকে” বুঝাইতেছে। আর, “মরণাবস্থা” বলিতে “ঐ সকলের অভাববিশিষ্ট জীবনকে” বুঝাইতেছে। বাস্তবিক জীবিত অবস্থাতেও মরণ—জীবিতের বিপরীত অবস্থা—বুঝাইতেছে বলিয়া ইহা হইতেছে “অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য” (৭।১৫০-গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাহা পরিস্ফুট বলিয়া গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হইয়াছে। (ইহা হইতেছে স্ফুটগুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ)

“কোপে যথাতিললিতং ন তথা প্রসাদে বক্ত্রং বিধিস্তব তনোতু সদৈব কোপম্।
ইত্যাকলয্য দয়িতস্য বচোবিভঙ্গীং রাধা জহাস বিহসৎসু সখীজনেষু॥

—‘কোপকালে তোমার মুখকমল যেরূপ অত্যন্ত ললিত (সুন্দর) হয়, প্রসন্নতার সময়ে তদ্রূপ হয় না। অতএব, বিধাতা যেন সর্বদাই তোমার কোপ বিধান করেন।’—দয়িত শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বচনভঙ্গী শ্রবণ করিয়া সখীগণ হাস্যপরায়ণ হইলে শ্রীরাধিকাও হাস্য করিতে লাগিলেন।”

এ-স্থলে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার হাস্যের অঙ্গ হইয়াছে। এ-স্থলে শ্লোকের শেষ ভাগে, শ্রীকৃষ্ণের বচনভঙ্গী শুনিয়া সখীগণ হাস্যপরায়ণ হইলে—“শ্রীরাধা মুখমণ্ডলকে বিবর্ত্তিত করিয়া অবনত করিলেন” একথা যদি থাকিত, তাহা হইলে ধ্বনি হইত। কেননা, তাহাতে “কোপের প্রশমন”, “লজ্জাদির উদয়” ধ্বনিত হইত। (ইহা হইতেছে অপরাঙ্গ-গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ)

“কতি ন পতিতং পাদোপান্তে ন চাটু কতীরিতং
কতি ন শপথঃ শীর্ষোদত্তঃ কৃতা কতি ন স্তুতিঃ।
তদপি ন গতং বামে বাম্যং লভস্ব কৃতার্থতাং
ভবতু তব তু প্রেয়ান্ মানো ন মানিনি মাধবঃ॥

—তোমার চরণোপান্তে কতবার না পতিত হইয়াছি ? কত চাটুবাক্যই না কহিয়াছি ? শিরঃ-স্পর্শপূর্ব্বক কতই শপথ ও কত স্তুতিবিনতিই না করিয়াছি ? তথাপি অয়ি বামে! তোমার বামতা দূরীভূত হইল না! তা না হউক। এক্ষণে তুমি কৃতার্থতা লাভ কর। হে মানিনি! মানই তোমার প্রিয় হউক, মাধবের আর প্রিয় হইয়া কাজ নাই।”

“কতবার না পতিত হইয়াছি”-এ-স্থলে “না”-শব্দে বহুবার পতন প্রতীত হইতেছে। যদিও ইহা অচমৎকারজনক নহে, তথাপি “কতবার তোমার পদ প্রান্তে নিপতিত হইয়াছি, কত চাটুবাক্য

প্রয়োগ করিয়াছি, শিরঃস্পর্শপূর্ব্বক কতবার শপথ করিয়াছি, কতই স্তুতিবিনতি করিয়াছি"—ইত্যাদিরূপ পাঠ হইলেই ভাল হইত। (ইহা হইতেছে কাকুগম্য গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ)

১৫১। রস

কবিকর্ণপূর রসকে কাব্যপুরুষের "আত্মা" বলিয়াছেন। "আত্মা কিল রসঃ।" কিন্তু রস-বস্তুর স্বরূপ কি ?

"বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্।
স্বকারণাদিসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ॥ অ কৌ, ৫।১২॥

—(বিভাবাদি-) স্বকারণ-সংশ্লিষ্ট যে চমৎকারি সুখ, যে সুখ বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের অন্য সমস্ত ব্যাপারকে রুদ্ধ করিয়া দেয়, সেই চমৎকারি সুখকে বলে রস।"

ধর্ম্মদত্ত তাঁহার স্বকীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ॥ অ, কৌ, ৫।১৪-ধৃত-প্রমাণ॥

—রসের সার হইতেছে চমৎকার—যে চমৎকার ব্যতীত রস (আস্বাদ্যবস্তু) রস-পদবাচ্য হয় না। চমৎকার-সারত্ববশতঃ রস সর্ব্বত্রই অদ্ভুত।"

রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ—যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহাকে রস বলে। ইহা হইতেছে রস-শব্দের সাধারণ অর্থ। কিন্তু রসশাস্ত্রে যে-কোনও আস্বাদ্যবস্তুকেই "রস" বলা হয় না। যাহার আস্বাদনে চমৎকারিত্ব আছে, তাহাকেই রসশাস্ত্রে "রস" বলা হয়। এই চমৎকারিত্ব না থাকিলে কোনও আস্বাদ্য বস্তুকে (রসকে) রস বলা হয় না। "যং বিনা ন রসো রসঃ।" কিন্তু "চমৎকার বা চৎমকারিত্ব" বলিতে কি বুঝায়? যাহা পূর্ব্বে কখনও আস্বাদন করা হয় নাই, এমন কোনও অপূর্ব্ব বস্তুর আস্বাদনে সুখের আতিশয্যে চিত্তের যে স্ফারতা জন্মে, তাহাকে বলে চমৎকার। ইহার কোনও প্রতিশব্দ নাই, এই স্ফারতার বাচক অন্য কোনও শব্দ নাই। "বাঃ", "ওঃ", "কি চমৎকার!"-ইত্যাদিরূপেই চমৎকারিত্বের অনুভূতিটীকে ব্যক্ত করা হয়। চমৎকৃতির সঙ্গে সুখানুভূতি বিজড়িত; অনির্বচনীয় সুখাতিশয্যের অনুভূতিই হইতেছে চমৎকারের কারণ। ইহা হইতেছে অনির্বচনীয় সুখাস্বাদনের চমৎকারিত্ব। এই সুখ যখন এমনই আস্বাদনচমৎকারিত্ব ধারণ করে যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি এই অপূর্ব্বচমৎকারিত্বময় আস্বাদনেই কেন্দ্রীভূত হয়, তন্ময়তা লাভ করে, বহিরিন্দ্রিয় কি অন্তরিন্দ্রিয়-ইহাদের কোনওটীই যদি এই চমৎকারিত্বময় আস্বাদন ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান না করে, এমন কি অনুসন্ধানের কথাও বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে তখন সেই চমৎকারিত্বময় সুখকে বলে "রস।" সুখাস্বাদনব্যতীত অন্যসমস্ত বিষয়ের বিস্মারক চমৎকারিত্বই হইতেছে রসের সার বস্তু—প্রাণ বস্তু।

এতাদৃশ রসকেই কবিকর্ণপূর কাব্যপুরুষের আত্মা বলিয়াছেন। কোনও লোকের দেহ হইতে আত্মা বহির্গত হইয়া গেলে আত্মাহীন সেই দেহের যেমন কোনও মূল্যই থাকেনা, তদ্রূপ রসহীন কাব্যেরও কোনও মূল্য নাই। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যাদি অনেক থাকিতে পারে; কিন্তু রস যদি না থাকে, তাহা হইলে কাব্য হইয়া পড়ে যেন নির্জীব। অগ্নিপুরাণও তাহা বলিয়াছেন। "বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্॥৩৩৮।৩৩॥"

১৫২। গুণ

কবিকর্ণপূর মাধুর্য্যাদিকে কাব্যপুরুষের "গুণ" বলিয়াছেন। "গুণা মাধুর্য্যাদ্যাঃ।" গুণহীন লোক যেমন লোকসমাজে আদৃত হয় না, তদ্রূপ গুণহীন কাব্যও সহৃদয় সামাজিকের নিকটে সমাদর পায় না।

কিন্তু গুণের লক্ষণ কি? কবিকর্ণপূর বলেন—

"রসস্যোৎকর্ষকঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মোঽসাধারণো গুণঃ।
শৌর্য্যাদিরাত্মন ইব বর্ণাস্তদ্‌ব্যঞ্জকা মতাঃ॥ অ, কৌ, ৬।১॥

—রসের উৎকর্ষসাধক কোনও এক অসাধারণ ধর্ম্মই হইতেছে গুণ। লোকের শৌর্য্যাদি যেমন আত্মারই গুণ, তদ্রূপ। বর্ণ হইতেছে তাহার ব্যঞ্জক।"

কোনও লোকের শৌর্য্যাদি গুণ হইতেছে তাহার আত্মারই গুণ; তাহার আকারের গুণ নহে। দেবদত্ত শৌর্য্যবীর্য্যশালী, তাহার দেহও হৃষ্টপুষ্ট, সেজন্য ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে, দেবদত্তের শৌর্য্যবীর্য্যাদি হইতেছে তাহার দেহের—আকারের, কেননা, কৃশাঙ্গ লোকেরও শৌর্য্যবীর্য্য দৃষ্ট হয়। হস্তীর দেহ সিংহের দেহ অপেক্ষা অনেক বেশী হৃষ্টপুষ্ট; কিন্তু সিংহের যেরূপ শৌর্য্যবীর্য্য, হস্তীর তদ্রূপ নাই। তদ্রূপ, মাধুর্য্যাদি গুণ হইতেছে রসের, কাব্যের আকাররূপ শব্দার্থের নহে।

বামনাদি আলঙ্কারিকগণ মনে করেন—মাধুর্য্যাদিগুণ রসের নহে, বর্ণের (কাব্যে ব্যবহৃত অক্ষরের)। তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে এই যে—"যে কাব্যে রস নাই, যদি তাহাতে সুকুমার বর্ণসমূহ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে মাধুর্য্যগুণ থাকিতে পারে; কিন্তু যে কাব্যে রস আছে, তাহাতে যদি সুকুমার বর্ণাদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে মাধুর্য্যগুণ থাকিতে পারে না। ইহাতেই বুঝা যায়—বর্ণেরই মাধুর্য্য, রসের নহে।"

ইহার উত্তরে কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট বলেন—"আমরা সাধারণতঃ দেখি যে, হৃষ্টপুষ্ট বৃহদাকার ব্যক্তির মধ্যে শৌর্য্যবীর্য্য আছে; এজন্য যখনই তাদৃশ কোনও ব্যক্তিকে দেখি, তখনই মনে করি—ইনি শূর; তাঁহার আত্মায় শৌর্য্য আছে কিনা, তাহা বিচার করিনা। আবার যখন কোনও ক্ষীণাঙ্গ ব্যক্তিকে দেখি, তখন মনে করি, ইঁহার শৌর্য্য নাই, অথচ তাঁহার আত্মাতে হয়তো শৌর্য্য থাকিতে পারে। দেহের বা আকারেরই এ-সকল স্থলে শূরত্ব অনুমিত হয়; কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে; কেননা, যদি আত্মানিরপেক্ষ বিশালদেহেরই শূরত্ব থাকিত, তাহা হইলে বিশাল মৃতদেহেও শূরত্ব

থাকিত; কিন্তু তাহা থাকেনা। অতএব বুঝিতে হইবে—দেহের শূরত্ব নাই, আত্মারই শূরত্ব। বিশাল আকার হইতেছে শূরত্বের ব্যঞ্জকমাত্র। তদ্রূপ মাধুর্য্যাদি গুণ রসেরই ধর্ম্ম, সুকুমার বর্ণাদির ধর্ম্ম নহে; বর্ণমাত্র মাধুর্য্যাদিগুণের আশ্রয় নহে; সমুচিত বর্ণদ্বারা মাধুর্য্যাদিগুণ ব্যঞ্জিত হয় মাত্র। "অতএব মাধুর্য্যাদয়ো রসধর্ম্মাঃ সমুচিতৈর্বর্ণৈর্ব্যজ্যন্তে, ন তু বর্ণমাত্রাশ্রয়াঃ॥ কাব্যপ্রকাশ॥ ৮।৬৬॥" কবিকর্ণপূরও তাহাই বলেন। "গুণস্য ব্যঞ্জকা বর্ণাঃ॥ অ, কৌ, ৬।২॥"

ক। গুণ কয়টী এবং কি কি?

যাহা হউক, এক্ষণে দেখিতে হইবে—গুণ কয়টী এবং কি কি?

গুণের সংখ্যাসম্বন্ধে মতভেদ আছে; কেহ বলেন—গুণ তিনটী; আবার কেহ বলেন—গুণ দশটী।

কাব্যপ্রকাশ বলেন—মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ-এই তিনটীই হইতেছে গুণ, দশটী নহে। "মাধুর্য্যৌজঃপ্রসাদাখ্যাস্ত্রয়স্তে ন পুনর্দশ॥৮।৮৬॥"

কবিকর্ণপূর বলেন—মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ-এই তিনটীই গুণ, কেহ কেহ যে দশটী গুণের কথা বলেন, তাঁহাদের কথিত অতিরিক্ত সাতটী গুণ এই তিনটী গুণেরই অন্তর্ভুক্ত।

"মাধুর্য্যমপি চৌজশ্চ প্রসাদশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
কেচিদ্দশেতি ব্রুবত এম্বেবান্তর্ভবন্তি তে॥ অ, কৌ, ৬।৩॥"

অন্যেরা যে সাতটী অতিরিক্ত গুণের কথা বলেন, সেই সাতটীগুণ হইতেছে—অর্থব্যক্তি, উদারতা, শ্লেষ, সমতা, কান্তি, প্রৌঢ়ি এবং সমাধি।

"অর্থব্যক্তিরুদারত্বং শ্লেষশ্চ সমতা তথা।
কান্তিঃ প্রৌঢ়িঃ সমাধিশ্চ সপ্তৈতে তৈঃ সমং দশ॥ অ, কৌ, ৬।৪॥"

গুণসমূহের লক্ষণ জানা গেলেই উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। এক্ষণে উল্লিখিত গুণসমূহের লক্ষণ ব্যক্ত করা হইতেছে।

(১) মাধুর্য্য

"রঞ্জকত্বং হি মাধুর্য্যং চেতসো দ্রুতিকারণম্।
সম্ভোগে বিপ্রলম্ভে চ তদেবাতিশয়োচিতম্॥ অ, কৌ, ৬।১২॥

—মাধুর্য্য হইতেছে চিত্তের রঞ্জকত্ব (আহ্লাদকত্ব), চিত্তদ্রবত্ব-কারক। মাধুর্য্যের চিত্তদ্রাবকত্ব সম্ভোগে, বিপ্রলম্ভে এবং করুণে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়।"

চিত্তদ্রবত্ব—আহ্লাদে চিত্ত যেন গলিয়া যাওয়া।

শ্লোকে যে "চ"-শব্দ আছে, তাহাতে করুণাদি সূচিত হইতেছে। "চকারাৎ করুণাদৌ চ। অ,কৌ,॥

(২) ওজঃ

"চেতো বিস্তাররূপস্য দীপ্তত্বস্য হি কারণম্।
ওজঃ স্যাদ্‌বীর-বীভৎস-রৌদ্রেষু ক্রমপুষ্টিকৃৎ॥ অ, কৌ, ৬।১৩॥

—চিত্তের বিস্তাররূপ দীপ্তত্বার কারণ হইতেছে ওজঃ। বীর, বীভৎস এবং রৌদ্র রসে ইহা ক্রমশঃ পুষ্টিকর হইয়া থাকে।"

দীপ্তত্ব হইতেছে শৈথিল্যের অভাব, দৃঢ়তা।

(৩) **প্রসাদ**

"শ্রুতিমাত্রেণ যত্রার্থঃ সহসৈব প্রকাশতে।
সৌরভ্যাদিব কস্তুরী প্রসাদঃ সোঽভিধীয়তে ॥ অ, কৌ, ৬।১৪॥
স সর্বেষু রসেম্বেব সর্বাস্বপি চ রীতিষু উপযুক্তঃ ॥ অ, কৌ, ৬।১৫॥

—বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত থাকিলেও সুগন্ধ যেমন কস্তুরীকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ শ্রবণমাত্রেই সহসা যে গুণ কাব্যের অর্থকে প্রকাশ করে, তাহাকে বলে প্রসাদ। সকল রসে এবং সকল রীতিতেই প্রসাদগুণ উপযুক্ত।"

শৌর্যাদি গুণ বস্তুতঃ আত্মার হইলেও যেমন আকারে বা দেহে আরোপিত হয়, তদ্রূপ উল্লিখিত মাধুর্যাদি গুণ বস্তুতঃ রসাশ্রয় হইলেও অনেক সময় শব্দ ও অর্থে উপচারিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে বামনাদি-কথিত অতিরিক্ত সাতটী গুণের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

(৪) **অর্থব্যক্তি**

"যত্র ঝটিতি অর্থপ্রতিপত্তিহেতুত্বং স গুণোঽর্থব্যক্তিঃ।—যে গুণে হঠাৎ অর্থপ্রতীতি জন্মে, তাহাকে অর্থব্যক্তি গুণ বলে।"

ইহা প্রসাদ-গুণেরই অন্তর্ভুক্ত।

(৫) **উদারত্ব**

"বন্ধস্য বিকটত্বং যৎ অসৌ উদারতা। যস্মিন্ সতি নৃত্যন্তীব পদানীতি জনস্য বর্ণনা ভবতি। —উদারত্ব হইতেছে শব্দসমূহের বিকট সমাবেশ ; পঠনকালে মনে হয় যেন শব্দসমূহ নৃত্য করিতেছে।"

(৬) **শ্লেষ**

"পদানামেকরূপত্বং সন্ধ্যাদাবস্ফুটে সতি। শ্লেষঃ॥—অস্ফুট সন্ধি-প্রভৃতিতে পদসমূহের যে একরূপত্ব, তাহাকে শ্লেষ বলে।"

(৭) **সমতা**

"মার্গভেদঃ সমতা। যেন মার্গেণ উপক্রমঃ তস্য অত্যাগঃ॥" যে মার্গে কাব্যের রচনা আরম্ভ হয়, সেই মার্গ যদি কোনও স্থলেই পরিত্যক্ত না হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে—সমতা রক্ষিত হইয়াছে। (uniformity of style)

(৮) **কান্তি**

"ঔজ্জ্বল্যমেব হি কান্তিঃ।—কান্তি হইতেছে ঔজ্জ্বল্য।" গ্রাম্য কৃষকদের ব্যবহৃত সাধারণ কথার বিপরীত উত্তম কথার প্রয়োগে যে শোভাময়ত্ব, তাহাই হইতেছে কান্তি। "হালিকাদি-সাধারণপদবিন্যাসবৈপরীত্যেন অলৌকিকশোভাশালিত্বম্।"

(৯) **প্রৌঢ়ি**

প্রৌঢ়ি হইতেছে প্রতিপাদন-চাতুর্য্য। ইহা পাঁচ রকমের--পদার্থে বাক্যরচনা, বাক্যার্থে পদাভিধান, ব্যাস, সমাস এবং সাভিপ্রায়ত্ব। এই কয়টীর একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

পদার্থে বাক্যরচনা। একটীমাত্র পদের অর্থ প্রকাশ করার জন্য একটী বাক্যের রচনা। যেমন, যে-স্থলে "চন্দ্র" হইতেছে বক্তব্য, সে-স্থলে "চন্দ্র" না বলিয়া "অত্রিলোচনসম্ভূত জ্যোতিঃ" বলা।

বাক্যার্থে পদাভিধান। একটী বাক্যের অর্থ প্রকাশ করার জন্য একটীমাত্র পদের প্রয়োগ। যেমন, "কান্তের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত-স্থানে গমনকারিণী নায়িকা" বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কেবল "অভিসারিকা"-শব্দটীর প্রয়োগ।

ব্যাস। ব্যাস হইতেছে "বিস্তৃতি।" একটী বাক্যকেই বহু বাক্যে বিস্তৃত করার নাম ব্যাস। যেমন, "পরস্ব অপহরণ করিবেনা"-এই বাক্যটীই যদি বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তাহা না বলিয়া যদি বলা হয়—"পরের অন্ন অপহরণ করিবেনা", "অপরের বস্ত্র অপহরণ করা অনুচিত", "অপরের আভরণ অপহরণ ইহকালের এবং পরকালের পক্ষে অনিষ্টকর"-ইত্যাদি নানা বাক্য প্রয়োগের দ্বারা যদি মূল বক্তব্য বিষয়টী প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে ব্যাসরূপ প্রৌঢ়ি।

সমাস। সমাস হইতেছে—সংক্ষেপ। বহু বাক্যকে যেস্থলে একটী বাক্যে সন্নিবেশিত করা হয়, সে-স্থলে হয় সমাস।

সাভিপ্রায়তা। সাভিপ্রায়তা হইতেছে—বিশেষণের সার্থকতা। যেমন, "কুর্য্যাং হরস্যাপি-পিনাকপাণের্ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে।—পিনাকপাণি শিবেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছি, ইত্যাদি।" হর বা শিব হইতেছেন পিনাকী—সুতরাং অতি দারুণ। এ-স্থলে, "পিনাকপাণি"-এই বিশেষণের সার্থকতা।

(১০) **সমাধি**

"আরোহাবরোহক্রমঃ সমাধিঃ।" আরোহের (গাঢ় বাক্যবিন্যাসের) সহিত অবরোহের (শিথিল বাক্যবিন্যাসের) যে ক্রম বা সমন্বয়, তাহাকে বলে সমাধি।

উল্লিখিত সাতটী গুণের মধ্যে—"অর্থব্যক্তি" হইতেছে প্রসাদগুণের অন্তর্ভুক্ত, কান্তিতে গ্রাম্য-কষ্টত্বাদির এবং পারুষ্যের অভাব বলিয়া অলৌকিক শোভাশালিত্ব আছে বলিয়া, কান্তি হইতেছে মাধুর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রৌঢ়ি হইতেছে বৈচিত্র্যবোধিকা, ইহা গুণ নহে (কর্ণপূর); মম্মটভট্ট বলেন—প্রৌঢ়ির "পদার্থে বাক্যরচনা"-আদি প্রথম চারিটী ভেদ হইতেছে রচনার বৈচিত্র্যমাত্র, ইহাদের মধ্যে কোনও গুণত্ব নাই; কেননা, এ-সমস্ত না থাকিলেও কোনও রচনা কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর, পঞ্চম রকমের প্রৌঢ়ি—সাভিপ্রায়তা—হইতেছে অপুষ্টার্থতা—দোষহীনতামাত্র। কর্ণপূর বলেন—উল্লিখিত সাতটী গুণের অন্যগুলি "ওজঃ"-গুণেরই অন্তর্ভুক্ত। সমতা-

সম্বন্ধে তিনি বলেন—কখনও কখনও "সমতা" দোষের মধ্যেই পরিগণিত হয়। সজাতীয় ও বিজাতীয়ের যুগপদ্ বর্ণনে বৈষম্যই অভীষ্ট; এতাদৃশ স্থলে সমতা হইতেছে দোষই, গুণ নহে; যে-স্থলে এইরূপ বর্ণনা নাই, সে-স্থলে"সমতা" গুণ হইতে পারে। মম্মটভট্ট বলেন—সমতা হইতেছে দোষাভাবমাত্র।

১৫৩। অলঙ্কার

কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—কাব্যপুরুষের অলঙ্কার (বা ভূষণ) হইতেছে উপমিতি-প্রমুখ অলঙ্কারসমূহ। "উপমিতিমুখোঽলঙ্কৃতিগণঃ।"

এ-স্থলে "উপমিতিমুখঃ"-শব্দ হইতে জানা যায়—"উপমিতি" হইতেছে "মুখ—মুখ্য" অলঙ্কার। এই "মুখ বা মুখ্য"-শব্দ হইতেই "অমুখ্য বা গৌণ" অলঙ্কারও সূচিত হইতেছে। তাহাহইলে জানা যায়, অলঙ্কার দুই জাতীয়—মুখ্য এবং গৌণ। "শব্দালঙ্কার" হইতেছে গৌণ এবং "অর্থালঙ্কার" হইতেছে মুখ্য।

যাহাতে সৌন্দর্য্য আছে এবং যাহা সৌন্দর্য্য-দ্যোতক, তাহাই অলঙ্কার। যাহাতে সৌন্দর্য্য নাই এবং যাহা সৌন্দর্য্যদ্যোতকও নহে, তাহাকে অলঙ্কার বলা যায় না। কবির প্রতিভা এবং শক্তি তাঁহার প্রয়োজিত শব্দেও সৌন্দর্য্য সন্নিবেশিত করিতে পারে, শব্দকেও সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক করিতে পারে; আবার অর্থেও সৌন্দর্য্য সন্নিবেশিত করিতে পারে, অর্থকেও সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক করিতে পারে। সুতরাং শব্দ এবং অর্থই হইতেছে সৌন্দর্য্যের পটভূমিকা। যখন শব্দই সৌন্দর্য্যের পটভূমিকা হয়, তখন হয় শব্দালঙ্কার; আর যখন অর্থই সৌন্দর্য্যের পটভূমিকা হয়, তখন হয় অর্থালঙ্কার।

ক। শব্দালঙ্কার

শব্দালঙ্কার অনেক রকমের; যথা—বক্রোক্তি, অনুপ্রাস, যমক, ইত্যাদি।

(১) **বক্রোক্তি**। এক অর্থে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, শ্লেষ ও কাকু দ্বারা তাহার যদি অন্যরকম অর্থ করা যায়, তাহা হইলে হয় বক্রোক্তি। এইরূপে বক্রোক্তি হইল দুই রকমের—শ্লেষ-জনিত এবং কাকুজনিত।

"একেনার্থেন যৎ প্রোক্তমন্যেনার্থেন চান্যথা।
ক্রিয়তে শ্লেষকাকুভ্যাং সা বক্রোক্তির্ভবেদ্দ্বিধা॥ অ, কৌ, ৭।১॥

শ্লেষ—যে শব্দ স্বভাবতঃই একার্থক, যে-স্থলে তাহার অনেকার্থ প্রতিপাদিত হয়, সে-স্থলে শ্লেষ হইয়াছে বলা হয়। **কাকু** হইতেছে উচ্চারণভঙ্গী বা ধ্বনিভেদ।

উদাহরণ

"কস্ত্বং শ্যাম হরির্বিভুব তদিদং বৃন্দাবনং নির্মৃগং
হংহো নাগরি মাধবোঽস্ম্যসময়ে বৈশাখমাসঃ কুতঃ।

মুগ্ধে বিদ্ধি জনার্দনোঽস্মি তদিয়ং যোগ্যা বনেঽবস্থিতি
বালেঽয়ং মধুসূদনোঽস্মি বিদিতং যোগ্যো দ্বিরেফো ভবান্ ॥

—(শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে দেখিয়া শ্রীরাধা বলিলেন) 'ওহে শ্যাম (শ্যামবর্ণ লোকটী) ! তুমি কে ? (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'আমি হরি।' (তদুত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন) 'তাহা হইলে এই বৃন্দাবন মৃগশূন্য হইয়া গেল।' (তখন আবার শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'অহো নাগরি ! আমি মাধব।' (তদুত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন), 'অসময়ে বৈশাখ মাস কোথা হইতে আসিল ?' (তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন) 'মুগ্ধে ! আমি জনার্দ্দন।' (শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন) 'তাহা হইলে বনে অবস্থিতিই তোমার পক্ষে যোগ্য।' (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'বালে ! আমি মধুসূদন।' (তখন আবার শ্রীরাধা বলিলেন) 'হাঁ, তুমি যে যোগ্য দ্বিরেফ, তাহা জানিলাম।"

এই শ্লোকরূপ কাব্যে বক্রোক্তি হইতেছে শ্লেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি হরি।" এ-স্থলে মুখ্যার্থেই "হরি" বলা হইয়াছে। হরি-শব্দের এক অর্থ "সিংহ" হয়, শ্রীরাধা এই "সিংহ" অর্থ গ্রহণ করিয়াই বলিলেন—"তাহা হইলে এই বৃন্দাবন মৃগহীন হইল।" সিংহ মৃগ হত্যা করিয়া থাকে ; সিংহ যখন বৃন্দাবনে আসিয়াছে, তখন বৃন্দাবনে আর মৃগ থাকিবে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি মাধব।" মাধব-শব্দের একটী অর্থ হয় "বৈশাখমাস।" এই অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"অসময়ে বৈশাখমাস কোথা হইতে আসিল ?" কৃষ্ণ বলিলেন—"আমি জনার্দ্দন।" জনার্দ্দন-শব্দের একটী অর্থ হয়—জনপীড়ক। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—তুমি যখন জনপীড়ক, তখন জনপূর্ণ স্থানে না থাকিয়া জনহীন বনে থাকাই তোমার পক্ষে সঙ্গত।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি মধুসূদন।" শ্রীরাধা মধুসূদন-শব্দের মধুকর (দ্বিরেফ) অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"হাঁ, তুমি দ্বিরেফ, তাহা জানিলাম।" "দ্বিরেফ"-শব্দের অর্থ আবার ইহাও হইতে পারে যে, যাহাতে দুইটী "র" আছে—"বর্বর।" শ্রীরাধা জানাইলেন—"হাঁ, তুমি যে বর্বর, তাহা জানিলাম।"

বক্রোক্তির অনেক ভেদ আছে। দিগ্দর্শনরূপে একটীমাত্র উদাহরণ দেওয়া হইল।

(২) **অনুপ্রাস**

পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইতেছে অনুপ্রাস। একটী অক্ষরেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিতে পারে, একটী শব্দেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিতে পারে।

"লীলালসললিতাঙ্গী লঘু লঘু ললনাললামমৌলিমণিঃ।
ললিতাদিভিরালীভির্বিলসতি ললিতস্মিতা রাধা ॥

—ললনা-ললাম-মুকুটমণি লীলালস-ললিতাঙ্গী ললিতস্মিতা শ্রীরাধা ললিতাদি সখীগণের সহিত লঘু লঘু বিলাস করিতেছেন।"

এ-স্থলে ল-কারের অনুপ্রাস। অনুপ্রাস-অলঙ্কারেরও বহু ভেদ আছে।

(৩) যমক

অর্থগত-ভেদবিশিষ্ট পদাদির (পদাবয়ব ও বাক্যের) সমান রূপ হইলে যমক অলঙ্কার হয়। "যমকং ত্বর্থভিন্নানাং পদাদীনাং সমাহৃতকৃতিঃ॥ অ, কৌ, ৭।৯॥" যমকের অনেক ভেদ আছে।

খ। অর্থালঙ্কার

অর্থালঙ্কার অনেক ; যথা—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, রূপক, অপহ্নুতি, শ্লেষ, নিদর্শনা, অপ্রস্তুত প্রশংসা, অতিশয়োক্তি, দীপক, আক্ষেপ, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, বিরোধ, স্বভাবোক্তি, ব্যজস্তুতি, সহোক্তি, বিনোক্তি, পরিবৃত্তি, ভাবিক, কাব্যলিঙ্গ, ইত্যাদি।

গ্রন্থকলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে এ-স্থলে উল্লিখিত অলঙ্কারসমূহের পরিচয় দেওয়া হইলনা। অল্প কয়েকটার মাত্র পরিচয় দেওয়া হইতেছে এবং অলঙ্কারেরও যে ধ্বনি আছে, তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) উপমা অলঙ্কার

সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য-কথনকে উপমা বলে। উপমালঙ্কারে চারিটী বিষয় থাকে—উপমান, উপমেয়, সমান-ধর্ম্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ। যাহার সহিত তুলনা করা হয়, তাহাকে বলে উপমান। যাহার তুলনা করা হয়, তাহাকে বলে উপমেয়। যেমন, "মুখখানি চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর"-এ-স্থলে চন্দ্র হইতেছে উপমান এবং মুখ হইতেছে উপমেয়। সমান-ধর্ম্ম হইতেছে "সুন্দর"-শব্দখ্যাপিত সৌন্দর্য্য। "ন্যায়" হইতেছে সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

ন্যায়, সম, সমান, সদৃশ, সদৃক্ষ, সদৃক্, তুল্য, সম্মিত, নিভ, চৌর, বন্ধু, যথা, ইব প্রভৃতি শব্দই হইতেছে সাদৃশ্য-বাচক শব্দ। বতি, কল্প, দেশ, দেশীয়, বহু প্রভৃতি তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগেও সাদৃশ্য জ্ঞাপিত হয়।

উপমান ও উপমেয়ের যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যে বা সমান-ধর্ম্মেই উপমা : কিয়দংশেই সাদৃশ্য থাকে, সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্য থাকে না। সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য থাকিলে উপমান-উপমেয় ভাবই থাকে না।

উপমালঙ্কারের একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

"শ্যামে বক্ষসি কৃষ্ণস্য গৌরী রাজতি রাধিকা।
কনকস্য যথা রেখা বিমলে নিকষোপলে॥ অ, কৌ ৮।৯॥

—কনকরেখা যেমন সুবিমল নিকষোপলোপরি (কষ্টিপাথরের উপরে) পরিস্ফুট হইয়া বিরাজ করে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধিকা তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছেন।"

এ-স্থলে কনকরেখা উপমান, রাধিকা তাহার উপমেয় এবং নিকষোপল উপমান, কৃষ্ণের শ্যামল বক্ষঃ তাহার উপমেয়। কৃষ্ণের শ্যামলত্ব এবং নিকষোপলের কৃষ্ণত্ব হইতেছে সমান-ধর্ম্মত্ব ; আবার শ্রীরাধার গৌরত্ব এবং কনকরেখার পীতবর্ণত্বও হইতেছে সমান-ধর্ম্মত্ব। যথা-শব্দ হইতেছে সাদৃশ্য-

বাচক বা উপমা-বাচক শব্দ। এ-স্থলে ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনিও আছে। কনকরেখা এবং নিকষোপলের নিস্পন্দত্ব—রাধাকৃষ্ণের আনন্দ-নিস্পন্দত্ব ধ্বনিত করিতেছে।

উপমালঙ্কারের অনেক ভেদ আছে।

(২) **উৎপ্রেক্ষালঙ্কার**

উপমেয়ের উৎকর্ষের জন্য উপমানের সহিত যে সম্ভাবনা (অন্যাহেতুব উপন্যাসদ্বারা বিতর্ক), তাহাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। নূনং মন্যে, শঙ্কে, ইব, ধ্রুবম্, নু, কিম্, কিমুত প্রভৃতি শব্দদ্বারা উৎপ্রেক্ষা প্রকাশ করা হয়। উৎপ্রেক্ষালঙ্কারেরও অনেক ভেদ আছে।

উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের একটী দৃষ্টান্ত, যথা—

"নষ্টো নষ্টঃ প্রতিকুহু মুহুঃ পূর্ণতামেতি চন্দ্রো
রাকাং রাকাং প্রতি ন তু ভবেদন্যরূপঃ কদাপি।
নান্যো হেতুস্তদিহ ললিতে বীক্ষ্য বীক্ষ্য ত্বদাস্য
নূনং ধাতা তমতিচতুরো নির্মিমীতেঽন্যমাসম্॥অ কৌ ৮।১৫॥

—চন্দ্র প্রতি অমাবস্যায় বিনষ্ট হয়; আবার প্রতি পূর্ণিমায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কোনও আমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় (উল্লিখিত রূপ ব্যতীত) অন্যরূপ কখনও হয় না। হে ললিতে! এই বিষয়ে আর অন্য কোনও হেতু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়—সুচতুর বিধাতা তোমার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া তাহার অনুরূপ কোনও বস্তু-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে প্রতিমাসে উক্তপ্রকারে পূর্ণচন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।"

তাৎপর্য্য এই। মনে হয়, সমস্ত জগতের নির্ম্মাণের পরে বিধাতা ললিতার মুখ দেখিয়াছেন; দেখিয়া মনে করিলেন—এমন সুন্দর বস্তু তো আর একটীও নাই! তখন ললিতার মুখের মত সুন্দর আর একটী বস্তু নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। চন্দ্র তো পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে; চন্দ্র অতি সুন্দর হইলেও কিন্তু ললিতার মুখের মত সুন্দর নয়। বিধাতা মনে করিলেন চন্দ্রের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া ললিতার মুখের তুল্য করিতে চেষ্টা করিবেন। তাই তিনি শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সম্পূর্ণ চন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া দেখিলেন, তাহা ললিতার মুখের মত সুন্দর হয় নাই। তখন অতিদুঃখে পূর্ব্বনির্ম্মিত চন্দ্রকে, কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, আমাবস্যাতে চন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া পুনরায় নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন এবং পরবর্ত্তী পূর্ণিমায় আবার পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মাণ করিলেন; কিন্তু এবারও দেখিলেন—ললিতার মুখের মত হয় নাই। আবার ভাঙ্গিয়া নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রই ললিতার মুখের মত সুন্দর হয়না। বিধাতার নির্ম্মাণ-চেষ্টারও বিরতি নাই।

এ-স্থলে উপমান হইতেছে চন্দ্র, আর উপমেয় ললিতার বদন। উপমেয় ললিতা-মুখের

উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্যই এ-স্থলে উৎপ্রেক্ষালঙ্কার হইয়াছে। এ-স্থলে ব্যঙ্গ্য হইতেছে ললিতার মুখমণ্ডলের চন্দ্রাপেক্ষাও অধিক সৌন্দর্য্য।

(৩) রূপকালঙ্কার

উপমান ও উপমেয়—এই উভয়ের তাদাত্ম্যকে রূপক বলে। অতিশয় অভেদ হেতু ভেদের অপহ্নব (নাশ) করাকেই তাদাত্ম্য বলে।

উপমালঙ্কারে এবং রূপকালঙ্কারে পার্থক্য এই। উপমালঙ্কারে সমানধর্ম্মত্ব হইতেছে আংশিক; কিন্তু রূপকালঙ্কারে সর্বাংশে সমানধর্ম্মত্ব। একটী উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টী পরিস্ফুট করা হইতেছে।

"মুখখানা চন্দ্রের ন্যায়"-এস্থলে উপমালঙ্কার; "ন্যায়"-এই সাদৃশ্যবাচক শব্দ হইতেই বুঝা যায়, উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে—চন্দ্র ও মুখের মধ্যে—ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু যদি বলা হয়—"মুখ খানা চন্দ্র", তাহা হইলে অভেদ-প্রতীতি জন্মে। এইরূপ অভেদ-প্রতীতি হইলেই রূপকালঙ্কার হয়। রূপকালঙ্কারেরও অনেক ভেদ আছে।

এ-স্থলে রূপকালঙ্কারের একটী উদাহরণের উল্লেখ করা হইতেছে।

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥ অ, কৌ, ৮।১৮॥*

—ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রবণযুগলের নীলোৎপল, নয়নযুগলের অঞ্জন, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণিহার, অধিক কি, তাঁহাদের অখিল মণ্ডন (সমস্ত সাজসজ্জা) সেই নন্দনন্দন হরির জয় হউক।"

এ-স্থলে "শ্রবণযুগলের নীলোৎপলতুল্য"—ইত্যাদি যদি বলা হইত, তাহা হইলে উপমালঙ্কার হইত; সাদৃশ্যবাচক কোনও শব্দ নাই বলিয়া, নীলোৎপলাদির সহিত হরির তাদাত্ম্য-প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া, রূপকালঙ্কার হইয়াছে।

এ-স্থলে "শ্রবসোঃ কুবলয়ম্"-এই বাক্যের ধ্বনি হইতেছে—কর্ণাভরণে ব্রজসুন্দরীগণ যত আনন্দ পায়েন, শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শ্রবণে ততোঽধিক আনন্দ পাইয়া থাকেন। "অক্ষ্ণোরঞ্জনম্"-ইত্যাদির ধ্বনি হইতেছে—নয়নে অঞ্জন ধারণে তাঁহারা যত আনন্দ পায়েন, তাঁহাদের শোভা যত বৃদ্ধি পায়, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ততোঽধিক আনন্দ পায়েন এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত প্রফুল্লতায় তাঁহাদের শোভা ততোঽধিক বর্দ্ধিত হয়। "মহেন্দ্রমণিদাম"-ইত্যাদির ধ্বনি হইতেছে ইন্দ্রনীলমণি-হার ধারণে তাঁহাদের যত আনন্দ ও শোভাবৃদ্ধি হয়, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে ততোঽধিক আনন্দ ও শোভাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ-সমস্ত ধ্বনির আবার ধ্বনি হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রীতির পরমোৎকর্ষ; এত উৎকর্ষ যে, প্রয়োজন হইলে নিজাঙ্গ দ্বারাও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন।

---

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ষোড়শ অধ্যায় হইতে জানা যায়—কর্ণপুর যখন "সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন", তখন তিনি মহাপ্রভুর নিকটে আসিলে, "প্রভু কহে পড় পুরীদাস", তখন প্রভুর কৃপায় অকস্মাৎ এই শ্লোকটী তাঁহার মুখ হইতে স্ফুরিত হইয়াছিল। পুরীদাস হইতেছে কর্ণপুরেরই নামান্তর।

(৪) অপহ্নুতি-অলঙ্কার

প্রকৃত বস্তুর নিষেধপূর্ব্বক অপ্রকৃতের স্থাপনকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলে। "যা তু প্রকৃতস্যান্যথাকৃতিঃ। সাপহ্নুতিঃ॥ অপহ্নুতি-নামালঙ্কারঃ। অন্যথাকৃতিঃ প্রকৃতং নিষিধ্য অন্যস্য স্থাপনম্॥ অ, কৌ, ॥৮।২০॥"

একটী উদাহরণঃ—

তাম্রাধরৌষ্ঠদলমুন্নতচারুনাসমত্যায়তেক্ষণমিদং তব নাস্যমাস্যম্।

বন্ধূকযুগ্মতিলপুষ্পসরোজযুগ্মৈঃ সংপূজিতঃ স্বয়মসৌ বিধিনৈব চন্দ্রঃ॥

—অয়ি রাধে! অরুণবর্ণ অধরৌষ্ঠপল্লবদ্বারা সুললিত, সমুন্নত-চারু নাসিকাদ্বারা সুশোভিত, সুদীর্ঘ-নয়নদ্বয়-বিরাজিত তোমার এই যে মুখমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা তোমার মুখমণ্ডল নহে। স্বয়ং বিধাতা বন্ধূকযুগল, তিলপুষ্প এবং সরোজযুগলের দ্বারা (তোমার মুখরূপ) পূর্ণচন্দ্রের পূজাবিধান করিয়াছেন।"

এ-স্থলে প্রকৃত (প্রস্তাবিত) বিষয় হইতেছে—মুখ, অধরৌষ্ঠ, নাসা এবং আয়ত নয়ন। ইহারা উপমেয়। আর উপমান হইতেছে যথাক্রমে পূর্ণচন্দ্র, বন্ধূক (বাঁধুলি ফুল), তিল ফুল এবং পদ্ম। মুখ মুখ নহে, ইহা পূর্ণ চন্দ্র; অধরৌষ্ঠ অধরৌষ্ঠ নহে, ইহারা হইতেছে বাঁধুলি ফুল; নাসা নাসা নহে, তিল ফুল এবং নয়ন নয়ন নহে, পদ্ম। এইরূপে, প্রকৃত বস্তু মুখাদির নিষেধ করিয়া অপ্রকৃত বস্তু পূর্ণচন্দ্রাদির স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া এ-স্থলে অপহ্নুতি অলঙ্কার হইয়াছে। এ-স্থলে ধ্বনি হইতেছে—শ্রীরাধার মুখাদির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য।

১৫৪। রীতি

কবিকর্ণপূর রীতিকে কাব্যপুরুষের সুসংস্থান বলিয়াছেন। "সুসংস্থানং রীতিঃ।" কিন্তু রীতি বলিতে কি বুঝায়? কর্ণপূর বলেন—

রীতিঃ স্যাদ্বর্ণবিন্যাসবিশেষো গুণহেতুকঃ॥ অ, কৌ, ৯।১॥

--রীতি হইতেছে গুণব্যঞ্জক বর্ণবিন্যাসবিশেষ।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ—এই তিনটী হইতেছে কাব্যরসের গুণ। বর্ণসমূহ এবং রচনাও হইতেছে মাধুর্য্যাদির ব্যঞ্জক। "মাধুর্য্যাণাং ব্যঞ্জকাঃ স্যুর্বর্ণাশ্চ রচনা অপি॥ অ, কৌ, ৬।১৫॥" রসের অনুকূল মাধুর্য্যাদি গুণের উদয় যাহাতে হইতে পারে, তদ্রূপ যে রচনাবিশেষ, তাহাই হইতেছে রীতি।

রীতি চারি প্রকারের—বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ী এবং লাটী। অগ্নিপুরাণেও এই চতুর্বিধা রীতির উল্লেখ আছে (৩৩৯।১)।

ক। বৈদর্ভী

মাধুর্য্যাদি-গুণগণ-ভূষিতা, অথচ সমাসহীনা বা অল্পসমাসবিশিষ্টা যে রচনা, তাহাকে বৈদর্ভী রীতি বলে। শৃঙ্গাররসে এবং করুণরসেই এই বৈদর্ভী রীতি প্রশংসনীয়া।

অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা সমস্তগুণভূষিতা।
বৈদর্ভী সা তু শৃঙ্গারে করুণে চ প্রশস্যতে ॥ অ, কৌ, ৯।৩॥

[অবৃত্তি—সমাসরহিত ; অল্পবৃত্তি—অল্পপদঘটিত সমাস ॥ চক্রবর্ত্তী ॥]

উদাহরণ

"আলোকনঙ্কুটিলিতেন বিলোচনেন সম্ভাষণঞ্চ বচসা মনসার্ধমর্ধম্।
লীলাময়স্য বপুষঃ প্রকৃতিস্তবেয়ং রাধে ক্রমো ন মদনস্য ন বা মদস্য ॥

—(তাৎপর্য্যার্থ) রাধে! তোমার বাক্যদ্বারা সম্ভাষণ এবং মনের দ্বারা সম্ভাষণ হইতেছে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেকই। তোমার লীলাময় বপুর স্বভাবই এইরূপ। কিন্তু তোমার মদনের এবং মত্ততার ক্রম নাই ; কেননা, কুটিল-দৃষ্টি-আদিতেই তাহাদের কারণ। ভাবার্থ হইতেছে এই—এই মূর্চ্ছিত লোকটীকে তোমার অধরসুধা পান করাইয়া জীবিত করাই সঙ্গত, কটাক্ষ-শরে তাহাকে নিহত করা সঙ্গত নহে। এই ভাবে তাহাকে বাঁচাইয়া তাহার পরে কুটিলদৃষ্টিরূপ শর প্রয়োগ করিলেও তাহা দোষের হইবে না। সুতরাং তোমার মদনের এবং মত্ততার ক্রম নাই, ইহাই আক্ষেপ।"

এ-স্থলে অল্পবৃত্তি এবং অবৃত্তি-উভয়ই আছে। "ঙ্কু" এবং "ম্ভ" হইতেছে মাধুর্য্যব্যঞ্জক বর্ণ। "অর্ধম, অর্ধম্"-এই দুইটী হইতেছে ওজঃ-ব্যঞ্জক শব্দ। অর্থের বিশদতা হইতেছে প্রসাদগুণ। অনিষ্ঠুরত্ব, সুকুমারতাদি সমস্ত গুণই ইহাতে বর্ত্তমান।

খ। পাঞ্চালী

"কথাপ্রায়ো হি যত্রার্থো মাধুর্য্যপ্রায়কো গুণঃ।
ন গাঢ়তা ন শৈথিল্যং সা পাঞ্চালী নিগদ্যতে ॥ অ, কৌ, ৯।৬॥

—যে রচনায় কথাপ্রায় অর্থ, মাধুর্য্যবহুল গুণ থাকে, বন্ধের গাঢ়তা থাকেনা, শৈথিল্যও থাকেনা, তাহাকে পাঞ্চালীরীতি বলে।"

উদাহরণ :—

"কান্তে কাং প্রতি তে বভূব মধুরং সম্বোধনং ত্বাং প্রতি
জ্ঞাতং কিং কমনীয়তানুগমিদং কিং বা প্রিয়ত্বানুগম্।
তাৎপর্য্যন্তু মমোভয়ত্র ন ন ন ভ্রান্তোঽসি নাহং তু সা
কাসৌ যা হৃদয়ে তবাস্তি হৃদয়ে নিত্যং ত্বমেবাসি মে ॥

—(মানিনী শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) হে কান্তে! (তখন শ্রীরাধা বলিলেন) কাহার প্রতি তোমার এই মধুর সম্বোধন? (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) তোমার প্রতি। (একথা শুনিয়া

শ্রীরাধা বলিলেন) বুঝিলাম। কিন্তু কান্তা কমনীয়াও হয়, প্রিয়াও হয়, তোমার এই সম্বোধন কি কমনীয়তার অনুগত ? না কি প্রিয়ত্বের অনুগত ? (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) উভয়ত্রই আমার সম্বোধনের তাৎপর্য্য (অর্থাৎ তুমি আমার কমনীয়া কান্তাও এবং প্রিয়া কান্তাও।) তখন শ্রীরাধা আবার বলিলেন) না, না, না, তুমি ভ্রান্ত হইয়াছ ; আমি তোমার সেই কমনীয়া কান্তাও নহি, প্রিয়া কান্তাও নহি। (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) কে সেই কমনীয়া প্রিয়া কান্তা ? (তখন শ্রীরাধা বলিলেন) যিনি তোমার হৃদয়ে আছেন, তিনিই তোমার কমনীয়া প্রিয়া কান্তা। (শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) তুমিই নিত্য আমার হৃদয়ে অবস্থিত।"

গ। **গৌড়ী**

"নিষ্ঠুরাক্ষরবিন্যাসাদ্ দীর্ঘবৃত্তির্যুতৌজসা।
গৌড়ী ভবেদনুপ্রাসবহুলা বা ॥ অ, কৌ, ৯।৭॥

—যে রচনায় নিষ্ঠুর (কষ্টে উচ্চার্য্য) অক্ষরসমূহের বিন্যাস থাকে, দীর্ঘ বৃত্তি থাকে (অর্থাৎ যাহা দীর্ঘ-সমাসবহুল), যাহা ওজোগুণবিশিষ্ট এবং যাহাতে অনুপ্রাসের বাহুল্য, (মাধুর্য্যাদি গুণত্রয়ের মধ্যে যে-গুণের অনুকূল যে অনুপ্রাস, সেই অনুপ্রাসের বাহুল্য), তাহাকে গৌড়ী রীতি বলে।"

উদাহরণ :-

"দাক্ষিণ্যোৎসুকয়া গুণৈরধিকয়া প্রেম্ণা গতালীকয়া
লীলাকেলিপতাকয়া কৃতকয়া চিৎকৌমুদীরাকয়া।
দৃক্‌কর্পূরশলাকয়া নবকয়া লাবণ্যবাপীকয়া
কৃষ্ণো রাধিকয়াঽম্বরঞ্জি ন কয়া জাতং নিরাতঙ্কয়া ॥

—(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাতে অনুরক্ত হইবেন কিনা, এবিষয়ে শ্রীরাধার সমস্ত সখীগণেরই একটা শঙ্কা ছিল, কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন) বাম্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দাক্ষিণ্যের সহিত ঔৎসুক্যবতী, গুণে সর্ব্বাতিশায়িনী, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাধিক্যবশতঃ নিষ্কপটা, লীলাকেলি-পতাকাসদৃশী, কৃতকা (কৃষ্ণসুখ-কারিণী), চিচ্ছক্তিরূপ-কৌমুদীবিশিষ্ট-পূর্ণচন্দ্ররূপা, দৃষ্টিরূপ কর্পূরশলাকারূপা, নবীনা, লাবণ্যবাপীরূপা এবং নিঃশঙ্কিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রতি অনুরক্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার সখীবৃন্দের সকলেই নিঃশঙ্ক হইলেন।"

ঘ। **লাটী**

"সমস্ততঃ।
শৈথিল্যং যত্র মৃদুলৈর্বর্ণৈর্লাদিভিরুৎকটম্।
সা লাটী স্যাল্লাটজনপ্রিয়ানুপ্রাসনির্ভরা ॥ অ, কৌ ৯।৮॥

—সর্ব্বত্র লকারাদি মৃদুবর্ণ-বাহুল্যে যে-স্থলে উৎকট শৈথিল্য দৃষ্ট হয় এবং যাহাতে অনুপ্রাসের বাহুল্য, তাহাকে লাটী রীতি বলে। ইহা কোমলচিত্ত জনগণের প্রিয়।" (লাটঃ কোমলঃ ॥ চক্রবর্ত্তী)।

উদাহরণঃ—

"লীলাবিলাসলুলিতা ললনাবলীষু লোলালকাসু ললিতালিরলং ললামম্।
কীলালকেলিকলয়াঽনিলচঞ্চলায়াঃ কালে ললৌ মৃদুলতাং লবলীলতায়াঃ॥

—চঞ্চল-অলকাবিশিষ্ট ললনাসমূহের মধ্যে যিনি সর্ব্বাতিশায়ি রূপে সকল ললনার শিরোরত্নস্বরূপা এবং ললিতা যাঁহার সখী, সেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলাবিলাসে মর্দিতা (সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়রূপে লীলাবিলাসবতী) হইয়া জলকেলিবিলাসবশতঃ, বায়ুবেগবশতঃ চঞ্চলা লবলীলতার মৃদুলতা ধারণ করিয়াছেন।"

১৫৫। দোষ

কাব্যপুরুষের বর্ণনায় কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—"যদস্মিন্ দোষঃ স্যাৎ শ্রবণকটুতাদিঃ স ন পরঃ॥ —শ্রবণকটুতাদি প্রসিদ্ধ দোষই হইতেছে কাব্যের দোষ; ক্ষুদ্রতর দোষ দোষমধ্যে গণ্য নহে।" কিন্তু দোষ বলিতে কি বুঝায়?

কর্ণপূর বলেন—"রসাপকর্ষকো দোষঃ॥ অ, কৌ, ১০।১॥ —যাহা রসের অপকর্ষ-সাধক, তাহাই দোষ।"

কিন্তু রস হইতেছে কাব্যপুরুষের আত্মা; কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসের অপকর্ষ কিরূপে সাধিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে কবিকর্ণপূর বলেন—"রসোঽত্র আস্বাদ উচ্যতে॥ অ, কৌ, ১০।২॥ —দোষের লক্ষণকথনে যে রসের অপকর্ষ-সাধক বস্তুকে দোষ বলা হইয়াছে, সে-স্থলে "রস-শব্দে" "আস্বাদ" বুঝায়, শৃঙ্গারাদিক আত্মভূত রসকে বুঝায় না। "রস্যতে (আস্বাদ্যতে) ইতি রসঃ —যাহা আস্বাদন করা হয়, তাহাকে রস বলে।" সুতরাং উল্লিখিত স্থলে রস-শব্দে আস্বাদনই বুঝাইতেছে। কাণত্ব বা খঞ্জত্ব যেমন আত্মার কুরূপতার কারণ হয় না, দেহেরই কুরূপতার হেতু হয়, তদ্রূপ শব্দার্থেরই দোষ হয়, আত্মভূত রসের নহে।

ইহাতে যদি বলা হয়—তাহা হইলে "যাহা শব্দের এবং অর্থের অপকর্ষসাধক, তাহাকেই দোষ বলা হউক?" এই প্রশ্নের উত্তরে কর্ণপূর বলেন—"অপকর্ষস্তৎস্থগনম্॥—অপকর্ষ হইতেছে আস্বাদের স্থগন বা সঙ্কোচ।" দোষে শব্দের বা অর্থের সঙ্কোচ হয় না। আস্বাদেরই সঙ্কোচ হয়। "আস্বাদ" হইতেছে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তগত বস্তু; শব্দের আশ্রয়ে, কিম্বা অর্থের আশ্রয়ে থাকিলেও যদ্দ্বারা সহৃদয় সামাজিকের 'আস্বাদ" সঙ্কুচিত হয়, তাহাই দোষ।

দোষ দুই রকমের—যাবদাস্বাদাপকর্ষক এবং যৎকিঞ্চিদাস্বাদাপকর্ষক। যে-স্থলে দোষ এমনই উৎকট হইয়া পড়ে যে, সহৃদয় সামাজিক অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, সে-স্থলে যাবদাস্বাদাপকর্ষক দোষ। আর যে স্থলে দোষ অল্প, উৎকট নহে—যাহার ফলে সহৃদয় সামাজিক অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন না, সহৃদয় সামাজিক যে-স্থলে এই অল্প দোষকে সহ্য করিতে পারেন, সে-স্থলে যৎকিঞ্চিদাস্বাদাপকর্ষক দোষ।

কবিকর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে কাব্যের দোষসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এ স্থলে সে সমস্ত উল্লিখিত হইলনা।

১৫৬। চিত্র কাব্য

শব্দালঙ্কার-প্রস্তাবে কবিকর্ণপূর চিত্রকাব্যের কথাও বলিয়াছেন। কর্ণপূর বলিয়াছেন—চিত্রকাব্য নীরস, কর্কশ এবং রসাভিব্যক্তির অনুপযোগী ; কেবল শক্তিজ্ঞাপনেই ইহার উপযোগিতা। ভগবদ্‌বিষয়ক হইলে ইক্ষুপর্ব্ব চর্ব্বণের ন্যায় কথঞ্চিৎ সরস হয়।

নটানাঞ্চ কবীনাঞ্চ মার্গঃ কর্কশ এব যঃ। রসাভিব্যক্তয়ে নাসৌ শক্তিজ্ঞপ্ত্যৈ স কেবলম্॥

চিত্রং নীরসমেবাহু র্ভগবদ্‌বিষয়ং যদি। তদা কিঞ্চিচ্চ রসবদ্‌যথেক্ষোঃ পর্বচর্ব্বণম্॥

—অ, কৌ, ৭।১৮-১৯॥

একাক্ষরাত্মক কাব্য

চিত্রকাব্যও অনেক রকমের। এক রকম চিত্রকাব্যে স্বরবর্ণযুক্ত কেবলমাত্র একটী অক্ষরের দ্বারাই বিভিন্নার্থবাচক শব্দের প্রয়োগ করিয়া শ্লোক রচনা করা হয়। কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য কবিকর্ণপূরের এতাদৃশ একটী শ্লোক এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

ন নানা নাঽনিনোঽনেনা নানাঽনেনাঽননং নু নুঃ।

নূনং নো নানূনঽনূনানঽনু নুন্নূন্ননূন্নিনীঃ॥ অ, কৌ, ৭ম কিরণ॥

এইশ্লোকের শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত টীকা এইরূপ :—

ন নানেত্যাদি। নানানানানিনোনেনা ইতি শ্লেষঃ। না পুরুষঃ পরমেশ্বরো নানা ন, নানা ন ভবতি, কিন্তু এক এবেত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? অনিনো ন বিদ্যতে ইনঃ প্রভুর্যস্মাৎ, স এক এব প্রভুরিত্যর্থঃ। "ইনঃ সূর্য্যে প্রভৌ রাজ্ঞি" ইত্যমরঃ। অনেনাঃ—ন বিদ্যতে এনঃ পাপং যস্য (ছা. ৮।১।৫) 'অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা' ইতিবৎ। যদ্বা, বিষমজগৎস্রষ্টাবপি অনেনাঃ নিরপরাধঃ। একস্যৈব তস্য নানাবিধজগৎকারণত্বমাহ—নানাঽনেনে। অনেন পরমেশ্বরেণৈব নানা নানাবিধং মায়িকং জগদ্‌ভবতীত্যর্থঃ। নু ভোঃ, নুর্জীবস্যাজড়স্যাপি অননং জীবনমনেন পরমাত্মনৈব ভবতি, কিং পুনর্মায়িকস্য নানাবিধজগত ইতি ভাবঃ। নূনমিতি বিতর্কে ; ঊনান্ ন্যূনান্ ন ন্ পুরুষান্ অনূনান্ অন্যূনাংশ্চ পুরুষান্ অনু লক্ষীকৃত্য ন নুন্নুৎ ভবতি, 'নু স্তুতৌ' ক্বিপি নুৎ ; নুতং স্তুতং নুদতি দূরীকরোতীতি তথাভূতো ন ভবতি। অনুৎকৃষ্টমুৎকৃষ্টং বা পুরুষং দেবাদিকং কশ্চিদীশ্বরত্বেন স্তৌতু, তত্রাপ্যসহিষ্ণুতা যস্য নাস্তি ; অমাৎসর্য্যাদিতি ভাবঃ। প্রত্যুত ন নু নিশ্চিতম্, উন্নিনীঃ উৎ উর্দ্ধং স্বর্গং মহর্লোকাদিকঞ্চ নিতরাং নয়তীতি সঃ। নিকৃষ্টোৎকৃষ্ট-দেবোপাসকানপি স এব স্বর্গাদিকং ফলং প্রাপয়তি—তস্যৈব সর্বফলদাতৃত্বাদিতি ভাবঃ॥

শ্লোকের টীকানুযায়ী অন্বয় :—না (পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ) ন নানা (নানা ন ভবতি, কিন্তু এক

এব)। (কীদৃশঃ) অনিনঃ (ন বিদ্যতে ইনঃ প্রভুর্যস্মাৎ, স এক এব প্রভুঃ), অনেনাঃ (ন বিদ্যতে এনঃ পাপং যস্য, অপহতপাপ্মা ; যদ্বা বিষমজগৎস্রষ্টাবপি অনেনা নিরপরাধঃ)। অনেন (পরমেশ্বরেণৈব) নানা (নানাবিধং মায়িকং জগদ্ভবতি)। নু (ভোঃ) নুঃ (জীবস্যাজড়স্যাপি) অননং (জীবনমনেন পরমাত্মনৈব ভবতি, কিং পুনর্মায়িকস্য নানাবিধজগতঃ)। নূনং (বিতর্কে) ঊনান্ (ন্যূনান্) নৄন্ (পুরুষান্) অনূনান্ (অন্যাংশ্চ পুরুষান্) অনু (লক্ষীকৃত্য) ন নুন্নুৎ (নুতং স্তুতং নুদতি দূরীকরোতীতি তথাভূতো ন ভবতি। অনুৎকৃষ্টমুৎকৃষ্টং বা পুরুষং দেবাদিকং কশ্চিদীশ্বরত্বেন স্তৌতু, তত্রাপ্যসহিষ্ণুতা যস্য নাস্তি ; অমাৎসর্য্যাদিতি ভাবঃ। প্রত্যুত) ন নু (নিশ্চিতম্) উন্নিনীঃ (উৎ উর্দ্ধ্বং স্বর্গং মহর্লোকাদিকঞ্চ নিতরাং নয়তীতি সঃ। নিকৃষ্টোৎকৃষ্টদেবোপাসকানপি স এব স্বর্গাদিকং ফলং প্রাপয়তি—তস্যৈব সর্বফলদাতৃত্বাদিতি ভাবঃ)।

মর্ম্মানুবাদ। পরমেশ্বর হইতেছেন এক, তিনি বহু নহেন। তাঁহা অপেক্ষা প্রভু কেহ নাই, তিনিই একমাত্র প্রভু। তিনি পাপাতীত, অপহতপাপ্মা ; অথবা, নানাবিধ-বৈষম্যময় এই জগতের সৃষ্টি করিয়াও তিনি নির্দ্দোষ (অর্থাৎ বৈষম্যাদি দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করেনা ; কেননা, তিনি জীবের কর্ম্মফল অনুসারেই সৃষ্টি করেন ; কর্ম্মফলের বৈষম্যবশতঃই সৃষ্টির বৈষম্য)। এই পরমেশ্বরের দ্বারাই নানাবিধ মায়িক জগতের সৃষ্টি। অহো ! জড়াতীত জীবের জীবনও এই পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে, মায়িক নানাবিধ জগতের কথা আর কি বক্তব্য ? উৎকৃষ্ট বা অনুৎকৃষ্ট পুরুষরূপ দেবাদিকে ঈশ্বরজ্ঞানে যদি কেহ স্তুতি করে, তথাপি তাঁহার অসহিষ্ণুতা নাই ; কেননা, তিনি মৎসরতাহীন। প্রত্যুত তিনি সেই নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট দেবোপাসকদিগকেও স্বর্গলোক এবং মহর্লোকাদিও দান করিয়া থাকেন ; যেহেতু, তিনিই সর্বফলদাতা ; তাঁহাব্যতীত ফলদাতা আর কেহ নাই।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাঁহার স্তবমালায় চিত্রকাব্যের কথা বলিয়াছেন এবং স্বরচিত একটী একাক্ষরাত্মক শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,

নিনুন্নানোননং নূনং নানুনোন্নাননোঽনুনীঃ।
নানেনানাং নিনুন্নেনং নানৌন্নানাননো ননু ॥

—স্তবমালা। বহরমপুর-সংস্করণ। ৬২০ পৃষ্ঠা।

এই শ্লোকের শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণকৃতটীকা এইরূপ :—

ননু কিমেবং গোপবালকং কৃষ্ণং বহুশ্লাঘসে ইতি বদন্তং কঞ্চিৎ প্রতি কশ্চিদাহ নীতি। ননু ভো বাদিন্ ! নানাননশ্চতুরাস্যো ব্রহ্মা ইনং প্রভুং গোপালং নানৌন্নাস্তৌদেতেন অপিত্বস্তৌৎ। নূনং নিশ্চিতম্। স কীদৃশঃ ? নানেনানাং নানং প্রভূনামিন্দ্রাদীনাং নিনুৎ। নদু প্রেরণে ক্বিবন্তঃ। সর্ব্বদেবতাধিপতিরপীত্যর্থঃ। স পুনঃ কীদৃশঃ ? সন্নমৌদিত্যাহ। ন অনূনং কৃৎস্নং যথা স্যাত্তথা উন্নানি অশ্রুক্লিন্নান্যাননানি মুখানি যস্য সঃ। উন্দী ক্লেদনে ধাতুঃ। ভীত্যাশ্রুশোষাদিতি ভাবঃ।

অনুনয়তীত্যনুনীঃ ইনং গোপালং প্রভুম্। কীদৃশম্? নিন্নুন্নং দূরে ক্ষিপ্তমনসঃ শকটস্য তদাবিষ্ট-স্যাসুরস্যাননং জীবনং যেন তম্॥

শ্লোকের টীকানুযায়ী অন্বয়ঃ—নন্নু (ভো বাদিন্!) নানাননঃ (চতুরাস্যো ব্রহ্মা) ইনং (প্রভুং গোপালং) নানৌনৎ (ন অস্তৌৎ এতেন অপিতু অস্তৌৎ)। নূনং (নিশ্চিতং)। (স কীদৃশঃ) নানেনানাং (নানং প্রভূনামিন্দ্রাদীনাং) নিনুঃ। ন অনূনং (কৃৎস্নং যথা স্যাৎ তথা) উন্নানি (অশ্রুক্লিন্নানি আননানি মুখানি যস্য সঃ। ভাত্যাশ্রুশোষাদিতি ভাবঃ)। অনুনীঃ (অনুনয়তি ইতি অনুনীঃ) ইনং (গোপালং প্রভুম্। কীদৃশম্?) নিনুন্নং (দূরে ক্ষিপ্তম্ অনসঃ শকটস্য তদাবিষ্টস্য অসুরস্য) আননং (জীবনং যেন তম্)।

মর্ম্মানুবাদ। (কোনও একজন লোক গোপাল-কৃষ্ণের বহু প্রশংসা করিতেছিলেন; তাহাতে অপর একজন বলিলেন—এই কি? তুমি গোপাল-কৃষ্ণের এত প্রশংসা করিতেছ কেন? তাহার উত্তরে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিলেন) ওহে! (শুন, কেবল আমিই কি এই গোপাল-কৃষ্ণের প্রশংসা করিতেছি?) ইন্দ্রাদি-সর্ব্বদেবতাগণের অধিপতি হইয়াও চতুরানন ব্রহ্মা কি ভীতিবশতঃ অশ্রুধারা-প্লাবিত বদনে শকটাসুর-বিনাশী এই গোপাল-কৃষ্ণের অনুনয়-বিনয় পূর্ব্বক স্তব করেন নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন।

এ-স্থলে কেবল একাক্ষরাত্মক তুইটী শ্লোক উল্লিখিত হইল। চিত্রকাব্য আরও অনেক রকমের আছে; যথা—দ্ব্যক্ষরাত্মক, চক্রবন্ধ, সর্পবন্ধ, পদ্মবন্ধ, প্রাতিলোম্যানুলোম্যসম, গোমূত্রিকাবন্ধ, মুরজবন্ধ, সর্ব্বতোভদ্র, বৃহৎপদ্মবন্ধ ইত্যাদি। চক্র, সর্প, পদ্ম প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই চিত্রের বিভিন্ন স্থানে সেই চিত্রের নামাত্মক শ্লোকের বিভিন্ন অক্ষরগুলিকে সজ্জিত করা যায়। প্রাতিলোম্যানুলোমসম কাব্যে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অক্ষরগুলিকে শেষ দিক্ হইতে বিপরীতক্রমে পড়িয়া গেলে দ্বিতীয়ার্দ্ধ হয়। যথা,

তায়িসারধরাধারাতিভায়াতমদারিহা।
হারিদামতয়া ভাতি রাধারাধরসায়িতা। স্তবমালা ॥ ৬২৩ পৃষ্ঠা ॥

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের টীকানুযায়ী মর্ম্মার্থঃ—অতিবিস্তীর্ণ স্থির অংশবিশিষ্ট গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে যাহা সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়াছে, এবং শ্রীরাধিকা স্বীয় যৌবন অর্পণ করিয়া যাহার অর্চ্চনা করিয়াছেন, গর্বিত-শত্রুগণের বিনাশকারিণী সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি মনোহর হারের জ্যোতিতে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে।

বলা বাহুল্য, এই জাতীয় চিত্রকাব্যে রসের অভিব্যক্তি নাই, ধ্বনি নাই, প্রসাদগুণও নাই। এজন্য চিত্রকাব্য হইতেছে অবর বা নিকৃষ্ট কাব্য। ইহাতে কেবল কবির শ্লোকরচনা-নৈপুণ্যমাত্রই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ধ্বন্যালোকেও চিত্রকাব্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,

"প্রাধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্যৈবং ব্যবস্থিতে।
কাব্যে উভে ততোঽন্যদ্যত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে ॥ ৩।৪১॥

—কথিত নিয়মানুসারে ব্যঙ্গ্য অর্থ কাব্যে প্রধান ও অপ্রধান উভয় প্রকারে অবস্থিত থাকে। তাহা ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু, তাহা চিত্র বলিয়া অভিহিত হয়।"

১৫৭। ধ্বনি-রসালঙ্কারাদি এবং কাব্য

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ধ্বনি হইতেছে কাব্যের প্রাণ, রস হইতেছে কাব্যের আত্মা এবং অলঙ্কার হইতেছে কাব্যের ভূষণ।

কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—ধ্বনির উৎকর্ষে কাব্যের উৎকর্ষ, ধ্বনির মধ্যমত্বে কাব্যের মধ্যমত্ব এবং ধ্বনির অবরত্বে কাব্যের অবরত্ব (৭।১৫০-ঘ-অনুচ্ছেদ)। সুতরাং ধ্বনির অভাবে কাব্যত্বই সিদ্ধ হয় না। ধ্বন্যালোকের টীকায় শ্রীপাদ অভিনবগুপ্তাচার্য্যও ধ্বনিসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নহি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি —ধ্বনিশূন্য কোনও কাব্যই নাই"; অর্থাৎ যাহাতে ধ্বনি নাই, তাহা কাব্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

রস হইতেছে কাব্যের আত্মা বা স্বরূপ। যাহাতে রস অভিব্যক্ত হয় না, তাহা কাব্যনামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নহে। স্বীয় প্রতিভাবলে কবি মনোরম শব্দসমূহের সমাবেশ করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে যদি রসের সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হইবেনা; কেননা, রসই হইতেছে কাব্যের আত্মা, কবির বাগ্‌বৈদগ্ধী কাব্যের আত্মা নহে। অগ্নিপুরাণও বলিয়াছেন— "বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবনম্ ॥ ৩৩৬।৩৩॥"

অলঙ্কার রমণীর শোভা বর্দ্ধিত করে; কিন্তু যাহার শোভা আছে, তাহার শোভাকেই অলঙ্কার বর্দ্ধিত করিতে পারে; যাহার শোভা নাই, তাহাকে শোভাশালিনী করিতে পারে না। তদ্রূপ, যে কাব্যে রসের অভিব্যক্তি নাই, অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যও তাহার কাব্যত্ব সিদ্ধ করিতে পারে না। অলঙ্কার কোনও কোনও সময়ে লাবণ্যবতী রমণীর পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু লাবণ্যের প্রাচুর্য্য কখনও ভারস্বরূপ হয় না। কখনও বা একটীমাত্র অলঙ্কারও লাবণ্যবতী রমণীকে মনোহারিণী করিয়া তোলে। তদ্রূপ রসের প্রাচুর্য্য থাকিলে একটীমাত্র অলঙ্কারও সহৃদয় সামাজিকের নিকটে কাব্যকে মনোহারিত্ব দান করিয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

"হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥—কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ৪০॥

—(মাথুর-বিরহক্লিষ্টা দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন) হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! হা! হা! কখন তুমি আমার নয়নদ্বয়ের গোচরীভূত হইবে?"

এ-স্থলে অলঙ্কার কেবল একটী—"করুণৈকসিন্ধো ! সিন্ধু বা মহাসমুদ্র যেমন অপার, অসীম, তোমার করুণাও তেমনি অপার, অসীম।" কিন্তু দেব-প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি এবং ধ্বনির ধ্বনি এই কবিতাটীকে রসপ্রাচুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আনুগত্যে এই শ্লোকের শব্দগুলির ধ্বনির এবং ধ্বনির ধ্বনির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে।

দেব। দিব্-ধাতু হইতে দেব-শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্-ধাতুর অর্থ ক্রীড়া। সুতরাং দেব-শব্দের অর্থ হইল—যিনি ক্রীড়া করেন। ইহার ধ্বনি হইল—ক্রীড়ারত। তাহার আবার ধ্বনি হইল—অন্যরমণীতেও ক্রীড়াপরায়ণ। "তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত, তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৫৭॥

শ্রীরাধা কুঞ্জের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া আছেন; চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার মনে হইল—তিনি যেন নূপুরের ধ্বনি শুনিতেছেন। তখন তিনি তাঁহার সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি সখি! কুঞ্জের মধ্যে নূপুরের শব্দ শুনা যায়, কিন্তু তাঁকে (কৃষ্ণকে) ত দেখিতেছি না? হাঁ বুঝিয়াছি, সেই শঠ-চূড়ামণি লম্পট অন্য কোনও রমণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।" ইহা ভাবিতেই আবার উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মনে করিতেছেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সাক্ষাতেই দণ্ডায়মান; অন্য নারীর সহিত সম্ভোগের চিহ্ন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিরাজমান। ইহা দেখিয়াই অমর্ষ-ভাবের উদয় হইল; তখনই তিনি যেন সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বক্রোক্তি করিয়া বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ! তুমিত দেব; অন্য নারীর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাক, অন্য-স্ত্রীতেই তোমার আসক্তি। তবে আর এখানে আগমন কেন? এখানে ত তোমার কোনও প্রয়োজন নাই! তুমি অন্যত্র যাইয়া তোমার অভীষ্ট ক্রীড়া-রঙ্গ কর। 'ভুবনের নারী যত, তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন।' যাও, জগতে অন্য যে সব রমণী আছে, তাহাদের সঙ্গে ক্রীড়া কর গিয়া।"

দয়িত—প্রাণদয়িত, প্রাণপ্রিয়, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। উল্লিখিত উক্তির পরে শ্রীরাধা যখন মনে করিলেন, বক্রোক্তিরূপ তিরস্কারাদি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, তখন আবার তাঁহার দর্শন লাভের জন্য উৎসুক হইয়া বলিতেছেন—"তুমি আমার প্রাণ-অপেক্ষাও প্রিয়, তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? দয়া করিয়া একবার আগমন কর, একবার আমাকে দর্শন দিয়া আমার ভাগ্য প্রসন্ন কর।" "তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তব চিত, মোর ভাগ্যে কর আগমন।" শ্রীচৈ, চ, ২।২।৫৭॥"

এ-স্থলে "দয়িত"-শব্দের ধ্বনি (মোতে বৈসে তব চিত) এবং এই ধ্বনির ধ্বনি (মোর ভাগ্যে কর আগমন) প্রকাশ পাইয়াছে।

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য ঔৎসুক্যভাবের উদয় হইয়াছে। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে অন্যরমণী-কর্ত্তৃক উপভুক্ত মনে করায় অমর্ষভাবের উদয় হইয়াছিল। সুতরাং এ-স্থলে ঔৎসুক্য ও অমর্ষ এই দুইটী ভাবের সন্ধি হইল।

ভুবনৈকবন্ধো--ত্রিভুবনবাসিনী রমণীগণের একমাত্র বন্ধু। ইহা হইতেছে "ভুবনৈকবন্ধু" শব্দের ধ্বনি। তাহার আবার ধ্বনি কি, তাহা বলা হইতেছে।

শ্রীরাধা আবার যখন মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার নিকটে আসিয়া অন্য রমণীর সঙ্গ-জনিত অপরাধ ক্ষমা করার জন্য তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, তখন আবার তাঁহার অসূয়ার উদয় হইল; তাই পরিহাসপূর্ব্বক বক্রোক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেন—"তুমি অন্য-রমণীর সঙ্গ করিয়াছ? তা বেশ করিয়াছ? তাতে তোমার দোষ কি? অন্য রমণীর সঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা ত তোমার কর্ত্তব্যই; তুমি কেবলই কি আমার সঙ্গ করিবে? তা উচিত নয়! তুমি ত একা আমার বন্ধু নও? তুমি হইলে ভুবনৈকবন্ধু; জগতে সমস্ত রমণীগণের তুমিই একমাত্র বন্ধু! একমাত্র বন্ধু হইয়া তুমি তাদের মনস্তুষ্টি করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে! তা না করিলে যে তোমার অন্যায় হইবে! তুমি তাদের সঙ্গ করিয়াছ বলিয়া এত লজ্জিত হইয়াছ কেন? বেশ করিয়াছ। আবার যাও, তাদের সন্তুষ্টি বিধান কর গিয়া। এখানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? তারা যে তোমার আশা-পথে চেয়ে আছে? যাও, যাও, শীঘ্র যাও! তাদের নিকটে যাও।"—"ভুবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ, তাহা কর সব সমাধান॥ শ্রীচৈ, ২।২।৫৮।"

কৃষ্ণ—রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিদ্বারা সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া যিনি হরণ করেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ।

শ্রীরাধা আবার মনে করিলেন, তাঁহার বক্রোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলিয়া গিয়াছেন, তখন আবার তাঁহার দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার রূপ-গুণ-মাধুর্য্যদ্বারা আমার চিত্তকে হরণ করিয়াছ, আমার চিত্ত আর আমার বশে নাই। এমতাবস্থায় আমি আর মান করিব না, আমার আর মানের প্রয়োজন নাই; একবার আসিয়া আমাকে দর্শন দাও।" "তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর, তোমারে বা কোন করে মান॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৫৮॥"

[এ-স্থলে পূর্ব্বের ভৎর্সনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া দর্শনার্থ আবার ঔৎসুক্যবশতঃ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, "কৃষ্ণ যখন আমার চিত্তই হরণ করিয়াছেন, তখন আর আমার মানের প্রয়োজন কি? যাতে তাঁর দর্শন পাইতে পারি, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।" এজন্য এস্থলে ঔৎসুক্যের অনুগত মতি-নামক ভাবের উদয় হইয়াছে। মতির্বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণম্॥ বিচারপূর্ব্বক অর্থ-নির্দ্ধারণকে মতি বলে।]

রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিদ্বারা চিত্তহরকত্ব হইতেছে কৃষ্ণ-শব্দের ধ্বনি। তাহার আবার ধ্বনি হইতেছে—"তোমারে বা কোন করে মান।"

চপল—চঞ্চল। ধ্বনি—পরস্ত্রী-চৌর।

আবার মনে করিলেন, তাঁহার আহ্বানে যেন শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আসিয়া যেন অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রিয়ে! আমি ত অন্য কোথাও যাই নাই? আমি কুঞ্জের

বাহিরেই ত দাঁড়াইয়াছিলাম ; কেন বৃথা রাগ করিতেছ, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" ইহা শুনিয়া ঔগ্র্যভাবের উদয় হইল ; এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ! তোমার মন যে এক জায়গায় থাকে না, তাতে তোমার ত কোনও দোষই নাই ; কারণ, তুমি যে চপল (পরস্ত্রী-চৌর)! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তোমার গতি ত হইবেই, চঞ্চলতাহেতু বিভিন্ন ফুলের মধুর স্বাদ তুমি ত গ্রহণ করিবেই। তোমার স্বভাবই যে ঐরূপ, তোমার দোষ কি? অতএব হে চঞ্চল! এখানে এক জায়গায় কেন দাঁড়াইয়া রহিলে? যাও, অন্যত্র যাও। অন্য এক রমণীর নিকটে গিয়া কতক্ষণ থাক, তারপর তাকে ত্যাগ করিয়া অপর আর এক রমণীর নিকটে যাইও। এইরূপে এক রমণীকে ত্যাগ করিয়া অপর এক রমণীকে উপভোগ কর গিয়া—যাও, শীঘ্র যাও, এখানে আর থাকিওনা। এখানে অনেকক্ষণ থাকিলে যে তোমার 'চপল' নামের কলঙ্ক হইবে!"—"তোমার চপলমতি, না হয় একত্র স্থিতি, তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ॥ শ্রীচৈচ ১।১।৫৯॥"

করুণৈকসিন্ধো—করুণার একমাত্র সিন্ধু, করুণার সমুদ্রতুল্য।

আবার মনে করিলেন,—"হায় হায়, আমার কটূক্তি শুনিয়া কৃষ্ণ ত চলিয়া গেলেন? এবার গেলে আর ত বুঝি আসিবেন না?" তাই অত্যন্ত দৈন্যভাবে আবার বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমিত করুণার সিন্ধু, তোমার অন্তঃকরণ ত নিতান্ত কোমল, করুণাধারায় গলিয়া অতি কোমল হইয়া গিয়াছে। যদিও আমি তোমার চরণে অপরাধিনী, তথাপি তুমি আমার প্রতি করুণা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর, একবার দর্শন দিয়া প্রাণ বাঁচাও। তোমার প্রতি আমার কোনও রোষই নাই, দয়া করিয়া দর্শন দিয়া প্রাণ বাঁচাও।"—"তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু, তোমায় মোর নাহি কভু রোষ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১।৫৯॥"

নাথ। শ্রীরাধা মনে করিলেন, তাঁহার দৈন্যোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আর তিনি নিজে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ; শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যেন অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন,—"প্রিয়ে! কথা বলনা কেন? বৃথা মান করিয়া কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ? প্রসন্ন হও", ইহা শুনিয়া অমর্ষের অনুগত অবহিত্থা-ভাবের উদয় হওয়ায়, শ্রীরাধিকা যেন ঔদাসীন্যের সহিত বলিতেছেন,—"হে নাথ! এমন কথা বলিওনা। তুমি হইলে ব্রজের নাথ, ব্রজবাসীদিগের প্রাণ,—ব্রজবাসীদিগের রক্ষার জন্য তোমাকে সর্ব্বদা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়,—সুতরাং আমার এখানে আসার সময়ইতো তোমার নাই! আমার নিকটে না আসার জন্য আমি মান করিব কেন? আমি মান করি নাই। কথা বলি নাই বলিয়া মান করিয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছ? তা নয়। তুমি হইলে আমাদের রক্ষক, তোমার সঙ্গে কথা বলিব না? একি একটা কথার কথা? তবে কি জান? ব্রাহ্মণী আমাকে মৌনব্রত গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাই তোমাকে সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, আমার এ অপরাধ ক্ষমা কর।"—"তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ, বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১।৬০॥"

[এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ আসেন নাই বলিয়া শ্রীরাধা অন্তরে মান করিয়াছেন ; তাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত

সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনতা দেখাইতেছেন ; আবার স্বীয় ভাব গোপন করিয়া নিজে কথা না বলার জন্য যেন সাদর বচনে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমা চাহিতেছেন ও তাঁহাকে নিরাশ করিতেছেন। এজন্য এস্থলে অবহিত্থার উদয় হওয়ায় ধীরপ্রগল্‌ভা নায়িকার লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে। "উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা-চ সাদরা॥ ধীরপ্রগল্‌ভা দুই রকম ; এক মানিনীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনা, আর, অবহিত্থা অর্থাৎ আকার সংগোপন করিয়া স্বীয় বল্লভকে সাদরবচনে নিরাশ-কারিণী। উঃ নীঃ নায়িকা।৩১।"

আকার-সংগোপন বা কোনও কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের লক্ষণ-সকলকে গোপন করার চেষ্টাকে **অবহিত্থা** বলে। ইহাতে ভাবপ্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা এবং বাগ্‌ভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ পায়। "অবহিত্থাকারগুপ্তির্ভবেদ্ভাবেন কেনচিৎ। অত্রাঙ্গাদেঃ পরাভূহস্থানস্য পরিগূহনম্। অন্যত্রেক্ষা বৃথাচেষ্টা বাগ্‌ভঙ্গীত্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৯॥"]

রমণ - চিত্তবিনোদক। শ্রীরাধিকা আবার মনে করিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলিয়া গিয়াছেন" ; ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিলেন—"বুঝি বা শ্রীকৃষ্ণ আর আসিবেন না।" ইহা ভাবামাত্রই চাপল-ভাবের উদয় হওয়ায় মনে ভাবিতেছেন—"যদি তিনি কৃপা করিয়া আবার দর্শন দেন, তবে আমি নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ করিব, আর ছাড়িয়া দিব না।" ইহা ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশতঃ দৈন্যের সহিত বলিতেছেন,—"হে আমার রমণ! তুমি ত সর্ব্বদাই আমাতে রমণ করিয়া থাক, আমার চিত্তবিনোদন করিয়া থাক ; এখনও একবার আসিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর!"—"তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন, এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৬০॥"

[এস্থলে চাপলভাবের উদয় হইয়াছে এবং দৈন্য ও চাপলের সন্ধি হইয়াছে। "তুমি দেব ক্রীড়ারত" হইতে আরম্ভ করিয়া "এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস" পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদ্যেরই পূর্ব্বার্দ্ধে মান এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলহান্তরিতার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। যে নায়িকা সখীজনের সমক্ষে পদানত-বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি কলহান্তরিতা-নায়িকার লক্ষণ।]

নয়নাভিরাম— নয়নের আনন্দদায়ক ; যাঁহাকে দর্শন করিলে আনন্দ জন্মে।

"মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি, শুন মোর এ-স্তুতিবচন। নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধনপ্রাণ, হা হা পুন দেহ দরশন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৬১॥"

তাঁহার আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন মনে করিয়া—"আমি তাঁহাকে কতই তিরস্কার করিয়াছি, তাই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন"—এইরূপ ভাবিয়া, আবার তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রবল ঔৎসুক্যের সহিত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, তখন তাঁহাকে

না পাওয়াতে হঠাৎ শ্রীরাধিকার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল ; তখন অত্যন্ত খেদের সহিত বলিলেন – হে নয়নাভিরাম, হায়, হায়, আবার কখন আমি তোমার দর্শন পাইব।

এইরূপে দেখা গেল – ধ্বনি এবং ধ্বনির ধ্বনিতে এই কবিতায় রস অত্যন্ত সমুজ্জ্বলভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে ; অথচ ইহাতে অলঙ্কার মাত্র একটী।—"করুণৈকসিন্ধো" ; এই অলঙ্কারটী ভরসার আলোকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য শ্রীরাধার শেষ ঔৎকণ্ঠাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

ধ্বন্যালোকও বলিয়াছেন—

"একাবয়বসংস্থেন ভূষণেনেব কামিনী।
পদদ্যোত্যেন সুকবের্ধ্বনিনা ভাতি ভারতী ॥

— এক অবয়বস্থিত ভূষণের দ্বারাই যেমন কামিনী শোভাসম্পন্না হইয়া থাকেন, তদ্রূপ পদদ্বারা ব্যঞ্জিত ধ্বনিদ্বারাই সুকবির কাব্য ভূষিত হইয়া থাকে।"

আবার, পরম-লাবণ্যবতী রমণী একখানা অলঙ্কারব্যতীতও যেমন সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ রস যে-খানে অতি পরিস্ফুট, সে-খানে কোনও অলঙ্কারব্যতীতও কাব্য সহৃদয় সামাজিকের চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। এ-স্থলে তাহার একটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসিতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥
—কাব্যপ্রকাশ ।১।৪॥, সাহিত্যদর্পণ ।১।১৬০॥

—(কোনও নায়িকা তাঁহার সখীর নিকটে বলিতেছেন) যিনি আমার কৌমারহর, এক্ষণে তিনিই আমার পরমরসিক স্বামী। (তাঁহার সহিত প্রথম-মিলনসময়ে যে চৈত্রমাসের রজনী ছিল, এখনও) সেই চৈত্র মাসের রাত্রিই (উপস্থিত) ; (প্রথম-মিলন-সময়ের ন্যায় এক্ষণেও) প্রস্ফুটিত মালতীকুসুমের গন্ধ বহন করিয়া পরমসুখদ মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; সেই আমিও বিদ্যমান ; তথাপি কিন্তু (যেই রেবানদী তীরস্থিত বেতসীতরুতলে তাঁহার সহিত আমার প্রথম মিলন হইয়াছিল) সেই রেবানদীর তীরস্থিত বেতসীতরুতলে সুরত-কৌশলময়-ক্রীড়ার নিমিত্তই আমার মন সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।"

এই কবিতায় একটীও অলঙ্কার নাই ; তথাপি আলম্বন-উদ্দীপনাদির প্রভাবে যে মিলনস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে এবং তাহার ফলে স্বীয় দয়িতের সঙ্গে মিলনের জন্য যে সমুৎকণ্ঠা উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই এই কাব্য অপূর্ব্ব রসময়ত্ব লাভ করিয়াছে।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর রচিত একটী শ্লোকও এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।

তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ পদ্যাবলী ॥৩৮৭॥

—(কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার পরে শ্রীরাধা তাঁহার কোনও সখীকে বলিতেছেন) হে সহচরি ! (আমার সহিত যিনি বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছিলেন, আমার) প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণই ইনি ; তাঁহার সহিত এক্ষণে কুরুক্ষেত্রে আমার মিলন হইয়াছে। আমিও সেই রাধাই (যাঁহার সহিত ইনি বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছিলেন)। উভয়ের এই সঙ্গমসুখও তদ্রূপই (নবসঙ্গমের তুল্য)। তথাপি, যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুরলীর মধুর পঞ্চমস্বর উত্থিত করিতেন, যমুনাপুলিনস্থিত সেই বনের জন্যই আমার মন ব্যাকুল হইতেছে।”

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন। যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন ॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্যগহন। কাহাঁ গোপবেশ—কাহাঁ নির্জন বৃন্দাবন ॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন। যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
—শ্রীচৈ, চ ২।১।৭১—৭৩॥

এই শ্লোকটীতেও একটীও অলঙ্কার নাই ; ধ্বনি এবং রস ইহাকে অনির্ব্বচনীয় মনোহারিত্ব দান করিয়াছে।

ক। কবি

কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—কবি হইবেন সর্বাগমকোবিদ (অলঙ্কারাদি বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ), সবীজ (কাব্যোৎপাদক-প্রাক্তন-সংস্কারবিশিষ্ট), সরস এবং প্রতিভাশালী (৭।১৫৭-অনুচ্ছেদ)। সবীজত্ব এবং সরসত্বই কবির প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলেও এবং প্রতিভাশালী হইলেও সবীজ এবং সরস না হইলে কেহ সহৃদয় ব্যক্তির মনোরঞ্জক কাব্যের সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

যে বিষয়ে যাঁহার অনুভব নাই, সেই বিষয়ের বর্ণনায় তিনি কাহারও চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারেন না ; কোনও বিষয়ে প্রকৃত অনুভব লাভ করিতে হইলেও সেই বিষয়সম্বন্ধে তাঁহার প্রাক্তন সংস্কার থাকার প্রয়োজন ; নচেৎ সেই বিষয়ের দিকে তাঁহার চিত্তের গতিই হইবেনা, অনুভব তো দূরে। ভগবদারাধনাদি-বিষয়ে যাঁহার প্রাক্তন সংস্কার নাই, ভগবদ্বিষয়িণী কথায় তাঁহার চিত্তের গতি যায় না। কাব্যসম্বন্ধে প্রাক্তন-সংস্কারই হইতেছে কাব্যোৎপাদনের মূল বীজ। এতাদৃশ সংস্কার যাঁহার আছে, তিনিই কাব্যরসের অনুভব লাভ করিতে পারেন, সরস হইতে পারেন। যে রসবিশেষে যিনি অনুভবসম্পন্ন, তিনি সেই রসবিশেষে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া, সেই রসের প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া, সেই রসের আস্বাদন করিতে থাকেন এবং রসধারা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাঁহার অনুভূত বা আস্বাদিত রসকে তাঁহার প্রতিভার বলে কাব্যাকারে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। এতাদৃশ কবির কাব্যই সহৃদয় ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ।

কিন্তু কাব্যরচনার এতাদৃশী শক্তি সকলের পক্ষে সহজলভ্যা নহে। অগ্নিপুরাণ বলিয়াছেন,

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।

কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র চ দুর্লভা ॥৩৩৬।৩-৪॥

—জগতে নরত্ব দুর্লভ; বিদ্যা আবার সুদুর্লভা (যাঁহারা নরদেহ লাভ করেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষে বিদ্যা সুলভ নহে); (যাঁহারা বিদ্যা লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেও) আবার কবিত্ব দুর্লভ। তাহাতে আবার শক্তি দুর্লভা (অর্থাৎ কবিত্ব যাঁহাদের আছে, সেই কবিত্বকে কাব্যে রূপ দেওয়ার শক্তি সকলের থাকে না)।"

এইরূপ শক্তিসম্পন্ন কবির সম্বন্ধেই অগ্নিপুরাণ বলিয়াছেন—

"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।

যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে ॥

শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।

স চেৎ কবির্বীতরাগো নীরসং ব্যক্তমেব তৎ ॥ ৩৩৮।১০-১১॥

—অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র প্রজাপতি (ব্রহ্মা)। ইঁহার অভিরুচি যেরূপ হয়, এই বিশ্বও সেইরূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কবি যদি শৃঙ্গারী (অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের, তদুপলক্ষণে অন্যান্য-রসের বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের চর্ব্বণারূপ প্রতীতিবিশিষ্ট) হয়েন, তাহা হইলে বিশ্বজগৎ রসময় হয় (কবির বর্ণিত রসের অনুভব লাভ করিয়া আনন্দিত হয়), কিন্তু তিনি যদি রাগহীন (রসের অনুভবশূন্য এবং কবিত্বশক্তিহীন) হয়েন, তাহা হইলে, তিনি যাহা ব্যক্ত করেন, তাহাও নীরস হইয়া থাকে (রাগহীন কবির কাব্য সুখ-দুঃখাদির উৎপাদনে সমর্থ হইলেও সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে চমৎকারিত্বের উৎপাদক হয় না)।"

ধ্বন্যালোকও বলিয়াছেন,

"ভাবানচেতনানপি চেতনবচ্চেতনানাচেতনবৎ।

ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া ॥৩।৫॥

—যিনি সুকবি, তিনি স্বীয় স্বতন্ত্রতায় (প্রতিভাজনিত স্বাধীন প্রেরণায়) অচেতন বস্তুসমূহকেও চেতন প্রাণীর ন্যায় ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন এবং চেতন বস্তুকেও অচেতন বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করাইতে পারেন।"

কবিত্বশক্তিবিশিষ্ট, প্রতিভাবান্ এবং রসানুভবী কবি যে কোনও বস্তুকেই তাঁহার অভিপ্রেত রসের অঙ্গরূপতা দান করিতে সমর্থ। "তস্মান্নাস্ত্যেব তদ্বস্তু যৎ সর্বাত্মনা রসতাৎপর্য্যবতঃ কবেস্তদিচ্ছয়া তদভিমতরসাঙ্গতাং ন ধত্তে ॥ ধ্বন্যালোক ॥৩।৪৩॥"

খ। কাব্যের মহিমা

কাব্যের ফলসম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলেন,

চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে॥১।২॥

—যে কাব্য হইতে অল্পবুদ্ধি লোকগণেরও সুখে (অর্থাৎ অনায়াসে) ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের ফল লাভ হয়, সেই কাব্যের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে।”

সাহিত্যদর্পণ এ-স্থলে বলিলেন—কাব্যানুশীলনের ফলে অল্পবুদ্ধি লোকগণও অনায়াসে চতুর্বর্গের ফল লাভ করিতে পারেন। কিরূপে? তাহাও বলা হইয়াছে। যেমন, শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক কোনও কাব্যে রামের এবং রাবণের আচরণাদি দর্শন করিলে কিরূপ কার্য্য করণীয় এবং কিরূপ কার্য্য অকরণীয়, তাহা জানা যায়। তদনুসারে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে এবং ক্রমশঃ চতুর্বর্গের ফলও লাভ হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণে একটী প্রাচীন বাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে :—

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥

—সাধুকাব্যের নিষেবণের ফলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে এবং নৃত্যগীতাদি-কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা যায়, কীর্ত্তি এবং প্রীতিও লাভ হয়।”

কাব্য হইতে ভগবান্ নারায়ণের চরণারবিন্দের স্তবাদিদ্বারা ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণে একটী বেদবাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে। “একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি॥—একটীমাত্র শব্দও যদি সুপ্রযুক্ত হয়, (অর্থাৎ মনোরম রসময় রূপে রচিত হয়) এবং তদ্রূপে সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে সেই একটীমাত্র শব্দই স্বর্গে এবং পৃথিবীতে কাম্যফল-প্রসূ হইয়া থাকে।” অর্থপ্রাপ্তি তো প্রত্যক্ষসিদ্ধা। অর্থদ্বারাই কামপ্রাপ্তি। সৎকাব্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কামের কথা যেমন থাকে, মোক্ষের কথাও থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ফলের প্রতি যাঁহাদের অনুসন্ধান থাকেনা, মোক্ষের উপযোগী বাক্যের তাৎপর্য্যের প্রতি যাঁহাদের লক্ষ্য থাকে, সেই তাৎপর্য্যের অনুসরণে তাঁহাদের চিত্ত ক্রমশঃ বিশুদ্ধতা এবং মোক্ষলাভের যোগ্যতা লাভ করে। বেদ-শাস্ত্রেও চতুর্বর্গের কথা আছে; কিন্তু তাহা নীরস; পরিণতবুদ্ধি পণ্ডিতগণই তাহা অবগত হইতে পারেন,—তাহাও অতি কষ্টে। কিন্তু কাব্যে সে-সমস্ত বিষয়ই রসাপ্লুত ভাবে বর্ণিত হয় বলিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে করিতে সুকুমারমতি লোকগণও অনায়াসে তাহা অবগত হইতে পারেন। এজন্য কাব্যই বিশেষরূপে আদরণীয়। কটুরসযুক্ত ঔষধে যে রোগ দূরীভূত হইতে পারে, তাহা যদি সুমিষ্ট শর্করাসেবনে দূরীভূত হয়, তাহা হইলে শর্করাত্যাগ করিয়া কে-ই বা কটু ঔষধ সেবন করিবেন? “কটুকৌষধোপশমনীয়স্য রোগস্য সিতশর্করোপশমনীয়ত্বে কস্য বা রোগিণঃ সিতশর্করাপ্রবৃত্তিঃ সাধীয়সী ন স্যাৎ?—সাহিত্যদর্পণ॥”

সাহিত্যদর্পণে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ॥

—কাব্যালাপ এবং সমস্ত গীতিকা হইতেছে শব্দমূর্ত্তিধর মহাত্মা বিষ্ণুর অংশ॥"

কাব্যপ্রকাশের মতে কাব্যের ফল বা উপকারিতা হইতেছে—যশঃ, অর্থপ্রাপ্তি, অমঙ্গল-নিবৃত্তি, ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতালাভ, পরম-সুখ-প্রাপ্তি এবং সদুপদেশ-প্রাপ্তি।

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥১।২॥

কিন্তু কবিকর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে বলিয়াছেন,

"যশঃপ্রভৃত্যেব ফলং নাস্য কেবলমিষ্যতে। নির্ম্মাণকালে শ্রীকৃষ্ণগুণলাবণ্যকেলিষু॥
চিত্তস্যাভিনিবেশেন সান্দ্রানন্দলয়স্তু যঃ। স এব পরমো লাভঃ স্বাদকানাং তথৈব সঃ॥১।৮-৯॥

—কেবল যশঃ প্রভৃতিই কাব্যনির্ম্মাণের ফল নহে (যশঃ প্রভৃতি কাব্য-রচনার ফল বটে; কিন্তু এ-সমস্ত হইতেছে অতি তুচ্ছ ফল, মুখ্য ফল নহে)। কাব্যরচনার মুখ্য ফল এবং পরম লাভ হইতেছে এই যে—কাব্যরচনাকালে কবির চিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লাবণ্যে এবং লীলায় গাঢ়রূপে অভিনিবিষ্ট হয় বলিয়া সান্দ্রানন্দে নিমজ্জিত হইয়া যায়; যাঁহারা এই কাব্যের রসাস্বাদন করেন, তাঁহাদের চিত্তেরও তদ্রূপ অবস্থা হইয়া থাকে।"

কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট প্রাকৃত কাব্যের ফলের কথাই বলিয়াছেন; প্রাকৃত কাব্যরচয়িতা কবির যশঃ, অর্থ-প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু কবিকর্ণপূর ভগবদ্‌বিষয়ক অপ্রাকৃত কাব্যের কথা বলিয়াছেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন আনন্দস্বরূপ, আনন্দঘন-বিগ্রহ, রসস্বরূপ, রসঘন-বিগ্রহ, মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ; তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিও সচ্চিদানন্দ বস্তু। যে কবি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাব্য রচনা করেন, রচনাকালেই তাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ এবং অপ্রাকৃত-চিন্ময়-রসাত্মক রূপ-গুণ-লীলাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে; অপ্রাকৃত চিন্ময় রসে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়াই তিনি কাব্য রচনা করেন; তাঁহার অনুভূত রসই তিনি কাব্যে অভিব্যক্ত করেন; সুতরাং কাব্যরচনা-কালেই তিনি যে পরমানন্দ অনুভব করেন, তাহা অনির্বচনীয়, অতুলনীয়। ইহাই কাব্যরচনার মুখ্য ফল এবং পরম লাভ। যশঃ প্রভৃতিও এতাদৃশ কবির লাভ হইতে পারে, কিন্তু সেই পরমানন্দের তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ। শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবৎ-স্বরূপও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাঁহাদের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও সচ্চিদানন্দ, রসাত্মক; তাঁহাদের সম্বন্ধে যে কাব্য লিখিত হয়, সেই কাব্যের রচনাকালেও যে অনির্বচনীয় আনন্দ কবি অনুভব করেন, তাহাও যশঃ প্রভৃতির তুলনায় অতি তুচ্ছ। যে-সকল সহৃদয় সামাজিক এতাদৃশ ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যের রসাস্বাদন করেন, তাঁহাদের আনন্দও অনির্বচনীয়, অতুলনীয়।

প্রাকৃত-কাব্যরস ও অপ্রাকৃত কাব্যরস

প্রাকৃত কাব্যরসিকগণ প্রাকৃত কাব্যের রসাস্বাদনজনিত আনন্দকে "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর"

বলিয়া থাকেন ; "ব্রহ্মাস্বাদ" বলেন না, ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বা তুল্য" বলিয়া থাকেন। একটী বিষয়ে কাব্যরসের আস্বাদনে এবং ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে তুল্যতা আছে বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন—সেই একটী বিষয় হইতেছে অন্যবিষয়ে অননুসন্ধিৎসা। নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে যিনি নিমগ্ন হয়েন, ব্রহ্মের কথাও তাঁহার মনে থাকে না, নিজের কথাও মনে থাকে না ; কেবল ব্রহ্মানন্দের কথাই তাঁহার মনে থাকে, ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনেই তিনি তন্ময় হইয়া থাকেন। তদ্রূপ, সহৃদয় সামাজিকও কাব্যরসের আস্বাদনেই তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন, অন্যকোনও বিষয়েই তাঁহার কোনওরূপ অনুসন্ধান থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ এবং প্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনজনিত আনন্দ স্বরূপে এক রকম নহে। ব্রহ্মানন্দ হইতেছে চিন্ময় আনন্দ, স্বরূপতঃই আনন্দ ; প্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনজনিত আনন্দ তাহা নহে ; ইহা হইতেছে প্রাকৃতসত্ত্বগুণজাত চিত্ত-প্রসন্নতা।

কিন্তু ভগবদ্‌বিষয়ক অপ্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদন-জনিত আনন্দ "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর" তো নহেই, "ব্রহ্মানন্দও" নহে। অপ্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদন-জনিত আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ হইতেছে গোষ্পদের তুল্য। ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া ধ্রুব বলিয়াছিলেন—"ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ হরিভক্তি-সুধোদয়।—হে জগদ্‌গুরো ! তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দের সমুদ্রে অবস্থিত আমার নিকট ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদের তুল্য মনে হইতেছে।" নির্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দও প্রকৃত আনন্দ ; পরিমাণেও ইহা বিভু। "ভূমৈব সুখম্।" কিন্তু ইহা হইতেছে আনন্দ-বৈচিত্রীহীন, রসতরঙ্গহীন, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের তুল্য ; বৈচিত্রীহীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ইহাকে গোষ্পদতুল্য বলা হইয়াছে। ভগবদনুভূতিজনিত আনন্দ হইতেছে অনন্ত-বৈচিত্রীময় ; ভগবদনুভূতি-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দের মহাসমুদ্রে অনন্ত আনন্দ-বৈচিত্রী লহরীরূপে খেলা করিয়া থাকে। সমুদ্রেই তরঙ্গের উদ্ভব হয়, গোষ্পদস্থিত জলে তরঙ্গ থাকে না। অপ্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনজনিত আনন্দ হইতেছে রসস্বরূপ পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতিজনিত আনন্দ। শ্রীধ্রুবের উক্তি হইতেও তদ্রূপই জানা যায়।

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্‌ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।

সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ কিংবান্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥—শ্রীভা, ৪।৯।১০॥

—(ধ্রুব বলিয়াছেন) হে নাথ ! আপনার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া, অথবা আপনার জনগণের (ভক্তদের) কথা শ্রবণ করিয়া মানবগণ যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, স্বরূপ-সুখপূর্ণ ব্রহ্মেও (ব্রহ্মানুভবেও) সে আনন্দ নাই। সুতরাং কালের অসিদ্বারা খণ্ডিত স্বর্গ হইতে পতিত জনগণের যে সুখসম্ভাবনা নাই, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিমহোদয়ের সম্পাদিত প্রীতিসন্দর্ভের অনুবাদ।"

ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন শ্রীল শুকদেব ভগবানের গুণমহিমা-কথার শ্রবণমাত্রেই সেই কথার শ্রবণজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। "স্বসুখনিভৃতচেতা-স্তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্॥ শ্রীভা,১২।১২।৬৯॥"

জন্মাবধি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন চতুঃসন শ্রীভগবানের চরণসংলগ্ন তুলসীর গন্ধে আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মানন্দের কথা ভুলিয়া গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥
কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাচ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রি শোভাঃ পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥

—শ্রীভা, ৩।১৫।৪৮-৪৯॥

—হে প্রভো! তোমার যশঃ পরম-রমণীয় ও নিরতিশয় পবিত্র; এজন্য কীর্ত্তনযোগ্য ও তীর্থস্বরূপ। তোমার চরণাশ্রিত যে সকল কুশলব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসঙ্গরূপ যে মোক্ষ, তাহাকেও আদর করেন না, অন্য—ইন্দ্রাদি-পদের কথা আর কি? ফলতঃ ইন্দ্রাদি-পক্ষে তোমার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে ভয় নিহিত আছে। যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের নায় তোমার চরণকমলে রমণ করে, যদি আমাদের বাক্য তুলসীর ন্যায় তোমার চরণসম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কর্ণ তোমার গুণসমূহে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিজের অশুভ-কর্ম্মফলে আমাদের যথেষ্ট নরক-ভোগ হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই।"

ভগবচ্চরণ-দর্শনজনিত, 'ভগবদ্গুণাদির কীর্ত্তনজনিত আনন্দ এতই প্রচুর যে, তাহা তীব্র নরকযন্ত্রণাকেও যে ভুলাইয়া দিতে পারে, শ্রীসনকাদির উল্লিখিত উক্তি হইতে তাহাই জানা গেল।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

—এই ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধগুণীকৃত করিলে যাহা হয়, তাহাও ভক্তিসুখসমুদ্রের পরমাণুতুল্য হইবে না।"

প্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদন যে-ব্রহ্মানন্দের তুল্য, সেই ব্রহ্মানন্দ যে ভক্তিসুখের (অর্থাৎ অপ্রাকৃত-ভগবদ্বিষয়ক কাব্যের আস্বাদনজনিত সুখের) তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহাই জানা গেল।

বস্তুতঃ ভগবদ্বিষয়ক অপ্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনে রসিক ভক্ত অনন্তরস-বৈচিত্রীরূপ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিশাল বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতে হইতে অন্য সমস্তই ভুলিয়া যায়েন, পরমতম এবং চরমতম আনন্দ লাভ করেন।

১৫৮। রসাস্বাদন-যোগ্যতা। সৎসামাজিক।

ক। প্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনযোগ্যতা

কাব্য রসাত্মক হইলেও যে কোনও লোক কাব্যরসের আস্বাদন লাভ করিতে পারে না, আস্বাদনের যোগ্যতা থাকা চাই। এই যোগ্যতা হইতেছে চিত্তের অবস্থা-বিশেষ।

সাহিত্যদর্পণকার বলেন—"ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্॥ ৩।৯॥—রত্যাদি-বাসনা না থাকিলে রসাস্বাদ হয় না।"

রত্যাদি-বাসনা হইতেছে রত্যাদি-বিষয়ক সংস্কার। কোনও রতিবিষয়ে যাঁহার কোনও সংস্কারই নাই, তিনি সেই রতিবিষয়ক কাব্যের আস্বাদনে সমর্থ নহেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি প্রীতিবিষয়ে তাঁহার কোনওরূপ সংস্কার নাই; তাদৃশী প্রীতি বা রতি যে কাব্যের বিষয়, তিনি সেই কাব্যের রসাস্বাদন করিতে পারেন না।

সাহিতদর্পণ বলেন—যে রত্যাদিবাসনা থাকিলে রসাস্বাদন সম্ভব, সেই বাসনা হইতেছে দুই রকমের—আধুনিকী এবং প্রাক্তনী। এই উভয়রূপ বাসনা থাকিলেই রসাস্বাদন সম্ভব। কেবল আধুনিকী, বা কেবল প্রাক্তনী বাসনাই রসাস্বাদনের হেতু নহে। যদি কেবল প্রাক্তনী বাসনারই রসাস্বাদন-হেতুত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বেদাভ্যাসজড় মীমাংসকাদিরও রসাস্বাদন হইতে পারিত; কিন্তু তাহা হয় না। আর, যদি কেবল আধুনিকী বাসনারই হেতুত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সরাগ ব্যক্তিরও যে কোনও কোনও স্থলে কাব্যশ্রবণাদিতে রসাস্বাদনের অভাব দেখা যায়, তাহার কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "তত্র যদি আদ্যা ন স্যাৎ, তদা শ্রোত্রিয়জরন্মীমাংসকাদীনামপি সা স্যাৎ। যদি দ্বিতীয়া ন স্যাৎ, তদা যদ্‌রাগিণামপি কেষাঞ্চিদ্‌বোধো ন দৃশ্যতে তন্ন স্যাৎ॥ সাহিত্যদর্পণ॥"

এ-সম্বন্ধে ধর্ম্মদত্তও বলিয়াছেন,

"সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ।
নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥ সাহিত্যদর্পণধৃত প্রমাণ॥

—যে সকল সভ্য (সামাজিক) বাসনাবিশিষ্ট (প্রাক্তনী ও আধুনিকী বাসনাবিশিষ্ট), তাঁহাদেরই রসের আস্বাদন হয়; যাঁহাদের তদ্রূপ বাসনা নাই, তাঁহারা রঙ্গশালার মধ্যে শুষ্ককাষ্ঠভিত্তির, অথবা পাষাণের তুল্য (অর্থাৎ রঙ্গশালায় অবস্থিত শুষ্ককাষ্ঠ বা পাষাণ যেমন অভিনীত কাব্যের রস আস্বাদন করিতে পারে না, তাঁহারাও তেমনি কাব্যরসের কোনও আস্বাদনই পায়েন না।"

বস্তুতঃ যে বিষয়ে যাহার কোনও সংস্কারই নাই, সাক্ষাতে দেখিলেও সেই বিষয় তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

কিন্তু কেবল প্রাক্তন এবং আধুনিক সংস্কার থাকিলেই যে বাস্তব কাব্যরসের আস্বাদন পাওয়া যায়, তাহাও নহে। কাব্যরসের আস্বাদন করিতে হইলে কাব্যবর্ণিত বিষয়ের সম্যক্ বোধের বা জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা থাকা আবশ্যক, তন্ময়তা লাভ আবশ্যক। তজ্জন্য প্রয়োজন চিত্তের নির্ম্মলতা। চিত্তে যদি রজোগুণের প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মিবে, একাগ্রতা বা তন্ময়তা সম্ভব হইবে না। তমোগুণের প্রাধান্য থাকিলে কাব্যবর্ণিত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না। সুতরাং সামাজিকের চিত্ত রজস্তমোবিবর্জিত হওয়া আবশ্যক। রজস্তমোহীন সত্ত্বগুণ থাকিলে চিত্ত হইবে

নির্ম্মল। সত্ত্ব উদাসীন বলিয়া চিত্তের বিক্ষেপ জন্মাইবেনা, "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" বলিয়া কাব্যবর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইবে, অনুধাবনে চিত্তের সামর্থ্য জন্মাইবে; আর, সত্ত্ব স্বচ্ছস্বভাব বলিয়া সত্ত্বান্বিত চিত্তে কাব্যবর্ণিত রসের প্রতিফলন সম্ভব হইবে; তাহাতেই সামাজিকের পক্ষে রসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। এইরূপে দেখা গেল—রতিবিষয়ে সামাজিকের যদি প্রাক্তনী এবং আধুনিকী বাসনা থাকে এবং সামাজিকের চিত্ত যদি রজস্তমোহীন-সত্ত্বগুণান্বিত হয়, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে কাব্যরসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। এতাদৃশ সামাজিককেই সৎ-সামাজিক বা সহৃদয় সামাজিক বলা হয়। সাহিত্যদর্পণ তাহাই বলিয়াছেন। যথা,

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥
রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে॥৩।২॥

খ। অপ্রাকৃত বা ভক্তিরসের আস্বাদনযোগ্যতা

ভক্তিরসসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—

এই রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।৫১॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও তাহাই বলিয়াছেন :—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে॥২।৫।৭৮॥

—এই ভক্তিরস অভক্তগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারেই দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, সেই ভক্তগণই ইহা নিরন্তর আস্বাদন করিতে পারেন।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আরও বলিয়াছেন—

"ফল্গুবৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখাঃ॥২।৫।৭৬॥

—যাঁহারা ফল্গুবৈরাগ্যে দগ্ধ হইয়াছেন (ভক্তিবিষয়ে আদর পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বৈরাগ্যমাত্র ধারণ করিয়াছেন), যাঁহারা হেতুবাদী শুষ্কজ্ঞান (যাঁহারা ভক্তির প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক কেবল তর্ক-মাত্রেই নিষ্ঠা ধারণ করিয়াছেন) এবং যাঁহারা মীমাংসক (অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসার অনুসরণে কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ এবং উত্তর-মীমাংসান্তর্গত নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু), ভক্তিরসের আস্বাদনে তাঁহারা বহির্মুখ।"

উল্লিখিতরূপ কথা কেন বলা হইল, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

"প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥২।১।৩॥

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্। শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥

জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্। প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা। রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥

কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥২।১।৯॥

—প্রাক্তনী (পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের) এবং আধুনিকী (বর্ত্তমান জন্মের)-এই উভয়বিধ সদ্ভক্তিবাসনা (শুদ্ধ-ভক্তিবাসনা) যাঁহার আছে, তাঁহারই হৃদয়ে এই ভক্তিরসের আস্বাদ জন্মে।

সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে যাঁহাদের (চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদিরূপ) দোষসমূহ বিদূরিত হইয়াছে, সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাববশতঃ) উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়েই অনুরক্ত, রসজ্ঞ-ভক্তদিগের সঙ্গলাভেই যাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন, শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ সুখসম্পত্তিকেই যাঁহারা জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—সেই সমস্ত ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিতা—প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার-যুগলদ্বারা উজ্জ্বলা (হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ বলিয়া স্বতঃই) আনন্দরূপা যে রতি (শ্রীকৃষ্ণরতি), তাহা—অনুভবরূপ পথগত শ্রীকৃষ্ণাদি-বিভাবাদি দ্বারা (অনুভব-লব্ধ বিভাব-অনুভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া) আস্বাদ্যতা (রসরূপতা) প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাহার আস্বাদনে অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতার অনুভব হয়)।"

প্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনযোগ্যতাসম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন, প্রাক্তন এবং আধুনিক রতিসংস্কার অপরিহার্য্য। আর অপ্রাকৃত কাব্যরসের বা ভক্তিরসের আস্বাদনযোগ্যতাসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন, প্রাক্তনী ও আধুনিকী ভক্তিবাসনা অপরিহার্য্যা। প্রাক্তনী এবং আধুনিকী ভক্তিবাসনাসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইদমপি প্রায়িকম্। তাৎপর্য্যন্তু রত্যতিশয় এব জ্ঞেয়ঃ।—প্রাক্তনী (পূর্ব্বজন্মের) এবং আধুনিকী (ইহ জন্মের) ভক্তি-বাসনার কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে প্রায়িক; তাৎপর্য্য হইতেছে—রতির আতিশয্য বা প্রাচুর্য্য।" রতির প্রাচুর্য্য থাকিলে আধুনিকী ভক্তিবাসনাও রসাস্বাদনের যোগ্যতা দান করিতে পারে। ইহা হইতে জানা গেল—প্রাকৃত রসই হউক, কি অপ্রাকৃত রসই হউক, যে রতি রসরূপে পরিণত হয়, সামাজিকের চিত্তে সেই রতির প্রাচুর্য্য অপরিহার্য্য।

প্রাকৃত রসের আস্বাদন-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সামাজিকের চিত্ত রজস্তমোহীন সত্ত্বগুণান্বিত হওয়া অত্যাবশ্যক। আর, অপ্রাকৃত বা ভক্তিরসের আস্বাদন-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্"-সামাজিকগণের পক্ষেই ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব। অর্থাৎ, সাধনভক্তির প্রভাবে যাঁহাদের ভুক্তিমুক্তি-বাসনাদিরূপ দোষসমূহ বিদূরিত হইয়াছে— সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন (শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব যোগ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাববশতঃ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং সমুজ্জ্বল) হইয়াছে, তাঁহারাই ভক্তিরসের আস্বাদনের পক্ষে যোগ্য। সাধনভক্তির প্রভাবে মায়িক রজঃ, তমঃ এবং সত্ত্বগুণও দূরীভূত হইয়া গেলেই চিত্তে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; চিত্ত তখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হয়। এই শুদ্ধসত্ত্ব কিন্তু রজস্তমোহীন মায়িক সত্ত্ব নহে ; কেননা, মায়িক সত্ত্বগুণ জড় বলিয়া স্বরূপতঃ অশুদ্ধ। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুকথিত শুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে চিন্ময়ী হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। এই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবেই চিত্ত সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে। এতাদৃশ শুদ্ধসত্ত্বই ভক্তিরসাস্বাদনের যোগ্যতা দান করিতে সমর্থ।

কবিকর্ণপূরও তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে বলিয়াছেন :—

"আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্ম্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতঃ ॥৫।৩॥

—(স্থায়ী ভাবের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে) সামাজিকের যে চিত্ত রজস্তমোহীন হইয়া শুদ্ধসত্ত্বরূপে অবস্থিতি করে, সেই চিত্তের আস্বাদাঙ্কুর-কন্দরূপ (যাহা রসাস্বাদনের কারণীভূত, তদ্রূপ) একটী ধর্ম্ম আছে (সেই ধর্ম্মকেই বিজ্ঞগণ স্থায়ী ভাব বলেন)।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ধর্ম ইতি রজস্তমোভ্যাং রহিতস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতো বিদ্যমানস্য চেতসঃ কশ্চন ধর্ম এব স্থায়ী। রজস্তমসোরভাবেন সামাজিকানামবিদ্যারাহিত্যং স্বত এবায়াতম্, অতস্তেষাং শুদ্ধসত্ত্বমপি ন মায়াবৃত্তিরূপম্, অপি তু চিদ্রূপমেব। অতএব তেষাং রসাস্বাদঃ কশ্চিত্তত্তন্নিষ্ঠধর্ম্মোঽপি হ্লাদিনীশক্তেরানন্দাত্মকবৃত্তিরূপ এব, ন তু জড়াত্মকঃ। তথাত্বে সতি স্থায়িভাবস্বরূপস্য জড়াত্মকতাদৃশধর্মস্য বিভাবাদিভিঃ কারণৈরানন্দাত্মক-রসরূপত্বানুপপত্তেঃ, ন হি জড়পরিণাম-স্বরূপ আনন্দো ভবতীতি ॥"

টীকার তাৎপর্য্য। মূল শ্লোকে সামাজিকের চিত্তকে রজস্তমোরহিত এবং শুদ্ধসত্ত্বরূপে অবস্থিত বলা হইয়াছে। যে চিত্ত রজস্তমোরহিত, তাহা যে অবিদ্যারহিত (মায়াবৃত্তিশূন্য), তাহা সহজেই জানা যায়। সুতরাং সেই চিত্তের শুদ্ধসত্ত্বও মায়াবৃত্তিরূপ হইতে পারে না ; কেননা, অবিদ্যা-রহিত চিত্তে মায়ারই অভাব। এই শুদ্ধসত্ত্ব মায়ার বৃত্তি নহে বলিয়া ইহা হইবে চিদ্রূপ। অতএব, সেই চিত্তনিষ্ঠ ধর্ম এবং রসাস্বাদও হইবে হ্লাদিনীশক্তির আনন্দাত্মিকা বৃত্তিবিশেষ, তাহা জড়াত্মক হইবে না। তাহা যদি জড়াত্মক হয়, তাহা হইলে, বিভাবাদি কারণের যোগে চিত্তের জড়াত্মকধর্মরূপ স্থায়ী ভাব কখনও আনন্দাত্মক রসরূপে পরিণত হইতে পারে না ; কেননা, আনন্দ কখনও জড়ের পরিণাম নহে।

এইরূপে দেখা গেল- রজঃ ও তমোগুণের কথা দূরে, যে চিত্তে মায়িক সত্ত্বগুণও থাকে, সেই চিত্ত ভক্তিরসাস্বাদনের যোগ্য নহে ; মায়িক গুণত্রয় দূরীভূত হইয়া গেলে চিত্ত যখন হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ জড়াতীত চিন্ময় শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে, তখনই সেই চিত্তের পক্ষে ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব। পরবর্ত্তী ১৭৩-খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৫৯। কাব্যে রস ও রসের সংখ্যা

ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে নাট্যকাব্যে আটটী রস স্বীকার করিয়াছেন—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত।

শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥৬।১৫॥

কাব্যপ্রকাশও ভরতের উক্তির উল্লেখ করিয়া এই আটটী রসের কথাই বলিয়াছেন। ৪।৪৪॥

লোচনটীকাকার আরও একটী রসের কথা বলিয়াছেন—শান্তরস। এইরূপে লৌকিক-রসশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে রস হইল মোট নয়টী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কিন্তু পাঁচটী মুখ্য এবং সাতটী গৌণ—এই দ্বাদশটী রস স্বীকার করিয়াছেন। মুখ্য পাঁচটী রস হইতেছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর বা শৃঙ্গার। আর, সাতটী গৌণরস হইতেছে—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণের স্বীকৃত দ্বাদশটী রসই অপ্রাকৃত ভক্তিরস। ভগবদ্‌বিষয়া রতি (বা ভক্তি) অনুকূল বিভাবাদির সহিত মিলিত হইলে যে রসের উদ্ভব হয়, তাহাই ভক্তিরস।

লৌকিক-রসবিদ্‌গণের স্বীকৃত রসগুলি হইতেছে প্রাকৃত রস। প্রাকৃত জীববিষয়া রতি অনুকূল বিভাবাদির সহিত মিলিত হইলে যে রসের উদয় হয়, তাহাই প্রাকৃত রস।

অষ্টম অধ্যায়

রস-নিষ্পত্তি

১৬০। ভরতমুনির মত

রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে লিখিয়াছেন—"বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ—রতির সহিত বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সংযোগ হইলে রতি রসরূপে পরিণত হয়। সাত্ত্বিক ভাবেরও অনুভাবত্ব আছে বলিয়াই বোধহয় ভরতমুনি সাত্ত্বিকভাবের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই; বোধহয় তিনি অনুভাবের মধ্যেই সাত্ত্বিক ভাবকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক, উল্লিখিত উক্তির পরে ভরতমুনি লিখিয়াছেন—"কো বা দৃষ্টান্ত ইতি চেৎ—উচ্যতে। যথা নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্যসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ, তথা নানাভাবোপগমাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। যথা গুড়াদিভিঃ দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৈরোষধীভিশ্চ ষড়্‌রসা নির্বর্ত্ত্যন্তে এবং নানাভাবোপহিতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি।—'(বিভাবাদির সংযোগে যে রসনিষ্পত্তি হয়, তাহার) দৃষ্টান্ত কি ?' ইহা যদি বলা হয়, তাহা হইলে বলা হইতেছে। যেমন নানাবিধ ব্যঞ্জন ও ওষধিদ্রব্যের সংযোগে (ভোজ্য) রসের নিষ্পত্তি হয়, তদ্রূপ নানাবিধ ভাবের উপগমে (কাব্য-) রসের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। যেমন গুড়াদি দ্রব্যদ্বারা, ব্যঞ্জনদ্বারা এবং ওষধিদ্বারা ষড়্‌বিধ রসের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ নানাবিধ ভাবের দ্বারা উপহিত হইয়া স্থায়িভাবসমূহও রসত্ব প্রাপ্ত হয়।"

ব্যঞ্জনাদির দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতেছে—স্থায়িভাবের সহিত বিভাবাদির মিলন হইলেই স্থায়িভাব রসত্ব প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ভরতমুনিকথিত "বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ"-এই বাক্যটীর অন্তর্গত "সংযোগ" এবং "নিষ্পত্তি"—এই শব্দদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তই প্রধান। তাঁহারা "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন, যথাক্রমে—উৎপত্তি, অনুমিতি, ভুক্তি এবং অভিব্যক্তি। এজন্য তাঁহাদের মতবাদও যথাক্রমে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ বলিয়া পরিচিত। সংক্ষেপে এ-সমস্ত মতবাদের আলোচনা করা হইতেছে।

১৬১। লোল্লটভট্টের উৎপত্তিবাদ

লোল্লটভট্টের উৎপত্তিবাদ-সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশে (চতুর্থউল্লাসে) লিখিত হইয়াছে—

"বিভাবৈর্ল্লনোদ্যানাদিভিরালম্বনোদ্দীপনকারণৈ রত্যাদিকোভাবো জনিতঃ, অনুভাবৈঃ কটাক্ষ-ভুজাক্ষেপ-প্রভৃতিভিঃ কার্য্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ ব্যভিচারিভির্নির্বেদাদিভিঃ সহকারিভিরুপচিতো মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদাবনুকার্য্যে তদ্রূপতানুসন্ধানান্নর্ত্তকেঽপি প্রতীয়মানো রস ইতি ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়ঃ।

—ললনাদি আলম্বন-বিভাব এবং উদ্যানাদি উদ্দীপন-বিভাবরূপ কারণের দ্বারা রত্যাদি ভাবের উৎপত্তি হয়; কটাক্ষ-ভুজবিক্ষেপাদি অনুভাবরূপ কার্য্যদ্বারা তাহা প্রতীতির যোগ্য হয়; নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবরূপ সহকারী কারণের দ্বারা উপচিত (পরিপুষ্ট) হইয়া ইহা (রত্যাদিভাব) রসরূপে পরিণত হয়। মুখ্যতঃ রামাদি অনুকার্য্যেই এই রসের উৎপত্তি হয়; অনুকর্ত্তা নট রামাদি অনুকার্য্যের অনুকরণ করে বলিয়া অনুকর্ত্তাতেই তাহা অবস্থিত বলিয়া মনে হয়।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—রামসীতা-বিষয়ক কাব্য অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করা হইতেছে। রামচন্দ্রের সীতাবিষয়িণী রতির আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন রামচন্দ্র এবং বিষয়ালম্বন হইতেছেন সীতা। উভয়েই আলম্বন-বিভাব। আর মনোরম উদ্যানাদি হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব, উদ্যানাদি রতিকে উদ্দীপিত করে। সীতার দর্শনাদিতে এবং উদ্যানাদি উদ্দীপন বিভাবের ফলে রামচন্দ্রের সীতাবিষয়িণী রতির উৎপত্তি (উদয়) হয়। এই রতির কার্য্য হইতেছে কটাক্ষ-ভুজাক্ষেপাদি অনুভাব। রামচন্দ্রে সীতাবিষয়িণী রতি উদিত হইলে তিনি সীতার প্রতি কটাক্ষাদি নিক্ষেপ করেন, সীতাকে আলিঙ্গন করার জন্য বাহু-প্রসারণাদি করেন; রামচন্দ্রে যে সীতাবিষয়িণী রতির উদয় হইয়াছে, ইহাদ্বারাই তাহা জানা যায়। আবার নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবের দ্বারা এই রতি পরিপুষ্টি লাভ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়। এই রসের উৎপত্তি হয় বাস্তবিক রামচন্দ্রে। নাটকের অভিনয়ে রামচন্দ্রই অনুকার্য্য; রঙ্গমঞ্চে রামচন্দ্রের ভূমিকা যিনি অভিনয় করেন, তাঁহাতে বাস্তবিক রসের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু অভিনয়-দর্শনকারী সামাজিক স্বীয় তন্ময়তাবশতঃ অনুকর্ত্তাকে (অভিনেতাকেই) রামচন্দ্র মনে করিয়া, রামচন্দ্রে যে রসের উৎপত্তি হইয়াছে, অনুকর্ত্তাতেই সেই রসের অবস্থিতি বলিয়া মনে করেন। অনুকর্ত্তা নট অনুকার্য্য রামচন্দ্রেরই হাব-ভাব-কটাক্ষ-বাহুসঞ্চালনাদির অনুকরণ করেন বলিয়া সামাজিকের নিকটে অনুকর্ত্তা ও অনুকার্য্য এতদুভয়ের অভেদ-প্রতীতি জন্মে।

ভট্টলোল্লট ভরতমুনি-প্রোক্ত "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন—"উৎপত্তি" এবং "সংযোগ" শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন—"সম্বন্ধ।" রসের সহিত ললনা-(সীতা-) রূপ আলম্বন-বিভাবের এবং উদ্যানাদিরূপ উদ্দীপন-বিভাবের সম্বন্ধ হইতেছে জন্য-জনক-সম্বন্ধ; রস হইতেছে "জন্য—উৎপাদ্য" এবং বিভাব হইতেছে তাহার "জনক—উৎপাদক।" এই বিভাব হইতেছে রসের কারণ। আর, রসের সহিত কটাক্ষ-ভুজাক্ষেপাদি অনুভাবের সম্বন্ধ হইতেছে জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক-সম্বন্ধ; রস হইতেছে জ্ঞাপ্য (জানাইবার বিষয়) এবং কটাক্ষাদি হইতেছে তাহার জ্ঞাপক। তারপর, নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবের সহিত রসের সম্বন্ধ হইতেছে পোষ্য-পোষক-সম্বন্ধ; রস হইতেছে পোষ্য এবং ব্যভিচারিভাব হইতেছে তাহার পোষক; কেননা, ব্যভিচারিভাবের দ্বারা রতি পরিপুষ্ট হইয়া

রসরূপে পরিণত হয়। এই ব্যভিচারিভাব হইল রসের সহকারী কারণ। এইরূপে ভট্টলোল্লট দেখাইলেন—বিভাব-অনুভাবাদির সহিত সম্বন্ধ হওয়াতেই রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রস আগে ছিলনা, বিভাবাদির সহিত সম্বন্ধের ফলেই রসের উৎপত্তি হয়।

কাব্যপ্রকাশের টীকাকার মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার মহোদয় লিখিয়াছেন—"সংযোগাদিতি একজ্ঞানবিষয়ীভাবরূপান্মিলনাদিত্যর্থঃ। মিলিতৈরেব তৈ রসবোধজননস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ।—সংযোগ হইতেছে একজ্ঞানবিষয়ীভাবরূপ মিলন। বিভাবাদির মিলনেই রসবোধ জন্মে বলিয়া বলা হইয়াছে।" তাহা হইলে সংযোগ (বা সম্বন্ধ)-শব্দের অর্থ হইল মিলন, রতির সহিত বিভাবাদির মিলন, যে মিলনে বিভাবাদির পৃথক্ পৃথক্ অনুভব হয় না, সকলের সম্মিলিত একটী রূপেরই (এক রসরূপেরই) অনুভব হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—ভট্টলোল্লটের মতে উল্লিখিতরূপে অনুকার্য্যেই রসের উৎপত্তি হয়; অনুকার্য্যের সহিত অনুকর্ত্তার অভেদ-মনন-বশতঃ সামাজিক মনে করেন, অনুকর্ত্তাতেই সেই রস বিদ্যমান। তাহা হইলে সামাজিক কিরূপে সেই রসের আস্বাদন করেন? সামাজিকে তো সেই রস নাই।

এ-সম্বন্ধে টীকাকার ন্যায়ালঙ্কারমহোদয় বলেন—"রামঃ সীতাবিষয়ক-রতিমানিত্যাকারক-জ্ঞানসম্বন্ধেনৈব সামাজিকবৃত্তিত্বাদেব সামাজিকা রসবন্তঃ।" অর্থাৎ "রামচন্দ্র হইতেছেন সীতাবিষয়ক-রতিমান্"—সামাজিকের মধ্যে এইরূপ জ্ঞান জন্মে; সেই জ্ঞানের সম্বন্ধবশতঃ সামাজিক রসাস্বাদন করেন।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—অনুকার্য্য ও অনুকর্ত্তার অভেদমননবশতঃ সামাজিক অনুকর্ত্তাকেই রামচন্দ্র বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাকেই সীতাবিষয়ক-অনুরাগবান্ মনে করেন। বাস্তবিক অনুকর্ত্তাতে সীতাবিষয়ক অনুরাগ নাই; সামাজিকের এতাদৃশ জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র, মিথ্যা। মিথ্যাবস্তুর আস্বাদন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে ঝাল্‌কিকার তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"যথা অসত্যপি সর্পে সর্পতয়াবলোকিতাৎ দাম্নোঽপি ভীতিরুদেতি, তথা সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রামরতিরবিদ্যমানাপি নর্ত্তকে নাট্যনৈপুণ্যেন তস্মিন্ স্থিতেব প্রতীয়মানা সহৃদয়হৃদয়ে চমৎকারমপর্য্যন্তেব রসপদবীমধিরোহতীতি।"

তাৎপর্য্য। কাহারও কাহারও সময়বিশেষে এবং স্থলবিশেষে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। যে-স্থলে সর্পভ্রম হয়, সে-স্থলে বাস্তবিক সর্প নাই, আছে রজ্জু, তথাপি দর্শক রজ্জুকেই সর্প মনে করে বলিয়া সেই রজ্জ হইতেই তাহার চিত্তে ভয়ের উদয় হয়। সর্পসম্বন্ধে দর্শকের পূর্ব্বসংস্কার আছে বলিয়াই এইরূপ হয়। তদ্রূপ, অনুকর্ত্তা নর্ত্তকে রামচন্দ্রের সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রতি না থাকিলেও অনুকর্ত্তার নাট্যনৈপুণ্যবশতঃ অনুকর্ত্তা নটেই সেই রতি আছে বলিয়া সহৃদয় সামাজিক মনে করেন, তাহাতেই সেই রতি চমৎকারময় রসরূপে আস্বাদিত হয়। সামাজিকের চিত্তে রতিবিষয়ক সংস্কার থাকে বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়।

১৬২। শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ

শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক কোনও দৃশ্যকাব্য অবলম্বন করিয়া শ্রীশঙ্কুকের অভিমতটীর আলোচনা করা হইতেছে। শ্রীশঙ্কুকের মতে "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ হইতেছে "অনুমিতি বা অনুমান" এবং "সংযোগ"-শব্দের অর্থ হইতেছে "সম্বন্ধ।" নৈয়ায়িকের অনুমান-ব্যাপারটী হইতেছে এইরূপ। আর্দ্রকাষ্ঠের সহিত অগ্নির সংযোগ হইলে ধূমের উৎপত্তি হয়। অগ্নিব্যতীত ধূমের উৎপত্তি হইতে পারে না; ধূমের সহিত অগ্নির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এজন্য কোনও স্থলে ধূম দেখিলেই অনুমান করা হয়—সে-স্থানে অগ্নি আছে। ধূমের অনুরূপ কুজ্ঝটিকা দেখিলেও কখনও কখনও কুজ্ঝটিকা-স্থলে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এইরূপ স্থলে বাস্তবিক ধূম নাই, আছে কুজ্ঝটিকা; অগ্নিও নাই। তথাপি অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান করা হয়। এ-স্থলে অগ্নি ও কুজ্ঝটিকার মধ্যে "গম্য গমক"-সম্বন্ধ বিদ্যমান। ধূমরূপে প্রতীয়মান কুজ্ঝটিকা হইতেছে "গমক—অগ্নির অস্তিত্বের অনুমাপক", আর অগ্নি হইতেছে "গম্য—ধূমরূপ কুজ্ঝটিকার অনুমাপ্য।"

তদ্রূপ, শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক কোনও দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ে যিনি রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তা (রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনেতা), তাঁহার অভিনয়-চাতুর্য্যে সামাজিক তাঁহাকেই রামচন্দ্র বলিয়া মনে করেন। রামচন্দ্রের সীতাবিষয়ক অনুরাগও (স্থায়ী ভাব) অনুকর্ত্তায় নাই; বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব বাস্তবিক অনুকর্ত্তায় নাই, আছে অনুকার্য্য রামচন্দ্রে। কৃত্রিম উপায়ে অনুকর্ত্তা নট সেগুলির অনুকরণ করেন মাত্র। তথাপি সামাজিক মনে করেন—এ-সমস্ত বিভাবাদি অনুকর্ত্তা কৃত্রিম রামচন্দ্রেরই; অবশ্য তিনি কৃত্রিম রামচন্দ্রকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন না, সত্য রামচন্দ্র বলিয়াই মনে করেন। ধূমের সহিত অগ্নির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া যেমন কোনও স্থলে ধূম দেখিলেই অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান করা হয়, তদ্রূপ বিভাবাদির সহিত স্থায়ী ভাবের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া, অনুকর্ত্তায় বিভাবাদি দেখিয়া সামাজিক অনুমান করেন—অনুকর্ত্তাতেই স্থায়িভাব বিদ্যমান। যদিও ইহা অনুমানমাত্র, তথাপি কিন্তু ইহা সাধারণ অনুমান হইতে বিলক্ষণ। অন্য অনুমানে বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞানমাত্র হয়; কিন্তু এই অনুমানে বস্তু-সৌন্দর্য্যের জ্ঞান জন্মে। অনুকর্ত্তা তাঁহার অভিনেয় বিষয়ের শিক্ষা এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেন; তাহার ফলে তাঁহার অনুকৃত বিভাবাদি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া প্রকটিত হয়। সামাজিক তাঁহার বাসনার বা পূর্ব্বসংস্কারের প্রভাবে তাহার আস্বাদন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। ইহাই সামাজিকের রসাস্বাদন। এ-স্থলে বিভাবাদি হইতেছে "গমক—বা রসের অনুমাপক", স্থায়ীভাব হইতেছে "গম্য—অনুমাপ্য" এবং সামাজিকের রসপ্রতীতি হইতেছে "অনুমিতি।" এই অনুমিতিকেই চমৎকার-প্রতীতিরূপা চর্বণা বলা হয়; চর্বণাদ্বারা স্থায়িভাব বিষয়ীকৃত হইলেই তাহা রস হয়। চর্বণা হইতেছে সামাজিকের; সুতরাং রসের প্রতীতিও সামাজিকের। স্থায়িভাব থাকে অনুকার্য্যে, বিভাবাদি থাকে অনুকর্ত্তায় (কেননা, অনুকর্ত্তাই বিভাবাদির অনুকরণ করেন) এবং রসপ্রতীতি সামাজিকে।

শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই তাৎপর্য্য এ-স্থলে কথিত হইল। কাব্যপ্রকাশ বলেন—

—শিক্ষাভ্যাসনিবর্ত্তিতস্বকার্য্যপ্রকটনেন চ নটেনৈব প্রকাশিতৈঃ কারণকার্য্য-সহকারিভিঃ কৃত্রিমৈরপি তথাঽনভিমন্যমানৈর্বিভাবাদিশব্দব্যপদেশ্যৈঃ সংযোগাৎ গম্যগমকভাবরূপাদ্ অনুমীয়মানোঽপি বস্তুসৌন্দর্য্যবলাদ্ রসনীয়ত্বেনান্যানুমীয়মানবিলক্ষণঃ স্থায়িত্বেন সংভাব্যমানো রত্যাদির্ভাবস্তত্রাসন্নপি সামাজিকানাং বাসনয়া চর্ব্যমানো রস ইতি শ্রীশঙ্কুকঃ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে— স্থায়িভাব থাকে বাস্তবিক অনুকার্য্যে, অনুকর্ত্তা নটে তাহা নাই। অনুকর্ত্তায় তাহার অস্তিত্বের অনুমানমাত্র করা হয়। যাহা বস্তুতঃই অবিদ্যমান, তাহার রসত্ব-প্রতীতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই :—অনুকর্ত্তা বাস্তবিক অনুকার্য্য নহে এবং অনুকার্য্যের স্থায়িভাবও অনুকর্ত্তায় নাই— ইহা সত্য। কিন্তু সামাজিক অনুকর্ত্তাকেই অনুকার্য্য মনে করেন এবং অনুকার্য্যের স্থায়িভাবও অনুকর্ত্তায় বিদ্যমান বলিয়া মনে করেন। এ-বিষয়ে অভিনয়-দর্শন-কালে তাঁহার কোনও সংশয়ও কখনও জাগেনা। সামাজিকের এতাদৃশ জ্ঞান অবাস্তব হইলেও তাহা রসসৃষ্টির বিঘ্ন জন্মায় না। কেননা, সামাজিক তাহাকে অবাস্তব বলিয়া মনে করেন না। রসানুমিতি হইতেছে প্রতীতি-মাত্র। বাস্তব বস্তু যেমন প্রতীতি জন্মায়, অবাস্তব বস্তুও যদি তেমনি প্রতীতি জন্মাইতে পারে, তাহা হইলে বাস্তব-অবাস্তব-বিচারেরই বা কি প্রয়োজন ? যদি বলা যায়—অবাস্তব বস্তু কিরূপে প্রতীতি জন্মাইতে পারে ? তাহাহইলে বলা হইতেছে যে—শ্রীশঙ্কুকের অনুমানে কেবল মাত্র বস্তুর জ্ঞান জন্মেনা, প্রত্যুত বস্তুসৌন্দর্য্যের জ্ঞান জন্মে ; অনুকর্ত্তার নাট্যনৈপুণ্যে যে সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়, তাহাই সবাসন সামাজিকের পক্ষে রসপ্রতীতির আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে। রসানুভূতি-বিষয়ে বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তবের একটা বিশেষত্ব আছে। বাস্তব হইতেছে দেশকালাদিতে সীমাবদ্ধ ; কিন্তু সহৃদয় সামাজিকের চর্বণা অবাস্তবকে—সামাজিক যাহাকে বাস্তব বলিয়াই মনে করেন, সেই অবাস্তবকে—দেশকালাদির অতীতেও লইয়া যাইতে পারে। অনুমিতিবাদসম্বন্ধে আলঙ্কারিক রুয্যক তাঁহার ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যানে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন—"অতঃ প্রতীতিসারত্বাৎ কাব্যস্য অনুমেয়গতং বাস্তবাবাস্তবত্বমপ্রয়োজকম্। উভয়থা চমৎকারলক্ষণার্থক্রিয়াসিদ্ধেঃ। প্রত্যুত অবাস্তবত্বে যথা সিধ্যতি, ন তথা বাস্তবত্বে—ইতি কাব্যানুমিতেরেষানুমানান্তরবিলক্ষণতা—ইতি অনুমানবাদিনোঽয়মভিপ্রায়ঃ॥"

১৬৩। ভট্টনায়কের ভুক্তি-বাদ

ভট্টনায়কের অভিমতসম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশ বলেন—"কাব্যে নাট্যে অভিধাতো দ্বিতীয়েন বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনা ভাবকত্ব-ব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ স্থায়ী সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশানন্দময়সংবিদ্বিশ্রান্তি-সতত্ত্বেন ভোগেন ভুজ্যতে ইতি ভট্টনায়কঃ॥ কাব্যপ্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস॥"

তাৎপর্য্য। ভট্টনায়কের মতে কাব্যে ও নাট্যে শব্দের তিনটী ব্যাপার আছে—অভিধা, ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব। তাঁহার মতে লক্ষণাও অভিধার অন্তর্ভুক্ত ; কেননা, অভিধাবৃত্তিলব্ধ অর্থের সহিত লক্ষণাবৃত্তিলব্ধ অর্থের সম্বন্ধ আছে।

ভাবকত্ব হইতেছে সাধারণীকরণ— যাহা সাধারণ নয়, তাহাকে সাধারণ করা। ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে অসাধারণ বিভাবাদি সাধারণ বিভাবাদি রূপে প্রতীত হয়। যেমন, শ্রীরামচন্দ্র-বিষয়ক নাট্যে রাম ও সীতা হইতেছেন আলম্বন বিভাব -রাম আশ্রয়ালম্বন, সীতা বিষয়ালম্বন। অভিধা-ব্যাপারে আশ্রয়ালম্বন বলিতে রামকেই বুঝায় এবং বিষয়ালম্বন বলিতে সীতাকেই বুঝায় ; কিন্তু ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে রামের পরিবর্ত্তে পুরুষমাত্রের এবং সীতার পরিবর্ত্তে নারীমাত্রের প্রতীতি জন্মে ; সঙ্গে সঙ্গে রামের সীতাবিষয়ক অনুরাগও পুরুষের নারীবিষয়ক অনুরাগরূপে প্রতীত হয়। যাহা ছিল ব্যষ্টিগত, ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে তাহা হইয়া পড়ে নৈর্ব্যষ্টিক, সর্ব্বগত (Universal)। উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবও তদ্রূপ ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে অভিধা বৃত্তির বিশিষ্ট-অর্থকে পরিহার করিয়া অবিশিষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। উদ্দীপন বিভাব উদ্যানাদি স্থান, কি দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা-আদি সময়,—অভিধাব্যাপারলব্ধ বিশেষ স্থান-কাল না বুঝাইয়া সাধারণ স্থান-কালরূপে প্রতীয়মান হয়, সার্ব্বত্রিক এবং সার্ব্বকালিক রূপে প্রতীত হয়। রামচন্দ্রের বা সীতার হাস্য, কটাক্ষ, অশ্রুপ্রভৃতি অনুভাব এবং হর্ষ-শোকাদি সঞ্চারী ভাবও ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে রামচন্দ্রের বা সীতার হাস্য-কটাক্ষাদি, বা হর্ষ-শোকাদিরূপে প্রতীত হয় না ; প্রতীত হয়--যে কোনও নায়কের বা যে-কোনও নায়িকার হাস্য-কটাক্ষাদি, বা হর্ষ-শোকাদিরূপে। এইরূপে, অভিধা-বৃত্তির প্রভাবে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের যে বিশেষত্বের প্রতীতি জন্মে, ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে সেই বিশেষত্বের প্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার স্থলে একটী অবিশেষ বা সাধারণ ভাবের— সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌম, সার্ব্বকালিক ভাবের—প্রতীতি জন্মে। ভাবকত্বের প্রভাবে, যাহা ছিল অসাধারণ বা ব্যষ্টিগত, তাহা হইয়া পড়ে সাধারণ বা নৈর্ব্যষ্টিক (Universal)। ইহাকেই বলে **সাধারণীকরণ।**

তারপর ভোজকত্ব। সাধারণীকরণের পরে, সাধারণীকৃত বিভাবাদি ভোজকত্বব্যাপারের প্রভাবে সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বের উদ্রেক করিয়া সাধারণীকৃতা রতির ভোগ (ভুক্তি) বা সাক্ষাৎকার জন্মায়, সামাজিককর্ত্তৃক আস্বাদন জন্মায়। ভোজকত্বব্যাপার সামাজিকের চিত্তের রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য জন্মায়। রজঃ ও তমঃ অভিভূত হওয়ায় এবং সত্ত্বের প্রাধান্য হওয়ায় চিত্ত স্থির হয়, চিত্তের বিক্ষেপাদি থাকে না, চিত্ত বিষয়-বিশেষের গ্রহণে সমর্থ হয়, সাধারণীকৃত বিভাবাদিতে আবিষ্ট হইতে পারে। এই অবস্থায় অন্য কোনও বিষয়ে সামাজিকের অনুসন্ধান থাকেনা। রসানুভূতিতেই চিত্ত তখন নিবিষ্ট থাকে, বিশ্রান্তি লাভ করে। এইরূপে ভোজ্যভোজকত্ব ভাবের সংযোগ বা সম্বন্ধবশতঃই (সাধারণীকৃত বিভাবাদি হইতেছে

ভোজক বা রসনিষ্পত্তির করণ এবং রস হইতেছে ভোজ্য বা আস্বাদ্য) রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ভট্টনায়কের মতে "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ হইতেছে "ভুক্তি" এবং "সংযোগ"-শব্দের অর্থ হইতেছে "সম্বন্ধ।"

১৬৪। অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে শ্রীপাদ অভিনবগুপ্তের অভিমত সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—

সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রতি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত। কতকগুলি কারণে সেই রতি অভিব্যক্ত বা উদ্বুদ্ধ হয়। কাব্যনাটকাদিতে সেই কারণগুলিকে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। তাহা হইলে জানা গেল—বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের প্রভাবেই সহৃদয় সামাজিকের চিত্তস্থিত রতি বা স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ বা অভিব্যক্ত হয়। সামাজিক যখন শ্রব্যকাব্য শ্রবণ করেন, বা দৃশ্যকাব্য দর্শন করেন, তখন ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে বিভাবাদি সাধারণীকৃত হইয়া পড়ে এবং সাধারণীকৃত বিভাবাদির প্রভাবে সামাজিকের চিত্তের বিকাশ বা স্ফারতা জন্মে। সামাজিকের স্থায়িভাব রতিও সাধারণীকৃত হইয়া পড়ে। সামাজিক তখন ব্যষ্টিজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন ; তাঁহার জ্ঞানসত্ত্বা তখন সাধারণে, অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ে বা নৈর্ব্যষ্টিকে, নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। এইরূপে সাধারণ ভাবে যে রতি অভিব্যক্ত হয়, তাহা সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে লোকাতীত আনন্দরূপে অনুভূত হয় এবং তখনই তাহাকে রস বলা হয়। ইহা হইতে বুঝা গেল, রসাস্বাদ হইতেছে রসের অভিব্যক্তিমাত্র এবং ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের সংযোগ বা সম্বন্ধ-বশতঃই রসের এইরূপ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এ-স্থলে বিভাবাদি হইতেছে ব্যঞ্জক—অভিব্যক্তির উপায় এবং রস হইতেছে ব্যঙ্গ্য—অভিব্যক্ত বস্তু। ইহাই অভিব্যক্তিবাদ।

অভিনবগুপ্তপাদের মতে রস বিভাবাদির কার্য্য নহে, বিভাবাদি রসের উৎপাদক নহে, বিভাবাদিও রসের কারণ নহে। কেননা, সাধারণতঃ দেখা যায়—ঘটাদি কার্য্যবস্তু ঘটনির্ম্মাণের পরে দণ্ডাদি কারণবস্তুর অপসারণের পরেও বিদ্যমান থাকে। বিভাবাদি যদি রসের কারণ হইত এবং রস যদি বিভাবাদির কার্য্য হইত, তাহাহইলে বিভাবাদি যখন তিরোহিত হয়, তখনও রস থাকিত ; কিন্তু তাহা থাকে না ; বিভাবাদি দূরীভূত হইলে রসও দূরীভূত হইয়া যায়।

রস হইতেছে অভিব্যক্ত বস্তু, জ্ঞাপ্য বস্তু নহে ; কেন না, রস হইতেছে সিদ্ধবস্তু ; ঘট যেমন সিদ্ধ বস্তু, আলোকের সহায়তায় তাহাকে জানা যায়, আলোক যেমন ঘটকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করে, তদ্রূপ বিভাবাদিও সিদ্ধবস্তু রসকে অভিব্যক্ত করে মাত্র।

নির্বিকল্পজ্ঞানে (বিশেষত্বহীন জ্ঞানে) রসের অনুভব হয় না ; কেননা, যতক্ষণ বিভাব,

অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই রসও বিদ্যমান থাকে; সুতরাং বিভাবাদি বিশেষবস্তুর অনুসন্ধানের উপরেই রসের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আবার সবিকল্প (বিশেষত্বময়) জ্ঞানেও রসের অনুভব হয় না; কেননা, রস হইতেছে বস্তুতঃ রসের নিজের আস্বাদনমাত্র। এই আস্বাদনের সময়ে মন সর্ব্বতোভাবে আস্বাদনেই নিমগ্ন থাকে, অন্য কোনও বিষয়েই মনের অনুসন্ধান থাকেনা।

প্রশ্ন হইতে পারে—ভট্টনায়কের ন্যায় অভিনবগুপ্তও ভাবকত্বব্যাপার স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায়, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদের এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদের পার্থক্য কোথায়? উত্তরে বলা যায়—ভট্টনায়কের মতে রসরূপে পরিণত যে রতি সামাজিক আস্বাদন করেন, সামাজিকের চিত্তে সেই রতির অস্তিত্ব নাই; কিন্তু অভিনবগুপ্ত বলেন—বাসনারূপে সামাজিকের চিত্তে সেই রতি পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। ইহাই পার্থক্য।

অভিনবগুপ্তের মতে ভরতপ্রোক্ত "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ হইতেছে "অভিব্যক্তি" এবং "সংযোগ"-শব্দের অর্থ হইতেছে "সম্বন্ধ", স্থায়িভাবের সহিত বিভাবাদির ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবরূপ সম্বন্ধ।

১৬৫। গৌড়ীয়মতে রসনিষ্পত্তি

ক। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন,

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রীমিলনে। কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ পায় পরিণামে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়িভাব রস হয় মিলি এই চারি॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে। 'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।২৭-২৯॥

ইহা ভরতমুনির উক্তির অনুরূপই (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতে বুঝা যায়—ভরতমুনিকথিত "সংযোগ"-শব্দের অর্থ হইতেছে "মিলন" এবং "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ হইতেছে "পরিণাম।" বিভাবানুভাবাদি সামগ্রীর মিলনে স্থায়িভাব রসরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

খ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন :—

অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে। সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা॥
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥২।১।১-২॥

তাৎপর্য্য। কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাব বিভাবাদিসামগ্রীদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। শ্রবণাদির প্রভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে স্বাদ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া (চমৎকার-বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হইয়া) স্থায়িভাব ভক্তিরস হইয়া থাকে।

ভক্তচিত্তেই শ্রীকৃষ্ণরতি বিরাজিত ; ভক্তচিত্তস্থিত কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাব বিভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। ভক্ত তাহা আস্বাদন করেন।

বিভাবাদির যোগে কিরূপে কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়, তৎসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন :—

"রতির্দ্বিধাপি কৃষ্ণাদ্যৈঃ শ্রুতৈরবগতৈঃ স্মৃতৈঃ। তৈর্বিভাবাদিতাং যদ্ভিস্তদ্ভক্তেষু রসো ভবেৎ॥
যথা দধ্যাদিকং দ্রব্যং শর্করা-মরিচাদিভিঃ। সংযোজনবিশেষেণ রসালাখ্যো রসো ভবেৎ॥
তদত্র সর্ব্বথা সাক্ষাৎ কৃষ্ণাদ্যনুভবাদ্ভূতঃ। প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারো ভক্তৈঃ কোঽপ্যনুরস্যতে॥
স রত্যাদিবিভাবাদ্যৈরেকীভাবময়োঽপি সন্। স্ফুরত্তত্তদ্বিশেষশ্চ তত্তদ্ভেদতো ভবেৎ॥
যথাচোক্তম্।
প্রতীয়মানাঃ প্রথমং বিভাবাদ্যাস্তু ভাগশঃ। গচ্ছন্তো রসরূপত্বং মিলিতা যান্ত্যখণ্ডতাম্।
যথা মরিচখণ্ডাদেরেকীভাবে প্রপানকে। উল্লাসঃ কস্যচিৎ কাপি বিভাবাদেস্তথা রসে॥ ইতি॥
রতেঃ কারণভূতা যে কৃষ্ণকৃষ্ণপ্রিয়াদয়ঃ। স্তম্ভাদ্যাঃ কার্য্যভূতাশ্চ নির্বেদাদ্যাঃ সহায়কাঃ॥
হিত্বা কারণকার্য্যাদিশব্দবাচ্যত্বমত্র তে। রসোদ্বোধে বিভাবাদিব্যপদেশত্বমাপ্নুয়ুঃ॥ ২।৫।৪৫॥

-মুখ্যা ও গৌণীভেদে কৃষ্ণরতি দুই প্রকার হইলেও অভিনয়াদিতে শ্রুত, অবগত এবং স্মৃত কৃষ্ণাদি-দ্বারা বিভাবিতা প্রাপ্ত হইয়া (কৃষ্ণত্বাদিরূপে সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়া, অতএব বিভাবতা ও অনুভাবতা প্রাপ্ত হইয়া) সেই রতি কৃষ্ণভক্তে রসস্বরূপ হইয়া থাকে। যেমন, দধিপ্রভৃতি দ্রব্য শর্করা ও মরিচাদির সহিত যথাযথ ভাগবিশেষে সংযোজিত হইলে রসালানামক রসে পরিণত হয়, তেমনি সর্বথা কৃষ্ণাদির সাক্ষাৎ অনুভব হইতে উদ্ভূত এক অপূর্ব্ব প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারময়-রস ভক্তগণকর্তৃক আস্বাদনীয় হয়। সেই রস রতি এবং বিভাবাদির সহিত একীভাবময় হইয়াও সেই সেই রতিবিভাবাদির উদ্ভেদবশতঃ রতিবিভাদিবিশেষরূপেও অনুভূত হয় (অর্থাৎ চরমদশায় রতিবিভাবাদির একীভাব হইলেও তাহার মধ্যে সূক্ষ্মরূপে রতিবিভাদিরও অনুভব হইয়া থাকে)। এ সম্বন্ধে প্রাচীনগণও বলিয়াছেন—'প্রথমে বিভাবাদি ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় ; পরে একত্র মিলিত হইয়া রসরূপত্ব প্রাপ্ত হইলে অখণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন, শর্করা-মরিচাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত প্রপানকের (পানীয়দ্রব্যের) আস্বাদনে কোনও কোনও ব্যক্তির নিকটে শর্করা-মরিচাদি কোনও কোনও দ্রব্যের প্রকাশ হইয়া থাকে (অর্থাৎ প্রপানকের আস্বাদনকালে কেহ কেহ শর্করা বা মরিচাদির আস্বাদনও পাইয়া থাকেন), রসসম্বন্ধেও তদ্রূপ (অর্থাৎ বিভাবাদির সহিত একীভূত হইয়া কৃষ্ণরতি যখন রসস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সেই রসের আস্বাদনকালেও বিভাবাদির পৃথক্ অনুভবও হয়।)' রতির কারণভূতা যে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়-(কৃষ্ণভক্ত-) গণ, কার্য্যভূত যে স্তম্ভাদি, এবং নির্বেদাদি যে সহায়ক, রসোদ্বোধে তাহারা সকলেই কার্য্যকারণাদি শব্দবাচ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিভাবাদি

আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন - প্রাকৃত ঘট-পটাদির যেরূপ কার্য্য-কারণতা থাকে, অপ্রাকৃত এবং নিত্য রতিবিভাবাদির তদ্রূপ কার্য্যাকারণতা অসম্ভব। অতএব রতিবিভাবাদির কার্য্যকারণতার পরিবর্ত্তে বিভাবাদি আখ্যা—ইহাই বুঝিতে হইবে)।”

ইহার পরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন - বিভাব রতিকে বিভাবিত করে, অর্থাৎ তত্তদাস্বাদ-বিশেষের জন্য অতিশয় যোগ্যতা দান করে; সাত্ত্বিকভাবসমূহ এবং কটাক্ষাদি অনুভাবসমূহ সেই বিভাবিতা রতিকে অনুভব করায়, অর্থাৎ মনে তাহার আস্বাদাতিশয্য বিস্তার করে; আর নির্ব্বেদাদি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসমূহ সেই বিভাবিতা এবং অনুভাবিতা রতিকে সঞ্চারিত করে এবং বিচিত্রতা প্রাপ্ত করায়। কোনও কোনও কাব্যনাট্য-শাস্ত্রানুরাগী বলেন যে, ভগবৎসম্বন্ধী কাব্যনাট্যের সেবাই (অনুশীলনই) হইতেছে পূর্ব্বোক্ত ভাবাদির বিভাবাদিত্ববিষয়ে একমাত্র হেতু; কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতে, অতর্ক্য এবং অদ্ভুত মাধুর্য্যসম্পৎশালিনী কৃষ্ণরতির প্রভাবই হইতেছে বিভাবাদিরের উত্তম কারণ। কৃষ্ণরতি হইতেছে হ্লাদিনীশক্তির বিলাসবিশেষ; এজন্য তাহার স্বরূপ হইতেছে অপ্রাকৃত - সুতরাং অবিচিন্ত্যা, যুক্তিতর্কের অগোচর। যাহা প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য, যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহার সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করা যায় না। মহাভারত-উদ্যমপর্ব্বের “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রাকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥”-এই প্রমাণবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক শারীরকভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ পণ্ডিতবর্গও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সমুদ্র যেমন স্বীয় জলের দ্বারা মেঘসমূহকে পরিপূর্ণ করিয়া সেই মেঘসমূহকর্ত্তৃক বর্ষিত জলের দ্বারা রত্নালয় হয়, তদ্রূপ এই মনোহরা কৃষ্ণরতি কৃষ্ণাদিকে বিভাবতা প্রাপ্ত করাইয়া সেই বিভাবিত কৃষ্ণাদিদ্বারাই নিজেকে স্পষ্টরূপে সম্বর্দ্ধিত করে।

বিভাবত্বাদীনানীয় কৃষ্ণাদীন্ মঞ্জুলা রতিঃ। এতৈরেব তথাভূতৈঃ স্বং সম্বর্দ্ধয়তি স্ফুটম্ ॥
যথা স্বৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্য্য বলাহকান্। রত্নালয়ো ভবত্যেভির্বৃষ্টৈস্তৈরেব বারিধিঃ ॥

—ভ, র, সি, ২।৫।৫২॥

কেহ যদি বলেন— রতির কারণত্ব স্বীকার করিলে কাব্যনাট্য তো ব্যর্থ হইয়া পড়ে? তদুত্তরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন - কাব্যাদির অর্থ-চর্ব্বণাভিজ্ঞ কোনও হরিভক্তের নূতন রত্যঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তাঁহার সম্বন্ধে ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যনাট্যাদি যে বিভাবত্বাদির কারণ হয়, তাহাও যৎকিঞ্চিৎমাত্র, (অর্থাৎ যে কৃষ্ণভক্তের চিত্তে সবেমাত্র কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাব্যনাট্যাদির অর্থ-চর্বনার ফলে তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণাদির বিভাবত্বাদি জন্মিতে পারে বটে; কিন্তু এ-স্থলেও কাব্যনাট্যাদির অর্থচর্বণাই —সুতরাং কাব্যনাট্যাদিই—যে কৃষ্ণাদির বিভাবত্বাদির একমাত্র হেতু, তাহা নহে; তাঁহার চিত্তে আবির্ভূতা কৃষ্ণরতিই মুখ্য হেতু; কাব্যনাট্যাদির হেতুত্ব অতি সামান্য; (কেননা, চিত্তে কৃষ্ণরতির আবির্ভাব না হইলে কাব্যনাট্যাদির অনুশীলনে কৃষ্ণাদি বিভাবতা প্রাপ্ত হইতে পারে না)। যদি বলা

যায়—কেবলমাত্র রত্যঙ্কুরেই যদি কাব্যনাট্যের কিঞ্চিৎ সার্থকতা থাকে, তাহা হইলে প্রেম-প্রণয়-রাগাদি আরূঢ় ভাবের বেলায় কি কাব্যনাট্যাদির কোনও প্রয়োজনই নাই? তদুত্তরে বলা হইয়াছে— হরিসম্বন্ধিনী কথার কিঞ্চিন্মাত্র শ্রবণেই তাদৃশ সাধুভক্তদের রসাস্বাদ হইয়া থাকে; কাব্যনাট্যাদিদ্বারা অনুভবের বা আস্বাদনের প্রাচুর্য্য হয়; অর্থাৎ রসাস্বাদবিষয়ে কাব্যনাট্যের কারণত্ব যথাকথঞ্চিৎ মাত্র; বিভাবাদির বিভাবত্ব-প্রাপণে রতির প্রভাবই হইতেছে হেতু, কাব্যনাট্যের প্রভাব হেতু নহে।

মাধুর্য্যাদির আশ্রয় বলিয়া রতি কৃষ্ণাদিকে প্রকাশ করে; আবার মাধুর্য্যাদির আশ্রয়ভূত কৃষ্ণাদিও রতিকে বিস্তীর্ণ করিয়া থাকে। অতএব এ-স্থলে বিভাবাদি-চতুষ্টয়ের (বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের) এবং রতির—এই উভয়ের নিরন্তর পরস্পর সহায়কত্ব দৃষ্ট হয়।

মাধুর্য্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন কৃষ্ণাদীংস্তনুতে রতিঃ। তথানুভূয়মানাস্তে বিস্তীর্ণাং কুর্ব্বতে রতিম্ ॥
অতস্তস্য বিভাবাদিচতুষ্কস্য রতেরপি। অত্র সহায়কং ব্যক্তমিথোঽজস্রমবেক্ষ্যতে ॥

—ভ, র, সি, ২।৫।৫৫॥

কিন্তু বিভাবাদির অনৌচিত্যরূপ বৈরূপ্য উপস্থিত হইলে এই রতির প্রভাবও সঙ্কুচিত হইয়া যায় (এ-স্থলে বিভাব হইতেছে কৃষ্ণভক্তবিশেষ এবং কৃষ্ণ। তাঁহাদের অনৌচিত্যরূপ বৈরূপ্য হইতেছে এই:—দৃশ্যকাব্যে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুকরণ করেন, তাঁহাদের বৈরূপ্য। যেমন, যিনি শ্রীরাধার অনুকর্ত্তা, তাঁহার বয়স যদি শ্রীকৃষ্ণের অনুকর্ত্তার বয়স অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে বৈরূপ্য। এইরূপ অবস্থায় রতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, পুষ্টি লাভ করেনা। তদ্রূপ, শ্রব্যকাব্য-বর্ণনেও বিভাবাদি যথাযথরূপে বর্ণিত না হইলে রতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়)।

অলৌকিকী প্রকৃতিদ্বারা এই সুদুরূহা রসস্থিতি হইয়া থাকে, যে রসস্থিতিতে ভাবসমূহ (বিভাবাদি এবং রত্যাদি) সামান্যাকারে বা সাধারণভাবে স্পষ্টরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। এই ভাব-সমূহের স্বরূপ-সম্বন্ধনিয়মের যে অনির্ণয়, পূর্ব্বপণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাবসমূহের সাধারণ্য বলিয়া থাকেন। শ্রীভরতমুনিও বলিয়াছেন—"শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ কাপি সাধারণী কৃতৌ। প্রমাতা তদভেদেন স্বং যয়া প্রতিপদ্যতে ॥—ক্রিয়াতে বিভাবাদির এমন এক সাধারণী শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে প্রমাতা (তাদৃশ কাব্যাদির অনুভবকর্ত্তা ধ্বনিজ্ঞ ভক্ত—সহৃদয় সামাজিক) প্রাচীনভক্তের সহিত নিজের অভেদ মনন করেন।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন:—কোনও সময়ে সৎলোকদিগের মধ্যে রামায়ণ-পাঠ-কালে হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘনের বিবরণ শুনিয়া কোনও সহৃদয় ভক্ত হনুমানের ভাবে আবিষ্ট হইয়া লজ্জাসঙ্কোচ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সভামধ্যে নিজেই সমুদ্রলঙ্ঘনার্থ কুর্দ্দন করিয়াছেন (এ-স্থলে অর্ব্বাচীন ভক্ত সহৃদয় সামাজিক নিজেকেই প্রাচীনভক্ত হনুমান বলিয়া মনে করিয়াছেন, উভয়ের ভাব সাধারণ্য লাভ করিয়াছে)। দৃশ্যনাট্যেও দশরথের রূপধারী (দশরথের অনুকর্ত্তা) সহৃদয় নট, 'রাম বনে গমন করিয়াছেন'-একথা

শুনিয়া দশরথের ভাবের আবেশে নিজেই রামচন্দ্রের শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন (এ-স্থলেও অনুকার্য্য দশরথের সহিত সহৃদয় অনুকর্ত্তার অভেদ-মনন—উভয়ের ভাবের সাধারণীকরণ)। এ-সকল স্থলে তাদৃশী রতিই প্রাচীন ভক্তদিগের ভাবের সহিত অর্বাচীন ভক্তদের ভাবের সাধারণ্য আনয়ন করে, যদ্দ্বারা রসস্থিতিও তাদৃশী হইয়া থাকে। এ-সমস্ত ভাবের স্ব-পর-সম্বন্ধ নিয়মের অনির্ণয়ই (নির্ণয়াভাবই) হইতেছে ভাবসমূহের সাধারণীকরণ। এ-স্থলে ভাবসমূহ বলিতে বিভাবাদি এবং রত্যাদিকে বুঝায়। ইহা কি পরের, না কি পরের নয়, ইহা কি আমার, না কি আমার নয়—এইরূপ যে সংশয়, আপন-পর-সম্বন্ধ-নিয়মের অনিশ্চয়তা, ইহাকেই সাধারণীকরণ বলা হয়। ভরতমুনি-বাক্যের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—ভরতমুনির বাক্যে কিন্তু ভেদাংশ স্বয়ং আছেই; অভেদাংশেই বিভাবাদির শক্তি। "মুনিবাক্যে তু ভেদাংশঃ স্বয়মস্ত্যেবেত্যভেদাংশ এব তু বিভাবাদেঃ শক্তিরিতি ভাবঃ।"

(১) রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়াসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তির সার মর্ম্ম

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণরতির (কৃষ্ণবিষয়িণী রতির) কথাই বলিয়াছেন। এই কৃষ্ণরতি হইতেছে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি - সুতরাং অপ্রাকৃত, মায়াতীত, চিৎস্বরূপা এবং অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপা বলিয়া অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না; হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়া এই কৃষ্ণরতি স্বরূপতঃই আনন্দরূপা, পরম-আস্বাদ্যা। ভক্তচিত্তেই এই কৃষ্ণরতির অবস্থিতি। এই রতির বিষয় হইতেছেন অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণই এই রতির বিষয়ালম্বন বিভাব এবং বংশীস্বরাদি উদ্দীপন বিভাব। হাস্য-ক্রন্দনাদি অনুভাব এবং অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব; ভরতমুনি-কথিত অনুভাবের মধ্যেই গৌড়ীয় মতের অনুভাব এবং সাত্ত্বিকভাব অন্তর্ভুক্ত। নির্বেদ-হর্ষাদি হইতেছে এই রতির সঞ্চারিভাব।

রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া হইতেছে এইরূপ :—কৃষ্ণরতি স্বীয় প্রভাবেই বিভাবাদিকে বিভাবত্বাদি দান করে। ভক্তচিত্তে কৃষ্ণবিষয়িণী রতি আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের বিভাবত্ব সম্ভব হয়; কৃষ্ণরতি না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বিভাব হইতে পারেন না। ভক্তচিত্তের রতি কৃষ্ণকে বিভাবত্ব দান করে; একথার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—রতি কৃষ্ণকে ভক্তচিত্তের নিকটে প্রকাশ করে। রতির বিষয়রূপে অনুভব করায়, রতির অনুকূল ভাবে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিকে অনুভব করায়। এই অবস্থাতেই বলা হয়, রতি কৃষ্ণরূপ বিভাবকে বিভাবিত করিয়াছে। এই বিভাবিত কৃষ্ণই আবার রতিকে সম্বর্দ্ধিত বা উচ্ছ্বসিত করে। এ-স্থলে দেখা গেল—বিভাবের বিভাবত্ব-প্রাপণে রতির সহায়তা আছে; আবার রতির সম্বর্দ্ধনেও বিভাবিত বিভাবের সহায়তা আছে; এই সহায় পারস্পরিক।

উদ্দীপন-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। রতিই স্বীয় প্রভাবে বংশীস্বরাদি উদ্দীপন-বিভাবকে বিভাবত্ব দান করে। যাহা কৃষ্ণস্মৃতিকে উদ্দীপিত করে, তাহাই উদ্দীপন; ভক্তের চিত্তে কৃষ্ণরতি আছে বলিয়াই তাহা (বংশীস্বরাদি কৃষ্ণস্মৃতিকে উদ্দীপিত করিতে পারে, কৃষ্ণরতির অভাবে তাহা সম্ভব নয়; সুতরাং উদ্দীপন-বিভাবত্বের হেতুই হইল কৃষ্ণরতি। কৃষ্ণরতি স্বীয় প্রভাবে বংশীস্বরাদিকে উদ্দীপন-

বিভাবত্ব দান করে--বংশীস্বরাদিকে উদ্দীপনরূপে অনুভব করায়, কৃষ্ণস্মৃতির সহিত বিজড়িত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিকেও ভক্তচিত্তে উদ্দীপিত—সমুজ্জ্বল ভাবে প্রতীয়মান--করায়। এই অবস্থাতেই বলা হয়--বংশীস্বরাদি উদ্দীপন-বিভাব বিভাবিত হইয়াছে। এই বিভাবিত উদ্দীপনও আবার ভক্তচিত্তের রতিকে সম্বর্দ্ধিত বা উল্লসিত করিয়া থাকে। এ-স্থলেও রতি এবং বিভাব পরস্পরের সহায়।

বিভাবের দ্বারা রতি উল্লিখিতরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বলা হয়---কৃষ্ণরতি বিভাবের দ্বারা বিভাবিত হইয়াছে।

কটাক্ষাদি অনুভাব এবং অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবও কৃষ্ণরতিদ্বারাই অনুভাবত্ব এবং সাত্ত্বিক-ভাবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের দ্বারাও কৃষ্ণরতি অনুভাবিত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বোক্ত-রূপে বিভাবিতা কৃষ্ণরতিতে আস্বাদ-প্রাচুর্য্য বিস্তার করিয়া থাকে—ভক্তের চিত্তে রতিকে পরম আস্বাদ্যরূপে অনুভব করায়।

নির্বেদাদি সঞ্চারিভাবসমূহ আবার পূর্ব্বোক্তরূপে বিভাবিতা এবং অনুভাবিতা কৃষ্ণরতিকে সঞ্চারিত করে এবং বিচিত্রতা দান করিয়া থাকে।

সমুদ্রস্থিত ঝিনুকে রত্ন জন্মে বলিয়া সমুদ্রকে রত্নালয় বলা হয়। কিন্তু সমুদ্রে ঝিনুক থাকিলেও মেঘের জল না পাইলে ঝিনুকে রত্ন জন্মেনা,—সুতরাং সমুদ্রও রত্নালয় হইতে পারেনা। সমুদ্র মেঘের জল কিরূপে পাইতে পারে ? সমুদ্র নিজেই বাষ্পরূপে স্বীয় জল পাঠাইয়া মেঘকে পরিপুষ্ট করে ; মেঘ যখন সেই জল বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করে, তখন সমুদ্র তাহা পায় এবং তখনই সমুদ্র রত্নালয় হয়। তদ্রূপ, কৃষ্ণরতিতে রসরূপত্বের যোগ্যতা আছে ; যোগ্যতা থাকিলেও রতি কেবল এই যোগ্যতা-বশতঃই রসরূপে পরিণত হয় না। স্বীয় অচিন্ত্যপ্রভাবে কৃষ্ণরতি বিভাবাদিকে বিভাবাদিত্ব দান করিয়া পরিপুষ্ট করে ; সেই পরিপুষ্ট বিভাবাদি দ্বারাই নিজে বিভাবিতা, অনুভাবিতা, সঞ্চারিতা এবং বৈচিত্র্যময়ী হইয়া রসরূপতা ধারণ করে।

রসালারূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দধির আছে ; তথাপি কিন্তু শর্করা-মরিচাদির সহিত মিলিত হইলেই দধি রসালাতে পরিণত হয়, আপনা-আপনি পরিণত হয় না। তদ্রূপ রতিও উল্লিখিতরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়াই রসরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। এ-স্থলে রতি ও বিভাবাদি একীভাব প্রাপ্ত হয়। রসালার আস্বাদনে কেবলমাত্র দধির, বা শর্করার বা মরিচাদির আস্বাদন পাওয়া যায় না ; দধি, শর্করা ও মরিচের সম্মিলিত আস্বাদনের অনুভব হয়। তদ্রূপ, কৃষ্ণরতি যখন রসরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আস্বাদনে কেবলমাত্র রতির বা বিভাবাদির পৃথক্ আস্বাদন অনুভূত হয়না, সমস্তের সম্মিলিত আস্বাদই অনুভূত হয়। রসালার আস্বাদনে দধি-শর্করাদির সম্মিলিত আস্বাদ অনুভূত হইলেও সেই আস্বাদনের মধ্যেই যেমন সূক্ষ্মরূপে শর্করাদির আস্বাদও অনুভূত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণরতি যখন রসরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আস্বাদনে রতি-বিভাবাদির সম্মিলিত আস্বাদ

অনুভূত হইলেও সূক্ষ্মরূপে বিভাবাদির অনুভবও হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের ধর্ম্ম হইতেই তাহা জানা যায়।

গৌড়ীয়মতে এবং ভট্টনায়কাদির মতে সাধারণীকরণ

রতি-বিভাবাদির উল্লিখিতরূপে যে মিলন, তাহাকেই একীভাব বা সাধারণীকরণ বলা হয়। কিন্তু এই সাধারণীকরণ ভট্টনায়কাদির সাধারণীকরণ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মনে হয়। ভট্ট-নায়কাদির সাধারণীকরণে দৃশ্যকাব্যে রামের রামত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, রাম আর রাম থাকেন না, তিনি পর্য্যবসিত হইয়া যায়েন পুরুষমাত্রে, সীতাও পর্য্যবসিত হইয়া যায়েন নারীমাত্রে। তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য কিছু থাকে না। কিন্তু গৌড়ীয়মতের সাধারণীকরণে কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব বা বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া যায় না। কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব বা বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া গেলে, কৃষ্ণ সাধারণ-পুরুষবিশেষে পর্য্যবসিত হইলে কৃষ্ণরতিরই অস্তিত্ব থাকেনা; কেননা, কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণরতি; ইহা হইতেছে কৃষ্ণবিষয়িণী রতি, যে-কোনও পুরুষবিষয়িণী রতি নহে। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণের বিশেষত্বের অভাবে কৃষ্ণরতিরই অভাব হইয়া পড়ে। কৃষ্ণরতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই ইহা যে-কোনও পুরুষবিষয়িণী রতিতে পরিণত হইতে পারেনা। কৃষ্ণরতির অভাব হইলে কি-ই বা রসরূপে পরিণত হইবে? ভট্টনায়কাদির মতে উদ্দীপনবিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবাদিও সাধারণীকরণে তাহাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে; উদ্দীপন বিভাব এবং অনুভাবাদির সহিত বিষয়ালম্বন-বিভাবের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বিষয়ালম্বন-বিভাব যখন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে, তখন উদ্দীপনাদিও স্ব-স্ব-বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে। কিন্তু গৌড়ীয় মতে বিষয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়না বলিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট উদ্দীপনাদিও তাহাদের বৈশিষ্ট্য হারায় না। বিভাবাদির সাধারণীকরণ-সম্বন্ধে ভরতমুনির "শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ"-ইত্যাদি বাক্যের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহাই প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"মুনিবাক্যে তু ভেদাংশঃ স্বয়মস্ত্যেবেত্যভেদাংশ এব তু বিভাবাদেঃ শক্তিরিতি ভাবঃ॥ - ভরতমুনির বাক্যে ভেদাংশ স্বয় আছেই, অভেদাংশেই বিভাবাদির শক্তি।" বিভাবাদির ভেদাংশের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে অভেদাংশের কথা বলা হইতেছে। রতির অচিন্ত্য-শক্তিতে বিভাব-অনুভাবাদির যে বৈশিষ্ট্য জন্মে এবং এতাদৃশ বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত বিভাব-অনুভাবাদির প্রভাবে রতিরও যে বৈশিষ্ট্য, রতির এবং বিভাবাদির এই বৈশিষ্ট্যের মূল হইতেছে একই কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণরতির প্রভাব মূল এক এবং অভিন্ন বলিয়া রতির এবং বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভেদ নাই। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই একীভাব বা সাধারণীকরণ হইয়া থাকে।

উল্লিখিতরূপ সাধারণীকরণের ফলে—অর্থাৎ রতি, বিভাব, অনুভাবাদির আস্বাদ্যত্বের সম্মিলনে আনন্দরূপা কৃষ্ণরতি এক অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। দধির সহিত শর্করা-মরিচাদির মিলনে যে রসালা হয়, সে-স্থলেও দধি, শর্করা ও মরিচাদির আস্বাদেরই মিলন; সম্মিলিত আস্বাদের নামই রস।

কিন্তু ভক্ত সামাজিক যখন নিবিড়ভাবে রসাস্বাদনে নিবিষ্ট হয়েন, তখন কেবলমাত্র রসাস্বাদনেই তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি তন্ময়তা লাভ করে ; তখন বিভাবাদির কথা তাঁহার মনে পড়ে না ; বিভাবাদি স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে বলিয়াই যে এইরূপ হয়, তাহা নহে ; বিভাবাদি-বিষয়ে সামাজিকের অননুসন্ধানই ইহার কারণ।

গৌড়ীয়মত ও ভরত-মত

রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া-বিষয়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দধি, শর্করা ও মরিচাদির সম্মিলনে রসালার উৎপত্তিবিষয়ক দৃষ্টান্তে যাহা জানাইতে চাহিয়াছেন, ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে নানাবিধ দ্রব্যের সম্মিলনে ব্যঞ্জনের উৎপত্তিবিষয়ক দৃষ্টান্তেও তাহাই জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ। কো বা দৃষ্টান্ত ইতি চেৎ—উচ্যতে। যথা নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্য-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ, তথা নানাভাবোপগমাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। যথা গুড়াদিভিঃ দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৈরোষধিভিশ্চ ষড়্রসা নির্বর্ত্যন্তে এবং নানাভাবোপহিতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি॥—বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। তাহাতে দৃষ্টান্ত কি ? দৃষ্টান্ত এই :— নানাবিধ ব্যঞ্জন এবং ঔষধিদ্রব্যসংযোগে যেমন (ভোজ্য)-রসনিষ্পত্তি হয়, তদ্রূপ নানাবিধ ভাবের উপগমে (সংযোগে) রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। যেমন, গুড়াদিদ্রব্য, ব্যঞ্জন ও ঔষধিদ্বারা ষড়্রস নির্বর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ স্থায়িভাবও নানাবিধ ভাবের মিলনে রসত্ব প্রাপ্ত হয়।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রতির এবং বিভাবাদি-চতুষ্কের পরস্পর সহায়কত্বের কথা বলিয়াছেন। ভরতমুনিও নাট্যশাস্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন। "নানাদ্রব্যৈর্বহুবিধৈর্ব্যঞ্জনং ভাব্যতে যথা। এবং ভাবা ভাবয়ন্তি রসানভিনয়ৈঃ সহ ॥৬।৩৫॥ ব্যঞ্জনৌষধিসংযোগাদ্ যথা ন স্বাদুতা ভবেৎ। এবং ভাবা রসাশ্চৈব ভাবয়ন্তি পরস্পরম্ ॥৬॥" এইরূপে দেখা গেল—রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মতের ঐক্য আছে।

গ। **প্রীতিসন্দর্ভ**

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"এষা চ প্রীতিলৌকিককাব্যবিদাং রত্যাদিবৎ কারণকার্য্যসহায়ৈর্মিলিত্বা রসাবস্থামাপ্নুবতী স্বয়ং স্থায়ীভাব উচ্যতে। কারণাদাশ্চ ক্রমেণ বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ উচ্যন্তে। তত্র তস্যা ভাবত্বং প্রীতিরূপত্বাদেব। স্থায়িত্বঞ্চ বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈর্বা ভাবৈর্বিচ্ছিদ্যতে ন যঃ। আত্মভাবং নয়ত্যন্যান্ স স্থায়ী লবণাকর ইতি রসশাস্ত্রীয়লক্ষণব্যাপ্তেঃ। অন্যেষাং বিভাবত্বাদিকঞ্চ তদ্বিভাবনাদিগুণেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। ততঃ কারণাদি-স্ফূর্ত্তিবিশেষব্যক্তস্ফূর্ত্তি-বিশেষা তন্মিলিতা ভগবৎপ্রীতিস্তদীয়প্রীতিরসময় উচ্যতে। ভক্তিময়ো রসো ভক্তিরসঃ ইতি চ। *যথাহুঃ, ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রযান্তি রসরূপতাম্ ইতি ॥১১০॥ – এই (কৃষ্ণবিষয়িণী) প্রীতি লৌকিক*

কাব্যবিদ্‌গণের রত্যাদির মত : কারণ, কার্য্য ও সহায়ের সহিত মিলিত হইয়া যখন রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা নিজে স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়। বিভাবকে কারণ, অনুভাবকে কার্য্য এবং ব্যভিচারীকে সহায় বলে। প্রীতিরূপতাহেতুই ভগবৎপ্রীতির ভাবত্ব; আর বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহদ্বারা যাহা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত যাহা অন্য বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসকলকে আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, তাহা স্থায়ী —যেমন লবণাকরে যাহা পড়ে, তাহাই যেমন লবণময় হইয়া যায়, তদ্রূপ বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ সকল ভাবই স্থায়িভাবে পর্য্যবসিত হয়'—রসশাস্ত্রোক্ত এই স্থায়িলক্ষণ ভগবৎ-প্রীতিতে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাহার স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইতেছে। ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনাদি-গুণদ্বারা অন্য (রসোপকরণ) সকলের বিভাবত্বাদি সম্ভব হয়--তাহা পরে দেখান হইবে। এই কারণেও তাহার স্থায়িভাবরূপতা নিশ্চিত হইতে পারে। কারণাদির স্ফূর্ত্তিবিশেষদ্বারা স্ফূর্ত্তিবিশেষপ্রাপ্তা (রসরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা প্রাপ্তা) ভগবৎ-প্রীতি উক্ত কারণাদির সহিত মিলিত হইয়া তদীয় প্রীতিরসময় (রসবিশেষ) বলিয়া কথিত হয়। ইহা ভক্তিময় রস; এজন্য ইহাকে ভক্তিরসও বলে। রসশাস্ত্রেও এইরূপ কথা বলা হইয়াছে যে 'অভিসম্পন্ন (রসরূপতাপ্রাপ্তির যোগ্যতাপ্রাপ্ত) ভাবসমূহ রসরূপতা প্রাপ্ত হয়।'—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপালগোস্বামি-মহোদয়-সম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ।"

ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনাদিগুণসম্বন্ধে পরে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন— "তদেবমলৌকিকত্বাদিনামনুকার্য্যেঽপি রসে রসত্বাপাদনশক্তৌ সত্যাং প্রীতিকারণাদয়স্তে তদাপি বিভাবাদ্যাখ্যা ভজন্তে। তথৈব হি তেষাং তত্তদাখ্যা। যথোক্তম্ -'বিভাবনং রত্যাদের্বিশেষেণাস্বাদাঙ্কুরযোগ্যতানানয়নম্। অনুভাবনম্ এবং ভূতস্য রত্যাদেঃ সমনন্তরমেব রসাদিরূপতয়া ভাবনম্। সঞ্চারণং তথাভূতস্য তস্যৈব সম্যক্ চারণমিতি॥ ১১১॥—তাহা হইলে অলৌকিকত্বাদিহেতু, অনুকার্য্যেও রসের মধ্যে রসত্বপ্রাপ্তি করাইবার শক্তি থাকায়, প্রীতির উক্ত কারণাদি তখনও বিভাবাদি আখ্যাযুক্ত থাকে। সে সকলের সেই সেই আখ্যা তদ্রূপেই হইয়া থাকে। যথা, রসশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে— 'বিভাবন—রত্যাদির আস্বাদাঙ্কুর-যোগ্যতা আনয়ন। অনুভাবন— এই প্রকার রত্যাদির অব্যবহিত পরেই রসাদিরূপে রূপান্তরিত করা। সঞ্চারণ - সেই রত্যাদিরই সম্যক্ রূপে চারণ—চালন করা।'-- প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপালগোস্বামি-মহোদয়ের সংস্করণের অনুবাদ।"

অর্থাৎ "বিভাব রত্যাদিতে আস্বাদনের অঙ্কুর অর্থাৎ আরম্ভাবস্থা আনয়ন করে ; অনন্তর অনুভাব তাহাকে রসরূপে পরিণত করে ; ব্যভিচারিভাব রসাবস্থায় উন্মুখ স্থায়িভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রকে চালিত অর্থাৎ তরঙ্গায়িত করে। সঞ্চারিভাব রসোদ্বোধের সহকারী কারণ—যাহা না হইলে রসোদ্বোধ অসম্ভব হয়। রসোদ্বোধের পূর্ব্বেই সঞ্চারিভাব রত্যাদিকে চালনা করে, রসকে নহে—তাহা হইতে পারে না। ইহাতে রসাবস্থায় উন্মুখ রত্যাদির চমৎকারিতা সিদ্ধ হয়।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিমহোদয়-সংস্করণের বিবৃতি।"

উল্লিখিত প্রীতিসন্দর্ভ-বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে— রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া-বিষয়ে প্রীতিসন্দর্ভ ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ঐক্য আছে।

(১) পরিণামবাদ

রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে যাহা বলিয়াছেন (৭।১৬৪-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এবং প্রীতিসন্দর্ভেও তাহারই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। "প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রসস্বরূপ পায় পরিণামে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।২৭॥"— বিভাব অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারি ভাব-এই চতুর্বিধ সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় ; দধি যেমন শর্করা-মরিচাদির সহিত মিলিত হইয়া রসালারূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ। কৃষ্ণরতির এই পরিণামে কৃষ্ণরতি কিন্তু অবিকৃতই থাকে ; কেননা, যে-সমস্ত সামগ্রীর (বিভাবাদির) সহিত মিলনে কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণত হয়, সে-সমস্ত সামগ্রীর অন্তর্দ্ধানে রতি অন্তর্হিত হয় না, রতি তখনও ভক্তচিত্তে পূর্ব্ববৎই থাকে। বস্তুতঃ, এই পরিণাম হইতেছে - রতি ও বিভাবাদির পূর্ব্বকথিত বৈশিষ্ট্যেরই পরিণাম, বৈশিষ্ট্যসমূহের সম্মিলন হইতে জাত পরিণাম। দধি, শর্করা ও মরিচাদির আস্বাদের সম্মিলনে যে রসালার আস্বাদ জন্মে, সে-স্থলেও দধি-শর্করাদির আস্বাদরূপ বৈশিষ্ট্যের মিলনজনিত পরিণামই হইতেছে রসালার আস্বাদ। এতাদৃশ পরিণামকে পর্য্যবসানও বলা যায়।

ভরতমুনির "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিরিতি"-বাক্যের অনুসরণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা হইতে জানা গেল— তাঁহারা "সংযোগ"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "মিলন" এবং "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "পরিণাম।" সুতরাং তাঁহাদের মতবাদকে "পরিণামবাদ" ও বলা যায়।

ঘ। অন্য

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিরিতি॥"-এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া কবি কর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভের পঞ্চমকিরণে বলিয়াছেন—"বিভাবয়তি উৎপাদয়তীতি বিভাবঃ কারণম্। অনু পশ্চাদ্ভাবো ভবনং যস্য সোঽনুভাবঃ কার্য্যম্। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরিতুং শীলং যস্যেতি ব্যভিচারী সহকারী। এতেষাং সংযোগাৎ সম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরভিব্যক্তিঃ। কারণকার্য্যসহকারিত্বেন লোকে যা রসনিষ্পত্তিসামগ্রী, সৈব কাব্যে নাট্যে চ বিভাবাদি-ব্যপদেশা ভবতীতি সম্প্রদায়ঃ। কারণমত্র নিমিত্তম্।—যাহা বিভাবিত বা উৎপাদিত করে, তাহাকে বলে বিভাব ; এই বিভাব হইতেছে কারণ। অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ ভাব বা উৎপত্তি হয় যাহার, তাহা হইতেছে অনুভাব ; এই অনুভাব হইতেছে কার্য্য। বিশেষরূপে অভিমুখে চরণই স্বভাব যাহার, তাহা হইতেছে ব্যভিচারী ; এই ব্যভিচারীই হইতেছে সহকারী। ইহাদের সংযোগ বা সম্বন্ধবশতঃই রসনিষ্পত্তি অর্থাৎ রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কারণ ও কার্য্যের সহকারিতায় লোকে যাহা

রসনিষ্পত্তির সামগ্রী বলিয়া কথিত হয়, কাব্যে ও নাট্যে তাহাকেই বিভাবাদি বলা হয়; ইহাই সম্প্রদায়-সম্মত সিদ্ধান্ত। এ স্থলে কারণশব্দে নিমিত্ত কারণ বুঝায়।"

ইহার পরে কর্ণপূর লিখিয়াছেন—

"বিভাবো দ্বিবিধঃ স্যাদালম্বনোদ্দীপনাখ্যয়া।
আলম্বনং তদেব স্যাৎ স্থায়িনামাশ্রয়ো হি যৎ॥
যস্তানেবোদ্দীপয়তি তদুদ্দীপনমিষ্যতে।
এভিরেব ব্যঞ্জকৈস্তু ত্রিভিরুদ্রেকমাগতৈঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ী রসায়তে॥

এতেন রসস্য কারণকার্য্যাদীনি নৈতানি, অপি তু অনুভাবস্য কার্য্যস্য, কারণং বিভাবঃ। ব্যভিচারী যঃ সোঽপি অনুভাবস্য সহকারী। ত্রয় এব সমুদিতাঃ সন্তঃ স্থায়িনং রসীভাবমাপাদয়ন্তি। স্থায়ী সমবায়িকারণং আলম্বনোদ্দীপন-বিভাবৌ নিমিত্তকারণম্। স্থায়িনো বিকারবিশেষাঽসমবায়ি-কারণং রসাভিব্যক্তেরেব ভবতি, ন তু রসস্য॥ অ, কৌ, ৫।১॥—বিভাব দুই রকমের—আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহা স্থায়িভাব-সমূহের আশ্রয়, তাহা হইতেছে আলম্বন বিভাব; আর যাহা সেই স্থায়িভাবসমূহকে উদ্দীপিত করে, তাহা হইতেছে উদ্দীপন বিভাব। বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী-এই তিনটী ব্যঞ্জক উদ্রেক প্রাপ্ত হইয়া রসাস্বাদাঙ্কুরের (রসাস্বাদরূপ কার্য্যের) বীজস্বরূপ স্থায়িভাবকে রসায়িত (রসরূপে পরিণত) করে। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই বিভাবাদি রসের কারণ-কার্য্যাদি নহে; বরং বিভাবই অনুভাবরূপ কার্য্যের কারণ। ব্যভিচারীও অনুভাবের সহকারীমাত্র। (বিভাব. অনুভাব ও ব্যভিচারী)-এই তিনটী সমুদিত হইয়া স্থায়িভাবকে রসরূপত্ব প্রাপ্ত করায়; অতএব স্থায়ী ভাব হইতেছে সমবায়িকারণ, আলম্বনবিভাব ও উদ্দীপন-বিভাব হইতেছে নিমিত্ত-কারণ এবং স্থায়ী ভাবের বিকারবিশেষ হইতেছে অসমবায়িকারণ। ইহারা রসের অভিব্যক্তিরই কারণ, কিন্তু রসের কারণ নহে।"

অলঙ্কারকৌস্তুভের উল্লিখিত বাক্য হইতে জানা যায়, ভরতমুনিপ্রোক্ত "সংযোগ"-শব্দের অর্থ কর্ণপূর করিয়াছেন "সম্বন্ধ" এবং "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "অভিব্যক্তি।"—"এতেষাং সংযোগাৎ সম্বন্ধাদ্ রসস্য নিষ্পত্তিরভিব্যক্তিঃ।" আবার বিভাব ও অনুভাবাদির কথা বলিয়াও তিনি বিভাবাদিকে "ব্যঞ্জক" বলিয়াছেন। "এভিরেব ব্যঞ্জকৈস্তু-ইত্যাদি।" এ-সমস্ত কারণে মনে হয়—তিনি যেন অভিনবগুপ্তপাদের "অভিব্যক্তিবাদই" স্বীকার করিয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রসনিষ্পত্তির যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত কর্ণপূরের ঐক্য থাকে না।

কিন্তু পরে রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভের পঞ্চমকিরণেই তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অভিব্যক্তিবাদের অনুকূল নহে। অপ্রাকৃত বীররস-প্রসঙ্গে, আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন

বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের কথা বলিয়া কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—"এতৈঃ পরিপুষ্টঃ স্থায়ী রসতাং প্রাপ্তঃ।—এ-সমস্তদ্বারা (অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা) পরিপুষ্ট হইয়া স্থায়িভাব রসতা প্রাপ্ত হয়।" অভিব্যক্তিতে পরিপুষ্টি বুঝায় না ; যাহা অনভিব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা অভিব্যক্ত বা প্রকট হয়— ইহাই হইতেছে অভিব্যক্তির তাৎপর্য্য। "পরিপুষ্টি" বলিতে, যাহা অপরিপুষ্ট ছিল, তাহার পরিপুষ্টি বা উচ্ছলন বুঝায় ; ইহা "অভিব্যক্তির" কার্য্য হইতে পারে না। ইহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকথিত প্রক্রিয়াই সূচিত করিতেছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—রতি বা স্থায়িভাব বিভাবাদিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়া বিভাবাদির সেই বৈশিষ্ট্যদ্বারাই নিজে এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ; কৃষ্ণরতির বা স্থায়িভাবের এই বৈশিষ্ট্যই হইতেছে তাহার পুষ্টি। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহার উপরে অনুকূল নূতন কিছুর যোগ হইলেই পরিপুষ্টি সম্ভব। অভিব্যক্তি নূতন কিছু দেয় না, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাকে মাত্রই প্রকাশ করে। কৃষ্ণরতিদ্বারা বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত বিভাবাদি স্থায়িভাবকে নূতন কিছু দিয়া—স্থায়িভাবকে এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দিয়া—তাহাকে পরিপুষ্ট করে। বীররস-প্রসঙ্গে বিভাবাদি-দ্বারা স্থায়িভাবের পরিপুষ্টির কথা বলিয়া কবিকর্ণপূর রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়াসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-কথিত প্রক্রিয়ারই ঐক্য দৃষ্ট হয়, অভিব্যক্তিবাদের সহিত ঐক্য দৃষ্ট হয় না।

আবার বীভৎস-রসপ্রসঙ্গেও কবিকর্ণপূর বিভাবাদিদ্বারা স্থায়িভাবের পরিপুষ্টির কথাই বলিয়াছেন, অভিব্যক্তির কথা বলেন নাই। "এতৈঃ পরিপুষ্টা জুগুপ্সা-ইত্যাদি। এ-সমস্ত বিভাবাদি-দ্বারা পরিপুষ্টা জুগুপ্সা—ইত্যাদি।"

ভয়ানক-রস-প্রসঙ্গেও তিনি বিভাবাদির কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন—"এষ চ কৃষ্ণালম্বনত্বাৎ সামগ্রীসান্নিধ্যেনানুকার্য্যেঽপি রসতাং প্রাক্ প্রাপ্ত এব।—শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন বলিয়া সামগ্রীর (অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের) সান্নিধ্যবশতঃ অনুকার্য্যে ইহা (স্থায়িভাব) পূর্ব্বেই রসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" এ-স্থলেও স্থায়িভাবের সহিত বিভাবাদির সান্নিধ্যবশতঃই (অর্থাৎ মিলনবশতঃই) স্থায়িভাবের রসত্বপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, বিভাবাদিদ্বারা রসের অভিব্যক্তির কথা বলা হয় নাই।

আবার, শান্তরস-প্রসঙ্গেও কর্ণপূর বিভাবাদি সামগ্রীর সান্নিধ্যবশতঃ স্থায়িভাবের রসত্ব-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। "পারিভাষিকোঽপি ভাবঃ স্থায়ী সন্ তত্তদ্বিভাবাদি-সামগ্রীসমবেতো ভূত্বা ভক্তিরস ইতি।"

শৃঙ্গার-রস-প্রসঙ্গেও কবিকর্ণপূর উল্লিখিত প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াছেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা গেল—রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকথিত প্রক্রিয়ারই ঐক্য আছে, অভিনবগুপ্তপাদের অভিব্যক্তিবাদের ঐক্য নাই। তথাপি যে তিনি প্রথমে অভিব্যক্তিবাদের কথা বলিয়াছেন, তাহার কারণ এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে—প্রথমে তিনি প্রাকৃত আলঙ্কারিক অভিনব-

গুপ্তপাদাদির অভিমত ব্যক্ত করিয়া পরে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য অভিনবগুপ্ত-পাদাদির অভিব্যক্তিবাদের সমালোচনাও তিনি করেন নাই। অভিনবগুপ্তপাদাদির অভিমতের উল্লেখ করিয়া পরে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াই তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি অভিনবগুপ্তপাদের অভিমতের অনুসরণ করেন নাই, স্বীয় মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কবিকর্ণপূরের উক্তির টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও বলিয়াছেন – যদিও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিভাব-স্থায়িভাব-রসাদির যে সমস্ত প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে, অলঙ্কার-কৌস্তুভে আলঙ্কারিকদিগের মতের অনুরোধে তদপেক্ষা ভিন্ন প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে—সুতরাং যদিও কোনও কোনও প্রক্রিয়া অত্যন্ত বিচারসহ নহে,—তথাপি অপ্রাকৃত মুখ্যরসের প্রসঙ্গে একই প্রক্রিয়াই (অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রক্রিয়াই) কথিত হইয়াছে ; সুতরাং অসামঞ্জস্য (অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সহিত অলঙ্কারকৌস্তুভের অসামঞ্জস্য) কিছু নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে। "যদ্যপি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ বিভাবস্থায়িভাবরসাদীনাং যা যাঃ প্রক্রিয়াঃ কথিতাঃ, তদ্‌ভিন্না এবাত্র গ্রন্থে প্রক্রিয়া আলঙ্কারিকাণামনু-রোধেনোক্তাঃ, অতএব কাচিৎ কাচিৎ প্রক্রিয়া নাত্যন্তবিচারসহাপি, তথাপি অপ্রাকৃতমুখ্যরসবর্ণনপ্রসঙ্গে একৈব প্রক্রিয়া ভবতীতি নাসমঞ্জসমিতি জ্ঞেয়ম্।"

এইরূপে বুঝা গেল—রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়াসম্বন্ধে অলঙ্কারকৌস্তুভের সহিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বাস্তবিক অনৈক্য কিছু নাই। এ-বিষয়ে সকল গৌড়ীয় আচার্য্যেরই মতের ঐক্য আছে।

১৬৬। রসনিষ্পত্তিসম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা

ভরতমুনির মতে নানাবিধ ব্যঞ্জন এবং ওষধির মিলনে যেমন ভোজ্যরসের নিষ্পত্তি হয়, অথবা গুড়াদিদ্রব্য, ব্যঞ্জন এবং ওষধির মিলনে যেমন ষড়্‌রসের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ রতির সহিত বিভাবাদির মিলনে রসের উদ্ভব হয়, (৭।১৬০-অনু)। রতি ও বিভাবাদি—এ-সমস্তের আস্বাদের সম্মিলনেই চমৎকারিত্বময় রস উদ্ভূত হয়। সামাজিক তাহা আস্বাদন করেন ; সামাজিকেই রতি বিদ্যমান।

ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদে রসের নিষ্পত্তি হয় অনুকার্য্যে ; অনুকর্ত্তায় রসের উৎপত্তি হয় না ; কিন্তু সামাজিক অনুকর্ত্তাকে অনুকার্য্য মনে করিয়া, অনুকার্য্যে যে রসের উৎপত্তি হয়, অনুকর্ত্তাতেই সেই রসের অবস্থিতি বলিয়া মনে করেন (৭।১৬১-অনু)। কিন্তু সামাজিক কিরূপে এই রসের আস্বাদন করেন, ভট্টলোল্লট তাহা বলেন নাই। সামাজিকে যখন রসের উৎপত্তি হয় না, অনুকর্ত্তাতেই রসের অবস্থিতি বলিয়া যখন তিনি মনে করেন, তখন সামাজিকের পক্ষে রসাস্বাদন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। কোনও স্থানে সুপক্ক সুস্বাদু আম আছে মনে করিলেই কি আমের আস্বাদন পাওয়া যায় ?

শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদে, বিভাবাদি থাকে অনুকার্য্যে, অনুকর্ত্তায় থাকেনা। তথাপি অনুকর্ত্তা তাঁহার শিক্ষাপ্রভাবে বিভাবাদির অনুকরণ করেন বলিয়া সামাজিক অনুমান করেন যে,

অনুকর্ত্তাতেই বিভাবাদি এবং রস বিদ্যমান। সামাজিক তাঁহার বাসনার বা পূর্ব্বসংস্কারের প্রভাবে তাহার আস্বাদন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন (৭।১৬২-অনু)। কিন্তু যে বস্তুর অস্তিত্বের অনুমান মাত্র করা হয়, তাহাও অন্যত্র, নিজের মধ্যে নহে, সামাজিকের পক্ষে তাহার আস্বাদন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। আমগাছ দেখিয়া সেই গাছে সুপক্ক সুমিষ্ট আম আছে, এইরূপ অনুমানমাত্র করিলেই কি, আম্ররসের আস্বাদনের সংস্কার যাঁহার আছে, তাঁহার পক্ষেও আমের আস্বাদন সম্ভব ?

ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদে, ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে রতি-বিভাবাদি সাধারণীকৃত হয় এবং সাধারণীকৃত বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বের উদ্রেক করিয়া সাধারণীকৃতা রতির ভুক্তি বা সাক্ষাৎ-কার জন্মায়, সামাজিককর্ত্তৃক আস্বাদন জন্মায় (৭।১৬৩-অনু)। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে—

প্রথমতঃ, ভাবকত্ব বা সাধারণীকরণ। এই সাধারণীকরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? সামাজিক রঙ্গমঞ্চে রামবেশে সজ্জিত অনুকর্ত্তাকে দেখিতেছেন, সীতার অনুকর্ত্তাকেও দেখিতেছেন। ইনি রাম নহেন, পুরুষমাত্র, কিম্বা ইনি সীতা নহেন, নারীমাত্র—সামাজিকের মনে এইরূপ ভাব কিরূপে জাগিতে পারে ? দিনের বেলার, বা রাত্রিবেলার ঘটনা অভিনীত হইতে থাকিলে রঙ্গমঞ্চকেও এমন ভাবে সজ্জিত করা হয়, যাহাতে দর্শক দিবা বা রাত্রি বলিয়া মনে করিতে পারেন। এই অবস্থায় রামকেই বা কিরূপে পুরুষমাত্র, সীতাকে নারীমাত্র এবং দিবারাত্রিকে সময়মাত্র মনে হইতে পারে ? যদি বলা যায়—প্রদর্শিত বিভাবাদির প্রভাবে এইরূপ হইতে পারে। তাহাও সম্ভব নয়। কেননা, রামের অনুকর্ত্তা রামের যে-সমস্ত আচরণের অনুকরণ করেন, সেই সমস্ত আচরণে সামাজিকের মনে —ইনি রাম, সীতাবিষয়ে রতিমান—এই রূপ ভাবই জাগ্রত হয় ; ইনি রাম নহেন, পুরুষ বিশেষ, তাঁহার সীতাবিষয়া রতিও বস্তুতঃ সীতাবিষয়া রতি নহে, পরন্তু নারীমাত্র-বিষয়া রতি, ইনি সীতা নহেন, পরন্তু নারীমাত্র – এইরূপ ভাব জাগ্রত হওয়ার কোনও হেতুই নাই ; অনুকর্ত্তাদের আচরণই এতাদৃশ সাধারণীকরণের প্রতিকূল।

দ্বিতীয়তঃ, ভোজকত্ব। ভোজকত্বের দুইটী ব্যাপার—সামাজিকের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য উৎপাদন এবং সাধারণীকৃত বিভাবাদিকর্ত্তৃক সাধারণীকৃতা রতির উপভোগ বা আস্বাদন উৎপাদন। রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয়কে নির্জ্জিত করিতে পারিলেই সত্ত্বগুণের প্রাধান্য জন্মিতে পারে ; কিন্তু সাধারণীকৃত বিভাবাদি কিরূপে রজস্তমোগুণকে নির্জিত করিতে পারে ? রজস্তমঃ হইতেছে মায়ার গুণ—সুতরাং বস্তুতঃ মায়া ; আর ভট্টনায়ককথিত প্রাকৃতকাব্যের বিভাবাদিও মায়ার কার্য্য—সুতরাং বস্তুতঃ মায়া। মায়া মায়াকে নির্জ্জিত করিতে পারে না ; অগ্নি অন্য বস্তুকে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে পারে ; কিন্তু নিজেকে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—সাধারণীকৃত বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তে রজস্তমোগুণকে নির্জ্জিত করিয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য জন্মাইতে পারে না। যদি তর্কের অনুরোধে

স্বীকারও করা যায় যে, উল্লিখিতরূপ সত্ত্বগুণ-প্রাধান্য-জনন সম্ভব, তাহা হইলেও সাধারণীকৃত বিভাবাদি সাধারণীকৃতা রতিকে কিরূপে সামাজিককর্তৃক উপভোগ করাইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। রতি থাকে রতির যায়গায়, বিভাবাদি থাকে বিভাবাদির যায়গায়, সামাজিক থাকে সামাজিকের যায়গায়। এই অবস্থায় বিভাবাদি কিরূপে রতিকে সামাজিকের অনুভবের গোচরে আনিতে পারে? আবার ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদে সামাজিকে রতির অস্তিত্ব নাই; সামাজিক কিরূপে রসের আস্বাদন পাইবেন?

তৃতীয়তঃ, রতি কিরূপে রসত্ব লাভ করে, তাহাও ভট্টনায়ক বলেন নাই। তিনি কেবল রতির সাধারণীকরণের কথাই বলিয়াছেন। রতি সাধারণীকৃতা হইলেই কি অস্বাদ্যত্ব লাভ করে?

ভট্টনায়কাদি প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণের রতি হইতেছে প্রাকৃত-বিভাবগত; সুতরাং তাহাও প্রাকৃত। রতি হইতেছে বিভাবের চিত্তবৃত্তিবিশেষ; বিভাব প্রাকৃত বলিয়া তাহার চিত্তও প্রাকৃত, চিত্তের বৃত্তিও প্রাকৃত। এই প্রাকৃতচিত্তবৃত্তিরূপা রতি ব্যষ্টিগতত্ব পরিত্যাগ করিয়া যখন নৈর্ব্যষ্টিকত্ব লাভ করে, তখনও তাহা প্রাকৃতই থাকিয়া যায়, অপ্রাকৃত হইয়া যায় না। কেননা, সাধারণীকৃতা রতি বিশেষ আধারকে পরিত্যাগ করিয়া আধারবিষয়ে নির্বিশেষ মাত্র হইয়া যায়, তাহার স্বরূপ ত্যাগ করে না, স্বরূপ ত্যাগ করার কোনও হেতুও দৃষ্ট হয় না। কে বা কি-ই বা রতির স্বরূপ ত্যাগ করাইবে? যদি বলা যায়—সামাজিকের চিত্ত রতিকে যেমন সাধারণীকৃত করে, তদ্রূপ তাহার স্বরূপ ত্যাগ করাইতেও পারে? উত্তরে বলা যায়—সামাজিকের চিত্ত রতির প্রাকৃতত্বকে অপ্রাকৃতত্বে পরিণত করিতে পারেনা; কেননা, সামাজিকের চিত্ত নিজেই প্রাকৃত, সত্ত্বগুণ-প্রধান হইলেও প্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তু কাহারও প্রাকৃতত্ব ঘুচাইতে পারে না। আবার, এই সাধারণীকৃতা রতি তাহার বিশেষ আধারকে ত্যাগ করিয়া সার্ব্বত্রিকত্ব এবং সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিলেও, অর্থাৎ তাহার আধারের পরিধি সর্ব্বব্যাপক হইলেও, এই সর্ব্বব্যাপক আধারও প্রাকৃতই থাকিয়া যায়, তাহাও অপ্রাকৃতত্ব লাভ করেনা, সর্ব্বব্যাপকত্ব লাভেরও কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। এইরূপে দেখা যায়—সাধারণীকৃতা রতি সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতই থাকে। প্রাকৃত বস্তু মাত্রই অল্প—সীমাবদ্ধ, দেশ-কালাদিতে সীমাবদ্ধ। সুতরাং সাধারণীকৃতা রতিতে সুখ বা আনন্দ থাকিতে পারে না, কেননা, শ্রুতি বলেন—"নাল্পে সুখমস্তি।" সুখ হইতেছে ভূমাবস্তু। "ভূমৈব সুখম্।" সাধারণীকৃতা রতি যখন ভূমাত্ব লাভ করিতে পারে না, তখন তাহা সুখস্বরূপও হইতে পারে না, তাহাতে সুখও থাকিতে পারে না।—সুতরাং সাধারণীকৃতা হইলেও প্রাকৃত রতি বস্তুতঃ আস্বাদ্য হইতে পারে না। আস্বাদ্য হইতে পারে না বলিয়া তাহার রসত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না; কেননা, রস হইতেছে চমৎকারি-সুখ। "চমৎকারি সুখং রসঃ।"

অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদে, সামাজিকে রতি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত। এই রতিতে বা স্থায়িভাবে রসত্ব বিদ্যমান, তবে এই রসত্ব থাকে অনভিব্যক্ত, প্রচ্ছন্ন; বিভাবাদি এই অনভিব্যক্ত

রসত্বকে অভিব্যক্ত করে। অভিব্যক্তিবাদেও সাধারণীকরণ স্বীকৃত। বিভাবাদিও সাধারণীকৃত হয়, সামাজিকের রতিও সাধারণীকৃত হয়। সাধারণীকৃত বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তস্থিত সাধারণীকৃতা রতিকে অভিব্যক্ত করে, তখন সামাজিক তাহার আস্বাদন করেন (৭।১৬৪-অনু)।

ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মতের পার্থক্য হইতেছে এই যে—প্রথমতঃ, ভট্টনায়কের মতে সামাজিকে রতি নাই, অভিনবগুপ্তের মতে সামাজিকে রতি আছে। ভট্টনায়কের মতে সাধারণীকৃত বিভাবাদি সাধারণীকৃতা রতিকে রতিহীন সামাজিককর্তৃক ভোগ করায়, অভিনবগুপ্তের মতে সাধারণীকৃত বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তস্থিত সাধারণীকৃতা রতিকে অভিব্যক্ত করে। সাধারণীকরণসম্বন্ধে উভয়ের মতের ঐক্য আছে।

ভট্টনায়কের অভিমতের আলোচনায় সাধারণীকরণ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, অভিনবগুপ্তের সাধারণীকরণ-সম্বন্ধেও তাহা প্রযুজ্য।

অভিনবগুপ্তের মতে সামাজিকের রতিতেই অনভিব্যক্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে রসত্ব বিরাজিত, বিভাবাদি প্রচ্ছন্ন রসত্বকে অভিব্যক্ত করে। বিভাবাদি নূতন কিছু সৃষ্টি করেনা; যাহা অগোচরীভূত ছিল তাহাকে গোচরীভূত করে মাত্র।

যদিও ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনব গুপ্ত—ইঁহাদের সকলেই রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে ভরতমুনির সূত্রটীকে ভিত্তি করিয়াই স্ব-স্ব মতের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের কেহই ভরতসূত্রের তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক ভরত-প্রদর্শিত ব্যঞ্জনের এবং ষড়্রসের দৃষ্টান্তদ্বয়ের তাৎপর্য্যের অনুসরণ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। ভরতের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের তাৎপর্য্য একই; সেই তাৎপর্য্য উৎপত্তিবাদ, বা অনুমিতিবাদ, বা ভুক্তিবাদ, অথবা অভিব্যক্তিবাদের অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। ভট্টনায়কের এবং অভিনবগুপ্তের সাধারণীকরণ যে ভরতমুনির দৃষ্টান্তদ্বয়ের সহিত সঙ্গতিহীন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যিনি ব্যঞ্জনের বা ষড়্রসের আস্বাদন করেন, তিনি নৈর্ব্যষ্টিক রসের আস্বাদন করেন না, বস্তুবিশেষের আস্বাদন করিতেছেন বলিয়াই মনে করেন; ব্যঞ্জনের উপাদানীভূত বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন আস্বাদন অবশ্য তিনি পৃথক্ ভাবে অনুভব করেন না, তাহাদের সম্মিলিত আস্বাদ্যত্বের অনুভবই তিনি করেন এবং সূক্ষ্মভাবে উপাদানভূত বস্তুবিশেষের—যেমন মরিচ বা লঙ্কাদির—আস্বাদনও তিনি অনুভব করেন। ইহা অবশ্যই ভট্টনায়কের বা অভিনবগুপ্তের সাধারণীকরণের অনুকূল নহে। ইহা অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদের অনুকূল বলিয়াও মনে হয় না। কেননা, ভরতমুনির ষড়্রসের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে—গুড়াদি দ্রব্যের সহিত ব্যঞ্জন এবং ওষধির মিলনে যেমন ষড়্রসের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ নানাবিধ ভাবের (বিভাবানুভাবাদির) মিলনে স্থায়িভাব রসত্ব প্রাপ্ত হয়। এ-স্থলে গুড়াদিকে স্থায়িভাব-স্থানীয় এবং ব্যঞ্জনৌষধি-প্রভৃতিকে বিভাবানুভাবাদি-স্থানীয় মনে করা হইয়াছে। গুড়াদিতে প্রচ্ছন্নভাবে যদি ব্যঞ্জনৌষধি প্রভৃতির স্বাদ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেই এই দৃষ্টান্তের সহিত অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গতি থাকিতে পারে। কিন্তু গুড়াদিতে ব্যঞ্জনৌষধাদির স্বাদ

থাকে না। ভরতমুনির দৃষ্টান্তের অনুরূপ যে দৃষ্টান্ত (শর্করা-মরিচাদির সহিত মিলনে দধির রসালাত্ব-প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত) গৌড়ীয় আচার্য্যগণকর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে সেই দৃষ্টান্তেরও সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না ; কেননা, দধির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত মরিচের স্বাদ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও পাওয়া যায় না।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণের পরিণামবাদ যে ভরতমুনির প্রদর্শিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; ভট্টনায়কাদির সাধারণীকরণ এবং ভরতের বা গৌড়ীয় মতের সাধারণী-করণও যে এক নহে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে [৭।১৬৫-খ (১) অনু]।

ভরতমুনির সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই যখন বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তখন সহজেই বুঝা যায়, ভরতমুনির প্রামাণ্যত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রসনিষ্পত্তিসম্বন্ধে ভরতমুনির অভিমত তিনি তাঁহার দৃষ্টান্তেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই দৃষ্টান্তের সহিত যে মতবাদের সঙ্গতি থাকিবে, তাহাই হইবে ভরতমুনিসম্মত এবং নিরবদ্য অভিমত। উল্লিখিত আলোচনা হইতে মনে হয়—গৌড়ীয় আচার্য্যদের অভিমতই ভরতমুনিসম্মত এবং নিরবদ্য।

১৬৭। দৃশ্যকাব্যে রসনিষ্পত্তির পাত্র

অনুসন্ধিৎসুর মনে স্বভাবতঃই একটী প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, কাহার মধ্যে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে ? অনুকার্য্যে ? না অনুকর্ত্তায় ? না কি সামাজিকে ? না কি সকলের মধ্যেই ?

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। দৃশ্যকাব্য দুই রকমের—লৌকিক বা প্রকৃত দৃশ্যকাব্য এবং অলৌকিক বা অপ্রাকৃত দৃশ্যকাব্য। এই উভয় রকমের কাব্যসম্বন্ধেই তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

ক। লৌকিক দৃশ্যকাব্য। লৌকিক-নাট্যরসবিদ্‌গণের অভিমত

লৌকিক দৃশ্যকাব্যসম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—

"তত্র লৌকিকনাট্যবিদামপি পক্ষচতুষ্কম্। রসস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যানুকার্য্যে প্রাচীনে নায়ক এব বৃত্তিঃ। নটে তূপচারাদিত্যেকঃ পক্ষ। পূর্বত্র লৌকিকত্বাৎ পারিমিত্যাদ্‌ভয়াদিসান্তরায়ত্বাচ্চানুকর্ত্তরি নট এব দ্বিতীয়। তস্য শিক্ষামাত্রেণ শূন্যচিত্ততয়ৈব তদনুকর্ত্তৃত্বাৎ সামাজিকেষ্বেবেতি তৃতীয়ঃ। যদি চ দ্বিতীয়ে সচেতস্ত্বং তদোভয়ত্রাপি কথং ন স্যাদিতি চতুর্থঃ। ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১১॥

—রসনিষ্পত্তিবিষয়ে লৌকিক-নাট্যরসবিদ্‌গণের চারিটী পক্ষ (রসনিষ্পত্তির পাত্র) আছে। অনুকার্য্য প্রাচীন নায়কেই মুখ্যাবৃত্তিতে রসের প্রবৃত্তি ; আর নটে (অনুকর্ত্তায়) তাহার উপচার বা আরোপ মাত্র। প্রাচীন নায়ক অনুকার্য্যে মুখ্যাবৃত্তিতে রসের প্রাবৃত্তি বলিয়া অনুকার্য্য হইল একটী পক্ষ (রসনিষ্পত্তির পাত্র)। অনুকার্য্য প্রাচীন নায়কে লৌকিকত্ব, পারিমিত্য এবং ভয়াদি অন্তরায় আছে বলিয়া অনুকর্ত্তা নটেই রসোদয়। এই নট হইল দ্বিতীয় পক্ষ। আবার অনুকর্ত্তা নট শূন্যচিত্ত

(রসবাসনাহীন বা রতিহীন); কেবল শিক্ষাপ্রভাবেই অনুকর্ত্তা অনুকার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে বলিয়া সামাজিকেই রসোদয়; সুতরাং সামাজিক হইল তৃতীয় পক্ষ। অনুকর্ত্তা নট যদি সহৃদয় হয়, তাহা হইলে নট ও সামাজিক—এই উভয়েই কেন রসোদয় হইবে না? ইহা হইল চতুর্থ পক্ষ।"

তাৎপর্য্য। কোন্ কোন্ ব্যক্তিতে রসনিষ্পত্তি বা রসোদয় হইতে পারে, শ্রীজীবপাদ তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে তিনি লৌকিক নাট্যরসবিদ্‌গণের কথা বলিয়াছেন। লৌকিক জগতের নায়ক-নায়িকাদিকে অবলম্বন করিয়া যে নাট্য রচিত হয়, শ্রীজীবগোস্বামী তাহাকে লৌকিক (অর্থাৎ প্রাকৃত) নাট্য বলিয়াছেন এবং তাদৃশ নাট্যরসবিচারে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে তিনি লৌকিক-নাট্যরসবিৎ বলিয়াছেন।

লৌকিক-নাট্যরসবিদ্‌গণ চারি রকম ব্যক্তিতে রসোদয়ের—সুতরাং রসাস্বাদনের সম্ভাবনার—কথা আলোচনা করিয়াছেন; যথা—(১) অনুকার্য্য, (২) শূন্যচিত্ত অনুকর্ত্তা, (৩) সহৃদয় অনুকর্ত্তা এবং (৪) সামাজিক।

প্রাচীন নায়কে (যাঁহাকে এবং যাঁহার সঙ্গিগণকে অনুকার্য্য বলা হয়, তাঁহাতে) অবস্থিতা রতি সাক্ষাদ্‌ভাবে উদ্দীপন-বিভাবাদির সহিত মিলিত হয়; এজন্য তাঁহাতে মুখ্যভাবে রসোদয়ের সম্ভাবনা। অনুকর্ত্তা নট হইতেছেন শূন্যচিত্ত, অর্থাৎ সাধারণতঃ তাঁহার পক্ষে সবাসন হওয়ার প্রয়োজন নাই (ইহাই লৌকিক নাট্যরসবিদ্‌গণের অভিমত)। কেবল শিক্ষালব্ধ অভিনয়-চাতুর্য্যের ফলেই তিনি তাঁহার অনুকার্য্যের আচরণের অনুকরণ করেন। এজন্য মুখ্যভাবে তাঁহাতে রসোদয় সম্ভব নয়; তাঁহাতে অনুকার্য্যের ভাব আরোপিত হয় মাত্র। এজন্য অনুকর্ত্তায় রসোদয় উপচারিত বা আরোপিত মাত্র।

(১) অনুকার্য্যে রসনিষ্পত্তি হয় না

লৌকিক-রসবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—অনুকার্য্যে রসনিষ্পত্তি বিচারসহ নহে; কেননা, তাঁহাতে লৌকিকত্ব, পারিমিত্য এবং ভয়াদি অন্তরায় বিদ্যমান।

"পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্য্যস্য রত্যাদেরুদ্‌বোধো ন রসোভবেৎ॥ সাহিত্যদর্পণ ॥১।১৮॥

--পারিমিত্য, লৌকিকত্ব এবং সান্তরায়তাবশতঃ অনুকার্য্যে রত্যাদি হইতে রসের উদ্‌বোধ হয় না।"

এ-স্থলে পারিমিত্যাদি-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে। সাহিত্যদর্পণের টীকাকার শ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—"পারিমিত্যাৎ নায়কমাত্রগতত্বেন অল্পত্বাৎ।—পারিমিত্য-শব্দের অর্থ হইতেছে, নায়কমাত্রগত বলিয়া অল্পত্ব।" নায়ক—অনুকার্য্য। অনুকার্য্যের রত্যাদি হইতেছে পরিমিত বা অল্প, অপ্রচুর; কেননা, তাহা কেবল অনুকার্য্যেই অবস্থিত; সুতরাং অনুকার্য্যমাত্রগত রত্যাদি রসে পরিণত হইতে পারে না; কেননা, রস নানা সামাজিকগত বলিয়া অপরিমিত, প্রচুর। "রসস্য তু নানাসামাজিকগতত্বেন তদসম্ভবাদিতি ভাবঃ॥ টীকা॥" তাৎপর্য্য

এই যে—নাট্যাভিনয়-দর্শন-কালে বহু বা অপরিমিত-সংখ্যক সামাজিক রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। রস অপরিমিত না হইলে অপরিমিত-সংখ্যক সামাজিকের পক্ষে তাহার আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে না ; সুতরাং রস যে অপরিমিত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে ; রসকে অপরিমিত হইতে হইলে রত্যাদিরও অপরিমিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু রত্যাদি কেবলমাত্র অনুকার্য্যগত বলিয়া তাহা অপরিমিত হইতে পারে না, তাহা হইবে পরিমিত, অল্প। পরিমিত বা অল্পপরিমাণ রত্যাদির পক্ষে অপরিমিত রসে পরিণতি অসম্ভব। সুতরাং অনুকার্য্যের অল্পপরিমিত রত্যাদি কখনও রসে পরিণত হইতে পারে না, অনুকার্য্যে রসোদয়ও হইতে পারে না।

লৌকিকত্ব-সম্বন্ধে টীকাকার তর্কবাগীশমহোদয় লিখিয়াছেন—"লৌকিকত্বাদিতি। রস-স্যালৌকিকত্বমলৌকিকবিভাদিজন্যত্বাদ্ বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ চাবগন্তব্যম্॥—অলৌকিক বিভাবাদিদ্বারা নিষ্পন্ন বলিয়া রস যে অলৌকিক, তাহা বক্ষ্যমাণ প্রকার হইতে জানা যায়। (সুতরাং অলৌকিক রস লৌকিক রত্যাদি হইতে উদিত হইতে পারে না)।" এ-স্থলে রত্যাদিকে লৌকিক বলার হেতু বোধহয় এই। লৌকিক রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ভগবদ্‌বিষয়ক রস স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অনুকার্যগণ হইতেছে নর বা নারী—লোকবিশেষ। অনুকার্যগণ কোনও অভিনয়দর্শন করেন না ; সুতরাং তাঁহাদের রত্যাদি তাঁহাদের নিকটে সাধারণীকৃত হইয়া নৈর্ব্যষ্টিক হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেদের রত্যাদিই নিজেদের মধ্যে ব্যষ্টিগত ভাবে প্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁহাদের রত্যাদিও হইয়া পড়ে লোকবিশেষের রত্যাদি, লৌকিক। লৌকিক বা ব্যষ্টিগত বলিয়া, সাধারণীকৃত হয় না বলিয়া, তাঁহাদের রত্যাদি রসে পরিণত হইতে পারে না ; কেননা, লৌকিক-রসশাস্ত্রবেত্তাদের মতে সাধারণীকৃতরত্যাদির মিলনেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। টীকাকার তর্কবাগীশমহাশয় যে বিভাবাদিকে অলৌকিক বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—বিভাবাদি ব্যষ্টিত্ব বা বিশেষত্ব হারাইয়া সাধারণীকৃত নৈর্ব্যষ্টিক (বা নির্বিশেষ) হয় বলিয়াই অলৌকিক বলা হয়।

সান্তরায়তা-সম্বন্ধে টীকাকার বলিয়াছেন—"সান্তরায়তয়া নাট্যকাব্যদর্শন-শ্রবণপ্রতিকূলতয়া।—নাট্যদর্শন এবং কাব্যশ্রবণের প্রতিকূলতাই হইতেছে অন্তরায়। (এইরূপ অন্তরায়বশতঃ রত্যাদি রসে পরিণত হইতে পারেনা)।" নাট্যদর্শন করিয়া এবং শ্রব্যকাব্য শ্রবণ করিয়াই সামাজিক রসাস্বাদন করেন। কিন্তু অনুকার্য্য তো নাট্যদর্শন করেন না, কাব্য শ্রবণও করেন না ; সুতরাং তাঁহার মধ্যে রসোদয় হইতে পারে না। কাব্যশ্রবণের এবং নাট্যদর্শনের অভাব হইতেছে অনুকার্য্যের পক্ষে রসোদয়ের অন্তরায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—অনুকার্য্যে রসোদয় হইতে পারে না।

আলোচনা

টীকাকার তর্কবাগীশ-মহোদয় সাহিত্যদর্পণের উল্লিখিত শ্লোকের যে তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

সামাজিকের রসাস্বাদন-পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়াই তিনি শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। সামাজিক যে পদ্ধতিতে রসাস্বাদন করেন, অনুকার্য্যের পক্ষে সেই পদ্ধতির অনুসরণ হয় না. বলিয়াই অনুকার্য্যে রসোদয় হয় না—ইহাই হইতেছে তাঁহার টীকার তাৎপর্য্য।

কিন্তু সামাজিক রসাস্বাদন করেন—নাটকের অভিনয়-দর্শন-কালে। অভিনয়ে অনুকার্য্য উপস্থিত থাকেন না। নল-দময়ন্তী-বিষয়ক নাটকের অভিনয়-কালে নল বা দময়ন্তী—কেহই উপস্থিত থাকেন না ; উপস্থিত থাকেন নল-দময়ন্তীর অনুকর্ত্তারা। নল-দময়ন্তী হইতেছেন অনুকার্য্য ; তাঁহারা যখন অভিনয়-কালে উপস্থিত থাকেন না, তখন অভিনয়-দর্শনে তাঁহাদের মধ্যে রসোদয়ের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। (ইহাতে বুঝা যায়—সাহিত্যদর্পণের "অনুকার্য্য"-শব্দে প্রাচীন-নায়ক-নায়িকাদিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। নল-দময়ন্তীবিষয়ক নাট্যে নল এবং দময়ন্তী হইতেছেন প্রাচীন নায়ক-নায়িকা ; অভিনয়ের ব্যাপারে তাঁহাদের আচরণের অনুকরণ করা হয় বলিয়া তাঁহাদিগকে অনুকার্য্য বলা হইয়াছে)। ইহাই যদি সাহিত্যদর্পণের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয় হইবে এই যে—নাটকবর্ণিত যে ঘটনাগুলি রঙ্গমঞ্চে অনুকর্ত্তৃগণকর্ত্তৃক অভিনীত হয় এবং যে-সমস্ত ঘটনার অভিনয়ের দর্শন করিয়া সামাজিক রসাস্বাদন করেন, সাক্ষাদ্‌ভাবে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া সে-সমস্ত ঘটনা যাঁহারা নিষ্পাদিত করিয়াছেন এবং অভিনয়-ব্যাপারে যাঁহাদিগকে অনুকার্য্য বলা হয়, বাস্তব ঘটনার সংঘটন-কালে তাঁহাদের মধ্যে রসোদয় হইয়াছিল কি না? পূর্বোল্লিখিত প্রীতিসন্দর্ভ-বাক্যের অন্তর্গত "প্রাচীনে নায়ক এব বৃত্তিঃ"-বাক্যে এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া নাটকবর্ণিত ঘটনার সংঘটন করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাচীন নায়ক-নায়িকাদি ; অনুকার্য্য-শব্দে এতাদৃশ প্রাচীন নায়কাদিই যদি সাহিত্যদর্পণের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে—প্রাচীন নায়কাদি সাক্ষাদ্‌ভাবে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া যখন নাটকবর্ণিত ঘটনা সম্পাদিত করিয়াছিলেন, লৌকিকত্ব-পারিমিত্য-সান্তরায়ত্ববশতঃ তাঁহাদের মধ্যে তখন রসোদয় হইতে পারে নাই।

ইহাই যদি প্রস্তাবিত বিষয় হয়, তাহা হইলে লৌকিকত্বাদি-শব্দের তাৎপর্য্য কি হইলে সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

লৌকিক নাট্যকাব্যের নায়ক-নায়িকাদি হইতেছে লৌকিক, অর্থাৎ প্রাকৃতজীব ; উদ্দীপনাদিও লৌকিক, অর্থাৎ প্রাকৃত; লৌকিক নায়ক-নায়িকাদির রতিও হইতেছে লৌকিক, অর্থাৎ প্রাকৃত। প্রাকৃত বলিয়া রতি-বিভাবাদি সমস্তই হইতেছে মায়িক গুণময়—সুতরাং পরিমিত, বা অল্প, দেশে অল্প, কালে অল্প, অর্থাৎ সসীম। কেননা, প্রাকৃত গুণময় বস্তুমাত্রই অল্প বা সসীম। লৌকিক রত্যাদিতে সুখও অল্প, অত্যন্ত অপ্রচুর। এজন্য লৌকিক রত্যাদির মিলনে রস উৎপন্ন হইতে পারে না; কেননা, সুখের প্রাচুর্য্যেই রস।

আবার, লৌকিক বিভাবাদির ভয়াদি অন্তরায়ও আছে। মৃত্যুর ভয়. হিংস্র জন্তু হইতে ভয়, শত্রু প্রভৃতি হইতে ভয়, রোগ-শোকাদির ভয়, বজ্রপাতাদি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ হইতে ভয়।

আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত বিঘ্নও উপস্থিত হইতে পারে। এ-সমস্ত ভয় ও বিঘ্ন রতিকে সঙ্কুচিত করে। লৌকিক রত্যাদিতে স্বভাবতঃই সুখের অত্যন্ত অপ্রাচুর্য্য; ভয়-বিঘ্নাদিদ্বারা সঙ্কুচিত হইলে অপ্রাচুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত অপ্রচুর সুখবিশিষ্ট রত্যাদির মিলনে সুখপ্রাচুর্য্যময় রসের উদয় হইতে পারে না।

উল্লিখিত কারণসমূহবশতঃ প্রাচীন নায়কাদিতে (অভিনয়-ব্যাপারে যাহাদিগকে অনুকার্য্য বলা হয়, তাহাদের মধ্যে) রতির উদয় হইতে পারে না। পরবর্ত্তী ১৬৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) শূন্যচিত্ত অনুকর্ত্তায় রসনিষ্পত্তি হয় না

লৌকিক-নাট্যশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে শূন্যচিত্ত অনুকর্ত্তায়ও রসোদয় হইতে পারেনা। সাহিত্য-দর্পণ বলেন,

"শিক্ষাভ্যাসাদিমাত্রেণ রাঘবাদেঃ স্বরূপতাম্।
দর্শয়ন্ নর্ত্তকো নৈব রসস্যাস্বাদকো ভবেৎ ॥৩।১৯॥

—অভিনয়-শিক্ষকাদির নিকটে অভিনয়-শিক্ষা লাভ করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ তাহার অভ্যাস করিয়া নট (অনুকর্ত্তা) রাঘবাদির স্বরূপতা দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং কখনও রসের আস্বাদন করিতে পারেন না।"

শূন্যচিত্ত অনুকর্ত্তায় রতিবাসনা নাই। শিক্ষা এবং পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে অভিনয়-চাতুর্য্য লাভ করিয়া তিনি সামাজিকের সাক্ষাতে অনুকার্য্যের আচরণাদির অনুকরণ করেন মাত্র। নিজের মধ্যে রতিবাসনা নাই বলিয়া তাঁহার মধ্যে রসোদয়ের সম্ভাবনা নাই; কেননা, যে রতি রসে পরিণত হয়, সেই রতিই তাঁহার মধ্যে নাই।

(৩) সবাসন অনুকর্ত্তায় রসোদয় হইতে পারে

অনুকর্ত্তা নিজে যদি সবাসন বা সহৃদয় হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে রসোদয় হইতে পারে এবং তিনি রসের আস্বাদন করিতে পারেন। কেননা, যে রতি রসে পরিণত হয়, সেই রতি তাঁহার মধ্যে আছে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"কিঞ্চ, কাব্যার্থভাবনেনায়মপি সভ্যপদাস্পদম্ ॥৩।২০॥

—কাব্যার্থের ভাবনা বা ধ্যান করিতে করিতে অনুকর্ত্তাও সভ্যপদাস্পদ হয়েন।"

শূন্যচিত্ত অনুকর্ত্তায় রতি নাই বলিয়া তিনি কাব্যবর্ণিত বিষয়ের ভাবনা বা ধ্যান করেন না, করিতে পারেনও না; কেবল অভিনয়-প্রদর্শনেই তিনি ব্যাপৃত থাকেন; কিন্তু অনুকর্ত্তা যদি সহৃদয় হয়েন, তাঁহার মধ্যে যদি রতি থাকে, তাহা হইলে রতির স্বভাব-বশতঃই অভিনয়-বিষয়ে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং তিনি সেই বিষয়ের চিন্তা বা ভাবনা করেন—অভিনয়-দর্শক সভ্য, বা সামাজিক যেমন করেন, তদ্রূপ। সুতরাং তিনি তখন সভ্য বা সামাজিকই হইয়া পড়েন, তাঁহার পক্ষে তখন রসাস্বাদও সম্ভবপর হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—অনুকর্ত্তায় যদি রসোদয় হয়, তাহা হইলে রসাস্বাদনেই তো তিনি তন্ময়তা লাভ করিবেন ; এই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে অভিনয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

উত্তরে বলা যায়—অনুকর্ত্তা যে অনুকার্য্যের আচরণাদির অনুকরণ করেন, তাঁহার সহিত অনুকর্ত্তার অভেদমনন হয় ; সেই অনুকার্য্যের ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি অনুকর্ত্তার অনুকরণ করিয়া থাকেন। রসাস্বাদানে তন্ময়তা লাভ করিলেও অনুকর্ত্তার সহিত অভেদ-মনন-বশতঃ অভিনয়-শিক্ষাজনিত সংস্কারবশতঃ তিনি অনুকার্য্যের আচরণাদির অনুকরণ করিয়া থাকেন। জীবন্মুক্ত পুরুষের চিত্ত তাঁহার ইষ্টদেবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি যেমন লোকের মত কখনও কখনও সাংসারিক কার্য্যাদিও করেন, অথচ সে-সকল কার্য্যে যেমন তাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সহৃদয় অনুকর্ত্তার মন রসাস্বাদনে তন্ময় হইলেও সংস্কারবশতঃ তিনি অভিনয় করিয়া যায়েন, সেই অভিনয়ে তাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

(৪) সামাজিকে রসোদয় হইয়া থাকে

সহৃদয় সামাজিকে যে রসোদয় হইয়া থাকে, এ-বিষয়ে কোনওরূপ মতভেদ নাই। বস্তুতঃ সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত-বিনোদনের জন্যই কবি কাব্যরচনা করেন। দশরূপকেও কথিত আছে—"কিঞ্চ ন কাব্যং রামাদীনাং রসজননায় কবিভিঃ প্রবর্ত্ত্যতে, অপি তু সহৃদয়ানানন্দয়িতুম্—রামাদির মধ্যে রসোৎপাদনের জন্য কবি কাব্য রচনা করেন না ; সহৃদয়দিগকে আনন্দ দান করার জন্যই কবি কাব্য রচনা করেন।"

খ। অলৌকিক দৃশ্যকাব্য। গৌড়ীয়মত

পূর্ব্ব আলোচনায় দেখা গিয়াছে, লৌকিক-নাট্যশাস্ত্রবিদ্‌গণ অনুকার্য্যে এবং অনুকর্ত্তায় রসোদয় স্বীকার করেন না ; তাঁহারা কেবল সামাজিকে এবং সামাজিক-ধর্ম্মবিশিষ্ট সহৃদয় অনুকর্ত্তাতেই রসনিষ্পত্তি স্বীকার করেন। অলৌকিক বা ভগবদ্‌বিষয়ক দৃশ্যকাব্যসম্বন্ধে তাঁহারা কোনওরূপ আলোচনা করেন নাই। যেহেতু, তাঁহাদের মতে ভগবদ্‌বিষয়া রতি রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না (পরবর্ত্তী ৭।১৭২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে ভগবদ্‌রসতত্ত্ববিদ্ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ লৌকিকী রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না (পরবর্ত্তী ১৭১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহাদের মতে কেবলমাত্র ভগবদ্‌বিষয়া রতিই রসরূপে পরিণত হইতে পারে। গৌড়ীয় মতে অলৌকিক বা ভগবদ্‌বিষয়ক দৃশ্যকাব্যে অনুকার্য্য (অর্থাৎ প্রাচীন নায়কাদি), অনুকর্ত্তা এবং সামাজিক—সকলের মধ্যেই রসনিষ্পত্তি হইতে পারে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

"শ্রীভাগবতানাস্তু সর্বত্রৈব তৎপ্রীতিময়রসস্বীকারঃ। লৌকিকত্বাদিহেতোরভাবাৎ। তত্রাপি বিশেষতোঽনুকার্য্যেষু তৎপরিকরেষু যেষাং নিত্যমেব হৃদয়মধ্যারূঢ়ঃ পূর্ণো রসোঽনুকর্ত্রাদিষু সঞ্চরতি তত্র ভগবৎপ্রীতেরলৌকিকত্বমপরিমিতত্বঞ্চ স্বত এব সিদ্ধম্। ন তু লৌকিকরত্যাদিবৎ কাব্যক্লৃপ্তম্। তচ্চ

স্বরূপনিরূপণে স্থাপিতম্। ভয়াদ্যনবচ্ছেদ্যত্বম্ শ্রীপ্রহ্লাদাদৌ শ্রীব্রজদেব্যাদৌ চ ব্যক্তম্। জন্মান্তরাব্যবচ্ছেদ্যত্বং শ্রীবৃত্রগজেন্দ্রাদৌ দৃষ্টম্। শ্রীভরতাদৌ বা। কিং বহুনা, ব্রহ্মানন্দাদ্যনবচ্ছেদ্যত্বমপি শ্রীশুকাদৌ প্রসিদ্ধম্ ॥১১১॥

—ভগবদ্‌বিষয়ক-রসবিদ্‌গণ সর্বত্রই (অনুকার্য্যে, অনুকর্ত্তায় এবং সামাজিকে, অর্থাৎ সকলের মধ্যেই) ভগবৎ-প্রীতিময় রস স্বীকার করেন। কেননা, এ-সকল স্থলে লৌকিকত্বাদি হেতুর অভাব (পারিমিত্য এবং ভয়াদি অন্তরায় নাই)। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনুকার্য্যে এবং তাঁহার পরিকরগণে বিশেষভাবে রসোদয় স্বীকার করা যায়; তাঁহাদের হৃদয়ারূঢ় পরিপূর্ণরস অনুকর্ত্তাদিতেও সঞ্চারিত হয়; তাহাতে ভগবৎ-প্রীতির অলৌকিকত্ব এবং অপরিমিতত্ব আপনা হইতেই সিদ্ধ হইতেছে। ভগবৎ-প্রীতি যে লৌকিকী রত্যাদির মত কাব্যকল্পিত নহে, তাহা প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে (ভগবৎ-প্রীতি বা ভক্তি হইতেছে হ্লাদিনী-সংবিৎ-প্রধানা স্বরূপ-শক্তি, নিত্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত, ভগবৎ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তচিত্তে প্রীতিরূপে অবস্থান করে; সুতরাং ইহা জন্য-পদার্থ নহে, পরন্তু নিত্যসিদ্ধ। আবার ইহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নহে বলিয়া এবং হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়া স্বতঃই আস্বাদ্য এবং অপরিমিত এবং লোকাতীত। পক্ষান্তরে, লৌকিকী রতি হইতেছে কবিকর্ত্তৃক কাব্যে কল্পিত বস্তুমাত্র; প্রাকৃত জীবের চিত্তবৃত্তিরূপে কল্পিত বলিয়া তাহা পরিমিত, অনিত্য এবং স্বরূপতঃ আনন্দরূপত্বহীন। কবি তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার বলে রত্যাদি রসোপকরণে অপূর্ব সৌন্দর্য্য দান করেন বলিয়াই তাহা সহৃদয় সামাজিকের আস্বাদ্য হয়। ভগবৎ-প্রীতি কিন্তু কেবল কবিপ্রতিভার সৃষ্টি নহে; ইহা নিত্যসিদ্ধ, স্বরূপতঃ আনন্দময়)। (প্রাকৃত বা লৌকিকী রতির মতন) ভগবৎ-প্রীতি ভয়াদিদ্বারাও অবচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না; শ্রীপ্রহ্লাদাদিই তাঁহার প্রমাণ (ভগবানে প্রহ্লাদের প্রীতি ছিল বলিয়া তাঁহার পিতা ভগবদ্‌বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে, হিংস্রজন্তুর মুখে, হস্তিপদতলে, বিষধরের মুখে, উচ্চপর্ব্বতাদি হইতে ভূতলে, নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-সমস্ত ভয়ের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও প্রহ্লাদের ভগবদ্‌বিষয়া প্রীতি কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই)। লোকভয়, ধর্ম্মভয়, গুরুগঞ্জনাদির ভয়ও ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণপ্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। মৃত্যুর পরে জন্মান্তরাদিতেও যে ভগবৎ-প্রীতির অবচ্ছেদ হয় না, শ্রীবৃত্র-গজেন্দ্রাদি এবং শ্রীভরতমহারাজই তাহার প্রমাণ (শ্রীবৃত্রাসুর পূর্বজন্মে ছিলেন চিত্রকেতু-নামক রাজা; তখনই ভগবানে তাঁহার প্রীতির উদয় হয়। পরে শ্রীপার্বতীর শাপে তিনি বৃত্রনামক অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; তথাপি তাঁহার ভগবৎপ্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্রীগজেন্দ্র পূর্বজন্মে ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন-নামক রাজা; সেই সময়েই তাঁহার ভগবৎ-প্রীতির উদয় হয়। অগস্ত্যের শাপে হস্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। রাজর্ষি ভরত যে ভগবৎ-প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী মৃগজন্মে এবং তাহারও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-দেহে জন্মেও তাঁহার সেই প্রীতি নষ্ট হয় নাই)। অধিক বলার কি প্রয়োজন? ব্রহ্মানন্দদ্বারাও যে ভগবৎ-প্রীতি অচ্ছেদ্যা থাকে, শ্রীশুকদেবাদিতেই তাহা প্রসিদ্ধ আছে (যে ব্রহ্মানন্দ আপনাকে

পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দেয়, সেই ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়াও শ্রীশুকদেবের ভগবৎ-প্রীতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ব্রহ্মানন্দকে উপেক্ষা করিয়াও তিনি ভগবৎ-প্রীতিরসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন)।"

উল্লিখিত উক্তি এবং পরমভাগবতদিগের উদাহরণ হইতে জানা যায়—ভক্তচিত্তের ভগবৎ-প্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, এতাদৃশ কোনও বিঘ্ন কোথাও নাই। সুতরাং লৌকিক-রতিসম্বন্ধে যে-সমস্ত অন্তরায় আছে, ভগবৎ-প্রীতিসম্বন্ধে সে-সমস্ত অন্তরায় কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। ভগবৎ-প্রীতির অপ্রাকৃতত্ব, নিত্যত্ব, সত্যত্ব এবং আনন্দরূপত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ভগবৎ-প্রীতি যে লৌকিকত্বাদি-দোষবর্জিত, তাহাই জানা গেল। এইরূপে জানা গেল—ভগবৎ-প্রীতি হইতেছে লৌকিকী রতি হইতে সর্বতোভাবে বিলক্ষণ। এতাদৃশী প্রীতি ভগবানে এবং তাঁহার পরিকরগণে নিত্য বিরাজিত ; সুতরাং অনুকূল বিভাবাদির যোগে তাঁহাদের মধ্যে যে বিশেষভাবেই রসোদয় হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যে তাঁহারাই অনুকার্য্য (প্রাচীন নায়ক-নায়িকাদি)। এইরূপে দেখা গেল, ভগবদ্‌বিষয়ক নাট্যে অনুকার্য্যেও রসোদয় হইয়া থাকে।

আবার, গৌড়ীয় আচার্য্যগণ বলেন, ভগবদ্‌বিষয়ক নাট্যে অনুকর্ত্তারও ভক্ত হওয়া প্রয়োজন ; অন্যথা তিনি অনুকার্য্যের অনুকরণে অসমর্থ হইবেন। ভগবানের কৃপায়, ভগবৎ-প্রীতির অচিন্ত্য প্রভাবে, অনুকার্য্যগত পরিপূর্ণ রসও অনুকর্ত্তাতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে ; সুতরাং ভগবদ্‌বিষয়ক নাট্যে অনুকর্ত্তাতেও রসোদয় হইয়া থাকে। ভক্ত-অনুকর্ত্তার অভিনয়কৌশল কেবল শিক্ষা হইতে প্রাপ্ত নহে ; অনুকর্ত্তার চিত্তস্থিত ভক্তিই তাহার অচিন্ত্যশক্তিতে অনুকর্ত্তৃদ্বারা অভিনয় প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীবাসপণ্ডিত-হরিদাসঠাকুরাদির দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করাইয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীবাস-হরিদাসাদি কোনওরূপ শিক্ষারই অভ্যাস করেন নাই ; অথচ তাঁহাদের অভিনয় সর্ব্বচিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

ভগবদ্‌বিষয়ক নাট্যের সামাজিকগণও ভক্ত। ভক্তির কৃপায় তাঁহাদের চিত্তেও অনুকার্য্যগত বা অনুকর্ত্তৃগত রসের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাঁহারাও রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন।

এইরূপে দেখা গেল—ভগবদ্‌বিষয়ক নাট্যে অনুকার্য্য, অনুকর্ত্তা এবং সামাজিক সকলের মধ্যেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী ১৭০ খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বলাবাহুল্য, এ-স্থলে অনুকার্য্য বলিতে প্রাচীন নায়ক-নায়িকাদিকেই (ভগবান্‌ ও তাঁহার পরিকরবৃন্দ—সাক্ষাদ্‌ভাবে যাঁহারা লীলার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকেই) বুঝাইতেছে। নাট্যে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত লীলাই বর্ণিত হয় এবং নাট্যের অভিনয়-কালে তাঁহাদিগকেই অনুকার্য্য বলা হয়।

১৬৮। অলৌকিক শ্রব্যকাব্যে রস নিষ্পত্তির পাত্র

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে অলৌকিক (অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ক) শ্রব্যকাব্যে রসনিষ্পত্তির স্থানের কথাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"শ্রব্যকাব্যেষ্বপি বর্ণনীয়-বর্ণক-শ্রোতৃভেদেন যথাযথং বোদ্ধব্যঃ। কিঞ্চাত্র প্রায়স্তদপেক্ষা রত্যঙ্কুরবতামেব। প্রেমাদিমতান্তু যথাকথঞ্চিৎ স্মরণমপি তত্র হেতুঃ। যেষাং যড়্জাদিময়স্বরমাত্রমপি তত্র হেতুর্ভবতি ॥১১১॥

—শ্রব্যকাব্যেও বর্ণনীয় বিষয়, বর্ণক (কথক) ও শ্রোতা যথাযোগ্য হইলে রসোদয় হইতে পারে। কিন্তু এ-স্থলে, যাঁহারা রত্যঙ্কুরবান্, প্রায়শঃ তাঁহাদের পক্ষেই কাব্য-শ্রবণাদির অপেক্ষা। যাঁহারা প্রেমাদিমান্, তাঁহাদের পক্ষে সেই অপেক্ষা নাই; যথাকথঞ্চিৎ ভগবৎ-স্মৃতিই তাঁহাদের রসোদয়ের হেতু হইয়া থাকে; অধিক আর কি বক্তব্য—ষড়্জাদি সপ্তস্বরের আলাপ মাত্রও তাঁহাদের রসোদয়ের হেতু হইয়া থাকে।"

তাৎপর্য্য। "রত্যঙ্কুরবতাম্ – রত্যঙ্কুরবান্" এবং "প্রেমাদিমতাম্ – প্রেমাদিমান্"— এই শব্দদ্বয় হইতেই বুঝা যায়, শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে ভগবদ্‌বিষয়ক শ্রব্যকাব্যের কথাই বলিয়াছেন। রসোদয়ের জন্য এই তিনেরই (অর্থাৎ কাব্যের, কথকের এবং শ্রোতার) যথাযোগ্য (রসোদয়ের উপযোগী) হওয়া আবশ্যক। কাব্যের যোগ্যতা হইতেছে এই যে—কাব্যে ধ্বনি, রস, অলঙ্কারাদি থাকিবে এবং কাব্য হইবে নির্দোষ। মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি এবং বৈষ্ণব-মহাজনদের পদাবলীরূপ গীতি-কাব্যও হইতেছে এতাদৃশ যোগ কাব্য। বর্ণকের (অর্থাৎ কথকের বা গায়কের) যোগ্যতা হইতেছে এই যে, তিনিও ভক্ত হইবেন (সর্ব্ববিধ অনর্থ-নিবৃত্তির পরে যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তিনিই ভক্ত; বক্তা বা গায়ক এতাদৃশ ভক্ত হইবেন); নচেৎ তিনি কাব্যকথিত বিষয় শ্রোতাদের নিকটে প্রকট করিতে পারিবেন না। কাব্যবর্ণিত রসের অনুভব যাঁহার হয় না, তিনি সেই রসকে শ্রোতাদের নিকটে প্রকাশ করিতে পারেন না; ভক্তব্যতীত অপর কেহই ভক্তিরসের অনুভব পাইতে পারেন না; এজন্য কথক বা গায়কের ভক্ত হওয়া প্রয়োজন। কথকে বা গায়কেও রসোদয় হইয়া থাকে; নিজের অনুভূত রসই তিনি উদ্‌গীরিত করেন। শ্রোতার পক্ষেও তাদৃশ ভক্ত হওয়া প্রয়োজন; নচেৎ, তিনি বক্তার বা গায়কের উদ্‌গীরিত রসের অনুভব লাভ করিতে পারিবেন না; ভক্তিই ভক্তিরসের অনুভব জন্মায়।

এইরূপে দেখা গেল—যোগ্য বক্তা বা যোগ্য গায়ক এবং যোগ্য শ্রোতা-উভয়ের মধ্যেই রস-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ভক্তির আবির্ভাবের ভেদে ভক্তেরও রকম-ভেদ আছে। যাঁহার চিত্তে রত্যঙ্কুর বা প্রেমাঙ্কুরের মাত্র উদয় হয়, তিনিও ভক্ত; আবার সেই রত্যঙ্কুর গাঢ়তা লাভ করিয়া যাঁহাদের চিত্তে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়াদি অবস্থা লাভ করে, তাঁহারাও ভক্ত। যাঁহাদের চিত্তে রত্যঙ্কুরমাত্র উদিত হইয়াছে, কিন্তু সেই রত্যঙ্কুর প্রেমাদি অবস্থা লাভ করে নাই, রসোদয়ের জন্য যোগ্য বক্তার বা গায়কের মুখে ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যের শ্রবণ তাঁহাদের পক্ষে প্রায়শঃ অত্যাবশ্যক। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে প্রেমাদি আবির্ভূত হইয়াছে, কাব্যাদি-শ্রবণের অপেক্ষা তাঁহাদের নাই; অর্থাৎ রসোদয়ের জন্য কাব্যাদির শ্রবণ

তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। যে কোনও রূপে ভগবানের কথা মনে পড়িলেই তাঁহাদের চিত্তে রসোদয় হয় এবং তাঁহারা রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। এমন কি,—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি-এই সপ্তস্বরের (যাহার কোনও অর্থবোধ হয়না, তাহার) শ্রবণ বা গান মাত্রেই তাঁহাদের চিত্তে রসোদয় হইয়া থাকে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ইহার সমর্থক নারদ-প্রহ্লাদাদির উদাহরণও দিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে নারদসম্বন্ধে শ্রীল শুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন,

স্বরব্রহ্মণি নির্ভাতহৃষীকেশপদাম্বুজে।
অখণ্ডং চিত্তমাবেশ্য লোকাননুচরন্মুনিঃ ॥৬।৫।২২॥

—দেবর্ষি নারদ স্বরব্রহ্মে (ষড়্‌জাদি গানে) সাক্ষাৎকৃত হৃষীকেশ ভগবানের চরণকমলে আপনার মনকে সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে নানা লোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।”

বীণাযন্ত্রে উচ্চারিত ষড়্‌জাদিময় স্বরের প্রভাবেই নারদ স্বীয় চিত্তে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎকৃত ভগবানের চরণকমলে স্বীয় চিত্তকে সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট করিয়া তিনি ভক্তিরসের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন।

ক। বিভাবাদি সামগ্রীচতুষ্টয়ের কোনও কোনওটীর অবিদ্যমানতাতেও রসনিষ্পত্তি হইতে পারে

প্রশ্ন হইতে পারে—বিভাবাদির যোগেই স্থায়িভাব ভগবদ্রতি রসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবানের স্মৃতিমাত্রে বা সপ্তস্বর-গানমাত্রে যাঁহাদের চিত্তে রসোদয় হয় বলিয়া বলা হইল, তাঁহাদের চিত্তে যে স্থায়িভাব ভগবৎ-প্রীতি আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য. কিন্তু সেই প্রীতিকে রসাবস্থা দান করার উপযোগী বিভাবাদি কোথা হইতে আইসে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—“ততঃ প্রেমাদিভাব এব তেষু সর্বাং সামগ্রীমুদ্‌ভাবয়তি ॥—প্রেমাদি ভাবই তাদৃশ ভক্তগণের (বিভাবাদি) সমস্ত রসসামগ্রী উদ্‌ভাবিত করিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীপ্রহ্লাদ। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, প্রহ্লাদের প্রসঙ্গে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

“ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ। ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্‌গায়তি ক্বচিৎ ॥
নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ। ক্বচিত্তদ্‌ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ। অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥

—শ্রীভা, ৭।৪।৩৯—৪১॥

—শ্রীভগবানের চিন্তায় কখনও বা প্রহ্লাদের চেতনা ক্ষুভিত হইত ; তাহার ফলে তিনি রোদন করিতেন। ভগবানের চিন্তায় আনন্দের উদয় হইলে কখনও বা তিনি হাস্য করিতেন, কখনও বা উচ্চস্বরে গান করিতেন। ভগবদ্দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া কখনও বা তিনি চীৎকার করিতেন ; কখনও বা নির্লজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন। কখনও বা প্রগাঢ়-ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় হইয়া ভগবানের চেষ্টার অনুকরণ করিতেন। কখনও বা ভগবৎ-সংস্পর্শ অনুভব করিয়া আনন্দিত হইতেন এবং পুলক-

পূর্ণ দেহে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। কখনও বা অচল (স্থির) প্রণয়জনিত আনন্দে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া নিমীলিত হইত।”

এই উদাহরণে দেখা যায়—বিষয়ালম্বনবিভাব ভগবান্, নৃত্যরোদনাদি অনুভাব, অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব এবং হর্ষাদি (আনন্দাদি) ব্যভিচারী ভাব—প্রহ্লাদের স্থায়িভাব ভগবৎ-প্রীতির প্রভাবে সমস্ত রসসামগ্রীই উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—“লৌকিকরসজ্ঞৈরপি হীনাঙ্গত্বেঽপি তত্তদঙ্গ-সমাক্ষেপাদ্রসনিষ্পত্তিরভিমতা ॥১১১॥—হীনাঙ্গ হইলেও (অর্থাৎ রসনিষ্পত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের মধ্যে কোনও সামগ্রীর অভাব থাকিলেও) তত্তদঙ্গদ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া (অর্থাৎ যে-সমস্ত সামগ্রী বর্ত্তমান আছে, তাহাদের দ্বারা অবিদ্যমান সামগ্রীও আকৃষ্ট হইয়া) রসনিষ্পত্তি করিয়া থাকে—ইহা লৌকিক রসজ্ঞগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।” শ্রীজীবপাদের এই উক্তির ধ্বনি এই যে—লৌকিক রসেও যখন কোনও অঙ্গের অভাব থাকিলে রসনিষ্পত্তি সম্ভব বলিয়া লৌকিক রসজ্ঞগণও স্বীকার করেন, তখন অলৌকিক (অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধীয়) রসে বিভাবাদি বিদ্যমান না থাকিলেও ভক্তের ভগবৎ-প্রীতির অচিন্ত্য প্রভাবে সমাকৃষ্ট হইয়া তাহারা যে আবির্ভূত হইতে পারে এবং আবির্ভূত হইয়া স্থায়িভাবের সহিত মিলিত হইয়া যে রসনিষ্পত্তি করিতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহের কি অবকাশ থাকিতে পারে?

(১) লৌকিক-রসবিদ্‌গণের অভিমত

রতির সঙ্গে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারি ভাবের মিলন হইলেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে; এই চারিটী সামগ্রীর সকলগুলি বিদ্যমান না থাকিলেও যে, কেবলমাত্র একটী বা দুইটী বিদ্যমান থাকিলেও যে, রসনিষ্পত্তি হইতে পারে, একথা যে লৌকিক-রসবিদ্‌গণও স্বীকার করেন, সাহিত্যদর্পণে তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। সাহিত্যদর্পণ বলেন,

“সদ্ভাবশ্চেদ্ বিভাবাদের্দ্বয়োরেকস্য বা ভবেৎ।
ঝটিত্যন্যসমাক্ষেপে তদা দোষো ন বিদ্যতে॥৩।১৭॥

—বিভাবাদি সামগ্রী-চতুষ্টয়ের দুইটীর বা একটীর সদ্ভাব (বিদ্যমানতা) যদি থাকে (অন্য সামগ্রী-গুলির সদ্ভাব যদি না থাকে, তাহা হইলেও), তখন ঝটিতি অন্য (অবিদ্যমান) সামগ্রীগুলির সমাক্ষেপ হয় বলিয়া (রসনিষ্পত্তি-বিষয়ে) কোনও দোষ থাকে না।”

যে দুইটী বা একটী সামগ্রী বিদ্যমান থাকে, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াই যে রতি রসে পরিণত হয়, তাহা নহে; বিদ্যমান সামগ্রীগুলির দর্শনে বা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ অবিদ্যমান সামগ্রীগুলিও সমাক্ষিপ্ত বা ব্যঞ্জিত হইয়া থাকে; তাহাতে সামগ্রীচতুষ্টয়েরই বিদ্যমানতা সিদ্ধ হয়; তখন তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া রতি রসরূপে পরিণত হয়।

১৬৯। লৌকিক কাব্যে রসাস্বাদন-পদ্ধতি

লোকের চিত্তে সাধারণতঃ মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিনটী গুণের ধর্ম্ম বিরাজমান। রজঃ ও তমঃ হইতেছে কাম-লোভাদির মূলীভূত কারণ। রজোগুণ চিত্তবিক্ষেপ জন্মায়; তমোগুণ অজ্ঞান জন্মায়। চিত্তে এই দুইটী গুণের প্রাধান্য থাকিলে চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না, অভিনিবেশ-পূর্ব্বক কোনও বিষয়ের অনুধাবনও করা যায় না। কাব্যরসবিদ্‌গণের মতে, অলৌকিক কাব্যার্থের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিতে করিতেই রজস্তমোগুণদ্বয় অভিভূত হয় এবং সত্ত্বের উদ্রেক হয়। সত্ত্বগুণ চিত্তকে চঞ্চল করে না, ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বহির্ব্যাপারে চিত্তকে চালিত করে না। "বাহ্যমেয়বিমুখতাপাদকঃ কশ্চনান্তরো ধর্ম্মঃ সত্ত্বম্। তস্যোদ্রেকঃ রজস্তমসো অভিভূয়াবির্ভাবঃ। অত্র চ হেতুস্তথাবিধা-লৌকিককাব্যার্থপরিশীলনম্॥ সাহিত্যদর্পণ ॥৩।২॥" সামাজিকের চিত্তে রজস্তমোবিহীন সত্ত্বের (মায়িক সত্ত্বের) উদ্রেক হইলেই রসাস্বাদন সম্ভব হয়।

সামাজিক কিরূপে রসের আস্বাদন করেন? "স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ সাহিত্য-দর্পণ ॥৩।২॥" অর্থাৎ লোকের দেহ (আকার) নিজের স্বরূপ (জীবাত্মা) হইতে ভিন্ন হইলেও যেমন দেহের স্থূলতায় লোক মনে করে "আমি স্থূল", দে র রোগে মনে করে "আমার রোগ হইয়াছে"-ইত্যাদি, দেহ ও দেহীকে যেমন অভিন্ন মনে করে, তদ্রূপ (স্বাকারবৎ) অভিন্নত্বের জ্ঞানে (জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-ভেদ মনে না করিয়া) সামাজিক রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। "স্বাকারবদিতি। যথা স্বস্মাদ্-ভিন্নোহপি স্বদেহঃ, অহং স্থূল ইত্যাদি ভেদোল্লেখাভাবেন প্রতীয়তে, তথা রসোঽপি জ্ঞাতৃজ্ঞানভেদো-ল্লেখাভাবেনাস্বাদ্যত ইত্যর্থঃ॥ টীকায় শ্রীল রামচরণতর্কবাগীশ॥"

রস এবং রসের আস্বাদন—একই অভিন্ন বস্তু; কেবল উপচার-বশতঃই—"রস আস্বাদন করে"-এইরূপ ভেদের উল্লেখ করা হয়।

বাহ্যবিষয় হইতে যাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, সেই সমাধিপ্রাপ্ত যোগী যেমন ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ প্রাক্তন শুভাদৃষ্টবশতঃ পুণ্যবান্ লোকই রস-সন্ততির (অর্থাৎ চিত্তচমৎকারকারী অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রবাহরূপ রসের) আস্বাদন করিয়া থাকেন। সাহিত্যদর্পণের "সত্ত্বোদ্রেকাদ্....লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥" ইত্যাদি ৩।২-শ্লোক-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"কৈশ্চিদিতি প্রাক্তনপুণ্যশালিভিঃ; যদুক্তম্—'পুণ্যবন্তঃ প্রমিণন্তি যোগিবদ্ রসসন্ততিম্। ইতি॥" (সম্পূর্ণ শ্লোক এবং তাহার তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী ১৭১ ক অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে নাট্যের অভিনয়-দর্শনের, কিম্বা শ্রব্যকাব্যের শ্রবণের, ফলে বিভাবাদি তাঁহার, বা তাঁহার চিত্তের, সাক্ষাতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তখন রতি-বিভাবাদির সাধারণীকরণ হয়। অভিনীত বা শ্রুত বিষয়ে গাঢ় অভিনিবেশবশতঃ সামাজিকের মনে এইরূপ ভাব জাগ্রত হয় যে—রতি এবং বিভাবাদি তাহাদের ব্যষ্টিগতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া নৈর্ব্যষ্টিক হইয়া গিয়াছে,

রামচন্দ্রবিষয়ক কাব্যের অভিনয়-দর্শনে সামাজিক মনে করেন—রামচন্দ্র আর রামচন্দ্র নহেন, তিনি পুরুষমাত্র, সীতা আর জনক-নন্দিনী সীতা নহেন, তিনি নারীমাত্র; রামচন্দ্রের সীতাবিষয়া রতি যেন হইয়া পড়িয়াছে পুরুষের নারীবিষয়া রতি; সীতার রামচন্দ্রবিষয়া রতি হইয়া পড়িয়াছে নারীর পুরুষ-বিষয়া রতি, ইত্যাদি। উদ্দীপন বিভাবাদিও তাহাদের স্থানাদিগত বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিয়া বৈশিষ্ট্যহীন—সাধারণ—হইয়া পড়ে। ইহাই রতি-বিভাবাদির সাধারণীকরণ। এইরূপ সাধারণীকরণের প্রভাবে সামাজিকও নিজেকে রামাদির সহিত এবং নিজের রতিকে রামাদির রতির সহিত অভিন্ন মনে করেন—"আমি রাম, সীতাবিষয়ক রতিমান্", অথবা "আমি সীতা, রামবিষয়ে রতিমতী"-ইত্যাদি মনে করেন। তাহার ফলে রামাদির আচরণকেও নিজের আচরণ মনে করেন—"আমিই রাবণের নিগ্রহ করিতেছি", হনুমানের সহিত অভেদ-মনন হইলে "আমিই সমুদ্র-লঙ্ঘন করিতেছি"—ইত্যাদি মনে করেন।

ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।
তৎপ্রভাবেণ যস্যাসন্ পাথোধিপ্লবনাদয়ঃ।
প্রমাতা তদভেদেন স্বাত্মানং প্রতিপদ্যতে॥ সাহিত্যদর্পণ।৩।১০॥

তখন সাধারণীকৃত বিভাবাদির সহিত মিলনে সাধারণীকৃতা রতি যে রসে পরিণত হয়, সামাজিকের চিত্তে সেই রসের সাক্ষাৎকার হয়, সামাজিক রসাস্বাদন করেন।

লৌকিক-রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে ইহাই হইতেছে সাধারণভাবে সামাজিকের রসাস্বাদন-পদ্ধতি।

১৭০। অলৌকিক কাব্যে রসাস্বাদন-পদ্ধতি

লৌকিক-রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ অলৌকিক বা ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যে রসাস্বাদন-পদ্ধতি-সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই; কেননা, তাঁহারা ভগবদ্‌বিষয়া রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না (পরবর্ত্তী ১৭২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। গৌড়ীয় আচার্য্যগণ ভাগবতী রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন এবং ভগবদ্‌বিষয়ক রসের আস্বাদন-পদ্ধতি-সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। অলৌকিক কাব্য দুই রকমের—শ্রব্য এবং দৃশ্য। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভের আনুগত্যে এই দুই রকম কাব্যে রসাস্বাদন-পদ্ধতি পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতেছে।

ক। শ্রব্যকাব্যে

শ্রব্যকাব্যের শ্রোতা দ্বিবিধ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একমাত্র ভক্তই ভগবৎ-প্রীতিরস আস্বাদনের যোগ্য। ভগবৎ-প্রীতিরসিক ভক্ত দুই রকমের—লীলান্তঃপাতী এবং লীলান্তঃপাতিতাভিমানী। "কিঞ্চ ভগবৎ-প্রীতি-রসিকা দ্বিবিধাঃ; তদীয়লীলান্তঃপাতিনস্তদন্তঃপাতিতাভিমানিনশ্চ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১১॥"

ভগবৎ-পরিকরগণই হইতেছেন ভগবল্লীলান্তঃপাতী ভগবৎ-প্রীতিরসিক ভক্ত। তাঁহারা প্রেমাদিমান্—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগাদি সান্দ্র প্রেমস্তরসমূহ তাঁহাদের চিত্তে নিত্য বিরাজিত। পূর্ব্বকথিত প্রকারে, অর্থাৎ ভগবৎ-স্মৃতিমাত্রে, এমন কি ষড়্‌জাদিময় স্বরমাত্রেই, আপনা-আপনিই তাঁহাদের চিত্তে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। "তত্র পূর্ব্বেষাং প্রাক্তনযুক্ত্যা স্বত এব সিদ্ধো রসঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥" সুতরাং তাঁহাদের রসাস্বাদনও আপনা-আপনিই হইয়া থাকে।

যাঁহারা বাস্তবিক লীলাপরিকর নহেন, অথচ নিজেদিগকে লীলাপরিকর বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা হইতেছন লীলান্তঃপাতিতাভিমানী। স্বীয় ভাবানুকূল অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহেই এইরূপ অভিমান সম্ভবপর হয়, যথাবস্থিত দেহে নহে; কেননা, সাধকের যথাবস্থিত দেহ স্বীয় অভীষ্ট-সেবার অনুকূল নহে। যেমন, কান্তাভাবের সাধকভক্ত অন্তশ্চিন্তিত মঞ্জরীদেহেই কোনও নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় সেবা করিতেছেন বলিয়া চিন্তা করেন; যথাবস্থিত দেহে সেবা করিতেছেন বলিয়া চিন্তা করেন না, তদ্রূপ চিন্তার বিধানও নাই। অন্যান্য ভাবের সাধকভক্ত-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। সুতরাং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহেই সাধকভক্ত নিজেকে লীলান্তঃপাতী বলিয়া অভিমান করেন।

এইরূপ লীলান্তঃপাতিতাভিমানী প্রীতিরসিকদের গতি দুই রকমের—স্বীয় অভীষ্ট ভগবল্লীলান্তঃ-পাতী পরিকরদের সহিত ভগবচ্চরিত-শ্রবণাদিদ্বারা যাঁহাদের রসোদয় হয়, তাঁহাদের এক রকম গতি এবং ভগবানের মাধুর্য্যশ্রবণাদিদ্বারা যাঁহাদের রসোদয় হয়, তাঁহাদের এক রকম গতি। "উত্তরেষান্তু দ্বিবিধা গতিঃ। তত্তল্লীলান্তঃপাতিসহিত-ভগবচ্চরিতশ্রবণাদিনৈকা। ভগবন্মাধুর্য্যশ্রবণাদিনা চান্যা॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১১॥"

(১) ভগবচ্চরিত্রশ্রবণকারী লীলান্তঃপাতিতাভিমানী শ্রোতার রসাস্বাদন

উল্লিখিত দুই শ্রেণীর প্রীতিরসিকদের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর (অর্থাৎ যাঁহারা ভগচ্চরিত্র-শ্রবণদ্বারা রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের) রসাস্বাদন-পদ্ধতির কথা বলা হইতেছে।

যাঁহাদের সহিত লীলার কথা শ্রবণ করা হয় (অর্থাৎ শ্রব্যকাব্যে কথকের মুখে, অথবা গীতিকাব্যে গায়কের মুখে ভগবানের যে লীলার কথা শ্রবণ করা হয়, যে-সমস্ত পরিকরের সহিত ভগবান্ সেই লীলা করিয়াছেন), তাঁহারা তিন রকমের হইতে পারেন—শ্রোতা সামাজিকের সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট, ভিন্নবাসনাবিশিষ্ট এবং বিরুদ্ধ-বাসনাবিশিষ্ট। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ ভাবের পরিকরদের সহিত ভগবান্ লীলা করিয়া থাকেন। যে লীলার কথা শ্রবণ করা হয়, সেই লীলার পরিকরের যে ভাব, শ্রোতা সামাজিকেরও যদি সেই ভাবই হয়, তাহা হইলে সামাজিক হইবেন পরিকরের সহিত সমবাসনা-বিশিষ্ট। পরিকরের ভাব হইতে সামাজিক শ্রোতার ভাব যদি ভিন্ন হয়—যেমন পরিকর যদি দাস্যভাব-বিশিষ্ট হয়েন এবং শ্রোতা যদি সখ্যভাববিশিষ্ট হয়েন—তাহা হইলে শ্রোতা এবং পরিকর হইবেন পরস্পর ভিন্ন-বাসনাবিশিষ্ট। আর, তাঁহাদের ভাব যদি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা হইবেন বিরুদ্ধবাসনাবিশিষ্ট। যেমন, বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও

ভয়ানক হইতেছে মধুর ভাবের বিরুদ্ধ। যদি মধুর ভাবের লীলার কথা শ্রবণ করা হয়, তাহাহইলে সেই লীলার পরিকরগণ হইবেন মধুর বা কান্তাভাববিশিষ্ট ; শ্রোতা যদি বাৎসল্যভাবশিষ্ট, বা শান্তভাব-বিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে পরিকরগণ এবং শ্রোতা হইবেন পরস্পর বিরুদ্ধ ভাববিশিষ্ট।

যে-লীলার কথা শ্রবণ করা হয়, সেই লীলার অন্তঃপাতী পরিকর যদি সামাজিক শ্রোতার সমবাসনাবিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে সদৃশ ভাব নিজেই তাদৃশত্বাভিমানী রসিকভক্তে সেই লীলান্তঃপাতী পরিকরবিশেষের বিভাবাদির সাধারণীকরণ করে, অর্থাৎ পরিকর ও সামাজিক-উভয়ের বিভাবাদির সাধারণীকরণ হয়। "যদি সমানবাসনস্তল্লীলান্তঃপাতী ভবেৎ, তদা স্বয়ং সদৃশো ভাবএব তস্য তল্লীলান্তঃ-পাতিবিশেষস্য বিভাবাদিকং তাদৃশত্বাভিমানিনি সাধারণীকরোতি॥ প্রীতিসন্দর্ভেঃ ॥১১১॥" এতাদৃশ সাধারণীকরণের কথা সাহিত্যদর্পণেও দৃষ্ট হয়। "পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ। তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥ ৩।১২॥—পরের (অনুকার্য্যের, বা লীলাপরিকরের)? না, পরের নহে। আমার (সামাজিকের)? না, আমার নহে। রসাস্বাদবিষয়ে বিভাবাদির পরিচ্ছেদ নাই।" সাহিত্যদর্পণের এই উক্তি হইতে জানা গেল—রসিক সামাজিক বিভাবাদিকে পরেরও মনে করিতে পারেন না, নিজেরও মনে করিতে পারেন না। সেই সময়ে তাঁহার এমনই এক তন্ময়তা জন্মে যে, তিনি মনে করেন—কাব্যকথিত ব্যাপার যেন তাঁহার সম্বন্ধেই ঘটিতেছে ; আবার তাঁহার আত্মস্মৃতি বিলুপ্ত হয় না বলিয়া, সেই ব্যাপার যে তাঁহার নহে, এইরূপ প্রতীতিও তাঁহার থাকে। ইহাই হইতেছে সাধারণীকরণ।

তাৎপর্য্য বোধহয় এইরূপ। সামাজিক মনে করেন—অন্তশ্চিন্তিত দেহে তিনিও শ্রুত-লীলায় পরিকররূপে অবস্থিত আছেন। তখন তাঁহার স্বীয় চিত্তস্থিত ভগবৎ-প্রীতির প্রভাবে তাঁহার সমবাসনাবিশিষ্ট পরিকরের বিভাবাদি তাঁহাতে সাধারণীকৃত হয় ; তাহার ফলে তাঁহার চিত্তস্থিত ভগবৎ-প্রীতি রসরূপে পরিণত হয়। অন্তশ্চিন্তিত দেহের চিন্তায় তিনি তন্ময়তা লাভ করেন বলিয়া অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত দেহের সহিত নিজের তাদাত্ম্য বা অভেদমনন করেন বলিয়া অন্তশ্চিন্তিত দেহের রসানুভূতি তাঁহার নিজের যথাবস্থিত দেহের রসানুভূতিতেই পর্য্যবসিত হয়।

আর লীলান্তঃপাতী পরিকর এবং সামাজিক শ্রোতা যদি ভিন্নবাসনা-বিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবসমূহের প্রায়শঃই সাধারণ্য হইয়া থাকে; তাহার ফলে শ্রোতা সামাজিকের ভাবের উদ্দীপনমাত্র হয় ; কিন্তু রসোদয় হয় না, অর্থাৎ শ্রোতা সামাজিকের ভগবৎ-প্রীতি উদ্দীপিত হয় বটে, কিন্তু রসে পরিণত হয় না। "যদি তু বিলক্ষণবাসনস্তদা বিভাবানাং সঞ্চারিণামনুভাবানাঞ্চ প্রায়শ এব সাধারণ্যং ভবতি। তেন তদ্ভাববিশেষস্যোদ্দীপনমাত্রং স্যাৎ, ন তু রসোদয়ঃ।" এ-স্থলে, বিভাবাদি সামাজিকের প্রীতির প্রতিকূল না হইলেও অনুকূল নহে বলিয়া তাঁহাদের ভগবৎ-প্রীতির সহিত বিভাবাদির সংযোগ হয় না, এজন্য সেই প্রীতি রসে পরিণত হইতে পারে না।

আবার, লীলান্তঃপাতী পরিকর এবং সামাজিক শ্রোতা যদি বিরুদ্ধ-বাসনাবিশিষ্ট হয়েন— যেমন পরিকর যদি বাৎসল্যভাবময় এবং সামাজিক যদি মধুরভাববিশিষ্ট হয়েন—তাহাহইলে বাৎসল্যাদি দর্শনে সামাজিকের প্রীতিসামান্যের (শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ভক্তমাত্রেরই যে সাধারণ-প্রীতি আছে, তাহার) উদ্দীপন হয়, কিন্তু ভাববিশেষের (সামাজিকের যে ভাব, সেই ভাবের) উদ্দীপন হয় না, রসোদ্বোধও জন্মেনা। "যদি তু বিরুদ্ধবাসনঃ স্যাৎ, যথা বৎসলেন প্রেয়সী, তদাপি তস্য প্রীতিসামান্যস্য এব বাৎসল্যাদিদর্শনেনোদ্দীপনং ভবতি, ন ভাববিশেষস্য, ন চ রসোদ্বোধো জায়তে ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—যে-সকল লীলান্তঃপাতিতাভিমানী ভক্ত ভগবচ্চরিত্র শ্রবণাদি করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা লীলাপরিকর-বিশেষের সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট, তাঁহাদের পক্ষেই রসাস্বাদন সম্ভব ; কিন্তু যাঁহারা ভিন্নবাসনাবিশিষ্ট, বা বিরুদ্ধবাসনাবিশিষ্ট, তাঁহাদের পক্ষে কাব্যকথিত শ্রব্যলীলার শ্রবণে রসাস্বাদন সম্ভব নহে।

(২) ভগবন্মাধুর্য্যাদি-শ্রবণকারী লীলান্তঃপাতিতাভিমানী শ্রোতার রসাস্বাদন

এক্ষণে দ্বিতীয় শ্রেণীর সামাজিক ভক্তদের (অর্থাৎ যে-সকল লীলান্তঃপাতিতাভিমানী ভক্ত ভগবন্মাধুর্য্য-শ্রবণাদি করেন, তাঁহাদের) রসাস্বাদন-পদ্ধতির কথা বলা হইতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"অথোত্তরত্র শ্রীভগবান্মাধুর্য্যাদিশ্রবণাদৌ তত্তল্লীলান্তঃপাতিবৎ স্বতন্ত্র এব রসোদ্বোধ ইতি ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১॥—আর, উত্তরত্র (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ভক্তগণে (কথক বা গায়কের মুখে) শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদির কথা শ্রবণে, লীলান্তঃপাতী পরিকর ভক্তগণের মতন স্বতন্ত্রভাবেই রসোদ্বোধ হইয়া থাকে।"

শ্রব্যকাব্যে যে-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, সেই লীলার পরিকর ভক্তগণ সেই লীলাতেই বিদ্যমান। শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদি তাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবেই দর্শন করেন এবং বিভাব, অনুভাবাদিও সাক্ষাদ্ভাবেই সেই লীলায় বিরাজিত বলিয়া তাহাদের প্রভাবও তাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবেই অনুভব করেন। তাহার ফলে তাঁহাদের চিত্তস্থিত ভগবৎ-প্রীতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া অন্যনিরপেক্ষভাবেই রসে পরিণত হয় এবং সেই রস তাঁহারা অন্যনিরপেক্ষভাবেই আস্বাদন করিয়া থাকেন। যে-সকল লীলান্তঃপাতিতাভিমানী ভক্ত সেই লীলার কথা শ্রবণ করেন, অন্তশ্চিন্তিতদেহে তাঁহারাও সেই লীলায় পরিকররূপে উপস্থিত থাকেন বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদির কথা শ্রবণ করিয়া অন্তশ্চিন্তিতদেহে সেই মাধুর্য্যাদিও দর্শন করেন বলিয়া মনে করেন। অন্তশ্চিন্তিত দেহে তাঁহারাও নিজেদিগকে পরিকর বলিয়া মনে করেন বলিয়া, যে প্রণালীতে পরিকরগণ রসাস্বাদন করিয়াথাকেন, তাঁহারাও সেই প্রণালীতেই রসাস্বাদন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রব্যকাব্যের বক্তা বা গায়কও ভক্ত ; সুতরাং তাঁহাতেও রসোদয় হইতে পারে এবং তিনিও রসের আস্বাদন করিতে পারেন। রসাস্বাদকরূপে বক্তা বা গায়কও সামাজিকের তুল্য ; সুতরাং শ্রোতা সামাজিকের রসাস্বাদন-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, বক্তা বা গায়কের সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য।

খ। দৃশ্যকাব্যে

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—দৃশ্যকাব্যে অনুকার্য্য, অনুকর্ত্তা এবং সামাজিক—এই তিনেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, আনুকার্য্যেই মুখ্যরূপে রসোদয় হইয়া থাকে এবং অনুকার্য্য তাহার আস্বাদন করেন।

ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যে ভগবান্ এবং তাঁহার পরিকর ভক্তগণ এই—উভয়ই অনুকার্য্য; অনুকর্ত্ত-নটগণ ভগবানের আচরণেরও অনুকরণ করেন এবং পরিকরবর্গের আচরণেরও অনুকরণ করিয়া থাকেন।

অ। অনুকার্য্যে রসনিষ্পত্তি

কাব্যে যে লীলা বর্ণিত হয়, সেই লীলায় ভগবান্ নিজে এবং তাঁহার পরিকরবর্গ সাক্ষাদ্-ভাবে উপস্থিত থাকেন। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভাবও সাক্ষাদ্‌ভাবে, অকৃত্রিমরূপে বর্ত্তমান থাকে। রতি এবং বিভাবাদি সাক্ষাদ্‌ভাবেই পরস্পরের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। এইরূপে প্রভাবান্বিত বিভাবাদির মিলনে অনুকার্য্যের (অর্থাৎ মূল নায়ক-নায়িকাদির) মধ্যে রসোদয় হইয়া থাকে এবং অনুকার্য্য (অর্থাৎ মূল নায়ক-নয়িকাদি) তাহার আস্বাদন করেন।

করুণ বা শোকাদির রসত্ব

এক্ষণে অনুকার্য্যে রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে একটী আপত্তি হইতে পারে এই যে, বিয়োগাত্মক বা করুণরসাত্মক নাট্যে অনুকার্য্যে কিরূপে রস-নিষ্পত্তি সম্ভব হয়? বিয়োগাত্মক নাট্যে অনুকার্য্য থাকেন বিরহ-দুঃখে নিমগ্ন; তখন আস্বাদ-সুখময় রসের নিষ্পত্তি কিরূপে হইতে পারে? করুণ-রসাত্মক নাট্যে করুণ-রসের স্থায়িভাব হইতেছে শোক, অনুকার্য্য থাকেন শোকবিহ্বল অবস্থায়; সুতরাং অনুকার্য্যে কিরূপে করুণ-রস-নিষ্পত্তি সম্ভব হইতে পারে?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—“কিঞ্চ স্বাভাবিকা-লৌকিকত্বে সতি যথা লৌকিকরসবিদাং লৌকিকেভ্যোঽপি কাব্যসংশ্রয়াদলৌকিকশক্তিং দধানেভ্যো বিভাবাদ্যাখ্যাপ্রাপ্তকারণাদিভ্যঃ শোকাদাবপি সুখমেব জায়তে ইতি রসতাপত্তিস্তথৈবাস্মাভির্বিয়োগা-দাবপি মন্তব্যম্। তত্র বহিস্তদীয়বিয়োগময়দুঃখেঽপি পরমানন্দঘনস্য ভগবতস্তদ্ভাবস্য চ হৃদি স্ফূর্ত্তির্বিদ্যত এব। পরমানন্দঘনত্বঞ্চ তয়োস্ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ। ততঃ ক্ষুধাতুরাণামত্যুষ্ণমধুরদুগ্ধবন্ন তত্র রসত্বব্যাঘাতঃ। তদা তদ্ভাবস্য পরমানন্দরূপস্যাপি বিয়োগদুঃখনিমিত্তত্বং চন্দ্রাদীনাং তাপত্বমিব জ্ঞেয়ম্। তথা তস্য দুঃখস্য চ ভাবানন্দজন্তত্বাদায়ত্যাং সংযোগসুখপোষকত্বাচ্চ সুখান্তঃপাত এব। তথা তদীয়স্য করুণস্যাপি রসস্য সর্বজ্ঞবচনাদিরচিতপ্রাপ্ত্যাশাময়ত্বাৎ সংযোগবিশেষত্বাত্তত্র তথৈব গতিঃ সিদ্ধা। তদেবমনুকার্য্যে রসোদয়ঃ সিদ্ধঃ। স এব চ মুখ্যঃ॥১১১॥—আর কাব্যসংশ্রয়ে অলৌকিক-শক্তিসমন্বিত বিভাবাদি-আখ্যাপ্রাপ্ত কারণাদি লৌকিক-রসোপকরণসমূহ হইতে লৌকিক-রসবিদ্‌গণের শোকাদিতেও সুখ জন্মে—ইহাতে যেমন রসতাপত্তি সম্ভব হয়, তেমন ভগবৎ-প্রীতিরসে রসোপকরণসমূহ স্বভাবতঃ

অলৌকিক হওয়ায় বিয়োগাদিতেও অনুকার্য্য ও তাঁহার পরিকরগণমধ্যে রসোদ্বোধ মনে করিতে হইবে। তাহাতে কখনও বাহিরে শ্রীভগবানের বিয়োগদুঃখ বর্ত্তমান থাকিলেও হৃদয়ে পরমানন্দঘন ভগবান্ ও তাঁহার ভাবের স্ফূর্ত্তি নিশ্চয়ই থাকে। উভয়ই (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভাব প্রীতি নিজ নিজ স্বরূপনিষ্ঠ) পরমানন্দঘনত্ব ত্যাগ করিতে অসমর্থ ; এই জন্য ভগবৎ-প্রীতিতে বিয়োগাদিতেও পরমানন্দ থাকা সম্ভব। সেই কারণে ক্ষুধাতুরের অত্যুষ্ণ অথচ মধুর দুগ্ধান্নের মত বিয়োগে রসত্বের ব্যাঘাত ঘটেনা। যেমন, চন্দ্রের কিরণ স্বভাবতঃ শীতল হইলেও বিরহী তাহাতে সন্তপ্ত হয়, তেমন ভগবৎ-প্রীতি পরমানন্দরূপা হইলেও বিয়োগকালে তজ্জনিত দুঃখের হেতু হয়। তেমন আবার সেই দুঃখ ভাবানন্দ-জনিত এবং ভাবি-সংযোগসুখের পোষক হওয়ায়, তাহা সুখেরই অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ ভগবদ্বিষয়ক করুণরসও সর্বজ্ঞবচনাদি-রচিত প্রত্যাশাময় হওয়ায় এবং শেষভাগে সংযোগ বর্ত্তমান থাকায়, তাহাতে সেই প্রকার গতি (সুখান্তর্ভুক্ততা) সিদ্ধ হইতেছে। এই প্রকারে অনুকার্য্যে রসোদয় সিদ্ধ হইল। অনুকার্য্যে যে রসোদয়, তাহা মুখ্য।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল-গোস্বামি-মহোদয়-সংস্করণের অনুবাদ।”

উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইতেছে।

(১) প্রথমতঃ **বিরহ-দশায় রসনিষ্পত্তি**। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন ব্রজে নন্দ-যশোদাদি, বা শ্রীরাধা-ললিতাদি, সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকেন। তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিতে পারেন না ; শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রীতির স্বভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণচিন্তার গাঢ়তায় তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিও হইয়া থাকে; বাহিরে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন না বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্তে সর্বদা বিরাজমান। আবার, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রীতিও তাঁহাদের চিত্তে নিত্য বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন আনন্দস্বরূপ, পরমানন্দঘন ; তাঁহার এই পরমানন্দঘনত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত ; সুতরাং তাহা কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করেনা ; অগ্নির স্বরূপভূতা দাহিকাশক্তি যেমন কখনও অগ্নিকে ত্যাগ করেনা, তদ্রূপ। আবার, কৃষ্ণপ্রীতিও হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়া আনন্দরূপা ; কৃষ্ণপ্রীতির এই পরমানন্দরূপত্বও তাহার স্বরূপভূত—সুতরাং তাহা কখনও প্রীতিকে ত্যাগ করিতে পারে না। হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত পরমানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমানন্দস্বরূপা কৃষ্ণপ্রীতি তাঁহাদের চিত্তে বিরাজিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দশাতেও তাঁহাদের চিত্তে পরমানন্দ বিদ্যমান থাকে। “বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়।” অতিমধুর পায়সান্ন অত্যন্ত উষ্ণ হইলেও ক্ষুধাতুর ব্যক্তির নিকটে, অত্যুষ্ণতা সত্ত্বেও, যেমন পরম আস্বাদ্য বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখের জ্বালা থাকিলেও ভিতরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দঘনত্ব এবং কৃষ্ণপ্রীতির পরমানন্দরূপত্ব বিরাজিত বলিয়া বিরহ-অবস্থাতেও কৃষ্ণভক্ত পরমানন্দ অনুভব করেন। জন্য বিরহেও কৃষ্ণপ্রীতির রসত্ব-প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে—তবে বাহিরেই বা দুঃখ কেন ? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে—চন্দ্রের

কিরণ স্বভাবতঃ শীতল হইলেও বিরহী তাহাতে সন্তপ্ত হয়। তদ্রূপ ভগবৎ-প্রীতি পরমানন্দরূপা হইলেও বিয়োগ-সময়ে বিয়োগজনিত দুঃখের হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুঃখকেও সুখের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়; কেননা, ইহা হইতেছে ভাবানন্দজনিত এবং ভাবী সুখের পোষক। ইহার উৎপত্তির মূলও হইতেছে ভাবানন্দ—আনন্দরূপা কৃষ্ণপ্রীতি এবং ইহার পর্য্যবসানও কৃষ্ণের সহিত মিলনজনিত পরমানন্দে। এইরূপে দেখা গেল—বিয়োগদশাতেও অনুকার্য্যে রসোদয় হইতে পারে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, **করুণে রসনিষ্পত্তি**। প্রীতির বিষয় ভগবানের সহিত বিচ্ছেদের আশঙ্কায়, বা তাঁহার কোনওরূপ অনিষ্টের আশঙ্কায় করুণ-ভাবের উদয় হয়। তখনও আনন্দরূপা কৃষ্ণপ্রীতি হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে এবং ভিতরে এবং বাহিরেও কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি বিরাজিত থাকে। আবার, লীলাশক্তির প্রেরণায় কোনও সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়া সান্ত্বনা দান করিয়া থাকেন; অবশেষে প্রীত্যাস্পদের সহিত মিলনও হয়—পর্য্যবসান হয় মিলন-সম্ভাবনার আনন্দে এবং পরে মিলনজনিত আনন্দে। এইরূপে, সুখের সম্ভাবনা এবং সদ্ভাববশতঃ করুণভাবের অনুকার্য্যেও রসোদয় হইতে পারে।

(৩) **শ্রবণজাত অনুরাগ অপেক্ষা দর্শনজাত অনুরাগের উৎকর্ষ**

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অনুকার্য্যে যে রসোদয় হয়, তাহা মুখ্য; কেননা, শ্রবণজাত অনুরাগ হইতে দর্শনজাত অনুরাগই শ্রেষ্ঠ। "স এব মুখ্যঃ। শ্রবণজানুরাগাদ্দর্শনজানুরাগস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥" কাব্যে যে লীলা বর্ণিত হয়, সেই লীলায় ভগবান্ নিজে এবং তাঁহার পরিকরবর্গ সাক্ষাদ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে পরস্পরকে দর্শন করেন, পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন এবং ভাবানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাবাদিও সাক্ষাদ্‌ভাবে—অকৃত্রিমরূপে—বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং বিভাবাদির সাক্ষাদ্‌ভাবে সংযোগের ফলেই অনুকার্য্যের অনুরাগ বা রতি উদ্বুদ্ধ হইয়া রসে পরিণত হয়। কিন্তু অনুকর্ত্তার বা সামাজিকের অনুরাগ জন্মে অনুকার্য্যবিষয়ক কথাদির শ্রবণ হইতে, বাস্তব বিভাবাদির সহিত অনুকর্ত্তার বা সামাজিকের সম্বন্ধ থাকে না। এজন্য অনুকর্ত্তাদির অনুরাগ হইতে অনুকার্য্যের অনুরাগ শ্রেষ্ঠ এবং অনুকার্য্যে যে রসোদয় হয়, তাহাই মুখ্যরস।

শ্রবণজাত অনুরাগ অপেক্ষা দর্শনজাত অনুরাগের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে একটী উদাহরণও দিয়াছেন।

"শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনঃ॥ শ্রীভা, ১০।৯০।২৬॥

—ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যাঁহার চরিত্র গান করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণমাত্রে (কেবল তাঁহার কথা শুনিলেই) বলপূর্ব্বক নারীগণের মন হরণ করেন; যে মহিষীগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের মন যে অপহৃত হইয়াছে, তাহা কি আবার বলিতে হইবে?"

শ্রীজীবপাদ এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধবোক্তিরও ইঙ্গিত দিয়াছেন।

"তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্। কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং জনঃ॥

শয্যাসনাটনস্থান-স্নানক্রীড়াশনাদিষু। কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি॥

—শ্রীভা, ১১।৬।৪৪-৪৫॥

—(উদ্ধব বলিয়াছেন) হে কৃষ্ণ ! তোমার লীলাসমূহ মানবগণের পরম-মঙ্গলজনক এবং কর্ণের পক্ষে অমৃততুল্য। তাহার আস্বাদন করিয়া লোকগণ অন্য অভিলাষ পরিত্যাগ করে। (এ-পর্য্যন্ত ভগবল্লীলা-কথার শ্রবণের ফল বলা হইল। লীলাকথা-শ্রবণের ফলে লোকগণের কৃষ্ণেই অনুরাগ জন্মে, অন্য বস্তুতে অনুরাগ দূরীভূত হইয়া যায়)। তুমি আমাদের প্রিয়, আত্মা (প্রাণের প্রাণ); আমরা তোমার ভক্ত। শয়ন, আসন, গমন, উপবেশন. স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনকালে আমরা কিরূপে তোমাকে বিস্মৃত হইব ? (এ-স্থলে উদ্ধবাদির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শনজাত অনুরাগের কথা বলা হইয়াছে। শ্লোকোক্তি হইতেই শ্রবণজাত অনুরাগ অপেক্ষা দর্শনজাত অনুরাগের উৎকর্ষ জানা যায়)।"

অ। অনুকর্ত্তায় রসনিষ্পত্তি

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—"অথানুকর্ত্তাপ্যত্র ভক্ত এব সম্মতঃ। অন্যেষাং সম্যক্ তদনুকরণাসামর্থ্যাৎ। ততস্তত্রাপি তদ্রসোদয়ঃ স্যাদেব। কিন্তু ভক্তৈর্ভক্তবিষয়কো ভগবদ্রসঃ প্রায়ো নোদয়তে ভক্তিবিরোধাদেব। ততো নানুক্রিয়তে চ। তদনুভবশ্চ ভগবৎ-সম্বন্ধিত্বেনৈব ভবতি; নাত্মীয়ত্বেন। স চ ভক্তরসোদ্দীপকত্বেনৈব চরিতার্থতামাপদ্যতে। ততঃ কচিচ্ছুদ্ধভক্তানামপি যদি তদনুভাবানুকরণং স্যাত্তদা তদীয়ত্বেনৈব তৈস্তদ্ভাব্যতে ন তু স্বীয়ত্বেনেতি সমাধেয়ম্। যত্র তু ভক্ত্যবিরোধঃ, যথা গদাদিতুল্যভাবানাং বসুদেবাদৌ, তত্রোদয়তেঽপি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ॥১১১॥

—ভগবদ্বিষয়ক দৃশ্যকাব্যে অনুকর্ত্তাও ভক্তই স্বীকৃত হয়। ভক্তভিন্ন অন্যজন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার (অনুকার্য্যের) অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়না। সেই হেতু (অনুকর্ত্তা ভক্তহেতু) তাহাতেও (অনুকর্ত্তাতেও) ভগবদ্বিষয়ক রসোদয় হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি হইতে ভক্তবিষয়ক ভগবদ্রস প্রায়ই উদিত হয় না; কারণ, তাহা ভক্তিবিরোধী। তজ্জন্য ভগবদ্রসের অনুকরণও করা হয় না। তাহার (ভগবদ্রসের) অনুভব ভগবৎ-সম্বন্ধিরূপেই হয়, নিজসম্পর্কিতরূপে নহে। সেই অনুভব ভক্তগত রসের উদ্দীপনরূপেই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কোনস্থলে শুদ্ধভক্তগণেরও যদি ভগবদনুভাব (ভগবল্লীলার কার্য্য) অনুকরণ উপস্থিত হয়, তবে তাঁহারা তদীয় (ভগবৎ-সম্পর্কিত) রূপেই সেই অনুভাব প্রকাশ করেন, স্বীয় রূপে নহে—এইরূপ সমাধান করিতে হইবে। যেস্থলে ভক্তির বিরোধ ঘটেনা, সে স্থলে উদয় হইতেও পারে। যথা, গদপ্রভৃতির তুল্য যাঁহাদের ভাব, তাঁহাদের বসুদেবাদি-বিষয়ে রসোদয় হইতে পারে।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয়-সংস্করণের অনুবাদ।"

তাৎপর্য্য এই। ভগবদ্বিষয়ক নাট্যে অনুকার্য্যদের মধ্যে ভগবান্‌ও থাকেন, তাঁহার পরিকর-

গণও থাকেন। যেমন, শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক নাট্যে ভগবান্ রামচন্দ্রও অনুকার্য্য, তাঁহার পরিকর ভক্ত হনুমান্‌ও অনুকার্য্য। ভক্ত এবং ভগবান্-উভয়েই উভয়ের প্রতি প্রীতি পোষণ করেন। হনুমানের প্রীতির বিষয় হইতেছেন রামচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের প্রীতির বিষয় হইতেছেন হনুমান্। হনুমানের প্রতি রামচন্দ্রের এই প্রীতি হইতেছে ভক্তবিষয়া প্রীতি ; এই প্রীতি যখন রসে পরিণত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় ভগবদ্‌রস, অর্থাৎ ভগবান্ রামচন্দ্রকর্ত্তৃক আস্বাদ্য রস।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—অনুকর্ত্তাও ভক্ত ; ভক্ত বলিয়া তাঁহার ভক্তি বা প্রীতি হইবে ভগবদ্-বিষয়া। যে অনুকর্ত্তা হনুমানের ভূমিকা অভিনয় করিবেন, তাঁহার প্রীতি এবং হনুমানের প্রীতি একই জাতীয়া—উভয়েই রামচন্দ্রবিষয়া ; সুতরাং হনুমানের চিত্তে যেরূপ রামচন্দ্রবিষয়ক দাস্যরসের উদয় হয়, হনুমানের অনুকর্ত্তার চিত্তেও সেইরূপ রামচন্দ্রবিষয়ক দাস্যরসের উদয় হইতে পারে এবং অনুকর্ত্তা তাহা রামচন্দ্রবিষয়ক দাস্যরসরূপেই আস্বাদন করিতে পারেন। এ-স্থলে হনুমানের রতির সঙ্গে হনুমানের অনুকর্ত্তার রতির কোনও বিরোধ নাই। যেহেতু, উভয়েই এক জাতীয়।

কিন্তু যিনি রামচন্দ্রের ভূমিকা অভিনয় করিবেন, তাঁহার কিরূপ রসাস্বাদন হইবে? তিনি কি ভগবদ্‌রস—অর্থাৎ ভগবান্ রামচন্দ্র যে রসের আস্বাদন করেন, সেই রসই—আস্বাদন করিবেন? শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিতেছেন—"ভক্তৈর্ভক্তবিষয়কো ভগবদ্‌রসঃ প্রায়ো নোদয়তে ভক্তিবিরোধাদেব॥ —ভক্তবিষয়ক ভগবদ্‌রস ভক্তি হইতে প্রায়শঃ উদিত হয় না ; কেননা, তাহা ভক্তিবিরোধী।" ইহা হইতে জানা গেল—রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তা নটে ভগবদ্‌রস—রামচন্দ্র যে রসের আস্বাদন করেন, সেই রস - উদিত হয় না, সুতরাং অনুকর্ত্তা সেই রসের আস্বাদনও করেন না। কিন্তু কেন? ইহার হেতু হইতেছে এই। রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তা ভক্ত বলিয়া তাঁহার চিত্তে আছে ভগবদ্‌বিষয়া রতি ; ভক্তবিষয়া (হনুমদ্‌বিষয়া) রতি তাঁহাতে নাই। আর, রামচন্দ্রে আছে ভক্তবিষয়া (হনুমদ্‌বিষয়া) রতি, ভগবদ্‌বিষয়া রতি রামচন্দ্রে নাই। রামচন্দ্রে ভক্তবিষয়া রতি বিরাজিত বলিয়া তাহা যখন রসে পরিণত হয়, তখন সেই রসও হইবে ভক্তবিষয়ক রস। কিন্তু রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তা নটে ভক্তবিষয়া রতি নাই বলিয়া ভক্তবিষয়ক রসও তাঁহাতে জন্মিতে পারে না। অনুকর্ত্তায় যে রতি নাই, তাঁহার মধ্যে সেই রতি কিরূপে রসে পরিণত হইবে? যদি বলা যায়,—অনুকর্ত্তায় যে ভগবদ্‌বিষয়া রতি আছে, রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয়-কালে তাহাই ভক্তবিষয়া রতিতে পরিণত হইতে পারে ; সুতরাং অনুকর্ত্তাতেও ভক্তবিষয়ক রসের উৎপত্তি হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়—ভগবদ্‌বিষয়া রতি কখনও ভক্তবিষয়া রতিতে পরিণত হইতে পারে না ; কেননা, এই দুইটী রতি হইতেছে পরস্পর-বিরুদ্ধ-গতিবিশিষ্টা—ভগবানের ভক্তবিষয়া রতির গতি হইতেছে ভক্তের দিকে ; আর ভক্তের ভগবদ্‌বিষয়া রতির গতি হইতেছে তাহার বিপরীত দিকে, ভগবানের দিকে। আবার, ভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে. সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা ভগবান্‌ই হইয়া থাকেন তাহার বিষয় ; অন্য কিছুই কখনও তাহার বিষয় হয় না—কোনও ভক্ত কখনও তাহার বিষয় হইতে পারে না। ভক্তির এতাদৃশ স্বভাববশতঃ, ভক্ত

সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় নিজেকে ভগবানের ভক্ত বা দাস বলিয়াই অভিমান পোষণ করেন, কখনও নিজেকে ভগবান্ বলিয়া মনে করেন না। নিজেকে ভগবান্ বলিয়া মনে করা হইবে ভক্তি-বিরোধী। এ-সমস্ত কারণে রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তার চিত্তে ভক্তবিষয়ক ভগবদ্‌রসের আবির্ভাব হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তা যদি নিজেকে ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়া মনে করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি রামচন্দ্রের অনুকরণ করিবেন কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন -"ততো নানুক্রিয়তে চ॥—সেজন্য ভগবদ্‌রসের অনুকরণও হয় না।" রামচন্দ্রের অঙ্গভঙ্গি-কথাবার্ত্তার অনুকরণ করা হইতে পারে; কিন্তু রামচন্দ্র যে ভক্তবিষয়ক রসের অনুভব করেন, তাহার অনুকরণ হয় না, অনুকর্ত্তার পক্ষে সেই রসের আস্বাদন হয় না। অনুকর্ত্তার পক্ষে ভগবদ্-রসের অনুভব ভগবৎ-সম্বন্ধিরূপেই হয়, নিজসম্পর্কিতরূপে হয় না; অর্থাৎ "ভক্তের প্রীতি ভগবান্ কিরূপ আস্বাদন করেন"—এতাদৃশ অনুভবই অনুকর্ত্তা ভক্তের চিত্তে জাগ্রত হয়, ভগবানের অনুভূত রস তিনি নিজের আস্বাদ্য রস বলিয়া অনুভব করেন না। অনুকর্ত্তার চিত্তগত ভক্তির প্রভাবেই ভগবান্ এবং তাঁহার অনুকর্ত্তা—এই উভয়ের সাধারণীকরণ হয় না।

ভগবদ্‌রসের ভগবৎ-সম্বন্ধিরূপে যে অনুভব, তাহা ভক্তচিত্তস্থ রসের উদ্দীপনরূপেই চরিতার্থতা লাভ করে; অর্থাৎ ভক্তবিষয়ক রসের আস্বাদনে ভগবানের উল্লাসাতিশয্যের কথা ভাবিয়া অনুকর্ত্তা-ভক্তের ভগবদ্‌বিষয়ক অনুরাগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; তাহার ফলে তাঁহার চিত্তে ভক্তিরস উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"অনুকর্ত্তাভক্তে ভক্তবিষয়ক ভগবদ্‌রস প্রায়শঃ উদিত হয় না। অনুকর্ত্তায় ভগবদ্‌রসের উদয় হয় না বলিয়া সেই রসের অনুকরণও হয় না।" এ-স্থলে "প্রায়শঃ"-শব্দ হইতে বুঝা যায়—কখনও কখনও ভগবদ্‌রসের অনুকরণ হইয়া থাকে। যে-স্থলে ভগবদ্‌রসের অনুকরণ হয়, সে-স্থলে কোন্ ভাবের আবেশে অনুকর্ত্তা ভগবদ্‌রসের অনুকরণ করেন? শ্রীজীবপাদ বলেন—কোনও স্থলে শুদ্ধভক্তগণের দ্বারাও যদি ভগবদনুভাবের (ভগবানের কার্য্যাদির) অনুকরণ করা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—তাঁহারা ভগবৎ-সম্পর্কিতরূপেই সেই অনুভাবের প্রকাশ করেন, স্বীয়রূপে নহে। অর্থাৎ ভগবান্ কি কি অনুভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অনুকর্ত্তা শুদ্ধভক্ত তাহাই দেখান; "ভগবানুরূপে আমি এ সমস্ত অনুভাব প্রকাশ করিতেছি"—ইহা তিনি মনে করেন না; কেননা, এতাদৃশ ভাব হইতেছে অনুকর্ত্তার চিত্তস্থিত ভক্তির বিরোধী।

ই। সামাজিকে রসনিষ্পত্তি

দৃশ্যকাব্যে সামাজিকের রসনিষ্পত্তির পদ্ধতিও শ্রব্যকাব্যে সামাজিকের রসনিষ্পত্তি-পদ্ধতির অনুরূপই।

নবম অধ্যায়

ভক্তিরস

১৭১। গৌড়ীয় মতে লৌকিক-রত্যাদির রসরূপতা-প্রাপ্তি অস্বীকৃত

লৌকিক-রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ লৌকিকী রতির সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে লৌকিকী রতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়।

কিন্তু গৌড়ীয় আচার্য্যগণ বলেন—রস হইতেছে বহিরন্তঃকরণের ব্যাপারান্তর-রোধক চমৎকারি সুখ। লৌকিক বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া লৌকিকী রতি এতাদৃশ রসে পরিণত হইতে পারেনা। ইহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

লৌকিকী রতি হইতেছে কোনও প্রাকৃত লোকের চিত্তবৃত্তিবিশেষ। তাহার চিত্তও প্রাকৃত—মায়িক-গুণময় ; সেই চিত্তের বৃত্তি যে রতি, তাহাও হইবে প্রাকৃত—মায়িক-গুণময়। যাহা প্রাকৃত, তাহা স্বরূপেই "অল্প"—দেশে অল্প, কালে অল্প—অর্থাৎ সীমাবদ্ধ। তাহা পরিমাণে অল্প, তাহা অল্পকালস্থায়ী—তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। তাহা দেশ এবং কালে সীমাবদ্ধ—সসীম। যাহা বাস্তব সুখ, তাহা "অল্প" নহে, "অল্প"-বস্তুতে সুখ থাকিতেও পারেনা ; কেননা, সুখ হইতেছে "ভূমা"-বস্তু, অসীম বস্তু। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্।" এইরূপে দেখা গেল—লৌকিকী রতি সসীম বলিয়া তাহা সুখস্বরূপও নয়, তাহাতে সুখ থাকিতেও পারে না। যাহা নিজে সুখরূপ নহে, যাহাতে সুখ নাইও, তাহা কিরূপে সুখাত্মক রসে পরিণত হইতে পারে ?

যদি বলা যায়—লৌকিকী রতি নিজে সুখরূপা না হইলেও এবং তাহাতে সুখ না থাকিলেও বিভাবাদির যোগে তাহা সুখাত্মক রসে পরিণত হইতে পারে। তাহাও সম্ভব নয় ; কেননা, লৌকিক বিভাবাদিও প্রাকৃত—সুতরাং অল্প, সসীম এবং সসীম বলিয়া সুখরূপও নহে, সুখ বিভাবাদিতে থাকিতেও পারে না। যাহা নিজে সুখ নহে, সুখ যাহাতে নাইও, তাহার সহিত মিলিত হইলেই বা সুখশূন্যা রতি কিরূপে সুখাত্মক রসে পরিণত হইবে ? এজন্যই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"তস্মাল্লৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১০॥—সেজন্য লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব শ্রদ্ধেয় নহে॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন—"কিঞ্চ লৌকিকস্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব। বস্তুবিচারে দুঃখপর্য্যবসায়িত্বাৎ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১০॥—লৌকিক-রত্যাদির সুখরূপতা যৎসামান্য ; কেননা, বস্তুবিচারে ('রতি ও বিভাবাদির স্বরূপের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, তাহা) দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়।"

এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীভগবানের একটী উক্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

"সুখং দুঃখ-সুখাত্যয়ঃ দুঃখং কামসুখাপেক্ষা ॥শ্রীভা, ১১।১৯।৪১॥
—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) প্রাকৃত সুখ-দুঃখের ধ্বংসের নাম সুখ (বিষয়ভোগ সুখ নহে.) ; কাম-সুখের (বিষয়ভোগজনিত সুখের) অপেক্ষাই হইতেছে দুঃখ।"

লৌকিকী রতি হইতেছে বিষয়-ভোগ-বাসনা ; এই বাসনাকে ভগবান্ দুঃখ-নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাকৃত জীবের স্বর্গসুখকেও সংসার-দুঃখ বলিয়াছেন। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ শ্রীচৈ, চ ২।২০।১০৪-৫॥" স্বর্গসুখকে সংসার-দুঃখ বলার হেতু এই যে, স্বর্গও হইতেছে "অল্প—সসীম" বস্তু, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ; তাহারও উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। এজন্য স্বর্গে সুখ থাকিতে পারে না। "নাল্পে সুখমস্তি।" তাহাতে যাহা আছে, তাহাও "অল্প", জড়, চিদ্‌বিরোধী ; চিদ্‌বিরোধী বলিয়া সুখবিরোধী ; কেননা, ভূমাবস্তু সুখ হইতেছে চিদ্‌বস্তু ; একমাত্র চিদ্‌বস্তুই ভূমা হইতে পারে। যাহা সুখবিরোধী, তাহাই দুঃখ। এজন্য স্বর্গসুখকেও বস্তুবিচারে দুঃখ বলা হইয়াছে।

উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—লৌকিক সুখ-দুঃখের ধ্বংসই হইতেছে সুখ। চিত্তে যদি শম-গুণের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই লৌকিক সুখ-দুঃখের অবসান হইতে পারে। কিন্তু শম-গুণ কি ? তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ ॥ শ্রীভা, ১১।১৯।৩৬॥—ভগবানে যে বুদ্ধির নিষ্ঠতা, তাহার নাম শম।" ভগবানে যাঁহার বুদ্ধি নিষ্ঠা লাভ করে, অন্য কোনও বিষয়ে—লৌকিক সুখ-দুঃখেও—তাঁহার বুদ্ধির গতি থাকে না ; আনন্দস্বরূপ—সুখস্বরূপ—ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠাবশতঃ তিনি সুখই অনুভব করেন। তখন তাঁহার সমস্ত লৌকিক সুখদুঃখের অবসান হয়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ শ্রুতি॥"

শ্রীজীবপাদ আরও বলিয়াছেন—"তত্তন্নিন্দা ভাগবতরসশ্লাঘা চ শ্রীনারদবাক্যে—লৌকিক রসোপকরণসমূহের (লৌকিক রতি-বিভাবাদির) নিন্দা এবং ভাগবত-রসের প্রশংসা শ্রীনারদের বাক্য হইতেও জানা যায়।"

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিকক্ষয়াঃ॥
তদ্বাগ্‌বিসর্গো জগতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥ শ্রীভা, ১।৫।১০-১১॥

—যে গ্রন্থ গুণালঙ্কারাদিযুক্ত বিচিত্র পদে রচিত হয়, অথচ যাহাতে জগৎ-পবিত্রকারী শ্রীহরির যশের কথা থাকেনা, জ্ঞানিগণ সেই গ্রন্থকে কাকতীর্থ (কাকতুল্য কামী লোকগণের রতি-স্থল) মনে করেন। সত্ত্বপ্রধানচিত্ত পরমহংসগণ তাহাতে কখনও রমণ (আনন্দ অনুভব) করেন না। যাহাতে অসম্পূর্ণ-

অর্থবোধক পদসকল বিন্যস্ত থাকিলেও প্রতিশ্লোকে অনন্ত ভগবানের যশঃ-প্রকাশক এবং সাধুগণের শ্রবণীয়, গ্রহণীয় এবং কীর্ত্তনীয় নামসমূহ সন্নিবিষ্ট থাকে, তাদৃশ বাক্যপ্রয়োগই জনসমূহের পাপনাশক (সুতরাং আনন্দদায়ক) হইয়া থাকে।”

শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্য হইতেও লৌকিক-রত্যাদির নিন্দার কথা জানা যায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,

“ত্বক্-শ্মশ্রু-রোম-নখ-কেশ-পিনদ্ধমন্ত-
মাংসাস্থি-রক্ত-কৃমি-বিট্-কফ-পিত্ত-বাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জ-মকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥ শ্রীভা, ১০।৬০।৪৫॥

—যে স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই, সেই মূঢ়মতি স্ত্রীলোক বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশদ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত, পিত্ত এবং কফের দ্বারা পূরিত জীবিত শবদেহকে কান্তজ্ঞানে ভজন করে।” এ-স্থলে বিভাবের বিরূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ-সমস্তের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—

“তস্মাল্লৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্। তজ্জনকত্বে চ সর্বত্র বীভৎসজনকত্বমেব সিধ্যতি ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১০॥—এ-সমস্ত কারণে লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব শ্রদ্ধেয় নহে। যদি তাহাদের রসজনকত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বীভৎস-রসজনকত্বই সিদ্ধ হয়।”

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—লৌকিকী রতি সুখরূপাও নহে, তাহার মধ্যেও সুখ নাই; সুতরাং লৌকিকী রতির স্বরূপ-যোগত্যা (রসরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা) থাকিতে পারে না এবং তজ্জন্য তাহা রসরূপেও পরিণত হইতে পারে না। উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যসমূহ হইতে জানা গেল—লৌকিকী রতির বিভাবাদিরও রসজনকত্ব নাই। কেননা, লৌকিকী রতির আশ্রয় এবং বিষয় —উভয়ই হইতেছে প্রাকৃত জীব। প্রাকৃত জীবের জন্ম-মৃত্যু আছে, রোগ-শোকাদি আছে; সুতরাং প্রাকৃতজীবসম্বন্ধিনী রতিরও বিচ্ছিত্তি আছে; যাহার বিচ্ছিত্তি আছে, তাহাকে স্থায়ী ভাব বলা সঙ্গত হয় না। আবার, প্রাকৃত জীবের কৃমি-কীট-বাতপিত্ত-কফ-পূরিত দেহের কথা মনে পড়িলে চিত্তে সুখের উদ্রেক হয় না, কেবল ঘৃণারই উদ্রেক হয়। এজন্য লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল, লৌকিকী রতির রসনিষ্পত্তি অসম্ভব।

ক। পূর্বপক্ষ ও সমাধান

কেহ বলিতে পারেন—লৌকিকী রতি যে পরমাস্বাদ্য রসে পরিণত হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করা যায় না। কেননা, সাহিত্যদর্পণে দৃষ্ট হয়,

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥
রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে॥৩।২॥

—রসের স্বরূপ হইতেছে এই যে—ইহা অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর এবং লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণ। সহৃদয় সামাজিকগণ সত্ত্বোদ্রেকবশতঃ স্বাকারবৎ অভিন্নত্ব-জ্ঞানে এই রসের আস্বাদন করেন। এ-স্থলে রজস্তমোদ্বারা অস্পৃষ্ট মনকেই সত্ত্ব বলা হইয়াছে।"

এ-স্থলে লৌকিক-রত্যাদি হইতে উদ্ভূত রসের কথাই বলা হইয়াছে।

এই রস হইতেছে "অখণ্ড"-অর্থাৎ "একীভূত"। বিভাবাদি যে সমস্ত সামগ্রীর মিলনে রতি রসরূপত্ব লাভ করে, সে-সমস্ত সামগ্রীর পৃথক্ পৃথক্ অনুভব হয় না, তাহাদের সম্মিলিত বা একীভূত আস্বাদ্যত্বেরই অনুভব হয়।

এই রস আবার "স্বপ্রকাশ"— অর্থাৎ এই রস জ্ঞানান্তরের দ্বারা প্রকাশ্য নহে; রসোৎপত্তির যাহা কারণ, তাহাদ্বারাই রস প্রকাশিত হয়।

এই রস "আনন্দচিন্ময়"—অর্থাৎ আনন্দময় ও চিন্ময়। "চিন্ময়"-শব্দপ্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন—"চিন্ময় ইতি স্বরূপার্থে ময়ট্—চিৎ-শব্দের উত্তর স্বরূপার্থে ময়ট্-প্রত্যয় করিয়া চিন্ময়-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।" অর্থাৎ রসের স্বরূপ হইতেছে চিৎ।

"বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য"—যখন রসের আস্বাদন হয়, তখন রসাস্বাদনব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের প্রতিই অনুসন্ধান থাকে না, অন্য কোনও বিষয়েরই জ্ঞান থাকে না; মন একমাত্র রসাস্বাদনেই তন্ময়তা লাভ করে।

"ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর"—ব্রহ্মের আস্বাদের তুল্য। ইহা বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যত্বেরই ফল। যিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আস্বাদন লাভ করেন, তিনি যেমন কেবল ব্রহ্মাস্বাদনেই তন্ময়তা লাভ করেন, অন্য কোনও বিষয়েই যেমন তাঁহার অনুসন্ধান থাকেনা, যিনি রসের আস্বাদন করেন, তিনিও তেমনি কেবল রসাস্বাদনেই তন্ময়তা লাভ করেন, অন্যবিষয়ের জ্ঞান তাঁহার থাকে না। "ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারতুল্যঃ। টীকায় শ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ॥"

"লোকোত্তর-চমৎকারপ্রাণ",—রসের প্রাণ বা সার বস্তু হইতেছে "লোকোত্তর-চমৎকার।" কিন্তু "লোকোত্তর-চমৎকার" কি? টীকায় শ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ মহোদয় লিখিয়াছেন—"লোকাতীতার্থাকলনেন কিমেতদিতি জ্ঞানধারাজনকে চিত্তস্য দীর্ঘপ্রায়ত্বং চিত্তবিস্তারঃ॥" তাৎপর্য্য—লৌকিক জগতে অন্য কোনও বস্তুর আস্বাদনে যে সুখ জন্মে, রসের আস্বাদনজনিত সুখ তাহা অপেক্ষা অপূর্ব বৈশিষ্ট্যময়—কেননা, রসাস্বাদনজনিত সুখ অন্যবস্তু-বিস্মারক। কিন্তু

এই লোকাতীত সুখটী কি ? তাহা জানিবার জন্য চিন্তাধারা বা জ্ঞানধারা জন্মে ; তাহার ফলে চিত্তও দীর্ঘপ্রায়—বিস্তৃত হইয়া পড়ে। চিত্তের এই যে বিস্তার বা স্ফারতা, তাহারই নাম চমৎকার ; লোকাতীতবস্তু-বিষয়ে এই চমৎকার জন্মে বলিয়া ইহাকে লোকাতীতচমৎকার বলা হয়।

সাহিত্যদর্পণের উল্লিখিত শ্লোকে—অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময় প্রভৃতি পদে রসের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। আবার, সামাজিক কিরূপে সেই রসের আস্বাদন করেন, তাহাও বলা হইয়াছে—"সত্ত্বোদ্রেকাৎ স্বাকারবদভিন্নত্বেন অয়ং রসঃ আস্বাদ্যতে"-বাক্যে। এই বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা হইতেছে।

সত্ত্বের উদ্রেক হইলেই সামাজিকের পক্ষে রসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। সত্ত্ব কি ? "রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বম্- রজঃ ও তমো দ্বারা অস্পৃষ্ট মনকে সত্ত্ব বলে।" মায়ার তিনটী গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। রজোগুণ চিত্তবিক্ষেপাদি জন্মায় ; তমোগুণ অজ্ঞানাদি জন্মায়। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, উদাসীন, অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপাদি বা অজ্ঞানাদি জন্মায় না। রজঃ ও তমঃ অভিভূত হইলে চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য জন্মে। রজস্তমোগুণের স্পর্শশূন্য সত্ত্বগুণ-প্রধান চিত্তকেই সাহিত্যদর্পণ "সত্ত্ব" বলিয়াছেন। এতাদৃশ সত্ত্বের উদ্রেক হইলেই, অর্থাৎ রজস্তমোগুণের তিরোভাবে কেবল সত্ত্বগুণের দ্বারা চিত্ত অধিকৃত হইলেই সামাজিকের পক্ষে রসের আস্বাদন সম্ভব। তখন চিত্তের স্থিরতা জন্মে।

তখন কিরূপে রসাস্বাদন হয় ? "স্বাকারবদভিন্নত্বেন।" স্বাকার = স্ব + আকার। স্ব - জীবস্বরূপ, জীবাত্মা। আকার—রূপ, দেহ। জীবস্বরূপ এবং জীবের দেহ বাস্তবিক এক বা অভিন্ন নহে ; তথাপি লোক দেহকেই "আমি" বলিয়া মনে করে, দেহ এবং দেহীকে অভিন্ন মনে করে। তদ্রূপ—স্বাকারবৎ-অভিন্নত্বের জ্ঞানে—জ্ঞাতৃজ্ঞানভেদ-জ্ঞানহীন হইয়া—সামাজিক রসাস্বাদন করিয়া থাকেন।

এক্ষণে পূর্বপক্ষের প্রশ্ন হইতেছে এই যে—লৌকিকী রতি যে রসত্ব লাভ করে এবং রসত্ব লাভ করিয়া আনন্দময় এবং চিন্ময় হয়, তখন তাহার আস্বাদ যে ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য হইয়া থাকে এবং সত্ত্বগুণাধিকৃত-চিত্ত সামাজিক যে তাহার আস্বাদনে অন্য সমস্ত ভুলিয়া যায়েন—একথা তো সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন। সুতরাং লৌকিকী রতি যে রসরূপে পরিণত হইতে পারে না, একথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায় ?

উত্তরে বক্তব্য এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে—লৌকিক বিভাবাদি এবং লৌকিকী রতি জড়াতীত নহে ; তাহারা জড়—সুতরাং "অল্প" ; "অল্প" বলিয়া তাহারা সুখস্বরূপও নয়, তাহাদের মধ্যেও সুখ থাকিতে পারে না ; তাহাদের সম্মিলনে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাও সুখস্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ হইতে পারে না। রতি-বিভাবাদি চিদ্‌বিরোধী জড় বলিয়া চিৎস্বরূপ হইতে পারে না ; তাহাদের সম্মিলনে যে বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহাও চিৎস্বরূপ হইতে পারে না। বস্তুবিচারে জড়বস্তুও স্বরূপতঃ দুঃখ, তাহা সুখ নয়। সুতরাং লৌকিক-রতি-বিভাবাদির সম্মিলনে যাহার উদ্ভব হয়, তাহা

বাস্তবিক সুখাত্মক রস হইতে পারে না। তথাপি যে সাহিত্যদর্পণ তাহাকে আনন্দস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ বলিয়াছেন, তাহার হেতু এই।

দধি-শর্করাদি প্রাকৃত বস্তুর আস্বাদনে, কিম্বা তাহাদের সম্মিলনে প্রস্তুত রসালার আস্বাদনে, আমরা যে সুখ অনুভব করি, তাহা বাস্তব সুখ নহে; তাহা হইতেছে সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ; আমাদের উপভোগ্য বলিয়াই তাহাকে আমরা সুখ বলি। তাহা স্বরূপতঃ সুখ নহে, উপচারবশতঃই তাহাকে সুখ বলা হয়। কাব্যাদির আস্বাদনে সত্ত্বগুণপ্রধান চিত্তে যে চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তাহাকেও উপচারবশতঃই সুখ বা আনন্দ বলা হয়। বস্তুবিচারে তাহা কিন্তু সুখ বা আনন্দ নহে; সুতরাং বস্তুবিচারে তাহাকে আনন্দস্বরূপও বলা যায় না। কবির সুনির্বাচিত শব্দযোজনায়, বা বর্ণনাকৌশলে এবং কথকের বা গায়কের প্রকাশন-বিদগ্ধতায়, কিম্বা অনুকর্তার অভিনয়-চাতুর্য্যে সত্ত্বগুণপ্রধান সামাজিকের বা শ্রোতার চিত্তপ্রসাদ এমন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে যে, লৌকিক জগতের অন্য বস্তুর আস্বাদনে তদ্রূপ হয় না; তাহাতেই চমৎকৃতির এবং লোকাতীতত্বের ভাব জন্মে। যাহা লোকাতীত জড়াতীত, তাহাই চিৎ। অদ্ভুত চিত্তপ্রসাদ লোকাতীত বলিয়া মনে হয় বলিয়াই তাহাকে চিৎস্বরূপ বলিয়া মনে হয়; এই চিৎস্বরূপত্বও ঔপচারিক, বাস্তব নহে। এইরূপে বুঝা গেল—লৌকিক-রত্যাদির সম্মিলনে যে বস্তুর উদ্ভব হয়, বস্তুবিচারে তাহাকে রস বলা যায় না, উপচারবশতঃই তাহাকে রস বলা যায়।

যদি বলা যায়—জীবাত্মা তো চিৎস্বরূপ বলিয়া আনন্দাত্মক। সত্ত্বগুণও স্বচ্ছ। সামাজিকের চিত্ত যখন কেবল সত্ত্বগুণের দ্বারা আবৃত থাকে, তখন স্বচ্ছ সত্ত্বগুণের ভিতর দিয়া চিত্তস্থিত আনন্দাত্মক জীবাত্মার আনন্দরশ্মি স্ফুরিত হইতে পারে এবং তাহাই রতি-বিভাবাদিকে আনন্দাত্মক করিয়া সামাজিকের পক্ষে আস্বাদ্য রসরূপে পরিণত করিতে পারে। কিন্তু ইহাও বিচারসহ নহে। কেননা,

প্রথমতঃ, জীবাত্মা আনন্দাত্মক হইলেও অতি ক্ষুদ্র, অণুপরিমিত। তাহার আনন্দরশ্মিও অতি ক্ষীণ। অতি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অন্য বস্তুর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অণুপরিমিত জীবাত্মা আনন্দাত্মক হইলেও জড়স্বরূপ লৌকিক-রতিবিভাবাদির উপর বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহাদিগকে আনন্দাত্মক করিতে পারে না। গোধূমচূর্ণের সহিত এক কণিকা শর্করা মিশ্রিত হইলে গোধূমচূর্ণ শর্করার স্বাদ প্রাপ্ত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, আনন্দাত্মক জীবাত্মার আনন্দরশ্মি রতি-বিভাবাদিকেও আনন্দাত্মক করিয়া আস্বাদ্য করিতে পারে, তাহা হইলেও এই আস্বাদ্যত্ব হইবে জীবাত্মার আনন্দরশ্মির, রতি-বিভাবাদির নহে। গোধূমচূর্ণের সহিত বহুল পরিমাণ শর্করা মিশ্রিত হইলে সেই শর্করামিশ্রিত গোধূমচূর্ণের যে মিষ্টত্ব অনুভূত হয়, তাহাও শর্করারই মিষ্টত্ব, গোধূমচূর্ণের মিষ্টত্ব নহে; শর্করামিশ্রিত গোধূমচূর্ণ শর্করা হইয়া যায় না, মিষ্টত্বও ধারণ করে না। তদ্রূপ, আনন্দাত্মক জীবাত্মার আনন্দরশ্মি লৌকিক-রত্যাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া রত্যাদিকে আস্বাদ্য করিয়া তুলিলেও

সেই আস্বাদ্যত্ব হইবে জীবাত্মার আনন্দরশ্মির, তাহা রত্যাদির আস্বাদ্যত্ব হইবে না ; সুতরাং এই অবস্থায় রত্যাদি যে রসরূপে পরিণত হয়, তাহা বলা সঙ্গত হয় না। শর্করামণ্ডিত তিক্ত ঔষধবটীকা গলাধঃকরণসময়ে মিষ্ট বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু এই মিষ্টত্ব ঔষধবটীকার নহে, বটীকার আবরণ শর্করারই এই মিষ্টত্ব ; বটীকা মিষ্ট—সুতরাং আস্বাদ্য - হইয়া যায় না।

যে চিত্তে রজস্তমোগুণ নাই, কেবল সত্ত্ব আছে, সেই চিত্তও গুণময় ; কেননা, সত্ত্বও ত্রিগুণময়ী মায়ার গুণ, ইহাও বন্ধন জন্মায়। সত্ত্বগুণও "সুখসঙ্গেন বধ্নাতি॥ গীতা॥" গুণময় চিত্ত দেহাত্ম-বুদ্ধিবশতঃ গুণময় বস্তুর আস্বাদনের জন্যই লালায়িত ; এবং গুণময় বস্তুর আস্বাদনে সত্ত্বগুণের প্রভাবে যে চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তাহাকেই সুখ বলিয়া মনে করে। সত্ত্বপ্রধানচিত্ত সামাজিক গুণময় লৌকিক রত্যাদির আস্বাদনজনিত চিত্তপ্রসাদকেই সুখ বলিয়া মনে করে এবং রতিও বিভাবাদির যোগে রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে করে। বাস্তবিক লৌকিক রত্যাদি বস্তুবিচারে রসরূপে পরিণত হয় না, হইতে পারেও না। লৌকিক-রত্যাদির স্বরূপই হইতেছে রসত্ব-বিরোধী।

আবার যদি বলা যায়—জগতের সমস্ত বস্তুই তো চিজ্জড়-মিশ্রিত ; শুদ্ধ অবিমিশ্র জড় কোনও বস্তুই জগতে নাই। লৌকিক-রত্যাদিও চিজ্জড়-মিশ্রিত। লোকের চিত্ত রজস্তমোগুণের আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া কোনও বস্তুর চিদংশ অনুভূত হয় না। সেই আবরণ যখন দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয় ; সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ বলিয়া চিজ্জড়াত্মক লৌকিক-রত্যাদির চিদংশ, অর্থাৎ লৌকিক রত্যাদির আকারে আকারিত চিদংশ, অনুভবের বিষয় হইতে পারে। তাহাদের সম্মিলিত আকারেরও অনুভব হইতে পারে। তাহাদের সম্মিলিত আকারই রস এবং তাহা চিন্মাত্র বলিয়া স্বরূপতঃ সুখস্বরূপ ; তাহা রসরূপে গৃহীত হইবে না কেন ?

উত্তরে বক্তব্য এই। লৌকিক জগতে সমস্ত বস্তুই—সুতরাং লৌকিক-রত্যাদিও—যে চিজ্জড়মিশ্রিত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতেই চিৎ-এর বা চৈতন্যাংশের কার্য্য হইতেছে সেই বস্তুর উপাদানীভূত মায়িকগুণত্রয়ের উপাদানত্ব-সিদ্ধি, সেই বস্তুরূপে তাহার আকারত্ব-সিদ্ধি, বস্তুর গুণাদি-সিদ্ধি। উপাদানত্বাদি-সিদ্ধির জন্য যতটুকু চৈতন্যাংশের প্রয়োজন, ততটুকু চৈতন্যাংশই সেই বস্তুতে থাকে, তদতিরিক্ত থাকে না ; জলের উৎপত্তির জন্য যতটুকু উদ্‌জান এবং অম্লজানের প্রয়োজন, ততটুকু উদ্‌জান এবং অম্লজানই জলে যেমন থাকে, তদতিরিক্ত যেমন থাকে না, তদ্রূপ। অতিরিক্ত চৈতন্যাংশ যদি কোনও বস্তুতে থাকিত, তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ড বা শুষ্ককাষ্ঠখণ্ডেরও অন্যনিরপেক্ষ-ভাবে গতি থাকিত ; চৈতন্য গতিশীল ; অতিরিক্ত চৈতন্যাংশ তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া প্রস্তরখণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ডকে গতি দান করিত। যবক্ষার বা কুইনাইনও অতিরিক্ত চিদংশের প্রভাবে কিছু মিষ্টত্ব লাভ করিত। তাহা যখন দৃষ্ট হয় না, তখন স্বীকার করিতেই হইবে—চিজ্জড়মিশ্রিত প্রাকৃত বস্তুতে অতিরিক্ত চৈতন্যাংশ নাই ; যাহা কিছু আছে, প্রাকৃত বস্তুর উপাদানত্ব, আকারত্বাদি দানের কার্য্যেই তাহার সমস্ত সামর্থ্য নিয়োজিত, জড়ের সঙ্গে মিশ্রিত

হইয়া তাহাও জড়ধর্ম্মী হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রলয়ে যখন ত্রিগুণময়ী জড়মায়া হইতে সেই চৈতন্যাংশ অপসারিত হয়, তখনই মায়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বরূপে—শুদ্ধ জড়রূপে—অবস্থান করে।

সুতরাং লৌকিক-রত্যাদি চিজ্জড়-মিশ্রিত বলিয়া স্বচ্ছস্বভাব সত্ত্বগুণের উদ্রেকে তাহাদের চিদংশ অনুভূত হইতে পারে না; কেননা, লৌকিক বস্তুতে চিদংশের পৃথক্ সত্ত্বা নাই, প্রয়োজনাতিরিক্ত চিদংশও নাই। তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, চিদংশের অনুভব হয়, তাহা হইলেও যে লৌকিক রত্যাদির অনুভব হয়, তাহা বলা যায় না; কেননা, লৌকিক রত্যাদির অঙ্গীভূত চিদংশেরই অনুভব হয়, চিজ্জড়মিশ্রিত রত্যাদির অনুভব হয় না। চিজ্জড়মিশ্রিত রত্যাদিই হইতেছে রসের উপকরণ। সেই উপকরণে চৈতন্যাংশের পৃথক্ অনুভব হইতে পারে না; কেননা, তাহাতে চৈতন্যাংশের পৃথক্ সত্ত্বা নাই। সুখস্বরূপ চৈতন্যাংশ কোনও প্রাকৃত বস্তুকে সুখস্বরূপও করে না। যবক্ষারে বা কুইনাইনেও জড়ের সঙ্গে চৈতন্যাংশ বিদ্যমান; তথাপি যবক্ষার বা কুইনাইনে মিষ্টত্ব নাই, যবক্ষারের বা কুইনাইনের আস্বাদনেও সুখ জন্মে না—সত্ত্বোদ্রিক্ত-চিত্ত ব্যক্তিরও না।

রজস্তমোগুণের আবরণ দূরীভবনের পরে সত্ত্বোদ্রেক হইলেই যদি সামাজিক চিজ্জড়মিশ্রিত লৌকিক রত্যাদির চিদংশের অনুভব পাইতেন, তাহা হইলে তাদৃশ যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও সময়ে যে কোনও চিজ্জড়মিশ্রিত বস্তুর—এমন কি যবক্ষার বা কুইনাইনের—চিদংশের আস্বাদনেই মিষ্টত্বের বা সুখের অনুভব লাভ করিতে পারিতেন, জীবন্মুক্ত লোকগণও যবক্ষারাদি তিক্তবস্তুর আস্বাদনে পরমানন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু তাহা কখনও দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—লৌকিক রত্যাদি চিজ্জড়মিশ্রিত বলিয়া চৈতন্যাংশের প্রভাবে তাহারা সুখরূপত্ব লাভ করিতে পারে না—সুতরাং তাহাদের মিলনেও সুখাত্মক রসের উদয় হইতে পারে না।

তবে লৌকিক কাব্যের দর্শন-শ্রবণাদির ফলে সহৃদয় সামাজিক যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা হইতেছে সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ—অনুকর্ত্তার অভিনয়-চাতুর্য্যে এবং কথকের কথন-নৈপুণ্যে তাহা অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়াই সেই চিত্তপ্রসাদ উচ্ছ্বাসময় হইয়া থাকে এবং তাহাকেই রস বলা হয়। বস্তুতঃ ইহা রস নহে, উপচারবশতঃই ইহাকে রস বলা হয়।

১৭২। লৌকিক-রসবিদ্‌গণের মতে ভক্তির রসতাপ্রাপ্তি অস্বীকৃত

দেবাদিবিষয়া রতি

গৌড়ীয় আচার্য্যগণ যেমন লৌকিক রত্যাদির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না, তেমনি আবার লৌকিক-রসশাস্ত্রবিদ্‌গণও ভক্তির, বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন, ভগবান্ হইতেছেন দেবতা। তাঁহারা দেবাদিবিষয়া রতিকে "ভাব" বলেন—সামগ্রীর অভাবে যাহা রসে পরিণত হইতে পারে না। (পরবর্ত্তী ৭।৩০১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কাব্যপ্রকাশ বলিয়াছেন—"রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ। ভাবঃ প্রোক্তঃ॥ ৪।৪৮॥—দেবাদিবিষয়া রতিকে এবং ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীকে ভাব বলা হয়।"

কাব্যপ্রকাশের উল্লিখিত বাক্যের ব্যাখায় টীকাকার ঝাল্‌কিকার বলিয়াছেন—"রতির্রিতি সকলস্থায়িভাবোপলক্ষণম্। দেবাদিবিষয়েত্যপি অপ্রাপ্তরসাবস্থোপলক্ষণম্। তথা-শব্দশ্চার্থে। তেন দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকারা, কান্তাদিবিষয়াপি অপুষ্টা রতিঃ, হাসাদয়শ্চ অপ্রাপ্তরসাবস্থাঃ, বিভাবাদিভিঃ প্রাধান্যেনাঞ্জিতো ব্যঞ্জিতো ব্যভিচারী চ ভাবঃ প্রোক্তঃ ভাবপদাভিধেয়ঃ কথিত ইতি সূত্রার্থঃ।—এ-স্থলে 'রতি'-শব্দে সমস্ত স্থায়িভাবই উপলক্ষিত হইয়াছে। 'দেবাদিবিষয়া'-পদেও অপ্রাপ্তরসাবস্থা উপলক্ষিত হইয়াছে। 'তথা'-শব্দ 'চ'-কারের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকার রতি, কান্তাদিবিষয়া অপুষ্টা রতিও, অপ্রাপ্ত-রসাবস্থা হাসাদি এবং বিভাবাদিদ্বারা প্রধানভাবে ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীও ভাবপদবাচ্য। ইহাই হইতেছে সূত্রের অর্থ।"

কাব্যপ্রকাশের প্রদীপটীকাতেও বলা হইয়াছে—

"রত্যাদিশ্চেন্নিরঙ্গঃ স্যাদ্‌দেবাদিবিষয়োঽথবা।
অন্যাঙ্গভাবভাগ্ বা স্যান্ন তদা স্থায়িশব্দভাক্॥

—রত্যাদি যদি নিরঙ্গ (অঙ্গহীন) হয়, অথবা দেবাদিবিষয়ক হয়, অথবা অন্যের অঙ্গভাগভাক্ হয়, তাহা হইলে স্থায়ি-পদবাচ্য হয় না।"

রসগঙ্গাধর হইতে আচার্য্য জগন্নাথের উক্তিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"অথ কথমেত এব রসাঃ। ভগবদালম্বনস্য রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য হর্ষাদিভিঃ পোষিতস্য ভাগবতাদিপুরাণ-শ্রবণ-সময়ে ভগবদ্‌ভক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবাৎ। ভগবদনুরাগ-রূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবমর্হতি। অনুরাগস্য বৈরাগ্য-বিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে। ভক্তের্দেবাদিবিষয়রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ।—(যদি কেহ বলেন যে) এই কয়েকটীই (শৃঙ্গারাদি কেবল নয়টীই) মাত্র কেন রস হইবে ? ভগবান্ যাহার বিষয়ালম্বন, রোমাঞ্চ-অশ্রুপাতাদি যাহার অনুভাব, হর্ষাদি ব্যভিচারিভাবের দ্বারা যাহা পরিপুষ্ট, ভাগবতাদি-পুরাণ-শ্রবণ-সময়ে ভগবদ্‌ভক্তগণ যাহার অনুভব করেন (অর্থাৎ ভাগবতাদি-পুরাণ-শ্রবণ যাহার উদ্দীপন), সেই ভক্তিরসের অপহ্নব (অস্বীকার) করা যায় না (অর্থাৎ ভক্তিরস কেন স্বীকৃত হইবে না ?)। এ-স্থলে ভগবদনুরাগরূপা ভক্তি হইতেছে স্থায়িভাব এবং রসোৎপাদক আলম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাবও এ-স্থলে বিদ্যমান। এ-সমস্তের যোগে স্থায়িভাব ভক্তি কেন রসে পরিণত হইবে না ? (ইহা অবশ্যই রসে পরিণত হইবে। তবে) এই ভক্তিরসকে (পূর্বকথিত নয়টী রসের অন্তর্গত) শান্তরসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করাও সঙ্গত নয় ; কেননা, (ভক্তিরসের স্থায়িভাব হইতেছে অনুরাগ, বৈরাগ্য হইতেছে শান্তরসের মূল ;) অনুরাগ বৈরাগ্যের বিরুদ্ধ বস্তু (সুতরাং ভক্তিরস একটী স্বতন্ত্র রসরূপেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে রসগঙ্গাধর বলিতেছেন, ভক্তিরসকে কেন স্বীকার করা হয় না, তাহা) বলা হইতেছে। ভক্তি হইতেছে দেবাদিবিষয়া রতি ; দেবাদিবিষয়া রতি হইতেছে ভাবের অন্তর্ভুক্ত ; এজন্য ভক্তির রসত্ব উপপন্ন হইতে পারে না।"

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার ভক্তিরসায়নের "রতির্দেবাদিবিষয়া"-ইত্যাদি ২।৭৫-শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ। উদ্‌বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥" ইত্যুক্তরীত্যা যত্র সঞ্চারিণো ভাবাঃ প্রাধান্যেনাভিব্যক্তাঃ, রতিশ্চ দেবাদিবিষয়ে প্রবৃত্তা স্থায়িনো ভাবাশ্চ বিভাবাদিভিরপুষ্টতয়া রসরূপতামনাপদ্যমানাঃ স্যুঃ, তত্র তে ভাব-শব্দবাচ্যা ভবন্তি, ন রসশব্দবাচ্যাঃ, ইতি যদ্যপি বিশ্বনাথাদিভিরালঙ্কারিকৈরুক্তম্" ইত্যাদি।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—যদিও সাহিত্য-দর্পণকারাদি আলঙ্কারিকগণ বলেন—প্রাধান্যপ্রাপ্ত সঞ্চারিভাবসমূহ, দেবাদিবিষয়া রতি এবং যে স্থায়িভাব উন্মুখমাত্র হইয়াছে, কিন্তু বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে নাই, তাহা—ইহারা হইতেছে 'ভাব'-শব্দবাচ্য, রসশব্দবাচ্য নহে-ইত্যাদি।

এই উক্তি হইতেও জানা গেল—সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি লৌকিক আলঙ্কারিকগণের মতেও দেবাদিবিষয়া রতি হইতেছে "ভাব", ইহা রস নহে।

কিন্তু "ভাব" বলিতে কি বুঝায়, "রস" বলিতেই বা কি বুঝায়, তাহা জানা দরকার ; নচেৎ লৌকিক আলঙ্কারিকদের উল্লিখিত উক্তির সারবত্তা আছে কিনা, তাহা বুঝা যাইবে না।

উপরে শ্রীপাদ মধুসূদন স্বরস্বতীর "সঞ্চারিণঃ প্রধানানি"-ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে—"উদ্‌বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥—যে স্থায়িভাব সবেমাত্র উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাকেও ভাব বলা হয়।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভাব ও রসের পার্থক্যসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভাবনায়াঃ পদে যস্তু বুধেনানন্যবুদ্ধিনা। ভাব্যতে গাঢ়সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে॥২।৫।৭৯।—ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে যাহা চমৎকারাতিশয় রূপে অত্যধিকরূপে আস্বাদিত হয়, তাহাকে বলে রস। আর, অনন্যবুদ্ধি পণ্ডিতগণ ভাবনার পদে রাখিয়া গাঢ় সংস্কারের দ্বারা চিত্তে যাহার ভাবনা করেন, তাহাকে বলে ভাব।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"বিভাবাদিদ্বারা প্রথমে ভাবসাক্ষাৎকার জন্মে ; তাহার পরে ভাবস্বরূপ হয় ; তাহার পরে সে-সমস্ত বিভাবাদিদ্বারা রস-সাক্ষাৎকার হয়—ইহাই হইতেছে ক্রম। উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে রতি ও রসের দশাবিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের ভেদের কথা বলা হইয়াছে। বিভাব-ব্যভিচারিভাবসমূহের ভাবনামার্গ পরিত্যাগ করিয়াই রসের আস্বাদন হয়। রস কি রকম? রতি (ভাব) অপেক্ষা অতিশয় চমৎকারজনক। ভাব কিন্তু বিভাব-ব্যভিচারী প্রভৃতির ভাবনাস্পদ চিত্তে ভাবিত হয় (অর্থাৎ ভাবনাদ্বারাই আস্বাদ্য হয়)। রসসাক্ষাৎকার-কালে বিভাবাদির স্বতন্ত্রভাবে অনুভব হয় না ; রতি (ভাব)-সাক্ষাৎকার-কালে কিন্তু বিভাবাদির স্বতন্ত্ররূপে অনুভব হয়,

রস-সাক্ষাৎকার অপেক্ষা রতি (ভাব)-সাক্ষাৎকারে গাঢ়ত্বের অভাব—ইহাই হইতেছে রতি বা ভাব এবং রসের ভেদ।”

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—

“সমাধিধ্যানয়োরেবানয়োর্ভেদ ইতি ভাবঃ।—সমাধি এবং ধ্যানের মধ্যে যে ভেদ, রস এবং ভাবের মধ্যেও তদ্রূপ ভেদ।” সমাধি-অবস্থায় যেমন ধ্যেয়-বস্তুব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর বোধ থাকেনা, তদ্রূপ রসাস্বাদন-কালেও বিভাবাদির পৃথক্ জ্ঞান থাকে না। আবার, ধ্যানকালে যেমন অন্য বস্তুর ভাবনাও আসে, তদ্রূপ ভাবের সাক্ষাৎকারকালেও বিভাবাদির ভাবনা থাকে।

এইরূপে বুঝা গেল -ভাব হইতেছে রসের প্রথম অবস্থা—যাহা বিভাবাদির ভাবনাদ্বারা ভাবস্বরূপত্ব (রসরূপে পরিণতির যোগ্যতা) প্রাপ্ত হয় এবং পরে বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। এই ভাবকে চিত্তের সর্বপ্রথম বিক্রিয়াও বলা যায়।

সাহিত্যদর্পণও বলিয়াছেন, “নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥ জন্মতঃ প্রভৃতি নির্বিকারে মনসি উদ্‌বুদ্ধমাত্রো বিকারোভাবঃ॥৩।১০০॥—নির্বিকারাত্মক চিত্তে প্রথম যে বিক্রিয়া জন্মে, তাহাকে ভাব বলে। জন্মাবধি মনে উদ্‌বুদ্ধমাত্র যে বিকার, তাহাই ভাব।” কিন্তু সাহিত্যদর্পণ-কথিত এই ভাব হইতেছে নায়িকাদের ভাব-হাব-হেলা-প্রভৃতি বিংশতি অলঙ্কারের অন্তর্গত ভাব। তথাপি উদ্‌বুদ্ধমাত্রত্বাংশে মধুসূদনস্বরস্বতীপাদের উক্তির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে।

সরস্বতীপাদের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—স্থায়িভাব রতি (যাহা বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টিলাভ করে নাই, সেই রতি) যেমন ভাব-শব্দবাচ্য, কিন্তু রস-শব্দবাচ্য হইতে পারে না, দেবাদিবিষয়া রতিও তদ্রূপ কেবল ভাব-শব্দবাচ্য, কিন্তু রস-শব্দবাচ্য হইতে পারে না—ইহাই হইতেছে প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের অভিমত।

কিন্তু উদ্‌বুদ্ধমাত্র অবস্থাতে স্থায়িভাব রতি রসপদ-বাচ্য না হইলেও যখন বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করে, তখন তাহা রসত্ব লাভ করিতে পারে। দেবাদিবিষয়া রতি কি বিভাবাদি-রসসামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না ? প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের অভিমত এই যে—দেবাদিবিষয়া রতি কখনও রসে পরিণত হইতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়—দেবাদিবিষয়া রতি কখনও বিভাবাদি-সামগ্রীর সহিত মিলিত হইতে পারে না। কিন্তু কেন ? এই কেন'র উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে।

দেব বা দেবতা দুই রকমের—ঈশ্বর-তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব। “যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ”, “এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো”, “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্‌কে “দেব” এবং “দেবতা’ বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতে বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ,

সদাশিবাদি যে-সকল অনন্ত গুণাতীত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহারাও "দেব" বা "দেবতা।" ইঁহারা হইতেছেন ঈশ্বর-তত্ত্ব দেব বা দেবতা, আনন্দঘনবিগ্রহ।

"তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্॥ শ্বেতাশ্বতর ।৬।৭॥"-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর "দেবতানাং"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—'দেবতানামীন্দ্রাদীনাম্'—ইন্দ্রাদি দেবতা। এ-স্থলে ইন্দ্রাদিকে দেবতা বা দেব বলা হইয়াছে। ইন্দ্র কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন; তিনি জীবতত্ত্ব। এইরূপে জীবকোটি ব্রহ্মা এবং জীবকোটি শিবও জীবতত্ত্ব, অথচ দেবতা। এ-সমস্ত দেবতা হইতেছেন জীবতত্ত্ব।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—"দেবাদিবিষয়া রতিঃ"-পদে কোন্ রকমের দেবতা আলঙ্কারিকদের অভিপ্রেত? ঈশ্বরতত্ত্ব দেবতা? না কি জীবতত্ত্ব দেবতা?

তাহা নির্ণয় করিতে হইলে রতির স্বরূপের কথা চিন্তা করিতে হইবে। লৌকিক-রস-কোবিদ্‌গণ সর্বত্রই রজস্তমোহীন-সত্ত্বগুণান্বিত-চিত্ত সামাজিকের কথাই বলিয়াছেন; এতাদৃশ সামাজিকের চিত্ত সত্ত্বগুণান্বিত বলিয়া সেই চিত্তের বৃত্তিবিশেষরূপা রতিও সত্ত্বগুণময়ী; সত্ত্বগুণও মায়িকগুণ; সুতরাং সত্ত্বগুণময়ী রতিও হইবে মায়িকী, মায়িকগুণময়ী। গুণাতীত ভগবৎস্বরূপ মায়িক-গুণময়ী রতির বিষয় হইতে পারেন না। মায়িক-গুণময় চিত্তে গুণাতীত ভগবদ্‌বিষয়া রতির অঙ্কুরও জন্মিতে পারে না। চিত্ত হইতে মায়ার রজঃ, তমঃ এবং সত্ত্ব—এই তিনটী গুণ সম্যক্‌রূপে অপসারিত হইলেই তাহাতে ভক্তিরূপা ভগবদ্‌বিষয়া রতির প্রথম আবির্ভাব হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে। ইহা হইতে বুঝা গেল—লৌকিক-রসকোবিদ্‌গণ কোনও স্থলেই যখন মায়িক-গুণাতীত-চিত্ত সামাজিকের কথা বলেন নাই, সর্বত্রই যখন তাঁহারা সত্ত্বগুণান্বিতচিত্ত (অর্থাৎ মায়িক-গুণময়চিত্ত) সামাজিকের কথাই বলিয়াছেন, তখন "দেবাদিবিষয়া রতিঃ"-স্থলে "দেব"-শব্দে কোনও গুণাতীত ভগবৎস্বরূপরূপ (অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব) দেবতা তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না। জীবতত্ত্ব ইন্দ্রাদিদেবতাই তাঁহাদের অভিপ্রেত।

ইহার সমর্থক অন্য বিষয়ও আছে। ইন্দ্রাদি জীবতত্ত্বদেবতাগণ মোক্ষ দিতে পারেন না, গুণময় ভোগ্যদ্রব্যাদি দিতে পারেন। যতক্ষণ চিত্তে মায়িক গুণ থাকিবে, ততক্ষণ দেহেন্দ্রিয়াদির ভোগের বাসনাও থাকিবে। সত্ত্বগুণ দেহভোগ্য সুখাদিতে আসক্তি জন্মাইয়া বন্ধন জন্মায়, এজন্য সত্ত্বগুণ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"সুখসঙ্গেন বধ্নাতি॥ গীতা॥" মায়িক গুণান্বিত-চিত্ত লোকগণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু লাভের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার পূজাদি করিয়া থাকেন, ইন্দ্রাদি জীবতত্ত্ব দেবতার সম্বন্ধে তাঁহাদের চিত্তে রতির উদয় হইতে পারে। সামাজিকগণের চিত্ত সত্ত্বগুণান্বিত বলিয়া প্রাকৃত বস্তুর ভোগজনিত সুখের আশায় ইন্দ্রাদি জীবতত্ত্ব দেবতায় রতিযুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু এইরূপে ইন্দ্রাদি-জীবতত্ত্ব-দেবতা-বিষয়া রতি অনুকূল বিভাবাদির সহিত মিলিত হইতে পারে না। তাহার হেতু এই:—

ইন্দ্রাদি দেবতা সামাজিকের ন্যায় স্বরূপতঃ জীব হইলেও কিন্তু দেবতা; সামাজিক কিন্তু দেবতা

নহেন। দেবতা বলিয়া ইন্দ্রাদি জীবতত্ত্ব দেবতাগণ হইতেছেন দেবচরিত্র, তাঁহারা মনুষ্যচরিত্র নহেন, অর্থাৎ তাঁহাদের আচরণ সাধারণ মানুষের আচরণের মত নহে ; তাঁহাদের মধ্যে কিছু ঐশ্বর্য্যের বিকাশও আছে --যাহা সাধারণ মানুষে নাই। এজন্য ইন্দ্রাদিদেবতারূপ বিভাবাদি মনুষ্যচরিত সামাজিকের লৌকিকী রতির অনুকূল হইতে পারে না এবং সেই রতির পরিপোষকও হইতে পারে না। সেই রতি যতটুকু প্রথমে উদ্বুদ্ধ হয়, ততটুকুমাত্রই থাকিয়া যায়, বর্দ্ধিত বা পরিপুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা কেননা, পরিপোষক-সামগ্রী বিভাবাদির অভাব। বিভাবাদি থাকিলেও সেই বিভাবাদি রতির অনুকূল নহে বলিয়া রতির যখন পোষক নয়, তখন রতির পক্ষে সেই বিভাবাদি না থাকার তুল্যই। আবার, সামাজিকের রতি স্বরূপে "অত্যল্প" বলিয়া আপনা-আপনিও তাহা পরিপুষ্ট হইতে পারে না।

এজন্যই লৌকিক-রসকোবিদ্‌গণ বলিয়াছেন—দেবাদিবিষয়া রতি ভাবমাত্র ; অর্থাৎ চিত্তের প্রথমবিক্রিয়ামাত্র, সামগ্রীর অভাবে ইহা রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—প্রাকৃত আলঙ্কারিকদের কথিত দেবাদিবিষয়া রতি যদি জীবতত্ত্ব-ইন্দ্রাদিবিষয়া রতি হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্তির সারবত্তা থাকিতে পারে।

এজন্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"যত্তু প্রাকৃতরসিকৈঃ রসসামগ্রীবিরহাদ্‌ভক্তৌ রসত্বং নেষ্টং তৎ খলু প্রাকৃতদেবাদি-বিষয়মেব সম্ভবেৎ ॥—প্রাকৃত রসিকগণ যে রস-সামগ্রীর অভাবশতঃ ভক্তিতে রসত্ব স্বীকার করেন না, তাহা প্রাকৃত দেবাদি-বিষয়েই সম্ভবপর হইতে পারে ; অর্থাৎ প্রাকৃত (জীবতত্ত্ব)-দেবাদিবিষয়া ভক্তিতে রসসামগ্রীর অভাবনিবন্ধন রসনিষ্পত্তি অসম্ভব হইতে পারে।"

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও তাঁহার ভক্তিরসায়নে তাহাই বলিয়াছেন।

"রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথোর্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তো রসো নেতি যদুক্তং রসকোবিদৈঃ॥
দেবান্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ।
তদ্‌যোজ্যং পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি ॥ ২।৭৫-৭৬॥

—প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণ যে বলেন—দেবাদিবিষয়া রতি এবং উর্জিত ব্যভিচারিভাবসমূহ ভাব-নামেই কথিত হয়, রস নহে, তাহা কেবল জীব বলিয়া যাঁহাদের মধ্যে পরানন্দের প্রকাশ নাই, সেই সমস্ত অন্যদেব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা ভগবানে তাহা প্রযোজ্য নহে।"

অগ্নিপুরাণ বলিয়াছেন—"ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জ্জিতঃ। ভাবয়ন্তে রসানেভি-র্ভাব্যন্তে চ রসা ইতি ॥৩৩৮।১২॥" ভরতমুনিও তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে সে-কথাই বলিয়াছেন—"ন ভাব-হীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ। পরস্পরকৃতা সিদ্ধিস্তয়োরভিনয়ে ভবেৎ ॥৬।৩৬॥" এই উক্তি হইতে জানা গেল—রসবর্জিত কোনও ভাব নাই। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে দেববিষয়া রতিরূপ যে ভাব, তাহাই বা রসবর্জিত হইবে কেন ?

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার ভক্তিরসায়নের ২।৭৫-৭৬-শ্লোকদ্বয়ের টীকায় "ন ভাবহীনোঽস্তি রসো" ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"ইত্যাদ্যালঙ্কারিক-বচন পরম্পরা-পর্য্যালোচনয়া ভাবানামপি গৌণবৃত্ত্যেব রসরূপত্বম্, ন তু মুখ্যয়া বৃত্ত্যেতি স্থিতম্, তথাপি ক্ষুদ্রানন্দভাঞ্জি দেবতান্তরে তথা ভবন্ত্যপি পরমানন্দঘনে ভগবতি প্রবৃত্তা চমৎকারাতিশয়ং প্রকটয়ন্তী কথং ন রসরূপতামাপদ্যেত, অত উক্তম্—দেবতান্তরেষু তদ্‌যোজ্যমিতি।—আলঙ্কারিকগণের উল্লিখিত বচন-পরম্পরার পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, গৌণবৃত্তিতেই ভাবসমূহেরও রসরূপত্ব মুখ্যবৃত্তিতে নহে; তথাপি ক্ষুদ্রানন্দবিশিষ্ট দেবতান্তরে রতি ভাবপদ-বাচ্যা হইলেও পরমানন্দঘন ভগবানে প্রবৃত্তা রতি চমৎকারাতিশয় প্রকটিত করিয়া কেন রসরূপতা প্রাপ্ত হইবেনা? এজন্যই বলা হইয়াছে—দেবতান্তরেই তাহা প্রযোজ্য।"

তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। রসবর্জিত ভাব নাই বলিয়া, ক্ষুদ্রানন্দবিশিষ্ট দেবতান্তর-বিষয়া রতিকে যখন ভাব বলা হইয়াছে, তখন সেই ভাবও রসবর্জিত নহে; তবে তাহার রসত্ব সিদ্ধ হয় গৌণবৃত্তিতে, মুখ্যবৃত্তিতে নহে। কিন্তু পরমানন্দঘন ভগবানে যে রতি, তাহাও ভাবই; কিন্তু সেই ভাবরূপা রতি পরমানন্দঘন ভগবানে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, চমৎকারাতিশয় প্রকটিত করে বলিয়া, মুখ্যাবৃত্তিতেই তাহার রসত্ব সিদ্ধ হয়। ক্ষুদ্রানন্দ দেবতান্তরে ভাব চমৎকারাতিশয় প্রকটিত করিতে পারে না; তথাপি ভাব রসবর্জিত নহে বলিয়া সেই ভাবেও রস আছে; তবে তাহা অতি সামান্য; এজন্য তাহার রসত্ব গৌণ (পরবর্ত্তী আলোচনার সর্বশেষ অংশ দ্রষ্টব্য)।

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পুরাণাদিও যে রসশাস্ত্র, প্রাকৃত-রসশাস্ত্রবিদ্‌গণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (ধ্বন্যালোক ও লোচন ॥৪।৫॥)। এই সকল ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরাম-চন্দ্রকে যে তাঁহারা মানুষ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাও নহে, ভগবান্‌রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন—ধ্বন্যালোকের ৪।৫-অনুচ্ছেদোক্ত "ভগবান্ বাসুদেবশ্চ", "পরমার্থসত্যস্বরূপস্তু ভগবান্ বাসুদেবোঽত্র কীর্ত্ত্যতে", "বাসুদেবাদিসংজ্ঞাভিধেয়ত্বেন চাপরিমিতশক্ত্যাস্পদং পরং ব্রহ্ম গীতাদিপ্রদেশান্তরেষু তদভিধানত্বেন লব্ধপ্রসিদ্ধিমাথুরপ্রাদুর্ভাবানুকৃতসকলস্বরূপং বিবক্ষিতম্", "রামায়ণাদিষু চানয়া সংজ্ঞয়া ভগবন্মূর্ত্ত্যন্তরে ব্যবহারদর্শনাৎ"—ইত্যাদি উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। রামায়ণ-মহাভারতাদিতে বর্ণিত ভগবল্লীলায় কি রসের উদ্রেক হয় নাই? তাহা না হইয়া থাকিলে রামায়ণ-মহাভারতাদি রসশাস্ত্র হইতে পারে কিরূপে? মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুন কি বিস্ময়-রসের অনুভব করেন নাই? বিশ্বরূপ-দর্শন-কালে পূর্ববর্ত্তী সখ্যভাবানুকূল তাঁহার যে সমস্ত আচরণকে ধৃষ্টতা মনে করিয়া অর্জুন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে-সমস্ত সখ্যভাবানুরূপ আচরণ-কালে তিনি কি সখ্যরসের অনুভব করেন নাই? রামায়ণ-বর্ণিত লীলায় শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমানের রামচন্দ্রবিষয়া রতি কি দাস্যরসে পরিণত হয় নাই?

যদি বলা যায়—ভগবল্লীলায় ভগবানের পরিকর অর্জুন-হনুমানাদির যথাবস্থিত দেহে ভগবদ্-

বিষয়া রতি হয় তো রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু সামাজিকের যথাবস্থিত দেহে ভগবদ্‌বিষয়িণী যে রতির উদয় হয়, তাহা রসে পরিণত হইতে পারে না ; কেননা, তাহা বিভাবানুভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হয় না। তাহা হইলে বলা যায়—"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥"—এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-(১১।২।৪০)-শ্লোকে যখন দেখা যায়—সাধক ভক্তের যথাবস্থিত দেহে সাধনের ফলে চিত্তে ভগবদ্‌বিষয়ক অনুরাগ উদিত হইলে বিভাব-অনুভাবাদিদ্বারা তাঁহার রতি পুষ্টি লাভ করে, তখন কিরূপে স্বীকার করা যায় যে, ভগবদ্‌বিষয়া রতি রসপোষক সামগ্রীর দ্বারা পুষ্ট হয় না এবং রসে পরিণত হয় না ?

যাহা বাস্তবিক ভক্তি, তাহা হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, চিন্ময়ী। সচ্চিদানন্দ ভগবান্ তাহার বিষয় হইতে পারেন এবং অপ্রাকৃত বিভাবাদিদ্বারা তাহা পুষ্টি লাভ করিয়া রসত্ব লাভও করিতে পারে। লৌকিকী রতি এবং অলৌকিকী ভগবদ্‌বিষয়া রতির স্বরূপও এক রকম নহে, ধর্ম্মও এক রকম নহে। লৌকিকী রতির ন্যায় ভক্তি অল্পও নহে ; কেননা, স্বরূপ-শক্তি হইতেছে বিভু ; স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তিও বিভু। শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিরেব ভূয়সী।"

সামাজিকের লৌকিকী রতি গুণময়ী, মায়িক-সত্ত্বগুণ-প্রধানা। গুণময়ী বলিয়া গুণাতীত সচ্চিদানন্দ ভগবান্ তাহার বিষয় হইতে পারেন না, অপ্রাকৃত বিভাবাদির সহিতও তাহার সংযোগ হইতে পারে না। সামাজিক তাঁহার লৌকিকী রতির সহায়তায় যখন শ্রীরামচন্দ্রাদিবিষয়ক লৌকিক কাব্য আস্বাদন করেন, সাধারণীকরণের দ্বারা রামাদিকেও পুরুষাদিরূপে পরিণত করিয়াই তিনি আস্বাদন করেন। তাঁহার এই আস্বাদনও হইয়া পড়ে প্রাকৃত রসের আস্বাদন, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় রসের আস্বাদন নহে। কিন্তু ভক্ত-সামাজিকের ভক্তিরূপা ভগবদ্‌বিষয়া রতি স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই রামাদি-ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবৎ-স্বরূপত্ব হারাইয়া পুরুষ-বিশেষরূপে প্রতীয়মান করায় না। এজন্য তাঁহার পক্ষে ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব হয়। আবার, সামাজিকের লৌকিকী গুণময়ী রতিও তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই সাধারণীকরণদ্বারা ভগবান্‌কেও পুরুষবিশেষরূপে প্রতীয়মান করায়। এজন্য তাঁহার পক্ষে লৌকিকী রতির রসত্বই অনুভূত হয়। অপ্রাকৃত ভক্তিরসের আস্বাদন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রাকৃত-রস-কোবিদ্‌গণ যে ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন না, তাহার কারণ এইরূপ বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা মায়িক-সত্ত্বগুণান্বিত-চিত্ত সামাজিকদের রসাস্বাদনের কথাই বলিয়াছেন। প্রাকৃত রসই তাদৃশ সামাজিকদের আস্বাদ্য হইতে পারে ; তাঁহাদের রতি গুণময়ী বলিয়া গুণাতীত ভক্তিরসের আস্বাদন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহাদের আস্বাদ্য রসের আলোচনাতেই ঐকান্তিক আগ্রহ বশতঃ প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণ অপ্রাকৃত ভক্তিরস-সম্বন্ধীয় আলোচনার অবকাশ পায়েন নাই। প্রাকৃত সামাজিকগণের পক্ষে ভক্তি আস্বাদ্য হইতে পারেনা বলিয়াই তাঁহারা ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ৭।৩০১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ক। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর অভিমত

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার ভক্তিরসায়নে ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির যেমন রসতাপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি লৌকিকী রতিরও রসতাপত্তি স্বীকার করিয়াছেন; তবে লৌকিকী রতির রসত্ব যে ভক্তির রসত্ব অপেক্ষা ন্যূন, তিনি তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। লোকিক রসবিদ্‌গণ ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন না; গৌড়ীয় আচার্য্যগণ লৌকিকী রতির রসত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু সরস্বতীপাদ উভয়েরই রসত্ব স্বীকার করেন; সুতরাং তাঁহাকে মধ্যপন্থী বলা যায়।

কিন্তু তিনি যে ভাবে লৌকিকী রতির রসত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার সহিত শ্রুতিস্মৃতির সঙ্গতি নাই। ইহা বুঝিতে হইলে রতি-সম্বন্ধে এবং জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানা দরকার।

তাঁহার ভক্তিরসায়নে তিনি বলিয়াছেন,

চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকম্।
তাপকৈর্বিষয়ৈর্যোগে দ্রবত্বং প্রতিপদ্যতে ॥১।৪॥

—চিত্তরূপ দ্রব্যটী স্বভাবতঃই গালার মত কঠিন। তাপক-বিষয়ের যোগে তাহা দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয়।"

তাপক-বিষয় কি, তাহাও তিনি পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিয়াছেন।

"কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্তজতুনস্তচ্ছান্তৌ কঠিনন্তু তৎ ॥১।৫॥

—কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ, শোক, দয়া প্রভৃতি হইতেছে চিত্তরূপ জতুর তাপক (অর্থাৎ এ-সমস্তের যোগে চিত্তরূপ জতু বা গালা দ্রবীভূত হয়); তাহাদের উপশমে চিত্ত কঠিন হইয়া পড়ে।"

ইহার পরে বাসনা-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,

"দ্রুতে চিত্তে বিনিক্ষিপ্তঃ স্বাকারো যস্তু বস্তুনঃ।
সংস্কার-বাসনা-ভাব-ভাবনা-শব্দভাগসৌ ॥১।৬॥

—দ্রবীভূত চিত্তে দৃশ্যবস্তুর যে আকার বিনিক্ষিপ্ত (গৃহীত) হয়, তাহাকে সংস্কার, বা বাসনা, বা ভাব, বা ভাবনা বলে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,

দ্রবতায়াং প্রবিষ্টং সদ্ যৎ কাঠিন্যদশাং গতম্।
চেতঃ পুনর্দ্রুতৌ সত্যামপি তন্নৈব মুঞ্চতি ॥১।৮॥

—যে বস্তু দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তের কাঠিন্যাবস্থাপর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং পুনরায় (অন্য দৃশ্যবস্তুর আকারযোগে) দ্রবীভূত সেই চিত্তে অপর বস্তু প্রতিভাত হইলেও চিত্ত তখন সেই প্রথমে প্রবিষ্ট বস্তুটীর স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, উহা তখনও পূর্ব্ববৎই প্রকাশমান থাকে; এই কারণে ঐ অবস্থাকে 'বাসনা' নামে অভিহিত করা হয়।"

ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন,

"স্থায়িভাবগিরাতোঽসৌ বস্ত্বাকারোঽভিধীয়তে।
ব্যক্তশ্চ রসতামেতি পরানন্দতয়া পুনঃ॥ ১।৯॥

(—দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট বিষয়ের আকারটী অবিনাশী বলিয়া) চিত্তমধ্যে প্রবিষ্ট বস্তুবিশেষের যে আকার, অর্থাৎ চিত্তের যে বিষয়াকারতা, তাহাকেই স্থায়িভাব বলে। সেই ভাবই বিভাবাদিদ্বারা পরমানন্দরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রস-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।"

যে-বস্তুর দর্শনাদিতে কাম-ক্রোধাদি তাপক-ভাবের উদয় হয়, সেই বস্তুর দর্শনাদিতে তাপক-ভাবের উদয়ে চিত্ত দ্রবীভূত হয়; দ্রবীভূত চিত্তে সেই বস্তু প্রবিষ্ট বা গৃহীত হয়; চিত্ত সেই বস্তুর আকারে আকারিত হয়। বস্তুর আকার-প্রাপ্ত যে চিত্ত, তাহাকেই সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—বাসনা, বা রতি, বা ভাব। এই আকারটী চিত্তের সর্বাবস্থাতে বিদ্যমান থাকে বলিয়া, চিত্তে অন্য কোনও বস্তু গৃহীত হইলেও এই আকার বিনষ্ট হয় না বলিয়া, অর্থাৎ এই আকাররূপ বাসনা বা ভাবটী স্থায়ী বলিয়া. তাহাকে তিনি স্থায়িভাব বলিয়াছেন। এই স্থায়িভাবই বিভাবাদিযোগে রসে পরিণত হয়।

"ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
মনোগতস্তদাকার-রসতামেতি পুষ্কলম্॥১।১০॥

—পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ নিজেই প্রথমে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ গৃহীত হইয়া, স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, পরে পরিপূর্ণ রসত্ব প্রাপ্ত হয়েন।"

ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া চিত্তে ভাবরূপে অবস্থিত ভগবদাকারেরও পরমানন্দত্ব স্বীকার করিলে ভগবদাকাররূপ স্থায়িভাব হয়তো রসরূপে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু লৌকিকী রতির বিষয় কান্তাদি তো পরমানন্দস্বরূপ নহে; চিত্তে গৃহীত কান্তাদির আকাররূপ স্থায়িভাব কিরূপে আনন্দাত্মক রসরূপে পরিণত হইতে পারে? ইহার উত্তরে সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,

"কান্তাদিবিষয়েঽপ্যস্তি কারণং সুখচিদ্ঘনম্।
কার্য্যাকারতয়া ভেদেঽপ্যাবৃতং মায়য়া স্বতঃ॥১।১১॥

—কান্তাদিবিষয়েও সুখচিদ্ঘন ভগবান্ই কারণ; কান্তাদি হইতেছে তাঁহার কার্য্য। বিভিন্ন বস্তুতে তিনিই কার্য্যাকারে বিদ্যমান; তিনিই কার্য্যাকারে বিদ্যমান থাকিলেও স্বতঃই মায়াদ্বারা আবৃত (এজন্য পরমানন্দরূপে প্রতীতির গোচর হয়েন না)।"

এই শ্লোকের টীকায় সরস্বতীপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই:—

"শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়—পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ। পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের কারণ, জগৎ হইতেছে তাঁহার কার্য্য। "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ॥ ২।১।১৫॥"-ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়—কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। জগদ্রূপ কার্য্য কারণরূপ পরমানন্দঘন ভগবান্ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জগৎ এবং জগতিস্থ ভূতসমূহও পরমানন্দরূপ। কিন্তু জগতিস্থ

ভূতসমূহ পরমানন্দ-স্বরূপ হইলেও মায়াদ্বারা আবৃত বলিয়া পরমানন্দরূপে প্রতীতিগোচর হয় না। মায়ার দুইটী বৃত্তি—আবরণাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা। আবরণাত্মিকা বৃত্তি বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে; জগতিস্থ ভূতসমূহ অখণ্ড আনন্দস্বরূপ হইলেও মায়ার আবরণাত্মিকাবৃত্তিদ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া ভূতসমূহের অখণ্ডানন্দরূপত্ব অনুভূত হয় না। আর, বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি—অকার্য্যকেও কার্য্যরূপে প্রতীত করায়; অর্থাৎ জগতিস্থ ভূতসমূহ অখণ্ড আনন্দস্বরূপ বলিয়া জন্য বা উৎপাদ্য বস্তুও নহে, বিকারী বস্তুও নহে; মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিতেই তাহাদিগকে উৎপন্ন (সৃষ্ট) এবং বিকারী বলিয়া মনে হয়।"

এইরূপে জানা গেল—ভূতসমূহ বস্তুতঃ পরমানন্দস্বরূপ হইলেও মায়াদ্বারা আবৃত বলিয়া তাহাদের পরমানন্দস্বরূপত্ব প্রতীতির গোচর হয় না। তাহা কিরূপে প্রতীতির গোচর হইতে পারে? তৎসম্বন্ধে সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,

"সদজ্ঞাতঞ্চ তদ্‌ব্রহ্ম মেয়ং কান্তাদিমানতঃ।
মায়াবৃত্তিতিরোধানে বৃত্ত্যা সত্ত্বস্থয়া ক্ষণম্ ॥১।১২॥

—স্ত্রী-প্রভৃতি বিষয়ে প্রযুক্ত প্রমাণদ্বারা মনের সাত্ত্বিক বৃত্তি উপস্থিত হয়; সেই বৃত্তিদ্বারা মায়াকৃত আবরণ—যে আবরণের ফলে চিদানন্দ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইত না, তাহা—নিবারিত হয়; তখন সেই অবিজ্ঞাত সৎব্রহ্মও মেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন। [ইহাতে চিদানন্দের প্রতীতি এবং অজ্ঞাত-জ্ঞাপকরূপে প্রমাণেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল]॥—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

উক্ত শ্লোকের টীকায় সরস্বতীপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সাংখ্য-বেদান্ততীর্থমহোদয়ের অনুবাদও এ-স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

"লোকের অবিজ্ঞাপিত বিষয় বিজ্ঞাপিত করে—জানাইয়া দেয় বলিয়াই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য; নচেৎ স্মৃতিরও (স্মরণেরও) প্রামাণ্য হইতে পারে? স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশমান চৈতন্যই একমাত্র অবিজ্ঞাত বস্তু, অর্থাৎ মায়াদ্বারা আবৃত, কিন্তু জড় পদার্থ সেরূপ নহে; কারণ, অচেতন জড় পদার্থের প্রকাশই সম্ভব হয় না; এইজন্য উহার আবরণেও কোন কার্য্য সম্ভব হইতে পারে না; [কেননা, প্রকাশেরই আবরণ হইতে পারে, অপ্রকাশের আবার আবরণ কি?]; এই কারণেই জড়স্বভাব কামিনী প্রভৃতি বিষয়ে প্রবৃত্ত প্রমাণসমূহের অজ্ঞাত-জ্ঞাপকত্ব-রূপেই প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে; তদনুরোধে বলিতে হইবে যে, প্রত্যেক বস্তুনিষ্ঠ চৈতন্যই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়, (শুদ্ধ জড়বস্তু নহে)। তাহা না হইলে প্রমাণসমূহের প্রামাণ্যই হইতে পারে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে যে অপরোক্ষ সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়, তদ্দ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে পর সেই সেই বিষয়বিশিষ্টরূপে চৈতন্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও আশ্রয়ভূত যে পরমানন্দস্বরূপ চৈতন্য, তৎকালে সেই চৈতন্যের

অনুভূতি হয় না; এই কারণেই (অনুভবকর্ত্তার) তৎক্ষণাৎ মুক্তি (সদ্যোমুক্তি) সম্ভবপর হয় না, এবং উহার স্বপ্রকাশত্বেরও হানি হয় না। [তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ। সেই চৈতন্য স্বরূপতঃ এক। বৈদান্তিক সেই একই চৈতন্যের তিন প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন। যথা—১। প্রমাণ চৈতন্য, ২। প্রমেয়চৈতন্য, ও ৩। প্রমাতৃচৈতন্য। তন্মধ্যে মনোবৃত্তিগত চৈতন্যের নাম প্রমাণচৈতন্য। ঘট-পটাদি বিষয়গত চৈতন্যের নাম প্রমেয় চৈতন্য (বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য)। আর জীবচৈতন্যের নাম প্রামাতৃচৈতন্য। লৌকিক রসে কেবল বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশমাত্রের স্ফুরণ হয়, আর ভক্তিরসে পূর্ণ চিদানন্দের স্ফুরণ হয়, এই কারণে লৌকিক রস অপেক্ষা ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠতা।]”

ইহার পরে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন,

“অতস্তদেব ভাবত্বং মনসি প্রতিপদ্যতে।
কিঞ্চিন্ন্যূনাঞ্চ রসতাং যাতি জাড্য-বিমিশ্রণাৎ ॥১।১২॥

—যেহেতু মায়ার আবরণ অপনীত হইলেপর, বিষয়চৈতন্যও জ্ঞাত হয়, সেই হেতু তখন সেই চৈতন্য মনোমধ্যে ভাবরূপে প্রকাশমান হয় এবং তাহাই রসভাব প্রাপ্ত হয়। জড়বিষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত থাকায় সেই রস ভক্তিরস অপেক্ষা কিছু ন্যূন হয় মাত্র ॥ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থমহাশয়ের অনুবাদ।”

(১) **আলোচনা**

উপরে উদ্ধৃত শ্লোককয়টীতে সরস্বতীপাদ যাহা বলিয়াছেন, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগতের কারণ এবং জগৎ হইতেছে তাঁহার কার্য্য। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। কারণরূপ ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন কার্য্যরূপ জগৎও—জগতিস্থ জীবাদি সমস্তই— বাস্তবিক পরমানন্দস্বরূপ।

ব্রহ্ম জগতের কারণ এবং জগৎ তাঁহার কার্য্য-ইহা শাস্ত্রসম্মত; কিন্তু কার্য্যরূপ জগৎ যে আনন্দস্বরূপ, ইহা যে শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রসম্মত নহে, জীবতত্ত্ব-সৃষ্টিতত্ত্ব-কথন-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রসম্মত নহে বলিয়া এই অভিমত আদরণীয় হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কান্তাদি জীবনিচয় প্রকৃতপক্ষে পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া পরমানন্দস্বরূপ হইলেও মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তিতে তাহাদের পরমানন্দস্বরূপত্ব আবৃত হইয়া থাকে; এজন্য তাহা প্রতীতির গোচরীভূত হয় না।

কিন্তু সরস্বতীপাদের কথিত মায়া কি বৈদিকী মায়া? না কি শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত অবৈদিকী বৌদ্ধ-মায়া? বৈদিকী মায়া ব্রহ্মের পরমানন্দস্বরূপত্বকে আবৃত করিতে পারে না—একথাই শ্রুতি বলেন। সুতরাং এই অভিমতও গ্রহণীয় হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কান্তাদি-বিষয়বস্তু প্রকৃত পক্ষে অখণ্ড পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইলেও সেই-অখণ্ড

পরমানন্দ কান্তাদি-বিষয়বস্তুদ্বারা অবচ্ছিন্ন ; সুতরাং কান্তাদি-বিষয়বস্তুতে ব্রহ্মের চৈতন্য অখণ্ড নহে ; চৈতন্যাংশমাত্র অবস্থিত।

কিন্তু সর্ব্বগত ব্রহ্মের অবচ্ছেদ যে সম্ভবপর নহে, অবচ্ছেদবাদ-প্রসঙ্গে তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সরস্বতীপাদের এই অভিমত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে যে অপরোক্ষ সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়, তদ্দ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে পর সেই সেই বিষয়নিষ্ঠরূপে চৈতন্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে।" তাৎপর্য্য বোধহয় এই যে—কান্তাপ্রভৃতি-বিষয়বস্তুর দর্শনে সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির উদয় হয় ; সেই সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির প্রভাবে মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির আবরণ দূরীভূত হয় ; তখন ক্যান্তাদি-বিষয়বস্তুনিষ্ঠ চৈতন্যাংশ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যদি উল্লিখিতরূপই সরস্বতীপাদের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে এই যে—কান্তাদি-বিষয়নিষ্ঠ যে চৈতন্যাংশ মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে, কান্তাদি-বিষয়ের প্রত্যক্ষে বা দর্শনাদিতেই যদি প্রত্যক্ষকর্ত্তার চিত্তে সাত্ত্বিকী মনোবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে যে-কোনও ব্যক্তিই কান্তাদি-বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ করিবেন, তাঁহারই কি সাত্ত্বিক-মনোবৃত্তির উদয় হইবে ? আবার সাত্ত্বিক-মনোবৃত্তির প্রভাবেই যদি মায়ার আবরণ অপসারিত হইয়া কান্তাদিনিষ্ঠ চৈতন্যাংশ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে যে-কোনও লোকেরই কি তাহা হইতে পারে ? ইহা স্বীকার করিতে গেলে—কান্তাদি-বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ করিয়া যে-কোনও লোকই বিষয়বস্তুগত চৈতন্যাংশের অনুভবে আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু জগতে এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না।

পঞ্চমতঃ, সরস্বতীপাদ বলেন—জীবের চিত্ত স্বভাবতঃ কঠিন ; কিন্তু কাম-ক্রোধাদি তাপক বস্তুর সংযোগে তাহা দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবীভূত চিত্তে দৃশ্যমান কান্তাদিবিষয়বস্তুর আকার প্রবিষ্ট বা গৃহীত হয়। এই গৃহীত আকারই হইতেছে সংস্কার, বা বাসনা, বা ভাব, বা ভাবনা। চিত্ত আবার কঠিন হইলেও গৃহীত আকার বিনষ্ট হয় না ; তাহাই রসাস্বাদন-বিষয়ে স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়।

তাৎপর্য্য বোধ হয় এই :—কান্তাদি কোনও বিষয়বস্তুর দর্শনে যদি দর্শনকর্ত্তার চিত্তে সেই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কাম-ক্রোধাদি জন্মে, তাহা হইলে তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং সেই দ্রবীভূত চিত্তে সেই বিষয়বস্তুর আকার স্থায়িরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু এই ভাবে যে চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং দ্রবীভূত চিত্তে যে বিষয়-বস্তুর আকার গৃহীত হয়, তাহার সমর্থক কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ সরস্বতীপাদ উদ্ধৃত করেন নাই। জতুর বা লাক্ষার দৃষ্টান্তই তাঁহার একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীত কোনও সিদ্ধান্ত আদরণীয় হইতে পারে না। তিনি যে দৃষ্টান্তকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতেও দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। একথা বলার হেতু এই।

প্রথমতঃ, দ্রবীভূত লাক্ষার সঙ্গে কোনও বস্তুর স্পর্শ এবং দৃঢ়ভাবে সংযোগ হইলেই তাহাতে সেই বস্তুর প্রতিকৃতি গৃহীত হইতে পারে, স্পর্শ এবং সংযোগ না হইলে প্রতিকৃতি গৃহীত হয়না ; যে প্রতিকৃতি গৃহীত হয়, তাহাও বস্তুর আকারের উল্টা।

কিন্তু সরস্বতীপাদ-কথিত দ্রবীভূত চিত্তের সঙ্গে কান্তাদি-বিষয়বস্তুর সাক্ষাৎ সংযোগ হয় না; বিষয়বস্তু থাকে দ্রবীভূত চিত্তের বহির্দেশে, দূরে। এই অবস্থায় কিরূপে চিত্তে বস্তুর আকার গৃহীত হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, দ্রবীভূত লাক্ষায় বস্তুর যে আকার গৃহীত হয়, লাক্ষা কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলেও সেই আকার থাকে বটে; কিন্তু লাক্ষা যদি আবার অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত হয়, তখন পূর্বগৃহীত আকার থাকেনা। কিন্তু সরস্বতীপাদের মতে দ্রবীভূত চিত্তে গৃহীত বস্তুর আকার নষ্ট হয় না, চিত্ত পুনরায় কঠিন হইলেও তাহা থাকে এবং সেই চিত্ত পুনরায় দ্রবীভূত হইলেও কিন্তু পূর্বগৃহীত সেই আকার বিলুপ্ত হয় না। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এ-স্থলেও দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে দেখা গেল – যে দৃষ্টান্তটী তাঁহার অভিমতের সমর্থনে একমাত্র প্রমাণ, তাহার সহিত দার্ষ্টান্তিকের সামাঞ্জস্য না থাকায় তাঁহার অভিমত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

আরও বক্তব্য আছে। সরস্বতীপাদের মতে কান্তাদি-বিষয়বস্তুর দর্শনাদিতে যদি সেই বস্তু-সম্বন্ধে কাম-ক্রোধাদি তাপক বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহা হইলে চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং সেই দ্রবীভূত চিত্তে গৃহীত সেই বস্তুর আকারই হইতেছে সংস্কার। ইহাতে বুঝা গেল—বস্তুর দর্শনাদির সময়ে বা পরেই সংস্কারের উদ্ভব; তাহার পূর্বে সংস্কার থাকে না। কান্তাদি-বিষয়বস্তুর দর্শনাদিতে সকলেরই যে কাম-ক্রোধাদির উদয় হয়, তাহা নহে। কাহারও হয়, কাহারও হয় না। ইহার হেতু কি? গীতা বলিয়াছেন—কাম-ক্রোধ রজোগুণ হইতেই জন্মে। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।" রজোগুণ-প্রধান কর্ম্মসংস্কার যাহার চিত্তে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান, কোনও বস্তুর দর্শনাদিতে তাহার চিত্তেই কাম-ক্রোধের উদয় হইতে পারে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে কাম-ক্রোধাদির জন্য পূর্বসংস্কার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা স্বীকার করিতে গেলে দ্রবীভূতচিত্তে গৃহীত বস্তুর আকারই যে সংস্কার, তাহা স্বীকার করা যায় না। দ্রবীভূত চিত্তে গৃহীত বস্তুর আকারকেই যদি প্রথম সংস্কার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দ্রবীভবনের হেতু যে কাম-ক্রোধাদি, তাহা স্বীকার করা যায় না, কেননা, পূর্বসংস্কার স্বীকার না করিলে কাম-ক্রোধাদির হেতুও পাওয়া যায়না।

যদি বলা যায়—কাম-ক্রোধাদির হেতু যে পূর্বসংস্কার, সরস্বতীপাদ তাহা স্পষ্ট ভাবে না বলিলেও স্পষ্টভাবে তাহা তিনি অস্বীকারও করেন নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে—পূর্ব্বসংস্কার তাঁহার অস্বীকৃত নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তিনি যে বলিয়াছেন—দ্রবীভূত চিত্তে গৃহীত দৃশ্যবস্তুর আকারই সংস্কার, তাহা সমীচীন হয়না। ইহা প্রথম সংস্কার নহে।

আবার যদি বলা যায়—যে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ কাম-ক্রোধাদির উদয় হয়, ইহা সেই সংস্কার নহে; ইহা হইতেছে কান্তাদিবিষয়-সম্বন্ধীয় সংস্কার। তাহা হইলেও বক্তব্য এই যে—যে সংস্কারবশতঃ কান্তাদি-বিষয়ে কাম-ক্রোধাদির উদয় হয়, তাহা যদি কান্তাদি-বিষয়ক সংস্কার না হয়, তাহা হইলে কান্তাদিবিষয়ের দর্শনাদিতেও কাম-ক্রোধাদির উদয় হইতে পারে না। যে সংস্কার কান্তাদি-বিষয়ে

প্রীতিময়, বা অনুকূল, সে-ই সংস্কারের ফলেই কান্তাদি-বিষয়ে কামরূপ তাপক ভাবের উদয় হইতে পারে ; যে সংস্কার কান্তাদি-বিষয়ের প্রতিকূল, সেই সংস্কারের ফলেই কান্তাদিবিষয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে। সুতরাং কান্তাদি-বিষয়ের দর্শনাদিতে যে সংস্কার জন্মে, তাহা নূতন কোনও সংস্কার নহে, তাহা হইতেছে পূর্বসংস্কারেরই উদ্বুদ্ধ বা উচ্ছ্বসিত অবস্থা।

এইরূপে দেখা গেল— যে ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া সরস্বতীপাদ লৌকিকী রতির রসত্বপ্রাপ্তি প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসম্মতও নহে, যুক্তিসঙ্গতও নহে। তিনি যাহাকে লৌকিকী রতি মনে করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক লৌকিকী রতিও নহে। সুতরাং তাঁহার কথিত লৌকিকী রতির রসতাপত্তিও স্বীকৃত হইতে পারে না। লৌকিকী রতির রসতাপ্রাপ্তির যোগ্যতা নাই। সুতরাং শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীকে মধ্যপন্থাবলম্বী বলাও সঙ্গত হয়না।

সরস্বতীপাদ তাঁহার ভক্তিরসায়নে যে প্রণালীতে লৌকিকী রতির রসতাপত্তি প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই প্রণালীর অনুসরণেই তিনি জীবতত্ত্ব প্রাকৃত-দেবতাদি-বিষয়েও গৌণ রসতাপত্তির কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিবশতঃ তাহাও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না।

১৭৩। ভক্তির রসত্ব। গৌড়ীয় মত

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে – প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ লৌকিকী রতিরই রসতাপত্তি স্বীকার করেন, ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না! আবার, অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ লৌকিকী রতির রসত্ব স্বীকার করেন না ; তাঁহারা ভক্তিরই রসত্ব স্বীকার করেন। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী ভক্তির রসত্ব যেমন স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি আবার লৌকিকী রতির রসত্বও স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু যে প্রণালীতে তিনি লৌকিকী রতির রসত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যে বিচারসহ নহে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ বোপদেব তাঁহার মুক্তাফল-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন –"ব্যাসাদিভির্বর্ণিতস্য বিষ্ণোর্বিষ্ণুভক্তানাং বা চরিত্রস্য নবরসাত্মকস্য শ্রবণাদিনা জনিতশ্চমৎকারো ভক্তিরসঃ ॥১১।২—ব্যাস-প্রভৃতিদ্বারা বর্ণিত বিষ্ণুর বা বিষ্ণুভক্তগণের নব-রসাত্মক (হাস, শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, অদ্ভুত ও বীর—এই নবরসাত্মক) চরিত্র (চরিত-কথা) শ্রবণাদিদ্বারা (শ্রবণ, কীর্ত্তন, অভিনয়াদিতে দর্শনাদিদ্বারা) চমৎকার ভক্তিরস জন্মে।"

এ-স্থলে বোপদেব পরিষ্কার ভাবেই "ভক্তিরস"-শব্দটীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবানের লীলা এবং সেই লীলায় ভগবৎ-পার্ষদ ভক্তগণের আচরণাদির কথা শ্রবণ করিলে, কিম্বা অভিনয়াদিতে তৎসমস্তের দর্শন করিলে, যোগ্য সামাজিকের চিত্তে যে ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

"মুক্তাফল" হইতেছে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী প্রকরণ-গ্রন্থ ; শ্রীমদ্‌ভাগবতই এই প্রকরণ-

গ্রন্থের উপজীব্য। সুতরাং এই গ্রন্থে উল্লিখিত "বিষ্ণোর্বিষ্ণুভক্তানাং বা চরিত্রস্থ"-ইত্যাদি বাক্যে বিষ্ণু-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুভক্ত-শব্দে শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণই যে মুখ্যভাবে লক্ষিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

শ্রীপাদ হেমাদ্রি উল্লিখিত মুক্তাফল-গ্রন্থের এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন; তাহার নাম—কৈবল্যদীপিকা। এই কৈবল্যদীপিকা-টীকাতে তিনি ভক্তিরস-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কৈবল্যদীপিকায় লিখিত হইয়াছে—"সৈব পরাং প্রকর্ষরেখামাপন্না রসঃ। যদাহুঃ ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রয়ান্তি রসতামিতি। ভক্তিরসানুভবাচ্চ ভক্তঃ। যথা তৃপ্ত্যনুভবাৎ তৃপ্ত ইত্যুচ্যতে॥ ১১।২॥—তাহাই (অর্থাৎ সেই ভক্তিই) পরম প্রকর্ষরেখা প্রাপ্ত হইয়া রস-নামে অভিহিত হয়। এজন্যই বলা হয়—ভাবসকল অভিসম্পন্ন হইয়া (প্রৌঢ়াবস্থা লাভ করিয়া) রসতা প্রাপ্ত হয়। যিনি তৃপ্তি অনুভব করেন, তাঁহাকে যেমন তৃপ্ত বলা হয়, তদ্রূপ যিনি ভক্তিরসের অনুভব করেন, তাঁহাকে বলা হয় ভক্ত।"

বোপদেব বা হেমাদ্রির পূর্ববর্ত্তী কোনও আচার্য্য ভক্তিরসের উল্লেখ করিয়াছেন কিনা, তাহা এখন বলা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত এবং তাঁহারই নিকটে ভক্তিরসাদি-বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ভক্তি এবং ভক্তিরস সম্বন্ধে যেরূপ বিস্তৃত এবং বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দিয়াছেন, তাৎপূর্ববর্ত্তী কোনও আচার্য্য সেইরূপ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

ক। ভক্তিরসের দার্শনিক ভিত্তি, পারমার্থিকতা এবং লোভনীয়তা

শ্রুতি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্‌কে রসস্বরূপ বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।" তিনি রসরূপে পরমতম আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে পরমতম আস্বাদক। তিনি স্বরূপানন্দের আস্বাদন করেন এবং ভক্তের চিত্তস্থিত প্রেমরস-নির্য্যাস বা ভক্তিরস-নির্য্যাসও আস্বাদন করেন। তাহাতেই তাঁহার রস-স্বরূপত্ব। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার মাধুর্য্যরসের এবং লীলারসের আস্বাদন করিয়া পরমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া পড়েন। রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া মায়াবদ্ধ সংসারী জীবগণের মধ্যেও চিরন্তনী সুখবাসনা বিদ্যমান। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতে, তাঁহার মাধুর্য্যের অনুভবে এবং লীলারসের অনুভবেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি জন্মিতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে তাহা সম্ভব নয়—ইহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধনেই জীব উল্লিখিতরূপ আনন্দিত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনাই হইতেছে শুদ্ধাভক্তির সাধন। এজন্য বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনার কথা বলিয়া গিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ইতি।" এইরূপে দেখা গেল—রসস্বরূপ এবং প্রিয়স্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবানের মাধুর্য্যরসের এবং লীলারসের আস্বাদন-প্রাপ্তিই হইতেছে জীবের চরমতম এবং হার্দতম লক্ষ্য এবং ইহাই হইতেছে পারমার্থিক দর্শন-শাস্ত্রেরও চরমতম লক্ষ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি সমুজ্জ্বল ভাবে সেই লক্ষ্যটীকে লোক-চিত্তের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াছেন এবং সেই লক্ষ্যটীতে পৌঁছিবার উপায়ের কথা শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের

নিকটে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তদনুকূল শাস্ত্রাদি প্রচারের জন্যও তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে তদনুকূল শক্তিও সঞ্চারিত করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষার এবং উপদেশের অনুসরণেই তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্ররস শাস্ত্রাদি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই ভক্তিসম্বন্ধে এবং ভক্তিরসসম্বন্ধে তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর আনুগত্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপাদ জীব-গোস্বামীও উক্তগ্রন্থদ্বয়ের টীকায় ও ষট্সন্দর্ভে ভক্তিরস-সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকেই ভক্তিরস-প্রস্থানের মূল আচার্য্য বলা যায়। তাঁহাদের আলোচনার মূল ভিত্তি হইতেছে শ্রুতি-স্মৃতি, পারমার্থিক দর্শন এবং লক্ষ্য হইতেছে শ্রুতির বা পারমার্থিক দর্শনের চরমতম লক্ষ্য বস্তু।

বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছেন রসস্বরূপ পরব্রহ্ম। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"-বাক্যে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম নিজেই তাহা অর্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের প্রতিপাদ্য হইতেছেন মুখ্যতঃ সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্। সেই রসস্বরূপকে পাওয়ার অধিকার যে জীবের আছে, তাহা জানাইবার জন্যই জীবতত্ত্বাদি অন্যান্য তত্ত্বের আলোচনা; এই আলোচনা হইতেছে রসস্বরূপ-ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনাব আনুষঙ্গিক। চরমতম লক্ষ্য রসাস্বাদন—ভক্তিরসের আস্বাদন। গৌড়ীয় আচার্য্যদের দার্শনিক আলোচনার মূলও রসস্বরূপ পরব্রহ্ম, পর্য্যবসানও রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতে। ভক্তিব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া যায় না। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ", "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ", "যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"-ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। এজন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিসম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং ভক্তিরসের আস্বাদনেই যে জীব পরম কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে, শ্রুতি-স্মৃতির আনুগত্যে তাহাও দেখাইয়াছেন এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণকেই ভক্তিরস-প্রস্থানের মূল আচার্য্য বলা যায়।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণ ভক্তিরসকে যে কেবল দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাই নহে; সুদৃঢ় এবং নীরন্ধ্র দার্শনিক প্রাচীরের আবরণেও সুরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

লৌকিক-রসকোবিদ্‌গণ লৌকিকী রতি হইতে উদ্ভূত প্রাকৃতরসকে লৌকিক দর্শনের ভিত্তিতেই, লৌকিক-জগতের মায়াবদ্ধজীবের মায়িকী মনোবৃত্তির অনুকূল ভাবেই, প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের আলোচনা পারমার্থিকতাকে বর্জন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত রস—প্রাকৃত রস—কেবল মায়াবদ্ধ লোকেরই আস্বাদ্য। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবা-চার্য্যদের আলোচনা পারমার্থিক দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; জীবের বাস্তব সুখই তাঁহাদের লক্ষ্য; প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত-রসের আস্বাদনজনিত সুখ বাস্তব সুখ নহে; তাহা বরং বন্ধনজনক, কখনও বন্ধন-মোচক নহে। যতদিন মায়ার বন্ধন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাস্তব সুখের সন্ধান তো পাওয়া যাইবেই না, অনুসন্ধানের মনোবৃত্তিও জাগিবে না। এজন্য পরমার্থতত্ত্বদর্শী গৌড়ীয় আচার্য্যগণ অপ্রাকৃত পরমার্থ-রসের

সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন ; অপ্রাকৃত পরমার্থ-রসের অনুভবেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি জন্মিতে পারে, প্রাকৃত রসের আস্বাদনে তাহা অসম্ভব তো বটেই, প্রাকৃতরসের আস্বাদন-লালসা যে জীবকে বাস্তব রসের দিকে অগ্রসর হওয়ার রাস্তা হইতে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া যায়, তাহাও তাঁহারা অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত-রসের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া বাস্তব সুখের প্রতি জীবের চিত্তকে উন্মুখ করার জন্য তাঁহারা প্রাকৃত রসের স্বরূপের কথাও বলিয়াছেন এবং ভক্তিরসের লোভনীয়তার কথাও বলিয়াছেন।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ॥ শ্রীভা, ১০।১।৪॥

—গততৃষ্ণ মুক্ত পুরুষগণও যে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন (আনন্দ অনুভব করেন বলিয়াই মুক্তগণও ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন), যে ভগবদ্গুণকীর্ত্তন ভবরোগের ঔষধিতুল্য (মোক্ষ লাভের উপায় বলিয়া মুমুক্ষুগণও যে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন), এবং যে ভগবদ্গুণকথা কর্ণ ও মনের অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক (সুতরাং বিষয়িগণের পক্ষেও যাহা চিত্তাকর্ষক), পশুঘ্নব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি সেই ভগবদ্গুণানুবাদ হইতে বিরত থাকে ? (শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকটে মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তি)।"

মুক্ত বা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রাকৃত রসের আস্বাদনের জন্য লোলুপ নহেন ; প্রাকৃত রসের আস্বাদনে তাঁহারা আনন্দও পায়েন না ; কিন্তু তাঁহারা ভগবৎকথার আস্বাদনে আনন্দ পাইয়া থাকেন। ইহাতেই প্রাকৃত রস অপেক্ষা ভগবৎ-কথার উৎকর্ষ ও লোভনীয়ত্ব সূচিত হইতেছে। মুক্ত এবং মুমুক্ষুগণ ভগবৎ-কথায় যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাহা কিন্তু ভক্তিসুখ নহে ; কেননা, তাঁহারা ভক্তিকামী নহেন ; মোক্ষ-প্রাপ্তির সাধনে আনুষঙ্গিক ভাবেই তাঁহারা সাধনভক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চিত্তে ততটুকু ভক্তিরই প্রকাশ, যতটুকু তাঁহাদের মোক্ষদানের জন্য আবশ্যক। ভক্তির বা ভক্তিরসের জন্য তাঁহাদের লালসা নাই। তথাপি তাঁহারা ভগবৎ-কথায় যে আনন্দ পায়েন, তাহা হইতেছে ভগবৎ-কথার স্বরূপগত আনন্দ। মিশ্রী খাওয়ার জন্য যাঁহার লালসা নাই, তিনিও মিশ্রীর মিষ্টত্ব অনুভব করিয়া থাকেন।

আর, যাঁহারা বিষয়ী, বিষয়গত প্রাকৃত সুখের জন্যই যাঁহারা লালায়িত, তাঁহারা প্রাকৃত রসের আস্বাদনে আনন্দ পাইয়াথাকেন। ভগবদ্বিষয়ক রসের জন্য তাঁহাদের লালসা নাই। তাঁহারাও কিন্তু ভদবৎ-কথায় আনন্দ পাইয়া থাকেন। ইহাও ভগবৎ-কথার স্বরূপগত ধর্ম্মের পরিচায়ক। প্রাকৃত রসের স্বরূপগত আনন্দ নাই।

এই আলোচনা হইতে প্রাকৃত রস অপেক্ষা ভগবৎ-কথার পরমোৎকর্ষ এবং পরম-লোভনীয়ত্বের কথা জানা গেল।

আনন্দস্বরূপ রসস্বরূপ ভগবান্ এবং তাঁহার চরিত-কথা—উভয়েই স্বরূপগত-আনন্দ আছে।

এজন্য ভগবৎ-কাহিনী যে-সমস্ত গ্রন্থে বিদ্যমান, সে-সমস্ত গ্রন্থকে রসগ্রন্থ বলা হয় এবং এজন্যই প্রাকৃত রসবিদ্ গণও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদিকে রসশাস্ত্র বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত গ্রন্থে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় রসের কথা বিবৃত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা রসশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত। তাহাদের মধ্যে আবার শ্রীমদ্ ভাগবতকে কেবল রস শাস্ত্র নয়, পরন্তু "রস" বলা হয়।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ শ্রীভা, ১।১।৩॥"

—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন :—"ইদানীন্তু ন কেবলং সর্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাদস্য শ্রবণং বিধীয়তে, অপি তু সর্বশাস্ত্রফলমিদম্, অতঃ পরমাদরেণ সেব্যমিত্যাহ নিগমেতি। নিগমো বেদঃ, স এব কল্পতরুঃ সর্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ, তস্য ফলমিদং ভাগবতং নাম। তং তু বৈকুণ্ঠগতং নারদেনানীয় মহ্যং দত্তং, ময়া চ শুকস্য মুখে নিহিতং, তচ্চ তন্মুখাদ্ ভুবি গলিতং শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপ পল্লবপরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং ন তূচ্চনিপাতেন স্ফুটিতমিত্যর্থঃ। এতচ্চ ভবিষ্যদপি ভূতবন্নির্দ্দিষ্টম্ অনাগতাখ্যানেনৈবাস্য প্রবৃত্তেঃ। অতএবামৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুতম্। লোকে হি শুকমুখভ্রষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধম্। অত্র শুকঃ শাস্ত্রস্য মুনিঃ। অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবো রসঃ। রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতীতি শ্রুতেঃ। অতঃ হে রসিকাঃ রসজ্ঞাঃ তত্রাপি ভাবুকাঃ হে রসবিশেষ-ভাবনাচতুরাঃ অহো ভুবি গলিতমিত্যলভ্যলাভোক্তিঃ। ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবত। নন্বু ত্বগষ্ঠ্যাদিকং বিহায় ফলাদ্ রসঃ পীয়তে, ফলং কথমেব পাতব্যম্? তত্রাহ। রসং রসরূপম্, অতস্ত্বগষ্ঠ্যাদেৰ্হেয়াংশস্যাভাবাৎ ফলমেব কৃৎস্নং পিবত। অত্র চ রসতাদাত্ম্যবিবক্ষয়া রসবত্ত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনেঽপি রসশব্দে মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎ তেন বিনৈব রসং ফলমিতি সামানাধিকরণ্যম্। তত্র ফলমিত্যুক্তেঃ পানাসম্ভবো হেয়াংশপ্রাসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং রসমিত্যুক্তম্। রসমিত্যুক্তেঽপি গলিতস্য পাতুমশক্যত্বাৎ ফলমিতি দ্রষ্টব্যম্। ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ আলয়ং লয়ো মোক্ষম্ অভিবিধাবাকারঃ লয়মভিব্যাপ্য, নহীদং স্বর্গাদিসুখবন্মুক্তৈরুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব। বক্ষ্যতি হি—আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ইত্যাদি।"

স্বামিপাদ এই টীকায় পূর্বোল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। টীকার তাৎপর্য্যই শ্লোকের তাৎপর্য্য। টীকার তাৎপর্য্য এই :—

"কেবল সর্বশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই যে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের বিধান, তাহা নহে; ইহা হইতেছে সমস্ত শাস্ত্রের ফল; এজন্য ইহা যে পরমাদরে সেব্য, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছে নিগম-কল্পতরুর ফল। নিগম অর্থ বেদ। কল্পতরু যেমন সর্বাভীষ্ট-প্রদ, বেদও তদ্রূপ জীবের সর্বাভীষ্ট-প্রদ। কর্মিগণ চাহেন ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ; বেদের কর্মকাণ্ডের অনুসরণে তৎসমস্ত পাওয়া যাইতে পারে।

যোগী চাহেন পরমাত্মার সহিত মিলন, জ্ঞানী চাহেন সাযুজ্য মুক্তি, ভক্ত চাহেন ভগবৎ-সেবা, শুদ্ধভক্ত চাহেন রসিক-শেখর ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেম-সেবা। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অনুসরণে এই সমস্তই পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য বেদ হইতেছে সকল লোকের সকল রকম অভীষ্ট-প্রদ। এজন্য বেদকে কল্পতরু বলা হইয়াছে। এতাদৃশ নিগম-কল্পতরুর ফল হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবত। এই নিগম-কল্পতরুর বহু শাখা-প্রশাখা—বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শাখার অগ্রভাগেই ফল থাকে। সর্বোচ্চ শাখার—যাহা বৈকুণ্ঠে অবস্থিত, তাহার—অগ্রভাগেই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফল অবস্থিত ছিল। নারদ তাহা আনিয়া ব্যাসদেবকে দিয়াছেন (বৈকুণ্ঠেশ্বর ভগবান্ চতুঃশ্লোকীরূপে ব্রহ্মার নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন; ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ তাহা পাইয়াছেন এবং ব্যাসদেবের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন)। ব্যাসদেব তাহা শ্রীশুকদেবের মুখে নিহিত করিয়াছেন। শুকদেবের মুখ হইতে বিগলিত হইয়া তাহা শুকদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপ পল্লব-পরম্পরায় ধীরে ধীরে অখণ্ডরূপেই এই ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছে—উচ্চ স্থান হইতে নিপতিত হইয়া স্ফুটিত হয় নাই, অখণ্ডই রহিয়াছে। শুকমুখ হইতে বিগলিত হওয়ায় ইহা অমৃতরূপ দ্রবের (তরল পদার্থের) সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। জগতে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শুকপক্ষি-মুখ হইতে ভ্রষ্ট ফল অমৃতের ন্যায় স্বাদু হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফল-প্রসঙ্গে শুক হইতেছে পরম-ভাগবতোত্তম রসিকচূড়ামণি শুকমুনি, আর দ্রব রস হইতেছে পরমানন্দ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—'তিনি রসস্বরূপ; রসস্বরূপকে পাইলেই লোক আনন্দী হইতে পারে।' (তাৎপর্য্য এই যে—ভগবৎ-কথা স্বরূপতঃ আনন্দময় হইলেও তাহা যখন রসিক ভক্তের মুখ হইতে নির্গত হয়, তখন সেই রসিক ভক্তের চিত্তস্থিত ভগবদ্ভক্তিরসের দ্বারা পরিসিঞ্চিত হইয়া তাহা অপূর্ব্বরূপে আস্বাদ্য হইয়া পড়ে)। শুকমুখ হইতে বিগলিত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফল পরমানন্দরূপ দ্রবরসে পরিসিঞ্চিত এবং পরিমণ্ডিত হইয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছে। "গলিত ফল"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—জগতের পক্ষে এই ফল অলভ্যই ছিল; শুকমুখ হইতে বিগলিত হওয়াতেই তাহা জগতের পক্ষে লভ্য হইয়াছে। হে রসিক ভক্তগণ! হে ভাবুক (রসবিশেষ-ভাবনাচতুর) ভক্তগণ! এই ভাগবতরূপ ফল তোমরা মুহুর্মুহুঃ পান কর (পিবত)। প্রশ্ন হইতে পারে—ফল কিরূপে পানীয় হইতে পারে? ফলের মধ্যে বাকল থাকে, আঠি থাকে, আঁশ থাকে। এ-সমস্তের সহিত ফল তো পান করা যায় না? বাকল, আঠি, আঁশ ত্যাগ করিয়া ফলের রসই পান করা যায়। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—এই শ্রীমদ্ভাগবত অস্থি-বল্কলাদি-বিশিষ্ট ফল নহে, ইহাতে অস্থি-বল্কলাদি পরিবর্জনীয় হেয়াংশ নাই, ইহা কেবলই রস—রসবিশিষ্ট নহে, রস। জগতে যে সমস্ত স্বাদু ফল দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত হইতেছে রসবিশিষ্ট-অস্থিবল্কলাদি হেয়াংশের সহিত সংযুক্ত-রসবিশিষ্ট; কিন্তু এই অপূর্ব ফলে অস্থিবল্কলাদি হেয়াংশ নাই, ইহা কেবলই রস। হে রসিক! হে ভাবুক! মোক্ষ পর্য্যন্ত (আলয়ং) ইহা পান কর। স্বর্গাদি-সুখের ন্যায় ইহা মুক্তগণকর্তৃক উপেক্ষণীয় নহে; মুক্তগণও ইহা পান করেন। 'আত্মরামাশ্চ মুনয়ঃ'-ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।"

শ্রীমদ্ভাগবত যে কেবলই রস, তাহাই এই ভাগবত-শ্লোক হইতে জানা গেল। ইহা পরমোৎকর্ষময়, পরম-লোভনীয়; এজন্য অন্য প্রাকৃত সুখের কথা দূরে, স্বর্গাদি-লোকের সুখকেও যাঁহারা উপেক্ষা করেন, সেই মুক্তপুরুষগণও পরম আদরের সহিত এই রস পান করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত রসের আস্বাদনজনিত আনন্দ অপেক্ষা ভক্তিরসের আস্বাদনজনিত আনন্দ যে পরমোৎকর্ষময় এবং পরম লোভনীয়, তাহা পূর্বেও (৭।১৫৭ খ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। প্রাকৃত-রসের আনন্দ হইতেছে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর—ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য, ব্রহ্মানন্দও নহে; কিন্তু ভক্তির আনন্দ ব্রহ্মানন্দ-তুচ্ছকারী।

খ। ভক্তিরসের আস্বাদক বা সামাজিক

প্রাকৃত রসকোবিদ্গণ বলেন -যাঁহারা সবাসন, অর্থাৎ কাব্যে বর্ণিত রসের অনুকূল রতির সম্বন্ধে পূর্বসংস্কার যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের চিত্ত যদি রজস্তমোবর্জিত সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা প্রাকৃত কাব্যের রস আস্বাদন করিতে পারেন (৭।১৫৮ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রাকৃত রসবিদ্গণ রজস্তমোহীন সত্ত্বকে শুদ্ধসত্ত্ব বা "বিশুদ্ধ সত্ত্ব" বলিতে পারেন; কিন্তু বস্তুবিচারে তাহা বিশুদ্ধ নহে। কেননা, একমাত্র চিদ্বস্তুই হইতেছে প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ বস্তু; চিদ্বিরোধী জড়বস্তুমাত্রই অশুদ্ধ। মায়া জড়বস্তু বলিয়া স্বরূপতঃ অশুদ্ধ; মায়িক গুণত্রয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-ইহাদের প্রত্যেকেই মায়িক বা জড় বলিয়া স্বরূপতঃ অশুদ্ধ; সুতরাং রজস্তমোহীন সত্ত্বও বস্তুবিচারে অশুদ্ধ। রজস্তমোহীন সত্ত্বকে কেবল আপেক্ষিক ভাবেই শুদ্ধ বলা যায়—রজঃ ও তমঃ অপেক্ষা শুদ্ধ। রজঃ এবং তমঃ চিত্ত-বিক্ষেপ এবং অজ্ঞান জন্মায়; সত্ত্ব তাহা জন্মায় না। সত্ত্ব স্বচ্ছ, রজস্তমঃ স্বচ্ছ নহে। এই দিক্‌দিয়া রজস্তমঃ অপেক্ষা সত্ত্বের উৎকর্ষ। রজস্তমঃ হীনকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায়, সত্ত্ব তাহা জন্মায় না। এ-সমস্ত কারণে রজস্তমঃ অপেক্ষা সত্ত্বের উৎকর্ষ আছে বলিয়া সত্ত্বকে, কেবল আপেক্ষিক ভাবে, শুদ্ধ বলা যায়; বস্তুতঃ তাহা শুদ্ধ নহে। রজস্তমোহীন সত্ত্ব যে বাস্তবিক অশুদ্ধ, তাহার প্রমাণ এই যে—তাদৃশ সত্ত্বান্বিত চিত্ত কেবল প্রাকৃত—গুণময়, সুতরাং বাস্তবিক অশুদ্ধ—রসেরই আস্বাদন পাইতে পারে, চিন্ময়—সুতরাং বিশুদ্ধ—ভক্তিরসের আস্বাদন পাইতে পারে না।

অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্গণের মতে যাঁহার চিত্তে শুদ্ধ বা বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই ভক্তিরসের আস্বাদক হইতে পারেন। তাঁহাদের কথিত বিশুদ্ধসত্ত্ব কিন্তু রজস্তমোহীন মায়িক সত্ত্ব নহে। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি—সুতরাং চিদ্রূপ। "শুদ্ধসত্ত্বং নাম বা ভগবতঃ সর্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তেঃ সংবিদাখ্যা বৃত্তিঃ। ন তু মায়াবৃত্তিবিশেষঃ॥ ভ, র, সি. ১।২।১-শ্লোকটীকায় শ্রীজীবগোস্বামী॥" শুদ্ধাভক্তির বা নির্গুণাভক্তির সাধনে মায়িক রজঃ, তমঃ এবং সত্ত্ব-এই গুণত্রয় অপসারিত হইলেই চিত্তে এতাদৃশ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় এবং এই শুদ্ধসত্ত্বই স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষ ভক্তি নামে অভিহিত হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন —

প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্‌ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥২।১।৩॥
ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥২।১।৪।"

অনুবাদ ৭।১৫৮ খ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

শেষোক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে রসাস্বাদনের উপযোগী সাধন, রসাস্বাদনের সহায় এবং প্রকারের কথা বলা হইয়াছে।

(১) **রসাস্বাদনের সাধন**

যদ্দ্বারা ভক্তিরসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই হইতেছে রসাস্বাদনের সাধন। পূর্বোক্ত "ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং ··অনুতিষ্ঠতাম্"-বাক্যে এই সাধনের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যে-পর্য্যন্ত অনর্থনিবৃত্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে মায়িক গুণত্রয়ের অপগমে চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া গেলেই চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিবে। চিত্তের এইরূপ অবস্থা হইলে তখন সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের (হ্লাদিনী-সংবিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের) আবির্ভাব হইবে এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলেই সেই চিত্ত সর্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইবে—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া স্বপ্রকাশ শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ যেমন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তদ্রূপ।

শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্ত উজ্জ্বলতা ধারণ করিলেই যে রসাস্বাদনের যোগ্যতা সম্যক্‌রূপে লাভ হইবে, তাহা নহে। রসাস্বাদনের পক্ষে আরও কতকগুলি জিনিস আবশ্যক। প্রথমতঃ, শ্রীভাগবত-রক্ত (শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে বা বিষয়ে অনুরক্ত) হইতে হইবে ; অনুরক্তি হইল মনের বৃত্তি ; যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে—তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে, তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যাদিতে—আপনা-আপনিই মনের অনুরক্তি না জন্মিবে, সেই পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রসিকাসঙ্গ-রঙ্গিত্ব ; যিনি হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদন করিয়া

থাকেন, তাঁহাকে বলে রসিক্‌ভক্ত। এই .প রসজ্ঞ এবং রস-আস্বাদক ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে যে পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভব না হইবে এবং এই আনন্দের লোভে তাদৃশ-ভক্তসঙ্গের জন্য যে পর্য্যন্ত লালসা না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরক্তি এবং রসিকভক্তের সঙ্গে আনন্দানুভব না হইলে ভক্তিরস আস্বাদনে যোগ্যতা না জন্মিবার হেতু এই যে, রতির প্রাচুর্য্য না থাকিলে ভক্তিরসের আস্বাদন অসম্ভব এবং রতির প্রাচুর্য্য না থাকিলে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরক্তি এবং রসিক-ভক্ত-সঙ্গেও পূর্ব্বোক্তরূপ আনন্দ জন্মিতে পারে না। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলেই তরঙ্গ উত্থিত হয়, সামান্য কূপোদকে তরঙ্গ উত্থিত হয় না। তদ্রূপ, ভক্তহৃদয়ে রতির প্রাচুর্য্য থাকিলেই ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তুদর্শনে বা রসিক-ভক্তের সঙ্গলাভে রতি তরঙ্গায়িত হইয়া ভক্তকে আনন্দানুভব করাইতে পারে এবং তত্তদ্‌বস্তুতে অনুরক্ত করাইতে পারে। এইরূপ আনন্দানুভবের এবং অনুরক্তির অভাব রতি-প্রাচুর্য্যের অভাবই সূচিত করে এবং রতি-প্রাচুর্য্যের অভাবই রসাস্বাদন-যোগ্যতার অভাব সূচিত করে। প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধনের অনুষ্ঠানে রতির প্রাচুর্য্য জন্মিতে পারে। তৃতীয়তঃ, যে পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিসুখকেই জীবনের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া মনে না হইবে—সুতরাং সংসারের অন্য সুখাদি বা অন্য বিষয়াদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, মলবৎ ত্যাজ্য বলিয়া মনে না হইবে—সেই পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না ; কারণ, যে পর্য্যন্ত ভক্তিসুখকেই জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে না হইবে, সেই পর্য্যন্তই রসাস্বাদনের উপযোগী রতি-প্রাচুর্য্যের অভাব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। চতুর্থতঃ, অন্তরঙ্গ সাধনসমূহের অনুষ্ঠান—যে সমস্ত সাধনে প্রেমের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে,—তাহাদের অনুষ্ঠান।

প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন সম্বন্ধে শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের "তদ্ধি তত্তদ্‌ব্রজক্রীড়াধ্যানগানপ্রধানয়া ভক্ত্যা সম্পদ্যতে প্রেষ্ঠ-নামসঙ্কীর্ত্তনোজ্জ্বলম্। ২।৫।২১৮॥"-এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামী স্বয়ং লিখিয়াছেন—"তাসাং ব্রজক্রীড়ানাং ভগবদ্‌গোকুল-লীলানাং ধ্যানং চিন্তনং গানং সঙ্কীর্ত্তনং তে প্রধানে মুখ্যে যস্যাস্তয়া ভক্ত্যা নবপ্রকারয়া প্রেম সম্পদ্যতে সুসিদ্ধ্যতি। তত্রৈব বিশেষমেবাহ, প্রেষ্ঠস্য নিজেষ্টতমদেবস্য প্রেষ্ঠানাং বা নিজপ্রিয়তমানাং ভগবন্নাম্নাং সঙ্কীর্ত্তনেন উজ্জ্বলং প্রকাশমানং শুদ্ধং বা। গানেত্যুক্ত্যা নামসঙ্কীর্ত্তনে প্রাপ্তেঽপি নিজপ্রিয়তমনামসঙ্কীর্ত্তনস্য প্রেমান্তরঙ্গতরসাধনত্বেন পুনর্বিশেষেণ নির্দ্দেশঃ।"—এই টীকার মর্ম্ম এই যে—যে ভজনাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার চিন্তা এবং সঙ্কীর্ত্তনই মুখ্যভাবে বর্ত্তমান, সেই নববিধা ভক্তিই প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন ; তন্মধ্যে আবার বিশেষত্ব এই যে—স্বীয় ইষ্টতমদেবের নামকীর্ত্তন, অথবা ভগবন্নামসমূহের মধ্যে যে সকল নাম নিজের অত্যন্ত প্রিয়, সে সকল নামের কীর্ত্তনই প্রেমের অন্তরঙ্গতর সাধন।

এ-সকল সাধনে রতির প্রাচুর্য্য সাধিত হয়।

(২) রসাস্বাদনের সহায়

যদ্দ্বারা রসাস্বাদনের সহায়তা হয়, যাহা রসাস্বাদনের আনুকূল্যবিধান করে, তাহাই

রসাস্বাদনের সহায়। শ্লোকোক্ত সংস্কারযুগলই হইল রসাস্বাদনের সহায়।—"সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা"—কৃষ্ণরতিটী সংস্কারযুগলদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়, মধুরতর হয়, সুতরাং আস্বাদন-বৈচিত্রী লাভ করে। সুতরাং ঐ সংস্কারযুগলই হইল ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায়। কিন্তু ঐ সংস্কার দুইটী কি? প্রাক্তনী ও আধুনিকী ভক্তিবাসনা।

যাহা আস্বাদনের বিচিত্রতা বা চমৎকারিতা সম্পাদন করে, তাহাই আস্বাদনের সহায়। ক্ষুধা বা ভোজনের ইচ্ছাই ভোজ্যরস-আস্বাদনের চমৎকারিতা বিধান করে; কারণ, ক্ষুধা না থাকিলে অতি উপাদেয় বস্তুও তৃপ্তিদায়ক হয় না। আবার, ক্ষুধার তীব্রতা যত বেশী হইবে, ভোজ্যরসও ততই রমণীয় বলিয়া মনে হইবে। ভক্তিরসটীর আস্বাদনের নিমিত্ত যদি বাসনা না থাকে, তাহা হইলে তাহার আস্বাদনে আনন্দ পাওয়া যায় না। "সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ। নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মি-সন্নিভাঃ॥—ধর্ম্মদত্ত।" এজন্য ভক্তিরস-আস্বাদনের পক্ষে ভক্তিবাসনা অপরিহার্য্য; এই ভক্তি-বাসনা যতই গাঢ় হইবে, আস্বাদনও ততই মধুর হইবে। আধুনিকী ভক্তি-বাসনাও আস্বাদনের মধুরতা বিধান করিতে পারে সত্য; কিন্তু প্রাক্তনী অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত ভক্তিবাসনা যদি থাকে, তাহা হইলে বাসনার গাঢ়তা ও তীব্রতা বশতঃ আস্বাদনেরও অপূর্ব্ব চমৎকারিতা জন্মিয়া থাকে। এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রাক্তনী ও আধুনিকী-উভয়বিধ ভক্তিবাসনাকেই ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায় বলা হইয়াছে। "প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥ ২।১।৩॥" প্রাক্তনী ভক্তিবাসনা না থাকিলে যে ভক্তিরস আস্বাদনের যোগ্যতাই জন্মিবে না, তাহা বোধহয় এই শ্লোকের অভিপ্রায় নহে। যদি আধুনিকী ভক্তিবাসনাও অত্যন্ত বলবতী হয়, অর্থাৎ যদি কোনও বিশেষ সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও কৃষ্ণরতি অত্যধিকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আধুনিকী ভক্তিবাসনাকেই উৎকণ্ঠাময়ী করিয়া তোলে, তাহা হইলে বোধ হয় প্রাক্তনী ভক্তি-বাসনা না থাকিলেও রসাস্বাদন সম্ভব হইতে পারে, রতির আধিক্যই মূল উদ্দেশ্য; রতির আধিক্যই রসাস্বাদনের প্রধান সহায়। উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।১।৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবও একথাই লিখিয়াছেন—"ইদমপি প্রায়িকম্ তাৎপর্য্যন্তু রত্যতিশয় এব জ্ঞেয়ঃ॥"

ভক্তিবাসনা অন্য এক ভাবেও রসাস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া থাকে; ইহা কৃষ্ণরতিকে রূপ বা আকার দান করিয়া থাকে। ভক্তিবাসনা হইল সেবার বাসনা। সকলের ভক্তিবাসনা বা সেবার বাসনা সমান নহে; কেহ ভগবান্‌কে পরমাত্মারূপে পাইতে চাহেন; কেহ দাসরূপে, কেহ বা সখা-আদিরূপে তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা করেন; এইরূপে বিভিন্ন ভক্তের ভক্তিবাসনা বা ভক্তিসংস্কার বিভিন্ন। শুদ্ধসত্ত্ব যখন সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন একইরূপে আবির্ভূত হয়; সাধকের বাসনা বা সংস্কারের দ্বারা আকারিত হইয়া বিভিন্ন—শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন—রতিরূপে পরিণত হয়। একই দুধ যেমন ভোক্তার ইচ্ছানুসারে দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখনাদিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ, বিভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত একই শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের বিভিন্ন ভক্তিবাসনা অনুসারে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি,

বাৎসল্যরতি ও মধুর-রতিতে পরিণত হয়। অথবা, জ্বাল দেওয়া একই চিনিকে বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ছাঁচে ঢালিলে যেমন বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ একই শুদ্ধসত্ত্ব বিভিন্ন সেবা-বাসনাময় চিত্তে আবির্ভূত হইয়া শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন রতিরূপে পরিণত হয়। ভক্তিবাসনাই ভক্তের চিত্তকে বৈশিষ্ট্য দান করে ; বিভিন্ন বর্ণের স্ফটিক-পাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া একই সূর্য্য যেমন বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ পাত্রের (ভক্তচিত্তের) বৈশিষ্ট্যানুসারে ভক্তচিত্তে আবির্ভূত কৃষ্ণরতিও শান্তাদি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। "বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ রতিরেষোপগচ্ছতি। যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪॥" যাহা হউক, শান্ত-দাস্যাদি রতিই রসের স্থায়িভাব ; সুতরাং ভক্তের ভক্তি-বাসনাই শুদ্ধসত্ত্বকে স্থায়িভাবত্ব দান করিয়া রসাস্বাদনের আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে এবং রতিকে স্থায়িভাবত্ব দান করে বলিয়া এই আনুকূল্যকে মুখ্য আনুকূল্যই বলা যায়।

(৩) **ভক্তিরসাস্বাদনের প্রকার**

পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকে এই প্রকারের কথা বলা হইয়াছে—"রতিরানন্দরূপৈব···আপদাতে পরাম্॥"-বাক্যে ; অর্থাৎ সংস্কার-যুগলোজ্জ্বলা অত্যাধিক্যপ্রাপ্তা কৃষ্ণরতি যদি ভক্তের অনুভব-লব্ধ বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই অপূর্ব্ব স্বাদুতা লাভ করিয়া ভক্তকে আস্বাদন-চমৎকারিতা দান করিতে পারে।

ভক্তিরস আস্বাদনের প্রকারটী বলিতে যাইয়া, ভক্তি কিরূপে রসে পরিণত হয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত শ্লোক-সমূহে তাহা বলিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা বুঝিতে না পারিলে আস্বাদনের প্রকারটীও বুঝা যাইবে কিনা সন্দেহ। **রতিরানন্দরূপৈব**—হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া কৃষ্ণরতি স্বতঃই আনন্দ-স্বরূপা—সতঃই অস্বাদনীয়া। কিন্তু স্বতঃ আস্বাদনীয় হইলেও কেবলমাত্র রতিতে আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই ; এজন্য কেবলমাত্র রতিকে রস বলা যায় না ; কারণ, চমৎকারিতাই রসের সার ; চমৎকারিতা না থাকিলে কোনও আস্বাদ্য বস্তুই রস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ।—অলঙ্কার-কৌস্তুভ।৫।৭॥" দধি একটা আস্বাদ্য বস্তু--দধির নিজের একটা স্বাদ আছে; কিন্তু এই স্বাদে আনন্দ জন্মাইলেও আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মায় না ; তাই কেবল দধিকে রস বলা যায় না। দধির সঙ্গে যদি চিনি মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে তাহার স্বাদাধিক্য জন্মে, তাহার সঙ্গে যদি আবার কর্পূর, এলাচি, ঘৃত, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব স্বাদ ও সৌগন্ধ্যাদিবশতঃ তাহার আস্বাদনে একরূপ আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে ; তখন তাহা রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা যায়। এইরূপে, অন্য অনুকূল বস্তুর সংযোগে দধি যেমন অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণরতিও অন্য অনুকূল বস্তুর সংযোগে অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইতে পারে।

আনন্দস্বরূপা ভক্তির নিজেরই একটা স্বাদ আছে—নিজেই আনন্দ দান করিতে পারে ; এবং

বিভিন্ন প্রাকৃত বস্তুতে জীব যে যে আনন্দ পায়, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও—আনন্দস্বরূপা কৃষ্ণরতির সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ—জাতিতে এবং স্বাদাধিক্যে—কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ; তথাপি এই একমাত্র কৃষ্ণরতিকে ভক্তিশাস্ত্র রস বলে না; কারণ, ইহাতে ইহার জাতি ও স্বাদ-বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই। কিন্তু ইহার সহিত যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হয়, তাহা হইলে—কেবল কৃষ্ণরতির আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায় এবং অন্যান্য অনেক আস্বাদ্য বস্তুর আস্বাদনে ভক্ত যে আনন্দ পাইতে পারেন, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও কোটী কোটীগুণ আনন্দ এবং অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় এমন এক আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মিবে, যাহার ফলে ভক্তের অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত অনুভব-শক্তি সম্পূর্ণরূপে একমাত্র ঐ অপূর্ব্ব আনন্দে এবং অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে; তখনই কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা হইবে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—রজস্তমোহীন প্রাকৃত সত্ত্বগুণান্বিত চিত্ত ভক্তিরসের আস্বাদনের যোগ্য নহে। সাধনের ফলে চিত্ত হইতে মায়িক গুণত্রয়ের অপগমে চিত্তে যখন হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্বের বা ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই লোক ভক্তিরসের আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৮ খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গ। ভক্তির রসতাপত্তি-যোগ্যতা

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে ভক্তির এবং ভক্তিরসের মহিমার কথা এবং ভক্তি-রসাস্বাদনের যোগ্যতার কথাই জানা গেল। কিন্তু ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির রসরূপে পরিণতির যোগ্যতা থাকিলে তো তাহা রসরূপে পরিণত হইয়া যোগ্য সামাজিকের আস্বাদ্য হইতে পারে। যদি সেই যোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলে ভক্তিরসের এবং ভক্তিরসাস্বাদনের মহিমা-কথনের কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না। রসরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা ভক্তির আছে কিনা?

রসরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা যে ভক্তির আছে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভের আনুগত্যে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীজীবপাদ তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"সামগ্রী তু রসত্বাপত্তৌ ত্রিবিধা; স্বরূপ-যোগ্যতা পরিকরযোগ্যতা পুরুষযোগ্যতা চ। তত্র লৌকিকেঽপি রসে রত্যাদেঃ স্থায়িনঃ স্বরূপ-যোগ্যতা, স্থায়িভাবরূপত্বাৎ সুখতাদাত্ম্যাঙ্গীকারাদেব চ। ভগবৎপ্রীতৌ তু স্থায়িভাবত্বং তদ্বিধাশেষ-সুখতরঙ্গার্ণবব্রহ্মসুখাদধিকতমত্বঞ্চ প্রতিপাদিতমেব। তথা তত্র কারণাদয়স্তৎপরিকরাশ্চ লৌকিকত্বাদ্‌ বিভাবনাদিষ্‌ স্বতোঽক্ষমাঃ, কিন্তু সৎকবিনিবদ্ধচাতুর্য্যাদেবালৌকিকত্বমাপন্না স্তত যোগ্যা ভবন্তি। অত্র তু তে স্বত এবালৌকিকাদ্ভুতরূপত্বেন দর্শিতা দর্শনীয়াশ্চ। পুরুষযোগ্যতা চ শ্রীপ্রহ্লাদাদীনামিব তাদৃশ-বাসনা। তাং বিনা চ লৌকিককাব্যেনাপি তন্নিষ্পত্তিং ন মন্যতে॥—রসত্বপ্রাপ্তিতে সামগ্রী হইতেছে তিন প্রকার—স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা এবং পুরুষযোগ্যতা। লৌকিক রসেও স্থায়িভাবরূপত্ব

এবং সুখতাদাত্ম্য অঙ্গীকার করিয়াই রত্যাদি স্থায়ীর স্বরূপযোগ্যতা প্রতিপন্ন হয়। ভগবৎ-প্রীতিতে স্থায়িভাবত্ব এবং তদ্রূপ (লৌকিক-প্রীতির সুখের ন্যায়) অশেষ সুখতরঙ্গের সমুদ্ররূপ ব্রহ্মসুখ হইতেও অধিকতমত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তেমন আবার লৌকিকী রতিতে কারণাদি রসপরিকর লৌকিক বলিয়া বিভাবনাদিতে স্বভাবতঃই অক্ষম ; কেবল সৎকবির গ্রন্থনচাতুর্য্যেই অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিভাবনাদির যোগ্য হয়। আর, ভগবৎ-প্রীতিতে কারণাদি পরিকর স্বভাবতঃই যে অলৌকিক অদ্ভুতরূপ, তাহা দেখান হইয়াছে, আরও দেখান যায়। পুরুষযোগ্যতা হইতেছে শ্রীপ্রহ্লাদাদির ন্যায় বলবতী প্রীতিবাসনা ; তদ্রূপ বাসনাব্যতীত লৌকিক কাব্যের দ্বারাও রসনিষ্পত্তি হয় বলিয়া মনে করা হয় না।"

স্থায়িভাবরূপা রতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। স্থায়িভাবরূপা রতিই হইল রসতাপত্তি-ব্যাপারে মুখ্যা, বিভাবাদি হইতেছে তাহার সহায় এবং সহায় বলিয়া পরিকর ; পরিকরের সহায়তাতেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

রতিতে যদি স্থায়িভাবযোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলে বিভাবাদির যোগেও তাহা রসে পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং রসনিষ্পত্তির জন্য রতির পক্ষে স্থায়িভাবযোগ্যতা অপরিহার্য্যা। রতির এই স্থায়িভাবযোগ্যতাকেই স্বরূপযোগ্যতা বলা হইয়াছে।

রতির স্থায়িভাবযোগ্যতা (বা স্বরূপযোগ্যতা) থাকিলেও বিভাবাদিরূপ পরিকরবর্গের যদি স্থায়িভাবের পুষ্টিবিধানের যোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের যোগে স্থায়িভাব রসে পরিণত হইতে পারে না। বিভাবাদিরূপ পরিকরদের এতাদৃশী যোগ্যতাকেই পরিকর-যোগ্যতা বলা হইয়াছে।

রতির স্বরূপযোগ্যতা (স্থায়িভাবযোগ্যতা) এবং বিভাবাদি-পরিকরদের রতির পুষ্টিকারিণী যোগ্যতা থাকিলে তাহাদের পরস্পর মিলনে রসোৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যে-রতি রসে পরিণত হয়, তাহার আশ্রয়েরও যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তাঁহার চিত্তও রতির আবির্ভাবের যোগ্য হওয়া দরকার। ইহাকেই পুরুষ-যোগ্যতা বলা হইয়াছে।

এসমস্ত হইল সাধারণ কথা ; প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ প্রাকৃতরস-সম্বন্ধেও উল্লিখিত যোগ্যতাত্রয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তাহারাই হইল রতির রসত্বপ্রাপ্তিবিষয়ে সামগ্রী।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ভক্তিরস-বিষয়ে ভক্তির বা কৃষ্ণরতির এবং বিভাবাদির তাদৃশী যোগ্যতা আছে কিনা ; যদি থাকে, তাহা হইলেই ভক্তির রসতাপত্তি উপপন্ন হইতে পারে ; নচেৎ তাহা হইবে না। ভক্তিরস-বিষয়েও যে উল্লিখিত সামগ্রীত্রয়ের সদ্‌ভাব আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) ভক্তির স্থায়িভাবত্ব

ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির যে স্বরূপযোগ্যতা, বা স্থায়িভাবযোগ্যতা আছে, প্রথমে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

স্থায়িভাবের লক্ষণ

স্থায়িভাবের লক্ষণ কি ? সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥
যদুক্তম্—স্রক্‌সূত্রবৃত্ত্যা ভাবানামন্যেষামনুগামকঃ।
ন তিরোধীয়তে স্থায়ী তৈরসৌ পুষ্যতে পরম্॥ ইতি॥ ৩।১৭৮॥

—আস্বাদাঙ্কুরের মূলস্বরূপ যে ভাবকে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ তিরোহিত করিতে পারে না, তাহাকে স্থায়িভাব বলে। প্রাচীনগণও বলিয়াছেন—পুষ্পসমূহের অন্তর্নিহত সূত্রের ন্যায় যাহা অন্য ভাবসমূহকে শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করে এবং অপরাপর ভাবসমূহদ্বারা যাহা তিরোহিত হয় না, বরং পরম পুষ্টি লাভ করে, তাহাকেই স্থায়ী ভাব বলে।"

প্রাকৃত রসের স্থায়িভাবসম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণের উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা গেল—যে ভাবটী (বা চিত্তবৃত্তিটী) কাব্যের শেষ পর্য্যন্ত (পুষ্পমালার সূত্রের ন্যায়) অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে, যাহা বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা তিরোহিত (লুপ্ত) হয় না, বরং বিরুদ্ধভাবের দ্বারা পুষ্টিই লাভ করিয়া থাকে এবং যাহা রসাস্বাদনের বীজস্বরূপ, সেই ভাবটীকে বলে স্থায়ী ভাব। আস্বাদাঙ্কুরকন্দ (রসাস্বাদনের বীজ) বলিয়া ইহা যে সুখতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত, তাহাই জানা গেল; কেননা, স্থায়িভাবই যখন বিভাবাদির যোগে সুখপ্রাচুর্য্যময় রসে পরিণত হয়, তখন স্থায়িভাবও সুখতাদাত্ম্যপ্রাপ্তই হইবে।

অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ স্থায়িভাবের যে লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিতরূপই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে॥
স্থায়ী ভাবোত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।
মুখ্যা গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্ত্তিতা॥২।৫।১-৩॥

—হাস্যপ্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই স্থায়ী ভাব বলা হইয়াছে। মুখ্যা ও গৌণী ভেদে সেই রতি দুইরকমের বলিয়া রসজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। মুখ্যা রতি হইতেছে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের বা হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ এবং তজ্জন্য স্বয়ংই সুখস্বরূপ)।" ৭।১১৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল—স্থায়ী ভাবের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণ যাহা বলিয়াছেন, অপ্রাকৃত-রসবিদ্‌গণও তাহাই বলিয়াছেন। উভয় মতেই অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব, সুখস্বরূপত্ব এবং বিরুদ্ধা-

বিরুদ্ধভাবসমূহের বশীকারিত্ব হইতেছে স্থায়ী ভাবের লক্ষণ। (সাহিত্যদর্পণ অবশ্য স্পষ্টকথায় এতাদৃশ বশীকরণত্বের কথা বলেন নাই; কিন্তু যাহা বলিয়াছেন, তাহা বশীকরণত্বেই পর্য্যবসিত হয়। বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহকর্তৃক স্থায়িভাবের পুষ্টিবিধানেই সেই সমস্ত ভাবের বশীকরণত্ব সূচিত হইতেছে। অবিরুদ্ধ বলিতে সুহৃৎ এবং তটস্থ উভয়কেই বুঝায়। তটস্থ হিত বা অহিত কিছুই করে না; বশীভূত হইলে হিত করে। সুহৃৎ বন্ধুস্থানীয়, অহিত করে না; বশীভূত হইলে হিত করে। বিরুদ্ধ ভাব তো সর্বদা অহিত করার জন্যই ব্যস্ত; কিন্তু বশীভূত হইলে তাহাও হিত সাধন করে। বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ সম্বন্ধে যখন স্থায়িভাবের পুষ্টিবিধানরূপ হিতসাধনের কথা বলা হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়, তাহারা স্থায়িভাবের বশীভূত হইয়াছে)।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিতে, বা ভক্তিতে যে উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ভক্তির অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব

ভক্তের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইলে তাহার যে তিরোভাব হয় না, তাহা পূর্বেই (৫।৫২-ঘ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। ইহাতেই ভক্তির অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব সূচিত হইতেছে। ভক্তি হইতেছে অবিচ্ছিত্তি-স্বভাবা।

ভক্তির সুখরূপত্ব

প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণের কথিত স্থায়িভাবের সুখ যে বাস্তবিক সুখ নহে, পরন্তু সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৭।১৭১-অনু)। অথচ স্থায়ি-ভাবের এই চিত্তপ্রসাদকেই তাঁহারা "আস্বাদাঙ্কুরকন্দ—রসাস্বাদের বীজ" বলেন এবং এই স্থায়িভাব যখন বিভাবাদির যোগে রসরূপে পরিণত হয়, তখন সেই রসের আস্বাদন-জনিত আনন্দকে তাঁহারা "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর—ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য" বলিয়া থাকেন।

কিন্তু ভক্তির সুখ যে ব্রহ্মানন্দতিরস্কারী, তাহাও পূর্বে (৭।১৭৩-ক-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তি নিজেই সুখস্বরূপ। "রতিরানন্দরূপৈব॥ ভ, র, সি, ॥২।১। ৪॥"॥, কেবল সুখের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত নয়।

ভক্তির বিরুদ্ধাবিরুদ্ধভাবসমূহের বশীকারিত্ব

বাৎসল্যভক্তি-সম্বন্ধে একটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

"কুমারস্তে মল্লীকুসুমসুকুমারঃ প্রিয়তমে গরিষ্ঠোঽয়ং কেশী গিরিবদিতি মে বেল্লতি মনঃ।
শিবং ভূয়াৎ পশ্যোন্নমিতভুজমেধ মুর্হুরমুং খলং ক্ষুন্দন্ কুর্য্যাং ব্রজমতিতরাং শালিনমহম্॥
অত্র বিদ্বিষৌ বীরভয়ানকৌ বৎসলং পুষ্ণীত॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৫৩॥

—(নন্দমহারাজ যশোদামাতাকে বলিলেন) প্রিয়তমে! তোমার পুত্র মল্লীকুসুমের ন্যায় কোমল! কিন্তু এই কেশীদানব পর্বতের ন্যায় গুরুতর কঠিন। এজন্য আমার মন অতিশয় কম্পিত হইতেছে।

কল্যাণ হউক। দেখ, বলীবর্দ্দবন্ধস্তম্ভসদৃশ আমার এই ভুজদ্বয় উত্তোলন করিয়া আমি এই ব্রজমণ্ডলকে সুস্থির করিতেছি।”

এ-স্থলে শত্রুরূপ (অর্থাৎ বৎসলের বিরুদ্ধ) বীর ও ভয়ানক ভাবদ্বয় শ্রীনন্দের বাৎসল্য-রতির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া, বাৎসল্যরতিকে বিলুপ্ত না করিয়া, তাহার বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক পুষ্টি-বিধান করিয়াছে। ইহাদ্বারা বাৎসল্য-রতির স্থায়িভাবত্ব প্রতিপাদিত হইল।

যাহা বিরুদ্ধ ভাবসমূহকেও বশীভূত করিতে পারে, তাহা যে অবিরুদ্ধভাবকেও বশীকরণের সামর্থ্য রাখে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ভক্তির রূপবহুলতা

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—প্রাকৃত-রসশাস্ত্রে এবং অপ্রাকৃত-রসশাস্ত্রেও রতির স্থায়িভাবত্ব-প্রাপ্তির পক্ষে যে তিনটী লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, কৃষ্ণবিষয়া রতিতে বা ভক্তিতে সেই তিনটী লক্ষণের প্রত্যেকটীই বিদ্যমান আছে। সুতরাং ভক্তির স্থায়িভাবত্ব-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহেরই অবকাশ নাই।

প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণ স্থায়িভাবের আর একটী লক্ষণের কথাও বলিয়াছেন—রূপবহুলতা। লোচনটীকাকার শ্রীপাদ অভিনব গুপ্ত বলেন—

“বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ। স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ॥—ভাব হইতেছে চিত্তের বৃত্তিবিশেষ ; চিত্তবৃত্তিরূপ ভাব বহু থাকিতে পারে ; এতাদৃশ বহু ভাবের মধ্যে যে ভাবের বহুলরূপ উপলব্ধ হয়, তাহাই স্থায়িভাব। রসীকরণ-যোগ্যতা আছে বলিয়া তাহাকেও রস বলা হয়।”

ভক্তিরসকোবিদ্‌গণও ইহা স্বীকার করেন। ইহার সমর্থনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

“রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং ভবেদ্ বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৫॥

—সমবেত রসসমূহের মধ্যে যাহার রূপ বহু হয়, তাহাকে স্থায়ী রস (ভাব) বলে ; অন্য রসগুলিকে সঞ্চারী বলা হয়।”

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচনের উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তির রূপবাহুল্য স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভক্তির যে রূপবাহুল্য আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

একই কৃষ্ণবিষয়া রতি বা ভক্তি যে ভক্তভেদে শান্তাদি পাঁচটী মুখ্যারতিরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাতেই ভক্তির রূপবাহুল্য প্রমাণিত হইতেছে। একই কৃষ্ণবিষয়া রতি সুবল-মধুমঙ্গলাদিতে সখ্যরতি, নন্দ-যশোদাদিতে বাৎসল্যরতি এবং ব্রজসুন্দরীগণে কান্তা-রতির রূপ ধারণ করিয়া থাকে। হাসাদি সাতটী গৌণী রতিও ভক্তির রূপবাহুল্যের পরিচায়ক।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (১১০-অনুচ্ছেদে) শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় শান্তাদি পাঁচটী পৃথক্ পৃথক্ রতি দেখাইয়াছেন।

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ শ্রীভা, ১০।৪৩।১৭॥

—(অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় যাওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রজ বলদেবের সহিত কংস-রঙ্গস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার দর্শনে বিভিন্ন লোকের চিত্তে যে বিভিন্ন ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব-গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত রঙ্গস্থলে গমন করিলে সে-স্থলে তিনি মল্লগণের অশনি (বজ্র), নরদিগের নরবর, স্ত্রীলোকদিগের মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নরপতিগণের শাসনকর্ত্তা, স্বীয় পিতামাতার শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জন-গণের বিরাট, যোগীদিগের পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের পরম-দেবতা রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন।"

টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তত্র শৃঙ্গারাদিসর্ববরসকদম্বমূর্ত্তির্ভগবান্ তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ, ন সাকল্যেন সর্বেষামিত্যাহ মল্লানামিতি। মল্লাদীনামজ্ঞানাং দৃষ্টৄণাম্ অশন্যাদিরূপেণ দশধা বিদিতঃ সন্ সাগ্রজো রঙ্গং গত ইত্যন্বয়ঃ। মল্লাদিষভিব্যক্তা রসাঃ ক্রমেণ শ্লোকেন নিবধ্যন্তে। রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাস্যং বীরো দয়া তথা। ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ সপ্রেমভক্তিকঃ॥ অবিদুষাং বিরাট্ বিকলঃ অপর্য্যাপ্তো রাজত ইতি তথা। অনেন বীভৎসঃ উক্তঃ বিকলত্বঞ্চ ক বজ্রসার-সর্বাঙ্গাবিত্যাদিনা বক্ষ্যতে॥"

তাৎপর্য্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শৃঙ্গারাদি-সর্ববরসকদম্বমূর্ত্তি ; সকলের নিকটেই যে সমস্তরসের সাকল্যে অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা নহে, দর্শনকারীদের অভিপ্রায়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে। মল্ল, অজ্ঞ-প্রভৃতি দশ রকম দর্শকের নিকটে দশ রকম রস অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই দশ রকম রস হইতেছে—রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য (সখ্য), বীর, দয়া, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত এবং সপ্রেমভক্তিক। অবিদ্বান্দিগের বীভৎস রস।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভের ১০০-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"এই শ্লোকে প্রতিকূল-জ্ঞান (শত্রুবুদ্ধিসম্পন্ন), মূঢ় ও বিদ্বান্-এই ত্রিবিধ ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিরুপাধি-প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরোধ-প্রকাশ-কথায় মল্লগণ, কংসপক্ষীয় অসৎ-রাজগণ ও স্বয়ং কংস প্রতিকূল-জ্ঞান। 'অবিদ্বানের পক্ষে বিরাট্'-পৃথক্ ভাবে এইরূপ উল্লেখ করায়, যাহারা (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে) বিরাট্ জ্ঞান করে, তাহারা মূঢ়। আর, পারিশেষ্য প্রমাণে অর্থাৎ এ-স্থলে

ত্রিবিধ জনের কথা বলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুই প্রকার লোকের কথা বলা হওয়ায় বাকী যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা বিদ্বান্। এ-স্থলে বিরাট্ বলিতে বিরাটের (স্থূল-পঞ্চভূতের) অংশ ভৌতিক দেহ—সাধারণ নরবালক বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের (অবিদ্বজ্জনগণের) মূঢ়তা, ভগবদ্-যাচ্ঞায় শ্রদ্ধাহীন যাজ্ঞিক বিপ্রগণের সদৃশ। ইহাদের কেহ কেহ ভগবদবজ্ঞাতা—দ্বেষ্টা নহে, প্রীতিমান্ও নহে। উক্ত মূঢ়গণের শ্রীকৃষ্ণে ভৌতিকত্ব (পাঞ্চভৌতিক দেহধারী সাধারণ মানব)-স্ফূর্ত্তিতে ভক্তগণের ঘৃণা জন্মে; এজন্য শ্রীভগবান্ বীভৎস-রসও পোষণ করেন। (ঘৃণ্যবস্তু অবলম্বন করিয়াই বীভৎস রস নিষ্পন্ন হয়। শ্রীভগবানে কখনও কাহারও তাদৃশ প্রতীতি হয় না; তবে তাঁহাকে যাহারা পাঞ্চ-ভৌতিক দেহধারী মনে করে, তাহাদের স্ফূর্ত্তির প্রতি ভক্তগণের ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঘৃণাবৃত্তির উদয়ে বীভৎসরস নিষ্পন্ন হয়। উক্তরূপে ভগবৎ-সম্বন্ধে মূঢ়গণের স্ফূর্ত্তির প্রতি ভক্তগণের ঘৃণার উদ্রেক হওয়ায় তিনি বীভৎস-রসও পোষণ করেন—বলা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে ঐ রসনিষ্পত্তি অসম্ভব ছিল; এইরূপে সেই অসম্ভাবনা পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি—তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন)।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিসম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ।"

যাহা হউক, উল্লিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১১০-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"স্ত্রীগণের শৃঙ্গার। সমবয়স্ক গোপগণের (স্বামিপাদের টীকায়) হাস্যশব্দদ্বারা সূচিত পরিহাসময় সখ্য যাহাতে স্থায়ী, সেই সখ্যময় প্রেয় (সখ্য)। সুতরাং তাঁহার (স্বামিপাদের) শ্লোকস্থিত গোপ-শব্দে শ্রীদামাদিকে বুঝাইতেছে। মাতাপিতার দয়া—যাহার অপর নাম বাৎসল্য, সেই বাৎসল্য যাহাতে স্থায়ী, তাহা বৎসল রস। যোগিগণের জ্ঞানভক্তিময় শান্ত। বৃষ্ণিগণের ভক্তিময় (দাস্য) রস। তদ্রূপ, নরগণের সামান্য-প্রীতিময় রস প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্ভুতত্ব সমস্ত রসেরই প্রাণহেতু নরগণে অদ্ভুতরসের উল্লেখ করা হইয়াছে; শান্তাদির বৈশিষ্ট্যাভাবে অদ্ভুতই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—উল্লিখিত প্রীতিসন্দর্ভের অনুবাদ।"

শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে প্রসঙ্গতঃ শান্তাদি পাঁচটী মুখ্যরসের কথাই বলিয়াছেন। স্বামিপাদ কয়েকটী গৌণরসেরও উল্লেখ করিয়াছেন। রৌদ্র-বীভৎসাদি গৌণরসের স্থায়িভাব রৌদ্রাদি প্রীতিবিরোধী বলিয়া শ্রীজীবপাদ সেগুলির গণনা করেন নাই।

যাহা হউক, এই শ্লোক হইতেও ভগবদ্বিষয়া রতির বা ভক্তির রূপবহুলতার কথা জানা গেল।

এইরূপে দেখা গেল—প্রাকৃত রসবিদ্গণ স্থায়িভাবের যে কয়টী লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, সেই কয়টী লক্ষণের প্রত্যেকটীই ভগবদ্বিষয়া রতিতে বা ভক্তিতে বিদ্যমান। সুতরাং ভক্তির স্থায়িভাবত্ব অস্বীকার করার কোনও হেতুই থাকিতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত স্থায়িভাবের স্বরূপযোগ্যতার কথা আলোচিত হইয়াছে এবং প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্থায়িভাবের স্বরূপযোগ্যতা আছে। এক্ষণে শ্রীজীবপাদ-কথিত পরিকর-যোগ্যতার বিষয় আলোচিত হইতেছে।

(২) **পরিকর-যোগ্যতা**

ভক্তির রসতাপত্তি-বিষয়ে পরিকরদের, অর্থাৎ বিভাবাদির, বা কারণসমূহের যোগ্যতা আছে কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

বিভাবাদির যোগ্যতা হইতেছে—ভক্তিদ্বারা বিভাবিত বা পরিপুষ্ট হওয়ার যোগ্যতা এবং পরিপুষ্টির পরে ভক্তির পুষ্টিসাধনের যোগ্যতা।

বিভাব দুই রকমের—আলম্বন এবং উদ্দীপন। আলম্বন-বিভাব আবার দুই রকমের—আশ্রয়ালম্বন এবং বিষয়ালম্বন। যিনি ভক্তির বিষয়, তিনি হইতেছেন বিষয়ালম্বন-বিভাব। আর যাঁহার মধ্যে ভক্তি থাকে, তিনি হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন; পুরুষযোগ্যতা-প্রসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। এস্থলে কেবল বিষয়ালম্বনের কথা বিবেচিত হইতেছে।

ভগবদ্‌বিষয়া রতির বা ভক্তির বিষয়ালম্বন হইতেছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। জীবতত্ত্ব নহেন, লৌকিক কোনও বস্তুও নহেন ; তিনি স্বভাবতঃই অলৌকিক।

উদ্দীপন-বিভাব হইতেছে—বংশীস্বরাদি, ময়ূরপুচ্ছাদি, মেঘাদি। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বা ভূষণধ্বনি প্রভৃতিও অলৌকিক, অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহার বংশী এবং ভূষণাদিও অলৌকিক, অপ্রাকৃত, তাঁহা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন (১।১।৭৭ অনু); সুতরাং তাহারাও তত্ত্বতঃ আনন্দস্বরূপ। বেণুনামক দুইটী বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে যে শব্দের উদ্ভব হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি জাগ্রত করিয়াই উদ্দীপন হয়। "পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।২০৮॥"-এ-স্থলে মূল উদ্দীপনত্ব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির—যাহা স্বরূপতঃ আনন্দ ; বেণু-নামক বংশদ্বয়ের সংঘর্ষজনিত ধ্বনি হইতেছে উপলক্ষ্যমাত্র—গৌণ বা ঔপচারিক উদ্দীপন। তরুণতমাল, বা মেঘাদি, বা ময়ূর-পুচ্ছাদির উদ্দীপনত্বও তদ্রূপ। তরুণতমালাদি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি-উদ্দীপনের উপলক্ষ্য মাত্র।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণাদি সমস্ত বিভাবই আনন্দস্বরূপ, অলৌকিক।

তারপর অনুভাবাদি। অনুভাবাদির উদ্ভবও হয় আনন্দরূপা কৃষ্ণরতি হইতে ; চিত্তে কৃষ্ণরতি না থাকিলে অনুভাবাদির উদ্ভব হইতে পরে না। আনন্দরূপা কৃষ্ণরতির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্পর্শমণিন্যায়ে তাহারাও আনন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণভক্তির সহিত যাহার সম্বন্ধ জন্মে, তাহাও অলৌকিকত্ব, অপ্রাকৃতত্ব এবং চিন্ময়ত্ব লাভ করে। ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত প্রাকৃত দ্রব্যও যে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে—যেমন মহাপ্রসাদাদি, ইহা অতি প্রসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসম্মত।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণরতি-সম্বন্ধীয় বিভাবাদি রসকারণ বা রসপরিকরসমূহ হইতেছে স্বরূপতঃই অলৌকিক এবং অদ্ভুত, অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন, আনন্দরূপ। এজন্য এই বিভাবাদি এবং কৃষ্ণরতি বা ভক্তি পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে পরস্পরকে উচ্ছ্বসিত করিতে, পরস্পরের সুখরূপত্ব

বর্দ্ধিত করিতে, সমর্থ। জলের সহিত জল মিলিত হইলে জলের পরিমাণ যে বর্দ্ধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

প্রাকৃত-রতিসম্বন্ধীয় বিভাবাদি সমস্তই লৌকিক, স্বরূপতঃ সুখ বা আনন্দ নহে। লৌকিকী রতিও প্রাকৃত বস্তু, স্বরূপতঃ আনন্দ নহে। তথাপি প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণ তাহাদের বিভাবাদিত্ব যখন স্বীকার করেন, তখন অপ্রাকৃত এবং স্বরূপতঃ আনন্দরূপা ভক্তি এবং অলৌকিক এবং স্বরূপতঃ সুখরূপ বিভাবাদির পরিকর-যোগ্যতা যে তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না, ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৎকবির গ্রন্থনচাতুর্য্যে, বা অনুকর্ত্তার অভিনয়-চাতুর্য্যেই লৌকিক বিভাবাদি চমৎকারিত্ব ধারণ করে; বস্তুবিচারে তাহাদের চমৎকারিত্ব নাই। কিন্তু পূর্বপ্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণাদি অলৌকিক বিভাবাদি আনন্দরূপ বলিয়া স্বতঃই তাহাদের আস্বাদ্যত্ব এবং চমৎকারিত্ব আছে। সুতরাং তাহাদের পরিকর-যোগ্যতা সম্বন্ধে আপত্তির কোনও হেতুই থাকিতে পারে না। "তথা তত্র কারণাদয়স্তৎপরিকরাশ্চ লৌকিকত্বাদ্-বিভাবনাদিষু স্বতোঽক্ষমাঃ; কিন্তু সৎকবিনিবদ্ধচাতুর্য্যাদেব অলৌকিকত্বমাপন্নাস্তত্র যোগ্যা ভবন্তি। অত্র তু তে স্বত এবালৌকিকাদ্ভুতরূপত্বেন দর্শিতা দর্শনীয়াশ্চ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১০॥"

(৩) **পুরুষ-যোগ্যতা**

এক্ষণে পুরুষ-যোগ্যতার বিষয় আলোচিত হইতেছে। এ-স্থলে "পুরুষ" বলিতে রতির আশ্রয়কে বা আশ্রয়ালম্বন-বিভাবকে বুঝায়। রতির আশ্রয় যিনি, তিনিই রসাস্বাদন করেন; সুতরাং এ-স্থলে "পুরুষ" বলিতে রসাস্বাদক সামাজিককেই বুঝাইতেছে। পুরুষযোগ্যতা হইতেছে--সামাজিকের রসাস্বাদন-যোগ্যতা। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"পুরুষযোগ্যতা চ শ্রীপ্রহ্লাদাদীনামিব তাদৃশবাসনা।—শ্রীপ্রহ্লাদাদির ন্যায় ভক্তিবাসনাই হইতেছে পুরুষযোগ্যতা।"

প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণও বলেন—"ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্॥ বাসনা চেদানীন্তনী প্রাক্তনী চ রসাস্বাদহেতুঃ॥ সাহিত্যদর্পণ॥ ৩।৮॥—রত্যাদি-বাসনাব্যতীত রসাস্বাদ জন্মেনা। আধুনিকী এবং প্রাক্তনী বাসনাই হইতেছে রসাস্বাদনের হেতু।"

প্রাকৃত রসকোবিদ্গণের কথিত প্রাকৃত রসসম্বন্ধিনী বাসনা হইতেছে প্রাকৃত রত্যাদি। ভক্তিরস-কোবিদ্গণের কথিত ভক্তিরস-সম্বন্ধিনী বাসনা হইতেছে ভক্তিবাসনা।—প্রাক্তনী এবং আধুনিকী ভক্তিবাসনা। "প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য. সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥ ভ, র, সি, ২।১।৩॥"

প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণের মতে সামাজিকের চিত্তে রজস্তমোহীন সত্ত্বের উদ্রেক হইলেই রসাস্বাদন সম্ভব। "সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ। বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥ লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ। স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ রজস্তমো-ভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে॥ সাহিত্যদর্পণ ॥৩।২॥ (পূর্ববর্ত্তী ৭।১৭১-ক অনুচ্ছেদে অনুবাদাদি দ্রষ্টব্য)।"

প্রাকৃত-রসবিষয়ে রজস্তমোহীন প্রাকৃত বা গুণময় সত্ত্বই হইতেছে রসাস্বাদনের হেতু; ভক্তিরসে কিন্তু প্রাকৃত সত্ত্ব রসাস্বাদনের হেতু নহে; কেননা, প্রাকৃত-সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তও গুণময় বলিয়া তাহাতে নির্গুণা ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারেনা,—সুতরাং ভক্তিবাসনাও থাকিতে পারে না। যথাবিহিত সাধনের প্রভাবে যখন মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণই সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হয়, তখন হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে আবির্ভূত হয় এবং চিত্তের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। এই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তেই ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবোহ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥ শ্রীভা, ৪।৩।২৩॥"

শ্রীজীবপাদের টীকা:—বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাজ্জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষেণ শুদ্ধং তদেব বসুদেবশব্দেনোক্তম্। কুতস্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তদাহ। যদ্ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ পুমান্ বাসুদেব ইয়তে প্রকাশতে। ইত্যাদি।

টীকানুযায়ী শ্লোকার্থ। স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া যাহাতে জাড্যাংশ নাই (জড় মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কিছুই নাই), সুতরাং যাহা বিশেষরূপে শুদ্ধ, অর্থাৎ বিশুদ্ধ, তাদৃশ যে সত্ত্ব, তাহাকে বসুদেব বলা হয়। এই বসুদেবে বা বিশুদ্ধসত্ত্বে অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়াতীত) ভগবান্ বাসুদেব অনাবৃত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

তাৎপর্য্য হইল এই যে—বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি; স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ইহার সহিত জড় মায়ার বা মায়িক গুণত্রয়ের স্পর্শ নাই। এতাদৃশ বিশুদ্ধসত্ত্বান্বিত চিত্তেই ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে এবং ভক্তির আবির্ভাব হইলেই অধোক্ষজ ভগবান্ তাহাতে প্রকাশ পায়েন। "বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি॥ গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিঃ॥ ১৮॥"

এইরূপে দেখা গেল—যাঁহার চিত্ত হইতে মায়িকগুণত্রয় সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়াছে এবং গুণত্রয়ের অপসরণের পরে যাঁহার চিত্তে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই ভক্তিরসের আস্বাদনের যোগ্য। লৌকিক-রসবিদ্‌গণ-কথিত প্রাকৃত-সত্ত্বগুণান্বিত-চিত্ত ব্যক্তি ভক্তিরসের আস্বাদনের যোগ্য নহে। সুতরাং প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের সামাজিক অপেক্ষা অপ্রাকৃত ভক্তিরস-কোবিদ্‌গণের সামাজিকের যে পরমোৎকর্ষ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রাকৃত-রসের সামাজিকের রতি স্বরূপতঃ আস্বাদ্য নহে; সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসন্নতার সহিত যুক্ত হইয়াই তাহা কিঞ্চিৎ আস্বাদ্য হয়; কিন্তু ভক্তিরসের সামাজিকের ভক্তিরূপা রতি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া স্বতঃই আনন্দরূপা—সুতরাং স্বতঃই আস্বাদ্যা।

পুরুষযোগ্যতা-সম্বন্ধে প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের ন্যায় ভক্তিরস-কোবিদ্‌গণও প্রাক্তনী ও আধুনিকী বাসনার বিদ্যমানতা স্বীকার করেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—প্রাকৃত-

রসকোবিদ্‌গণ প্রাকৃত-রত্যাদি-বাসনার কথা বলেন, যাহা বস্তুগতভাবে আস্বাদ্য নহে; আর ভক্তিরসকোবিদ্‌গণ ভক্তিবাসনার কথা বলেন—যাহা স্বরূপতঃই সুখস্বরূপ এবং স্বরূপতঃই আস্বাদ্য।

এইরূপে দেখা গেল—ভক্তিরসে পুরুষযোগ্যতা-সম্বন্ধেও আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

রতির রসতাপত্তির জন্য স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা, এবং পুরুষযোগ্যতা—এই তিনটী সামগ্রীর অত্যাবশ্যকত্ব প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ যেমন স্বীকার করেন, ভক্তিরসকোবিদ্‌গণও তেমনি স্বীকার করেন। পূর্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ভক্তি বা কৃষ্ণরতি-বিষয়েও উল্লিখিত সামগ্রীত্রয় বিদ্যমান এবং অত্যুৎকর্ষেই বিদ্যমান। সুতরাং ভক্তির রসতাপত্তি-সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না।

ঘ। প্রাচীনদের অভিমত

প্রাচীনদের মধ্যে বোপদেব এবং হেমাদ্রি যে ভক্তির রসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৭।১৭৩-অনু)।

শ্রীলক্ষ্মীধরও তাঁহার শ্রীভগবন্নামকৌমুদীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভক্তিরসের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম্।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকঃ॥

—হে মৈত্রেয়! ভক্তির সহিত ভগবানের নামকীর্ত্তন করিলে অশেষ পাপ সম্যক্‌রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; অগ্নি যেমন ধাতুদ্রব্যের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত করে, তদ্রূপ।"

ইহার পরে শ্রীলক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—"অত্র চ ভক্তিশব্দেন ভগবদালম্বনো রত্যাখ্যঃ স্থায়িভাবোঽভিধীয়তে। ন ভজনমাত্রং তস্য কীর্ত্তনশব্দেনোপায়েষূপাত্তত্বাৎ।—এ-স্থলে, ভক্তি-শব্দে, ভগবান্ যাহার আলম্বন-বিষয়, তাদৃশ রতিনামক স্থায়িভাবের কথাই বলা হইয়াছে, ভজনমাত্রকে বলা হয় নাই। কেননা, 'কীর্ত্তন'-শব্দদ্বারাই উপায়সকলের মধ্যে তাহার কথা বলা হইয়াছে।"

শ্রীলক্ষ্মীধর এ-স্থলে ভগবদ্‌বিষয়া রতির (অর্থাৎ ভক্তির) স্থায়িভাবত্বের কথা বলিয়াছেন। ভক্তি যদি স্থায়িভাব হয়, তাহা হইলে তাহার রসতাপত্তির যোগ্যতাও থাকিবে।

শ্রীধরস্বামিপাদও পূর্বোদ্ধৃত "মল্লানামশনি"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোক-প্রসঙ্গে কৃষ্ণবিষয়া রতির রসতাপত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। "ভক্তির বহুলতা" কথন-প্রসঙ্গে পূর্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাচীন আচার্য্য সুদেব প্রভৃতিও ভক্তিরস স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে তাহা জানা যায়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তি :—

"শ্রীধরস্বামিভিঃ স্পষ্টময়মেব রসোত্তমঃ। রঙ্গপ্রসঙ্গে সপ্রেমভক্তিকাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
রতিস্থায়িতয়া নামকৌমুদীকৃদ্‌ভিরপ্যসৌ। শান্তত্বেনায়মেবাদ্ধা সুদেবাদ্যৈশ্চ বর্ণিতঃ॥ ৩২।১॥
—কংসরঙ্গস্থলের বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদ স্পষ্টভাবেই এই সপ্রেমভক্তি-নামক রসকে উত্তম রস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবন্নামকৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধর ইহাকে স্থায়িরতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সুদেবাদি আচার্য্যগণ ইহাকে শান্তরস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।"

১৭৫। রসের অলৌকিকত্ব

প্রাকৃত-রসাচার্য্যগণ প্রাকৃত-রসকে অলৌকিক রস বলেন। অপ্রাকৃত-রসাচার্য্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃত ভক্তিরসকেই অলৌকিক বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই উভয়ের অলৌকিকত্বের স্বরূপ বা তাৎপর্য্য এক রকম নহে। উভয়রূপ অলৌকিকত্বের পার্থক্য কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

লৌকিকী রতি যে-রসে পরিণত হয় বলিয়া প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ বলেন, তাহাকে প্রাকৃত রস বলার হেতু এই যে—এই রসে রতি-বিভাবাদি সমস্তই হইতেছে প্রাকৃত বা মায়িক বস্তু। আর ভক্তিরসকে অপ্রাকৃত বলার হেতু এই যে—এই রসে ভগবদ্‌বিষয়া রতি এবং বিভাবাদি সমস্তই অপ্রাকৃত, মায়াতীত।

ক। প্রাকৃতরসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ

প্রাকৃত-রসের অলৌকিত্ব-বিচারে কেহ কেহ রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্বের কথাই বিচার করিয়াছেন। কোনও কোনও রসকোবিদ্ প্রাকৃত রসকেও অলৌকিক বলেন। এই দুইটী বিষয়ের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

(১) রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্বে (পূর্ববর্ত্তী ১৬১-১৬৪-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের মধ্যে রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে চারি রকমের মতবাদ প্রচলিত আছে—ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ। এ-স্থলে এই চারিটী মতবাদের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা হইতেছে।

ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ

এই মতে রসের উৎপত্তি হয় অনুকার্য্যে। অনুকর্ত্তার অনুকরণ-চাতুর্য্যের ফলে সামাজিক অনুকার্য্য ও অনুকর্ত্তার অভেদ-মনন করেন এবং অনুকর্ত্তাতেই রসের উৎপত্তি বলিয়াও মনে করেন। সামাজিক অনুকর্ত্তৃগত রসের আস্বাদন করেন। সামাজিকে রতির অস্তিত্ব আছে বলিয়া এই মতবাদ হইতে জানা যায় না (৭।১৬১-অনুচ্ছেদ)।

এ-স্থলে অলৌকিকত্ব হইতেছে এই :—

প্রথমতঃ, লৌকিক জগতে দেখা যায়, যাহার আম্ররস আস্বাদনের সংস্কার বা তদ্রূপ সংস্কারজাত বাসনা নাই, তাহার পক্ষে আম্ররসের আস্বাদন হয় না। কিন্তু উৎপত্তিবাদে রতিহীন অর্থাৎ রসাস্বাদনের সংস্কার বা সংস্কারজাত বাসনাহীন সামাজিকও রসাস্বাদন করিয়া থাকে। এতাদৃশ ব্যাপার লৌকিকী রীতিতে দৃষ্ট হয় না বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোনও নিপুণ মৃৎশিল্পী মৃত্তিকাদ্বারা একটী আম্রবৃক্ষ রচনা করেন এবং সুপক্ক এবং সুমিষ্ট আম্রের আকারে তাহাতে মৃৎপিণ্ড সংযোজিত করেন, তাহা হইলে সেই আম্রবৃক্ষকে এবং আম্রকে কোনও লোক হয়তো প্রকৃত আম্রবৃক্ষ এবং প্রকৃত আম্র বলিয়া মনে করিতে পারে ; কিন্তু সেই লোক সেই আম্র তাহার আয়ত্তের মধ্যে নহে বলিয়া সেই আম্রের রস আস্বাদন করিতে পারে না। ইহাই লৌকিকী রীতি। কিন্তু ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদে, কৃত্রিম অনুকর্ত্তৃরূপ অনুকার্য্যে রসের অস্তিত্ব আছে মনে করিয়া, সেই রস সামাজিকের আয়ত্তের মধ্যে না থাকিলেও সামাজিক তাহা আস্বাদন করিয়া থাকে। লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া এই রসাস্বাদন-ব্যাপারকেও অলৌকিক বলা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—উৎপত্তিবাদে রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াটীই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে উৎপত্তিবাদ হইতে কিছু জানা যায় না।

শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ

এইমতে রতি বা স্থায়িভাব থাকে অনুকার্য্যে ; অনুকর্ত্তা তাঁহার অভিনয়-চাতুর্য্যদ্বারা অনুকার্য্যের যে-সমস্ত আচরণের অনুকরণ করেন, সেই সমস্ত অনুকার্য্যের রত্যাদির অনুরূপ বলিয়া, ধূম দেখিলে যেমন অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান হয়, অনুকৃত আচরণাদি দেখিয়া সামাজিকও অনুমান করেন—অনুকর্ত্তাতেই রস বিদ্যমান ; তিনি অনুকর্ত্তাকেই অনুকার্য্য বলিয়াও মনে করেন। সামাজিক সবাসন বলিয়া অনুকর্ত্তাতে অনুমিত রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। সামাজিকের এই অনুমান লৌকিক জগতের সাধারণ অনুমান হইতে বিলক্ষণ , কেননা, লৌকিক জগতের অনুমানে বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান মাত্র হয়, বস্তুসৌন্দর্য্যের জ্ঞান হয় না ; কিন্তু এ-স্থলে সামাজিকের অনুমানে বস্তুসৌন্দর্য্যের জ্ঞানও জন্মে (৭।১৬২-অনু)।

এ-স্থলে অলৌকিকত্ব হইতেছে এই :—

প্রথমতঃ, লৌকিক জগতের অনুমানে কেবল বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান জন্মে; বস্তুসৌন্দর্য্যের জ্ঞান বা অনুভূতি জন্মেনা; ধূম দেখিলে ধূম্রস্থানে অগ্নি বিদ্যমান বলিয়াই অনুমান করা হয় ; কিন্তু সেই অগ্নির উত্তাপাদি অনুভূত হয় না। ইহাই লৌকিকী রীতি। কিন্তু শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদে, অনুকর্ত্তায় যে-রসের অস্তিত্বের অনুমান করা হয়, তাহার সৌন্দর্য্যাদির—সুখময়ত্বাদির—জ্ঞানও জন্মে (নচেৎ সামাজিকের পক্ষে তাহা আস্বাদনীয় হইতে পারে না)। এইরূপ ব্যাপার লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক জগতে অনুমিত বস্তুর আস্বাদন অসম্ভব ; কেননা, অনুমিত বস্তুর সঙ্গে আস্বাদক ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য থাকেনা। বৃক্ষে আম্রের অস্তিত্ব আছে। এই অনুমান জন্মিলেও এবং সেই আম্র সুস্বাদু বলিয়া মনে হইলেও, তাহার আস্বাদন কাহারও পক্ষে, এমন কি আম্ররসের আস্বাদন-বিষয়ে বাসনা যাহার আছে, তাহার পক্ষেও—সম্ভব নয় ; কেননা, অনুমিত আম্রের সহিত রসনার যোগ হয় না। ইহাই লৌকিকী রীতি। কিন্তু শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদে, অনুকর্ত্তায় রসের এবং রসসৌন্দর্য্যের অস্তিত্বের অনুমান জন্মিলেই সামাজিক তাহার আস্বাদন পাইয়া থাকেন। লৌকিকী রীতির অনুরূপ-নহে বলিয়া এই ব্যাপারকেও অলৌকিক বলা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—অনুমিতিবাদে রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াটীই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে অনুমিতিবাদ হইতে কিছু জানা যায় না।

ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ

ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদে রসনিষ্পত্তির পদ্ধতি হইতেছে এই :—সাধারণীকরণের প্রভাবে রতি, বিভাব, অনুভাবাদি তাহাদের ব্যষ্টিগতত্ব পরিত্যাগ করিয়া নৈর্ব্যষ্টিক (universal) হইয়া পড়ে, তাহাদের বিশেষত্বের প্রতীতি লুপ্ত হইয়া যায়, তাহারা অবিশেষ রূপে—সার্বজনীন, সার্বভৌম, সার্ব-কালিক রূপে—প্রতীত হয়। এইরূপে সাধারণীকৃত বিভাবাদি সাধারণীকৃতা রতির সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইলে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে (৭।১৬৩-অনু)।

এ-স্থলে অর্থাৎ রসনিষ্পত্তিবিষয়ে, অলৌকিকত্ব হইতেছে—লোকবিশেষগতত্বহীনতা। যাহা লোকবিশেষগত (personal) নহে, তাহাই অলৌকিক (impersonal বা universal)-

রসাস্বাদনের প্রক্রিয়া হইতেছে এই :—সাধারণীকৃত বিভাবাদি ভোজকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বের উদ্রেক করিয়া সামাজিকের দ্বারা সাধারণীকৃতা রতির ভোগ জন্মায়। রজস্তমোহীন সত্ত্বের উদ্রেকে সামাজিক সাধারণীকৃত বিভাবাদিতে আবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাতেই তাহার রসসাক্ষাৎকার হয় (৭।১৬৩-অনু)।

এ-স্থলে অর্থাৎ রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্ব হইতেছে এইরূপ :—

প্রথমতঃ, লৌকিক জগতে দেখা যায়—কোনও সাধুলোক স্বীয় সঙ্গ এবং উপদেশাদি দ্বারা লোকের চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেক করিতে পারেন। সাধারণ লোক তাহা পারে না। ভট্টনায়কের সাধারণীকরণে, কাব্যবর্ণিত নায়ক-নায়িকাদি বস্তুতঃ সাধু হইয়া থাকিলেও, সাধারণীকরণের ফলে হইয়া পড়েন সাধারণ নায়ক-নায়িকা, তাঁহাদের সাধুত্বাদি বিশেষত্ব আর থাকে না। তাঁহারা কিরূপে সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেক করিবেন? সাধারণীকৃত বিভাবাদির সম্বন্ধেও সেই কথা। লৌকিক জগতে ইহা অসম্ভব হইলেও ভট্টনায়কের মতে কাব্যে ইহা সম্ভব। লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া সত্ত্বোদ্রেক-ব্যাপারের প্রক্রিয়াটীকে অলৌকিক বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক জগতে দেখা যায়—বিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব প্রকারের

প্রতীতি জন্মে। মিশ্রীর মিষ্টত্বের প্রতীতি জন্মে মিশ্রীকে আশ্রয় করিয়া ; মিশ্রী একটী বিশেষ বস্তু। ভট্টনায়কের মতে রসের আস্বাদনে বিশিষ্ট কিছু নাই, সমস্তই অবিশেষ, বা সাধারণীকৃত। ইহা লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া অলৌকিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল—ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদে রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে এই মতবাদ হইতে কিছু জানা যায় না।

অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

অভিব্যক্তিবাদেও ভুক্তিবাদের ন্যায় সাধারণীকরণ স্বীকৃত। সামাজিকের রতিও সাধারণীকৃতা হইয়া পড়ে। সামাজিকও ব্যষ্টিজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন ; তাঁহার জ্ঞানসত্তাও নৈর্ব্যষ্টিকে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। সাধারণীকৃত বিভাবাদির প্রভাবে সামাজিকের সাধারণীকৃতা রতি রসরূপে অভিব্যক্ত হয় (৭।১৬৪-অনু)।

এ-স্থলে অলৌকিকত্ব হইতেছে এইরূপঃ--

প্রথমতঃ, সাধারণীকরণের ফলে রসনিষ্পত্তির অলৌকিকত্বের কথা ভুক্তিবাদ-প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ রসাস্বাদন-প্রক্রিয়ায়, এই মতেও রসের আস্বাদনে বিশিষ্ট কিছু নাই, সমস্তই অবিশেষ বা সাধারণীকৃত। এই রসাস্বাদন-প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্বের কথাও ভুক্তিবাদ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, লৌকিক-জগতে দেখা যায়—কোনও বস্তুর আস্বাদন-ব্যাপারে "আমি আস্বাদন করিতেছি"—এইরূপ জ্ঞান আস্বাদকের থাকে। কিন্তু অভিনবগুপ্তের মতে রসাস্বাদক সামাজিক তাঁহার ব্যষ্টিজ্ঞান—"আমি আস্বাদন করি"-এইরূপ জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। এইরূপ ভাবে আস্বাদনের প্রক্রিয়া লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া অলৌকিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল—অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদেও রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে এই মতবাদ হইতে কিছু জানা যায় না।

আলোচনা

রসনিষ্পত্তিসম্বন্ধে চতুর্বিধ মতবাদের আলোচনায় রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াকে যে অলৌকিক বলা হইয়াছে, তাহাও বাস্তবিক অলৌকিক নহে ; কেননা, তাহাও লৌকিক জগতেই সিদ্ধ হয়। অবশ্য এতাদৃশী প্রক্রিয়া অতিবিরল—সাধারণ নহে, অসাধারণ। এজন্য ইহাকে অলৌকিক বলা হয়। এইরূপ অলৌকিকত্বের দৃষ্টান্ত জগতে আরও দৃষ্ট হয়। আমরা সর্বত্র দেখি, খেজুর গাছের একটী মাথা ; কিন্তু কদাচিৎ পাঁচ-ছয়টী মাথাবিশিষ্ট খেজুর গাছও লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় ; কাদাচিৎক বলিয়া সাধারণতঃ ইহাকে অলৌকিক বলিয়া থাকি ; কিন্তু ইহা বাস্তবিক অলৌকিক নহে ; কেননা, লৌকিক জগতেই ইহা দৃষ্ট হয় এবং দর্শনার্থী সকল লোকেই ইহা দেখিতে পারে।

নারীর গর্ভে সাধারণতঃ একমস্তক-বিশিষ্ট নরশিশুর জন্মের কথাই আমরা জানি ; কিন্তু কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয় ; এই ব্যতিক্রমকে আমরা অলৌকিক আখ্যা দিয়া থাকি ; কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে ইহাও বাস্তবিক অলৌকিক নহে, লৌকিকই।

সুতরাং প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণের মতে যে প্রক্রিয়া অলৌকিক, বাস্তবিক তাহা অলৌকিক নহে ; তাহাও লৌকিকই, অতিবিরল বলিয়াই তাহাকে অলৌকিক বলা হয়। এই অলৌকিকত্ব হইতেছে ঔপচারিক।

রসনিষ্পত্তি এবং রসাস্বাদন-বিষয়ে সত্য বস্তু হইতেছে এই যে—রস সিদ্ধ হয় এবং সামাজিক তাহা আস্বাদন করেন। সামাজিক যে তাহা আস্বাদন করেন, তাঁহার অনুভূতিই তাহার প্রমাণ। তিনি যাহা আস্বাদন করেন, তাহা আস্বাদ্য বলিয়াই তাহার আস্বাদনে তিনি আনন্দ অনুভব করেন ; সুতরাং তাঁহার আস্বাদ্য রসও যে সত্য, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এই দুইটী বস্তুই প্রত্যক্ষের গোচরীভূত,—সুতরাং অনস্বীকার্য্য।

কিন্তু কিরূপে রসনিষ্পত্তি হয় এবং কিরূপেই বা সামাজিক তাহার আস্বাদন করেন—তাহা কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে। রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়াই ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। সকলের মতের যখন ঐক্য নাই, তখন ইহাই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের মতবাদে অসঙ্গতি কিছু আছে। সেই অসঙ্গতিকে ঢাকিবার জন্য, অসম্ভবকে সম্ভবরূপে প্রচার করিবার জন্যই, যে তাঁহারা অলৌকিকত্বের আশ্রয় নিয়াছেন, তাহাও হইতে পারে।

(২) রসের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্বোক্ত বিভিন্ন মতবাদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, কোনও মতবাদেই প্রাকৃত রসের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু সমস্ত প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণই প্রাকৃতরসকে অলৌকিক বলিয়াছেন। প্রাকৃত রসের আস্বাদনকেও তাঁহারা "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর—ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য" বলিয়াছেন। জগতের অন্য কোনও বস্তুর আস্বাদনকে তাঁহারা "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—লৌকিক জগতে অন্য বস্তুর আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায়, কাব্যরসের আস্বাদনে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অদ্ভুত আনন্দ পাওয়া যায়। তথাপি ইহা লৌকিক আনন্দই ; কেননা, প্রাকৃত রসের উপকরণগুলি সমস্তই লৌকিক ; লৌকিক উপকরণে অলৌকিক—লোকাতীত-বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কাব্যে প্রাকৃত রসের আস্বাদনজনিত আনন্দ যেরূপ প্রাচুর্য্যময়, অন্য বস্তুর আস্বাদনজনিত আনন্দ তদ্রূপ প্রাচুর্য্যময় নহে বলিয়াই তাহাকে অলৌকিক বা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলা হয়। এই অলৌকিকত্বও রসনিষ্পত্তি-রসাস্বাদন-প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্বের ন্যায় ঔপচারিক। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে—লৌকিক কাহাকে বলে। যাহা লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয়, তাহাই লৌকিক। লৌকিক জগতের সমস্ত বস্তুই চিজ্জড়-মিশ্রিত ; চিজ্জড়-মিশ্রিত হইলেও চিদংশ থাকে

প্রচ্ছন্ন। লৌকিক জগতের সমস্ত বস্তুই মায়িক—জড়রূপা মায়ার জড়-গুণত্রয় হইতে উদ্ভুত। জড়-গুণত্রয়ের নিজস্ব কোনও কার্য্যসামর্থ্য নাই বলিয়া তাহাদিগকে কার্য্যসামর্থ্য দেওয়ার জন্যই চিৎ-এর সংযোগ। জড়বস্তুকে বস্তুত্ব এবং বস্তুধর্ম্ম দেওয়াই এ-স্থলে চিৎ-এর কার্য্য ; বস্তুত্ব এবং বস্তুধর্ম্ম দেওয়ার জন্য যতটুকু চিদংশের প্রয়োজন, ততটুকু চিদংশই বস্তুতে থাকে, তাহাও প্রচ্ছন্ন ভাবে। চিদংশ প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়াই চিজ্জড়মিশ্রিত বস্তুকেও জড়বস্তুই বলা হয়। লৌকিক জগতের সমস্ত বস্তুই এতাদৃশ জড় ; জড়বস্তুতে চিদংশ অনভিব্যক্ত বলিয়া ইহা স্বরূপতঃ "অল্প—সীমাবদ্ধ।" ইহা বাস্তব সুখ নহে, সুখ ইহাতে নাইও ; কেননা, "নাল্পে সুখমস্তি" ; যেহেতু, "ভূমৈব সুখম্—সুখ হইতেছে ভূমা, অসীম।" এতাদৃশই হইতেছে লৌকিক বস্তুর স্বরূপ।

আর যাহা, উল্লিখিতরূপ (অর্থাৎ চিজ্জড়মিশ্রিত হইলেও চিদংশ প্রচ্ছন্ন বলিয়া যাহা জড়ধর্ম্মী, তাদৃশ) জড় বস্তু নহে—সুতরাং লৌকিক বস্তু নহে, তাহাই হইতেছে বস্তুবিচারে লোকাতীত বা অলৌকিক বস্তু। তাহা কিরূপ ?

জড়ের স্থান কেবল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত স্থানে মায়া নাই, সুতরাং মায়িক বা চিজ্জড়মিশ্রিত বস্তুও নাই। মায়া নাই বলিয়া তাহা হইবে কেবলই চিৎ এবং চিৎ বলিয়া "অনল্প" এবং "অনল্প" বলিয়া ভূমা, অসীম-সুতরাং সুখস্বরূপ। বস্তুগতভাবে যাহা মায়াতীত, চিন্ময়—সুতরাং বাস্তব-সুখস্বরূপ, তাহাই হইতেছে বাস্তবিক অলৌকিক।

কিন্তু প্রাকৃত রসের সমস্ত উপাদানই—রতি, বিভাবাদি সমস্তই—লৌকিক, মায়াময়—সুতরাং বস্তুগতভাবে তাহারা সুখ তো নহেই, সুখ তাহাদের মধ্যে নাইও। সুতরাং তাহাদের সম্মিলনে বাস্তব সুখের উদ্ভবও হইতে পারে না ; তবে যাহা সুখ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ। সামাজিকে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে বলিয়া চিত্তপ্রসাদেরও প্রাচুর্য্য ; এই চিত্তপ্রসাদের প্রাচুর্য্যকেই ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রস বলা হয় এবং লৌকিক জগতের অন্যান্য বস্তুর আস্বাদনে এইরূপ চিত্তপ্রসাদের প্রাচুর্য্য নাই বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলা হয় ; সুতরাং প্রাকৃত রসের এই অলৌকিকত্ব হইতেছে ঔপচারিক, বাস্তব নহে।

এ-সমস্ত কারণেই ভক্তিরসবিদ্ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ প্রাকৃত রসকে লৌকিক রস বলিয়া থাকেন। ইহা বাস্তবিক রস—বাস্তব-সুখাত্মক রস—নহে বলিয়া তাঁহারা লৌকিকী রতির রসতাপত্তিও স্বীকার করেন না।

খ। ভক্তিরসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাহা অপ্রাকৃত, মায়াতীত, চিন্ময়, তাহাই বাস্তবিক অলৌকিক। ভক্তিরস হইতেছে এই জাতীয় অলৌকিক বস্তু। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

ভগবদ্‌বিষয়া রতি বা ভক্তি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়াই ভক্তিরসে পরিণত হয়। সুতরাং ভক্তিরসকে অলৌকিক হইতে হইলে ভক্তিকে এবং বিভাবাদিকেও অলৌকিক হইতে হইবে। বিভাব

আবার তিন রকমের—বিষয়ালম্বন-বিভাব, আশ্রয়ালম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব। ভগবদ্‌বিষয়া রতি বা ভক্তি, বিভাব, অনুভাবাদি সমস্তই যে অলৌকিক, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) ভক্তির অলৌকিকত্ব

ভগবদ্‌বিষয়া রতি বা ভক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, সম্যক্‌রূপে জাড্যাংশবিবর্জিত—সুতরাং চিন্ময় এবং সুখস্বরূপ। "রতিরানন্দরূপৈব ॥ ভ, র, সি, ॥" সুতরাং ইহা বস্তুতঃই অলৌকিক।

(২) বিভাবের অলৌকিকত্ব

বিষয়ালম্বন বিভাবের অলৌকিকত্ব

ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির বিষয় হইতেছেন ভগবান্। ভগবান্ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ—আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ। আনন্দ বা সুখব্যতীত অপর কিছুই তাঁহাতে নাই ; জড়রূপা মায়ার ছায়াও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং স্বরূপতঃই তিনি অলৌকিক। তাঁহার অসমোর্দ্ধাতিশায়িনী ভগবত্তাও তাঁহার অলৌকিকত্বের পরিচায়ক। "তত্রালম্বনকারণস্য শ্রীভগবতোঽসমোর্দ্ধাতিশয়ি ভগবত্তাদেব সিদ্ধম্॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১॥"

আশ্রয়ালম্বন-বিভাবের অলৌকিকত্ব

ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির আশ্রয় হইতেছেন ভগবানের পরিকরবর্গ। ভগবানের পরিকরগণও তাঁহারই তুল্য। যাঁহারা অনাদিসিদ্ধ পরিকর, তাঁহারা হইতেছেন ভগবানেরই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, বা তাঁহার অংশ—সুতরাং বস্তুবিচারেই অলৌকিক। যাঁহারা সাধনসিদ্ধ পরিকর-তাঁহারাও লৌকিক জীব বা লৌকিক জীবতুল্য নহেন ; তাঁহাদের দেহাদি হইতেছে শুদ্ধসত্ত্বময়—চিন্ময় ; শ্রুতিস্মৃতি হইতেই তাহা জানা যায়। সুতরাং বস্তুবিচারে তাঁহারাও—সমস্ত ভগবৎ-পরিকরই—অলৌকিক। "তৎপরিকরস্য চ তত্তুল্যত্বাদেব। তচ্চ শ্রুতিপুরাণাদি-দুন্দুভিঘোষিতম্ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১১॥"

উদ্দীপন-বিভাবের অলৌকিকত্ব

উদ্দীপক বস্তুর মধ্যে কতকগুলি হইতেছে ভগবানের স্বরূপভূত, কতকগুলি ভগবৎ-সম্পর্কিত, এবং কতকগুলি আগন্তুক, অর্থাৎ স্বরূপভূতও নহে, ভগবৎ-সম্পর্কিতও নহে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এ-সমস্তের অলৌকিকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

ভগবানের স্বরূপভূত এবং ভগবৎ-সম্পর্কিত উদ্দীপন

শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন (সজ্জাদি), হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ধাম বা লীলাস্থল, তুলসী, বৈষ্ণব বা ভক্ত, শ্রীভাগবত প্রভৃতি হইতেছে উদ্দীপন। ইহারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-চেষ্টাদি তাঁহার স্বরূপভূত—সুতরাং চিদানন্দ। "কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ ; শ্রীচৈ, চ, ২।১৭।১৩০॥" তাঁহার বস্ত্রালঙ্কারাদি সমস্তই তাঁহার স্বরূপভূত (১।১।৭৭-অনু)। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তিনি তাঁহার

স্বরূপভূত-বস্তুসমূহের সহিতই অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহার বংশী, শিঙ্গা, বস্ত্রাভরণাদি এবং তাঁহার গুণচেষ্টাদি তাঁহার স্বরূপভূতই থাকে। সুতরাং এই সমস্তই চিদানন্দ, মায়াস্পর্শহীন—অলৌকিক; যেহেতু, তাহারা লৌকিক জগতের কোনও বস্তু নহে।

আর, ভগবৎ-সম্পর্কিত বস্তুকে "তদীয়" বলা হয়। "তদীয়—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত। শ্রীচৈ, ২।২২।৭১॥" তাঁহার ধাম বা লীলাস্থলও চিন্ময় এবং বিভু (১।১।৯৭, ১০১ অনু), লৌকিক জগতের কোনও বস্তু নহে। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করেন, তখন তাঁহার ধামও প্রকটিত হয় (১।১।১০২-অনু) এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ যে-স্থলে তিনি লীলা করেন, সেই স্থানও তাঁহার প্রকটিত ধামের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপত্ব লাভ করে; সুতরাং তাঁহার ধামও চিন্ময়—অলৌকিক। তুলসী-প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপভূত না হইলেও তাঁহার সহিত যখন কোনওরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়, তখন তাহারাও চিত্তাকর্ষক আনন্দরূপত্ব—সুতরাং অলৌকিকত্ব—লাভ করে।

স্বরূপভূত উদ্দীপন-সমূহের এবং ভগবৎ-সম্পর্কিত উদ্দীপন-সমূহের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"অথোদ্দীপনকারণানাং তদীয়ানাঞ্চ তদীয়ত্বাৎ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১১॥—উদ্দীপন-কারণসমূহের এবং ভগবৎ-সম্পর্কিত বলিয়া তদীয়বস্তুসমূহের অলৌকিকত্ব সিদ্ধ হইতেছে, কেননা, তাহারা তদীয় (অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপভূত এবং তাঁহার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট)।"

উল্লিখিত উদ্দীপন-কারণসমূহের প্রভাবও যে অলৌকিক, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে তদ্বিষয়ে কয়েকটী উদাহরণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্वবিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ শ্রীভা, ৩।১৫।৪৩॥

—কমলনয়ন শ্রীহরির চরণস্থিত কমলকেশরমিশ্রা তুলসীর সুগন্ধযুক্ত বায়ু ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদির নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদেরও চিত্ততনুর ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল।"

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ভগবানের চরণে অর্পিত তুলসী তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় এমনই এক অদ্ভুত চিত্তাকর্ষকত্ব লাভ করিয়াছিল যে, ব্রহ্মানন্দসেবী আত্মারাম সনকাদির—জগতের কোনও বস্তুই যাঁহাদের চিত্তবিক্ষোভ জন্মাইতে পারেনা, তাঁহাদেরও—চিত্ততনুর ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল। ইহাতে ভগবচ্চরণে অর্পিত তুলসীর প্রভাবের অলৌকিকত্ব প্রদর্শিত হইল।

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥ শ্রীভা, ১০।৪৪।১৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণদর্শনে মথুরানাগরীদের উক্তি) গোপীগণ কি অনির্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নিত্য-নবায়মান মনোহর রূপ নিরন্তর নয়ন ভরিয়া পান করিয়া থাকেন। এই রূপ হইতেছে লাবণ্যের সার; ইহার সমান বা অধিক লাবণ্য আর কোথাও নাই। এই রূপ অনন্যসিদ্ধ (স্বতঃসিদ্ধ) এবং যশঃ, ঐশ্বর্য্য ও সমস্ত শ্রীর একান্ত আশ্রয়। ইহা অতি দুর্ল্লভ।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণরূপের অসমোর্দ্ধতা, যশঃ-শ্রী-ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়ত্ব এবং অনন্যসিদ্ধত্ব দ্বারা এই রূপের অলৌকিকত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কেননা, লৌকিক জগতে এতাদৃশ রূপ দুর্ল্লভ এবং জগতিস্থ রূপের উল্লিখিতরূপ প্রভাবও দুর্ল্লভ।

"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৪০॥

—(শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া গোপীগণ বলিয়াছেন) হে অঙ্গ! ত্রিলোকে এমন কোন্ রমণী আছেন, যিনি তোমার কলপদায়ত বেণুগীত-শ্রবণে সম্যক্‌রূপে মোহিত হইয়া আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হয়েন? তোমার এই রূপে ত্রৈলোক্য-সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দেখিয়া গো, হরিণ, পক্ষী এবং বৃক্ষ-সকলও পুলকে পূর্ণ হয়।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণরূপের অলৌকিকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এতাদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন কোনও বস্তুই লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না।

"বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য" ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৫।১৪॥' বং "সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা ১০।৩৫।১৫॥-শ্লোকদ্বয়েব উল্লেখ করিয়াও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রভাবের অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শ্লোকদ্বয়ে বলা হইয়াছে—"বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবেশ্বরগণের কন্দর ও চিত্ত আনত হয়; তাঁহারা বিজ্ঞ হইলেও সেই স্বরালাপের ভেদ নির্ণয় করিতে না পারিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়েন।" লৌকিক জগতের কোনও বেণুধ্বনিরই এতাদৃশ প্রভাব নাই।

আগন্তুক উদ্দীপন-বিভাবের অলৌকিকত্ব

এপর্য্যন্ত ভগবানের স্বরূপভূত এবং ভগবৎ-সম্পর্কিত উদ্দীপন-বস্তুসমূহের অলৌকিকত্বের কথা বলা হইয়াছে। এ-সমস্ত ব্যতীত আবার এমন সব বস্তুও আছে, যাহারা ভগবানের স্বরূপভূতও নহে, ভগবৎ-সম্পর্কিতও নহে; অথচ সময় সময় কৃষ্ণরতির উদ্দীপক হইয়া থাকে—যেমন মেঘাদি। শ্রীজীবপাদ এ-সমস্ত বস্তুকে "আগন্তুক" বলিয়াছেন। তিনি বলেন—ভগবানের শক্তিদ্বারা উপবৃংহিত (বর্দ্ধিত) হইয়া স্বরূপভূত-বস্তুর সাদৃশ্যবশতঃ ভগবৎ-স্ফূর্ত্তিময়তা দ্বারা এ-সমস্ত আগন্তুক বস্তু অলৌকিকী দশা প্রাপ্ত হয়। "আগন্তুকা অপি তচ্ছক্ত্যুপবৃংহিতত্বেন সাদৃশ্যাৎ তৎস্ফূর্ত্তিময়ত্বেন চালৌকিকীং দশামাপ্লুবন্তি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১১॥" মেঘের সহিত, বা তরুণ-তমালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত রূপের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে; এজন্য মেঘের বা তরুণ-তমালের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণেপ্রীতিমান্ ভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিও হইতে পারে। কিন্তু কেবল মেঘ বা তরুণ-তমালই তাহা করিতে পারে না। মেঘাদির বর্ণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের নিকটে অতি তুচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই

মেঘাদির বর্ণ পরিপুষ্ট]হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য লাভ করে এবং তখনই উদ্দীপক হইতে পারে। সময়-বিশেষে প্রীতিমান্ ভক্তকে রসাস্বাদন করাইবার জন্যও মেঘাদিতে সেই শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে; ইহা লীলাশক্তিরই প্রভাব। এই অবস্থায় মেঘাদি লৌকিক বস্তুও অলৌকিক প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে কয়েকটী প্রমাণ-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,

"প্রাবৃট্ শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্য সর্ব্বভূতমুদাবহাম্।
ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্॥ শ্রীভা, ১০।২০।৩১॥

—(শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন) সর্ব্বভূতের সুখাবহ বর্ষাসৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়শক্তি-দ্বারা পরিপুষ্ট সেই শোভার সমাদর করিলেন।"

বর্ষার সৌন্দর্য্য সর্বসাধারণ লোকের সুখাবহ হইতে পারে; কিন্তু সুখস্বরূপ এবং সুখদাতা ভগবানের পক্ষে সুখাবহ হইতে পারে না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণশক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া লৌকিক বর্ষাসৌন্দর্য্যও তাঁহার সুখাবহ হইতে পারে। এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল যে—শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ শ্রীকৃষ্ণশক্তি লৌকিক বর্ষাসৌন্দর্য্যে সঞ্চারিত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে।

উল্লিখিত শ্রীশুকোক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণশক্তি লৌকিক বস্তুরও সৌন্দর্য্যাদিকে উপবৃংহিত বা পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিধানই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণশক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য। উল্লিখিত স্থলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য সেই শক্তি বর্ষার শোভাকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই ভাবে দেখা যায়, মেঘাদি লৌকিক বস্তুর সৌন্দর্য্যাদি বর্দ্ধনের সামর্থ্যও শ্রীকৃষ্ণশক্তির আছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণশক্তিদ্বারা মেঘাদি আগন্তুক বস্তুর সৌন্দর্য্যাদি উপবৃংহিত হইলে তাহারা উদ্দীপন-বিভাবে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণশক্তির যে এতাদৃশ সামর্থ্য আছে, উল্লিখিত শ্রীশুকোক্তিই তাহার প্রমাণ। উদ্দীপন প্রস্তুত করিয়া ভক্তের কৃষ্ণবিষয়া রতিকে উদ্দীপিত করিলে রসপুষ্টির আনুকূল্য হয়, রসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ লাভ করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণশক্তি যে মেঘাদি লৌকিক বস্তুর সৌন্দর্য্যকে পরিপুষ্ট করিয়া তাহাদিগকে উদ্দীপনত্ব দান করে, তাহার পর্য্যবসানও শ্রীকৃষ্ণসুখে। ভক্তচিত্ত-বিনোদনও শ্রীকৃষ্ণশক্তির কার্য্য; কেননা, তাহাতেও ভক্তচিত্ত-বিনোদন-ব্রত শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ।

মেঘাদি আগন্তুক বস্তুও এইরূপে ভগবচ্ছক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ভক্তচিত্তস্থিত রতির উদ্দীপক হইয়া থাকে। ভগবচ্ছক্তির সহায়তা ব্যতীত লৌকিক মেঘাদি উদ্দীপক হইতে পারে না; অলৌকিকী ভগবচ্ছক্তির কৃপাতেই তাহারা অলৌকিকত্ব লাভ করে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ভগবদ্‌বিষয়া রতি স্বরূপতঃই অলৌকিক। তাহার বিষয়ালম্বন-বিভাব এবং আশ্রয়ালম্বন-বিভাবরূপ ভগবৎ-পরিকরগণও স্বরূপতঃ অলৌকিক। ভগবানের স্বরূপভূত উদ্দীপন-বিভাবগুলিও স্বরূপতঃ অলৌকিক। যে-সমস্ত উদ্দীপন-বিভাব ভগবানের স্বরূপভূত নহে, ভগবৎ-সম্পর্কিত হইয়া তাহারাও অলৌকিক প্রভাব প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত আগন্তুক উদ্দীপন-

বিভাব ভগবানের স্বরূপভূতও নয়, ভগবৎ-সম্পর্কিতও নয়, ভগবানের শক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া তাহারাও অলৌকিকী দশা প্রাপ্ত হয়।

মেঘাদি লৌকিক বস্তু যে অলৌকিকী দশা প্রাপ্ত হইয়া উদ্দীপক হয়, সেই অলৌকিকত্বও ঔপচারিক নহে। কেননা, এ-স্থলে লৌকিক মেঘের সৌন্দর্য্য বাস্তবিক উদ্দীপন নহে, কৃষ্ণশক্তিদ্বারা বর্দ্ধিত-সৌন্দর্য্যই—কৃষ্ণশক্তি মেঘের উপরে যে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাই, অর্থাৎ মেঘের নিজের সৌন্দর্য্যের অতিরিক্ত যে সৌন্দর্য্য কৃষ্ণশক্তি ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাই—হইতেছে বাস্তবিক উদ্দীপন। কৃষ্ণশক্তিই এই অতিরিক্ত সৌন্দর্য্যরূপে নিজেকে প্রকটিত করিয়াছে; ইহা স্বরূপতঃই অলৌকিক; কেননা, কৃষ্ণশক্তি স্বরূপতঃ অলৌকিকী। মেঘ বা মেঘের সৌন্দর্য্য এ-স্থলে উপলক্ষ্য মাত্র; মেঘের বা মেঘের সৌন্দর্য্যের উদ্দীপনত্ব ঔপচারিক। বাস্তব-উদ্দীপন যে অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য, তাহাই আগন্তুক, তাহা মেঘে ছিলনা। এজন্য ইহাকে আগন্তুক উদ্দীপন-বিভাব বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল— ভগবদ্বিষয়া রতি এবং তাহার বিভাব, সমস্তই অলৌকিক—কতকগুলি বিভাব স্বরূপতঃই অলৌকিক, কতকগুলি ভগবৎ-সম্পর্কবশতঃ এবং কতকগুলি ভগবানের শক্তির প্রভাবে অলৌকিক প্রভাব প্রাপ্ত হয়। পূর্ববর্ত্তী ৭।১৫ (৫)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রসের কারণরূপ বিভাবসকল যে অলৌকিক, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে অনুভাব বিবেচিত হইতেছে।

(২) অনুভাবের অলৌকিকত্ব

অলঙ্কারশাস্ত্রে সাধারণতঃ রতি বা স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব-এই চারিটীই রসের উপকরণরূপে উল্লিখিত হয়; সাত্ত্বিক ভাবের পৃথক্ উল্লেখ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। ইহার হেতু এই যে, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অন্য সাত্ত্বিক ভাবেরও অনুভাবত্ব আছে। "সাত্ত্বিকা অপি যেঽষ্টৌ তেঽপি যান্ত্যনুভাবতাম্॥ অ, কৌ, ৫।৬৫॥"

অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবসকলের প্রকাশক বাহ্যিক ব্যাপার। চিত্তস্থ ভাব দৃশ্যমান নহে; তাহার প্রভাবে বাহিরে যে সকল ব্যাপার বা ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়, তাহাদিগকেই অনুভাব বলে। এই অনুভাব দুই রকমের—উদ্ভাস্বর এবং সাত্ত্বিক। নৃত্য, বিলুণ্ঠন, চীৎকার, উচ্চৈঃস্বরে রোদনাদি হইতেছে উদ্ভাস্বর অনুভাব। আর, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি হইতেছে সাত্ত্বিক অনুভাব বা সাত্ত্বিক ভাব। উভয়েরই অনুভাবত্ব আছে বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রে উদ্ভাস্বর এবং সাত্ত্বিক এই উভয়কেই এক সঙ্গে অনুভাব বলা হয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—কারণরূপ বিভাবসমূহ যেমন অলৌকিক, কার্য্যরূপ পুলকাদি অনুভাবসকলও তেমনি অলৌকিক। "তথা কার্য্যরূপাঃ পুলকাদয়োঽপ্যলৌকিকাঃ॥১১১॥" তিনি বলিয়াছেন—"যে খলু অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্-ইত্যাদৌ তর্বাদিষ্বপ্যুক্তবন্তো মনুষ্যেষু স্বস্যাত্যদ্ভুতোদয়মেব জ্ঞাপয়ন্তি ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১॥—(শ্রীমদ্ভাগবতের

১০।২১।১৯-শ্লোক হইতে জানা যায়) শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণের ফলে জঙ্গমসমূহের অস্পন্দন (স্তম্ভ-নামক সাত্ত্বিক ভাব), আর বৃক্ষসকলের পুলকোদ্‌গম হইয়াছিল। এই শ্লোক-প্রমাণ হইতে জানা যায়, স্তম্ভ-পুলকাদি যে সকল অনুভাব বৃক্ষাদিতে উৎপন্ন হয়, মনুষ্যগণে সে সকল অত্যদ্ভুতরূপেই উদিত হয়।” তাৎপর্য্য এই যে— ইন্দ্রিয়শূন্য বৃক্ষাদিও যাহাতে পুলকে পূর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়-শক্তির পরমোৎকর্ষ-সমন্বিত মানুষে যে তাহা স্তম্ভ-পুলকাদি অনুভাবের অত্যদ্ভুতত্ব প্রকাশ করিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? অন্যান্য অনুভাবও এই প্রকারের। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ময়ূরগণ নৃত্য করে, যমুনার জল স্তম্ভিত হয়, প্রস্তর দ্রবীভূত হয়। লৌকিক জগতে এ-রূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না। এজন্য ভগবদ্‌বিষয়া রতির অনুভাব-সকলও অলৌকিক, লোকাতীত-প্রভাবসম্পন্ন।

উল্লিখিত উদাহরণে দেখা যায়—বেণুধ্বনির ফলেই স্তম্ভ-পুলকাদির উদয় হয়। বেণুধ্বনি হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব। তাহার ফলে যখন স্তম্ভ-পুলকাদির উদয় হয়, তখন বুঝিতে হইবে, স্তম্ভ-পুলকাদি অনুভাব হইতেছে বেণুধ্বনির কার্য্য এবং বেণুধ্বনিরূপ উদ্দীপন-বিভাব হইতেছে তাহার কারণ।

উল্লিখিত স্থলে অনুভাবের অলৌকিকত্বের হেতু হইতেছে লৌকিক-ব্যাপার-বিলক্ষণতা ; লৌকিক-জগতে এতাদৃশ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না বলিয়াই অনুভাবকে অলৌকিক বলা হইয়াছে। কিন্তু এই অনুভাবসমূহ স্বরূপতঃও অলৌকিক; কেননা, স্বরূপতঃ অলৌকিক বিভাবাদি হইতে তাহাদের উদ্ভব।

(৩) **সঞ্চারিভাবের অলৌকিকত্ব**

নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্যাদি তেত্রিশটী হইতেছে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। এ-সমস্ত হইতেছে রসোৎপত্তির সহায়। ভক্তিরসে এ-সমস্তও অলৌকিক। “এবং নির্ব্বেদাদ্যাঃ সহায়াশ্চালৌকিকা মন্তব্যাঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১১॥—এই প্রকারে নির্ব্বেদাদি-সহায়সকলকেও অলৌকিক বলিয়া মনে করিতে হইবে।” এ-স্থলেও লোকবিলক্ষণতাবশতঃ অলৌকিকত্ব। দু'-একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

শারদীয়-রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, হৃদয়-ভ্রান্তিজনিত উন্মাদবশতঃ বিরহিণী গোপীগণ সমবেতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গান করিতে লাগিলেন। এ-স্থলে উন্মাদ-নামক সঞ্চারিভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। “উন্মাদো হৃদয়ভ্রান্তৌ। গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা ইত্যাদি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ৩৪৫॥” লৌকিক জগতে এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না।

উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“গোপীগণের প্রিয়সকলের মধ্যে আমিই প্রিয়তম। আমি দূরে গমন করিলে, আমাকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়েন, আমার বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় তাঁহারা বিহ্বল হইয়া থাকেন।” এ-স্থলে অপস্মার-নামক সঞ্চারিভাবের কথা বলা হইয়াছে। মনোলয়ে অপস্মার। “অপস্মারো মনোলয়ে। ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ। স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥ (শ্রীভাঃ, ১০।৪৬।৫)॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ৩৪৬॥” লৌকিক জগতে এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না।

সঞ্চারিভাবসমূহকে স্বরূপতঃও অলৌকিক বলা যায় ; কেননা, ইহাদের উদ্ভব হয় স্বরূপতঃ অলৌকিকী কৃষ্ণবিষয়া রতি হইতে।

(৪) বিভাবাদির স্বরূপগত অলৌকিকত্ব

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"কচিত্তু সর্ব্বেষামপি স্বত এবালৌকিকত্বম্ ॥১১১॥—কোনও কোনও স্থলে (অপ্রকট ধামে) সকলেরই (বিভাবাদি সকলেরই) স্বতঃসিদ্ধ অলৌকিকত্ব দৃষ্ট হয়।" ইহার প্রমাণরূপে তিনি ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী।
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ব্রহ্মসংহিতা ॥ ৫।৬৭-৬৮ ॥

—(ব্রহ্মা বলিয়াছেন) যে স্থলে কান্তা হইতেছেন লক্ষ্মীগণ, কান্ত হইতেছেন পরম-পুরুষ (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ), বৃক্ষসকল হইতেছে কল্পতরু (সর্বাভীষ্টপ্রদ), ভূমি হইতেছে চিন্তামণিগণময়ী, জল হইতেছে অমৃত, কথা হইতেছে গান (গানের ন্যায় পরম-মধুর), গমন হইতেছে নাট্য (নাট্যের মত রস-বিধায়ক), বংশী হইতেছে প্রিয়সখী (বংশী প্রিয়সখীর কার্য্য করে), জ্যোতিঃও হইতেছে পরম-চিদানন্দ এবং পরম-আস্বাদ্যও, যে-স্থানে সুরভিসমূহ হইতে সুমহান্ ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হয় এবং নিমেষার্দ্ধ সময়ও অতীত হয় না, আমি (ব্রহ্মা) সেই শ্বেতদ্বীপকে ভজন করি—যে শ্বেতদীপকে এই জগতিস্থ অল্প কতিপয় সাধুপুরুষ গোলোক বলিয়া অবগত আছেন।"

এই শ্লোকে অপ্রকট ভগবদ্ধাম-গোলোকের কথা বলা হইয়াছে। সে-স্থানে বিষয়ালম্বন-বিভাব হইতেছেন সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণ—যাঁহারা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সুতরাং সচ্চিদানন্দ; আর, সে-স্থানে যাঁহারা বিরাজিত, তাঁহাদের কথা, গমনাগমন এবং তত্রত্য ভূমি, জল, জ্যোতিঃ, সুরভি-গাভীসমূহ এবং বংশী প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাবসমূহও স্বরূপতঃ চিন্ময়, আনন্দ-স্বরূপ। এ-সমস্তের উপলক্ষণে অনুভাব-সঞ্চারিভাবসমূহেরও স্বরূপতঃ চিন্ময়ত্ব সূচিত হইতেছে। এইরূপে দেখা গেল—অপ্রকট গোলোকের বিভাবাদি সমস্তই বস্তুবিচারে চিন্ময়, আনন্দ-স্বরূপ—সুতরাং স্বতঃই অলৌকিক। প্রকট ধামে আগন্তুক উদ্দীপন লৌকিক মেঘাদি আছে; কিন্তু অপ্রকটে তাহাও নাই; তত্রত্য মেঘাদিও স্বরূপতঃ চিন্ময়—সুতরাং স্বতঃই অলৌকিক।

(৫) উপসংহার

রতিনামক স্থায়িভাব যে বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়, তাহা

প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণও স্বীকার করেন। বস্তুবিচারে প্রাকৃত-রসের উপকরণ রতি-বিভাবাদি যে অলৌকিক নহে, তাহারা যে লৌকিকই, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৭।১৭৪ক-অনু)। উপচার-বশতঃই তাহাদিগকে অলৌকিক বলা হয়। প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের অভিমত রসনিষ্পত্তির আলোচনায় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, রসনিষ্পত্তিসম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদে রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্বসম্বন্ধে এই সকল মতবাদ হইতে কিছু জানা যায় না। রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্বও যে ঔপচারিক, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরত্ব-খ্যাপন করিয়াই তাঁহারা প্রাকৃত-রসের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। এতাদৃশ অলৌকিকত্বও যে ঔপচারিক, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভক্তিরসের অলৌকিকত্ব কিন্তু অন্যরূপ। ভক্তিরসের উপকরণ—ভক্তিরূপ স্থায়িভাব, আশ্রয়ালম্বন-বিভাব, বিষয়ালম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাব, অনুভাব (উদ্‌ভাস্বর ও সাত্ত্বিক) এবং সঞ্চারিভাব—এই সমস্তই যে স্বরূপতঃ অলৌকিক, তাহাদের প্রভাবও যে অলৌকিক, পূর্ববর্তী আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সম্মিলনে যে রসের উদয় হয়, তাহাও যে স্বরূপতঃ অলৌকিক—লোকাতীত, মায়াতীত, চিন্ময়, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকিতে পারে না। বিভিন্ন অলৌকিক চিন্ময় বস্তুর মিলনে উৎপন্ন বস্তু কখনও লৌকিক বা অচিৎ—জড়—হইতে পারে না। ভক্তিরসের প্রভাবও যে অলৌকিক, তাহার প্রমাণ এই যে, ইহা ব্রহ্মানন্দ-তিরস্কারী।

দশম অধ্যায়

রস-সমূহের মিত্রতা, শত্রুতা এবং তটস্থতা, অঙ্গাঙ্গিত্ব, বিরসতাদি।

১৭৫। রসসমূহের মিত্রতা ও শত্রুতা

লৌকিক জগতে দেখা যায়, যদি কেহ সর্ব্বতোভাবে আমাদের আনুকূল্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা আমাদের মিত্র বলিয়া থাকি। আবার যদি কেহ সর্ব্বদাই আমাদের প্রাতিকূল্য বা অনিষ্টাদি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমাদের শত্রু বলিয়া থাকি। রসের ব্যাপারেও এইরূপ শত্রু বা মিত্র আছে।

যদি কোনও রস অপর রসের আনুকূল্য করে, পুষ্টিবিধান করে, তাহা হইলে সেই পুষ্টিবিধায়ক রসকে অপর (পুষ্টিপ্রাপ্ত) রসের মিত্র বলা হয়। আবার, যদি কোনও রস অপর রসের প্রাতিকূল্য করে—অপর রসকে সঙ্কুচিত করিয়া নিজেরই প্রাধান্য বিস্তার করে—তাহা হইলে সেই প্রতিকূল (বা রসবিঘাতক) রসকে অপর রসের শত্রু বলা হয়।

১৭৬। বিভিন্ন রসের মিত্ররস ও শত্রুরস

কোন্ কোন্ রস কোন্ কোন্ রসের মিত্র এবং কোন্ কোন্ রস কোন্ কোন্ রসের শত্রু, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহা বলিয়াছেন।

মিত্র ও সুহৃৎ একার্থক এবং শত্রু, প্রতিপক্ষ, বৈরী ও একার্থক। বৈরীকে বিরুদ্ধও বলা হয়।

"শান্তস্য প্রীতি-বীভৎস-ধর্ম্মবীরাঃ সুহৃদ্বরাঃ।
অদ্ভুতশ্চৈব বিজ্ঞেয়ঃ প্রীতাদিষু চতুর্ষ্বপি॥
দ্বিষন্নস্য শুচির্যুদ্ধবীরো রৌদ্রো ভয়ানকঃ॥
সুহৃৎ প্রীতস্য বীভৎসঃ শান্তো বীরদ্বয়ং তথা।
বৈরী শুচির্যুদ্ধবীরো রৌদ্রশ্চৈকবিভাবকঃ॥
প্রেয়সস্তু শুচির্হাস্যো যুদ্ধবীরঃ সুহৃদ্বরাঃ।
দ্বিষো বৎসল-বীভৎস-রৌদ্রা ভীষ্মশ্চ পূর্ব্ববৎ॥
বৎসলস্য সুহৃদ্ধাস্যঃ করুণো ভীষ্মভিত্তথা।
শত্রুঃ শুচির্যুদ্ধবীরঃ প্রীতো রৌদ্রশ্চ পূর্ব্ববৎ॥
শুচের্হাস্যস্তথা প্রেয়ান্ সুহৃদস্য প্রকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিষো বৎসল-বীভৎস-শান্ত-রৌদ্র-ভয়ানকাঃ

প্রাহুরেকস্য সুহৃদং বীরযুগ্মং পরে রিপুম্ ॥
মিত্রং হাস্যস্য বীভৎসঃ শুচিঃ-প্রেয়ান্ সবৎসলঃ।
প্রতিপক্ষস্তু করুণস্তথা প্রোক্তো ভয়ানকঃ ॥
অদ্ভুতস্য সুহৃদ্বীরঃ পঞ্চ শান্তাদয়স্তথা।
প্রতিপক্ষো ভবেদস্য রৌদ্রো বীভৎস এব চ ॥
বীরস্য ত্বদ্ভুতো হাস্যঃ প্রেয়ান্ প্রীতস্তথা সুহৃৎ।
ভয়ানকো বিপক্ষোঽস্য কস্যচিচ্ছান্ত এব চ ॥
করুণস্য সুহৃদ্-রৌদ্রো বৎসলশ্চ বিলোক্যতে।
বৈরী হাস্যোঽস্য সম্ভোগশৃঙ্গারশ্চাদ্ভুতস্তথা ॥
রৌদ্রস্য করুণঃ প্রোক্তো বীরশ্চাপি সুহৃদ্বরঃ।
প্রতিপক্ষস্তু হাস্যোঽস্য শৃঙ্গারো ভীষণোঽপি চ ॥
ভয়ানকস বীভৎসঃ করুণশ্চ সুহৃদ্বরঃ।
দ্বিষস্তু বীর-শৃঙ্গার-হাস্য-রৌদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
বীভৎসস্য ভবেচ্ছান্তো হাস্যঃ প্রীতস্তথা সুহৃৎ।
শত্রুঃ শুচিস্তথা প্রেয়ান্ জ্ঞেয়া যুক্ত্যা পরে চ তে ॥—৪।৮।২-১৪॥

অনুবাদ

ক। শান্তরসের শত্রু-মিত্র

প্রীত (দাস্য), বীভৎস, ধর্ম্মবীর* ও অদ্ভুত—ইহারা হইতেছে শান্তরসের সুহৃদ্বর (মিত্র)। বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত—ইহারা প্রীতাদি চারিটী রসেরও (অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসেরও) সুহৃদ্বর। শান্তরসের শত্রু হইতেছে—শুচি (মধুর), যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক।

খ। দাস্যরসের শত্রু-মিত্র

প্রীতরসে (দাস্যরসে) বীভৎস, শান্ত, বীরদ্বয় (অর্থাৎ ধর্ম্মবীর ও দানবীর) হইতেছে সুহৃদ্ (মিত্র); আর, মধুর এবং কৃষ্ণবিভাবক (সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন) যুদ্ধবীর ও রৌদ্র হইতেছে প্রীতরসের (দাস্যরসের) শত্রু। (কৃষ্ণবিভাবক যুদ্ধবীর হইতেছে—আমি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিব,—এইরূপ ভাব; আর কৃষ্ণবিভাবক রৌদ্র হইতেছে—কৃষ্ণের প্রতি কোপময় ভাব। এই দুইটীই দাস্যরস-বিরোধী। টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন, এ-স্থলে যে-সমস্ত রসের কথা বলা হইল না, সে-সমস্ত রসের স্থলেও এই রীতিতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে)।

* বীর-রসের চারিটী ভেদ আছে—যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর, এবং ধর্ম্মবীর। "যুদ্ধ-দান-দয়া-ধর্ম্মৈশ্চতুর্দ্ধা বীর উচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১॥"

গ। **সখ্যরসের শত্রু-মিত্র**

প্রেয়োরসে (সখ্যরসে) মধুর, হাস্য ও (কৃষ্ণবিষয়াশ্রয়তাময়) **যুদ্ধবীর হইতেছে সুহৃদ্বর** (মিত্র) ; আর, বৎসল, বীভৎস এবং পূর্ব্ববৎ (কৃষ্ণবিভাবক) **রৌদ্র ও ভয়ানক হইতেছে শত্রু।**

ঘ। **বৎসল-রসের শত্রু-মিত্র**

বৎসল-রসে হাস্য, করুণ এবং ভীষ্মভিৎ (অসুর-বিষয়ক-ভয়ানক-ভেদ) **হইতেছে সুহৃৎ** (মিত্র) ; আর, মধুর, প্রীত (বৎসলের কৃষ্ণবিষয়ক দাস্য) এবং **পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিভাবক, কৃষ্ণের সহিত** পারস্পরিক) যুদ্ধবীর ও (কৃষ্ণবিভাবক, অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি কোপময়) **রৌদ্র হইতেছে শত্রু।**

ঙ। **মধুর রসের শত্রু-মিত্র**

মধুর-রসে হাস্য ও প্রেয় (সখা) হইতেছে সুহৃৎ (মিত্র) ; আর, বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক হইতেছে শত্রু।

কেহ কেহ বলেন--মধুর-রসে একমাত্র বীরদ্বয়ই (অর্থাৎ যুদ্ধবীর ও ধর্ম্মবীরই) হইতেছে সুহৃৎ বা মিত্র ; তদ্ভিন্ন অন্য সমস্তই শত্রু (ইহা শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত নহে)।

চ। **হাস্যরসের শত্রু-মিত্র**

হাস্যরসে বীভৎস, মধুর ও বৎসল হইতেছে মিত্র (এ-স্থলে বীভৎস-শব্দে কৃত-বীভৎসিত-বেশ এবং বিদূষকাদি-লক্ষণ ভক্তান্তরের দর্শনজাত বীভৎসকেই বুঝাইতেছে ; অত্যন্ত-বীভৎসিত-দৌর্গন্ধ্যাদি-দর্শনজাত বীভৎস অভিপ্রেত নহে , অর্থাৎ অন্য কোনও ভক্ত যদি বিদূষকাদির ন্যায় বীভৎসজনক বেশ-ভূষাদি ধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনে যে বীভৎসের উদয় হয়, সেই বীভৎসই হইতেছে হাস্যরসের মিত্র ; অত্যন্ত অপ্রিয় দৌর্গন্ধ্যাদির অনুভবে যে বীভৎসের উদয় হয়, তাহা হাস্যরসের মিত্র নহে)। আর, করুণ ও ভয়ানক হইতেছে হাস্যরসের শত্রু।

ছ। **অদ্ভুত-রসের শত্রু-মিত্র**

অদ্ভুত-রসে বীর ও শান্তাদি পাঁচটী (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর) হইতেছে মিত্র এবং রৌদ্র ও বীভৎস হইতেছে শত্রু। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—অন্য অলৌকিক বস্তুর অনুভব হইতে জাত চমৎকারের ভীষণ ও বীভৎসের অনুভবে রসের বিঘ্ন হয় বলিয়াই এ-স্থলে রৌদ্র ও বীভৎসকে শত্রু বলা হইয়াছে ; তাহাদের স্বচমৎকার নিষিদ্ধ নহে ; কেননা, তাহাতে "রসে সারশ্চমৎকারঃ"-ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

জ। **বীর-রসের শত্রু-মিত্র**

বীররসে অদ্ভুত, হাস্য, সখ্য ও দাস্য হইতেছে মিত্র। আর, ভয়ানক হইতেছে শত্রু। কাহারও কাহারও মতে শান্তও বীররসের শত্রু।

ঝ। **করুণ রসের শত্রু-মিত্র**

করুণ-রসে রৌদ্র এবং বৎসল হইতেছে মিত্র (এ-স্থলে "রৌদ্র" বলিতে, পূর্ব্বে কোনও সময়ে স্বীয়-প্রিয়জনের পীড়ন দর্শনাদিতে পূর্ব্বেই যে রৌদ্রের উদয় হইয়াছিল, তাহার স্মরণকে বুঝায় ; বর্ত্তমান

রৌদ্রকে বুঝায় না; কেননা, তাহা ভয়মাত্র জন্মায়)। আর, হাস্য, অদ্ভুত এবং সম্ভোগ-শৃঙ্গার হইতেছে শত্রু (টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—অনেক রকম শৃঙ্গারের মধ্যে সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গারই হইতেছে করুণরসের বৈরী)।

ঞ। রৌদ্র-রসের শত্রু-মিত্র

রৌদ্ররসে করুণ এবং বীর হইতেছে মিত্র এবং হাস্য, শৃঙ্গার এবং ভয়ানক হইতেছে শত্রু।

ট। ভয়ানক রসের শত্রু-মিত্র

ভয়ানক রসে বীভৎস এবং করুণ হইতেছে মিত্র এবং বীর, শৃঙ্গার, হাস্য এবং রৌদ্র হইতেছে শত্রু।

ঠ। বীভৎস রসের শত্রু-মিত্র

বীভৎস রসে শান্ত, হাস্য ও প্রীত (দাস্য) হইতেছে মিত্র; আর, মধুর ও প্রেয়ান্ (সখ্য) হইতেছে শত্রু এবং যুক্তিদ্বারা অন্য যে-সমস্তরসের শত্রুতা উপলব্ধি হয়, তাহারাও বীভৎসের শত্রু। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—বিদূষকাদিকৃত কুবেশাদিতে যে হাস্যের উদয় হয়, সেই হাস্যই হইতেছে বীভৎসের মিত্র, সর্ব্বপ্রকার হাস্য নহে।

১৭৭। বিভিন্ন রসের তটস্থ রস

লৌকিক জগতে আমরা দেখি, যে ব্যক্তি আমাদের মিত্রও নহেন, শত্রুও নহেন, যিনি আমাদের ইষ্টও করেন না, অনিষ্টও করেন না, তাঁহাকে আমরা আমাদের তটস্থ পক্ষ বা উদাসীন পক্ষ বলিয়া থাকি। তদ্রূপ, যে রস অপর রসের ইষ্টও করে না, অনিষ্টও করে না—পুষ্টিবিধানও করে না, সঙ্কোচ-সাধনও করে না—তাহাকে বলা হয়, সেই অপর রসের পক্ষে তটস্থ বা উদাসীন রস।

তটস্থরস-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"কথিতেভ্যঃ পরে যে স্যুস্তে তটস্থাঃ সতাং মতাঃ ॥৪।৭।১৫॥

—বিভিন্ন রসের শত্রু-মিত্র-কথন-প্রসঙ্গে কোনও বিশেষ রস সম্পর্কে যে-সমস্ত রসকে সেই বিশেষ রসের মিত্র বলা হইয়াছে এবং যে-সমস্ত রসকে তাহার শত্রু বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত মিত্ররস এবং শত্রুরস ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রসই হইতেছে সেই বিশেষ রস-সম্পর্কে তটস্থ রস।"

যেমন পূর্ব্বে (১৭৬ক-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত হইতেছে শান্তরসের মিত্র এবং মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক হইতেছে শান্তরসের শত্রু। এই সমস্ত রস—অর্থাৎ দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর, অদ্ভুত, মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র এবং ভয়ানক রস— ব্যতীত অন্য সমস্ত রসই হইতেছে শান্তরসের পক্ষে তটস্থ বা উদাসীন। এইরূপে দেখা গেল—সখ্য, বাৎসল্য, হাস্য, করুণ, দানবীর হইতেছে শান্তরসের পক্ষে তটস্থ বা উদাসীন রস।

মোট রস হইতেছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর (বীররসের

চারিটী বৈচিত্রী—যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর এবং ধর্ম্মবীর), করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। শান্ত-রসের পক্ষে তটস্থ-রস-নির্ণয়-প্রসঙ্গে যে রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে, সেই রীতিতে অন্যান্য রসেরও তটস্থ রস নির্ণয় করিতে হইবে।

১৭৮। রসসমূহের অঙ্গাঙ্গিত্ব

মিত্রকৃত্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, কোনও রস তাহার মিত্ররসের সহিত মিশ্রিত হইলে সম্যক্‌রূপে আস্বাদ্য হয়। "সুহৃদা মিশ্রণং সম্যগাস্বাদ্যং কুরুতে রসম্ ॥৪।৮।১৫॥"

"দ্বয়োস্তু মিশ্রণে সাম্যং দুঃশকং স্যাত্তুলাধৃতম্।
তস্মাদঙ্গাঙ্গিভাবেন মেলনং বিদুষাং মতম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।১৬॥

—দুইটী রসের মিশ্রণ হইলে তুলাদণ্ডধৃত বস্তুর ন্যায় তাহাদের সমতা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এজন্য পণ্ডিতগণ অঙ্গাঙ্গিভাবেই তাহাদের একত্র ভাবনা করেন।"

অর্থাৎ যে দুইটী রসের মিশ্রণ হয়, তাহাদের একটীকে অঙ্গী রস এবং অপরটীকে তাহার অঙ্গরস বলিয়া মনে করা হয়। যে রসটী অন্য রসের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে, তাহাকে অঙ্গী রস এবং অপরটীকে তাহার অঙ্গরস মনে করা হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলিয়াছেন—মুখ্যই হউক, বা গৌণই হউক, যে রস যে স্থলে অঙ্গী হইবে, সে-স্থলে সেই রসের সুহৃদ্ রসকেই অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ভবেন্মুখ্যোঽথ বা গৌণো রসোঽঙ্গী কিল যত্র যঃ।
কর্ত্তব্যং তত্র তস্যাঙ্গং সুহৃদেব রসো বুধৈঃ ॥ ৪।৪।১৬ ॥

রসসমূহের অঙ্গাঙ্গিত্বের সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"সোঽঙ্গী সর্ব্বাতিগো যঃ স্যান্মুখ্যো গৌণোঽথবা রসঃ।
স এবাঙ্গং ভবেদঙ্গিপোষী সঞ্চারিতাং ব্রজন্ ॥৪।৮।৩৪॥

—(বহু রসের মিলনে মুখ্যরস বা গৌণরস হইতে পারে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে) মুখ্যই হউক বা গৌণই হউক, যে রসটী আস্বাদ্যত্বে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষময় (সর্ব্বাতিগ) হয়, তাহা হইবে অঙ্গী ; আর যে রস সঞ্চারিতা প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গী রসের পুষ্টিবিধান করে, তাহা হইবে অঙ্গ।"

নাট্যাচার্য্যগণও বলিয়াছেন :—

"এক এব ভবেৎ স্থায়ী রসো মুখ্যতমো হি যঃ।
রসাস্তদনুযায়িত্বাদন্যে স্যুর্ব্যভিচারিণঃ ॥৪।৮।৩৪॥

—রস-সমূহের মধ্যে যে রস মুখ্যতম, সেইটী মাত্র স্থায়ী (অঙ্গী) ; তাহার অনুগামী বলিয়া অন্য রসগুলি হইবে ব্যভিচারী (অঙ্গ)।"

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরও বলেন :—

"রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং ভবেদ্‌বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৫॥

—একত্র সমবেত রসসমূহের মধ্যে যাহার রূপ বহু (অধিক) হইবে, তাহাকে স্থায়ী (অঙ্গী) বলিয়া মনে করিতে হইবে; আর অবশিষ্ট রসসমূহকে (স্থায়ীর বা অঙ্গীর পোষক বলিয়া) সঞ্চারী (অঙ্গ) বলিয়া মনে করিতে হইবে।"

"স্তোকাদ্‌বিভাবনাজ্জাতঃ সংপ্রাপ্য ব্যভিচারিতাম্।
পুষ্ণন্নিজপ্রভুং মুখ্যং গৌণস্তত্রৈব লীয়তে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৫॥

—স্বল্প বিভাবনা হইতে উৎপন্ন গৌণরস (অঙ্গরস) ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভু (অঙ্গী) ম্যুখ রসকে পুষ্ট করিয়া সেই মুখ্য রসেই লীন হয় (অর্থাৎ প্রপানক রসে মরীচাদির ন্যায় লীন হইয়া আস্বাদ্য হয়)।"

"প্রোদ্যন্ বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টিং মুখ্যেন লম্ভিতঃ।
কুঞ্চতা নিজনাথেন গৌণোপ্যঙ্গিত্বমশ্নুতে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৫॥

—বিভাবনার উৎকর্ষ হইতে উদিত গৌণরসও সঙ্কুচিত নিজনাথ মুখ্যরসের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া অঙ্গিত্ব প্রাপ্ত হয়। (এ স্থলে সঙ্কুচিত মুখ্যরসই হয় অঙ্গ)।"

"মুখ্যস্ত্বঙ্গত্বমাসাদ্য পুষ্ণন্নিন্দ্রমুপেন্দ্রবৎ।
গৌণমেবাঙ্গিনং কৃত্বা নিগূঢ়নিজবৈভবঃ।।
অনাদিবাসনোদ্ভাসবাসিতে ভক্তচেতসি।
ভাত্যেব ন তু লীনঃ স্যাদেষ সঞ্চারিগৌণবৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৬॥

—উপেন্দ্র (বা বামনদেব নিজে ইন্দ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া) যেমন ইন্দ্রকে পোষণ করেন, তদ্রূপ মুখ্য রস স্বীয় প্রভাব গোপন করিয়া অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়া গৌণরসকে পুষ্ট করিয়া গৌণরসের অঙ্গিত্ব বিধান করে এবং অনাদি-বাসনোদ্ভাসিতবাসিত (পূর্ব্বসিদ্ধ ভক্তিবাসনা বিশিষ্ট) ভক্তচিত্তে শোভা পায়, কিন্তু গৌণ সঞ্চারীর ন্যায় লীন হয় না।"

পূর্ব্ববর্ত্তী "স্তোকাদ্‌বিভাবনাজ্জাতঃ" ইত্যাদি ভ, র, সি, ৪।৮।৩৪-শ্লোকে বলা হইয়াছে—অঙ্গরূপে গৌণরস অঙ্গী মুখ্যরসকে পুষ্ট করিয়া সেই মুখ্যরসেই লীন হয়। এ-স্থলে বলা হইল—মুখ্যরস যখন অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুষ্টিবিধানপূর্ব্বক গৌণরসকে অঙ্গী করে, তখন কিন্তু অঙ্গ মুখ্যরস অঙ্গী গৌণরসে লীন হয় না; ভক্তের চিত্তে তাহা বিরাজিত থাকে।

"অঙ্গী মুখ্যঃ স্বমত্রাঙ্গৈর্ভাবৈস্তৈরভিবর্দ্ধয়ন্।
স্বজাতীয়ৈর্বিজাতীয়ৈঃ স্বতন্ত্রঃ সন্ বিরাজতে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৭॥

—অঙ্গী মুখ্যরস স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় (শত্রুবর্জিত) ভাব-সকলদ্বারা নিজেকে সম্যক্‌রূপে

বর্দ্ধিত (পরিপুষ্ট) করিয়া স্বতন্ত্ররূপে (অন্য কোনও ভাবের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া) প্রকাশ পায়।”

অর্থাৎ মুখ্যরস যখন অঙ্গী হয়, তখন স্বজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত ভাবকে স্বীয় বশে আনিয়া তাহাদের দ্বারা নিজে পুষ্টি লাভ করে, তাহাদিগকে অঙ্গতা দান করে।

“যস্য মুখ্যস্য যো ভক্তো ভবেন্নিত্যনিজাশ্রয়ঃ।
অঙ্গী স এব তত্র স্যান্মুখ্যোঽপ্যন্যোঽঙ্গতাং ব্রজেৎ ॥৪।৮।৩৮॥

—যিনি যে-মুখ্যরসের ভক্ত, তিনি নিত্য আপনার নিজ রসেরই আশ্রিত হয়েন ; তাঁহার সম্বন্ধে সেই রসই অঙ্গী হয় ; অন্য মুখ্য রসসমূহ অঙ্গতা লাভ করে।”

“আস্বাদোদ্রেকহেতুত্বমঙ্গস্যাঙ্গত্বমঙ্গিনি।
তদ্বিনা তস্য সম্পাতো বৈফল্যায়ৈব কল্পতে ॥
যথা মৃষ্টরসালায়াং যবসাদেঃ কথঞ্চন।
তচ্চর্ব্বণে ভবেদেব সতৃণাভ্যবহারিতা ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৯॥

—অঙ্গরস যদি অঙ্গীরসের আস্বাদাতিশয়ের হেতু হয়, তাহা হইলেই তাহার অঙ্গতা সার্থক হয় ; তাহা না হইলে তাহার মিলন হয় কেবল বৈফল্য মাত্র (অসার্থক)। সুমিষ্ট রসালায় তৃণাদি পতিত হইলে সেই তৃণাদির সহিত রসালার চর্ব্বণ করিলে যেমন সতৃণাভ্যবহারিতা (তৃণের সহিত উত্তম ভোজন-কর্ত্তৃকতা) হয়, তদ্রূপ।”

উপরে উদ্ধৃত উক্তিসমূহ হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই ঃ—যদি একাধিক রসের একত্র মিলন হয়, তাহা হইলে অন্য রসসমূহের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া যে রসটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আস্বাদ্য হয়, সেই রসটী হইবে অঙ্গী এবং অন্য রসগুলি হইবে তাহার অঙ্গ। পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ না থাকিলে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধও থাকিবেনা।

শান্তাদি মুখ্যরসও অঙ্গী হইতে পারে এবং হাস্যাদি গৌণরসও অঙ্গী হইতে পারে। পৃথক্ ভাবে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মুখ্যরস-সমূহের অঙ্গিত্ব

১৭৯। অঙ্গী মুখ্যরসের অঙ্গরস

যে সমস্ত রস কোনও মুখ্যরসের সুহৃদ্ বা মিত্র, তাহারা মুখ্য রসও হইতে পারে, গৌণরসও হইতে পারে। মিত্ররসেই যখন অঙ্গত্ব, তখন মুখ্যরসের অঙ্গ—মিত্র মুখ্যরসও হইতে পারে, মিত্র গৌণ-রসও হইতে পারে। কোনও মিত্ররস মুখ্যরস বলিয়া যে অঙ্গী মুখ্যরসের অঙ্গ হইতে পারেনা, তাহা নহে।

“অথাঙ্গিত্বং প্রথমতো মুখ্যানামিহ লিখ্যতে।
অঙ্গতাং যত্র সুহৃদো মুখ্যা গৌণাশ্চ বিভ্রতি ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।১৬॥

—প্রথমতঃ এ-স্থলে মুখ্যরসসমূহের অঙ্গিত্ব লিখিত হইতেছে—যে স্থলে মুখ্য এবং গৌণ-উভয়বিধ সুহৃদ্‌রসই অঙ্গতা ধারণ করিয়া থাকে।”

যাহা হউক, মুখ্য শান্তরসের মিত্র হইতেছে—মুখ্য দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত। মুখ্য শান্ত যে-স্থলে অঙ্গী, সে-স্থলে এ-সমস্ত মিত্ররস হইবে তাহার অঙ্গ। ক্রমশঃ তাহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। অঙ্গী মুখ্য শান্তরসে মুখ্য দাস্যরসের অঙ্গতা

“জীবস্ফুলিঙ্গবহ্নের্মহসো ঘনচিৎস্বরূপস্য।
তস্য পদাম্বুজযুগলং কিংবা সম্বাহয়িষ্যামি॥
—অত্র মুখ্যেঽঙ্গিনি মুখ্যস্যাঙ্গতা॥ ভ, র, সি, ৪।৮।১৭॥

—পরব্রহ্ম হইতেছেন চিদ্‌ঘনস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ; জীব হইতেছে অগ্নির স্ফুলিঙ্গের তুল্য অতিক্ষুদ্র। এতাদৃশ ক্ষুদ্র জীব আমি কি সেই পরব্রহ্মের পদাম্বুজযুগলের সম্বাহন করিতে পারিব?—এ-স্থলে অঙ্গী মুখ্য শান্তরসের অঙ্গ হইতেছে মুখ্য দাস্যরস।”

এ-স্থলে জীব-ব্রহ্মের অংশাংশিত্ব ব্যক্ত হইয়াছে; সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম হইতেছেন অংশী, জীব হইতেছে তাঁহার অংশ। অংশ হইলেও অতি ক্ষুদ্র অংশ। পরব্রহ্ম হইতেছেন অপরিমিত জ্বলদগ্নিরাশির তুল্য, আর জীব হইতেছে তাহার একটী ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের তুল্য। অংশ এবং অংশীর মধ্যে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বলিয়া অংশীই যেমন অংশের আলম্বন, তদ্রূপ অংশী পরব্রহ্মও হইতেছেন উল্লিখিত শ্লোকের বক্তা জীবের আলম্বন। বক্তা জীব নিজেকে অতিক্ষুদ্র মনে করিতেছেন এবং পরব্রহ্মকে সর্ববৃহত্তম তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার চিত্তে পরব্রহ্মের অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান বিরাজিত; ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান বিরাজিত বলিয়া পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে তাঁহার মমত্ববুদ্ধি জাগিতে পারে না। পরব্রহ্মকে নিজের আলম্বন মনে করায়, পরব্রহ্মে তাঁহার নিষ্ঠা সূচিত হইতেছে; কিন্তু এই নিষ্ঠা ঐশ্বর্য্য-প্রাধান্যজ্ঞানময়ী এবং মমত্ববুদ্ধিহীনা বলিয়া শান্ত ভাবেরই পরিচয় দিতেছে।

আবার, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্মের পদাম্বুজযুগলের সম্বাহনের বাসনাতে দাস্যভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; কেননা, পদসেবা দাস্যেরই পরিচায়ক। এইরূপে দেখা যাইতেছে, বক্তায় শান্তের সহিত দাস্যের মিলন হইয়াছে। দধির সহিত সীতা-মরীচাদির মিশ্রণ হইলে দধির আস্বাদ্যত্বের উৎকর্ষ সাধিত হয়; এ-স্থলে শান্তের সহিত দাস্যের মিশ্রণেও শান্তের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। শান্তে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য এবং মমত্ববুদ্ধির অভাব বলিয়া সেবাবাসনা বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না; এ-স্থলে দাস্যের সহিত মিলনে সেবাবাসনা পরিস্ফুট হইয়াছে; ইহাই শান্তের উৎকর্ষ এবং দাস্যের প্রভাবেই এই উৎকর্ষ। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—এ-স্থলে কি শান্তেরই প্রাধান্য? না কি, দাস্যেরই প্রাধান্য? অঙ্গী কে এবং অঙ্গই বা কে? “তস্য পদাম্বুজযুগলং কিংবা সম্বাহয়িষ্যামি”-বাক্য হইতেই তাহা নির্ণীত হইতে পারে। “পদকমলের সম্বাহন কি আমার পক্ষে সম্ভব হইবে?”—এই উক্তি

হইতেই জানা যাইতেছে যে, সেবাবাসনা উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্য-প্রাধান্য-জ্ঞানজনিত সঙ্কোচ দূরীভূত হয় নাই ; এই সঙ্কোচ শান্তেরই লক্ষণ। সুতরাং শান্তের সহিত দাস্যের মিলন সত্ত্বেও শান্ত ক্ষুণ্ণ হয় নাই ;—অতএব শান্তই অঙ্গী, দাস্য হইতেছে তাহার অঙ্গ। মমত্ববুদ্ধি নাই বলিয়া পদসেবা-বাসনার তাৎপর্য্য হইতেছে—আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের পদস্পর্শজনিত আনন্দ-লাভের বাসনা ; পাদসম্বাহন-দ্বারা পরব্রহ্মের আনন্দবিধান ইহার তাৎপর্য্য নহে ; যাঁহার প্রতি মমত্ববুদ্ধি নাই, তাঁহার আনন্দ-বিধানের বাসনা থাকিতে পারে না।

এ-স্থলে দেখা গেল— মিত্ররূপে মুখ্য দাস্যরসও মুখ্য শান্তরসের অঙ্গ হইয়াছে।

খ। অঙ্গী মুখ্য শান্তরসে গৌণ বীভৎসের অঙ্গতা

"অহমিহ কফশুক্রশোণিতানাং পৃথুকুতুপে কুতুকী রতঃ শরীরে।
শিব শিব পরমাত্মনো দুরাত্মা সুখবপুষঃ স্মরণেঽপি মন্থরোঽস্মি॥

—অত্র মুখ্য এব গৌণস্য॥ ভ, র, সি, ৪।৮।১৮॥

—অহো! চর্ম্মাচ্ছাদিত এই কফ-শুক্র-শোণিতময় দেহে বিচিত্র বিষয়সুখের আস্বাদনের জন্যই আমি উৎসাহী। শিব! শিব! আমি অত্যন্ত দুরাত্মা ; সুখময়বিগ্রহ পরমাত্মার স্মরণবিষয়েও আমি মন্থর (আগ্রহশূন্য) হইয়াছি।—এ স্থলে মুখ্য শান্তের অঙ্গ হইল গৌণ বীভৎস।"

এ স্থলেও আনন্দঘনবিগ্রহ পরমাত্মা হইতেছেন আলম্বন। পরব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ মমত্ববুদ্ধির অভাব—সুতরাং শান্ত ভাব। তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে "কফ-শুক্র-শোণিতময় দেহের" দ্বারা লক্ষিত বীভৎস। স্বীয় "দুরাত্মতার"— অর্থাৎ অতিহীনতার জ্ঞান এবং পরমাত্মার স্মরণেও মন্থরতার উক্তিতে শান্তেরই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। অতএব এ-স্থলে মুখ্য শান্তই অঙ্গী, গৌণ বীভৎস হইতেছে তাহার অঙ্গ।

গ। অঙ্গী মুখ্য শান্তরসে মুখ্য দাস্য এবং গৌণ অদ্ভুত ও বীভৎস রসের অঙ্গতা

"হিত্বাস্মিন্ পিশিতোপনদ্ধরুধিরক্লিন্নে মুদং বিগ্রহে
প্রীত্যুৎসিক্তমনাঃ কদাহমসকৃদ্দুস্তর্কচর্য্যাস্পদম্।
আসীনং পুরটাসনোপরি পরং ব্রহ্মাম্বুদশ্যামলং
সেবিষ্যে চলচারুচামর-মরুৎ-সঞ্চার-চাতুর্য্যতঃ॥

—অত্র মুখ্য এব মুখ্যস্য গৌণয়োশ্চ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২০॥

—মাংসবদ্ধ এবং রুধিরক্লিন্ন দেহেতে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া কখন আমি প্রীতিদ্বারা উৎসিক্তমনা হইয়া চলন্ত-চামরের বায়ুসঞ্চারণ-চাতুর্য্যের দ্বারা—যাঁহার আচরণ যুক্তিতর্কের অগোচর এবং যিনি স্বর্ণসিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট, সেই নীরদ-শ্যামল পরব্রহ্মের সেবা করিব ?"

এ-স্থলে "পরং ব্রহ্ম"-শব্দে শান্তরস, "দুস্তর্কচর্য্যাস্পদম্—যাঁহার আচরণ যুক্তিতর্কের অগোচর"-শব্দে অদ্ভুত রস, "পিশিতোপনদ্ধরুধিরক্লিন্নে বিগ্রহে—মাংসবদ্ধ এবং রুধিরক্লিন্নদেহে"-বীভৎস

রস এবং "চামর-সেবা-বাসনায়", মুখ্য দাস্যরস সূচিত হইয়াছে। মুখ্য শান্তরসই অঙ্গী এবং মুখ্য দাস্য ও গৌণ অদ্ভুত এবং গৌণ বীভৎস হইতেছে তাহার অঙ্গ।

১৮০। **অঙ্গী মুখ্যদাস্যরসের অঙ্গরস**

মুখ্য দাস্য রসের মিত্র হইতেছে বীভৎস, শান্ত, বীরদ্বয় (ধর্ম্মবীর ও দানবীর)। এই মিত্র রসগুলি যে মুখ্যদাস্যরসের অঙ্গ হয়, তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অঙ্গী মুখ্য দাস্যরসে মুখ্য শান্তরসের অঙ্গতা

"নিরবিদ্যতয়া সপদ্যহং নিরবদ্যঃ প্রতিপাদ্য-মাধুরীম্।
অরবিন্দবিলোচনং কদা প্রভুমিন্দীবরসুন্দরং ভজে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২১॥
—অত্র মুখ্যে মুখ্যস্য॥

—অবিদ্যারাহিত্যদ্বারা নিরবদ্য (নির্ম্মল) হইয়া কখন আমি স্বতঃসিদ্ধমাধুরী-বিশিষ্ট অরবিন্দলোচন ইন্দীবরসুন্দর প্রভুর সেবা করিব?"

এ-স্থলে "নিরবিদ্যতয়া"-শব্দে শান্তরস এবং "সেবাবাসনায়" দাস্যরস সূচিত হইয়াছে। "প্রতিপাদ্য-মাধুরী", "অরবিন্দবিলোচন" এবং "ইন্দীবরসুন্দর"-শব্দত্রয়ে আলম্বন প্রভুর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যজ্ঞানের কথাই জানা যায়, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের কথা জানা যায় না। এতাদৃশ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় প্রভুর সেবার বাসনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এ-স্থলে দাস্যেরই অঙ্গিত্ব; শান্ত হইতেছে তাহার অঙ্গ। ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান নাই বলিয়া মমত্ববুদ্ধি সূচিত হইতেছে; সুতরাং এ-স্থলে সেবার তাৎপর্য্য হইতেছে প্রভুর প্রীতিবিধান।

এই উদাহরণে দেখা গেল—মুখ্য শান্তরস মুখ্যদাস্যরসের অঙ্গ হইয়াছে।

খ। অঙ্গী মুখ্য দাস্যরসে গৌণ বীভৎসের অঙ্গতা

"স্মরন্ প্রভুপদাম্ভোজং নটন্নটতি বৈষ্ণবঃ।
যস্তু দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি সুষ্ঠু হৃণীয়তে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২২॥
—অত্র মুখ্যে গৌণস্য॥

—প্রভুর চরণকমল স্মরণপূর্ব্বক বৈষ্ণব ব্যক্তি নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন। পদ্মিনীদিগের দর্শনেও তাঁহার সম্যক্‌রূপে ঘৃণার উদয় হইতেছে।"

এ-স্থলে "প্রভুর পদাম্ভোজের স্মরণে নৃত্য"-দ্বারা দাস্য এবং "পদ্মিনীদিগের দর্শনেও ঘৃণা"-দ্বারা বীভৎস সূচিত হইতেছে। মুখ্য দাস্য হইতেছে অঙ্গী; কেননা, তাহারই প্রাধান্য; গৌণবীভৎস হইতেছে তাহার অঙ্গ।

গ। অঙ্গী মুখ্যদাস্যরসে বীভৎস-শান্ত-বীররসের অঙ্গতা

"তনোতি মুখবিক্রিয়াং যুবতিসঙ্গরঙ্গোদয়ে
ন তৃপ্যতি ন সর্ব্বতঃ সুখময়ে সমাধাবপি।

ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি লভ্যমানাস্বপি
প্রভো তব পদার্চ্চনে পরমুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৩॥

—হে প্রভো! পূর্বে যে যুবতীসঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতাম, সে-কথা মনে পড়িলে এখন আমার (ঘৃণায়) মুখবিকৃতি জন্মে। সুখময় ব্রহ্মসমাধি লাভের জন্য যে শ্রবণ-মননাদি, তাহাতেও আমার মন তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। লভ্যমানা (সমুপস্থিত) সিদ্ধিসমূহের জন্যও আমার মনে লালসা নাই। হে প্রভো! কেবল তোমার চরণার্চ্চনের জন্যই আমার মনে বলবতী তৃষ্ণা।"

এ-স্থলে "শ্রীকৃষ্ণচরণার্চ্চনের জন্য বলবতী তৃষ্ণা"-দ্বারা দাস্য, "যুবতীসঙ্গ-সুখের স্মরণে মুখবিকৃতি"-দ্বারা বীভৎস, "ব্রহ্মসমাধি-হেতুক শ্রবণ-মননাদিতেও অতৃপ্তি"-দ্বারা শান্ত এবং "লভ্যমানা সিদ্ধিতে লালসাভাবের—প্রাপ্তবস্তুরও পরিত্যাগের"-দ্বারা দানবীর সূচিত হইয়াছে। দাস্যেরই প্রাধান্য—সুতরাং দাস্যরস হইতেছে অঙ্গী; আর শান্ত, বীভৎস এবং দানবীর হইতেছে তাহার অঙ্গ।

১৮১। অঙ্গী মুখ্য সখ্যরসের অঙ্গরস

মুখ্য সখ্যরসের মিত্র হইতেছে মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর। ইহাদের অঙ্গতা উদাহৃত হইতেছে।

ক। অঙ্গী মুখ্য সখ্যরসে মুখ্য মধুররসের অঙ্গতা

"ধন্যানাং কিল মূর্দ্ধন্যাঃ সুবলামূর্ব্রজাবলাঃ।
অধরং পিঙ্গচূড়স্য চলাশ্চুলুকয়ন্তি যাঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৫॥

—হে সুবল! যে-সকল ব্রজবালা শিখিপুচ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করেন, তাঁহারা ধন্য রমণীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা।"

কৃষ্ণসখা সুবলের উল্লেখে মুখ্য সখ্যরস সূচিত হইতেছে। ব্রজরমণীগণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধাপানের কথায় মধুররস সূচিত হইতেছে। টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—এ-স্থলে মধুর-রসের অনুমোদনই করা হইয়াছে, সম্ভোগেচ্ছা সূচিত হয় নাই। সুতরাং সখ্যরসেরই অঙ্গিত্ব; মধুররস হইতেছে সখ্যের অঙ্গ।

খ। অঙ্গী মুখ্য সখ্যরসে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা

"দৃশোস্তরলিতৈরলং ব্রজ নিবৃত্য মুগ্ধে ব্রজং
বিতর্কয়সি মাং যথা নহি তথাস্মি কিং ভূরিণা।
ইতীরয়তি মাধবে নববিলাসিনীং ছদ্মনা
দদর্শ সুবলো বলদ্বিকচদৃষ্টিরস্যাননম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৫॥

—(কোনও ব্রজসুন্দরীর প্রতি পরিহাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'মুগ্ধে! নয়নদ্বয়কে তরলিত (চঞ্চল) করিয়া আর কি হইবে? প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ব্রজে গমন কর; আমাকে যাহা মনে করিতেছ,

আমি তাহা নহি ; আর অধিক প্রয়োজন নাই।'—ছলপূর্ব্বক নববিলাসিনীর প্রতি মাধব এ-কথা বলিলে সুবল হাস্যোৎফুল্ল বিস্ফারিত নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।"

এ-স্থলে মধুর-রসসম্বন্ধিনী কথা শুনিয়া সখ্যভাবাপন্ন সুবলের হাস্যোদয় হইয়াছে। অঙ্গী হইল সখ্যরস এবং হাস্য হইতেছে তাহার অঙ্গ।

গ। অঙ্গী মুখ্য সখ্যরসে মুখ্য মধুরের এবং গৌণ হাস্যের অঙ্গতা

"মিহিরদুহিতুরুদ্যদ্‌বঞ্জুলং মঞ্জুতীরং প্রবিশতি সুবলোঽয়ং রাধিকাবেশগূঢ়ঃ।
সরভসমভিপশ্যন্ কৃষ্ণমভ্যুত্থিতং যঃ স্মিতবিকশিতগণ্ডং স্বীয়মাস্যং বৃণোতি॥
—ভ, র, সি, ৪।৮।২৬॥

—শ্রীরাধিকার বেশের দ্বারা স্বীয় বেশ গোপন করিয়া সুবল মনোহর অশোকবৃক্ষ-শোভিত কালিন্দী-কূলে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হর্ষভরে গাত্রোত্থান করিলে সুবল হাস্যবিকশিত-গণ্ডবিশিষ্ট স্বীয় বদন আবৃত করিলেন।"

এ-স্থলে মুখ্য সখ্য হইতেছে অঙ্গী এবং মুখ্য মধুর ও গৌণ হাস্য হইতেছে তাহার অঙ্গ।

১৮২। অঙ্গী মুখ্য বৎসলরসের অঙ্গরস

মুখ্য বৎসলরসের মিত্র হইতেছে হাস্য, করুণ ও ভীষ্মভিৎ (অসুর-বিষয়ক ভয়ানক-ভেদ)। ইহাদের অঙ্গতা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অঙ্গী মুখ্য বৎসলে গৌণ করুণের অঙ্গতা

"নিরাতপত্রঃ কান্তারে সন্ততং মুক্তপাদুকঃ।
বৎসানবতি বৎসো মে হন্ত সন্তপ্যতে মনঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৭॥

—(যশোদা-মাতা বলিতেছেন) হায়! ছত্রহীন ও পাদুকাশূন্য বাছা আমার বনমধ্যে সর্ব্বদা বৎস-চারণ করিতেছে ; সেজন্য আমার মন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে।"

সঙ্গে ছত্র নাই, তাই রৌদ্রের উত্তাপ হইতে কৃষ্ণের কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া যশোদামাতার শোক। আবার, কৃষ্ণের চরণে পাদুকাও নাই ; তাই বনভ্রমণ-সময়ে কণ্টকাদিদ্বারা কৃষ্ণের পদতল বিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাতেও মাতার শোক। এজন্য করুণের উদয়। এ-স্থলে বাৎসল্যের সহিত করুণের মিশ্রণ। বাৎসল্যেরই প্রাধান্য। বাৎসল্য হইতেছে অঙ্গী, গৌণ করুণ তাহার অঙ্গ। করুণ বাৎসল্যকে উচ্ছ্বসিত করিয়াছে।

খ। অঙ্গী মুখ্যবৎসলে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা

"পুত্রস্তে নবনীতপিণ্ডমতনুং মুষ্ণন্নমান্তর্গৃহাদ্-
বিন্যস্যাপসসার তস্য কণিকাং নিদ্রাণডিম্ভাননে।
ইত্যুক্তা কুলবৃদ্ধয়া সুতমুখে দৃষ্টিং বিভুগ্নভ্রূণি
স্মেরাং নিক্ষিপতী সদা ভবতু বঃ ক্ষেমায় গোষ্ঠেশ্বরী॥ ভ, র, সি॥৪।৮।২৭॥

—কোনও কুলবৃদ্ধা যশোদামাতাকে বলিলেন—যশোদে! তোমার পুত্র আমার গৃহাভ্যন্তর হইতে স্থূল নবনীতপিণ্ড অপহরণ করিয়া, আমার গৃহে নিদ্রিত বালকের মুখে তাহার এক কণিকা স্থাপন করিয়া, পলায়ন করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া, যিনি স্বীয় পুত্রের কুটিল ভ্রূবিশিষ্ট মুখের প্রতি সহাস্য-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন।"

কুলবৃদ্ধার বাক্যে তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অসূয়ার উদয়ে ভ্রূকুটি। কুলবৃদ্ধার কথা শুনিয়া যশোদামাতার যে হাস্যের উদয় হইয়াছে, তাহা তাঁহার বাৎসল্যের পুষ্টিবিধান করিয়াছে। এ-স্থলে বাৎসল্য হইতেছে অঙ্গী, গৌণ হাস্য তাহার অঙ্গ।

গ। **অঙ্গী মুখ্য বৎসলে গৌণ ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য এবং করুণের অঙ্গতা**

"কম্প্রা স্বেদিনি চূর্ণকুন্তলতটে স্ফারেক্ষণা তুঙ্গিতে
সব্যে দোষ্ণি বিকাশিগণ্ডফলকা লীলাস্যভঙ্গীশাতে।
বিভ্রাণস্য হরেগিরীন্দ্রমুদয়দ্বাষ্পাচিরোর্দ্ধস্থিতৌ
পাতু প্রস্নবসিচ্যমাণসিচয়া বিশ্বং ব্রজাধিশ্বরী॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্বত ধারণ করিলে তাঁহার চূর্ণকুন্তল-তটে ঘর্ম্মবারি দর্শন করিয়া (কৃষ্ণহস্ত হইতে গোবর্দ্ধনের পতন আশঙ্কা করিয়া ভয়ে) যশোদামাতা কম্পিতা হইলেন; পরে যখন দেখিলেন, গোবর্দ্ধন-ধারণার্থ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাম বাহু উর্দ্ধে উত্থিত করিয়াছেন, তখন (সপ্তবর্ষীয় বালকের সাহস দর্শন করিয়া বিস্ময়ে) যশোদামাতার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইল। তারপর যখন দেখিলেন, সহচর বালকদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসাদি শত শত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে নানাবিধ ভঙ্গী প্রকাশ পাইতেছে, তখন যশোদারও হাস্যের উদয় হইল, তাহার ফলে তাঁহারও গণ্ডফলক প্রফুল্লতা ধারণ করিল। পরে যখন দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু বহুকাল (সপ্তাহকাল) পর্য্যন্ত উর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে, তখন (করুণের উদয়ে) যশোদামাতার বসন গলিত বাষ্পবারিধারাদ্বারা আর্দ্র হইয়া গেল। এতাদৃশী ব্রজাধিশ্বরী যশোদা বিশ্বকে রক্ষা করুন।"

এ-স্থলে গোবর্দ্ধনের পতনাশঙ্কায় বাৎসল্যবতী যশোদার কম্প—ভয় (ভয়ানক) রস সূচিত করিতেছে। সপ্তবর্ষীয় বালকের গোবর্দ্ধন-ধারণে বিস্ময় (অদ্ভুত), সহচর বালকদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসজনিত শ্রীকৃষ্ণের মুখভঙ্গী দর্শনে হাস্য এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উর্দ্ধস্থিত বাম হস্তে পর্বতের অবস্থিতি দর্শনে যশোদার বাষ্পবারি করুণ-রসের সূচনা করিতেছে। এইরূপে দেখা গেল, যশোদার বৎসলরসের সঙ্গে এ-স্থলে গৌণ ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য ও করুণ রসের মিশ্রণ হইয়াছে। বাৎসল্যেরই প্রাধান্য, অন্যান্য রসের দ্বারা বাৎসল্যই পুষ্টি লাভ করিয়াছে। বাৎসল্য হইল অঙ্গী এবং গৌণ ভয়ানকাদি তাহার অঙ্গ।

শুদ্ধ বাৎসল্যে কোনও মুখ্যরসের অঙ্গতা নাই

"কেবলে বৎসলে নাস্তি মুখ্যস্য খলু সৌহৃদম্।

অতোঽত্র বৎসলে তস্য নতরাং লিখিতাঙ্গতা ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৯॥

—শুদ্ধ বৎসলরসে মুখ্য রসের সৌহৃদ্য নাই ; এজন্য বৎসল-রসে মুখ্য রসের অঙ্গতা লিখিত হইল না।"

[কেবলে শুদ্ধে বৎসলে—টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী]

১৮৩। অঙ্গী মুখ্য মধুর রসের অঙ্গরস

মধুর রসের মিত্র হইতেছে হাস্য ও প্রেয় (সখ্য) ; ইহাদের অঙ্গতা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অঙ্গী মুখ্য মধুর রসে মুখ্য সখ্যের অঙ্গতা

"মদ্বেশশীলিততনোঃ সুবলস্য পশ্য বিন্যস্য মঞ্জুভুজমূর্দ্ধ্নি ভুজং মুকুন্দঃ।

রোমাঞ্চ-কঞ্চুকজুষঃ স্ফুটমস্য কর্ণে সন্দেশমর্পয়তি তন্বি মদর্থমেব ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩০॥

—(শ্রীরাধা তাঁহার সখীকে বলিতেছেন) তন্বি! দেখ, আমার বেশধারী পুলকাকুল-কলেবর সুবলের স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভুজ অর্পণ পূর্ব্বক স্পষ্টরূপে তাঁহার কর্ণে আমার নিমিত্তই কোনও সন্দেশ (সংবাদ) অর্পণ করিতেছেন।"

নর্ম্মবশতঃই সুবল শ্রীরাধার বেশ ধারণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্মসখা। সুবলের সখ্য এ-স্থলে শ্রীরাধার মধুররসের পুষ্টি সাধন করিয়াছে। এ-স্থলে মধুর-রস হইতেছে অঙ্গী, সখ্য তাহার অঙ্গ।

ঘ। অঙ্গী মুখ্য মধুর রসে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা

"স্বসাস্মি তব নির্দ্দয়ে পরিচিনোষি ন ত্বং কুতঃ

কুরু প্রণয়নির্ভরং মম কৃশাঙ্গি কণ্ঠগ্রহম্।

ইতি ব্রুবতি পেশলং যুবতিবেষগূঢ়ে হরৌ

কৃতং স্মিতমভিজ্ঞয়া গুরুপুরস্তয়া রাধয়া ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩১॥

—'হে নির্দ্দয়ে! আমি তোমার ভগিনী, কেন তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ; হে কৃশাঙ্গি! প্রণয়-নির্ভরে আমার কণ্ঠ ধারণ কর।'—যুবতী রমণীর বেশে আত্মগোপন করিয়া শ্রীহরি উল্লিখিতরূপ মনোজ্ঞ বাক্য প্রয়োগ করিলে (শ্রীকৃষ্ণই যে ঐ বেশে আসিয়াছেন, তাহা) জানিতে পারিয়াও শ্রীরাধা গুরুজনের সমক্ষে ঈষৎ হাস্য করিলেন।"

এ স্থলে গৌণ হাস্য হইতেছে মুখ্য মধুরের অঙ্গ।

গ। অঙ্গী মুখ্য মধুররসে মুখ্য সখ্য ও গৌণ বীররসের অঙ্গতা

"মুকুন্দোঽয়ং চন্দ্রাবলিবদনচন্দ্রে চটুলভে স্মরস্মেরামারাদ্দৃশমসকলামর্পয়তি চ।

ভুজমংসে সখ্যুঃ পুলকিনি দধানঃ ফণিনিভামিভারিক্ষ্বেড়াভির্বদন্নুজমুদ্‌যোজয়তি চ ॥

—ভ, র, সি, ৪।৮।৩২॥

—(চন্দ্রাবলীর সখী মনে মনে ভাবিতেছেন) কি আশ্চর্য্য ! দূর হইতে চন্দ্রাবলীর চঞ্চল-তারকাবিশিষ্ট বদনচন্দ্রে কন্দর্পভাব-প্রকাশক-হাস্যপূর্ণ অসম্পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বীয় সখার পুলকান্বিত স্কন্ধদেশে স্বীয় ভুজঙ্গসদৃশ-ভুজলতা স্থাপনপূর্ব্বক এই মুকুন্দ সিংহনাদদ্বারা বৃষাসুরকে যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত করিতেছেন।”

এ-স্থলে চন্দ্রাবলীর সখী শ্রীকৃষ্ণ এবং চন্দ্রাবলীর মধুরভাবকে অবলম্বন করিয়াই উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন ; সুতরাং মধুর-রসই অঙ্গী। সখার পুলকান্বিত স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-সংস্থাপনে সখ্য এবং সিংহনাদদ্বারা বৃষাসুরকে যুদ্ধে আহ্বানের দ্বারা বীররস প্রদর্শিত হইয়াছে। সখ্য ও বীর হইতেছে এ-স্থলে মধুররসের অঙ্গ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উক্তি অনুসারে বীররস মধুর-রসের মিত্র নহে ; সুতরাং বীররস মধুর-রসের অঙ্গ হইতে পারে না ; কিন্তু এ-স্থলে গৌণ বীররসকে মধুর-রসের অঙ্গরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার হেতু কি ? উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী বলিয়াছেন—“অত্র বীরস্য মিত্রত্বং পরমতমপি স্বীকৃতম্॥—পরমতও স্বীকার করিয়া এ-স্থলে বীররসের মিত্রত্ব—সুতরাং অঙ্গত্ব—প্রদর্শিত হইয়াছে।” মধুর-রসের পক্ষে বীর-রসের মিত্রত্ব শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত নহে ; পরমতের অনুসরণেই তিনি এই উদাহরণ দিয়াছেন।

১৭৯ হইতে ১৮৩ অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত শান্তাদি মুখ্যরস-সমূহের অঙ্গিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে হাস্যাদি গৌণরসসমূহের অঙ্গিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

গৌণরস-সমূহের অঙ্গিত্ব

১৮৪। গৌণ হাস্যরসের অঙ্গরসসমূহ

গৌণ হাস্যরসের মিত্র হইতেছে মধুর, বৎসল ও বীভৎস। ইহাদের অঙ্গতা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অঙ্গী গৌণ হাস্যরসে মুখ্য মধুর-রসের অঙ্গতা

“মদনান্ধতয়া ত্রিবক্রয়া প্রসভং পীতপটাঞ্চলে ধৃতে।
অদধাদ্‌বিনতং জনাগ্রতো হরিরুৎফুল্লকপোলমাননম্॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩২॥

—কামান্ধা কুব্জা জনসমূহের সম্মুখে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের অঞ্চল ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল-গণ্ডবিশিষ্ট স্বীয় বদন অবনত করিলেন।”

বহুলোকের অগ্রভাগে তিনস্থানে বক্রা কুব্জা কামান্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়াছেন—ইহা সকলেরই হাস্যোৎপাদক, হাস্যরস ; এই হাস্যরসই এ-স্থলে অঙ্গী। কুব্জার কামান্ধতা এবং শ্রীকৃষ্ণের উৎফুল্লবদনের অবলম্বনে মধুররস সূচিত হইতেছে ; এই মধুর হইতেছে হাস্যের অঙ্গ।

খ। অঙ্গী গৌণ হাস্য রসে মুখ্য বৎসলের অঙ্গতা

“লগ্নস্তে নিতরাং দৃশোরপি যুগে কিং ধাতুরাগো ঘনঃ
প্রাতঃ পুত্র বলস্য বা কিমসিতং বাসস্ত্বয়াঙ্গে ধৃতম্।

ইত্যাকর্ণ্য পুরো ব্রজেশগৃহিণীবাচং স্ফুরন্নাসিকা
দূতী সঙ্কুচদীক্ষণাবহসিতং জাতা ন রোদ্ধুং ক্ষমা॥ ভ, র, সি, ৪।১।৯॥

—(রাত্রিকালে শ্রীরাধার সহিত বিহারকালে শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ে শ্রীরাধার তাম্বূলরাগ লিপ্ত হইয়াছে ; গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে ভ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নীল বসনটীকেও স্বীয় উত্তরীয় মনে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। প্রাতঃকালে তিনি যখন স্বগৃহে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া বাৎসল্যময়ী যশোদামাতা তাঁহাকে বলিলেন) 'হে পুত্র ! তোমার নয়নযুগলে কি ঘন-ধাতুরাগ সংলগ্ন হইয়াছে ? (তাম্বূলরাগকেই যশোদামাতা ধাতুরাগ মনে করিয়াছেন)। তুমি কি বলরামের নীলাম্বর পরিধান করিয়াছ ?' ব্রজেশ্বরগৃহিণীর এই কথা শুনিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা দূতীর নাসিকা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, নেত্র সঙ্কুচিত হইল, তিনি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।"

এ-স্থলে অঙ্গী হাস্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছে যশোদামাতার বাৎসল্যময়ী কথা। হাস্য হইতেছে অঙ্গী, বাৎসল্য তাহার অঙ্গ।

গ। অঙ্গী গৌণ হাস্যরসে বীভৎসের অঙ্গতা

"শিম্বীলম্বিকুচাসি দর্দ্দুরবধূবিস্পর্দ্ধি-নাসাকৃতি-
স্ত্বং জীর্য্যদ্দুলিদৃষ্টিরোষ্ঠতুলিতাঙ্গরা মৃদঙ্গোদরী।
কা ত্বত্তঃ কুটিলে পরাস্তি জটিলাপুত্রি ক্ষিতৌ সুন্দরী
পুণ্যেন ব্রজসুভ্রুবাং তব ধৃতিং হর্ত্তুং ন বংশী ক্ষমা॥ ভ, র, সি, ৪।১।১১॥

—হে কুটিলে! তোমার কুচদ্বয় শিম্বীর ন্যায় লম্বমান ; তোমার নাসিকার শোভা ভেকবধূকেও তিরস্কার করিতেছে ; তোমার দৃষ্টি জীর্ণকচ্ছপীর ন্যায় মনোহর ; তোমার ওষ্ঠ অঙ্গারের সহিত তুলনা ধারণ করিয়াছে ; উদরও মৃদঙ্গের ন্যায় শোভমান। অতএব হে জটিলাপুত্রি ? ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে তোমার ন্যায় সুন্দরী জগতে আর কে আছে ? তোমার পুণ্যবলে বংশীও তোমার ধৈর্য্য হরণ করিতে অসমর্থ।"

এ-স্থলে সমস্ত উক্তিই হাস্যোদ্দীপক ; হাস্যই অঙ্গী। কুটীলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা শুনিলে বীভৎসেরই উদয় হয়। বীভৎস হইতেছে অঙ্গ।

১৮৩। অঙ্গী গৌণ বীররসে মুখ্য সখ্যরসের অঙ্গতা

"সেনান্যং বিজিতমবেক্ষ্য ভদ্রসেনং মাং যোদ্ধুং মিলসি পুরঃ কথং বিশাল।
রামাণাং শতমপি নোদ্ভটোরুধামা শ্রীদামা গণয়তি রে ত্বমত্র কোঽসি॥

—ভ, র, সি, ৪।৮।৩২॥

—অরে বিশাল ! আমার সেনাপতি ভদ্রসেনকে পরাজিত দেখিয়া যুদ্ধবাসনায় আমার সম্মুখে আসিয়া

মিলিত হইতেছিস্ কেন? উদ্ভটতেজা এই শ্রীদাম শত শত রামকেও (বলরামকেও) গণনার মধ্যে আনয়ন করে না, তুই কোথাকার কে ?"

এ-স্থলে বীররসই অঙ্গী। আর, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীদামের সখ্য হইতেছে তাহার অঙ্গ। শ্রীদাম হইতেছেন বলরামের প্রতিযোদ্ধা, কৃষ্ণপক্ষীয়।

১৮৬। অঙ্গী গৌণ রৌদ্ররসে মুখ্য সখ্য ও গৌণ বীরের অঙ্গতা

"যদুনন্দন নিন্দনোদ্ধতং শিশুপালং সমরে জিঘাংসুভিঃ।
অতিলোহিতলোচনোৎপলৈর্জগৃহে পাণ্ডুসুতৈর্বরায়ুধম্॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৩॥

- হে যদুনন্দন! তোমার নিন্দায় উদ্ধত শিশুপালকে যুদ্ধে হনন করিবার জন্য ক্রোধভরে অতিলোহিত-লোচন পাণ্ডুপুত্রগণ উত্তমোত্তম অস্ত্রসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন।"

"অতিলোহিত-লোচন"-শব্দে ক্রোধ বা রৌদ্ররস এবং অস্ত্রধারণে বীররস সূচিত হইয়াছে। যদুনন্দনের প্রতি সখ্যবশতঃই কৃষ্ণনিন্দাশ্রবণে অধীর হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এ-স্থলে গৌণ রৌদ্র হইতেছে অঙ্গী এবং মুখ্য সখ্য ও গৌণ বীর হইতেছে তাহার অঙ্গ।

১৮৭। অঙ্গী গৌণ অদ্ভুতরসে মুখ্য সখ্যের এবং গৌণ বীর ও হাস্যের অঙ্গতা

"মিত্রানীকবৃতং গদায়ুধি গুরুম্মন্যং প্রলম্বদ্বিষং
যষ্ট্যা দুর্ব্বলয়া বিজিত্য পুরতঃ সোল্লুণ্ঠমুদ্গায়তঃ।
শ্রীদাম্নঃ কিল বীক্ষ্য কেলি-সমরাটোপোৎসবে পাটবং
কৃষ্ণঃ ফুল্লকপোলকঃ পুলকবান্ বিস্ফারদৃষ্টির্বভৌ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৪॥

—শ্রীদাম মিত্রমণ্ডলীপরিবৃত এবং গদাযুদ্ধে গুরুম্মন্য প্রলম্বারি বলদেবকে দুর্ব্বল যষ্টিদ্বারা পরাজিত করিয়া অগ্রভাগে সোল্লুণ্ঠ-উচ্চস্বরে গান করিতে থাকিলে, যুদ্ধলীলায় শ্রীদামের পটুতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফুল্লগণ্ড, পুলকান্বিত এবং বিস্ফারিতনেত্র হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।"

উল্লিখিত শ্লোকটী হইতেছে অন্য কোনও সখার উক্তি; রসনিষ্পত্তিও বক্তা সখার মধ্যেই, শ্রীকৃষ্ণে নহে; কেননা, প্রকরণ হইতেছে ভক্তিরস-বিষয়ক। ভক্তের (এ-স্থলে সখার) মধ্যেই কৃষ্ণবিষয়িণী রতি বা ভক্তি থাকে, সেই রতিই রসে পরিণত হয়।

দুর্ব্বল যষ্টিদ্বারা মিত্রমণ্ডলীপরিবৃত এবং গদাযুদ্ধবিশারদ মহাবলশালী বলরামের পরাজয় হইতেছে বিস্ময়োৎপাদক, অদ্ভুতরসের পরিচায়ক; ইহা শ্রীকৃষ্ণকেও বিস্মিত করিয়াছে; তাই শ্রীকৃষ্ণের নেত্র বিস্ফারিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত রসই এ-স্থলে অঙ্গী। বক্তা সখার সখ্য-রস, শ্রীদামের সোল্লুণ্ঠ উচ্চ গানে তাঁহার হাস্য এবং কৃষ্ণপক্ষীয় শ্রীদামের বিজয়ে বীর-রস—যাহা বক্তা সখার মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে। এ-স্থলে সখ্য, বীর ও হাস্য হইতেছে অদ্ভুতের অঙ্গ।

ইহার পরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"এবমন্যস্য গৌণস্য জ্ঞেয়া কবিভিরঙ্গিতা।
তথাত্র মুখ্যগৌণানাং রসানামঙ্গতাপি চ ॥৪।৮।৩৪॥

—এইরূপে অন্য গৌণরসের অঙ্গিতা এবং মুখ্য ও গৌণরসের অঙ্গতা জানিতে হইবে।"

১৮৮। বৈরিকৃত্য। বিরসতা

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—কোনও কোনও মুখ্য বা গৌণ রস যদি অপর কোনও মুখ্য বা গৌণ রসের সুহৃদ্ বা মিত্র হয়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত মিলনে শেষোক্ত মুখ্য বা গৌণরসের আস্বাদ বিশেষরূপে পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। এই আস্বাদের পুষ্টিই হইতেছে সে সমস্ত মিত্ররসের সুহৃৎকৃত্য বা মিত্রকৃত্য।

কিন্তু কোনও রস যদি তাহার বৈরী বা শত্রু রসের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই মিলনের ফল কি হইবে, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন ঃ—

"জনয়ত্যেব বৈরস্যং রসানাং বৈরিণা যুতিঃ।
সুমৃষ্টপানকাদীনাং ক্ষারতিক্তাদিনা যথা ॥৪।৮।৩৭॥

—সুমিষ্ট পানকাদির সহিত ক্ষার-তিক্তাদির মিলন যেমন বিস্বাদ জন্মায়, তদ্রূপ, বৈরী বা শত্রু রসের সহিত মিলিত হইলে রসসমূহও বিরসতা প্রাপ্ত হয়।"

এ-সম্বন্ধে কয়েকটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

ক। শান্তরসে মধুর রসের বৈরিতা

"ব্রহ্মিষ্ঠায়া নিষ্ফলং মে ব্যতীতঃ কালো ভূয়ান্ হা সমাধিব্রতেন।
সান্দ্রানন্দং তন্ময়া ব্রহ্মমূর্ত্তং কোণেনাক্ষ্ণঃ সাচিসব্যস্য নৈক্ষি ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৯॥

—(কোনও রমণী বলিতেছেন) হায়! সমাধিব্রতদ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠায় আমার বহু কাল নিষ্ফলে গত হইল; আমি সেই সান্দ্রানন্দ মূর্ত্ত ব্রহ্মকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বামনয়নের কোণেও দর্শন করিতে পারিলাম না।"

এ-স্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠা সাধিকার সমাধিদ্বারা শান্ত-রস সূচিত হইয়াছে। বামনেত্রকোণে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ইচ্ছায় মধুর-রস সূচিত হইতেছে। শান্তরসের বৈরী হইতেছে মধুর-রস। শান্তের সহিত মধুরের মিলনে এ-স্থলে বিরসতার উৎপত্তি হইয়াছে। শান্তের শান্তত্ব—পরব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান—ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্থলে মমত্ববুদ্ধিমূলক কান্তত্বের জ্ঞান আসিয়া পড়িয়াছে।

খ। দাস্যরসে মধুর-রসের বৈরিতা

"ক্ষণমপি পিতৃকোটিবৎসলং তং সুরমুনিবন্দিতপাদমিন্দিরেশম্।
অভিলষতি বরাঙ্গনানখাঙ্কৈঃ স্ফুরিততনুং প্রভুমীক্ষিতুং মনো মে ॥ ভ,র,সি, ৪।৮।৩৯॥

—যিনি কোটি কোটি পিতা অপেক্ষাও বৎসল, দেবমুনিগণ যাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছেন, যিনি

লক্ষ্মীপতি, এবং যাঁহার তনু বরাঙ্গনাগণের নখচিহ্নে সুশোভিত, ক্ষণকাল সেই প্রভুকে দর্শন করার জন্য আমার মন অভিলাষ করিতেছে।”

এ স্থলে “বরাঙ্গনানখাঙ্কৈঃ”-ইত্যাদি বাক্যে মধুর রস এবং অন্যান্য বাক্যে দাস্যরস সূচিত হইয়াছে। দাস্যেরই প্রাধান্য ; দাস্যের বৈরী মধুর রসেব দ্বারা দাস্য বিরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গ। সখ্যরসে বাৎসল্যরসের বৈরিতা

“দোর্ভ্যামর্গলদীর্ঘাভ্যাং সখে পরিরভস্ব মাম্।
শিরঃ কৃষ্ণ তবাঘ্রায় বিহরিষ্যে ততস্ত্বয়া ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৯॥

—সখে ! অর্গলসদৃশ দীর্ঘ ভুজযুগলের দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর (এ স্থলে সখ্যরস)। হে কৃষ্ণ ! তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া (এ স্থলে বৎসল রস) পরে তোমার সঙ্গে বিহার করিব।”

এ স্থলে বৈরী বৎসলের দ্বারা সখ্যরস বিরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঘ। বৎসলরসে দাস্যরসের বৈরিতা

“যং সমস্তনিগমাঃ পরমেশং সাত্বতাস্তু ভগবন্তমুশন্তি।
তং সুতেতি বত সাহসীকী ত্বাং ব্যাজিহীর্ষতু কথং মম জিহ্বা ॥
—ভ, র, সি ৪।৯।৪০॥

—সমস্ত নিগমার্থের সমন্বয়কর্তা বৈদান্তিকগণ যাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন, পঞ্চরাত্রের অনুসরণ-কারী সাত্বতগণ যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মান্য করেন (এই দুই বাক্যে দাস্যরস সূচিত হইয়াছে), সেই তোমাকে ‘সুত’ বলিয়া (বৎসলরস) সম্বোধন করিতে আমার জিহ্বা কিরূপে সাহসিনী হইবে ?”

এ স্থলে বৈরী দাস্যরস বৎসলরসের বিরসতা জন্মাইয়াছে।

ঙ। মধুর রসে বৎসলের বৈরিতা

“চিরং জীবেতি সংযুজ্য কাচিদাশীর্ভিরচ্যুতম্।
কৈলাসস্থা বিলাসেন কামুকী পরিষস্বজে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৪১॥

—কৈলাসস্থা কোনও কামুকী স্ত্রীলোক ‘হে কৃষ্ণ ! তুমি চিরজীবী হও’—এইরূপ আশীর্বাদ-বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিলাসভরে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন।”

এ স্থলে আলিঙ্গনদ্বারা মধুর রস সূচিত হইতেছে ; কিন্তু তাহা বিরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ-সূচিত বৎসলের দ্বারা।

চ। মধুরের গন্ধমাত্রও বৎসলের বিরসতা-জনক

“শুচেঃ সম্বন্ধগন্ধোঽপি কথঞ্চিদ্ যদি বৎসলে।
ক্বচিদ্ভবেত্ততঃ সুষ্ঠু বৈরস্যায়ৈব কল্পতে ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৪১॥

—শুদ্ধ বৎসলরসে যদি কখনও মধুর-রসের সম্বন্ধের গন্ধও থাকে, তাহা হইলে সেই বৎসলরস সুষ্ঠুরূপে বিরসতা প্রাপ্ত হয়।" [শুচি=মধুর রস]

ছ। মধুরে বীভৎসের বৈরিতা

"পিশিতাসৃঙ্‌ময়ী নাহং সত্যমস্মি তবোচিতা।
স্বাপাঙ্গবিদ্ধাং শ্যামাঙ্গ কৃপয়াঙ্গীকুরুষ্ব মাম্‌॥ ভ. র, সি ৪।৮।৪১॥

—হে শ্যামাঙ্গ! রক্তমাংসময়ী এই আমি যদিও তোমার যোগ্যা নহি, তথাপি তোমার অপাঙ্গবিদ্ধা আমাকে কৃপা করিয়া অঙ্গীকার কর।"

এ স্থলে "স্বাপাঙ্গবিদ্ধাং মাম্‌" ইত্যাদি বাক্যে মধুর রস সূচিত হইয়াছে; কিন্তু "পিসিতা-সৃঙ্‌ময়ী—রক্তমাংসময়ী" ইত্যাদি বাক্যে সূচিত বীভৎস রস সেই মধুর রসকে বিরস করিয়াছে।

১৮৯। রসবিরোধিতার রসাভাস-কক্ষায় পর্য্যবসান

বৈরী রসের দ্বারা বিভিন্ন রসের বিরসতার কয়েকটী উদাহরণ দিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন :—

"এবমন্যাপি বিজ্ঞেয়া প্রাজ্ঞৈ রসবিরোধিতা।
প্রায়েণায়ং রসাভাস-কক্ষায়াং পর্য্যবস্যতি॥৪।৮।৪২॥

—প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ এইরূপে (১৮৮-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত উদাহরণ-সমূহে প্রদর্শিত রূপে) অন্যান্য রকম রসবিরোধিতাও (বিরসতা) অবগত হইবেন। এই রসবিরোধিতা (বিরসতা) প্রায়শঃ রসাভাস-কক্ষায় পর্য্যবসিত হয়।"

শ্লোকস্থ "প্রায়েণ"-শব্দপ্রসঙ্গে টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রায়েণেতি কেচিদ্রসাভাসাদপ্যধমকক্ষায়াং পর্য্যবস্যন্তীত্যর্থঃ॥-শ্লোকস্থ 'প্রায়'-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, কোনও কোনও বৈরস্য রসাভাস হইতেও অধম কক্ষায় পর্য্যবসিত হয়।" রসাভাস সম্বন্ধে আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১৯০। বৈরি-রসাদির যোগেও বিরসতার ব্যতিক্রম

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোনও রস তাহার বৈরী রসের সহিত মিলিত হইলে তাহা বিরসতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু স্থলবিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও হয়; অর্থাৎ বৈরিরসাদির মিলনে কোনও কোনও স্থলে রস বিরসতা প্রাপ্ত হয় না।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন :—

"দ্বয়োরেকতরস্যেহ বাধ্যত্বেনোপবর্ণনে।
স্মর্য্যমাণতয়াপ্যুক্তৌ সাম্যেন বচনেঽপি চ।

রসান্তরেণ ব্যবধৌ তটস্থেন প্রিয়েণ বা।
বিষয়াশ্রয়ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতা সহ।
ইত্যাদিষু ন বৈরস্যং বৈরিণো জনয়েদ্ যুতিঃ ॥৪।৮।৪৩॥

—দুইটী রসের মধ্যে একের বাধ্যত্বরূপে (বাধাযোগ্যত্বরূপে) উপবর্ণনে (অর্থাৎ যুক্তিসম্বলিত নিরূপণে), স্মরণের যোগ্যতারূপ উক্তিতে, সাম্যবচনে, রসান্তর তটস্থ দ্বারা বা সুহৃদের দ্বারা ব্যবধানে, গৌণ বৈরীর সহিত বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে-ইত্যাদি স্থলে সংযোগ বিরসতা জন্মায় না।"

কয়েকটী উদাহরণের দ্বারা উল্লিখিত বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

ক। **একতরের বাধ্যত্বরূপে বর্ণন**

"প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনো ধিৎসতি
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফূর্ত্তিলবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং কিল তস্য পশ্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি॥
—ভ, র, সি, ৮।৪।৪৪॥ বিদগ্ধমাধব-বাক্য॥

—(শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষ খ্যাপনের নিমিত্ত পৌর্ণমাসীদেবী নান্দীমুখীকে বলিয়াছেন) দেখ কি আশ্চর্য্য! মুনিগণ মনকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ক্ষণকালের জন্য যে শ্রীকৃষ্ণে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, এই বালা রাধিকা কিনা স্বীয় মনকে সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়ে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! হা কষ্ট! যোগিগণ হৃদয়মধ্যে যাঁহার স্ফূর্ত্তিলেশমাত্র লাভের জন্য সমুৎকণ্ঠিত, এই মুগ্ধা রাধিকা কি না তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করার জন্য অভিলাষ করিতেছেন!"

এ-স্থলে মধুর-রসের উৎকর্ষ-খ্যাপনের জন্য (মুনিগণের ও যোগীদের) বাধ্যত্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মধুর রসের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে বলিয়া বৈরী শান্তরসের (মুনিগণের ও যোগীদের শান্তরসের) সহিত মিলনেও মধুরের বিরসতা জন্মে নাই।

খ। **স্মর্য্যমাণত্বরূপে বর্ণন**

"স এষ বৈহাসিকতাবিনোদৈর্ব্রজস্য হাসোদ্গমসন্বিধাতা।
ফণীশ্বরেণাদ্য বিকৃষ্যমাণঃ করোতি হা নঃ পরিদেবনানি॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৪৬॥

—(কালিয়নাগকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কোনও গোপ দুঃখের সহিত বলিয়াছেন) যিনি পরিহাসকের কৌতুকদ্বারা ব্রজস্থ সকলের হাস্যোৎপাদন করিতেন, হায়! সেই শ্রীকৃষ্ণ অদ্য ফণীশ্বর-কালিয়কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া আমাদের বিলাপ বিস্তার করিতেছেন।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যদিও অসুরকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পরাভব সম্ভব নহে, সুতরাং পরাভবজনিত বিলাপও সম্ভব নহে, তথাপি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য গোপের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ-বন্ধন-জনিত স্নেহবশতঃ বিলাপের অনুমান —ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে পরিহাস-কৌতুকের দ্বারা

ব্রজবাসীদের হাস্যোৎপাদন করিতেন ; এক্ষণে তাঁহাকে কালিয়কর্ত্তৃক বেষ্টিত দেখিয়া পূর্ব্বকথার স্মরণে করুণ-রসের উদয় হইয়াছে। করুণ-রসের সহিত হাস্যরসের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও করুণ এ-স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী হাস্যরসের স্মরণ করাইয়া দিতেছে বলিয়া বিরসতা হয় নাই।

গ। **সাম্যবচনে বর্ণন**

"বিশ্রান্তষোড়শকলা নির্ব্বিকল্পা নিরাবৃতিঃ।
সুখাত্মা ভবতী রাধে ! ব্রহ্মবিদ্যেব রাজতে ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৪৭॥

—(সুরতান্তে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য) হে রাধে ! তোমার যোড়শকলাত্মক শৃঙ্গার (সজ্জা) বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (ব্রহ্মবিদ্যাপক্ষে, ষোড়শ-কলাত্মক লিঙ্গশরীর বিশ্রাম প্রাপ্ত, অর্থাৎ নিরুদ্যম, হইয়াছে)। তুমি নির্ব্বিকল্পা হইয়াছ (অর্থাৎ, ইনি শ্রীরাধা, না কি অন্য কেহ—এইরূপ বিকল্পরহিতা হইয়াছ ; কেননা, প্রত্যক্ষরূপেই তুমি শ্রীরাধা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছ)। (ব্রহ্মবিদ্যাপক্ষে, ভেদরহিতা হইয়াছ। প্রত্যক্ষরূপে নির্ণয়ের হেতু এই)। তুমি নিরাবৃতা—লতাদি বা বস্ত্রাদির দ্বারা ব্যবধানরহিতা ; অর্থাৎ লতাদি বা বস্ত্রাদিদ্বারা তুমি আবৃতা নহ বলিয়া তোমার সমস্ত অঙ্গই পরিষ্কাররূপে দৃশ্যমান হইতেছে, নির্ভুল ভাবেই নির্ণয় করা যায় যে, তুমি শ্রীরাধাই। (ব্রহ্মবিদ্যাপক্ষে, ব্রহ্মানুভব-প্রাপ্তা)। এইরূপে তুমি ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায়ই বিরাজিত।"

ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন-পরায়ণ সাধক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভব প্রাপ্ত হইলে যেমন তাঁহার ষোড়শকলাত্মক দেহ চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়ে, তাঁহার সমস্ত ভেদজ্ঞান যেমন তিরোহিত হয়, তাঁহার যেমন মায়িকগুণের কোনও আবরণ থাকেনা, তিনি যেমন ব্রহ্মানন্দের অনুভবে নিজেকে আনন্দ-নিমগ্ন মনে করেন, তদ্রূপ, শ্রীরাধার ষোড়শকলাত্মক শৃঙ্গার (সাজসজ্জাও) বিশ্রামপ্রাপ্ত হইয়াছে (সাজসজ্জা নিস্পন্দ হইয়াছে), বস্ত্রাদির আবরণ নাই বলিয়া, তিনি যে শ্রীরাধা, তাহাও পরিষ্কাররূপে নির্ণয় করা যায় এবং তিনি যে পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্না, তাহাও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়।

এ-স্থলে ব্রহ্মানুভবীর শান্তরসের সঙ্গে শ্রীরাধার মধুরসের প্রভাবের সাম্য বিদ্যমান। শান্ত-রস মধুর-রসের বৈরী হইলেও এ-স্থলে মধুর-রসের বিরসতা জন্মায় নাই, বরং শান্তরস স্বীয় প্রভাবের সাম্যদ্বারা মধুর-রসের প্রভাবকে পরিস্ফুট করিয়াছে।

ঘ। **রসান্তরের দ্বারা ব্যবধানে বিরসতা জন্মেনা**

"ত্বং কাঽসি শান্তা কিমিহান্তরীক্ষে দ্রষ্টুং পরং ব্রহ্ম কুতস্ততাক্ষী।
অস্যাতিরূপাৎ কিমিবাকুলাত্মা রম্ভে সমারম্ভি ভিদা স্মরেণ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৪৮॥

—(রম্ভানাম্নী কোনও অপ্‌সরা অপর এক অপ্‌সরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) তুমি কে ? (জিজ্ঞাসিতা অপ্‌সরা বলিলেন) আমি শান্তা (অর্থাৎ আমি শান্তিরতিমতী)। (রম্ভা তখন বলিলেন) তুমি এই আকাশে কেন ? (অপর অপ্‌সরা উত্তরে বলিলেন) পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য। (একথা শুনিয়া রম্ভা বলিলেন) তোমার নয়ন বিস্ফারিত হইয়াছে কেন ? (তখন অপর অপ্‌সরা বলিলেন)

ইহার অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া। (তখন রম্ভা আবার বলিলেন) তোমাকে আকুলাত্মার মতন দেখাইতেছে কেন? (অপর অপ্‌সরা বলিলেন)-রম্ভে! ভেদাভেদ-কর্ত্তা কন্দর্প আমাকে আকুলাত্মা করিতে আরম্ভ করিয়াছে (তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত রূপের দর্শনে অদ্যাবধি আমার কন্দর্পের আরম্ভ হইয়াছে)।"

এস্থলে অদ্ভুত-রসের দ্বারা মধুর-রসের ব্যবধান। শ্রীকৃষ্ণরূপের অদ্ভুততা অপ্‌সরার শান্তি-রতিকে আচ্ছাদিত করিয়া মধুর-রতিকে উদ্ভাবিত করিয়াছে। এজন্য এ-স্থলে বিরসতা হয় নাই।

ঙ। বিষয়-ভিন্নত্ব দ্বারা বিরসতা জন্মেনা

কোনও রস তাহার বৈরীরসের সহিত মিলিত হইলে যদি রসদ্বয়ের বিষয় ভিন্ন হয়, তাহা হইলে বিরসতা জন্মিবেনা।

"ত্বক্-শ্মশ্রু-রোম-নখ-কেশ-পিনদ্ধমন্ত
মাংসাস্থি-রক্ত-কৃমি বিট্-কফ-পিত্ত-বাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জ-মকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥ শ্রীভা, ১০।৬০।৪৫॥

—(শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) যে স্ত্রীলোক আপনার পদারবিন্দের মকরন্দের আঘ্রাণ পায় নাই, সেই অতি বিমূঢ় স্ত্রীলোকই বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বায়ু দ্বারা পরিপূরিত জীবদ্দশায় শবতুল্য দেহকে কান্ত মনে করিয়া ভজনা করে।"

এ স্থলে রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুর-রস; আর প্রাকৃত রমণীর প্রাকৃত পুরুষবিষয়ক বীভৎস-রস। বিষয় ভিন্ন বলিয়া এ স্থলে বিরসতা জন্মে নাই।

চ। আশ্রয়-ভিন্নত্ব বিরসতা-জনক নহে

যদি দুইটী রসের আশ্রয় ভিন্ন হয়, তাহা হইলে একটী অপরটীর বৈরী হইলেও বিরসতা জন্মিবেনা।

"বিজয়িনমজিতং বিলোক্য রঙ্গস্থলভুবি সংভৃতসাংযুগীনলীলম্।
পশুপ-সবয়সাং বপূংষি ভেজুঃ পুলককুলং দ্বিষতাং তু কালিমানম্॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫০।

—রঙ্গস্থলে সম্যক্‌রূপে যুদ্ধলীলাপরায়ণ অজিত শ্রীকৃষ্ণকে বিজয়ী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক গোপ-বালকদিগের দেহ আনন্দে পুলকপূর্ণ হইল; কিন্তু কংসপক্ষীয় কৃষ্ণবিদ্বেষীদিগের দেহ ভয়ে কালিমা ধারণ করিল।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক গোপবালকদিগের বীররস; আর কৃষ্ণবিদ্বেষীদের ভয়ানক-রস। বীররসের বৈরী হইতেছে ভয়ানক রস। বীররসের আশ্রয় গোপবালকগণ; ভয়ানক-রসের আশ্রয় হইতেছে কৃষ্ণবিদ্বেষিগণ। দুইটী রসের আশ্রয় ভিন্ন বলিয়া এ-স্থলে বিরসতা জন্মে নাই।

ছ। মুখ্যরসদ্বয়ের বৈরিতা বিষয়াশ্রয়-ভেদে বিরসতা-জনক

পূর্ব্ববর্ত্তী ঙ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, বিষয় ভিন্ন বলিয়া মধুর-রস বীভৎস-রসের যোগে বিরসতা প্রাপ্ত হয় না। এ-স্থলে মধুর-রস হইতেছে মুখ্য রস ; আর তাহার বৈরী বীভৎস হইতেছে গৌণ-রস। যদি বিষয় ভিন্ন হয়, তাহা হইলে মুখ্যরস বৈরী গৌণরসের দ্বারা বিরসতা প্রাপ্ত হয় না।

আর পূর্ব্ববর্ত্তী চ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে—আশ্রয় ভিন্ন বলিয়া বীররস তাহার বৈরী ভয়ানকরসের দ্বারা বিরসতা প্রাপ্ত হয় না। এ স্থলে দুইটীই গৌণরস।

এক্ষণে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন :

"বিষয়াশ্রয়ভেদেঽপি মুখ্যেন দ্বিষতা সহ।
সঙ্গতিঃ কিল মুখ্যস্য বৈরস্যায়ৈব জায়তে ॥৪।৮।৪৯॥

—দুইটী মুখ্যরসের মধ্যে যদি একটী অপরটীর বৈরী হয়, তাহা হইলে বিষয়ের ভেদেও বিরসতা জন্মিবে. আশ্রয়ের ভেদেও বিরসতা জন্মিবে, (পূর্ব্বপ্রদর্শিত উদাহরণ হইতে জানা যায়—বৈরীরসটী যদি গৌণরস হয়, তাহাহইলে তাহার সহিত মিলনে বিষয়াশ্রয়-ভেদে মুখ্যরসের বিরসতা জন্মিবেনা)।"

উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) বিষয়ভেদেও মুখ্যের সহিত বৈরী মুখ্যের মিলনে বিরসতা

"বিমোচয়ার্গলবন্ধং বিলম্বং তাত নাচর।
যামি কাশ্যগৃহং যূনা মনঃ শ্যামেন মে হৃতম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫০॥

—(কোনও মধুরাবাসিনী তাঁহার পিতাকে বলিলেন) বাবা! শীঘ্র দ্বারের অর্গল-বন্ধন বিমুক্ত করুন, বিলম্ব করিবেন না। আমি সান্দীপনি মুনির গৃহে গমন করিব ; সে-স্থানে অবস্থিত শ্যামযুবা (শ্রীকৃষ্ণ) আমার মন হরণ করিয়াছেন।"

এ-স্থলে মথুরাবাসিনীর পিতৃবিষয়ক-দাস্যরতি, আর কৃষ্ণবিষয়ক-মধুররতি। উভয়ই মুখ্যা রতি ; বিষয় ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উভয়ই মুখ্যা রতি বলিয়া এ-স্থলে বিরসতা জন্মিয়াছে। মধুর হইতেছে দাস্যের বৈরী।

(২) আশ্রয়ভেদেও মুখ্যের সহিত বৈরী মুখ্যের মিলনে বিরসতা

"রুক্মিণীকুচকাশ্মীরপঙ্কিলোরঃস্থলং কদা।
সদানন্দং পরংব্রহ্ম দৃষ্ট্যা সেবিষ্যতে ময়া ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫২॥

—যাঁহার বক্ষঃস্থল রুক্মিণীর কুচস্থ কুঙ্কুমদ্বারা পঙ্কিল হইয়াছে, সেই সদানন্দ পরব্রহ্মকে কবে আমি দৃষ্টিদ্বারা সেবা করিব ?"

এ-স্থলে রুক্মিণীর মধুর-রস, রুক্মিণী হইতেছেন মধুর-রসের আশ্রয়। আর, বক্তার শান্তরস ; তিনি শান্তরসের আশ্রয়। রস দুইটীর আশ্রয় ভিন্ন ; তথাপি তাহারা উভয়েই মুখ্য বলিয়া মধুররসের দ্বারা শান্তরসের বিরসতা জন্মিয়াছে।

(৩) মতান্তর

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন :—

"অনুরক্তধিয়ো ভক্তাঃ কেচন জ্ঞানবর্ত্মনি।

শান্তস্যাশ্রয়ভিন্নত্বে বৈরস্যং নানুমন্যতে ॥৪।৮।৫২॥

—জ্ঞানমার্গে অনুরক্ত কতিপয় ভক্ত শান্তরসের আশ্রয় ভিন্ন হইলে বিরসতা স্বীকার করেন না।"

অর্থাৎ মুখ্য শান্তরসের যে আশ্রয়, তাহার বৈরী কোনও মুখ্যরসের যদি সেই আশ্রয় না হয়, তাহা হইলে বৈরী মুখ্যরসের সহিত মিলনে শান্ত বিরসতা প্রাপ্ত হইবে না। ইহা হইতেছে জ্ঞানমার্গে অনুরক্ত কোনও কোনও ভক্তের অভিমত। এই মতানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী (২) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'রুক্মিণীকুচকাশ্মীর"-ইত্যাদি শ্লোকোক্তিতে শান্তরসের বিরসতা জন্মিবেনা। ইহা কিন্তু ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রেত নহে।

জ। অঙ্গিরসের পুষ্টির নিমিত্ত পরস্পর বৈরী রসদ্বয়ের মিলন দোষাবহ নহে

"ভৃত্যয়োর্নায়কস্যেব নিসর্গদ্বেষিণোরপি।

অঙ্গয়োরঙ্গিনঃ পুষ্ট্যৈ ভবেদেকত্র সঙ্গতিঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫২॥

—প্রভুর সেবার নিমিত্ত স্বভাবতঃই পরস্পর-বিদ্বেষী ভৃত্যদ্বয়ের একত্র মিলন যেমন সঙ্গত হয়, তদ্রূপ অঙ্গিরসের পুষ্টির নিমিত্ত পরস্পর-বৈরী দুইটী অঙ্গরসের একত্র মিলনও সঙ্গত হয় (অর্থাৎ দোষাবহ হয় না)।" যথা,

"কুমারস্তে মল্লীকুসুম-সুকুমারঃ প্রিয়তমে

গরিষ্ঠোঽয়ং কেশী গিরিবদিতি মে বিল্লতি মনঃ।

শিবং ভূয়াৎ পশ্যোন্নমিতভুজমেধির্মুহুরমুং

খলং ক্ষুন্দন্ কুর্য্যাং ব্রজমতিতরাং শালিনমহম্॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫৩॥

—(নন্দ-মহারাজ যশোদামাতাকে বলিলেন) হে প্রিয়তমে! তোমার পুত্রটী মল্লীকুসুমের ন্যায় সুকোমল; কিন্তু এই কেশী-দানব পর্ব্বতের ন্যায় অতি কঠিন। এজন্য (ভয়ে) আমার মন কম্পিত হইতেছে। কল্যাণ হউক; দেখ, আমি স্তম্ভসদৃশ আমার এই ভুজদ্বয় মুহুর্মুহু উত্তোলন করিয়া এই কেশীকে বিচূর্ণিত করিয়া ব্রজমণ্ডলকে সুস্থির করিতেছি (এ-স্থলে বীররস)।"

এ-স্থলে নন্দমহারাজের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্যরস। তাহাই হইতেছে অঙ্গী রস। ভয়ানক ও বীর রস পরস্পর বিদ্বেষী বা বৈরী হইলেও এ-স্থলে অঙ্গরূপে তাহারা বাৎসল্যের পুষ্টিবিধান করিয়াছে, বাৎসল্যের বিরসতা জন্মায় নাই।

ঝ। পরস্পর বৈরিভাবদ্বয় একই আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উদিত হইলে স্থলবিশেষে দোষাবহ হয় না।

দুইটী ভাব যদি পরস্পরের বৈরী হয়, তাহাহইলে একই আশ্রয়ে একই সময়ে তাহাদের উদয়

হইলে বিরসতা জন্মে (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮৮-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ; কিন্তু তাদৃশ দুইটী ভাব যদি একই আশ্রয়ে বিভিন্ন সময়ে উদিত হয়, তাহা হইলে বিরসতা জন্মেনা।

"মিথো বৈরাবপি দ্বৌ যৌ ভাবৌ ধর্ম্মসুতাদিষু।
কালাদিভেদাৎ প্রাকট্যং তৌ বিন্দন্তৌ ন দুষ্যতঃ। ভ, র, সি, ৪।৮।৫৫।

—ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরাদিতে পরস্পর-বৈরী দুইটী ভাব দৃষ্ট হয় ; কিন্তু তাহারা কালভেদে (যথাকালে) প্রাকট্য লাভ করে ; এজন্য দূষণীয় নহে।"

যুধিষ্ঠিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক দাস্য, বাৎসল্য এবং সখ্যও দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির ঈশ্বর বলিয়া জানেন ; ঈশ্বরবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার দাস্য ভাব। যুধিষ্ঠির আবার শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসাপুত্র, বয়সেও বড় ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্য। কিন্তু অতিজ্যেষ্ঠ নহেন বলিয়া বলদেবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার সখ্যভাব। বৎসল হইতেছে সখ্যের বৈরী। তথাপি একই সময়ে তাহারা প্রকটিত হয় না বলিয়া বিরসতা জন্মেনা।

ঞ। মহাভাবে বিরুদ্ধভাবের সহিত মিলনে মধুররস বিরসতা প্রাপ্ত হয় না

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"অধিরূঢ়ে মহাভাবে বিরুদ্ধৈর্বিরসা যুতিঃ।
ন স্যাদিত্যুজ্জ্বলে রাধাকৃষ্ণয়োর্দর্শিতং পুরা ॥৪।৮।৫৬।

—অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধভাব সকলের সহিত মিলন হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর রসে বিরসতা জন্মেনা ; তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

উদাহরণ যথা ঃ—

"ঘোরা খণ্ডিতশঙ্খচূড়মজিরং রুন্ধে শিবা তামসী
ব্রহ্মিষ্ঠশ্বসনঃ শমস্তুতিকথা প্রালেয়মাসিঞ্চতি।
অগ্রে রামঃ সুধারুচির্বিজয়তে কৃষ্ণপ্রমোদোচিতং
রাধায়াস্তদপি প্রফুল্লমভজন্ ম্লানিং না ভাবাম্বুজম্॥ ভ, র, সি, ৩।৫।১৫॥

—ক্রীড়াপ্রাঙ্গনস্থ যক্ষ-শঙ্খচূড়ের খণ্ডিত দেহকে তমোগুণময়ী ভয়ঙ্করা শিবা সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মনিষ্ঠগণরূপ পবন শান্তিবোধক স্তুতিকথারূপ হিম সেচন করিতেছে। সম্মুখে বলরাম-রূপ চন্দ্র বিরাজিত। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদের অনুকূল শ্রীরাধার ভাবপদ্ম মলিন না হইয়া প্রফুল্লই রহিয়াছে।"

শ্রীরাধার ভাবকে অম্বুজ (কমল) বলা হইয়াছে। অম্বুজপক্ষে অর্থ হইবে—"(রুন্ধে শিবা তামসী = রুন্ধেঽশিবা তামসী = রুন্ধে অশিবা তামসী) ক্রীড়াপ্রাঙ্গনরূপ সরোবরে যক্ষ-শঙ্খচূড়ের খণ্ডিত দেহকে অমঙ্গলরূপা রাত্রির ঘোর অন্ধকার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহাতে আবার ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদির স্তুতিকথারূপ পবন হিম বর্ষণ করিতেছে, বলরামরূপ চন্দ্রও বিদ্যমান।" এই সমস্তই

অম্বুজের প্রতিকূল। দিবাভাগে সূর্য্যের উপস্থিতিতে সূর্য্যালোকের মধ্যেই অম্বুজ (কমল) প্রস্ফুটিত হয়, প্রফুল্লতা ধারণ করে; অন্ধকারময়ী রজনীতে, কিম্বা চন্দ্রের দর্শনে, বিশেষতঃ শীতল বায়ুপ্রবাহে, কমল ম্লান হইয়া যায়, কখনও প্রফুল্লতা ধারণ করে না। কিন্তু শ্রীরাধার ভাবরূপ কমল গাঢ় অন্ধকার, শীতল পবন এবং চন্দ্রের বিদ্যমানতাতেও ম্লান হয় না, বরং প্রফুল্লতা ধারণ করে। এস্থলে বিশেষোক্তিনামক অলঙ্কার।

যাহাহউক, অধিরূঢ়-মহাভাবতী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুর-ভাব-সম্বন্ধে এ-স্থলে বিবেচ্য হইতেছে এইঃ—"ঘোরা খণ্ডিত-শঙ্খচূড়ম্...তামসী"-বাক্যে ভয়ানক-ভাব, "ব্রহ্মনিষ্ঠ-শ্বসনঃ"-ইত্যাদি বাক্যে শান্তভাব এবং "রামঃ সুধারুচিঃ"-ইত্যাদি বাক্যে বৎসল-ভাব সূচিত হইয়াছে; এই তিনটী (ভয়ানক, শান্ত ও বৎসল) হইতেছে মধুর-ভাবের বিরোধী। তিনটী বিরুদ্ধভাবের সহিত মিলনেও এ-স্থলে অধিরূঢ়-মহাভাববতী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মধুর-ভাব ম্লানতা প্রাপ্ত হয় নাই, বরং ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে।

ট। কোনও কোনও স্থলে অচিন্ত্যমহাশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ-শিরোমণি-শ্রীকৃষ্ণে রসাবলীর সমাবেশ আস্বাদ্য হয়

"ক্বাপ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ মহাপুরুষশেখরে।
রসাবলিসমাবেশঃ স্বাদায়ৈবোপজায়তে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫৭॥

—কোনও কোনও স্থলে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ-শিরোমণিতে রস-সমূহের সমাবেশ আস্বাদনের নিমিত্তই হইয়া থাকে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ক্বাপীতি। বিষয়ত্বেন প্রায়ঃ স্বাদো ন বিহন্যতে আশ্রয়ত্বেঽপি স্বাদায়ৈব স্যাদিত্যর্থঃ।।—শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্ব্বরসের বিষয় হয়েন, তখন প্রায়শঃ স্বাদের হানি হয়না; আর শ্রীকৃষ্ণ যখন সমস্ত রসের আশ্রয় হয়েন, তখনও স্বাদের নিমিত্তই হইয়া থাকে।"

শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামিমহোদয় তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন--"ক্বাপীতি। দেশকালপাত্র-বিশেষ এব, ন সর্ব্বত্র। × × × বিভাবাদের্বৈরূপ্যাদ্ রসাভাস-পর্য্যবসায়িন এবেতি॥—দেশকালপাত্র-বিশেষেই রসাবলীর সমবায় আস্বাদ্য হয়, সর্ব্বত্র নহে। × × × বিভাবাদির বৈরূপ্য হইলে রসাভাসেই পর্য্যবসিত হয়।"

এইরূপে বুঝা গেল--শ্রীকৃষ্ণ যদি রস-সমূহের বিষয় হয়েন, অথবা আশ্রয় হয়েন, তাহা হইলেই রসাবলীর সমাবেশ আস্বাদ্য হইতে পারে। উদাহরণের দ্বারা বিবৃত হইতেছে।

(১) **রসসমূহের বিষয়ত্বে**

"দৈত্যাচার্য্যাস্তদাস্যে বিকৃতিমরুণতাং মল্লবর্য্যাঃ সখায়ো
গণ্ডৌন্নত্যং খলেশাঃ প্রলয়মৃষিগণা ধ্যানমুষ্ণাস্রমম্বাঃ।
রোমাঞ্চং সাংযুগীনাং কমপি নবচমৎকারমন্তঃসুরেশা
লাস্যং দাসাঃ কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্ষ্য রঙ্গে মুকুন্দম্॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ কংসরঙ্গস্থলে উপনীত হইলে তাঁহার দর্শনে দৈত্যাচার্য্যগণের মুখ বিকৃত হইল, মল্লবর্য্যগণের বদন অরুণবর্ণ হইল, সখাগণের গণ্ড প্রফুল্লতা ধারণ করিল, খলশ্রেষ্ঠগণ প্রলয় প্রাপ্ত হইল (ভয়বশতঃ নষ্টচেষ্ট হইল), ঋষিগণ ধ্যান-নিমগ্ন হইলেন, মাতৃগণ উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, রণপটু যোদ্ধাগণ রোমাঞ্চ ধারণ করিলেন, দেবেশগণ তাঁহাদের অন্তঃকরণে এক অনির্বচনীয় নবায়মান চমৎকার অনুভব করিলেন, ভৃত্যবর্গ নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং অসিতাপাঙ্গী যুবতীগণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে গজরক্ত এবং মদাবলিপ্তত্ব দর্শনে) দৈত্যাচার্য্যগণের মুখ-বিকৃতিতে বীভৎস, মল্লশ্রেষ্ঠগণের মুখের অরুণতায় রৌদ্র, হাস্যের প্রভাবে সখাদিগের গণ্ডের প্রফুল্লতায় হাস্য এবং সখ্য, খলশ্রেষ্ঠদের নষ্ট-চেষ্টতায় ভয়ানক, ঋষিদিগের ধ্যাননিমগ্নতায় শান্ত, দেবক্যাদি মাতৃগণের উষ্ণ অশ্রুতে বৎসল ও করুণ, রণনিপুণদের রোমাঞ্চে যুদ্ধবীর, সুরেশগণের অন্তশ্চমৎকারে অদ্ভুত, অসিতাপাঙ্গী তরুণীদিগের কটাক্ষে মধুর-রস সূচিত হইয়াছে। উল্লিখিত সমস্ত রসেরই বিষয় হইতেছেন অচিন্ত্য-শক্তিময় মহাপুরুষ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ। এ-স্থলে রসের বিরসতা নাই।

(২) **রসসমূহের আশ্রয়ত্বে**

"স্বস্মিন্ ধূর্য্যেঽপ্যমানী শিশুষু গিরিধৃতাবুদ্যতেষু স্মিতাস্য-
স্থূৎকারী দধ্নি বিস্রে প্রণয়িষু বিবৃত-প্রৌঢ়িরিন্দ্রেঽরুণাক্ষঃ।
গোষ্ঠে সাশ্রুর্বিদূনে গুরুষু হরিমখং প্রাস্য কম্প্রঃ স পায়া-
দাসারে স্ফারদৃষ্টি র্যুবতিষু পুলকী বিভ্রদদ্রিং বিভুর্বঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫৯॥

—যিনি গোবর্দ্ধন-ভার বাহক—সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—হইয়াও নিরহঙ্কার, গোপশিশুগণ পর্ব্বত ধারণ করিতে উদ্যত হইলে যাঁহার মুখে মন্দহাসি দেখা দিয়াছিল, আমগন্ধ-যুক্ত দধিকে যিনি থুৎকার (ঘৃণা) করেন, গোবর্দ্ধন-ধারণজন্য বলিষ্ঠতার আবিষ্কার দ্বারা সখাগণের মধ্যে যিনি নিজের শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইন্দ্রের প্রতি যিনি অরুণ-নয়ন, ইন্দ্রকৃত বাতবর্ষাদ্বারা গোষ্ঠভূমি দুঃখিত হওয়ায় যিনি অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন, ইন্দ্রযজ্ঞ নষ্ট করিয়া যিনি গুরুবর্গকে কম্পান্বিত করিয়াছিলেন, জলধারাপাতে বিস্ময়বশতঃ যাঁহার দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়াছিল এবং যিনি যুবতীসমূহে পুলকী হইয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতধারী সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

এ-স্থলে "অমানী"-শব্দে শান্ত, গোপশিশুগণের পর্ব্বত-ধারণের উদ্যম হইতে উদ্ভূত হাসিতে হাস্য, আমগন্ধবিশিষ্ট দধিতে থুৎকারে বীভৎস, সখাগণের মধ্যে বিবৃত-প্রৌঢ়িতে বীর, ইন্দ্রের প্রতি অরুণ-নয়নে রৌদ্র, বাতবর্ষায় ব্রজভূমির দুঃখে অশ্রুমোচনদ্বারা করুণ, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ দ্বারা গুরুবর্গের কম্পোৎপাদনে ভয়ানক, জলধারা-দর্শনজাত নয়ন-বিস্ফারণে অদ্ভুত এবং যুবতীসমূহে পুলক দ্বারা মধুর-রস সূচিত হইয়াছে। সমস্ত রসের আশ্রয়ই হইতেছেন অবিচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট মহাপুরুষ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ। এ স্থলেও বিরসতা নাই।

একাদশ অধ্যায়

রসাভাস

১৯১। রসাভাস

ক। সাহিত্যদর্পণের উক্তি

সাহিত্যদর্পণ বলেন, "অনৌচিত্যপ্রবৃত্তত্বে আভাসো রসভাবয়োঃ ॥৩।২১৯॥—রস এবং ভাব অনুচিত (অন্যায্য) ভাবে প্রবৃত্ত হইলে রসাভাস এবং ভাবাভাস বলিয়া কথিত হয়।"

এ-স্থলে অনৌচিত্য-শব্দের তাৎপর্য্য-কথন প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন—"অনৌচিত্যঞ্চাত্র রসানাং ভরতাদিপ্রণীত-লক্ষণানাং সামগ্রীরহিতত্বে সত্যেকদেশযোগিত্বোপলক্ষণপরং বোধ্যম্ ॥—এ-স্থলে অনৌচিত্য-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—ভরতাদিমুনিগণ-প্রণীত-লক্ষণবিশিষ্ট রসসমূহের যদি সামগ্রী-রাহিত্য জন্মে এবং তাহার ফলে যদি একদেশ-যোগিত্বরূপ উপলক্ষণ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহা হইবে অনৌচিত্য।" অর্থাৎ ভরতমুনি প্রভৃতি আচার্য্যগণ রসের যে-সমস্ত লক্ষণের কথা, বা সামগ্রীর কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে-সমস্ত সামগ্রীর যদি অভাব হয় (অর্থাৎ আলম্বনাদি পদার্থের যোগ্যতা যদি না থাকে) এবং যদি একদেশযোগিত্ব থাকে (অর্থাৎ যদি সমস্ত সামগ্রী না থাকিয়া তাহাদের কিছু অংশ থাকে,—যেমন স্থায়িভাবাদি কিছু অংশ থাকে), তাহা হইলে রসবিষয়ে তাহা হইবে অনুচিত এবং এই-রূপস্থলে রস না হইয়া রসাভাস হইবে। এই অনৌচিত্য-সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেনঃ—

"উপনায়কসংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ।
বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌ তথাঽনুভয়নিষ্ঠায়াম্॥
প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্রতির্য্যগাদিগতে।
শৃঙ্গারেঽনৌচিত্যং রৌদ্রে গুর্ব্বাদিগতকোপে॥
শান্তে চ হীননিষ্ঠে গুর্বাদ্যালম্বনে হাস্যে।
ব্রহ্মবধাদ্যুৎসাহেঽধমপাত্রগতে তথা বীরে॥
উত্তমপাত্রগতত্বে ভয়ানকে জ্ঞেয়মেবমন্যত্র ॥৩।২২০॥

-বিবাহিতা নায়িকার উপপতি-বিষয়া রতি, নায়কের পক্ষে মুনিপত্নী-গুরুপত্নী-বিষয়া রতি, নায়িকার পক্ষে বহু-নায়কবিষয়া রতি, অনুভয়নিষ্ঠা রতি (অর্থাৎ যে-স্থলে নায়কের প্রতি নায়িকার রতি আছে, কিন্তু নায়িকার প্রতি নায়কের রতি নাই; অথবা নায়িকার প্রতি নায়কের রতি আছে, কিন্তু নায়কের প্রতি নায়িকার রতি নাই, সে-স্থলের রতি), নায়িকার পক্ষে প্রতিনায়ক-নিষ্ঠা রতি (অর্থাৎ নায়কের প্রতিপক্ষবিষয়া রতি), অধমপাত্র-বিষয়া রতি এবং তির্য্যক্‌প্রাণিবিষয়া রতি—এ-সমস্ত হইতেছে শৃঙ্গার-

রসে অনুচিত। গুরুজনাদির প্রতি ক্রোধ হইতেছে রৌদ্ররসে অনুচিত। হীনপাত্র-বিষয়ক শম হইতেছে শান্তরসে অনুচিত। গুরুজনাদি-বিষয়ক হাস্য—হাস্যরসে অনুচিত। ব্রহ্মবধাদিতে, অথবা অধমপাত্র-বিষয়ে উৎসাহ হইতেছে বীররসে অনুচিত। উত্তম-পাত্রগত ভয়—ভয়ানক-রসে অনুচিত। এই ভাবে অন্যত্রও অনৌচিত্য জানিতে হইবে।"

ভাবাভাস সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন—"ভাবাভাসো লজ্জাদিকে তু বেশ্যাদিবিষয়ে স্যাৎ ৩।২২১॥—(নির্লজ্জ) বেশ্যাদিবিষয়ে লজ্জাদিকে ভাবাভাস বলে।"

সাহিত্যদর্পণকার রসাভাসের যে সাধারণ লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের কথিত রসাভাস-লক্ষণও তদ্রূপই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

খ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষ্মণা।
রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ ॥৪।৯।২॥

—পূর্ব্বোপদিষ্ট রস-লক্ষণদ্বারা রসসমূহ অঙ্গহীন (বিকল) হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে রসাভাস বলিয়া থাকেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"রসা ইতি রসত্বেনাপাততঃ প্রতীয়মানা অপীত্যর্থঃ। রসস্য লক্ষ্মণা লক্ষণেন, বিকলা বিভাবাদিযু লক্ষণহীনতয়া হীনাঃ॥—অপাততঃ রসরূপে প্রতীয়মান হইলেও রসের লক্ষণের দ্বারা যদি অঙ্গহীন (বিভাবাদিতে লক্ষণহীনতাদ্বারা হীন) হয়, তাহা হইলে রসাভাস হইবে।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও শ্রীজীবপাদের উক্তি সম্যক্‌রূপে উদ্ধৃত করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন—"স্থায়িপ্রভৃতীনাং বৈরূপ্যেণ—স্থায়িভাবাদির বৈরূপ্যের দ্বারা (যদি অঙ্গহীন হয়, তাহা হইলে রসাভাস হইবে)।"

(১) লক্ষণহীন বিভাবাদির সহিত রতির মিলন হইলেই রসাভাস, অন্যথা নহে

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ। —রসজ্ঞগণ রসকেই রসাভাস বলেন।" কিরকম রসকে রসাভাস বলা হয়? উত্তরে বলা হইয়াছে—"রসলক্ষ্মণা বিকলাঃ—রসের লক্ষণের দ্বারা বিকল বা অঙ্গহীন রসকেই রসাভাস বলা হয়, (যাহা রসের লক্ষণের দ্বারা বিকল নহে, সেই রসকে রসাভাস বলা হয় না)।" শ্রীজীবপাদের টীকা অনুসারে জানা যায়—যাহা আপাততঃ রসরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাতে যদি বিভাবাদির শাস্ত্রকথিত লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে রসাভাস। স্থায়িভাব-রতির সহিত বিভাবাদির মিলন হইলেই রসত্ব সিদ্ধি হইতে পারে, মিলন না হইলে রসত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না। রসসামগ্রী-সমূহের মধ্যে কোনওটীর যদি শাস্ত্রকথিত লক্ষণ না থাকে, অর্থাৎ কোনওটী যদি বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত

অন্যান্য সামগ্রীগুলি মিলিত হইলে, রতি রসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে বটে ; কিন্তু তাহা রস হইবেনা, হইবে রসাভাস। কিন্তু রতির সহিত বিভাবাদির—বিভাবাদির কোনওটী যদি বিরূপতা প্রাপ্তও হয়, তাহা হইলেও তাহার সহিতও—মিলন না হইলে রসরূপে প্রতীতিও জন্মিতে পারে না। পায়সের সামগ্রী তণ্ডুল, দুগ্ধ, শর্করা, এলাচি, দারুচিনি প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিলে তাহাদের দর্শনে কাহারও পায়সের প্রতীতি জন্মেনা ; কিন্তু সে-সমস্তকে একত্র করিয়া অগ্নির তাপে পাক করিলেই পায়সের প্রতীতি জন্মিতে পারে ; কিন্তু আস্বাদন করিয়া যদি দেখা যায় যে, প্রতীয়মান পায়সের মধ্যে তিক্ততা আছে, তখন আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা পায়স বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা পায়স নহে ; তাহা হইবে পায়সাভাস ; কোনও একটী সামগ্রীর বিরূপতা আছে ; হয়তো দারু-চিনির সঙ্গে নিম্ব-বল্কল মিশ্রিত ছিল। তদ্রূপ রতি এবং রসের অন্যান্য সামগ্রীর—তাহাদের মধ্যে কোনওটী বিরূপতা প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের—মিলন না হইলে আপাততঃও রসরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না ; রতি এক স্থানে, বিভাবাদির প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে রসের প্রতীতি জন্মিতে পারে না—সুতরাং এতাদৃশ স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়াও মনে করা সঙ্গত হইবে না।

এক্ষণে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আনুগত্যে রসাভাস-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। রসাভাসের বিবিধ বৈচিত্রীসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, সাহিত্যদর্পণাদিতে সেইরূপ আলোচনা দৃষ্ট হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—বিরসতাও প্রায়সঃ রসাভাস-কক্ষায় পর্য্যবসিত হয় (৭।১৮১-অনু-দ্রষ্টব্য)।

গ। রসাভাস ত্রিবিধ

"স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ।
উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।২॥

—ক্রমে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে রসাভাস তিন রকমের—উপরস, অনুরস ও অপরস।"

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই তিন রকম রসাভাসের আলোচনা করা হইতেছে।

১৯২। উপরস

"প্রাপ্তৈঃ স্থায়িবিভাবানুভাবাদ্যৈস্তু বিরূপতাম্।
শান্তাদয়ো রসা এব দ্বাদশোপরসা মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।২॥

—বিরূপতা-প্রাপ্ত স্থায়িভাব, বিভাব ও অনুভাবাদির দ্বারা শান্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হইয়া থাকে।"

শান্তাদি পাঁচটী মুখ্যরস এবং হাস্যাদি সাতটী গৌণরস-এই দ্বাদশটী রসেই যদি স্থায়িভাব, বিভাব এবং অনুভাবাদি বৈরূপ্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উপরস হইয়া থাকে। ক্রমশঃ উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

১৯৩। শান্ত উপরস

"ব্রহ্মভাবাৎ পরব্রহ্মণ্যদ্বৈতাধিক্যযোগতঃ।

তথা বীভৎসভূমাদেঃ শান্তো হ্যপরসো ভবেৎ॥ ভ র সি ৪।৯।৩॥

—(সচ্চিদানন্দবিগ্রহ) পরব্রহ্মে ব্রহ্মভাব (নির্বিশেষতা-দৃষ্টি), অদ্বৈতাধিক্য-যোগ (অর্থাৎ সর্ব্বকারণ ভগবানের সহিত সমস্তের অত্যন্ত অভেদ-মনন) এবং বীভৎস-ভূমাদি (অর্থাৎ নিরন্তর দেহাদিতে জুগুপ্সা-ভাবনা এবং চিদচিদ্ বিবেক) হইতে শান্ত উপরস হয়। (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

শ্রুতিস্মৃতি-অনুসারে পরব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সবিশেষ—অনন্ত ঐশ্বর্য্যের এবং অনন্ত মাধুর্য্যের অধিপতি। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"-বাক্য হইতে জানা যায়—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নিদানও হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। এতাদৃশ সবিশেষ পরব্রহ্মে নির্ব্বিশেষতা-দৃষ্টি হইতেছে শান্ত উপরসের একটী হেতু।

আবার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন জগদাদি সমস্তের কারণ; জগদাদি সমস্তই হইতেছে তাঁহার কার্য্য। কার্য্য ও কারণ কখনও সর্ব্বতোভাবে এক হয় না। যেমন ঘট; ঘটের নিমিত্ত-কারণ হইতেছে কুম্ভকার এবং উপাদান-কারণ হইতেছে মৃত্তিকা। নিমিত্তকারণ কুম্ভকার এবং তাহার কার্য্য ঘট—এক বস্তু নহে; উপাদান-কারণ মৃত্তিকা এবং তাহার কার্য্য ঘট বস্তুবিচারে এক হইলেও গুণাদিতে এক নহে। পরব্রহ্ম হইতেছেন জগদাদির নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ—উভয়ই। নিমিত্ত-কারণ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, জড়বিবর্জ্জিত; তাঁহার কার্য্য জগদাদি কিন্তু চিজ্জড়মিশ্রিত; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে এক নহে। উপাদান-কারণ ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ, জড়বিবর্জ্জিত নিত্য, অবিকারী; তাঁহার কার্য্য জগদাদি হইতেছে চিজ্জড়মিশ্রিত, অনিত্য, বিকারী; সুতরাং এস্থলেও কারণ ও কার্য্য সর্ব্বতোভাবে এক নহে। এই অবস্থায় জগদাদি সমস্ত বস্তুর সহিত ব্রহ্মের আত্যন্তিক অভেদ মনন করিলে শান্ত উপরস হয়।

উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। পরব্রহ্মে নির্ব্বিশেষতা-দৃষ্টি

"বিজ্ঞানসুষমাধৌতে সমাধৌ যত্সুদঞ্চতি।

সুখং দৃষ্টে তদেবাদ্য পুরাণপুরুষে ত্বয়ি॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৩॥

—বিজ্ঞান-শোভাদ্বারা বিধৌত সমাধিতে যে সুখের উদয় হয়, অদ্য পুরাণ-পুরুষ তোমার দর্শনেও সেই সুখই উদিত হইতেছে।"

আপাতঃ দৃষ্টিতে এ-স্থলে শান্তরস বলিয়া মনে হয়। ইহা নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর উক্তি। পুরাণ-পুরুষ হইতেছেন—পরব্রহ্ম ভগবান্, তিনি সবিশেষ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সমাধিস্থ অবস্থায় নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবে যে আনন্দ, সেই আনন্দকে বলা হইয়াছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্মের দর্শন-

জনিত আনন্দের সমান। এ-স্থলে পরব্রহ্মে নির্ব্বিশেষতা-দৃষ্টি বশতঃ শান্তরস উপরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ-স্থলে অনুভাবের বৈরূপ্য ; ব্রহ্মানুভব হইতেছে শান্তির ফল বা অনুভাব।

খ। পরব্রহ্মের সহিত আত্যন্তিক অভেদ-মনন

"যত্র যত্র বিষয়ে মম দৃষ্টিস্তং তমেব কলয়ামি ভবন্তম্।

যন্নিরঞ্জনপরাবরবীজং ত্বাং বিনা কিমপি নাপরমস্তি॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৩॥

—যে যে বিষয়ে আমার দৃষ্টি পতিত হইতেছে, সেই সেই বিষয়কে তুমি বলিয়াই মনে করিতেছি। যিনি নিরঞ্জন এবং কার্য্যকারণের বীজ, তিনিই তুমি ; তোমাব্যতিরেকে আর অন্য কিছু নাই।"

এ-স্থলে এই দৃশ্যমান জগৎকে পরব্রহ্মের সহিত আত্যন্তিকরূপে অভিন্ন মনে করা হইয়াছে বলিয়া শান্ত উপরস হইয়াছে। এ-স্থলেও অনুভাবের বৈরূপ্য।

বাহুল্যবোধে বীভৎসভূমাদির উদাহরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত হয় নাই।

১৯৪। দাস্য উপরস

"কৃষ্ণস্যাগ্রেঽতিধার্ষ্ট্যেন তদ্ভক্তেষবহেলয়া।

স্বাভীষ্টদেবতান্যত্র পরমোৎকর্ষবীক্ষয়া।

মর্য্যাদাতিক্রমাদ্যৈশ্চ প্রীতোপরসতা মতা॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৩।

—শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অতিশয় ধৃষ্টতা, কৃষ্ণভক্তের প্রতি অবহেলা, নিজের অভীষ্ট দেবতা হইতে অন্য দেবতায় উৎকর্ষ দর্শন এবং মর্য্যাদার অতিক্রমাদি দ্বারা দাস্য (প্রীত) উপরস হয়।"

"প্রথয়ন্ বপুর্ব্বিবশতাং সতাং কুলৈরবধীর্য্যমাণ-নটনোঽপ্যনর্গলঃ।

বিকির প্রভো দৃশমিহেত্যকুণ্ঠবাক্ চটুলো বটুর্ব্যবৃণুতাত্মনো রতিম্॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৪॥

—কোনও বটু (ব্রাহ্মণ-বালক) শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমার অগ্রভাগে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার নৃত্য সাধুগণ-কর্ত্তৃক নিন্দিত ; তথাপি নৃত্যপ্রসঙ্গে তাঁহার দেহের বিবশতা অত্যল্প হইলেও অত্যধিক বিবশতা দেখাইয়া তিনি নির্লজ্জের ন্যায় অনর্গল নৃত্য করিতেছেন ; আর অকুণ্ঠিত চটুলবাক্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'হে প্রভো ! আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।' এই রূপেই তিনি স্বীয় রতি (দাস্যরতি) প্রকাশ করিলেন।"

এ-স্থলে ধৃষ্টতাদ্বারা দাস্যরস উপরসে পরিণত হইয়াছে।

১৯৫। সখ্য উপরস

"একস্মিন্নেব সখ্যেন হরিমিত্রাদ্যবজ্ঞয়া।

যুদ্ধভূমাদিনা চাপি প্রেয়ানুপরসো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণ এবং অপর কোনও একজন—ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি যদি সখ্য না থাকে, কেবল

একজনের—শ্রীকৃষ্ণেরই—যদি অপরজনের প্রতি সখ্য থাকে, তাহা হইলে এই) এক জনের প্রতি যে সখ্য, তাহা, এবং শ্রীকৃষ্ণের মিত্রাদির প্রতি অবজ্ঞা এবং যুদ্ধাতিশয়—এ-সমস্ত দ্বারা প্রেয়োরস (সখ্যরস) উপরসে পরিণত হয়।”

"সুহৃদিত্যুদিতো ভিয়া চকম্পে ছলিতো নর্ম্মগিরা স্তুতিঞ্চকার।
স নৃপঃ পরিরিপ্সিতো ভুজাভ্যাং হরিণা দণ্ডবদগ্রতঃ পপাত॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৬॥

—শ্রীকৃষ্ণ কোনও রাজাকে সুহৃৎ বলিয়া সম্বোধন করিলে ভয়ে সেই রাজা কম্পিত হইলেন ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি নর্ম্মসূচক পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভুজদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলে সেই রাজা শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে দণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইলেন।”

এ-স্থলে রাজার প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরই সখ্যভাব ; কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি রাজার সখ্যভাব নাই। এজন্য এ-স্থলে সখ্যরস উপরসে পরিণত হইয়াছে।

১৯৬। বৎসল উপরস

"সামর্থ্যাধিক্যবিজ্ঞানাল্লালনাদ্যপ্রযত্নতঃ।
করুণস্যাতিরেকাদে স্বর্থ্যশ্চোপরসো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৬॥

—সামর্থ্যের আধিক্য জ্ঞান, লালনাদিতে অপ্রযত্ন এবং করুণের আতিশয্য হইতে বৎসলরস উপরসে পরিণত হয়।”

"মল্লানাং যদবধি পর্ব্বতোদ্ভটানামুন্মাথং সপদি তবাত্মজাদপশ্যম্।
নোদ্বেগং তদবধি যামি যামি তস্মিন্ দ্রাঘিষ্ঠামপি সমিতিং প্রপদ্যমানে॥
—ভ, র, সি, ৪।৯।১৭॥

—(দেবকীদেবীর প্রতি তাঁহার কোনও সপত্নী ভগিনী বলিয়াছেন) হে ভগিনি ! যে অবধি তোমার পুত্রকর্তৃক পর্ব্বত অপেক্ষাও উদ্ভট মল্লগণের সহসা পরাভব দেখিয়াছি, সেই অবধি, প্রবল যুদ্ধেও তাঁহার সম্বন্ধে কোনওরূপ উদ্বেগ অনুভব করি না।”

দেবকীর ভগিনীর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বৎসল-রস ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সামর্থ্যের আধিক্য-জ্ঞানে সেই বৎসলরস উপরসে পরিণত হইয়াছে।

১৯৭। মধুর উপরস

স্থায়িভাবের বিরূপতা (একেতে রতি, বহুতে রতি), বিভাবের বিরূপতা, অনুভাবের বিরূপতা, গ্রাম্যত্ব, ধৃষ্টতা প্রভৃতি হইতে মধুর-রস উপরসে পরিণত হয়। ক্রমশঃ উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

ক। স্থায়িভাবের বিরূপতাজনিত উপরস

"দ্বয়োরেকতরস্যৈব রতির্যা খলু দৃশ্যতে।
যানেকত্র তথৈকস্য স্থায়িনঃ সা বিরূপতা॥
বিভাবস্যৈব বৈরূপ্যং স্থায়িন্যত্রোপচর্য্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৭॥

—নায়ক ও নায়িকা-এতদুভয়ের মধ্যে কেবল একের যে রতি, এবং এক জনের (এক নায়িকার) বহু স্থলে যে রতি, তাহাকেই স্থায়ীর বিরূপতা বলে। এ-সকল স্থলে বিভাবের বিরূপতাই স্থায়ীতে উপচারিত হয়। (স্বরূপতঃ স্থায়ীতে বৈরূপ্যের যোগ হয় না)।"

বিভাবের বৈরূপ্য-সম্বন্ধে টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বিভাবস্য আলম্বন-রূপস্যৈবেতি, ক্বচিত্তদ্দেহস্য, ক্বচিত্তদন্তঃকরণস্যেত্যর্থঃ। স্বরূপতঃ স্থায়িনো বৈরূপ্যাযোগাৎ—আলম্বন-বিভাবেরই বৈরূপ্য—কোনও স্থলে আলম্বন-বিভাবের দেহের বৈরূপ্য, কোনও স্থলে বা তাঁহার অন্তঃকরণের বৈরূপ্য। কেননা, স্বরূপতঃ স্থায়ীর সহিত বৈরূপ্যের যোগ হয় না।" পরবর্ত্তী উদাহরণে এ-বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

(১) একেতে রতি

"মন্দস্মিতং প্রকৃতিসিদ্ধমপি ব্যুদস্তং সংগোপিতশ্চ সহজোঽপি দৃশোস্তরঙ্গঃ।
ধূমায়িতে দ্বিজবধূমদনার্ত্তিবহ্নৌ বহ্নায় কাপি গতিমঙ্কুরিতামযাসীৎ॥
—ভ, র, সি, ৪।৯।৮॥ললিতমাধব।৯।৩৬॥

(টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন - এ-স্থলে "দ্বিজবধূ"-শব্দে "যজ্ঞপত্নী" বুঝাইতেছে)।
—দ্বিজবধূদিগের (যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীগণের) কন্দর্পার্ত্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলনার্থ ধূমায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মন্দহাস্যকেও দূরীকৃত করিলেন এবং তাঁহার নয়নের সহজ তরঙ্গকেও তিনি সংগোপিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনের কোনও এক অনির্ব্বচনীয়া শান্ত্যবলম্বিনী গতি অঙ্কুরিতা হইল।"

এ-স্থলে মধুরা রতির আশ্রয়ালম্বন-বিভাব হইতেছেন যজ্ঞপত্নীগণ; তাঁহাদের দেহেরই বৈরূপ্য; কেননা, তাঁহাদের দেহ ছিল ব্রাহ্মণদেহ, গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারের অনুপযোগী। এই দেহবৈরূপ্য তাঁহাদের মধুরারতিকে বিরূপতা দান করিয়াছে এবং গোপনন্দনের পক্ষে ব্রাহ্মণপত্নীদের সহিত বিহার অনুচিত বলিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের রতিকেও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। সুতরাং এ-স্থলে মধুরা রতি হইতেছে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণপত্নীদের মধ্যে; শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাহার অভাব। এজন্য অর্থাৎ আশ্রয়ালম্বন-বিভাব যজ্ঞপত্নীদের দেহের বৈরূপ্য তাঁহাদের মধুর-রসকে উপরসে পরিণত করিয়াছে। তাঁহাদের দেহের বৈরূপ্যই তাঁহাদের রতিতে উপচারিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অত্যন্তাভাব এবাত্র রতেঃ খলু বিবক্ষিতঃ।
এতস্যাঃ প্রাগভাবে তু শুচির্নোপরসোভবেৎ॥ ৪।৯।১০॥

—এ-স্থলে রতির আত্যন্তিক অভাবই বিবক্ষিত। এই রতির প্রাগভাব হইলে কিন্তু মধুর-রস উপরস হয় না।”

অত্যন্তাভাব-শব্দের অর্থে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—“ত্রৈকালিকাসত্তা—ত্রৈকালিকী অসত্তা।” যাহা পূর্ব্বেও ছিলনা, বর্ত্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, তাহাই ত্রৈকালিকী অসত্তা। আর, প্রগভাব হইতেছে—পূর্ব্বে যাহা ছিলনা। “একে রতি”-প্রসঙ্গে একথা বলা হইয়াছে। কোনও নায়িকার যদি কোনও নায়ক-বিষয়ে রতি থাকে, কিন্তু নায়কের মধ্যে যদি সেই নায়িকা-বিষয়া রতির ত্রৈকালিক অভাব হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে মধুর-রস উপরসে পরিণত হওয়ার একটী হেতু; কিন্তু নায়কের মধ্যে নায়িকা-বিষয়া রতি পূর্ব্বে না থাকিলেও কোনও কারণে পরে যদি তাহা জন্মে, তাহা হইলে “একে রতি”-রূপ বৈরূপ্য আর থাকিবেনা—সুতরাং তখন উপরসরূপ রসাভাসও হইবে না। কিন্তু এ স্থলে যজ্ঞপত্নী-শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেই যে প্রাগভাব বলা হইয়াছে, তাহা মনে হয় না; কেননা, গোপতনয় শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্রাহ্মণদেহবিশিষ্ট-যজ্ঞপত্নীবিষয়া মধুরা রতি জন্মিতে পারে না। “গোপ-জাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্যস্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার। শ্রীচৈ, চ, ২।৯।১২৪॥” যজ্ঞপত্নীবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মধুরা রতির ত্রৈকালিক অভাব, প্রাগভাব কখনও হইতে পারে না। অবশ্য, দেহত্যাগের পরে যজ্ঞপত্নীগণ যদি গোপীদেহ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের রতি জন্মিতে পারে; এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে “প্রাগভাব”-শব্দের অসঙ্গতি থাকিবে না।

উল্লিখিত যজ্ঞপত্নীদের উদাহরণ সম্বন্ধে একটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এ-স্থলে “একেতে রতি”র উদাহরণই দেওয়া হইয়াছে—যজ্ঞপত্নীগণের মধ্যে কৃষ্ণবিষয়া রতি আছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যজ্ঞপত্নী-বিষয়া রতি নাই। উদ্ধৃত ললিতমাধব-শ্লোকে রসাভাস নাই; কেননা, যজ্ঞপত্নীদিগের রতি বিষয়ালম্বন-বিভাবের সহিত মিলিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণ তাহা অঙ্গীকার করেন নাই, সুতরাং এ-স্থলে রসের প্রতীতিও জন্মিতে পারে না বলিয়া রসাভাস হইতে পারে না [পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৯১খ (২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। এই শ্লোকটী হইতেছে ললিতমাধব-নাটকের শ্লোক। ললিতমাধব-নাটকের রচয়িতাও শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচয়িতাও তিনিই। এই শ্লোকটীতে যদি রসাভাস থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহা তাঁহার নাটকে লিপিবদ্ধ করিতেন না এবং লিপিবদ্ধ করিয়াও রসাভাসের দৃষ্টান্তরূপে তাহার উল্লেখ করিতেন না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে কেবল “একেতে রতির” উদাহরণরূপে, রসাভাসের উদাহরণরূপে নহে। উদ্দেশ্য—এই জাতীয় “একেতে রতি” যদি বিভাবাদির সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহা রসরূপে প্রতীয়মান হইলেও রসাভাস হইবে। (পরবর্ত্তী ৭।২০৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(২) **বহুতে রতি**

> “গান্ধর্বি কুর্ব্বাণমবেক্ষ্য লীলামগ্রে ধরণ্যাং সখি কামপালম্।
> আকর্ণয়ন্তী চ মুকুন্দবেণুং ভিন্নাদ্য সাধ্বি স্মরতো দ্বিধাসি॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৯।

—হে গান্ধর্ব্বি? হে সখি! হে সাধ্বি! অগ্রে ধরণীতে কামপালকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া এবং মুকুন্দের বেণুরব শ্রবণ করিয়া তুমি আজ কন্দর্পকর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভিন্ন হইয়াছ।"

এ-স্থলে একই নায়িকার দুই জনে মধুরা রতি দেখা যায়—কামপালে এবং মুকুন্দে। এ-স্থলে নায়িকার, অর্থাৎ আশ্রয়ালম্বন-বিভাবের, অন্তঃকরণের বৈরূপ্য; কেননা, তাঁহার রতি এক জনে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয় নাই। নায়িকার অন্তঃকরণের বৈরূপ্যবশতঃ এ-স্থলেও তাঁহার মধুর-রস উপরসে পরিণত হইয়াছে। এ-স্থলেও বিভাবের বৈরূপ্যই স্থায়িভাবে উপচারিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে একই নায়িকার বহু নায়কে রতিজনিত উপরসের কথা বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—একই নায়কের বহু নায়িকাতে তুল্যরতি থাকিলেও মধুররস উপরসে পরিণত হয়।

কেচিত্তু নায়কস্যাপি সর্ব্বথা তুল্যরাগতঃ।
নায়িকাস্বপ্যনেকাসু বদন্ত্যপরসং শুচিম্॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১০॥

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"প্রেম-তারতম্যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে বহু নায়িকাতে, তাহাদের প্রেম-তারতম্যসম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ, একই নায়কের যদি সমান অনুরাগ জন্মে, তাহা হইলেই কাহারও কাহারও মতে মধুররস উপরসে পরিণত হয়।" ইহা হইতে মনে হয়—বিভিন্ন-প্রেমবৈচিত্রী-বিশিষ্টা বিভিন্ন নায়িকাসম্বন্ধে নায়কের অনুরাগ সমান না হইয়া যদি নায়িকাদের প্রেমানুরূপ ভাবে বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে উপরস হইবে না।

খ। বিভাবের বিরূপতাজনিত উপরস

"বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বল্যবিরহো বিভাবস্য বিরূপতা।
লতা-পশু-পুলিন্দীষু বৃদ্ধাস্বপি স বর্ত্ততে॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১১॥

—বিদগ্ধতার ঔজ্জ্বল্যের অভাবই হইতেছে বিভাবের বিরূপতা। লতা, পশু, পুলিন্দী ও বৃদ্ধাতেও বৈদগ্ধ্যাদির ঔজ্জ্বল্যের অভাব বিদ্যমান।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বল্যের অভাব হইতেছে এ-স্থলে উপলক্ষণমাত্র, গুরুত্বাদিও গ্রহণীয়। যেমন, যজ্ঞপত্ন্যাদির বৈরূপ্য (তাঁহারা ব্রাহ্মণপত্নী বলিয়া বৈশ্য শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয়া, গুরুত্ববশতঃ যজ্ঞপত্নীদের বৈরূপ্য সিদ্ধ হইয়াছে)। লতাসমূহ বা পশুগণ আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যাদির স্বরূপগত ধর্ম্ম-বশতঃই আনন্দমাত্র অনুভব করে; এই আনন্দমাত্রকেই মধুরা রতি বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করা হয়; ইহার ঔজ্জ্বল্য নাই। বৃদ্ধাগণ বাস্তব-রতিমতী হইলেও তাঁহাদের বয়সজনিত বৈরূপ্যবশতঃ তাঁহাদের রতি হাসিমাত্রের উদয় করে; এ-স্থলেও বাস্তব-রতির অভাবে রসাভাসত্ব। পুলিন্দীগণ বাস্তব-রতিমতী হইলেও জাতিগত বৈরূপ্যবশতঃ, যজ্ঞপত্নীগণের ন্যায়, তাহাদের মধুর রসও আভাসত্বে পর্য্যবসিত হয়। লতাদিতে বৈদগ্ধ্য নাই-ই; বৃদ্ধাগণে বৈদগ্ধ্যের প্রাতিকূল্য দৃষ্ট হয়; পুলিন্দাগণে বৈদগ্ধ্যের বেশী

সম্ভাবনা নাই। এজন্য তাহাদের বিরূপতা ; এ-স্থলে লতাদি হইতেছে মধুরা রতির আশ্রয়ালম্বন-বিভাব। এই আশ্রয়ালম্বন-বিভাবের বিরূপতায় মধুররস উপরসে পরিণত হয়।

ক্রমশঃ উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

(১) **লতারূপ বিভাবের বৈরূপ্য**

"সখি মধু কিরতী নিশম্য বংশীং মধুমথনেন কটাক্ষিতাথ মৃদ্বী।

মুকুল-পুলকিতা লতাবলীয়ং রতিমিহ পল্লবিতাং হৃদি ব্যনক্তি॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১২॥

—সখি! শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কটাক্ষিতা এই লতাবলী বংশীধ্বনি শুনিয়া মধুবর্ষণ করিতেছে, মুকুলের দ্বারা পুলকিতাও হইয়াছে। তাহারা তাহাদের হৃদয়ে পল্লবিতা রতিই প্রকাশ করিতেছে।"

এ-স্থলে লতাসমূহ হইতেছে এই মধুরা রতির আশ্রয়ালম্বন-বিভাব ; কিন্তু লতার মধ্যে বৈদগ্ধ্যের একান্ত অভাব বলিয়া বিভাবের বৈরূপ্য হইয়াছে; তাহাতেই এ-স্থলে মধুররস উপরসে পরিণত হইয়াছে।

এ-স্থলে লতাদিগের বাস্তব রতিও নাই। আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য-বশতঃই তাহাদের মধ্যে আনন্দের উদয় হইয়াছে—অগ্নির সান্নিধ্যে গেলে যেমন আপনা-আপনিই উত্তাপের অনুভব হয়, তদ্রূপ। এই আনন্দানুভবকেই রতি বলা হইয়াছে—উৎপ্রেক্ষাদ্বারা।

(২) **পশুরূপ বিভাবের বৈরূপ্য**

"পশ্যাদ্ভুতাস্তুঙ্গমুদঃ কুরঙ্গীঃ পতঙ্গকন্যাপুলিনেঽদ্য ধন্যাঃ।

যাঃ কেশবাঙ্গে তদপাঙ্গপূতাঃ সানঙ্গরঙ্গাং দৃশমর্পয়ন্তি॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৩॥

—হে সখি! যমুনাপুলিনে এই অদ্ভুত হরিণীদিগকে দেখ ; তাহারা ধন্য। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা পবিত্র হইয়া আনন্দাতিশয়শালিনী হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে অনঙ্গ-তরঙ্গান্বিত-দৃষ্টি অর্পণ করিতেছে।"

লতাসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও তাহাই বক্তব্য।

(৩) **পুলিন্দীরূপ বিভাবের বৈরূপ্য**

"কালিন্দীপুলিনে পশ্য পুলিন্দী পুলকাচিতা।

হরেদৃ‌র্ক্চাপলং বীক্ষ্য সহজং যা বিঘূর্ণতে॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৩॥

—কালিন্দীপুলিনে পুলকান্বিতা পুলিন্দীকে অবলোকন কর ; এই পুলিন্দী শ্রীকৃষ্ণের নয়নের স্বাভাবিক চাপল্য দেখিয়া বিঘূর্ণিত হইয়াছে।"

পুলিন্দীর বৈদগ্ধ্যাদি বিশেষ নাই বলিয়া এ-স্থলে বিভাবের বিরূপতা ; তাহার ফলে মধুর রসের উপরসতা প্রাপ্তি।

(৪) **বৃদ্ধারূপ বিভাবের বৈরূপ্য**

"কজ্জলেন কৃতকেশকালিমা বিল্বযুগ্মরচিতোন্নতস্তনী।

পশ্য গৌরি কিরতী দৃগঞ্চলং স্মেরয়ত্যঘহরং জরত্যসৌ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৩॥

—হে গৌরি! দেখ! এই বৃদ্ধা কজ্জলদ্বারা (স্বীয় পক্ক) কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছে; দুইটী বিম্বফলদ্বারা নিজের উচ্চ স্তন রচনা করিয়াছে। এতাদৃশী এই বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হাস্যান্বিত করিতেছে।"

এ-সকল স্থলে বৃদ্ধাদিতেই অনুরাগ, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাহাদের প্রতি অনুরাগ নাই। এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"স্থায়িনোঽত্র বিরূপত্বমেকরাগতয়াপি চেৎ।
ঘটেতাসৌ বিভাবস্য বিরূপত্বেঽপ্যুদাহৃতিঃ॥ ৪।৯।১৩॥

—এ-স্থলে যদিও এক-রাগতাবশতঃ (এক জনেই রতি আছে বলিয়া) স্থায়িভাবেরই বিরূপত্ব ঘটে [৭।১৯৭-ক (১) অনু], তথাপি বিভাবের বিরূপতা-সম্বন্ধেও এই উদাহরণ। (স্থায়িভাবের বিরূপতাও বাস্তবিক বিভাবেরই বিরূপতা; বিভাবের বিরূপতাই স্থায়িভাবে আরোপিত হয়। সুতরাং স্থায়িভাবের একরাগতারূপ বৈরূপ্যের উদাহরণ বিভাবের বিরূপতার উদাহরণরূপে প্রযুক্ত হইলে দোষের হয় না)।"

(৫) **উপসংহার**

বিভাবের বৈরূপ্য-সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

—আশ্রয়ালম্বনের বাস্তব-মধুররতি, সেই রতির ঔজ্জ্বল্য (সুপরিস্ফুটতা), আশ্রয়ালম্বনের বৈদগ্ধ্য ও সুবেশত্ব (জরতীর ন্যায় কৃত্রিম বেশ নহে)—এই সমস্তই মধুররসের বিভাবত্ব—অর্থাৎ এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের রতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে—সুতরাং নায়িকার রতিকে মধুর-রসে পরিণত করিতে পারে। এ-সমস্তের অভাব হইলে নায়িকার মধুরা-রতি বাস্তব রসে পরিণত হয় না, উপরসেই বা রসাভাসেই পরিণত হয়।

শুচিত্বৌজ্জ্বল্যবৈদগ্ধ্যাৎ সুবেশত্বাচ্চ কথ্যতে।
শৃঙ্গারস্য বিভাবত্বমন্যত্রাভাসতা ততঃ॥ ৪।৯।১৩॥

[শুচি—মধুরা রতি]

গ। অনুভাবের বৈরূপ্যজনিত উপরস

"সময়ানাং ব্যতিক্রান্তিগ্রাম্যত্বং ধৃষ্টতাপি চ।
বৈরূপ্যমনুভাবাদের্মনীষিভিরুদীরিতম্॥ ভ. র, সি, ৪।৯।১৩॥

—সময়ের (আচারের) ব্যতিক্রম, গ্রাম্যত্ব এবং ধৃষ্টতাও—মনীষীরা এ-সমস্তকে অনুভাবাদির বৈরূপ্য বলিয়া থাকেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"সময়াঃ আচারাঃ—সময়-শব্দের অর্থ হইতেছে আচার।" শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনুভাবাদেরিত্যত্রাদিশব্দাদ্ ব্যভিচারিণামপি বৈরূপ্যম্।—শ্লোকস্থ 'অনুভাবাদি'-শব্দের অন্তর্গত 'আদি'-শব্দে ব্যভিচারিভাবকেও বুঝায়;

যে-সমস্ত কারণে অনুভাব বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, সে-সমস্ত কারণে ব্যভিচারিভাবও বিরূপতা প্রাপ্ত হয়।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন--"সময়ানাম্ আচারাণাং ব্যতিক্রমঃ—খণ্ডিতাদিনায়িকানাং কান্তে রোষব্যঞ্জক-বচনাদয় এব রসশাস্ত্রোক্তাচারাঃ, তথাপি প্রিয়য়া কত্র্যা পুষ্পাদিভিস্তাড়নাদিষু সৎসু পুংসঃ প্রিয়স্য স্মিতাদয় এব আচারাঃ, ন তু রোষোদিতাদয়ঃ, এতেষাং রোষোদিতানামন্যথাভাবঃ॥ -সময়ের (অর্থাৎ আচারের) ব্যতিক্রম হইতেছে এইরূপ ; যথা, কান্তের প্রতি খণ্ডিতাদি-নায়িকার রোষব্যঞ্জক-বাক্যাদিই হইতেছে রসশাস্ত্রোক্ত আচার ; প্রিয়া নায়িকা যদি পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার প্রিয় নায়ককে তাড়নাদি করেন, তাহা হইলে সে-স্থলে প্রিয় নায়কের মন্দহাসি প্রভৃতিই হইতেছে আচার, নায়ককর্তৃক রোষব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগ আচার নহে (তাহা হইবে আচারের ব্যতিক্রম)।"

(১) সময়ের ব্যতিক্রম-জনিত বৈরূপ্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"সময়াঃ খণ্ডিতাদীনাং প্রিয়ে রোষোদিতাদয়ঃ।
পুংসঃ স্মিতাদয়শ্চাত্র প্রিয়য়া তাড়নাদিষু।
এতেষামন্যথাভাবঃ সময়ানাং ব্যতিক্রমঃ॥৪।৯।১৪॥

—প্রিয় নায়কের প্রতি রোষব্যঞ্জক-বাক্যাদি হইতেছে খণ্ডিতাদি নায়িকার আচার ; প্রিয়া নায়িকা যদি নায়ককে তাড়নাদি করেন, তাহা হইলে মন্দহাসি-প্রভৃতি হইতেছে নায়কের আচার। এ-সকলের অন্যথাভাব হইলে সময়ের (আচারের) ব্যতিক্রম হয়।"

অর্থাৎ খণ্ডিতাদি নায়িকা নায়কের প্রতি রোষব্যঞ্জক-বাক্যাদি প্রয়োগ না করিয়া যদি মিষ্ট-বাক্যাদি প্রয়োগ করেন, কিম্বা নায়িকাকর্ত্তৃক তাড়নাদিতে নায়ক মন্দহাসি-প্রভৃতি প্রকাশ না করিয়া যদি রুষ্টবাক্যাদি প্রয়োগ করেন, তাহাহইলে সময়ের বা আচারের ব্যতিক্রম হইবে।

একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

"কান্তানখাঙ্কিতোঽপ্যদ্য পরিহৃত্য হরে ত্রিয়ম্।
কৈলাসবাসিনীং দাসীং কৃপাদৃষ্ট্যা ভজস্ব মাম্॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৪॥

—(কোনও কৈলাসবাসিনী নারী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে হরে ! যদিও তোমার দেহে অন্য কান্তার নখচিহ্ন বিরাজিত, তথাপি তজ্জন্য লজ্জা অনুভব না করিয়া তুমি কৃপাদৃষ্টিদ্বারা কৈলাসবাসিনী এই দাসীকে অঙ্গীকার কর।"

অন্যকান্তাকর্তৃক সম্ভোগের চিহ্ন দেখিলে নায়িকার রোষোক্তিই হইতেছে স্বাভাবিক আচার। তাহার পরিবর্ত্তে কৈলাসবাসিনী নারী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছেন বলিয়া আচারের ব্যতিক্রম হইয়াছে এবং অনুভাবের বৈরূপ্য জন্মিয়াছে। কৈলাসবাসিনীর মধুরারতি উপরসে পরিণত হইয়াছে। কৈলাস-বাসিনীর কৃষ্ণসঙ্গ-বাসনা হইতেছে এ-স্থলে অনুভাব।

(২) গ্রাম্যত্বজনিত বৈরূপ্য

গ্রাম্যত্ব কাহাকে বলে ? ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"বালশব্দাদ্যুপন্যাসো বিরসোক্তি-প্রপঞ্চনম্।
কটিকণ্ডূতিরিত্যাদ্যং গ্রাম্যত্বং কথিতং বুধৈঃ ॥৪।৯।১৪॥

—বাল-শব্দাদির উপন্যাস, বিরসোক্তির প্রপঞ্চন এবং কটিকণ্ডুয়নাদিকে পণ্ডিতগণ গ্রাম্যত্ব বলিয়া থাকেন।"

"কিং নঃ ফণিকিশোরীণাং ত্বং পুষ্করসদাং সদা।
মুরলীধ্বনিনা নীবীং গোপবাল বিলুম্পসি ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৫॥

—হে গোপবালক ! আমরা হইতেছি কালিয়হ্রদবাসিনী ফণীকিশোরী ; তুমি কেন সর্ব্বদা মুরলীধ্বনি-দ্বারা আমাদের নীবী খসাইতেছ ?"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে গোপবালক-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া গ্রাম্যত্ব-দোষ হইয়াছে। এজন্য উপরস হইয়াছে।

(৩) ধৃষ্টতাজনিত বৈরূপ্য

"প্রকটপ্রার্থনাদিঃ স্যাৎ সম্ভোগাদেস্তু ধৃষ্টতা ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৫॥

—সম্ভোগাদির জন্য স্পষ্টরূপে প্রার্থনাদিকে ধৃষ্টতা বলে।"

"কান্ত কৈলাসকুঞ্জোঽয়ং রম্যাহং নবযৌবনা।
ত্বং বিদগ্ধোঽসি গোবিন্দ কিংবা বাচ্যমতঃ পরম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৫॥

—হে গোবিন্দ ! এই কৈলাসকুঞ্জ ; আমিও রমণীয়া ও নবযৌবনা ; তুমিও বিদগ্ধ ; ইহার পরে আর কি বলিব ?"

এস্থলে স্পষ্টভাবে সম্ভোগেচ্ছা-জ্ঞাপনের দ্বারা অনুভাবের বৈরূপ্য জন্মিয়াছে ; তাহাতে উপরস জন্মিয়াছে।

১৯৮। গৌণ উপরস

যে-সমস্ত কারণে শান্তাদি মুখ্যরসগুলি উপরসে পরিণত হয়, সেই সমস্ত কারণেই হাস্যাদি গৌণ রসগুলিও উপরসে পরিণত হইয়া থাকে।

"এবমেব তু গৌণানাং হাসাদীনামপি স্বয়ম্।
বিজ্ঞেয়োপরসত্বস্য মনীষিভিরুদাহৃতিঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৫॥

—এইরূপে হাসাদি গৌণরসসমূহের উপরসত্ব পণ্ডিতগণ স্বয়ং অবগত হইবেন।"

১৯৯। অনুরস

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"ভক্ত্যাদিভি র্বিভাবাদ্যৈঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিতৈঃ।
রসা হাসাদয়ঃ সপ্ত শান্তশ্চানুরসা মতাঃ ॥৪।৯।১৬॥

—কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত ভক্তাদি-বিভাবাদিদ্বারা হাসাদি সপ্ত গৌণরস এবং শান্তরসও অনুরসে পরিণত হয়।”

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—এ-স্থলে ভক্ত-শব্দে (শান্তভক্ত, দাস্যভক্ত, সখ্যভক্ত, বৎসলভক্ত ও কান্তাভক্ত-এই) পাঁচ রকমের ভক্তকে বুঝায়। ভক্তাদিরূপ আলম্বন-বিভাবাদি যদি কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন রস অনুরস হয় বলিয়াই জানিতে হইবে। আর মূলশ্লোকে যে 'শান্ত' বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে শাস্ত্রান্তর-প্রসিদ্ধ রুক্ষ শান্ত। শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“বিভাবাদ্যৈঃ”-শব্দের অন্তর্গত 'আদি'-শব্দে অনুভাবাদিকে বুঝাইতেছে। আর 'শান্ত'-শব্দে (নির্বিশেষ)-ব্রহ্মালম্বন শান্তকে (অর্থাৎ যে শান্তের আলম্বন হইতেছে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, সেই শান্তকে) বুঝাইতেছে।

ক। হাস্য অনুরস

“তাণ্ডবং ব্যধিত হন্ত কক্খটী মর্কটী ভ্রূকুটীভিস্তথোদ্ধুরম্।
যেন পল্লবকদম্বকং বভৌ হাসডম্বরকরম্বিতাননম্॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৭॥

—কক্খটী নাম্নী বানরী ভ্রূকুটীর সহিত উৎকট নৃত্য বিধান করিলে গোপসমূহের হাস্যযুক্ত বদন শোভা পাইতে লাগিল।”

এ-স্থলে আলম্বন-বিভাব মর্কটী তাহার ভ্রূকুটী ও নৃত্য—ইহাদের কোনওটীর সহিতই কৃষ্ণের সম্বন্ধ নাই; অথচ তাদৃশ নৃত্য হাস্যের উদয় করাইয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধহীন বলিয়া এ-স্থলে হাস্য রসে পরিণত হয় নাই, অনুরসেই পরিণত হইয়াছে।

খ। অদ্ভুত অনুরস

“ভাণ্ডীরকে বহুধা বিতণ্ডাং বেদান্ততন্ত্রে শুকমণ্ডলস্য।
আকর্ণয়ন্নির্নিমিষাক্ষিপক্ষ্মা রোমাঞ্চিতাঙ্গশ্চ সুরর্ষিরাসীৎ॥ ভ, র সি, ৪।৯।১৮॥

—ভাণ্ডীর-বনস্থিত উর্দ্ধগ-লতাতে শুকপক্ষি-সকলের বেদান্ত-শাস্ত্রবিষয়ে বহু প্রকার বিতণ্ডা (বাদবিচার) শুনিয়া দেবর্ষি নারদ নির্নিমিষ-লোচন ও রোমাঞ্চিত-দেহ হইলেন।

শুকপক্ষিসকল কৃষ্ণসম্বন্ধহীন। বেদান্তবিষয়ে তাহাদের বাদবিচার হইতেছে অদ্ভুত ব্যাপার। তাদৃশ শুকসমূহের তাদৃশ বাদবিচার হইতে যে অদ্ভুতরসের উদয় হইয়াছে, তাহা বাস্তব রস নহে, তাহা হইতেছে অনুরস।

বীরাদি অন্যান্য গৌণরসসমূহও উল্লিখিত কারণে অনুরসে পরিণত হয়।

গ। তটস্থ-ভক্ত্যালম্বনে প্রকটিত হাসাদির অনুরসত্ব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

“অষ্টাবমী তটস্থেষু প্রাকট্যং যদি বিভ্রতি।
কৃষ্ণাদিভি র্বিভাদ্যৈস্তদাপ্যনুরসা মতাঃ॥৪।৯।১৯॥

—উল্লিখিত শান্ত এবং হাস্যাদি সপ্ত-এই আটটী রস যদি কৃষ্ণাদি-বিভাবাদি দ্বারা তটস্থ-ভক্ত্যালম্বনে প্রকটিত হয়, তাহা হইলেও অনুরসই হইবে।"

(তটস্থেষু ভক্ত্যালম্বনেষু-শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

২০০। অপরস

"কৃষ্ণ-তৎপ্রতিপক্ষাশ্চেদ্বিষয়াশ্রয়তাং গতাঃ।
হাসাদীনাং তদা তেঽত্র প্রাজ্ঞৈরপরসা মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৯॥

—কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রাজ্ঞগণ ঐ হাস্যাদিকে অপরস বলেন।"

ক। হাস্য অপরস

পলায়মানমুদ্বীক্ষ্য চপলায়তলোচনম্।
কৃষ্ণমারাজ্জরাসন্ধঃ সোল্লুণ্ঠমহসীন্মুহুঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।২০॥

—জরাসন্ধ দূর হইতে চপলায়ত-লোচন শ্রীকৃষ্ণকে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া পরিহাস-সহকারে বারম্বার হাসিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে কৃষ্ণ-বিপক্ষ জরাসন্ধের হাসি হইতেছে অপরস। এ-স্থলে জরাসন্ধের অনুগত এবং তাঁহারই ন্যায় অসুর-ভাবাপন্ন অপর কাহারও হাসিও হইবে অপরস। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি কোনও ভক্তের উপহাসময় হাস্য হইবে শুদ্ধ হাস্যরস (টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী)।

অদ্ভুতাদি অন্যান্য গৌণরসের অপরসত্বও উল্লিখিতরূপই।

দ্বাদশ অধ্যায়

রসাভাসাভাস, রসোল্লাস ও রসাভাসোল্লাস

২০১। রসাভাসাভাস, রসোল্লাস ও রসাভাসোল্লাস

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১৭৪ অনুচ্ছেদে প্রথমে রসাভাসের কথা বলিয়া তাহার পরে রসোল্লাসের এবং রসাভাসোল্লাসের কথা বলিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিষু কাব্যেষু চ রসাস্যাযোগ্যরসান্তরাদিসঙ্গত্যা বাধ্যমানাস্বাদ্যত্বম্ আভাসত্বম্। যত্র তু তৎসঙ্গতির্ভঙ্গিবিশেষেণ যোগ্যস্য স্থায়িন উৎকর্ষায় ভবতি, তত্র রসোল্লাস এব। কেনাপ্যযোগ্যস্যোৎকর্ষে তু রসভাসাস্যৈবোল্লাস ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৭৪॥

—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কাব্যসমূহে প্রস্তুত (বর্ণিতব্য) রসের সহিত অযোগ্য (বৈরী প্রভৃতি) অন্যরসের সম্মিলনে আস্বাদ্যত্বের যে ব্যাঘাত জন্মে, তাহাকে বলে **রসাভাস**। আর, যে-স্থলে অযোগ্য রসের সঙ্গতি (সম্মিলন) ভঙ্গিবিশেষদ্বারা যোগ্য স্থায়ীর (স্থায়িভাবের) উৎকর্ষের হেতু হয়, সে-স্থলে রসের উল্লাসই (**রসোল্লাস**) হইয়া থাকে। কোনও কারণে যে-স্থলে অযোগ্য রসই উৎকর্ষ লাভ করে, সে-স্থলে **রসাভাসোল্লাস** হইয়া থাকে।"

কেবল অযোগ্য রসের সম্মিলনেই যে রসাভাস হয়, তাহাই নহে। শ্রীজীবপাদ বলেন—অযোগ্য বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাবাদির সম্মিলনেও রসাভাস হইয়া থাকে।

যাহাহউক, আপাততঃ যাহাকে বিরোধ বলিয়া মনে হয়, অথচ যাহা বাস্তবিক বিরোধ নহে, তাহাকে যেমন বিরোধাভাস বলা হয়, তদ্রূপ আপাততঃ যাহাকে রসাভাস বলিয়া মনে হয়, অথচ বাস্তবিক যাহা রসাভাস নহে (অর্থাৎ অর্থান্তর গ্রহণাদিদ্বারা যাহার রসাভাসত্ব অপনীত হইতে পারে), তাহাকেও **রসাভাসাভাস** বলা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছে রসস্বরূপ ; তাহাতে রসাভাসাদি থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে এমন কতকগুলি শ্লোক আছে, যাহাদের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—ঐ শ্লোকগুলিতে রসাভাসাদি আছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে এতাদৃশ কয়েকটী শ্লোকের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ শ্লোকগুলিতে রসাভাসাদি নাই—বরং কতকগুলিতে আছে রসোল্লাস।* প্রীতিসন্দর্ভের ১৭৫-২০৩ অনুচ্ছেদসমূহে উদ্ধৃত কয়েকটী শ্লোকের আলোচনা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

* ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন। অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্ব্বেঽপি রসনাদ্ রসাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।২১॥—রসাভিজ্ঞগণ বলেন, সমস্ত ভাব, ভাবাভাস এবং কোনও কোনও রসাভাসও—এই সমস্তই আস্বাদ্যত্ববশতঃ রস হইয়া থাকে।

রসাভাসাভাস

২০২। মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য মুখ্যরসের মিলনজাত রসাভাসত্বের সমাধান

ক। হস্তিনাপুর-রমণীদের উক্তি

হস্তিনাপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় আগমন করিতেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরস্থা রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্য-মাধুর্য্যাদির দর্শনে বিস্মিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১০।২১-৩০-শ্লোকসমূহে তাহা গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১৭৪-অনুচ্ছেদে তন্মধ্যে দুইটী শ্লোকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

"স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো য এক আসীদবিশেষ আত্মনি"-ইত্যাদি।

—শ্রীভা, ১।১০।২১॥

নূনং ব্রত-স্নান-হুতাদিনেশ্বরঃ সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহিতপাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুঃ-ইত্যাদি ॥ শ্রীভা, ১।১০।২৮॥

—একমাত্র যিনি আত্মাতে অবিশেষরূপে (নিষ্প্রপঞ্চে নিজরূপে-স্বামিপাদ) অবস্থিত, এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই পুরাণপুরুষ। ইত্যাদি। সখি! ইনি যাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই ব্রত, স্নান এবং হোমাদিদ্বারা ঈশ্বরের (এই শ্রীকৃষ্ণরূপ ঈশ্বরের—স্বামিপাদ) অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; কেননা, ইঁহারা মুহুর্মুহু এই শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিতেছেন। ইত্যাদি।"

এই প্রসঙ্গে প্রীতিসন্দর্ভ বলেন—"জ্ঞানবিবেকাদিপ্রকাশেনাত্র হি শান্ত এবোপক্রান্তঃ। উপসংহৃতশ্চোজ্জ্বলঃ। তেন চাস্য বৎসলনেব মিলনে সঙ্কোচ এবেতি পরস্পরমযোগ্যসঙ্গত্যাভাস্যতে॥ পুরীদাসমহাশয়ের সংস্করণ ॥ ১৭৪॥—(যিনি আত্মাতে অবিশেষরূপে অবস্থিত-ইত্যাদি বাক্যে) এ-স্থলে শান্তরসে উপক্রম করা হইয়াছে; কিন্তু (শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ মুহুর্মুহু তাঁহার অধরামৃত পান করিতেছেন—এই বাক্যে) উপসংহার করা হইয়াছে উজ্জ্বল-রসে (মধুর রসে)। এই হেতু, বৎসল-রসের সহিত মধুর-রসের মিলনে যেমন মধুর-রসের সঙ্কোচ হয়, তদ্রূপ এ-স্থলে (শান্ত ও মধুর-এই দুইটী) পরস্পর অযোগ্যরসের মিলনে রসাভাস হইয়াছে।"

কিন্তু রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভাস থাকিতে পারে না। ইহার সমাধান আছে। "অত্র সমাধীয়তে চান্যৈঃ।—'স বৈ কিল' ইত্যাদিকমন্যাসাং বাক্যং; 'নূনম্'-ইত্যাদিকন্তু অন্যাসাম্। 'এবম্বিধা বদন্তীনাম্'-ইত্যাদি (শ্রীভা, ১।১০।৩১) শ্রীসূতবাক্যঞ্চ সর্ব্বানন্দনপরমেবেতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ।১৭৪॥—অপরাপর বিজ্ঞগণ এ-স্থলে এইরূপ সমাধান করেন। যথা, 'স বৈ কিল'-ইত্যাদি হইতেছে অন্য রমণীদের বাক্য; 'নূনম্'-ইত্যাদি হইতেছে অন্য রমণীদের বাক্য (অর্থাৎ এই উভয় বাক্য একজনের উক্তি নহে, ভিন্ন ভিন্ন জনের উক্তি)। 'এবম্বিধা বদন্তীনাম্'-ইত্যাদি শ্রীসূতবাক্যও সকলের আনন্দসূচক।"

তাৎপর্য্য এই। উপরে উদ্ধৃত প্রীতিসন্দর্ভবাক্যের "অন্যৈঃ"-শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "স বা কিলায়ং"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১১।০।২১-শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে তিনিই লিখিয়াছেন—"তত্র তেজঃ-সৌন্দর্য্যাদ্যতিশয়েন বিস্মিতাভ্যঃ সখীভ্যোঽন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কথয়ন্তি নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ সাক্ষাদীশ্বরত্বাদস্যেতি স বা ইতি চতুর্ভিঃ।—শ্রীকৃষ্ণের তেজঃ-সৌন্দর্য্যাদির আতিশয্য দর্শন করিয়া যে সমস্ত সখী বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্য রমণীগণ বলিতেছেন—ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) ঈশ্বর বলিয়া ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। 'স বৈ কিল'-ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বর-জ্ঞানবিশিষ্ট রমণীগণের কথাই বলা হইয়াছে।" শ্রীধরস্বামিপাদের এই উক্তি হইতে জানা গেল—'স বা কিল'-শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটী শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি-সম্পন্না (অর্থাৎ শান্তভাবাপন্না) রমণীদের কথা। যে শ্লোকে মধুর-রসের কথা বলা হইয়াছে, সেই 'নূনং ব্রত-স্নান'-ইত্যাদি শ্লোকটী হইতেছে স্বামিপাদ-কথিত চারিটী শ্লোকের পরবর্ত্তী একটী শ্লোক ; সুতরাং এই মধুর-রসাত্মক শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধিবিশিষ্টা শান্তভাবাপন্না রমণীদের কথা নহে ; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাতিশয্যে বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের উক্তিই এই, 'নূনং ব্রত-স্নান'-ইত্যাদি মধুর-রসাত্মক শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। এইরূপে জানা গেল—শান্তরসাত্মক বাক্যগুলি একশ্রেণীর রমণীদের উক্তি এবং মধুর-রসাত্মক বাক্যগুলি অপর এক শ্রেণীর রমণীদের উক্তি। দুইটী রসের আশ্রয় ভিন্ন হওয়ায় এ-স্থলে দুইটী রসের মিলন হয় নাই—সুতরাং রসাভাসও হয় নাই।

খ। পৃথুমহারাজের উক্তি

"অথাভজে ত্বাখিলপুরুষোত্তমং গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলির্ন স্যাৎ কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ॥
জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং স্যাদেব॥ ইত্যাদি॥ শ্রীভা, ৪।২০।২৭-২৮॥

—(পৃথু মহারাজ শ্রীবিষ্ণুকে বলিয়াছেন) আমি লক্ষ্মীর ন্যায় উৎসুক হইয়া অখিল-পুরুষোত্তম এবং গুণালয় তোমারই ভজন করিব। লক্ষ্মী ও আমি—উভয়েই তোমার চরণে একতান ; একই পতির জন্য দুই জনের অভিলাষ হইয়াছে বলিয়া আমাদের দুইজনের মধ্যে কলহ হইবে না তো? জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত বিরোধ (কলহ) হইলেও আমি তোমার ভজন করিব।"

এ-স্থলে পৃথুমহারাজের উক্তির আরম্ভে দাসভাব-নামক ভক্তিময় রস দৃষ্ট হয় ; প্রকরণ হইতেই পৃথুমহারাজের দাসভাব জানা যায় ; দাসভাব অবলম্বন করিয়াই তিনি শ্রীবিষ্ণুর স্তব করিয়াছেন। সুতরাং উক্তির আরম্ভেই দেখা যায় যোগ্য স্থায়ী দাস্যরতি ; কিন্তু তাঁহার উক্তির পরবর্ত্তী অংশে লক্ষ্মীর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর সেবার বাসনায় মধুরভাব দৃষ্ট হইতেছে। স্থায়িভাব শান্তরতির পক্ষে মধুরভাব হইতেছে অযোগ্য ; সুতরাং একই আশ্রয়ে এই দুইয়ের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ইহার সমাধান কি ? সমাধান হইতেছে এইরূপ :—

এ-স্থলে পৃথুমহারাজের লক্ষ্মীর ন্যায় কান্তাভাব-বাসনা জন্মে নাই, কিন্তু ভক্তিবাসনাই জন্মিয়াছিল। লক্ষ্মীর ভক্ত্যংশই পৃথুমহারাজের কাম্য, কান্তাভাব কাম্য নহে। ভক্ত্যংশের সাদৃশ্যেই দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য। শ্রীবিষ্ণুর পরম-কৃপাপরিপুষ্ট বলিয়া বীরাখ্য-দাসভাবপ্রাপ্ত পৃথুর পক্ষে ভক্ত্যংশে লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিতা অসঙ্গত নহে। অন্যান্যেরা (শ্রীধরস্বামিপাদ)* কিন্তু মনে করেন— পৃথুমহারাজের বাক্য হইতেছে শ্রীবিষ্ণুর দীনবিষয়ক-কৃপাসূচক প্রেমময় বাঙ্‌মাধুর্য্যমাত্র, লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিতামূলক নহে। যেহেতু, "করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ॥ শ্রীভা, ৪।২০।২৮॥ "হে বিষ্ণো! দীনবৎসল তুমি দীনের প্রতি দয়া করিয়া দীনের তুচ্ছ কার্য্যকেও বহু বলিয়াই মনে কর"- এই বাক্যে পৃথুমহারাজ নিজেকে তুচ্ছ বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

এইরূপ ভক্ত্যংশের সাদৃশ্য অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। শ্রীবামনদেব বলি-মহারাজের মস্তকে চরণ অর্পণ করিলে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, "নেমং বিরিঞ্চো লভতে প্রসাদং ন শ্রীর্ন শর্ব্বঃ কিমুতাপরেঽন্যে॥ শ্রীভা, ৮।২৩।৬॥ —ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং ইন্দ্রও এই প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই, অন্যের কথা আর কি বলিব?" শ্রীনৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদের নিজের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনও প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

"ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্ জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া যন্মে কৃতঃ শিরসি পদ্মকরপ্রসাদঃ॥ শ্রীভা, ৭।৯।২৬॥

—হে ঈশ! যাহাতে তমোগুণের আধিক্য, সেই এই অসুরকুলে জাত এবং রজোগুণ হইতে উৎপন্ন আমিই বা কোথায়? আর তোমার অনুকম্পাই বা কোথায়? আমার মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ করিয়া আমার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, ব্রহ্মা, শিব এবং লক্ষ্মীরও সেই প্রসাদ লাভ হয় নাই।"

শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিদ্বয়ের তাৎপর্য্য হইতেছে এই। ব্রহ্মা, শিব, বা লক্ষ্মী যে কখনও স্ব-স্ব মস্তকে শ্রীবিষ্ণুর করস্পর্শরূপ সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, বা করেন না— ইহা প্রহ্লাদের অভিপ্রেত নহে। তাঁহারাও তাদৃশ প্রসাদ লাভ করেন; কিন্তু যে সময়ে শ্রীবামনদেব আবির্ভূত হইয়া বলি-মহারাজের মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যখন শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া প্রহ্লাদের মস্তকে করস্পর্শ করাইয়াছিলেন, সেই সময়ে—ব্রহ্মা, শিব এবং লক্ষ্মী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও—বামনদেব তাঁহাদের মস্তকে পদার্পণ না করিয়া বলিমহারাজের মস্তকেই পদার্পণ করিয়াছেন এবং নৃসিংহদেবও ব্রহ্মাদির মস্তকে কর অর্পণ না করিয়া প্রহ্লাদের মস্তকেই করার্পণ করিয়াছিলেন।

উভয়স্থলেই ভগবানের করের বা চরণের মস্তকে অর্পণ-বিষয়েই সাম্য। ভগবান্ যে ব্রহ্মাদির

* তথাপি ইন্দ্রবিরোধে মৎপক্ষপাতবদত্রাপি তব পক্ষপাত এব স্যাদিত্যাহ। ফল্গুতুচ্ছমপি উরু বহু করোষি, যতো দীনেষু বৎসলঃ দয়াবান্। নহু ব্রহ্মাদিভিরভিপ্রার্থিতাং শ্রিয়ং বিহায় ময়ি পক্ষপাত এব কথং স্যাৎ? অত আহ। স্বে স্বরূপ এবাভিরতস্য তয়া কিং প্রয়োজনম্? তাং নাদ্রিয়স ইত্যর্থঃ॥ শ্রীভা, ৪।২০।২৮ শ্লোকের স্বামিটীকা॥

মস্তকে কর বা চরণ অর্পণ করেন, তাহাতে ভগবানের প্রতি ব্রহ্মাদির ভক্তিই সূচিত হইতেছে। তিনি যে বলিমহারাজের বা প্রহ্লাদের সম্বন্ধে তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতেও বলিমহারাজ এবং প্রহ্লাদের ভক্তিই সূচিত হইতেছে। সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণদ্বয়ে ভক্ত্যংশেই ব্রহ্মাদির সহিত বলি এবং প্রহ্লাদের সাদৃশ্য।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—পৃথুমহারাজের উক্তিতে যে রসাভাস আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক রসাভাস নহে। কেননা, পৃথুর স্থায়িভাব দাস্যের সহিত যদি মধুর-ভাবের মিলন হইত, তাহা হইলেই রসাভাস হইত। এ-স্থলে কিন্তু মধুরভাব পৃথুমহারাজের কাম্য নহে, দাস্যই তাঁহার কাম্য। তাঁহাতে মধুর-ভাবের অভাব বলিয়া তদাশ্রিত দাস্যের সহিত মধুরের মিলনই হয় নাই— সুতরাং রসাভাসও হয় নাই।

গ। শ্রীবসুদেবাদি-পিতৃত্বাভিমানীদের প্রসঙ্গ

দেবকী-বসুদেব হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের যোগ্য বৎসল-রতি। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে (যেমন কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরে) তাঁহারা ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। ভক্তিভরে স্তব হইতেছে দাস্যরতির পরিচায়ক। পিতামাতার পক্ষে সন্তানবিষয়ে দাস্যরতি অযোগ্য। এ-স্থলে বৎসলের সঙ্গে দাস্যের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রীতিসন্দর্ভে ইহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান দৃষ্ট হয়।

"যথৈব শ্রীকৃষ্ণস্তদ্ভক্তসুখব্যঞ্জক-নানালীলার্থং বিরুদ্ধানপি গুণান্ ধারয়তি, ন চ তৈর্বিরুধ্যতে অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ, তথা তল্লীলাধিকারিণস্তেঽপি। অস্তি চৈষাং তদ্‌যোগ্যতা। × × × ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদৃশ-লীলাসময়স্তাদৃশ এব ভাবস্তদ্‌বিধস্যাবির্ভবতি। ততো ন বিরোধোঽপি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৭৮॥—শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁহার ভক্তগণের সুখব্যঞ্জক নানাবিধ লীলার নিমিত্ত নানাবিধ বিরুদ্ধ গুণও ধারণ করেন, তিনি অচিন্ত্য-শক্তিশালী বলিয়া তাহাতে যেমন কোনও বিরোধ ঘটে না, তদ্রূপ তাঁহার লীলাধিকারী পরিকরগণও অনেক বিরুদ্ধ গুণ ধারণ করিয়া থাকেন; তাদৃশ গুণ ধারণ করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে (যেমন শ্রীবলদেবের মধ্যে বৎসল, সখ্য ও দাস্য ভাবও দৃষ্ট হয়)। × × × সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণের যখন যেমন লীলা প্রকটিত হয়, সেই পরিকরগণেরও তখন তেমন ভাব উপস্থিত হয়; এজন্য কোনও বিরোধ ঘটিতে পারে না।"

দেবকী-বসুদেবও শ্রীকৃষ্ণের লীলাধিকারী পরিকর; তাঁহাদের মধ্যেও বৎসল, দাস্য প্রভৃতি বিবিধ ভাব বর্ত্তমান। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া তাঁহারাও অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন; যেহেতু স্বরূপশক্তিও অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না। স্বরূপ-শক্তি বিভ্বী বলিয়া তাঁহারাও বিভু; বিভু বস্তু পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় বলিয়া বিভু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন বহু বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম বিরাজমান, তাঁহাদের মধ্যেও বহু বিরুদ্ধ-ভাব বিরাজমান। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়ত্বে কোনও বিরোধ জন্মেনা। কিন্তু তাঁহারা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয় হইলেও বিরুদ্ধ-ধর্ম্মসমূহ একই

সময়ে, বা যে-কোনও সময়ে, আবির্ভূত হয় না। ভক্তচিত্তবিনোদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন যে লীলা প্রকটিত করেন এবং সেই লীলায় তিনি যে ভাব প্রকটিত করেন, সেই লীলায় লীলাধিকারী পরিকরগণেরও তদনুরূপ ভাবই প্রকটিত হয়। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-বসুদেবের সাক্ষাতে তাঁহার ঈশ্বর-রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন ; দেবকী-বসুদেবের মধ্যেও তখন ভক্তিময় দাস্যভাব প্রকটিত হইয়াছিল। যখন দাস্যভাব প্রকটিত হইয়াছিল, ঠিক তখনই বৎসল-ভাবের প্রকটন হয় নাই। আবার যখন বৎসল আবির্ভূত হইয়াছিল, ঠিক তখন দাস্য-ভাবও প্রকটিত হয় নাই। এজন্য কোনও বিরোধ হয় নাই এবং বিরোধ হয় নাই বলিয়া রসাভাসও হয় নাই।

ব্রজরাজের উক্তি

দেবকী-বসুদেবের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ব্রজরাজ শ্রীনন্দের প্রসঙ্গ উথাপিত করিয়া বলিয়াছেন—"মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুরিত্যাদিকানি শ্রীব্রজেশ্বরাদি-বাক্যানি তু ন তাদৃশানী অভিপ্রায়-বিশেষেণ বৎসলরসস্যৈব পুষ্টতয়া স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১৭৬॥—উদ্ধবের নিকটে শ্রীব্রজরাজ যে বলিয়াছেন—'আমাদের মনের বৃত্তিসমূহ কৃষ্ণচরণ-কমলাশ্রয় হউক'-এই বাক্যের সমাধান কিন্তু সেইরূপ (দেবকী-বসুদেবের স্তবাদির সমাধানের ন্যায়) নহে ; কেননা, অভিপ্রায়-বিশেষের দ্বারা এই বাক্য যে বাৎসল্যরসেরই পোষক, তাহা পরে প্রতিপন্ন করা হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব-খ্যাপন করিয়া নন্দ-যশোদার কৃষ্ণবিরহজনিত মনস্তাপের অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদ্ধব যখন মথুরায় ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন শ্রীনন্দাদি গোপগণ বিবিধ উপায়ন হস্তে লইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশতঃ অশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,

"মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বনাদিষু॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬৬॥

—আমাদের মনের সমস্ত বৃত্তি কৃষ্ণপাদাশ্রয়া হউক ; আমাদের বাক্য তদীয় নামকীর্ত্তনে এবং আমাদের দেহ তাঁহার প্রণামাদিতে রত হউক।"

যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, এ-স্থলে শ্রীনন্দাদির যোগ্য বাৎসল্যের সঙ্গে অযোগ্য ভক্তিময়-দাস্যের মিলন হইয়াছে—সুতরাং রসাভাস হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ; এই দাস্য বৎসলেরই পুষ্টিবিধান করিয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"অনুরাগেণ প্রাবোচন্নিত্যুক্তত্বাৎ মনস-ইত্যাদিরনুরাগকৃতেবোক্তির্নৈশ্বর্য্যজ্ঞানকৃতা তস্মাত্ত-দৈশ্বর্য্যপ্রধানং মতমালোক্য স্বাস্তর্দুঃখব্যঞ্জকেন ন্যাষীদৎ উর্ব্যামিতি (শ্রীভা, ১০।৪৮।৪) সাক্ষাৎ স্থিতস্য স্বপ্রভোর্গৌরবাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্। তদভ্যুপগমবাদেনৈব স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে মনস ইতি দ্বাভ্যাম্। যদি ভবদ্ভিরসাবীশ্বরত্বেনৈব মন্যতে, যদি চাস্মাকং তৎপ্রাপ্তুর্দূরত এব, তথৈব তত্রৈবাস্মকং তদুচিতা বৃত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ স্যুঃ, ন তু তদুদাসীনা ইত্যর্থঃ।"

তাৎপর্য্য। উদ্ধব স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উচ্চ আসনেও বসিতেন না ; কুব্জার গৃহের একটী ব্যাপার হইতে তাহা জানা যায়। উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন কুব্জার গৃহে গিয়াছিলেন, তখন কুব্জা উভয়কেই বসিবার জন্য আসন দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসনে বসিলেন ; কিন্তু উদ্ধব কুব্জাপ্রদত্ত উচ্চ আসনে বসিলেন না ; কুব্জার প্রীতির জন্য তিনি কুব্জাপ্রদত্ত আসনের যথোচিত বন্দনা করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন। ইহাতেই জানা যায়—উদ্ধব স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি পোষণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রজে প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন নন্দমহাজের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-খ্যাপন করিলেন, তখন নন্দমহারাজ মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরববুদ্ধি পোষণ করেন বলিয়াই উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধবকথিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ; বাৎসল্যই তাঁহার চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজিত ছিল। উপরে উদ্ধৃত "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—"নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ॥—'মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ'-ইত্যাদি বাক্যগুলি নন্দাদি অনুরাগের সহিতই অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছিলেন।" শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীনন্দের অন্তঃকরণে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। এই দুঃখের কারণ হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনুরাগ, প্রগাঢ় বাৎসল্য। উদ্ধবের কথিত শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা শুনিয়া শ্রীনন্দের চিত্তেও যদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্ববুদ্ধি জন্মিত, তাহা হইলে বাৎসল্যজনিত অনুরাগ তিরোহিত হইয়া যাইত, কৃষ্ণবিরহের কথাও তাঁহার মনে জাগিত না (কেননা, উদ্ধবই বলিয়াছেন—পরমেশ্বর কৃষ্ণের সহিত কাহারও বিচ্ছেদ সম্ভব নহে) এবং কৃষ্ণবিরহের স্মৃতিতে তাঁহার নয়নে অশ্রুধারাও প্রবাহিত হইত না। তথাপি যে তিনি "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ"-ইত্যাদি কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই। তিনি যুক্তির অনুরোধে উদ্ধবের কথা স্বীকার করিয়াই বলিয়াছেন—"উদ্ধব! যদি তুমি এই কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে কর, যদিও আমাদের পক্ষে তাঁহার (তোমার কথিত ঈশ্বরের) প্রাপ্তি সদূরপরাহত, তথাপি আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি সেই কৃষ্ণপাদাশ্রয়া হউক, তাঁহা হইতে উদাসীন যেন না হয়।" শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামীও "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ"-ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

'শুন উদ্ধব! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়। তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাঁহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি। তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥
—শ্রীচৈ, চ, ১।৬।৫৪-৫৫॥"

নন্দমহারাজের এই উক্তির তাৎপর্য্য যেন এইরূপ—"উদ্ধব! কৃষ্ণ-নামে তোমার ভগবান্ যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার চরণে আমাদের মতি হউক ; কিন্তু যে-কৃষ্ণের সংবাদ লইয়া তুমি আসিয়াছ, সেই কৃষ্ণ হইতেছে আমার পুত্র, সেই কৃষ্ণ ভগবান্ নহেন।"

ইহাতে জানা যায়—শুদ্ধবাৎসল্যই নন্দমহারাজের চিত্তে সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত ;

উদ্ধবকথিত শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা তাঁহার চিত্তে ভক্তিময় দাস্যভাব জন্মাইতে পারে নাই; বরং তাহা নন্দমহারাজের শুদ্ধ বাৎসল্যকে পরিপুষ্টই করিয়াছে। একথা বলার হেতু এই—উদ্ধব-কথিত ঈশ্বর-কৃষ্ণের চরণে নন্দমহারাজের রতি-মতি প্রার্থনায় নন্দমহারাজের অভিপ্রায় হইতেছে—"উদ্ধব! তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণের কৃপায় যেন আমার পুত্র কৃষ্ণের মঙ্গল হয়।"

শ্রীনন্দ ও শ্রীবসুদেবের বাৎসল্যের পার্থক্য

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, বসুদেবের ন্যায় নন্দমহারাজও শ্রীকৃষ্ণের লীলাধিকারী পরিকর; সুতরাং বসুদেবের ন্যায় নন্দমহারাজের চিত্তেও নানাভাব থাকিতে পারে। তথাপি, বসুদেবের ন্যায় শ্রীনন্দের চিত্তে ভক্তিময় দাস্যভাবের আবির্ভাব হইল না কেন?

ইহার উত্তর এই। বসুদেব এবং নন্দমহারাজ উভয়েরই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বাৎসল্য-ভাব; কিন্তু তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের পার্থক্য আছে; নন্দমহারাজের বাৎসল্য কেবল, অত্যন্ত গাঢ়; বসুদেবের বাৎসল্য তদ্রূপ নহে। বসুদেবের বাৎসল্য-প্রেম নন্দমহারাজের বাৎসল্য অপেক্ষা কম গাঢ়, কিঞ্চিৎ তরল; তাই তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে; বসুদেবের চিত্তস্থিত ভক্তিময় দাস্য-ভাবও তাহাকে ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া নিজেকে আবির্ভূত করিতে পারে; কিন্তু নন্দমহারাজের বাৎসল্য-প্রেম অত্যন্ত গাঢ় বলিয়া তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না, তাঁহার চিত্তস্থিত ভক্তিময় দাস্যও সেই প্রেমকে ভেদ করিয়া আত্মপ্রকট করিতে পারে না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা-শ্রবণের কথা দূরে, গোবর্দ্ধন-ধারণাদিলীলায় সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেও নন্দমহারাজের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান জন্মেনা, তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পুত্র বলিয়াই মনে করেন। নন্দমহারাজ কেন, ব্রজের যে-কোনও পরিকরের বিশুদ্ধ নির্ম্মল কেবল প্রেমেরই এইরূপ ধর্ম্ম।

কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জনে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১৯।১৭২॥

ঘ। শ্রীদামাবিপ্রের উক্তি

শ্রীদামা বিপ্র ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী; সান্দিপনী মুনির গৃহে তাঁহারা এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিৎ॥ ১০।৮০।৬॥"-শ্লোক হইতে জানা যায়, তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা। আবার, "কথয়াঞ্চক্রতুঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৮০।২৭ শ্লোক হইতে জানা যায়, শ্রীদামা যখন দ্বারকায় গিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদামা উভয়ে উভয়ের হস্তধারণ করিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন—"করৌ গৃহ্য পরস্পরম্।" ইহাতে উভয়ের সখ্যভাবোচিত ব্যবহারের কথাও জানা যায়। কিন্তু কথাবার্ত্তাপ্রসঙ্গে দ্বারকায় শ্রীদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,

"কিমস্মাভিরনির্বৃত্তং দেবদেব জগদ্গুরো।
ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরাববূৎ॥ শ্রীভা, ১০।৮০।৪৪॥

—হে দেবদেব! হে জগদ্গুরো! তুমি সত্যকাম। আমরা যখন তোমার সঙ্গে একত্রে গুরুকুলে বাস করিয়াছি, তখন আমাদের আর কি-ই বা অসম্পন্ন রহিয়াছে?"

শ্রীদামাবিপ্রের এই বাক্যে ভক্তিময় দাস্যরতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; তাহাতে তাঁহার সখ্যভাবের সহিত দাস্যভাবের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-স্থলেও পূর্ব্ববর্ত্তী গ-উপ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রীবলদেবের ভাবের সমাধানের ন্যায় সমাধান করিলে দেখা যাইবে, রসাভাস হয় নাই।

৬। **শ্রীরুক্মিণীদেবীর উক্তি**

শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের মহিষী; শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার কান্তভাব, মধুর ভাব। কিন্তু তিনি এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,

"ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি॥
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগধ্বস্তাশিষোঽব্জভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে॥
—শ্রীভা, ১০।৬০।৩৯॥

—আত্মারাম মুনিগণ আপনার মহিমা কীর্ত্তন করেন; আপনি পরমাত্মা, আত্মদ (মোক্ষসমূহে সেই সেই আবির্ভাব-প্রকাশক—সালোক্যাদি-মুক্তিতে মুক্তপুরুগণ যে-সকল স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সে-সকল স্বরূপের প্রকাশক); এজন্য আপনার ভ্রূবিক্ষেপে উদিত কালবেগে নষ্টমঙ্গল পদ্মযোনি ও স্বর্গপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি, অন্যের কথা আর কি বলিব?"

এ-স্থলে রুক্মিণীর বাক্যে শান্তরতি প্রকাশ পাইয়াছে। শান্তরতি মধুররতির পক্ষে অযোগ্য। রুক্মিণীর যোগ্য স্থায়ী মধুরভাবের সহিত অযোগ্য শান্তরতির মিলনে এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক রসাভাস হয় নাই। সমাধান এইরূপ। শ্রীরুক্মিণীদেবী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা; তিনি পতিব্রতা-শিরোমণি; এজন্য তাঁহার কান্তভাবে দাসীত্বাভিমানময়ী ভক্তির সম্মিলন যে সমীচীন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। পতিব্রতা রমণীগণের পতিভক্তি সর্ব্বজন-বিদিত। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ-সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—"দাসী শতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্॥ শ্রীভা, ১০।৬১।৬॥—শত শত দাসী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা (অভ্যর্থনা, আসনপ্রদান, সম্মান, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূলদান, বিশ্রামার্থ ব্যজন, গন্ধ, মাল্য, কেশসংস্কার, শয্যারচনা, স্নান ও উপহারাদি দ্বারা) তাঁহাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দাস্য বিধান করিতেন।" ইহাতেও জানা যায়—মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী হইলেও প্রতিব্রতাসুলভ দাস্যাভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা দাসীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাও করিতেন। বিশেষতঃ, রুক্মিণী হইতেছেন লক্ষ্মীস্বরূপা। তাঁহার ভক্তি হইতেছে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও স্বরূপজ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা; তাঁহার কান্তভাবে সেই ভক্তির মিশ্রণ আছে। তজ্জন্য এ-স্থলে সেই ভক্তির পুষ্টিই সাধিত হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই।

চ। ব্রজসুন্দরীদিগের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যমাত্রানুভাবময় কেবল-কান্তভাব। তাঁহাদের সান্দ্রতম প্রেমে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারেনা। কিন্তু শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলে, তাঁহারা নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন বিষাদ-ভারাক্রান্ত চিত্তে যমুনা-পুলিনে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া পরমার্ত্তির সহিত তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই ঃ—

"ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥ শ্রীভা, ১০।৩১।৪॥

—হে সখে! তুমি নিশ্চয়ই গোপিকা-(যশোদা-) নন্দন নহ; তুমি সমস্ত জীবের অন্তরাত্মদ্রষ্টা পরমাত্মা; জগতের পালনের নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াই তুমি সাত্বতকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ।"

এই বাক্য হইতে বুঝা যায়--গোপীদিগের চিত্তে শান্তাদি ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের শুদ্ধ কান্তভাবের সহিত শান্তাদি ভাবের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন--এ-স্থলে তিরস্কারাদি-শ্লেষপূর্ণ বাগ্ভঙ্গিবিশেষই প্রকাশ পাইয়াছে; সুতরাং রসাভাস হয় নাই, রসের উল্লাসই হইয়াছে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৭৮॥

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১৭০-অনুচ্ছেদে ৫৩৫-৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত শ্লোকের যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই জানা যাইবে--এই শ্লোকে রসাভাস হয় নাই, প্রত্যুত রসোল্লাসই হইয়াছে।

ছ। ব্রজসুন্দরীগণের বাৎসল্যভাবোচিত আচরণ

শারদীয় রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে তাঁহার বিরহখিন্না গোপীগণ বনের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, সেই সময়ে,

"বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে।
ভীতা সুদৃক্পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্॥ শ্রীভা, ১০।৩০।২৩॥

—অন্য এক গোপী উলূখলের অনুকরণকারিণী কোনও গোপীতে এক গোপীকে মাল্যদ্বারা বন্ধন করিলেন। বন্ধনপ্রাপ্তা বরাক্ষী স্বীয় বদন আচ্ছাদন করিয়া ভয়ের অনুকরণ করিলেন।"

এক সময়ে বাৎসল্যময়ী যশোদামাতা রজ্জুদ্বারা বালক শ্রীকৃষ্ণকে উলূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তখন ভয়ে স্বহস্তে স্বীয় মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। এ-স্থলে কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীগণ সেই লীলার অনুকরণ করিয়াছেন। এক গোপী নিজেকে উলূখলের আকার ধারণ করাইলেন; অপর এক গোপী অন্য এক গোপীকে উলূখলের অনুকরণকারিণী গোপীর সঙ্গে মাল্যদ্বারা বন্ধন করিলেন; তখন বন্ধনপ্রাপ্তা গোপী স্বীয় বদন আচ্ছাদিত করিয়া যেন অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন,

এ-স্থলে দেখা যায়---এক গোপী যশোদামাতার ন্যায়, আর এক গোপীকে কৃষ্ণ মনে করিয়া

বন্ধন করিয়াছেন—শাসন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ব্রজগোপীদের মধুর-ভাব। বন্ধনকারিণী গোপীতে যশোদার ন্যায় বাৎসল্যের উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মধুরের সঙ্গে অযোগ্য বাৎসল্যের মিলনে এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন, এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্লোকস্থ "ভীতিবিড়ম্বনম্"-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণম্—ভীতিবিড়ম্বন-শব্দের অর্থ হইতেছে ভয়ের অনুকরণ।" যাঁহাকে মাল্যদ্বারা বন্ধন করা হইয়াছে, তিনি বাস্তবিক ভীত হয়েন নাই, তিনি ভয়ের অনুকরণমাত্র—ভীত শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণমাত্র—করিয়াছিলেন। তদ্রূপ, যিনি তাঁহাকে বাঁধিয়াছিলেন, তিনিও যশোদামাতার আচরণের অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন, যশোদামাতার ন্যায় বাৎসল্যভাব তাঁহার চিত্তে উদিত হয় নাই। উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা হইতেই তাহা জানা যায়। "অন্যয়া পূর্ব্বমুক্তৈর্ব্রজেশ্বরী-চেষ্টামাত্রং কুর্ব্বত্যা তন্বী বিরহার্ত্তা সদ্য এব কার্শ্যং প্রাপ্তা। অত্রানুকরণে। অনুকরণে উলূখল ইতি উলূখলানুকারিণ্যাং কস্যাঞ্চিদিত্যর্থঃ। সুদৃগিতি দৃগ্ভ্যামপি চকিতবিলোকনাদিনা ভয়মনুচকারেত্যর্থঃ। মুখং পিধায় হস্তাভ্যাং এব বালকভয়স্বভাবঃ ভীতিঃ কৃষ্ণস্য ভয়কার্য্যং কম্পাদি কিঞ্চিদ্রোদনবাক্যাদি চ তদনুকরণং ভেজে। এবমন্যাসামপি লীলানুকরণং যথার্হমূহ্যম্।"

এই টীকা হইতে জানা গেল—উলূখলরূপা যে গোপীর সহিত অন্য এক গোপীকে বন্ধন করা হইয়াছিল, তিনিও উলূখলের অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন; যিনি বন্ধন করিয়াছিলেন, তিনিও ব্রজেশ্বরী যশোদার চেষ্টামাত্র অনুকরণ করিয়াছিলেন, ব্রজেশ্বরীকর্তৃক বন্ধনের অনুকরণমাত্রই করিয়াছিলেন; আর যাঁহাকে বন্ধন করা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণবিরহার্ত্তা সেই তন্বীগোপীও নয়নের চকিত-দৃষ্টিদ্বারা, কম্পাদিদ্বারা এবং কিঞ্চিৎ রোদনবাক্যাদিদ্বারা যশোদাবন্ধনজনিত ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত আচরণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত—ভয়জনিত—আচরণের অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই অনুকরণ।

উল্লিখিত শ্লোকে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আটটী শ্লোকেও কৃষ্ণবিরহার্ত্তা ব্রজসুন্দরীদিগের কতকগুলি আচরণের কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত আচরণই যে কেবল অনুকরণমাত্র, তাহা এই সমস্ত শ্লোকের উপক্রমে শ্রীশুকদেবগোস্বামী স্পষ্ট কথাতেই বলিয়া গিয়াছেন।

ইত্যুন্মত্তবচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা-ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ। শ্রীভা, ১০।৩০।১৪॥

শ্রীশুকদেবের এই উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-বিহ্বলা গোপীগণ তদাত্মিকা (কৃষ্ণাত্মিকা, কৃষ্ণাসক্তচিত্তা) হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন। "তদাত্মিকা"-শব্দের অর্থে বৈষ্ণবতোষণী লিখিয়াছেন—"তদাত্মিকাঃ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মা চিত্তং যাসাং তাঃ গাঢ়তদাসক্তা ইত্যর্থঃ।" তদাত্মিকা-শব্দের অর্থ—শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়রূপে আসক্তচিত্তা। গোপীদের এই গাঢ় আসক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাহাদের মধুরভাব হইতে উত্থিত। ইহাতে বুঝা যায়, যখন তাঁহারা বিভিন্ন

লীলার অনুকরণ করিতেছিলেন, তখনও তাঁহাদের চিত্ত তাঁহাদের মধুরভাবের বিষয় তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণেই গাঢ়রূপে আসক্ত ছিল ; এই অবস্থায় যশোদার আচরণের অনুকরণকারিণী কৃষ্ণকান্তা গোপীর চিত্তে মধুরভাবের বিরুদ্ধ বাৎসল্যের উদয় সম্ভব নহে। কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত গোপীগণের চিত্তে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সমস্ত লীলার স্মৃতিই জাগ্রত হইয়াছিল ; তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণে মনের আবেশ রক্ষা করিয়াই তাঁহারা সে-সমস্ত লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন ; অনুকরণ-সময়েও তাঁহাদের চিত্তের গাঢ় কৃষ্ণাবেশ দূরীভূত হয় নাই। ব্যাঘ্রদর্শনজনিত ভয়ে উন্মত্তপ্রায় ব্যক্তি যেমন ব্যাঘ্রের অনুকরণ করে, তাঁহাদের অনুকরণও তদ্রূপ। ব্যাঘ্রদর্শনজনিত ভয়ে উন্মত্তপ্রায় লোক যখন ব্যাঘ্রের অনুকরণ করে, তখনও তাহার চিত্তে ব্যাঘ্রদর্শনজনিত ভয়ই বিদ্যমান থাকে, ব্যাঘ্রের মনের ভাব তাহার চিত্তে জাগ্রত হয় না ; কেননা, তাহার মনের ভাব এবং ব্যাঘ্রের মনের ভাব—খাদ্য-খাদকভাব—পরস্পরবিরোধী। তদ্রূপ কৃষ্ণাবিষ্টচিত্তা গোপী যখন যশোদার আচরণের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণবিষয়ক মধুরভাবই বিরাজিত ছিল, তাঁহার চিত্তে যশোদার বাৎসল্যভাবের উদয় হয় নাই ; কেননা, এই দুইটী ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। "যথা স্ববিষয়কভয়োন্মত্তস্য ব্যাঘ্রাদ্যনুকরণম্, অতো ন তদীয়প্রেমবিরুদ্ধ-ভাবযোগঃ। কস্যাশ্চিৎ শ্রীযশোদানুকরণঞ্চ ন স্বেন রত্যাখ্যেন ভাবেন তস্য বাল্যভাবনয়াবৃতত্বাৎ, কিন্তু প্রীতিসামান্যাতিশয়লব্ধকৃষ্ণভাবত্বেন ততো ভয়াদেব। ততস্তস্যাভাবেন ন মাতৃভাবস্পর্শঃ॥ বৈষ্ণবতোষণী॥"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—যশোদামাতার কার্য্যের অনুকরণে যে গোপী মাল্যদ্বারা অন্যগোপীকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তিনি যশোদামাতার আচরণের অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন ; তিনি নিজেকে যশোদা বলিয়াও মনে করেন নাই, যশোদার বাৎসল্যভাবও তাঁহার চিত্তে উদিত হয় নাই ; সুতরাং মধুর-ভাবের সহিত বাৎসল্যের স্পর্শও হয় নাই। মধুরভাবের সহিত বাৎসল্যের স্পর্শ হয় নাই বলিয়া এ-স্থলে রসাভাসও হয় নাই।

জ। ব্রজসুন্দরীদিগের শান্তভাবোচিত আচরণ

শারদীয় মহারাসে অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে অবস্থিতা গোপীদের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন কোনও কোনও গোপীর আচরণসম্বন্ধে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন,

"তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩২।৮॥

—কোনও গোপী নেত্ররন্ধ্রদ্বারা তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) হৃদয়ে নিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করতঃ যোগীর ন্যায় পুলকিতাঙ্গী ও আনন্দসংপ্লুতা হইয়া রহিলেন।"

এ-স্থলে "যোগীব—যোগীর ন্যায়"-শব্দে শান্তরস সূচিত হইয়াছে ; সুতরাং গোপীর মধুর ভাবের সহিত শান্তভাবের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই।

তিনি বলেন, এ-স্থলে "যোগীব" হইতেছে "যোগি+ইব। যোগি-শব্দ—ক্লীবলিঙ্গ, একবচন, ক্রিয়াবিশেষণ।" "যোগীতি ক্লীবৈকবচনং তচ্চ ক্রিয়াবিশেষণম্॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৭৮॥" লজ্জাবশতঃ সেই গোপী যদিও শ্রীকৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, তথাপি অত্যন্ত অভিনিবেশবশতঃ যোগি—সংযোগি—যেমন হয়, তেমন আলিঙ্গন করিয়াছেন। "লজ্জয়া যদ্যপি মনসি নিধায়ৈবোপগুহ্যাস্তে তথাপ্যত্যন্তাভিনিবেশেন যোগি সংযোগি যথা স্যাত্তদিবোপগুহ্যাস্তে ইত্যর্থঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১৭৮॥"

তাৎপর্য্য এই। এই শ্লোকে "যোগীব"-শব্দে "যোগীব—যোগমার্গের উপাসকের—ন্যায়" বুঝায় না; সুতরাং শান্তভাবও বুঝায় না। "যোগীব—যোগি+ইব=সংযোগি+ইব।" "যোগি"-ক্রিয়াবিশেষণ, "উপগুহ্যাস্তে-আলিঙ্গন করিলেন"-ক্রিয়ার বিশেষণ। যোগি বা সংযোগি—চিত্তের সহিত সম্যক্রূপে যুক্ত যাহাতে হইতে পারে, সেই ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। শান্তভাব বুঝায় না বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই।

শেষকালে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"এবমন্যত্রাপি যথাযোগ্যং সমাধেয়ম্॥—এবম্বিধ রসাভাস অন্যত্র দৃষ্ট হইলেও যথোচিত ভাবে সমাধান করিতে হইবে (কেননা, রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভাস থাকিতে পারে না)।"

ঝ। শ্রীবলদেবাদিতে বিরুদ্ধ ভাবের সমাধান

শ্রীবলরামের মধ্যে একাধিক ভাব দৃষ্ট হয়। শঙ্খচূড়-বধের পূর্ব্বে যে হোরিকালীলা হইয়াছিল, তাহাতে প্রেয়সী গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ হোরিকালীলায় বিলসিত ছিলেন। শ্রীবলদেবও সে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গানাদি করিয়াছিলেন। এ-স্থলে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবলদেবের সখ্যভাব। আবার, শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৬৫-অধ্যায় হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে বলদেবকে ব্রজে প্রেরণ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইয়াছিলেন; সেই সময়ে তিনি বলদেবের যোগেই কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণের নিকটেও স্বীয় সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন এবং বলদেবও তাঁহাদের নিকটে সেই সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এ-স্থলেও শ্রীবলদেবের সখ্যভাব দৃষ্ট হয়। শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বও জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানও তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল; "বাসুদেবেঽখিলাত্মনি॥ শ্রীভা, ১০।১৩।৩৬॥ শ্রীবলদেবের বাক্য।" তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রভু (ভর্ত্তা) বলিয়াও মনে করিতেন। "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥ শ্রীভা, ১০।১৩।৩৭॥-শ্রীবলদেবের বাক্য।" ইহাতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার ভক্তিও (স্বীয় দাস্যভাবও) ছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীবলদেবের বাৎসল্য-ভাবও অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। একই বলদেবে এইরূপ একাধিক ভাবের সমাবেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

ইহার সমাধান-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১৭৮-অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—"অথ শ্রীবলদেবাদৌ বিরুদ্ধভাবাবস্থানং চৈবং চিন্ত্যম্। যথৈব শ্রীকৃষ্ণস্তত্তদ্ভক্তসুখব্যঞ্জক-

নানালীলার্থং বিরুদ্ধান্‌পি গুণান্ ধারয়তি ন চ তৈর্বিরুধ্যতে অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ, তথা তল্লীলাধিকারিণ-স্তেঽপি। অস্তি চৈষাং তদ্‌যোগ্যতা। তথা শ্রীবলদেবস্থ জ্যেষ্ঠত্বাৎ বৎসলত্বম্। একাত্মত্বাদ্বাল্যমারভ্য সহবিহারিত্বাচ্চ সখ্যম্। পারমৈশ্বর্য্যজ্ঞানসম্ভাবাদ্ ভক্তত্বমিতি। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদৃশলীলাসময়স্তাদৃশ এব ভাবস্তদ্‌বিধস্যাবির্ভবতি। ততো ন বিরোধোঽপি॥—শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁহার ভক্তগণের সুখব্যঞ্জক নানা লীলার নিমিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বহুগুণও ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহাতে যেমন কোনও বিরোধ ঘটেনা, তেমনি তাঁহার লীলাধিকারী পরিকরগণও বহু বিরুদ্ধ গুণ ধারণ করিয়া থাকেন। তাদৃশ গুণ ধারণ করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে। যথা—শ্রীবলদেবে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলিয়া বৎসল, একাত্মা এবং বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে বিহার করিয়াছেন বলিয়া সখ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরমেশ্বর-জ্ঞান তাঁহাতে আছে বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তও (দাস বা সেবকও)। এজন্য, শ্রীকৃষ্ণের লীলা যখন যেমন যেমন ভাবে প্রকটিত হয়, তখন সেই পরিকরবর্গের ভাবও তেমন তেমন ভাবে আবির্ভূত হয়। এজন্য কোনও বিরোধ ঘটিতে পারে না।”

এই প্রসঙ্গে সর্ব্বশেষে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—“এবং শ্রীমদুদ্ধবাদীনামপি ব্যাখ্যেয়ম্॥—শ্রীউদ্ধবাদি সম্বন্ধেও এই রূপই সমাধান করিতে হইবে।” পূর্ব্ববর্ত্তী গ-উপ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এপর্য্যন্ত মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য মুখ্যরসের সম্মিলনজনিত রসাভাসের সমাধান প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য গৌণরসের মিলনজনিত রসাভাসের সমাধান প্রদর্শিত হইতেছে।

২০৩। মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য গৌণরসের মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

দেবকী-বসুদেবের আচরণ

কংসবধের পরে কৃষ্ণ-বলরাম যখন দেবকী-বসুদেবের বন্ধনমোচন করিয়া তাঁহাদের চরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া দেবকী-বসুদেবকে নমস্কার করিলেন, তখন,

“দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥ শ্রীভা, ১০।৪৪।৫১॥

—দেবকী ও বসুদেব জগদীশ্বর-জ্ঞানে ভীত হইয়া তাঁহাদের চরণে পতিত পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।”

দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের মুখ্য বাৎসল্যরস; কিন্তু এক্ষণে জগদীশ্বরবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণবিভাবিত গৌণ ভয়ানক-রসের আবির্ভাব হইয়াছে; সুতরাং এ-স্থলে মুখ্য বাৎসল্যের সহিত অযোগ্য গৌণ ভয়ানক রসের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক রসাভাস হয় নাই। এ-স্থলেও শ্রীবলদেবাদির ভাবের ন্যায় সমাধান করিতে হইবে।

২০৪। গৌণরসের সহিত অযোগ্য গৌণরসের মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

কালীয়দমন-লীলাকালে শ্রীবলদেবের হাস্য

কালীয়দমন-লীলার দিন ব্রজমধ্যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক উৎপাত-দর্শনে গোচারণে বহির্গত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হইয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকল ব্রজবাসীই যখন স্বস্বগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন শ্রীবলদেব,

"তাংস্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ॥ শ্রীভা, ১০।১৬।১৫॥

—ভগবান্ (সর্ব্বশক্তিযুক্ত) এবং মাধব (সর্ব্ববিদ্যাপতি) বলদেব তাঁহার অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশ কাতর দেখিয়া তিনি কেবল হাস্য করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।"

শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ব্রজবাসীদের চিত্তে করুণ-ভাবের উদয় হইয়াছে ; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে গৃহ ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের এই করুণ-ভাবের অনুভব করিয়া বলদেবের চিত্তেও করুণ-ভাবের উদয়ই স্বাভাবিক – যোগ্য। বলদেবের এই করুণভাবের সহিত হাস্যের যোগ হইয়াছে। করুণ এবং হাস্য-উভয়ই গৌণরস ; করুণরসের পক্ষে হাস্য অযোগ্য। সুতরাং এ-স্থলে গৌণ করুণরসের সহিত অযোগ্য গৌণ হাস্যের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই ভাবে ইহার সমাধান করিয়াছেনঃ—নানাভাবযুক্ত শ্রীবলদেবেরও লীলাবিশেষ-পোষণের (এ-স্থলে কালীয়দমন-লীলাপোষণের) রীতি অনুসারে ভাবোদয়হেতু এই রসাভাসের সমাধানও পূর্ব্ববৎ (২০২ ঋ অনুচ্ছেদ)। অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ যেমন নানাভাববিশিষ্ট, তাঁহার লীলাপ্রবর্ত্তক পরিকরভক্তগণও তদ্রূপ নানাভাবযুক্ত। শ্রীবলদেবের হাস্যের কারণ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব-জ্ঞান। এ-স্থলে ব্রজবাসিগণের প্রাণরক্ষার জন্যই বলদেবের মধ্যে অন্যান্য ভাবকে অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবজ্ঞান উদিত হইয়াছে। তাঁহার হাস্য দেখিয়া তত্রত্য ব্রজবাসীদের চিত্তে এইরূপ জ্ঞান উদিত হইয়াছিল যে—এই বলদেব শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেষ্ঠ এবং মর্ম্মবেত্তা ; তিনি যখন হাসিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। তাহাতেই তাঁহারা চিত্তে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। আবার, ব্রজবাসীদিগের প্রাণরক্ষার জন্য বলদেবের চেষ্টাও দেখা যায়। "কৃষ্ণপ্রাণান্নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্। প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ॥ শ্রীভা, ১০।১৬।২২॥—কৃষ্ণগত-প্রাণ শ্রীনন্দাদিকে কালীয়হ্রদে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রভাববেত্তা ভগবান্ বলরাম তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন।" তাহার পরে আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে পাইয়া কৃষ্ণপ্রভাববিদ্ বলরাম অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। "রামশ্চাচ্যুত-মালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ॥ শ্রীভা, ১০।১০।১৬॥" এ-স্থলে শ্রীবলদেবের হাস্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তিরস্কার-ব্যঞ্জক। (এই হাসির ব্যঞ্জনা হইতেছে এই :—'ভাই! তুমি কি জাননা, তোমাকে

কালিয়হ্রদের বিষাক্ত জলে প্রবিষ্ট দেখিলে বিষাক্তজলের প্রভাবের কথা চিন্তা করিয়া এবং কালিয় নাগকর্ত্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া তোমাগত-প্রাণ ব্রজবাসীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইবেন ? তথাপি কেন তুমি এমন কার্য্য করিলে ?)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্যব্রজবাসীদের যেরূপ স্নেহ ছিল, বলদেবের যে তদ্রূপ স্নেহ ছিলনা, তাহাও নহে। শ্রীরুক্মিণী-হরণ-লীলাদিতে শ্রীবলদেবকে ভ্রাতৃস্নেহ- পরিপ্লুত বলা হইয়াছে। "বলেন মহতা সার্দ্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ। ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ॥ শ্রীভা, ১০।৫৩।২১॥—বলদেব যখন শুনিলেন যে, রুক্মিণী-হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভে গমন করিয়াছেন, তখন বিপক্ষ-রাজন্যবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া শ্রীবলদেব ভ্রাতৃস্নেহ-পরিপ্লুত হইয়া হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতিকাদি সুমহদ্দল বল-সমভিব্যাহারে সত্বর বিদর্ভে গিয়া উপনীত হইলেন।" ইহাতেই জানা যায়— অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। এ-সমস্ত হইতে জানা যায়—ব্রজবাসীদিগকে কাতর দেখিয়া বলদেব যে হাসিয়াছিলেন, সেই হাসি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সেই অভীষ্ট-লীলার অনুরূপ , ইহার বৈরূপ্য কিছু নাই, সেই লীলায় বলদেবের হাস্য অযোগ্য নহে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৭৮॥

উল্লিখিত "তাংস্তথা কাতরান্"-ইত্যাদি শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে—"তদ্দুঃখেন দুঃখিতোঽপি তেষামেব কিঞ্চিদ্ধৈর্য্যার্থম্। প্রেতি, প্রকটং বহিরেব হসিত্বা তূষ্ণীমাসীৎ। অয়ং নিজানুজস্য তত্ত্বজ্ঞঃ স্নিগ্ধশ্চ হসতীতি নাত্র চিন্তেতি বোধয়িতুমিত্যর্থঃ॥ ব্রজবাসীদিগের দুঃখে নিজে দুঃখিত হইলেও তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য আনয়নের উদ্দেশ্যে (বলদেব কিছু না করিয়া এবং কিছু না বলিয়া কেবল একটু হাসিলেন)। 'প্রহস্য'-শব্দের অন্তর্গত 'প্র'-উপসর্গের তাৎপর্য্য এই যে, বলদেব প্রকট ভাবে অর্থাৎ বাহিরেই হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই বহির্হাস্যের তাৎপর্য্য এই যে—তাঁহার হাসি দেখিয়া ব্রজবাসীরা মনে করিবেন—'বলদেব তো স্বীয় অনুজ শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার স্নেহও যথেষ্ট ; তথাপি তিনি যখন হাসিতেছেন, তখন বুঝা যাইতেছে, আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই।"

এই টীকা হইতে জানা গেল—বলদেবের হাসি হইতেছে কেবল বাহিরের হাসি, লোক-দেখান হাসি ; এই হাসি তাঁহার অন্তর হইতে আসে নাই, তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করে নাই ; তাঁহার চিত্ত জুড়িয়া ছিল দুঃখ—করুণভাব। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে করুণের সহিত হাস্যের স্পর্শ হয় নাই বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই।

২০৫। অযোগ্য সঞ্চারিভাবের মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

ক। বিদেহরাজের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণ যখন বিদেহরাজের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিদেহরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,

"স্ববচস্তদৃতং কর্ত্তুমস্মদ্‌দৃগ্‌গোচরো ভবান্।
যদাত্থৈকান্তভক্তান্মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮৬।৩২॥

—'অনন্ত, লক্ষ্মী এবং ব্রহ্মা—ইঁহারা আমার একান্ত ভক্ত হইতে অধিক প্রিয় নহেন'—আপনার এই বাক্যটীকে সত্য করিবার জন্যই আপনি আমাদের নয়নগোচর হইয়াছেন।"

এই শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, বিদেহরাজ অনন্তাদি হইতেও যেন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয় মনে করিয়াছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যায়, বিদেহরাজের চিত্তে গর্ব্বনামক সঞ্চারিভাবের উদয় হইয়াছে। বিদেহরাজের স্থায়িভাব হইতেছে ভক্তি (দাস্য); ভক্তির বা দাস্যের পক্ষে গর্ব্ব অযোগ্য; সুতরাং এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। তিনি বলেন—এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—"অনন্তদেব, লক্ষ্মীদেবী এবং ব্রহ্মা আমার প্রিয় বটেন; কিন্তু তাঁহারা একান্ত-ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমার প্রিয়; তাঁহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে বলিয়াই—অনন্তদেব আমার ধাম বা বাসস্থান বলিয়া, লক্ষ্মীদেবী আমার কান্তা বলিয়া, ব্রহ্মা আমার পুত্র বলিয়া, এইরূপে তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত আমার কোনও না কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই—যে তাঁহারা আমার প্রিয়, তাহা নহে।" বিদেহরাজের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই: "হে শ্রীকৃষ্ণ! 'একান্তভক্তই আমার প্রিয়'-আপনার এই বাক্যের সত্যতা দেখাইবার নিমিত্তই আপনি আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন; আমরা আপনার একান্তভক্তশ্রেষ্ঠগণের অনুগামী বলিয়াই, তাঁহাদের প্রতি আপনার যে কৃপা, সেই কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের অনুগত আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন।" এইরূপে দেখা গেল—বিদেহরাজের বাক্যে অনন্তাদি একান্ত-ভক্ত-শ্রেষ্ঠগণের প্রতি হেলন বা উপেক্ষা প্রকাশ পায় নাই,—সুতরাং গর্ব্বও প্রকাশ পায় নাই; বরং অনন্তাদির ভক্ত্যুৎকর্ষই প্রকাশ পাইয়াছে। গর্ব্বনামক সঞ্চারিভাব প্রকাশ পায় নাই বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই। এ-স্থলে অনন্তাদি ভক্তশ্রেষ্ঠদের অনুগামিত্বাংশেই বিদেহরাজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রকাশ।

খ। ব্রজদম্পতীর আচরণে উদ্ধবের কথা

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দর্শনে নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বচরিত-কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন,

"তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা॥ শ্রীভা, ১০।৪৬।২৯॥

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সেই নন্দ-যশোদার এই প্রকার পরমানুরাগ দর্শন করিয়া আনন্দে উদ্ধব শ্রীনন্দকে বলিলেন।"

এ-স্থলে "মুদা—আনন্দের সহিত"-শব্দে উদ্ধবের হর্ষ-নামক সঞ্চারিভাব দৃষ্ট হইতেছে। ব্রজদম্পতীর শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখও উদ্ধব অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার এই দুঃখানুভবময়ী ভক্তির (দাস্যের) সহিত হর্ষ-নামক অযোগ্য সঞ্চারিভাবের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। তিনি বলেন, এ-স্থলেও (পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৪-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত) শ্রীবলদেবের হাস্যের ন্যায় সমাধান করিতে হইবে। ব্রজরাজ-দম্পতীর সান্ত্বনা বিধানের জন্যই উদ্ধব আসিয়াছেন; যদিও তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের সাক্ষাতে তাঁহার নিজের দুঃখ প্রকাশ সঙ্গত হইত না; কেননা, তাহা হইলে তাঁহাদের দুঃখসমুদ্র আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তাই তাঁহাদের অনুরাগ-মহিমা-দর্শনে বিস্ময়জনিত হর্ষ প্রকাশ করাই তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে। ব্রজরাজদম্পতীর শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ দর্শন করিয়াই তিনি আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ইহার পরে তিনি সেই প্রকারেই সান্ত্বনা দান করিয়াছেন॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১৮০॥

গ। কুব্জার চাপল্য

শ্রীবলদেবাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরার রাজপথে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন কুব্জা তাঁহার উত্তরীয়-প্রান্ত আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন,

"এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ মধুসূদন॥ শ্রীভা, ১০।৪২।১০॥

—হে বীর! এস, আমার গৃহে যাই; তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। তোমার দর্শনে আমার চিত্ত উন্মথিত হইয়াছে। হে মধুসূদন! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

এ-স্থলে সর্ব্বজন-সমক্ষে কুব্জার আচরণ চাপল্য-নামক সঞ্চারিভাবের পরিচায়ক। কুব্জার উজ্জ্বলরসের সহিত এই চাপল্যের মিলনে এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন—কুব্জা সাধারণী নায়িকা বলিয়া তাঁহার চাপল্য দোষাবহ নহে। এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৮১॥

ঘ। ব্রজসুন্দরীদিগের চাপল্য

প্রশ্ন হইতে পারে, কুব্জা সাধারণী নায়িকা বলিয়া তাঁহার চাপল্য দোষাবহ না হইতে পারে; কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ তো সাধারণী নায়িকা নহেন; তাঁহারা হইতেছেন নায়িকাকুল-শিরোমণি। তাঁহাদেরও তো চাপল্য দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ তাঁহাদের চাপল্যের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

ব্রজেশ্বরীর সভায় অবস্থিত ব্রজদেবীগণ বলিয়াছিলেন,

"তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৫।১৪-১৫॥

—হে বিভো! এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় না। আমরা সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূলে উপনীত হইয়াছি। আদিপুরুষ যেমন মুমুক্ষুগণকে ভজন করেন, হে দুরবগ্রহ! আপনিও ভক্ত-আমাদিগকে তদ্রূপ ভজন (অঙ্গীকার) করুন।”

এ-স্থলে ব্রজসুন্দরীগণ পরিষ্কার ভাবেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছেন; তাহাতে তাঁহাদের দৈন্য-নামক সঞ্চারিভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মধুর-ভাববতী নায়িকার পক্ষে এই দৈন্য অযোগ্য বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—এ-স্থলে রসাভাসের সমাধান আছে, শ্লেষে (ভিন্ন অর্থ প্রদর্শনপূর্ব্বক) নিষেধার্থাদিপররূপে ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে, ইহা পরম-রসাবহ, পরন্তু রসাভাস নহে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮২॥

পরবর্ত্তী ৩৩৩-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এ-স্থলে প্রকাশ করা হইতেছে।

এই শ্লোকে “মৈবং=মা+এবং”-শব্দের অন্তর্গত “মা—না”-শব্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা-নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যসমূহে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন—অর্থাৎ তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এইক্ষণে পরমার্ত্তিজনিত ব্যগ্রতাবশতঃ সর্ব্বপ্রথমেই “মা-না”-এই নিষেধার্থক শব্দ-প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন —না, তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না)। তাঁহাদের এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য তাঁহারা বলিলেন-“যে সকল রমণী পতিপুত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূল ভজন করে, তুমি তাহাদিগকে নিঃসঙ্কোচে ভজন কর।” এ-স্থলে “পাদমূল”-শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ সে-সকল রমণীর মধ্যে নিজেদের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। “পাদমূলমিতি তাসু নিজোৎকর্ষ-খ্যাপনম্।” তাৎপর্য্য এই যে, সে-সকল রমণীর ন্যায় আমরা তোমার পাদমূল ভজন করি না। তোমার পাদমূল ভজনকারিণীদিগকে তুমি ভজন কর; কিন্তু যাহারা তাহাদের মত নয়, সেই আমাদিগের প্রতি তুমি সাগ্রহ দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিওনা; তুমি আমাদিগকে ত্যাগ কর। একটী দৃষ্টান্তের সহায়তাতেও তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায়কে পরিস্ফুট করিলেন। যাঁহারা বিষয়াদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আদিপুরুষের ভজন করে, আদিপুরুষও সেই মুমুক্ষুগণেরই ভজন করিয়া থাকেন (তাঁহাদের অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন), কিন্তু অন্য কাহাকেও ভজন করেন না; (তদ্রূপ, তুমিও তোমার পাদমূল-ভজনকারিণীদেরই ভজন কর; আমরা যখন তোমার পাদমূল-ভজন করিনা, তখন আমাদিগের ভজন তুমি করিওনা)।

এইরূপ ব্যাখ্যায় প্রকটভাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রার্থনামূলক দৈন্য থাকেনা বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই। পরন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের এতাদৃশী উক্তির ভঙ্গীতে যাহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের বাক্যকে অত্যন্ত রসাবহ করিয়াছে।

২০৬। অযোগ্য অনুভাবের সহিত মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

ক। বলিমহারাজের উক্তি

ভগবান্ বামনদেব ব্রাহ্মণবটুর ছদ্মবেশে বলিমহারাজের যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলে বলি তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া, তাঁহাকে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণবালক মনে করিয়া বলিলেন—"আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করুন; যাহা চাহেন, তাহাই দিব।" বটু চাহিলেন—তাঁহার পদের পরিমাণে ত্রিপাদ ভূমি। তখন বলিমহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"এই সামান্য জিনিস চাহিতেছেন কেন? যাহা পাইলে ভবিষ্যতে কখনও আপনার দারিদ্র্য থাকিবে না, তাহাই চাহেন।" কিন্তু ব্রাহ্মণবটু ত্রিপাদ ভূমি ব্যতীত অপর কিছুই চাহিলেন না। তখন বলিমহারাজ সেই ব্রাহ্মণবালককে ভূমি দান করার জন্য জলপাত্র গ্রহণ করিলেন।

বলিমহারাজ ব্রাহ্মণবালকের স্বরূপ জানিতে পারেন নাই; কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে চিনিয়াছেন এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি ছদ্মবেশে এই যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। বলিমহারাজকে ভূমিদানে উদ্যত দেখিয়া শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিকে বলিলেন—"এ কি করিলে বলি! ইঁহাকে ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে? ইনি ব্রাহ্মণবটু নহেন, পরন্তু ভগবান্। তোমার শত্রু দেবতাদের পক্ষ হইয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতে এখানে আসিয়াছেন। ইনি বিশ্বমূর্ত্তি, তিন পাদেই ইনি সমুদায় লোককে আক্রমণ কবিবেন, তোমার আর কিছুই থাকিবে না। ইনি এক পাদে পৃথিবী আক্রমণ করিবেন, দ্বিতীয় পাদে স্বর্গ লইবেন, ইঁহার বিশাল শরীরে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে; তৃতীয় পাদের স্থান হইবে কোথায়? তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তৃতীয় পাদের স্থানের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন; তুমি তাহা দিতে পারিবেনা; তখন তোমাকে ইনি বন্ধন করিবেন, তোমাকে এবং তোমার সর্ব্বস্ব নিয়া তোমার শত্রু ইন্দ্রকে দিবেন। তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিওনা।"

তখন বলিমহারাজ বলিলেন—"আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারিবনা; প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিলে আমার অখ্যাতি হইবে, আমার বংশের কলঙ্ক হইবে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেই আমার যশঃ অক্ষুণ্ণ থাকিবে; দেহত্যাগ অপেক্ষাও ধনত্যাগে অধিক যশঃ। আমিই ব্রাহ্মণবালককে যাচ্ঞার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছি; আমি আমার বাক্য রক্ষা করিব, ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রার্থিত ত্রিপাদ ভূমি আমি দিব। আপনার কথা মত তিনি যদি বিষ্ণুই হয়েন, অথবা আমার শত্রু ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বী বলিয়া আমার শত্রুও হয়েন, তথাপি আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থিত বস্তু দিব।

যদ্যপ্যসাবধর্ম্মেণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্।
তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্॥ শ্রীভা, ৮।২০।১২॥

—আমি নিরপরাধ। যদি ইনি (ব্রাহ্মণবটু, ছলনারূপ) অধর্ম্ম করিয়া (আমি তাঁহার প্রার্থিত সমস্ত

বস্তু দিতে অসমর্থ হইলে) আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি ব্রাহ্মণরূপী ভীত এই রিপুকে হিংসা করিবনা।"

এ-স্থলে শ্রীবামনদেববিষয়ে বলিমহারাজের ভক্তিময় দাস্য ভাব; ভক্তিময় দাস্যভাবের অনুভাব হইতেছে "হিংসার অভাব— ন হিংসিষ্যে।" কিন্তু বামনদেব অধর্ম করিবেন, তিনি ভীত (ভয়বশতঃই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন মনে করিয়া ভীত বলা হইয়াছে), রিপু", এ-সমস্ত উক্তি হইতেছে ভক্তিময় দাস্যভাবের অযোগ্য। এ-সমস্ত অযোগ্য বাক্যে হিংসার অভাবরূপ অনুভাবও অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে অযোগ্য অনুভাবের মিলনে ভক্তিময় দাস্য রসাভাসে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীজীবপাদ বলেন— ইহার সমাধান হইতেছে এইরূপঃ—এ-স্থলে শুক্রাচার্য্যের বঞ্চনার্থই অধর্ম্মাদি-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে (এ-সমস্ত বলিমহারাজের প্রাণের কথা নহে) ; তথাপি এ-সমস্ত শব্দের উল্লেখে বলিমহারাজের ভক্তিময় দাস্যরস রসাভাসে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক রসাভাস হয় নাই। কেননা, যে-সময়ে বলিমহারাজ ঐসকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সময়েও তাঁহার চিত্তে সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয় নাই (কেননা, শুক্রচার্য্য যখন তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন তিনি শুক্রাচার্য্যকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, তখনও তিনি ব্যাকুল ছিলেন নিজের যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ; তাঁহার চিত্তের গতি ছিল কেবল নিজের দিকে, ভগবানের দিকে ছিলনা। ভগবানের দিকে চিত্তের গতিই হইতেছে ভক্তির পরিচায়ক। তাহা তখন তাঁহার ছিলনা বলিয়া সহজেই বুঝা যায়, তখনও তাঁহার মধ্যে সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয় নাই)। ত্রিবিক্রমের পাদস্পর্শের পরেই তাঁহার চিত্তে ভক্তির উদয় হইয়াছিল (শ্রীভা, ৮।২০।২১-২২ অধ্যায়)। উল্লিখিত বাক্যগুলি ছিল তাঁহার তৎকালীন চিত্তভাবের অনুরূপ ; চিত্তের তৎকালীন অবস্থায় এই বাক্যগুলি তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত হয় নাই। ভক্তিই রসে পরিণত হয়; তাঁহার চিত্তে তখন ভক্তি ছিলনা বলিয়া রসরূপে পরিণত হওয়ারও কিছু ছিলনা; সুতরাং রসাভাসের প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

খ। উদ্ধবের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণকে জরাসন্ধবধের পরামর্শ দিয়া উদ্ধব বলিয়াছিলেন,

"জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ভূর্য্যর্থায়োপকল্প্যতে॥ শ্রীভা, ১০।৭১।১০॥

—হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধবধ বহু প্রয়োজনসিদ্ধির হেতু হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে উদ্ধবের দাস্যভাব ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করা সঙ্গত হয় নাই: ইহাদ্বারা দাস্যময় রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ-স্থলে কৃষ্ণের নামোচ্চারণ হইতেছে অনুভাব—অযোগ্য অনুভাব।

শ্রীজীবপাদ বলেন—এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই; কেননা, ভক্তের পক্ষে কৃষ্ণনামোচ্চারণ অযোগ্য নহে। একথা বলার হেতু এই। শ্রুতি বলেন-"যস্য নাম মহদ্‌যশঃ—যাঁহার নাম মহাযশঃ।"

শ্রীকৃষ্ণের নাম হইতেছে পরম-মহিমাময় ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের দাসাদিও যে শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করেন, তাহা দেখা যায়। কাহারও যশঃকীর্ত্তনে যেমন তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না ; কেননা, তাঁহার নামই তাঁহার পরম-যশঃস্বরূপ। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উদ্ধবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-নামোচ্চারণ দোষের হয় নাই—সুতরাং এ-স্থলে রসাভাসও হয় নাই। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮২॥

গ। শ্রীশুকদেবের উক্তি

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ-প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন,

"সতাং শুশ্রূষণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।
পরিবেষণে দ্রুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ ॥ শ্রীভা. ১০।৭৫।৫॥

– (শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে) সাধুগণের শুশ্রূষায় অর্জ্জুন, পাদপ্রক্ষালনকার্য্যে শ্রীকৃষ্ণ, পরিবেষণে দ্রৌপদী, দানকার্য্যে মহামনা কর্ণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের ভক্তিময় দাস্যভাব। কে কে কোন্ কোন্ কার্য্য করিতেছিলেন, তাহা বলিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন— 'নিরূপিতা মহাযজ্ঞে নানাকর্ম্মসু তে তদা। প্রবর্ত্তন্তে স্ম রাজেন্দ্র রাজ্ঞ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥১০।৭৫।৭॥ –ইঁহারা সকলে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কামনা করিয়া সেই মহাযজ্ঞে নানাকর্ম্মে নিরূপিত হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন।" এ-স্থলে শ্রীধরস্বামিপাদ "নিরূপিতাঃ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন-"নিরূপিতাঃ নিযুক্তাঃ সন্তঃ"– নিরূপিত-শব্দের অর্থ নিযুক্ত হইয়া। ইহাতে বুঝা যায়—পাদপ্রক্ষালন-কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণও অপরকর্ত্তৃক (যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ-স্থলে যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক পাদপ্রক্ষালন-কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগ অযুক্ত বলিয়া যুধিষ্ঠিরের ভক্তিময় দাস্যরস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীজীবপাদ বলেন এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। যুধিষ্ঠির যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাদপ্রক্ষালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে তাহা হইত যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অসঙ্গত ; কিন্তু যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইচ্ছা করিয়াই এই কার্য্যের ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক কেবল শ্রীকৃষ্ণকে কেন, অন্য যাঁহারা যে-যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সেই কাজে নিযুক্ত করেন নাই; তাঁহার প্রেমবদ্ধ বান্ধবগণ নিজেরাই সেই-সেই কার্য্যের ভার লইয়াছেন। শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শুকদেব বলিয়াছেন –

"পিতামহস্য তে যজ্ঞে রাজসূয়ে মহাত্মনঃ।
বান্ধবাঃ পরিচর্য্যায়াং তস্যাসন্ প্রেমবন্ধনাঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৭৫।৩॥

--হে পরীক্ষিৎ! তোমার মহাত্মা পিতামহের রাজসূয়-যজ্ঞে তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ বান্ধবগণই পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"

[টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"প্রেমবন্ধনা ইত্যনেন স্বেচ্ছয়ৈব স্বরোচিতে কর্ম্মণি প্রবৃত্তাঃ, নতু রাজ্ঞা প্রবর্ত্তিতাঃ।—'প্রেমবন্ধনা'-শব্দ হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছাতেই স্ব-স্ব অভিরুচির অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া নহে।]

শ্রীশুকদেবের এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—যাঁহারা রাজসূয়-যজ্ঞে নানাবিধ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার এই যজ্ঞকে ক্রুটীহীন করার উদ্দেশ্যে, তাঁহারা নিজেরাই বিবিধ কার্য্যে নিজেদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও নিজেই পাদপ্রক্ষালন-কার্য্যের দায়িত্ব নিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়ঃ—"সকলেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে পরিচর্য্যার কার্য্য গ্রহণ করিবেন, কিন্তু অভিমান-বশতঃ কেহ হয়তো পাদপ্রক্ষালনের কার্য্য গ্রহণ করিবেন না; তাহাতে আমার বন্ধু পাণ্ডবগণের কর্ম্ম (রাজসূয় যজ্ঞ) অঙ্গহীন হইয়া পড়িবে, এজন্য আমিই এই পাদপ্রক্ষালনের কার্য্য গ্রহণ করিব।" এইরূপ বিবেচনা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিজের ইচ্ছাতেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাদপ্রক্ষালনের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার আশ্রিত লোকদের পক্ষে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বলিয়া কেহ তাঁহাকে এই কার্য্যে বাধা দিবে না, ইহাও তিনি জানিতেন। তাই এই কার্য্যে তিনি নিজের ইচ্ছাতেই নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ ব্যবহার শ্রীনারদাদির পাদপ্রক্ষালনেও দৃষ্ট হয়। শ্রীনারদ ব্রাহ্মণ ও ভক্ত বলিয়া স্বেচ্ছাতেই ভগবান্ এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছা নারদের পক্ষে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বলিয়া নারদ বাধা দিতে পারেন না সত্য; কিন্তু তাঁহার প্রতি গৌরবজনক ব্যবহারে নারদের মনে সঙ্কোচ জন্মিতে পারে মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার কখনও কখনও নারদকে বলিয়াও থাকেন,

"ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদ॥ শ্রীভা, ১০।৬৯।৪০॥

—হে ব্রহ্মন্। আমি ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা (অনুষ্ঠাতা) এবং অনুমোদিতা। লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। হে পুত্র! খেদ প্রাপ্ত হইওনা।" প্রীতি-সন্দর্ভঃ॥১৮৫॥

বস্তুতঃ ভক্তের সেবাতেই ভক্তবৎসল ভগবানের আনন্দ। ভক্তসেবার ব্যপদেশে তিনি জীবদিগকেও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন।

ঘ। ব্রজরাখালগণের উক্তি

ব্রজরাখালগণের সহিত কৃষ্ণবলরাম বনে বিহার করিতেছিলেন। তালবনের নিকটে আসিলে কৃষ্ণবলরামকে সুপক্কতাল-রস পান করাইবার জন্য রাখালদের ইচ্ছা হইল। কিন্তু সেই তালবনে প্রবল-পরাক্রম গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর বিরাজিত; তাহার ভয়ে কেহ সেই তালবনে প্রবেশ করেনা। তথাপি—

"শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা। সুবল-স্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্॥
রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ। ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসঙ্কুলম্॥
ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ। সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা॥ ইত্যাদি।
শ্রীভা, ১০।১৫।২০--২২॥

—রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদামনামক গোপবালক এবং সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য গোপবালকগণ প্রেমের সহিত বলিলেন—'হে রাম! হে মহাবল! হে দুষ্টনিবর্হণ (দুষ্ট-দমনকারী) কৃষ্ণ! ইহার অনতিদূরে তালবৃক্ষসমাকীর্ণ একটী মহাবন আছে। সে স্থানে ভূরি ভূরি তাল-ফল পতিত হইতেছে এবং পতিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর সে-সমস্ত ফলকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইত্যাদি।"

প্রিয়তম কৃষ্ণবলরামকে ভয়সঙ্কুল-স্থানে গমনের জন্য সখাগণের অনুরোধ তাঁহাদের সখ্যভাবের অযোগ্য বলিয়া এ-স্থলে যথাশ্রুত অর্থে সখ্যময় রস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রীজীবপাদ বলেন—বিচার করিলে দেখা যাইবে, এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রজের রাখালগণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সমান-চেষ্টাশীল; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা সর্ব্বদা থাকিতেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন যাহা করিয়াছেন, তখন তাহাও তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহাতে যথাযুক্ত অংশও গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনেক অদ্ভুত কার্য্যও দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের কি একটা অদ্ভুত শক্তি আছে, যদ্দ্বারা যে-কোনও বিপদকেই তিনি দূরীভূত করিতে পারেন; অনেক অসুরের সংহারাদি-ব্যাপারে তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আর, শ্রীবলরামও যে অসাধারণ বলসম্পন্ন, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। এ-সমস্ত কারণে, তাঁহাদের চিত্তে একটা দৃঢ়া প্রতীতি ছিল যে, ধেনুকাসুর যতই পরাক্রমশালী হউক না কেন, কৃষ্ণবলরামের নিকটে তাহার পরাক্রম নগণ্য; যদি সে কৃষ্ণবলরামকে বা তাঁহাদের কাহাকেও, আক্রমণ করে, তাহা হইলে কৃষ্ণবল-রামের হাতেই সে প্রাণ হারাইবে। এজন্য তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণবলরামকে বিপদসঙ্কুল তালবনে যাইবার জন্য অনুরোধ করা অসঙ্গত হয় নাই। প্রত্যুত, শ্রীকৃষ্ণের মত বীরস্বভাব গোপবালকগণের পক্ষে তাহা সখ্যময় প্রীতিরসের পোষকই হইয়াছে। নিজেদের পক্ষে তালরস-পানের বলবতী ইচ্ছা বশতঃই যে তাঁহারা রামকৃষ্ণকে তালবনে পাঠাইয়াছেন, তাহাও নহে; রামকৃষ্ণকে তালরস আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের প্রীতিবিধানের ইচ্ছাতেই গোপবালকগণ ভ্রাতৃদ্বয়কে তালবনে যাওয়ার জন্য বলিয়াছেন—"প্রেম্ণেদমব্রুবন্—প্রেমের সহিত, রামকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের ইচ্ছার সহিত, ইহা বলিয়াছিলেন"-এই বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। তাঁহারা রামকৃষ্ণের প্রভাব অবগত ছিলেন বলিয়াই এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহারা যে বলদেবকে "মহাসত্ত্ব—মহাবল" এবং শ্রীকৃষ্ণকে "দুষ্টনিবর্হণ—দুষ্টবিনাশকারী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়--তাঁহারা রামকৃষ্ণের পরাক্রম জানিতেন।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্রও দৃষ্ট হয়।

"সাকং কৃষ্ণেন সন্নদ্ধো বিহর্ত্তুং বিপিনং মহৎ।
বহুব্যাল-মৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা॥ শ্রীভা, ১০।৫৮।১৪॥

—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহু সর্প ও পশুকুলসমাকীর্ণ মহাবনে বিহার করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম অর্জ্জুন জানিতেন বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বিপদসঙ্কুল বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণবলরামের পরাক্রম অবগত ছিলেন বলিয়াই গোপবালকগণ তাঁহাদিগকে ভয়সঙ্কুল তালবনে যাইতে বলিয়াছিলেন।

গোপবালকগণ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অবগত ছিলেন, অঘাসুর-প্রসঙ্গে তাঁহাদের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। গোপশিশুগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৎসচারণে গিয়াছেন। তাঁহারা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলে কংসচর অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে পর্ব্বতাকার এক বিরাট অজগরের রূপ ধারণ করিয়া মুখব্যাদন করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গোপশিশুগণ বৃন্দাবনের শোভা দর্শন করিয়া বিচরণ করিতে করিতে অঘাসুরকে দেখিলেন ; কিন্তু তাঁহারা তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন নাই ; তাঁহারা মনে করিলেন--অজগরের আকারে ইহাও বৃন্দাবনেরই এক শোভা। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া কৌতুকবশতঃ তাঁহারা বলিয়াছিলেন,

"অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টান্ অয়ং তথা চেদ্বকবদ্ বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ শ্রীভা, ১০।১২।২৪॥

—আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহা আমাদিগকে গ্রাস করিবে না তো ? যদি করে, তাহা হইলে (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) বকাসুরের ন্যায় বিনষ্ট হইবে।"

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বকাসুরের নিধন দর্শন করিয়া গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইয়াছিলেন, এজন্য নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহারা অঘাসুরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

যাহাহউক, গোপবালকগণকর্ত্তৃক রামকৃষ্ণকে ভয়সঙ্কুল তালবনে প্রবেশ করিতে বলায় তাঁহাদের সখ্যরস যে আভাসতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনটী কথা বলিয়াছেন --শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের "সমানশীলত্ব", তাঁহাদের পক্ষে "শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যজ্ঞান" এবং তাঁহাদের "শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বীরস্বভাবত্ব"। "বস্তুতস্তু সমানশীলত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য বীর্য্যজ্ঞানাত্তৈস্তন্নিয়োগোঽপি নাযোগ্যঃ, প্রত্যুত তেষাং তদ্বদ্‌বীরস্বভাবানাং তন্ময়প্রীতিপোষায়ৈব ভবতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১৮৫॥"

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম জানেন ; তাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ বীর-স্বভাব। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের মতনই বীরস্বভাব। বীরস্বভাব লোকগণ কিছুতেই ভীত হয়েন না ; বিপদের সম্মুখীন হইতে তাঁহারা বরং উৎসাহী হয়েন এবং বিপদ অতিক্রম করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহারা—উভয়েই বীরস্বভাব বলিয়া এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমানশীল (সমান-চরিত্রবিশিষ্ট) বলিয়া মনে করিয়াছেন—বিপদসঙ্কুল তালবনে প্রবেশ করিতে তাঁহাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও

উৎসাহী হইবেন এবং তত্রত্য গর্দ্দভাসুরকে বধ করিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন এবং পরে তালরস পান করিয়াও প্রীতি অনুভব করিবেন। এজন্য তাঁহারা রামকৃষ্ণকে তালবনে পাঠাইতে কোনওরূপ সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। এজন্য তাঁহাদের এই আচরণ তাঁহাদের সখ্যভাবের বিরোধী হয় নাই, তাঁহাদের সখ্যরসও আভাসতা প্রাপ্ত হয় নাই। যদি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য এবং বীরস্বভাবত্বের কথা না জানিতেন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণকে তালবনে প্রেরণ তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় হইত, তাঁহাদের সখ্যরসও আভাসতা প্রাপ্ত হইত ; কেননা, তাহাতে বুঝা যাইত—রামকৃষ্ণের বিপদের আশঙ্কাসত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদিগকে ভয়সঙ্কুল স্থানে পাঠাইয়াছেন। ইহা হইত তাঁহাদের সমানশীলত্বের এবং সখ্যভাবের বিরোধী।

কিন্তু যশোদামাতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বাৎসল্যভাববিশিষ্ট কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভয়সঙ্কুল স্থানে পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বাৎসল্য রস আভাসতা প্রাপ্ত হইত। কেননা, বাৎসল্যভাববিশিষ্ট ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য অবগত নহেন ; শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন করিলেও তাঁহারা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম বলিয়া মনে করেন না। সখা-গোপবালকগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করেন, তাঁহারা তদ্রূপ মনে করেন না, বাৎসল্যবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ববিষয়ে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করেন। বাৎসল্যবশতঃ তাঁহারা মনে করেন, কোনও বিপদ অতিক্রম করার সামর্থ্য শ্রীকৃষ্ণের নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে, ভয়সঙ্কুল স্থানে গেলে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল হইবে। এই অবস্থায় তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভয়সঙ্কুল স্থানে যাইতে বলেন, তবে তাহা হইবে তাঁহাদের বাৎসল্যের বিরোধী আচরণ ; এ-স্থলে তাঁহাদের বাৎসল্য রস আভাসতাই প্রাপ্ত হইবে (৭।১৯৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য স্থলে "প্রেম্ণা"-শব্দদ্বারা ব্যঞ্জিত রামকৃষ্ণকে তালরস পান করাইবার ইচ্ছা হইল সখ্যভাবের অনুভাব। ভয়সঙ্কুল স্থানে প্রেরণ সখ্যবিরোধী বলিয়া অনুমিত হওয়ায় সেই অনুভাব অযোগ্য হইয়াছে বলিয়া মনে করায় রসাভাসের অনুমান করা হইয়াছে।

৬। জলবিহারকালে মহিষীদের উক্তি

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ নিশাকালে মহিষীদিগের সহিত জল-বিহার করিতেছেন। হঠাৎ মহিষীদিগের প্রেমবৈচিত্ত্য (প্রেমজনিত বিচিত্ততা) উপস্থিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, হয় তো বা কোনও নিভৃত স্থানে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন। এই অবস্থায় স্থাবর-জঙ্গম যে কোনও বস্তুর প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে, তাহাকেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপত্নী বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ বাক্যাদি বলিতে লাগিলেন। হঠাৎ রৈবতক পর্ব্বতের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল ; তাঁহারা রৈবতক পর্ব্বতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

"ন চলসি ন বদস্যুদারবুদ্ধে ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্।
অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্ত্তুম্॥ শ্রীভা, ১০।৯০।২২॥

—হে উদারবুদ্ধি ক্ষিতিধর! তুমি চলিতেছও না, কোনও কথাও বলিতেছনা। তাহাতে মনে হইতেছে, তুমি কোনও মহৎ অর্থ চিন্তা করিতেছ। অহো! নাকি তুমি আমাদেরই ন্যায় বসুদেবনন্দনের চরণ-কমল তোমার (উচ্চশৃঙ্গরূপ) স্তনে ধারণ করার বাসনা পোষণ করিতেছ?"

বসুদেব হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা—সুতরাং মহিষীগণের শ্বশুর; কোনও রমণীর পক্ষে শ্বশুরের নাম গ্রহণ অসঙ্গত। শ্বশুরের নাম-গ্রহণরূপ অযোগ্য অনুভাবের মিলনে মহিষীদের মধুররস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন—এ-স্থলে সমাধান হইতেছে এইরূপ। এ-স্থলে বসুদেবনন্দন-অর্থ—বসুরূপ দেবনন্দন। দেব-শব্দের অর্থ—পরমারাধ্য, শ্বশুর; তাঁহার নন্দন (মুখ্য পুত্র) হইতেছেন—দেবনন্দন, মহিষীদিগের পতি। বসু-শব্দের অর্থ ধন। বসুদেবনন্দন-শব্দে মহিষীগণ বলিয়াছেন—আমাদের পরমধনস্বরূপ শ্বশুর-নন্দন (পতি)। বস্তুতঃ পতিই রমণীদিগের পরমধন; মহিষীগণ এ-স্থলে "পতি" না বলিয়া "পরমারাধ্য শ্বশুরের পুত্র" বলিয়াছেন, যেমন "আর্য্যপুত্র—আর্য্যের (পরমারাধ্য শ্বশুরের) পুত্র" বলা হয়, তদ্রূপ। প্রাচীনকালে রমণীগণ পতিকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এইরূপ অর্থই মহিষীগণের বাস্তবিক মনের ভাব। "বস্তুতস্তু দেবস্য পরমারাধ্যস্য শ্বশুরস্য যো নন্দনো মুখ্যঃ পুত্রঃ অস্মৎপতিরিত্যর্থঃ তস্যাঙ্ঘ্রিং বসু পরমধনস্বরূপমিত্যেব তন্মনসি স্থিতম্॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮৬॥' তথাপি দৈবাৎ শ্বশুরের নাম গ্রহণরূপ দোষেব সমাধান হইতেছে এই যে—প্রেমবৈচিত্ত্যজনিত উন্মত্তাবস্থায়ই মহিষীগণ তাহা বলিয়াছেন। উন্মত্তাবস্থার উক্তি দোষের নহে।

চ। মহিষীদিগের পক্ষে পুত্রদ্বারা কৃষ্ণালিঙ্গন

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মহিষীগণ

"তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্।
নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বু নেত্রয়োর্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ॥ শ্রীভা, ১।১১।৩৩॥

—(শ্রীসূত গোস্বামী শৌনক-ঋষিকে বলিলেন) হে ভৃগুবর্য্য! দুরন্তভাবা মহিষীগণ সমাগত পতিকে, দর্শনের পূর্ব্বে মনের দ্বারা (মনে মনে), দৃষ্টিগোচর হইলে দৃষ্টিদ্বারা এবং নিকটবর্ত্তী হইলে পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। সেই লজ্জাবতী রমণীগণ যদিও অশ্রু অবরোধ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের নয়নযুগল হইতে অল্প অল্প অশ্রু ক্ষরিত হইতেছিল।"

তাঁহাদের ভাব দুরন্ত—উদ্ভট। এজন্য তাঁহারা অশ্রুনিরোধ করিলেও অশ্রু ক্ষরিত হইতেছিল। এ-স্থলে পুত্রদ্বারা পতি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে বলিয়া কান্তভাব আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কেননা, পুত্রদ্বারা পতিসম্ভোগ অযোগ্য।

শ্রীজীবপাদ বলেন, ইহার সমাধান হইতেছে এই। প্রীতিসামান্য-পরিপোষণের জন্যই মহিষীগণ এইরূপ আচরণ করিয়াছেন, কান্তভাব পোষণের জন্য নহে। দৃষ্টি-আদি দ্বারাই প্রীতিসামান্য-পোষণ করা হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে কোনও দোষ হয় নাই। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮৭॥

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। পুত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করাইয়া সেই আলিঙ্গনের স্মৃতি মনে পোষণ করিয়া যদি মহিষীগণ পরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিতেন, তাহা হইত দোষের বিষয়। মহিষীগণ তাহা করেন নাই। পুত্রগণ তাঁহাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেন, ইহা দেখিয়া মহিষীগণের প্রীতি পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কোনও প্রিয় ব্যক্তির আলিঙ্গনে যে সুখ পাওয়া যায়, তাঁহারা সেই সুখই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কান্তকে আলিঙ্গন করিয়া কান্তার যে সুখ হয়, সেই সুখ নহে। ইহাই প্রীতিসামান্য।

২০৭। অযোগ্য উদ্দীপন-বিভাবের সহিত মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

ক। শ্রীঅক্রূরের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অক্রূর যখন ব্রজে আসিতেছিলেন, তখন তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন,

"যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে যদ্‌গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্। শ্রীভা, ১০।৩৮।৮॥

—ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ, লক্ষ্মীদেবী এবং ভক্তগণের সহিত মুনিগণও যাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, অনুচরগণের সহিত গোচারণ-সময়ে যাহা বৃন্দাবনে বিচরণ করে, এবং যাহা গোপিকাগণের কুচকুঙ্কুম-দ্বারা চিহ্নিত (আমি শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণকমল দর্শন করিব)।"

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অক্রূরের হইতেছে দাস্যভাব। কান্তাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রহোলীলার অনুসন্ধান দাস্যভাবের অযোগ্য। গোপিকাদিগের কুচকুঙ্কুমচিহ্নিত চরণ-এই উক্তিতে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের রহোলীলার চিহ্নযুক্ত চরণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতেছে অক্রূরের দাস্যভাবের অযোগ্য। এজন্য এ-স্থলে অক্রূরের উক্তিতে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্মৃতি হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব। অযোগ্য উদ্দীপন-বিভাবের যোগে দাস্যরস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এ-স্থলে শ্রীজীবপাদ এইরূপ সমাধান করিয়াছেন। (উল্লিখিত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী ১০।৩৮।২-শ্লোক হইতে জানা যায়, অক্রূর ব্রজগমনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে অত্যন্ত ভক্তির সহিতই শ্রীকৃষ্ণ চরণদর্শন-সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। "ভক্তিং পরাং উপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ।" তারপর ভক্তি হইতে উদ্ভূত দৈন্যের প্রভাবে নিজের অযোগ্যতার কথাও চিন্তা করিয়াছেন। তথাপি "নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে"—এতাদৃশ বাক্যের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণচরণদর্শনের সৌভাগ্য তাঁহার হইতেও পারে মনে করিয়া একটু আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণচরণ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই সুলভ হয়—এইরূপ চিন্তাতেই তখন অক্রূরের মন আবিষ্ট ছিল। এজন্য শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন) এ-স্থলে "শ্রীকৃষ্ণের চরণ কেবল ভক্তিমাত্র-সুলভ"—এইরূপ চিন্তাতেই ছিল অক্রূরের অভিনিবেশ; ব্রজগোপীদের

সহিত শ্রীকৃষ্ণের রহোলীলার অনুসন্ধানে তাঁহার কোনওরূপ অভিনিবেশ ছিলনা। শ্রীধরস্বামিপাদও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন-"যদ্‌গোপিকানামিতি প্রেমমাত্রস্থূলভক্তমিত্যেতৎ--'যদ্ গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্'-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণচরণের প্রেমমাত্রস্থূলভক্তের কথাই বলা হইয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়—'গোপিকানাং'-ইত্যাদি বাক্যে অক্রূর রহোলীলার অনুসন্ধান করেন নাই, কেবল তাঁহার ভক্তির উল্লাসকরূপেই তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণের বিশেষণরূপে "গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত"-শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। রহোলীলার অনুসন্ধান ছিলনা বলিয়া এই উক্তিতে কোনও দোষ হয় নাই--সুতরাং রসাভাসও হয় নাই।

শ্রীঅক্রূরের অপর উক্তি

ব্রজগমনকালে শ্রীঅক্রূর মনে মনে বলিয়াছিলেন,

"সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিকস্তথা বলিশ্চাপ জগত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যাপানুদৎ॥
—শ্রী ভা, ১০।৩৮।১৭॥

---(আমি চরণে পতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমার মস্তকে করকমল অর্পণ করিবেন) শ্রীকৃষ্ণের সেই করকমলে পূজোপকরণ অর্পণ করিয়া ইন্দ্র এবং কিঞ্চিৎ জল অর্পণ করিয়া বলি ত্রিজগতের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় পদ্মবিশেষের গন্ধ সেই করকমলের গন্ধলেশ সদৃশ. ব্রজরমণীদিগের সহিত বিহারকালে তিনি সেই করকমলের স্পর্শ দ্বারা তাঁহাদের শ্রমাপনোদন করিয়াছেন।"

এ-স্থলেও "বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং স্পর্শেন"—এই বাক্যের সমাধান পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে।

২০৮। অযোগ্য আশ্রয়ালম্বনবিভাবের মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১৮৯-অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—প্রীতির আশ্রয়ালম্বনের অযোগ্যতায় (যথাশ্রুত অর্থে) রসাভাসের দৃষ্টান্তস্বরূপে যজ্ঞপত্নী, পুলিন্দী, হরিণী প্রভৃতির জাতিরূপ অযোগ্যতা উদাহৃত হইতে পারে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই। প্রকরণ হইতে তাঁহার উল্লিখিত উক্তির ইঙ্গিত এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, যজ্ঞপত্নী প্রভৃতির স্থলেও রসাভাসত্বের সমাধান করা যায়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।২৩ অধ্যায়ে 'শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং'-ইত্যাদি ১৮শ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "তস্মাদ্ ভবৎপ্রপদয়োঃ"-ইত্যাদি ৩০-শ্লোক পর্য্যন্ত কয়েকটী শ্লোকে যজ্ঞপত্নীদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য অন্নাদি লইয়া আসিয়াছিলেন এবং অন্নাদি দানের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। পরে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে,

এ-স্থলে যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কি ভাব পোষণ করিয়াছিলেন? যজ্ঞপত্নীসম্বন্ধে ললিতমাধব-নাটকের যে শ্লোকটী পূর্ব্বে [৭।১৯৭ ক (১)-অনুচ্ছেদে] উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যজ্ঞপত্নীদিগের মধুরভাবের কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শ্লোকেও কি মধুর-ভাব? এই প্রসঙ্গে একটী বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে শ্রীমদ্ভাগবতে যে কল্পের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, ললিতমাধব-নাটকে যে সেই কল্পের লীলা বর্ণিত হয় নাই, তাহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। ললিতমাধব-নাটক-কথিত যজ্ঞপত্নীগণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যজ্ঞপত্নীগণ অভিন্ন না হইতেও পারেন, তাঁহাদের ভাবও একরকম না হইতে পারে। সুতরাং ললিতমাধব-কথিত যজ্ঞপত্নীদের মধুর ভাব ছিল বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যজ্ঞ-পত্নীদেরও মধুরভাব ছিল বলিয়া মনে করা সঙ্গত না হইতেও পারে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যজ্ঞপত্নীদের ভাবের কথা জানা যায়। তিনি তাঁহার শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত লীলারই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—যে-সমস্ত পরিকর শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করেন, তাঁহাদের অবস্থা-প্রাপ্তিই যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "সত্যং কুরুষ্ব করবাম কিমেবমঙ্গীকারং নিজাঙ্ঘ্রিপরিবারদশাং দিশস্ব।" কি রকম সেবা তাঁহারা চাহেন, তাহাও তাঁহারা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন।

"বিহায় সুহৃদঃ পরান্ ব্রজনরেশগেহেশ্বরী-
পদাম্বুজমুপাশ্রিতাঃ পরিচরেম তং ত্বাং সদা।
ইমাং পচনচাতুরীং বত তুরীয়পূর্ত্তিং গতা-
মুরীকুরু পুরুশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল শ্রীপতে॥ গো, পূ, চ, ৭১॥

—হে বহুকীর্ত্তে! হে শ্রবণমঙ্গল! হে শ্রীপতে! আমরা আমাদের অন্য (পতি-পিতৃ-বান্ধবাদি) সমস্ত সুহৃদ্‌গণকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রজরাজগৃহিণীর চরণকমল-সান্নিধ্যে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বদা সেই (ব্রজেশ্বরীতনয়) তোমার পরিচর্য্যা করিব। (কটু, অম্ল, লবণ ও মধুর—এই চতুর্বিধ) ভোজ্যরসের মধ্যে চতুর্থ যে মধুর ভোজ্যরস, তাহা যাহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের সেই পচনচাতুরী (পাকনৈপুণ্য) তুমি অঙ্গীকার কর (অর্থাৎ যাহাতে আমরা ব্রজেশ্বরীর আনুগত্যে তোমার মধুর-ভোজ্যরস-প্রস্তুত-করণরূপ পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হইতে পারি, তাহা কর)।"

ইহাতে বুঝা যায়, ব্রজেশ্বরীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের ভোজ্যদ্রব্য-প্রস্তুত-করণরূপ পরিচর্য্যাই ছিল শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যজ্ঞপত্নীগণের কাম্য। ইহা মধুর-ভাবের কথা নহে, ভক্তিময়-দাস্যভাবেরই কথা। "তস্মাদ্ভবৎপ্রদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।২৩।৩০-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—"তস্মাৎ দাস্যমেব বিধেহীতি"—উল্লিখিত শ্লোকবাক্যে যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণদাস্যই প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যজ্ঞপত্নীদের বাক্যে যজ্ঞপত্নীদের মধুরভাব-ব্যঞ্জিকা কোনও উক্তিই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের উপদেশ

দিলেন; তাঁহারাও গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু কেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন না, শ্রীশ্রীগোপাল-পূর্ব্বচম্পূ-গ্রন্থে শ্রীজীবপাদ তাহা বলিয়াছেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিনীত-ভাবে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের বান্ধবগণ এবং আমার নিজ-জনগণও যাহাতে অসূয়া প্রকাশ (আমার প্রতি দোষদৃষ্টি) না করেন এবং শিব-ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি সুরেশগণও যাহার অনুমোদন করেন, তোমরা তাহাই কর, অন্যরূপ কিছু করিবেনা। তোমরা ব্রাহ্মণপত্নী; আমার পরিচর্য্যার জন্য তোমাদিগের আনয়ন (নিয়োগ) কেহই অনুমোদন করিবেনা ; সুতরাং সময়ের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত।

যথা বো বান্ধবা নাভ্যসূয়েরন্ন চ মজ্জনাঃ। সুরেশাশ্চানুমোদেরং স্তথা কুরুত নান্যথা ॥
যুষ্মাকং বিপ্রভার্য্যাণাং পরিচর্য্যার্থমাকৃতিঃ। কেনাপি নানুমোদ্যেত প্রতীক্ষ্যঃ সময়স্ততঃ ॥
—গো, পূ, চ, ৭৩-৭৪॥"

যজ্ঞপত্নীগণ ব্রাহ্মণের কন্যা এবং ব্রাহ্মণের পত্নী ; তাঁহাদের দ্বারা গোপজাতি শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা লোকসমাজে কাহারও অনুমেদিত হইবেনা ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ হইলেও নরলীল। এজন্য নরলীল শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করেন নাই। তবে কৃপা করিয়া তিনি সময়ের অপেক্ষা করার জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন—"প্রতীক্ষ্যঃ সময়স্ততঃ।" তাঁহাদের দেহভঙ্গের পরে যখন তাঁহারা গোপদেহ লাভ করিবেন, তখন তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে-এইরূপ আশ্বাস তিনি দিলেন।

যজ্ঞপত্নীগণ ব্রাহ্মণভার্য্যা বলিয়া তাঁহাদের দাস্যরতি হইতেছে অযোগ্যা ; ইহা রসাভাসের একটী হেতু ; তথাপি কিন্তু এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের রতি অঙ্গীকার করেন নাই ; বিষয়ালম্বন-বিভাবের সহিত তাঁহাদের দাস্যরতির মিলন হয় নাই এবং তজ্জন্য রসের প্রতীতিও জন্মিতে পারে না , রসের প্রতীতি না জন্মিলে রসাভাসের প্রশ্নও উঠিতে পারে না [পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৯১-খ (২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

আর, "ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।২১।১১-শ্লোকে হরিণীগণের এবং "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।২১।১৭-শ্লোকে পুলিন্দীগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। উভয়স্থলেই ব্রজসুন্দরীগণের বাক্য। যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—হরিণীগণ এবং পুলিন্দীগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে মধুর-ভাববতী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নরবপু, গোপ-অভিমান। হরিণীগণ পশু এবং পুলিন্দীগণ নীচজাতীয়া। এ-স্থলেও বিভাবের বৈরূপ্যবশতঃ রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার সমাধান এই যে—হরিণীগণ বা পুলিন্দীগণ কোনও কথাই বলেন নাই। তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রজদেবীগণই নিজেদের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য" ইত্যাদি শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকাও বলিয়াছেন—"অথ নিজভাবপ্রকটনময়েন পদ্যেন নিজরসবর্ণনম্ ॥" এ-স্থলে গোপীগণ নিজেদের মধুর-রসের বর্ণনাই করিয়াছেন, পুলিন্দীদের বা হরিণীদের মধুররসের বর্ণনা নহে। সুতরাং এ-স্থলে বিভাবের অযোগ্যতা নাই -সুতরাং রসাভাসও হয় নাই।

২০৯। অযোগ্য বিষয়ালম্বনবিভাবের সহিত মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

"অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তো বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং যৈর্বা নিপীতমনুরক্ত-কটাক্ষমোক্ষম্॥ শ্রীভা, ১০।২১।৭॥

—(কোনও ব্রজসুন্দরী তাঁহার সখীগণকে বলিয়াছেন) হে সখিগণ! প্রিয়দর্শনই হইতেছে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের চক্ষুর ফল, তদ্ব্যতীত অন্য ফল আছে বলিয়া মনে হয় না। বয়স্যগণের সহিত পশুগণসহ বনে প্রবেশকারী ব্রজপতি-তনয় রামকৃষ্ণের বেণুজুষ্ট বদন—যে বদনে নিরন্তর অনুরাগময় কটাক্ষ বিরাজমান, সেই বদন—যাঁহারা পান করেন, তাঁহারাই সেই ফল লাভ করেন।"

এ-স্থলে উল্লিখিত যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ, এই উভয়েই যেন ব্রজদেবীগণের মধুর-ভাবের বিষয়। কিন্তু শ্রীবলরামও শ্রীকৃষ্ণব্যূহ বলিয়া কৃষ্ণতুল্যই; তথাপি কিন্তু তাঁহাতে কৃষ্ণত্বের অভাব বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের মধুর-ভাবের অযোগ্য। এ-স্থলে যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, বলরামকেও তাঁহাদের মধুর-ভাবের বিষয়রূপে বর্ণন করা হইয়াছে; তাহাতে উজ্জ্বলরস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ বলেন—বস্তুতঃ এই শ্লোকটী হইতেছে ব্রজদেবীগণের অবহিত্থাগর্ভ (শ্রীকৃষ্ণানুরাগ-গোপনময়) বাক্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই তাঁহাদের মধুরভাবময় অনুরাগ, বলদেবের প্রতি নহে; তাঁহাদের এই ভাবটীকে গোপন করার জন্য তাঁহারা শ্রীবলরামের নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের উক্তির ভঙ্গী হইতেই তাহা বুঝা যায়। "ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং বক্ত্রং—ব্রজেশসুতদ্বয়ের মধ্যে, অনু – পশ্চাৎ, বেণুজুষ্টং বক্ত্রং—বেণুসেবিত মুখ"-অর্থাৎ ব্রজেশসুতদ্বয়ের মধ্যে যিনি পশ্চাতে অবস্থিত (অগ্রভাগে বলদেব এবং তাঁহার পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ চলিতেছিলেন), তাঁহার বেণুসেবিত বদন-কমলের মধু যাঁহারা পান করেন, তাঁহাদেরই চক্ষুর সার্থকতা। ইহাই হইতেছে ব্রজদেবীদের উক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য। এইরূপে দেখা গেল—তাঁহাদের উক্তি কেবল শ্রীকৃষ্ণমুখ-মাধুর্য্যের বর্ণনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই।

শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গে অন্যত্রও উজ্জ্বলরস আভাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্রীবলরাম যখন দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়া চৈত্র-বৈশাখ দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন

"রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥ শ্রীভা, ১০।৬৫।১৭॥

—ভগবান্ বলরাম রজনীসমূহে গোপীদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে কেহ মনে করিতে পারেন, যে গোপীদের সহিত বলরাম বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। সুতরাং এ-স্থলে উজ্জ্বলরস আভাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ছিলেন না। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণক্রীড়া-সময়েঽনুৎপন্নানামতিবালানামন্যাসামিত্যভিযুক্ত-প্রসিদ্ধিঃ।—শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ক্রীড়া করিয়াছিলেন,

তখন যাঁহারা উৎপন্ন হয়েন নাই এবং যাঁহারা তখন অত্যন্ত বালিকা ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ভিন্ন সে-সকল গোপীর সহিত বলদেব বিহার করিয়াছিলেন,—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।" সুতরাং এ-স্থলে রসাভাস-দোষ হয় নাই। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮৯॥

রসোল্লাস

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যোগ্য স্থায়ীর সহিত অযোগ্য ভাবও মিলিত হইয়া ভঙ্গিবিশেষদ্বারা যদি যোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষ সাধন করে, তাহা হইলে রসোল্লাস হইয়া থাকে, রসাভাস হয় না। এক্ষণে তাহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

২১০। অযোগ্য মুখ্যভাবের সম্মেলনে যোগ্য মুখ্য স্থায়ীর উল্লাস

ক। ব্রহ্মার উক্তি

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছেন,

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৩২॥

—অহো! নন্দগোপের ব্রজবাসীদিগের কি অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য! পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের সনাতন মিত্র।"

এ-স্থলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন; তাহাতে জ্ঞানভক্তিময় ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রজবাসীদের সনাতন-মিত্র বলিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়—ব্রজবাসি-প্রসঙ্গে ব্রহ্মা জ্ঞানভক্তি ও বন্ধুভাবই ভাবনা করিয়াছেন; কিন্তু এ-স্থলে বন্ধুভাবই ভাবনা করার যোগ্য; (কেননা, ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল বন্ধু বলিয়াই জানেন, পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন না)। ব্রজবাসীদের স্বাভাবিক বন্ধুভাব আস্বাদিত হইলে অন্যভাব (অর্থাৎ জ্ঞানভক্তিময় ভাব) বিরস বলিয়া প্রতিভাত হয়; সুতরাং এ-স্থলে পরম-ব্রহ্মপদ-ব্যঞ্জিতা জ্ঞানভক্তির ভাবনা হইতেছে অযোগ্য; তথাপি তাহা জ্ঞানভক্ত্যংশ-বাসিত সহৃদয়গণের চমৎকারার্থ, ব্রজবাসীদের ভাগ্যপ্রশংসা-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনভঙ্গিতে বন্ধুভাবেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল, এ-স্থলে রসের উল্লাসই সাধিত হইয়াছে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৯২॥

তাৎপর্য্য এই। যাঁহাদের চিত্ত জ্ঞানভক্ত্যংশ-বাসিত, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, ব্রহ্মার উক্তিতে তাঁহারা যখন জানিবেন—ব্রজবাসিগণ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেও, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাদের বন্ধুমাত্র মনে করেন, তখন তাঁহারা এক অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব অনুভব করিবেন, ব্রজবাসীদের বন্ধুভাবের পরমোৎকর্ষ অনুভব করিবেন। এইরূপে এ-স্থলে বন্ধুভাবময় রসের উল্লাসই সাধিত হইয়াছে। বন্ধুভাবের সহিত অযোগ্য জ্ঞানভক্তিময় শান্তভাবের মিলনে রসাভাস হয় নাই।

খ। **ব্রজরাখালদের সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবের উক্তি**

শ্রীকৃষ্ণের সহচর ব্রজবালকদের সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন,

"ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ শ্রীভা, ১০।১২।১১॥

—যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকটে ব্রহ্মসুখানুভূতিরূপে, দাস্যভাববিশিষ্টদের নিকটে পরদেবতারূপে এবং মায়াশ্রিত-জনগণের নিকটে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হয়েন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃতপুণ্যপুঞ্জ ব্রজবালকগণ এইরূপে বিহার করিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজরাখালগণের সখ্যভাবময়ী ক্রীড়া বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম ও পরমেশ্বররূপে বর্ণন করা হইয়াছে। তাহাতে সখ্যভাবের সহিত শান্ত ও দাস্যভাবের মিলন হইয়াছে বলিয়া রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ক-উপ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত যুক্তির অনুসরণে দেখা যায়, শ্রীশুকদেবের বর্ণনভঙ্গিতে—যিনি শান্তভক্তদের নিকটে ব্রহ্ম, দাস্যভক্তদের নিকটে যিনি পরমেশ্বর, তিনিই ব্রজবালকগণের ক্রীড়াসহচর-সখারূপে উদ্ভাসিত হইয়াছেন ; সুতরাং এ-স্থলে সখ্যরসেরই অপূর্ব্ব-চমৎকারিত্ব খ্যাপিত হওয়ায় রসাভাস হয় নাই, বরং রসের উল্লাসই হইয়াছে।

গ। **অক্রূরের নিকটে শ্রীকুন্তীদেবীর উক্তি**

"ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
পৈতৃষ্বসেয়ান্ স্মরতি রামশ্চাম্বুরুহেক্ষণঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৪৯।৯॥

—(শ্রীকুন্তীদেবী অক্রূরের নিকটে বলিয়াছেন) আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভক্তবৎসল ভগবান্ এবং শরণ শ্রীকৃষ্ণ এবং কমলনয়ন রাম (বলরাম) তাঁহাদের পৈতৃষ্বসেয় (পিসতুতভাই)-দিগকে কি স্মরণ করেন?"

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম হইতেছেন কুন্তীদেবীর ভ্রাতা বসুদেবের পুত্র ; সুতরাং কুন্তীদেবী হইতেছেন তাঁহাদের পিসীমাতা ; এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাবই যোগ্য। নিজের পুত্রদিগকেও যে তিনি রামকৃষ্ণের পৈতৃষ্বসেয় (পিসতুত ভাই) বলিয়া মনে করেন, ইহাও তাঁহার বাৎসল্যের যোগ্যতা সূচনা করিতেছে। কিন্তু তিনি যে রামকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া মনে করেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী ভক্তি প্রকাশ পাইতেছে ; ইহা তাঁহার বাৎসল্যের অযোগ্য। এজন্য রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্রীকুন্তীদেবী হইতেছেন দ্বারকা-পরিকর ; যশোদামাতার ন্যায় তাঁহার বাৎসল্য শুদ্ধ নহে, পরন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত। তাঁহার বাৎসল্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত হইলেও "ভ্রাতুষ্পুত্র", "পৈতৃষ্বসেয়" এবং "কমলনয়ন"-শব্দসমূহে বচনভঙ্গিতে বুঝা যাইতেছে যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার বাৎসল্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সহৃদয় সামাজিক ইহা অনুভব করিয়া শ্রীকুন্তীদেবীর বাৎসল্যরসের চমৎকারিতা আস্বাদন করিবেন। এজন্য এ-স্থলে রসাভাস না হইয়া বরং রসের উল্লাসই হইয়াছে।

ঘ। **শ্রীহনুমানের শ্রীরামচন্দ্রস্তব**

শ্রীরামচন্দ্রের লীলা হইতেছে কেবল মাধুর্য্যময়ী লীলা ; শ্রীহনুমানেরও শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ে কেবল মাধুর্য্যময় দাস্যভাব। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের যে স্তব করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রসম্বন্ধে তাঁহার স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি-জ্ঞানও প্রকাশ পাইয়াছে। স্বরূপের ও ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞান কেবল মাধুর্য্যময় দাস্যভাবের পক্ষে অযোগ্য বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন--হনুমানের কেবল মাধুর্য্যময় দাস্যভাব স্বরূপের এবং ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞানের সহিত মিলিত হইলেও পরিশেষে মাধুর্য্যময় ভাবেই পর্য্যবসান হইয়াছে বলিয়া ভঙ্গিতে মাধুর্য্যময় ভাবেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে ; সুতরাং এ-স্থলে রসাভাস না হইয়া রসোল্লাসই হইয়াছে। এ-স্থলে বিষয়টীর একটু বিবৃতি দেওয়া হইতেছে।

শ্রীরামচন্দ্রের স্তবে হনুমান বলিয়াছেন--"ওঁ নমো ভগবতে উত্তমঃশ্লোকায়"-ইত্যাদি॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৩॥--ওঁ ভগবান্ উত্তমঃশ্লোককে নমস্কার করি। ইত্যাদি।" শ্রীজীব বলেন, এ-স্থলে "ভগবান্"-শব্দে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান এবং "উত্তমঃশ্লোক"-শব্দে মাধুর্য্যজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার পরে হনুমান বলিয়াছেন,

"যত্তদ্বিশুদ্ধানুভবমাত্রমেকং স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৪॥

--যাহা সেই, যিনি বিশুদ্ধানুভবমাত্র এবং এক, নিজ তেজে যিনি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে দূরীভূতা করিয়াছেন, যিনি প্রত্যক্, প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্তে প্রকাশমান, অনামরূপ ও নিরহঙ্কার, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হই।"

শ্রীহনুমানের এই উক্তিতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ-জ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন :--

"যত্তৎ--যাহা সেই।" ইহাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের প্রসিদ্ধ দুর্ব্বাদল-শ্যামরূপ খ্যাপিত হইয়াছে। এ-স্থলে প্রকাশৈক-লক্ষণবস্তু সূর্য্যাদি-জ্যোতির প্রকাশকত্ব, শুক্লতাদিসত্তা-প্রভৃতি ধর্ম্মের মত, গুণরূপাদি-লক্ষণ তাঁহার স্বরূপধর্ম্মেরও স্বরূপাত্মকতা লক্ষ্য করিয়া স্বরূপমাত্রত্বই কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ প্রকাশকত্ব এবং শুক্লতাদি--সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর ধর্ম্ম হইলেও যেমন সে-সমস্ত সূর্য্যাদির স্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ নবদুর্ব্বাদলশ্যামরূপ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ-ধর্ম্ম হইলেও তাঁহার স্বরূপই) ; কেননা, এই স্বরূপধর্ম্মকেই (নবদুর্ব্বাদলশ্যামত্বাদিকেই) ভগবৎসন্দর্ভাদিতে স্বরূপশক্তি বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ স্বরূপধর্ম্ম ও স্বরূপে কোনও ভেদ থাকিতে পারেনা। আরও বলা হইয়াছে--সেই রূপ হইতেছে বিশুদ্ধানুভবমাত্র ; ইহাতেও রূপের ও স্বরূপের অভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্বরূপ-ধর্ম্ম ও স্বরূপ এক বলিয়াই স্তবে শ্রীরামচন্দ্রের রূপকে "এক" - ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিরূপে প্রকাশ পাইলেও "এক"--বলা হইয়াছে। তাহার পরে সেই শক্তির--যাহা

রূপরূপে অভিব্যক্ত, সেই শক্তির—মায়াতিরিক্ততার কথা বলা হইয়াছে—"স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্" বাক্যে। তিনি স্বীয় তেজ বা শক্তির দ্বারা মায়াকে দূরে রাখিয়াছেন। যাহা মায়াকে দূরে অপসারিত করে, তাহা নিশ্চয়ই মায়াতীত হইবে এবং তাহা স্বরূপশক্তিই হইবে; কেননা, স্বরূপশক্তিব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না। মায়াকে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তিনি "প্রশান্ত"—সর্ব্বোপদ্রবরহিত। সেই রূপের অনুভবমাত্রত্বের হেতু হইতেছে—তাহা "প্রত্যক্—দৃশ্যবস্তু হইতে অন্য" অর্থাৎ ইহা দৃশ্যবস্তু নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন "ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য—চক্ষুদ্বারা তাঁহার রূপ দৃষ্ট হয় না", "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্—তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহার নিকটে তিনি স্বকীয় তনু প্রকাশ করেন।" কিন্তু কেন তিনি চক্ষুর অগোচর? যেহেতু তিনি "অনামরূপ"-তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রাকৃত নাম ও রূপ নাই। প্রাকৃত নামরূপ-সম্বন্ধে ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে জানা যায়—তেজ, জল ও মৃত্তিকা, এই তিন দেবতাতে জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া পরব্রহ্ম নামরূপ প্রকাশ করিয়াছেন (শ্রুতিতে ভৌতিকদেহ সম্বন্ধে যে নামরূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মায়িক উপাধি বলিয়া প্রাকৃত। শ্রীরামচন্দ্র সৃষ্টবস্তু নহেন বলিয়া প্রাকৃত-নামরূপরহিত)। তাহার হেতু এই যে—তিনি "নিরহং- নিরহঙ্কার।" "এতাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি"-এই ছান্দোগ্যবাক্যে আত্মশব্দে পরমাত্মার জীবাখ্য-শক্তিরূপ অংশের কথা বলা হইয়াছে; কেননা, "অনেন—এই"-শব্দদ্বারা তাহার পৃথক্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীবাখ্যশক্তিরূপ অংশে প্রবেশ এবং দেবতা-শব্দবাচ্য তেজোবারি-মৃত্তিকারূপ উপাধিতে অভিনিবেশ। তাহাতে সেই জীবের অহন্তার অভিনিবেশ হইতে সেই অধ্যাস জন্মে। সুতরাং পরমাত্মা স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপে দেহে অবস্থান করিলেও অহন্তার অধ্যাস থাকেনা বলিয়া তাঁহার নামরূপ-রাহিত্য। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় অহঙ্কার-রাহিত্য নহে; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ছান্দোগ্যশ্রুতি যে বলিয়াছেন—"নামরূপে ব্যাকরবাণি—নামরূপ প্রকাশ করিব", তাহাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ-স্থলে তিনি অহঙ্কারশূন্য হইলে "প্রকাশ করিব" বলিতে পারেন না। এ-স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—শ্রীরামচন্দ্রের রূপ যে উল্লিখিতরূপ, তাহা তো সকলের প্রতীতিগোচর হয় না। তাহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—"সুধিয়োপলম্ভনম্—শুদ্ধচিত্তেই সেই রূপ উপলব্ধ হয়, অন্যত্র নহে।"

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরামচন্দ্র যদি এতাদৃশই হয়েন, তাহা হইলে মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে তাঁহার অবতরণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—অন্য গৌণ প্রয়োজন থাকিলেও তাঁহার অবতরণের মুখ্য প্রয়োজন হইতেছে ভক্তগণের মধ্যে লীলামাধুর্য্য অভিব্যক্ত করা। হনুমান তাহাই বলিয়াছেন।

"মর্ত্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্ত্যশিক্ষণং রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৫॥

—বিভুর মর্ত্ত্যাবতার কিন্তু কেবল রাক্ষস-বধের জন্য নহে, এই সংসারে মর্ত্ত্যশিক্ষাও ইহার উদ্দেশ্য। নচেৎ যিনি আত্মা ঈশ্বর, স্বরূপে রমমাণ, তাঁহার সীতাবিরহজনিত দুঃখ কিরূপে সম্ভব হয়।”

রাক্ষসগণ সাধুগণের উদ্বেগ জন্মায়; সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসদিগের বিনাশ সাধন করিয়াছেন; কিন্তু কেবল ইহাই তাঁহার অবতরণের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; মর্ত্ত্যজীবদিগের শিক্ষাও তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য। কিরূপে সেই শিক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে? তিনি তাঁহার লীলায় বহির্ম্মুখ জীবগণের বিষয়াসক্তির দুর্ব্বারতা দেখাইয়াছেন; কিন্তু ইহাও আনুষঙ্গিক। মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে—ভগবদ্‌ভক্তিবাসনাবিশিষ্ট জনগণের নিকটে চিত্তদ্রবকর বিরহ-সংযোগময় স্বীয় লীলাবিশেষের মাধুর্য্য প্রকাশ করা। কেবল রাক্ষসবধের জন্য তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন হয় না; তিনি ঈশ্বর পরমাত্মা, সর্ব্বান্তর্য্যামী; ইচ্ছামাত্রেই তিনি রাক্ষসদিগকে বধ করিতে সমর্থ; তাঁহার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে থাকিয়া রাক্ষসদিগের নিধন ইচ্ছা করিলেই রাক্ষসগণ নিধন প্রাপ্ত হইত। তথাপি যে তিনি অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষস বধ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সাধুগণের প্রতি এবং জগতের জীবের প্রতি কৃপাই জনগণের নিকটে সাক্ষাদ্‌ভাবে উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে। আবার তিনি পরিপূর্ণ স্বরূপ; বৈকুণ্ঠে তিনি সীতার সহিত নিত্য রমমাণ। তাঁহার আবার সীতাবিরহজনিত দুঃখের সম্ভাবনাই বা কোথায়? তথাপি তিনি মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসবধের আনুষঙ্গিকভাবে সীতাবিরহজনিত দুঃখ ভোগ করিয়াছেন বলিয়া দেখাইয়াছেন। স্বীয় লীলামাধুর্য্য প্রকাশই তাঁহার এ-সমস্ত লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য। সীতাবিরহজনিত দুঃখও তাঁহার লীলামাধুর্য্যেরই অন্তর্ভুক্ত- বিরহদ্বারা মিলন-সুখের চমৎকারিত্ব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। সীতার সহিত তাঁহার বিরহ-সংযোগাত্মিকা লীলার কথা শুনিলে ভক্তদের চিত্ত ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া যায়। উল্লিখিত শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপার এবং লীলার মাধুর্য্যই বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে দোষের কিছু নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবিষয়িণী লীলা প্রাকৃত লোকের ন্যায় কামাদির বশবর্ত্তিতায় প্রকটিত হয় নাই; পরন্তু স্বজন-বিশেষ-বিষয়ক কৃপাবিশেষেই এই লীলা প্রকটিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়।

“ন বৈ স আত্মবতাং সুহৃত্তমঃ সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত ন লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমর্হতি॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৬॥

—(শ্রীহনুমান বলিয়াছেন) তিনি আত্মবান্ ব্যক্তিদিগের পরমসুহৃৎ; সেই ভগবান্ বাসুদেব ত্রিজগতের কোনও বস্তুতেই আসক্ত হয়েন না। তাঁহার কখনও স্ত্রীকৃত দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে না; লক্ষ্মণকে বিসর্জন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।”

শ্রীজীবপাদকৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য। শ্রীরামচন্দ্র ত্রিজগতের কোনও বস্তুতেই আসক্ত নহেন: কেননা, তিনি হইতেছেন আত্মা (পরমাত্মা), ভগবান্; ঐশ্বর্য্যাদি পরিপূর্ণরূপে তাঁহাতে নিত্য বিরাজমান। আবার তিনি বাসুদেব—সর্ব্বাশ্রয়। কিন্তু তিনি আত্মবান্ ব্যক্তিগণের আত্মা—তিনি

নিজেই যাঁহাদের নাথরূপে বর্ত্তমান, যাঁহারা তাঁহার বিষয়ে মমতা পোষণ করেন, তিনি সেই বিশেষ ভক্তগণের সুহৃত্তম। সুতরাং অপর লোক যেমন স্ত্রীত্বহেতুক দুঃখ ভোগ করে, শ্রীসীতা সেইরূপ দুঃখ-ভোগ করেন নাই। শ্রীসীতাও আত্মবতী—শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ে অত্যন্ত মমতাময়ী ; তথাপি তাঁহার যে দুঃখের কথা শুনা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিবিষয়তাই তাহার হেতু (তাঁহার দুঃখ হইতেছে তাঁহার শ্রীরাম-প্রীতি হইতে উদ্ভূত ; বিয়োগাত্মক প্রীতিরসের আস্বাদনের জন্য তাঁহার দুঃখের আবির্ভাব। তিনি প্রাকৃত রমণী নহেন, পরন্তু স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। সুতরাং প্রাকৃত রমণীর মায়াজনিত দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তদ্রূপ, শ্রীলক্ষ্মণও আত্মবান্ ; তাঁহাকেও শ্রীরামচন্দ্র ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহাও আত্যন্তিক ত্যাগ নহে ; লক্ষ্মণের ত্যাগ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা হইতেছে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অন্তর্ধান করিবার ভঙ্গিবিশেষ। কালপুরুষের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন ; ইহাই তাঁহার লীলাভঙ্গি। পরিত্যাগের ভঙ্গিতে তিনি সীতা ও লক্ষ্মণাদিকে আগেই অপ্রকট করিলেন ; তাঁহারা তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন ; পরে তিনি তাঁহার অপ্রকটধামে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। (হনুমান বলিতেছেন) অধুনাও আমরা কিম্পুরুষবর্ষে সীতাদির সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিতেছি। সুতরাং মর্য্যাদারক্ষার নিমিত্তই দুঃখাদির কিঞ্চিৎ অনুকরণমাত্র করা হইয়াছে।

উল্লিখিত অর্থস্থাপন করিবার জন্য, ভক্তির একমাত্র কারণ যে কারুণ্যপ্রমুখ পরম মাধুর্য্য, তাহাই যে সর্ব্বোপরি বিরাজমান, শ্রীহনুমান তাহাও বলিয়াছেন। যথা,

"ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং ন বাঙ্ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকসশ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৭॥

—(শ্রীহনুমান বলিয়াছেন) মহাপুরুষ হইতে জন্ম, সৌভগ (সৌন্দর্য্য), আকৃতি, বুদ্ধি, বাঙ্নৈপুণ্য—এই সমস্ত লক্ষ্মণাগ্রজের সন্তোষের হেতু নহে, যেহেতু, ঐসমস্ত গুণহীন বনচর বানর আমাদিগকেও তিনি (তাঁহার পরমভক্ত-শ্রীসীতার অন্বেষণাদিরূপ ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া) সখারূপে গ্রহণ করিয়াছেন (অর্থাৎ তাঁহার দাস হওয়ার অযোগ্য হইলেও সহবিহারাদিদ্বারা তিনি আমাদিগকে সখার মত করিয়া রাখিয়াছেন)।"

শ্রীহনুমান আরও বলিয়াছেন,

"সুরোঽসুরো বাপ্যথ বানরো নরঃ সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্দিবম্॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৮॥

—(অযোগ্য বনচর বানরকে পর্য্যন্ত যিনি সখ্যদ্বারা কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রের মতন পরম কৃপালু আর কেহ নাই। সুতরাং) যিনি অযোধ্যাবাসী সকল জীবকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়াছেন—দেবতাই হউক, কি অসুরই হউক, কিম্বা বানর বা নরই হউক না কেন, সকলেরই সর্ব্বতোভাবে সেই

সুকৃতজ্ঞ (অল্পমাত্র ভক্তিতেই যিনি সন্তুষ্ট হয়েন), উত্তম (অসমোর্দ্ধ গুণসম্পন্ন), মানবাকৃতি হরি শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করা কর্ত্তব্য।”

পূর্ব্বে স্বরূপজ্ঞানময়-ভক্তিদ্বারা নবদূর্ব্বাদলশ্যাম নরাকৃতিতেই পরমস্বরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে মাধুর্য্যজ্ঞানময়-ভক্তিদ্বারাও বিশেষরূপে সেই নরাকৃতি হরিরই আরাধনার কথা বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনায় শ্রীজীবপাদ দেখাইলেন—শ্রীহনুমানের স্তব পর্য্যবসিত হইয়াছে মাধুর্য্যময় ভাবে। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের কেবল মাধুর্য্যময় দাস্যভাবের সহিত স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞানময় দাস্যভাবের মিলন অযোগ্য হইলেও সর্ব্বশেষে মাধুর্য্যময়ভাবেই পর্য্যবসানের ভঙ্গিতে মাধুর্য্যময় ভাবেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। অতএব এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই, বরং রসোল্লাসই হইয়াছে।

৬। **ব্রজদেবীদিগের উক্তি**

শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রে ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া আসিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাময় বাক্য মনে করিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

“মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥
যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥

—শ্রীভা, ১০৷২৯৷৩১-৩২॥

—হে বিভো! এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলা আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় না। আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূল ভজন করিয়াছি, আমরা আপনার ভক্ত; স্বচ্ছন্দে আমাদিগকে ভজন করুন, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; দেব আদিপুরুষ যেমন মুমুক্ষুদিগকে ভজন করেন, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগকে গ্রহণ করুন।

হে প্রভো! আপনি ধর্ম্মবেত্তা; আপনি বলিয়াছেন পতি, পুত্র, বন্ধু, বান্ধবদিগের অনুবৃত্তি করাই স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম, সেই স্বধর্ম্ম আমরা আপনাতেই পালন করিব; কেননা, আপনি আমাদের উপদেষ্টারূপে সেবনীয়, আপনি ঈশ্বর, আপনি দেহধারী জীবদিগের বন্ধু, আত্মা এবং প্রেষ্ঠ।”

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কান্তাভাবময়ী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে “দেহধারিগণের প্রেষ্ঠ, বন্ধু ও আত্মা” বলিয়াছেন। এইরূপ উক্তি হইতেছে শান্তরসের পরিচায়ক—সুতরাং তাঁহাদের মধুরভাবের অযোগ্য বলিয়া রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন—এই বাক্যেও পরিহাসময় দ্ব্যর্থবোধক বচনভঙ্গিতে গোপীদের ভাবোৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে; সুতরাং এ-স্থলেও রসোল্লাসই হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই।

পরিহাসময় তাৎপর্য্য। ব্রজদেবীগণ প্রথমে সম্ভ্রমাত্মক “ভবান্—আপনি”-শব্দ ব্যবহার

করিয়াছেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎই আবার "ত্বম্-তুমি" বলিয়াছেন (ভজস্ব, ত্যজ এই দুইটী ক্রিয়াপদের কর্ত্তা হইতেছে উহ্য "ত্বম্"-শব্দ ; "ভবান্"-শব্দ ইহাদের কর্ত্তা হইতে পারে না)। এ-স্থলে "ভবান্" হইতেছে পরিহাসগর্ভ শব্দ। তাৎপর্য্য—"ওহে মহাশয়! আপনার পক্ষে এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা সঙ্গত হয় না। যাহা হউক, তোমার এ-সব ভারিভুরি ছাড়, আমাদের ভজন কর, আমাদিগকে ত্যাগ করিওনা।" "ভবান্"-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই—"তুমি যখন উপদেষ্টা সাজিয়াছ, তখন সম্ভ্রমাত্মক শব্দেই তোমাকে অভিহিত করা সঙ্গত!" ইহাও পরিহাসময় উক্তি। "মৈবং বিভোঽর্হতি"-ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৫৬-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় শ্লোকের পরিহাসময় তাৎপর্য্য। প্রথমতঃ, "ধর্ম্মবিদা"-শব্দে ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'ধর্ম্মবিৎ" বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই:—"ওহে! তুমি তো ধর্ম্মবিৎ হইয়াছ! নচেৎ আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে কিরূপে? আচ্ছা, যে লোক ধর্ম্মবিৎ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা হয়, তাহার নিজেরও ধর্ম্মবিহিত আচরণ করা সঙ্গত। কিন্তু তুমি যে কুলবতী আমাদিগকে বংশীধ্বনিদ্বারা আকর্ষণ করাইয়াছ, ইহা তোমার কোন্ ধর্ম্মের অনুমোদিত আচরণ? আবার, গভীর নিশিথে নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে তুমি নিজেই আমাদিগকে আনিয়া এখন পরিত্যাগ করিতেছ! ইহাই বা তোমার কোন্ ধর্ম্মের অনুমোদিত আচরণ? আগে নিজে ধর্ম্মাচরণ কর, তাহার পরে আমাদিগকে উপদেশ দিও। যাহাহউক, তুমি যখন আমাদের উপদেষ্টা গুরু সাজিয়াছ, তখন আমরাও তোমার উপদেশ পালন করিব। গুরুর উপদেশ-পালনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে গুরুসেবা অবশ্যই করিতে হয়। আমরাও আমাদের গুরু তোমার সেবাই করিব। তুমি বলিয়াছ -'পতি, পুত্র, সুহৃদাদির সেবাই রমণীর স্বধর্ম্ম।' এই উপদেশও আমরা পালন করিব—কিন্তু তোমাতে। পৌর্ণমাসী দেবী নাকি বলিয়াছেন—তুমি নাকি সকলের পতি এবং একমাত্র তোমার সেবাতেই নাকি সকলের সেবা হইয়া যায়। তাই, তোমার সেবা করিলেই তো পতি-পুত্র-সুহৃদাদির সেবা হইয়া যাইবে ; আমরা তোমারই সেবা করিব। আবার তুমি নাকি সমস্ত দেহধারীদের প্রেষ্ঠ (পরমতম প্রিয়), বন্ধু (সকলের হিতকারী) এবং আত্মা (পরম আত্মীয়)। আমরাও তো দেহধারী—সুতরাং তুমি আমাদেরও প্রেষ্ঠ, বন্ধু এবং আত্মা ; প্রেষ্ঠের, বন্ধুর, পরমাত্মীয়ের সেবা সকলেই করিয়া থাকে এবং করা কর্ত্তব্যও ; সুতরাং তোমার সেবা করাও আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা তোমার সেবাই করিব ; তাহাতেই তোমার উপদেশ সার্থক হইবে।"

"যৎ পত্যপত্য"-ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন :— – এই শ্লোকে যে "স্বধর্ম্ম"-পদ আছে, তাহার অর্থ হইতেছে—সু+অধর্ম্ম–অত্যন্ত অধর্ম্ম। আর, শ্রীকৃষ্ণকে যে "ধর্ম্মবিৎ" বলা হইয়াছে, তাহা পরিহাসমাত্র। "ধর্ম্মবিৎ তুমি যাহা বলিয়াছ"-একথার অর্থ হইতেছে—"তুমি যাহা ছলে প্রতিপাদন করিয়াছ।' কেননা, পতিসেবাদি-বিষয়ে তুমি যে উপদেশ দিয়াছ, সেই উপদেশের (যথাশ্রুত অর্থব্যতীত) অন্যরূপ অর্থই যে তোমার অভিপ্রেত, তাহা বুঝা গিয়াছে। তুমি যে অধর্ম্ম নিরাকরণের উপদেশ দিয়াছ, তাহা "তৎপদে—উপদেষ্টা ঈশ বা

স্বতন্ত্রাচার তোমাতেই" থাকুক –তুমিই অধর্ম্ম হইতে নিরস্ত হও। যদি বল, তাহাতে তোমাদের কি লাভ হইবে ? উত্তরে বলিতেছি—তুমি "বন্ধুরাত্মা—সুন্দর-স্বভাব এবং প্রাণিমাত্রের প্রিয়তম" ; এজন্য তুমি অধর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইলে আমরা সকলেই মঙ্গলযুক্ত হইব। প্রীতিসন্দর্ভ ॥৩৩২॥

এইরূপে দেখা গেল—শান্তভাবময় বাক্যের ভঙ্গিতে এ-স্থলে ব্রজদেবীদের মধুররসই উল্লাস প্রাপ্ত হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই।

২১১। অযোগ্য গৌণরসের সম্মিলনে মুখ্যরসের উল্লাস

ক। শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্য

শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,

"ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতিবিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥

—শ্রীভা, ১০।৬০।৪৫॥

—যে স্ত্রী তোমার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই, সেই মূঢ়মতি স্ত্রী বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশদ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত, পিত্ত ও কফ-পূরিত জীবিত শবদেহকে কান্তজ্ঞানে ভজন করে।"

এ-স্থলে জীবিত শবদেহের বর্ণনায় বীভৎস-রস প্রকটিত হইয়াছে ; তাহা শ্রীরুক্মিণীদেবীর মধুর-রসের সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ; কেননা, বীভৎস-রস হইতেছে মধুর-রসের বিরোধী। শ্রীজীবপাদ বলেন, এ-স্থলে গৌণ বীভৎস-রস রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-মধুর-রসের উৎকর্ষই খ্যাপন করিয়াছে। প্রকটভাবে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ খ্যাপন না করিয়া রুক্মিণীদেবী যে অন্য পুরুষের বীভৎসতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই ভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতেই মধুর-রসের উল্লাস সাধিত হইয়াছে।

খ। দ্বারকামহিষীগণের উদ্দেশ্যে হস্তিনাপুর নারীগণের উক্তি

"এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্বতে।
যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ পতির্ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভির্হৃদি স্পৃশন্॥ শ্রীভা. ১।১০।৩০॥

—(দ্বারকামহিষীগণের উদ্দেশ্যে হস্তিনাপুরনারীগণ বলিয়াছেন) শৌচরহিত এবং স্বাতন্ত্র্যরহিত স্ত্রীত্বকে ইঁহারা (দ্বারকামহিষীগণ) পরমশোভিত করিয়াছেন; কেননা, ব্যবহার-সমূহদ্বারা চিত্তে আসক্ত হইয়া ইঁহাদের পতি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন না।"

এ স্থলে স্ত্রীত্ব-অর্থ স্ত্রীজাতি। শৌচরাহিত্যাদি দোষ অন্য স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের সম্বন্ধে নহে। দোষযুক্ত অন্য স্ত্রীজাতির সহিত তুলনাদ্বারা তাঁহাদের নির্দোষত্ব বা সাধুত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহারা নিজের কীর্ত্তি-প্রভৃতিদ্বারা, দোষযুক্ত অন্য স্ত্রীলোক-

গণকেও শুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা যে শৌচরাহিত্যাদি দোষশূন্যা, সর্ব্বগুণে সমলঙ্কৃতা এবং অন্য রমণীগণের সাধুত্ব-বিধানে সমর্থা, তাহাও বলা হইয়াছে—মহিষীগণও স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহারা "আহৃতিভিঃ—প্রেয়সীজনোচিত গুণসমূহের সমাহার দ্বারা" তাঁহারা তাঁহাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের এমন প্রীতির পাত্রী হইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাদের গৃহ হইতে কখনও বাহির হয়েন না, সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহেই অবস্থান করেন। "শ্রীকৃষ্ণ কামুক পুরুষের ন্যায় মহিষীদিগের গৃহে সর্ব্বদা অবস্থান করেন"—এইরূপ উক্তিতে বীভৎসরস সূচিত হইয়াছে। সুতরাং মধুর-রসের সহিত বীভৎসের সম্মিলন হওয়ায় রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই, পরন্তু মহিষীদিগের মধুর-রসের উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে। কেননা, উল্লিখিত শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ভঙ্গিক্রমে বুঝা যায়—মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতি হইতে উদ্ভূত গুণসমূহ এতই উৎকর্ষময় যে, শ্রীকৃষ্ণ সে-সমস্ত গুণের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকটেই অবস্থান করেন। এইরূপে এ-স্থলে মহিষীদিগের শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী প্রীতির উৎকর্ষ খ্যাপিত হওয়ায় মধুর-রস উল্লাস প্রাপ্তই হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই।

২১২। গৌণরসের সহিত অযোগ্য মুখ্যরসের সম্মিলনে রসোল্লাস

"গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে তৎসৌহৃদঃ স্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ শূন্যং প্রিয়ব্যাতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্ ॥

—শ্রীভা, ১০।১৬।২০ ॥

—(কালিয়হ্রদে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সর্পবেষ্টিত দেখিয়া গোপীদিগের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন) প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে সর্পগ্রস্ত দেখিয়া ভগবান্ অনন্তে অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ, তাঁহার সৌহৃদ্য, সহাস-দৃষ্টি এবং সস্মিত-বচন স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং প্রিয়বিরহে ত্রিভুবন শূন্য দেখিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে গৌণ করুণ রসই সূচিত হইয়াছে এবং তাহাই এ-স্থলে যোগ্য। সম্ভোগাখ্য মুখ্য উজ্জ্বল-রস তাহার বিরুদ্ধ; সুতরাং যোগ্য করুণরসের সহিত অযোগ্য উজ্জ্বলরসের সম্মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-স্থলে সহাসদৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা ব্যঞ্জিত উজ্জ্বল-রসের সম্মিলন স্মরণ-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; তজ্জন্য মধুরভাবের অভিব্যক্তির ভঙ্গিতে করুণরসের স্থায়িভাব শোক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য এ-স্থলে করুণরস উল্লাস প্রাপ্তই হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥২০০॥

২১৩। মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য সঞ্চারিভাবের সম্মিলনে রসোল্লাস

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৮॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া যাইতেছিলেন, তখন) পতি, পিতৃবর্গ, ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবর্গ বারম্বার তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেও গোবিন্দকর্ত্তৃক তাঁহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা মোহিত হইয়া গমন করিলেন, কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না।"

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ব্রজসুন্দরীদিগের মধুর-ভাব। পতিপ্রভৃতির বারণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁহাদের চাপল্যের পরিচায়ক ; পতিপ্রভৃতির সম্মুখে চাপল্য প্রকাশ অযোগ্য। চাপল্য হইতেছে একটী সঞ্চারিভাব। এই অযোগ্য সঞ্চারীর সম্মিলনে এ-স্থলে মুখ্য মধুর রস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই। ব্রজসুন্দরীগণ মহাভাববতী ; মহাভাব অন্য সমস্তবিষয়েই অনুসন্ধান-রাহিত্য জন্মায়। পতি-প্রভৃতি যে তাঁহাদিগকে বারণ করিতেছিলেন, মহাভাবের প্রভাবে তাঁহাদের সেই অনুসন্ধানই ছিলনা। বংশীধ্বনি শ্রবণে তাঁহাদের মোহ-প্রাচুর্য্য জন্মিয়াছিল ; সেই মোহপ্রাচুর্য্যের বশেই তাঁহারা ছুটিয়া গিয়াছেন। মোহ-প্রাচুর্য্য-বর্ণনের ভঙ্গিতে এ-স্থলে তাঁহাদের অন্যানুসন্ধানরহিত মহাভাবাখ্য কান্তাভাবের উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে রসাভাসের পরিবর্ত্তে রসোল্লাসই হইয়াছে।

এ-পর্য্যন্ত রসোল্লাসের কথা বলা হইল। এক্ষণে রসাভাসোল্লাস প্রদর্শিত হইতেছে।

২১৪। রসাভাসোল্লাস

পূর্ব্বে (৭।২০১-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—কোনও কারণে যে-স্থলে অযোগ্য রসই উৎকর্ষ লাভ করে, সে-স্থলে রসাভাসোল্লাস হয়। যোগ্য স্থায়ী অপেক্ষা অযোগ্য রসের উৎকর্ষেই রসাভাসোল্লাস। ইহা কেবল রসাভাস নহে, পরন্তু উৎকর্ষ প্রাপ্ত রসাভাস। শ্রীমদ্ভাগবতে এতাদৃশ কোনও বাক্য থাকিলে কিরূপে তাহার সমাধান করিতে হয়, একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে শ্রীজীবপাদ তাহা দেখাইয়াছেন। যথা, শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বলিয়াছিলেন ঃ—

"যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ। শ্রীভা, ১০।৮৫।১৮॥

—তোমরা আমাদের পুত্র নহ, পরন্তু সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বর।"

এ-স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে বসুদেবের বাৎসল্যই হইতেছে যোগ্য। কিন্তু "তোমরা সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বর"-বাক্যে বসুদেবের ভক্তিময় দাস্যরস প্রকাশ পাইয়াছে। যোগ্য বাৎসল্যের পক্ষে ভক্তিময় দাস্যরস হইতেছে অযোগ্য। অথচ বসুদেবের বাক্যে অযোগ্য ভক্তিময়-দাস্যই প্রাধান্য লাভ

করিয়াছে, যোগ্য বাৎসল্য যেন পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে যোগ্যবাৎসল্যকে অতিক্রম করিয়া অযোগ্য ভক্তিময় দাস্যের সংযোগ রসনির্বাহক হইতে পারে না। অযোগ্য রসই এ-স্থলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এ-স্থলে রসাভাসেরই উল্লাস হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ বলেন—পূর্ব্বে শ্রীবলদেবের বিরুদ্ধভাব-সংযোগের যে সমাধান করা হইয়াছে, এ-স্থলেও সেইরূপ সমাধান করিতে হইবে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥২০২॥ (পূর্ব্ববর্ত্তী ২০২ ঝ ও ২০২ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২১৫। উপসংহার

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবত রসস্বরূপ বলিয়া তাহাতে রসাভাস থাকিতে পারে না। তথাপি কতকগুলি বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সে-সকল বাক্যের বা বাক্যান্তর্গত শব্দগুলির এমন ভাবে অর্থ করিতে হইবে, যাহাতে রসাভাস না হয়; কেননা, শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভাস থাকিতে পারে না।

শ্রীজীবপাদের আনুগত্যে এই অধ্যায়ে আপাতঃদৃষ্ট রসাভাসের সমাধান-কল্পে শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় শ্লোকের যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীজীবপাদ তাদৃশ রসাভাসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,

প্রথমতঃ, যে-স্থলে অযোগ্যরসাদির মিলনে যোগ্য রস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অথচ অযোগ্যরসাদির বর্ণনায় বাক্যভঙ্গিতে যোগ্যরসের উৎকর্ষ সাধিত হয় না, সে-স্থলে এক শ্রেণীর আপাতঃদৃষ্ট রসাভাস। অযোগ্যরসসূচক বাক্যের বা শব্দের অর্থান্তর নির্দ্ধারণ করিয়া এতাদৃশ রসাভাসের সমাধান করিতে হইবে। কিরূপে তাহা করিতে হইবে, পূর্ব্ববর্ত্তী ২০২-২০৯-অনুচ্ছেদসমূহে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যে-স্থলে অযোগ্যরসের মিলনে যোগ্যরস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অথচ অযোগ্যরসের বর্ণনায় বাক্যভঙ্গিতে যোগ্য রসের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়, সে-স্থলে আর একশ্রেণীর আপাতঃদৃষ্ট রসাভাস। বাক্যভঙ্গিতে যোগ্যরসের উৎকর্ষ সাধিত হয় বলিয়া এইরূপ স্থলে যোগ্যরসের উল্লাসই সাধিত হয়, রসাভাস হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১০—২১৩-অনুচ্ছেদ-সমূহে এই প্রকার কয়েকটী বাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, যে-স্থলে অযোগ্য রসই যোগ্যরস অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করে, সে-স্থলে অপর এক রকমের আপাতঃদৃষ্ট রসাভাস। ইহা বাস্তবিক রসাভাসই, অযোগ্য রস উৎকর্ষ লাভ করে বলিয়া ইহাকে বলে রসাভাসোল্লাস। এই রসাভাসোল্লাসের সমাধান কিরূপে করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৪-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যে-সকল শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে আপাতঃদৃষ্টিতে রসাভাস আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাদের

সমস্তগুলিই যে এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, তাহা নহে। এতাদৃশ অন্য কোনও শ্লোক দৃষ্ট হইলে এ-স্থলে প্রদর্শিত প্রণালীতে তাহার সমাধান করিতে হইবে।

ক। **রসাভাসের সমাধান-প্রসঙ্গে শ্রীজীবের শেষ উক্তি**

শ্রীমদ্ভাগবতে আপাতঃদৃষ্ট রসাভাসের সমাধান কিরূপে করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করিয়া শ্রীজীবপাদ উপসংহারে বলিয়াছেন—"রসাভাস-প্রসঙ্গে সমাধানানি চৈতানি তেম্বেব নির্দ্দোষেষু ক্রিয়ন্তে। তদিতরেষু ন তদর্থমাগ্রহ্যতে। তস্মাৎ সর্বথা পরিহার্য্যস্তৎপ্রসঙ্গঃ। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥২০৩॥—রসাভাস-প্রসঙ্গে এ-সকল সমাধান ভগবল্লীলাধিকারী নির্দ্দোষ পরিকরবর্গেই করা যায়; তাঁহারা ভিন্ন অন্যজনে রসাভাসের তাদৃশ সমাধানের জন্য আগ্রহ করা উচিত নহে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে (ভগবৎ-পরিকর ভিন্ন) অন্যত্র রসাভাস-প্রসঙ্গ পরিহার করা কর্ত্তব্য। —প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ।"

এই উক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপঃ—যাঁহারা ভগবল্লীলাধিকারী পরিকর, মায়াতীত বলিয়া তাঁহারা হইতেছেন সমস্ত দোষের অতীত, ভ্রম-প্রমাদাদি তাঁহাদের থাকিতে পারেনা, সুতরাং তাঁহাদের কোনও উক্তিতে বাস্তবিক রসাভাস থাকিতে পারে না; যথাশ্রুত অর্থে রসাভাস আছে বলিয়া মনে হইলেও শব্দসমূহের অন্যরূপ অর্থ করিয়া সেই রসাভাসের সমাধান করা যায়। এই অন্যরূপ অর্থে রসাভাস দূরীভূত হয় বলিয়া সেই অর্থকেই তাঁহাদের অভিপ্রেত বলিয়াও মনে করা যায়; কেননা, দোষহীন বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে রসাভাস থাকিতে পারে না এবং এইরূপ অর্থে রসাভাসও থাকে না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের মত নির্দ্দোষ নহেন, তাঁহাদের মধ্যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে, তাঁহাদের বাক্যে রসাভাস দৃষ্ট হইলে শ্রীজীবপাদ-কথিত প্রণালীতে সেই রসাভাসের সমাধানের চেষ্টা করা সঙ্গত নহে; কেননা, যে-অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া সমাধানের চেষ্টা করা হইবে, সেই অন্যরূপ অর্থ তাঁহাদের অভিপ্রেত না হইতেও পারে—সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে সমাধান হইলেও সেই সমাধানে তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবে না। এজন্যই শ্রীজীবপাদ তাদৃশ সমাধানের চেষ্টাকে পরিহার করার উপদেশ দিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভক্তিরস—গৌণ ও মুখ্য

২১৬। মুখ্যা রতি ও মুখ্যরস এবং গৌণীরতি ও গৌণরস

ভগবদ্‌বিষয়িণী রতিই বিভাবানুভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া রসে পরিণত হয়। ভগবদ্‌বিষয়িণী রতি দুই রকমের—মুখ্যা ও গৌণী।

ক। মুখ্যা রতি ও মুখ্যরস

শান্তরতি (বা জ্ঞান), দাস্যরতি (বা ভক্তিময়ী রতি), সখ্যরতি (বা মৈত্রীময়ী রতি) বৎসল-রতি এবং মধুরা রতি -এই পাঁচটী রতিকে মুখ্যা রতি বলে। এই পাঁচটী মুখ্যা রতি সামগ্রী-সম্মিলনে পাঁচটী মুখ্যরসে পরিণত হয়—শান্তরস, দাস্যরস (বা ভক্তিময় রস), সখ্যরস (বা মৈত্রীময় রস), বাৎসল্যরস এবং মধুর-রস (বা উজ্জ্বল রস)। যথাক্রমে শান্তরতি, দাস্যরতি প্রভৃতি হইতেছে যথাক্রমে শান্তরস, দাস্যরস প্রভৃতির স্থায়িভাব।

এই পঞ্চবিধ রসের স্থায়িভাবসমূহ হইতেছে অন্যভাবের আশ্রয় এবং এই পঞ্চবিধ স্থায়িভাব নিয়তই তত্তদ্‌ভাবের আধাররূপ ভক্তে বিরাজিত থাকে। এজন্য ইহাদিগকে **মুখ্যা রতি বা মুখ্য ভাব** বলা হয় এবং এ-সমস্ত স্থায়িভাব যথোচিত সামগ্রীসম্মিলনে যে-সকল রসে পরিণত হয়, তাহাদিগকেও **মুখ্যরস** বলা হয়।

খ। গৌণীরতি ও গৌণরস

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সাতটী হইতেছে গৌণীরতি।

এই সমস্ত গৌণী রতি হইতে উদ্ভূত রসসমূহকে যথাক্রমে হাস্যরস, অদ্ভুতরস, বীররস, করুণরস, রৌদ্ররস, ভয়ানক রস ও বীভৎস-রস বলা হয়। গৌণীরতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া এই সাতটী রসকে গৌণরস বলা হয়। হাস্যরস, অদ্ভুতরস প্রভৃতির স্থায়িভাব হইতেছে যথাক্রমে হাস্যরতি, অদ্ভুত রতি-প্রভৃতি।

মুখ্যা রতি এবং মুখ্যরসের ন্যায় গৌণী রতি এবং গৌণরসও হইতেছে ভক্তিরস। মুখ্যারতির সহিত যেমন ভগবানের সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন, তদ্রূপ গৌণীরতির সহিতও ভগবানের সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। ভগবৎ-প্রীতিসম্বন্ধবশতঃই সমস্ত রতির –গৌণীরতিরও—রতিত্ব এবং তৎসমস্ত হইতে উদ্ভূত রসের বাস্তবিক রসত্ব। ভগবৎ-প্রীতিসম্বন্ধহীন হাস্যাদি গৌণীরতিরূপে স্বীকৃত হয় না। (৭।২৬৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

হাস্যাদি সপ্তবিধা গৌণী রতির আধারও হইতেছে শান্তাদি পঞ্চবিধা মুখ্যা রতির আশ্রয়

ভক্তগণ। কিন্তু এই সপ্তবিধা রতি হইতেছে "অনিয়তাধারা"-অর্থাৎ শান্তাদি পঞ্চবিধ-ভক্তরূপ আধারে তাহারা নিয়ত—সর্ব্বদা—থাকেনা ; কোনও কারণ উপস্থিত হইলে কদাচিৎ তাহারা উদ্ভূত হয়। এজন্য তাহাদিগকে গৌণী রতি বলে এবং সে-সমস্ত গৌণীরতি হইতে উদ্ভূত রসসমূহকেও গৌণরস বলা হয়।

গ। মুখ্যা ও গৌণী রতির পার্থক্য

মুখ্যারতি এবং গৌণীরতির পার্থক্য হইতেছে এই যে—মুখ্যারতি অন্যভাবেরও আশ্রয় হয় ; গৌণী রতি অন্য ভাবের আশ্রয় হয় না। মুখ্যা রতি "নিয়তাধারা"-অর্থাৎ মুখ্যা রতি নিয়তই তাহার আধার বা আশ্রয় ভক্তে অবস্থিত থাকে ; কিন্তু গৌণীরতি হইতেছে "অনিয়তাধারা"-সর্ব্বদা স্বীয় আধারে অবস্থিত থাকেনা, সাময়িক ভাবে উদিত হয়।

আবার মুখ্যা ও গৌণী-উভয় প্রকার রতিরই ভগবৎ-প্রীতির সহিত সম্বন্ধ আছে এবং উভয়ের আশ্রয়ই হইতেছে শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্ত। শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তব্যতীত অপর ব্যক্তিতে যে হাস্যাদির উদয় হয়, তৎসমস্তকে ভক্তিরসবিষয়ে গৌণীরতি বা রতি বলা হয় না ; কেননা, ভগবৎ-প্রীতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই।

গৌণীরতির স্থায়িভাবত্ব-সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৷১৩৩ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ঘ। গৌণরসও ভগবৎ-প্রীতিময়

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গৌণীরতিও হইতেছে ভগবৎ-প্রীতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা এবং ভগবৎ-প্রীতি হইতেই তাহার উদ্ভব। ভগবৎ-প্রীতিকে আত্মসাৎ করিয়াই গৌণী রতি স্থায়িভাবত্ব লাভ করে এবং সামগ্রীসম্মিলনে গৌণরসে পরিণত হয়। সুতরাং গৌণরসও হইবে ভগবৎ-প্রীতিময় রস, ভক্তিরস।

ঙ। আলোচনার ক্রম

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, গৌণী রতি হইতে মুখ্যারতিরই উৎকর্ষ এবং গৌণরস হইতে মুখ্যরসেরই উৎকর্ষ। শান্তাদি মুখ্যরসসমূহের মধ্যে আবার স্বাদাধিক্যে মধুররসের উৎকর্ষই সর্ব্বাতিশায়ী। সুতরাং রসসম্বন্ধিনী আলোচনা যদি মধুর-রসের আলোচনাতেই সমাপ্তি লাভ করে, তাহা হইলেই "মধুরেণ সমাপয়েৎ"-নীতির মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে। তাহা করিতে হইলে আগে গৌণরসের আলোচনা করিয়া তাহার পরে শান্তাদি মুখ্য রসের আলোচনা করিতে হয়, কেননা, তাহা হইলেই শান্তাদি মুখ্যরসের আলোচনার ক্রম অনুসারে মধুর-রসের বিবৃতিতে আলোচনার সমাপ্তি হইতে পারে। এজন্য এ-স্থলে গৌণরসের আলোচনাই প্রথমে করা হইবে ; তাহার পরে মুখ্যরসের আলোচনা করা হইবে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও এই ভাবেই রসসমূহের বর্ণনা দিয়াছেন। "তত্র মুখ্যাঃ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'-ইতি ন্যায়েন গৌণরসানাং রসাভাসানপ্যুপরি বিবরণীয়াঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১৫৮॥" রসাভাসাদি পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে গৌণরসের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন রস বিবৃত হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হাস্যভক্তিরস—গৌণ (১)

২১৭। হাস্যভক্তিরস প্রীতিসন্দর্ভে

ক। হাস্যরসের বিভাব-অনুভাবাদি

ভগবৎ-প্রীতিময় হাস্যরসের যোগ্য বিভাবাদির কথা বলা হইতেছে (প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৫৮)।

বিষয়ালম্বন-বিভাব—চেষ্টা-বাক্য-বেশ-বিকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। চেষ্টার, বা বাক্যের, বা বেশাদির যেরূপ বিকৃতিতে হাস্যের উদয় হইতে পারে, চেষ্টাদির সেইরূপ বিকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন হাস্যরসের বিষয়ালম্বন।

চেষ্টাদির বিকৃতিবিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ যদি হাস্যের বিষয় হয়েন, তাহা হইলেও হাস্যের কারণ যে প্রীতি, সেই প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণই হইবেন মূল আলম্বন। তাৎপর্য্য এই—ভক্তের প্রীতির বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কোনও ব্যক্তির চেষ্টাদির বিকৃতি দেখিলে ভক্ত মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় এই ব্যক্তি এইরূপ হাস্যোদ্দীপক চেষ্টাদি করিতেছেন, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয় এই ব্যক্তি এইরূপ চেষ্টাদি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বা অপ্রিয়—উভয়ের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ আছে - প্রিয়ত্বের বা অপ্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। যাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ সম্বন্ধ নাই, এতাদৃশ অপর ব্যক্তির হাস্যজনক চেষ্টাদিতে ভক্তের হাস্যোদ্রেক হয়না। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহাদের কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদের চেষ্টাদির বিকৃতিতেই ভক্তের চিত্তে হাস্যের উদ্রেক হইয়া থাকে। এজন্য এতাদৃশ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকেই মূল আলম্বন বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই ভক্তের হাস্য উদ্ভূত হয়। সুতরাং কেবল হাস্যাংশের বিষয়রূপেই বিকৃত প্রিয় বা অপ্রিয় হয়েন বহিরঙ্গ আলম্বন (দান-যুদ্ধ-বীরাদিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে)।

আশ্রয়ালম্বন-বিভাব—হাস্যরতির আধার শ্রীকৃষ্ণভক্ত।

উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের, বা তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় জনের চেষ্টা-বাক্য-বেশাদির বিকৃতি প্রভৃতি।

অনুভাব—নাসা, ওষ্ঠ ও গণ্ডের বিশেষরূপে স্পন্দন।

ব্যভিচারী ভাব—হর্ষ, আলস্য, অবহিত্থাদি।

স্থায়ীভাব—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় হাস। এই হাস বা হাস্যরতি হইতেছে স্ববিষয়ানুমোদনাত্মক, কিম্বা উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকাশ (মনের প্রফুল্লতা)। (উৎপ্রাস—উপহাস)।

প্রীতিসন্দর্ভের ১৫৮।১৫৯-অনুচ্ছেদে অনুমোদনাত্মক ও উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকাশের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

খ। অনুমোদনাত্মক হাস্য

শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাল্য-চাপল্য দর্শন করিয়া গোপীগণ অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া সকলে মিলিয়া যশোদামাতার নিকটে আসিয়া বলিলেন—

"বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥ শ্রীভা, ১০।৮।২৯॥

—যশোদে! তোমার কৃষ্ণ অসময়ে (অদোহন-কালে) বৎসগুলিকে খুলিয়া দেয়, এজন্য রুষ্ট হইয়া কেহ কিছু বলিলে হাসিতে থাকে। চৌর্য্যের নানাবিধ উপায় কল্পনা করিয়া সুস্বাদু দধিদুগ্ধ চুরি করিয়া ভক্ষণ করে; নিজে খাইতে খাইতে আবার বানরদিগকেও দধিদুগ্ধাদি ভাগ করিয়া দেয়; কদাচিৎ কোনও বানর ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিয়া যদি আর ভোজন না করে, তাহা হইলে কৃষ্ণ নিজেও আর খায় না, ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে। কখনও বা নিজের অভীষ্ট দ্রব্য না পাইলে গৃহবাসীদের প্রতি কুপিত হইয়া পালঙ্কে শয়ান শিশুদিগকে কাঁদাইয়া প্রস্থান করে।"

আবার, "হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮।৩০॥

—আবার, উচ্চ শিক্যস্থ ভাণ্ডে যে সকল দ্রব্য থাকে, হাত দিয়া তো সেই সমস্ত বস্তু নামাইয়া লইতে পারে না; তখন শিক্যের নিকটে পীঠ-উলূখলাদি লইয়া গিয়া সে-সমস্ত নামাইবার উপায় রচনা করে। শিক্যস্থ কোন্ ভাণ্ডে কোন্ বস্তু লুক্কায়িত আছে, যশোদে! তোমার কৃষ্ণ তাহাও জানিতে পারে এবং সেই বস্তু খাইবার নিমিত্ত তাহাতে ছিদ্র করে। রাজ্ঞি! ছিদ্র রচনায় তোমার বালকটী বড় দক্ষ। আবার, যে-সময় গোপীগণ স্ব-স্ব গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, সেই সময়ে অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিয়া তোমার বালক স্বীয় অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। (অন্ধকারময় গৃহে কিরূপে জিনিস দেখিতে পায়? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন) তোমার বালকটীর অঙ্গই প্রদীপের কাজ করে, আবার, তাহার অঙ্গে যে উজ্জ্বল মণিসমূহ আছে, তাহারাও প্রদীপের কাজ করে।"

যশোদার সখীস্থানীয়া সেই গোপীগণ আরও বলিলেন,

"এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী নহ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ॥ শ্রীভা, ১০।৮।৩১'

—যদি কেহ চোর বলিয়া আক্রোশ করে, তোমার বালকটী তাহাকে বলে—'তুই চোর, আমিই গৃহস্বামী।' হে যশোদে! তোমার বালকটী এইরূপে নানারকম ধৃষ্টতা করিয়া বেড়ায় এবং লোকের সুমার্জ্জিত গৃহে মলমূত্র ত্যাগ করিয়াও আসে! হে সতি! চৌর্য্যদ্বারাই তোমার পুত্রের সকল কর্ম্ম হয়; কিন্তু তোমার নিকটে সাধুর মত থাকে, যেন দুষ্টামির লেশমাত্রও জানে না! (এ-সমস্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিলেন, হে রাজন্!) শ্রীকৃষ্ণের ভয়াকুল নয়ন এবং পরমশোভাসম্পন্ন বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে গোপীগণ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের মন্দকর্ম্ম সকল বারম্বার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেও যশোদা কেবল হাস্যমুখী হইয়াই রহিলেন, পুত্রকে ভৎর্সনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল না।"

এ-স্থলে ব্রজেশ্বরী যশোদার হাসিদ্বারা এবং পুত্রকে ভৎর্সনার অনিচ্ছা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তাঁহার হাস্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুমোদনাত্মক। যশোদার বাৎসল্যপ্রেমের বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার হাস্য হইতেছে—স্বীয় বিষয়ের (স্বীয় বাৎসল্যপ্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের আচরণের) অনুমোদনাত্মক।

গ। উৎপ্রাসাত্মক হাস্য

"তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ॥ শ্রীভা, ১০।২২।৯॥

—(কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোপকন্যাগণ তাঁহাদের পরিধেয় বসন তীরে রাখিয়া যমুনায় প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাদের বসনসকল গ্রহণ করিয়া সত্বর কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া যে-সকল গোপবালক হাস্য করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত উচ্চ হাস্য করিয়া পরিহাস-সহকারে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে হাস্য হইতেছে উৎপ্রাসাত্মক (পরিহাসাত্মক)।

অন্য দৃষ্টান্ত; যথা—

"কত্থনং তদুপাকর্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্পমেধসঃ।
উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চকৈর্জহসুস্তদা॥ শ্রীভা, ১০।৬৬।৭॥

—(করূষদেশের অধিপতি পৌণ্ড্রককে তাঁহার অনুগত লোকগণ স্তব করিয়া বলিত—"তুমিই জগৎপতি; পৌণ্ড্রকরূপে ভগবান্ বাসুদেবই অবতীর্ণ হইয়াছেন।" মন্দবুদ্ধি পৌণ্ড্রক সেজন্য নিজেকে বাসুদেব বলিয়া অভিমান করিতেন। এক সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দূত পাঠাইয়া বলাইয়াছিলেন—'জগদ্বাসী জীবদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমি একাই বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, অপর কেহ নহে। তুমি নিজেকে মিথ্যা বাসুদেবরূপে প্রচার করিতেছ; মূঢ়তাবশতঃ তুমি আমার চিহ্নসকল ধারণ করিয়াছ, তুমি সে-সকল চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও; নতুবা আসিয়া

আমার সহিত যুদ্ধ কর।' পৌণ্ড্রকের দূত দ্বারকার রাজসভায় আসিয়া পৌণ্ড্রকের কথা জানাইলে) অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের সেই কথা শুনিয়া উগ্রসেনাদি সভ্যগণ উচ্চস্বরে হাস্য করিয়াছিলেন।"

এই হাস্যও উৎপ্রাসাত্মক (উপহাসাত্মক)।

২১৮। হাস্যভক্তিরস—ভা　　ত

ক। **বিভাব-অনুভাবাদি**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ৪।১।৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—হাস হইতেছে চিত্তের বিকাশমাত্র, কমলাদির বিকাশের ন্যায় বিকাশ। কমলাদির বিকাশের যেমন কখনও বিষয় থাকেনা, তদ্রূপ চিত্তবিকাশরূপ হাস্যেরও কোনওরূপ বিষয় নাই; যাহার উদ্দেশ্যে হাস্য প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকেই **হাস্যের বিষয়** বলা হয়।

বিভাবানুভাবাদি সম্বন্ধে প্রীতিসন্দর্ভ এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তির মধ্যে পার্থক্য কিছু নাই। তবে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—কৃষ্ণ এবং তদন্বয়ী অন্য কেহও আলম্বন হইতে পারেন।

তদন্বয়ী বলিতে, যাঁহার চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়া, তাঁহাকে বুঝায়। "যচ্চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়া প্রোক্তঃ সোঽত্র তদন্বয়ী ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৩॥" টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"তদন্বয়ী তস্য কৃষ্ণস্যানুগতচেষ্টশ্চ তদ্রতেরাশ্রয়ত্বেন তাদৃশহাসহেতুত্বেন চালম্বনঃ॥—যাঁহার চেষ্টা কৃষ্ণের অনুগত, তিনি হইতেছেন তদন্বয়ী; তাদৃশরতির **আশ্রয়** বলিয়া এবং তাদৃশ হাস্যের হেতু বলিয়া তিনিও **আলম্বন** হয়েন।'

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"বৃদ্ধাঃ শিশুমুখ্যাঃ প্রায়ঃ প্রোক্তা ধীরৈস্তদাশ্রয়াঃ।
বিভাবনাদিবৈশিষ্ট্যাৎ প্রবরাশ্চ ক্বচিন্মতাঃ॥ ৪।১।৩॥

—পণ্ডিতগণ বলেন, বৃদ্ধ এবং শিশুগণই প্রায়শঃ হাস্যরতির　　হয়; কখনও কখনও বিভাবনাদির বৈশিষ্ট্যবশতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও এই রতির **আশ্রয়** হইয়া থাকেন '

খ। **কৃষ্ণালম্বনের দৃষ্টান্ত**

"যাস্যাম্যস্য ন ভীষণস্য সবিধং জীর্ণস্য শীর্ণাকৃতে-
র্মাতর্নেষ্যতি মাং পিধায় কপটাদাধারিকায়ামসৌ।
ইত্যুক্তা চকিতাক্ষমদ্ভুতশিশাবুদ্বীক্ষ্যমাণে হরৌ
হাস্যং তস্য নিরুন্ধতোঽপ্যতিতরাং ব্যক্তং তদাসীন্মুনেঃ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৩॥

—(নারদমুনিকে দেখিয়া শিশু কৃষ্ণ ভীত হইয়া যশোদামাতাকে বলিলেন) 'মা! আমি এই জীর্ণ-শীর্ণাকৃতি ভীষণ লোকের নিকটে যাইব না; (তাঁহার নিকটে গেলে তিনি) আমাকে তাঁহার বস্ত্রনির্ম্মিত ভিক্ষাঝোলার মধ্যে পুরিয়া রাখিবেন।' এইকথা বলিয়া অদ্ভুত শিশুরূপী হরি ভয়চকিতনেত্রে

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। (শিশুর বাক্য শুনিয়া এবং আচরণ দেখিয়া) যদিও সেই মুনি হাস্য সম্বরণ করিতেছিলেন, তথাপি তাহা অত্যধিকরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।"

এ-স্থলে হাস্যজনক বাক্য উচ্চারণকারী এবং হাস্যজনক আচরণকারী কৃষ্ণ হইতেছেন মুনির হাস্যের বিষয়ালম্বন।

এ-স্থলে কৃষ্ণ -বিষয়ালম্বন, মুনি—আশ্রয়ালম্বন, কৃষ্ণের বাক্য ও আচরণাদি—উদ্দীপন, অনুক্ত ওষ্ঠ-গণ্ডাদির স্পন্দন - অনুভাব এবং হর্ষ ও হাস্যসম্বরণচেষ্টা (অবহিত্থা)—সঞ্চারী।

গ। তদন্বয়ী আলম্বনের দৃষ্টান্ত

"দদামি দধিফাণিতং বিবৃণু বক্ত্রমিত্যগ্রতো নিশম্য জরতীগিরং বিবৃতকোমলৌষ্ঠে স্থিতে।
তয়া কুসুমমর্পিতং নবমবেত্য ভুগ্নাননে হরৌ জহসুরুদ্ধুরং কিমপি সুষ্ঠু গোষ্ঠার্ভকাঃ॥
—ভ, র, সি, ৪।১।৪॥"

—কোনও জরতী (বৃদ্ধা নারী) কৃষ্ণকে বলিলেন—'তোমাকে আমি দধিমিশ্রিত ফাণিত (বাতাসা) দিব, মুখ ব্যাদন কর'—সম্মুখভাগে জরতীর এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কোমল ওষ্ঠ বিস্তারিত করিলে জরতী তাহাতে একটী নব-কুসুম অর্পণ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ মুখ কুটীল করিলে নিকটবর্ত্তী ব্রজবালকগণ সুষ্ঠুরূপে কি এক অদ্ভুত উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে, জরতী—বিষয়ালম্বন, ব্রজবালকগণ—আশ্রয়ালম্বন, কৃষ্ণবদনের কুটিলতা—উদ্দীপন, অনুক্ত হাস্যজনিত-ওষ্ঠ-গণ্ডাদির স্পন্দন—অনুভাব, হর্ষ—সঞ্চারী। জরতীর চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়া বলিয়া জরতী হইতেছেন তদন্বয়ী আলম্বন।

২১৯। হাসরতি—সুতরাং হাস্যরসও-ছয় প্রকার

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"ষোঢ়া হাসরতিঃ স্যাৎ স্মিত-হসিতে বিহসিতাবহসিতে চ।
অপহসিতাতিহসিতকে জ্যেষ্ঠাদীনাং ক্রমাদ্ দ্বে দ্বে ॥৪।১।৫॥

—হাসরতি ছয় রকমের। যথা—স্মিত ও হসিত, বিহসিত ও অবহসিত, অপহসিত ও অতিহসিত। জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠভেদে দুইটী দুইটী করিয়া প্রকাশ পায় (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠব্যক্তিতে স্মিত ও হসিত, মধ্যমব্যক্তিতে বিহসিত ও অবহসিত এবং কনিষ্ঠ ব্যক্তিতে অপহসিত ও অতিহসিত প্রকাশ পায়)।"

ভাবজ্ঞগণ বলেন, বিভাবনাদির বৈচিত্র্যবশতঃ কোনও কোনও স্থলে উত্তম ব্যক্তিতেও বিহসিতাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিভাবনাদি-বৈচিত্র্যাদুত্তমস্যাপি কুত্রচিৎ।
ভবেদ্‌বিহসিতাদ্যঞ্চ ভাবজ্ঞৈরিতি ভণ্যতে॥ ভ, র, সি, ৭।১।৫॥

হাসরতি ছয় প্রকার হওয়ায় হাস্যরসও ছয় প্রকারই হইবে।

এক্ষণে বিভিন্ন হাসরতির এবং তদুত্থ বিভিন্ন হাস্যরসের আলোচনা করা হইতেছে।

২২০। স্মিত

"স্মিতং ত্বলক্ষ্যদশনং নেত্রগণ্ডবিকাশকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৫॥
—যে হাস্যে দন্ত লক্ষিত হয় না, কিন্তু নেত্র ও গণ্ডের বিকাশ (প্রফুল্লতা) দৃষ্ট হয়, তাহাকে স্মিত বলে।"

"ক যামি জরতী খলা দধিহরং দিদীর্ষন্ত্যসৌ প্রধাবতি জবেন মাং সুবলমঙ্ক্ষু রক্ষাং কুরু।
ইতি স্খলদুদীরিতে দ্রবতি কান্দিশীকে হরৌ বিকস্বরমুখাম্বুজং কুলমভূন্মুনীনাং দিবি ॥
—ভ, র, সি, ৪।১।৬॥

[সুবল হে সুষ্ঠুবল ইতি কিঞ্চিদ্বলিষ্ঠং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং প্রতি সম্বোধনং ন তু সুবলসংজ্ঞং তৎসমবয়স্কং প্রতি ॥ টীকায় শ্রীজীবপাদ ॥—সুবল শব্দের অর্থ হইতেছে সুষ্ঠুবল, সুষ্ঠুবলবিশিষ্ট -কিঞ্চিদধিকবলবিশিষ্ট-জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব। তাঁহার প্রতিই সম্বোধন করা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক সুবল-নামক সখার প্রতি নহে]

—'হে জ্যেষ্ঠভ্রাতঃ! দধি চুরি করিয়াছি বলিয়া খলস্বভাবা জরতী আমাকে ধরিবার জন্য অতি বেগে ধাবিত হইয়া আসিতেছে, আমি এখন কোথায় যাইব? তুমি শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর'—এইরূপ বলিয়া ভয়ে পলায়মান কৃষ্ণকে দেখিয়া স্বর্গে মুনিগণের বদন ঈষৎ হাস্যে বিকশিত হইল।"

এ-স্থলে উল্লিখিতরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়ালম্বন, জ্যেষ্ঠ মুনিগণ—আশ্রয়ালম্বন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য ও আচরণ – উদ্দীপন, মুনিদের ঈষদ্ধাস্য-জনিত নেত্র-গণ্ডের স্পন্দন (অনুক্ত)—অনুভাব, দন্তগোপন (অনুক্ত)—ব্যভিচারী। ঈষৎ-হাস্যেই দন্ত গোপন সূচিত হইতেছে। তাহাতেই এই হাস্য হইতেছে "স্মিত"। জ্যেষ্ঠ মুনিগণে এই "স্মিত" প্রকাশ পাইয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থলসমূহেও উল্লিখিতরূপে বিভাবাদি নির্ণয় করিতে হইবে।

২২১। হসিত

"তদেব দর-সংলক্ষ্য-দন্তাগ্রং হসিতং ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৬॥
—যে হাস্যে দন্তাগ্র ঈষৎ (কিঞ্চিন্মাত্র) দৃষ্ট হয়, তাহাকে হসিত বলে।"

"মদ্বেশেন পুরঃস্থিতো হরিরসৌ পুত্রোঽহমেবাস্মি তে
পশ্যেতাচ্যুতজল্পবিশ্বসিতয়া সংরম্ভরজ্যদ্দৃশা।
মামেতি স্খলদক্ষরে জটিলয়া ব্যাক্রুশ্য নিষ্কাসিতে
পুত্রে প্রাঙ্গণতঃ সখীকুলমভূদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৭॥

—শ্রীরাধিকার পতিম্মন্য জটিলাপুত্র অভিমন্যু নিজগৃহে আগমন করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার বেশ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তিনি দেখিতে পায়েন নাই। অভিমন্যুবেশী শ্রীকৃষ্ণ আগমনশীল অভিমন্যুকে দূর হইতে দর্শন করিয়া জটিলার নিকটে গিয়া

বলিলেন—'মা! আমি তোমার পুত্র অভিমন্যু; ঐ দেখ, আমার বেশ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছে।'—কৃষ্ণ এই কথা বলিলে জটিলা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া সক্রোধনেত্রে—'মা, মা'-এইরূপ স্খলিত-অক্ষরের উচ্চারণকারী স্বীয় পুত্র অভিমন্যুকে প্রাঙ্গণ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীরাধার সখী সকলের অধর দন্তকিরণে বিধৌত হইল।"

ঈষদ্দৃষ্ট দন্তের কিরণেই সখীদের অধর বিধৌত হইয়াছিল; সুতরাং এ-স্থলে "হসিত" উদাহৃত হইয়াছে। টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"জটিলার বাতুলতা আশঙ্কা করিয়া স্বীয় বন্ধুদিগকে আনয়নের জন্য অভিমন্যু চলিয়া গিয়াছেন।"

২২২। বিহসিত

"সস্বনং দৃষ্টদশনং ভবেদ্ বিহসিতং তু তৎ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৭॥

—যে হাস্যে হাসির শব্দও শুনা যায় এবং দন্তও দৃষ্ট হয়, তাহাকে বিহসিত বলে।"

"মুষাণ দধি মেদুরং বিফলমন্তরা শঙ্কসে সনিশ্বসিতডম্বরং জটিলয়াত্র নিদ্রায়তে।
ইতি ব্রুবতি কেশবে প্রকটশীর্ণদন্তস্থলং কৃতং হসিতমুৎস্বনং কপটসুপ্তয়া বৃদ্ধয়া॥

—ভ, র, সি, ৪।১।৮॥

—(শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন) 'সখে! মেদুর (স্নিগ্ধ) দধি চুরি কর, গৃহমধ্যে অনর্থক ভয় করিওনা, জটিলা উৎকট নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেছে।'—শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিলে কপট-নিদ্রায় নিদ্রিত-বৃদ্ধা জটিলা শীর্ণদন্ত প্রকটিত করিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।"

২২৩। অবহসিত

"তচ্চাবহসিতং ফুল্লনাসং কুঞ্চিতলোচনম্॥ ভ, র, সি, ৪।১।৮॥

—যে হাস্যে নাসিকা প্রফুল্ল এবং নয়ন কুঞ্চিত হয়, তাহাকে অবহসিত বলে।"

"লগ্নস্তে নিতরাং দৃশোরপি যুগে কিং ধাতুরাগো ঘনঃ
প্রাতঃ পুত্র বলস্য বা কিমসিতং বাসস্ত্বয়াঙ্গে ধৃতম্।
ইত্যাকর্ণ্য পুরো ব্রজেশগৃহিণীবাচং স্ফুরন্নাসিকা
দূতী সঙ্কুচদীক্ষণাবহসিতং জাতা ন রোদ্ধুং ক্ষমা॥ ভ, র, সি, ৪।১।৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে কেলিনিকুঞ্জ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যশোদা-মাতা বলিলেন) 'হে পুত্র! তোমার লোচনযুগলে কি ঘন ধাতুরাগ সংলগ্ন হইয়াছে? তুমি কি বলদেবের নীলাম্বর ধারণ করিয়াছ?'—ব্রজেশ্বর-গৃহিণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সম্মুখে অবস্থিতা দূতীর নাসিকা প্রফুল্ল হইল, নেত্র সঙ্কুচিত হইল, দূতী তাঁহার অবহসিত সংগোপন করিতে অক্ষম হইলেন।"

রাত্রিকালে বিহারসময়ে শ্রীরাধার তাম্বূলরাগ শ্রীকৃষ্ণের নয়নে সংলগ্ন হইয়াছিল এবং প্রাতঃ-কালে তাড়াতাড়ি কুঞ্জ হইতে বহির্গত হওয়ার সময়ে ভ্রমবশতঃ শ্রীরাধার নীলাম্বরকে তিনি স্বীয় উত্তরীয় মনে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এ-সমস্ত দেখিয়াই যশোদামাতা উল্লিখিতরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

২২৪। অপহসিত

"তচ্চাপহসিতং সাশ্রুলোচনং কম্পিতাংসকম্॥ ভ, র, সি, ৪।১।৯॥

---যে হাস্যে লোচন অশ্রুযুক্ত হয় এবং স্কন্ধ কম্পিত হয়, তাহাকে অপহসিত বলে।"

"উদস্রং দেবর্ষির্দিবি দরতরঙ্গদ্ভুজশিরা
যদভ্রাণ্যুদ্দণ্ডো দশনরুচিভিঃ পাণ্ডুরয়তি।
স্ফুটং ব্রহ্মাদীনাং নটয়িতরি দিব্যে ব্রজশিশৌ
জরত্যাঃ প্রস্তোভন্নটতি তদনৈষীদ্ দৃশমসৌ॥ ভ, র, সি ৪।১।৯॥

-- যিনি স্পষ্টরূপে ব্রহ্মাদি-দেবগণকেও নৃত্য করাইতেছেন, সেই দিব্য (অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দ) ব্রজশিশু জরতীর (কৃষ্ণ! নাচ তো, তোমাকে খণ্ড-লড্ডুকাদি দিব, ইত্যাদি) প্রলোভন-বাক্যে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া হাস্যভরে স্বর্গস্থিত দেবর্ষি নারদের ভুজদ্বয় ও মস্তক ঈষৎ চালিত হইল, স্কন্ধ কম্পিত হইল, তাঁহার নয়নে অশ্রু উদ্গত হইল, হাস্যনিবন্ধন বিকশিত দন্তসমূহের শ্বেত জ্যোতিতে মেঘসমূহও শুভ্র বর্ণ ধারণ করিল। তিনি তাঁহার তাদৃশ সজল নেত্রের দৃষ্টি নৃত্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।"

২২৫। অতিহসিত

"সহস্ততালং ক্ষিপ্তাঙ্গং তচ্চাতিহসিতং বিদুঃ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৯॥

—হস্ততাল ও অঙ্গক্ষেপের সহিত হাস্যকে অতিহসিত বলে।"

"বৃদ্ধে ত্বং বলিতাননাসি বলিভিঃ প্রেক্ষ্য স্বযোগ্যামত-
স্ত্বামুদ্বোঢ়ুমসৌ বলীমুখবরো মাং সাধয়ত্যুৎসুকঃ।
অভির্বিপ্লুতধীর্বৃণে নহি পরং ত্বত্তো বলিধ্বংসনা-
দিত্যুচ্চৈর্মুখরাগিরা বিজহসুঃ সোত্তালিকা বালিকাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।১।১০॥

—(শ্রীকৃষ্ণ জরতী মুখরাকে বলিলেন) 'বৃদ্ধে! তুমি বলিতাননা হইয়াছ (মুখের চর্ম্মসমূহ বলিত বা কুঞ্চিত হওয়ায় বলিতাননা—বানরমুখী-হইয়াছ); এই বলীমুখবর (বানররাজ) তোমাকে তাহার যোগ্যপাত্রী দেখিয়া বিবাহ করার জন্য উৎসুক হইয়াছে এবং (তোমাকে সম্মত করাইবার জন্য) আমাকে সাধ্য-সাধনা করিতেছে।' (শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিলেন) 'আমি এই সকল বলিদ্বারা (বানরদ্বারা) অধীরবুদ্ধি হইয়াছি, বলিধ্বংসী (পূতনা-তৃণাবর্ত্তাদির ধ্বংসকারী) তোমাকে ভিন্ন অপর কাহাকেও বরণ করিবনা'—বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া তত্রত্য বালিকাগণ করতালি সহকারে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

অদ্ভুত ভক্তিরস—গৌণ (২)

২২৬। অদ্ভুত ভক্তিরস

"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি।
সা বিস্ময়রতি র্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।২।১॥
—আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা বিস্ময়রতি যদি ভক্তচিত্তে আস্বাদ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অদ্ভুত-ভক্তিরস বলে।"

ক। বিভাব-অনুভাবাদি

অদ্ভুত ভক্তিরসের আশ্রয়ালম্বন হইতেছে সর্ব্বপ্রকারের ভক্ত। লোকাতীত-ক্রিয়াহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ইহার বিষয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাবিশেষাদি হইতেছে ইহাতে উদ্দীপন। নেত্রবিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু এবং পুলকাদি হইতেছে অনুভাব বা ক্রিয়া। আবেগ, হর্ষ, জাড্যাদি হইতেছে ব্যভিচারী ভাব। আর, লোকোত্তর-কর্ম্মবশতঃ বিস্ময়রতি হইতেছে অদ্ভুতভক্তিরসের স্থায়ী ভাব। "স্থায়ী স্যাদ্ বিস্ময়রতিঃ সা লোকোত্তরকর্ম্মতঃ॥ ভ, র, সি, ৪।২।৩॥" টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—লোকোত্তর-কর্ম্মত ইত্যুপলক্ষণং তাদৃশ রূপগুণাভ্যাঞ্চ।—এ-স্থলে লোকোত্তরকর্ম্ম হইতেছে উপলক্ষণ। লোকোত্তর রূপ-গুণসমূহ হইতেও বিস্ময় রতির উদয় হয়।" অসম্ভাবনাময়ী বুদ্ধি হইতেই বিস্ময়ের উদয় হয়। যে ক্রিয়া লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না, যে রূপ-গুণও লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ক্রিয়া বা রূপ-গুণাদির দর্শনাদিতে মনে প্রশ্ন জাগে—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এইরূপ প্রশ্নের কোনও সমাধান যখন পাওয়া যায় না, তখনই বিস্ময়ের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ লোকাতীত ক্রিয়া-রূপ-গুণাদি হইতে যে বিস্ময়ের উদয় হয়, তাহাই হইতেছে অদ্ভুতরসের স্থায়ী ভাব বিস্ময়রতি।

২২৭। বিস্ময়রতি সুতরাং অদ্ভুতরসও-দ্বিবিধ

বিস্ময়রতি সাক্ষাৎ ও অনুমান ভেদে দুই রকমের। "সাক্ষাদনুমিতঞ্চেতি তচ্চ দ্বিবিধমুচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।২।৩॥"

বিস্ময়রতি দুই প্রকার বলিয়া তাহা হইতে উদ্ভূত অদ্ভুতরসও হইবে দুই প্রকার। এক্ষণে উল্লিখিত দ্বিবিধ বিস্ময়রতির কথা বলা হইতেছে।

২২৮। সাক্ষাৎ বিস্ময়রতি

"সাক্ষাদৈন্দ্রিয়কং দৃষ্টশ্রুত সংকীর্ত্তিতাদিকম্॥ ভ, র, সি, ৪।২।৩॥
—ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে সাক্ষাৎ বলে; তাহা তিন রকমের—চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা দৃষ্ট, কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রুত এবং

বাগিন্দ্রিয়াদিদ্বারা সংকীর্ত্তিতাদি। এতাদৃশ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে যে বিস্ময়রতি জন্মে, তাহাকে বলে সাক্ষাৎ বিস্ময়রতি।"

এই তিন রকমের সাক্ষাৎ বিস্ময় রতির উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। দৃষ্ট

"একমেব বিবিধোদ্যমভাজং মন্দিরেষু যুগপন্নিখিলেষু।
দ্বারকামভিসমীক্ষ্য মুকুন্দং স্পন্দনোজ্ঝিততনুর্ম্মুনিরাসীৎ॥ র, ভ, সি, ৪।২।৪॥

—দ্বারকায় প্রতিমহিষীর মন্দিরে, একবপুতেই বিবিধ উদ্যমে ব্যাপৃত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া নারদমুনির তনু স্পন্দনরহিত (জাড়িমাপ্রাপ্ত) হইয়াছিল।"

নরকাসুরের গৃহ হইতে ষোল হাজার রাজকন্যাকে দ্বারকায় আনিয়া শ্রীকৃষ্ণ একই দেহে একই সময়ে তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ তাহা শুনিয়া মনে করিলেন - ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ শ্রীভা, ১০.৬৯।২॥

তখন নারদ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া দ্বারকানগরীর দর্শনের জন্য দ্বারকায় গিয়া উপনীত হইলেন। তিনি প্রথমে রুক্মিণীদেবীর অঙ্গনে গেলেন। রুক্মিণীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—দাসীগণপরিবৃতা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছেন। ব্রহ্মণ্যদেব এবং ধর্ম্মাদর্শ-স্থাপক শ্রীকৃষ্ণ নারদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইহার পরে নারদ ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মহিষীদের মন্দিরে এবং অন্যত্রও গমন করিলেন। দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কোনও স্থলে অক্ষক্রীড়া করিতেছেন, কোনও স্থলে শিশু-সন্তানদের লালন-পালন করিতেছেন, কোনও স্থানে হোম করিতেছেন, কোনও স্থানে ব্রাহ্মণভোজন করাইতেছেন, কোনও স্থানে অসিচর্ম্ম লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কোনও স্থানে মন্ত্রীদের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন, ইত্যাদি। প্রত্যেক স্থানেই নারদকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্বর্দ্ধনাদিরূপ যে আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যেন নারদকে সেই সময়ে দ্বারকাপুরীতে তখনই প্রথম দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এক বপুতেই যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্য্যে একই সময়ে ব্যাপৃত ছিলেন—উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। এই লোকাতীত ব্যাপার দেখিয়া নারদ এমনই বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন যে, তিনি স্পন্দনরহিত হইয়া পড়িলেন। একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহা যে ঋষি সৌভরী প্রভৃতির ন্যায় রচিত কায়ব্যূহ নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, কায়ব্যূহে ক্রিয়াসাম্য থাকে ; কিন্তু এ-স্থলে ক্রিয়াসাম্য নাই, বিভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশসমূহের বিভিন্ন ক্রিয়া। বিশেষতঃ, কায়ব্যূহের রহস্য নারদও জানিতেন এবং তিনি নিজেও কায়ব্যূহ-রচনা করিতে সমর্থ ছিলেন। তথাপি তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ যদি কায়ব্যূহ হইত, তাহা হইলে নারদের

বিস্ময়ের হেতু কিছু থাকিত না; কেননা, অসম্ভাবনাবুদ্ধি হইতেই বিস্ময় জন্মে। কায়ব্যূহ-রচনা অসম্ভব নহে।

এই দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষদৃষ্ট লোকোত্তরকর্ম্ম হইতেই নারদের বিস্ময় জন্মিয়াছে এবং তিনি সেই বিস্ময়রতি হইতে জাত অদ্ভুতরসেরও আস্বাদন করিয়াছেন।

অন্য একটী উদাহরণ,

"ক স্তন্যগন্ধিবদনেন্দুরসৌ শিশুস্তে গোবর্দ্ধনঃ শিখররুদ্ধঘনঃ ক্বচায়ম্।
ভোঃ পশ্য সব্যকর-কন্দুকিতাচলেন্দ্রঃ খেলন্নিব স্ফুরতি হন্ত কিমিন্দ্রজালম্॥

—ভ, র, সি, ৪।২।৫॥

—যশোদে! দেখ! কোথায় তোমার এই স্তন্যগন্ধিবদন শিশু, আর কোথায় বা এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত, যাহার শৃঙ্গদ্বারা মেঘসকল রুদ্ধ হইয়াছে! ইন্দ্রজালের ন্যায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই শিশুর বামহস্তে গিরিরাজ ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় শোভা পাইতেছে!"

খ। শ্রুত

"যান্যক্ষিপন্ প্রহরণানি ভটাঃ স দেবঃ প্রত্যেকমচ্ছিনদমূনি শরত্রয়েণ।
ইত্যাকলয্য যুধি কংসরিপোঃ প্রভাবং স্ফারেক্ষণঃ ক্ষিতিপতিঃ পুলকী তদাসীৎ॥

—ভ, র, সি, ৪।২।৬॥

—নরকাসুরের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য (ভটাঃ) যত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তিনটী মাত্র শরের দ্বারা তৎসমস্তকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধে কংসরিপুর এতাদৃশ প্রভাবের কথা শ্রবণ করামাত্র মহারাজ পরীক্ষিতের নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল, তিনি পুলকান্বিত হইলেন।"

এ-স্থলে লোকোত্তর-কার্য্যের শ্রবণজনিত বিস্ময়।

গ। সংকীর্ত্তিত

"ডিম্ভাঃ স্বর্ণনিভাম্বরা ঘনরুচো জাতাশ্চতুর্বাহবো
বৎসাশ্চেতি বদন্ কৃতোঽস্মি বিবশঃ স্তম্ভশ্রিয়া পশ্যত।
আশ্চর্য্যং কথয়ামি বঃ শৃণুত ভোঃ প্রত্যেকমেকৈকশঃ
স্তূয়ন্তে জগদণ্ডবদ্‌ভিরভিত স্তে হন্ত পদ্মাসনৈঃ॥ ভ, র, সি, ৪।২।৭॥

—(সত্যলোকে ব্রহ্মা বলিলেন) 'বালকসকল পীতবসনধারী, ঘনশ্যাম এবং চতুর্ব্বাহু হইল এবং বৎসসকলও তদ্রূপ হইল'-এই কথা বলিতে বলিতে আমি স্তম্ভসম্পত্তিদ্বারা বিবশতা প্রাপ্ত হইলাম, দেখ। অহো! আরও আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি, ওহে শুন। ঐ সকল পীতবসন ঘনশ্যাম ও চতুর্ভুজ-রূপধারী বৎস-বালকগণের প্রত্যেককে পদ্মাসন জগদণ্ডনাথগণ প্রত্যেকে সর্ব্বদিকে স্তব করিতেছেন।'"

ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার বিস্ময়-রতির উদয় হইল এবং সেই বিস্ময়রতি অদ্ভুতরসে পরিণত হইল।

২২৯। **অনুমিত বিস্ময়রতি**

"উন্মীল্য ব্রজশিশবো দৃশং পুরস্তাদ্‌ভাণ্ডীরং পুনরতুলং বিলোকয়ন্তঃ।

সাত্মানং পশুপটলীঞ্চ তত্র দাবাত্তুন্মুক্তাং মনসি চমৎক্রিয়ামবাপুঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।২।৭ ॥

—(গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছেন। বালকগণ ভাণ্ডীরবনে ক্রীড়ারত। গাভীগণ তৃণাহার করিতে করিতে গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হঠাৎ চারিদিকে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। ভীতচকিত গাভীগণ চীৎকার করিতে করিতে ভাণ্ডীরবন হইতে দূরবর্ত্তী ঈষিকাটবীমধ্যে প্রবেশ করিল। রামকৃষ্ণ ও গোপবালকগণ গাভীদিগকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; অনেকক্ষণ পরে শরবনের মধ্যে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। ধবলী-শ্যামলী প্রভৃতি নাম ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারাও সহর্ষে প্রতিধ্বনি করিল। এদিকে দাবানল অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। ভয়ে গোপবালকগণ তাহাদের রক্ষার জন্য রামকৃষ্ণকে আহ্বান করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর।' তাঁহারা তাহাই করিলেন ; তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই দাবালন পান করিয়া অগ্নি নির্বাপিত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বালকগণকে বলিলেন—'তোমরা চক্ষু উন্মীলিত কর।' তখন) গোপবালকগণ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন—তাঁহাদের সম্মুখভাগেই ভাণ্ডীরবন, তাঁহারা পুনরায় ভাণ্ডীরবনেই আসিয়াছেন ; আরও দেখিলেন—নিজেরা এবং গবাদিপশুগণ সকলেই দাবানল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা মনোমধ্যে অতিশয় চমৎকৃতি (বিস্ময়) অনুভব করিলেন।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কোনও লোকোত্তর সামর্থ্যের অনুমানবশতঃ গোপবালকগণের বিস্ময়রতির উদয় হইয়াছিল। এই বিস্ময়রতি হইতে উদ্ভূত অদ্ভুতরসও তাঁহারা আস্বাদন করিয়াছিলেন।

৩০। **উপসংহার**

উপসংহারে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অপ্রিয়াদেঃ ক্রিয়া কুর্য্যান্নালৌকিক্যপি বিস্ময়ম্। অসাধারণ্যপি মনাক্ করোত্যেব প্রিয়স্য সা ॥

প্রিয়াৎ প্রিয়স্য কিমুত সর্ব্বলোকোত্তরোত্তরা। ইত্যত্র বিস্ময়ে প্রোক্তা রত্যনুগ্রহমাধুরী ॥৪।২।৮॥

—(যাহাতে প্রীতি নাই, বরং দ্বেষই বর্ত্তমান, তাদৃশ) অপ্রিয়ব্যক্তি প্রভৃতির অলৌকিকী ক্রিয়াও বিস্ময় জন্মায় না। (যাঁহাতে প্রীতি আছে, সেই) প্রিয় ব্যক্তির অতিসামান্য অসাধারণ কার্য্যও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে (ইহাই সর্ব্বত্র রীতি। সুতরাং) সকল প্রিয় অপেক্ষা প্রিয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সর্ব্বলোকোত্তরোত্তরা ক্রিয়া যে বিস্ময় উৎপাদন করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে ? এজন্য এ-স্থলে বিস্ময়রসে রত্যনুগ্রহমাধুরীর কথা (শান্তাদিরতির অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিস্ময়রসের মাধুরীর কথা) বলা হইল।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"অজাতপ্রীতিনাস্তু তৎসম্বন্ধেন যে

বিস্ময়াদয়ো ভাবাস্তদীয়রসাশ্চ দৃশ্যন্তে, তেঽত্র তদনুকারিণ এব জ্ঞেয়াঃ ॥১৭৪॥—অজাতপ্রীতি ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে বিস্ময়াদি-ভাব ও ভগবৎ-প্রীতিময় রস দেখা যায়, তাঁহারা ইহাতে (ভাবপ্রকটনে ও রসাস্বাদনে) অনুকারীমাত্র। অর্থাৎ তাঁহারা অন্যের ভাবোদ্গম বা রসাস্বাদন দেখিয়া তাহার অনুকরণ করেন মাত্র ; বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের ভাব বা রসের উদয় হয় না ; যেহেতু, প্রীতিই ভাবোদ্গমের বা রসাস্বাদনের প্রধান কারণ। প্রীতির আবির্ভাবব্যতীত ভাবোদ্গম বা প্রীতিময় রসাস্বাদন অসম্ভব। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিমহোদয়-সংস্করণের অনুবাদ।”

শ্রীজীবপাদের এই উক্তি সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য।

ষোড়শ অধ্যায়

বীরভক্তিরস—গৌণ (৩)

২৩১। বীরভক্তিরস

"সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।
আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসোভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১॥

—স্থায়িভাব উৎসাহরতি যখন আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা আস্বাদনীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বীরভক্তিরস বলে।"

২৩২। বীর চতুর্ব্বিধ

"যুদ্ধ-দান-দয়া-ধর্ম্মৈশ্চতুর্দ্ধা বীর উচ্যতে।
আলম্বন ইহ প্রোক্ত এষ এব চতুর্ব্বিধঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১॥

—বীর চারি প্রকার—যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর এবং ধর্ম্মবীর। এই বীরভক্তিরসে এই চারিপ্রকারের বীরই হইতেছে আলম্বন।"

"উৎসাহস্তেষ ভক্তানাং সর্ব্বেষামেব সম্ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১॥

—এই উৎসাহ সকল ভক্তেই সম্ভব হয়।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—কোনও ভক্তের যুদ্ধোৎসাহ, কোনও ভক্তের দানোৎসাহ, ইত্যাদি রীতিতে সকলভক্তেই উৎসাহ সম্ভব হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণ যদি দ্রষ্টা হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছায় অন্য সখাই প্রতিযোদ্ধা হইয়া থাকেন।

এক্ষণে বিভিন্ন প্রকার বীরভক্তিরসের কথা বলা হইতেছে।

যুদ্ধবীর-রস (২২৩-৩৫-অনু)

২৩৩। যুদ্ধবীর

"পরিতোষায় কৃষ্ণস্য দধদুৎসাহমাহবে। সখা বন্ধুবিশেষো বা যুদ্ধবীর ইহোচ্যতে॥
প্রতিযোদ্ধা মুকুন্দো বা তস্মিন্ বা প্রেক্ষকে স্থিতে। তদীয়েচ্ছাবশেনাত্র ভবেদন্যঃ সুহৃদ্‌বরঃ॥
—ভ, র, সি. ৪।৩।২॥

—শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষের নিমিত্ত যুদ্ধে উৎসাহধারী সখাকে, বা বন্ধুবিশেষকে এ-স্থলে যুদ্ধবীর বলা হয়। প্রতিযোদ্ধা হইতেছেন মুকুন্দ; অথবা তিনি যদি দর্শকরূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্য একজন সুহৃদ্বর প্রতিযোদ্ধা হইয়া থাকেন।"

ক। কৃষ্ণ প্রতিযোদ্ধা

"অপরাজিতমানিনং হঠাচ্চটুলং ত্বামভিভূয় মাধব।

ধিনুয়ামধুনা সুহৃদ্গণং যদি ন ত্বং সমরাৎ পরাঞ্চসি ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৩॥

—হে মাধব! তুমি অতি চঞ্চল, নিজেকে অপরাজিত বলিয়া মনে কর। তুমি যদি ছলপূর্ব্বক সমর হইতে পরাঙ্মুখ না হও, তাহা হইলে তোমাকে পরাভূত করিয়া আমি সুহৃদ্গণকে পরিতুষ্ট করিব।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখা প্রতিযোদ্ধা হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছেন।

খ। সুহৃদ্বর প্রতিযোদ্ধা

"সখিপ্রকরমার্গণানগণিতান্ ক্ষিপন্ সর্ব্বত-

স্তথাত্য লগুড়ং ক্রমাদ্ভ্রময়তি স্ম দামাকৃতী।

অনংস্ত রচিতস্তুতির্ব্রজপতেস্তনুজোঽপ্যমুং

সমৃদ্ধপুলকো যথা লগুড়পঞ্জরান্তঃস্থিতম্। ভ, র, সি, ৪।৩।৫॥

—সখাসকল চতুর্দ্দিক্ হইতে তূলপূরিত-চর্ম্মফলকবিশিষ্ট বাণসকল (মার্গণ) নিক্ষেপ করিতে থাকিলে কৃতী শ্রীদাম আজ এমন ভাবে ক্রমশঃ লগুড় ভ্রমণ করাইয়া সে-সমস্ত বাণকে অপসারিত করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে ব্রজপতি-নন্দন শ্রীকৃষ্ণও পুলকাকুল-কলেবরে 'ধন্য ধন্য শ্রীদাম'-ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীদামকে লগুড়-পঞ্জরের অন্তঃস্থিত বলিয়া মনে করিলেন।"

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"মার্গণা অত্র তূলপূর্ণচর্ম্মফলকবাণাঃ—এ-স্থলে 'মার্গণ' হইতেছে তূলাদ্বারা পরিপূরিত এবং চর্ম্মফলকবিশিষ্ট বাণ।" সুতরাং এইরূপ বাণে কাহারও ভয়ের কোনও কারণ নাই। সখাদের এই যুদ্ধ হইতেছে খেলামাত্র, প্রকৃত যুদ্ধ নহে।

২৩২। স্বভাবসিদ্ধ বীরদিগের স্বপক্ষের সহিত যুদ্ধক্রীড়া

"প্রায়ঃ প্রকৃতিশূরাণাং স্বপক্ষৈরপি কর্হিচিৎ।

যুদ্ধকেলিসমুৎসাহো জায়তে পরমাদ্ভুতঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।২॥

—স্বভাবসিদ্ধ বীরব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় কোনও কোনও স্থলে স্বপক্ষের সহিতও যুদ্ধক্রীড়াবিষয়ক উৎসাহ জন্মিয়া থাকে।"

শ্রীহরিবংশে দেখা যায়,

"তথা গাণ্ডীবধন্বানং বিক্রীড়ন্মধুসূদনঃ।

জিগায় ভরতশ্রেষ্ঠং কুন্ত্যাঃ প্রমুখতো বিভুঃ॥ ভ,র, সি, ৪।৩।৫॥

—ক্রীড়া করিতে করিতে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর সমক্ষে ভরতশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে পরাজিত করিয়াছিলেন।"

২৩৫। যুদ্ধবীর-রসের বিভাবাদি।

উদ্দীপনবিভাব

'কথিতাস্ফোটবিস্পর্দ্ধাবিক্রমাস্ত্রগ্রহাদয়ঃ।
প্রতিযোধস্থিতাঃ সন্তো ভবন্ত্যুদ্দীপনা ইহ ॥ ভ, র, সি, ॥ ৪।৩।৫॥

—কথিত (আত্মশ্লাঘা), আস্ফোট (আস্ফালন), স্পর্দ্ধা, বিক্রম, অস্ত্রগ্রহণাদি, প্রতিযোদ্ধাস্থিত (প্রতিযোদ্ধার বাক্যাদিদ্বারা বোধের বিষয়) হইলে যুদ্ধবীর-রসে উদ্দীপন-বিভাব হইয়া থাকে।"

প্রীতিসন্দর্ভ বলেন, প্রতিযোদ্ধার স্মিতাদিও এই রসে উদ্দীপন হইয়া থাকে।

কথিতের (আত্মশ্লাঘার) উদাহরণ

"পিণ্ডীশূরস্ত্বমিহ সুবলং কৈতবেনাবলাঙ্গং জিত্বা দামোদর যুধি বৃথা মা কৃথাঃ কথিতানি।
মাদ্যন্নেষ ত্বদলঘুভুজাসর্পদর্পাপহারী মন্দ্রধ্বানো নটতি নিকটে স্তোককৃষ্ণঃ কলাপী॥
— ভ, র, সি, ৪।৩।৬॥

—(সখা স্তোককৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) ওহে দামোদর! কেবল ভোজনমাত্রেই তুমি পটু, ছলপূর্ব্বক দুর্ব্বল সুবলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ বলিয়া আর বৃথা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিওনা। তোমার বৃহৎ ভুজরূপ সর্পের দর্পহারী গম্ভীর-নিনাদী তৃণধারী স্তোককৃষ্ণ (যুদ্ধের জন্য) মত্ত হইয়া নিকটে নৃত্য করিতেছে।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের আস্ফালন স্তোককৃষ্ণের পক্ষে উদ্দীপন হইয়াছে।

খ। অনুভাব

"কথিতাদ্যাঃ স্বসংস্থাশ্চেদনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথৈবাহোপুরুষিকা ক্ষ্বেড়িতাক্রোশবল্গনম্।
অসহায়েঽপি যুদ্ধেচ্ছা সমরাদপলায়নম্।
ভীতাভয়প্রদানাদ্যা বিজ্ঞেয়াশ্চাপরা বুধৈঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৭॥

—পূর্ব্বোল্লিখিত আস্ফালনাদি যদি স্বনিষ্ঠ (প্রতিযোদ্ধার বাক্যাদিব্যতীতই যদি নিজের জ্ঞানের বিষয়) হয়, তাহা হইলে সে-সমস্তকে অনুভাব বলা হয়। আবার, আহোপুরুষিকা (দর্পহেতুক আপনাতে সম্ভাবনা, অহঙ্কারবশতঃ নিজের শক্তির আধিক্যপ্রকাশ, বাহাদুরী), সিংহনাদ, আক্রোশ, বল্গন (যুদ্ধার্থ গতিবিশেষ), সহায়ব্যতীতও যুদ্ধোদ্যম, যুদ্ধ হইতে অপলায়ন (পলায়ন না করা) এবং ভীতব্যক্তিকে অভয়-প্রদানাদিও যুদ্ধবীর-রসের অনুভাব।"

অনুভাবরূপে কথিতের উদাহরণ

"প্রোৎসাহয়স্ত্বতিতরাং কিমিবাগ্রহেণ মাং কেশিসূদন বিদন্নপি ভদ্রসেনম্।
যোদ্ধুং বলেন সমমত্র সুদুর্ব্বলেন দিব্যার্গলা প্রতিভটস্ত্রপতে ভুজো মে॥
—ভ, র, সি, ৪।৩।৭॥

—হে কেশিসূদন কৃষ্ণ! এই ভদ্রসেন আমাকে (আমার বলবীর্য্যকে) জানিয়াও তুমি কেন সুদুর্ব্বল বলদেবের সহিত যুদ্ধ করার জন্য অত্যধিকরূপে আমাকে উৎসাহিত করিতেছ? ইহাতে প্রতিযোদ্ধারূপ আমার দিব্য অর্গলসদৃশ ভুজ যে লজ্জিত হইতেছে।”

বলদেবের সহিত যুদ্ধক্রীড়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রসেনকে আহ্বান করিলে ভদ্রসেন এই কথাগুলি বলিয়াছেন। প্রতিযোদ্ধা বলদেবের কোনও বাক্যাদি ব্যতীতই ভদ্রসেন এই আস্ফালনাত্মক বাক্য বলিয়াছেন বলিয়া এই আস্ফালন হইতেছে ভদ্রসেনের স্বনিষ্ঠ। ভদ্রসেনের যুদ্ধেচ্ছা হইতে উদ্ভূত বলিয়া এই স্বনিষ্ঠ আস্ফালন হইতেছে এ-স্থলে অনুভাব।

অনুভাবরূপে আহোপুরুষিকার উদাহরণ

“ধৃতাটোপে গোপেশ্বরজলধিচন্দ্রে পরিকরং নিবধ্নত্যুল্লাসাদ্ভুজসমরচর্য্যাসমুচিতম্।
সরোমাঞ্চং ক্ষ্বেড়া-নিবিড়-মুখবিম্বস্য নটতঃ সুদাম্নঃ সোৎকণ্ঠং জয়তি মুহুরাহোপুরুষিকা॥
—ভ, র, সি, ৪।৩।৭॥

—‘আমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা, ক্ষুদ্র তোমরা কে’-এতাদৃশ আটোপ (দম্ভোক্তি) সহকারে গোপেশ্বরী-গোপেশ্বররূপ জলধি হইতে উৎপন্ন চন্দ্র (কৃষ্ণ) যখন উল্লাসভরে বাহুযুদ্ধের উপযোগী ভাবে স্বীয় পরিধেয়-বস্ত্রাদির বন্ধন করিলেন, সিংহনাদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত মুখমণ্ডল এবং সরোমাঞ্চ-নর্ত্তন-পরায়ণ সুদামার ‘আমিই সর্ব্বোত্তম যোদ্ধা, আমার সমান কেহ নাই’-মুহুর্মুহু উচ্চারিত ইত্যাদিরূপ আহোপুরুষিকা জয়যুক্ত হউক।”

গ। সাত্ত্বিক ভাব

“চতুষ্টয়োঽপি বীরাণাং নিখিলা এব সাত্ত্বিকাঃ। ভ, র, সি, ৪।৩।৭॥

—যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীর এই চতুর্ব্বিধ বীররসে অশ্রু-কম্পাদি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই প্রকটিত হয়।”

ঘ। ব্যভিচারী ভাব

“গর্ব্বাবেগ-ধৃতি-ব্রীড়া-মতি-হর্ষাবহিত্থকাঃ।
অমর্ষোৎসুকতাসূয়া-স্মৃত্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৭॥

—গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, লজ্জা, মতি, হর্ষ, অবহিত্থা, অমর্ষ, উৎসুকতা, অসূয়া এবং স্মৃতি প্রভৃতি হইতেছে যুদ্ধবীর-রসের ব্যভিচারী ভাব।”

ঙ। স্থায়ী ভাব

“যুদ্ধোৎসাহরতিস্তস্মিন্ স্থায়িভাবতয়োদিতা।
যা স্বশক্তিসহায়াদ্যৈরাহার্য্যা সহজাপি বা।
জিগীষা স্থেয়সী যুদ্ধে সা যুদ্ধোৎসাহ ঈর্য্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৭-৮॥

—স্বশক্তিদ্বারা আহার্য্যা, স্বশক্তিদ্বারা সহজা, সহায়ের দ্বারা আহার্য্যা এবং সহায়ের দ্বারা সহজা যে

যুদ্ধবিষয়ে অতিস্থির। জয়েচ্ছা, তাহাকে যুদ্ধোৎসাহ বলে। এই যুদ্ধোৎসাহ রতিই হইতেছে যুদ্ধবীর-রসের স্থায়িভাব।”

প্রীতিসন্দর্ভ বলেন—কৃষ্ণপ্রীতিময় যুদ্ধোৎসাহ হইতেছে যুদ্ধবীর-রসের স্থায়িভাব।

(১) স্বশক্তিদ্বারা আহার্য্যা উৎসাহরতির দৃষ্টান্ত

“স্বতাতশিষ্ট্যা স্ফুটমপ্যনিচ্ছন্নাহূয়মানঃ পুরুষোত্তমেন।

স স্তোককৃষ্ণো ধৃতযুদ্ধতৃষ্ণঃ প্রোদ্যম্য দণ্ডং ভ্রময়াঞ্চকার॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৯॥

—‘সারা জীবনই কেবল যুদ্ধ করিতেছিস্, ধিক্ তোকে’—এই রূপে পিতা শাসন করিলে স্তোককৃষ্ণ স্পষ্টরূপেই যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন ; কিন্তু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন, তখন স্তোককৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক হইয়া দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক ঘুরাইতে লাগিলেন।”

এ-স্থলে স্তোককৃষ্ণ নিজের শক্তিতেই পিতৃশাসন-স্তিমিত যুদ্ধোৎসাহকে আহরণ করিয়াছেন।

(২) স্বশক্তিদ্বারা সহজা উৎসাহরতির দৃষ্টান্ত

“শুণ্ডাকারং প্রেক্ষ্য মে বাহুদণ্ডং মা ত্বং ভৈষীঃ ক্ষুদ্র রে ভদ্রসেন।

হেলারম্ভেণাদ্য নির্জিত্য রামং শ্রীদামাহং কৃষ্ণমেবাহ্বয়েয়॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১০॥

—অহে ক্ষুদ্র ভদ্রসেন! আমি শ্রীদাম। আমার ভুজদণ্ড দেখিয়া তুমি ভীত হইওনা। আমি আজ হেলায় বলরামকে পরাজিত করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিব।”

এ-স্থলে শ্রীদামের উৎসাহ সহজাত।

(৩) সহায়ের দ্বারা আহার্য্যা উৎসাহরতির দৃষ্টান্ত

“ময়ি বল্গতি ভীমবিক্রমে ভজ ভঙ্গং ন হি সঙ্গরাদিতঃ।

ইতি মিত্রগিরা বরূথপঃ সবিরূপং বিরুবন্ হরিং যযৌ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১১॥

—‘অহে বরূথপ! আমি ভয়ানক বিক্রমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে লম্ফ প্রদান করিতেছি ; তুমি ভীত হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিওনা।’—এইরূপ মিত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া বরূথপ বিকট শব্দ করিতে করিতে যুদ্ধার্থ হরির নিকটে গেলেন।”

এ-স্থলে বরূথপ তাঁহার মিত্রের বা সহায়ের বাক্যেই উৎসাহরতির আহরণ করিয়াছেন।

(৪) সহায়ের দ্বারা সহজোৎসাহরতির দৃষ্টান্ত

“সংগ্রামকার্ম্মুকভুজঃ স্বয়মেব কামং দামোদরস্য বিজয়ায় কৃতী সুদামা।

সাহায্যমত্র সুবলঃ কুরুতে বলী চেজ্জাতো মণিঃ সুজটিতো বরহাটকেন॥

—ভ, র, সি, ৪।৩।১২॥

—দামোদর শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করার পক্ষে সংগ্রামকার্ম্মুকভুজ কৃতী সুদামা নিজেই যথেষ্ট। তাহাতে আবার বলী সুবল যদি সাহায্য করে, তাহা হইলে তো কথাই নাই। মণি নিজেই উৎকৃষ্ট ; তাহাতে যদি তাহা আবার শ্রেষ্ঠ সুবর্ণের দ্বারা জড়িত হয়, তাহা হইলে আর কি বক্তব্য আছে?”

এ-স্থলে শ্রীদামের উৎসাহ স্বাভাবিক। সুবলের সহায়তায় তাহা আরও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

চ। আলম্বনবিভাব

"সুহৃদেব প্রতিভটো বীরে কৃষ্ণস্য ন ত্বরিঃ।
স ভক্তক্ষোভকারিত্বাদ্ রৌদ্রেত্বালম্বনো রসে॥
রাগাভাবো দৃগাদীনাং রৌদ্রাদস্য বিভেদকঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১২।

—যুদ্ধবীররসে শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ই প্রতিযোদ্ধা হইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের শত্রু কখনও যুদ্ধবীরে প্রতিযোদ্ধা হইতে পারে না। ভক্তক্ষোভকারিত্ববশতঃ রৌদ্ররসেই শত্রুর আলম্বনত্ব হইয়া থাকে। রৌদ্ররসে এবং যুদ্ধবীররসে পার্থক্য এই যে, রৌদ্ররসে ক্রোধাবেশ বশতঃ নেত্রাদিতে রক্তিমা জন্মে; কিন্তু যুদ্ধবীরে ক্রোধের অভাব বলিয়া নেত্রাদিতে রক্তিমারও অভাব।"

আলম্বন বিভাব-সম্বন্ধে প্রীতিসন্দর্ভ (১৬৪-অনু) বলেন—ভগবৎ-প্রীতিময়-যুদ্ধবীর-রসে যোদ্ধা হইতেছেন শ্রীভগবানের প্রিয়তম। শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমের যুদ্ধোৎসাহ হইতে ভগবৎ-প্রীতিময় যুদ্ধের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া সেই ক্রীড়ামূলক যুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা বা বিপক্ষ হয়েন - শ্রীকৃষ্ণ, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণেরই মিত্রবিশেষ। বাস্তবযুদ্ধে কিন্তু প্রতিযোদ্ধা হয় শ্রীকৃষ্ণের বৈরী। ক্রীড়া-যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রতিযোদ্ধা হয়েন, তখন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় প্রবল-যুদ্ধেচ্ছা-রূপ উৎসাহের বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণেরই আলম্বনত্ব সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়ব্যক্তিব্যতীত অন্য কেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোদ্ধা হইলে, হাস্যরসের মত, যুদ্ধবীর-রস শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় বলিয়া তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণই মূল আলম্বন হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ যুযুৎসাংশে কেবল বহিরঙ্গ আলম্বন মাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের কোনও অপ্রিয় ব্যক্তি যদি কখনও হাস্যরসের বিষয় হয়, তাহাহইলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয়তা-সম্বন্ধ-মননপূর্ব্বক যেমন ভক্ত সেই হাস্যরসের আস্বাদন করেন, তদ্রূপ যুদ্ধবীররসেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোদ্ধা যদি শ্রীকৃষ্ণের বৈরী হয়, তাহা হইলে তাহা (অর্থাৎ এই প্রতিপক্ষ শ্রীকৃষ্ণের বৈরী-ইহা) মনে করিয়াই ভক্ত যুদ্ধবীর-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। 'এই প্রতিযোদ্ধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের বৈরী'—এইরূপ প্রতীতিতেই সেই বৈরী প্রতিপক্ষ যুদ্ধবীররসের আলম্বন হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন মূল আলম্বন; আর বৈরী প্রতিপক্ষ কেবল যুযুৎসাংশে (যুদ্ধের ইচ্ছাংশে) বহিরঙ্গ আলম্বন-মাত্র হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রীতিময় যুদ্ধবীররসে (অর্থাৎ ক্রীড়ারূপ যুদ্ধে) যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধা—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন—উভয়েই পরস্পরের মিত্র। (কৃষ্ণপ্রীতিময় যুদ্ধ বাস্তবিক যুদ্ধ নহে, ইহা ক্রীড়ামাত্র,—সখার সহিত সখার, মিত্রের সহিত মিত্রের ক্রীড়া। সুতরাং বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন উভয়েই পরস্পরের মিত্র)।

দানবীর রস (২৩৬-৪১-অনু)

২৩৬। দানবীর দ্বিবিধ

"দ্বিবিধো দানবীরঃ স্যাদেকস্তত্র বহুপ্রদঃ।
উপস্থিতদূরাপার্থত্যাগী চাপর উচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১২॥

—দানবীর দুই প্রকার ; তন্মধ্যে এক বহুপ্রদ এবং অপর উপস্থিত-দুর্ল্লভ-অর্থ-পরিত্যাগী।"

২৩৭। বহুপ্রদ দানবীর (২৩৭-৩৮-অনু)

"সহসা দীয়তে যেন স্বয়ং সর্ব্বস্বমপ্যুত।
দামোদরস্য সৌখ্যায় প্রোচ্যতে স বহুপ্রদঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১২॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থ সহসা সর্ব্বস্ব পর্য্যন্তও দান করেন, তাঁহাকে বহুপ্রদ দানবীর বলে।"

২৩৮। বহুপ্রদ-দানবীরে বিভাবাদি

"সম্প্রদানস্য বীক্ষাদ্যা অস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ। বাঞ্ছিতাধিকদাতৃত্বং স্মিতপূর্ব্বাভিভাষণম্॥
স্থৈর্য্য-দাক্ষিণ্য-ধৈর্য্যাদ্যা অনুভাবা ইহোদিতাঃ। বিতর্কৌৎসুক্যহর্ষাদ্যা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ॥
দানোৎসাহরতিস্তত্র স্থায়িভাবতয়োদিতাঃ। প্রাগাঢ়া স্থেয়সী দিৎসা দানোৎসাহ ইতীর্য্যতে॥
—ভ, র, সি ৭।৩।১২॥

[সম্প্রদানস্য সৎপাত্রস্য॥ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী]

—ইহাতে (বহুপ্রদ-দানবীররসে) সম্প্রদানের (সৎপাত্রের) দর্শনাদি হইতেছে উদ্দীপন। বাঞ্ছিত হইতেও অধিক-দাতৃত্ব, হাস্যপূর্ব্বক সম্ভাষণ, স্থৈর্য্য, দাক্ষিণ্য এবং ধৈর্য্যাদি হইতেছে অনুভাব। বিতর্ক, ঔৎসুক্য এবং হর্ষাদি হইতেছে ব্যভিচারী ভাব। আর দানোৎসাহ-রতি হইতেছে স্থায়িভাব। স্থিরতরা এবং প্রগাঢ়া দানেচ্ছাকে দানোৎসাহ বলে।"

যিনি দান করেন, তাঁহার মধ্যেই দানোৎসাহ-রতি অবস্থিত বলিয়া তিনি হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন-বিভাব। আর যাঁহাকে, বা যাঁহার প্রীতির বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে দান করা হয়, তিনি (সেই শ্রীকৃষ্ণ) হইতেছেন বিষয়ালম্বন বিভাব।

২৩৯। বহুপ্রদ দানবীর দ্বিবিধ

"দ্বিধা বহুপ্রদোপ্যেষ বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যতে।
স্যাদাভ্যুদয়িকস্ত্বেকঃ পরস্তৎসম্প্রদানকঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১২॥

—বহুপ্রদ-দানবীর দুই রকমের— আভ্যুদয়িক এবং তৎ-সম্প্রদানক।"

ক। **আভ্যুদয়িক**

"কৃষ্ণস্যাভ্যুদয়ার্থং তু যেন সর্ব্বস্বমর্প্যতে।
অর্থিভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্য স আভ্যুদয়িকো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১২॥

—শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের (কল্যাণের) নিমিত্ত যিনি প্রার্থী ব্রাহ্মণাদিকে সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত দান করেন, তাঁহাকে আভ্যুদয়িক (বহুপ্রদ-দানবীর) বলে।"

"ব্রজপতিরিহ সূনোর্জাতকার্থং তথাসৌ ব্যতরদমলচেতাঃ সঞ্চয়ং নৈচিকীনাম্।
পৃথুরপি নৃগকীর্ত্তিঃ সাম্প্রতং সংবৃতাসীদিতি নিজগদুরুচ্চৈর্ভূসুরা যেন তৃপ্তাঃ॥
—ভ, র, সি, ৪।৩।১৩॥

—স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে ব্রজরাজ নন্দ অমল চিত্তে (চিত্তে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ-কামনাকে পোষণ করিয়া ইহকালের বা পরকালের কোনও কাম্য বস্তুর জন্য কামনা পোষণ না করিয়া) জাতকার্থ (সন্তানের কল্যাণের উদ্দেশ্যে) সমস্ত উত্তম ধেনুগুলিকে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন—যে দানের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন—'সম্প্রতি নন্দরাজের এই দানদ্বারা নৃগরাজের বিস্তৃত কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইল।"

খ। তৎসম্প্রদানক

"জ্ঞাতায় হরয়ে স্বীয়মহন্তামমতাস্পদম্।
সর্ব্বস্বং দীয়তে যেন স স্যাত্তৎসম্প্রদানকঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৩॥

—হরির মহিমা অবগত হইয়া যিনি অহন্তা-মমতাস্পদ (অর্থাৎ আমি আমার ইত্যাদি অভিমানের আধারস্বরূপ) সর্ব্বস্ব শ্রীহরিকে দান করেন, তাঁহাকে তৎসম্প্রদানক বলা হয়।"

তৎসম্প্রদানক দান দ্বিবিধ

তৎসম্প্রদানক দান আবার দুই রকম—প্রীতিদান ও পূজাদান।

(১) প্রীতিদান

"প্রীতিদানং তু তস্মৈ যদ্দদ্যাদ্বন্ধাদিরূপিণে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৩॥

—বন্ধুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে যে দান করা হয়, তাহার নাম প্রীতিদান।"

[বন্ধুরূপিণে তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায়-শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী]

'চার্চ্চিক্যং বৈজয়ন্তীং পটমুরুপুরটোদ্ভাসুরং ভূষণানাং
শ্রেণিং মাণিক্যভাজং গজরথতুরগান্ কর্ব্বুরান্ কর্ব্বুরেণ।
দত্বা রাজ্যং কুটুম্বং স্বমপি ভগবতে দিৎসুরপ্যন্যদুচ্চৈ-
র্দেয়ং কুত্রাপ্যদৃষ্ট্বা মখসদসি তদা ব্যাকুলঃ পাণ্ডবোঽভূৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৪॥

—রাজসূয়-যজ্ঞসভায় অগ্র্য-পূজাবসরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চন্দন-বিলেপন, বৈজয়ন্তীমালা (অর্থাৎ জানুপর্য্যন্ত-বিলম্বিত পঞ্চবর্ণ-পুষ্পমালা), স্বর্ণখচিত উজ্জ্বল-উৎকৃষ্ট বস্ত্র, মাণিক্যবিশিষ্ট ভূষণসমূহ, কনকালঙ্কৃত গজ, রথ, এবং তুরগ সমূহ প্রদান করিয়া রাজ্য, কুটুম্ব ও আত্মপর্য্যন্ত দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াও যখন তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোনও দেয় বস্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন পাণ্ডব-যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।"

(২) পূজাদান

"পূজাদানন্তু তস্মৈ যদ্বিপ্ররূপায় দীয়তে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৪॥

—বিপ্ররূপী ভগবান্‌কে যে দান করা হয়, তাহাকে পূজা দান বলে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"বিপ্ররূপায়েত্যুপলক্ষণং বিপ্রদেব-ভগবদ্রূপায়েত্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।—এ-স্থলে বিপ্ররূপ উপলক্ষণমাত্র ; বিপ্ররূপী, দেবরূপী ভগবান্‌ই এ-স্থলে বিবক্ষিত]

"যজন্তি যজ্ঞং ক্রতুভির্যমাদৃতা ভবন্ত আম্নায়বিধানকোবিদাঃ।
স এব বিষ্ণুর্বরদোঽস্তু বা পরো দাস্যাম্যমুষ্মৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে॥
—শ্রীভা, ৮।২০।১১॥

—(বলি-মহারাজ শুক্রাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন) হে মুনে! আপনারা বেদবিধান-বিষয়ে দক্ষ ; আদর পূর্ব্বক যাগযজ্ঞদ্বারা আপনারা যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এই বটু (বটুবেশী বামনদেব) সেই বরদ বিষ্ণুই হউন, অথবা আমার শত্রুই হউন, তাঁহার প্রার্থিত ভূমি আমি তাঁহাকে দান করিব।"

বলিমহারাজ প্রথমে বটুরূপী বামনদেবকে বটু বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে বটুরূপী বামনদেবের স্বরূপ জানাইয়াছিলেন ; এজন্যই বলি বলিয়াছেন—"এই বটু বরদ বিষ্ণুই হউন", ইত্যাদি। বলি যদি বটুরূপী বামনদেবের তত্ত্ব না জানিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দান "তৎসম্প্রদানক" হইত না। বলির দানকে "তৎসম্প্রদানক-দানের" অন্তর্গতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

দশরূপকের একটী দৃষ্টান্ত :—

"লক্ষ্মীপয়োধরোৎসঙ্গ-কুঙ্কুমারুণিতো হরেঃ।
বলিনৈব স যেনাস্য ভিক্ষাপাত্রীকৃতঃ করঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৫॥

—ভগবান্ হরির যে হস্ত লক্ষ্মীদেবীর কুচকুঙ্কুমের দ্বারা অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, যেই বলিমহারাজ সেই হস্তকে ভিক্ষাপাত্র করিয়াছিলেন।"

২৪০। উপস্থিত দুরাপার্থত্যাগী দানবীর (২৪০-৪১-অনু)

"উপস্থিতদুরাপার্থত্যাগ্যসৌ যেন নেষ্যতে।
হরিণা দীয়মানোঽপি সাষ্ট্র্যাদিস্তত্ষ্যতা বরঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৬।

—ভগবান্ হরি পরিতুষ্ট হইয়া সার্ষ্টি-প্রভৃতি পঞ্চবিধামুক্তিরূপ বর দিতে ইচ্ছা করিলেও যিনি তাহা গ্রহণ করেন না তাঁহাকে উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগী বলে।"

সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি দুর্ল্লভা (দুরাপা) ; কাহারও সাধনে তুষ্টি লাভ করিয়া ভগবান যদি কৃপা করিয়া তাঁহাকে এই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সেই মুক্তি হয় সেই সাধকের নিকটে উপস্থিত বস্তুর তুল্য। তাহাও যিনি পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে বলা হয় উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগী। শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা-প্রাপ্তিই যাঁহার কাম্য, কেবলমাত্র তিনিই এতাদৃশ উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগী হইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"পূর্ব্বতোঽত্র বিপর্য্যস্তকারকত্বং দ্বয়োর্ভবেৎ॥—-

এ-স্থলে পূর্ব্বাপেক্ষা কারকের বিপর্য্যয় হয়।” তাৎপর্য্য এই :—পূর্ব্বোল্লিখিত দানবীরের উদাহরণসমূহে ভক্ত হইয়াছেন দাতা, ভক্ত হইতেই দান যাইত ; সুতরাং ভক্ত হইয়াছেন অপাদান-কারক। আর ভগবান্ দান গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ভগবান্ হইয়াছেন সম্প্রদান-কারক। কিন্তু এ-স্থলে (উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগীর ব্যাপারে) তাহার বিপরীত। এ-স্থলে ভগবান্ (দুরাপার্থের) দাতা বলিয়া অপাদান-কারক এবং ভগবান্ ভক্তকে সেই দুরাপার্থ দিতে চাহেন বলিয়া ভক্ত হইতেছেন সম্প্রদান কারক।

২৮১। উপস্থিত দুরাপার্থত্যাগী দানবীররসে বিভাবাদি

"অস্মিন্নুদ্দীপনাঃ কৃষ্ণকৃপালাপ-স্মিতাদয়ঃ। অনুভাবাস্তদুৎকর্ষবর্ণন-দ্রঢ়িমাদয়ঃ॥
অত্র সঞ্চারিতা ভূম্না ধৃতেরেব সমীক্ষ্যতে। ত্যাগোৎসাহরতির্ধীরৈঃ স্থায়ী ভাব ইহোদিতঃ।
ত্যাগেচ্ছা তাদৃশী প্রৌঢ়া ত্যাগোৎসাহ ইতীর্য্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৭-১৮॥

—এ-স্থলে (এতাদৃশ দানবীর-রসে) কৃষ্ণের কৃপা, আলাপ ও হাস্যাদি হইতেছে উদ্দীপন। ভগবানের উৎকর্ষ-বর্ণনে দৃঢ়তাদি হইতেছে অনুভাব। অত্যধিক ধৃতি হইতেছে সঞ্চারী ভাব। ত্যাগোৎসাহ-রতি (ত্যাগবিষয়ে উৎসাহ-রতিই) স্থায়ী ভাব। তাদৃশী (অর্থাৎ সার্ষ্ট্যাদিতেও অনিচ্ছাময়ী) ত্যাগের ইচ্ছা প্রৌঢ়া (বলবতী) হইলে তাহাকে ত্যাগোৎসাহ বলে।"

ধ্রুবের উদাহরণ

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

—ভ, র, সি, ৪।৩।১৯-ধৃত হরিভক্তিসুধোদয়-বাক্য॥

—(পিতৃসিংহাসন-প্রাপ্তির এবং পূর্ব্বপুরুষগণও মৃত্যুর পরে যে লোক প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমন একটী অপূর্ব্ব-লোক-প্রাপ্তির বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ধ্রুব তপস্যায় রত হইয়া পদ্মপলাশলোচন ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠাময় আহ্বানে প্রীত হইয়া পদ্মপলাশলোচন তাঁহার সাক্ষাতে উপনীত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ধ্রুবের চিত্তে তখনও বিষয়-বাসনা ছিল বলিয়া তিনি ভগবান্‌কে দেখিতে পায়েন নাই। পরে ভগবানের ইচ্ছায় নারদ যখন তাঁহাকে কৃপা করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়-বাসনা তিরোহিত হইল এবং তখন তিনি ভগবানের দর্শন পাইলেন। ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ধ্রুব বলিয়াছিলেন) হে স্বামিন্! আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তপস্যায় রত হইয়াছিলাম ; কিন্তু (তোমার কৃপায়) দেবমুনীন্দ্রদেরও অলভ্য তোমাকে পাইয়াছি। কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে আমি যেন দিব্য রত্ন পাইয়াছি। আমি কৃতার্থ হইয়াছি, প্রভো! আমি আর বর চাইনা।"

ধ্রুবের পূর্ব্বাভীষ্ট লোক এবং পিতৃসিংহাসন দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াই ভগবান্ তাঁহাকে বর চাহিতে বলিয়াছিলেন : সে-সমস্ত যেন ধ্রুবের সাক্ষাতেই উপস্থিত। কিন্তু ধ্রুব সে-সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। এ-স্থলে ধ্রুবের ত্যাগোৎসাহ-রতি সূচিত হইয়াছে।

সনকাদির উদাহরণ

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥

—শ্রীভা, ৩।১৫।৪৮॥

—(সনকাদি মুনিগণ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন) হে ভগবন্! তোমার যশঃ পরম-রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তনার্হ এবং তীর্থস্বরূপ। হে অঙ্গ! তোমার চরণাশ্রিত যে-সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ, তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপ মোক্ষপদকেও তাঁহারা গণনীয় বস্তুর মধ্যে বলিয়া মনে করেন না, ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি বলিব? ইন্দ্রাদি-পদেও তোমার ভ্রূভঙ্গমাত্রে ভয় অর্পিত হয়।"

সনকাদি মুনিগণ ভক্তিকামী হইয়াই মোক্ষাদিকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন। প্রার্থনামাত্রেই তাঁহারা মোক্ষাদি লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা মোক্ষাদিকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা তাঁহাদের ত্যাগোৎসাহ-রতি সূচিত হইয়াছে। উল্লিখিত উদাহরণদ্বয়ে ধ্রুব এবং সনকাদিই হইতেছেন দুরাপার্থত্যাগী দানবীর।

দয়াবীর-রস (১৪২-৪৩-অনু)

২৪২। দয়াবীর

"অয়মেব ভবন্নুচ্চৈঃ প্রৌঢ়ভাববিশেষভাক্।
ধুর্য্যাদীনাং তৃতীয়স্য বীরস্য পদবীং ব্রজেৎ॥
কৃপার্দ্রহৃদয়ত্বেন খণ্ডশো দেহমর্পয়ন্।
কৃষ্ণায়াচ্ছন্নরূপায় দয়াবীর ইহোচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।২১॥

—এই উপস্থিত-দুরাপার্থ-পরিত্যাগীই অতিশয়রূপে ধুর্য্যাদির প্রৌঢ়ভাব-বিশেষ (প্রৌঢ়দাস্যভাব-বিশেষ) লাভ করিলে তৃতীয় বীরের (অর্থাৎ দয়াবীরের) স্থান প্রাপ্ত হয়েন। কপার্দ্রচিত্ততাবশতঃ যিনি প্রচ্ছন্নরূপ শ্রীকৃষ্ণকে খণ্ড খণ্ড দেহও অর্পণ করেন, তাঁহাকে দয়াবীর বলে।"

শ্লোকস্থ "ধুর্য্যাদীনাং"-শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে "ধীর" এবং "বীর" বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাবময় পারিষদ্‌গণ তিন রকমের—ধুর্য্য, ধীর এবং বীর। ইঁহাদের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

"কৃষ্ণেঽস্য প্রেয়সীবর্গে দাসাদৌ চ যথাযথম্।
যঃ প্রীতিং তনুতে ভক্তঃ স ধুর্য্য ইহ কীর্ত্ত্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৫॥

—যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে, কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গে এবং দাসাদিতে যথাযোগ্য প্রীতি বিস্তার করেন, তাঁহাকে ধুর্য্য বলা হয়।"

"আশ্রিত্য প্রেয়সীমস্য নাতিসেবাপরোঽপি যঃ।
তস্য প্রসাদপাত্রং স্যান্মুখ্যং ধীরঃ স উচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৫॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয়-সেবাপরায়ণও নহেন, শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ মুখ্য প্রসাদপাত্রকে **ধীর** পারিষদ্ বলে।''

''কৃপাং তস্য সমাশ্রিত্য প্রৌঢ়াং নান্যমপেক্ষতে।
অতুলাং যো বহন্ কৃষ্ণে প্রীতিং বীরঃ স উচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৬॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রৌঢ়া কৃপাকে (কৃপাতিশয়কে) আশ্রয় করিয়া অপরের কোনও অপেক্ষা রাখেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে যিনি অতুলনীয় প্রীতি পোষণ করেন, তাঁহাকে **বীর** পারিষদ বলে।"

এই তিন রকম কৃষ্ণ-পারিষদদিগের যেরূপ প্রৌঢ় দাস্যভাব, তদ্রূপ প্রৌঢ়দাস্য-ভাব যদি কোনও উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগী ভক্তে থাকে এবং তাহার ফলে যদি তিনি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণকেও (সুতরাং এই ছদ্মবেশী লোকটী যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা না জানিয়াও দয়ালুতাবশতঃ তাঁহাকেও) স্বীয় খণ্ডীকৃত দেহপর্য্যন্ত দান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দয়াবীর বলা হয়।

২৪৩। দয়াবীররসে উদ্দীপনাদি

"উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তা স্তদার্ত্তিব্যঞ্জনাদয়ঃ। নিজপ্রাণব্যয়েনাপি বিপন্নত্রাণশীলতা ॥
আশ্বাসনোক্তয়ঃ স্থৈর্য্যমিত্যাদ্যাস্তত্র বিক্রিয়াঃ। ঔৎসুক্যমতিহর্ষাদ্যাঃ জ্ঞেয়াঃ সঞ্চারিণো বুধৈঃ ॥
দয়োৎসাহরতিস্তত্র স্থায়িভাব উদীর্য্যতে। দয়োদ্রেকভূদুৎসাহো দয়োৎসাহ ইহোদিতঃ॥
—ভ, র, সি, ৪।৩।২১॥

—এই দয়াবীররসে—যাহার প্রতি দয়া করিতে হইবে, —তাহার দুঃখ-ব্যঞ্জকাদি বস্তু হইতেছে উদ্দীপন। নিজের প্রাণ দিয়াও বিপন্নব্যক্তির ত্রাণশীলতা, আশ্বাস-বাক্য, স্থৈর্য্য প্রভৃতি হইতেছে বিক্রিয়া বা অনুভাব। ঔৎসুক্য, মতি ও হর্ষাদি হইতেছে সঞ্চারী ভাব। দয়োৎসাহরতি হইতেছে স্থায়ী ভাব। দয়ার উদ্রেককারী উৎসাহকে এ-স্থলে দয়োৎসাহ বলা হয়।"

"বন্দে কুট্মালিতাঞ্জলি র্মুহুরহং বীরং ময়ূরধ্বজং যেনার্দ্ধং কপটদ্বিজায় বপুষঃ কংসদ্বিষে দিৎসতা।
কষ্টং গদ্‌গদিকাকুলোঽস্মি কথনারম্ভাদহো ধীমতা সোল্লাসং ক্রকচেন দারিতমভূৎ পত্নীসুতাভ্যাং শিরঃ॥
—ভ, র, সি, ৪।৪।২২॥

—কপট-ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় দেহের অর্দ্ধেক দান করার ইচ্ছাতে যে ধীমান্ ময়ূরধ্বজ উল্লাসের সহিত স্বীয় স্ত্রী-পুত্রগণের দ্বারা করাতের সহায়তায় নিজের মস্তক বিদারিত করিয়াছিলেন, কৃতাঞ্জলি-পুটে আমি পুনঃপুনঃ সেই ময়ূরধ্বজকে বন্দনা করি। অহো! কি কষ্ট! তাঁহার চেষ্টার কথনারম্ভেই আমি গদ্‌গদাকুল হইতেছি।"

ক। **দানবীর ও দয়াবীরের পার্থক্য**

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"হরেশ্চেত্তত্ত্ববিজ্ঞানং নৈবাস্য ঘটতে দয়া। তদভাবে ত্বসৌ দানবীরেহন্তর্ভবতি স্ফুটম্॥
বৈষ্ণবত্বাদ্রতিঃ কৃষ্ণে ক্রিয়তেহনেন সর্ব্বদা। কৃতাত্র দ্বিজরূপে চ ভক্তিস্তেনাস্য ভক্ততা॥

—৪।৩।২৩-২৪

—ইঁহার (ময়ূরধ্বজের) যদি হরিসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান থাকিত (অর্থাৎ ইনি ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু হরিই —এইরূপ জ্ঞান যদি থাকিত), তাহা হইলে দয়ার উদয় হইত না ; সেই দয়ার অভাবে ইনি দানবীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন (দয়াবীর হইতেন না)। ইনি বৈষ্ণব বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে রতি পোষণ করেন। এ-স্থলে তিনি দ্বিজরূপ কৃষ্ণের প্রতিও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার ভক্ততা জানা যায়।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে দানবীর ও দয়াবীরের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিয়া (শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতে পারিয়া) যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির বা কল্যাণাদির কামনায় দান করেন, এমন কি উপস্থিত-দুরাপার্থ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন, তিনি হইতেছেন দানবীর। পূর্ব্বোল্লিখিত [৭।২৩৯খ (২)-অনুচ্ছেদে] বলি-মহারাজের উদাহরণে বটুবেশী ভগবান্ বামনদেবকে প্রথমে বলিমহারাজ ভগবান্ বলিয়া চিনিতে না পারিলেও পরে শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে তাহা জানাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বলিও ছদ্মবেশী ভগবানের তত্ত্ব জানিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। এজন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাঁহার দানকেও "তৎসম্প্রদানক" দান বলা হইয়াছে। "জ্ঞাতায় হরয়ে"-ইত্যাদি শ্লোকে "তৎসম্প্রদানক" দানবীরের লক্ষণ কথিত হইয়াছে (৭।২৩৯খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে জানা গেল—ভগবানের তত্ত্ব জানিয়া যিনি দান করেন, তাঁহাকে বলে দানবীর।

কিন্তু শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিতেছেন—ভগবান্ ছদ্মবেশে উপনীত হইলে তাঁহার তত্ত্ব—তিনি যে ভগবান্ তাহা—না জানিয়াও কৃপার্দ্রচিত্ত হইয়া যিনি দান করেন, তিনি হইতেছেন দয়াবীর। এই দয়াবীর হইতেছেন উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগী, শ্রীকৃষ্ণে প্রৌঢ়দাস্যভাববিশেষময় ভক্ত ; তিনি "বীর"—শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অতুলনীয়া প্রীতি (৭।২৪২ অনুচ্ছেদে বীর-পারিষদের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার এমনই অতুলনীয়া প্রীতি যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য আচ্ছাদনে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া—সুতরাং আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া—থাকিলেও সেই ভক্তের প্রীতি তাঁহারই দিকেই ধাবিত হয়—মৃদাচ্ছাদিত চুম্বকের প্রতিও যেমন লৌহখণ্ড ধাবিত হয়, তদ্রূপ। তাঁহার এই প্রীতি প্রকটিত হয় দয়ারূপে ; ছদ্মবেশী কৃষ্ণ যদি নিজের আর্ত্তি প্রকাশ করেন, তাহাহইলে সেই আর্ত্তি দূর করার জন্য ভক্তের চিত্তে দয়ার উদ্রেক হয় ; শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই এ-স্থলে দয়ারূপে অভিব্যক্ত হয়। দয়াবীর-রসও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় ; সুতরাং এই দয়াও হইবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া। অন্যবিষয়া হইলে ইহা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় দয়াবীর-রস হইত না। শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব

জানিলে ভক্তের চিত্তে দয়ার উদ্রেক হইতনা ; কেননা, দাস্যভাবময় ভক্তের ভগবানের প্রতি দয়ার উদ্রেক হইতে পারে না , তাঁহার নিকটে ভগবান্ অনুগ্রাহক, নিজে ভগবানের অনুগ্রাহ্য, দয়ার্হ। ইহাই হইতেছে দানবীর হইতে দয়াবীরের পার্থক্য।

এই পার্থক্যের কথা যাঁহারা অনুসন্ধান করেন না, দয়াবীরের বিশেষ লক্ষণের প্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, দানের সাধারণ লক্ষণই যাঁহাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে, তাঁহারা দয়াবীরকেও দানবীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীর—এই চতুর্ব্বিধ বীরের মধ্যে দয়াবীরের পৃথক্ অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদের নিকটে বীর হইয়া পড়েন তিন রকমের—যুদ্ধবীর, দানবীর ও ধর্ম্মবীর। একথাই দয়াবীর-রসবর্ণনের উপসংহারে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়া গিয়াছেন।

"অন্তর্ভাবং বদন্ত্যেহস্য দানবীরে দয়াত্মনঃ।
বোপদেবাদয়ো ধীরা বীরমাচক্ষতে ত্রিধা ॥৪।৩।২৪॥

—বোপদেবাদি পণ্ডিতগণ এই দয়াবীরকে দানবীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহাদের মতে বীর হইতেছে তিন রকমের (চারি রকমের নহে)।"

ধর্ম্মবীর (২৪৪-৪৫-**অনু**)

২৪৪। **ধর্ম্মবীর**

কৃষ্ণৈকতোষণে ধর্ম্মে যঃ সদা পরিনিষ্ঠিতঃ।
প্রায়েণ ধীরশান্তস্তু ধর্ম্মবীরঃ স উচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।২৪॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষণরূপ ধর্ম্মে সর্ব্বদা তৎপর থাকেন, তাঁহাকে ধর্ম্মবীর বলা হয়। কিন্তু প্রায়শঃ ধীরশান্ত ভক্তই ধর্ম্মবীর হইয়া থাকেন।"

২৪৫। **ধর্ম্মবীর-রসে উদ্দীপনাদি**

"উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তাঃ সচ্ছাস্ত্র-শ্রবণাদয়ঃ। অনুভাবা নয়াস্তিক্য-সহিষ্ণুত্ব-যমাদয়ঃ ॥
মতিস্মৃতিপ্রভৃতয়ো বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ। ধর্ম্মোৎসাহরতি র্ধীরৈঃ স্থায়ী ভাব ইহোচ্যতে ॥
ধর্ম্মৈকাভিনিবেশস্তু ধর্ম্মোৎসাহো মতঃ সতাম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।২৪॥

—এই ধর্ম্মবীর-রসে সৎ-শাস্ত্র-শ্রবণাদি হইতেছে উদ্দীপন। নীতি, অস্তিক্য, সহিষ্ণুতা এবং যমাদি (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদি) হইতেছে অনুভাব। মতি, স্মৃতি-প্রভৃতি হইতেছে ব্যভিচারী ভাব। ধর্ম্মোৎসাহ-রতি হইতেছে স্থায়ী ভাব ; কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে অভিনিবেশকেই ধর্ম্মোৎসাহ বলে।"

উদাহরণ

"ভবদভিরতিহেতূন্ কুর্ব্বতা সপ্ততন্তূন্ পুরমভিপুরুহূতে নিত্যমেবোপহূতে।
দনুজদমন তস্যাঃ পাণ্ডুপুত্রেণ গণ্ডঃ সুচিরমরচি শচ্যাঃ সব্যহস্তাঙ্কশায়ী ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।২৫॥

—হে দনুজদমন কৃষ্ণ ! তোমাতে রতি উৎপাদিত হইবে—ইহা মনে করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া নিত্যই ইন্দ্রকে স্বীয় পুরে আহ্বান করিতেন , তাহাতে তিনি সুদীর্ঘকালের জন্য ইন্দ্রপত্নী শচীর গণ্ডদেশকে বামহস্তরূপ শয্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন (অর্থাৎ যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ ইন্দ্রকে নিত্যই যুধিষ্ঠিরের গৃহে আসিতে হইত বলিয়া ইন্দ্রবিরহ-কাতরা শচীদেবী বামহস্ততলে গণ্ড স্থাপন করিয়া শোক করিতেন)।”

প্রশ্ন হইতে পারে—যুধিষ্ঠির হইতেছেন মহাভাগবতোত্তম, শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রীতিমান্। তিনি ইন্দ্রের প্রীতির জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন কেন ? আবার, ইন্দ্রের পূজা কৃষ্ণৈকতোষণ ধর্ম্মই বা কিরূপে হইতে পারে ? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মবীরের উদাহরণে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্তই বা কেন দেওয়া হইল ?

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

“যজ্ঞঃ পূজাবিশেষোঽস্য ভুজাদ্যঙ্গানি বৈষ্ণবঃ। ধ্যাত্বেন্দ্রাদ্যাশ্রয়ত্বেন যদেষ্বাহুতিরর্প্যতে ॥

অয়ন্তু সাক্ষাত্তস্যৈব নিদেশাৎ কুরুতে মখান্। যুধিষ্ঠিরোঽম্বুধিঃ প্রেম্ণাং মহাভাগবতোত্তমঃ ॥—॥৪।৩।২৫॥

—যজ্ঞ হইতেছে পূজাবিশেষ। ইন্দ্রাদির আশ্রয়ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভুজাদি অঙ্গের ধ্যান করিয়া বৈষ্ণবগণ সেই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের ভুজাদি অঙ্গে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির হইতেছেন প্রেমের সমুদ্র এবং মহাভাগবতোত্তম ; শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নিদেশেই তিনি যজ্ঞ করিয়া থাকেন।”

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। ভগবানের ভুজাদি অঙ্গ হইতেছে ইন্দ্রাদি-লোকপালগণের আশ্রয় ; তাঁহারা হইতেছেন ভগবানের ভুজাদি অঙ্গের বিভূতি, তাঁহারা স্বতন্ত্র দেবতা নহেন। যে-সমস্ত বৈষ্ণব ইন্দ্রাদি-দেবতার পূজারূপ যজ্ঞ করেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র দেবতাবুদ্ধিতে ইন্দ্রাদির পূজা করেন না, ভগবানের বিভূতিজ্ঞানেই পূজা করেন। ধ্যানকালে তাঁহারা ইন্দ্রাদির ধ্যান করেন না, ইন্দ্রাদি দেবতা শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল অঙ্গের বিভূতি, সেই সকল অঙ্গের ধ্যান করিয়াই সেই সকল অঙ্গে আহুতি দিয়া থাকেন। প্রেমিক মহাভাগবতগণ কিন্তু ঐ ভাবেও ইন্দ্রাদির পূজা করেন না ; তাঁহারা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা করিয়া থাকেন। কেননা, বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেমন শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পাদি সমস্তই তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই সমস্তের পূজা হইয়া যায়। মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতেছেন প্রেমের সমুদ্র, মহাভাগবতোত্তম ; তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের পূজা সম্ভব নহে ; তথাপি যে তিনি ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়াছেন, তাহা কেবল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ; লোক-সংগ্রহার্থেই শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ আদেশ বলিয়া মনে হয়। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ পালন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-বিধান করিয়াছেন।

যাহা হউক, উপসংহারে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—ধ্বনিকাদি কতিপয় পণ্ডিত ধর্ম্মবীর স্বীকার করেন না , তাঁহারা কেবল দানবীর, যুদ্ধবীর এবং দয়াবীর-এই তিন রকম বীরের কথাই স্পষ্ট-রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

দানাদিত্রিবিধং বীরং বর্ণয়ন্তঃ পরিস্ফুটম্। ধর্ম্মবীরং ন মন্যন্তে কতিচিদ্ধ্বনিকাদয়ঃ ॥৪।৩।২৫॥

সপ্তদশ অধ্যায়

করুণ ভক্তিরস – গৌণ (৪)

২৪৬। করুণভক্তিরস

"আত্মোচিতবিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি।
ভবেচ্ছোকরতি র্ভক্তিরসো হি করুণাভিধঃ॥ ভ, র, সি, ৭।৪।১॥

—সংসকলের হৃদয়ে শোকরতি যদি আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে করুণ ভক্তিরস বলা হয়।"

২৪৭। করুণ-ভক্তিরসের আলম্বনাদি

"অব্যুচ্ছিন্নমহানন্দোঽপ্যেষ প্রেমবিশেষতঃ। অনিষ্টাপ্তেঃ পদতয়া বেদ্যঃ কৃষ্ণোঽস্য চ প্রিয়ঃ॥
তথানবাপ্তস্তদ্‌ভক্তিসৌখ্যশ্চ স্বপ্রিয়ো জনঃ। ইত্যস্য বিষয়ত্বেন জ্ঞেয়া আলম্বনাস্ত্রিধা॥
তত্তদ্‌বেদী চ তদ্‌ভক্ত আশ্রয়ত্বেন চ ত্রিধা। সোঽপ্যৌচিত্যেন বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়ঃ শান্তাদিবর্জিতঃ॥
তৎকর্ম্মগুণরূপাদ্যা ভবন্ত্যুদ্দীপনা ইহ। অনুভাবা মুখে শোষো বিলাপঃ স্রস্তগাত্রতা॥
শ্বাসক্রোশনভূপাত-ঘাতোরস্তাড়নাদয়ঃ। অত্রাষ্টৌ সাত্ত্বিকা জাড্যনির্ব্বেদগ্লানিদীনতাঃ॥
চিন্তাবিষাদ-ঔৎসুক্য-চাপলোন্মাদমৃত্যবঃ। আলস্যাপস্মৃতিব্যাধিমোহাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥
হৃদি শোকতয়াংশেন গতা পরিণতিং রতিঃ। উক্তা শোকরতিঃ সৈব স্থায়ী ভাব ইহোচ্যতে॥

—ভ, র, সি, ৪।৪।১-৪॥

—করুণভক্তিরসের **বিষয়ালম্বন** তিন রকম—যথা, (১) শ্রীকৃষ্ণ. শ্রীকৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন-মহানন্দ-স্বরূপ হইলেও, সুতরাং তাঁহাতে অনিষ্ট-সম্ভাবনা না থাকিলেও, প্রেমবিশেষবশতঃ অনিষ্ট-প্রাপ্তির আস্পদতা-রূপে বেদ্য হইয়া করুণরসের বিষয় হইয়া থাকেন; (২) তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনও করুণরসের বিষয় হয়েন; এবং (৩) ভগবদ্‌ভক্তের পিতৃপুত্রাদিবন্ধুবর্গ বৈষ্ণবতাদির অভাবে ভগবদ্‌ভক্তিসুখ-রহিত হইলেও করুণরসের বিষয় হইয়া থাকেন। আর, উল্লিখিত কৃষ্ণাদি ত্রিবিধ বিষযালম্বনের অনুভবকর্ত্তা ত্রিবিধ ভক্তজন হইতেছেন **আশ্রয়ালম্বন**। এই ত্রিবিধ আয়শ্রালম্বন ভক্ত ঔচিত্যবশতঃ প্রায়শঃ শান্তাদি-বর্জ্জিত হয়েন (অর্থাৎ শান্তভক্তে বা অধিকৃত শরণ্যভক্তে প্রায়শঃ করুণরসের উদয় হয় না)। করুণ-রসের **উদ্দীপন** হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম, গুণ ও রূপাদি। আর মুখশোষ, বিলাপ, স্রস্তগাত্রতা (অঙ্গস্খলন), শ্বাস, ক্রোশন (চীৎকার), ভূমিতে পতন, হস্তদ্বারা ভূমিতে আঘাত এবং হস্তদ্বারা বক্ষঃ তাড়নাদি হইতেছে **অনুভাব**। এই রসে অশ্রুকম্পাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাবও প্রকটিত হয়। আর, জাড্য

নির্বেদ, গ্লানি, দৈন্য, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল, উন্মাদ, মৃত্যু, আলস্য, অপস্মৃতি, ব্যাধি, ও মোহ-প্রভৃতি হইতেছে এই রসের **ব্যভিচারী** ভাব। আর, হৃদয়মধ্যে রতি যখন শোকতা-অংশ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ অনিষ্ট-প্রাপ্তির প্রতীতিরূপে পরিণত হয়), তখন তাহাকে শোকরতি বলে ; এই শোকরতিই হইতেছে করুণরসের **স্থায়ী ভাব**।"

২৪৮। উদাহরণ

এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ আলম্বনাত্মক করুণরসের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। **কৃষ্ণালম্বনাত্মক**

"তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্টমালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ।

কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা দুঃখাভিশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ॥ শ্রীভা, ১০।১৬।১০॥

—(কালিয়নাগকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপদিগের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন) শ্রীকৃষ্ণ সর্পশরীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন ; তাঁহার কোনও চেষ্টাও দৃষ্ট হইতেছিলনা। তাঁহাকে এতদবস্থ দেখিয়া তাঁহার প্রিয়সখাগণ এবং অন্য গোপগণ অত্যন্তরূপে আর্ত্ত হইয়া এবং দুঃখ, অতি শোক এবং ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। (শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া গোপদিগের এইরূপ অবস্থা হওয়া বিচিত্র নহে ; কেননা) তাঁহারা আপনাদের আত্মা, সুহৃৎ, অর্থ, কলত্র এবং কাম– সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং তাঁহাতে প্রীতিমান্ কৃষ্ণসখা এবং গোপগণ আশ্রয়ালম্বন।

খ। **কৃষ্ণপ্রিয়-জনালম্বনাত্মক**

"কৃষ্ণপ্রিয়াণামাকর্ষে শঙ্খচূড়েন নির্ম্মিতে।

নীলাম্বরস্য বক্ত্রেন্দুর্নীলিমানং মুহুর্দধে॥ ভ, র, সি, ৪।৪।৬॥

—শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গকে আকর্ষণ করিতে থাকিলে নীলাম্বর বলদেবের বদনচন্দ্র মুহুর্মুহুঃ নীলিমা ধারণ করিয়াছিল।"

এ-স্থলে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ বিষয়ালম্বন এবং বলদেব আশ্রয়ালম্বন।

গ। **স্বপ্রিয়জনালম্বনাত্মক**

"বিরাজন্তে যস্য ব্রজশিশুকুলস্তেয়বিকল-স্বয়ম্ভূচূড়াগ্রৈর্লুলিতশিখরাঃ পাদনখরাঃ।

ক্ষণং যানালোক্য প্রকটপরমানন্দবিবশঃ স দেবর্ষির্মুক্তানপি মুনিগণান্ শোচতি ভৃশম্॥

—ভ, র, সি, ৪।৪।৭-ধৃত হংসদূত-বাক্যম্॥

—(ব্রজগোপীগণ দূতরূপী হংসকে বলিয়াছেন, হে হংস!) ব্রজশিশুদিগের অপহরণ-জনিত অপরাধের ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত ব্রহ্মার চূড়াগ্রদ্বারা যাঁহার পদনখরের অগ্রভাগ মর্দ্দিত হইয়াছিল এবং ক্ষণকালের

জন্ম যে পদনখরসমূহের দর্শন লাভ করিয়া দেবর্ষি নারদ পরমানন্দের প্রাকট্যে বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া সংসার-নির্মুক্ত মুনিগণের জন্ম অত্যধিকরূপে শোক করিয়াছিলেন।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী টীকায় লিখিয়াছেন—এ-স্থলে "মুক্ত মুনিগণ" হইতেছেন সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত মুনিগণ। তাঁহারা ভক্তিসুখ-বিবর্জিত; তথাপি মুনি বলিয়া নারদের স্বজাতীয়-প্রিয়জন। ভক্তিসুখ-বর্জিত—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শনজনিত পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত—বলিয়া, নারদের চিত্তে তাঁহাদের জন্ম শোকরতির উদয় হইয়াছে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণভক্ত নারদ হইতেছেন করুণরসের আশ্রয় এবং মুক্তমুনিগণ তাহার বিষয়।

প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"প্রীতিমতো জনস্য চ যদ্যন্যোঽপি তৎকৃপাহীনো জনঃ শোচনীয়ো ভবতি, তদা তত্রাপি তন্ময় এব করুণঃ স্যাৎ॥১৭৩॥"—যদি ভগবৎকৃপাহীন অন্য কোনও ব্যক্তি ভগবানে প্রীতিমান্ ভক্তের শোচনীয় হয়, তাহা হইলে সে-স্থলেও সেই প্রীতিমান্ ভক্তে ভগবৎপ্রীতিময় করুণরসের উদয় হয়।"

উদাহরণরূপে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যা মুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ শ্রীভা, ৭।৫।৩১॥

—(শ্রীপ্রহ্লাদ গুরুপুত্রকে বলিয়াছিলেন) যাঁহারা বিষয়সুখকেই পুরুষার্থ মনে করে, সেই দুরাশয় ব্যক্তিগণ—যে ভগবান্ তাঁহাতে পুরুষার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি, সেই—ভগবান্‌কে জানিতে পারে না। তাহারা অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের মত ব্রাহ্মণাদি অভিমানগ্রস্ত হইয়া কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপালগোস্বামিমহোদয়-সম্পাদিত গ্রন্থের অনুবাদ॥"

এ-স্থলে ভগবদ্‌ভক্তিহীন লোকগণ হইতেছেন প্রহ্লাদের শোচনীয়। প্রহ্লাদ হইতেছেন করুণরসের আশ্রয়ালম্বন এবং ভগবদ্‌ভক্তিহীন লোকগণ তাহার বিষয়ালম্বন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিম্নলিখিত উদাহরণটীও উদ্ধৃত হইয়াছে।

"মাতর্মাদ্রি গতা কুতস্ত্বমধুনা হা ক্বাসি পাণ্ডো পিতঃ
সান্দ্রানন্দসুধাব্ধিরেষ যুবয়োর্নাভূদ্দৃশাং গোচরঃ।
ইত্যুচ্চৈর্নকুলানুজো বিলপতি প্রেক্ষ্য প্রমোদাকুলো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দযুগলপ্রোদ্দামকান্তিচ্ছটাম্॥ ভ, র, সি, ৪।৪।৭॥

—নকুলানুজ সহদেব গোবিন্দের চরণারবিন্দের অত্যুজ্জ্বল কান্তিচ্ছটা দর্শন করিয়া পরমানন্দে আকুল-চিত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—'হে মাতঃ মাদ্রি! তুমি এখন কোথায় গেলে? হে পিতঃ পাণ্ডো! তুমি এখন কোথায় আছ? এই নিবিড় আনন্দ-সুধাসমুদ্র তোমাদের নয়নগোচর হইলনা'—এইরূপ বলিয়া সহদেব উচ্চস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।"

পিতা-মাতা শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শনজনিত পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া সহদেবের

শোক ! এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণভক্ত সহদেব হইতেছেন করুণরসের আশ্রয়ালম্বন এবং তাঁহার পিতা-মাতা বিষয়ালম্বন।

২৪৯। শোকরতির বৈশিষ্ট্য

"রতিং বিনাপি ঘটতে হাসাদেরুদ্গমঃ ক্বচিৎ।
কদাচিদপি শোকস্য নাস্য সম্ভাবনা ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৪।৭॥

—রতিব্যতিরেকেও কোনও কোনও স্থলে হাস্যাদির উদয় হয়; কিন্তু রতিব্যতীত কখনও শোকের সম্ভাবনা থাকে না।"

"রতের্ভূম্না কৃশিম্না চ শোকো ভূয়ান্ কৃশশ্চ সঃ।
রত্যা সহাবিনাভাবাৎ কাপ্যেতস্য বিশিষ্টতা॥ ভ, র, সি, ৪।৪।৭॥

—রতির আধিক্যে শোকের আধিক্য এবং রতির অল্পত্বে শোকের অল্পত্ব জন্মে। রতির সহিত অবিনাভাবসম্বন্ধ বলিয়া (অর্থাৎ রতিব্যতিরেকে শোকের উদয় হয় না বলিয়া) শোকরতির কি এক অদ্ভুত বিশিষ্টতা (রতিব্যতিরেকেও হাসাদির উদয় হইতে পারে; কিন্তু রতিব্যতীত শোক সম্ভবপর হয় না। ইহাই হইতেছে হাসাদি অপেক্ষা শোকের বৈশিষ্ট্য)।"

২৫০। শোকরতিতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদিবিষয়ে অজ্ঞানের হেতু

পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন মঙ্গলস্বরূপ, পরমানন্দস্বরূপ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, সুতরাং কোনওরূপ অমঙ্গল বা অনিষ্ট তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্ব অবগত আছেন, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কোনও অনিষ্টের আশঙ্কাও তাঁহাদের মনে জাগিতে পারে না। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে শোকরতির বিষয় হইতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কা হইতেই ভক্ত-চিত্তের রতি শোকরতিতে পরিণত হয়। ইহাতে বুঝা যায়, যে ভক্তের চিত্তে শোকরতির উদয় হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞান তাঁহার নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার এই অজ্ঞানের হেতু কি? মায়াকবলিত সংসারী জীব অবিদ্যার প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিতে পারে না; তাই তাদৃশ জীব শ্রীকৃষ্ণকে মানুষমাত্র মনে করে। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষং তনুমাশ্রিতম্।"-ইত্যাদি গীতাবাক্যই তাহার প্রমাণ। শোকরতির আশ্রয় ভক্ত কি অবিদ্যার প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিতে পারেন না? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"কৃষ্ণৈশ্বর্য্যাদ্যবিজ্ঞানং কৃতং নৈষামবিদ্যয়া।
কিন্তু প্রেমোত্তর-রসবিশেষেণৈব তৎকৃতম্॥ ৪।৪।৮॥

—ইঁহাদের (শোকরতির আশ্রয় কৃষ্ণভক্তদিগের) কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদিবিষয়ে যে অজ্ঞান, তাহা অবিদ্যা-কৃত নহে (কেননা, তাদৃশ সিদ্ধ ভক্তগণ হইতেছেন মায়াতীত, তাঁহাদের উপরে অবিদ্যার অধিকার

নাই); কিন্তু প্রেমোত্তর-রসবিশেষের (শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অনুভবের) দ্বারাই এই অজ্ঞান সংঘটিত হয়।”

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“ভগবানের ভগবত্তা ষড়্‌বিধা (জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ—এই ছয় রকম) হইলেও সামান্যতঃ ইহা দ্বিবিধা—পরম-ঐশ্বর্য্যরূপা এবং পরম-মাধুর্য্যরূপা। পরম-ঐশ্বর্য্যরূপা ভগবত্তা হইতেছে প্রভাবের দ্বারা বশীকর্তৃত্ব, যাহার অনুভবে ভয়-সম্ভ্রমাদি জন্মে। আর পরম-মাধুর্য্যরূপা ভগবত্তা হইতেছে রূপ-গুণ-লীলার রোচকত্ব, যাহার অনুভবে ভগবানে প্রেম জন্মে। কিন্তু কেবল স্বরূপ হইতেছে স্বানন্দমাত্র-সম্পর্ক। মাধুর্য্যের অনুভব কিন্তু সেই দুইয়ের (ঐশ্বর্য্যের এবং স্বরূপের) অনুভবকেও আবৃত করিয়া রাখে। শ্রীদেবকীদেবীতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কংস-কারাগারে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে দেবকীদেবী বলিয়াছিলেন—‘জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন। সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩।২৯॥—হে মধুসূদন! আমাতে যে তোমার জন্ম হইয়াছে, এই পাপ কংস যেন তাহা জানিতে না পারে। তোমার জন্য কংস হইতে আমার উদ্বেগ জন্মিতেছে, আমি অধীরবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি।’ দেবকীদেবীর এই বাক্য হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধিতে দেবকীদেবী কংস হইতে কৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া উদ্বেগে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তখন যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের এবং ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে কংস হইতে কৃষ্ণের বিপদাশঙ্কায় তিনি উদ্বিগ্না হইতেন না। সুতরাং পুত্রবুদ্ধিতে বাৎসল্যের উদয়ে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অনুভব হইয়াছিল এবং এই মাধুর্য্যানুভবই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের এবং ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই মাধুর্য্যানুভব হইতেছে মাধুর্য্যভাবনাত্মক-সাধনোৎপন্ন-প্রেমবিশেষলব্ধ-রসপর্য্যায় আস্বাদবিশেষ। তজ্জন্য সেই মাধুর্য্যানুভবের দ্বারা যে ঐশ্বর্য্যাদির অনুভবের আবরণ, তাহা হইতেছে সর্ব্বোত্তম-বিদ্যাময়ই, অবিদ্যাময় নহে। ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অর্ব্বাচীনা অবিদ্যার অবকাশ সে-স্থলে কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের এবং ঐশ্বর্য্যের অনুভব করিয়াই দেবকীদেবী তাঁহার স্তব আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাৎসল্যের উদয়ে মাধুর্য্যের অনুভবে তাঁহার সেই অনুভব আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বলদেবও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাববিৎ ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন—রুক্মিণীহরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ একাকী কুণ্ডিন-নগরে গিয়াছেন, তখন বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তিসামর্থ্যের কথা মনে পড়াতে তিনি ভ্রাতৃস্নেহ-পরিপ্লুত হইয়া রথ-গজাদি লইয়া সে-স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন (শ্রীভা, ১০.৫৩।১০)। তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহ শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাব-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি জানিতেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় আসিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহাতিশয়বশতঃ মধুদ্বেষী শ্রীকৃষ্ণেরও শত্রু হইতে ভয় আশঙ্কা করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্য তাঁহার সঙ্গে চতুরঙ্গিনী সেনা দিয়াছিলেন (শ্রীভা, ১।১০।৩২)॥ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের স্নেহ তাঁহার কৃষ্ণস্বরূপৈশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।”

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন রূপ যে রসবিশেষের (প্রেমোত্তর-রসবিশেষের) উদয় হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদি-বিষয়ে অজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে ; এই অজ্ঞান অবিদ্যাকৃত নহে।

২৫১। করুণরসও সুখময়

প্রশ্ন হইতে পারে—রস হইতেছে সুখপ্রাচুর্য্যময় বস্তুবিশেষ। করুণরসও যখন রস, তখন তাহাও হইবে সুখপ্রাচুর্য্যময়। কিন্তু দুঃখাত্মিকা শোকরতি হইতে উদ্ভূত করুণরস কিরূপে সুখপ্রাচুর্য্যময় হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অতঃ প্রাদুর্ভবন্ শোকো লব্ধোঽপ্যুদ্ভটতাং মুহুঃ।
দুরূহামেব তনুতে গতিং সৌখ্যস্য কামপি ॥ ৪।৪।৮॥

—অতএব (পূর্ব্ব-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কারণবশতঃ) শোকরতি প্রাদুর্ভূত হইয়া মুহুর্মুহুঃ উদ্ভটতা প্রাপ্ত হইয়াও সুখের কোনও এক অনির্ব্বচনীয়া দুরূহা (আগন্তুক দুঃখানুভবের দ্বারা আবৃতা) গতিকে বিস্তার করিয়া থাকে।"

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত "কৃষ্ণৈশ্বর্য্যাদ্যবিজ্ঞানং"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় দেবকীদেবী, বলদেব এবং যুধিষ্ঠিরের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরে আলোচ্য "অতঃ প্রাদুর্ভবন্"-ইত্যাদি শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন--

"যস্মাদেবমতস্তদানীমপি প্রেমানন্দময়-কৃষ্ণানন্দস্ফুরণাৎ, তদুপলক্ষিতাৎ তাদৃশ-প্রেমস্বভাবেন কথঞ্চিৎ সম্ভাবনেন বা প্রত্যাশানুগমাৎ পর্য্যবসানেঽপি তৎসুখসৌবাভ্যুদয়াদসৌ সৌখ্যস্য গতিমেব তনুতে। কিন্তু দুরূহাম্ আগন্তুক-দুঃখানুভবেনাবৃতাম্, অতএব কামপি অনির্ব্বচনীয়ামিত্যর্থঃ। তস্মাদস্ত্যেব করুণেঽপি সুখময়ত্বমিতিভাবঃ।"

টীকার তাৎপর্য্য। বলদেব-যুধিষ্ঠিরাদির উদাহরণে দেখা গিয়াছে - প্রেমোত্তর-রসবিশেষের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদি-সম্বন্ধে অজ্ঞান জন্মে এবং তাহারই ফলে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাদির আশঙ্কাও জন্মে ; এইরূপ আশঙ্কা জন্মিলেই বলদেব-যুধিষ্ঠিরাদির কৃষ্ণরতি শোকরতিতে পরিণত হয়। এই অবস্থায় তাঁহাদের কৃষ্ণরতি দুঃখানুভবের দ্বারা আবৃত হয় ; এই দুঃখের আশঙ্কা এবং দুঃখানুভব কিন্তু আগন্তুক, কৃষ্ণরতির আচ্ছাদক বাহিরের আবরণ। কিন্তু তদবস্থাতেও, রতি দুঃখানুভবদ্বারা আবৃত হইলেও, কৃষ্ণরতি বিলুপ্ত হয় না ; বিলুপ্ত হয় না বলিয়া তখনও বলদেবাদি ভক্তের চিত্তে প্রেমানন্দময় কৃষ্ণানন্দের (হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া রতিরূপ প্রেমও আনন্দস্বরূপ এবং সেই রতির প্রভাবে অনুভূত শ্রীকৃষ্ণও আনন্দস্বরূপ। এই উভয় আনন্দের) স্ফুরণ হয়। যে ভাণ্ডে অগ্নি থাকে, তাহা অপর কোনও বস্তুদ্বারা আবৃত হইলেও যেমন অগ্নির উত্তাপ ভাণ্ডে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ। আবার, তাদৃশ প্রেমের স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টের আশঙ্কাও পুনঃপুনঃ জাগিতে থাকে এবং

ক্রমশঃ সেই আশঙ্কা উৎকট হইয়াও উঠে ; আবার, নিজেদের চেষ্টাদিদ্বারা আশঙ্কিত অনিষ্ট দূরীভূত হইতে পারে—এইরূপ প্রত্যাশাও জাগে। ইহার ফলে উদ্ভটতাপ্রাপ্ত শোকও কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখের গতিই বিস্তারিত করিয়া থাকে। একদিকে প্রেমানন্দময় কৃষ্ণানন্দের অনুভব, অপর দিকে অনিষ্টের আশঙ্কাজনিত দুঃখের অনুভব। আগন্তুক দুঃখানুভব যেন প্রেমানন্দময় কৃষ্ণানন্দের অনুভবকে উৎকর্ষময় করিয়া তোলে। অম্লের সংযোগে শর্করার মাধুর্য্য যেমন চমৎকারিত্বময় হইয়া উঠে, তদ্রূপ। এইরূপে দেখা গেল—শোকরতি হইতে যে করুণরসের উদয় হয়, তাহাও সুখময়ই—সুতরাং তাহাও সুখপ্রাচুর্য্যময় রসই।

অষ্টাদশ অধ্যায়

রৌদ্রভক্তিরস—গৌণ (৫)

২৫২। রৌদ্রভক্তিরস

'নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।
হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।১॥

-ক্রোধরতি নিজোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে রৌদ্ররসে পরিণত হয়।"

২৫৩। রৌদ্ররসে বিভাবাদি

"কৃষ্ণো হিতোঽহিতশ্চেতি ক্রোধস্য বিষয়স্ত্রিধা।
কৃষ্ণে সখী-জরত্যাদ্যাঃ ক্রোধস্যাশ্রয়তাং গতাঃ।
ভক্তাঃ সর্ব্ববিধা এব হিতে চৈবাহিতে তথা ॥ ভ, র, সি, ৩।৫।২॥

—ক্রোধের বিষয়ালম্বন তিন প্রকার—কৃষ্ণ, হিত এবং অহিত। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন হইলে সখী ও জরতীপ্রভৃতি ক্রোধের আশ্রয় হইয়া থাকেন। আবার, হিত এবং অহিত যদি ক্রোধের বিষয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ ভক্তই ক্রোধের আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন।"

প্রীতিসন্দর্ভ বলেন (১৬৭-অনু);—ভগবৎ-প্রীতিময় রৌদ্ররসে বিষয়ালম্বন হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জন (শ্রীকৃষ্ণভক্ত)। ক্রোধের বিষয় যদি শ্রীকৃষ্ণের হিত, বা শ্রীকৃষ্ণের অহিত, অথবা ভক্তের নিজের অহিতও হয়, তাহা হইলেও হাস্যরস ও যুদ্ধবীর-রসের ন্যায় সেই প্রীতির বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণই হয়েন মূল বিষয়ালম্বন। অন্যেরা কেবল ক্রোধাংশে বহিরঙ্গ-আলম্বনমাত্র।

রৌদ্ররসে বিষয়ালম্বন পাঁচ রকম—(১) প্রমাদাদিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে সখীর অত্যন্ত অহিত হইলে সখীর ক্রোধের বিষয় হয়েন শ্রীকৃষ্ণ। (২) প্রমাদাদিবশতঃ বধূপ্রভৃতির সহিত কৃষ্ণসঙ্গম অবগত হইলে বৃদ্ধাদির যে ক্রোধ জন্মে, সেই ক্রোধের বিষয়ও শ্রীকৃষ্ণই। (৩) কৃষ্ণের হিত অর্থাৎ হিতকারী জন যদি প্রমাদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণে অসতর্ক হয়েন, তাহা হইলে যে ক্রোধের উদয় হয়, তাহার বিষয় হয়েন সেই হিতকারী জন। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অহিতের—অহিতকারী দৈত্যাদির—আচরণে যে ক্রোধ জন্মে, তাহার বিষয় হয় সেই অহিত—অহিতকারী এবং (৫) যিনি ভক্তের নিজের অহিত—অহিতকারী, অর্থাৎ ভক্তের নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের বিঘ্নকারী—তাঁহার আচরণে যে ক্রোধের উদয় হয়, সেই ক্রোধের বিষয় হয়েন সেই অহিতকারী (স্বাহিত)।

(রৌদ্ররসের বিষয়সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যাহা বলিয়াছেন, প্রীতিসন্দর্ভে তাহারই বিবৃতি মাত্র দেওয়া হইয়াছে)।

উদ্দীপনাদি সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৪।৫।৭-৮ অনু) বলেন :—

রৌদ্ররসে সোল্লুণ্ঠ হাস, বক্রোক্তি, কটাক্ষ, অনাদর, কৃষ্ণের হিত ও অহিত ব্যক্তিগণ হইতেছে **উদ্দীপন**। হস্তমর্দ্দন, দন্তঘট্টন (দন্তের ঘর্ষণজনিত শব্দ), রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠ-দংশন, ভ্রূকুটী, ভুজাস্ফালন, তাড়ন, তূষ্ণীকতা, নতবদন, নিশ্বাস, বক্রদৃষ্টি, ভর্ৎসন, শিরশ্চালন, নেত্রান্তে পাটলবর্ণ, ভ্রূভেদ এবং অধর-কম্পনাদি হইতেছে **অনুভাব**। রৌদ্ররসে স্তম্ভাদি সমস্ত **সাত্ত্বিকভাবই** প্রকটিত হয়। আর, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, নির্ব্বেদ, মোহ, চাপল, অসূয়া, উগ্রতা, অমর্ষ এবং শ্রমাদি হইতেছে রৌদ্ররসে **ব্যভিচারী** ভাব।

রৌদ্ররসে ক্রোধরতি হইতেছে **স্থায়ী ভাব**। ক্রোধ তিন রকমের—কোপ, মন্যু ও রোষ। তন্মধ্যে **কোপ** হইতেছে শত্রুগ (শত্রুর প্রতি যে ক্রোধ, তাহাকে কোপ বলে), বন্ধুবর্গে **মন্যু** ; এই মন্যু আবার পূজ্য, সম ও ন্যূন বন্ধুভেদে তিন প্রকার। আর, প্রিয় ব্যক্তির প্রতি স্ত্রীলোকদিগের যে ক্রোধ, তাহাকে বলে **রোষ**, কিন্তু এই রোষ কখনও কখনও ব্যভিচারীও হইয়া থাকে। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"আদ্যরসে রোষ ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। জরতীদের কোপ এবং সখীদের মন্যুর ন্যায় কান্তাদের রোষ স্থায়িতা প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত আবেগাদি ব্যভিচারীর মধ্যে ঔগ্রপ্রধান ব্যভিচারিভাবসমূহ হইতেছে শত্রুবিষয়ক, অমর্ষপ্রধান ভাবসমূহ বন্ধুবিষয়ক এবং অসূয়াপ্রধান ভাবসমূহ হইতেছে দয়িতাবিষয়ক ব্যভিচারী ভাব। কোপে হস্তপেষণাদি, মন্যুতে তূষ্ণীকতাদি এবং রোষে দৃগন্তপাটলত্বাদি হইতেছে অনুভাব।

জরতীদের ক্রোধও কৃষ্ণপ্রীতিময়

প্রীতিসন্দর্ভ বলেন—রৌদ্ররসে স্থায়িভাব হইতেছে কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধ। যে বৃদ্ধা স্বীয় বধূ-প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম অবগত হইয়া ক্রুদ্ধা হয়েন, তাঁহার ক্রোধও শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিময়, কেননা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজজনদের স্বাভাবিকী প্রীতি; বৃদ্ধাও ব্রজজন বলিয়া তিনিও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময়ী। যখনা বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধা হয়েন, তখনও তাঁহার ক্রোধের অন্তরালে থাকে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী স্বাভাবিকী প্রীতি। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-কামনার জন্যই বৃদ্ধার ক্রোধপ্রকাশ (পরবধূর সহিত মিলনে শ্রীকৃষ্ণের অধর্ম্ম হইবে, অপযশঃ হইবে ; তাহাতে তাঁহার অমঙ্গল হইবে ; এজন্য ব্রজের বৃদ্ধাদি নিজ-বধূপ্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনাদির কথা অবগত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য—এই ক্রোধের ফলে শ্রীকৃষ্ণ অধর্ম্মজনক এবং অযশস্কর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন)। অপর সকলের ক্রোধ স্বাভাবিকী প্রীতির বিকার বলিয়া প্রীতিময়। প্রীতিসন্দর্ভ ॥১৬৭॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"গোবর্দ্ধনং মহামল্লং বিনান্যেষাং ব্রজৌকসাম্। সর্ব্বেষামেব গোবিন্দে রতিঃ প্রৌঢ়া বিরাজতে ৪।৫।৪॥—মহামল্ল গোবর্দ্ধনব্যতীত অন্য সমস্ত ব্রজবাসীরই শ্রীকৃষ্ণে প্রৌঢ়া রতি বিরাজিত।" চন্দ্রাবলীর পতিম্মন্য গোবর্দ্ধনমল্ল হইতেছেন কংসপক্ষীয় গোপবিশেষ ; অন্যস্থান হইতে আসিয়া তিনি ব্রজে বাস করিয়াছিলেন।

২৫৪। উদাহরণ

এক্ষণে রৌদ্ররসের পূর্ব্বকথিত পাঁচরকম বিষয়ালম্বনের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। শ্রীকৃষ্ণের সখীক্রোধের বিষয়ালম্বনত্ব

"অন্তঃক্লেশ-কলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরং
নায়ং বঞ্চন-সঞ্চয়-প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সংপুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ॥
—ভ, র, সি, ৪।৫।৩-ধৃত বিদগ্ধমাধব-বচনম্॥

—(শ্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীরাধার অত্যন্ত অহিত হইয়াছে মনে করিয়া ললিতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া শ্রীরাধার নিকটে বলিয়াছিলেন) রাধিকে! আমরা আন্তরিক ক্লেশে কলঙ্কিত হইয়াছি; আজ আমরা যমপুরে যাইতেছি। তথাপি ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) বঞ্চনা-সমূহ-করণশীল হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না! হে মেধাবিনি রাধিকে! গভীর-কপটতাদ্বারা আচ্ছাদিত এবং গোপরমণীদিগের প্রতি কামুক এই শ্রীকৃষ্ণে কি প্রকারে তোমার প্রেম গরীয়ান্ হইল?"

এ স্থলে বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়—ললিতাদি সখীগণ; উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য; অনুভাব—মৃত্যুবরণেচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণের কপটতা-খ্যাপনাদি; ব্যভিচারী—আবেগ।

পরবর্ত্তী উদাহরণ-সমূহেও এই রীতিতে বিভাবাদি নির্ণয় করিতে হইবে।

খ। শ্রীকৃষ্ণের জরতীক্রোধের বিষয়ালম্বনত্ব

"অরে যুবতিতস্কর প্রকটমেব বধ্বাঃ পটস্তবোরসি নিরীক্ষ্যতে বত নেতি কিং জল্পসি।
অহো ব্রজনিবাসিনঃ শৃণুত কিং ন বিক্রোশনং ব্রজেশ্বরসুতেন মে সুতগৃহেঽগ্নিরুত্থাপিতঃ॥
—ভ, র, সি, ৪।৫।৪॥

—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক জরতী (বৃদ্ধা) বলিলেন—অরে যুবতিতস্কর! তোর বক্ষঃস্থলে স্পষ্টরূপেই আমার বধূর বস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে। হা কষ্ট! তুই 'না না' বলিতেছিস্ কেন? অহে ব্রজবাসিগণ! তোমারা কি চীৎকার শুনিতেছ না? ব্রজেশ্বর-নন্দন আমার পুত্রের গৃহে অগ্নি উত্থাপিত করিয়াছে।"

এ-স্থলে উদ্দীপন—কৃষ্ণবক্ষঃস্থিত শ্রীরাধার বস্ত্র।

গ। কৃষ্ণের হিতকারী জনের বিষয়ালম্বনত্ব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, হিত (হিতকারী) তিন প্রকার—অনবহিত, সাহসী ও ঈর্ষ্যু।
"হিতস্ত্রিধানবহিতঃ সাহসী চেৰ্ষ্যুরিত্যপি॥ ৪।৩।৪॥"

ক্রমশঃ এই তিন রকম হিতকারীর বিষয়ালম্বনত্বের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

(১) **অনবহিত**

"কৃষ্ণপালনকর্ত্তাপি তৎকর্ম্মাভিনিবেশতঃ।

ক্বচিত্তত্র প্রমত্তো যঃ প্রোক্তোঽনবহিতোঽত্র সঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৫॥

—শ্রীকৃষ্ণের পালনকর্ত্তা হইয়াও কৃষ্ণসম্বন্ধি অন্য কর্ম্মে (ভোজনাদি-সামগ্রী-সম্পাদককর্ম্মে) অভিনিবেশ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণ-বিষয়ে যিনি প্রমাদগ্রস্ত (অসাবধান), তাঁহাকে অনবহিত বলে।"

"উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কুরু মা বিলম্বং বৃথৈব ধিক্ পণ্ডিতমানিনী ত্বম্।

ক্রুট্যৎপলাশিদ্বয়মন্তরা তে বদ্ধঃ সুতোঽসৌ সখি বংভ্রমীতি॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৬॥

—(দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছিলেন বলিয়া যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে উলূখলে বন্ধন করিয়া গৃহমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনার্থ দধি-দুগ্ধ-নবনীতাদি প্রস্তুতির কার্য্যে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের উলূখলের আকর্ষণে যমলার্জ্জুনবৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন উপানন্দের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া রোহিণীমাতা স্বপুত্র বলদেবকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে গিয়াছিলেন। যমলার্জ্জুনের উৎপাটনে উত্থিত ভীষণ শব্দ শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং বৃক্ষ-পতন-শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজরাজাদিও সে-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বৃক্ষপতন-শব্দ শুনিয়া যশোদা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই মুর্চ্ছা হইতে উত্থিতা ব্রজেশ্বরীকে ক্রোধভরে রোহিণীদেবী বলিয়াছিলেন) মূঢ়ে! উঠ উঠ, বিলম্ব করিও না। ধিক্ তোমাকে। বৃথাই তুমি নিজেকে পুত্রের শিক্ষাদান-বিষয়ে অভিজ্ঞা বলিয়া মনে কর। সখি! উলূখলে বদ্ধ তোমার পুত্র উৎপাটিত বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।"

(২) **সাহসী**

"যঃ প্রেরকো ভয়স্থানে সাহসী স নিগদ্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৬॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভয়সঙ্কুল স্থানে প্রেরণ করেন, তাঁহাকে সাহসী বলে।"

"গোবিন্দঃ প্রিয়সুহৃদাং গিরৈব যাতস্তালানাং বিপিনমিতি স্ফুটং নিশম্য।

ভ্রূভেদস্থপুটিতদৃষ্টিরাস্যমেষাং ডিম্বানাং ব্রজপতিগেহিনী দদর্শ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—প্রিয়সুহৃদ্গণের বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণ (ধেনুকাসুরের দ্বারা অধ্যুষিত) তালবনে গমন করিয়াছেন, এই কথা স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিয়া ব্রজপতিগৃহিণী যশোদা ভ্রূভঙ্গিসহকারে নতোন্নত দৃষ্টিতে সেই বালকগণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সুহৃদ্ ব্রজবালকগণ হইতেছেন—সাহসী হিতকারী; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভয়সঙ্কুল স্থানে পাঠাইয়াছেন।

(৩) **ঈর্ষ্যু**

"ঈর্ষ্যুর্মানধনা প্রোক্তা প্রৌঢ়ের্ষ্যাক্রান্তমানসা॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—যে রমণীর কেবল মানমাত্রই ধন এবং প্রবল ঈর্ষ্যায় যাঁহার মন আক্রান্ত, তাঁহাকে ঈর্ষ্যু বলে।"

"দুর্মানমন্থমথিতে কথয়ামি কিং তে দূরং প্রযাহি সবিধে তব জাজ্বলীমি।
হা ধিক্ প্রিয়েণ চিকুরাঞ্চিতপিঞ্ছকোট্যা নির্ম্মঞ্ছিতাগ্রচরণাপ্যরুণাননাসি॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—(শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া মান পরিত্যাগের জন্য বহুতর অনুনয়-বিনয় করিয়াছেন ; সখীগণও শ্রীরাধার নিকটে তজ্জন্য অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মান ভঙ্গ হইল না দেখিয়া বিষণ্ণমনে শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে শ্রীরাধার মনে অনুতাপের উদয় হইল, তাঁহার মান দূরীভূত হইল। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য ললিতার নিকটে প্রার্থনা জানাইলে ক্রোধভরে ললিতা শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন) হে দুর্মানরূপ মন্থনদণ্ডদ্বারা মথিতে সখি! তোমাকে আর কি বলিব! তোমার সান্নিধ্য আমাকে জ্বালা দিতেছে ; তুমি আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও। হা কষ্ট! ধিক্ তোমাকে! তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চূড়াস্থ ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগদ্বারা তোমার চরণাগ্র মার্জন করিয়াছেন, তথাপি তুমি রক্তমুখী হইয়া রহিলে!"

এ-স্থলে শ্রীরাধা হইতেছেন ঈর্ষ্যা, ললিতার ক্রোধের বিষয়।

(ঘ) **অহিতকারীর বিষয়ালম্বনত্ব**

"অহিতঃ স্যাদ্দ্বিধা স্বস্য হরেশ্চেতি প্রভেদতঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—অহিত (অহিতকারী) দুই রকমের—নিজের অহিতকারী এবং হরির অহিতকারী।"

(১) **নিজের অহিত**

"অহিতঃ স্বস্য স স্যাদ্ যঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবাধকঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—যিনি নিজের সহিত কৃষ্ণসম্বন্ধের বাধাকারী, তাঁহাকে আত্ম-অহিত (অহিতকারী) বলা হয়।"

"কৃষ্ণং মুষ্ণন্নকরুণ বনাদ্গোষ্ঠতো নিষ্ঠুরস্ত্বং মা মর্য্যাদাং যদুকুলভুবাং ভিন্ধি রে গান্ধিনেয়।
পশ্যাভ্যর্ণে ত্বয়ি রথমধিষ্ঠায় যাত্রাং বিধিৎসৌ স্ত্রীণাং প্রাণৈরপি নিযুতশো হন্ত যাত্রা ব্যধায়ি॥
—ভ, র, সি, ৪।৫।৭-ধৃত উদ্ধবসন্দেশ-বচনম্॥

—অরে অকরুণ গান্ধিনীতনয়! তুই অতি নিষ্ঠুর ; তুই বলপূর্ব্বক এই গোষ্ঠ হইতে কৃষ্ণকে লইয়া যাইতেছিস্। দেখ্, কৃষ্ণকে লইয়া রথে আরোহণ করিয়া তুই যাত্রা আরম্ভ করিলে নিযুত নিযুত স্ত্রীগণের (আমাদের) প্রাণের দ্বারাই তোর যাত্রা করিতে হইবে। (আমাদের প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইবে, তাহাতে স্ত্রীবধের পাপে যদুকুলের অখ্যাতি হইবে) অরে অক্রূর? যদুকুলের মর্য্যাদা নষ্ট করিস্ না।"

অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মথুরাযাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিলেন ; সুতরাং অক্রূর হইলেন গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের বাধাকারী—সুতরাং গোপীদের নিজেদের অহিতকারী। এ-স্থলে অহিতকারী অক্রূর হইতেছেন গোপীদের কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধের বিষয়।

(২) হরির অহিত

"অহিতস্তু হরেস্তস্য বৈরিপক্ষো নিগদ্যতে ॥ ভ, র, াস, ৪।৫।৭॥"

—হরির বৈরিপক্ষকে হরির অহিত (অহিতকারী) বলে।"

"হরৌ শ্রুতিশিরঃশিক্ষামণিমরীচিনীরাজিত-স্ফুরচ্চরণপঙ্কজেঽপ্যবমতিং ব্যনক্ত্যত্র যঃ।
অয়ং ক্ষিপতি পাণ্ডবঃ শমনদণ্ডঘোরং হঠাৎ ত্রিরস্য মুকুটোপরি স্ফুটমুদীর্য্য সব্যং পদম্ ॥
—ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—শ্রুতির শিরোভাগতুল্য উপনিষৎসমূহের মুকুটমণির মরীচিকায় যাঁহার সুব্যক্ত চরণকমল নির্মঞ্ছিত হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি (শিশুপাল-নামক) যে ব্যক্তি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, (ভীমনামা) এই পাণ্ডব, স্পষ্ট কথায় বলিয়া, তাহার মুকুটোপরি যমদণ্ড অপেক্ষাও ঘোরতর এই বামপদ তিনবার নিক্ষেপ করিতেছে।"

এ-স্থলে শিশুপাল হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বৈরী—অহিতকারী। এই শিশুপালই হইতেছে ভীমের কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধের বিষয়।

২৫৫। কোপ, মন্যু ও রোষ—এই ত্রিবিধ ক্রোধের দৃষ্টান্ত

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধ তিন রকমের—কোপ, মন্যু ও রোষ। এক্ষণে তাহাদের দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে।

ক। কোপ—শত্রুর প্রতি

"নিরুধ্য পুরমুন্মদে হরিমগাধসত্ত্বাশ্রয়ং মৃধে মগধভূপতৌ কিমপি বক্রমাক্রোশতি।
দৃশং কবলিত-দ্বিষদ্বিসর-জাঙ্গলে লাঙ্গলে মুনোদ দহদিঙ্গল-প্রবলপিঙ্গলাং লাঙ্গলী ॥
—ভ, র, সি, ৪।৫।৯॥

—মগধাধিপতি উন্মত্ত জরাসন্ধ মথুরাপুরী অবরোধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগাধ-সত্ত্বাশ্রয় (অগাধসম্পত্তিশালী) শ্রীহরির প্রতি বক্রভাবে আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকিলে লাঙ্গলী (হলধর) বলদেব শত্রুগণের সমস্ত মাংসের গ্রাসকারী লাঙ্গলের প্রতি জ্বলদঙ্গারতুল্য প্রবল পিঙ্গলনেত্র নিক্ষেপ করিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ-শত্রু জরাসন্ধের প্রতি বলরামের কোপ-নামক ক্রোধ।

খ। মন্যু—বন্ধুর প্রতি

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মন্যু তিন রকমের—পূজ্যবন্ধুর প্রতি, সম-বন্ধুর প্রতি এবং ন্যূন বন্ধুর প্রতি। ক্রমশঃ ইহাদের উদাহরণ কথিত হইতেছে।

(১) পূজ্যের প্রতি মন্যু

"ক্রোশন্ত্যাং করপল্লবেন বলবান্ সদ্যঃ পিধত্তে মুখং
ধাবন্ত্যাং ভয়ভাজি বিস্তৃতভুজো রুন্ধে পুরঃ পদ্ধতিম্।

পাদান্তে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহুর্দষ্টাধরায়াং রুষা
মাতশ্চণ্ডি ময়া শিখণ্ডমুকুটাদাত্মাভিরক্ষ্যঃ কথম্॥
—ভ, র, সি, ৪।৫।১০॥

—(শ্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষার্থ দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের উপদেশ করিলে শ্রীরাধা মন্যুর সহিত পৌর্ণমাসীদেবীকে বলিয়াছিলেন) মাতঃ! আমি কি করিব? আমি যদি উচ্চ রব করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বলবান্ শিখণ্ডচূড় তৎক্ষণাৎ তাঁহার করপল্লবের দ্বারা আমার মুখ আচ্ছাদন করেন; আমি যদি ভীত হইয়া পলায়নের জন্য ধাবিত হইতে থাকি, তাহা হইলে তখনই তিনি তাঁহার বাহু প্রসারিত করিয়া আমার অগ্রভাগে আসিয়া পথ রুদ্ধ করেন; (আমার পথ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য কাতর ভাবে) আমি যদি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে তিনি রোষভরে পুনঃ পুনঃ আমার অধর দংশন করিতে থাকেন। হে কোপনে (চণ্ডি)! (আপনিই বলুন) আমি কি প্রকারে সেই শিখণ্ডচূড় হইতে আমার দেহকে রক্ষা করিব?"

দেবী পৌর্ণমাসী হইতেছেন শ্রীরাধার হিতৈষিণী—বান্ধবী; কিন্তু পূজনীয়া বান্ধবী। দেবী পৌর্ণমাসীর প্রতি ব্রজবাসী সকলেই পূজ্যত্ববুদ্ধি পোষণ করেন। পৌর্ণমাসীর প্রতি শ্রীরাধার এই ক্রোধ হইতেছে পূজ্য বন্ধুর প্রতি ক্রোধ—মন্যু। শ্রীরাধার ক্রোধের হেতু হইতেছে এই :—চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না; তথাপি পৌর্ণমাসী তাঁহার প্রতি পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন; পৌর্ণমাসী যেন মনে করিয়াছেন, শ্রীরাধা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন। এজন্য ক্রোধ।

(২) **সমানের প্রতি মন্যু**

"জ্বলতি দুর্ম্মুখি মর্ম্মণি মুর্দ্ধ্নরস্তব গিরা জটিলে নিটিলে চ মে।
গিরিধরঃ স্পৃশতি স্ম কদা মদাদ্দুহিতরং দুহিতুর্মম পামরি॥ ভ, র, সি, ৪।৫।১১॥

—(শ্রীরাধার মাতামহী মুখরা এবং শ্রীরাধার শ্বাশুড়ী জটিলা—এই দুইজনের নিভৃত কলহের কথা বলা হইতেছে। মুখরা বলিলেন) হে দুর্ম্মুখি! জটিলে! তোমার কটুবচনে আমার হৃদয়ে এবং মস্তকেও তুষানল জ্বলিতেছে। হে পামরি! বল দেখি, গিরিধর মদান্ধ হইয়া কবে আমার কন্যার কন্যা শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিয়াছে?"

জটিলা মুখরাকে বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীরাধার কুলধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। তখন ক্রুদ্ধা হইয়া মুখরা জটিলাকে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সম্পর্কে মুখরা ও জটিলা পরস্পরের বন্ধু এবং তাঁহারা পরস্পর সমান। সমান বান্ধবী জটিলার প্রতি মুখরার এই ক্রোধ হইতেছে—সমানের প্রতি মন্যু।

(৩) **ন্যূনের প্রতি মন্যু**

"হন্ত স্বকীয়-কুচমূর্দ্ধ্নি মনোহরোঽয়ং হারশ্চকাস্তি হরিকণ্ঠতটীচরিষ্ণুঃ।
ভোঃ পশ্যত স্বকুল-কজ্জলমঞ্জরীয়ং কূটেন মাং তদপি বঞ্চয়তে বধূটী॥ ভ, র, সি, ৪।৫।১২॥

—(কোনও একদিন নিকুঞ্জ হইতে গৃহে ফিরিবার সময়ে ত্বরা এবং ভ্রম বশতঃ শ্রীরাধা স্বীয় কণ্ঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণের হার শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া আসেন নাই। গৃহে আসিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের হার রহিয়া গিয়াছে, তখন শ্রীরাধা তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া ফেলিতেছিলেন, এমন সময় জটিলা তাহা দেখিয়া ফেলিয়াছেন। তখন বৃদ্ধা জটিলা শ্রীরাধার সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন) ওহে আমার বধূর সখীগণ ! তোমরা দেখ ! যে মনোহর হার হরির কণ্ঠে আন্দোলিত হইতেছিল, সেই হার আমার এই বধূটীর কুচ-মস্তকে শোভা পাইতেছে ! হা কষ্ট ! তথাপি এই স্বকুল-কজ্জলমঞ্জরী (কুলাঙ্গার) এই ক্ষুদ্রবধূটী ছলনাপূর্ব্বক আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।"

জটিলার ক্রোধ শ্রীরাধার প্রতি। শ্রীরাধা তাঁহার পুত্রবধূ বলিয়া আত্মীয়—বন্ধুস্থানীয়া ; অথচ সম্পর্কে এবং বয়সে ন্যূনা—কনিষ্ঠা। তাঁহার প্রতি ক্রোধ হওয়াতে ইহা হইতেছে ন্যূনের প্রতি ক্রোধ—মন্যু।

এই উদাহরণটী সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"অস্মিন্ন তাদৃশো মন্যৌ বর্ত্ততে রত্যনুগ্রহঃ।
উদাহরণমাত্রায় তথাপ্যেষ নিদর্শিতঃ॥ ৪।৪।১৩॥

—এই মন্যুতে তাদৃশ (অর্থাৎ রসযোগ্য) রত্যনুগ্রহ নাই (অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গোবর্দ্ধন-মল্ল ব্যতীত অন্য সকল ব্রজজনেরই শ্রীকৃষ্ণে প্রৌঢ়া রতি আছে ; সুতরাং জটিলাতেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রৌঢ়া রতি বর্ত্তমান। কিন্তু এই উদাহরণে জটিলার কৃষ্ণবিষয়া প্রৌঢ়া রতি রসোপযোগিনীরূপে স্পষ্ট নহে)। তথাপি কেবল (ন্যূনের প্রতি মন্যুর) উদাহরণরূপেই ইহার উল্লেখ করা হইল।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রোষের কোনও উদাহরণ দেওয়া হয় নাই। মধুর-রস-প্রসঙ্গে তাহা জানা যাইবে।

২৫৬। শত্রুর ক্রোধ

রৌদ্ররস-সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত যে-সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, সে-সমস্তের সর্ব্বত্রই স্থায়িভাব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিময় ক্রোধ। শ্রীকৃষ্ণও যে এইরূপ ক্রোধের বিষয় হইতে পারেন, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের শত্রু, তাহাদেরও তো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ হয় ; এই ক্রোধ রৌদ্রভক্তিরসে পরিণত হইতে পারে কি না ? এ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেনঃ—

"ক্রোধাশ্রয়াণাং শত্রূণাং চৈদ্যাদীনাং স্বভাবতঃ।
ক্রোধো রতিবিনাভাবান্ন ভক্তিরসতাং ব্রজেৎ॥৪।৫।১৩॥

—ক্রোধের আশ্রয়স্বরূপ চৈদ্যপতি-শিশুপালাদি কৃষ্ণশত্রুগণের স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত নহে বলিয়া ভক্তিরসতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।"

কৃষ্ণবিষয়া রতি বা প্রীতি যখন ক্রোধের দ্বারা আবৃত হয়, তখন তাহা ক্রোধরতি বলিয়া অভিহিত হয় ; বস্তুতঃ আস্বাদ্য হয় রতি, ক্রোধ আস্বাদ্য নহে ; রতি যে-স্থলে নাই, সে-স্থলে আস্বাদ্যও কিছু থাকিতে পারে না—সুতরাং রসের উদয়ও হইতে পারে না। কৃষ্ণশত্রু শিশুপালাদির শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ক্রোধ রতিশূন্য বলিয়া তাহা রৌদ্রভক্তিরসে পরিণত হইতে পারে না। শিশুপালাদির শ্রীকৃষ্ণে রতি বা প্রীতি নাই ; আছে কেবল শত্রুভাব হইতে উদ্ভূত ক্রোধ। তাঁহাদের এই ক্রোধ স্বাভাবিক।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভয়ানক-ভক্তিরস—গৌণ (৬)

২৫৭। ভয়ানক ভক্তিরস

"বক্ষ্যমাণৈ বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা।
ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্য্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৬।১॥

—ভয়রতি বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করিলে পণ্ডিতগণ তাহাকে ভয়ানক-ভক্তিরস বলেন।"

২৫৮। ভয়ানক ভক্তিরসের বিভাবাদি

বিভাব

"কৃষ্ণশ্চ দারুণাশ্চেতি তস্মিন্নালম্বনা দ্বিধা। দারুণাঃ স্নেহতঃ শশ্বত্তদনিষ্টাপ্তিদর্শিষু।
দর্শনাচ্ছ্রবণাচ্চেতি স্মরণাচ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২॥

—ভয়ানক-ভক্তিরসে আলম্বন (বিষয়ালম্বন) দুই রকম—শ্রীকৃষ্ণ এবং দারুণ (অর্থাৎ অসুরাদি)। তন্মধ্যে অপরাধকারী অনুকম্প্য ভক্ত যদি আশ্রয়ালম্বন হয়েন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ হয়েন বিষয়ালম্বন; আর, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, যাঁহারা স্নেহবশতঃ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-প্রাপ্তি দর্শন করেন, তাঁহারা যদি আশ্রয়ালম্বন হয়েন, তাহা হইলে অসুরাদি-দারুণগণের দর্শন, শ্রবণ এবং স্মরণাদি হইতেও যে ভয়ের উদয় হয়, দারুণগণ হয় তাহার বিষয়।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"অথ তৎপ্রীতিময়ো ভয়ানকরসঃ। তত্রালম্বনশ্চিকীর্ষিত-তৎপীড়নাদ্দারুণাৎ যত্তদীয়প্রীতিময়ং ভয়ং তস্য বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। তদাধারস্তৎ-প্রিয়জনশ্চ। কিঞ্চ, স্বস্য তদ্বিচ্ছেদং কুর্ব্বণাদ্ যত্তাদৃশং ভয়ং যচ্চ স্বাপরাধকদর্থিতাৎ শ্রীকৃষ্ণাদেব বা স্যাত্তস্য তস্য স্ববিষয়ত্বেঽপি পূর্ব্ববৎ প্রীতের্বিষয়ত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব মূলালম্বনঃ। ভয়হেতুস্তূদ্দীপন এব ভবেৎ। বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্রেতি সপ্তম্যর্থত্বস্য পূর্ব্বত্রৈব ব্যাপ্তেঃ। যেনেতি তৃতীয়ার্থস্য তূত্তরত্রৈব ব্যাপ্তেশ্চ স্ববিষয়ত্বে তু য এব বিষয়ঃ স এব আধার ইতি ভয়াংশমাত্রবিষয়ত্বেন পূর্ববদ্‌বহিরঙ্গ এবালম্ব-নোঽসৌ। তদাধারত্বেন ত্বন্তরঙ্গোঽপি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৬৯॥"

তাৎপর্য্য। এক্ষণে ভগবৎ-প্রীতিময় ভয়ানকরস কথিত হইতেছে। তাহার আলম্বন—যে দারুণব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উৎপীড়ন করিতে ইচ্ছুক, তাহা হইতে কৃষ্ণপ্রিয়-জনের চিত্তে যে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় ভয় জন্মে, তাহার বিষয়ালম্বন হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ (কেননা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উৎপীড়নের আশঙ্কাতেই এই ভয়); আর তাহার আধার বা আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন সেই কৃষ্ণপ্রিয়-জন (কেননা,

তাঁহার চিত্তেই ভয়ের উদয়)। আর, যে ব্যক্তি কোনও ভক্তের নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ জন্মায়, সেই ব্যক্তি হইতে সেই ভক্তের যে কৃষ্ণপ্রীতিময় ভয় জন্মে, এবং কোনও ভক্ত ব্যক্তি স্বীয় অপরাধজনক আচরণাদিদ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণের কদর্থনাদি করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার যে ভয় জন্মে—এই উভয় রকম ভয়ের বিষয় সেই উভয় রকম ভক্ত হইলেও (কৃষ্ণবিচ্ছেদের ভয়ও ভক্তের নিজের এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরাগের ভয়ও অপরাধকারী ভক্তের নিজের—ইঁহারা নিজেরাই ভয়ের বিষয়। তথাপি) শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রীতির বিষয় বলিয়া পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত হাস্যাদি-রসস্থলে যেমন, তেমনরূপে) শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন মূল আলম্বন (কেননা. শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের প্রীতি না থাকিলে তাদৃশ ভয় জন্মিত না)। তত্তৎ-স্থলে ভয়ের যাহা হেতু, তাহা উদ্দীপন-বিভাবই হইয়া থাকে। একথা বলার হেতু এই। অগ্নিপুরাণে বিভাবের লক্ষণরূপে বলা হইয়াছে—"বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনো-দ্দীপনাত্মকঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।৫॥—যাহাতে (যত্র—সপ্তমী বিভক্তি) এবং যদ্দারা (যেন—তৃতীয়া বিভক্তি) রত্যাদি বিভাবিত (আস্বাদ্যত্ব-প্রাপ্ত) হয়, তাহাকে বলে বিভাব। এই বিভাব দ্বিবিধ—আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব।" এ-স্থলে দুইরকম বিভাবের কথা বলা হইয়াছে—আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব। আগে আলম্বনের কথা এবং পরে উদ্দীপনের কথা বলা হইয়াছে (দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ); এই ক্রমেই লক্ষণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে—যথাক্রমে। লক্ষণ-কথনে আগে বলা হইয়াছে "বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র—যে-স্থলে রত্যাদি আস্বাদ্যত্ব-প্রাপ্ত হয়।" যত্র-শব্দে সপ্তমী বিভক্তি। এই সপ্তমী বিভক্তিবিশিষ্ট "যত্র"-শব্দদ্বারা এক রকম বিভাবের কথা প্রথমে বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাপ্তি হইবে—বিভাবদ্বয়ের নাম-কথনে প্রথমে যাহার নাম কথিত হইয়াছে, সেই আলম্বন-বিভাবে। আর তৃতীয়াবিভক্তিবিশিষ্ট "যেন"-শব্দে পরে যে বিভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ব্যাপ্তি হইবে—বিভাবদ্বয়ের নাম-কথনে পরে যাহার নাম কথিত হইয়াছে, সেই উদ্দীপন-বিভাবে। আলোচ্যস্থলে ভগবৎ-প্রীতিময় ভয় কাহাতে বর্ত্তমান ? নিশ্চয়ই কৃষ্ণবিচ্ছেদ-শঙ্কিত ভক্তে এবং কৃতাপরাধ ভক্তে ; তাঁহারাই সপ্তমী বিভক্তির স্থান ; সুতরাং তাঁহারাই আলম্বন ; তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রীতির বিষয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে মূল আলম্বন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর ভয়ের হেতু কি ? কৃষ্ণবিচ্ছেদ-কারক এবং সাপরাধভক্তের পক্ষে তাঁহার অপরাধ। এই উভয়ই তৃতীয়া বিভক্তির স্থান ; কেননা, এই উভয়দ্বারাই ভয় জন্মে। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদকারককে দেখিলে এবং অপরাধের কথা মনে হইলে ভয় উদ্দীপিত হয়। এজন্য এই দুই ভয়ের হেতু হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব। যাহাহউক, ভয় নিজবিষয়ে হইলেও, যিনি বিষয়, তিনিই (সেই ভক্তই) আশ্রয়। এজন্য ভয়াংশমাত্রের (প্রীত্যংশের নহে) বিষয় বলিয়া ভয়ের কারণ (বিচ্ছেদকারক এবং অপরাধ) হইতেছে পূর্ব্ববৎ (বীররসাদির স্থলের ন্যায়) বহিরঙ্গ আলম্বন। আবার ভয়ের আশ্রয় অন্তরঙ্গ আলম্বনও বটে।

উদ্দীপনাদি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন (৪।৬।৬-অনু) ঃ—

ভয়ানকরসে বিভাবের (বিষয়ালম্বন-বিভাবের) ভ্রূকুটী-প্রভৃতি হইতেছে **উদ্দীপন**। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি, আত্মগোপন, উদ্‌ঘূর্ণা, আশ্রয়ের অন্বেষণ এবং চীৎকারাদি হইতেছে **অনুভাব**। অশ্রুব্যতীত অন্যান্য **সাত্ত্বিকভাব**। সংত্রাস, মরণ, চাপল, আবেগ, দৈন্য, বিষাদ, মোহ, অপস্মার এবং শঙ্কাদি হইতেছে **ব্যভিচারী** ভাব।

ভয়ানক-রসে **স্থায়ী ভাব** হইতেছে ভয়রতি। অপরাধ হইতে এবং ভয়ানক অসুরাদি হইতে এই ভয় জন্মে। অপরাধ বহু প্রকারের। অপরাধজনিত ভয় কিন্তু অনুগ্রাহ্য ভক্ত ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব হয় না।

যাহারা আকৃতিতে, কিম্বা প্রকৃতিতে, অথবা প্রভাবে ভয়ানক, তাহারা যে ভয়ের বিষয়ালম্বন, সেই ভয়—কেবল-প্রেমবান্ ভক্তে এবং প্রায়শঃ নারী ও বালকাদিতে জন্মে।

পূতনাদি আকৃতিতে ভয়ানক, শিশুপালাদি দুষ্ট-নৃপতিগণ প্রকৃতিতে ভয়ানক, এবং ইন্দ্র ও গিরিশাদি প্রভাবে ভয়ানক। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে রতিশূন্য বলিয়া কংসাদি অসুরগণ এ-স্থলে আলম্বন হইতে পারে না।

২৫৯। ভয়ানক রসের উদাহরণ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভয়ানক-ভক্তিরসে বিষয়ালম্বন দুই রকমের—শ্রীকৃষ্ণ এবং দারুণ। ক্রমশঃ তাহাদের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ালম্বনত্ব

এ-স্থলে আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন অনুকম্প্য সাপরাধভক্ত।

"কিং শুষ্যদ্‌বদনোঽসি মুঞ্চ খচিতং চিত্তে পৃথুং বেপথুং
বিশ্বস্য প্রকৃতিং ভজস্ব ন মনাগপ্যস্তি মন্তুস্তব।
উন্মত্রক্ষিতমৃক্ষরাজরভসাদ্‌বিস্তীর্য্য বীর্য্যং ত্বয়া
পৃথ্বী প্রত্যুত যুদ্ধকৌতুকময়ী সেবৈব মে নির্ম্মিতা॥ ভ, র, সি, ৪।৬।৩॥

—(জাম্ববানের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) হে ঋক্ষরাজ! তুমি কেন শুষ্কবদন হইয়াছ? তোমার চিত্তে যে বিপুল কম্প ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ কর। তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও অপরাধ নাই। বিশ্বের প্রকৃতির ভজন কর (স্বীয় স্বভাবের অনুগামী হও)। ক্রোধসন্তাপযুক্ত বীর্য্য বিস্তার করিয়া তুমি বরং যুদ্ধকৌতুকময়ী মহতী সেবাই আমার করিয়াছ।"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া জাম্ববান্ নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্প্য।

"মুরমথন পুরস্তে কো ভুজঙ্গস্তপস্বী লঘুরহমিতি কার্ষীর্মা স্ম দীনায় মন্যুম্।
গুরুরয়মপরাধস্তথ্যমজ্ঞানতোঽভূদশরণমতিমূঢ়ং রক্ষ রক্ষ প্রসীদ॥ ভ, র সি, ৪।৬।৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিবার পরে শ্রীকৃষ্ণে শরণাপন্ন হইয়া কালিয়নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিল) হে মুরনাশন! তোমার অগ্রে এই ক্ষুদ্র ভুজঙ্গ কোথাকার কে? আমি অতি লঘু—ইহা মনে করিয়া এই দীনের প্রতি রুষ্ট হইওনা। তোমার তত্ত্ব জানিতাম না বলিয়া আমি এই গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। এই আশ্রয়হীন অতি মূঢ়কে রক্ষা কর, রক্ষা কর! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

খ। দারুণের বিষয়ালম্বনত্ব

এ-স্থলে বন্ধুগণ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্নেহবশতঃ যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-প্রাপ্তি দর্শন করেন, (অসুরাদি) দারুণদিগের দর্শন, শ্রবণ এবং স্মরণ হইতেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় ভয়ের উদয় হয়। এ সমস্তের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

(১) দর্শনহেতু ভয়

"হা কিং করোমি তরলং ভবনান্তরালে গোপেন্দ্র গোপয় বলাদুপরুধ্য বালম্।
ক্ষ্মামণ্ডলেন সহ চঞ্চলয়ন্মনো মে শৃঙ্গাণি লঙ্ঘয়তি পশ্য তুরঙ্গদৈত্যঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৬।৫॥

—(নন্দমহারাজের প্রতি যশোদামাতা বলিতেছেন) হায়! আমি কি করিব? হে গোপেন্দ্র! এই চঞ্চল বালকটীকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বলপূর্ব্বক গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ। ঐ দেখ, অশ্বাকৃতি দৈত্যটী (কেশী দৈত্য) বৃক্ষাগ্রসকল উল্লঙ্ঘন করিতেছে; ভূমণ্ডলের সহিত আমার মন চঞ্চল হইতেছে।"

এ-স্থলে দারুণ কেশীদৈত্যের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের জন্য যশোদামাতার ভয় জন্মিয়াছে। ভয়ের আশ্রয় যশোদামাতা। আর বিষয়—দারুণ কেশীদৈত্য। প্রীতিসন্দর্ভের মতে মূল বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; ভয়ের হেতু কেশীদৈত্য হইতেছে উদ্দীপন।

(২) শ্রবণহেতু ভয়

"শৃণ্বতী তুরগদানবং রুষা গোকুলং কিল বিশন্তমুদ্ধরম্।
দ্রাগভূত্তনয়রক্ষণাকুলা শুষ্যদাস্যজলজা ব্রজেশ্বরী॥ ভ, র, সি, ৪।৬।৫॥

—অশ্বাকৃতি ভয়ানক দানব ক্রোধভরে গোকুলে প্রবেশ করিতেছে—এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা সহসা তনয়-রক্ষণে ব্যাকুলচিত্তা হইলেন, তাঁহার বদনকমল শুষ্ক হইয়া গেল।"

(৩) স্মরণহেতু ভয়

"বিরম বিরম মাতঃ পূতনায়াঃ প্রসঙ্গাত্তনুমিয়মধুনাপি স্মর্য্যমাণা ধুনোতি।
কবলয়িতুমিবাঙ্কীকৃত্য বালং ঘুরন্তী বপুরতিপরুষং যা ঘোরমাবিশ্চকার॥ ভ, র, সি, ৪।৬।৬॥

—(পূতনার বিবরণ সম্যক্ অবগত নহে, এইরূপ কোনও দূরদেশাগত রমণী যশোদামাতার নিকটে সেই বিবরণ জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যশোদামাতা বলিয়াছিলেন) ও মা! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; পূতনার প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিওনা। সেই কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া এখনও আমার এই দেহকে কম্পিত করিতেছে। আমার বালকটীকে কবলিত করার ইচ্ছায় পূতনা বালকটীকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করিয়া অতি কঠিন ভয়ানক দেহ প্রকাশ করিয়াছিল।"

বিংশ অধ্যায়

বীভৎস-ভক্তিরস—গৌণ (৭)

২৬০। বীভৎস-ভক্তিরস

"পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সারতিরাগতা।

অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈর্বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে ॥ ভ, র, সি, ৪।৭।১॥

— পণ্ডিতগণ বলেন, জুগুপ্সা রতি যদি আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করে, তাহা হইলে তাহা বীভৎস-নামক ভক্তিরসে পরিণত হয়।"

এই জুগুপ্সা রতিও ভগবৎ-প্রীতিময়ী।

২৬১। বীভৎস ভক্তিরসের বিভাবাদি

"অস্মিন্নাশ্রিতশান্তাদ্যা ধীরৈরালম্বনা মতাঃ॥ ভ, র , সি, ৪।৭।২॥

—এই বীভৎস-রসে আশ্রিত-শান্তাদি ব্যক্তিগণ হইতেছেন আলম্বন বিভাব।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এ-স্থলে আশ্রিত-শান্তাদির আলম্বনত্ব হইতেছে কেবল রত্যংশে। এ-স্থলে শান্ত হইতেছে তপস্বিরূপই। শান্তাদি-শব্দের অন্তর্গত 'আদি'-শব্দে অপ্রাপ্ত-ভগবৎ-সান্নিধ্য সমস্ত লোককেই বুঝায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (১৭২-অনু) লিখিয়াছেন—ইহাতে অন্যের প্রতি যে জুগুপ্সা (ঘৃণা), তাহাও ভগবৎ-প্রীতিময়ী; শ্রীকৃষ্ণই প্রীতির বিষয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জুগুপ্সা রতিরও মূল আলম্বন ; কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তি তাহার আশ্রয়। জুগুপ্সাংশমাত্রের বিষয় যে অন্যজন, সেই অন্যজন হইতেছে বহিরঙ্গ আলম্বন।

এইরূপে জানা গেল, বীভৎস-ভক্তিরসে—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন মূল **বিষয়ালম্বন-বিভাব** ; যে অন্য-জনের প্রতি জুগুপ্সা জন্মে, সেই অন্যজন হইতেছে **বহিরঙ্গ-বিষয়ালম্বন-বিভাব। আশ্রয়ালম্বন-বিভাব** হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণভক্ত।

উদ্দীপন হইতেছে অন্যগত অমেধ্যাদি (প্রীতিসন্দর্ভঃ)। **অনুভাব**—নিষ্ঠীবন (থুথু ফেলা), মুখের বক্রিমা, নাসিকার আচ্ছাদন, ধাবন, কম্প, পুলক, ঘর্ম্ম-প্রভৃতি। **ব্যভিচারী** হইতেছে গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, নির্বেদ, দৈন্য, বিষাদ, চাপল, আবেগ এবং জাড্য প্রভৃতি। **স্থায়ী ভাব**—ভগবৎ-প্রীতিময়ী জুগুপ্সা রতি। এই জুগুপ্সা রতি দুই রকমের—বিবেকজা এবং প্রায়িকী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)।

ক। বিবেকজনিতা জুগুপ্সা রতি

"জাতকৃষ্ণরতে র্ভক্তবিশেষস্য তু কস্যচিৎ।

বিবেকোত্থা তু দেহাদৌ জুগুপ্সা স্যাদ্‌বিবেকজা ॥ ভ, র, সি, ৪।৭।৩॥

—কোনও জাতকৃষ্ণরতি ভক্তবিশেষের দেহাদিতে যে বিবেকোত্থা জুগুপ্‌সা জন্মে, তাহাকে বিবেকজনিতা জুগুপ্‌সা রতি বলে।"

"ঘনরুধিরময়ে ত্বচা পিনদ্ধে পিশিতবিমিশ্রিতবিস্রগন্ধভাজি।

কথমিহ রমতাং বুধঃ শরীরে ভগবতি হন্ত রতের্লবেঽপ্যুদীর্ণে॥ ভ, র, সি, ৪।৭।৪॥

—হায়! ভগবানে কিঞ্চিন্মাত্রও রতি উৎপন্ন হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি কেন মাংসবিমিশ্রিত আমগন্ধবিশিষ্ট ঘনরুধিরময় এই চর্ম্মাবৃত দেহে আনন্দ অনুভব করিবেন ?"

এ-স্থলে প্রাকৃত দেহে জাতরতি ভক্তের জুগুপ্‌সা ; এই জুগুপ্‌সা হইতেছে বিবেক হইতে উত্থিতা।

খ। প্রায়িকী জুগুপ্‌সা রতি

"অমেধ্য-পূত্যনুভবাৎ সর্ব্বেষামেব সর্ব্বতঃ।

যা প্রায়ো জায়তে সেয়ং জুগুপ্‌সা প্রায়িকী মতা॥ ভ, র, সি, ৪।৭।৪॥

—অমধ্যের ও পূতির (দুর্গন্ধের) অনুভব হইতে প্রায় সকলেরই সর্ব্বতোভাবে যে জুগুপ্‌সা জন্মে, তাহাকে প্রায়িকী বলে।"

টীকায় শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামি-মহোদয় লিখিয়াছেন—"সর্ব্বেষাং পঞ্চবিধভক্তানাম্—এ-স্থলে 'সকলের' অর্থ হইতেছে 'পঞ্চবিধ ভক্তের'।"

"অসৃঙ্‌মূত্রাকীর্ণে ঘনশমলপঙ্কব্যতিকরে

বসন্নেষ ক্লিন্নো জড়তনুরহং মাতুরুদরে।

লভে চেতঃক্ষোভং তব ভজনকর্ম্মাক্ষমতয়া

তদস্মিন্ কংসারে কুরু ময়ি কৃপাসাগর কৃপাম্॥ ভ, র, সি, ৪।৭।৫॥

—(মাতৃগর্ভস্থ কোনও ভক্ত-জীব ভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন) হে কংসারে! যে-স্থলে নিবিড় পাপরূপ পঙ্কের পৌনঃপুন্য বিরাজিত, রক্তমূত্রে আকীর্ণ সেই মাতৃগর্ভে বাস করিয়া আমি ক্লিন্ন হইয়াছি এবং তোমার ভজনে অসামর্থ্যবশতঃ মনোমধ্যেও বিশেষ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছি। হে করুণা-সাগর! এতাদৃশ আমার প্রতি কৃপা কর।"

এ-স্থলে মাতৃগর্ভস্থ অমেধ্য ও পূতির প্রতি জাতরতি ভক্তের জুগুপ্‌সা।

২৬২। বীভৎস ভক্তিরসের উদাহরণ

"পাণ্ডিত্যং রতহিণ্ডকাধ্বনি গতো যঃ কামদীক্ষাব্রতী

কুর্ব্বন্ পূর্ব্বমশেষষিড়গনগরী-সাম্রাজ্যচর্য্যামভূৎ।

চিত্রং সোঽয়মুদীরয়ন্ হরিগুণানুদ্বাষ্পদৃষ্টির্জনো

দৃষ্টে স্ত্রীবদনে বিকূণিতমুখো বিষ্টভ্য নিষ্ঠীবতি॥ ভ, র, সি, ৪।৭।৩॥

—রতিচৌর-পথে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া অশেষ-স্ত্রীলম্পটদিগের নগরীতে যথেচ্ছ আচরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বে যিনি কামদীক্ষাব্রতী হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য ! তিনি এখন হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নয়নে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন এবং স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন ঘটিলে বদন বক্র করিতেছেন এবং বিশেষ স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ (থুৎকার) করিতেছেন।"

২৬৩। গৌণ ভক্তিরস-বর্ণনার উপসংহার-বাক্য

হাস্যাদি গৌণভক্তিরস-বর্ণনার উপসংহারে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,

"লব্ধকৃষ্ণরতেরেব সুষ্ঠু পূতং মনঃ সদা। ক্ষুভ্যত্যহৃদ্যলেশেঽপি ততোঽস্যাং রত্যনুগ্রহঃ॥
হাস্যাদীনাং রসত্বং যদ্‌গৌণত্বেনাপি কীর্ত্তিতম্। প্রাচাং মতানুসারেণ তদ্বিজ্ঞেয়ং মনীষিভিঃ॥
অমী পঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসা মতাঃ। এষু হাস্যাদয়ঃ প্রায়োবিভ্রতি ব্যভিচারিতাম্॥

—৪।৭।৬॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই মন সর্ব্বদা সুষ্ঠুরূপে নির্ম্মল থাকে। ঘৃণিত বস্তুর লেশমাত্রেও তাঁহার মন ক্ষুভিত হয়। সেজন্য এই জুগুপ্সা-রতিতে মুখ্যা রতির অনুগ্রহ বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ জুগুপ্সা রতি ভক্তের চিত্তস্থিত মুখ্যা রতির দ্বারা পুষ্ট হইয়াই আস্বাদ্য হইয়া থাকে)। হাস্যাদির রসত্ব গৌণরূপেও যে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাচীনদিগের (প্রাকৃত-রসবিদ্ গণের) মতের অনুসরণেই করা হইয়াছে বলিয়া মনীষিগণ মনে করিবেন। শান্তাদি পাঁচটীই হইতেছে হরির ভক্তিরস, এই শান্তাদিরসে হাস্যাদি প্রায়শঃ ব্যভিচারিতা ধারণ করে (ব্যভিচারিভাবরূপে পরিগণিত হয়)।"

একবিংশ অধ্যায়

শান্তভক্তিরস—মুখ্য (১)

পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় অধ্যায়ে গৌণভক্তিরস আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে মুখ্য ভক্তিরস আলোচিত হইতেছে। পূর্ব্বেই (৭।২১৬-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, মুখ্যা রতি হইতেছে পাঁচটী—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং মধুরা রতি। এই পাঁচটী মুখ্যা রতিই যে যথোচিত বিভাবাদির সহিত মিলনে পাঁচটী মুখ্যরসে পরিণত হয়, তাহাও সে-স্থলে বলা হইয়াছে। পাঁচটী মুখ্যরস হইতেছে—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং মধুররস। পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে এই পাঁচটী মুখ্যরসের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা হইতেছে। এই শান্তাদি পাঁচটী মুখ্যা রতির প্রত্যেকটীই ভগবৎ-প্রীতিময়ী বলিয়া পাঁচটী মুখ্যরসও হইবে ভগবৎ-প্রীতিময় রস—ভক্তিরস। এই অধ্যায়ে শান্তভক্তিরস বিবৃত হইতেছে।

২৬৪। শান্তভক্তিরস

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—শান্তভক্তিরসের অপর নাম হইতেছে জ্ঞানভক্তিময়রস। "তত্র শান্তাপরনামা জ্ঞানভক্তিময়ো রসঃ। প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ২০৩॥" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ।
স্থায়ী শান্তিরতির্ধীরৈঃ শান্তভক্তিরসঃ স্মৃতঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।২॥

—বক্ষ্যমাণ বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া স্থায়িভাব শান্তিরতি যদি শমপ্রধান (আত্মারাম ও তাপস) ভক্তগণের চিত্তে আস্বাদ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে শান্তভক্তিরস বলেন।"

"শমিনাং—শমপ্রধান ব্যক্তিদিগের। "শম" কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১২৫-গ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। যাঁহাদের মধ্যে এই "শম"-আছে, তাঁহাদের রতিকে "শান্তিরতি" বলে (৭।১২৫-গ-অনু)।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১২৫-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, শুদ্ধা রতি তিন রকমের—সামান্যা, স্বচ্ছা এবং শান্তি। উপরে উদ্ধৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"যদিও শুদ্ধা রতির তিন রকম ভেদের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি সামগ্র্যাপরিপোষণদ্বারা কেবল শান্তিরতিই রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; সামান্যা ও স্বচ্ছা রতি রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না; কেননা, সামান্যা অস্ফুট বলিয়া এবং স্বচ্ছা চঞ্চল বলিয়া সামগ্রীপরিপোষ হয় না।"

২৬৫। শান্তভক্তিরসে আস্বাদ্য সুখের স্বরূপ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্। কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনন্ত্বীশময়ং সুখম্॥
তত্রাপীশস্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা। দাসাদিবন্মনোজ্ঞত্ব-লীলাদের্ন তথা মতা॥ ৩।১।৩-৪॥

—যোগি-শান্তভক্তদের সুখ প্রায়শঃ স্বসুখজাতীয় (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দজাতীয়) হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্বসুখ (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ) হইতেছে অঘন—তরল, অনিবিড় ; ঈশময় (সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি-প্রচুর) সুখ হইতেছে ঘন—নিবিড়। তাহাতেও (অর্থাৎ সেই স্বসুখজাতীয়ত্বাদির মধ্যেও) দাসাদির ন্যায় তাহাদের ঈশ্বর-স্বরূপানুভবেরই (অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহরূপ-তৎসাক্ষাৎকারেরই) রসোৎপত্তির নিমিত্ত উরুহেতুতা হইয়া থাকে। তথাপি কিন্তু দাসাদির অনুভবপ্রকারে মনোজ্ঞত্ব-লীলাদিগুণের যেরূপ উরুহেতুতা, তদ্রূপ নহে, যথাকথঞ্চিৎই।”

তাৎপর্য্য। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানযোগী (জ্ঞানমার্গের সাধক) জ্ঞানমার্গের সাধনে সমাধি অবস্থায় নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দের (স্বসুখের) অনুভব করিয়া থাকেন। কোনও ভাগ্যে তাঁহারা যদি (সনকাদির ন্যায়) শান্তিরতি লাভ করেন, তাহা হইলে রতির অনুভবে তাঁহারা যে সুখ লাভ করেন, তাহা হইতেছে “প্রায়শঃ” তাঁহাদের পূর্ব্বানুভূত ব্রহ্মসুখ-জাতীয়। “প্রায়শঃ” বলার হেতু এই যে, রতির অনুভবকালে তাঁহারা ভগবানের গুণাদিরও অনুভব লাভ করেন—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবে যাহা অসম্ভব। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসুখে ভগবদ্‌গুণাদির অনুভবজনিত সুখ নাই, শান্তিরতির অনুভবে তাহা আছে—ইহাই হইতেছে ব্রহ্মানন্দ হইতে শান্তিরতির অনুভবজনিত আনন্দের বিশেষত্ব। শান্তিরতিতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের—তাঁহার রূপ-গুণাদির—অনুভব হয়; নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের অনুভূতিতে তাহা হয় না। শান্তিরতির অনুভবকালে যে ঈশময় সুখ জন্মে, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের অনুভব বা সাক্ষাৎকারই তাহার প্রধান হেতু। ব্রহ্মানন্দ হইতেছে অনিবিড়, তরল; কিন্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-ভগবৎস্বরূপের অনুভবজনিত সুখ হইতেছে ঘন—নিবিড়। সুতরাং শান্তিরতির অনুভবজনিত সুখ হইতেছে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের অনুভবজনিত সুখ অপেক্ষা উৎকর্ষময়। তথাপি কিন্তু ইহা দাস্যভাবের ভক্তদের অনুভূত সুখ অপেক্ষা ন্যূন। দাস্যরতির অনুভবে যে সুখ, তাহার হেতু হইতেছে ভগবানের দাস্যভাবোচিতী লীলার অনুভব; শান্তিরতিতে ইহার অভাব। শান্তিরতির পক্ষে রসত্বাপত্তির হেতু হইতেছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব বা সাক্ষাৎকার ; আর দাস্যরতির রসত্বাপত্তির হেতু হইতেছে সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের দাস্যভাবোচিতী লীলার সাক্ষাৎকার। কেবল স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের আনন্দ অপেক্ষা লীলা-সাক্ষাৎকারের আনন্দ প্রচুরতর। এজন্য শান্তরস অপেক্ষা দাস্যরসের উৎকর্ষ।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা শান্তিরতির—সুতরাং শান্তভক্তিরসের—আনন্দ উৎকর্ষময়; তথাপি ইহা দাস্যরতির—সুতরাং দাস্যভক্তিরসের—আনন্দ অপেক্ষা ন্যূন। ইহাই হইতেছে শান্তভক্তিরসে আস্বাদ্য সুখের স্বরূপ।

২৬৬। শান্তভক্তিরসের আলম্বন

"চতুর্ভুজশ্চ শান্তাশ্চ অস্মিন্নালম্বনা মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৪॥

- এই শান্তভক্তিরসে আলম্বন হইতেছেন চতুর্ভুজ-ভগবৎস্বরূপ এবং শান্তভক্তগণ।"

চতুর্ভুজ-ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন **বিষয়ালম্বন** এবং শান্তভক্ত হইতেছেন **আশ্রয়ালম্বন**।

ক। চতুর্ভুজ বিষয়ালম্বন

"শ্যামাকৃতিঃ স্ফুরতি চারুচতুর্ভুজোঽয়মানন্দরাশিরখিলাত্ম-তরঙ্গসিন্ধুঃ।
যস্মিন্ গতে নয়নয়োঃ পথি নির্জিহীতেপ্রত্যক্পদাৎ পরমহংসমুনের্মনোঽপি॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ আত্মারামশিরোমণিঃ। পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম শমো দান্তঃ শুচির্বশী॥
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ। বিভুরিত্যাদি-গুণবানস্মিন্নালম্বনো হরিঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫॥

—(তাপস শান্তভক্তগণ বলিয়াছেন) শ্যামাকৃতি মনোহর চতুর্ভুজ প্রকাশ পাইতেছেন; ইনি আনন্দরাশি এবং অখিলজীবসমূহরূপ তরঙ্গের সমুদ্রতুল্য (তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের অংশ, তদ্রূপ জীবাত্মাও পরমাত্মার অংশ, তাহাই এ-স্থলে সূচিত হইল)। ইনি যদি নয়ন-পথ-গত হয়েন, তাহা হইলে পরমহংস মুনিগণের মনও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান হইতে (প্রত্যক্পদাৎ) নির্গত হইয়া ইঁহার গুণসমূহে আবিষ্ট হইয়া পড়ে।

এই শান্তরসে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ, আত্মারামশিরোমণি, পরমাত্মা পরব্রহ্ম, শম, দান্ত, শুচি, বশী, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত (মায়াকার্য্যের অবশীভূত), হতারিগতিদায়ক এবং বিভু ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হরিই হইতেছেন আলম্বন—বিষয়ালম্বন।"

খ। শান্ত—আশ্রয়ালম্বন

"শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ-তৎপ্রেষ্ঠ-কারুণ্যেন রতিং গতাঃ।
আত্মারামাস্তদীয়াধ্ববদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫॥

—শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তের করুণায় যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছেন, এতাদৃশ আত্মারাম এবং ভগবান্মার্গে বদ্ধশ্রদ্ধ তাপসগণ হইতেছেন শান্তভক্ত।"

(১) আত্মারাম শান্তভক্ত

"আত্মারামাস্তু সনক-সনন্দনমুখা মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫॥

—সনক-সনন্দন-প্রভৃতি হইতেছেন আত্মারাম শান্তভক্ত।"

সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার-এই চারিজনকে চতুঃসন বলে। ইঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র। জন্মাবধি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ছিলেন; বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া ভগবৎকৃপায় রতি লাভ করেন। তাঁহারা নিত্য-বালক-মূর্ত্তি—পাঁচ-ছয় বৎসরের বালকসদৃশ, তেজের দ্বারা উদ্ভাসিত, গৌর বর্ণ, উলঙ্গ; তাঁহারা প্রায় এক সঙ্গেই থাকিতেন। ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

"সমস্তগুণবর্জ্জিতে করণতঃ প্রতীচীনতাং
গতে কিমপি বস্তুনি স্বয়মদীপি তাবৎ সুখম্।
ন যাবদিয়মদ্ভুতা নবতমালনীলদ্যুতে-
র্মুকুন্দ সুখচিদ্ঘনা তব বভুব সাক্ষাৎকৃতিঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫॥

—হে মুকুন্দ! যে পর্য্যন্ত তোমার এই সুখচিদ্ঘনা অদ্ভুত-তমালনীলদ্যুতির সাক্ষাৎকার না হইয়াছিল, সে-পর্য্যন্তই ইন্দ্রিয়ের অগোচর গুণবর্জ্জিত (নির্ব্বিশেষ) কোনও বস্তুতে (অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে) সুখ স্বয়ং স্ফুরিত হইত।"

(২) তাপস শান্তভক্ত

"মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্তবিরক্ততাঃ।
অনুজ্ঝিতমুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৬॥

—'ভক্তিদ্বারাই মুক্তি নির্বিঘ্না হইতে পারে'—ইহা জানিয়া যাঁহারা (ভক্তিসাধনের জন্য) যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ভগবদ্ভজন করেন, অথচ মোক্ষবাসনাও পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদিগকে তাপস শান্তভক্ত বলে।"

আত্মারামগণ ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপাতেই রতি লাভ করেন; আর তাপসগণ সাধনের দ্বারা ভগবৎ-কৃপায় তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাই হইতেছে এই দুইরকম শান্তভক্তের পার্থক্য।

তাপস ভক্তের দৃষ্টান্ত :—

"কদা শৈলদ্রোণ্যাং পৃথুলবিটপিক্রোড়বসতি-বসানঃ কৌপীনং রচিতফলকন্দাশনরুচিঃ।
হৃদি ধ্যায়ং ধ্যায়ং মুহুরিহ মুকুন্দাভিধমহং চিদানন্দং জ্যোতিঃ ক্ষণমিব বিনেষ্যামি রজনীঃ॥ ভ, র,সি, ৩।১।৬॥

—কবে আমি পর্ব্বতগুহায়, অথবা বিপুল-বৃক্ষের ক্রোড়দেশে বসতি স্থাপন করিয়া বাস করিব? কবে আমি কৌপীন পরিধান করিব? ফলমূল-ভোজনে কবেই বা আমার রুচি জন্মিবে? কবেই বা আমি হৃদয়মধ্যে (স্বভাবতঃ-সংসারহরণ-কারী মুক্তিদাতা) মুকুন্দনামক চিদানন্দ জ্যোতির ধ্যান করিতে করিতে ক্ষণকালের ন্যায় দিবারাত্রি যাপন করিব?"

টীকায় শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামি-মহোদয় বলিয়াছেন—"চিদানন্দমিতি রতিকলাশ্রয়ণাদেবোক্তম্। জাতভাবেন তু চিদানন্দঘনমিতি বক্তুং যুক্তম্।—শ্লোকে যে চিদানন্দ-জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়—রতির কলামাত্রের আশ্রয়ত্ব হেতুতেই তাহা বলা হইয়াছে। যদি ভাবেরই (পূর্ণা রতিরই) উদয় হইত, তাহা হইলে চিদানন্দঘন বলাই সঙ্গত হইত।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলেন, তাপস-ভক্তগণ রতির কলাই লাভ করেন।

"ভক্তাত্মারামকরুণা-প্রপঞ্চনেনৈব তাপসাঃ।
শান্তাখ্যভাবচন্দ্রস্য হৃদাকাশে কলাং শ্রিতাঃ॥৩।১।৬॥

—ভক্ত ও আত্মারামগণের করুণা-প্রপঞ্চনদ্বারাই তাপসগণ হৃদয়মধ্যে শান্তনামক-ভাবচন্দ্রের কলার আশ্রয় হয়েন।"

২৬৭। শান্তভক্তিরসে উদ্দীপন

অসাধারণ উদ্দীপন

"শ্রুতির্মহোপনিষদাং বিবিক্তস্থানসেবনম্। অন্তর্বৃত্তিবিশেষস্য স্ফূর্ত্তিস্তত্ত্ববিবেচনম্॥
বিদ্যাশক্তিপ্রধানত্বং বিশ্বরূপপ্রদর্শনম্। জ্ঞানিভক্তেন সংসর্গো ব্রহ্মসত্রাদয়স্তথা।
এষ্বসাধারণাঃ প্রোক্তা বুধৈরুদ্দীপনা অমী॥ ভ, র, সি, ২।১।৭॥

—মহোপনিষদসমূহের শ্রবণ, নির্জ্জন স্থান-সেবন, অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষের স্ফূর্ত্তি, তত্ত্ববিচার, মোচকত্ববশতঃ বিদ্যাশক্তির প্রাধান্য, বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, জ্ঞানী ভক্তের সংসর্গ এবং ব্রহ্মসত্র (সমানবিদ্যা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর উপনিষদের বিচার)-প্রভৃতিকে পণ্ডিতগণ শান্তভক্তিরসে অসাধারণ উদ্দীপন বলিয়া থাকেন।"

উপনিষৎ-শ্রবণরূপ উদ্দীপন :—

"অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুঙ্গবসঙ্গমায় রঙ্গং যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৭॥

—কমলযোনি ব্রহ্মার ক্লেশরহিত-সভায় প্রবেশ করিয়া (কবি-হবি-প্রভৃতি) শ্রুতজ্ঞ নব যোগীন্দ্রও উপনিষদের শিরোভাগতুল্য (গোপালতাপনী) শ্রুতি শ্রবণ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষের কথা জানিয়া) যদুপুঙ্গবের সঙ্গমার্থ পুলকাকুল কলেবর হইয়া দ্বারকাগমনের জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।"

সাধারণ উদ্দীপন

"পাদাব্জতুলসীগন্ধঃ শঙ্খনাদো মুরদ্বিষঃ। পুণ্যশৈলঃ শুভারণ্যং সিদ্ধক্ষেত্রং স্বরাপগা॥
বিষয়াদি-ক্ষয়িষ্ণুত্বং কালস্যাখিলহারিতা। ইত্যাদ্যুদ্দীপনাঃ সাধারণাস্তেষাং কিলাশ্রিতৈঃ॥
—ভ, র, সি, ৩।১।৮॥

—ভগবৎ-পাদপদ্মের তুলসীর গন্ধ, মুরারির শঙ্খধ্বনি, পুণ্যপর্ব্বত, পবিত্র বন, সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়াদির ক্ষয়িষ্ণুতা, কালের সর্ব্বহারিত্ব—ইত্যাদি হইতেছে সাধারণ উদ্দীপন। (আশ্রিত-দাসবিশেষ-গণেরও এ-সমস্ত হইতেছে সাধারণ উদ্দীপন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা)।"

ভগবানের চরণস্থিত তুলসীর গন্ধে সনকাদির কৃষ্ণরতি উদ্দীপিত হইয়াছিল।"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী মকরন্দবায়ুঃ—ইত্যাদি শ্রীভা, ৩।১৫।৪৩॥"

২৬৮। শান্তভক্তিরসে অনুভাব

অসাধারণ অনুভাব

"নাসাগ্রন্যস্তনেত্রত্বমবধূতবিচেষ্টিতম্। যুগমাত্রেক্ষিত-গতির্জ্ঞানমুদ্রা-প্রদর্শনম্॥
হরেদ্বিষ্যপি ন দ্বেষো নাতিভক্তিঃ প্রিয়েষ্বপি। সিদ্ধতায়াস্তথা জীবন্মুক্তেশ্চ বহুমানিতা॥
নৈরপেক্ষ্যং নির্ম্মমতা নিরহঙ্কারিতা তথা। মৌনমিত্যাদয়ঃ শীতাঃ স্যুরসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ॥
—ভ, র, সি, ৩।১।৯॥

—নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, যুগমাত্রেক্ষিত-গতি (অর্থাৎ সম্মুখে চতুর্হস্ত-পরিমিত স্থানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পরে গমন), জ্ঞানমুদ্রা প্রদর্শন (তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে জ্ঞানমুদ্রা হয়), হরি-বিদ্বেষীর প্রতিও দ্বেষহীনতা, হরির প্রিয় ভক্তের প্রতিও অতিভক্তিহীনতা, সিদ্ধতার (অত্যন্ত সংসার-ধ্বংসের) এবং জীবন্মুক্তির (শরীরদ্বয়ে আবেশহীন ভাবে স্থিতির) প্রতি বহু আদর, নিরপেক্ষতা, নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কারিতা এবং মৌনাদি শীত (সুখময়) ভাবসমূহ হইতেছে শান্তরসে অসাধারণ অনুভাব।"

সাধারণ অনুভাব

"জৃম্ভাঙ্গমোটনং ভক্তেরুপদেশো হরের্নতিঃ।
স্তবাদয়শ্চ দাসাদ্যৈঃ শীতাঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।১।১০॥

—জৃম্ভা (হাই তোলা), অঙ্গমোটন, ভক্তির উপদেশ, হরির প্রতি নতি এবং দাসাদির সহিত হরির স্তবাদি শীত (সুখময়) ভাবসমূহ হইতেছে সাধারণ অনুভাব।"

২৬৯। শান্তভক্তিরসে সাত্ত্বিক ভাব

"রোমাঞ্চ-স্বেদ-কম্পাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ প্রলয়ং বিনা ॥ ভ, র, সি ৩।১।১১॥

—শান্তভক্তিরসে প্রলয়ব্যতীত (ভূপতনাদিব্যতীত) রোমাঞ্চ, স্বেদ ও কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়।"

নিরভিমানী যোগীদের শরীরাদিতে উল্লিখিত সাত্ত্বিকভাব সকল জ্বলিত হয়, কিন্তু দীপ্ত হয় না।

এষাং নিরভিমানিনাং শরীরাদিষু যোগিনাম্।
সাত্ত্বিকাস্তু জ্বলন্ত্যেব ন তু দীপ্তা ভবন্ত্যমী ॥ ভ, র, সি, ৩।১।১২॥
(পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৬০, ৬১-অনুচ্ছেদে জ্বলিত ও দীপ্ত সাত্ত্বিকের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)

২৭০। শান্তভক্তিরসে সঞ্চারী ভাব

"সঞ্চারিণোঽত্র নির্বেদো ধৃতির্হর্ষো মতিঃ স্মৃতিঃ।
বিষাদোৎসুকতাবেগবিতর্কাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।১।১৩॥

—শান্তভক্তিরসে নির্বেদ, ধৃতি, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্কাদি হইতেছে সঞ্চারী ভাব।'

২৭১। শান্তভক্তিরসে স্থায়ী ভাব

"অত্র শান্তিরতিঃ স্থায়ী সমা সান্দ্রা চ সা দ্বিধা ॥৩।১।১৩॥

—শান্তভক্তিরসে শান্তিরতি হইতেছে স্থায়ী ভাব। এই শান্তিরতি দুই রকমের—সমা ও সান্দ্রা।"

ক। **শান্তিরতি দ্বিবিধা—সমা ও সান্দ্রা**

টীকায় শ্রীলমুকুন্দদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন—"মনসি শ্রীকৃষ্ণস্যানুভবময়ী সমা, বহিঃ

সাক্ষাদ্দর্শনময়ী সান্দ্রা – মনে শ্রীকৃষ্ণের অনুভবময়ী শান্তিরতিকে বলে সমা ; আর বাহিরে সাক্ষাদ্দর্শন-ময়ী শান্তিরতিকে বলে সান্দ্রা।" নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

(১) সমা শান্তিরতির দৃষ্টান্ত

"সমাধৌ যোগিনস্তস্মিন্নসংপ্রজ্ঞাতনামনি।

লীলয়া ময়ি লব্ধেঽস্য বভূবোৎকম্পিনী তনুঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।১৪॥

—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) এই যোগীর অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে লীলাবশতঃ আমি উপলব্ধ হইলে ইঁহার তনু উৎকম্পিত হইয়াছিল।"

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—বৃত্তিশূন্য-মনের ব্রহ্মাকারতায় স্থিতিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। "মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যা সম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে॥"

(২) সান্দ্রা শান্তিরতির দৃষ্টান্ত

"সর্ব্বাবিদ্যাধ্বংসতো যঃ সমন্তাদাবির্ভূতো নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ।

জাতে সাক্ষাদ্‌যাদবেন্দ্রে স বিন্দন্ময়্যানন্দঃ সান্দ্রতাং কোটিধাসীৎ॥

—ভ, র, সি, ৩.১।১৫॥

—(জ্ঞানী শান্তভক্তের উক্তি) সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যার ধ্বংসবশতঃ নির্বিকল্প সমাধিতে যাদবেন্দ্রের সাক্ষাৎকার হইলে (তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদির অনুভবে) আমাতে যে আনন্দ সর্ব্বতোভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা কোটি সান্দ্রতা লাভ করিয়া প্রকাশমান্ হইয়াছিল।"

খ। শান্তভক্তিরস দ্বিবিধ – পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকার

"শান্তো দ্বিধৈষ পারোক্ষ্যসাক্ষাৎকারবিভেদতঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।১৫।

—পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকারভেদে শান্ত দুই প্রকার।"

(১) পারোক্ষ্য শান্ত রস

"প্রযাস্যতি মহত্তপঃ সফলতাং কিমষ্টাঙ্গিকা মুনীশ্বর পুরাতনী পরমযোগচর্য্যাপ্যসৌ।

নরাকৃতিনবাম্বুদদ্যুতিধরং পরং ব্রহ্ম মে বিলোচন-চমৎকৃতিং কথয় কিন্নু নির্ম্মাস্যতি॥

– ভ, র. সি, ৩.১।১৫॥

– হে মুনীশ্বর ! বলুন দেখি, আমার মহৎ-তপস্যা এবং পুরাতনী অষ্টাঙ্গিকী পরমযোগচর্য্যা কি সফলতা প্রাপ্ত হইবে ? নবজলধর-দ্যুতি নরাকৃতি পরব্রহ্ম কি আমার নয়নের চমৎকৃতি বিধান করিবেন ?"

এ-স্থলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার নাই বলিয়া পারোক্ষ্য হইয়াছে।

(২) সাক্ষাৎকারজনিত শান্তরস

"পরমাত্মতয়াতিমেদুরাদ্ বত সাক্ষাৎকরণ-প্রমোদতঃ।

ভগবন্নধিকং প্রয়োজনং কতরদ্ ব্রহ্মবিদোঽপি বিদ্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।১।১৭॥

—হে ভগবন্ (হে সর্বাতীতানন্ত-গুণসম্পন্ন) ! পরমাত্মতাবশতঃ অতিমেদুর (মনোহর) আপনার সাক্ষাৎকারজনিত যে আনন্দ, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির পক্ষেও তাহা অপেক্ষা অধিক আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ?"

নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দ অপেক্ষা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ যে পরমোৎকর্ষময় তাহাই এ-স্থলে বলা হইল।

২৭২। শ্রীনন্দনন্দনের কৃপাতিশয়-লব্ধা রতির বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২৬৬-খ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তের করুণায় আত্মারাম-গণ এবং তাপসগণ শান্তিরতি লাভ করিয়া থাকেন। সনকাদি যে ভগবানের করুণায় শান্তিরতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সনকাদি এই রতি লাভ করিয়াছেন বৈকুণ্ঠা-ধিপতি নারায়ণের কৃপায়; এই নারায়ণ স্বয়ংভগবান্ নন্দনন্দন নহেন, নন্দনন্দনের অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এক প্রকাশমাত্র। ভগবৎ-স্বরূপগণের করুণা প্রায়শঃ তাঁহাদের স্বরূপের অনুরূপই হইয়া থাকে। শ্রীনারায়ণ হইতেছেন ঐশ্বর্য্যপ্রধান স্বরূপ; তাঁহার কৃপালব্ধা রতিও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী। শান্তিরতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী; তাই শান্তভক্তগণ তাঁহাদের শান্তিরতির বিষয় ভগবান্‌কে পরব্রহ্ম পরমাত্মা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইতেছেন মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ; তদ্‌বিষয়া রতিও শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। যদিও ব্রজেন্দ্রনন্দনে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-এই উভয়েরই পূর্ণতম বিকাশ, তথাপি পূর্ণতম-বিকাশময় ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া মাধুর্য্যেরই আনুগত্য করিয়া থাকে, নিজের স্বরূপে নিজেকে প্রকাশ করেনা; মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রয়োজনে আত্ম-প্রকাশ করে। এজন্য স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের কৃপা হইতে লব্ধা রতিও হইবে শুদ্ধমাধুর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনা। সুতরাং কোনও ভাগ্যে যদি কেহ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের কৃপাতিশয় হইতে রতি লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বে জ্ঞাননিষ্ঠ থাকিয়া থাকিলেও তাঁহার সেই রতি হইবে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীনা। নারায়ণাদি অন্য ভগবৎ-স্বরূপ হইতে স্বয়ংভগবান্ নন্দনন্দনের যেরূপ বৈশিষ্ট্য, নারায়ণাদির কৃপালব্ধা রতি হইতেও নন্দনন্দনের কৃপাতিশয়-লব্ধা রতির তদনুরূপ বৈশিষ্ট্য। নারায়ণাদির কৃপালব্ধা রতি হইতেছে শান্তিরতি; কিন্তু নন্দনন্দনের কৃপাতিশয়-লব্ধা রতি সেই শান্তিরতি হইতেও অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যময়ী। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

> "ভবেৎ কদাচিৎ কুত্রাপি নন্দসূনোঃ কৃপাভরঃ।
> প্রথমং জ্ঞাননিষ্ঠোঽপি সোঽত্রৈব রতিমুদ্‌বহেৎ ॥৩।১।১৯॥

– কখনও কাহারও প্রতি যদি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিশয় হয়, তাহাহইলে তিনি যদি প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠও থাকেন, তথাপি সেই কৃপাতিশয়ের প্রভাবে তিনি রতি উদ্‌বহন করেন (অর্থাৎ শান্তরতি হইতেও উৎকর্ষময়ী রতি লাভ করিয়া থাকেন)।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন- নন্দনন্দনের কৃপাতিশয়ে লব্ধা রতি যে পরমোৎ-কর্ষময়া হয়, তাহাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে। নন্দনন্দনের কৃপাতিশয়ে যে রতি লাভ হয়, তাহার বিষয়

হইতেছেন নন্দনন্দন ; যাহা শান্তিরতিকেও অতিক্রম করিয়া থাকে, তাহা হইতেছে এতাদৃশ এক রতি-বিশেষ। "অত্র শ্রীনন্দসূনাবেব রতিমুচ্চৈর্বহেত তদ্‌যোগ্যাং শান্তিমতিক্রম্য রতিবিশেষং বহতীত্যর্থঃ।"

উদাহরণ

বিল্বমঙ্গল-স্তবে

"অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ভ, র, সি, ৩।১।২০॥

—আমরা ছিলাম অদ্বৈতমার্গের পথিকদের উপাস্য (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধন করেন, আমাদিগকে জ্ঞানমার্গের সাধনে অতি উচ্চ অধিকারী মনে করিয়া তাঁহারা আমাদের উপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগকর্তৃক) ব্রহ্মানন্দের অনুভবরূপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আমরা পূজিত হইতাম। কিন্তু কোনও গোপবধূলম্পট শঠ হঠপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার দাস করিয়া ফেলিয়াছেন (ব্যাজস্তুতি)।"

বিল্বমঙ্গল প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠ (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞান মার্গের উপাসক) ছিলেন। গোপীজনবল্লভ নন্দনন্দনের কৃপাতিশয়ে পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কান্তাভাবময়ী মধুরা রতি লাভ করিয়াছেন। এই মধুরারতি শান্তিরতি হইতে পরমোৎকর্ষময়ী। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"তৎকারুণ্যশ্লথীভূতজ্ঞানসংস্কারসন্ততিঃ।
এষ ভক্তিরসানন্দনিপুণঃ স্যাদ্ যথা শুকঃ॥৩।১।২১॥

—শ্রীশুকদেবের ন্যায়, এই বিল্বমঙ্গলেরও শ্রীকৃষ্ণকৃপায় জ্ঞানসংস্কারসমূহ শ্লথীভূত হইয়াছিল, তিনি ভক্তিরসানন্দে নিপুণ হইয়াছিলেন।"

২৭৩। শান্তরস ও অন্যান্য আচার্য্য

কোনও কোনও আচার্য্য শান্তরস স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাঁহাদের মতের উল্লেখ করিয়া স্বীয় মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

"শমস্য নির্ব্বিকারত্বান্নাট্যজ্ঞৈ নৈঁষ মন্যতে। শান্ত্যাখ্যায়া রতেরত্র স্বীকারান্ন বিরুদ্ধ্যতে॥
শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ। তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা॥

—ভ, র, সি, ৩।১।২২॥

—শমভাব নির্ব্বিকার বলিয়া নাট্যজ্ঞগণ শান্তরস স্বীকার করেন না। কিন্তু এ-স্থলে শান্তিরতি স্বীকার করিলে বিরুদ্ধ কিছু হয় না। শ্রীভগবান্ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—'আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠাকে শম বলে।' সুতরাং এই শান্তিরতি ব্যতীত বুদ্ধির সেই নিষ্ঠা অসম্ভব।"

তাৎপর্য্য। যাঁহারা শান্তরস স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন--বিভাবাদির সহিত মিলনে শান্তিরতি শান্তরসে পরিণত হয়। শান্তিরতি কি? যাঁহাদের মধ্যে "শম" আছে, তাঁহাদের রতিকে

শান্তিরতি বলে। কিন্তু শম কি? "মানসে নির্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে॥ ভ, র, সি, ২।৫।১০॥—মনোমধ্যে যে নির্বিকল্পত্ব (নির্বিকারত্ব), তাহাকে শম বলে।" সুতরাং শম হইতেছে নির্বিকার-স্বভাব; সুতরাং শান্তিরতিও নির্বিকার-স্বভাবা। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন—যে রতি নির্বিকার-স্বভাবা, তাহা রসে পরিণত হইতে পারেনা। কেননা, নির্বিকারের গতি নাই, ক্রিয়া নাই; রসনিষ্পত্তির জন্য কিন্তু গতি ও ক্রিয়া আবশ্যক---আলম্বন-বিভাবের প্রতি রতির গতি এবং রসাস্বাদনরূপ ক্রিয়া আবশ্যক। নির্বিকার-স্বভাবা শান্তিরতির পক্ষে গতি ও ক্রিয়া অসম্ভব বলিয়া শান্তিরতি রসে পরিণত হইতে পারে না।

বিরুদ্ধবাদীদের এইরূপ আপত্তির উত্তরে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—শান্তিরতি নির্বিকার-স্বভাবা হইলেও তাহার রসত্ব-প্রাপ্তি হইতে পারে; কেননা, শান্তিরতিতে রসত্ব-প্রাপ্তির বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল কিছু নাই। একথা বলার হেতু এই।

শমে বা শান্তিরতিতে যে-বিকারের অভাব, সেই বিকারের স্বরূপ কি? প্রথমতঃ দেখিতে হইবে বিকার কি? কোনও বস্তু তাহার স্বরূপ হইতে যদি অন্যরূপ ধারণ করে, তাহা হইলে সেই অন্যরূপকে বলে বিকার। "বিকারঃ প্রকৃতেরন্যথাভাবঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম।" জীবের সহিত আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের অনাদি অবিচ্ছেদ্য স্বরূপগত সম্বন্ধ আছে বলিয়া জীবচিত্তের স্বাভাবিকী বা স্বরূপানুবন্ধিনী গতি হইতেছে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের দিকে; তাহার সুখবাসনা চিরন্তনী এবং স্বাভাবিকী। কিন্তু অনাদি ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাবশতঃ, অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ, সুখরূপ ভগবানের দিকেই যে চিত্তের গতি, তাহা জীব জানিতে পারে না। অনাদিবহির্ম্মুখতাবশতঃ মায়াকবলিত হইয়া মায়ার প্রভাবে জীব মনে করে--তথাকথিত-সুখময় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতিই তাহার চিত্তের গতি। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবানের প্রতি চিত্তের যে স্বাভাবিকী গতি, মায়ার প্রভাবে তাহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হওয়াতে চিত্তগতির রূপ স্বরূপ হইতে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, চিত্তবৃত্তির গতি বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল—মায়াপ্রভাব-জনিত বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ করিলেই মন তাহার স্বাভাবিকী গতি প্রাপ্ত হইতে পারে, স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করিতে পারে এবং স্বীয় বাস্তব অভীষ্ট সুখে—আনন্দস্বরূপ ভগবানে—স্থিতি লাভ করিতে পারে। চিত্তের এই অবস্থাকেই "শম' বলে

"বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্মতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ॥ ভ, র, সি, ২।৫।১০॥

—যে স্বভাব হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া লোক আত্মানন্দে অবস্থান করে, সেই স্বভাবকে শম বলে।"

এতাদৃশ শম যাঁহাদের চিত্তে আছে, তাঁহাদের রতিকে বলে শান্তিরতি। কিন্তু কাহার প্রতি রতি? এই রতির বিষয় কে? বিষয় হইতেছে—জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী সুখবাসনার লক্ষ্য যিনি, সেই আনন্দস্বরূপ ভগবান্। অন্যবিষয় হইতে সম্যক্‌রূপে অপসারিত হইয়া বুদ্ধি যখন সেই আনন্দ-স্বরূপ ভগবানে নিষ্ঠা লাভ করে, তখনই এতাদৃশ শম সম্ভব। শ্রীভগবান্ উদ্ধবের নিকটেও তাহাই

বলিয়াছেন—"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ॥ শ্রীভা ১১।১৯।৩৬॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি॥" বস্তুতঃ শান্তিরতি ব্যতীত (অর্থাৎ যে-পর্য্যন্ত চিত্ত নির্বিকার না হইবে, সে-পর্য্যন্ত) এতাদৃশী নিষ্ঠাও সম্ভব নহে। এজন্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—"তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা।"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—যে-বিকারহীনত্ববশতঃ শম এবং শম হইতে উদ্ভুতা শান্তি-রতি রসত্ব লাভ করিতে পারে না বলিয়া বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন, সেই বিকার হইতেছে মায়াজনিত-বিষয়-ভোগবাসনা। তাহা তিরোহিত হইয়া গেলে জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী সুখবাসনা স্ফুরিত হয় এবং এই স্বরূপানুবন্ধিনী সুখবাসনার স্বাভাবিকী গতিও স্ফুরিত হয়—সুখস্বরূপ ভগবানের দিকে--বিষয়া-লম্বনের দিকে; এই ভাবে আলম্বন বিভাবের সহিত সেই রতির যোগ হইয়া থাকে এবং অন্যান্য রস-সামগ্রীর সহিতও যোগ হইয়া থাকে। এইরূপে শান্তরসের উদ্ভব হয়। আশ্রয়ালম্বনের স্বরূপগত-সুখবাসনা স্বাভাবিক ভাবেই সেই রসের আস্বাদন করিয়া থাকে। বিষয়ালম্বন ভগবানের দিকে সুখ-বাসনার গতি এবং রসের আস্বাদন আশ্রয়ালম্বনের চিত্তবৃত্তির বিকার নহে; কেননা, সুখবাসনার স্বরূপ হইতেই এই গতি এবং আস্বাদনক্রিয়া সম্ভব হয়। এইরূপে দেখা গেল—বিরুদ্ধবাদিকথিত শমের নির্বিকারত্ব স্বীকার করিয়াই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী দেখাইয়াছেন—সেই নির্ব্বিকারত্ব শমোদ্ভুতা শান্তি-রতির পক্ষে রসতাপত্তির বিরোধী হয় না।

উল্লিখিতরূপে নির্ব্বিকারস্বভাবা শান্তিরতি যে শান্তরসে পরিণত হয়, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাও দেখাইয়াছেন।

ক। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের প্রমাণ

"নাস্তি যত্র সুখং দুঃখং ন দ্বেষো ন চ মৎসরঃ।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ॥ ভ, র, সি, ৩।১।২৩॥

—যাহাতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য্য নাই এবং যাহাতে সর্ব্বভূতে সমভাব বিদ্যমান, তাহাই শান্তরস।"

এ-স্থলে সুখ-দুঃখ-দ্বেষ-মাৎসর্য্যাদির অভাবে মায়াকবলিতত্ব-জনিত বিকাররাহিত্যই সূচিত হইয়াছে। তথাপি শান্তরস-নিষ্পত্তির কথা বলা হইয়াছে।

খ। শান্তিরতি অহঙ্কারশূন্যা

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচনের "ন চ মৎসরঃ"--বাক্যে মাৎসর্য্যহীনতার কথা বলা হইয়াছে। যতক্ষণ-পর্য্যন্ত "আমি, আমার"-ইত্যাদিরূপ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও নির্মৎসরতা জন্মিতে পারে না, সুখ-দুঃখ-দ্বেষাদির অনুভূতিও তিরোহিত হইতে পারে না। এইরূপে জানাগেল--শান্তিরতির আশ্রয় যিনি, তিনি হইবেন নিরহঙ্কার, অহঙ্কৃতি-ভাবশূন্য। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার বুদ্ধি নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, অন্য কোনও দিকে---অহন্তা-মমত্বাদির দিকেও--তাঁহার বুদ্ধির গতি থাকিতে পারেনা, তাঁহার অহঙ্কারও থাকিতে পারে না। এতাদৃশ (বুদ্ধির শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাপ্রাপ্তিরূপ শমসম্পন্ন) ভাগ্যবানের রতিকেই শান্তিরতি বলে। এইরূপে দেখাগেল--শান্তিরতি হইতেছে অহঙ্কারশূন্যা।

গ। সাহিত্যদর্পণের অভিমত

সাহিত্যদর্পণেও শান্তরস স্বীকৃত হইয়াছে।

"শান্তঃ শমস্থায়িভাব উত্তমপ্রকৃতির্মতঃ। কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণদৈবতঃ॥

অনিত্যত্বাদিনাশেষবস্তুনিঃসারতা তু যা। পরমাত্মস্বরূপং বা তস্যালম্বনমিষ্যতে॥৩।২১০॥

—শান্তরস হইতেছে উত্তমপ্রকৃতি, কুন্দেন্দু-সুন্দর-ছায়াবিশিষ্ট, নারায়ণদৈবত; অনিত্য বলিয়া সমস্ত বস্তুর নিঃসারতা, অথবা পরমাত্মাস্বরূপ হইতেছে ইহার আলম্বন।"

"উত্তমপ্রকৃতি"-শব্দে বিকারহীনতা সূচিত হইতেছে। "অনিত্যত্বাদিনাশেষবস্তুনিঃসারতা"-শব্দে নিত্য-পরমাত্মব্যতীত অন্য (ইন্দ্রিয়-ভোগ্য অনিত্য) বস্তুতে কামনাহীনতা সূচিত হইতেছে।

এইরূপে দেখা গেল---সাহিত্যদর্পণে শান্তরস স্বীকৃত হইয়াছে। শান্তরসের স্বরূপ এবং আলম্বন-বিভাব-সম্বন্ধেও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও সাহিত্যদর্পণের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। উদ্দীপনাদি-বিষয়েও মতের ঐক্য দৃষ্ট হয়

সাহিত্যদর্পণে শান্তরস-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদাহরণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

"রথ্যান্তশ্চরতস্তথা ধৃতজরৎকন্থালবস্যাধ্বগৈঃ সত্রাসঞ্চ সকৌতুকঞ্চ সদয়ং দৃষ্টস্য তৈর্নাগরৈঃ।

নির্ব্যাজীকৃতচিৎসুধারসমুদা নিদ্রায়মাণস্য মে নিঃশঙ্কঃ করটঃ কদা করপুটীভিক্ষাং বিলুণ্ঠিষ্যতি॥

—(কোনও বিষয়বিরক্ত ভক্ত বলিয়াছেন) কবে আমি জীর্ণকন্থার লবমাত্র ধারণ করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত পথিমধ্যে বিচরণ করিব? পথিকগণ এবং জনপদবাসিগণ নগ্নপ্রায় এবং উন্মত্তপ্রায় আমার প্রতি কবে সত্রাস, সকৌতুক এবং সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে? কামনাবাসনাহীন হইয়া ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে আমি কখন নিদ্রায়মাণ (নিমীলিতনেত্র) হইব? এবং সেই অবস্থায় কখন আমার হস্তাঞ্জলিস্থিত ভিক্ষালব্ধ-বস্তু কাকসমূহ নিঃশঙ্কচিত্তে লুণ্ঠন করিয়া নিবে?"

ঘ। শান্তরস ও দয়াবীর-ধর্ম্মবীরাদিরস

উল্লিখিত উদাহরণে কাকের প্রতি দয়া এবং ধর্ম্মে উৎসাহ দৃষ্ট হয়। তাহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন -এ-স্থলে দয়াবীর-রস বা ধর্ম্মবীররসই অভিব্যক্ত। শান্তরস স্বীকারের কি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন,

"নিরহঙ্কাররূপত্বাদ্ দয়াবীরাদিরেষো নো॥ সাহিত্যদর্পণ॥৩।২১১॥

—নিরহঙ্কারত্ববশতঃ ইহা শান্তরস, কিন্তু দয়াবীরাদি রস নহে।"

"আমি দয়া করিব, আমি ধর্ম্মাচরণ করিব"-ইত্যাদি অহঙ্কার বা অহংকৃতি-ভাব দয়াবীরে, বা ধর্ম্মবীরে আছে; কিন্তু শান্তরসে এতাদৃশ অহঙ্কৃতিভাব নাই (পূর্ব্ববর্ত্তী খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সাহিত্য-দর্পণের যে উদাহরণটী পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অহঙ্কৃতিভাব নাই; কাকের প্রতি দয়া করার বুদ্ধি বিষয়বিরক্ত ভক্তের চিত্তে উদিত হয় নাই; ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে তন্ময়তাবশতঃ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান-হীনতার জন্যই তাঁহার লালসা অভিব্যক্ত হইয়াছে; বাহ্যজ্ঞানহীন-অবস্থায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে কাক তাঁহার হস্তস্থিত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য কবে লইয়া যাইবে--একথাই তিনি বলিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়--

ব্রহ্মানন্দ-তন্ময়তাই তাঁহার অভীষ্ট। কাককে দয়া করার জন্য, বা কাককে ভিক্ষালব্ধ বস্তু দান করার জন্য, তাঁহার বুদ্ধি জাগে নাই ; সুতরাং এই বিষয়ে তাঁহার অহঙ্কৃতিভাব নাই। সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণটী দয়াবীর-রসের বা দানবীর-রসের উদাহরণ হইতে পারেনা ; কেননা, এই উভয় রকমের বীর-রসেই অহঙ্কৃতি-ভাবের প্রয়োজন। এই উদাহরণে অহঙ্কৃতিভাব নাই। অহঙ্কৃতি-ভাব নাই বলিয়া ইহা শান্তরসের উদাহরণই হইবে। যে স্থলে অহঙ্কৃতিভাব নাই, সে-স্থলে শান্তরস-স্বীকারের প্রয়োজন আছে।

যদি বলা যায়--তবে ধর্ম্মবীর-রস হউক ? না, তাহাও হইতে পারেনা। কেননা, ধর্ম্মবীর-রসেও কৃষ্ণৈকতোষণ-ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠা থাকা আবশ্যক (ভ, র, সি. ৩।৩।২৪)। উল্লিখিত উদাহরণে বিষয়বিরক্ত ভক্তের কৃষ্ণৈকতোষণ-ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি নিজে ব্রহ্মানন্দ অনুভবের জন্যই লালায়িত।

(১) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অভিমত

উল্লিখিত বিষয়সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলিয়াছেন,

"সর্ব্বথৈবমহঙ্কাররহিতত্বং ব্রজন্তি চেৎ।
তত্রান্তর্ভাবমর্হন্তি ধর্ম্মবীরাদয়স্তথা॥ ৩।১।২৪॥

--যদি এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে অহঙ্কার-রাহিত্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মবীরাদি (ধর্ম্মবীর, দানবীর এবং দয়াবীর) শান্তরসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়।"

এই উক্তি হইতে বুঝা গেল--অহঙ্কৃতিভাব থাকিলেই ধর্ম্মবীরাদি রস হইবে। সুতরাং এই বিষয়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সহিত সাহিত্যদর্পণের বিরোধ নাই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আরও বলিয়াছেন—যদি দান-দয়া-ধর্ম্মাদিবিষয়ে অহঙ্কৃতিভাব না থাকে, তাহাহইলে ধর্ম্মবীরাদিও শান্তরসের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এ-স্থলেও সাহিত্যদর্পণের সহিত বিরোধ দৃষ্ট হয় না। কেননা, সাহিত্যদর্পণও বলিয়াছেন,

সর্ব্বাকারমহঙ্কাররহিতত্বং ব্রজন্তি চেৎ। অত্রান্তর্ভাবমর্হন্তি দয়াবীরাদয়স্তথা ॥৩।২১৩॥

সাহিত্যদর্পণ আরও অনেক বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিয়া শান্তরস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ঙ। স্থায়িভাবের ভেদস্বীকৃতিজনিত শান্তরসের ভেদস্বীকৃতির আলোচনা

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"ধৃতিস্থায়িনমেকে তু নির্ব্বেদস্থায়িনং পরে। শান্তমেব রসং পূর্ব্বে প্রাহুরেকমনেকধা॥
নির্ব্বেদো বিষয়ে স্থায়ী তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভবঃ স চেৎ। ইষ্টানিষ্টবিয়োগাপ্তিকৃতস্তু ব্যভিচার্য্যসৌ॥

—ভ, র, সি, ৩।১।২৪॥

—স্থায়িভাবের ভেদ অনুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ একই শান্তরসকে অনেক প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ ধৃতিকে শান্তরসের স্থায়িভাব বলিয়াছেন, আবার কেহ কেহ নির্ব্বেদকে স্থায়ী ভাব বলিয়াছেন। বিষয়ে যে নির্ব্বেদ, তাহা যদি তত্ত্বজ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে স্থায়ী হইতে পারে ; আর যদি ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টপ্রাপ্তি হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে ব্যভিচারী ভাব।"

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দাস্যরস বা প্রীতভক্তিরস—মুখ্য (২)

২৭৪। দাস্যভক্তিরস বা প্রীতভক্তিরস

দাস্যরসের অপর নাম **প্রীতভক্তিরস**।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"শ্রীধরস্বামিভিঃ স্পষ্টময়মেব রসোত্তমঃ। রঙ্গপ্রসঙ্গে সপ্রেমভক্তিকাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

রতিস্থায়িতয়া নামকৌমুদীকৃদ্ভিরপ্যসৌ। শান্তত্বেনায়মেবাদ্ধা সুদেবাদ্যৈশ্চ বর্ণিতঃ॥

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাম্। নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতভক্তিরসো মতঃ॥ ৩।২ ১॥

--এই (প্রীতভক্তি) রসকে শ্রীধরস্বামিপাদ স্পষ্টরূপে রসোত্তম বলিয়াছেন, কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি ইহাকে সপ্রেমভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন (শ্রীভা, ১০।৪৩।১৭-শ্লোকের স্বামিটীকা দ্রষ্টব্য)। নামকৌমুদীকারও ইহাকে স্থায়িরতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সুদেবাদিকর্ত্তৃক ইহা সাক্ষাৎ শান্ত নামে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মোচিত-বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলে এই প্রীতিকে প্রীতভক্তিরস (দাস্যভক্তিরস) বলা হয়।"

২৭৫। প্রীতভক্তিরস দ্বিবিধ - সংভ্রমপ্রীত এবং গৌরব প্রীত

অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বাদপ্যয়ং দ্বিধা।

ভিদ্যতে সংভ্রমপ্রীতো গৌরবপ্রীত ইত্যপি॥ ভ, র, সি, ৩।২।১॥

—অনুগ্রহপাত্রের সম্বন্ধে দাসত্ব এবং লাল্যত্ব হেতু এই প্রীতরস দুই রকম ভেদ প্রাপ্ত হয়—সংভ্রম-প্রীত এবং গৌরব-প্রীত।"

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদাসত্বের অভিমান পোষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রীতিকে বলে সংভ্রমপ্রীত। আর, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পুত্রাদিরূপে লাল্য, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতিকে বলে গৌরব-প্রীত।

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই দুইরকম ভেদের বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

২৭৬। সংভ্রমপ্রীতরস (২৭৬-৩০১ অনুচ্ছেদ)

"দাসাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতিঃ সম্ভ্রমোত্তরা।

পূর্ব্ববৎ পুষ্যমাণোঽয়ং সম্ভ্রমপ্রীত উচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।২।১॥

—দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সম্ভ্রমোত্তরা (সম্ভ্রমবিশিষ্টা) প্রীতি জন্মে। এই সম্ভ্রমোত্তরা প্রীতি পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ বিভাবাদির যোগে) পুষ্ট হইলে সম্ভ্রমপ্রীতরস বলিয়া কথিত হয়।"

২৭৭। **সম্ভ্রমপ্রীতরসের আলম্বন** (২৭৭-৮৫-অনু)

"হরিশ্চ তস্য দাসাশ্চ জ্ঞেয়া আলম্বনা ইহ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১॥

—এই সম্ভ্রমপ্রীত-রসে হরি এবং হরির দাসগণ হইতেছেন আলম্বন।"

হরি—বিষয়ালম্বন ; হরিদাসগণ—আশ্রয়ালম্বন।

ক। **বিষয়ালম্বন-হরি** (২৭৭-৭৮ অনু)

"আলম্বনোঽস্মিন্ দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো গোকুলবাসিষু।

অন্যত্র দ্বিভুজঃ ক্বাপি কুত্রাপ্যেষ চতুর্ভুজঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১॥

—এই সম্ভ্রমপ্রীতরসে গোকুলবাসিগণসম্বন্ধে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন আলম্বন। অন্যত্র কোথাও দ্বিভুজ এবং কোথাও বা চতুর্ভুজরূপে শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন হয়েন।"

সম্ভ্রমপ্রীতরসে—গোকুলে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং গোকুলবাসী দাসাভিমানী ভক্তগণ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন। আর, গোকুলভিন্ন অন্য স্থানে কোথাও বা দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ এবং কোথাও বা চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিষয়ালম্বন এবং তত্রত্য দাসাভিমানী ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন।

(১) **গোকুলে বা ব্রজে আলম্বনরূপী দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ**

"নবাম্বুধরবন্ধুরঃ করযুগেন বক্ত্রাম্বুজে নিধায় মুরলীং স্ফুরৎ-পুরটনিন্দি-পট্টাম্বরঃ।

শিখণ্ডকৃতশেখরঃ শিখরিণস্তটে পর্য্যটন্ প্রভুর্দিবি দিবৌকসো ভুবি ধিনোতি নঃ কিঙ্করান্॥

—ভ, র, সি, ৩।২।১॥

—(ব্রজের দাসাভিমানী ভক্তগণ বলিতেছেন) নবজলধর অপেক্ষাও সুন্দর, স্ফূর্ত্তিময়-স্বর্ণনিন্দি পীতবসন-পরিহিত এবং ময়ূরপুচ্ছ-সমন্বিত চূড়াধারী আমাদের প্রভু করযুগলদ্বারা স্বীয় বদন-পদ্মে মুরলী ধারণ করিয়া গিরিতটে বিচরণ করিতে করিতে স্বর্গে দেবগণকে এবং পৃথিবীতে তাঁহার কিঙ্কর আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন।"

এ-স্থলে "প্রভু"-শব্দেই সম্ভ্রমময়ী প্রীতি সূচিত হইতেছে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই দ্বিভুজ। "করযুগ"-শব্দে দ্বিভুজত্ব সূচিত হইয়াছে।

(২) **অন্যত্র আলম্বনরূপী দ্বিভুজ কৃষ্ণ**

"প্রভুরয়মনিশং পিশঙ্গবাসাঃ করযুগভাগরিকম্বুরম্বুদাভঃ।

নবঘন ইব চঞ্চলাপিনদ্ধো রবিশশিমণ্ডলমণ্ডিতশ্চকাস্তি॥ ভ, র, সি, ৩।২।১॥

—বিদ্যুদ্যুক্ত কোনও নবমেঘ যদি রবি-শশিমণ্ডলের দ্বারা মণ্ডিত হয়, তাহা হইলে তাহার যে শোভা হয়, নিরন্তর-পীতবসনধারী মেঘকান্তি আমাদের এই প্রভুও করযুগে শঙ্খ-চক্র ধারণ করাতে তদ্রূপ শোভা বিস্তার করিতেছেন।"

অরি—চক্র ; কম্বু—শঙ্খ। এ-স্থলে চক্র হইতেছে সূর্য্যস্থানীয় এবং শঙ্খ চন্দ্রস্থানীয়। "করযুগ"-শব্দে দ্বিভুজত্ব এবং "অরি-কম্বু— চক্র-শঙ্খ"-শব্দে মেঘকান্তি পীতবসন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজব্যতীত অন্যস্থানে অবস্থিতি সূচিত হইতে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে কখনও শঙ্খ-চক্র ধারণ করেন না।

(৩) **অন্যত্র আলম্বনরূপী চতুর্ভুজ কৃষ্ণ**

"চঞ্চৎকৌস্তুভ-কৌমুদী-সমুদয়ঃ কৌমোদকীচক্রয়োঃ
সখ্যেনোজ্জ্বলিতৈস্তথা জলজয়োরাঢ্যশ্চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
দিব্যালঙ্করণেন সঙ্কটতনুঃ সঙ্গী বিহঙ্গেশিতু-
র্মাং ব্যস্মারয়দেষ কংসবিজয়ী বৈকুণ্ঠগোষ্ঠীশ্রিয়ম্॥
—ভ, র, সি, ৩।২।২ ॥ ললিতমাধব-বাক্যম্॥

—(শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-পরিকর দারুক বলিয়াছেন) যাঁহাতে চঞ্চল-কৌস্তুভরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না সম্যক্‌রূপে উদিত হইয়াছে, যাঁহার ভুজচতুষ্টয় সখার ন্যায় একত্রে অবস্থিত গদা-চক্রের এবং পদ্ম-শঙ্খের ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বলিত হইয়া শোভা পাইতেছে, যাঁহার তনু দিব্য অলঙ্কারসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত এবং যিনি বিহগরাজ গরুড়ের সঙ্গী (গরুড়োপরি উপবিষ্ট), সেই এই কংসবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বৈকুণ্ঠসমূহের ঐশ্বর্য্য বিস্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।"

২৭৮। প্রীতরসে আলম্বনরূপী হরির গুণাবলী

"ব্রহ্মাণ্ডকোটিধামৈকরোমকূপঃ কৃপাম্বুধিঃ। অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অবতারাবলীবীজং সদাত্মারামহৃদ্‌গুণঃ। ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ॥
সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ শরণাগতপালকঃ। দক্ষিণঃ সত্যবচনো দক্ষঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী ধার্ম্মিকঃ শাস্ত্রচক্ষুর্ভক্তসুহৃত্তমঃ। বদান্যস্তেজসা যুক্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্ত্তিসংশ্রয়ঃ॥
বরীয়ান্ বলবান্ প্রেমবশ্য ইত্যাদিভির্গুণৈঃ। যুতশ্চতুর্ব্বিধেষ্বেষ দাসেষ্বালম্বনো হরিঃ।
—ভ, র, সি, ৩।২।৩॥

—যাঁহার এক রোমকূপে কোটিব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, যিনি কৃপার সমুদ্র, অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি, সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত, অবতারসমূহের বীজ, সর্ব্বদা আত্মারামগণাকর্ষী, ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সর্ব্বজ্ঞ, সুদৃঢব্রত, সমৃদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, শরণাগত-পালক, দক্ষিণ, সত্যবাক্য, দক্ষ, সর্ব্বশুভঙ্কর, প্রতাপী, ধার্ম্মিক, শাস্ত্রচক্ষুঃ, ভক্তসুহৃত্তম, বদান্য, তেজীয়ান্, কৃতজ্ঞ, কীর্ত্তিমান্, বরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), বলবান্ এবং প্রেমবশ্য-ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীহরি হইতেছেন চতুর্ব্বিধ দাসভক্তে আলম্বন (বিষয়ালম্বন)।"

প্রীতরসে উল্লিখিত-গুণবিশিষ্ট হরি হইতেছেন বিষয়ালম্বন এবং নিম্নকথিত চারি রকমের দাসভক্ত হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন।

২৭৯। সম্ভ্রম প্রীতরসের আশ্রয়ালম্বন দাসভক্ত চতুর্ব্বিধ (২৭৯-৮৫ অনু)

"দাসাস্তু প্রশ্রিতাস্তস্য নিদেশবশবর্ত্তিনঃ।
বিশ্বস্তাঃ প্রভুতা-জ্ঞানবিনম্রিতধিয়শ্চ তে॥ ভ, র, সি, ৩।২।৪॥

—শ্রীকৃষ্ণের দাস চারি প্রকারের ; যথা—(১) প্রশ্রিত, অর্থাৎ নতদৃষ্টিত্বাদিদ্বারা স্থিত, (২) নির্দেশ-বশবর্ত্তী, অর্থাৎ স্ব-স্ব যোগ্যকর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের যে আজ্ঞা, সেই আজ্ঞাতে স্বাভাবিকী যে রুচি, সেই রুচিতে অবস্থান করাই অভ্যাস যাঁহাদের, তাঁহারা। "নিদেশে স্বস্বযোগ্যকর্ম্মণি যা শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞা তত্র যো বশ ইচ্ছা স্বতএব রুচি স্তত্র বর্ত্তিতুং শীলং যেষাং তে তথা।। টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী।।" যথাযোগ্য কর্ম্মবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন যে আদেশ দেন, সেই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি বা রুচি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা হইতেছেন নিদেশবশবর্ত্তী দাস-ভক্ত (৩) বিশ্বস্ত ভক্ত এবং (৪) শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে প্রভুতা-জ্ঞানবশতঃ বিনম্রিতবুদ্ধিবিশিষ্ট ভক্ত। যথা, 'প্রভুরয়মখিলৈর্গুণৈর্গরীয়ানিহ তুলনামপরঃ প্রয়াতি নাস্য। ইতি পরিণতনির্ণয়েন নম্রান্ হিতচরিতান্ হরিসেবকান্ ভজধ্বম্॥ ভ, র, সি,৩।২।৪॥ —এই প্রভু নিখিল-গুণে গরীয়ান্, এই জগতে অপর কেহই ইঁহার তুলনা নাই—এতাদৃশ পরিণতনির্ণয়বশতঃ যে-সকল হরিসেবক নম্র এবং হিতচরিত, তাঁহাদের ভজন কর (এ-স্থলে চতুর্থ রকমের ভক্তগণ উদাহৃত হইয়াছেন)।"

উল্লিখিত প্রথম রকমের দাসভক্তদিগকে বলা হয় অধিকৃত, দ্বিতীয় রকমের দাসভক্তদিগকে বলা হয় আশ্রিত, তৃতীয় রকমের দাসভক্তদের বলা হয় পারিষদ এবং চতুর্থ রকমের দাসভক্তদের বলা হয় অনুগ।

চতুর্দ্ধামী অধিকৃতাশ্রিতপারিষদানুগাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৪॥

এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে এই চারি প্রকারের দাসভক্তের বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

২৮০। অধিকৃত দাস

"ব্রহ্ম-শঙ্কর-শক্রাদ্যাঃ প্রোক্তা অধিকৃতা বুধৈঃ। ভ, র, সি, ৩।২।৪॥
—ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং ইন্দ্রাদিকে পণ্ডিতগণ অধিকৃত দাস বলিয়া থাকেন।"

ইঁহদের রূপ অতিপ্রসিদ্ধ। এ-স্থলে তাঁহাদের ভক্তির একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক স্ব-স্ব-অধিকারে স্থাপিত দাস-ভক্তগণকে অধিকৃত দাস বলে। "অধিকৃতা ইতি শ্রীকৃষ্ণেনাধিকৃত্য স্থাপিতা ইত্যর্থঃ॥ শ্রীজীব॥"

"কা পর্য্যেত্যম্বিকেয়ং হরিমবকলয়ন্ কম্পতে কঃ শিবোঽসৌ
তং কঃ স্তৌত্যেষ ধাতা প্রণমতি বিলুঠন্ কঃ ক্ষিতৌ বাসবোঽয়ম্।
কঃ স্তব্ধো হস্যতেঽদ্ধা দনুজভিদনুজৈঃ পূর্ব্বজোঽয়ং মমেত্থং
কালিন্দী জাম্ববত্যাং ত্রিদশপরিচয়ং জালরন্ধ্রাদ্ ব্যতানীৎ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৫॥

—'(জাম্ববতী কালিন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন) হরিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন-ইনি কে? (কালিন্দী বলিলেন) ইনি অম্বিকা। (জাম্ববতী জিজ্ঞাসা করিলেন) হরিকে দর্শন করিয়া যিনি কম্পিত হইতেছেন, ইনি কে? (কালিন্দী বলিলেন) ইনি শিব। (জাম্ববতী বলিলেন) হরির স্তব

করিতেছেন, ইনি কে? (কালিন্দী বলিলেন) ইনি বিধাতা। (জাম্ববতী জিজ্ঞাসা করিলেন) ক্ষিততলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিতেছেন, ইনি কে? (কালিন্দী বলিলেন) ইনি ইন্দ্র। (জাম্ববতী জিজ্ঞাসা করিলেন) স্তব্ধ হইয়া দেবতাগণের সহিত হাস্য করিতেছেন, ইনি কে? (কালিন্দী বলিলেন) ইনি আমার অগ্রজ যম।' গবাক্ষস্থ জালরন্ধ্রের ভিতর দিয়া এইরূপে কালিন্দী জাম্ববতীকে দেবগণের পরিচয় দিতে লাগিলেন।"

২৮১। আশ্রিত দাস

আশ্রিত দাস তিন রকমের —শরণাগত, জ্ঞানিচর এবং সেবানিষ্ঠ। "তে শরণ্যা জ্ঞানিচরাঃ সেবানিষ্ঠাস্ত্রিধাশ্রিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৫॥"

আশ্রিতভক্ত যে ত্রিবিধ, তাহার প্রমাণরূপে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

"কেচিদ্ভীতাঃ শরণমভিতঃ সংশ্রয়ন্তে ভবন্তং বিজ্ঞাতার্থাস্তদনুভবতঃ প্রাস্য কেচিন্মুমুক্ষাম্।
শ্রাবং শ্রাবং তব নবনবাং মাধুরীং সাধুবৃন্দাদ্বৃন্দারণ্যোৎসব কিলাবয়ং দেব সেবেমহি ত্বাম্॥
—ভ, র, সি, ৩।২।৬॥

—(সহজদাস্যরতিমান্ কোনও সাধকভক্ত বলিয়াছেন) হে বৃন্দাবনোৎসব! হে দেব! কেহ কেহ ভীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষক-জ্ঞানে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন (শরণাগত ভক্ত), কেহ কেহ বা তোমার অনুভব লাভ করিয়া (ব্রহ্মানুভব প্রাপ্ত হইয়া) তত্ত্ব অবগত হইয়া মোক্ষবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন (জ্ঞানিচর ভক্ত) এবং আমরা সাধুমুখে তোমার নব-নব মাধুরীর কথা শ্রবণ করিয়া করিয়া তোমার সেবা করিতেছি (সেবানিষ্ঠ)।"

ক। শরণাগত ভক্ত

কালিয়নাগ এবং জরাসন্ধ-কারাগারে আবদ্ধ নৃপতিগণ প্রভৃতি হইতেছেন শরণাগত দাসভক্ত। "শরণ্যাঃ কালিয়-জরাসন্ধবদ্ধনৃপাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬॥"

উদাহরণ

"অপি গহনাগসি নাগে প্রভুবর ময্যদ্ভুতাদ্য তে করুণা।
ভক্তৈরপি সুদুর্ল্লভয়া যদহং পদমুদ্রয়োজ্জ্বলিতঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬॥

– হে প্রভুবর! আমি কালিয়নাগ, অতিশয় অপরাধে অপরাধী; এতাদৃশ আমার প্রতিও তোমার অদ্ভুত করুণা; যেহেতু, ভক্তগণের পক্ষেও সুদুর্ল্লভ তোমার পদচিহ্নদ্বারা আজ আমি উজ্জ্বলিত হইয়াছি।"

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬॥

—কামক্রোধাদির কত দুষ্ট আদেশ কত ভাবেই না আমি পালন করিয়াছি; তথাপি আমার প্রতি

তাহাদের দয়া হইল না, তাহাদের লজ্জাও হইল না, উপশান্তিও হইল না। হে যদুপতে! সম্প্রতি আমি (কোনও মহতের কৃপায়) বুদ্ধি লাভ করিয়াছি ; তাই আমি সে-সমস্তকে পরিত্যাগ করিয়া অভয়স্বরূপ তোমার শরণ গ্রহণ করিয়াছি ; তুমি আমাকে স্বীয় দাস্যে নিযুক্ত কর।"

খ। জ্ঞানিচর ভক্ত

"যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ।
শৌনকপ্রমুখাস্তে তু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬ ॥

—শৌনকপ্রমুখ যে-সকল ঋষি মোক্ষবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে জ্ঞানিচর ভক্ত বলিয়া থাকেন।"

উদাহরণ

"অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽপ্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥
– ভ, র, সি, ৩।২।৬ ॥ হরিভক্তিসুধোদয় বাক্য।

—(শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন) হে মহাত্মন্! এই ভব (সংসার) বহুদোষে দুষ্ট হইলেও সৎসঙ্গ-নামক এক সুখাবহ গুণে শোভা পাইতেছে। সেই সৎসঙ্গপ্রভাবে আমাদের মোক্ষবাসনা কৃশা (ক্ষীণা) হইয়া গেল।"

শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বকালে সকলের অনন্যগতি, একমাত্র শরণ্য, তাহা জানাইবার নিমিত্তই শৌনকাদি ঋষি উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন। "সার্বদিকানন্য-গতিত্ব-নিবেদনায় বহুদোষদুষ্টোঽপি-ইত্যাদি ॥ টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।" শৌনকাদি ঋষিগণ পূর্ব্বে ছিলেন মোক্ষকামী জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক। সৎসঙ্গের প্রভাবে জ্ঞানমার্গ এবং মোক্ষবাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিয়াছেন।

"ধ্যানাতীতং কিমপি পরমং যে তু জানন্তি তত্ত্বং তেষামাস্তাং হৃদয়কুহরে শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা।
অস্মাকন্তু প্রকৃতিমধুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মা ॥
—ভ, র, সি, ৩।২।৭॥ পদ্যাবলীবাক্য ॥

—যাঁহারা ধ্যানাতীত কোনও এক পরম তত্ত্বকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়-কুহরে শুদ্ধচিন্মাত্রস্বরূপ আত্মা বিরাজ করুন ; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে প্রকৃতিমধুর (স্বভাবতঃই মধুর), স্মিতবদনকমল, মেঘশ্যাম, পীতবসন এবং পঙ্কজনয়ন এই আত্মাই বিরাজিত থাকুন।"

ইহা যাঁহাদের উক্তি, তাঁহারা পূর্ব্বে জ্ঞানমার্গের অনুসরণে শুদ্ধচিন্মাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করিতেন। নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বের হেয়তা অনুভব করিয়া—যদিও তাঁহারা সেই তত্ত্ব অবগত ছিলেন, তথাপি হেয়ত্ব-বোধে যেন জানিতেন না, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া—পরে তাঁহারা অসমোর্দ্ধ্ব মাধুর্য্যময় পীতবসন শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিয়াছেন। "ধ্যানাতীতমিতি। পূর্ব্বার্দ্ধে হেয়ত্ববিবক্ষয়া জ্ঞাত-স্যাপ্যজ্ঞাতবন্নির্দ্দেশাৎ ॥ টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ॥"

গ। সেবানিষ্ঠ ভক্ত

"মূলতো ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ। চন্দ্রধ্বজো হরিহয়ো বহুলাশ্বস্তথা নৃপাঃ।
ইক্ষ্বাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুণ্ডরীকাদয়শ্চ তে ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭॥

—মূল হইতে (প্রথমাবধিই) যাঁহারা ভজনবিষয়ে আসক্ত, তাঁহাদিগকে সেবানিষ্ঠ ভক্ত বলে। চন্দ্রধ্বজ, হরিহয়, বহুলাশ্ব-রাজা, ইক্ষাকু, শ্রুতদেব এবং পুণ্ডরীকাদি হইতেছেন সেবানিষ্ঠ ভক্ত।"

উদাহরণ

"আত্মারামানপি গময়তি ত্বদ্গুণো গানগোষ্ঠীং শূন্যোদ্যানে নয়তি বিহগানপ্যলং ভিক্ষুচর্য্যাম্।
ইত্যুৎকর্ষং কমপি সচমৎকারমাকর্ণ্য চিত্রং সেবায়াং তে স্ফুটমঘহর শ্রদ্ধয়া গর্দ্ধিতোঽস্মি ॥
— ভ, র, সি, ৩।২।৮ ॥

—হে কৃষ্ণ! তোমার গুণ আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া, যে-স্থলে তোমার চরিতকথা গীত হয়, সেই গান-সভায় লইয়া যায় এবং নির্জন উদ্যানে বিহগসদৃশ যে-সকল তপস্বী বাস করেন, তোমার গুণকীর্ত্তন-শ্রবণের বাসনা উদ্দীপিত করিয়া তাঁহাদিগকেও ভিক্ষার্থীর ন্যায় সেই গানসভায় লইয়া যায়। হে অঘহর! তোমার এতাদৃশ কোনও অদ্ভুত এবং চমৎকৃতিময় উৎকর্ষের কথা শ্রবণ করিয়া আমি শ্রদ্ধার সহিত তোমার সেবার জন্য স্পষ্টরূপে আকাঙ্ক্ষান্বিত হইয়াছি।"

২৮২। পারিষদ ভক্ত

"উদ্ধবো দারুকো জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শত্রুজিৎ। নন্দোপনন্দ-ভদ্রাদ্যাঃ পার্ষদা যদুপত্তনে ॥
নিযুক্তাঃ সন্ত্যমী মন্ত্র-সারথ্যাদিষু কর্ম্মসু। তথাপি ক্বাপ্যবসরে পরিচর্য্যাঞ্চ কুর্ব্বতে।
কৌরবেষু তথা ভীষ্ম-পরীক্ষিদ্বিদুরাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৯॥

—দ্বারকানগরীতে উদ্ধব, দারুক জৈত্র, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ, ও ভদ্রপ্রভৃতি হইতেছেন পার্ষদ ভক্ত। ইঁহারা মন্ত্রণা ও সারথ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও কোনও কোনও স্থলে অবসরমত যথাযোগ্য পরিচর্য্যাদিও করিয়া থাকেন। তদ্রূপ কৌরবদিগের মধ্যেও ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ এবং বিদুরাদি হইতেছেন পার্ষদ ভক্ত।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—শ্রীভা, ১।১৪।৩২,২৯-শ্লোকোক্ত শ্রুতদেব এবং শত্রুজিতের কথাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে।

ক। দ্বারকা-পার্ষদগণের রূপ

"সরসাঃ সরসীরুহাক্ষবেষাস্ত্রিদিবেশাবলিজৈত্র-কান্তিলেশাঃ।
যদুবীরসভাসদঃ সদামী প্রচুরালঙ্করণোজ্জ্বলা জয়ন্তি ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৯।

—যদুবীরের সভাসদ্গণ রসময়মূর্ত্তি, পদ্মনেত্র, দেবতাসমূহের পরাজয়কারি-কান্তিবিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা প্রচুর অলঙ্কারে উজ্জ্বল হইয়া জয় যুক্ত হইতেছেন।"

খ। দ্বারকা-পার্ষদগণের ভক্তি

"শংসন্ ধূর্জটি-নির্জয়াদি-বিরুদং বাষ্পাবরুদ্ধাক্ষরং শঙ্কাপঙ্কলবং মদাদগণয়ন্ কালাগ্নিরুদ্রাদপি।
ত্বয্যেবাপিতবুদ্ধিরুদ্ধবমুখস্তৎপার্ষদানাং গণো দ্বারি দ্বারাবতীপুরস্য পুরতঃ সেবোৎসুকস্তিষ্ঠতি॥
—ভ, র, সি, ৩।২।১০॥

—(ইন্দ্রপ্রস্থগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনও ভক্তের উক্তি) প্রভো! উদ্ধবপ্রমুখ তোমার পার্ষদগণ গলদশ্রু-গদ্গদ বাক্যে তোমার রুদ্রজয়াদি-কার্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে তোমার আশ্রয়-মাহাত্ম্য-জনিত গর্ব্ববশতঃ কালাগ্নিরুদ্র হইতে যে শঙ্কা, তাহার লবমাত্রকেও গণনা করেন না (কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় অনুভব করেন না); কেবল তোমাতেই বুদ্ধি সমর্পণ পূর্ব্বক তোমার সেবাবিষয়ে উৎসুক হইয়া দ্বারকা-পুরীর সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী দ্বারে অবস্থান করিতেছেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন--এ-স্থলে পূর্ব্বকথিত অধিকৃত-ভক্তদের অপেক্ষাও দ্বারকাপরিকরদের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) **দ্বারকা-পরিকরদের মধ্যে উদ্ধবের বৈশিষ্ট্য**

"এতেষাং প্রবরঃ শ্রীমানুদ্ধবঃ প্রেমবিক্লবঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১১॥

—এ-সমস্ত দ্বারকা-পার্ষদদের মধ্যে প্রেমবিহ্বল শ্রীমান্ উদ্ধবই হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

(২) **উদ্ধবের রূপ**

"কালিন্দীমধুরত্বিষং মধুপতের্মাল্যেন নির্ম্মাল্যতাং লব্ধেনাঞ্চিতমম্বরেণ চ লসদ্গোরোচনা-রোচিষা।
দ্বন্দ্বেনার্গলসুন্দরেণ ভুজয়োর্ভ্রাজিষ্ণুমব্জেক্ষণং মুখ্যং পারিষদেষু ভক্তিলহরীরুদ্ধং ভজাম্যুদ্ধবম্॥
—ভ, র, সি ৩।২।১১॥

—যাঁহার কান্তি কালিন্দীর তুল্য মধুর (স্নিগ্ধ শ্যাম), যিনি নির্ম্মাল্যতা-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণমাল্যে এবং সমুজ্জ্বল গোরোচনাকান্তি পীতবসনে ভূষিত, যিনি অর্গলসদৃশ ভুজ-যুগলে দীপ্তিমান্ এবং যিনি পার্ষদগণের মধ্যে মুখ্য, ভক্তিলহরীদ্বারা বশীকৃত-পদ্মলোচন সেই উদ্ধবের ভজনা করি।"

(৩) **উদ্ধবের ভক্তি**

"মূর্দ্ধন্যাহুকশাসনং প্রণয়তে ব্রহ্মেশয়োঃ শাসিতা
সিন্ধুং প্রার্থয়তে ভুবং তনুতরাং ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরঃ।
মন্ত্রং পৃচ্ছতি মামপেশলধিয়ং বিজ্ঞানবারাং নিধি-
র্বক্রীড়ত্যসকৃদ্‌বিচিত্রচরিতঃ সোহয়ং প্রভুর্মাদৃশাম্॥ ভ, র, সি, ৩।২।১২॥

—(উদ্ধব বলিয়াছেন) ব্রহ্মা ও শিবের শাসনকর্ত্তা হইয়াও যিনি উগ্রসেনের শাসন মস্তকে বহন করিতেছেন, কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইয়াও যিনি সমুদ্রের নিকটে যৎকিঞ্চিৎ ভূমি (দ্বারকা) প্রার্থনা করিয়াছেন, বিজ্ঞান-সমুদ্র হইয়াও অল্পবুদ্ধি-আমার নিকটে যিনি মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করেন এবং যিনি সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, সেই এই বিচিত্রচরিত্র শ্রীকৃষ্ণই আমার ন্যায় লোকদিগের প্রভু।"

উদ্ধবের ভক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিতা।

২৮৩। অনুগ ভক্ত

"সর্ব্বদা পরিচর্য্যাসু প্রভোরাসক্তচেতসঃ।
পুরস্থাশ্চ ব্রজস্থাশ্চেত্যুচ্যতে অনুগা দ্বিধা॥ ভ, র, সি, ৩।২।১২॥

—যাঁহারা প্রভুর পরিচর্য্যায় সর্ব্বদা আসক্তচিত্ত, তাঁহাদিগকে অনুগ ভক্ত বলে। এই অনুগ দাস ভক্ত দুই রকমের—পুরস্থ অনুগ এবং ব্রজস্থ অনুগ।"

ক। পুরস্থ অনুগ

"সুচন্দ্রো মণ্ডনঃ স্তম্বঃ সুতম্বাদ্যাঃ পুরানুগাঃ।
এষাং পার্ষদবৎ প্রায়ো রূপালঙ্করণাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১২॥

—সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব এবং সুতম্ব প্রভৃতি হইতেছেন পুরস্থ (অর্থাৎ দ্বারকাস্থ) অনুগ ভক্ত। ইঁহাদের রূপ এবং অলঙ্কারাদি প্রায়শঃ পূর্ব্বকথিত পার্ষদদিগের ন্যায়।"

(১) পুরস্থ অনুগদিগের সেবা

"উপরি কনকদণ্ডং মণ্ডনো বিস্তৃণীতে ধুবতি কিল সুচন্দ্রশ্চামরং চন্দ্রচারুম্।
উপহরতি সুতম্বঃ সুষ্ঠু তাম্বূলবীটীঃ বিদধতি পরিচর্য্যাং সাধবো মাধবস্য॥ ভ, র, সি, ৩।২।১২॥

—মণ্ডন শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি কনকদণ্ড ছত্র ধারণ করেন, সুচন্দ্র শ্বেতচামর ব্যজন করেন এবং সুতম্ব পরিপাটির সহিত তাম্বূলবীটিকা অর্পণ করেন। এইরূপে সাধুগণ মাধবের পরিচর্য্যা বিধান করিয়া থাকেন।"

খ। ব্রজস্থ অনুগ

"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরন্দকঃ॥
আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা।
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ॥ ভ, র, সি ৩।২।১২॥

—রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরকন্দ, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ এবং শারদ প্রভৃতি হইতেছেন ব্রজস্থ অনুগ।"

(১) ব্রজস্থ অনুগদিগের রূপ

"মণিময়বরমণ্ডনোজ্জ্বলাঙ্গান্ পুরট-জবা-মধুলিট্-পটীর-ভাসঃ।
নিজবপুরনুরূপ-দিব্যবস্ত্রান্ ব্রজপতি-নন্দন-কিঙ্করান্নমামি॥ ভ, র, সি, ৩।২।১২॥

—(ব্রজস্থ অনুগ সকল) মণিময় উৎকৃষ্ট ভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ, স্বর্ণ, জবা, ভ্রমর ও চন্দনের তুল্য কান্তিবিশিষ্ট; তাঁহাদের দিব্য বস্ত্রও নিজ-নিজ দেহানুরূপ। ব্রজপতি-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ কিঙ্করদিগকে নমস্কার করিতেছি।"

(২) ব্রজস্থ অনুগদিগের সেবা

"দ্রুতং কুরু পরিষ্কৃতং বকুল পীতপট্টাংশুকং বরৈরগুরুভির্জলং রচয় বাসিতং বারিদ। রসাল পরিকল্পয়োরগলতাদলৈর্বীটিকাং পরাগপটলী গবাং দিশমরুদ্ধ পৌরন্দরীম্॥ ভ, র, সি, ৩।২।১২॥

—(যশোদামাতা বলিলেন) বকুল! শীঘ্র পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিষ্কার কর। বারিদ (পয়োদ)! তুমি উত্তম অগুরু দ্বারা জল সুবাসিত কর। রসাল! তুমি নাগবল্লীর পত্রদ্বারা (পর্ণ বা পান দ্বারা) বীটিকা প্রস্তুত কর। ঐ দেখ পূর্ব্বদিক্ গাভীসকলের পদধূলিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে (অর্থাৎ গোচারণ হইতে গাভীদিগকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় হইয়াছে ; সুতরাং তোমরা তাঁহার সেবোপযোগী সামগ্রীসমূহ শীঘ্র প্রস্তুত কর)।"

(৩) ব্রজস্থ অনুগদিগের মধ্যে রক্তকের বৈশিষ্ট্য

"ব্রজানুগেষু সর্ব্বেষু বরীয়ান্ রক্তকো মতঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১২॥

—সমস্ত ব্রজানুগদিগের মধ্যে রক্তক হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

(৪) রক্তকের রূপ

"রম্যপিঙ্গ-পটমঙ্গরোচিষা খার্ব্বতোরু-শতপর্ব্বিকারুচম্।
সুষ্ঠু গোষ্ঠযুবরাজসেবিনং রক্তকণ্ঠমনুযামি রক্তকম্॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৩॥

—রমণীয় পীতবসনধারী, অঙ্গকান্তিতে দুর্বাদলের কান্তিরও অতিশয়রূপে তিরস্কারী (দুর্বাদলশ্যাম), রক্তকণ্ঠ (অর্থাৎ বসন্তাদি-রাগবিদ্যা-নিপুণ-কণ্ঠ) এবং সুষ্ঠুরূপে গোষ্ঠযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুরক্ত রক্তক-নামক অনুগের অনুগামী হই।"

(৫) রক্তকের ভক্তি

"গিরিবরভৃতিভর্ত্তৃদারকেঽস্মিন্ ব্রজযুবরাজতয়া গতে প্রসিদ্ধিম্।
শৃণু রসদ সদা পদাভিসেবাপটিমরতা রতিরুত্তমা মমাস্তু॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৪॥

—(কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণ রক্তকের প্রতি সখার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ; তাহাতে রক্তক সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিলেন। দূর হইতে রসদ তাহা দেখিয়া রক্তককে জিজ্ঞাসা করিলে রসদের নিকটে রক্তক বলিয়াছিলেন) অহে রসদ! বলি শুন। আমার ভর্ত্তৃদারক (প্রভু নন্দমহারাজের পুত্র) এই গিরিবরধারী ব্রজযুবরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পদসেবা-চাতুর্য্যে আবিষ্টা উত্তমা রতি সর্বদা আমার চিত্তে বিরাজিত থাকুক।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রভুপুত্র-বুদ্ধিতে রক্তকের গৌরব-বুদ্ধি আছে। তাঁহার ভক্তিও গৌরববুদ্ধি-ময়ী। ঈশ্বর-জ্ঞানে গৌরব-বুদ্ধি নহে, প্রভুপুত্ররূপে সেব্যজ্ঞানে গৌরব-বুদ্ধি।

২৮৪। পারিষদাদি

"ধুর্য্যো ধীরশ্চ বীরশ্চ ত্রিধা পারিষদাদিকঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৫॥

—পারিষদাদি তিন রকমের—ধুর্য্য, ধীর ও বীর।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"পারিষদাদিক ইতি পারিষদা অনুগাশ্চেত্যু-ভয়োর্গণঃ।—এ-স্থলে 'পারিষদাদিক'-শব্দে পারিষদ এবং অনুগ-এই উভয়ের গণকে বুঝাইতেছে।" অর্থাৎ পারিষদ এবং অনুগ-এই উভয় রকমের ভক্তেরই ধুর্য্য, ধীর এবং বীর-এই তিনরকম ভেদ আছে।

ধুর্য্য, ধীর এবং বীর-এই তিনের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২৪২-অনুচ্ছেদে কথিত হইয়াছে। এ-স্থলে তাঁহাদের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ধুর্য্য। যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে, কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গে এবং কৃষ্ণদাসাদিতে যথাযোগ্য প্রীতি বিস্তার করেন, তাঁহাকে ধুর্য্য বলে। যথা,

"দেবঃ সেব্যতয়া যথা স্ফুরতি মে দেব্যস্তথাস্য প্রিয়াঃ, সর্ব্বঃ প্রাণসমানতাং প্রচিনুতে তদ্ভক্তিভাজাং গণঃ। স্মৃত্যা সাহসিকং বিভেমি তমহং ভক্তাভিমানোন্নতং প্রীতিং তৎপ্রণতে খরেপ্যবিদধদ্‌যঃ স্বাস্থ্যমালম্বতে॥

—ভ, র, সি-৩।২।১৫॥

—শ্রীকৃষ্ণ (দেব) আমার নিকটে যেমন সেব্যরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, তাঁহার প্রেয়সী দেবীগণও তদ্রূপ স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন এবং সমস্ত কৃষ্ণভক্তিবিশিষ্ট ভক্তগণও আমার প্রাণসদৃশ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণত ভক্ত গর্দ্দভেও প্রীতি বিধান না করিয়া যিনি পরমসুখে কাল যাপন করেন, সেই ভক্তাভিমানী গর্ব্বিত এবং সাহসিকের স্মৃতিতেও আমার ভয় জন্মে।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণে, কৃষ্ণপ্রেয়সীতে এবং কৃষ্ণভক্তে যথাযোগ্য প্রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই ধুর্য্য পারিষদাদির লক্ষণ। যাঁহারা উন্নত ভক্ত বলিয়া অভিমান পোষণ করেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণভক্তদের প্রতি প্রীতি পোষণ করেন না,—মানুষ ভক্তের কথা দূরে, শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণত গর্দ্দভও যে ভক্তের প্রীতির পাত্র, যাঁহাদের আচরণে তাহা প্রকাশ পায় না—সে-সমস্ত লোকদের স্মৃতিও যে ধুর্য্যভক্তের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে, এই উদাহরণে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধীর। যিনি শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রেয়সীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, অত্যন্ত সেবা-পরায়ণও নহেন, অথচ যিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য প্রসাদপাত্র, তাঁহাকে ধীর বলে। যথা,

"কমপি পৃথগনুচ্চৈর্নাচরামি প্রযত্নং যদুকুলকমলার্ক ত্বৎপ্রসাদশ্রিয়েঽপি।

সমজনি ননু দেব্যাঃ পারিজাতার্চ্চিতায়াঃ পরিজননিখিলান্তঃপাতিনী মে যদাখ্যা॥ ভ,র,সি, ৩।২।১৬॥

—(সত্যভামার এক ধাত্রীপুত্র সত্যভামার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সত্যভামার বিবাহকালে তাঁহার পিতা এই ধাত্রীপুত্রকে সত্যভামাকে দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি দ্বারকার অন্তঃপুরে সত্যভামার নিকটেই থাকেন। বস্তুতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক না হইলেও শ্যালকতুল্য এবং সেই ভাবেই তিনি নর্ম্মপ্রায়া সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করেন। একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে

যদুকুল-কমল-ভাস্কর! তোমার অনুগ্রহরূপ সম্পত্তি লাভের জন্য পৃথক্‌ভাবে আমি কিঞ্চিন্মাত্রও প্রযত্ন করি নাই; তথাপি কিন্তু পারিজাতদ্বারা তুমি যাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছ, সেই দেবী সত্যভামার পরিজনবর্গের মধ্যে প্রধান বলিয়া আমার খ্যাতি হইয়াছে।”

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় বলিয়াছেন—এই বাক্যটী রসাবহ।

বীর। শ্রীকৃষ্ণের প্রৌঢ়া কৃপাকে আশ্রয় করিয়া যিনি অন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণে অতুলনীয়া প্রীতি বহন করেন, তাঁহাকে বীর বলে। যথা,

“প্রলম্বরিপুরীশ্বরো ভবতু কা কৃতিস্তেন মে কুমার-মকরধ্বজাদপি ন কিঞ্চিদাস্তে ফলম্।

কিমন্যদহমুদ্ধতঃ প্রভুকৃপাকটাক্ষশ্রিয়া প্রিয়াপরিষদগ্রিমাং ন গণয়ামি ভামামপি॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৭॥

—প্রলম্বশত্রু বলদেব ঈশ্বর হউন, তাঁহাতে আমার কি প্রয়োজন? মকরধ্বজ (প্রদ্যুম্ন) কুমার, তাঁহা হইতেও আমার কোনও ফল নাই। অন্যের কথা আর কি বলিব? প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষ-সম্পত্তিতে উদ্ধত হইয়া আমি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াগ্রগণ্যা সত্যভামাকেও গণনা করিনা।”

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—এই বাক্যটী হইতেছে সত্যভামার কোনও অন্তরঙ্গের প্রতি বীর ভক্তের বচন। এ-স্থলে প্রণয়কৌতুক-বিশেষ-বশতঃই বহির্গর্ব্বের ব্যঞ্জনা; বাস্তব গর্ব্ব হইলে বৈরস্যের উদয় হইত।

২৮৫। আশ্রিতাদি কৃষ্ণদাসের ত্রিবিধ ভেদ

“এতেষু তস্য দাসেষু ত্রিবিধেষ্বাশ্রিতাদিষু।

নিত্যসিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৮॥

—এই সকল আশ্রিতাদি (আশ্রিত, পারিষদ এবং অনুগ-এই) ত্রিবিধ কৃষ্ণদাসের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ, সিদ্ধ এবং সাধক-এই তিন প্রকার ভেদ কীর্ত্তিত হয়।”

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“এতেষ্বিতি তদ্বদধিকৃতেষ্বপি ভেদা ইমে জ্ঞেয়াঃ। তথা শাস্তাদিষ্বপি॥—শ্লোকস্থ ‘এতেষু’-শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, অধিকৃত ভক্তদের এবং শান্তাদি ভক্তদের মধ্যেও নিত্যসিদ্ধ, সিদ্ধ এবং সাধক-এই তিন প্রকার ভেদ বিদ্যমান।”

টীকায় শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী বলিয়াছেন—“আশ্রিতাদিষ্বিতি—অধিকৃতাস্ত্বাবরণস্থা নিত্যসিদ্ধা এব। অতস্তেষাং ত্রৈবিধ্যং ন কৃতম্।—[ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অধিকৃতভক্তের কথা প্রথমে বলিয়া তাহার পরে আশ্রিত, পারিষদ এবং অনুগ ভক্তের কথা বলা হইয়াছে। আলোচ্য শ্লোকে ‘আশ্রিতাদি’-শব্দ হইতে বুঝা যায়—আশ্রিত আদিতে যাঁহাদের, সেই তিন শ্রেণীর (আশ্রিত, পারিষদ এবং অনুগ-এই তিন শ্রেণীর) ভক্তদেরই নিত্যসিদ্ধাদি ত্রিবিধ ভেদের কথা বলা হইয়াছে, অধিকৃত-ভক্তদের মধ্যে এইরূপ নিত্যসিদ্ধাদি ত্রিবিধ ভেদ নাই। ইহার হেতু হইতেছে এই যে] অধিকৃত ভক্তগণ হইতেছেন আবরণস্থ; তাঁহারা নিত্যসিদ্ধই। এজন্য তাঁহাদের ত্রিবিধ ভেদের কথা বলা

হয় নাই ; অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ।" তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি পদ্মপুরাণের প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ইন্দ্রাদ্যৈঃ সপ্তমং তথা। সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব বিশ্বদেবা স্তথৈব চ। নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যেঽত্র দিবৌকসঃ। তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যা স্ত্রিদিবেশ্বরা ইতি।" এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—ইন্দ্রাদি, সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ এবং বিশ্বদেবগণ হইতেছেন পরম-ধামের আবরণদেবতা ; তাঁহারা সকলেই নিত্য এবং সর্ব্বদা পরমধামে বিরাজিত ; সুতরাং তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ। তাঁহাদের মধ্যে সাধনসিদ্ধ বা সাধক কেহ নাই। আরও জানা গেল—সে-স্থলে অন্য যে-সকল দেবতা আছেন, তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাকৃত স্বর্গে অনিত্য ত্রিদিবেশ্বর। টীকায় গোস্বামিপাদ আরও লিখিয়াছেন—যাঁহারা প্রাকৃত, তাঁহারাও উল্লিখিত নিত্যসিদ্ধ আবরণদেবতাদের আভাস বলিয়া কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদিগ হইতে অভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়েন। "প্রাকৃতাস্তু তদাভাস-রূপত্বাত্তদভেদেন কুত্রাপি ব্যবহ্রিয়ন্তে।"

শ্রীজীবপাদের উক্তির সঙ্গে শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামিপাদের বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীজীবপাদ অধিকৃতভক্তদেরও নিত্যসিদ্ধাদি তিন রকমের ভেদের কথা বলিয়াছেন। গোস্বামিপাদ যে-সকল নিত্যসিদ্ধ আবরণ দেবতার কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীজীবকথিত নিত্যসিদ্ধ অধিকৃত ভক্ত। ব্রহ্মা, রুদ্র এবং ইন্দ্রাদি হইতেছেন অধিকৃত ভক্ত। ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি জীবকোটিও হয়েন। এই জীবকোটি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অধিকৃত ভক্তগণ সাধনসিদ্ধও হইতে পারেন এবং সাধকও হইতে পারেন।

২৮৬। সম্ভ্রম-প্রীতরসের-উদ্দীপন

ক। অসাধারণ উদ্দীপন

"অনুগ্রহস্য সংপ্রাপ্তিস্তস্যাঙ্ঘ্রিরজসাং তথা।
ভুক্তাবশিষ্টভক্তাদেরপি তদ্ভক্তসঙ্গতিঃ।
ইত্যাদয়ো বিভাবাঃ স্যুরেম্বসাধারণা মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৯॥

—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ-সংপ্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি-সংপ্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ (মহাপ্রসাদ) প্রাপ্ত ভক্তের ভুক্তাবশেষ-প্রাপ্তিও এবং কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ প্রভৃতি হইতেছে সম্ভ্রমপ্রীতরসের অসাধারণ উদ্দীপন-বিভাব।"

"কৃষ্ণস্য পশ্যত কৃপাং কৃপাদ্যাঃ কৃপণে ময়ি।
ধ্যেয়োঽসৌ নিধনে হন্ত দৃশোরধ্বানমভ্যগাৎ॥ ভ, র, সি, ৩।২।২০॥

—(ভীষ্মদেব বলিয়াছেন) অহে কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি দ্বিজগণ ! আমার ন্যায় দীনব্যক্তির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সন্দর্শন করুন। ইনি যোগিগণের ধ্যেয় ; অহো ! আমার মরণসময়ে তিনি দয়া করিয়া আমার নয়নপথবর্ত্তী হইয়াছেন।"

ইহা হইতেছে অনুগ্রহ-সংপ্রাপ্তির উদাহরণ।

খ। সাধারণ উদ্দীপন

"মুরলীশৃঙ্গয়োঃ স্বানঃ স্মিতপূর্ব্বাবলোকনম্।
গুণোৎকর্ষশ্রুতিঃ পদ্ম-পদাঙ্ক-নবনীরদাঃ।
তদঙ্গসৌরভ্যাদ্যাস্তু সর্ব্বৈঃ সাধারণা মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।২১॥

—মুরলীর ও শৃঙ্গের ধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণের সহাস্যদৃষ্টি, শ্রীকৃষ্ণের গুণোৎকর্ষ-শ্রবণ, পদ্ম, শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, নবমেঘ এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌরভাদি হইতেছে সকলের পক্ষে সাধারণ উদ্দীপন।"

"সোৎকণ্ঠং মুরলীকলা-পরিমলানাকর্ণ্য ঘূর্ণত্তনোরেতস্যাক্ষিসহস্রতঃ সুরপতেরশ্রূণি সস্রুর্ভুবি।
চিত্রং বারিধরান্ বিনাপি তরসা যৈরদ্য ধারাময়ৈর্দূরাৎ পশ্যত দেবমাতৃকমভূদ্বৃন্দাটবীমণ্ডলম্॥
—ভ, র, সি, ৩।২।২২॥ বিদগ্ধমাধব-বচনম্॥

—(শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনিয়া ইন্দ্র বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা-দর্শনার্থ সমাগত বেদবাদিগণ পরস্পরের প্রতি বলিয়াছেন) দূর হইতে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন কর। উৎকণ্ঠার সহিত মুরলীর অমৃতময় ধ্বনিসমূহ শ্রবণ করিয়া ঘূর্ণিতগাত্র এই ইন্দ্রের সহস্রনেত্র হইতে অশ্রু নিঃসৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! মেঘব্যতিরেকেও ঐ ধারাময় অশ্রুসমূহদ্বারা অদ্য বৃন্দাবনমণ্ডল বৃষ্টিপালিত হইয়া সদ্যঃ নদীমাতৃক-ভূমিতুল্য হইল।"

গ। সাধারণ এবং অসাধারন উদীপনের বৈশিষ্ট্য

যাহা অনেকের পক্ষেই উদ্দীপন, তাহাকে বলে সাধারণ উদ্দীপন। আর, যাহা কেবল একের পক্ষেই উদ্দীপন, তাহাকে বলে অসাধারণ উদ্দীপন। পূর্ব্ববর্ত্তী ক-অনুচ্ছেদে কথিত শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহাদি-সংপ্রাপ্তি হইতেছে কেবল প্রীতরসেরই উদ্দীপন, বৎসলাদিরসের উদ্দীপন নহে; এজন্য তাহাদিগকে অসাধারণ উদ্দীপন বলা হইয়াছে। আর খ-অনুচ্ছেদে কথিত মুরলী-শৃঙ্গ-ধ্বনি প্রভৃতি প্রীতরসেরও উদ্দীপন এবং বৎসলাদি অন্যান্য রসেও উদ্দীপন; এজন্য তাহাদিগকে সাধারণ উদ্দীপন বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী অনুভাবাদিসম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

২৮৭। সম্ভ্রমপ্রীতরসের অনুভাব

ক। অসাধারণ অনুভাব

"সর্ব্বতঃ স্বনিয়োগানামাধিক্যেন পরিগ্রহঃ।
ঈর্ষ্যালবেন চাস্পৃষ্টা মৈত্রী তৎপ্রণতে জনে।
তন্নিষ্ঠাদ্যাঃ শীতাঃ স্যুরেষসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।২৩॥

—স্বনিয়োগের আধিক্যে পরিগ্রহ (অর্থাৎ পরিচর্য্যাদিব্যাপারে প্রভুকর্ত্তৃক যিনি যে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে অধিকরূপে সেই কার্য্যের পরিগ্রহ), পরিচর্য্যাদি-বিষয়ে পরস্পরের উৎকর্ষ-দর্শনেও ঈর্ষ্যালেশশূন্যতা, শ্রীকৃষ্ণদাসের সহিত মৈত্রী এবং দাস্যমাত্রে নিষ্ঠতা প্রভৃতি হইতেছে সম্ভ্রমপ্রীতরসের অসাধারণ অনুভাব।"

স্বনিয়োগের আধিক্যে পরিগ্রহের দৃষ্টান্ত :—

"অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।

কংসারাতেবীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধ্যায়ি॥ ভ, র, সি, ৩।২।২৪ ॥

—দারুক শ্রীকৃষ্ণের চামর-বীজন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ; এমন সময়ে তাঁহার প্রেমানন্দের উদয় হওয়ায় তাঁহার অঙ্গসকলে স্তম্ভাতিশয় প্রকটিত হইল। ঐ প্রেমানন্দ সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবার অন্তরায় হওয়াতে দারুক তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন না (তাহার প্রতি আদর প্রকাশ করিলেন না)।"

প্রেমের কার্য্য দুই রকমের—আনন্দ-জ্ঞাপক স্তম্ভাদি এবং স্বীয় অভীষ্ট-সেবার ইচ্ছা। দাসাদির পক্ষে অভীষ্ট-সেবার বাসনাই অত্যন্ত হৃদ্য। সেবার বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া আনন্দজ্ঞাপক স্তম্ভাদি তাঁহাদের হৃদ্য হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চামর-ব্যজনরূপ সেবাতেই দারুক নিযুক্ত এবং তাহাই তাঁহার অত্যন্ত হার্দ্দি। চামর-বীজনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের অত্যধিক বাসনাবশতঃই তিনি বীজন-ব্যাঘাতক স্তম্ভকে আদর করেন নাই। তিনি স্তম্ভকে অভিনন্দিত করেন নাই, কিন্তু বীজনরূপ সেবাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। "নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১৭১॥"

খ। সাধারণ অনুভাব

"উদ্ভাস্বরাঃ পুরোক্তা যে তথাস্য সুহৃদাদরঃ।

বিরাগাদ্যাশ্চ যে শীতাঃ প্রোক্তাঃ সাধারণাস্তু তে ॥ ভ, র, সি, ৩।২।২৪॥

—পূর্ব্বকথিত নৃত্য-বিলুণ্ঠনাদি উদ্ভাস্বর, শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি আদর এবং বিরাগাদি শীত (সুখময়) ভাবসমূহ হইতেছে সম্ভ্রমপ্রীতরসে সাধারণ অনুভাব।"

"শ্রুতদেবোঽচ্যুতং প্রাপ্তং স্বগৃহান্ জনকো যথা।

নত্বা মুনীংশ্চ সংহৃষ্টো ধুন্বন্ বাসো ননর্ত্ত হ ॥

—ভ, র, সি, ৩।২।২৪॥ শ্রীভা, ১০।৮৬।৩৮॥

—শ্রুতদেব-নামক ব্রাহ্মণ মুনিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে নিজ গৃহে প্রাপ্ত হইয়া জনকমহারাজের ন্যায় প্রবৃদ্ধ-ভক্তির সহিত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে করদ্বয়ের দ্বারা মস্তকোপরি উদ্ধৃত বস্ত্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

২৮৮। সম্ভ্রমপ্রীতরসের সাত্ত্বিক ভাব

"স্তম্ভাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ সর্ব্বে প্রীতাদিত্রিতয়ে মতাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।২৫॥

—প্রীতাদি রসত্রয়ে স্তম্ভাদি সমস্ত স্বাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়।"

"গোকুলেন্দ্র-গুণগানরসেন স্তম্ভমদ্ভুতমসৌ ভজমানঃ।

পশ্য ভক্তিরসমণ্ডপমূল-স্তম্ভতাং বহতি বৈষ্ণবাচার্য্যঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।২৫॥

—দেখ, এই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের গুণগানরসে অদ্ভুত স্তম্ভ প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিরস-মণ্ডপের মূলস্তম্ভতা ধারণ করিতেছেন।”

এ-স্থলে স্তম্ভ-নামক সাত্ত্বিক ভাব উদাহৃত হইয়াছে।

“স ইন্দ্রসেনো ভগবৎপদাম্বুজং বিভ্রন্মুহুঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া।
উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণঃ প্রহৃষ্টরোমো নৃপ গদ্‌গদাক্ষরম্॥

—ভ, র, সি, ৩।২।২৬॥ শ্রীভা, ১০।৮৫।৩৮॥

—(মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন) হে নৃপ! অসুররাজ বলি ভগবানের পদকমলদ্বয় পুনঃপুনঃ হৃদয়ে ও মস্তকে ধারণ করিতে করিতে প্রেমবিহ্বল-চিত্ত হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে এবং আনন্দজলাকুল-নয়নে গদ্‌গদ্‌স্বরে কহিতে লাগিলেন।”

এ-স্থলে অশ্রু, রোমাঞ্চ এবং স্বরভঙ্গ উদাহৃত হইয়াছে।

২৮৯। সম্ভ্রমপ্রীতরসের ব্যভিচারিভাব

“হর্ষোগর্ব্বো ধৃতিশ্চাত্র নির্ব্বেদোঽথ বিষণ্ণতা। দৈন্যং চিন্তা স্মৃতিঃ শঙ্কা মতিরৌৎসুক্যচাপলে॥
বিতর্কাবেগ-হ্রী-জাড্য-মোহোন্মাদাবহিত্থকাঃ। বোধঃ স্বপ্নঃ ক্লমো ব্যাধি র্মৃতিশ্চ ব্যভিচারিণঃ॥

—ভ, র, সি, ৩।২।১৬॥

—সম্ভ্রমপ্রীতরসে হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চাপল, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জাড্য, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ক্লম, ব্যাধি ও মৃতি—এই চব্বিশটী হইতেছে ব্যভিচারী ভাব।”

“ইতরেষাং মদাদীনাং নাতিপোষকতা ভবেৎ।
যোগে ত্রয়ঃ স্যুর্ধৃত্যন্তা অযোগে তু ক্লমাদয়ঃ।
উভয়ত্র পরে শেষা নির্ব্বেদাদ্যাঃ সতাং মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।২৭॥

—(উল্লিখিত চব্বিশটী ব্যভিচারিভাব ব্যতীত) অপর মদাদি (মদ, শ্রম, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া ও নিদ্রা-এই নয়টী) ব্যভিচারী ভাবের সম্ভ্রমপ্রীতরসে অতিশয় পোষকতা নাই। উল্লিখিত চব্বিশটী ব্যভিচারিভাবের মধ্যে যোগে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে) ধৃত্যন্ত ভাবত্রয় (অর্থাৎ হর্ষ, গর্ব্ব ও ধৃতি-এই তিনটী ভাব) এবং অযোগে (অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত অমিলন-সময়ে) ক্লমাদি ভাবত্রয় (অর্থাৎ ক্লম, ব্যাধি এবং মৃতি-এই তিনটী ভাব) সম্ভ্রমপ্রীতরসে প্রকটিত হয়। আর নির্ব্বেদাদি অবশিষ্ট অষ্টাদশ ব্যভিচারী ভাব মিলনে ও অমিলনে-সকল সময়েই-প্রকাশ পায়।”

উদাহরণ

ক। হর্ষ

“প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষ-গদ্‌গদয়া গিরা।
পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ॥ শ্রীভা, ১।১১।৫॥

—শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় আগমন করিলে দ্বারকাবাসী প্রজাসকল, বালকেরা যেমন পিতার সহিত কথা বলে, তদ্রূপ উৎফুল্লবদন হইয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে সর্ব্বলোকের সুহৃৎ এবং রক্ষক সেই ভগবান্‌কে বলিতে লাগিলেন।"

যোগে যে হর্ষ-ভাবের উদয় হয়, তাহা এ-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

খ। ক্লম (গ্লানি)

"অশোষয়ন্মনস্তস্য ম্লাপয়ন্মুখপঙ্কজম্।

আধিস্তদ্‌বিরহে দেব গ্রীষ্মে সর ইবাংশুমান্॥ ভ, র, সি, ৩।২।২৭॥-স্কান্দবচনম্॥

—হে দেব! গ্রীষ্মকালে সূর্য্য যেমন সরোবরকে শুষ্ক করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহে আধি (মনঃ-পীড়া) তাঁহার মনকে ও মুখপদ্মকে ম্লান করিয়াছিল।"

অযোগে যে ক্লম-নামক ব্যভিচারীর উদয় হয়, তাহা এ-স্থলে উদাহৃত হইয়াছে।

গ। নির্ব্বেদ

"ধন্যাঃ স্ফুরন্তি তব সূর্য্য করাঃ সহস্রং যে সর্ব্বদা যদুপতেঃ পদয়োঃ পতন্তি।

বন্ধ্যা দৃশাং দশশতী ধ্রিয়তে মমাসৌ দূরে মুহূর্ত্তমপি যা ন বিলোকতে তম্॥ ভ,র,সি, ৩।২।২৮॥

—ইন্দ্র বলিলেন—হে সূর্য্য! তোমার সহস্র কিরণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে; ইহারা ধন্য; কেননা, ইহারা সর্ব্বদা যদুপতির চরণযুগলে পতিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার এই দশশত লোচন বন্ধ্যা (ব্যর্থ) হইয়াই অবস্থান করিতেছে; কেননা, দূর হইতেও মুহূর্ত্তের জন্যও তাহারা যদুপতিকে দর্শন করিতে পারিলনা।"

২৯০। সম্ভ্রমপ্রীতরসের স্থায়িভাব

"সম্ভ্রমঃ প্রভুতা-জ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ। অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সম্ভ্রমপ্রীতিরুচ্যতে।

এষা রসেঽত্র কথিতা স্থায়িভাবতয়া বুধৈঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।২৯॥

—প্রভুতা-জ্ঞান-জনিত সাদর সম্ভ্রম (আমার আদরের বস্তু শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু--এইরূপ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত আদরময় সম্ভ্রম বা সঙ্কোচ) এবং চিত্তের কম্প (কিসের দ্বারা কিভাবে আমার আদরের বস্তু প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিব—ইহা ভাবিয়া চিত্তের যে ত্বরা বা অস্থিরতা জন্মে, তাহা)-ইহাদের সহিত (অর্থাৎ সাদর এবং সকম্প সম্ভ্রমের সহিত) ঐক্যপ্রাপ্তা শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রীতিকে বলে সম্ভ্রমপ্রীতি। পণ্ডিতগণ এই সম্ভ্রমপ্রীতিকেই সম্ভ্রমপ্রীতরসের স্থায়ী ভাব বলেন।"

২৯১। রত্যাবির্ভাবের প্রকার

"আশ্রিতাদেঃ পুরৈবোক্তঃ প্রকারো রতিজন্মনি। তত্র পারিষদাদেস্তু হেতুঃ সংস্কার এব হি॥

সংস্কারোদ্বোধকাস্তস্য দর্শন-শ্রবণাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৩০॥

—আশ্রিত-দাসভক্তদের রতি উৎপন্ন হইবার প্রকার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১৭-অনুচ্ছেদ

দ্রষ্টব্য)। পারিষদাদির রতির পক্ষে অনাদিসিদ্ধ সংস্কারই হইতেছে হেতু ; শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদি হইতে তাঁহাদের প্রাচীন (অনাদিসিদ্ধ) সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র।"

২৯২। সম্ভ্রমপ্রীতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ক্রম

"এষা তু সম্ভ্রমপ্রীতিঃ প্রাপ্নুবত্যুত্তরোত্তরাম্।
বৃদ্ধিং প্রেমা ততঃ স্নেহস্ততো রাগ ইতি ত্রিধা॥ ভ, র, সি, ৩।২।৩০॥

—এই সম্ভ্রমপ্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে প্রেম, তৎপরে স্নেহ এবং তাঁহার পরে রাগ—এই তিন প্রকার হয়।"

অর্থাৎ সম্ভ্রমপ্রীতিরূপা কৃষ্ণরতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয় ; এই প্রেম আবার গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া স্নেহরূপে পরিণত হয় এবং এই স্নেহ আবার গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া রাগ-রূপে পরিণত হয়।

এ-স্থলে প্রেম, স্নেহ ও রাগ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রীতির গাঢ়তা অনুসারে বিভিন্ন স্তরের পারিভাষিক নাম। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।২৭-অনুচ্ছেদে প্রেমের, ৬।৪১-অনুচ্ছেদে স্নেহের এবং ৬।৫১-অনুচ্ছেদে রাগের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। সম্ভ্রমপ্রীতি রাগ পর্য্যন্তই বর্দ্ধিত হয়। সম্ভ্রমপ্রীতির পরিণতি স্নেহাদির বিবরণ পরবর্ত্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইতেছে।

২৯৩। সম্ভ্রমপ্রীতির উদাহরণ

"মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈষ মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্॥ শ্রীভা, ১০।৩৮।৬॥

—(শ্রী অক্রুর বলিয়াছেন, আমি যখন ভগবদ্দর্শনে গমন করিতেছি, তখন) আজ আমার সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হইয়াছে এবং আমার জন্মও সফল হইয়াছে, যেহেতু, যোগিধ্যেয় ভগবচ্চরণ-কমলে আমি প্রণাম করিব।"

অক্রূর হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পারিষদ ভক্ত ; তাঁহার সম্ভ্রমপ্রীতি অনাদিসিদ্ধ ; শ্রীকৃষ্ণস্মরণে তাহা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

২৯৪। সম্ভ্রমপ্রীতির গাঢ়ত্বপ্রাপ্ত স্তর প্রেম

"হ্রাস-শঙ্কা-চ্যুতা বদ্ধমূলা প্রেমেয়মুচ্যতে।
অস্যানুভাবাঃ কথিতাস্তত্র ব্যসনিতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৩১॥

—এই সম্ভ্রমপ্রীতি হ্রাস-শঙ্কা-রহিত হইয়া বদ্ধমূল হইলে তাহাকে প্রেম বলে। ইহাতে ব্যসনিতাদি (দুঃখাদি) হইতেছে অনুভাব।"

উদাহরণ ঃ—

"অণিমাদি-সৌখ্যবীচীমবীচিদুঃখ-প্রবাহং বা।
নয় মাং বিকৃতির্ন হি মে ত্বৎপদকমলাবলম্বস্য॥ ভ, র, সি, ৩।২।৩২॥

—(দণ্ড এবং অনুগ্রহের পরে বলি-মহারাজ ভগবান্‌কে বলিয়াছেন) প্রভো ! আমি যখন আপনার চরণকমল অবলম্বন করিয়াছি, তখন আপনি আমাকে অণিমাদি সুখসমূহের তরঙ্গেই নিক্ষেপ করুন, কিম্বা অবীচি-নামক নরকবিশেষের দুঃখ-প্রবাহেই নিক্ষেপ করুন, তাহাতে আমার কোনও রূপ বিকারই জন্মিবেনা।”

এ-স্থলে দেখান হইল—বলিমহারাজের সম্ভ্রমপ্রীতি গাঢ়তা লাভ করিয়া এমন এক স্তরে উন্নীত হইয়াছে, যাহাতে দুঃখাদির আশঙ্কায় তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, তাহা বদ্ধমূলা হইয়াছে ; সম্ভ্রমপ্রীতির এই স্তরই হইতেছে তদুপযোগী প্রেম।

অন্য উদাহরণ :—

“রুষা জ্বলিতবুদ্ধিনা ভৃগুসুতেন শপ্তোপ্যলং
ময়া হৃত-জগত্ত্রয়োঽপ্যতনুকৈতবং তন্বতা।
বিনিন্দ্য কৃতবন্ধনোঽপ্যুরগরাজপাশৈর্বলা-
দরজ্যত স ময্যহো দ্বিগুণমেব বৈরোচনিঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৩৩॥

—(বলির গৃহ হইতে আগমনের পরে উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, উদ্ধব ! বিরোচন-নন্দন বলির অদ্ভুত গুণের কথা আর কি বলিব ?) ক্রোধদ্বারা জ্বলিতবুদ্ধি ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াও, বামনরূপে ছল বিস্তার পূর্ব্বক আমি তাঁহার নিকট হইতে ত্রিজগৎ হরণ করিয়া লইলেও এবং তাঁহার প্রতিশ্রুত বস্তু আমাকে প্রদান করিতে পারে নাই বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলপূর্ব্বক আমি তাঁহাকে নাগপাশে বন্ধন করিলেও বিরোচন-নন্দন আমার প্রতি দ্বিগুণ অনুরাগই প্রকাশ করিয়াছিলেন।”

২৯৭। সম্ভ্রমপ্রীতিজাতপ্রেমের গাঢ়ত্বপ্রাপ্ত স্তর স্নেহ

“সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে।
ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৩৩ ॥

—প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহাকে স্নেহ বলে। এই স্নেহে ক্ষণকালের বিচ্ছেদও সহ্য হয় না।”

উদাহরণ :—

“দম্ভেন বাষ্পাম্বুঝরস্য কেশবং বীক্ষ্য দ্রবচ্চিত্তমসুস্রুবত্তব।
ইত্যুচ্চকৈর্ধারয়তো বিচিত্রতাং চিত্রা ন তে দারুক দারুকল্পতা ॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৩৩॥

—হে দারুক ! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তোমার নয়নে যে জলধারার প্রবাহ উদিত হইয়াছে, সেই অশ্রুধারা-প্রবাহের ছলে তোমার দ্রবীভূত চিত্তই স্রাবিত হইতেছে। তাহারই ফলে তুমি

অত্যধিক বিচিত্ততা প্রাপ্ত হইয়াছে। এতএব তোমার এই দারুকল্পতা (দারুসদৃশতা—স্তম্ভভাব) বিচিত্র নহে।"

২৯৬। সম্ভ্রমপ্রীতিজাত স্নেহের গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত স্তর রাগ

"স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটম্।
তৎসম্বন্ধলবেঽপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি ॥ ভ, র, সি ৩।২।৩৫॥

—স্নেহ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যখন এমন এক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় দুঃখও কৃষ্ণসম্বন্ধলেশবশতঃ (শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার, বা কৃষ্ণতুল্য স্ফুরণ, বা কৃষ্ণকৃপালাভ বশতঃ) সুখময় বলিয়া পরিস্ফুট হয় (শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধাভাবে সুখও দুঃখ বলিয়া মনে হয়) এবং প্রয়োজন হইলে প্রাণবিনাশের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করা হয়, সেই অবস্থায় স্নেহকে বলে রাগ।"

"গুরুরপি ভুজগাদ্‌ভীস্তক্ষকাৎ প্রাজ্যরাজ্য-চ্যুতিরতিশায়িনী চ প্রায়চর্য্যা চ গুর্ব্বী।
অতনুত মুদমুচ্চৈঃ কৃষ্ণলীলাসুধান্তর্বিহরণসচিবত্বাদৌত্তরেয়স্য রাজ্ঞঃ ।।ভ, র, সি, ৩।২।৩৬॥

—তক্ষক-নাগ হইতে গুরুতর ভয়, প্রচুর-রাজ্যচুতি (সসাগরা পৃথিবীব সাম্রাজ্য হইতে বিচ্যুতি), অতিশায়িনী প্রায়চর্য্যা (মরণ-পর্য্যন্ত অনশন-ব্রত)—এ-সমস্ত পরম-দুঃখজনক হইলেও কৃষ্ণলীলাসুধা-মধ্যে বিহরণের সহায় হইয়াছিল বলিয়া উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের অত্যধিকরূপে আনন্দ বিস্তার করিয়াছিল।"

তক্ষক-দংশনে সপ্তাহমধ্যে মৃত্যু অবধারিত জানিয়াই পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োবেশনরত হইয়া কৃষ্ণলীলাকথা-শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তক্ষক হইতে ভয় হইল কৃষ্ণকথা-শ্রবণের আনুকূল্যবিধায়ক—সচিব। আবার ঐ ভয়াদিবশতঃ শ্রবণব্যাপারেও তাঁহার আসক্তি জন্মিয়াছিল। এই ভাবেও তক্ষক হইতে ভয়াদি তাঁহার কৃষ্ণলীলা-শ্রবণের সহায় বা সচিব হইয়াছিল। কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-সময়ে পরীক্ষিতের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ হইয়াছিল; তাহাতেই তাঁহার অপরিসীম আনন্দ। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"অত্র তাদৃশ-স্ফুরণেনোদাহরন্ সাক্ষাদ্‌কারেণ কৈমুত্যং ব্যঞ্জয়তি—এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণজনিত আনন্দের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে; সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দের কথা আর কি বলিব?"

"কেশবস্য করুণালবোঽপি চেদ্‌বাড়বোঽপি কিল ষাড়বো মম।
অস্ত যদ্যদয়তা কুশস্থলী পূর্ণসিদ্ধিরপি মে কুশস্থলী ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৩৭॥

—আমার প্রতি যদি কেশবের করুণালেশও হয়, তাহা হইলে বাড়বানলও আমার পক্ষে ষাড়ব (পানক) তুল্য হইবে (বাড়বানল পান করিলেও যদি তাঁহার কৃপালেশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বাড়বানল-পানও আমার পক্ষে পানক-পানের তুল্য সুখময় হইবে); আর আমার প্রতি যদি তাঁহার দয়া না থাকে, তাহা হইলে এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কুশস্থলীও (দ্বারকানগরীও) আমার পক্ষে কুশস্থলী

(কুশভূমি) তুল্য হইবে (তাঁহার করুণা না পাইলে পরমৈশ্বর্য্যময়ী দ্বারকানগরীতে বাসও আমার পক্ষে কুশভূমিতে শয়নের ন্যায় দুঃখময় হইবে)।"

২৯৭। সম্ভ্রমপ্রীতিজনিত প্রেম-স্নেহাদির আশ্রয়

"প্রায় আদ্যদ্বয়ে প্রেমা স্নেহঃ পারিষদেষ্বসৌ। পরীক্ষিতি ভবেদ্রাগো দারুকে চ তথোদ্ধবে॥
ব্রজানুগেষ্বনেকেষু রক্তকপ্রমুখেষু চ। অস্মিন্নভ্যুদিতে ভাবঃ প্রায়ঃ স্যাৎ সখ্যলেশভাক্॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৩৮-৩৯॥

—(পূর্ব্বে ৭।২৭৯-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সম্ভ্রমপ্রীতরসের আশ্রয়ালম্বন চতুর্ব্বিধ—অধিকৃতদাস, আশ্রিত-দাস, পারিষদদাস এবং অনুগদাস। তাঁহাদের মধ্যে) প্রায়শঃ আদ্যদ্বয়ে (অর্থাৎ অধিকৃতদাসে এবং আশ্রিতদাসে) প্রেম, পারিষদসকলে স্নেহ এবং পরীক্ষিৎ, দারুক এবং উদ্ধবে রাগ প্রকটিত হইয়া থাকে। রক্তক-প্রমুখ বহু ব্রজানুগ-দাসের মধ্যেও রাগ প্রকটিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে এই রাগ উদিত হইলে প্রায়শঃ তাহাতে সখ্যাংশ মিশ্রিত থাকে।"

টীকায় প্রথম "প্রায়ঃ"-শব্দসম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১।১১।৯-শ্লোকোক্ত দ্বারকাবাসীদের বাক্য হইতে জানা যায়, তাঁহাদের প্রেমে রাগস্পর্শ আছে। এজন্য "প্রায়ঃ" বলা হইয়াছে। শেষ "প্রায়ঃ"-শব্দসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—সাধারণ অনুগ ভক্তদের মধ্যেও পরীক্ষিতাদির ন্যায় রাগই অভিপ্রেত; কিন্তু ব্রজানুগ-ভক্তদের রাগের একটু বৈশিষ্ট্য আছে, তাঁহাদের মধ্যে রাগ প্রকটিত হইলে তাঁহাদের ভাব প্রণয়াংশময় হইয়া প্রায়শ প্রীত্যাখ্য (সখ্যাখ্য) হইয়া থাকে। ইহাই অন্য অনুগ অপেক্ষা রক্তকপ্রমুখ ব্রজানুগদের ভাবের উৎকর্ষ।

২৯৮। সম্ভ্রমপ্রীতভক্তিরসের দুইটী ভেদ—অযোগ এবং যোগ

সম্ভ্রমপ্রীত-ভক্তিরসের দুইটী ভেদ আছে—অযোগ এবং যোগ।

"অযোগযোগাবেতস্য প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৪১॥"

এই দুইটী ভেদের বিষয় পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতেছে।

২৯৯। অযোগ

"সঙ্গাভাবো হরের্ধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে। অযোগে তন্মনস্কত্বং তদ্‌গুণাদ্যনুসন্ধয়ঃ॥
তৎপ্রাপ্ত্যুপায়চিন্তাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং কথিতাঃ ক্রিয়াঃ। উৎকণ্ঠিত্বং বিয়োগশ্চেত্যযোগোঽপি দ্বিধোচ্যতে॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৪১॥

—শ্রীহরির সঙ্গাভাবকে পণ্ডিতগণ অযোগ বলেন। অযোগে তন্মনস্কত্ব (কৃষ্ণমনস্কত্ব), কৃষ্ণগুণাদির অনুসন্ধান, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়চিন্তাদি হইতেছে সকল রকম ভক্তের ক্রিয়া বা অনুভাব। এই অযোগও আবার দ্বিবিধ—উৎকণ্ঠিত্ব এবং বিয়োগ।"

ক। উৎকণ্ঠিত্ব

"অদৃষ্টপূর্ব্বস্য হরের্দিদৃক্ষোৎকণ্ঠিতং মতম্॥ ভ, র, সি, ৩।২।৪১॥

--অদৃষ্টপূর্ব্ব হরির দর্শনেচ্ছাকে উৎকণ্ঠিত বলে।"

"চকার মেঘে তদ্বর্ণে বহুমানরতিং নৃপঃ।

পক্ষপাতেন তন্নাম্নি মৃগে পদ্মে চ তদ্দৃশি॥ ভ,র,সি, ৩।২।৪১॥-নৃসিংহপুরাণবচনম্॥

—রাজা ইক্ষ্বাকু অতিশয় আসক্তিবশতঃ কৃষ্ণবর্ণ মেঘে, (কৃষ্ণনামক) কৃষ্ণসারমৃগে এবং শ্রীকৃষ্ণের নয়নসদৃশ কৃষ্ণপদ্মে বহুমানপুরঃসর রতি বিধান করিয়াছিলেন।"

রাজা ইক্ষ্বাকু পূর্ব্বে কৃষ্ণের দর্শন পায়েন নাই। তাঁহার দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি মেঘাদির প্রতিও রতি প্রকাশ করিতেন।

"অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুষো ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।

লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং মহ্যং ন ন স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৪৩॥ শ্রীভা, ১০।৩৮।১০॥

—(মথুরা হইতে ব্রজে আগমনের পথে অক্রূর মনে মনে বলিলেন) পৃথিবীর ভারাবতারণের নিমিত্ত নিজের ইচ্ছায় অবতীর্ণ লাবণ্যধাম নরবপু ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শন আজ আমার হইতে পারে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে কি আমার নয়ন সার্থক হইবে না? অবশ্য হইবে।"

উৎকণ্ঠিতে ব্যভিচারিভাব

"অত্রাযোগপ্রসক্তানাং সর্ব্বেষামপি সম্ভবে।

ঔৎসুক্য-দৈন্যনির্বেদ-চিন্তানাং চাপলস্য চ।

জড়তোন্মাদমোহানামপি স্যাদতিরিক্ততা॥ ভ, র, সি, ১।১।৪৪॥

-- অযোগসম্বন্ধী সমস্ত ব্যভিচারী ভাব উৎকণ্ঠিতে সম্ভব হইলেও ঔৎসুক্য, দৈন্য, নির্বেদ, চিন্তা, চাপল, জড়তা, উন্মাদ এবং মোহ—এই কয়টীরই আধিক্য জন্মে।" পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২৮৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ঔৎসুক্য

"অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।

অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৪৫॥ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-বচনম্॥

—হা কষ্ট! হা কষ্ট! হে হরে! হে অনাথবন্ধো (যাহার অন্য নাথ নাই, তাহার বন্ধো)! হে করুণৈকসিন্ধো! তোমার দর্শনব্যতিরেকে এই অধন্য দিনগুলি আমি কিরূপে যাপন করিব?"

দৈন্য

"নিবদ্ধ-মূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে নীরন্ধ্র-দৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠম্।

দয়াম্বুধে দেব ভবৎকটাক্ষ-দাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৪৬॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত-বাক্যম্॥

—হে দেব! হে কৃপাসাগর! আমি মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক অতিশয় দৈন্য সহকারে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি—আপনি স্বীয় অনুগ্রহসূচক কটাক্ষলেশদ্বারা একবার আমাকে পরিষিঞ্চিত করুন।”

নির্বেদ

“স্ফুটং শ্রিতবতোরপি শ্রুতিনিষেবয়া শ্লাঘ্যতাং মমাভবনিরেতয়োর্ভবতু নেত্রয়োর্মন্দয়োঃ।
ভবেন্ন হি যয়োঃ পদং মধুরিমশ্রিয়ামাস্পদং পদাম্বুজনখাঙ্কুরাদপি বিসারি-রোচিস্তব॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৪৮॥

—(উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন) বহুতর শ্রুতিগ্রন্থ দর্শন করিয়া আমার নয়নদ্বয় অতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকিলেও তাহাদিগকে মন্দই বলিতে হয়; কেননা, ইহারা তোমার পাদপদ্মের নখাঙ্কুর হইতে প্রসরণশীল মাধুর্য্যসম্পদের আস্পদস্বরূপ তোমার কান্তি দর্শন করিতে পারিল না। অতএব ইহাদের বিনাশ হউক।”

চিন্তা

“হরিপদকমলাবলোকতৃষ্ণা তরলমতেরপি যোগ্যতামবীক্ষ্য।
অবনতবদনস্য চিন্তয়া মে হরি হরি নিশ্বসতো নিশাঃ প্রযান্তি॥ ভ, র, সি, ৩।২।৪৯॥

—(কোনও ভক্ত নির্জনে বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছেন) হরি! হরি! (খেদে), হরির চরণ-কমল দর্শনের নিমিত্ত আমার তৃষ্ণা জন্মিয়াছে; কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার যোগ্যতা না দেখিয়া দুঃখে অবনতবদন হইয়া আমি চিন্তাগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি; এই ভাবেই আমার রাত্রিসমূহ অতিবাহিত হইতেছে।”

চাপল

“ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৫০॥ কৃষ্ণকর্ণামৃতবাক্যম্॥

—হে কৃষ্ণ! তোমার কৈশোর ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত, ইহা জানিও। (তোমার সেই অদ্ভুত কৈশোরের দর্শনের নিমিত্ত) আমার চাপল্যও আমি জানি, তুমিও জান। অতএব আমার এই নয়নদ্বয়দ্বারা তোমার বিরল (কচিৎ কোনও ভাগ্যবানের দ্বারা উপলভ্য) মনোহর মুরলীবিলাসি বদনকমল-দর্শনের জন্য আমি কি করিব, বল।”

জড়তা

“ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বত্তন্মনস্তয়া।
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্॥ ভ, র, সি, ৩।২।৫২॥ শ্রীভা, ৭।৪।৩৭॥

—(যুধিষ্ঠিরের নিকটে নারদ বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রহ্লাদের যে নৈসর্গিকী রতি ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, প্রহ্লাদ) বাল্যকালেই ক্রীড়নক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (অন্য

বালকেরা যেমন ক্রীড়নক লইয়া খেলা করে, তিনি তদ্রূপ করিতেন না), কৃষ্ণমনস্কতাবশতঃ তিনি জড়বৎ হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণরূপ গ্রহের দ্বারা গৃহীতাত্মা (কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত) হইয়া জগৎকে এতাদৃশ ব্যবহারময় (অপর লোক জগৎকে যেরূপ দেখে, সেইরূপ) বলিয়া জানিতেন না (কিন্তু কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিময় বলিয়াই মনে করিতেন)।"

"নিমেষোন্মুক্তাক্ষঃ কথমিহ পরিস্পন্দবিধুরাং তনুং বিভ্রদ্ভব্যঃ প্রতিকৃতিবরাস্তে দ্বিজপতিঃ।
অয়ে জ্ঞাতং বংশীরসিক-নবরাগব্যসনিনা পুরঃ শ্যামাম্ভোদে বত বিনিহিতা দৃষ্টিরমুনা॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৫৩॥

—ভব্য (শোভনস্বভাব) এই ব্রাহ্মণ কেন আজ অনিমেষনয়নে স্পন্দনরহিত কলেবরে প্রতিমার ন্যায় স্তব্ধ ভাবে অবস্থিত আছেন ? অহো ! বুঝিয়াছি। ইনি বংশীরসিক শ্রীকৃষ্ণে নবানুরাগদ্বারা আসক্ত হইয়া সম্মুখস্থ শ্যামমেঘে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন।"

উন্মাদ

"ক্বচিন্নটতি নিষ্পটং ক্বচিদসম্ভবং স্তম্ভতে ক্বচিদ্বিহসতি স্ফুটং ক্বচিদমন্দমাক্রন্দতি।
লসত্যনলসং ক্বচিৎ ক্বচিদপার্থমার্ত্তায়তে হরেরভিনবোদ্ধুরপ্রণয়সীধুমত্তো মুনিঃ॥ ভ,র,সি, ৩।২।৫৪॥

—দেবর্ষি নারদমুনি শ্রীহরির অভিনব প্রণয়োৎকর্ষ-সুধায় মত্ত হইয়া কখনও বিবসন হইয়া নৃত্য করিতেছেন, কখনও অসম্ভব স্তম্ভ প্রাপ্ত হইতেছেন, কখনও বা স্পষ্টরূপে উচ্চ হাস্য করিতেছেন, কখনও বা উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, কখনও বা অনলসভাবে ক্রীড়া করিতেছেন, আবার কখনও বা আর্ত্তির কোনও দৃশ্যমান কারণ না থাকিলেও আর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন।"

মোহ

"অযোগ্যমাত্মানমিতীশদর্শনে স মন্যমানস্তদনাপ্তিকাতরঃ।
উদ্বেলদুঃখার্ণব মগ্নমানসঃ স্রুতাশ্রুধারো দ্বিজ মূর্চ্ছিতোঽপতৎ॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৫৫ ॥ হরিভক্তিসুধোদয়বাক্যম্ ॥

—হে দ্বিজ ! প্রহ্লাদ ভগবদ্দর্শনে নিজেকে অযোগ্য মনে করিয়া তাঁহার অপ্রাপ্তিতে কাতর হইয়া উচ্ছ্বসিত দুঃখসমুদ্রে মগ্নচিত্ত হইয়া অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।"

খ। বিয়োগ

"বিয়োগো লব্ধসঙ্গেন বিচ্ছেদো দনুজদ্বিষা ॥ভ, র, সি, ৩।২।৫৬॥

—কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করার পরে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইলে তাহাকে বিয়োগ বলে।"

"বলিসুত-ভুজষণ্ড-খণ্ডনায় ক্ষতজপুরং পুরুষোত্তমে প্রয়াতে।
বিধুত-বিধুরবুদ্ধিরুদ্ধবোঽয়ং বিরহনিরুদ্ধমনা নিরুদ্ধবোঽভূৎ॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৫৭॥

—বলিনন্দন বাণাসুরের বাহুসমূহ খণ্ডন করার নিমিত্ত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ শোণিতপুরে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-নিরুদ্ধমনা এই উদ্ধবের বুদ্ধি কম্পিত এবং দুঃখিত হইল, তিনি নিরানন্দ হইয়া পড়িলেন।”

বিয়োগে সম্ভ্রমপ্রীতির দশ দশা

“অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্য্যালম্বনশূন্যতা। অধৃতির্জড়তা ব্যাধিরুন্মাদো মূর্চ্ছিতং মৃতিঃ।
বিয়োগে সম্ভ্রমপ্রীতের্দশাবস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। অনবস্থিতিরাখ্যাতা চিত্তস্যালম্বনশূন্যতা।
অরাগিতা তু সর্ব্বস্মিন্নধৃতিঃ কথিতা বুধৈঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৫৭॥

—বিয়োগে সম্ভ্রমপ্রীতির দশটী অবস্থা হয়—অঙ্গ সকলে তাপ, কৃশতা, জাগরণ, আলম্বনশূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূর্চ্ছা এবং মৃতি। চিত্তের অনবস্থিতির নাম আলম্বনশূন্যতা এবং সকল বিষয়ে অরাগিতার (অনুরাগ-শূন্যতার) নাম অধৃতি।”

এ-সমস্তের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

তাপ

“অস্মান্ দুনোতু কমলং তপনস্য মিত্রং রত্নাকরশ্চ বড়বানলগূঢ়মূর্ত্তিঃ।
ইন্দীবরং বিধুসুহৃৎ কথমীশ্বরং বা তং স্মারয়ন্মুনিপতে দহতীহ সভ্যান্॥ ভ, র, সি, ৩।২।৫৮॥

—(নারদের প্রতি উদ্ধব বলিয়াছিলেন) হে মুনিবর! সূর্য্যের বন্ধু পদ্ম (শ্রীকৃষ্ণের মুখ স্মরণ করাইয়া) আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করে করুক; যাহার অভ্যন্তরে বাড়বানলের মূর্ত্তি গুপ্ত ভাবে বিরাজিত, সেই সমুদ্র (তাহার শ্যামবর্ণ জলের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপ স্মরণ করাইয়া) আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করে করুক; কিন্তু পরমশীতল চন্দ্রের সুহৃৎ ইন্দীবর (নীলকমল) কেন আমাদের সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়া আমাদিগকে (শ্রীকৃষ্ণ-পারিষদ সভ্যগণকে) দগ্ধ করিতেছে?”

পরমশীতল নীলপদ্মাদিও যে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া তাপদায়ক হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইল এবং ইহা দ্বারা বিয়োগদুঃখের দুরন্ততাও সূচিত হইল।

কৃশতা

“দধতি তব তথাদ্য সেবকানাং ভুজপরিঘাঃ কৃশতাঞ্চ পাণ্ডুতাঞ্চ।
পততি বত যথা মৃণালবুদ্ধ্যা স্ফুটমিহ পাণ্ডবমিত্র পাণ্ডুপক্ষঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৫৯॥

—হে পাণ্ডবমিত্র কৃষ্ণ! তোমার সেবকদিগের (প্রয়োজনীয় কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা দ্বারকায় অবস্থিত, সেই সেবকদিগের) ভুজসমূহ এতাদৃশী কৃশতা এবং পাণ্ডুতা ধারণ করিয়াছে যে, অহো! পাণ্ডুপক্ষ হংস সেই ভুজসমূহকে মৃণাল মনে করিয়া তাহাদের উপর পতিত হইতেছে।”

শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দ্বারকাস্থ পারিষদগণ এই কথাগুলি বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে তাঁহাদের ভুজ কৃশ হইয়া গিয়াছে।

জাগরণ

“বিরহাম্বুরবিদ্বিষশ্চিরং বিধুরাঙ্গে পরিখিন্নচেতসি।
ক্ষণদাঃ ক্ষণদায়িতোজ্ঝিতা বহুলাশ্বে বহুলাস্তদাভবন্॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬০॥

—শ্রীকৃষ্ণের দীর্ঘকালস্থায়ী বিরহে অবসন্নদেহ, ক্ষীণচিত্ত রাজা বহুলাশ্বের সুখদায়িনী রাত্রিসকল (উপলক্ষণে দিন সকলও) দুঃখপ্রদ হইয়া বহুতরা হইয়াছিল (রাত্রিতে নিদ্রালবও ছিলনা)।”

আলম্বনশূন্যতা

“বিজয়রথ-কুটুম্বিনা বিনাস্মন্ন কিল কুটুম্বমিহাস্তি নস্ত্রিলোক্যাম্।
ভ্রমদিদমনবেক্ষ্য যৎপদাব্জং ক্বচিদপি ন ব্যবতিষ্ঠতেঽদ্য চেতঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬১॥

—(কোনও সময়ে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন) অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এই ত্রিভুবনে আমাদের অন্য কোনও কুটুম্ব নাই। তাঁহার চরণকমলের অদর্শনে আজ এই জগৎ ঘূর্ণিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, আমার চিত্তও কোনও স্থলেই স্থির-ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিতেছে না।”

অধৃতি

“প্রেক্ষ্য পিঞ্ছকুলমক্ষি পিধত্তে নৈচিকীনিচয়মুজ্ ঝতি দূরে।
বষ্টি যষ্টিমপি নাদ্য মুরারে রক্তকস্তব পদাম্বুজরক্তঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬২॥

—হে মুরারে! তোমার বিরহে তোমার চরণকমলে অনুরক্ত রক্তক-নামক তোমার ভৃত্য আজ ময়ূর-পুচ্ছ অবলোকন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতেছে, গো-সমূহের প্রতি তাহার আর দৃষ্টি নাই, তাহাদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিতেছে ; অধিক কি বলিব—যষ্টি পর্য্যন্তও গ্রহণ করিতেছে না।”

সমস্তবিষয়ে অনুরাগ-শূন্যতাই অধৃতি।

জড়তা

“যৌধিষ্ঠিরং পুরমুপেয়ুষি পদ্মনাভে খেদানলব্যতিকরৈরতিবিক্লবস্য।
স্বেদাশ্রুভির্ন হি পরং জলতামবাপুরঙ্গানি নিষ্ক্রিয়তয়া চ কিলোদ্ধবস্য॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬৩॥

—পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পুরে (হস্তিনাপুরে) গমন করিলে প্রীতি-বিক্লব উদ্ধবের ঘর্ম্ম ও অশ্রু খেদানলের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তাঁহার অঙ্গসমূহকে দ্রবীভূত করিতে পারে নাই, কিন্তু নিষ্ক্রিয়তা (জড়তা) প্রাপ্ত করাইয়াছিল।”

ঘর্ম্ম ও অশ্রুর প্রবল প্রবাহ উদ্ধবের দেহকে দ্রবীভূত করিয়া দিতে সমর্থ ; খেদানলের প্রভাবে তাহা করিতে পারে নাই (অনল জলের প্রভাব নষ্ট করে বলিয়া) ; কিন্তু তাঁহার দেহে জড়তা প্রকটিত করিয়াছিল।

ব্যাধি

“চিরয়তি মণিমন্বেষ্টুং চলিতে মুরভিদি কুশস্থলীপুরতঃ।
সমজনি ধৃতনবব্যাধিঃ পবনব্যাধি র্যথার্থাখ্যঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬৪॥

—স্যমন্তকমণির অন্বেষণার্থ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী হইতে চলিয়া গিয়াছেন ; ফিরিয়া আসিতেও তাঁহার অধিক কাল বিলম্ব হইতেছে। তাহাতে উদ্ধব কৃষ্ণবিরহে নূতন একটী ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন ; বাল্যাবধিই কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত বলিয়া লোকে তাঁহাকে বায়ু-রোগগ্রস্ত মনে করিত ; কিন্তু এই নূতন ব্যাধিতে তাঁহার সেই বায়ু-রোগ সার্থক হইয়াছে।”

উন্মাদ

"প্রোষিতে বত নিজাধিদৈবতে রৈবতে নবমমেক্ষ্য নীরদম্।
ভ্রান্তধীরয়মধীরমুদ্ধবঃ পশ্য রৌতি রমতে নমস্যতি ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬৪॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৬৪॥

—স্বীয় অধিদেব শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে দূরে গমন করিলে ভ্রান্তবুদ্ধি উদ্ধব রৈবতক পর্ব্বতে নব মেঘ দর্শন করিয়া অধীরতার সহিত কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং কখনও বা নমস্কার করিতেছেন, দেখ।"

মূর্চ্ছিত

"সমজনি দশা বিশ্লেষাত্তে পদাম্বুজসেবিনাং ব্রজভুবি তথা নাসীন্নিদ্রালবোঽপি যথা পুরা।
যদুবর দরশ্বাসেনামী বিতর্কিতজীবিতাঃ সততমধুনা নিশ্চেষ্টাঙ্গা স্তটান্যধিশেরতে ॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৬৫॥

—হে যদুবর! তোমার বিরহে ব্রজভূমিস্থ তোমার পাদপদ্মসেবী দাসগণের কি দশা জন্মিয়াছে, বলিতেছি। পূর্ব্বে (প্রথমে) যেমন তাহাদের নিদ্রালবও ছিলনা, এখনও তদ্রূপ। অধুনা তাহাদের নিশ্বাস এমনই মৃদু হইযাছে যে, তাহাদের জীবন আছে কিনা, তৎসম্বন্ধেই বিতর্ক উপস্থিত হয়। তাহারা নিশ্চেষ্টাঙ্গ হইয়া যমুনাতীরে পড়িয়া থাকে।"

মৃতি

"দনুজদমন যাতে জীবনে ত্বয্যকস্মাৎ প্রচুরবিরহতাপৈর্ধ্বস্তহৃৎপঙ্কজায়াম্।
ব্রজমভিপরিতস্তে দাসকাসারপঙ্‌ক্তৌ ন কিল বসতিমার্ত্তাঃ কর্ত্তুমিচ্ছন্তি হংসাঃ ॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৬৬॥

—হে দনুজদমন কৃষ্ণ! জীবনস্বরূপ তুমি অকস্মাৎ দূরদেশে যাওয়াতে ব্রজের সর্ব্বত্র তোমার দাসরূপ সরোবরশ্রেণীর হৃদয়পদ্ম তোমার প্রচুর-বিরহতাপে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; প্রাণরূপ হংসসমূহ আর্ত্ত হইয়া আর তাহাতে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেনা।"

সূর্যাতাপে সরোবরের জল শুষ্ক হইয়া গেলে তাহাতে যেমন আর হংস বিচরণ করে না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত আর্ত্তিবশতঃ ব্রজভূমিস্থ কৃষ্ণদাসগণের দেহেও আর প্রাণ থাকিতে চাহিতেছেনা।

এই মৃতি সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অশিবত্বান্ন ঘটতে ভক্তে কুত্রাপ্যসৌ মৃতিঃ।
ক্ষোভকত্বাদ্ বিয়োগস্য জাতপ্রায়েতি কথ্যতে॥ ভ, র, সি ৩।২।৬৭।

—অশিবত্ব বশতঃ (অমঙ্গলত্ববশতঃ) শ্রীকৃষ্ণের পরিকর ভক্তদের মৃতি (মৃত্যু) কোথাও হয় না। শ্রীকৃষ্ণবিয়োগের ক্ষোভকারিত্ব বশতঃই তাঁহাদের যে মৃতপ্রায় অবস্থা জন্মে, তাহাকেই মৃতি বলা হয়।"

মৃত্যু হইতেছে অশিব; অমঙ্গল; শিবস্বরূপ বা মঙ্গলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পারিষদ ভক্তদের কখনও অমঙ্গলরূপ মৃত্যু হয় না। বস্তুতঃ, যাঁহারা মায়ার কবলে অবস্থিত, তাঁহাদেরই মৃত্যু হইয়া থাকে—মায়াজনিত কর্ম্মফল ভোগের জন্য এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারাই ভোগায়তন অন্যদেহে গমন করেন; ইহাকেই মৃত্যু বলে। ইহা অশিব, অমঙ্গল; কেননা, শিবস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখতা বশতঃই জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া পড়ে। যাঁহারা ভগবৎ-পার্ষদ, তাঁহারা মায়াতীত, নিত্যভগবদুন্মুখ; তাঁহাদের বন্ধনজনক—সুতরাং জন্মমৃত্যুজনক—কোনও কর্ম্ম থাকেনা; তাঁহারা সেবোপযোগী চিন্ময় পার্ষদ-দেহেই বিরাজিত; তাঁহাদের দেহ কর্ম্মফলের ভোগোপযোগী দেহ নহে—সুতরাং পরিত্যাজ্যও নহে। সুতরাং প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহাদের মৃত্যুও সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখাদি তাঁহাদের মধ্যে যে ক্ষোভ জন্মায়, তাহাতেই তাঁহাদের মৃতপ্রায় অবস্থা জন্মায়; এইরূপ মৃতপ্রায় অবস্থাকেই এ-স্থলে মৃতি বলা হইয়াছে। মৃতপ্রায়—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা।

৩০০। **যোগ**

পূর্ব্বে ৭।২৯৮ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সম্ভ্রমপ্রীত-ভক্তিরসের দুইটী ভেদ আছে—অযোগ এবং যোগ। ৭।২৯৯ অনুচ্ছেদে অযোগ বিবৃত হইয়াছে; এক্ষণে যোগ বিবৃত হইতেছে।

"কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে।
যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধিস্তুষ্টিঃ স্থিতিরিতি ত্রিধা॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬৭॥

—কৃষ্ণের সহিত মিলনকে যোগ বলা হয়। এই যোগও তিন রকমের—সিদ্ধি, তুষ্টি এবং স্থিতি।"

ক। **সিদ্ধি**

"উৎকণ্ঠিতে হরেঃ প্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিত্যভিধীয়তে॥ ভ, র, সি, ৩।২।৬৭॥

—উৎকণ্ঠিত অবস্থায় (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য যখন উৎকণ্ঠা জন্মে, তখন) শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিকে বলে সিদ্ধি।"

"মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু-
র্বক্ত্রং চিত্রবিমুগ্ধহাসমধুরং বালে বিলোলে দৃশৌ।
বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি-
র্মন্দং মন্দময়ে ক এষ মথুরাবীথীং মিথো গাহতে॥

—ভ, র, সি, ৩।১।৬৭॥ কৃষ্ণকর্ণামৃতবাক্যম্॥

—মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, মরকত-স্তম্ভ-বিনিন্দি বপু, বিচিত্র মনোহর হাস্যমধুর বদন, নয়নদ্বয় চঞ্চল এবং সুকোমল, শৈশবাংশে বাক্য অতি শীতল (তাপনাশক), মদমত্ত গজ অপেক্ষাও শ্লাঘনীয়-ক্রীড়াশালী—ওহে! এতাদৃশ কে এই ব্যক্তি মন্দ-মন্দ গতিতে রহস্য করিতে করিতে মথুরার নিকটবর্ত্তী বৃন্দাবনের পথে আগমন করিতেছেন?"

"রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্ রামকৃষ্ণয়োঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৮।৩৪॥

—(শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন--রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র) অক্রূর সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিয়া প্রেমবিহ্বল চিত্তে রামকৃষ্ণের চরণসান্নিধ্যে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন।"

খ।

"জাতে বিয়োগে কংসারেঃ সংপ্রাপ্তিস্তুষ্টিরুচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৬।২।৬৮।

—বিচ্ছেদের পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিকে তুষ্টি বলে।"

"কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্।
জীবাম তে সুন্দরহাসশোভিতমপশ্যমানা বদনং মনোহরম্॥ শ্রীভা, ১।১১।১০॥

—(দ্বারকাবাসী প্রজাগণ আনর্ত্তদেশ হইতে প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) হে নাথ! তুমি যদি চিরকাল প্রবাসে থাক, তাহা হইলে তোমার এই সুন্দর-হাস্যশোভিত মনোহর বদন---যাহার প্রসন্ন-দৃষ্টিতে সমস্ত সন্তাপ দূরীভূত হয়, সেই বদন, দেখিতে না পাইয়া আমরা কিরূপে জীবিত থাকিব?"

গ। স্থিতি

"সহবাসো মুকুন্দেন স্থিতির্নিগদিতা বুধৈঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭০॥

—শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করাকে স্থিতি বলে।"

"পুরস্তাদাভীরীগণভয়দ-নামা স কঠিনো মণিস্তম্ভালম্বী কুরুকুলকথাং সংকথয়িতা।
স জানুভ্যামষ্টাপদভুবমবষ্টভ্য ভবিতা গুরোঃ শিষ্যো নূনং পদকমলসম্বাহনরতঃ॥

—ভ, র, সি ৩।২।৭০॥ হংসদূত-প্রমাণ॥

—(একটী হংসকে বৃন্দাবন হইতে দূতরূপে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠান হইতেছে। মথুরায় গেলে হংস কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিনিবে, তাহা উপদেশ করা হইতেছে। হংস! সে-স্থানে গিয়া দেখিবে—যাঁহার) সম্মুখভাগে গোপীগণের ভয়দ-নামক কঠিন অক্রূর মণিস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া কুরুকুলের কথা বর্ণন করিতেছেন এবং দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব জানুদ্বয় দ্বারা স্বর্ণভূমি অবলম্বন করিয়া (যাঁহার) পাদপদ্মের সম্বাহন করিতেছেন (তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিবে)।"

এ-স্থলে অক্রূরের এবং উদ্ধবের শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবস্থিতি (বা স্থিতি) প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঘ। যোগে দাসভক্তদিগের ক্রিয়া

"নিজাবসর-শুশ্রূষা-বিধানে সাবধানতা।
পুরস্তস্য নিবেশাদ্যা যোগেঽমীষাং ক্রিয়া মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭০॥

—যোগে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-সময়ে দাসভক্তদিগের আপন-আপন অবসরে সেবাবিধানে সাবধানতা এবং শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে উপবেশনাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে।"

৩০১। মতান্তর-খণ্ডন

"কেচিদস্যা রতেঃ কৃষ্ণভক্ত্যাস্বাদবহির্ম্মুখাঃ। ভাবত্বমেব নিশ্চিত্য ন রসাবস্থতাং জগুঃ॥
ইতি তাবদসাধীয়ো যৎ পুরাণেষু কেষুচিৎ। শ্রীমদ্ভাগবতে চৈষ প্রকটো দৃশ্যতে রসঃ॥
— ভ, র, সি, ৩।২।৭০॥

—কৃষ্ণ-ভক্তির আস্বাদবহির্ম্মুখ কোনও কোনও ব্যক্তি এই কৃষ্ণরতির ভাবত্ব মাত্র নিশ্চয় করিয়া তাহার রসাবস্থত্ব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের এতাদৃশ মত সাধু নহে; যেহেতু, কোনও কোনও পুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও এই ভক্তিরস স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে।" পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৭২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণঃ—

"ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ শ্রীভা, ১১।৩।৩২॥

— ভক্তিযোগের সাধন করিতে করিতে ভক্তগণ কখনও কৃষ্ণচিন্তায় রোদন করেন, কখনও বা হাস্য করেন, কখনও বা আনন্দ প্রকাশ করেন, কখনও বা অলৌকিক বাক্য বলিয়া থাকেন, কখনও বা নৃত্য করেন, কখনও বা গান করেন, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির অনুশীলন করেন এবং কখনও বা পরম-বস্তুকে লাভ করিয়া পরমানন্দে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন।"

"নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্ বীর্য্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি॥ শ্রীভা, ৭।৭।৩৪॥

—(প্রহ্লাদ তাঁহার বয়স্যগণের নিকটে বলিয়াছেন) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলা-বিগ্রহদ্বারা যে-সকল লোকাতীত কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সমস্ত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে-সমস্তের কথা এবং তাঁহার অতুলনীয় গুণসমূহের কথা শুনিয়া ভক্তব্যক্তি অতিশয় হর্ষবশতঃ পুলকাকুল হইয়া পড়েন, তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, তিনি তখন গদ্গদ বাক্যে উচ্চ কণ্ঠে গান করিতে থাকেন, চীৎকার করিতে থাকেন এবং নৃত্য করিতে থাকেন।"

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে ভক্তের যে লক্ষণগুলির কথা বলা হইয়াছে, সে-সমস্ত হইতেছে রসাস্বাদনের পরিচায়ক। ভক্তের চিত্তে ভক্তি ব্যতীত অন্য রতি নাই; সুতরাং তাঁহার চিত্তস্থিতা ভক্তি বা কৃষ্ণরতিই যে রসরূপে পরিণত হইয়া তাঁহার আস্বাদ্য হইয়াছে, তাহাই বুঝা যাইতেছে। এতাদৃশ উদাহরণ শ্রীমদ্ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণেও বহু দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভক্তি যে রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না—এইরূপ মতবাদ আদরণীয় হইতে পারে না। (৭।১৭২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে কথিত রোদনাদি হইতেছে ভক্তভাবের প্রায়িকী ক্রিয়া (প্রায়শঃ এই সমস্ত ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে); কিন্তু দেশ-কালাদির বৈশিষ্ট্য অনুসারে

কখনও কখনও ইহাদের সীমা লঙ্ঘিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ উল্লিখিত ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়)।

এষাত্র ভক্তভাবানাং প্রায়িকী প্রক্রিয়োদিতা।
কিন্তু কালাদিবৈশিষ্ট্যাৎ ক্বচিৎ স্যাৎ সীমালঙ্ঘনম্॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭২॥

৩০২। গৌরবপ্রীত রস (৩০২-৩১২ অনু)

পূর্ব্বে ৭।২৭৫-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, প্রীতভক্তিরস দ্বিবিধ—সম্ভ্রমপ্রীতরস এবং গৌরবপ্রীতরস। তন্মধ্যে ৭।২৭৬-৩০০-অনুচ্ছেদ-সমূহে সম্ভ্রমপ্রীতরসের বিবরণ কথিত হইয়াছে; এক্ষণে গৌরব-প্রীতরস কথিত হইতেছে।

"লাল্যাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতি র্গৌরবোত্তরা।
সা বিভাবাদিভিঃ পুষ্টা গৌরবপ্রীতিরুচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৩॥

—আমি শ্রীকৃষ্ণের লালনীয়, শ্রীকৃষ্ণ আমার লালক—সুতরাং গুরু, এতাদৃশ অভিমান যাঁহারা পোষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের গৌরবোত্তরা (গুরুত্বজ্ঞানময়ী) প্রীতি হয়। এই প্রীতি বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করিলে গৌরব-প্রীতরস বলিয়া কথিত হয়।"

৩০৩। গৌরব-প্রীতরসের আলম্বন

"হরিশ্চ তস্য লাল্যাশ্চ ভবন্ত্যালম্বনা ইহ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৩॥

—এই গৌরবপ্রীতরসে হরি এবং তাঁহার লাল্য ব্যক্তিগণ হইতেছেন আলম্বন।"

হরি বিষয়ালম্বন এবং লাল্যগণ আশ্রয়ালম্বন।

৩০৪। বিষয়ালম্বন হরি

"অয়মুপহিতকর্ণঃ প্রস্তুতে বৃষ্ণিবৃদ্ধৈর্যদুপতিরিতিহাসে মন্দহাসোজ্জ্বলাস্যঃ।
উপদিশতি সুধর্ম্মামধ্যমধ্যাস্য দীব্যন্ হিতমিহ নিজয়াগ্রে চেষ্টয়ৈবাত্মজান্নঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৪॥

—যদুবৃদ্ধগণ কোনও উপদেশপূর্ণ ইতিহাস-কথা বর্ণন করিতে থাকিলে মন্দহাস্যোজ্জ্বলবদন যদুপতি কৃষ্ণ সুধর্ম্মাসভামধ্যে উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহার এতাদৃশী স্বীয়-চেষ্টা দ্বারাই তাঁহার অগ্রে অবস্থিত তাঁহার আত্মজ আমাদিগকে হিত উপদেশ করিয়া থাকেন (অর্থাৎ পূর্ব্ব-মহদ্‌ব্যক্তিগণের উপদেশ যে অনুসরণীয়, তাঁহার নিজের আচরণের দ্বারাই তিনি তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন)।"

এ-স্থলে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, তাঁহার লাল্য আত্মজগণ আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের গৌরবময়ী প্রীতি আছে বলিয়াই তাঁহারা তাঁহার আচরণের অনুসরণ করেন।

"মহাগুরুর্মহাকীর্ত্তির্মহাবুদ্ধির্মহাবলঃ।
রক্ষী লালক ইত্যাদ্যৈর্গুণৈরালম্বনো হরিঃ ॥ ভ,র, সি, ৩।২।৭৪॥

—এই গৌরবোত্তরা প্রীতিতে মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক, লালক প্রভৃতি গুণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন।"

এই সমস্ত গুণই গৌরবময়ী প্রীতির আস্পদ।

৩০৫। **আশ্রয়ালম্বন—লাল্যগণ**

"লাল্যাঃ কিল কনিষ্ঠত্ব-পুত্রত্বাদ্যভিমানিনঃ।
কনিষ্ঠাঃ সারণ-গদ-সুভদ্র-প্রমুখাঃ স্মৃতাঃ।
প্রদ্যুম্নচারুদেষ্ণাদ্যাঃ সাম্বাদ্যাশ্চ কুমারকাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৪।

—যাঁহারা কনিষ্ঠত্বের এবং পুত্রত্বাদির অভিমান পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে লাল্য (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক লালনীয়) বলা হয়। তন্মধ্যে সারণ, গদ এবং সুভদ্র প্রমুখগণ হইতেছেন কনিষ্ঠত্বাভিমানী; আর, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ এবং সাম্ব প্রভৃতি যদুকুমারগণ হইতেছেন পুত্রত্বাভিমানী।"

যদুকুমারদিগের রূপ

"অপি মুরান্তক-পার্ষদমণ্ডলাদধিকমণ্ডনবেশগুণশ্রিয়ঃ।
অসিত-পীত-সিত-দ্যুতিভির্যুতা যদুকুমারগণাঃ পুরি রেমিরে ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৪॥

—যদুকুমারগণ শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণ হইতেও অধিক বেশ, ভূষা, গুণ ও শোভাশালী হইয়া কৃষ্ণবর্ণ, পীত-বর্ণ ও শুক্লবর্ণ দ্যুতিযুক্ত হইয়া দ্বারকাপুরীতে বিহার করিয়াছিলেন।"

যদুকুমারদিগের ভক্তি

"সগ্ধিং ভজন্তি হরিণা মুখমুন্নময্য তাম্বূলচর্ব্বিতমদন্তি চ দীয়মানম্।
ঘ্রাতাশ্চ মূর্দ্ধ্নি পরিরভ্য ভবন্ত্যদস্রাঃ সাম্বাদয়ঃ কতি পুরা বিদধুস্তপাংসি ॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৭৫॥

—সাম্বাদি পুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজন করিয়া থাকেন, মুখ উত্তোলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলে তাহা ভক্ষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের মস্তকে আঘ্রাণ করিলে প্রবলবেগে তাঁহাদের অশ্রু ক্ষরিত হইতে থাকে। অহো! পূর্ব্ব জন্মে ইঁহারা না জানি কতই তপস্যা করিয়াছিলেন?"

কুমারদিগের মধ্যে প্রদ্যুম্নের উৎকর্ষ

"রুক্মিণীনন্দনস্তেষু লাল্যেষু প্রবরো মতঃ ॥ ভ, র, সি ৩।২।৭৫॥

—লাল্যগণের মধ্যে রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নই হইতেছেন সর্ব্বপ্রধান।"

প্রদ্যুম্নের রূপ

"স জয়তি শম্বরদমনঃ সুকুমারো যদুকুমারকুলমৌলিঃ।
জনয়তি জনেষু জনক-ভ্রান্তিং যঃ সুষ্ঠু রূপেণ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৫॥

—যিনি স্বীয় রূপের দ্বারা জনগণের শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রান্তি সুষ্ঠুরূপে উৎপাদন করেন, যদুকুমার-চূড়ামণি সুকুমার সেই শম্বরারি প্রদ্যুম্ন জয়যুক্ত হউন।"

প্রদ্যুম্নের রূপ ছিল শ্রীকৃষ্ণের রূপের মতন।

প্রদ্যুম্নের ভক্তি

"প্রভাবতি সমীক্ষ্যতাং দিবি কৃপাম্বুধিমাদৃশাং স এষ পরমো গুরুর্গরুড়গো যদূনাং পতিঃ।
যতঃ কিমপি লালনং বয়মবাপ্য দর্পোদ্ধতাঃ পুরারিমপি সঙ্গরে গুরুরুষং তিরস্কুর্ম্মহে॥

---ভ, র, সি, ৩।২।৭৬॥

—(শ্রীহরিবংশোক্ত প্রভাবতী-হরণ সময়ে তৎসমীপস্থ প্রদ্যুম্নের বাক্য) ওহে প্রভাবতি ! আমাদের ন্যায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে কৃপার সমুদ্রকে স্বর্গে সন্দর্শন কর। গরুড়ারূঢ় ইনি যদুদিগের পতি এবং পরম গুরু। ইঁহার নিকটে আমরা কি এক অনির্ব্বচনীয় লালন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার ফলে দর্পোদ্ধত হইয়া গুরুতর ক্রোধযুক্ত ত্রিপুরারিকেও আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে তিরস্কার করিয়াছি।"

৩০৬। প্রীতভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে দাসভক্তদের ভাব-বৈচিত্র্য

"উভয়েষাং সদারাধ্যধিয়ৈব ভজতামপি সেবকানামিহৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্যৈব প্রধানতা।
লাল্যানান্তু স্বসম্বন্ধ-স্ফূর্ত্তেরেব সমন্ততঃ ব্রজস্থানাং পরৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যধিয়ামপি।।
অস্ত্যেব বল্লবাধীশপুত্রত্বৈশ্বর্য্যবেদনম্॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৬-৭৭॥

—উভয়-প্রকার (অর্থাৎ সম্ভ্রমপ্রীতিবিশিষ্ট এবং গৌরব-প্রীতিবিশিষ্ট) ভক্তগণই শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বদা আরাধ্যবুদ্ধি-পোষণ করিয়াই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন; তথাপি দ্বারকাস্থ সেবকগণের মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেরই প্রাধান্য; কিন্তু দ্বারকাস্থ লাল্যগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্বন্ধ-জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিরই প্রাধান্য। ব্রজস্থ সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে পরৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যবুদ্ধি (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর, এইরূপ জ্ঞান তাঁহাদের নাই); তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে গোপরাজ-নন্দন বলিয়াই মনে করেন; তথাপি কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রজয়াদি প্রভাবরূপ ঐশ্বর্য্যের কথা জানেন।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। দ্বারকাস্থিত সেবকগণ সকলেই জানেন – শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, ভগবান্ এবং এতাদৃশী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী বুদ্ধিতেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আরাধ্য মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা লাল্য, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের জ্ঞানই মধ্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়; তাঁহারাও জানেন—শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, ভগবান্; তথাপি তাঁহাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানেরই প্রাধান্য, ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলেও তাহার প্রাধান্য নাই (যেমন কোনও শাসনকর্ত্তার পুত্রাদি যদিও জানেন যে, ইনি শাসনকর্ত্তা, তথাপি তাঁহাদের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ, তাঁহার সেবাদি ব্যাপারে

সেই সম্বন্ধজ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহার শাসনকর্তৃত্ব-জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে না ; তদ্রূপ)। লাল্য ব্যতীত অন্যান্য দ্বারকা-সেবকগণের মধ্যে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান—পরমেশ্বরত্বের জ্ঞানই-প্রাধান্য লাভকরিয়াথাকে। ব্রজস্থ সেবকগণের ভাব কিন্তু অন্যরূপ। শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর, ভগবান্ তাহা ব্রজস্থ সেবকগণ জানেন না, মনে করেন না; তাঁহারা মনে করেন – শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজের পুত্র (সুতরাং পরমেশ্বর নহেন ; কেননা, পরমেশ্বর কাহারও পুত্র হইতে পারেন না)। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকিলেও ইন্দ্রজয়াদিব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ যে অলৌকিক প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা জানেন। অবশ্য এই প্রভাব যে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব-জনিত, তাহা তাঁহারা মনে করেন না; নন্দনন্দনেরই কোনও এক অপূর্ব্ব ক্ষমতা, যাহা অন্য কোনও লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না, এইরূপই তাঁহারা মনে করেন। এই-রূপ বুদ্ধিতেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। (বাৎসল্যভাবের ভক্ত নন্দমহারাজাদি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রভাবকেও শ্রীকৃষ্ণের নিজের প্রভাব বলিয়া মনে করেন না)।

৩০৭। গৌরব-প্রীতরসে উদ্দীপন-বিভাব

"উদ্দীপনাস্তু বাৎসল্যস্মিতপ্রেক্ষাদয়ো হরেঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৭॥

—শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য, মন্দহাসি এবং দৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে গৌরব-প্রীতরসে উদ্দীপন।"

"অগ্রে সানুগ্রহং পশ্যন্নগ্রজং ব্যগ্রমানসঃ।
গদঃ পদারবিন্দেঽস্য বিদধে দণ্ডবন্নতিম্॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৭॥

—সানুগ্রহ অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখভাগে দর্শন করিয়া গদ ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার চরণারবিন্দে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত করিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সানুগ্রহ-দৃষ্টি হইতেছে উদ্দীপন। অগ্রজ-শ্রীকৃষ্ণের আদেশ-পালনরূপ সেবার জন্য গদের চিত্তের ব্যগ্রতা।

৩০৮। গৌরব-প্রীতরসের অনুভাব

"অনুভাবাস্তু তস্যাগ্রে নীচাসননিবেশনম্। গুরোর্বর্ত্মানুসারিত্বং ধুরস্তস্য পরিগ্রহঃ।
স্বৈরাচারবিমোক্ষাদ্যাঃ শীতা লাল্যেষু কীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৭॥

– শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে নীচাসনে উপবেশন, গুরুপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ, শ্রীকৃষ্ণের ভার (কার্য্যভার) গ্রহণ এবং স্বেচ্ছাচারের পরিত্যাগাদি শীতভাবসমূহ হইতেছে লাল্যভক্তদের অনুভাব।"

নীচাসনে উপবেশন

"যদুসদসি সুরেন্দ্রৈর্গুপব্রজ্যমানঃ সুখদ-করকবাভির্শ্মাভ্যুক্ষিতাঙ্গঃ।
মধুরিপুমভিবন্দ্য স্বর্ণপীঠানি মুঞ্চন্ ভুবমভিমকরাঙ্কো রাঙ্কবং স্বীচকার॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৮॥

– মকরাঙ্ক প্রদ্যুম্ন যদুসভায় উপনীত হইলে সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রবরুণাদি দেবতাগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে

সভামধ্যে আনয়ন করিলেন, দিব্যমাল্য-নতি-স্তুতি প্রভৃতিদ্বারা ব্রহ্মা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন ; এই ভাবে সভায় প্রবিষ্ট হইয়া প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া সে-স্থলে উপবেশনের জন্য রক্ষিত স্বর্ণাসন সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমির উপরে মৃগরোমজ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন।"

"দাসৈঃ সাধারণাশ্চান্যে প্রোচ্যন্তেঽমীষু কেচন। প্রণামো মৌনবাহুল্যং সঙ্কোচঃ প্রশ্রয়াঢ্যতা ॥
নিজপ্রাণব্যয়েনাপি তদাজ্ঞা-পরিপালনম্। অধোবদনতা স্থৈর্য্যং কাস-হাসাদি-বর্জ্জনম্ ॥
তদীয়াতিরহঃকেলি-বার্ত্তাদ্যুপরমাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৯॥

—কেহ কেহ এই লাল্য-পুত্রাদিতে অপর দাসভক্তদের সহিত সাধারণ অপর কতকগুলি অনুভাবের কথা বলেন ; যথা—প্রণাম, মৌনবাহুল্য, সঙ্কোচ, প্রশ্রয়াঢ্যতা (বিনয়শীলতা), নিজের প্রাণত্যাগদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা-পালন, অধোবদনতা, স্থৈর্য্য, শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাতে কাসি ও হাস্যাদি বর্জ্জন এবং শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয়-কেলিবার্ত্তাদি হইতে উপরম।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের রহঃকেলিবার্ত্তার অনুসন্ধান যদিও তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব, তথাপি তদ্ভাবভাবিত আধুনিক সাধকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এ-স্থলে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৩০৯। গৌরব-প্রীতরসের সাত্ত্বিকভাব

"কন্দর্প বিন্দতি মুকুন্দপদারবিন্দদ্বন্দ্বে দৃশোঃ পদমসৌ কিল নিষ্প্রকম্পা।
প্রালেয়বিন্দুনিচিতং ধৃতকণ্টকা তে স্বিন্নাদ্য কণ্টকিফলং তনুরন্বকার্ষীৎ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৯॥

—হে কন্দর্প! মুকুন্দপদারবিন্দদ্বয়ে তোমার চক্ষুর্দ্বয়ের স্থান লাভ হওয়াতে তোমার দেহ নিষ্প্রকম্প (স্তব্ধ), ধৃতকণ্টক (পুলকান্বিত] এবং স্বেদযুক্ত হইয়া হিমবিন্দু (শিশিরবিন্দু)-পরিব্যাপ্ত কণ্টকিফলের ন্যায় হইয়াছে।"

এই উদাহরণ হইতে জানা গেল—স্তম্ভ, রোমাঞ্চ এবং ঘর্ম্মাদি হইতেছে গৌরব-প্রীতরসের সাত্ত্বিক-ভাব।

৩১০। গৌরব-প্রীতরসের ব্যভিচারি-ভাব

"অনন্তরোক্তাঃ সর্ব্বেঽত্র ভবন্তি ব্যভিচারিণঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৯॥

—এই গৌরব-প্রীতরসে, পূর্ব্বে সম্ভ্রম-প্রীতরসে যে-সমস্ত ব্যভিচারিভাবের কথা বলা হইয়াছে, সে-সমস্তই (হর্ষ-নির্ব্বেদাদি সমস্তই) প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

হর্ষ

"দূরে দরেন্দ্রস্য নভস্যুদীর্ণে ধ্বনৌ স্থিতানাং যদুরাজধান্যাম্।
তনূরুহৈস্তত্র কুমারকাণাং নটৈশ্চ হৃষ্যদ্ভিরকারি নৃত্যম্ ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৭৯॥

—শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি দূরে গগনমণ্ডলে উত্থিত হইলে যদুরাজধানীতে অবস্থিত কুমারগণের অঙ্গরোমসমূহ হৃষ্টনটদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল।”

নির্ব্বেদ

”ধন্যঃ সাম্ব ভবান্ সরিঙ্গণময়ন্ পার্শ্বে রজঃকুর্ব্বরো যস্তাতেন বিকৃষ্যবৎসলতয়া স্বোৎসঙ্গমারোপিতঃ।
ধিঙ্ মাং দুর্ভগমত্র শম্বরময়ৈর্দ্দৈব-বিস্ফূর্জ্জিতৈঃ প্রাপ্তা ন ক্ষণিকাপি লালনরতিঃ সা যেন বাল্যে পিতুঃ॥
—ভ, র, সি, ৩৷২৷৮০॥

—(প্রদ্যুম্ন বলিয়াছেন) অহে সাম্ব! তুমিই ধন্য! যেহেতু, জানুদ্বয়দ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ধূলিসমূহদ্বারা পরিলিপ্ত হইয়া তোমার অঙ্গ ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে; এই অবস্থায় বাৎসল্য-বশতঃ পিতা তোমাকে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছেন। আমাকে ধিক্! আমি দুর্ভাগা। শম্বরময় প্রবল দুর্দ্দৈবকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়া বাল্যকালে আমি পিতার নিকটে লালনরতি প্রাপ্ত হই নাই।”

সূতিকাগৃহ হইতেই প্রদ্যুম্ন শম্বরদৈত্যকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন এবং যৌবনকাল পর্য্যন্ত শম্বর-গৃহে ছিলেন। এজন্য বাল্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লালন প্রাপ্ত হয়েন নাই।

৩১১। গৌরব-প্রীতরসের স্থায়িভাব

“দেহসম্বন্ধিতামানাদ্ গুরুধীরত্র গৌরবম্। তন্ময়ী লালকে প্রীতি র্গৌরবপ্রীতিরুচ্যতে॥
স্থায়িভাবোঽত্র সা চৈষামামূলাৎ স্বয়মুচ্ছ্রিতা। কঞ্চিদ্বিশেষমাপন্না প্রেমেতি স্নেহ ইত্যপি।
রাগ ইত্যুচ্যতে চাত্র গৌরব-প্রীতিরেব সা॥ ভ, র, সি, ৩৷২৷৮১-৮২॥

—দেহসম্বন্ধি-অভিমানবশতঃ যে গুরুবুদ্ধি, তাহাকে বলে গৌরব। লালকের প্রতি এই গুরুবুদ্ধিময়ী প্রীতিকে বলে গৌরব-প্রীতি। এই গৌরব-প্রীতিই হইতেছে গৌরব-প্রীতরসের স্থায়িভাব। এই গৌরব-প্রীতি আরম্ভ হইতেই ভক্তদের চিত্তে স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাদের চিত্তকে ব্যাপিয়া থাকে (অর্থাৎ ইহা স্বয়ংসিদ্ধা)। এই গৌরব-প্রীতি কোনও এক বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রেম নামে অভিহিত হয়; এই প্রেম আবার কোনও এক বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্নেহ নামে এবং স্নেহ আবার কোনও এক বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাগ নামে অভিহিত হয়।”

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্ভ্রমপ্রীতিও গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রেম-স্নেহ-রাগে পরিণত হয় (৭৷২৯৪-৯৬অনু)।

লৌকিক জগতে দেখা যায়—পিতার সঙ্গে পুত্রের দেহের সম্বন্ধ আছে; পিতার দেহ হইতে পুত্রের দেহের উৎপত্তি, সুতরাং পিতা হইতেছেন পুত্রের গুরু, লালক, আর পুত্র হইতেছে পিতার লাল্য। শ্রীকৃষ্ণপুত্রাদিরও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে এতাদৃশী গুরুবুদ্ধি আছে; প্রদ্যুম্নাদি মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের দেহের সম্বন্ধ আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পিতা, সুতরাং গুরুজন, লালক। এতাদৃশী যে বুদ্ধি,

তাহাকেই এ-স্থলে "গৌরব" বলা হয়। লালক শ্রীকৃষ্ণে এই গৌরববুদ্ধিময়ী যে প্রীতি, তাহাকেই বলে গৌরবপ্রীতি। অবশ্য অতিবাল্যেই এইরূপ লালকবুদ্ধি বা গুরুবুদ্ধি—সুতরাং কেবলা গৌরবপ্রীতি—সম্ভব, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহা সম্ভব নহে; তথাপি প্রৌঢ়াবস্থায় শ্রীকৃষ্ণে যে প্রীতি জন্মে, তাহার সহিত সেই গৌরব-প্রীতি মিশ্রিত থাকে; সুতরাং বাল্যের কেবলা গৌরব-প্রীতি হইতেছে কারণ এবং প্রৌঢ়দশার মিশ্রিতা প্রীতি হইতেছে তাহার কার্য্য; কারণ ও কার্য্যের অভেদই এ-স্থলে অভিপ্রেত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠা ভগিনীরও এইরূপ লালকবুদ্ধি বা গৌববুদ্ধি।

গৌরব-প্রীতির উদাহরণ

"মুদ্রাং ভিনত্তি ন রদচ্ছদয়োরমন্দাং বক্ত্রঞ্চ নোন্নময়তি স্রবদস্রকীর্ণম্।
ধীরঃ পরং কিমপি সঙ্কুচতীং ঝষাঙ্কো দৃষ্টিং ক্ষিপত্যঘভিদশ্চরণারবিন্দে॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৮২॥

—পরমধীর প্রদ্যুম্ন (ঝষাঙ্ক) পিতার অগ্রে স্বীয় অধরোষ্ঠের মুদ্রা বিশেষরূপে উন্মোচন করেন না (অর্থাৎ কোনও কথা বলেন না), অশ্রুধারাকীর্ণ বদনও উত্তোলন করেন না; কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের প্রতি সঙ্কুচিত-দৃষ্টিমাত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।"

প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে কথা বলেন না, মুখও তোলেন না; অথচ প্রীতিবশতঃ তাঁহার চরণ-কমলের প্রতি সঙ্কুচিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এ-স্থলে প্রদ্যুম্নের গৌরববুদ্ধিময়ী প্রীতি উদাহৃত হইয়াছে।

ক। গৌরব-প্রীতজাত প্রেম

প্রেমের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২৯৪-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

"দ্বিষদ্ভিঃ ক্ষোদিষ্ঠৈর্জগদবিহতেচ্ছস্য ভবতঃ করাদাকৃষ্যেব প্রসভমভিমন্যাবপি হতে।
সুভদ্রায়াঃ প্রীতির্দনুজদমন ত্বদ্বিষয়িকা প্রপেদে কল্যাণী ন হি মলিনিমানং লবমপি॥

—ভ, র, সি, ৩।২।৮২॥

—(নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে দনুজদমন! এই জগতে কেহই তোমার ইচ্ছাকে প্রতিহত করিতে পারেনা, তোমার ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণও কেহ করিতে সমর্থ নহে। এতাদৃশ তোমার হস্ত হইতে কর্ণ-জয়দ্রথাদি ক্ষুদ্র শত্রুগণ হঠাৎ অভিমন্যুকে আকর্ষণ করিয়া হত্যা করিলেন। তথাপি কিন্তু (তোমর ভগিনী) সুভদ্রার তোমাবিষয়িণী কল্যাণী প্রীতি (অপ্রতিহতেচ্ছ তোমার ইচ্ছাতেই স্বীয় পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যু হইয়াছে, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়াও) কিঞ্চিন্মাত্রও মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই।"

প্রেমের লক্ষণ হইতেছে এই যে, ধ্বংসের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। শ্রীকৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা বুঝিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ যখন কেহই করিতে সমর্থ নহে, তথাপি যখন জয়দ্রথাদি শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার পুত্র অভিমন্যুকে হত্যা

করিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই অভিমন্যুর মৃত্যু হইয়াছে। এই অবস্থায় সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সুভদ্রার প্রীতি অন্তর্হিত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহাতেও সুভদ্রার শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রীতি কিঞ্চিন্মাত্রও মলিন হয় নাই, পূর্ব্ববৎ সমুজ্জ্বলই রহিয়াছে। ইহাই সুভদ্রার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম। সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী—সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের লাল্যা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লালক। সুভদ্রার গৌরবপ্রীতি কোনও এক বিশেষত্ব লাভ করিয়া প্রেমে পরিণত হইয়াছে।

খ। গৌরব-প্রীতিজাত স্নেহ

স্নেহের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২৯৫-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

"বিমুঞ্চ পৃথুবেপথুং বিসৃজ কণ্ঠকুণ্ঠায়িতং বিমৃজ্য ময়ি নিক্ষিপ প্রসরদশ্রুধারে দৃশৌ।
করঞ্চ মকরধ্বজ প্রকট-কণ্টকালঙ্কৃতং নিধেহি সবিধে পিতুঃ কথয় বৎস কঃ সম্ভ্রমঃ॥
—ভ, র, সি, ৩।২।৮২॥

(শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) হে প্রদ্যুম্ন! বিপুল কম্প পরিত্যাগ কর, তোমার কণ্ঠের কুণ্ঠাও পরিত্যাগ কর (নিঃসঙ্কোচে কথা বল); তোমার নয়ন হইতে নিঃসারিত অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি কর; স্পষ্টরূপে পুলকান্বিত তোমার হস্তও আমাতে স্থাপন কর। বৎস! বল দেখি, পিতার নিকটে কি সম্ভ্রম?"

অশ্রু চিত্তদ্রবতার লক্ষণ; চিত্তদ্রবতা স্নেহের লক্ষণ

গ। গৌরবপ্রীতিজাত রাগ

রাগের লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২৯৬-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

"বিষমপি সহসা সুধামিবায়ং নিপিবতি চেৎ পিতুরিঙ্গিতং ঝষাঙ্কঃ।
বিসৃজতি তদসম্মতির্যদি স্যাদ্বিষমিব তাম্ভ সুধাং স এষ সদ্যঃ॥
—ভ, র, সি, ৩।২।৮৩॥

—পিতার ইঙ্গিত থাকিলে প্রদ্যুম্ন বিষকেও সুধার ন্যায় তৎক্ষণাৎ পান করেন; কিন্তু পিতার অসম্মতি দেখিলে অমৃতকেও তৎক্ষণাৎ বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করেন।"

৩১২। গৌরব-প্রীতের যোগাযোগাদি ভেদ

"ত্রিষ্বেবাযোগযোগাদ্যা ভেদাঃ পূর্ব্ববদীরিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৮৪॥

—প্রীত, প্রেয় ও বৎসল-এই ত্রিবিধ রসেই পূর্ব্বের ন্যায় অযোগ, যোগ প্রভৃতি ভেদ আছে। অর্থাৎ সম্ভ্রম-প্রীতরসে কথিত অযোগ-যোগাদির ন্যায় ভেদ আছে।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন:—এ-স্থলে "ত্রিষু"-শব্দে প্রীতি, প্রেয় এবং বৎসল এই তিনকে বুঝায় (শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামী বলেন—এ-স্থলে "প্রীতি" হইতেছে গৌরব-প্রীত)। এই তিনেরই অযোগ-যোগাদি ভেদ আছে। "পূর্ব্ববৎ"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—সম্ভ্রমপ্রীত-প্রসঙ্গে

কথিত অযোগ-যোগাদির ন্যায়। অন্যত্র—শান্তরসে পারোক্ষ্য ও সাক্ষাৎকার এই দ্বিবিধ ভেদ (৭।২৭১-খ-অনু), মধুরে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-এই দ্বিবিধ মুখ্য ভেদ এবং পূর্ব্বরাগাদি হইতেছে তাহার অবান্তর ভেদ।

শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামী বলেন—"অযোগযোগাদ্যাঃ"-শব্দের অন্তর্গত 'আদি'-শব্দে 'উৎকণ্ঠিতাদি' বুঝাইতেছে।" অর্থাৎ সম্ভ্রমপ্রীতরস-প্রসঙ্গে যে অযোগে উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগের কথা (৭।২৯৯-অনু) এবং যোগে যে সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতির কথা (৭।৩০০-অনু) বলা হইয়াছে, গৌরব-প্রীতরসেও সে-সমস্ত আছে। এ-সমস্তের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

উৎকণ্ঠিত (অযোগে)

"শম্বরঃ সুমুখি লব্ধ-তুর্ব্বিপড্ডম্বরঃ স রিপুরম্বরায়িতঃ।
অম্বুরাজমহসং কদা গুরুং কম্বুরাজকরমীক্ষিতাস্মহে॥ ভ, র, সি, ৩।২।৮৪॥

—(সূতিকাগৃহ হইতেই শম্বরদৈত্য প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া নিয়া স্বীয় পত্নী রতির নিকটে দিয়াছিল। প্রদ্যুম্ন যখন যৌবনে উপনীত হইলেন, তখন রতি তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে, প্রদ্যুম্ন শম্বরকে নিহত করিয়া রতিকে দ্বারকায় নিয়া আসেন। শম্বর-বধের পরে প্রদ্যুম্ন রতিকে বলিয়াছিলেন) হে সুমুখি! ঘোর-বিপদরাশির তুল্য পরম শত্রু শম্বর শূন্যতা (মৃত্যু) প্রাপ্ত হইয়াছে। কখন আমরা ইন্দীবরকান্তি পাঞ্চজন্যশঙ্খকর গুরু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব ?" ৭।২৯৯-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য প্রদ্যুম্নের উৎকণ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিয়োগ (অযোগে)

"মনো মমেষ্টামপি গেণ্ডুলীলাং ন বষ্টি যোগ্যাঞ্চ তথাস্ত্রযোগ্যাম্।
গুরৌ পুরং কৌরবমভ্যুপেতে কারামিব দ্বারাবতীমবৈতি॥ ভ, র, সি, ৩।২।৮৫॥

—গুরু শ্রীকৃষ্ণ কৌরবদিগের পুরে গমন করাতে আমার মন আর কন্দুকক্রীড়া এবং অস্ত্রাভ্যাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেনা; এই দ্বারাবতী নগরীকেও কারাগার বলিয়া মনে হইতেছে।" ৭।২৯৯-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধি (যোগে)

"মিলিতঃ শম্বরপুরতো মদনঃ পুরতো বিলোকয়ন্ পিতরম্।
কোঽহমিতি স্বং প্রমদান্ন ধীরধীরপ্যসৌ বেদ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৮৫॥

—শম্বরাসুরের পুরী হইতে দ্বারকায় আগমন করিয়া প্রদ্যুম্ন (মদন) পিতাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া এমনি আনন্দাধিক্য প্রাপ্ত হইলেন যে, ধীরবুদ্ধি হইয়াও তিনি 'আমি কে' ইত্যাদিরূপ বিভ্রান্তিবশতঃ নিজেকে জানিতে পারিলেন না।" ৭।৩০০-ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তুষ্টি (যোগে)

"মিলিতমধিষ্ঠিতগরুড়ং প্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠির-পুরান্মুরারাতিম্।
অজনি মুদা যদুনগরে সম্ভ্রমভূমা কুমারাণাম্॥ ভ, র, সি, ৩।২।৮৫॥

—যুধিষ্ঠিরের পুরী হইতে সমাগত গরুড়ারূঢ় মুরারি আসিয়া যতুনগরে মিলিত হইলে তাঁহার দর্শনে আনন্দবশতঃ যতুকুমারদিগের ভূরি ভূরি সম্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল।" ৭।৩০০-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

স্থিতি (যোগে)

"কুঞ্চয়ন্নক্ষিণী কিঞ্চিদ্বাষ্পনিষ্পন্দি-পক্ষ্মণী।
বন্দতে পাদয়োর্দ্বন্দ্বং পিতুঃ প্রতিদিনং স্মরঃ॥ ভ, র, সি, ৩।২।৮৫॥

- প্রত্যুম্ন (স্মর) কিঞ্চিৎজলসিক্ত-পক্ষ্মবিশিষ্ট নয়নদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া প্রতিদিন পিতার চরণদ্বয়ের বন্দনা করিয়া থাকেন।"

প্রতিদিন চরণবন্দনে একত্রাবস্থিতি বুঝাইতেছে। ৭।৩০০-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সম্ভ্রম-প্রীতরস-প্রসঙ্গে উৎকণ্ঠিত-বিয়োগাদির যে-সমস্ত অনুভাবাদির কথা বলা হইয়াছে, গৌরব-প্রীতরসের উৎকণ্ঠিত-বিয়োগাদিতেও তদ্রূপই জানিতে হইবে।

৩১৩। প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিমত

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রীতভক্তিরসের মুখ্যতর তুইটী ভেদের কথা বলিয়াছেন - সম্ভ্রমপ্রীতরস এবং গৌরবপ্রীতরস। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাতেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে তিন রকম ভেদের কথা বলিয়াছেন—আশ্রয়ভক্তিময় রস, দাস্যভক্তিময় রস এবং প্রশ্রয়ভক্তিময় রস। এই ত্রিবিধ ভেদের আলম্বনের উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হইতেছে। আলম্বনের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে শ্রীজীবপাদের শ্রেণীভেদের বৈশিষ্ট্য। উদ্দীপনাদি প্রায়শঃ একইরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইবে না।

ক। আশ্রয়ভক্তিময় রস

আশ্রয়ভক্তিময় রসের বিষয়ালম্বন হইতেছেন পালকরূপে স্ফূর্ত্তিমান আশ্রয়-ভক্ত্যাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। আর আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন সেই আশ্রয়ভক্তির আধার শ্রীকৃষ্ণলীলান্তঃপাতী পরম-পাল্যগণ।

ব্রজবাসী পরম-পাল্যগণের নিকটে পরমমধুর-প্রভাব নরাকৃতি (দ্বিভুজ) শ্রীকৃষ্ণই বিষয়া-লম্বন। অন্যত্র নরাকারতাপ্রধান পরমেশ্বরাকার শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিষয়ালম্বন।

নরাকারতাপ্রধান পরমেশ্বরাকারের তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই নরাকার—দ্বিভুজ এবং নর-অভিমানী ; ব্রজে পরমেশ্বর-অভিমান শ্রীকৃষ্ণেরও ছিল না, ব্রজপরিকর-গণেরও তাঁহার প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি ছিলনা ; সুতরাং ব্রজে তিনি পরমেশ্বরাকার ছিলেন না। কিন্তু ব্রজের বাহিরে অন্যত্র—দ্বারকা-মথুরাদিতে—তাঁহার পরমেশ্বর-ভাব প্রকটিত ছিল। তত্রত্য পরিকরগণও তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়াই জানিতেন। দ্বারকা-মথুরায় তিনি সাধারণতঃ দ্বিভুজই ছিলেন, সময় সময় লীলানুরোধে চতুর্ভুজও হইতেন ; নরাকার দ্বিভুজরূপের মধ্যে সাময়িক ভাবে অতিরিক্ত তুইটী ভুজ

প্রকটিত হইলেই চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশ পায়; সুতরাং এ-স্থলেও তাঁহার নরাকারতারই প্রাধান্য। এতাদৃশ রূপটীকেই শ্রীজীবপাদ নরাকারতা-প্রধান পরমেশ্বরাকার বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সম্ভ্রমপ্রীতরস-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজ রূপের কথা বলিয়াছেন (৭।২৭৭-অনু)। নরাকারতা-প্রধান পরমেশ্বরাকার শ্রীকৃষ্ণ বলিতে বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কেননা, প্রসঙ্গ হইতেছে প্রীতভক্তিরসের; বৈকুণ্ঠে প্রীতভক্তিরসের অভাব: সে-স্থলে কেবল শান্তরস। প্রীতিসন্দর্ভেও শান্তরস পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীজীবপাদের উল্লিখিত উদাহরণগুলিতেও বৈকুণ্ঠ-সম্বন্ধীয় উদাহরণ দৃষ্ট হয় না।

যাহাহউক, শ্রীজীবপাদ বলেন, পাল্যভক্তগণ দ্বিবিধ—বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ। প্রপঞ্চাধিকারী (ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি) পাল্যগণ হইতেছেন বহিরঙ্গ। আর, শ্রীকৃষ্ণের চরণছায়াই যাঁহাদের জীবাতু, তাঁহারা হইতেছেন অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গদের মধ্যে ব্রহ্মা-শিবাদিতে ভক্তিবিশেষ বিদ্যমান আছে বলিয়া তাঁহারাও অন্তরঙ্গই বটেন। অন্তরঙ্গ পাল্যগণ আবার ত্রিবিধ—সাধারণ জনগণ, যদুপুরবাসিগণ এবং ব্রজবাসিগণ। যে-সমস্ত রাজগণ জরাসন্ধকর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং কোনও কোনও মুনি হইতেছেন সাধারণ পাল্য।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর ন্যায় শ্রীপাদ জীবও আশ্রয়-ভক্তিরসের দ্বিবিধ ভেদের কথা বলিয়াছেন—অযোগাত্মক এবং যোগাত্মক, অযোগে প্রথম-অপ্রাপ্তি এবং বিয়োগ, যোগে সিদ্ধি এবং তুষ্টির কথাও তিনি বলিয়াছেন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী সম্ভ্রমপ্রীতরসের আশ্রয়ালম্বন ভক্তদের চারিটী ভেদের কথা বলিয়াছেন—অধিকৃতদাস, আশ্রিতদাস, পারিষদভক্ত এবং অনুগ ভক্ত (৭।২৭৯-অনু)। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২৮০—৮৫ অনুচ্ছেদ-সমূহে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—শ্রীপাদ জীবের কথিত দ্বিবিধ ভেদ, শ্রীপাদরূপের কথিত চতুর্বিধ ভেদেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বাস্তবিক বিরোধ কিছু নাই।

খ। দাস্যভক্তিময় রস

প্রীতিসন্দর্ভে কথিত দাস্যভক্তিময়রসের বিষয়ালম্বন হইতেছেন—প্রভুরূপে স্ফূর্ত্তিমান্ দাস্য-ভক্ত্যাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ব্বে পরমেশ্বরাকার এবং নরাকার ভেদে যে দ্বিবিধ বিষয়ালম্বনের কথা বলা হইয়াছে, দাস্যভক্তিময় রসেও সেই দ্বিবিধ রূপই বিষয়ালম্বন।

আর আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণলীলান্তঃপাতী নিজগুণে গরীয়ান্ শ্রীকৃষ্ণ-ভৃত্যবর্গ। এই ভৃত্যবর্গেরও দুইটী ভেদ আছে—যাঁহারা পরমেশ্বরাকার শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করেন, তাঁহারা এবং যাঁহারা নরাকার শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করেন, তাঁহারা।

সেবাকার্য্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই ভৃত্যবর্গ আবার ত্রিবিধ—অঙ্গসেবক, পার্ষদ এবং প্রেষ্য। অঙ্গাভ্যঞ্জক (গাত্রমর্দ্দনকারী), তাম্বূল অর্পণকারী, বস্ত্র অর্পণকারী, এবং গন্ধদ্রব্য অর্পণকারী প্রভৃতি

হইতেছেন অঙ্গসেবক। মন্ত্রী, সারথি, সেনাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিচারক), দেশাধ্যক্ষ প্রভৃতি হইতেছেন পার্ষদ। বিদ্যাচাতুর্য্যদ্বারা যাঁহারা সভারঞ্জন করেন, তাঁহারাও পার্ষদ। শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন পুরোহিতগণ গুরুবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত; তাঁহাদের পার্ষদত্ব হইতেছে আংশিক। সাদি (অশ্বারোহী সৈন্য), পদাতি, শিল্পী প্রভৃতি হইতেছেন প্রেষ্য। এই ত্রিবিধ ভৃত্যের মধ্যে প্রেষ্য হইতে পার্ষদ প্রিয়তর, পার্ষদ হইতে অঙ্গসেবকগণ প্রিয়তর। সুতরাং অঙ্গসেবকগণই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভৃত্য। প্রিয়তর উদ্ধব (মন্ত্রী), দারুক (সারথি) প্রভৃতি পার্ষদ হইলেও তাঁহাদের অঙ্গসেবাদি-বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া তাঁহাদের সর্ব্বাধিক আধিক্য। তন্মধ্যেও আবার উদ্ধবের সর্ব্বাধিক্য [শ্রীপাদ রূপও তাহা বলিয়াছেন। ৭।২৮১ ক (১)-অনু]।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দাস্যভক্তিময়রসেও অযোগ এবং যোগ এবং তদন্তর্গত প্রথম-অপ্রাপ্তি, বিয়োগ, সিদ্ধি ও তুষ্টির কথাও বলিয়াছেন।

গ। প্রশ্রয়ভক্তিময় রস

প্রশ্রয়ভক্তিময় রসে বিষয়ালম্বন হইতেছেন—লালকরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ। এ-স্থলেও পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরাকার এবং নরাকার এই দুইরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের লাল্যবর্গ। লাল্য ত্রিবিধ—পরমেশ্বরাশ্রয় লাল্য, নরাকারাশ্রয় লাল্য এবং উভয়াশ্রয় লাল্য।

পরমেশ্বরাশ্রয় লাল্য হইতেছেন ব্রহ্মাদি। নরাকারাশ্রয় লাল্য হইতেছেন সেই সকল গোকুলবালক, দশাক্ষর-মন্ত্রধ্যানে যাঁহাদের কথা আছে। আর উভয়াশ্রয় লাল্য হইতেছেন দ্বারকায় যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা। এ-সকল লাল্য হইতেছেন—যথাযোগ্য পুত্র, অনুজ, ভ্রাতুষ্পুত্রাদি। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ গুণে, কেহ কেহ আকারে, কেহ কেহ বা গুণে ও আকারে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য। পুত্রগণের মধ্যে আবার প্রদ্যুম্নই আকৃতি, অবয়ব, গতি, স্বর, অবলোকনাদি সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ (শ্রীভা, ১০।৫৫।৩৩)।

ঘ। ত্রিবিধ ভক্তিময় রসের স্থায়ী ভাব

আশ্রয়ভক্তিময় রসের স্থায়ী ভাব

শ্রীকৃষ্ণকেই যাঁহারা একমাত্র আশ্রয়—সুতরাং পালক—মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রীতিকে বলা হয় আশ্রয়ভক্তি। এই আশ্রয়-ভক্তিই হইতেছে আশ্রয়ভক্তিময় রসের স্থায়িভাব।

দাস্যভক্তিময় রসের স্থায়ী ভাব

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া অভিমান পোষণ করেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রীতিকে বলে দাস্যপ্রীতি। এই দাস্যপ্রীতিই হইতেছে দাস্যভক্তিময়-রসের স্থায়ী ভাব। তাহা অক্রূরাদির ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান; আর উদ্ধবাদির দাস্যভক্তি এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-থাকা সত্ত্বেও মাধুর্য্যজ্ঞান-প্রধান। ব্রজভৃত্যগণের দাস্যভক্তি-নামক স্থায়িভাব কেবল মাধুর্য্যময়।

প্রশ্রয়ভক্তিময়রসের স্থায়ী ভাব

"শ্রীকৃষ্ণ আমাদের লালক, আমরা শ্রীকৃষ্ণের লাল্য"-এইরূপই যাঁহাদের অভিমান, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকে বলা হয় প্রশ্রয়ভক্তি। বাল্যে লাল্যত্বাভিমানময়ত্ববশতঃ তাঁহাদের মধ্যে প্রশ্রয়বীজ দৈন্যাংশ বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই তাঁহাদের রতিকে প্রশ্রয়ভক্তি বলা হয়। এই প্রশ্রয়ভক্তিই হইতেছে প্রশ্রয়ভক্তিময়রসের স্থায়ী ভাব।

উল্লিখিত স্থায়িভাবত্রয়ের স্বরূপ এবং শ্রীরূপকথিত স্থায়িভাবের স্বরূপ এবং উদাহরণ সম্বন্ধে বিচার করিলে বুঝা যাইবে—শ্রীপাদরূপ এবং শ্রীপাদ জীবের মধ্যে মূলতঃ বিরোধ কিছু নাই।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রেয়োভক্তিরস—মুখ্য (৩)

৩১৪। প্রেয়োভক্তিরস বা সখ্যভক্তিরস

সখ্যভক্তিরসের অপর নামই প্রেয়োভক্তিরস। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ইহাকে মৈত্রীময় রস বলিয়াছেন।

"স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসপ্রেয়ানুদীর্য্যতে॥ ভ, র, সি, ৩৩।১॥

—সখ্যরূপ স্থায়িভাব আত্মোচিত-বিভাবাদিদ্বারা সাধুদিগের চিত্তে পুষ্টি লাভ করিলে প্রেয়োরস-নামে অভিহিত হয়।"

৩১৫। প্রেয়োভক্তিরসের আলম্বন (৩১৫-১৯ অনু)

"হরিশ্চ তদ্বয়স্যাশ্চ তস্মিন্নালম্বনা মতাঃ॥ ভ, র, সি ৩৩।১॥

—প্রেয়োভক্তিরসে আলম্বন হইতেছেন হরি এবং হরির বয়স্যগণ।"

হরি হইতেছেন বিষয়ালম্বন এবং তাঁহার বয়স্যগণ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন।

ক। বিষয়ালম্বন হরি

"দ্বিভুজত্বাদিভাগত্র প্রাগ্ বদলাম্বনো হরিঃ॥ ভ, র, সি, ৩৩।১॥

—পূর্ব্বের ন্যায় (অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত প্রীতরসে যেরূপ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ) দ্বিভুজত্বাদি রূপধারী (দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজ) হরি হইতেছেন এই প্রেয়োরসে বিষয়ালম্বন।"

ব্রজে দ্বিভুজ, অন্যত্র কখনও দ্বিভুজ, কখনও বা চতুর্ভুজ।

(১) ব্রজে বিষয়ালম্বন হরি

"মহেন্দ্রমণিমঞ্জুলদ্যুতিরমন্দকুন্দস্মিতঃ স্ফুরৎপুরটকেতকীকুসুমরম্যপট্টাম্বরঃ।
স্রগুল্লসদুরঃস্থলঃ কণিতবেণুরত্রাব্রজন্ ব্রজাদঘহরো হরত্যহহ নঃ সখীনাং মনঃ॥

— ভ, র, সি, ৩৩।১॥

—যাঁহার কান্তি মহেন্দ্রমণি অপেক্ষাও সুন্দর, যাঁহার মন্দহাস্য প্রফুল্ল কুন্দকুসুমের ন্যায় শুভ্র, যাঁহার পরিধানে প্রস্ফুটিত স্বর্ণকেতকী-কুসুমের ন্যায় মনোহর পীতবসন, যাঁহার বক্ষঃস্থল বনমালায় সমুজ্জ্বল এবং যাঁহার অধরে বেণু নিনাদিত হইতেছে, অহহ! সেই অঘহর শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে এই বনে আগমন করিতে করিতে তাঁহার সখা-আমাদিগের মন হরণ করিতেছেন।"

(২) **অন্যত্র বিষয়ালম্বন হরি**

"চঞ্চৎকৌস্তুভকৌমুদীসমুদয়ং কৌমোদকীচক্রয়োঃ
সখ্যেনোজ্জ্বলিতৈস্তথা জলজয়োরাঢ্যং চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
দৃষ্ট্বা হারি হরিন্মণিদ্যুতিহরং শৌরিং হরিণ্যাম্বরং
জগ্মুঃ পাণ্ডুসুতাঃ প্রমোদসুধয়া নৈবাত্মসম্ভাবনাম্॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২॥

—(শ্রীকৃষ্ণসারথি দারুকের উক্তি) যাঁহার কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণি ইতস্ততঃ দোলায়িত হইয়া কিরণ-মালা বিস্তার করিতেছে, যাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সখার ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া ভুজসমূহকে উজ্জ্বলিত করিয়াছে, মনোহর-হরিন্মণি-কান্তি অপেক্ষাও মনোরম-কান্তিবিশিষ্ট পীতাম্বর বসুদেব-নন্দন সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুতনয়গণ আনন্দ-সুধায় নিমগ্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন।"

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যুধিষ্ঠিরাদির বাৎসল্যগন্ধি সখ্যভাব, সুতরাং সখ্যভাবের আবির্ভাবও সম্ভব। চতুর্ভুজত্বের আবির্ভাবেও তাঁহাদের সখ্য তিরোহিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা দ্বিভুজরূপেও দেখেন, চতুর্ভুজরূপেও দেখেন ; তাহাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাবের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হয় না। বিশ্বরূপ-দর্শনের পরে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বদৃষ্ট চতুর্ভুজরূপ ধারণের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ সে-স্থলেও নরাকারেই অবস্থান করেন।

(৩) **প্রেয়োরসে বিষয়ালম্বন শ্রীহরির গুণ**

"সুবেশঃ সর্ব্বসল্লক্ষলক্ষিতো বলিনাং বরঃ। বিবিধাদ্ভুতভাষাবিদ্বাবদূকঃ সুপণ্ডিতঃ॥
বিপুলপ্রতিভো দক্ষঃ করুণো বীরশেখরঃ। বিদগ্ধো বুদ্ধিমান্ ক্ষন্তা রক্তলোকঃ সমৃদ্ধিমান্।
সুখী বরীয়ানিত্যাদ্যা গুণাস্তস্যেহ কীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২॥

—সুবেশ, সমস্ত সল্লক্ষণযুক্ত, বলীয়ান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিবিধ প্রকার অদ্ভুতভাষাবেত্তা, বাবদূক, সুপণ্ডিত, বিপুল-প্রতিভাশালী, দক্ষ, করুণ, বীরশ্রেষ্ঠ, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, ক্ষমাশীল, রক্তলোক (লোক-সকলের অনুরাগ-ভাজন), সমৃদ্ধিমান্, সুখী, বরীয়ান্-প্রভৃতি হইতেছে এই প্রেয়োরসে বিষয়ালম্বন হরির গুণ।"

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের গোপভাব, পুরে ক্ষত্রিয়ভাব।

খ। প্রেয়োরসে আশ্রয়ালম্বন বয়স্যগণ (৩।১৫-১৯ অনু)

"রূপবেশগুণাদ্যৈস্তু সমাঃ সম্যগযন্ত্রিতাঃ।
বিশ্রম্ভসংভৃতাত্মানো বয়স্যাস্তস্য কীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩॥

—রূপ (সৌন্দর্য্য), গুণ ও বেশাদিতে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমান, যাঁহারা সম্যক্‌রূপে সঙ্কোচহীন (দাস-দিগের যেমন পরম-সঙ্কোচ, তদ্রূপ পরম-সঙ্কোচ যাঁহাদের নাই) এবং যাঁহারা বিশ্রম্ভ-সংভৃতাত্মা (বিশ্রম্ভ বা গাঢ়বিশ্বাসবিশেষ আছে বলিয়া যাঁহাদের মন সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ বা আনন্দযুক্ত থাকে), তাঁহাদিগকে হরির বয়স্য বলে।"

যথা,

"সাম্যেন ভীতিবিধুরেণ বিধীয়মান-ভক্তিপ্রপঞ্চমনুদঞ্চদনুগ্রহেণ।

বিশ্রম্ভসারনিকুরম্বকরম্বিতেন বন্দেতরামঘহরস্য বয়স্যবৃন্দম্॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩॥

—বিশ্রম্ভ-সারসমূহযুক্ত এবং ভীতিরহিত সখ্যদ্বারা (সাম্যেন) যাঁহারা—বাৎসল্যাদিতে যেরূপ অনুগ্রহের অপেক্ষা আছে, সেইরূপ অনুগ্রহের অপেক্ষাহীন সখ্যের দ্বারা যাঁহারা—ভক্তিপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন (নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন), অঘহরের সেই বয়স্যবৃন্দকে বন্দনা করি।"

শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করেন, দাসাদির ন্যায় বড় (গুরু) মনে করেন না, বাৎসল্যবিশিষ্টদের ন্যায় ছোট বা অনুগ্রাহ্যও মনে করেন না। শ্লোকস্থ "সাম্যেন"-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ বা গাঢ়বিশ্বাস-বিশেষও আছে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাহাদের ইষ্টব্যতীত অনিষ্ট কখনও হইবেনা, এইরূপ গাঢ়বিশ্বাস যেমন তাঁহাদের আছে, আবার তাঁহাদের কোনও আচরণে যে শ্রীকৃষ্ণের ইষ্টব্যতীত অনিষ্ট কখনও হইবেনা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—তদ্বিষয়েও তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান। এজন্য তাঁহারা সর্ব্বদা ভীতিশূন্য। আবার, তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতির সহিত সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণঢালা সেবা করেন; এই সেবাও দাসদিগের সেবার ন্যায় গৌরববুদ্ধিতে নহে এবং নন্দ-যশোদাদির ন্যায় অনুগ্রাহ্যবুদ্ধিতেও নহে, নিজেদের সুখের জন্য লোকেরা নিজেদের যে সেবা করে, সেইরূপ সেবা।

শ্রীকৃষ্ণবয়স্য দ্বিবিধ—পুরসম্বন্ধী বয়স্য এবং ব্রজসম্বন্ধী বয়স্য।

৩১৬। **পুরসম্বন্ধী বয়স্য**

"অর্জুনো ভীমসেনশ্চ দুহিতা দ্রুপদস্য চ।

শ্রীদাম-ভূসুরাদ্যাশ্চ সখায়ঃ পুরসংশ্রয়াঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৫॥

—অর্জুন, ভীমসেন, দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদী এবং শ্রীদাম-ব্রাহ্মণাদি হইতেছেন পুরসম্বন্ধী সখা।"

ক। পুরসম্বন্ধী বয়স্যদের সখ্য

"শিরসি নৃপতিরাগ্রাসীদঘারিমধীরধীর্ভুজপরিঘয়োঃ শ্লিষ্টৌ ভীমার্জ্জুনৌ পুলকোজ্জ্বলৌ।

পদকমলয়োঃ সাস্রৌ দস্রাত্মজৌ চ নিপেততুস্তমবশধিয়ঃ প্রৌঢ়ানন্দাদরুন্ধত পাণ্ডবাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে উপনীত হইলে) রাজা যুধিষ্ঠির অধীরবুদ্ধি হইয়া তৎক্ষণাৎ অঘারি শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে আঘ্রাণ করিয়াছিলেন, ভীম ও অর্জুন পরিঘসদৃশ পুলকোজ্জ্বল বাহুদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নকুল ও সহদেব অশ্রুমোচন করিতে করিতে তাঁহার চরণকমলে নিপতিত হইলেন। এই রূপে প্রৌঢ়ানন্দবশতঃ বিহ্বলচিত্ত হইয়া পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে রোধ করিলেন।"

এই উদাহরণে ভীমার্জ্জুনের সখ্যই প্রদর্শিত হইয়াছে।

খ। পুরসম্বন্ধী বয়স্যদের মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ

"শ্রেষ্ঠঃ পুরবয়স্যেষু ভগবান্ বানরধ্বজঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৪॥

---পুরবয়স্যদের মধ্যে কপিধ্বজ অর্জুন শ্রেষ্ঠ।"

(১) অর্জুনের রূপ

"গাণ্ডীবপাণিঃ করিরাজশুণ্ডারম্যোরুরিন্দীবরসুন্দরাভঃ।

রথাঙ্গিনা রত্নরথাধিরোহী স রোহিতাক্ষঃ সুতরামরাজীৎ ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৪॥

—যাঁহার হস্তে গাণ্ডীব, যাঁহার উরু করিরাজশুণ্ড অপেক্ষাও মনোরম, যাঁহার কান্তি ইন্দীবর হইতেও সুন্দর এবং যাঁহার লোচনদ্বয় আরক্ত, সেই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত রত্নময় রথে আরোহণ করিয়া অত্যন্তরূপে শোভা পাইতেছেন।"

(২) অর্জুনের সখ্য

"পর্য্যঙ্কে মহতি মুরারিহস্তরঙ্কে নিঃশঙ্কপ্রণয়-নিসৃষ্ট-পূর্ব্বকায়ঃ।

উন্মীলন্নব-নব-নর্ম্ম-কর্ম্মঠোঽয়ং গাণ্ডিবী স্মিতবদনাম্বুজো ব্যরাজীৎ ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৪॥

—মহান্ (বহুমূল্য এবং অতিসুন্দর) পর্য্যঙ্কের উপরে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়দেশে নিঃশঙ্ক-প্রণয়ভরে স্বীয় মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক নূতন নূতন পরিহাসময় নর্ম্মকর্ম্ম প্রকাশ করিতে করিতে স্মিতমুখাম্বুজ অর্জুন বিরাজিত।"

৩১৭। ব্রজসম্বন্ধী বয়স্য

"ক্ষণাদর্শনতো দীনাঃ সদা সহ-বিহারিণঃ। তদেকজীবিতাঃ প্রোক্তা বয়স্যা ব্রজবাসিনঃ।

অতঃ সর্ব্ববয়স্যেষু প্রধানত্বং ভজন্ত্যমী ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৫॥

—ক্ষণকালের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনেও যাঁহারা দুঃখে কাতর হইয়া পড়েন, সর্ব্বদা যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করেন এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের জীবনতুল্য, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসী বয়স্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণবয়স্যদের মধ্যে ইঁহারাই প্রধান।"

ক। ব্রজবয়স্যদের রূপ

"বলানুজসদৃগ্‌বয়োগুণ-বিলাস-বেশ-শ্রিয়ঃ প্রিয়ঙ্করণ-বল্লকীদল-বিষাণ-বেণ্বাঙ্কিতাঃ।

মহেন্দ্রমণিহাটকস্ফটিকপদ্মরাগত্বিষঃ সদা প্রণয়শালিনঃ সহচরা হরেঃ পান্তু বঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৫ ॥

—যাঁহাদের বয়স, বিলাস, বেশ ও শোভা বলানুজ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, যাঁহারা প্রিয়ঙ্করণ (অপ্রিয়কেও প্রিয় করিতে সমর্থ) বল্লকীদলনির্ম্মিত শৃঙ্গ ও বেণু দ্বারা লক্ষিত এবং যাঁহাদের কান্তি—কাহারও ইন্দ্রনীলমণিতুল্য, কাহারও স্বর্ণতুল্য, কাহারও স্ফটিকতুল্য, কাহারও বা পদ্মরাগতুল্য, যাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণে প্রণয়শালী, হরির সেই সমস্ত সহচরগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

খ। ব্রজবয়স্যদিগের সখ্য

"উন্নিদ্রস্য যযুস্তবাত্র বিরতিং সপ্তক্ষপাস্তিষ্ঠতো হন্ত শ্রান্ত ইবাসি নিক্ষিপ সখে শ্রীদামপাণৌ গিরিম্।
আধির্বিধ্যতি ন স্বমর্পয় করে কিম্বা ক্ষণং দক্ষিণে দোষ্ণস্তে করবাম কামমধুনা সব্যস্য সম্বাহনম্।

—ভ, র, সি, ৩।৩।৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে তাঁহার সখাগণ বলিয়াছিলেন) হে সখে! গোবর্দ্ধনধারণপূর্ব্বক অবস্থানকারী তোমার সাতটী নিদ্রাহীন রাত্রি অতীত হইয়া গেল ; হা কষ্ট! তুমি পরিশ্রান্তের তুল্য হইয়াছ। তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের অত্যন্ত মনঃপীড়া হইতেছে। হে সখে! এখন শ্রীদামের হস্তে এই পর্ব্বতটীকে অর্পণ কর ; অথবা ক্ষণকাল দক্ষিণ হস্তে পর্ব্বতটীকে রাখ, আমরা ভালরূপে তোমার বাম হস্ত মর্দ্দন করিয়া দিব।"

এই শ্লোকটী হইতেছে সমত্বভাবনাময় স্নেহব্যঞ্জক। নিম্নলিখিত শ্লোকটী হইতেছে সহবিহারময় স্নেহব্যঞ্জক।

"ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।। শ্রীভা, ১০।১২।১১॥

—ভক্তির সাহচর্য্যে যাঁহারা জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করেন, সেই সাধুগণ যাঁহাকে ব্রহ্মসুখরূপে অনুভব করেন, দাস্যভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে ঐশ্বর্য্যময় পরদেবতা রূপে উপলব্ধি করেন এবং মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিগণ যাঁহাকে নরবালকমাত্র মনে করেন, তাঁহার সহিত এই কৃতপুণ্যপুঞ্জ গোপবালকগণ এইরূপে (অসঙ্কোচ সমান-সমান ভাবে ক্রীড়াদি করিয়া) বিহার করিয়াছিলেন।"

গ। বয়স্যদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সখ্য

"সহচর-নিকুরম্বং ভ্রাতরার্য্য প্রবিষ্টং দ্রুতমঘজঠরান্তঃকোটরে প্রেক্ষ্যমাণঃ।
স্খলদশিশিরবাষ্পক্ষালিত-ক্ষামগণ্ডঃ ক্ষণমহমবসীদন্ শূন্যচিত্তস্তদাসম্॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৮॥

—(বলরামের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) হে ভ্রাতঃ! আমার সহচরদিগকে দ্রুতগতিতে অঘাসুরের জঠরান্তঃকোটরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমার গণ্ডদেশ ক্ষীণ হইয়া গেল, আমার নয়নদ্বয় হইতে স্খলিত উষ্ণ অশ্রু আমার সেই ক্ষীণগণ্ডকে ক্ষালিত করিতে লাগিল। হে আর্য্য! আমি শূন্যচিত্ত হইয়া ক্ষণকালের জন্য অবসাদগ্রস্ত হইয়া ছিলাম।"

৩১৮। ব্রজবয়স্য চতুর্ব্বিধ।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবয়স্যগণ চারি প্রকারের—সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়নর্ম্ম সখা।

সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাঃ পরে।
প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্ব্বিধাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৮॥

ক। সুহৃৎ

"বাৎসল্যগন্ধি-সখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ। সায়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষাপরায়ণাঃ॥

সুভদ্র-মণ্ডলীভদ্র-ভদ্রবর্দ্ধন-গোভটাঃ। যক্ষেন্দ্রভট-ভদ্রাঙ্গ-বীরভদ্রা মহাগুণাঃ॥

বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৮॥

—যাঁহারা সুহৃদ্ বয়স্য, তাঁহাদের সখ্যের সহিত বাৎসল্যের গন্ধ আছে; তাঁহারা বয়সেও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক; অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা দুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের রক্ষা করিয়া থাকেন। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষেন্দ্রভট ভদ্রাঙ্গ, বীরভট, বিজয় এবং বলভদ্রাদি মহাগুণশালী গোপবালকগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ বয়স্য।"

(১) সুহৃদ্‌গণের সখ্য

"ধুন্বন্ ধাবসি মণ্ডলাগ্রমমলং ত্বং মণ্ডলীভদ্র কিং
গুর্ব্বীং নার্য্য গদাং গৃহাণ বিজয় ক্ষোভং বৃথা মা কৃথাঃ।
শক্তিং ন ক্ষিপ ভদ্রবর্দ্ধন পুরো গোবর্দ্ধনং গাহতে
গর্জ্জন্নেষ ঘনো বলী ন তু বলীবর্দ্দাকৃতির্দানবঃ॥

—ভ, র, সি, ৩।৩।৯॥

—(অরিষ্টবধের পূর্ব্ববিবরণ) অহে মণ্ডলীভদ্র! তুমি কেন অমল খড়্গ ঘূর্ণন করিতে করিতে ধাবিত হইতেছ? হে আর্য্য বলদেব! আপনি গুরুতর গদা গ্রহণ করিবেন না। হে বিজয়! তুমি বৃথা ক্ষোভ করিওনা। হে ভদ্রবর্দ্ধন! তুমি শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) নিক্ষেপ করিওনা। ঐ দেখ, বলবান্ মেঘই গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রবর্ত্তী গোবর্দ্ধনে পতিত হইতেছে; উহা বলীবর্দ্দাকৃতি দানব (অরিষ্টাসুর) নহে।"

(২) সুহৃদ্‌বয়স্যের মধ্যে প্রধান—মণ্ডলীভদ্র এবং বলভদ্র

সুহৃদ্‌বয়স্যদের মধ্যে মণ্ডলীভদ্র এবং বলভদ্র হইতেছেন সর্ব্বপ্রধান। "সুহৃৎসু মণ্ডলীভদ্র-বলভদ্রৌ কিলোত্তমৌ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৯॥"

(৩) মণ্ডলীভদ্রের রূপ

"পাটলপটলসদঙ্গো লকুটকরঃ শেখরী শিখণ্ডেন।
দ্যুতিমণ্ডলীমলিনিভাং ভাতি দধন্মণ্ডলীভদ্রঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।১০॥

—অঙ্গে পাটল (শ্বেতরক্ত) বর্ণ মনোহর বসন, হস্তে যষ্টি, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ এবং ভ্রমরতুল্য কান্তি ধারণ করিয়া মণ্ডলীভদ্র শোভা বিস্তার করিতেছেন।"

(৪) মণ্ডলীভদ্রের সখ্য

"বনভ্রমণকেলিভির্গুরুভিরহ্নি খিন্নীকৃতঃ
সুখং স্বপিতু নঃ সুহৃদ্‌ব্রজ-নিশান্তমধ্যে নিশি।

অহং শিরসি মর্দ্দনং মৃদু করোমি কর্ণে কথাং
ত্বমস্য বিসৃজন্নলং সুবল সক্থিনী লালয় ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।১০॥

—(মণ্ডলীভদ্রের উক্তি) আমাদের পরম সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ দিবাভাগে গুরুতর বনভ্রমণ-কেলিতে অতিশয় খিন্ন হইয়াছেন ; এক্ষণে রজনীকালে ব্রজগৃহমধ্যে সুখে শয়ন করুন। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক মর্দ্দন করি। অহে সুবল ! তাঁহার কর্ণমূলে কথা বলা পরিত্যাগ করিয়া তুমি তাঁহার উরুদেশ লালন করিয়া দাও।”

(৫) **বলদেবের রূপ**

“গণ্ডান্তঃস্ফুরদেককুণ্ডলমলিচ্ছন্নাবতংসোৎপলং কস্তূরীকৃতচিত্রকং পৃথুহৃদি ভ্রাজিষ্ণু গুঞ্জাস্রজম্।
তং বীরং শরদম্বুদদ্যুতিভরং সংবীতকালাম্বরং গম্ভীরস্বনিতং প্রলম্বভুজমালম্বে প্রলম্বদ্বিষম্ ॥
—ভ, র, সি, ৩।৩।১১॥

—যাঁহার গণ্ডের অন্তভাগে (এক কর্ণে) একটী কুণ্ডল শোভা পাইতেছে, যাঁহার অন্যকর্ণস্থিত উৎপল অলিসমূহদ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি কস্তূরীর তিলক ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার বিশাল বক্ষোদেশে গুঞ্জামালা আন্দোলিত হইতেছে, যাঁহার কান্তি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্র, যাঁহার পরিধানে নীল বসন, যাঁহার কণ্ঠস্বর অতি গম্ভীর এবং যাঁহার ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, আমি প্রলম্বদ্বেষী সেই বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ করি।”

(৬) **বলদেবের সখ্য**

“জনিতিথিরিতি পুত্রপ্রেমসংবীতয়াহং স্নপয়িতুমিহ সদ্মন্যম্বয়া স্তম্ভিতোঽস্মি।
ইতি সুবল গিরা মে সংদিশ ত্বং মুকুন্দং ফণিপতিহ্রদকচ্ছে নাদ্য গচ্ছেঃ কদাপি ॥ ভ,র,সি, ৩।৩।১২॥

—(বলদেবের মাসিকী জন্মতিথিতে বলদেব সুবলকে বলিতেছেন)—অহে সুবল ! মা বলিয়াছেন) আজ আমার জন্মতিথি ; এজন্য পুত্রস্নেহবতী জননী আমাকে মঙ্গলস্নান করাইবার জন্য আমাকে আজ এই গৃহেই অবস্থান করিতে বলিয়াছেন (সুতরাং আজ আর আমার গোষ্ঠে যাওয়া হইবে না)। হে সুবল ! আমার বাক্যদ্বারা তুমি মুকুন্দকে বল, তিনি যেন আজ কখনও কালিয়হ্রদের নিকটে গমন না করেন।”

বলদেবের বাৎসল্যগন্ধী সখ্য উদাহৃত হইয়াছে।

খ। সখা

“কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বন্ধাঃ প্রীতিগন্ধিনা। বিশাল-বৃষভৌজস্বি-দেবপ্রস্থ-বরূথপাঃ ॥
মরন্দ-কুসুমাপীড়-মণিবন্ধ-করন্ধমাঃ। ইত্যাদয়ঃ সখায়োঽস্য সেবা-সৌখ্যৈকরাগিণঃ ॥
—‘ভ, র, সি, ৩।৩।১৩॥

—যাঁহারা কনিষ্ঠতুল্য এবং প্রীতিগন্ধি-সখ্যবিশিষ্ট, তাঁহাদিগকে সখা বলে। বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ এবং করন্ধম প্রভৃতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সখা। একমাত্র সেবাসৌখ্যেই তাঁহাদের অনুরাগ।”

(১) সখাদের সখ্য

"বিশাল বিসিনীদলৈঃ কলয় বীজনপ্রক্রিয়াং বরূথপ বিলম্বিতালকবরূথমুৎসারয়।

মৃষা বৃষভ জল্পিতং ত্যজ ভজাঙ্গসম্বাহনং যদুগ্রভুজসঙ্গরে গুরুমগাৎ ক্লমং নঃ সখা॥ ভ,র,সি,৩।৩।১৩॥

—আজ ঘোরতর বাহুযুদ্ধে আমাদের সখা শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। অতএব, ওহে বিশাল! তুমি কমলদলের দ্বারা তাঁহাকে বীজন কর। ওহে বরূথপ! তুমি শ্রীকৃষ্ণের লম্বায়মান অলক-সমূহকে অপসারিত (ললাটোপরি স্থাপন) কর। ওহে বৃষভ! তুমি বৃথা বাক্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অঙ্গ-সংবাহন কর।"

(২) সখাদের মধ্যে প্রধান—দেবপ্রস্থ

সমস্ত সখাদের মধ্যে দেবপ্রস্থই শ্রেষ্ঠ। "সর্ব্বেষু সখিষু শ্রেষ্ঠো দেবপ্রস্থোঽয়মীরিতঃ॥ভ,র,সি॥"

(৩) দেবপ্রস্থের রূপ

"বিভ্রদ্‌গেণ্ডুং পাণ্ডুরোদ্ভাস-বাসাঃ পাশাবদ্ধোত্তুঙ্গ-মৌলির্বলীয়ান্।

বন্ধুকাভঃ সিন্ধুরস্পর্দ্ধিলীলো দেবপ্রস্থঃ কৃষ্ণপার্শ্বং প্রতস্থে॥ ভ, র, সি, ৩।৩।১৩॥

—মহাবলবান্ দেবপ্রস্থের বসন উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, (দোহনসময়ে গাভীদিগের পাদবন্ধনার্থ যে পট্টডোরী ব্যবহৃত হয়, সেই) পট্টডোরীদ্বারা তাঁহার উচ্চ শিরোভূষণ আবদ্ধ এবং তাঁহার লীলা মত্তহস্তিস্পর্দ্ধিনী। কন্দুকহস্ত এবং রক্তবর্ণ সেই দেবপ্রস্থ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গমন করিলেন।"

(৪) দেবপ্রস্থের সখ্য

"শ্রীদাম্নঃ পৃথুলাং ভুজামভি শিরো বিন্যস্য বিশ্রামিণং দাম্নঃ সব্যকরেণ রুদ্ধহৃদয়ং শয্যাবিরাজত্তনুম্।

মধ্যে সুন্দরি কন্দরস্য পদয়োঃ সম্বাহনেন প্রিয়ং দেবপ্রস্থ ইতঃ কৃতী সুখয়তি প্রেম্ণা ব্রজেন্দ্রাত্মজম্॥

—ভ, র, সি, ৩।৩।১৪॥

—হে সুন্দরি! পর্ব্বত-কন্দরমধ্যে শ্রীদামের বিপুল-ভুজোপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া এবং দাম-নামক সখার বামহস্তদ্বারা স্বীয় হৃদয়কে বদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শয্যায় বিশ্রাম করিতে থাকিলে কৃতী দেবপ্রস্থ অত্যন্ত প্রেমের সহিত প্রিয় ব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদদ্বয়ের সম্বাহন করিয়া তাঁহার সুখ বিধান করিতেছেন।"

গ। প্রিয় সখা

"বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ। শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ॥

কিঙ্কিণী-স্তোককৃষ্ণাংশুভদ্রসেন-বিলাসিনঃ পুণ্ডরীক-বিটঙ্কাখ্যকলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী॥

রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈঃ সদা। নিযুদ্ধদণ্ডযুদ্ধাদি-কৌতুকৈরপি কেশবম্॥

—ভ, র, সি, ৩।৩।১৫॥

—প্রিয়সখাগণের বয়স শ্রীকৃষ্ণের বয়সের তুল্য; তাঁহারা কেবল সখ্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রিয়সখাগণের নাম যথা—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক এবং কলবিঙ্ক ইত্যাদি। প্রিয়সখাগণ সর্ব্বদা বিবিধ কেলিদ্বারা এবং কৌতুকময় বাহুযুদ্ধ ও দণ্ডযুদ্ধাদি দ্বারাও কেশবের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"দাম, সুদাম, বসুদাম এবং কিঙ্কিণী এ-স্থলে প্রিয়সখারূপে কথিত হইলেও তাঁহারা প্রিয়নর্ম্মসখাগণেরও অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণান্তঃকরণরূপ বলিয়া সর্ব্বত্রই তাঁহাদের প্রবেশ আছে। গৌতমীয়তন্ত্রে প্রথমাবরণপূজায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণরূপ বলিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণতুল্যপূজ্যত্বের কথা বলা হইয়াছে। 'দাম-সুদাম-বসুদাম-কিঙ্কিণীন্ (পূজয়েদ্) গন্ধপুষ্পকৈঃ। অন্তঃকরণরূপাস্তে কৃষ্ণস্য পরিকীর্ত্তিতাঃ। আত্মাভেদেন তে পূজ্যা যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে-ইতি' ॥"

(১) প্রিয়সখাগণের সখ্য

"সগদ্গদপদৈর্হরিং হসতি কোঽপি বক্রোদিতৈঃ প্রসার্য্য ভুজয়োর্যুগং পুলকি কশ্চিদাশ্লিষ্যতি।
করেণ চলতা দৃশৌ নিভৃতমেত্য রুন্ধে পুরঃ কৃশাঙ্গি সুখয়ন্ত্যমী প্রিয়সখাঃ সখায়ং তব ॥

—ভ, র, সি, ৩।৩।১৫॥

—হে কৃশাঙ্গি! তোমার সখা কৃষ্ণকে কোনও প্রিয়সখা সগদ্গদ বক্রোক্তিদ্বারা পরিহাস করিয়া থাকেন, কেহ বা পুলকযুক্ত ভুজদ্বয় প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, কেহবা পশ্চাদ্দিক্ হইতে গোপনে আসিয়া চঞ্চল করে তাঁহার নয়নদ্বয়কে আবৃত করিয়া থাকেন। এই ভাবে প্রিয়-সখাগণ তোমার সখার সুখ বিধান করিয়া থাকেন।"

(২) প্রিয়সখাদের মধ্যে শ্রীদামই শ্রেষ্ঠ

এই সকল প্রিয়বয়স্যদের মধ্যে শ্রীদাম হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "এষু প্রিয়বয়স্যেষু শ্রীদামা প্রবরো মতঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।১৫॥"

(৩) শ্রীদামের রূপ

"বাসঃ পিঙ্গং বিভ্রতং শৃঙ্গপাণিং বদ্ধস্পর্দ্ধং সৌহৃদান্মাধবেন।
তাম্রোষ্ণীষং শ্যামধামাভিরামং শ্রীদামানং দামভাজং ভজামি॥ ভ র, সি, ৩।৩।১৫॥

—যাঁহার পরিধানে পীতবসন, হস্তে শৃঙ্গ, মস্তকে তাম্রবর্ণ উষ্ণীষ, কান্তি মনোহর শ্যাম, গলদেশে মালা এবং যিনি সৌহৃদ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামাকে ভজন করি।"

(৪) শ্রীদামের সখ্য

"ত্বং নঃ প্রোজ্ঝ্য কঠোর যামুনতটে কস্মাদকস্মাদ্গতো
দিষ্ট্যা দৃষ্টিমিতোঽসি হন্ত নিবিড়াশ্লেষৈঃ সখীন্ প্রীণয়।
ব্রূমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক্ কা ধেনবঃ কে বয়ং
কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্ব্বং বিপর্য্যস্যতি ॥

—ভ, র, সি, ৩।৩।১৬॥

—(শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে কঠোর! তুমি কেন হঠাৎ আমাদিগকে যমুনাতটে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে ? বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে, পুনরায় তোমাকে দেখিতে পাইলাম।

অহো! এক্ষণে দৃঢ় আলিঙ্গনদ্বারা তোমার সখা আমাদিগের প্রাতিবিধান কর। সখে! সত্য কথা বলিতেছি, তোমার অল্পমাত্র অদর্শন হইলেও কি ধেনুগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট—সমস্তই অল্পসময়ের মধ্যেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।"

এ-স্থলে শ্রীদামার সৌহৃদ্য উদাহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে উৎসাহ-রতি-প্রসঙ্গে "কালিন্দীতটভুবি" ইত্যাদি শ্লোকে (৭।১৩৬-অনুচ্ছেদে) শ্রীদামার স্পর্দ্ধা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঘ। প্রিয়নর্ম্মসখা

"প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাস্তু পূর্ব্বতোঽপ্যভিতো বরাঃ। আত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ।
সুবলার্জ্জুন-গন্ধর্ব্বাস্তে বসন্তোজ্জ্বলাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।১৬॥

—পূর্ব্বকথিত সুহৃৎ, সখা এবং প্রিয়সখাগণ হইতে প্রিয়নর্ম্মবয়স্যগণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। অত্যন্ত গোপনীয় কার্য্যেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া থাকেন; তাঁহাদের মধ্যে ভাববিশেষ (শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের মিলনের সাহায্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের ইচ্ছা) বর্ত্তমান। প্রিয়নর্ম্মসখাদের নাম যথা - সুবল, অর্জ্জুন (ব্রজের অর্জ্জুন নামক সখা, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন নহেন), গন্ধর্ব্ব, বসন্ত, উজ্জ্বল প্রভৃতি।"

(১) প্রিয়নর্ম্মসখাদিগের সখ্য

"রাধাসন্দেশবৃন্দং কথয়তি সুবলঃ পশ্য কৃষ্ণস্য কর্ণে
শ্যামা-কন্দর্পলেখং নিভৃতমুপহরত্যুজ্জ্বলঃ পাণিপদ্মে।
পালী-তাম্বূলমাস্যে বিতরতি চতুরঃ কোকিলো মূর্দ্ধ্নি ধত্তে
তারা-দামেতি নর্ম্মপ্রণয়ি-সহচরাস্তন্বি তন্বন্তি সেবাম্॥

—ভ, র, সি, ৩।৩।১৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণের কোনও দূতী অপর দূতীর নিকটে বলিয়াছেন) হে কৃশাঙ্গি! ঐ দেখ, সুবল শ্রীরাধার সংবাদ-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বলিতেছেন, (যূথেশ্বরী) শ্যামার কন্দর্পলেখা উজ্জ্বল-নামক প্রিয়নর্ম্মসখা শ্রীকৃষ্ণের করকমলে নিভৃতে অর্পণ করিতেছেন, চতুর-নামক প্রিয়নর্ম্মসখা (যূথেশ্বরী) পালীপ্রেরিত তাম্বূল শ্রীকৃষ্ণের বদনে অর্পণ করিতেছেন, আবার কোকিল-নামক প্রিয়নর্ম্মসখা তারানাম্নী গোপীর মালা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ধারণ করাইতেছেন। এইরূপে প্রিয়নর্ম্মসখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা বিস্তার করিতেছেন।"

এ-স্থলে প্রিয়নর্ম্মসখাদের ভাববিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২) প্রিয়নর্ম্মসখাদের মধ্যে সুবল এবং উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ

প্রিয়নর্ম্মসখাদের মধ্যে সুবল এবং উজ্জ্বল হইতেছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "প্রিয়নর্ম্মবয়স্যেষু প্রবলৌ সুবলোজ্জ্বলৌ॥ভ, র, সি, ৩।৩।১৭॥"

(৩) **সুবলের রূপ**

"তনুরুচিবিজিতহিরণ্যং হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনম্।
সুবলং কুবলয়নয়নং নয়নন্দিত-বান্ধবং বন্দে ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।১৭॥

—যাঁহার অঙ্গকান্তিদ্বারা সুবর্ণও নিন্দিত, যিনি শ্রীহরির অতিশয় প্রিয়, যাঁহার গলদেশে হার দোলায়মান, যাঁহার পরিধানে হরিদ্বর্ণ বসন, যাঁহার নয়নদ্বয় ইন্দীবরের তুল্য সুন্দর এবং যাঁহার নীতিপরায়ণতায় বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত, সেই সুবলকে বন্দনা করি।"

(৪) **সুবলের সখ্য**

"বয়স্যগোষ্ঠ্যামখিলেঙ্গিতেষু বিশারদায়ামপি মাধবস্য।
অন্যৈর্দুরূহা সুবলেন সার্দ্ধং সংজ্ঞাময়ী কাপি বভূব বার্ত্তা ॥ ভ, র, সি ৩।৩।১৮॥

—সমস্ত ইঙ্গিতবিষয়ে বিশারদ বয়স্যদিগের সভামধ্যেও সুবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য কোনও এক সংজ্ঞাময়ী (হস্তাদির চালনাদ্বারা অভিব্যক্তা) কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।"

(৫) **উজ্জ্বলের রূপ**

"অরুণাম্বরমুচ্চলেক্ষণং মধুপুষ্পাবলিভিঃ প্রসাধিতম্।
হরিনীলরুচিং হরিপ্রিয়ং মণিহারোজ্জ্বলমুজ্জ্বলং ভজে ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।১৮॥

—যাঁহার পরিধানে অরুণবর্ণ বসন, যাঁহার নয়নদ্বয় অতিশয় চঞ্চল, যিনি বসন্তকালীন-পুষ্পসমূহদ্বারা ভূষিত, যিনি হরির ন্যায় নীলকান্তি, যিনি হরির অত্যন্ত প্রিয় এবং মণিময় হারে যিনি সমুজ্জ্বল, সেই উজ্জ্বলকে ভজনা করি।"

(৬) **উজ্জ্বলের সখ্য**

"শক্তাস্মি মানমবিতুং কথমুজ্জ্বলোঽয়ং দূতঃ সমেতি সখি যত্র মিলত্যদূরে।
সাপত্রপাপি কুলজাপি পতিব্রতাপি কা বা বৃষস্যতি ন গোপবৃষং কিশোরী ॥

—ভ, র, সি, ৩।৩।১৯॥

—(কোনও ব্রজসুন্দরী স্বীয় সখীর নিকটে বলিতেছেন) আমি কিরূপে মান (মর্য্যাদা) রক্ষা করিতে সমর্থ হইব ? ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের দূত উজ্জ্বল আসিতেছে। সখি ! যে-স্থলে উজ্জ্বল আসিয়া অদূরে মিলিত হয়, সে-স্থলে—হউক না কেন লজ্জাশীলা, হউক না কেন পতিব্রতা,—এমন কোন্ গোপকিশোরী আছে, যে নাকি সেই গোপশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে কামনা না করিবে ?"

লজ্জা, কুলধর্ম্ম এবং পাতিব্রত্য—ইহাদের একটী থাকিলেও মর্য্যাদালঙ্ঘন সম্ভব হয় না। কিন্তু যে-স্থলে উজ্জ্বলের ন্যায় দূত আসিয়া উপস্থিত হয়, সে-স্থলে লজ্জাদি সমস্ত থাকিলেও কোনও ব্রজতরুণী শ্রীকৃষ্ণকে কামনা না করিয়া থাকিতে পারেন না—এমনই উজ্জ্বলের দৌত্যনিপুণতা। উজ্জ্বল সর্ব্বদা নর্ম্মোক্তি-লালস।

৩১৯। বয়স্যদের স্বরূপ ও স্বভাব

"নিত্যপ্রিয়াঃ সুরচরাঃ সাধকাশ্চেতি তে ত্রিধা। কেচিদেষু স্থিরা জাত্যা মন্ত্রিবত্তমুপাসতে॥
তং হাসয়ন্তি চপলাঃ কেচিদ্বৈহাসিকোপমাঃ। কেচিদার্জবসারেণ সরলাঃ শীলয়ন্তি তম্॥
বামা বক্রিমচক্রেণ কেচিদ্বিস্মায়য়ন্ত্যমুম্। কেচিৎ প্রগল্ভাঃ কুর্ব্বন্তি বিতণ্ডামমুনা সমম্।
সৌম্যাঃ সুনৃতয়া বাচা ধন্যা ধিন্বন্তি তং পরে॥ এবং বিবিধয়া সর্ব্বে প্রকৃত্যা মধুরা অমী।
পবিত্রমৈত্রীবৈচিত্রী-চারুতামুপচিন্বতে॥　　ভ, র, সি, ৩।৩।২১-২

—উক্ত বয়স্যগণ তিন প্রকারের—নিত্যপ্রিয় (নিত্যসিদ্ধ), সুরচর এবং সাধক। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বভাবতঃই স্থির ; তাঁহারা মন্ত্রীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। কেহ কেহ বিদূষকের ন্যায় চপল, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে হাস্য করায়েন। কেহ কেহ সরল, সরলতাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন। কেহ কেহ বামস্বভাব ; বক্রভাবচক্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মাপিত করেন। কেহ কেহ প্রগল্ভ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করেন। কেহ কেহ সৌম্য, এই ধন্য বয়স্যগণ সুনৃত (সত্য এবং সুমিষ্ট) বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন। সকলেই স্বভাবতঃ মধুর-প্রকৃতি ; এইরূপে তাঁহারা সকলে বিবিধ ভাবে পবিত্র-মৈত্রী-বৈচিত্রীর চারুতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।"

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—শ্লোকে যাঁহাদিগকে "সাধক" বলা হইয়াছে, তাঁহারা হইতেছেন "সাধনসিদ্ধ বয়স্য"। আর যাঁহাদিগকে "সুরচর" বলা হইয়াছে, তাঁহারা পূর্বে সুর বা দেবতা ছিলেন, সাধনের ফলে কৃষ্ণবয়স্যত্ব লাভ করিয়াছেন ; ইঁহারাও সাধকের (সাধন-সিদ্ধের) অন্তর্ভুক্তই ; তথাপি তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনের জন্যই পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩২০। প্রেয়োভক্তিরসে উদ্দীপন (৩২০-২৬ অনু)

"উদ্দীপনা বয়োরূপ-শৃঙ্গ-বেণু-দরা হরেঃ। বিনোদ-নর্ম্ম-বিক্রান্তি-গুণাঃ প্রেষ্ঠজনাস্তথা।
রাজ-দেবাবতারাদি-চেষ্টানুকরণাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২২॥

—হরির বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ এবং বিনোদ নর্ম্ম, পরাক্রমাদি গুণ এবং তাঁহার প্রিয়জন এবং রাজা ও দেবাবতারাদির চেষ্টার অনুকরণাদি হইতেছে প্রেয়োভক্তিরসে উদ্দীপন।"

৩২১। শ্রীকৃষ্ণের বয়স

শ্রীকৃষ্ণের বয়স ত্রিবিধ—কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর [৭।১৪ ক (১)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] গোকুলে কৌমার ও পৌগণ্ড বয়স এবং পুরে ও গোকুলে কৈশোর বয়স।

বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরঞ্চেহ সম্মতম্।
গোষ্ঠে কৌমার-পৌগণ্ডং কৈশোরং পুরগোষ্ঠয়োঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২২॥

ক। কৌমার

পঞ্চমবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কৌমার। কৌমার বৎসলরসেই উপযোগী। এ-স্থলে প্রেয়োভক্তিরসে একটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

"বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে বামে পাণৌ মসৃণ-কবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্ বালকেলিঃ॥

—শ্রীভা, ১০।১৩।১১॥

—(ব্রহ্মমোহন-লীলার উপক্রমে) উদর-বেষ্টন বস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে বেণু, বাম কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, বাম হস্তে দধি-আদিদ্বারা সংস্কৃত অন্ন, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীসমূহে ভোজনোপযোগী ফলসমূহ ধারণ করিয়া নিজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট স্বীয় বয়স্যদের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় অসাধারণ নর্ম্ম-পরিহাসে তাঁহাদিগের হাস্যোৎপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিয়াছিলেন—যাহা দর্শন করিয়া স্বর্গবাসী লোকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন; যিনি যজ্ঞে তাঁহার উদ্দেশ্যে অর্পিত মন্ত্রপূত হবি কেবলমাত্র দৃষ্টিদ্বারাই অঙ্গীকার করেন, কিন্তু ভোজন করেন না, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এ-স্থলে দধিমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতেছেন, তাহাও আবার গোপবালকদের সঙ্গে, পরস্পর পরস্পরকে ভুক্তান্ন আদান-প্রদানও করিতেছেন! যিনি যজ্ঞভুক্, তিনি আজ বালকদের সঙ্গে কেলিরত !! ইহা দেখিয়াই স্বর্গবাসীদের বিস্ময়।"

খ। পৌগণ্ড

দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড। আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে পৌগণ্ড ত্রিবিধ।

"আদ্যং মধ্যং তথা শেষং পৌগণ্ডঞ্চ ত্রিধা ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২৩॥

(১) আদ্য পৌগণ্ড

"অধরাদেঃ সুলৌহিত্যং জঠরস্য চ তানবম্।
কম্বুগ্রীবোদ্গমাদ্যঞ্চ পৌগণ্ডে প্রথমে সতি॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২৩॥

- প্রথম পৌগণ্ডে অধরাদির মনোহর রক্তিমা, উদরের কৃশতা এবং কণ্ঠে শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ের উদ্গমাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

"তুন্দং বিন্দতি তে মুকুন্দ শনকৈরশ্বত্থপত্রশ্রিয়ং কণ্ঠঃ কম্বুবদম্বুজাক্ষ ভজতে রেখাত্রয়ীমুজ্জ্বলাম্।
আরুন্ধে কুরুবিন্দ-কন্দলরুচিং ভূচন্দ্র দন্তচ্ছদোলক্ষ্মীরাধুনিকী ধিনোতি সুহৃদামক্ষীণি সা কাপ্যসৌ॥

—ভ, র, সি, ৩।৩।২৪॥

—(পূর্ব্বেও আসিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া গিয়াছেন, এতাদৃশ কোনও বিদেশী কিছু কাল পরে আবার আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন) হে মুকুন্দ! ধীরে ধীরে তোমার উদর অশ্বত্থপত্রের শোভা ধারণ করিতেছে। হে অম্বুজাক্ষ! এক্ষণে তোমার কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায় তিনটী উজ্জ্বল রেখা ধারণ করিয়াছে। হে ভূচন্দ্র! তোমার অধরৌষ্ঠ প্রবালাঙ্কুরের রক্তিমা কান্তিকে বশীভূত করিয়াছে। তোমার কোনও এক অনির্ব্বচনীয় আধুনিকী শোভা সুহৃদ্গণের নয়নের আনন্দ বিধান করিতেছে।"

আদ্য পৌগণ্ডের প্রসাধন ও চেষ্টা

"পুষ্পমণ্ডন-বৈচিত্রী চিত্রাণি গিরিধাতুভিঃ। পীতপট্টদুকূলাদ্যমিহ প্রোক্তং প্রসাধনম্॥
সর্ব্বাটবী-প্রচারেণ নৈচিকীচয়-চারণম্। নিযুদ্ধ-কেলি-নৃত্যাদি-শিক্ষারম্ভোঽত্র চেষ্টিতম্॥
—ভ, র, সি, ৩৩।২৪॥

—আদ্য পৌগণ্ডে বিচিত্র রকমের পুষ্পসজ্জা, গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা অঙ্গে চিত্র এবং পীতবর্ণ পট্টবস্ত্রাদি হইতেছে প্রসাধন। আর, সমস্ত বনে গমনপূর্ব্বক গোচারণ, বাহুযুদ্ধ, কেলি, নৃত্যাদি এবং শিক্ষারম্ভ হইতেছে এই বয়সের চেষ্টিত।"

(২) মধ্য পৌগণ্ড

"নাসা সুশিখরা তুঙ্গা কপোলৌ মণ্ডলাকৃতী।
পার্শ্বাদ্যঙ্গং সুবলিতং পৌগণ্ডে সতি মধ্যমে॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২৫॥

—মধ্য পৌগণ্ডে নাসিকা উচ্চ হয় এবং তাহার অগ্রভাগ অত্যন্ত শোভন হয়, গণ্ডদ্বয় মণ্ডলাকৃতি হয় এবং পার্শ্বাদি অঙ্গসকল সুবলিত হয়।"

"তিলকুসুমবিহাসি-নাসিকাশ্রী-র্নবমণিদর্পণ-দর্পনাশি-গণ্ডঃ।
হরিরিহ পরিমৃষ্টপার্শ্বসীমা সুখয়তি সুষ্ঠু সখীন্ স্বশোভয়ৈব॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২৫॥

—যাঁহার নাসিকা তিলকুসুমকে উপহাস করিতেছে, যাঁহার গণ্ডদেশ নব-মণিদর্পণের দর্পকে চূর্ণ করিতেছে এবং যাঁহার সুবলিত পার্শ্বসমূহের মর্য্যাদা পার্শ্বসমূহের উর্দ্ধে বিরাজমান, সেই হরি স্বীয় শোভাদ্বারা সখাবর্গের আনন্দ বিধান করিতেছেন।"

মধ্যপৌগণ্ডের ভূষণ ও চেষ্টা

"উষ্ণীষং পট্টসূত্রোত্থ-পাশেনাত্র তড়িত্ত্বিষা। যষ্টিঃ শ্যামা ত্রিহস্তোচ্চা স্বর্ণাগ্রেত্যাদিমণ্ডনম্।
ভাণ্ডীরে ক্রীড়নং শৈলোদ্ধারণাদ্যঞ্চ চেষ্টিতম্॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২৫॥

—মধ্য পৌগণ্ডের ভূষণ হইতেছে পট্টসূত্রজাত বিদ্যুদ্বর্ণ-রজ্জুদ্বারা বন্ধনযুক্ত উষ্ণীষ এবং অগ্রভাগাদি স্বর্ণাদিদ্বারা মণ্ডিত তিন হাত উচ্চ শ্যাম বর্ণ যষ্টি। আর মধ্য পৌগণ্ডের চেষ্টা হইতেছে—ভাণ্ডীর বনে ক্রীড়া এবং গোবর্দ্ধন উত্তোলনাদি।"

মধ্য পৌগণ্ডের মাধুর্য্য

"পৌগণ্ড-মধ্য এবায়ং হরির্দীব্যন্ বিরাজতে।
মাধুর্য্যাদ্ভুতরূপত্বাৎ কৈশোরাগ্রাংশভাগিব॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২৭॥

—মধ্য পৌগণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া বিরাজ করেন। এই সময়ে বর্ণপুষ্টতাদির মনোরমত্ব-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ লোকবিস্ময়কর রূপ ধারণ করেন বলিয়া এই মধ্যপৌগণ্ডকে যেন প্রথম কৈশোরের তুল্যই মনে হয়।"

(৩) **শেষ পৌগণ্ড**

"বেণী নিতম্ব-লম্বাগ্রা লীলালক-লতা-দ্যুতিঃ।

অংসয়োস্তুঙ্গতেত্যাদি পৌগণ্ডে চরমে সতি॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২৮॥

---শেষ পৌগণ্ডে বেণীর অগ্রভাগ নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত হয়, লীলাবশতঃ বিন্যস্তা অলকলতার শোভা বৰ্দ্ধিত হয় এবং স্কন্ধদ্বয়ের উচ্চতাদিও হইয়া থাকে।"

শেষ পৌগণ্ডের ভূষণ ও চেষ্টা

"উষ্ণীষে বক্রিমা লীলা-সরসীরুহপাণিতা।

কাশ্মীরেণোর্দ্ধপুণ্ড্রাদ্যমিহ মণ্ডনমীরিতম্॥

অত্র ভঙ্গী গিরাং নর্ম্মসখৈঃ কর্ণকথারসঃ।

এষ্ গোকুলবালানাং শ্রীশ্লাঘেত্যাদি-চেষ্টিতম্॥ ভ, র, সি, ৩।৩।২৯॥

--শেষ পৌগণ্ডের ভূষণ হইতেছে উষ্ণীষের বক্রিমা, হস্তে লীলাপদ্ম-ধারণ এবং কুঙ্কুমের দ্বারা উৰ্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণাদি। আর শেষ পৌগণ্ডের চেষ্টা হইতেছে বাক্যের ভঙ্গী, নর্ম্মসখাদের সঙ্গে কর্ণাকর্ণি কথারস এবং নর্ম্মসখাদের সমীপে গোকুল-বালিকাদের শোভার প্রশংসাদি।"

গ। **কৈশোর**

কৈশোরের বর্ণনা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে [৭।১৪ ক (১)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। এ-স্থলে পুনরায় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে।

"পশ্যোৎসিক্তবলীত্রয়ীবরলতে বাসস্তড়িন্মঞ্জুলে

প্রোন্মীলদ্‌বনমালিকা-পরিমলস্তোমে তমালত্বিষি।

উক্ষত্যম্বক-চাতকান্ স্মিতরসৈর্দামোদরাম্ভোধরে

শ্রীদামা রমণীয়-রোম-কলিকাকীর্ণাঙ্গশাখী বভৌ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩০॥

—(শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীদাম-উভয়েই শ্যামবর্ণ—মেঘতুল্য। তাঁহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজিত। এই অবস্থার বর্ণনা এই শ্লোকে)। আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ। যিনি ত্রিবলীরূপা বরলতাকে উৎসারিত করিয়াছেন, যাঁহার বসন মনোহর তড়িতের তুল্য, যিনি বনমালার পরিমল-সমূহকে বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি মন্দহাসিরূপ বারি বর্ষণ করিয়া সকলের নেত্ররূপ চাতককে পরিষিঞ্চিত করিতেছেন, সেই তমালকান্তি দামোদররূপ মেঘে রমণীয়-রোম-কলিকাকীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় শ্রীদামা শোভা পাইতেছেন।"

কৈশোর-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৪ ক (১)-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৩২২। শ্রীকৃষ্ণের রূপ

"অলঙ্কারমলঙ্কৃত্বা তবাঙ্গং পঙ্কজেক্ষণ।

সখীন্ কেবলমেবেদং ধাম্না ধীমন্ ধিনোতি নঃ॥ ভ, র, সি ৩।৩।৩২॥

—হে পঙ্কজলোচন ! হে ধীমন্ ! তোমার কেবল এই অঙ্গই স্বীয় শোভাতে অলঙ্কারসমূহকেও অলঙ্কৃত করিয়া (অলঙ্কার-সমূহেরও শোভাবর্দ্ধন করিয়া) তোমার সখা আমাদের আনন্দ বিধান করিতেছে।"

৩২৩। শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গ

"ব্রজনিজবড়ভী-বিতর্দ্দিকায়ামুষসি বিষাণবরে রুবত্যুদগ্রম্ ।
অহহ সবয়সাং তদীয়রোম্ণামপি নিবহাঃ সমমেব জাগ্রতি স্ম ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩৩॥

—উষাকালে ব্রজমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় শয়নগৃহরূপ চন্দ্রশালিকার দ্বারসমীপবর্ত্তী বিশ্রাম-বেদিকায় উচ্চ বিষাণ (শৃঙ্গ)-রব উত্থিত হইলে, অহো, রোমাঞ্চের সহিত তাঁহার বয়স্যগণ সকলে একই সঙ্গে জাগ্রত হইলেন।"

৩২৪। শ্রীকৃষ্ণের বেণু

"সুহৃদো ন হি যাত কাতরা হরিমন্বেষ্টুমিতঃ সুতাং রবেঃ ।
কথয়ন্নমুমত্র বৈণবধ্বনিদূতঃ শিখরে ধিনোতি নঃ ॥

—ভ, র, সি, ৩।৩।৩৩॥

—হে সুহৃদ্গণ ! তোমরা (শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে) কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত যমুনাতীরে যাইওনা। 'শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-শিখরে বিরাজিত' বেণুধ্বনিরূপ দূত একথা জানাইয়া আমাদিগের সুখ বিধান করিতেছে।"

৩২৫। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ

"পাঞ্চালীপতয়ঃ শ্রুত্বা পাঞ্চজন্যস্য নিস্বনম্ ।
পঞ্চাস্য পশ্য মুদিতাঃ পঞ্চাস্যপ্রতিমাং যযুঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩৩॥

—হে পঞ্চাস্য (শিব) ! দেখুন। দ্রৌপদীপতি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া সিংহতুল্য-শীঘ্র-গমন-পরায়ণ হইলেন (অথবা পঞ্চানন-মহাদেবের তুল্য শ্বেতবর্ণ হইলেন—এই অর্থে বৈবর্ণ্যরূপ সাত্ত্বিকভাবের উদয় সূচিত হইয়াছে)।"

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ নাই ; অন্যত্রই শঙ্খ।

৩২৬। শ্রীকৃষ্ণের বিনোদ (রমণীয় ব্যবহার)

"স্ফুরদরুণদুকূলং জাগুড়ৈর্গৌরগাত্রং কৃতবর-কবরীকং রত্নতাটঙ্ককর্ণম্ ।
মধুরিপুমিহ রাধাবেশমুদ্বীক্ষ্য সাক্ষাৎ প্রিয়সখি সুবলোঽভূদ্বিস্মিতঃ সস্মিতশ্চ ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩৩॥

—প্রিয় সখি! কৌতুকবশতঃ অরুণবসন পরিধান করিয়া কুঙ্কুমের দ্বারা স্বীয় শ্যামবর্ণকে গৌরবর্ণ করিয়া, মনোরম কবরী নির্ম্মাণ করিয়া এবং কর্ণে রত্নতাটক ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সাজিয়াছেন। সাক্ষাতে তাহা দর্শন করিয়া সুবল বিস্মিত ও হাস্যবদন হইলেন।"

এ-স্থলে শ্রীরাধার বেশধারণ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের একটী বিনোদ বা রমণীয় আচরণ।

৩২৭। প্রেয়োভক্তিরসে অনুভাব

ক। সর্ব্বসাধারণ অনুভাব বা ক্রিয়া

"নিযুদ্ধ-কন্দুকদ্যূতবাহ্যবাহাদি-কেলিভিঃ। লগুড়ালগুড়ি-ক্রীড়া-সঙ্গরৈশ্চাস্য তোষণম্॥
পল্যঙ্কাসনদোলাসু সহ-স্বাপোপবেশনম্। চারুচিত্রপরীহাসো বিহারঃ সলিলাশয়ে।
যুগ্মত্বে লাস্যগানাদ্যাঃ সর্ব্বসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩৩॥

—বাহুযুদ্ধ, কন্দুক-কেলি, দ্যূতকেলি, বাহ্যবাহাদি-কেলি (অর্থাৎ স্কন্ধে আরোহণ ও স্কন্ধে করিয়া বহনাদি কেলি), কৃষ্ণের সহিত পরস্পর যষ্টিক্রীড়ারূপ যুদ্ধদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তোষণ এবং পর্য্যঙ্কে, আসনে ও দোলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্রে শয়ন ও উপবেশন, মনোরম এবং বিচিত্র পরীহাস, জলাশয়ে বিহার এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য-গানাদি হইতেছে সমস্ত সখাদেরই সাধারণ ক্রিয়া।"

খ। সুহৃদ্‌গণের ক্রিয়া

"যুক্তাযুক্তাদিকথনং হিতকৃত্যে প্রবর্ত্তনম্।
প্রায়ঃ পুরঃসরত্বাদ্যাঃ সুহৃদামীরিতাঃ ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩৪॥

—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ, হিতকার্য্যে প্রবর্ত্তন এবং প্রায় সকল কার্য্যেই অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি হইতেছে সুহৃদ্‌বয়স্যাদের ক্রিয়া।"

গ। সখাদের ক্রিয়া

তাম্বূলাদ্যর্পণং বক্ত্রে তিলকস্থাসকক্রিয়া।
পত্রাঙ্কুরবিলেখাদি সখীনাং কর্ম্ম কীর্ত্তিতম্॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩৬॥

—মুখমধ্যে তাম্বূল অর্পণ, তিলক-নির্ম্মাণ, চন্দনাদিদ্বারা চর্চ্চা, বদনে ও গাত্রে পত্রাঙ্কুরাদি রচনা প্রভৃতি হইতেছে সখাদের ক্রিয়া।"

ঘ। প্রিয়সখাদের ক্রিয়া

"নির্জ্জিতীকরণং যুদ্ধে বস্ত্রে ধৃত্বাস্য কর্ষণম্। পুষ্পাদ্যাচ্ছেদনং হস্তাৎ কৃষ্ণেন স্বপ্রসাধনম্।
হস্তাহস্তি-প্রসঙ্গাদ্যাঃ প্রোক্তাঃ প্রিয়সখক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩৭॥

—শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করা, বস্ত্রধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে পুষ্পাদি কাড়িয়া লওয়া, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিজের সাজ-সজ্জাকরণ এবং পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া হাতাহাতি যুদ্ধবৎ-ক্রীড়া প্রভৃতি হইতেছে প্রিয়সখাদের ক্রিয়া।"

ঙ। প্রিয়নর্ম্মসখাদের ক্রিয়া

"দূত্যং ব্রজকিশোরীষু তাসাং প্রণয়গামিতা। তাভিঃ কেলিকলৌ সাক্ষাৎ সখ্যুঃ পক্ষপরিগ্রহঃ॥
অসাক্ষাৎ স্বস্বযূথেশাপক্ষ-স্থাপনচাতুরী। কর্ণাকর্ণিকথাদ্যাশ্চ প্রিয়নর্ম্মসখ-ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩৮॥

—ব্রজকিশোরীদিগের সম্বন্ধে দূতের কার্য্য, তাঁহাদের প্রণয়ের অনুমোদন, ব্রজকিশোরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াকলহ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ গ্রহণ, তাঁহাদের অসাক্ষাতে (অর্থাৎ ব্রজকিশোরীগণ উপস্থিত না থাকিলে) স্ব-স্ব আশ্রয়ভূতা যূথেশ্বরীর (যেমন শ্রীরাধিকা হইতেছেন সুবলের আশ্রয়ভূতা যূথেশ্বরী। সুতরাং সুবলকর্ত্তৃক শ্রীরাধার) পক্ষসমর্থনে চাতুরী-প্রকটন (এবং শ্রীকৃষ্ণ এবং যূথেশ্বরী উভয়েই যদি উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলেও যূথেশ্বরীরই পক্ষসমর্থন-চাতুরী) এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত কানে কানে কথা বলা প্রভৃতি হইতেছে প্রিয়নর্ম্মসখাদিগের ক্রিয়া।"

চ। দাসদিগের সহিত বয়স্যদিগের সাধারণ ক্রিয়া

"বনারত্নাদ্যলঙ্কারৈর্মাধবস্য প্রসাধনম্। পুরস্তৌর্য্যত্রিকং তস্য গবাং সম্ভালনক্রিয়াঃ॥
অঙ্গসম্বাহনং মালাগুম্ফনং বীজনাদয়ঃ। এতাঃ সাধারণা দাসৈর্বয়স্যানাং ক্রিয়া মতাঃ।
পূর্ব্বোক্তেষ্বপরাশ্চাত্র জ্ঞেয়া ধীরৈর্যথোচিতম্॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৩৮॥

—বন্যপুষ্পাদিদ্বারা এবং রত্নাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্করণ, তাঁহার অগ্রে নৃত্য-গীত-বাদ্য, শ্রীকৃষ্ণের গবাদির শুশ্রূষা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসম্বাহন, মালাগুম্ফন, বীজনাদি—এ-সমস্ত হইতেছে দাসদিগের সহিত বয়স্যদের সাধারণ কর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত অনুভাবসমূহের মধ্যে অপর অনেক যথাযোগ্য অনুভাব আছে।"

৩২৮। প্রেয়োভক্তিরসে সাত্ত্বিকভাব

প্রেয়োভক্তিরসে অশ্রুকম্পাদি আটটী সাত্ত্বিক ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ উল্লিখিত হইলনা।

৩২৯। প্রেয়োভক্তিরসে ব্যভিচারী ভাব

"ঔগ্র্যং ত্রাসং তথালস্যং বর্জ্জয়িত্বাখিলাঃ পরে।
রসে প্রেয়সি ভাবজ্ঞৈঃ কথিতা ব্যভিচারিণঃ॥
তত্রাযোগে মদং হর্ষং গর্ব্বং নিদ্রাং ধৃতিং বিনা।
যোগে মৃতিং ক্লমং ব্যাধিং বিনাপস্মৃতি-দীনতে॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৪৩।

—কৃষ্ণবিষয়ক ঔগ্র্য, কৃষ্ণবিষয়ক ত্রাস এবং কৃষ্ণবিষয়ক আলস্য—এই তিনটী ব্যতীত অন্য সমস্ত ব্যভিচারী ভাবই প্রেয়োভক্তিরসে উদিত হয়। তন্মধ্যে অযোগে (শ্রীকৃষ্ণের সহিত অমিলনে) মদ, হর্ষ, গর্ব্ব, নিদ্রা ও ধৃতি-এই পাঁচটী ব্যতীত অপরগুলি এবং মিলনে মৃতি, ক্লম, ব্যাধি, অপস্মার ও দীনতা এই পাঁচটী ব্যতীত অপর ব্যভিচারিভাবগুলি প্রকটিত হয়।"

৩৩০। প্রেয়োভক্তিরসে স্থায়িভাব

"বিমুক্তসম্ভ্রমা যা স্যাদ্বিশ্রম্ভাত্মারতির্দ্বয়োঃ।
প্রায়ঃ সমানয়োরত্র সা সখ্যং স্থায়িশব্দভাক্ ॥
বিশ্রম্ভো গাঢ়বিশ্বাসবিশেষো যন্ত্রণোজ্‌ঝিতঃ ॥
এষা সখ্যরতি র্বৃদ্ধিং গচ্ছন্তী প্রণয়ঃ ক্রমাৎ।
প্রেমা স্নেহস্তথা রাগ ইতি পঞ্চবিধোদিতা ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৪৫ ৬॥

—প্রায় পরস্পর-সমান-সখাদ্বয়ের মধ্যে সম্ভ্রমশূন্যা (গৌরববুদ্ধিজনিত-বৈয়গ্রাশূন্যা) এবং বিশ্রম্ভাত্মিকা যে রতি, তাহাকে বলে সখ্যরতি ; এই সখ্যরতিই হইতেছে প্রেয়োভক্তিরসের স্থায়িভাব। যন্ত্রণাহীন গাঢ়বিশ্বাস-বিশেষকে (সর্ব্বতোভাবে পরস্পরের অভেদ-প্রতীতিকে) বিশ্রম্ভ বলা হয় (সর্ব্বতোভাবে অভেদ-প্রতীতিবশতঃই যন্ত্রণাহীন—সঙ্কোচহীন)। এই সখ্যরতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ সখ্যরতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগ—এই পাঁচটী ভেদ প্রাপ্ত হয়।"

এইরূপে দেখা গেল—প্রেয়োভক্তিরসের স্থায়িভাব যে সখ্যরতি, তাহাতে গৌরববুদ্ধি নাই এবং তজ্জন্য ব্যগ্রতা-সঙ্কোচাদিও নাই ; ইহাতে সখাদ্বয়ের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অভেদ-প্রতীতি জন্মে এবং তাহারই ফলে যন্ত্রণাহীনতার বা সঙ্কোচহীনতার উদ্ভব।

এই সখ্যরতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমশঃ প্রণয়, প্রেম, স্নেহ ও রাগে পরিণত হয়। প্রেমাদির লক্ষণ এবং উদাহরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ পর্বে কথিত হইয়াছে। প্রীতভক্তিরস-প্রসঙ্গেও (৭।২৯৪-৯৬-অনুচ্ছেদে) উদাহরণাদি উল্লিখিত হইয়াছে। প্রেয়োভক্তি-রসেও প্রেমাদির উদাহরণ তদনুরূপই। বাহুল্যভয়ে এ স্থলে আর উদাহরণ উদ্ধৃত হইল না।

৩৩১। প্রেয়োভক্তিরসে অযোগ-যোগাদি ভেদ

প্রীতভক্তিরসের ন্যায় প্রেয়োভক্তিরস-প্রসঙ্গেও অযোগ ও যোগ এই দ্বিবিধ ভেদ বর্ত্তমান এবং প্রীতভক্তিরসের ন্যায় প্রেয়োভক্তিরসেও অযোগে উৎকণ্ঠিত এবং বিয়োগ-এই দুইটী ভেদ আছে এবং যোগেও সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি এই ত্রিবিধ ভেদ আছে। প্রীতভক্তিরস-প্রসঙ্গে এ-সমস্তের উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে ; প্রেয়োভক্তি-রসেও তত্তৎ-ভেদের উদাহরণ তদনুরূপ বলিয়া বাহুল্যভয়ে এ-স্থলে উল্লিখিত হইলনা।

প্রীতভক্তিরসের ন্যায় প্রেয়োভক্তিরসেও বিয়োগে তাপ, কৃশতা, জাগর্য্যা, আলম্বনশূন্যতা, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ, মূচ্ছিত ও মৃতি এই দশটী দশার উদয় হয় (৭।২৯৯-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বাহুল্যভয়ে এ-স্থলে আর উদাহরণ উল্লিখিত হইল না।

বিয়োগ বা শ্রীকৃষ্ণের দূরপ্রবাসজনিত বিরহ কেবল প্রকটলীলাতেই সম্ভব ; কেননা, অপ্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-দ্বারকাদিতে গমন নাই – সুতরাং বিরহও নাই। এ-স্থলে যে বিয়োগের কথা বলা হইল, তাহা কেবল প্রকট-লীলা অনুসারে।

"প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা স্পষ্ট-লীলানুসারতঃ।
কৃষ্ণেন বিপ্রয়োগঃ স্যান্ন জাতু ব্রজবাসিনাম্ ॥ ভ, র, সি, ৩।৩।৫৭॥

—প্রকট-লীলার অনুসরণেই বিরহাবস্থা বর্ণিত হইল; অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের কখনও বিরহ হয় না।"

৩৩২। প্রেয়োভক্তিরসের বৈশিষ্ট্য

"দ্বয়োরপ্যেকজাতীয়ভাবমাধুর্য্যভাগসৌ। প্রেয়ান্ কামপি পুষ্ণাতি রসশ্চিত্তচমৎকৃতিম্ ॥
প্রীতে চ বৎসলে চাপি কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োঃ পুনঃ। দ্বয়োরন্যোঽন্যভাবস্য ভিন্নজাতীয়তা ভবেৎ ॥
প্রেয়ানেব ভবেৎ প্রেয়ানতঃ সর্ব্বরসেষ্বয়ম্। সখ্যসংপৃক্তহৃদয়ৈঃ সদ্ভিরেবানুবুধ্যতে॥

—ভ, র, সি, ৩।৩।৬০-৬১॥

—প্রেয়োভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সখা-এই উভয়েরই একজাতীয় ভাবমাধুর্য্য; এজন্য প্রেয়োভক্তি-রস এক অনির্ব্বচনীয় চিত্ত-চমৎকৃতির পোষণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রীতভক্তিরসে এবং বৎসল-ভক্তিরসেও শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ভক্ত-এই উভয়ের পরস্পরের প্রতি ভাব হইতেছে ভিন্ন জাতীয়। এজন্য সখ্যভাববিশিষ্ট সাধুগণ মনে করেন -সমস্ত রসের মধ্যে প্রেয়োরসই উৎকর্ষময়।"

তাৎপর্য্য এই। প্রীতভক্তিরসে দাসভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে গুরুবুদ্ধি পোষণ করেন; তাঁহারা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অপেক্ষা গুরু-বড়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ছোট; তাঁহাদের বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ ভাব। বৎসলরসেও বাৎসল্য-ভাবের আশ্রয় নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের পুত্র—লাল্য, অনুগ্রাহ্য—সুতরাং ছোট মনে করেন এবং নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা—লালক, অনুগ্রাহক -সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে বড়—মনে করেন। তাঁহাদের বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ ভাব। এইরূপে দেখা গেল —প্রীতভক্তিরসে এবং বৎসল-ভক্তিরসেও বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনের ভাব এক-জাতীয় নহে, সমান-সমান ভাব তাঁহাদের মধ্যে নাই, আছে বড়-ছোট ভাব। কিন্তু প্রেয়োভক্তিরসে বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয়ালম্বন সখাগণ-ইঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধে পরস্পরের গৌরববুদ্ধি, বা লাল্য-লালক-বুদ্ধি, বা অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক বুদ্ধি নাই; আছে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সমান-সমান ভাব, উভয়েরই এক জাতীয় ভাব, ভিন্ন জাতীয় ভাব তাঁহাদের মধ্যে নাই। এজন্য তাঁহাদের সখ্যভাব অত্যন্ত মাধুর্য্যময় এবং অপূর্ব্ব চমৎকৃতি-বিধায়ক। প্রীতরসে এবং বৎসলরসেও এতাদৃশ সমান-সমান ভাব নাই। এজন্য সখ্যভাবাশ্রিত ভক্তগণ প্রীতরস ও বৎসলরস হইতেও প্রেয়োরসের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া থাকেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

বৎসল-ভক্তিরস—মুখ্য (৪)

৩৩৩। বৎসল-ভক্তিরস

"বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ।

এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১॥

-- বাৎসল্য (অনুগ্রহময়ী রতি)-নামক স্থায়ী ভাব বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করিলে পণ্ডিতগণ তাহাকে বৎসল-ভক্তিরস বলিয়া থাকেন।"

৩৩৪। বৎসল-ভক্তিরসের আলম্বন

"কৃষ্ণং তস্য গুরূংশ্চাত্র প্রাহুরালম্বনান্ বুধাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১॥

— পণ্ডিতগণ বলেন, বৎসল-ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার গুরুবর্গ হইতেছেন আলম্বন।"

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ আশ্রয়ালম্বন।

ক। বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ

"নবকুবলয়দাম-শ্যামলং কোমলাঙ্গং বিচলদলক-ভৃঙ্গক্রান্ত-নেত্রাম্বুজান্তম্।

ব্রজভুবি বিহরন্তং পুত্রমালোকয়ন্তী ব্রজপতিদয়িতাসীৎ প্রস্নবোৎপীড়দিগ্ধা॥

—ভ, র, সি, ৩।৪।২

—যাঁহার বর্ণ নব-নীলোৎপল-শ্রেণীর ন্যায় শ্যামল, যাঁহার অঙ্গ অতিশয় কোমল এবং চঞ্চল চূর্ণকুন্তলরূপ ভ্রমরসমূহদ্বারা যাঁহার নয়ন-কমলের প্রান্তভাগ আক্রান্ত, সেই পুত্রকে ব্রজভূমিতে বিহার করিতে দেখিয়া ব্রজপতি-দয়িতা যশোদা স্বয়ং বলপূর্ব্বক ক্ষরিত স্তন্যধারা দ্বারা লিপ্তা হইলেন।"

"শ্যামাঙ্গো রুচিরঃ সর্ব্বসল্লক্ষণযুতো মৃদুঃ। প্রিয়বাক্ সরলো হ্রীমান্ বিনয়ী মান্যমানকৃৎ॥

দাতেত্যাদিগুণঃ কৃষ্ণো বিভাব ইতি কথ্যতে। এবং গুণস্য চাস্যানুগ্রাহ্যত্বাদেব কীর্ত্তিতা॥

প্রভাবানাস্পদতয়া বেদ্যস্যাত্র বিভাবতা॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৩॥

—শ্যামাঙ্গ, রুচির (মনোহর), সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বাক্, সরল, লজ্জাশীল, বিনয়ী, মান্যগণের প্রতি মানপ্রদ এবং দাতা ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই বৎসল-ভক্তিরসে বিষয়ালম্বন-বিভাব বলিয়া কথিত হয়েন। বৎসল-ভক্তিরসে এবম্বিধ-গুণবিশিষ্ট কৃষ্ণের বিষয়ালম্বন-বিভাবতার হেতু এই যে—এই সমস্ত গুণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবের অনাস্পদতা (অনভিব্যক্ত-প্রভাবত্ব) সূচিত করে এবং শ্রীকৃষ্ণ যে অনুগ্রাহ্য, এইরূপ ভাব জাগ্রত করে (আমার এই পুত্র ভিতরে ও বাহিরে অতি কোমল-ইত্যাদিরূপ ভাবনায়

মাতাপ্রভৃতির মনে এইরূপ ভাব জাগে যে, এই কৃষ্ণ আমার অনুগ্রাহ্য, লাল্য, পাল্য ; কখনও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদি দেখিলেও তাহা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সর্ব্বদাই তাঁহাদের পক্ষে অনভিব্যক্ত থাকে)।"

উদাহরণ, যথা,

"ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥ শ্রীভা, ১০।৮।৪৫॥

—(মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন) বেদসকল যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ বলিয়া, উপনিষৎ-সকল যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া, সাংখ্যশাস্ত্র যাঁহাকে পুরুষ বলিয়া, যোগশাস্ত্র যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া এবং পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্র যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া সর্ব্বদা যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকে, যশোদা সেই হরিকে স্বীয় আত্মজ (পুত্র) বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।"

"বিষ্ণুর্নিত্যমুপাস্যতে সখি ময়া তেনাত্র নীতাঃ ক্ষয়ং
শঙ্কে পূতনিকাদয়ঃ ক্ষিতিরুহৌ তৌ বাত্যয়োন্মূলিতৌ।
প্রত্যক্ষং গিরিরেষ গোষ্ঠপতিনা রামেণ সার্দ্ধং ধৃত-
স্তত্তৎ কর্ম্ম দুরন্বয়ং মম শিশোঃ কেনাস্য সংভাব্যতে ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৪॥

—(যশোদামাতা তাঁহার কোনও সখীর নিকটে বলিয়াছিলেন) সখি ! (ব্রজপতি এবং) আমি নিত্যই শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকি, তাহারই ফলে (শ্রীবিষ্ণুর প্রভাবেই) পূতনাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় (শিশু কৃষ্ণের কি সামর্থ্য আছে যে, সে পূতনাদিকে বিনষ্ট করিবে ?)। আর (শ্রীবিষ্ণুর প্রভাবেই) বায়ু যমলার্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়কে উন্মূলিত করিয়াছে। আর গোবর্দ্ধন-ধারণ ? আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি—বলরামের সহিত ব্রজরাজই (শ্রীবিষ্ণুর শক্তিতে) গিরিরাজকে ধারণ করিয়াছেন। এই সকল কর্ম্ম অতি দুরূহ ; আমার শিশুটীর পক্ষে কি এ-সকল কর্ম্ম সম্ভব হয় ?"

এ-স্থলে বাৎসল্যময়ী যশোদামাতার সারল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

খ। আশ্রয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ

"অধিকম্মন্যভাবেন শিক্ষাকারিতয়াপি চ।
লালকত্বাদিনাপ্যত্র বিভাবা গুরবো মতাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৫॥

—অধিকম্মন্যভাব (আমি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক—সর্ব্ববিষয়ে বড়, এইরূপ ভাব), শিক্ষাকারিতা (শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ববিষয়ে যথাসম্ভব শিক্ষাদান আমার কর্ত্তব্য, এইরূপ ভাব) এবং লালকত্বাদি ভাব (আমি শ্রীকৃষ্ণের লালক, পালক, অনুগ্রাহক-ইত্যাদি ভাব) বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গকে আশ্রয়ালম্বন বিভাব বলা হয়।"

"ভূর্য্যনুগ্রহচিত্তেন চেতসা লালনোৎকমভিতঃ কৃপাকুলম্।
গৌরবেণ গুরুণা জগদ্গুরোর্গৌরবং গণমগম্যমাশ্রয়ে ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৬॥

—যাঁহারা ভূরি-অনুগ্রহ-(নিজ অপেক্ষা ন্যূনজ্ঞানে পালনেচ্ছা-) বিশিষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের লালনের জন্য উৎসুক এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে কৃপাকুল (শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ দূরীভূত করার জন্য যাঁহাদের বলবতী ইচ্ছা), অতিশয় গৌরবের সহিত জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত অগম্য গুরুগণের আশ্রয় গ্রহণ করি।"

(১) শ্রীকৃষ্ণ-গুরুবর্গের নাম

শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গের নাম যথা—ব্রজেশ্বরী যশোদা, ব্রজেশ্বর নন্দ, রোহিণী, ব্রহ্মা যাঁহাদের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপী, দেবকী ও দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব এবং সান্দীপনি প্রভৃতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ। ইঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতেছেন পর পর হইতে শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত গুরুবর্গের মধ্যে ব্রজেশ্বরী এবং ব্রজরাজ হইতেছেন সর্ব্বপ্রধান (ভ, র, সি, ৩।৪।৭)।

(২) ব্রজেশ্বরীর রূপ

"ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ॥ শ্রীভা, ১০।৯।৩॥

—(মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে দধিমন্থনরতা যশোদার বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—রাজন্!) সুভ্রূ যশোদা যখন দধিমন্থন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার স্থূল কটিতটে ক্ষৌমবসন (পরমসূক্ষ্ম অতসীতন্তুসম্ভূত পীতবস্ত্র) সূত্রদ্বারা আবদ্ধ ছিল, পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, মন্থন-রজ্জুর পুনঃ পুনঃ আকর্ষণবশতঃ তাঁহার স্তনদ্বয় কম্পিত হইতেছিল, বাহুদ্বয়ও শ্রান্ত হওয়াতে তত্রস্থিত কঙ্কণও চালিত হইতেছিল, কর্ণের কুণ্ডলও চালিত হইতেছিল, তাঁহার বদন ঘর্ম্মযুক্ত হইয়াছিল এবং কবরী হইতে মালতীমালা স্খলিত হইয়া গিয়াছিল।"

"ডোরী-জটিত-বক্রকেশপটলা সিন্দূরবিন্দূল্লসৎ-সীমন্তদ্যুতিরঙ্গভূষণবিধিং নাতিপ্রভূতং শ্রিতা।
গোবিন্দাস্য-নিস্পৃষ্টসাশ্রুনয়নদ্বন্দ্বা নবেন্দীবর-শ্যাম-শ্যামরুচির্বিচিত্রসিচয়া গোষ্ঠেশ্বরী পাতু বঃ॥
— ভ, র, সি, ৩।৪।৯॥

—রজ্জুদ্বারা যাঁহার বক্রকেশ-সমূহ আবদ্ধ, সিন্দূরবিন্দুদ্বারা যাঁহার সীমন্তের দ্যুতি প্রদীপ্ত হইয়াছে, যিনি অনতিপ্রচুর অঙ্গভূষণবিশিষ্টা, গোবিন্দের বদন-দর্শনেই যাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে, যাঁহার অঙ্গবর্ণ ইন্দীবরের শ্যামবর্ণ হইতেও শ্যাম এবং যাঁহার পরিধানে বিচিত্র বর্ণযুক্ত বসন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—ক্রমদীপিকা এবং গৌতমীয় তন্ত্র হইতে যশোদা-মাতার ইন্দীবর-শ্যাম-বর্ণের কথা জানা যায়।

(৩) ব্রজেশ্বরীর বাৎসল্য

"তনৌ মন্ত্রন্যাসং প্রণয়তি হরের্গদ্‌গদময়ী সবাষ্পাক্ষী রক্ষা-তিলকমালিকে কল্পয়তি চ।
স্নুবানা প্রত্যূষে দিশতি চ ভুজে কার্ম্মণমসৌ যশোদা মূর্ত্তেব স্ফুরতি সুতবাৎসল্যপটলী॥
—ভ, র, সি ৩।৪।১০॥

—বাষ্পাকুল-লোচনা এবং ক্ষরিতস্তনা যশোদা প্রত্যূষে গদ্গদবাক্যসমূহ উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মন্ত্রন্যাস করিতেছেন, তাঁহার ললাটে রক্ষা-তিলক রচনা করিতেছেন এবং তাঁহার ভুজে রক্ষৌষধি বন্ধন করিতেছেন। তিনি যেন পুত্রবাৎসল্য-সমূহের মূর্ত্তিরূপেই প্রকাশ পাইতেছেন।"

(৪) **ব্রজরাজের রূপ**

"তিলতণ্ডুলিতৈঃ কচৈঃ স্ফুরন্তং নবভাণ্ডীরপলাশচারুচেলম্।
অতিতুন্দিলমিন্দুকান্তিভাজং ব্রজরাজং বরকূর্চ্চমর্চ্চয়ামি॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১১॥

—যাঁহার মস্তকের কেশ তিলমিশ্রিত তণ্ডুলের তুল্য (অর্থাৎ শ্যামমিশ্র-শ্বেত), যাঁহার পরিধেয় বসন নূতন ভাণ্ডীর-পত্রের ন্যায় রক্তবর্ণ, যাঁহার উদর প্রশংসার্হরূপে স্থূল, যাঁহার কান্তি পূর্ণচন্দ্রের কান্তির ন্যায় এবং যাঁহার শ্মশ্রু অতি মনোরম, সেই ব্রজরাজ নন্দকে অর্চ্চনা করি।"

(৫) **ব্রজরাজের বাৎসল্য**

"অবলম্ব্য করাঙ্গুলিং নিজাং স্খলদঙ্ঘ্রিপ্রসরন্তমঙ্গনে।
উরসি স্রবদশ্রুনির্ঝরো মুমুদে প্রেক্ষ্য সুতং ব্রজাধিপঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১১॥

—পিতার করাঙ্গুলি ধারণপূর্ব্বক স্খলিত পদে অঙ্গনে বিচরণকারী পুত্রকে দেখিয়া ব্রজরাজ নন্দের বক্ষঃ-স্থলে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল, তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।"

৩৩৫। বৎসল-ভক্তিরসে উদ্দীপন

"কৌমারাদি-বয়ো-রূপ-বেশাঃ শৈশবচাপলম্।
জল্পিত-স্মিত-লীলাদ্যা বুধৈরুদ্দীপনাঃ স্মৃতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১১॥

—শ্রীকৃষ্ণের কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশব-চাপল্য, জল্পিত (মধুর বাক্য), স্মিত (মন্দহাসি) এবং ক্রীড়াদিকে পণ্ডিতগণ বৎসল-ভক্তিরসের উদ্দীপন বলেন।"

কৌমারাদি বয়স বলিতে কৌমার, পৌগণ্ড এবং কিশোর বয়সকে বুঝায়।

ক। কৌমার

কৌমার ত্রিবিধ—আদ্য, মধ্য এবং শেষ (ভ, র, সি, ৩।৪।১১)।

অ। আদ্য কৌমার

"স্থূলমধ্যোরুতাপাঙ্গ-শ্বেতিমা স্বল্পদন্ততা।
প্রব্যক্ত-মার্দ্দবত্বঞ্চ কৌমারে প্রথমে সতি॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১২॥

—প্রথম (আদ্য) কৌমারে মধ্যভাগ এবং উরু স্থূল হয়, অপাঙ্গ (নয়নের অন্তভাগ) শ্বেতবর্ণ হয়, অল্প অল্প দন্তোদ্গম হয় এবং মৃদুতা বিশেষরূপে ব্যক্ত হয়।"

"ত্রিচতুরদশন-স্ফুরন্মুখেন্দুঃ পৃথুতর-মধ্যকটিরকোরুসীমা।
নবকুবলয়কোমলঃ কুমারো মুদমধিকাং ব্রজনাথয়োর্ব্যতানীৎ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১৩॥

—তিন-চারিটী দন্ত দ্বারা যাঁহার মুখচন্দ্র শোভা পাইতেছে, যাঁহার মধ্যদেশ এবং উরুস্থলের আশ্রয় অতি স্থূল এবং যিনি নবকুবলয় অপেক্ষাও কোমল, সেই কুমার কৃষ্ণ ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর অত্যধিক আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন।"

(১) আদ্য কৌমারে চেষ্টা

"অস্মিন্ মুহুঃ পদক্ষেপঃ ক্ষণিকে রুদিত-স্মিতে।
স্বাঙ্গুষ্ঠপানমুত্তানশয়নাদ্যঞ্চ চেষ্টিতম্॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১৩॥

—এই প্রথম কৌমারে বারম্বার পাদনিক্ষেপ, ক্ষণে রোদন, ক্ষণে মন্দহাসি, নিজের অঙ্গুষ্ঠ পান, উত্তান (চিৎ হইয়া)-শয়নাদি হইতেছে চেষ্টা।"

"মুখপুট-কৃত পাদাম্ভোরুহাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ-প্রচলচরণযুগ্মং পুত্রমুত্তানসুপ্তম্।
ক্ষণমিহ বিরুদন্তং স্মেরবক্তং ক্ষণং সা তিলমপি বিরতাসীন্নেক্ষিতুং গোষ্ঠরাজ্ঞী॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১৩॥

—শ্রীকৃষ্ণ উত্তানভাবে শয়ন করিয়া মুখপুটে স্বীয় চরণকমলের অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইতেছেন, চরণদ্বয়কে ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেছেন, ক্ষণকাল রোদন করিতেছেন, আবার ক্ষণকাল বা বদনে মন্দহাসি প্রকাশ করিতেছেন। গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা তাঁহার এতাদৃশ পুত্রের দর্শন হইতে তিলপরিমিত কালও বিরত হয়েন নাই।"

(২) আদ্য কৌমারের মণ্ডন

"অত্র ব্যাঘ্রনখঃ কণ্ঠে রক্ষাতিলকমঞ্জনম্।
পট্টডোরী কটৌ হস্তে সূত্রমিত্যাদি মণ্ডনম্॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১৪॥

—কণ্ঠে ব্যাঘ্রনখ, রক্ষাতিলক, অঞ্জন (কজ্জল), কটিতে পট্টডোরী এবং হস্তে সূত্র-প্রভৃতি হইতেছে আদ্য কৌমারের ভূষণ।"

"তরক্ষুনখমণ্ডনং নবতমালপত্রদ্যুতিং শিশুং রুচির-রোচনাকৃত-তমালপত্রশ্রিয়ম্।
ধৃতপ্রতিসরং কটিস্ফুরিতপট্টসূত্রস্রজং ব্রজেশগৃহিণী সুতং ন কিল বীক্ষ্য তৃপ্তিং যযৌ॥

—ভ, র, সি, ৩।৪ ১৪॥

—যাঁহার বক্ষোদেশে ব্যাঘ্রনখ ভূষণরূপে বিরাজিত, যাঁহার কান্তি নবতমাল-পত্রের কান্তির ন্যায়, যাঁহার অঙ্গে তমালপত্রাকৃতি মনোহর গোরোচনাকৃত তিলক শোভা পাইতেছে, যিনি হস্তে প্রতিসর (পৌহুংচী) ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার কটিতে পট্টসূত্রের মালা শোভা পাইতেছে, সেই শিশু পুত্রকে দর্শন করিয়া ব্রজরাজগৃহিণী কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেননা (দর্শন করিলেও দর্শনের পিপাসা তৃপ্তি লাভ করিলনা)।"

আ। মধ্য কৌমার

"দৃকৃতটীভাগলকতা নগ্নতা ছিদ্রিকর্ণতা।
কলোক্তিরিঙ্গণাদ্যঞ্চ কৌমারে সতি মধ্যমে॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১৫॥

—নেত্রপ্রান্তে কেশের অগ্রভাগ-পতন, ঈষৎ নগ্নতা (মধ্যদেশের অসম্যক্ আচ্ছাদন, কখনও বা বিবসনতা), কর্ণে ছিদ্রকরণ, কলোক্তি (অস্পষ্ট মধুর বাক্য) এবং রিঙ্গণাদি—মধ্য কৌমারে প্রকট হয়।" (রিঙ্গণ—হামাগুড়ি)।

"বিচলদলকরুদ্ধ-ভ্রূতটীচঞ্চলাক্ষং কলবচনমুদঞ্চন্নূতনশ্রোত্ররন্ধ্রম্।
অলঘুরচিতরিঙ্গং গোকুলে দিগ্দুকূলং তনয়মমৃতসিন্ধৌ প্রেক্ষ্য মাতা ন্যমাঙ্ক্ষীৎ॥
ভ, র, সি, ৩।৪।১৬॥

- চঞ্চল অলকের দ্বারা যাঁহার ভ্রূতট (ভ্রূর তলভাগ) রুদ্ধ হইয়াছে, সে-স্থলে যাঁহার নয়ন চঞ্চলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি অব্যক্ত ও মধুর বাক্য বিস্তার করিতেছেন, যাঁহার কর্ণে নূতন ছিদ্র বিরাজিত, যিনি দ্রুত গতিতে রিঙ্গণ করিতেছেন (হামাগুড়ি দিতেছেন) এবং যিনি দিগ্বসন (পূর্ববৎ ঈষদ্ নগ্ন, কখনও বা নগ্ন), গোকুলমধ্যে সেই পুত্রকে দর্শন করিয়া যশোদামাতা অমৃতসমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন।"

(১) মধ্য কৌমারের ভূষণ

"ঘ্রাণস্য শিখরে মুক্তা নবনীতং করাম্বুজে।
কিঙ্কিণ্যাদি চ কট্যাদৌ প্রসাধনমিহোদিতম্॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১৭॥

--নাসাগ্রে মুক্তা, করকমলে নবনীত এবং কটি প্রভৃতিতে কিঙ্কিণী (ক্ষুদ্রঘণ্টিকা)-প্রভৃতি হইতেছে মধ্য কৌমারের ভূষণ।"

"ক্বণিতকনককিঙ্কিণীকলাপং স্মিতমুখমুজ্জ্বল-নাসিকাগ্রমুক্তম্।
করধৃত-নবনীতপিণ্ডমগ্রে তনয়মবেক্ষ্য ননন্দ নন্দপত্নী॥ ভ, র, সি ৩।৪।১৭॥

—যাঁহার কটিতে শব্দায়মান কনক-কিঙ্কিণী, যাঁহার বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত, যাঁহার নাসিকার অগ্রভাগে উজ্জ্বল মুক্তা এবং যিনি করতলে নবনীত-পিণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, স্বীয় অগ্রভাগে সেই তনয়কে দর্শন করিয়া নন্দপত্নী আনন্দিত হইলেন।"

ই। শেষ কৌমার

"অত্র কিঞ্চিৎকৃশং মধ্যমীষৎপ্রথিম-ভাগুরঃ।
শিরশ্চ কাকপক্ষাঢ্যং কৌমারে চরমে সতি॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১৭॥

—শেষ কৌমারে মধ্যদেশ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল ঈষৎ স্থূল এবং মস্তক কাকপক্ষবিশিষ্ট হইয়া থাকে।" (কাকপক্ষ—ত্রিধালম্বিত কেশকলাপের পৃষ্ঠলম্বিত বেণী)।

"স মনাগপচীয়মানমধ্যঃ প্রথিমোপক্রমশিক্ষণার্থিবক্ষাঃ।
দধদাকুলকাকপক্ষলক্ষ্মীং জননীং স্তম্ভয়তি স্ম দিব্যডিম্ভঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১৮॥

—যাঁহার মধ্যদেশ আপনা আপনিই ঈষৎ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তারের উপক্রম-শিক্ষণার্থী (অর্থাৎ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত) এবং যিনি মস্তকে আকুল কাকপক্ষের শোভা ধারণ করিয়াছেন, সেই দিব্য বালক জননীকে স্তম্ভিত করিলেন।"

(১) **শেষ কৌমারের ভূষণ**

"ধটী ফণপটী চাত্র কিঞ্চিদ্‌বন্যবিভূষণম্ ।
লঘুবেত্রকরত্বাদি মণ্ডনং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।১৯॥

—এই শেষ কৌমারের ভূষণ হইতেছে—ধটী (স্বল্পপরিসর, অথচ অনেক লম্বা বস্ত্রবিশেষ, যাহা বিচিত্র-ভাবে মধ্যদেশকে অনেকবার বেষ্টন করিয়া শোভা পায়), ফণপটী (সম্মুখভাগে ফণাকৃতি, অথচ কাছা দেওয়ার জন্য পশ্চাদ্দিকে অল্প ধটীর ন্যায় কুঞ্চিত ও সেলাই করা বস্ত্র) এবং হস্তে ক্ষুদ্র বেত্র-প্রভৃতি।"

(২) **শেষ কৌমারের চেষ্টা**

"বৎসরক্ষা ব্রজাভ্যর্ণে বয়স্যৈঃ সহ খেলনম্ ।
পাবশৃঙ্গদলাদীনাং বাদনাত্ত্বত্র চেষ্টিতম্ ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২০॥

—ব্রজের নিকটে বৎস-চারণ, বয়স্যদিগের সহিত খেলা এবং পাব (দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ সূক্ষ্ম বেণু), শৃঙ্গ এবং পত্রাদির বাদ্য হইতেছে শেষ কৌমারের চেষ্টা।"

"শিখণ্ডকৃতশেখরঃ ফণপটীং কটীরে দধৎ করে চ লগুড়ীং লঘুং সবয়সাং কুলৈরাবৃতঃ।
অবন্নিহ শকৃৎকরীন্ পরিসরে ব্রজস্য প্রিয়ে স্তুতস্তব কৃতার্থয়ত্যহহ পশ্য নেত্রাণি নঃ ॥
—ভ, র, সি, ৩।৪।২১॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বৎস-চারণে গিয়াছেন। অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ব্রজেশ্বর চন্দ্রশালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তা যশোদাকে বলিলেন) প্রিয়ে! অহহ! ঐ দেখ। মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, কটিতটে ফণপটী এবং হস্তে ক্ষুদ্র লগুড়ী ধারণ করিয়া সমবয়স্ক বালকদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বৎসসমূহকে রক্ষা করিতে করিতে তোমার পুত্র এই ব্রজের সমীপে উপস্থিত হইয়া আমাদের নেত্রসকলকে কৃতার্থ করিতেছে।"

খ। পৌগণ্ড

পৌগণ্ডাদির কথা পূর্ব্বেই (৭।৩২১-খ-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এ-স্থলে কেবল একটীমাত্র উদাহরণের উল্লেখ করা হইয়াছে।

"পথি পথি সুরভীণামংশুকোত্তংসিমূর্দ্ধা ধবলিমযুগপাঙ্গো মণ্ডিতঃ কঞ্চুকেন।
লঘু লঘু পরিগুঞ্জন্মঞ্জুমঞ্জীরযুগ্মম্ ব্রজভুবি মম বৎসঃ কচ্ছদেশাদুপৈতি ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২১॥

—(যশোদামাতা বলিলেন, দেখ) আমার ধবল-অপাঙ্গশালী বৎস মস্তকে বস্ত্রনির্ম্মিত উষ্ণীষ-রূপ শিরোভূষণ, গাত্রে কঞ্চুক এবং পদদ্বয়ে মন্দ-মন্দ-গুঞ্জনশীল মনোহর মঞ্জীর (নূপুর) ধারণ করিয়া সুরভীসমূহের নিকট হইতে পথে পথে ব্রজভূমিতে আসিতেছে।"

গ। কৈশোর

কৈশোরের বিবরণ ৭।১৪ক (১) এবং ৭।৩২১ গ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

"নবোন যৌবনেনাপি দীব্যন্ গোষ্ঠেন্দ্রনন্দনঃ।
ভাতি কেবলবাৎসল্যভাজাং পৌগণ্ডভাগিব ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২১॥

—গোপেন্দ্র-নন্দন নব্যযৌবনে শোভমান হইলেও কেবল-বাৎসল্য-ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকটে পৌগণ্ড-বয়োবিশিষ্ট বলিয়াই প্রতিভাত হয়েন।"

"সুকুমারেণ পৌগণ্ডবয়সা সঙ্গতোঽপ্যসৌ।
কিশোরাভঃ সদা দাসবিশেষাণাং প্রভাসতে॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২২॥

—এই শ্রীকৃষ্ণ সুকুমার-পৌগণ্ডবয়সবিশিষ্ট হইলেও দাসবিশেষের (প্রৌঢ়তারূপ-স্ফুর্ত্তিময় লোকপাল-দিগের) নিকটে কিশোরাভরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন।"

কৈশোর

"অরুণিমযুগপাঙ্গস্তুঙ্গবক্ষঃকপাটী বিলুঠদমলহারো রম্যরোমাবলীশ্রীঃ।
পুরুষমণিরয়ং মে দেবকি শ্যামলাঙ্গস্ত্বদুদর-খনিজন্মা নেত্রমুচ্চৈর্ধিনোতি॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২১॥

—হে দেবকি (যশোদে)! যাঁহার অপাঙ্গযুগল অরুণবর্ণ, যাঁহার উচ্চ বক্ষঃস্থল কপাটের তুল্য, যাঁহার কণ্ঠদেশে উজ্জ্বল হার বিলুণ্ঠিত এবং যাঁহার রম্যরোমাবলী অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন, তোমার উদররূপ খনিজাত সেই এই শ্যামলাঙ্গ পুরুষমণি আমার নেত্রকে অত্যধিকরূপে আনন্দিত করিতেছে।"

শৈশবচাপল্য

"পারীর্ভিনত্তি বিকিরত্যজিরে দধিনী সন্তানিকাং হরতি কৃন্ততি মন্থদণ্ডম্।
বহ্নৌ ক্ষিপত্যবিরতং নবনীতমিত্থং মাতুঃ প্রমোদভরমেব হরিস্তনোতি॥
—ভ, র, সি, ৩।৪।২৩॥

—শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধভাণ্ড ভঙ্গ করেন, প্রাঙ্গণে দধি নিক্ষেপ করেন, দুগ্ধসর হরণ করেন, মন্থন-দণ্ড ভঙ্গ করেন, এবং অবিরত অগ্নিতে নবনীত ক্ষেপন করেন। এইরূপে হরি মাতার আনন্দাতিশয় বিস্তার করিয়া থাকেন।"

"প্রেক্ষ্য প্রেক্ষ্য দিশঃ সশঙ্কমসকৃন্মন্দং পদং নিক্ষিপন্নায়াত্যেষ লতান্তরে স্ফুটমিতো গব্যং হরিষ্যন্ হরিঃ।
তিষ্ঠ স্বৈরমজানতীব মুখরে চৌর্য্যাভ্রমদ্‌ভ্রূলতং ত্রস্যল্লোচনমস্য শুষ্যদধরং রম্যং দিদৃক্ষে মুখম্॥
—ভ, র, সি, ৩।৪ ২৪॥

—শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ মন্দ-মন্দ পদ-বিক্ষেপ করিতে করিতে লতাজালের ভিতর দিয়া সশঙ্ক ভাবে এই দিকে আসিতেছে; ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—গব্য (নবনীতাদি) হরণের নিমিত্তই হরি আসিতেছে। মুখরে! তুমি যেন কিছুই জাননা-এই ভাবে স্থির হইয়া অবস্থান কর। উহার চৌর্য্যভয়ে কম্পিত-ভ্রূলতাবিশিষ্ট, ত্রাসান্বিতনয়নযুক্ত এবং শুষ্ক অধরবিশিষ্ট রমণীয় মুখখানা দেখিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে।"

৩৩৬। বৎসল-ভক্তিরসে অনুভাব

"অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং করেণাঙ্গাভিমার্জনম্।আশীর্ব্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনম্।
হিতোপদেশদানাদ্যা বৎসলে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২৫॥

—মস্তক আঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জন, আশীর্ব্বাদ, আদেশ-দান, স্নাপনাদিরূপ লালন, রক্ষণাদিরূপ প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ-দানাদি হইতেছে বৎসল-ভক্তিরসে অনুভাব।"

ক। বৎসল-ভক্তিরসে সাধারণ ক্রিয়া

"চুম্বাশ্লেষৌ তথাহ্বানং নামগ্রহণপূর্ব্বকম্।
উপালম্ভাদয়শ্চাত্র মিত্রৈঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২৫॥

—চুম্বন, আলিঙ্গন, নামগ্রহণপূর্ব্বক আহ্বান এবং মিত্রের সহিত তিরস্কারাদি হইতেছে বৎসল-ভক্তিরসের সাধারণ কার্য্য।"

৩৩৭। বৎসল-ভক্তিরসে সাত্ত্বিকভাব

"নবাত্র সাত্ত্বিকাঃ স্তন্যস্রাবঃ স্তম্ভাদয়শ্চ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২৫॥"

—বৎসল-ভক্তিরসে নয়টী সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়—স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক এবং (যশোদাদির পক্ষে) স্তনাক্ষরণ।"

স্তন্যস্রাব

"তন্মাতরো বেণুরব-ত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্॥ শ্রীভা, ১০।১৩।২২॥

—(শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা-দর্শনের অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা বৎস এবং বৎসপাল-গোপশিশুদের হরণ করিয়া নিলে শ্রীকৃষ্ণই সেই-সেই বৎস এবং বৎসপালরূপে আত্মপ্রকট করিয়া প্রতিদিন তাঁহাদের লইয়া বৎস-চারণে বহির্গত হইতেন। অপরাহ্নে যখন তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন) বেণুরব শুনিয়া সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বৎসপাল-শিশুগণের মাতৃগণ স্ব-স্ব বাহুদ্বারা স্ব-স্ব পুত্রকে উত্তোলনপূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং পরব্রহ্মকেই নিজেদের পুত্র মনে করিয়া, পুত্রস্নেহবশতঃ তাঁহাদের স্তন হইতে আপনা-আপনি যে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, সেই স্তনদুগ্ধরূপ অমৃতাসব তাঁহাদিগকে পান করাইলেন।"

"নিচুলিত-গিরিধাতু-স্ফীতপত্রাবলীকানখিলসুরভিরেণূন্ ক্ষালয়দ্ভির্যশোদা।
কুচকলসবিমুক্তৈঃ স্নেহমাধ্বিকমেধ্যৈস্তব নবমভিষেকং দুগ্ধপূরৈঃ করোতি॥
—ভ, র, সি, ৩।৪।২৬॥ ললিতমাধব-বাক্যম্॥

—(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবী পৌর্ণমাসী বলিয়াছিলেন) হে কৃষ্ণ! গাভীদিগের পদধূলিদ্বারা তোমার অঙ্গের সুব্যক্ত গৈরিক-ধাতুরচিত যে সকল পত্রাবলী আচ্ছাদিত হইয়াছিল, যশোদা স্বীয় কুচকলস-বিমুক্ত স্নেহ-মাধ্বীকতুল্য পবিত্র স্তন্যধারাসমূহদ্বারা সে-সমস্ত ধূলি প্রক্ষালিত করিয়া তোমার নূতন অভিষেক করিতেছেন।"

স্তম্ভাদি

"কথমপি পরিরব্ধুং ন ক্ষমা স্তব্ধগাত্রী কলয়িতুমপি নালং বাষ্পপূরপ্লুতাক্ষী।
ন চ সুতমুপদেষ্টুং রুদ্ধকণ্ঠী সমর্থা দধতমচলমাসীদ্ব্যাকুলা গোকুলেশা॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২৭॥

—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণ করিলে ব্যাকুলা গোকুলেশ্বরী যশোদা স্তব্ধগাত্রী হওয়ায় কোনও মতেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইলেন না, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেও পাইলেন না, এমন কি বাষ্পবারিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় পুত্রকে কোনওরূপ উপদেশ প্রদান করিতেও সমর্থ হইলেন না।"

এ-স্থলে স্তম্ভ, অশ্রু এবং স্বরভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৩৮। বৎসল-ভক্তিরসে ব্যভিচারী ভাব

"অত্রাপস্মারসহিতাঃ প্রীতোক্তা ব্যভিচারিণঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২৭॥

—প্রীতভক্তিরসে যে সমস্ত ব্যভিচারিভাব প্রকটিত হয়, বৎসল-ভক্তিরসে সে-সমস্ত ব্যভিচারিভাব এবং তদতিরিক্ত অপস্মারও প্রকটিত হইয়া থাকে।"

"যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী। পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ॥শ্রীভা,১০।১৭।১৯॥

—(কালিয়হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া যশোদামাতার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকটে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্!) মহাভাগ্যবতী সতী যশোদাও তাঁহার, যে পুত্রকে তিনি বিনষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন. তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করতঃ মুহুর্মুহুঃ (হর্ষজনিত) অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।"

৩৩৯। বৎসল ভক্তিরসের স্থায়িভাব

"সম্ভ্রমাদিচ্যুতা যা স্যাদনুকম্প্যেঽনুকম্পিতুঃ।
রতিঃ সৈবাত্র বাৎসল্যং স্থায়ী ভাবো নিগদ্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২৮॥

—অনুকম্পার্হ ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পাকারীর যে সম্ভ্রমহীনা রতি, তাহাকে বলে বাৎসল্য; বৎসল-ভক্তিরসে সেই বাৎসল্য-রতিকে স্থায়ী ভাব বলা হয়।"

"যশোদাদেস্তু বাৎসল্যরতিঃ প্রৌঢ়া নিসর্গতঃ।
প্রেমবৎ স্নেহবদ্ভাতি কদাচিৎ কিল রাগবৎ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২৯॥

—যশোদাপ্রভৃতির বাৎসল্যরতি স্বরূপতঃই প্রৌঢ়া (অর্থাৎ রাগপরাকাষ্ঠাত্মিকা); তথাপি কিন্তু কখনও প্রেমবৎ, কখনও স্নেহবৎ, আবার কখনও বা রাগবৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে (অর্থাৎ অপরের প্রেমাদি যেরকম, সে-রকম প্রকাশ পায়)।"

ক। বাৎসল্যরতি

"নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥ শ্রীভা, ১০।৬।৪৩॥

—(শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন) হে রাজন্! মথুরা হইতে আগত উদার-বুদ্ধি নন্দ স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।”

এ-স্থলে শ্রীনন্দের বাৎসল্যরতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

“বিন্যস্ত-শ্রুতি-পালিরত্র মুরলী-নিস্বান-শুশ্রূষয়া
ভূয়ঃ প্রস্রববর্ষিণী দ্বিগুণিতোৎকণ্ঠা প্রদোষোদয়ে।
গেহাদঙ্গনমঙ্গনাৎ পুনরসৌ গেহং বিশন্ত্যাকুলা
গোবিন্দস্য মুহুর্ব্রজেন্দ্রগৃহিণী পন্থানমালোকতে॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৩০॥

—(শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন, তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন) মুরলী-ধ্বনি-শ্রবণের ইচ্ছায় ব্রজেন্দ্রগৃহিণী যশোদা আজ কর্ণের অগ্রভাগ বিন্যস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন প্রদোষ-কাল আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার উৎকণ্ঠা দ্বিগুণিত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধধারা বর্ষিত হইতে লাগিল এবং তিনি বারম্বার গৃহ হইতে অঙ্গনে আবার অঙ্গন হইতে গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ গোবিন্দের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।”

খ। বাৎসল্যরতির প্রেমবৎ অবস্থা

“প্রেক্ষ্য তত্র মুনিরাজমণ্ডলৈঃ স্তূয়মানমপি মুক্তসম্ভ্রমা।
কৃষ্ণমঙ্কমভি গোকুলেশ্বরী প্রস্নুতা কুরুভুবি ন্যবীবিশৎ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৩১॥

—(কুরুক্ষেত্র-মিলনের কথা।) প্রধান-প্রধান মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—লোকপরম্পরা তাহা অবগত হইয়াও গোকুলেশ্বরী যশোদা সম্ভ্রমশূন্যা হইয়া কৃষ্ণকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া স্তন্যধারা বর্ষণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।”

ঈশ্বর-জ্ঞানে মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—ইহা জানিয়াও যশোদার বাৎসল্যরতি স্তিমিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান উদিত হয় নাই, তাঁহার বাৎসল্যরতিই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঈশ্বরত্বের জ্ঞানে রতি ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা হয় নাই—ইহাই প্রেমবৎ লক্ষণ।

“দেবক্যা বিবৃত-প্রসূচরিতয়াপ্যুন্মৃজ্যমানাননে ভূয়োভির্বসুদেবনন্দনতয়াপ্যুদ্ঘুষ্যমাণে জনৈঃ।
গোবিন্দে মিহিরগ্রাহোৎসুকতয়া ক্ষেত্রং কুরোরাগতে প্রেমা বল্লবনাথয়োরতিতরামুল্লাসমেবাযযৌ॥
—ভ, র, সি, ৩।৪।৩২॥

—সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে পিতা-মাতা নন্দ-যশোদা কুরুক্ষেত্রে আসিবেন মনে করিয়া তাঁহাদের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া নন্দ-যশোদাও সে-স্থলে উপনীত হইয়াছেন। যদিও তত্রত্য লোকগণের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীপুত্র বলিয়া, কেহ কেহ বা বসুদেব-নন্দন বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন, তথাপি কিন্তু ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরীর সহিত মিলনজনিত পরমানন্দে শ্রীগোবিন্দের বদনকমল অশ্রুধারায় পরিষিক্ত হইয়াছিল এবং ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর সন্তানবিষয়ক প্রেমও অত্যধিকরূপে উল্লাস প্রাপ্ত হইয়াছিল।”

লোকগণ বলিতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-বসুদেবের পুত্র ; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার বাৎসল্য সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা ; কিন্তু সঙ্কুচিত না হইয়া তাহা আরও সমধিকরূপে উল্লাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই প্রেমের লক্ষণ।

গ। বাৎসল্যরতির স্নেহবৎ অবস্থা

"পীযূষদ্যুতিভিঃ স্তনাদ্রিপতিতৈঃ ক্ষীরোৎকরৈর্জাহ্নবী
কালিন্দী চ বিলোচনাব্জজনিতৈর্জাতাঞ্জনশ্যামলৈঃ।
আরান্মধ্যমবেদিমাপতিতয়োঃ ক্লিন্না তয়োঃ সঙ্গমে
বৃত্তাসি ব্রজরাজ্ঞি তৎসুতমুখপ্রেক্ষাং স্ফুটং বাঞ্ছসি॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৩৩॥

—(সূর্য্যোপরাগ-যাত্রাচ্ছলে স্বপুত্রের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রজেশ্বরী কুরুক্ষেত্রে গমন করিতে-ছিলেন ; তখন তাঁহার পরিচিতা কোনও তপস্বিনী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) হে ব্রজরাজরাজ্ঞি! তোমার স্তনরূপ পর্ব্বত হইতে পতিত দুগ্ধরূপ জলসমূহদ্বারা জাহ্নবীর উদ্ভব হইয়াছে ; আবার, তোমার নয়নপদ্মের শ্যামল অঞ্জনের সহিত মিশ্রিত অশ্রুধারাদ্বারা যমুনারও উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা তোমার মধ্যদেশরূপ বেদিতে (প্রয়াগে) পতিত হইয়া মিলিত হইয়াছে। তুমি এই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নাতা হইয়াছ (স্নান করিয়াছ)। তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে—পুত্রমুখ দেখিবার নিমিত্ত তোমার ইচ্ছা জন্মিয়াছে (ভগবদ্দর্শনের বাসনাতেই লোক প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম-স্থলে স্নান করিয়া থাকে। তুমিও যখন তোমার স্তন্যধারা জনিত গঙ্গা এবং কজ্জলমিশ্রিত অশ্রুধারাজনিত যমুনা- এই উভয়ের সঙ্গম-স্থলে স্নান করিয়াছ, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—পুত্রদর্শনের জন্য তোমার বাসনা জন্মিয়াছে)।"

এ-স্থলে স্নেহের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

ঘ। বাৎসল্যরতির রাগবৎ অবস্থা

"তুষারতি তুষানলোঽপ্যুপরি তস্য বদ্ধস্থিতির্ভবন্তমবলোকতে যদি মুকুন্দ গোষ্ঠেশ্বরী।
সুধাম্বুধিরপি স্ফুটং বিকটকালকূটতালং স্থিতা যদি ন তত্র তে বদনপদ্মমুদ্বীক্ষ্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৩৪॥

—হে মুকুন্দ! গোষ্ঠেশ্বরী তুষানলের উপরে অবস্থিত থাকিয়াও যদি তোমার দর্শন পায়েন, তাহা হইলে সেই তুষানলও তাঁহার নিকটে তুষারের তুল্য শীতল মনে হয় ; (তাহাতে প্রমাণ এই যে, তিনি) তখন সেই তুষানলের উপরেই স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া তোমার চন্দ্রমুখ দেখিতে থাকেন। আর সুধাসমুদ্রে অবস্থান করিয়া যদি তিনি তোমার বদন কমল না দেখিতে পায়েন, তাহা হইলে সেই সুধাসমুদ্রও তাঁহার নিকটে বিকট কালকূটের তাল বলিয়া মনে হয়।"

এ-স্থলে রাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

৩৪০। অযোগে বাৎসল্যভক্তিরস

প্রীতভক্তিরস এবং প্রেয়োভক্তিরসের ন্যায় বাৎসল্যভক্তিরসও অযোগে উৎকণ্ঠিত এবং বিয়োগাদি বৈচিত্রী প্রাপ্ত হয়। অযোগ-যোগাদির লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২৯৯, ৩০০ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। এ-স্থলে কেবল উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। **অযোগে উৎকণ্ঠিত**

"বৎসস্য হন্ত শরদিন্দুবিনিন্দিবক্ত্রং সম্পাদয়িষ্যতি কদা নয়নোৎসবং নঃ।
ইত্যচ্যুতে বিহরতি ব্রজবাটিকায়ামুর্বী ত্বরা জয়তি দেবকনন্দিনীনাম্॥

—ভ, র, সি, ৩।৪।৩৪॥

—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাটিকায় বিহার করিতে থাকিলে, 'হায়! বৎসের শরদিন্দু-বিনিন্দি বদন কবে আমাদের নয়নানন্দ-সম্পাদন করিবে'-দেবক-নন্দিনীদিগের এইরূপ গুর্বী ত্বরা জয়যুক্ত হউক।"

"ভ্রাতস্তনয়ং ভ্রাতুর্মম সন্দিশ গান্দিনীপুত্র।
ভ্রাতৃব্যেষু বসন্তী দিদৃক্ষতে ত্বাং হরে কুন্তী॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৩৫॥

—(কুন্তীদেবী অক্রূরকে বলিলেন) হে ভ্রাতঃ! হে গান্দিনীনন্দন! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুকুন্দকে বলিও—হে হরে! কুন্তী শত্রুমধ্যে অবস্থিত আছেন; তিনি কবে তোমাকে দেখিতে পাইবেন?"

ঘ। **বিয়োগ**

"যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চারিতানি চ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা॥ শ্রীভা, ১০।৪৬।২৮॥

—উদ্ধবকর্ত্তৃক বর্ণ্যমান পুত্র শ্রীকৃষ্ণের চরিত শুনিতে শুনিতে যশোদার নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং পুত্রস্নেহ বশতঃ তাঁহার স্তন হইতেও দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল।"

"যাতে রাজপুরং হরৌ মুখতটীব্যাকীর্ণ-ধূম্রালকা পশ্য স্রস্ততনুঃ কঠোরলুঠনৈর্দেহে ব্রণং কুর্ব্বতী।
ক্ষীণা গোষ্ঠমহীমহেন্দ্রমহিষী হা পুত্র পুত্রেত্যসৌ ক্রোশন্তী করয়োর্যুগেন কুরুতে কষ্টাদুরস্তাড়নম্॥

—ভ, র, সি, ৩।৪।৩৫॥

—হরি কংসরাজপুরে গমন করিলে, ঐ দেখ, ক্ষীণকায়া গোকুল-রাজমহিষী যশোদা ধূম্রবর্ণ অলকদ্বারা আচ্ছন্নমুখী এবং বিবশদেহা হইয়া কঠিন ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে করিতে অঙ্গে ক্ষত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং 'হা পুত্র! হা পুত্র!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গাঢ় দুঃখে দুই হস্তে স্বীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতেছেন।"

৩৪১। বিয়োগে ব্যভিচারী ভাব

"বহূনামপি সম্ভাবে বিয়োগেঽত্র তু কেচন। চিন্তা-বিষাদ-নির্ব্বেদ-জাড্য-দৈন্যানি চাপলম্।
উন্মাদ-মোহাবিত্যাদ্যা অত্যুদ্রেকং ব্রজন্ত্যমী॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৩৫॥

—বিয়োগে বহু বহু ব্যভিচারিভাবের সম্ভাব হইলেও কেহ কেহ বলেন—চিন্তা, বিষাদ, নির্ব্বেদ, জাড্য, দৈন্য, চাপল, উন্মাদ এবং মোহাদির উদ্রেকই অধিকরূপে হইয়া থাকে।"

চিন্তা

"মন্দস্পন্দমভূৎ ক্লমৈরলঘুভিঃ সন্দানিতং মানসং দ্বন্দ্বং লোচনয়োশ্চিরাদবিচল-ব্যাভুগ্নতারং স্থিতম্।
নিশ্বাসৈঃ স্রবদেব পাকময়তে স্তন্যঞ্চ তপ্তৈরিদং নূনং বল্লবরাজ্ঞি পুত্রবিরহোদ্‌ঘূর্ণাভিরাক্রম্যসে

—ভ, র, সি, ৩।৪।৩৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বনগমন করিলে কোনও ব্যক্তি বলিয়াছিলেন) হে গোপরাজ্ঞি! তোমার স্পন্দন মন্দ (মৃদু) হইয়াছে, নিরতিশয় ক্লেশে তোমার মানস বদ্ধ হইয়াছে, তোমার নয়নদ্বয়ের তারকা বহুকাল যাবৎ ভুগ্ন ও স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং উষ্ণ নিশ্বাসে তোমার স্তন্য হইতে ক্ষরিত দুগ্ধও পাক প্রাপ্ত হইয়াছে। হে যশোদে! তাহাতে বুঝা যাইতেছে, তুমি নিশ্চয়ই পুত্রবিরহজনিত উদ্‌ঘূর্ণায় আক্রান্ত হইয়াছ।"

বিষাদ

"বদনকমলং পুত্রস্যাহং নিমীলতি শৈশবে নবতরুণিমারম্ভোন্মৃষ্টং ন রম্যমলোকয়ম্।
অভিনব-বধূযুক্তঞ্চামুং ন হর্ম্ম্যমবেশয়ং শিরসি কুলিশং হন্ত ক্ষিপ্তং শ্বফল্কসুতেন মে॥

—ভ, র, সি, ৩।৪।৩৭॥

—(দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্যনিষ্ঠার কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা বলিয়াছিলেন) হায়! শৈশব অতীত হইয়া গেলে তরুণিমার আরম্ভে আমার পুত্রটীর মার্জিত এবং রমণীয় মুখকমল আমি দেখিতে পাইলামনা! নববধূদের সহিত তাঁহাকে আমার এই হর্ম্ম্যমধ্যেও প্রবেশ করাইতে পারিলামনা। অহহ! অক্রূর আমার মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া গেল।"

নির্ব্বেদ

"ধিগস্তু হতজীবিতং নিরবধিশ্রিয়োঽপ্যদ্য মে যয়া ন হি হরেঃ শিরঃ স্নুতকুচাগ্রমাঘ্রায়তে
সদা নবসুধাদুহামপি গবাং পরার্দ্ধঞ্চ ধিক্ স লুঞ্চতি ন চঞ্চলঃ সুরভিগন্ধি যাসাং দধি॥

—ভ, র, সি, ৩।৪।৩৮॥

—(শ্রীকৃষ্ণবিরহ-খিন্না যশোদার উক্তি) অশেষ-সম্পত্তিশালিনী আমার হতজীবনকে আজ ধিক্! যেহেতু, আমার কুচাগ্র-ক্ষরিত-দুগ্ধদ্বারা মণ্ডিত হরির মস্তক আমি আঘ্রাণ করিতে পারিতেছি না। যে-সমস্ত পরার্দ্ধসংখ্যক গাভী হইতে সর্ব্বদা নব-নব-সুধার ন্যায় দুগ্ধ দোহন করা হইত, তাহাদিগকেও ধিক্! কেননা, আমার সেই চঞ্চল বালক তো আজ তাহাদের সুরভিগন্ধি দধি অপহরণ করিতেছেনা।"

জাড্য

"যঃ পুণ্ডরীকেক্ষণ তিষ্ঠতস্তে গোষ্ঠে করাম্ভোরুহমণ্ডনোঽভূৎ।
তং প্রেক্ষ্য দণ্ড-স্তিমিতেন্দ্রিয়াদ্ যদ্দণ্ডাকৃতিস্তে জননী বভূব॥ ভ, র, সি ৩।৪।৩৮॥

—হে কমলনয়ন! তুমি যখন গোকুলে অবস্থিত ছিলে, তখন যে দণ্ডটী তোমার করকমলের ভূষণ-স্বরূপ ছিল, সেই দণ্ডটীর দর্শনে তোমার জননী নিশ্চলেন্দ্রিয়া হইয়া দণ্ডাকৃতি হইয়াছিলেন।"

দৈন্য

"যাচতে বত বিধাতরুদস্রা ত্বাং রদৈস্তৃণমুদস্য যশোদা।
গোচরে সকৃদপি ক্ষণমক্ষোরদ্য মৎসর মমানয় বৎসম্॥ ভ, র, সি, ৩।৪।৩৮॥

—হে বিধাতঃ! অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক যশোদা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে—'হে মৎসর! আজ তুমি ক্ষণকালের জন্য আমার বৎস কৃষ্ণকে আমার নয়নদ্বয়ের গোচরে আনয়ন কর।"

চাপল

"কিমিব কুরুতে হর্ম্ম্যে তিষ্ঠন্নয়ং নিরপত্রপো ব্রজপতিরিতি ব্রূতে মুগ্ধোঽয়মত্র মুদা জনঃ।
অহহ তনয়ং প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ং পরিহৃত্য তং কঠিনহৃদয়ো গোষ্ঠে স্বৈরী প্রবিশ্য সুখীয়তি॥

—ভ, র, সি, ৩।৪।৩৯॥

—(শ্রীনন্দকে উদ্দেশ করিয়া দুঃখের সহিত ব্রজেশ্বরী বলিয়াছিলেন) এই নির্লজ্জ অট্টালিকায় অবস্থান করিয়া কি করিতেছেন? এই ব্রজে বালবুদ্ধি লোকগণই আনন্দের সহিত ইহাকে ব্রজপতি বলিয়া থাকে। অহহ! প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় পুত্রকে (মথুরায়) পরিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারেই গোকুলে প্রবেশ করিয়া এই কঠিনহৃদয় ব্যক্তি সুখানুভ করিতেছেন!"

উন্মাদ

"ক্ব মে পুত্রো নীপাঃ কথয়ত কুরঙ্গাঃ কিমিহ বঃ স বভ্রামাভ্যর্ণে ভণত তদুদন্তং মধুকরাঃ।
ইতি ভ্রামং ভ্রামং ভ্রমভরবিদূনা যদুপতে ভবন্তং পৃচ্ছন্তী দিশি দিশি যশোদা বিচরতি॥

—ভ, র, সি, ৩।৪।৪০॥

—(শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ মথুরা হইতে পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া যশোদামাতার যে উন্মাদ অবস্থা জন্মিয়াছিল, ব্রজ হইতে আগত কোনও ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহা বর্ণন করিয়া বলিয়াছিলেন) 'অহে কদম্ববৃক্ষগণ! বল আমার পুত্র কোথায়? অহে কুরঙ্গসকল! বল, কৃষ্ণ কি তোমাদের নিকট দিয়া গমন করিয়াছে? অহে মধুকরনিকর! তোমরাও কৃষ্ণের সংবাদ বল।'—এইরূপে ভ্রমভর-কাতরা যশোদা ভ্রমণ করিতে করিতে, হে যদুপতে! তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দিকে দিকে বিচরণ করিতেছেন।"

মোহ

"কুটুম্বিনি মনস্তটে বিধুরতাং বিধৎসে কথং প্রসারয় দৃশং মনাক্ তব সুতঃ পুরো বর্ত্ততে।
ইদং গৃহিণি মে গৃহং ন কুরু শূন্যমিত্যাকুলং স শোচতি তব প্রসূং যদুকুলেন্দ্র নন্দঃ পিতা ॥
—ভ, র, সি, ৩।৪।২০॥

—হে যদুকুলেন্দ্র ! তোমার পিতা নন্দ অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে তোমার জননীর নিকটে শোক প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—'হে কুটুম্বিনি ! মনোমধ্যে কাতরতা বিধান করিতেছ কেন ? একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমার পুত্র তোমার অগ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হে গৃহিণি ! আমার এই গৃহ শূন্য করিওনা'।"

৩৪২। যোগে বাৎসল্য-ভক্তিরস

প্রীতভক্তিরস এবং প্রেয়োভক্তিরসের ন্যায় বাৎসল্য-ভক্তিরসও যোগে বৈচিত্রী ধারণ করে এবং তাহাতে সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি-এই অবস্থাত্রয়ও প্রকটিত হয়। সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতির লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৩০০-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য, এ-স্থলে কেবল উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

সিদ্ধি

"বিলোক্য রঙ্গস্থললব্ধসঙ্গমং বিলোচনাভীষ্টবিলোকনং হরিম্।
স্তন্যৈরসিঞ্চন্নবকঞ্চুকাঞ্চলং দেব্যঃ ক্ষণাদানকদুন্দুভিপ্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ৩।৪।২০॥

—বসুদেবের পত্নীগণ রঙ্গস্থলে সমুপস্থিত নয়নাভীষ্ট-দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই স্তন্যধারাদ্বারা তাঁহাদের নবকঞ্চুলিকার অঞ্চলকে সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন।"

তুষ্টি

"তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ।
হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ॥ শ্রীভা. ১।১১।৩০॥

—(শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগণকে প্রণাম করিলে) তাঁহারা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন, স্নেহবশতঃ তাঁহাদের স্তন হইতে স্তন্যধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল ; তাঁহারা হর্ষবিহ্বল চিত্তে অশ্রুজলে তাঁহাকে পরিষিঞ্চিত করিলেন।"

"নয়নয়োঃ স্তনয়োরপি যুগ্মতঃ পরিপতদ্ভিরসৌ পয়সাঞ্চয়ৈঃ।
অহহ বল্লবরাজগৃহেশ্বরী স্বতনয়ং প্রণয়াদভিষিঞ্চতি ॥ ললিতমাধব ॥

— অহহ ! গোপরাজ-গৃহেশ্বরী যশোদা প্রীতিনিবন্ধন নয়নদ্বয় ও স্তনদ্বয় হইতে ক্ষরিত জলধারা ও দুগ্ধধারা দ্বারা স্বীয় তনয়কে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।"

স্থিতি

"অহহ কমলগন্ধেরত্র সৌন্দর্য্যবৃন্দে বিনিহিতনয়নেয়ং ত্বন্মুখেন্দোর্মুকুন্দ।
কুচকলসমুখাভ্যামম্বরক্লোপমম্বা তব মুহুরতিহর্ষাদ্বর্ষতি ক্ষীরধারাম্॥ বিদগ্ধমাধব ॥

—অহহ! হে মুকুন্দ! তোমার পদ্মগন্ধি-মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্যবৃন্দে নয়ন বিন্যস্ত করিয়া তোমার জননা যশোদা অতিশয় হর্ষসহকারে কুচকলস-মুখবর্ত্তী বসনকে আর্দ্রীভূত করিয়া মুহুর্মুহু ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতেছেন।"

দন্তবক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিলে তৎকালীন যশোদামাতার অবস্থা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মধুরভক্তিরস—মুখ্য (৫)

৩৮৩। মধুর-ভক্তিরস

মধুর-ভক্তিরস-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে এ-সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে কিছু বিস্তৃত হইলেও উজ্জ্বলনীলমণির মত বিস্তৃত নহে। ইঁহাদের আনুগত্যেই এ-স্থলে মধুর-ভক্তিরস-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

মধুর-ভক্তিরসের অপরাপর নাম হইতেছে—উজ্জ্বল-রস, শুচিরস, কান্তারস, শৃঙ্গার-রস ইত্যাদি।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে মধুর-ভক্তিরসকে **ভক্তিরসরাজ** বলিয়াছেন।

"মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোঽতিরহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ সবিস্তরেণোচ্যতেত্র মধুরঃ॥ উ, নী, নায়কভেদ ॥২॥

—পূর্ব্বে (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে) শান্তাদি-মুখ্যরসসমূহের বর্ণন-প্রসঙ্গে অতিগুঢ়ত্ববশতঃ যে-মধুর-ভক্তিরস সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, এ-স্থলে (উজ্জ্বলনীলমণিতে) পৃথক্ রূপেই অতিবিস্তৃত ভাবে সেই ভক্তিরসরাজ বর্ণিত হইতেছে।"

মধুর-ভক্তিরসই সমস্ত রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যতাং মধুরা রতিঃ।
নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যো মণীষিভিঃ॥ উ, নী, নায়ক ॥ ৩॥

—বক্ষ্যমাণ (আলোচিত) বিভাবাদিদ্বারা মধুরা-রতি আস্বাদ্যত্ব প্রাপ্ত হইলে মণীষিগণ তাহাকে মধুরাখ্য ভক্তিরস বলিয়া থাকেন।"

৩৮৪। মধুর-ভক্তিরসে আলম্বন-বিভাব

"অস্মিন্নালম্বনাঃ প্রোক্তাঃ কৃষ্ণস্তস্য চ বল্লভাঃ॥ ঐ-৩॥

—এই মধুর-ভক্তিরসে আলম্বন হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রেয়সীগণ।"

শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিষয়ালম্বন-বিভাব এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন-বিভাব।

৩৮৫। বিষয়ালম্বন বিভাব শ্রীকৃষ্ণ (৩৩৮-৪২ অনু)

"পদদ্যুতিবিনির্দ্ধূতস্মরপরার্দ্ধরূপোদ্ধতির্দৃগঞ্চলকলানটীপটিমভির্মনোহারিণী।
স্ফুরন্নবঘনাকৃতিঃ পরমদিব্যলীলানিধিঃ ক্রিয়াত্তব জগত্রয়ীযুবতিভাগ্যসিদ্ধির্মুদম্॥ ঐ-৪॥

—(পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা পৌর্ণমাসীদেবীকে প্রণাম করিলে দেবী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—রাধে !) যাঁহার একটী চরণের দ্যুতিতেই পরার্দ্ধসংখ্যক কন্দর্পের সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব বিশেষভাবে ধৌত হইয়া যায়, যিনি স্বীয় অপাঙ্গের বৈদগ্ধীরূপা নর্ত্তকীর চাতুরীসমূহদ্বারা সকলের মনকে হরণ করেন, যাঁহার আকৃতি নবজলধরের ন্যায় স্ফুরিত হইতেছে, যিনি পরম-দিব্যলীলাসমূহের নিধিতুল্য এবং ত্রিজগতে যত যোগ্যা যুবতী আছেন, যিনি তাঁহাদের সকলের ভাগ্যের ফলস্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার হর্ষ বিধান করুন।"

ক। মধুর-ভক্তিরসের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী

"অয়ং সুরম্যো মধুরঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ। বলীয়াম্নবতারুণ্যো বাবদূকঃ প্রিয়ম্বদঃ॥
সুধীঃ সপ্রতিভো ধীরো বিদগ্ধশ্চতুরঃ সুখী। কৃতজ্ঞো দক্ষিণঃ প্রেমবশ্যো গম্ভীরতাম্বুধিঃ।
বরীয়ান্ কীর্ত্তিমান্ নারীমোহনো নিত্যনূতনঃ। অতুল্যকেলিসৌন্দর্য্যপ্রেষ্ঠবংশীস্বনাঙ্কিতঃ॥
ইত্যাদয়োঽস্য মধুরে গুণাঃ কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতাঃ॥ উ, নী, না. ৫॥

—সুরম্য, মধুর (রুচির), সমস্ত সল্লক্ষণবিশিষ্ট, বলিষ্ঠ, নবতারুণ্যবিশিষ্ট, বাবদূক, প্রিয়ভাষী, সুধী (বুদ্ধিমান্), প্রতিভান্বিত, ধীর (সুপণ্ডিত), বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্য, গাম্ভীর্য্যের সমুদ্র, বরীয়ান্, কীর্ত্তিমান, নারীমনোমোহন, নিত্যনূতন, অতুলনীয় কেলিসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং প্রিয়তম-বংশীবাদনরত-প্রভৃতি হইতেছে এই শ্রীকৃষ্ণের মধুর-ভক্তিরসোচিত গুণ।"

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৩-১৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১)

নায়কভেদ

(পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে, বিভিন্ন রস আলোচিত হইয়াছে। এই পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে মধুর-রস আলোচিত হইতেছে, কিন্তু মধুর-রসে আলোচ্য বিষয় অনেক। উজ্জ্বলনীলমণিতে বিভিন্ন প্রকরণে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক বিষয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে আলোচিত হইলেই পাঠকের পক্ষে আলোচনার অনুসরণের সুবিধা হয়। এজন্য এ-স্থলে মূল পঞ্চবিংশ অধ্যায়কে পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১), পঞ্চবিংশ অধ্যায় (২) ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক অংশে এক এক বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে।)

৩৪৬। নায়ক-ভেদ

সাহিত্যদর্পণাদি হইতে জানা যায়, প্রাকৃতরসকোবিদ্গণ মধুর-রসে বহু নায়ক স্বীকার করেন, বহু নায়িকাও স্বীকার করেন। বহু নায়কের গুণাদি সর্ব্বতোভাবে এক রকম হইতে পারে না ; এজন্য প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণও গুণাদি-ভেদে নায়কভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন্। তাঁহাদের স্বীকৃত নায়ক-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক-ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, একই নায়ক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত নহেন।

কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যদের মধুর-ভক্তিরসের বিষয়ালম্বন বা নায়ক এক শ্রীকৃষ্ণই, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও নায়ক নাই ; সুতরাং প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের অভিমত-অনুসারে মনে হইতে পারে—মধুর-ভক্তিরসে নায়ক-ভেদ থাকিতে পারে না ; এক জনের বহু ভেদ কিরূপে সম্ভব হয় ? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও গুণ-ক্রিয়াদিভেদে তাঁহাতে ভেদ সম্ভব। তাঁহার অনন্তগুণ, অনন্ত ক্রিয়া—দিব্যকর্ম্ম বা লীলা। সকল গুণ এক সঙ্গে সর্ব্বোৎকর্ষে প্রকটিত হয় না, সকল লীলাও এক সঙ্গে প্রকটিত হয় না। প্রয়োজন অনুসারে লীলা-শক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা লীলা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকটিত করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে প্রকটিত গুণ-ক্রিয়াদি-ভেদে নায়ক-ভেদ বিরুদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ তিনি তো বিরুদ্ধধর্ম্মেরও আশ্রয়।

গুণ-ক্রিয়ার অভিব্যক্তি অনুসারে যে লীলাভেদ হইয়া থাকে, তদনুসারে একই নায়ক শ্রীকৃষ্ণের চারিটী ভেদ স্বীকৃত হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"বহুবিধ-গুণক্রিয়াণামাস্পদভূতস্য পদ্মনাভস্য।
তত্তল্লীলাভেদাদ্বিরুধ্যতে ন হি চতুর্ব্বিধতা ॥ ২।১।১২০॥

—বহুবিধ-গুণক্রিয়ার আস্পদ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভেদবশতঃ চতুর্বিধ ভেদ বিরুদ্ধ হয় না।"

নায়করূপে শ্রীকৃষ্ণের এই চারিটী ভেদ হইতেছে—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরোদ্ধত।

স পুনশ্চতুর্বিধঃ স্যাদ্ধীরোদাত্তশ্চ ধীরললিতশ্চ।
ধীরপ্রশান্তনামা তথৈব ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ ॥ ভ, র, সি, ২।১।১২০॥

সাহিত্যদর্পণেও এই চতুর্বিধ নায়কভেদ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাকৃতরসশাস্ত্রের এই চতুর্বিধ ভেদ একই নায়ক-ব্যক্তিতে নহে।

এ-স্থলে উল্লিখিত চতুর্বিধ ভেদ হইতেছে নায়কের গুণ-ক্রিয়াদির ভেদ অনুসারে। নায়িকার সহিত নায়কের সম্বন্ধের ভেদ অনুসারেও নায়ক-ভেদ সম্ভব। এই দুই জাতীয় ভেদ পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হইতেছে।

৩৪৭। গুণকর্ম্ম-ভেদে নায়কভেদ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গুণকর্ম্ম-ভেদে চারি প্রকারের নায়ক-ভেদ—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত এবং ধীরোদ্ধত। এক্ষণে এই কয় রকম ভেদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

ক। ধীরোদাত্ত নায়ক

"গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।১।১২০॥

—যে নায়ক গম্ভীর-প্রকৃতি, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, সুদৃঢ়ব্রত, অকত্থন (অর্থাৎ আত্মশ্লাঘাশূন্য) গূঢ়গর্ব্ব এবং সুসত্ত্বভৃৎ (অর্থাৎ অতিশয় বলবান্—চক্রবর্ত্তী), তাঁহাকে ধীরোদাত্ত বলে।"

"বীরস্মন্য-মদপ্রহারি-হসিতং ধৌরেয়মার্ত্তোদ্ধৃতৌ
নির্ব্যূঢ়ব্রতমুন্নতক্ষিতিধরোদ্ধারেণ ধীরাকৃতিম্।
ময্যুচ্চৈঃ কৃতকিল্বিষেঽপি মধুরং স্তুত্যা মুহুর্যন্ত্রিতং
প্রেক্ষ্য ত্বাং মম দুর্বিতর্ক্যহৃদয়ং ধীর্গীশ্চ ন স্পন্দতে॥ ভ,র, সি, ২।১।১২১॥

—(মহেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) যাঁহার হাসি বীরাভিমানীদিগের গর্ব্ব হরণ করে (ইহা দ্বারা গূঢ়গর্ব্বত্ব সূচিত হইয়াছে), যিনি আর্ত্তজনের উদ্ধারবিষয়ে ধৌরেয় (ভারবাহক ; আর্ত্তজনের উদ্ধাররূপ ভারবাহক। ইহাতে করুণত্ব সূচিত হইয়াছে), যিনি উন্নত-পর্ব্বতকে উর্দ্ধে ধারণবিষয়ে দৃঢ়ব্রত (ইহাতে অতিশয় বলবত্তা এবং সুদৃঢ়ব্রতত্ব সূচিত হইয়াছে), অতিশয় অপরাধে অপরাধী আমার প্রতিও যিনি মধুর (ইহা দ্বারা ক্ষমাশীলত্ব সূচিত হইয়াছে), অন্যকৃত স্তুতিতে যিনি মুহুর্মুহুঃ সঙ্কোচ অনুভব করেন (ইহাদ্বারা বিনয় এবং আত্মশ্লাঘাহীনতা সূচিত হইয়াছে) এবং যিনি দুর্বিতর্ক্যহৃদয় (ইহাদ্বারা গম্ভীর-প্রকৃতিত্ব সূচিত হইয়াছে), সেই ধীরাকৃতি আপনাকে দর্শন করিয়া আমার বুদ্ধি এবং বাক্য —কিছুই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে না।"

উল্লিখিত গম্ভীরত্বাদি-গুণসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"গম্ভীরত্বাদি-সামান্যগুণা যদিহ কীর্ত্তিতাঃ।
তদেতেষু তদাধিক্য-প্রতিপাদনহেতবে॥ ২।১।১২২॥

—এ-স্থলে যে গম্ভীরত্বাদি-সামান্যগুণসমূহ কীর্ত্তিত হইল, ধীরোদাত্তাদি চতুর্বিধ নায়কে তৎসমস্তের আধিক্য-প্রতিপাদনই তাহার উদ্দেশ্য।"

তাৎপর্য্য এই। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সকল গুণের মধ্যেই গম্ভীরত্বাদি গুণসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে। তথাপি এ-স্থলে ধীরোদাত্তাদি চতুর্বিধ-নায়ক-প্রসঙ্গে তাহাদের উল্লেখের হেতু এই যে—কেবল গম্ভীরত্বাদি-কয়েকটী গুণই যে ধীরোদাত্তাদি-নায়করূপ শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত, অন্যান্য গুণ যে তাঁহাতে নাই, তাহা নহে ; অন্যান্য গুণও তাঁহাতে বর্ত্তমান ; তবে অন্যান্য গুণকে উপমর্দ্দিত করিয়া গম্ভীরত্বাদি গুণই আধিক্যে -- সামগ্রিকরূপে—আবির্ভূত হয়।

খ। **ধীরললিত নায়ক**

"বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ ২।১।১২৩॥

—যে নায়ক বিদগ্ধ (রসিক), নবতরুণ, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত এবং প্রায়শঃ প্রেয়সীর বশীভূত (অর্থাৎ প্রেমবিশেষযুক্ত প্রেয়সীদিগের প্রেমের তারতম্যানুসারে যাঁহার প্রেয়সীবশ্যতারও তারতম্য হয়), তাঁহাকে ধীরললিত নায়ক বলে।"

"বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।

তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ

কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ভ,র,সি, ২।১।১২৪॥

—এক দিবস শ্রীরাধিকা কুঞ্জমধ্যে স্বীয় সখীদের সহিত অবস্থিত আছেন , এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সে-স্থানে উপনীত হইয়া সখীদের সম্মুখভাগে প্রগল্‌ভ বাক্যে রজনীতে শ্রীরাধার সহিত রতিকলার (রতিসম্বন্ধি-নখচিহ্নাদিরূপ কলার) বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন ; তাহাতে লজ্জায় শ্রীরাধার নয়নদ্বয় কুঞ্চিত হইল। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পয়োধর-যুগলে চিত্রকেলিমকরী-রচনায় পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে কুঞ্জমধ্যে বিহার করিতে করিতে শ্রীহরি কৈশোরকে সফল করিলেন।"

শ্লোকস্থ "কৈশোর"-শব্দে নবতারুণ্য, "শ্রীরাধার পয়োধরে চিত্ররচনায়" বিদগ্ধত্ব এবং প্রেয়সী-বশত্ব, "সখীদের সম্মুখে রজনী-বিলাস-কথনে" পরিহাস-বিশারদত্ব এবং "কুঞ্জে বিহার করিয়া কৈশোরকে সফলীকরণে" নিশ্চিন্তত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

গ। **ধীরশান্ত নায়ক**

"শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।

বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে ॥ ভ, র, সি, ২।১।১২৫॥

—যে নায়ক শান্তপ্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক এবং বিনয়াদিগুণসম্পন্ন, তাঁহাকে ধীরশান্ত (বা ধীর প্রশান্ত) নায়ক বলে।"

উদাহরণ পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য

ধীরোদ্ধত নায়ক

"মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।

বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥ ভ, র, সি, ২।১।১২৫॥

—যিনি মাৎসর্য্যযুক্ত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধযুক্ত, চঞ্চল এবং আত্মশ্লাঘী, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ধীরোদ্ধত বলেন।"

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"মাৎসর্য্যাদ্যাঃ প্রতীয়ন্তে দোষত্বেন যদপ্যমী।

লীলাবিশেষশালিত্বান্নির্দোষেঽত্র গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২।১।১২৭॥

—যদিও মাৎসর্য্যাদি দোষরূপে প্রতীয়মান হয়, তথাপি লীলাবিশেষ-শালিত্ববশতঃ নির্দ্দোষ শ্রীকৃষ্ণে সে-সমস্ত গুণরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে।

উদাহরণ পরবর্ত্তী ৭।৩৪৯ (৪)-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥

শ্রীকৃষ্ণের দোষহীনতা। অষ্টাদশ মহাদোষ

"মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ। লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ ॥

অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ ॥

—ভ, র, সি, ২।১।১৩০॥

—মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উল্বণ কাম (দুঃখদ লৌকিক কাম), লোলতা (চাঞ্চল্য), মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব, এবং পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশ দোষকে মহাদোষ বলে।”

শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্দোষ—সর্ব্ববিধ-দোষশূন্য। তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে যে মাৎসর্য্যাদি দোষের কথা বলা হইয়াছে, ভক্তরক্ষণার্থ দুষ্টদমনাদিরূপ লীলায় মাৎসর্য্যাদির উপযোগিতা আছে বলিয়া সে-সমস্ত লীলায় মাৎসর্য্যাদি প্রকটিত হইলেও তাহারা তাঁহার গুণই, দোষরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ দোষ নহে ; কেননা, ভক্তরক্ষণার্থই তাহাদের প্রকটন, তাঁহার নিজের কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। কয়েকটী উদাহরণের সাহায্যে ইহা পরিস্ফুট করা হইতেছে।

হিংসা—অসুর-সংহারাদি-লীলায় আপাতঃ দৃষ্টিতে হিংসা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় ; বাস্তবিক তাহা হিংসা নহে ; জগতের কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অসুর-সংহার করিয়াছেন, আবার নিহত অসুরকে মুক্তিও দিয়াছেন : সুতরাং এতাদৃশ স্থলে হিংসাও তাঁহার শ্লাঘনীয় গুণেই পরিণত হইয়াছে। লোলতা বা চাঞ্চল্য—শ্রীভা, ১০।৮।২৯-শ্লোকে কথিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ অসময়ে বৎসদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। ইহাতে চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহাও গুণ ; কেননা, ইহাতে বৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করার সুযোগ পাইয়াছে। মাৎসর্য্য—যাঁহারা মূঢ়তা-বশতঃ নিজেদিগকে লোকেশ বলিয়া মনে করেন (শ্রীভা, ১০।২৫।১৬), তাঁহাদের গর্ব্ব বিনাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাও গুণ : কেননা, এই মাৎসর্য্যের উদ্দেশ্য হইতেছে বৃথাগর্ব্ব-বিনাশ। আকাঙ্ক্ষা—যশোদামাতার স্তন্যপানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষা হয় : ইহাও গুণ ; কেননা, ইহাদ্বারা যশোদার বাৎসল্য পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। বৈষম্য—গীতায় (৯।২৯) তিনি বলিয়াছেন—তিনি সর্ব্বভূতে সম, তাঁহার দ্বেষ্যও কেহ নাই, প্রিয়ও কেহ নাই, কিন্তু ভক্তগণের প্রতি তাঁহার অত্যধিক প্রীতি ; ইহাতে বৈষম্য প্রতীয়মান হইলেও ইহা তাঁহার ভক্তবাৎসল্যময় গুণ। অন্যান্য দোষও যে তাঁহাতে গুণেই পর্য্যবসিত হয়, উল্লিখিত প্রকারে তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে। কার্য্যের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দোষ-গুণ বিচার করা সঙ্গত।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট, পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয় ; এজন্য তাঁহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। কূর্ম্মপুরাণ বলিয়াছেন,

“অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চৈব সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ।
ঐশ্বর্য্যযোগাদ্‌ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে॥ ভ, র, সি, ২।১।১২৮॥

—তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন ; আবার সর্ব্বতোভাবে স্থূলও এবং সূক্ষ্মও। কথিত আছে, তিনি সর্ব্বতোভাবে অবর্ণ (বর্ণহীন) ; অথচ তিনি শ্যামবর্ণ ও রক্তান্তলোচন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যযোগে তিনি বিরুদ্ধার্থ বলিয়া কথিত হয়েন।”

"তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন।
গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমস্ততঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১২৮॥

—গুণসমূহ পরস্পর-বিরুদ্ধ হইলেও পরমপুরুষ ভগবানে কোনও রূপেই দোষ আহরণ করা সঙ্গত নহে, সমাধান করাই সঙ্গত।"

কেননা, মহাবরাহপুরাণ বলিয়াছেন,

"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জিতাঃ॥
—ভ, র, সি, ॥২।১।১২৯॥

—ভগবান্ পরমাত্মার যে সমস্ত দেহ (স্বরূপ) আছেন, তাঁহারা সকলেই নিত্য এবং শাশ্বত, মায়িক-উপাদানরহিত, প্রাকৃত (পঞ্চভূতাত্মক) নহেন; পরন্তু তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরমানন্দস্বরূপ এবং জ্ঞানমাত্র। সকলেই সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বদোষ-বিবর্জিত।"

সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই যদি সর্ব্বগুণপূর্ণ এবং সর্ব্বদোষ-বিবর্জিত হয়েন, তাহা হইলে যিনি তাঁহাদের অংশী বা মূল, বিশেষতঃ সর্ব্বাবতারকারী মহাবিষ্ণুও যাঁহার অংশ, স্বয়ংভগবান্ সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন যে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদোষবর্জিত এবং সমস্ত গুণই যে তাঁহাতে সর্ব্বাতিশায়িরূপে নিত্যবিরাজিত, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতেও যে তাঁহার অধিক—এমন কি সমানও—কেহ নাই, তাহাতে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে?

ইত্থং সর্ব্বাবতারেভ্যস্ততোঽপ্যত্রাবতারিণঃ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে সুষ্ঠু মাধুর্য্যভর ঈরিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৩১॥

৩৪৮। নায়িকাদের সহিত সম্বন্ধভেদে নায়কভেদ

ধীরোদাত্তাদি চতুর্বিধ নায়কভেদের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ধীরোদাত্তাদি চতুর্বিধ ভেদের কথাই বলিয়াছেন, বিশেষ কারণে অন্য কোনওরূপ নায়কভেদের কথা তাহাতে বলেন নাই; কিন্তু তাঁহারই উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে তিনি উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ ভেদের কথাও বলিয়াছেন এবং তদতিরিক্ত আরও দুইটী ভেদের কথা বলিয়াছেন —পতি এবং উপপতি।

"পূর্ব্বোক্তধীরোদাত্তাদি-চতুর্ভেদস্য তস্য তু।
পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ॥ উ, নী, না, ৭॥

—পূর্ব্বগ্রন্থে (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে) কথিত ধীরোদাত্তাদি-চতুর্ব্বিধ-ভেদবিশিষ্ট নায়ক-শ্রীকৃষ্ণের পতি এবং উপপতি—এই দুইটী ভেদও প্রসিদ্ধ।"

পতি ও উপপতি—এই ভেদদ্বয় নায়ক-শ্রীকৃষ্ণের সহিত নায়িকাদের সম্বন্ধের স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। নায়ক-শ্রীকৃষ্ণ কোনও কোনও নায়িকার পতি এবং তিনিই আবার অপর কোনও কোনও নায়িকার উপপতি।

কিন্তু পতির স্বরূপ কি? এবং উপপতিরই বা স্বরূপ কি?

"উক্তঃ পতিঃ স কন্যায়া যঃ পাণিগ্রাহকো ভবেৎ॥ উ, নী, না, ৭॥

—যিনি কোনও কন্যার পাণিগ্রহণ (বিবাহ) করেন, তিনি সেই কন্যার পতি হয়েন।"

শ্রীকৃষ্ণ পুরমহিষীগণের এতাদৃশ পতি।

"রুক্মিণং যুধি বিজিত্য রুক্মিণীং দ্বারকামুপগমষ্য বিক্রমী।
উৎসবোচ্ছলিতপৌরমণ্ডলঃ পুণ্ডরীকনয়নঃ করেঽগ্রহীৎ॥উ, নী, না, ৭॥

—বিক্রমী কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকরাজ-তনয় রুক্মীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভীষ্মক-কন্যা রুক্মিণীকে দ্বারকায় আনয়নপূর্ব্বক মহাসমারোহের সহিত তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তৎকালে যাবতীয় পুরবাসী এবং দেশবাসী লোকসমূহ উৎসবানন্দে উচ্ছলিত হইয়াছিলেন।"

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রত্যেক মহিষীকেই শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিপ্রাগ্নি সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি হইলেন মহিষীদিগের পতি এবং মহিষীগণ হইলেন তাঁহার পত্নী বা স্বকীয়া কান্তা।

কিন্তু মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা। প্রকটলীলায় যেমন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী, অপ্রকট-লীলাতেও তদ্রূপ। অপ্রকট-লীলাগত মহিষীগণকে প্রকটলীলায় ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করাইয়া লৌকিকী রীতিতে তিনি তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ মহিষীদিগের সহিত তাঁহার যে নিত্যসম্বন্ধ—যাহা ব্রহ্মাণ্ডস্থ লোকে জানিত না,—বিবাহের ব্যপদেশে তাহা প্রকটিত করাইয়াছেন। প্রকট-লীলায় যেমন মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, পত্নী, অপ্রকট-লীলাতেও তাঁহারা তদ্রূপ তাঁহার পত্নী, স্বকীয়া কান্তা এবং তিনি তাঁহাদের পতি। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ নিত্য। অপ্রকটে অবশ্য বিবাহবিধি অনুসারে তিনি তাঁহাদিগকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার করেন নাই; তদ্রূপ করিলে তাঁহাদের মধ্যে পতি-পত্নীত্ব সম্বন্ধের নিত্যত্ব সম্ভব হইত না; বিবাহের সময়েই এই সম্বন্ধের উৎপত্তি হইত। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ হইতেছে প্রকটে বিবাহজাত, কিন্তু অপ্রকটে অভিমানজাত। অনাদিকাল হইতেই মহিষীগণের দৃঢ়াপ্রতীতি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি এবং শ্রীকৃষ্ণেরও প্রতীতি এই যে, মহিষীগণ তাঁহার পত্নী, স্বকীয়া কান্তা। পরব্যোমে শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মধ্যেও পতি-পত্নীত্ব-সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান; কিন্তু তাহাও কেবল অভিমানজাত, বিবাহানুষ্ঠানজাত নহে। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার মহিষীগণের অপ্রকটগত সম্বন্ধও তদ্রূপ।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণে মহিষীদিগের পতিভাবের কথা বলিয়া উজ্জ্বলনীলমণি কতিপয় গোকুল-গোপকন্যার পতিভাবের কথাও বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার সঙ্কল্প করিয়া গোকুলবাসিনী কতিপয় গোপকুমারী কাত্যায়নী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কাত্যায়নী দেবীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥ শ্রীভা, ১০।২২।৪॥

—হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবি! নন্দগোপের তনয়কে আমার পতি কর।"

উল্লিখিত বাক্য হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়াই ছিল কাত্যায়নী ব্রত-পরায়ণা গোপকুমারীদের সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহারা সমস্ত অগ্রহায়ণ মাস ধরিয়াই কাত্যায়নীপূজা করিয়াছিলেন। ব্রতপূর্ণদিনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—"সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্। ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ শ্রীভা, ১০।২২।২৫॥—হে সাধ্বীগণ! তোমাদের মদর্চ্চনরূপ (মদ্‌বিষয়ক পতিভাবময়) সঙ্কল্প আমি বিদিত হইয়াছি। তোমাদের এই সঙ্কল্প আমাকর্ত্তৃক অনুমোদিত, ইহা সত্য হওয়ার যোগ্য।" তাহার পরে তিনি বলিলেন—"যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ। যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥ শ্রীভা, ১০।২২।২৭॥—হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ, এখন ব্রজে গমন কর; হে সতীগণ! যে উদ্দেশ্যে তোমরা কাত্যায়নীর অর্চ্চনরূপ এই ব্রতের আচরণ করিয়াছ, তোমাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে; এই আগামিনী রজনীসমূহে তোমরা আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে।" ইহা হইতে বুঝা গেল—গোপকুমারীদের পতিত্ব শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ-স্থলে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না থাকিলেও গান্ধর্ব্বরীতিতে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় লিখিয়াছেন—"গান্ধর্ব্বরীত্যা স্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহ বস্তুতঃ—গান্ধর্ব্ব-রীতিতে পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার করায় এ-স্থলে গোপকন্যাদের বস্তুতঃ স্বকীয়াত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।" গান্ধর্ব্ব-রীতিতে বিবাহও শাস্ত্রসম্মত।

এইরূপে দেখা গেল, কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা গোপকন্যাগণও শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী এবং তিনি তাঁহাদের পতি। ধন্যা প্রভৃতি গোপকন্যাগণ কাত্যায়নী-ব্রতের আচরণ করিয়াছিলেন।

খ। উপপতি

"রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা।

তদীয়প্রেমসর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥ উ, নী, না, ১১॥

—পরকীয়া রমণীকে পাওয়ার জন্য সেই পরকীয়া রমণীর প্রতি আসক্তিবশতঃ যিনি ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করেন এবং সেই পরকীয়া রমণীর প্রেমই যাঁহার সর্ব্বস্ব, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সেই পরকীয়া রমণীর উপপতি বলেন।"

শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ হইতে জানা যায়, পরকীয়া রমণীর প্রতি তাঁহার (উপপতির) প্রেম আছে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে জানা যায়, উপপতির প্রতিও পরকীয়া নায়িকার প্রেম বিদ্যমান। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম বিদ্যমান।

"সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্কাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্‌ভজরতীবাক্যেন দূনাত্মনো রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী॥
—উ, নী না, ১২॥

—একদা রজনীযোগে শ্রীরাধার প্রাঙ্গণ-কোণস্থিত বদরীমূলে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বকৃত সঙ্কেত অনুসারে (শ্রীরাধার মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে) কোকিলাদি পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিতেছিলেন; পুনঃ পুনঃ তাহা শুনিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার নিমিত্ত শ্রীরাধা যখন গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হস্তস্থিত চঞ্চল শঙ্খ-বলয়ের শব্দ উত্থিত হইতেছিল। শঙ্খবলয়ের শব্দ শুনিয়া জরতী (শ্রীরাধার শ্বাশুড়ী জটিলা) 'কে ও, কে ও' বলিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। (জরতীর চীৎকারে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই তখন নিরস্ত হইলেন। কতক্ষণ পরে জরতীকে নিদ্রাচ্ছন্না মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার শব্দ করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রীরাধাও আবার দ্বারোন্মোচন করিতে গিয়া শঙ্খবলয়ের ধ্বনি উত্থাপিত করিলেন। তাহা শুনিয়া জরতীও আবার 'কেও কে ও' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ চলিতে লাগিল। তাহাতে মনোরথ সিদ্ধ না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিল)। এইরূপ দুঃখিত অন্তঃকরণে পুনঃ পুনঃ সঙ্কেতধ্বনি করিতে করিতেই সেই বদরীতলে শ্রীকৃষ্ণের নিশা অতিবাহিত হইল।"

এই উদাহরণ হইতে জানা গেল—পরকীয়া নায়িকা এবং তাঁহার উপপতি—এই উভয় পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগবিশিষ্ট হইলেও তাঁহাদের মিলনে অনেক বাধা-বিঘ্নের ফলে পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য তাঁহাদের উৎকণ্ঠাও অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে; তাহার ফলেই মধুররসের পরমোৎকর্ষ সাধিত হয়।

"অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ॥ উ, নী, না, ১৩॥

—এ স্থলেই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের বাধাবিঘ্নময় লীলাবিশেষেই) শৃঙ্গাররসের (মধুর-রসের) পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত।"

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনিও এইরূপই বলিয়াছেন।

"বহুবার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
যা চ মিথো দুর্ল্লভতা স মন্মথস্য পরমা রতিঃ॥ উ, নী, না, ১৫-ধৃত ভরতমুনিবাক্য।

—যে রতি হইতে নায়ক-নায়িকা বহুবিধ নিবারণের (বাধাবিঘ্নের) সম্মুখীন হয়, যে রতিতে উভয়ের প্রচ্ছন্ন-কামুকতা বিদ্যমান এবং যে রতি পরস্পরের দুর্ল্লভতাময়ী, মন্মথসম্বন্ধিনী সেই রতিই পরমা (পরমোৎকর্ষময়ী) রতি।"

বার্য্যমাণত্বাদি (বাধাবিঘ্নাদি)-বশতঃই পরমোৎকর্ষ সাধিত হয়।

রসশাস্ত্রমতে মধুর-রসে উপপতি নিষিদ্ধ; কিন্তু শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেন, প্রাকৃত নায়করূপ উপপতিই নিষিদ্ধ, উপপতিরূপে অপ্রাকৃত নায়ক রসিকশেখর, শ্রীকৃষ্ণ নিষিদ্ধ নহেন; কেননা,

রসবিশেষ আস্বাদনের জন্যই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ-সম্বন্ধে আলোচনা পরবর্ত্তী ৭।৩৯৫ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৩৪৯। পতি ও উপপতি-এই দ্বিবিধ নায়কের প্রত্যেকের আবার চতুর্ব্বিধ ভেদ

"অনুকূল-দক্ষিণ-শঠা ধৃষ্টশ্চেতি দ্বয়োরথোচ্যন্তে।
প্রত্যেকং চত্বারো ভেদা যুক্তিভিরমী বৃত্ত্যা॥ উ, নী, না, ১৮॥

—উল্লিখিত পতি এবং উপপতি—এই উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকেরই বৃত্তিভেদে অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট এই চারি প্রকারের ভেদ আছে।"

পরবর্ত্তী বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এই চতুর্ব্বিধ ভেদের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

ক। অনুকূল নায়ক

"অতিরক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ। সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা। তদালোকে কদাপ্যস্য নান্যাসঙ্গস্মৃতিং ব্রজেৎ॥
—উ, নী, না, ১৯-২০॥

—শ্রীরামচন্দ্র যেমন একমাত্র সীতাতেই অনুরক্ত ছিলেন, তদ্রূপ যে নায়ক অন্যললনাবিষয়ক স্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক একই নায়িকাতে অতিশয়রূপে আসক্ত হয়েন, তিনিই অনুকূল নায়ক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। শ্রীরাধাতেই শ্রীকৃষ্ণের অনুকূলতা সুপ্রসিদ্ধা; কেননা, শ্রীরাধার দর্শনে (উপলক্ষণে শ্রবণে এবং স্মরণেও) কখনও অন্য নায়িকাসঙ্গের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় না।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এ-স্থলে শ্রীরামসীতার দৃষ্টান্ত সকল দিক দিয়া প্রযোজ্য নহে এবং এই দৃষ্টান্তে অনুকূল-নায়ক-লক্ষণের পর্য্যাপ্তিও নাই। কেননা, শ্রীরামচন্দ্র হইতেছেন একপত্নীব্রতধর; সুতরাং মনে মনেও অন্যনারীর জন্য স্পৃহা তাঁহার পক্ষে অন্যায় বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে সীতৈকস্পৃহত্ব দুর্ঘট নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাব্যতীতও বহু বনিতা আছেন; তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম-প্রেমবতী; সুতরাং শ্রীরাধার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহাদের বিস্মরণ দুর্ঘট; তথাপি কিন্তু শ্রীরাধার দর্শনাদিতে (শ্রীরাধার দর্শনে, কিম্বা শ্রীরাধার স্মরণে, কিম্বা শ্রীরাধাসম্বন্ধে কোনও কথার শ্রবণেও) অন্য পরম-প্রেমবতী-বনিতাদের কথাও শ্রীকৃষ্ণ বিস্মৃত হইয়া যায়েন। শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন, অপর শত কোটি পরম-প্রেমবতী গোপীদের কোনও অনুসন্ধানই তিনি করিলেন না। বসন্ত-রাসেও মানবতী হইয়া শ্রীরাধা যখন অন্তর্হিত হইলেন, তখন অন্য গোপীদিগকে উপেক্ষা করিয়াই শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। এ-সমস্ত হইতেই জানা যায়—অনুকূল-নায়ক-লক্ষণের পরম-পর্য্যাপ্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই।"

শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল-নায়কত্বের একটী দৃষ্টান্তও উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"বৈদগ্ধীনিকুরম্বচুম্বিতধিয়ঃ সৌন্দর্য্যসারোজ্জ্বলাঃ
কামিন্যঃ কতি নাত্র বল্লবপতের্দীব্যন্তি গোষ্ঠান্তরে।
রাধে পুণ্যবতীশিখামণিরসি ক্ষামোদরি ত্বাং বিনা
প্রেঙ্খন্তী ন পরাসু যন্মুরিপো র্দৃষ্টাত্র দৃষ্টির্ময়া॥ উ, নী, না, ২১॥

—(বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন) রাধে! যাঁহাদের বুদ্ধি বৈদগ্ধীসমূহে (রসিকতাসমূহে) পরিপূর্ণ এবং যাঁহারা সৌন্দর্য্যসারে সতত উজ্জ্বল, এমন শত শত কামিনী গোষ্ঠপতি নন্দ-মহারাজের গোকুলমধ্যে বিরাজিত। কিন্তু হে কৃশোদরি! তুমিই পুণ্যবতী রমণীদিগের শিখামণি; কেননা, আমি দেখিয়াছি, তোমাব্যতীত (অর্থাৎ তোমার বিরহেও) মুররিপু শ্রীকৃষ্ণের অতি চঞ্চল-দৃষ্টি অন্য কোনও রমণীতে পতিত হয় নাই।"

ধীরোদাত্তাদি চতুর্ব্বিধ নায়কের প্রত্যেকেই অনুকূল-নায়ক হইতে পারেন। দৃষ্টান্তের সহায়তায় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) **অনুকূল ধীরোদাত্ত নায়ক**

"কুবলয়দৃশঃ সঙ্কেতস্থা দৃগঞ্চলকৌশলৈ র্মনসিজকলানাটীপ্রস্তাবনামভিতন্বতাম্।
ন কিল ঘটতে রাধারঙ্গপ্রসঙ্গবিধায়িতাব্রতবিলসিতে শৈথিল্যস্য চ্ছটাপ্যঘবিদ্বিষঃ॥ উ, নী, না, ২৩॥

—(শ্রীরাধার কোনও সখীর প্রতি বৃন্দাদেবী বলিয়াছেন) দেখ, নীলোৎপল-নয়না গোপসুন্দরীগণ সঙ্কেত-স্থানে (শ্রীরাধার কুঞ্জে অভিসার-পথে অবস্থিত বহু কুঞ্জকে সঙ্কেত-স্থান রূপে ব্যবহার করিয়া সে-সকল স্থানে) অবস্থিত থাকিয়া কটাক্ষ-কৌশল দ্বারা কন্দর্পকলা-নাটীর প্রস্তাবনা বিস্তার করিতে থাকিলেও অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণ এমনই দৃঢ়ব্রত যে, শ্রীরাধার কন্দর্প-কেলি-নাট্যের রঙ্গভূমিতে প্রচুর আসক্তি বিধানই তাঁহার ব্রত বলিয়া সেই ব্রতের অনুষ্ঠানে তাঁহার মধ্যে শৈথিল্যের ছটাও সংঘটিত হয় নাই।"

নাটী—ক্ষুদ্র নাটিকা, নাট্যপ্রবন্ধ। প্রস্তাবনা—নাট্যকথিত বিষয়ের সংক্ষেপোক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জে যাইবেন। যাওয়ার পথে আরও অনেক কুঞ্জ আছে। সঙ্কেতাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিকটে আনয়নের উদ্দেশ্যে সে-সমস্ত কুঞ্জের প্রত্যেক কুঞ্জেই শ্রীকৃষ্ণে পরম-প্রেমবতী কোনও পরমাসুন্দরী গোপতরুণী অবস্থান করিতেছেন। শ্রীরাধার কুঞ্জে গমনের পথে শ্রীকৃষ্ণ যখন কোনও কুঞ্জের নিকট দিয়া চলিয়াছেন, তখন সেই কুঞ্জস্থিতা গোপতরুণী কটাক্ষাদিদ্বারা কন্দর্পকেলির গূঢ় বাসনা প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক কুঞ্জেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কল্প কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হয় নাই। শ্রীরাধার সহিত বিহারই তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহাকেই তিনি যেন ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য ব্রজতরুণীদিগের চেষ্টা তাঁহার ব্রতের অনুষ্ঠানে কোনওরূপ বিঘ্নই উৎপাদন করিতে পারে নাই। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল-নায়কত্ব প্রদর্শিত হইল।

অনুকূল-নায়কত্বের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ধীরোদাত্ত-নায়কত্বও যে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণ ৭।৩৪৬ক-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

সুচতুরা গোপতরুণীদের কটাক্ষাদি-কৌশল-প্রকাশনেও যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই, তাহাতেই তাঁহার গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাঁহাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহারও করেন নাই, অবশ্যকর্ত্তব্য অন্যকার্য্যে এক্ষণই তাঁহাকে যাইতে হইবে, এইরূপ কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তিনি তাঁহাদের নিকটে হইতে চলিয়া গিয়াছেন ; ইহাদ্বারা তাঁহার বিনয় প্রকাশ পাইয়াছে ; গাম্ভীর্য্যেরই ফল এই বিনয়। নানা ভঙ্গীতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিঘ্ন উৎপাদন করিলেও তিনি তাঁহাদের প্রতি কুপিত হয়েন নাই ; ইহাদ্বারা তাঁহার ক্ষমাশীলত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি রুক্ষতা বা কোপ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের মনে দুঃখ হইবে—ইহা ভাবিয়াই তিনি কোপাদি প্রকাশ করেন নাই. ইহাতে তাঁহার করুণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীরাধার সহিত মিলনের সঙ্কল্প তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই ; ইহাতে তাঁহার সুদৃঢ়ব্রতত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বিনয়িত্বদ্বারাই তাঁহার অকত্থনত্ব (আত্মশ্লাঘারাহিত্য) সূচিত হইয়াছে। শ্রীরাধার ন্যায় পরম-প্রেয়সীলাভের গর্ব্ব তাঁহার অন্তঃকরণে লুক্কায়িত ছিল—ইহাদ্বারা তাঁহার গূঢ়গর্ব্বত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বিঘ্নশঙ্কাবশতঃ তাড়াতাড়িগমনে সুসত্ত্বভৃত্ব (বলবত্তা) প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল, উক্তব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণে ধীরোদাত্ত নায়কের লক্ষণসমূহও অভিব্যক্ত হইয়াছে।

(২) **অনুকূল ধীরললিত নায়ক**

> "গহনাদনুরাগতঃ পিতৃভ্যামপনীতব্যবহারকৃত্যভারঃ।
> বিহরন্ সহ রাধয়া মুরারি র্যমুনাকুলবনানালঙ্ককার ॥ উ, নী, না, ১৪ ॥

—(নান্দীমুখীর নিকটে পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন) নান্দিমুখি ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ-বশতঃ তাঁহার পিতামাতা তাঁহার উপর হইতে সমস্ত ব্যবহারিক কার্য্যের ভার অপনীত করিয়াছেন। (এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া) মুরারি শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতে করিতে যমুনাতীরবর্ত্তী বনসমূহকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।"

"বিহরন্"-শব্দ বর্ত্তমানকালবাচক, অর্থাৎ নিত্যত্ব-বাচক। নিত্যবিহারের দ্বারা অন্যকান্তা-ত্যাগপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে শ্রীরাধার সহিত বিহার ধ্বনিত হইতেছে। অবিচ্ছেদে শ্রীরাধার সহিত বিহারে অনুকূল নায়কের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে ধীরললিত-নায়কের লক্ষণও যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। ধীরললিত নায়কের লক্ষণ ৭।৩৪৬-খ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

"ব্যবহারিক সমস্ত কার্য্যের ভার অপনীত হইয়াছে"—ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চিন্তত্ব সূচিত হইতেছে (পিতামাতাকর্ত্তৃক আদিষ্ট কোনও ব্যবহারিক কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য তাঁহার কোনও চিন্তা নাই। গোচারণাদি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বৈরলীলা, ইহা তাঁহার পক্ষে "ভার" নহে ; পিতামাতা কার্য্যের "ভারই" অপনীত করিয়াছেন। গোচারণে শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম আনন্দ ; গোচারণচ্ছলে

বনে গমন করিলেই প্রেয়সীদের সহিত মিলনের সুযোগ ঘটে। "বিহার করিতে করিতে বনসমূহকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন"-এই বাক্যে বহুবচনের উল্লেখে ধ্বনিত হইতেছে যে—এক বনে শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন, শ্রীরাধা তাঁহার অনুসন্ধান করেন; শ্রীরাধা যখন তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন, তখন তিনি পরিহাসের সহিত তাঁহার সহিত বিহার করেন; আবার অন্তর্হিত হইয়া অন্য বনে গমন করেন। এইরূপে বনের পর বনে পরিহাসময়-বিহারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-বিশারদত্ব সূচিত হইয়াছে। "বিহরন্ সহ রাধয়া—শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতে করিতে"-এই বাক্যে বিহারের অনবচ্ছেদত্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবশ্যত্ব সূচিত হইয়াছে। "বনসমূহকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন" এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বিদগ্ধত্ব সূচিত হইয়াছে। নবতারুণ্যের লক্ষণ সর্ব্বত্রই বিরাজিত। এইরূপে দেখা গেল, এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণে ধীরললিত নায়কের লক্ষণও ব্যক্ত হইয়াছে।

(৩) **অনুকূল ধীরশান্ত নায়ক**

"ত্রয়োপাস্তিবিধৌ তব প্রণয়িতাপূরেণ বেশং গতে ক্ষ্মাদেবস্য কথং গুণোঽপাঘরিপৌ দ্রাগস্য সঙ্ক্রমে।
বুদ্ধিঃ পশ্য বিবেককৌশলবতী দৃষ্টিঃ ক্ষমোদ্গারিণী বাগেতস্য মৃগাক্ষি রূঢ়বিনয়া মূর্ত্তিশ্চ ধীরোজ্জ্বলা ॥

– উ, নী, না, ২৫॥

–(একদা গুরুজনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শ্রীরাধা গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য তাঁহার বলবতী উৎকণ্ঠা দেখিয়া কোনও দূতী শ্রীরাধাকর্ত্তৃক সূর্য্যপূজার ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণবটুবেশে সাজাইয়া শ্রীরাধার গৃহে লইয়া আসিলেন। জটিলাও সে-স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তখন বিশাখা সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত শ্রীরাধার কর্ণমূলে কহিলেন) হে মৃগনয়নে! তোমার প্রতি প্রণয়ের আতিশয্যবশতঃ অঘারি শ্রীকৃষ্ণ তোমার সূর্য্যোপাসনা-বিধান করিবার নিমিত্ত ভূদেবের (ব্রাহ্মণের) বেশ ধারণ করিয়াছেন; কি আশ্চর্য্য! আজ তাঁহার মধ্যে হঠাৎ কিরূপে ব্রাহ্মণের গুণ সঞ্চারিত হইল? দেখ, ইঁহার বুদ্ধি কেমন বিবেক-কৌশলবতী, ইঁহার দৃষ্টি ক্ষমাগুণকে উদ্গীরিত করিতেছে, ইঁহার বাক্য অত্যন্ত বিনয়ান্বিত, মূর্ত্তিটীও ধীর এবং উজ্জ্বল।"

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এতই অনুরক্তি যে, ধরা পড়িবার ভয়কেও উপেক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ-বেশে শ্রীরাধার গুরুজনের সমক্ষেই শ্রীরাধার গৃহে তিনি উপনীত হইয়াছেন। ইহাতেই তাঁহাতে অনুকূল নায়কের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ধীরশান্তের লক্ষণও প্রদর্শিত হইতেছে। ৭।৩৪৬গ-অনুচ্ছেদে ধীরশান্ত নায়কের লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

"বুদ্ধিঃ পশ্য বিবেক-কৌশলবতী"-বাক্যে বিবেচকত্ব সূচিত হইয়াছে। "দৃষ্টিঃ ক্ষমোদ্গারিণী"-বাক্যে ক্লেশসহনত্ব সূচিত হইয়াছে; এ-স্থলে দৃষ্টির স্বাভাবিক চাঞ্চল্য-ত্যাগই হইতেছে ক্লেশ। "বাগেতস্য রূঢ়বিনয়া"-বাক্যে বিনয়গুণ সূচিত হইয়াছে। "মূর্ত্তিশ্চ ধীরোজ্জ্বলা"-এই বাক্যের অন্তর্গত "ধীর"-শব্দে শমপ্রকৃতিকত্ব সূচিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল—এ-স্থলে ধীরশান্ত নায়কের লক্ষণও শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত।

(৩) **অনুকূল ধীরোদ্ধত নায়ক**

"সত্যং মে পরিহৃত্য তাবকসখীং প্রেমাবদাতং মনো
নান্যস্মিন্ প্রমদাজনে ক্ষণমপি স্বপ্নেঽপি সঙ্কল্পতে।
সারগ্রাহিণি গৌরি সদ্‌গুণগুরৌ মুক্তব্যলীকোদ্যমে
মুদ্রাং কিন্নু ময়ি ব্যনক্তি ললিতে গূঢ়াভ্যসূয়াময়ীম্॥ উ, নী, না. ২৬॥

—(কোনও একদিন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কুঞ্জে আসিতেছিলেন ; পথিমধ্যে অন্য কোনও ব্রজতরুণীর আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার সহিতই তিনি রজনী যাপন করিলেন। এদিকে তাঁহার অপেক্ষায় শ্রীরাধা স্বীয় কুঞ্জে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ না আসাতে শ্রীরাধা মানবতী হইয়াছেন। প্রাতঃকালে তাঁহার মানভঞ্জনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জের দিকে রওনা হইলেন। প্রথমেই শ্রীরাধার সখী ললিতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তখন তিনি ললিতাকে বলিয়াছিলেন) হে ললিতে ! আমি সত্য (শপথ করিয়া) বলিতেছি, তোমার প্রিয়সখীর প্রেমে আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে ; তাই তোমার সখীকে পরিত্যাগ করিয়া আমার মন ক্ষণকালের জন্যও, এমন কি স্বপ্নেও, অন্য কোনও রমণী-সঙ্গের সঙ্কল্প করে না। হে গৌরি ! আমি সারগ্রাহী, সমস্ত সদ্‌গুণের গুরু, তোমার সখীর অপ্রিয় কোনও কার্য্যের উদ্যম হইতেও আমি মুক্ত ; তথাপি কেন তিনি আমার প্রতি গূঢ় অসূয়াময়ী মুদ্রা (চিহ্ন ব্যবহার) বিস্তার করেন ?"

কোনও বিশেষ কারণে ক্বচিৎ স্খলন হইলেও অপরাধ-ভঞ্জনের জন্য ব্যগ্রতাতেই অনুকূলত্ব সূচিত হয়। এ-স্থলেও শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে অপরাধ করিয়াছেন, তিনি নিজের বলবতী ইচ্ছাতে তাহা করেন নাই, অন্য নায়িকার আগ্রহাতিশয্যেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রসন্নতা-বিধানের জন্য তিনি যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়—শ্রীরাধার প্রতিই তাঁহার অনুরক্তির আতিশয্য। তাই এ-স্থলে তাঁহাতে অনুকূল নায়কের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। "তত্রানুকূলত্বন্তু ক্বচিৎ স্খলনে চ তদপরাধভঞ্জনায় বৈয়গ্র্যাল্লক্ষ্যতে॥ টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী॥" শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে কথিত "স্বপ্নেও ক্ষণকালের জন্যও অন্য রমণী-সঙ্গের সঙ্কল্প আমার মনে জাগেনা, ইহা আমি সত্য বলিতেছি"-এই বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল-নায়কত্ব সূচিত হইয়াছে। ইহা অকপট উক্তি, প্রাণের অন্তস্তলের কথা।

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণে যে ধীরোদ্ধত নায়কের লক্ষণও ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। ধীরোদ্ধত নায়কের লক্ষণ ৭।৩৪৬-ঘ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

"কেন শ্রীরাধা আমার প্রতি অসূয়াময়ী মুদ্রা প্রকাশ করিতেছেন"-এই বাক্যে মাৎসর্য্য এবং রোষণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। "আমি সারগ্রাহী, সদ্‌গুণগুরু, মুক্তব্যলীকোদ্যম"—এই বাক্যে অহঙ্কারিত্ব এবং বিকত্থনত্ব (আত্মশ্লাঘা) প্রকাশ পাইয়াছে। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে "সত্যং মে" ইত্যাদি স্বকর্ম্ম-গোপনাত্মক বাক্যে মায়াবিত্ব (বঞ্চকত্ব) সূচিত হইয়াছে। ক্বচিৎ স্খলনও ব্যঞ্জিত হইয়াছে

বলিয়া চঞ্চলত্বও সূচিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল, এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণে ধীরোদ্ধত নায়কের লক্ষণও ব্যক্ত হইয়াছে।

খ। দক্ষিণ নায়ক

"যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্ব্বযোষিতি।
ন মুঞ্চত্যন্যচিত্তোঽপি জ্ঞেয়োঽসৌ খলু দক্ষিণঃ ॥ উ, নী, না, ২৭॥

—যিনি প্রথমে এক নায়িকাতে আসক্ত হইয়া পরে অন্যনায়িকাতে আসক্ত হইয়াও পূর্ব্ব নায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেম ও দাক্ষিণ্য পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাকে দক্ষিণ নায়ক বলে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"দক্ষিণ"-শব্দের অর্থ হইতেছে "সরল"; অমর-কোষের মতে দক্ষিণ-শব্দের অর্থ হইতেছে "সরল ও উদার"। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দক্ষিণের লক্ষণে বলা হইয়াছে -"সৌশীল্যসৌম্যচরিতো দক্ষিণঃ কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ ॥২।১।৬৭। —সৌশীল্য (সুস্বভাব)-বশতঃ যিনি সৌম্য (কোমল)-চরিত, তাঁহাকে দক্ষিণ বলে।" সুস্বভাবরূপ মনোধর্ম্ম দ্বারা যাঁহার চরিত (দেহাদির চেষ্টা) সুকোমল, তিনি দক্ষিণ। উজ্জ্বলরস-প্রসঙ্গে, উল্লিখিত দক্ষিণেরই বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এ-স্থলে "গৌরব" বলিতে "আদর" বুঝায়, "ভয়" বলিতে "প্রেমবতী পূর্ব্বনায়িকার স্ববিষয়ক-প্রেম-ভঙ্গজনিত অনিষ্টের আশঙ্কা" বুঝায়, "প্রেম" বলিতে পূর্ব্ব নায়িকার দুঃখের আশঙ্কায় তাঁহার প্রতি "কৃপা-প্রধান স্নেহলক্ষণ প্রেমকে" বুঝায় এবং "দাক্ষিণ্য"-শব্দে "সৌম্যচরিতত্ব" বুঝায়। এইরূপে দেখা গেল—উজ্জ্বলনীল-মণি-কথিত লক্ষণ হইতেছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-কথিত লক্ষণেরই বিবৃতি।

"তথ্যং চন্দ্রাবলি কথয়সি প্রেক্ষ্যতে ন ব্যলীকং স্বপ্নেঽপ্যস্য ত্বয়ি মধুভিদঃ প্রেমশুদ্ধান্তরস্য।
শ্রুত্বা জল্পং পিশুনমনসাং তদ্বিরুদ্ধং সখীনাং যুক্তঃ কর্ত্তুং সখি সবিনয়ে নাত্র বিশ্রম্ভভঙ্গঃ ॥ উ,নী,না,২৭॥
—(নান্দীমুখী চন্দ্রাবলীকে বলিলেন) চন্দ্রাবলি! তুমি যে বলিতেছ-'তোমার প্রতি মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নেও কোনও অপরাধ দৃষ্ট হয় না, প্রেমের দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে', একথা যথার্থ। কিন্তু খলচিত্ত সখীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে তোমার নিকটে কিছু বলিলে তাহা শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রণয়-ভঙ্গ করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না; তিনি তোমার প্রতি বিনয়বিশিষ্ট।"

এ-স্থলে "সবিনয়"-শব্দে চন্দ্রাবলীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের "গৌরব—আদর", "বিনয়ের" কারণরূপে "ভয়", "শুদ্ধান্তর"-শব্দে "দাক্ষিণ্য" এবং "স্বপ্নেও অপরাধ দৃষ্ট হয়না"-বাক্যে "প্রেম" সূচিত হইতেছে। এ-স্থলে চন্দ্রাবলী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের "পূর্ব্বযোষিৎ"।

(১) দক্ষিণ নায়কের অপর লক্ষণ

"নায়িকাস্বপ্যনেকাসু তুল্যো দক্ষিণ উচ্যতে ॥ উ, নী, না, ২৭॥

—অনেক নায়িকা থাকিলেও যিনি তাঁহাদের সকলের প্রতিই সমান ভাব পোষণ করেন, তাঁহাকে দক্ষিণ নায়ক বলে।"

"পদ্মা দৃগ্‌ভঙ্গিরলং কলয়তি কমলা জৃম্ভতে সাঙ্গভঙ্গং
তারা দোর্মূলমল্লং প্রথয়তি কুরুতে কর্ণকণ্ডূং সুকেশী।
শৈব্যা নীব্যাং বিধত্তে করমিতি যুগপন্মাধবঃ প্রেয়সীভি-
র্ভাবেনাহূয়মানো বহুশিখরমনাঃ পশ্য কুণ্ঠোঽয়মাস্তে॥ উ, নী, না, ২৮॥

—(কুন্দলতার নিকটে নান্দীমুখী বলিলেন, কুন্দলতে! ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে আগমন করিতে দেখিয়া) পদ্মা প্রচুর পরিমাণে দৃগ্‌ভঙ্গি করিতেছেন, কমলা অঙ্গভঙ্গী সহকারে জৃম্ভণ করিতেছেন, তারা তাঁহার বাহুমূলকে অল্প অল্প বিস্তার করিতেছেন, সুকেশী কর্ণকণ্ডূয়ন করিতেছেন, শব্যা তাঁহার নীবিতে হস্তার্পণ করিতেছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণ একই সময়ে স্ব-স্ব- ভাব ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকিলে, ঐ দেখ, মাধবের মনের গতি বহু শাখায় বিভক্ত হইল, (অর্থাৎ প্রত্যেক প্রেয়সীর প্রতিই তাঁহার মন যুগপৎ ধাবিত হইল, কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়াই যেন) তিনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।"

গ। **শঠ নায়ক**

"প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ॥ উ, নী, না, ২৯॥

—যিনি নায়িকার সম্মুখে প্রিয়বাক্য বলেন, কিন্তু অন্যত্র (নায়িকার অসাক্ষাতে) ভীষণ অপ্রিয় কার্য্য করেন এবং নিগূঢ় অপরাধও করেন, তাঁহাকে শঠ নায়ক বলে।"

"স্বপ্নে ব্যলীকং বনমালিনোক্তং পালীত্যুপাকর্ণ্য বিবর্ণবক্ত্রা।
শ্যামা বিনিশ্বস্য মধুত্রিযামাং সহস্রযামামিব সা ব্যনৈষীৎ॥ উ, নী, না. ৩০॥

—(শ্রীকৃষ্ণ শ্যামার নিকটে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—শ্যামে! তোমাব্যতীত অন্য কোনও তরুণীর কথা আমি স্বপ্নেও কখনও চিন্তা করি না—ইহাতে সাক্ষাতে প্রিয়োক্তি জানা যাইতেছে। তাহার পরে শ্যামার সহিত বিহারের পরে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত হইলেন) স্বপ্নাবস্থায় বনমালী 'পালী'-এই অপ্রিয়-শব্দটী উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন। তাহা শুনিয়া শ্যামার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন; ত্রিপ্রহরবিশিষ্টা বাসন্তী রজনী তাঁহার পক্ষে যেন সহস্রপ্রহরের ন্যায় দীর্ঘ হইয়াছিল।"

শ্যামার শ্রুতিগোচর ভাবে পালীর নাম উচ্চারণ শ্যামার পক্ষে অপ্রিয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পালীর নাম উচ্চারণ করিয়াছেন স্বপ্নাবস্থায়, শ্যামার বিদ্যমানতা তখন শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পালীর নামোচ্চারণ শ্যামার পরোক্ষেই করা হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—উল্লিখিত উদাহরণ বিপ্রিয় আচরণের প্রমাণ। পরবর্ত্তী উদাহরণে অপরাধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

"তল্লিতেন তপনীয়কান্তিনা কৃষ্ণ কুঞ্জকুহরেঽদ্য বাসসা।
অভ্যধায়ি তব নির্ব্যলীকতা মুঞ্চ সামপটলীপটিষ্ঠতাম্॥ উ, নী, না, ৩১॥

—(শ্রীরাধার কুঞ্জে নিশা যাপন করিয়া প্রাতঃকালে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে উপনীত হইয়া নানাবিধ-বচন-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর চিত্তে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি অন্য কোনও গোপকিশোরীর কুঞ্জে গমন করেন নাই—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদন করিতেছিলেন। তখন চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে কৃষ্ণ! প্রিয়বাক্য-কথনে তোমার চাতুর্য্যাতিশয়কে পরিত্যাগ কর, তুমি যে নিরপরাধ, তোমার এই পীতবসনই তাহা ব্যক্ত করিতেছে! (তোমার পীতবসনে কজ্জল এবং মলিনতা দৃষ্ট হইতেছে; তাহাতেই বুঝা যায়, অন্য কোনও) কুঞ্জকুহরে আজ তোমার এই পীতবসন শয্যারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।"

এই উদাহরণে নিগূঢ় অপরাধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঘ। ধৃষ্ট নায়ক

"অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ।
মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোঽয়ং খলু কথ্যতে ॥ উ, নী, না, ৩১ ॥

—অন্য তরুণীর ভোগচিহ্ন অভিব্যক্ত (অতি স্পষ্ট) থাকা সত্ত্বেও যিনি নির্ভয় এবং মিথ্যাকথনে দক্ষতা প্রকাশ করেন, তাঁহাকে ধৃষ্ট নায়ক বলে।"

"নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনঘুসৃণরেখাততিরিয়ং ন লাক্ষান্তঃক্রূরে পরিচিনু গিরের্গৈরিকমিদম্।
ধিয়ং ধৎসে চিত্রং বত মৃগমদেহপ্যঞ্জনতয়া তরুণ্যাস্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতস্থিতিরভূৎ ॥ উ, নী, না, ৩২ ॥

—(অন্য কোনও কান্তার কুঞ্জ হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামার কুঞ্জে আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অঙ্গে অন্যকান্তা-সম্ভোগের চিহ্নসমূহ বিরাজমান—নখক্ষত, অলক্তক, কজ্জল-ইত্যাদি। তাহাতে শ্যামা খণ্ডিতাভাব ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামাকে বলিয়াছিলেন) শ্যামে! এ-গুলি নখচিহ্ন নয়, এগুলি হইতেছে ঘনকুঙ্কুমের রেখা। হে অন্তঃক্রূরে! এ অলক্তক নয়; ইহা হইতেছে গিরির (পর্ব্বতের) গৈরিকরাগ, তাহা জানিয়া রাখ। কি আশ্চর্য্য! তুমি এ কি রকম বুদ্ধি ধারণ করিতেছ! মৃগমদকে তুমি অঞ্জন বলিয়া মনে করিলে? হায়! তরুণী তুমি: এই অবস্থাতেই তোমার দৃষ্টির এই কি বিপরীত স্থিতি হইল?"

৩৫০। নায়কভেদ-কথনের উপসংহার

নায়কভেদ-কথনের উপসংহারে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—প্রথমতঃ নায়ক চারি প্রকার—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত এবং ধীরোদ্ধত; ইহাদের প্রত্যেকেরই আবার তিনটী করিয়া ভেদ আছে—পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ; এইরূপে নায়কের দ্বাদশ প্রকার ভেদ পাওয়া গেল। এই দ্বাদশ প্রকার নায়কের প্রত্যেক প্রকারেরই আবার দ্বিবিধ ভেদ আছে—পতি ও উপপতি; সুতরাং মোট নায়কভেদ হইল চব্বিশ প্রকার। এই চব্বিশ প্রকার নায়কের আবার প্রত্যেক প্রকারেরই চারিটী ভেদ আছে—অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ এবং ধৃষ্ট; সুতরাং নায়ক-ভেদের মোট সংখ্যা হইল ছিয়ানব্বই। উ, নী, না, ৩২॥

অন্যান্যেরা ধূর্ত্তনায়কাদি ভেদের কথাও বলেন, কিন্তু তাহাতে ভরতমুনির সম্মতি নাই বলিয়া সে-সমস্তের কথা বলা হইল না (উ, নী, না, ৩৩)।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (২)

নায়ক-সহায়-ভেদ

৩৫১। নায়ক-সহায় ভেদ

মধুর-রসে নায়িকার সহিত মিলন-সংঘটনের জন্য এবং রসের পরিপোষণের জন্যও নায়কের পক্ষে সহায়ের প্রয়োজন হয়। অপ্রাকৃত মধুর-ভক্তিরসের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের এ-সমস্ত সহায়গণও কিশোর গোপবালকই। উজ্জ্বলনীলমণির সহায়ভেদ-প্রকরণের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন— ঔপপত্যাভাসময়ী লীলাতেই এইরূপ সহায়ের প্রয়োজন হয়; কিন্তু এই সহায়-গণ কিশোর হইলেও কেলিবিষয়ে ক্লীববৎ পৌরুষভাবহীন। "অথৈতস্য সহায়াঃ স্যুরিত্যৌপপত্যাভাস-লীলায়ামেব জ্ঞেয়াঃ, কিন্তু কিশোরা অপি কেলৌ ক্লীববৎ পৌরুষভাবহীনা এবৈতে মন্তব্যাঃ॥" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহাদের ক্লীববৎ পৌরুষভাবহীনতা।

ক। নায়ক-সহায়ের গুণ

"নর্ম্মপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদা গাঢ়ানুরাগিতা। দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং রুষ্টগোপীপ্রসাদনম্।
নিগূঢ়মন্ত্রতেত্যাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণা মতাঃ॥ উ, নী, সহায় ॥১॥

—নর্ম্মপ্রয়োগে (পরিহাস-বাক্য-কথনে) নিপুণতা, (শ্রীকৃষ্ণে) সর্ব্বদা গাঢ় অনুরাগিত্ব, দেশ-কালজ্ঞতা, দক্ষতা, নায়িকা গোপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুষ্ট হইলে তাঁহার প্রসন্নতা বিধান এবং নিগূঢ়-মন্ত্রণাদাতৃত্ব প্রভৃতি হইতেছে সহায়ের গুণ।"

এ-সমস্ত হইতেছে সহায়দিগের সাধারণ গুণ; বিভিন্ন সহায়ের মধ্যে এই সমস্ত গুণের কোনও কোনও গুণ বিশেষ বৈচিত্রী ধারণ করে; তদনুসারে সহায়দের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

৩৫২। পঞ্চবিধ সহায়

নায়কের সহায় পাঁচ রকমের—চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্দ এবং প্রিয়-নর্ম্মসখা। ক্রমশঃ ইঁহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

চেট-বিট-প্রভৃতি হইতেছে রসশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ।

ক। চেট

"সন্ধানচতুরশ্চেটো গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্ভধীঃ।
স তু ভঙ্গুর-ভৃঙ্গারাদিকঃ প্রোক্তোঽত্র গোকুলে॥ উ, নী, সহায় ॥১॥

—যিনি সন্ধানবিষয়ে চতুর, গূঢ়কর্ম্মা (যাঁহার কর্ম্ম কেহ জানিতে পারেনা) এবং যাঁহার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রগল্‌ভা, তাঁহাকে চেট বলে। গোকুলমধ্যে ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার প্রভৃতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের চেট-সহায়।"

"ন পুনরিদমপূর্ব্বং দেবি কুত্রাপি দৃষ্টং শরদি যদিয়মারান্মাধবী পুষ্পিতাভূৎ।
ইতি কিল বৃষভানো র্ম্মিতাসৌ কুমারী ব্রজনবযুবরাজ ব্যাজতঃ কুঞ্জবীথীম্॥

—উ, নী, সহা ॥১।

—(ভৃঙ্গার শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিলেন—'আমি শ্রীরাধার নিকটে গিয়া বলিয়াছিলাম) হে দেবি! আজ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, যাহা পূর্ব্বে কখনও আর দেখি নাই। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে এই যে, শরৎকালে মাধবী পুষ্পিতা হইয়াছে।' হে ব্রজনব-যুবরাজ! আমার এই কথা শ্রবণ মাত্রেই বৃষভানুকুমারী সমুৎসুকচিত্তে কুঞ্জপথে গমন করিয়াছেন।"

খ। **বিট**

"বেশোপচারকুশলো ধূর্ত্তো গোষ্ঠীবিশারদঃ। কামতন্ত্রকলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে॥
কড়ারো ভারতীবন্ধ ইত্যাদির্বিট ঈরিতঃ॥ ঐ-২॥

—যিনি বেশরচনায় এবং উপচার-সংগ্রহে পটু, যিনি ধূর্ত্ত এবং গোষ্ঠীবিশারদ (অর্থাৎ পরিজনবর্গের অথবা গোষ্ঠবাসীদের সকলেরই চিত্তপ্রবণতাদি যিনি বিশেষরূপে জানেন এবং যাঁহার বাক্য কেহই উপেক্ষা করে না), যিনি কামতন্ত্রকলাবেদী (অর্থাৎ যিনি কামশাস্ত্র-নীতিবেত্তা, যিনি অন্য রকম বেশে সজ্জিত হইয়া নিজের স্বরূপকে গোপন করিতে পারেন এবং কামতন্ত্রীয় মোহন-মন্ত্রাদি প্রয়োগে নিপুণ), তাঁহাকে বিট বলা হয়। কড়ার, ভারতীবন্ধ প্রভৃতি কতিপয় গোপ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের বিট-সহায়।"

"ব্রজে সারঙ্গাক্ষীবিততিভিরনুল্লঙ্ঘ্যবচনঃ সখাহং ত্বদ্বন্ধোশ্চটুভিরভিযাচে মুহুরিদম্।
কলক্রীড়দ্বংশীস্থগিতজগতীযৌবতধৃতিস্ত্বয়া যুক্তং শ্যামে ন খলু পরিহর্ত্তুং সখি হরিঃ॥ উ,নী,সহায়॥২॥

—(কড়ার শ্যামাকে বলিলেন) শ্যামে! আমি তোমার বন্ধুর সখা, ব্রজমধ্যে কোনও মৃগনয়নাই আমার বচন উল্লঙ্ঘন করেন না, সকলেই আমার বাক্য মানিয়া থাকেন। যাঁহার অস্ফুটমধুর বংশীধ্বনিতে জগতিস্থ যুবতীগণের ধৃতি স্থগিত হয়, সেই হরিকে পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না।"

এ-স্থলে "কোনও মৃগনয়নাই আমার বচন উল্লঙ্ঘন করেন না"-এই বাক্যে গোষ্ঠীবিশারদত্ব এবং "কলমধুর বংশীধ্বনিতে"-ইত্যাদি বাক্যে "তুমিও তোমার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিবেনা"-এইরূপ ব্যঞ্জনায় ভয়প্রদর্শন দ্বারা কামতন্ত্রকলাবেদিত্ব সূচিত হইয়াছে।

গ। **বিদূষক**

"বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ। বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈর্হাস্যকরী বিদূষকঃ॥
বিদগ্ধমাধবে খ্যাতো যথাসৌ মধুমঙ্গলঃ॥ উ, নী, সহায়॥৩॥

—যিনি ভোজনবিষয়ে সতৃষ্ণ, যিনি কলহপ্রিয় (প্রণয়কলহপ্রিয়) এবং অঙ্গ, বাক্য ও বেশের বিকৃতি

দ্বারা যিনি হাস্যোৎপাদন করিতে পারেন, তাঁহাকে বিদূষক বলে। বসন্তাদি গোপগণ এবং বিদগ্ধমাধব-নাটকে বিখ্যাত মধুমঙ্গল হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক-সহায়।"

"তুষ্টেন স্মিতপুষ্পবৃষ্টিরধুনা সদ্যস্ত্বয়া মুচ্যতামারূঢ়ঃ কুতুকী বিমানমতুলং মাং গোকুলাখণ্ডলঃ।
ইত্থং দেবি মনোরথেন রভসাদভ্যর্থ্যমানোঽপ্যসৌ যত্তে মানিনি নাধরঃ প্রযততে তন্নাদ্ভুতং রাগিষু॥
—উ, না, সহায় ॥৪॥

—(মানিনী শ্রীরাধার মান ভঞ্জনের জন্য বিদূষক বসন্ত শ্রীরাধার নিকটে উপনীত হইয়া প্রথমে শ্রীরাধার রক্তবর্ণ অধরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) আমি কুতুকী গোকুলযুবরাজের বিমান (রথ); আমার ন্যায় অতুলনীয় বিমান আরোহণ করিয়া ব্রজযুবরাজ তোমার নিকটে উপস্থিত। কালবিলম্ব না করিয়া এক্ষণে তুমি পরিতুষ্ট হইয়া তোমার মন্দহাসিরূপ পুষ্পবৃষ্টিকে মুক্তি দান কর (ধ্বনি—'মন্দহাসিকে তুমি ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ,—সুতরাং এখন বাস্তবিক তোমার মান নাই—ভিতরে আবদ্ধ মন্দ-হাসিকে ছাড়িয়া দাও ; তুমি যে মান পরিত্যাগ করিয়াছ, হাসিদ্বারা তাহা প্রকাশ কর। ইহাই আমার প্রার্থনা।' কিন্তু তাহাতেও অধরের হাসি পরিস্ফুট না হওয়ায় বসন্ত শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) হে দেবি! মনোরথের দ্বারা এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়াও তোমার অধর আমার অভীষ্ট-দানে যত্নবান্ হইলনা ; যাহা হউক, হে মানিনি! রাগী ব্যক্তিতে (রক্তরাগযুক্ত অধরের পক্ষে, শ্লেষে মাৎসর্য্যপরায়ণ রুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে) ইহা আশ্চর্য্য নয়।"

"আমি গোকুল-যুবরাজের বিমান"-একথা বলার সময়ে বসন্ত নিজেকে বিমানরূপে প্রতীয়মান করাইবার জন্য অঙ্গবিকৃতি করিয়াছিলেন এবং তাহাতে শ্রীরাধার অন্তরেও হাসির উদ্রেক হইয়াছিল।

ঘ। পীঠমর্দ্দ

গুণৈর্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্ণা তত্রানুবৃত্তিমান্।
পীঠমর্দ্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামা স্যাদ্ যথা হরেঃ॥ ঐ ৪॥

- যিনি নায়কতুল্য গুণবান্ এবং প্রেমবশতঃ নায়কেরই অনুবৃত্তি করেন, তাঁহাকে পীঠমর্দ্দ বলে। যেমন, শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের পীঠমর্দ্দ সহায়।"

"কালিন্দীপুলিনে মুকুন্দচরিতং বিশ্বস্য বিস্মাপনং দ্রষ্টুং গচ্ছতি গোষ্ঠমেব নিখিলং নৈকাত্র চন্দ্রাবলী।
ক্রমস্তস্য সুহৃত্তমাঃ স্বয়মমী পথ্যঞ্চ তথ্যঞ্চ তে মা গোবর্দ্ধনমল্ল ঘট্টয় মুধা গোবর্দ্ধনোদ্ধারিণম্॥ ঐ ৫॥

—(চন্দ্রাবলীর পতিম্মন্য গোবর্দ্ধনমল্ল একদিন বলিতেছিলেন—'কৃষ্ণ গোকুলমধ্যে বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছেন, আমার ভার্য্যাকেও বনমধ্যে আকর্ষণ করিতেছেন ; ইহার প্রতিফল দেওয়া উচিত। গোবর্দ্ধনমল্ল এইরূপে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নানাবিধ বিরুদ্ধবাক্য বলিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) ওহে গোবর্দ্ধনমল্ল! (কি সব কথা তুমি বলিতেছ ?) এই আমরা শ্রীকৃষ্ণের সুহৃত্তম (সুতরাং তাঁহার নির্দোষত্ব, পরম-পরাক্রম, দুষ্টদমন-সামর্থ্যাদি মহাগুণসমূহের কথা আমরা উত্তমরূপেই জানি); যাহা সত্য (তথ্য) এবং যাহা পথ্য (তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক), তাহা

বলিতেছি, শুন। একা চন্দ্রাবলীই যে গোষ্ঠে গমন করেন, তাহা নহে; নিখিল লোকই গমন করিয়া থাকেন। (কেন সকলে সে-স্থলে যায়েন, তাহাও বলি শুন) মুকুন্দ যমুনাপুলিনে যে-সমস্ত আচরণ করেন, তাহা সমস্ত বিশ্বেরই বিস্ময়োৎপাদক ; সে-সমস্ত লীলা দর্শন করিবার নিমিত্তই সকলে সে-স্থানে গমন করেন, তোমার ভার্য্যা চন্দ্রাবলীও গমন করেন। অনর্থক গোবর্দ্ধনোদ্ধারীকে চালাইও না (ধ্বনি এই যে—তুমি তো গোবর্দ্ধন ; জান তো শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালেই স্বীয় বামকরে অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধনকে ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন : সুতরাং যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহা হইলে মুকুন্দকে ঘাটাইওনা)।”

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—“ক্রমস্তস্য সুহৃত্তমাঃ”-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীদামের নায়কতুল্যগুণত্ব সূচিত হইয়াছে। তুল্যগুণ না থাকিলে সুহৃত্তম হওয়া যায় না।

ঙ। **প্রিয়নর্ম্মসখা**

“আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাশ্রিতঃ। সর্ব্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যোঽসৌ প্রিয়নর্ম্মসখোবরঃ॥
স গোকুলে তু সুবলস্তথা স্যাদর্জ্জুনাদিকঃ॥ ঐ ৭॥

—যিনি অতিগোপনীয় বিষয়ও জানেন, যিনি সখীভাবসমাশ্রিত (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-পরস্পরের সহিত ইঁহাদের মিলনেচ্ছাকে বলে সখীভাব, সেই ভাবকে সম্যক্‌রূপে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি সখীভাব-সমাশ্রিত ; ইহাদ্বারা বুঝা গেল---তাঁহার পুরুষ-ভাব আবৃত। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-উভয়ের পরস্পরের সহিত মিলন সংঘটনের জন্য যিনি তৎপর) এবং যিনি সমস্ত প্রণয়িগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে প্রিয়নর্ম্মসখা বলে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৩১৮-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। গোকুলে সুবল এবং অর্জ্জুনাদি হইতেছেন প্রিয়নর্ম্মসখা।”

‘প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়াকলিপ্রস্থিতাং শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাম্।
স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং ক শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি॥
--ঐ ৮॥

—(শ্রীরূপমঞ্জরী তাঁহার কোনও সখীর নিকটে বলিতেছেন সখি!) শ্রীমান্ সুবল শ্রীকৃষ্ণের কোন্ সেবার না অধিকার পাইয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কোনও কারণে কলহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কোনও প্রেয়সী শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রস্থান করিলে সুবল তাঁহার নিকটে যাইয়া নানাবিধ প্রকারে তাঁহার প্রসন্নতা বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন ; সুবল আবার কুঞ্জগৃহে শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পলীলার উপযোগী শয্যা রচনা করিয়াও দেন ; আবার, কন্দর্পসমরে ক্লান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেয়সীর হৃদয়োপরি প্রচুররূপে স্বেদাক্ত কলেবরকে ন্যস্ত করিয়া রাখেন, তখন (কুঞ্জের বাহির হইতে ব্যজন-যন্ত্রের সহায়তায়) সুবল তাঁহাকে বীজন করিতে থাকেন।”

দ্রষ্টব্য

উল্লিখিত পঞ্চবিধ সহায়ের মধ্যে চেট হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্কর, অপর চারি প্রকারের সহায় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সখা। পীঠমর্দ্দের বীরাদি রসেও সহায়কারিতা আছে।

চতুর্বিধাঃ সখায়োঽত্র চেটঃ কিঙ্কর ঈর্য্যতে।
পীঠমর্দ্দস্য বীরাদাবপি সাহায্যকারিতা ॥ উ, নী, সহায় ॥ ৯ ॥

৩৫৩। নায়কের দূতীভেদ

নায়ক-নায়িকার মিলন-বিষয়ে সহায়ের প্রয়োজন হয়। নায়ক-শ্রীকৃষ্ণের পাঁচরকম সহায়ের কথা পূর্ব্ব-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। তাঁহার সহায়রূপে দূতীও আছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীদিগের দূতীর কথা পরে ৭।৩৮৫-৯৩-অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে কথিত হইবে। এ-স্থলে কেবল শ্রীকৃষ্ণের দূতীর কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

৩৫৪। দূতী দ্বিবিধা

শ্রীকৃষ্ণের সহায়রূপা দূতী দ্বিবিধা—স্বয়ংদূতি এবং আপ্তদূতী।

ক। স্বয়ংদূতী

স্বয়ংদূতী আবার দুই রকমের কটাক্ষ এবং বংশীধ্বনি।

"অত্যোৎসুক্যক্রুটদ্‌ব্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা ॥ উ, নী, দূতী ॥ ২ ॥

—অতিশয় ঔৎসুক্যবশতঃ যাহার লজ্জা স্খলিত হইয়াছে, যিনি অনুরাগে অত্যন্ত মোহিতা এবং যিনি নিজেই অভিযোগ (স্বীয় অভিপ্রায়-প্রকাশ) করেন, তাঁহাকে স্বয়ংদূতী বলে।"

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদূতী হইতেছে তাঁহার কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি। ইহারা কোনও নারী নহে। তথাপি এ-স্থলে উল্লিখিত স্বয়ংদূতীর সাধারণ লক্ষণ ইহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাদিগকে স্বয়ংদূতী বলা হইয়াছে।

কটাক্ষরূপা স্বয়ংদূতীঃ—

"সখি মাধবদৃগ্‌দূত্যাঃ কর্ম্মঠতা কার্ম্মণে বিচিত্রাস্তি।
উপধাশুদ্ধাপি যয়া রুদ্ধা ত্বং চিত্রিতেবাসি ॥ উ, নী, সহায় ॥১১॥

—(বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন, রাধে!) মাধবের দৃষ্টিরূপা দূতীর কার্ম্মণবিষয়ে (বশীকরণের উপযোগী ঔষধাদি-প্রয়োগ-বিষয়ে) আশ্চর্য্য কর্ম্মঠতা (নৈপুণ্য) আছে। (তাহার প্রমাণ এই যে) উপধাদ্বারা (ধর্ম্মাদি-পরীক্ষাদ্বারা) শুদ্ধা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষদ্বারা রুদ্ধা হইয়া তুমি চিত্রিতের (চিত্রপুত্তলিকার) ন্যায় হইয়া রহিয়াছ।"

বংশীরূপা স্বয়ংদূতী (ললিতমাধবে) ঃ—

"হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশীজকাকলী দূতী ॥ ঐ ১২ ॥

—(গার্গী বলিয়াছেন) লজ্জা পরিত্যাগ করাইয়া যে শ্রীরাধাকে গৃহ হইতে বনে আকর্ষণ করিয়া আনয়ন করে, কার্য্যভারপ্রাপ্তা বরবংশীজাতা কাকলী (ধ্বনি)-রূপা সেই নিপুণা দূতী জয়যুক্ত হউক।"

নিসৃষ্টার্থা—বিন্যস্তকার্য্যভারা (শ্রীজীবপাদ)। যাহার উপরে কোনও কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, তাহাকে নিসৃষ্টার্থ বলে। গৃহ হইতে শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করিয়া বনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আনয়নরূপ কার্য্যের ভারই যেন বংশীকে দেওয়া হইয়াছে; ইহা দূতীরই কার্য্য। এজন্য বংশীকে নিসৃষ্টার্থা দূতী বলা হইয়াছে। নিসৃষ্টার্থা দূতীর লক্ষণ পরবর্ত্তী ৭।৩৯০-খ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

খ। আপ্ত দূতী

"ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েষ্বপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্‌গোপসুভ্রুবাম্ ॥ উ, নী, দূতী ॥ ২৮ ॥

—যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেননা এবং যিনি অত্যন্ত স্নেহবতী এবং বাক্যপ্রয়োগে নিপুণা, তাঁহাকে ব্রজসুন্দরীগণের আপ্তদূতী বলে।" পরবর্ত্তী ৭।৩৯০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীগণেরও এই লক্ষণ।

বীরা, বৃন্দা প্রভৃতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী। ইঁহাদের মধ্যে বীরা হইতেছেন প্রগল্‌ভবচনা এবং বৃন্দা চাটুবাক্যে নিপুণা (উ, নী, সহায় ॥ ১২)।

"বিমুখী মা ভব গর্ব্বিণি মদ্‌গিরি গিরিণা ধৃতেন কৃতরক্ষম্।
মূঢ়ে সমূঢ়বয়সং মাধবমাধাব রাগেণ ॥ ঐ-১৩ ॥

—(বামায়মানা পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধার প্রতি বীরাদূতী বলিয়াছেন) হে গর্ব্বিণি! আমার বাক্যের প্রতি পরাঙ্মুখী হইও না। গোবর্দ্ধন-ধারণ করিয়া পূর্ব্বে যিনি তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার নবযৌবন। অতএব হে মূঢ়ে! অনুরাগের সহিত সেই মাধবের প্রতি অভিসার কর। (বিলম্ব করিও না, তিনি অন্য কোনও তরুণীতে আসক্ত হইতে পারেন; তাহার পূর্ব্বেই তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হও)।"

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৩)

৩৫৫। **কৃষ্ণবল্লভা**

শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণকেই কৃষ্ণবল্লভা বলে। মধুরভক্তিরসে তাঁহারাই আশ্রয়ালম্বন-বিভাব। ভাবের বৈচিত্রী অনুসারে তাঁহাদের অনেক বৈচিত্রী আছে, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেরও অনেক বৈচিত্রী; প্রেমের বৈচিত্রীবশতঃ মধুররসও বৈচিত্রীময় হইয়া থাকে। সুতরাং মধুর-রসের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রেমবৈচিত্রীময়ী কৃষ্ণবল্লভাদের আলোচনা আবশ্যক।

"হরেঃ সাধারণগুণৈরুপেতাস্তস্য বল্লভাঃ।

পৃথুপ্রেম্ণাঃ সুমাধুর্য্যসম্পদাঞ্চাগ্রিমাশ্রয়াঃ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা ॥১॥

—শ্রীহরির (সুরম্যাঙ্গত্ব-সর্ব্বসল্লক্ষণত্বাদি) সাধারণ গুণসমূহ (যথাসম্ভব ভাবে) যাঁহাদের মধ্যে বিরাজিত এবং যাঁহারা প্রৌঢ়প্রেমের ও সুমাধুর্য্য-সম্পদের মুখ্য আশ্রয়, তাঁহারাই কৃষ্ণবল্লভা।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সাধারণেতি যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ম্।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"সাধারণগুণৈঃ সুরম্যাঙ্গত্ব-সর্ব্বসল্লক্ষণত্বাদিভিঃ।"

"প্রণমামি তাঃ পরমমাধুরীভৃতঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জরমণীশিরোমণীঃ।

উপসন্নযৌবনগুরোরধীত্য যাঃ স্মরকেলিকৌশলমুদাহরন্ হরৌ॥ ঐ ২॥

—উপসন্নযৌবনরূপ (নবযৌবনরূপ) গুরুর নিকটে অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা শ্রীহরির নিকটে কন্দর্প-কেলি-কৌশলের উদাহরণ প্রকাশ করেন এবং যাঁহারা পরম-মাধুরীকে ধারণ করিয়াছেন, কৃতপুণ্য-পুঞ্জরমণীগণের শিরোমণিতুল্য সে-সমস্ত কৃষ্ণবল্লভাগণের চরণে প্রণাম করি।"

বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কন্দর্প-কেলি-বৈদগ্ধ্যাদি হইতেছে স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ; লীলাবসরে সে-সমস্ত প্রকটিত হইয়া থাকে। কোনও পুণ্যের ফলেও তাঁহারা তাঁহাদের মাধুর্য্য বা বৈদগ্ধ্যাদি লাভ করেন নাই। শ্লোকোক্ত কথাগুলি লৌকিকী রীতি অনুসারেই কথিত হইয়াছে।

কৃষ্ণবল্লভা দুই রকমের - স্বকীয়া এবং পরকীয়া।

৩৫৬। **স্বকীয়া**

"করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।

পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা ॥৩॥

—যাঁহারা পাণিগ্রহণ-বিধি অনুসারে প্রাপ্তা, যাঁহারা পতির আদেশ-পালনে তৎপরা এবং যাঁহারা পাতিব্রত্যধর্ম্ম (শাস্ত্রোক্ত পাতিব্রত্য ধর্ম্ম) হইতে কখনও বিচলিত হয়েন না, তাঁহাদিগকে স্বকীয়া বলে।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—'শ্লোকোক্ত পাতিব্রত্য হইতেছে শাস্ত্রোক্ত পাতিব্রত্যধর্ম্ম।' 'পতির আদেশ পালনে তৎপরতা'-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—'ধর্ম্মের কোনও অংশের পালনবিষয়ে পতির অসম্মতি থাকিলে ধর্ম্মের সেই অংশেরও পরিত্যাগ পত্যাদেশ-পালন-তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত।'

"সুনির্ম্মাণে ধর্ম্মাধ্বনি পতিপরাভিঃ পরিচিতে মুদা বদ্ধশ্রদ্ধা গিরি চ গুরুবর্গস্থ পরিতঃ।
গৃহে যাঃ সেবন্তে প্রিয়মপরতন্ত্রাঃ প্রতিদিনং মহিষ্যস্তাঃ শৌরেস্তব মুদমুগ্রাং বিদধতু॥
—উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা ॥৪॥

—(দ্রৌপদী তাঁহার কোনও সখীকে বলিয়াছিলেন) পতিব্রতাগণের পরিচিত (শিষ্টজনানুমোদিত) এবং সুনির্ম্মিত (সর্ব্বগুণযুক্ত ও দোষরহিত) ধর্ম্মপথে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গুরুজনের বাক্যে আনন্দের সহিত যাঁহারা শ্রদ্ধাবতী এবং যাঁহারা গৃহে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিদিন স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের প্রিয়ের (পতির) সেবা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণ তোমার শ্রেষ্ঠ আনন্দ বিধান করুন।"

শ্লোকস্থ "অপরতন্ত্রাঃ"-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই:—যাঁহারা কাহারও অধীন নহেন, তাঁহাদিগকেই অপরতন্ত্রা বলা হয়। গুরুজনের বাক্যেও তাঁহারা শ্রদ্ধাবতী (বদ্ধশ্রদ্ধা গিরি চ গুরুবর্গস্থ); যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তাঁহার অধীনত্ব স্বাভাবিক। সুতরাং অপরতন্ত্র-শব্দে গুরুজনের অধীনত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই।

ক। শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া বল্লভা

উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে বলা হইয়াছে, দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশত আট জন মহিষী আছেন; তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা। ইহাদের প্রত্যেকেরই আবার সহস্র সহস্র সখী ও দাসী আছেন। সখীগণের রূপ-গুণ মহিষীগণের তুল্য; দাসীগণের রূপগুণ সখীগণের রূপ-গুণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন।

মহিষীগণের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাদ্রী-এই আটজন হইতেছেন শ্রেষ্ঠা। এই আটজনের মধ্যেও আবার রুক্মিণী এবং সত্যভামা হইতেছেন শ্রেষ্ঠা—রুক্মিণী ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠা এবং সত্যভামা সৌভাগ্যে শ্রেষ্ঠা।

রুক্মিণী ও সত্যভামার শ্রেষ্ঠত্বের কথা হরিবংশে ও পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে।

হরিবংশের উক্তিঃ—

"কুটুম্বস্যেশ্বরী সাসীদ্রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা।
সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাভবৎ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা ॥৫॥

—ভীষ্মককন্যা রুক্মিণী কুটুম্বদিগের অধীশ্বরী ছিলেন এবং মহিষীগণের মধ্যে সত্যভামা ছিলেন উত্তমা ও সৌভাগ্যে অধিকা।"

পদ্মপুরাণ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিঃ—

"ন মে ত্বত্তঃ প্রিয়তমা কাচিদ্দেবি নিতম্বিনী।
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণাং প্রিয়ে প্রাণসমা হ্যসি॥

—(সত্যভামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) হে দেবি! তোমা অপেক্ষা কোনও নিতম্বিনী আমার প্রিয়তমা নহে। আমার ষোড়শসহস্র স্ত্রীর মধ্যে কেবল তুমিই আমার প্রাণসমা।"

এ-স্থলে সত্যভামার সৌভাগ্য কথিত হইয়াছে। পতির আদরাধিক্যকেই রমণীদিগের **সৌভাগ্য** বলে।

রুক্মিণী ও সত্যভামার সখীগণ ও দাসীগণ সমস্ত মহিষীর সখী ও দাসী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তাঁহাদের সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ।

(১) কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোপকন্যাদের স্বীয়াত্ব

"যাশ্চ গোকুলকন্যাস্তু পতিভাবরতা হরৌ।
তাসাং তদ্বৃত্তিনিষ্ঠত্বান্ন স্বীয়াত্বমসাম্প্রতম্॥ ঐ ৫॥

—গোকুলকন্যাগণের মধ্যে যাঁহারা হরিতে পতিভাবরতা, তাঁহাদের পতিভাবনিষ্ঠত্ববশতঃ স্বীয়াত্ব অযোগ্য নহে।"

শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার সঙ্কল্প করিয়া যে-সকল গোকুলকন্যা কাত্যায়নীব্রতের আচরণ করিয়াছিলেন, এ-স্থলে তাঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহারা পতিভাবই পোষণ করিতেন এবং সেই পতিভাবেই তাঁহাদের নিষ্ঠা ছিল; এজন্য তাঁহাদের স্বীয়াত্ব অযৌক্তিক নহে।

পতিভাবে যে তাঁহাদের নিষ্ঠা ছিল, তাহার প্রমাণরূপে একটী শ্লোকও উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা

"আর্য্যা চেদতিবৎসলা ময়ি মুহুর্গোষ্ঠেশ্বরী কিং ততঃ
প্রাণেভ্যঃ প্রণয়াস্পদং প্রিয়সখীবৃন্দং কিমেতেন মে।
বৈকুণ্ঠাটবিমণ্ডলীবিজয়ি চেদ্বৃন্দাবনং তেন কিং
দীব্যত্যত্র ন চেদুমাব্রতফলং পিঞ্ছাবতংসী পতিঃ॥ ঐ ৫॥

—(যাঁহারা কাত্যায়নীব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছেন) কাত্যায়নীব্রতের ফলস্বরূপ শিখিপিঞ্ছচূড় আমার পতি যদি এই গোকুলে বিহার না করেন, তাহা হইলে—আর্য্যা (পূজনীয়া) গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা আমার প্রতি অত্যন্ত বাৎসল্যপরায়ণাও যদি হয়েন, তাহাতেই বা আমার কি? আমার প্রিয়সখীগণ প্রাণাপেক্ষা প্রণয়াস্পদ হইলেই বা আমার কি? এই বৃন্দাবন যদি বৈকুণ্ঠস্থিত-বনসমূহ-জয়ীও হয়, তাহাতেই বা আমার কি?"

প্রশ্ন হইতে পারে—"পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে"-এই পাণিনিবাক্য অনুসারে বিপ্র এবং অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া যিনি কোনও কুমারীকে পত্নীরূপে অঙ্গীকার করেন, তাঁহাকেই সেই কন্যার পতি বলা হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো বিপ্রাগ্নিকে সাক্ষী করিয়া কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোকুলকন্যাদের বিবাহ

করেন নাই ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের পতিই বা কিরূপে বলা যায় ? আর তাঁহাদিগকেও শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী কিরূপে বলা যায়।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,

"গান্ধর্ব্বরীত্যা স্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহ বস্তুতঃ।
অব্যক্তত্বাদ্‌বিবাহস্য সুষ্ঠু প্রচ্ছন্নকামতা ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৫ ॥

—(কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোকুলকন্যাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ) গান্ধর্ব্বরীতিতে পত্নীরূপে স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বস্তুতঃ তাঁহাদের স্বকীয়াত্বই সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহ অব্যক্ত ছিল বলিয়া (অপর কেহ জানিত না বলিয়া) তাঁহাদের প্রচ্ছন্নকামত্ব সুষ্ঠুরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।"

গান্ধর্ব্বরীতির বিবাহও লোকসম্মত ছিল। সুতরাং কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোপকন্যাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ অবৈধ নহে। কিন্তু অপর কেহ এই বিবাহের কথা জানিতনা বলিয়া অপরের- পিতামাতাদি আত্মীয়স্বজনেরও—অজ্ঞাতসারেই তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে হইত। ইহাই প্রচ্ছন্নকামতা। ইহার ফলে মিলনসুখ উচ্ছ্বাসময় হইত।

(২) **নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণকান্তাদের স্বকীয়াত্বের স্বরূপ**

শ্রীরুক্মিণী-সত্যভামাদি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধা স্বকীয়া কান্তা। অপ্রকট দ্বারকাতেও তাঁহারা অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা ; কিন্তু অপ্রকটে তাঁহাদের এই স্বকীয়াত্ব বিবাহবিধিসিদ্ধ নহে ; বিবাহবিধিসিদ্ধ হইলে নিত্যত্ব থাকিতে পারে না, বিবাহ-সময়েই তাহার উৎপত্তি, তাহার পূর্ব্বে নহে। তাঁহাদের এই স্বকীয়াত্ব হইতেছে অভিমানজাত—শ্রীরুক্মিণী-প্রভৃতির অভিমান বা দৃঢ়া প্রতীতি এই যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণেরও অনুরূপ অভিমান এই যে, তিনি তাঁহাদের স্বকীয় পতি। কিন্তু কখন কি ভাবে তাঁহাদের এই স্বকীয়াত্ব-প্রতিপাদক বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, লীলাশক্তির প্রভাবে সেই বিষয়ে তাঁহাদের কাহারওই কোনও রূপ অনুসন্ধান থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি শ্রীরুক্মিণী-প্রভৃতিকেও অবতারিত করেন এবং তখনই লৌকিকী রীতির অনুসরণে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। প্রকট-লীলার এই বিবাহদ্বারা তিনি যেন জগতের জীবকে জানাইতে চাহেন যে—শ্রীরুক্মিণী-প্রভৃতি মহিষীগণ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার স্বকীয়া কান্তা। অপ্রকটে যদি তাঁহার নিত্যপরিকর মহিষীগণ তাঁহার স্বকীয়া কান্তা না হইবেন, তাহা হইলে প্রকটেই বা কিরূপে তাঁহাদের সহিত তাঁহার বিবাহ হইতে পারে ? শ্রীকৃষ্ণ নরলীল বলিয়াই প্রকটে নরবৎ বিবাহ।

৩৫৭। পরকীয়া

"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা ॥৬॥

—যাহা ইহলোক এবং পরলোকের কোনও অপেক্ষাই রাখেনা, এতাদৃশ (অন্তরঙ্গ) রাগ (আসক্তি) বশতঃ যাঁহারা আপনাদিগকে (শ্রীকৃষ্ণরূপ) নায়কের নিকটে আত্মসমর্পণ করেন, (শ্রীকৃষ্ণরূপ) নায়কও (বহিরঙ্গ-বিবাহ-প্রক্রিয়াত্মক) ধর্ম্মের দ্বারা যাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করেন না, তাঁহারাই (শ্রীকৃষ্ণের) পরকীয়া কান্তা।” (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।

নায়ক ও নায়িকার মধ্যে কান্ত-কান্তা সম্বন্ধ দুই রকমে হইতে পারে—বিবাহদ্বারা এবং বিবাহ ব্যতীত। যে নায়িকা ইহকালের ও পরকালের অপেক্ষা রাখেন, তিনি শিষ্ট লোকদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহের অনুসরণেই নায়কের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বিবাহ হইতেছে একটী বহিরঙ্গ ব্যাপার—যাহা সকলেই দেখিতে বা জানিতে পাবে ; সুতরাং বিবাহ-বিধির অনুসরণে যে নায়িকা কোনও নায়ককে পতিরূপে গ্রহণ করেন, সেই নায়কের সঙ্গে তাঁহার মিলন ইহকালে লোক-নিন্দিতও নহে, পরকালে নিরয়-প্রাপকও নহে। কিন্তু নায়কের প্রতি যে নায়িকার আসক্তি এতই বলবতী যে, এই আসক্তিজনিত তন্ময়ত্ববশতঃ ইহকালের বা পরকালের—ইহকালের লোকনিন্দা বা পরকালের নিরয়গমনাদির —কথা তাঁহার অনুসন্ধানেই আসেনা, বলবতী আসক্তির প্রেরণাতেই যিনি স্বীয় অভীষ্ট নায়কের নিকটে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁহার প্রতি তাঁহার অভীষ্ট নায়কের আসক্তিও অনুরূপভাবে বলবতী বলিয়া নায়কও ইহকাল-পরকালের কথা না ভাবিয়া—সুতরাং শিষ্ট লোকদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-বিধিব অনুসরণ না করিয়া—সেই নায়িকাকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করেন, সেই নায়িকাকে বলে নায়কের পরকীয়া কান্তা।

এতাদৃশী পরকীয়া কান্তার একটী উদাহরণ উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রদত্ত হইয়াছে।

“রাগোল্লাস-বিলঙ্ঘিতার্য্যপদবী-বিশ্রান্তয়োঽপ্যুদ্ধুর-শ্রদ্ধারজ্যদরুন্ধতীমুখসতীবৃন্দেন বন্দ্যেহিতাঃ।
আরণ্যা অপি মাধুরীপরিমলব্যাক্ষিপ্তলক্ষ্মীশ্রিয় স্তাস্ত্রৈলোক্যবিলক্ষণা দদতু বঃ কৃষ্ণস্য সখ্যঃ সুখম্ ॥

— ঐ-৭॥

—(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটনের নিমিত্ত প্রথম দৌত্যকার্য্যে প্রবৃত্তা নান্দীমুখী-গার্গী প্রভৃতির প্রতি পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের পরমোল্লাস-বশতঃ ব্রজরামাগণ আর্য্যপথের চরম-সীমাপর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। তথাপি অরুন্ধতী-প্রমুখ সতীসমূহ অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে এই ব্রজরামাদের চেষ্টার (অভিসারাদির) ভূয়সী বন্দনা করিয়া থাকেন। এই ব্রজরামাগণ বনচরী হইলেও তাঁহাদের মাধুর্য্য-পরিমলের দ্বারা লক্ষ্মীর শ্রীও অকিঞ্চিৎকররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্য-বিলক্ষণা শ্রীকৃষ্ণের এই সখীগণ তোমাদের আনন্দ দান করুন।”

বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর সতীত্ব অতি প্রসিদ্ধ। বশিষ্ঠের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ঐকান্তিকী। রূপে, গুণে, সৌন্দর্য্যাদিতে বশিষ্ঠ অপেক্ষা পরমোৎকর্ষময় অন্য কোনও পুরুষের প্রতিই অরুন্ধতীর চিত্ত কখনও ধাবিত হয় না ; এজন্যই তাঁহার সতীত্ব—পাতিব্রত্য—অতি প্রসিদ্ধ ; কিন্তু সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে ত্রিলোকীগত পুরুষসমূহ হইতে পরমোৎকর্ষময় শ্রীনারায়ণের প্রতি যে অরুন্ধতীর চিত্ত ধাবিত হয় না,

ইহা বলা যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ব্রজসুন্দরীদিগের নিষ্ঠা এমনি আশ্চর্য্য যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি কৌতুকবশতঃ চতুর্হস্ত নারায়ণের রূপ প্রকটিত করিয়া কখনও তাঁহাদের সাক্ষাতে বিরাজিত থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হয়না, নারায়ণ-রূপের প্রতি তাঁহাদের চিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও ধাবিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ব্রজসুন্দরীদিগের এই নিষ্ঠা বা পাতিব্রত্য অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহাদের চিত্তের এই ঐকান্তিকী গতি, বা তাঁহাদের এতাদৃশ অতুলনীয় পাতিব্রত্যই অরুন্ধতী-প্রমুখা সতীনারীগণের প্রশংসার বিষয়; তজ্জন্য এই ঐকান্তিকী কৃষ্ণনিষ্ঠা বা ঐকান্তিক পাতিব্রত্য যাহাতে প্রকটিত হয়, সেই অভিসারাদি-চেষ্টাও সতীসমূহের প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে। শ্রীরাধা-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—"যাঁর পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥২।৮।১৪৪॥"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের অতিশয্যবশতঃই যে ব্রজসুন্দরীগণ বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এই শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল। এইরূপে তাঁহাদের পরকীয়াত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৫৮। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা দ্বিবিধা কন্যকা ও পরোঢ়া

"কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ। ব্রজেশব্রজবাসিন্য এতা প্রায়েণ বিশ্রুতাঃ।
প্রচ্ছন্নকামতাহ্যত্র গোকুলেন্দ্রস্য সৌখ্যদা ॥ ঐ-৮॥

—শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা দ্বিবিধা—কন্যকা এবং পরোঢ়া। এই পরকীয়া কান্তাগণ প্রায়শঃ নন্দ-মহারাজের ব্রজেই বাস করেন। তাঁহাদের প্রচ্ছন্নকামতা গোকুলেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সুখদায়িনী।"

প্রচ্ছন্নকামতা যে মধুররসের উৎকর্ষ বিধান করে, তাহার সমর্থনে পূর্ব্বে (৭।৩৪৮-খ অনুচ্ছেদে) উপপতি-প্রসঙ্গে ভরতমুনির বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এ-স্থলে পরকীয়া-প্রসঙ্গেও পূর্ব্বাচার্য্য রুদ্রের এবং বিষ্ণুগুপ্তসংহিতার বাক্য উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা

রুদ্রবাক্য:—

"বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা।
তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধম্ ॥-ঐ-৯॥

—স্ত্রীগণের যে বামতা, দুর্ল্লভতা এবং নিবারণ, তাহাই পঞ্চবাণের (কন্দর্পের) পরম আয়ুধ বলিয়া পরিগণিত।"

বিষ্ণুগুপ্ত-সংহিতাবাক্য:—

"যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্ল্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাম্।
তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়ম্ ॥ ঐ ৯ ॥

—মৃগনয়না নারীদিগের যে-স্থলে বিশেষ নিষেধ এবং সুদুর্ল্লভত্ব, সে-স্থলেই নায়কদিগের চিত্ত বিশেষ-রূপে আসক্ত হয়।"

নায়কের সঙ্গে মিলনের পক্ষে পরকীয়া নায়িকাকে বহু নিষেধের এবং বহু নিবারণের সম্মুখিনী হইতে হয়, তাহাতেই সেই নায়িকা নায়কের পক্ষে তুর্ল্লভা এবং নায়কও নায়িকার পক্ষে তুর্ল্লভ। এজন্যই এইরূপ পরকীয়া নায়িকাতে নায়কের চিত্ত বিশেষরূপে আসক্ত হইয়া পড়ে। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি লোভ স্বাভাবিক।

ক। কন্যকা

"অনূঢ়াঃ কন্যকাঃ প্রোক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ। সখীকেলিষু বিস্রব্ধাঃ প্রায়োমুগ্ধাগুণান্বিতাঃ॥

তত্র তুর্গাব্রতপরাঃ কন্যা ধন্যাদয়ো মতাঃ। হরিণা পূরিতাভীষ্টাস্তেন তাস্তস্য বল্লভাঃ॥ ঐ ২১-২১॥

—যাঁহারা অনূঢ়া (অর্থাৎ যাঁহাদের বিবাহ হয় নাই), তাঁহাদিগকে কন্যকা বলে। তাঁহারা লজ্জাশীলা, পিতৃগৃহে পালিতা, সখীকেলিতে বিস্রব্ধা (কিঞ্চিদ্ বয়োঽধিকা সখীগণকর্ত্তৃক নর্ম্মপরিহাসপূর্ব্বক যাহা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতেই বিশ্বস্তা) এবং প্রায়শঃ মুগ্ধা গুণবিশিষ্টা (৭।৩৭০ অনু দ্রষ্টব্য)। কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা ধন্যা প্রভৃতি গোপকন্যাগণ এই কন্যকাগণের মধ্যে পরিগণিত। শ্রীহরি তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন বলিয়া (গান্ধর্ব্ব-রীতিতে পত্নীত্বে অঙ্গীকার করিয়া 'যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ'-ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন বলিয়া) তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"রূঢ়িবৃত্তিতে স্বকীয়াতেই বল্লভা-শব্দের প্রয়োগ হয়। কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা গোপকন্যাগণকে শ্রীকৃষ্ণ পত্নীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা বলিয়াই মনে করিতেন।" এজন্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তাগণের মধ্যেও তাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন [পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৩৫৬ক (১)]। কিন্তু তাঁহাদের বিবাহের কথা অপর কেহ জানিত না বলিয়া লোকপ্রতীতিতে তাঁহারা ছিলেন অনূঢ়া; তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-বিষয়ে পরকীয়া নায়িকার মতনই তাঁহাদিগকে বিবিধ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইত। এ-সমস্ত বিষয়ের বিবেচনা করিয়াই বোধহয় শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহাদিগকে আবার পরকীয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

আবার "কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা॥৮॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যাঃ কাশ্চিৎ কন্যকা অপি রাগেণ পতিত্বোপপতিত্ব-বিচারশূন্যতয়া রহস্যং ভজন্তে তা অপি পরকীয়াঃ—যে-সমস্ত কন্যকা (অবিবাহিতা কন্যা) পতিত্ব-উপপতিত্ব-বিচার শূন্যতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগের ফলে নির্জনে তাঁহার ভজন করেন, তাঁহারাও পরকীয়া।" ইহাতে মনে হয়—কাত্যায়নীব্রতপরায়ণাগণব্যতীত গোকুলে অন্য গোপকন্যাও অনেক ছিলেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য ব্রতাদি করেন নাই; অথচ শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত অনুরাগবতী ছিলেন। অনুরাগজনিত-তন্ময়তাবশতঃ পতিত্ব বা উপপতিত্বাদি বিষয়ে কোনওরূপ বিচারের প্রশ্নও তাঁহাদের মনে জাগে নাই, গাঢ় অনুরাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহারা নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইঁহারাও পরকীয়া; কেননা, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা নহেন।

যাহাহউক, সখীকেলিতে বিস্রব্ধত্বের একটী উদাহরণ উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,

"বিস্রব্ধা সখি ধূলিকেলিষু পটাসম্বিতবক্ষঃস্থলা বালাসীতি ন বল্লভস্তব পিতা জামাতারং মৃগ্যতি।
ত্বন্তু ভ্রান্তবিলোচনান্তমচিরাদাকর্ণ্য বৃন্দাবনে কূজন্তীং শিখিপিঞ্ছমৌলিমুরলীং সোৎকম্পমাঘূর্ণসি॥
ঐ-২৩॥

—(কোনও কন্যকার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া পরিহাসপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিয়াছেন) সখি! ধূলিকেলিতেই তোমাকে বিস্রব্ধা দেখিতেছি; তোমার বক্ষঃস্থলও বস্ত্রদ্বারা এখনও আবৃত হয় নাই। তোমাকে নিতান্ত বালিকা মনে করিয়াই তোমার পিতা জামাতার অন্বেষণ করিতেছেন না। তুমি কিন্তু বৃন্দাবনাভ্যন্তরে শিখিপিঞ্ছমৌলি-শ্রীকৃষ্ণের মুরলীকূজন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ উৎকম্পিত (কন্দর্পজনিত কম্পপ্রাপ্ত) হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছ।"

খ। পরোঢ়া

"গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগলালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ॥ ঐ-২৪॥

—গোপগণকর্ত্তৃক বিবাহিতা হইয়াও যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীহরির সহিত সম্ভোগের জন্য লালসাবতী, সে-সমস্ত অপ্রসূতিকা (অজাত-সন্তানা) ব্রজনারীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পরোঢ়া বল্লভা।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "অপ্রসূতিকা"-শব্দ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"যোগমায়ার প্রভাবে এ-সমস্ত পরোঢ়া কৃষ্ণকান্তাগণ পুষ্পবতীই (রজস্বলাই) হয়েন নাই। পুষ্পবতী হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্য বিহার সম্ভব হইত না।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন - "তাঁহারা যদি সন্তানবতী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আলম্বনত্বই বিরূপতা প্রাপ্ত হইত, তাহাতে রসদোষ জন্মিত। শ্রীমদ্ভাগবতের 'মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥ ১০।৩৩।৬॥, তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥১০।৩৩।৭॥'-প্রভৃতি শ্লোকে তাঁহাদের আলম্বনত্বের সৌরূপ্যকারি-সৌরূপ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার 'সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥১০।৩৩।২৫॥'-শ্লোকে রসত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। যদি বলা যায়—'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ ॥১০।২৯।২০।'-শ্লোক হইতে জানা যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গোপীদের পুত্রের কথা বলিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা যে নিঃসন্তানা ছিলেন, তাহা কিরূপে বলা যায়? শ্রীজীব বলেন ইহা হইতেছে গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসময় বাক্য। ইহা যদি শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবত্ব-সূচক বাক্যই হইত, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন না। গোপীদের বাস্তবিকই পুত্র আছে, ইহা জানিয়াও যদি তিনি তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে ইহা হইত তাঁহার পক্ষে দোষাবহ। 'বাস্তবত্বে নিন্দামি চ পিবামি চেতি ন্যায়েন দোষাবহমেব স্যাৎ।—নিন্দাও করিব, পানও করিব—এই ন্যায় অনুসারে তাহা হইত দোষাবহ।' শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ধাবমানা গোপীদের অবস্থা বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব যে বলিয়াছেন—'পায়য়ন্ত্যঃ

শিশূন্ পয়ঃ॥ ১০।২৯।৬॥", সে-স্থলেও শুকদেব 'শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন'ই বলিয়াছেন, 'পুত্রদিগকে স্তন পান করাইতেছিলেন' বলেন নাই। গোপীগণ অপরের শিশু-সন্তানদিগকেই গো-দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন। বাৎসল্যের পাত্র অপরের পুত্রাদিকেও যে সুত বা পুত্র বলা হয়, শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব তাহাও দেখাইয়াছেন। জাম্ববতী-তনয় সাম্ব দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বরসভা হইতে হরণ করিলে দুর্য্যোধন সাম্বকে বন্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ধারের জন্য বলদেব হস্তিনাপুরে উপনীত হইলে দুর্য্যোধন প্রথমে তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু তাঁহাকে বহুবিধ উপঢৌকন দিয়া সম্বর্দ্ধিত করিলেন এবং লক্ষ্মণাকেও দিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'প্রতিগৃহ্য তু তৎসর্ব্বং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ। সসুতঃ সস্নুষঃ প্রাগাৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ॥ শ্রীভা, ১০।৬৮।৫২॥—সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বলদেব তৎসমুদায় উপঢৌকন গ্রহণ পূর্ব্বক সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দ্বারকায় গমন করিলেন।' এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্বকেই বলদেবের পুত্র বলা হইয়াছে। অথচ সাম্ব বলদেবের পুত্র নহেন—অবশ্য পুত্রতুল্য বাৎসল্যপাত্র।" এই আলোচনায় শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের কোনও সন্তান ছিল না।

(১) **পরোঢ়া কৃষ্ণবল্লভাদের সর্ব্বাতিশায়িত্ব**

"এতাঃ সর্ব্বাতিশায়িন্যঃ শোভাসাদ্গুণ্যবৈভবৈঃ।
রমাদিভ্যোঽপ্যুরুপ্রেমসৌন্দর্য্যভরভূষিতাঃ॥ ঐ-২৫॥

—শোভা-সাদ্গুণ্য-বৈভবে এই সমস্ত পরোঢ়া কৃষ্ণকান্তাগণ সর্ব্বাতিশায়িনী (সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা); লক্ষ্মীপ্রভৃতি অপেক্ষাও ইঁহারা প্রচুর-প্রেম-সৌন্দর্য্যদ্বারা ভূষিতা (ইঁহাদের মতন প্রেম এবং সৌন্দর্য্য লক্ষ্মী প্রভৃতিরও নাই)।"

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড-গৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥শ্রীভা, ১০।৪৭।৬০॥

—(উদ্ধবের উক্তি) কি আশ্চর্য্য! রাসোৎসবকালে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া যে-সকল ব্রজসুন্দরী আশীষ্ (কল্যাণ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাঁহাদের যে প্রসাদ লাভ হইয়াছিল, নারায়ণে অত্যন্তরতিমতী এবং নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও সেই প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই, স্বর্গস্থিতা পদ্মগন্ধবতী এবং অপূর্ব্বকান্তিমতী রমণীগণও তাহা লাভ করিতে পারেন নাই, অন্য রমণীর কথা আর কি বলিব?"

নারায়ণাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের ধাম হইতেছে পরব্যোম। প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপেরই কান্তা আছেন; তাঁহাদের অঙ্গের সৌগন্ধ্য, কান্তির ঔজ্জ্বল্য-মাধুর্য্যাদি, অতুলনীয়। এই সমস্ত ভগবৎকান্তাদিগের মধ্যে শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেছেন সর্ব্বোৎকর্ষময়ী—শোভা, সাদ্গুণ্য, প্রেম, মাধুর্য্যাদিতে তাঁহার তুল্য কোনও ভগবৎকান্তাই পরব্যোমে নাই; এজন্যই তিনি বিদগ্ধশিরোমণি

শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী ; শ্রীনারায়ণের প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত রতি। কিন্তু এতাদৃশী লক্ষ্মীদেবীও সেই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েন নাই—রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ; অন্য ভগবৎকান্তাদের কথা আর কি বলা যাইবে এবং জগতিস্থ অপর রমণীগণের কথাই বা কি বলা যাইবে। ব্রজসুন্দরীদিগের এতাদৃশ সৌভাগ্যে জানা যাইতেছে—জগতিস্থ অন্য তরুণীগণের কথা তো দূরেই, পরব্যোমস্থ অন্য ভগবৎ-কান্তাদের কথাও দূরে, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মী অপেক্ষাও ব্রজসুন্দরীগণের রূপ, সদ্‌গুণ, প্রেম, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্যাদি সর্ব্বাতিশায়িরূপে অধিক।

(২) পরোঢ়া কৃষ্ণকান্তা ত্রিবিধা

পরোঢ়া কৃষ্ণবল্লভা তিন রকমের—সাধনপরা, দেবী এবং নিত্যপ্রিয়া। "তাস্ত্রিবিধা সাধনপরা দেব্যো নিত্যপ্রিয়াস্তথা ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা ॥ ২৮ ॥"

পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে এই ত্রিবিধা কৃষ্ণবল্লভার বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

৩৫৯। সাধনপরা পরোঢ়া

সারনপরা পরোঢ়া আবার দুই রকমের—যৌথিকী এবং অযৌথিকী।

ক। যৌথিকী সাধনপরা

"যৌথিক্যস্তত্র সংভূয় গণশঃ সাধনে রতাঃ।
দ্বিবিধাস্তাস্তু মুনয়স্তথোপনিষদো মতাঃ ॥ ঐ-২৮ ॥

—যাঁহারা একসঙ্গে মিলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গণে বিভক্ত হইয়া সাধনে রত হয়েন (এবং সাধনসিদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণপরিকরভুক্ত হয়েন), তাঁহাদিগকে যৌথিকী বলে। এই যৌথিকীও আবার দুই রকমের—দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ এবং উপনিষদ্‌গণ (বা শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ)।"

(১) মুনিগণ—ঋষিচরী গোপী

"গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ। চিরাদুদ্বুদ্ধরতয়ো রামসৌন্দর্য্যবীক্ষয়া।
মুনয়স্তন্নিজাভীষ্টসিদ্ধিসম্পাদনে রতাঃ। লব্ধভাবা ব্রজে গোপ্যো জাতাঃ পাদ্মে ইতীরিতম্ ॥
কথাপন্থা কিল বৃহদ্‌বামনে চেতিবিশ্রুতিঃ। সিদ্ধিং কতিচিদেবাসাং রাসারম্ভে প্রপেদিরে ॥
ইতি কেচিৎ প্রভাষন্তে প্রকটার্থানুসারিণঃ ॥ ঐ ২৯-৩০ ॥

—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে কথিত আছে যে, দণ্ডকারণ্যবাসী কতিপয় মুনি পূর্ব্ব হইতেই গোপালের (ব্রজেন্দ্র-নন্দনের কান্তাভাবে) উপাসনা করিতেছিলেন ; কিন্তু তখনও তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল না। (বনবাস-কালে শ্রীরামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন, তখন কোনও কোনও অংশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া) শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্যদর্শনে তাঁহাদের বহুকালযাবৎ পরিপোষিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল। তদনন্তর তাঁহারা নিজেদের

অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সাধনে রত হইলেন। পরে লব্ধভাব অর্থাৎ জাতরতি হইয়া তাঁহারা ব্রজে গোপীরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। আবার, বৃহদ্ বামনপুরাণে অন্য কথা আছে। পূর্ব্বোক্ত-পাদ্মোত্তরখণ্ড-কথিত গোপীদিগের মধ্যে কয়েক জন রাসলীলার আরম্ভে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন—প্রকট-অর্থানুসারে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্। তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ॥" এই বাক্যগুলির তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"অস্যার্থঃ। রামং দৃষ্ট্বা কেনাপ্যংশেন সাদৃশ্যাদুদ্দীপ্ত-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক-প্রাচীনভাবাঃ সন্তস্ততোহপি সুন্দরবিগ্রহং হরিং শ্রীকৃষ্ণমেব উপভোক্তুমৈচ্ছন্ মনসা বরয়ামাসুঃ। ততশ্চ কল্পবৃক্ষস্যেব তস্য সাক্ষাৎ কিঞ্চিদপ্যনুক্তবতোহপি প্রসাদাত্তে সর্ব্বে কাসাঞ্চিদন্যত্রত্যগোপীনাং গর্ভগততয়া স্ত্রীত্বমাপন্না স্তদ্গর্ভবতীষু তাসু কথঞ্চিচ্ছ্রীমন্নন্দগোকুলমাগতাসু তত্র তাঃ সমুদ্ভূতা জাতাঃ ততশ্চ তা কামেন জারবুদ্ধিময়েনাপি মহানুরাগেণ হরিং পূর্ব্বপঠিত-হরিশব্দোক্তং শ্রীকৃষ্ণমেব সংপ্রাপ্য নিজান্তর্গৃহ এব প্রকটং লব্ধ্বা ভবার্ণবান্মুক্তাঃ প্রাকৃতগুণময়ং দেহং পরিত্যজ্যাপ্রাকৃতগুণময়দেহেন তৎসঙ্গিন্যো বভূবুরিতি। তদুক্তমন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ (শ্রীভা, ১০।২৯।৯) ইতি।"

তাৎপর্য্য। দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ সকলেই কান্তাভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপালকে পাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই উপাসনা করিতেছিলেন। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র যখন দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের কোনও কোনও অংশে সাদৃশ্য আছে বলিয়া, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রাচীনভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাহার ফলে শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দরবিগ্রহ হরি শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবময়ী সেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহারা মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন। কল্পবৃক্ষের নিকটে মনে মনে কিছু প্রার্থনা করিলেও কল্পবৃক্ষের প্রসাদে যেমন তাহা পাওয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে মুনিগণ মনে মনে যে বর চাহিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তাঁহারা তাহা পাইয়াছিলেন। (কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে) দেহ-ভঙ্গের পরে, ব্রজভিন্ন-অন্য কোনও স্থানস্থিতা কোনও কোনও গোপীর গর্ভে (যোগমায়ার প্রভাবে) প্রবেশ করিয়া তাঁহারা কন্যারূপতা প্রাপ্ত হইলেন। কোনও প্রকারে সে-সমস্ত গর্ভবতী গোপী শ্রীমন্নন্দ-গোকুলে আসিলেন; তখন তাঁহাদের গর্ভ হইতেই গোকুলে তাঁহাদের জন্ম হইল। তাহার পরে, জারবুদ্ধিময় মহানুরাগের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ নিজেদের গৃহমধ্যে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া) তাঁহারা ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইলেন—অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত-গুণময় দেহে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন।

এই গোপীগণকে **ঋষিচরী** (পূর্ব্বে যাঁহারা ঋষি ছিলেন, তাদৃশী) গোপী বলে। রাস-লীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২৯ অধ্যায়ের "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্" ইত্যাদি ৯-শ্লোক হইতে

আরম্ভ করিয়া "জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥-১১"-শ্লোকপর্য্যন্ত তিনটী শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই ঋষিচরী গোপীদের কথাই বলিয়াছেন। এই শ্লোকত্রয়ের যে তাৎপর্য্য টীকাতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অবগত হইলেই উপরে উদ্ধৃত শ্রীরূপগোস্বামীর এবং শ্রীজীব গোস্বামীর উক্তির তাৎপর্য্য পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হইবে। এজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত-টীকার তাৎপর্য্য এ-স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

টীকার মর্ম্ম প্রকাশ করার পূর্ব্বে এ-স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে ৫।৬৩-গ অনুচ্ছেদে (২২১৪-২৮ পৃষ্ঠায়) বলা হইয়াছে, রাগানুগামার্গে ব্রজভাবের সাধক যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিলে তাঁহার দেহভঙ্গের পরে যোগমায়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের তৎকালীন প্রকটলীলাস্থলে আহিরী গোপীর গর্ভ হইতে চিন্ময় দেহে আবির্ভাবিত করেন। জাতপ্রেম না হইলে কোনও সাধককেই যোগমায়া এই ভাবে কৃপা করেন না। কিন্তু দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ জাতপ্রেম না হইতেই, সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপার কথা স্মরণ করিয়া, যোগমায়া তাঁহাদিগকে গোকুলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত করাইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা ছিলেন জাতরতিমাত্র, সুতরাং তাঁহাদের গোপীদেহ সম্যক্‌রূপে কষায়বিমুক্ত—গুণাতীত—ছিলনা। এক্ষণে শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকত্রয়ের টীকার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

যেই দেহে ঋষিচরী গোপীগণ গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই দেহ ছিল গুণময়, সচ্চিদানন্দময় ছিল না। বৈষ্ণবতোষণী টীকায়, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন, এই ঋষিচরী গোপীগণ ছিলেন 'সিদ্ধপূর্ণভাবাঃ ন তু সিদ্ধদেহাঃ—তাঁহাদের ভাব বা রতি পর্য্যন্তই পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু দেহ সিদ্ধ (চিন্ময়) হয় নাই।" ব্রজের গোপীগর্ভ হইতে কিরূপে গুণময় দেহের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহার বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীজীব বৈষ্ণবতোষণীতে লিখিয়াছেন, প্রকট লীলায় প্রাপঞ্চিকের মিশ্রণ থাকে; তাহার প্রমাণ এই যে, প্রকটলীলায় শ্রীদেবকী-দেবীর প্রথম ছয়টী সন্তানের দেহও ছিল প্রাপঞ্চিক। "ন চ বক্তব্যং গোকুলজাতানাং প্রাপঞ্চিকদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীতি। অবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ। শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়্‌ গর্ভ-সংজ্ঞকানাং জন্ম শ্রূয়তে ইতি।" কিন্তু ঋষিচরীদের দেহ গুণময় বা প্রাপঞ্চিক কেন ছিল? এ সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—যখন সাধনান্তে তাঁহাদের দেহভঙ্গ হয়, তখন তাঁহারা প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন না, প্রেমের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর রত্যঙ্কুর মাত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থাতেই যোগমায়া তাঁহাদিগকে ব্রজে গোপকন্যারূপে আবির্ভাবিত করাইয়াছেন। "গোপালোপাসকা ঋষয়স্তে শ্রীরামমূর্ত্তিমাধুরী-দর্শনাৎ রাগময়ভক্তে নিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরত্যঙ্কুর ভূমিকা আরূঢ়াঃ সম্যগপরিপক্বকষায়া অপি শ্রীযোগমায়য়া দেব্যা গোকুলমানীয় গোপীগর্ভে জনিতাঃ কন্যকা বভুবুঃ।" গোপীগর্ভে জন্মসময়ে তাঁহারা ছিলেন "সম্যক্‌ অপরিপক্ব-কষায়"—গুণময়ত্বরূপ কষায় তখনও তাঁহাদের ছিল। তারপর, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিত্যসিদ্ধগোপীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, ঐ সঙ্গের এবং নিত্যসিদ্ধ গোপীদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথাদি শ্রবণের প্রভাবে বয়ঃ-

সন্ধিদশা হইতেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বানুরাগ জন্মে এবং স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গও তাঁহাদের হইয়াছিল; তাহারই ফলে তাঁহাদের কষায় সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হয়, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতিও প্রেম-স্নেহাদি ভূমিকায় আরূঢ় হয়। এই অবস্থায় গোপদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়া থাকিলেও পতিম্মন্যাদির অঙ্গসঙ্গাদি হইতে যোগমায়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহ চিন্ময়ীভূত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন-সময়েই পতিম্মন্যদের দ্বারা নিবারিতা হওয়া সত্ত্বেও যোগমায়ার কৃপায় নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গেই তাঁহারা অভিসার করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীতা হইয়াছিলেন। "তাসামেব মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গভূম্না বয়ঃসন্ধিদশামারভ্য এব লব্ধপূর্ব্বানুরাগাঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাঃ দগ্ধসম্যক্‌কষায়াঃ প্রেমস্নেহাদিভূমিকা আরূঢ়া গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি যোগমায়য়ৈব তদঙ্গস্পর্শদোষাদ্রহিতাঃ চিন্ময়দেহীভূতাঃ কৃষ্ণোপভুক্তাস্তস্যাং রাত্রৌ বেণুবাদন-সময়ে পতিভির্বার্য্যমাণা অপি যোগমায়াসাহায্য-প্রসাদাৎ নিত্যসিদ্ধগোপীভিঃ সহিতা এব প্রেষ্ঠমভিসস্রুঃ।" শ্রীমদ্‌ভাগবতের "তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ। গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥১০।২৯।৮॥" শ্লোকে ইঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

আর, নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই, তাঁহাদের প্রেম লাভও হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের কষায়ও (গুণময়ত্বও) দূরীভূত হয় নাই। গোপদিগের সহিত তাঁহাদেরও বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহারা পতিকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছিলেন এবং অপত্যবতীও হইয়াছিলেন। তাহার পরে নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীদের সহিত তাঁহাদের সঙ্গ হইয়াছিল; তাহার ফলে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের জন্য তাঁহাদের লালসা জাগিয়াছিল, তাঁহারা পূর্ব্বরাগবতীও হইয়াছিলেন। নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীদের কৃপাপাত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের দেহ কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের অযোগ্য ছিল বলিয়া যোগমায়া তাঁহাদের সাহায্য করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণকালে তাঁহারা গৃহমধ্যে ছিলেন; পূর্ব্ব-রাগবতী ছিলেন বলিয়া বংশীধ্বনি-শ্রবণে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাওয়ার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যোগমায়ার সাহায্য না পাওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণকর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়া গৃহমধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন, বাহির হইতে পারিলেন না। মহাবিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া তাঁহারা যেন মরণ-দশায় উপনীত হইলেন, পতি-আদিকে মহাশত্রু মনে করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব-স্ব-প্রাণৈকবন্ধু মনে করিয়া তীব্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (স্মরণ) করিতে লাগিলেন। "কাশ্চিত্তু নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গ-ভাগ্যাভা-বাদলব্ধপ্রেমত্বাদদগ্ধকষায়া গোপৈর্ব্যূঢ়া গোপোপভুক্তা অপত্যবত্যো বভুবুঃ। তাঃ খলু তদনন্তরমেব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভূম্না কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহোদ্রেকাৎ পূর্ব্বরাগবত্যঃ তাসাং কৃপাপাত্রী-ভবন্ত্যোঽপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাযোগ্যদেহত্বেন যোগমায়াসাহায্যাকরণাৎ পতিভির্বারিতাঃ কৃষ্ণমভিসর্ত্তুমক্ষমা মহাবিপদ্‌গ্রস্তাঃ পতি-ভ্রাতৃপিত্রাদীন্ স্বপ্রাণবৈরিত্বেন পশ্যন্ত্যো মরণদশায়ামুপস্থিতায়াং সত্যাং যথান্যা মাত্রাদিস্ববন্ধুজনং স্মরন্তি তথৈব স্বপ্রাণৈকবন্ধুং কৃষ্ণং সস্মরুরিত্যাহ অন্তরিতি।" তীব্রধ্যান-কালে শ্রীকৃষ্ণবিরহের ফলে তাঁহাদের যে জ্বালাময় উৎকট দুঃখের উদয় হইয়াছিল, তাহা যেমন ছিল অতুলনীয়, আবার স্ফূর্ত্তিতে

শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের ফলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাও ছিল তেমনি অতুলনীয়। ইহারই ফলে তাঁহাদের সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়া গেল, পতিকর্তৃক উপভুক্ত তাঁহাদের গুণময় দেহও গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিল, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের উপযোগী হইয়া পড়িল। কৃষ্ণসেবার উপযোগী এই সচ্চিদানন্দময় দেহেই তাঁহারা কেহ কেহ বা সেই দিন, কেহ কেহ বা পরের দিন রাসলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে—"অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ। কৃষ্ণং তদ্ভাবনা-যুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥ দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ। ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ। তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ। জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥১০।২৯। ৯-১১॥"-শ্লোকে ইঁহাদের কথাই বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত ঋষিচরী গোপীদিগের মধ্যে "তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত প্রথম শ্রেণীভুক্ত গোপীদের সম্বন্ধে টীকাকারগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—যেই গুণময় দেহে তাঁহারা ব্রজে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিত্যসিদ্ধগোপীদের সঙ্গের প্রভাবে তাঁহাদের সেই গুণময় দেহই সচ্চিদানন্দময় পার্ষদদেহে পরিণত হইয়াছিল; তাঁহাদিগকে সেই গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সচ্চিদানন্দময় দেহ গ্রহণ করিতে হয় নাই—শ্রীধ্রুবের যথাবস্থিত সাধকদেহ যেমন বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ-দেহে পরিণত হইয়াছিল, তদ্রূপ। আর "অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ"-ইত্যাদি শ্লোকে পতিকর্তৃক উপভুক্তা যে ঋষিচরী গোপীদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাঁহারা "জহু গুর্ণময়ং দেহম্-গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।" এই গুণময়-দেহত্যাগসম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—"গুণময়ং দেহং জহুঃ; গুণাঃ ভাবাঃ। তত্র আন্তরা ভাবাঃ আর্জ্জব-স্থৈর্য্য-মার্দ্দব-বহির্নিষ্ক্রমোপায়াজ্ঞতা গুরুজনাদিসঙ্কোচাদয়ঃ। বাহ্যাঃ সন্তপ্ততা-গৃহান্তঃস্থতা-বদ্ধতাদয়ঃ। তন্ময়ং তৎপ্রধানং দেহং জহুরিতি। তদ্ভাবত্যাগ এবাত্র দেহত্যাগ উক্তঃ।—গুণ অর্থ ভাব। ভাব দুই রকমের—অন্তরের ও বাহিরের। অন্তরের ভাব—সরলতা, স্থৈর্য্য, মৃদুতা, বহির্গত হওয়ায় উপায়-বিষয়ে অজ্ঞতা, গুরুজনাদি হইতে সঙ্কোচাদি। আর বাহিরের ভাব—সন্তপ্ততা, গৃহান্তঃস্থিততা, বদ্ধতাদি। এ সমস্ত ভাবময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এ-স্থলে সেই সেই ভাবের ত্যাগকেই দেহত্যাগ বলা হইয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়—গোপীগণের দেহ হইতে কতকগুলি ভাবই দূরীভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের মৃত্যু হয় নাই। তাঁহাদের গুণময় দেহের গুণময়ত্বই দূরীভূত হইয়াছিল, সেই দেহই সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভ করিয়াছিল। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—মরণব্যতীতই ধ্রুবাদির দেহের ন্যায় তাঁহাদের দেহ গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিল। "মরণবশাৎ দেহপাত এব তাসামিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ম্।**। তাসাং গুণময়দেহা গুণময়ত্বং পরিত্যজ্য চিন্ময়ত্বং ধ্রুবাদীনামিব প্রাপুরেষ এব দেহত্যাগঃ।" শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—'গুণময়ং বিরহভাবময়ং দেহম্ আবেশমিত্যর্থঃ। তথা তৃতীয়ে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মণো দর্শিতম্।—বিরহভাবময় আবেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের

তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মারও কেবল পূর্ব্বভাবের আবেশ ত্যাগ দর্শিত হইয়াছে ॥” শ্রীজীব এস্থলে “গুণময়ত্ব” ত্যাগের কথাই বলিলেন ; মৃত্যুর কথা বলেন নাই। কিন্তু অপর এক রকম অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“তন্মায়য়া এব ত্যক্তানাং দেহানামন্তর্দ্ধাপনং তৎসদৃশীনামন্যানাং স্ফুরণঞ্চ গম্যতে।—গোপীদিগের পরিত্যক্ত দেহ শ্রীকৃষ্ণমায়াই অন্তর্দ্ধাপিত করিয়াছিলেন এবং তৎসদৃশ অন্য দেহ প্রকটিত করিয়াছিলেন।” ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহারা যেন বাস্তবিকই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পরে তদনুরূপ সচ্চিদানন্দময় দেহ পাইয়াছিলেন। এই সচ্চিদানন্দময় দেহও শ্রীকৃষ্ণমায়াই প্রকটিত করিয়াছিলেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণমায়া-শব্দে শ্রীকৃষ্ণশক্তি যোগমায়াকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ; বহিরঙ্গামায়া কৃষ্ণসেবার উপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ দিতে পারেন না। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও লিখিয়াছেন—“পরয়া হরিশক্ত্যা আবির্ভাবিত-তদুপভোগযোগ্য-বিজ্ঞানানন্দময়-দেহাঃ সত্য ইতি লভ্যতে।—শ্রীহরির পরাশক্তির দ্বারাই কৃষ্ণের উপভোগযোগ্য বিজ্ঞানানন্দময়-দেহ আবির্ভাবিত হইয়াছিল।”

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনায় চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় দেখা যায়—ঋষিচরী গোপীদের মধ্যে প্রথমেই যাঁহাদের পক্ষে নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল, যোগমায়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন এবং রাসারম্ভে তাঁহারাও নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণির পূর্ব্বোদ্ধৃত “সিদ্ধিং কতিচিদেবাসাং রাসারম্ভে প্রপেদিরে”-বাক্যে তাঁহাদের কথা বলিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

(২) **উপনিষদ্‌গণ—শ্রুতিচরী গোপীগণ**

“সমন্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদোঽখিলাঃ। গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্যমসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ।
তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে ॥ বল্লব্য ইতি পৌরাণী তথোপনিষদী প্রথা ॥ ঐ-৩০ ॥
—সর্ব্বতো ভাবে সূক্ষ্মদর্শিনী মহোপনিষৎ-সকল (শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ) গোপীদিগের অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং (গোপীদের ন্যায় সৌভাগ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায়) শ্রদ্ধার সহিত (শাস্ত্রোক্তবিধি অনুসারে) তপস্যা করিয়া প্রেমলাভ করিয়া ব্রজমধ্যে (গোপীরূপে) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকেও বল্লবী বলার রীতি পুরাণে এবং উপনিষদে দৃষ্ট হয়।”

টীকায় “পৌরাণী”-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বৃহদ্‌বামনপুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিত্য-বৃন্দাবনগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বেদাভিমানিনী দেবীগণের প্রার্থনা বৃহদ্‌বামন-পুরাণে এইরূপ দৃষ্ট হয়। “কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষু-ব্ধান্যসংশয়ম্ ॥ যথা তল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা ॥ তত্র শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্ ॥ দুর্ল্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ। ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতিতী ॥ তথা পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে ॥ গায়ত্রী চ গোপীত্বং প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তবতীত্যাখ্যায়তে। যথা গোপকন্যারূপতয়া জাতায়াস্তস্যা ব্রহ্মণা পরিণয়ে তৎপিত্রাদিগোপেষু শ্রীভগবদ্বরঃ। ময়া জ্ঞাত্বা ততঃ কন্যা দত্তা চৈষা

বিরিঞ্চয়ে। যুষ্মাকন্তু কুলে চাহং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। অবতারং করিষ্যামি মৎকান্তা তু ভবিষ্যতীতি ॥ ঔপনিষদী স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়া বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা ইতি শ্রুতিস্তবপ্রসিদ্ধস্য উপনিষদ্‌বিশেষস্য মতেন গম্যা ॥

—বেদাভিমানিনী দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—'কন্দর্পকোটিলাবণ্য তোমাকে দর্শন, করিয়া আমাদের মন কামিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া কন্দর্পদ্বারা নিঃসংশয়রূপে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। আবার ব্রজলোকবাসিনী গোপিকাগণ তোমাকে তাঁহাদের রমণ মনে করিয়া কামতত্ত্বে (প্রেমতত্ত্বে) যেভাবে তোমার ভজন করেন, সেই ভাবে তোমার ভজনের জন্যও আমাদের ইচ্ছা জন্মিয়াছে। (বেদাভিমানিনী দেবীগণের প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই) শ্রীকৃষ্ণবাক্যও বৃহদ্‌বামনপুরাণে কথিত হইয়াছে। যথা, (শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন)—'তোমাদের মনোরথ দুর্ল্লভ এবং দুর্ঘট ; তথাপি ইহা আমাকর্তৃক অনুমোদিত ; ইহা সত্য হওয়ার যোগ্য।' পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে কথিত হইয়াছে—'গায়ত্রী-দেবীও গোপীত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন।' গোপকন্যারূপে জাতা গায়ত্রীদেবীর ব্রহ্মার সহিত পরিণয় হইলে তাঁহার পিত্রাদি-গোপগণের প্রতি শ্রীভগবান্ এই বর প্রদান করিয়াছিলেন—'এই কন্যাকে তোমরা যে ব্রহ্মাকে দান করিয়াছ, তাহা আমি জানিয়াছি। আমিও দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমাদের কুলে অবতীর্ণ হইব ; তখন তোমাদের এই কন্যা আমার কান্তা হইবে।' আর (শ্রীমদ্‌ভাগবতের বেদস্তুতিতে বেদাভিমানিনী দেবীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) 'স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়া বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা ইতি' (অনুবাদ ১।১।১৮৪-ছ অনুচ্ছেদে ৬২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য), এই প্রসিদ্ধ স্তুতি উপনিষদ্‌বিশেষেরই অভিমত ; ইহাদ্বারা ঔপনিষদী রীতিও জানা যায়।"

খ। অযৌথিকী সাধনপরা

"তদ্ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ। তদ্‌যোগ্যমনুরাগৌঘং প্রাপ্যোৎকণ্ঠানুসারতঃ॥
তা একশোঽথবা দ্বিত্রাঃ কালে কালে ব্রজেঽভবন্। প্রাচীনাশ্চ নবাশ্চ স্যুরযৌথিক্যস্ততো দ্বিধা ॥
নিত্যপ্রিয়াভিঃ সালোক্যং প্রাচীনাশ্চিরমাগতাঃ। ব্রজে জাতা নবাস্ত্বেতা মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যাদিযোনিতঃ ॥

—উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৩১ ॥

—গোপীভাবে অত্যন্ত লুব্ধ হইয়া যাঁহারা রাগানুগীয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং গোপীভাবযোগ্য ভজনৌৎকট্য লাভ করিয়া গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা লাভ করেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে এক, অথবা দুই, অথবা তিন করিয়া (কখনও বা একজন একাকী, কখনও বা দুইজন একসঙ্গে, আবার কখনও বা তিন জন এক সঙ্গে) গোপীরূপে ব্রজে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগকেই অযৌথিকী বলা হয়। এই অযৌথিকী আবার প্রাচীনা এবং নবীনা ভেদে দুই রকমের (যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পগত কৃষ্ণাবতার-সময়ে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীনা ; আর যাঁহারা বর্ত্তমান কল্পগত কৃষ্ণাবতারে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা নবীনা)। যাঁহারা প্রাচীনা, তাঁহারা চিরকালই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীদিগের

সহিত সালোক্য প্রাপ্ত হয়েন (অর্থাৎ অপ্রকটলীলাতেও তাঁহারা নিত্যপ্রেয়সীদের সঙ্গে থাকেন, প্রকটলীলাকালেও নিত্যপ্রেয়সীদের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়েন)। আর, যাঁহারা নবীনা, মর্ত্ত্যা-মর্ত্ত্যাদি যোনি হইতে (অর্থাৎ মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব্বাদি-যোনিতে জন্ম গ্রহণের পরে রাগানুগীয় ভজনে জাতপ্রেম হইলে প্রকটলীলাকালে) তাঁহারা ব্রজে জন্ম গ্রহণ করেন।"

৩৬০। দেবীগণ

"দেবেষ্বংশেন জাতস্য কৃষ্ণস্য দিবি তুষ্টয়ে। নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ।

তত্র দেবাবতরণে জনিত্বা গোপকন্যকাঃ। তা অংশিনীনামেবাসাং প্রাণসখ্যোঽভবন্ ব্রজে॥ ঐ-৩২॥

—অংশরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিলে (অবতীর্ণ হইলে) তাঁহার তুষ্টি বিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণের অংশও দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহারা (দেবযোনিতে জাত নিত্যপ্রিয়াদের অংশগণ) গোপকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা তখন ব্রজে তাঁহাদের অংশিনী নিত্যপ্রেয়সীদিগের প্রাণতুল্য সখী হয়েন।"

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে সমাধিপ্রাপ্ত ব্রহ্মা যে আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবানের একটী উক্তি আছে—"তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ॥শ্রীভা, ১০।১ ২৩॥—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কার্য্যের জন্য দেবস্ত্রীগণ ব্রজে জন্ম গ্রহণ করুন।" এ-স্থলে যে দেবস্ত্রীগণের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাই হইতেছেন উজ্জ্বলনীলমণিকথিত নিত্যপ্রেয়সীগণের অংশ।

৩৬১। নিত্যপ্রেয়সী

উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে—ব্রজে শ্রীরাধা এবং শ্রীচন্দ্রাবলী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যা নিত্যপ্রিয়া। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিত্য সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি গুণের আশ্রয়। তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণতুল্যা, তাহার প্রমাণরূপে ব্রহ্মসংহিতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

"আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৫।৩৭॥

—(ব্রহ্মা বলিয়াছেন) আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতা নিজরূপতা-প্রাপ্তা স্বীয় কলা-স্বরূপা (স্বাংশরূপা শক্তিস্বরূপা) গোপীগণের সহিত যিনি গোলোকেই নিত্য বাস করেন, সেই অখিলাত্মভূত (সকলের জীবনীভূত) আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি ভজন করি।"

উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কলাভিঃ স্বাংশরূপাভিঃ শক্তিভিঃ।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"নিজস্য রূপতয়া তাভিঃ স্বরূপভূতাভিঃ শক্তিভিরিত্যর্থঃ—নিজ-রূপতা-শব্দের অর্থ হইতেছে—স্বীয় স্বরূপভূতা শক্তি।" ইহার সমর্থনে চক্রবর্ত্তিপাদ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ॥"-বাক্য এবং বিষ্ণুপুরাণের "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা

প্রোক্তা”-ইত্যাদি এবং “হ্লাদিনী-সন্ধিনী সংবিৎ”-ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী, সংবিৎ ও সন্ধিনী-এই তিনটী বৃত্তিবিশিষ্টা স্বরূপ-শক্তি শ্রুতি-স্মৃতিসম্মতা। এই হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই হইতেছে প্রেম। শ্লোকস্থ “আনন্দচিন্ময়রস”-শব্দে এই প্রেমকে বুঝাইতেছে। আনন্দচিন্ময়রস—অপ্রাকৃত-প্রেমরস। “আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ”-শব্দ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—“চিন্ময়-আনন্দের অনুভবময় রসের দ্বারা প্রতিভাবিতা, পৃথক্‌রূপে আবির্ভাবিতা”; ইহাতে বুঝাগেল, কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ হইতেছেন হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ প্রেমেরই মূর্ত্তবিগ্রহ। “রস”-শব্দের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন-“রসৈঃ শৃঙ্গারৈঃ—শৃঙ্গাররস বা মধুর-রসের দ্বারা” প্রতিভাবিতা। প্রথমে গোপীদের দ্বারাই মধুররসে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিত হইয়াছেন; পরে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রতিভাবিতা—ভাবযুক্তীকৃতা—হইয়াছেন; ইহাদ্বারা তাঁহাদের পরস্পর-ভাব-নিষ্ঠত্ব সূচিত হইতেছে।

যাহা হউক, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়—কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ—সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে মুখ্যা শ্রীরাধা এবং শ্রীচন্দ্রাবলীও—হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপতা—আত্মস্বরূপতা-প্রাপ্তা, তাঁহারই নিজাংশরূপা স্বরূপশক্তি; এজন্য তাঁহারা সৌন্দর্য্যাদিগুণে শ্রীকৃষ্ণের তুল্যা (১।১।১৬৬ অনু, ৫১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

উজ্জ্বলনীলমণিতে আরও বলা হইয়াছে—রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রিকা (ভদ্রা), তারা, বিচিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা এবং পালিকাদি হইতেছেন শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা* নিত্যপ্রিয়া।

চন্দ্রাবলীর অপর নাম সোমাভা। গোপালতাপনী শ্রুতিতে যাঁহাকে গান্ধর্ব্বা বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীরাধিকা। ঋক্‌পরিশিষ্টেও শ্রীরাধার নাম আছে। “রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা” ইত্যাদি। ললিতার অন্য একটী নাম অনুরাধা।

লোকপ্রসিদ্ধা নিত্যপ্রিয়াদের নাম, যথা —খঞ্জনাক্ষী, মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী এবং কুঙ্কুমা-প্রভৃতি।

এই সমস্ত নিত্যপ্রিয়াদের শত শত যূথ আছে এবং এক এক যূথে লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গনা আছেন।

বিশাখা, ললিতা, পদ্মা এবং শৈব্যা-এই চারিজন ব্যতীত শ্রীরাধা হইতে আরম্ভ করিয়া কুঙ্কুমা পর্য্যন্ত সকলেই যূথেশ্বরী। কিন্তু সৌভাগ্যাধিক্যে শ্রীরাধিকাদি আট জনই প্রধানা বলিয়া কীর্ত্তিত। ললিতাদি সখীচতুষ্টয় যূথেশ্বরী হওয়ার যোগ্য হইলেও স্বাভীষ্ট শ্রীরাধিকাদির প্রীতির লোভে তাঁহারা সখীত্বই অঙ্গীকার করিয়াছেন (ললিতা ও বিশাখা শ্রীরাধার সখীত্বে এবং পদ্মা ও শৈব্যা চন্দ্রাবলীর সখীত্বে রুচিশালিনী)।

---

* টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এ-স্থলে শাস্ত্র বলিতে ভবিষ্যোত্তর পুরাণ এবং স্কন্দপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদসংহিতাদিকে বুঝায়। ভবিষ্যোত্তর-প্রমাণ, যথা—“গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা। রাধাঽনুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথেতি।” দশম্যপি তারকানাম্নীত্যর্থঃ। দশমীত্যেকং নাম বা—দশমীর নামও তারকা, অথবা দশমীই একটী নাম। আর স্কন্দগত প্রমাণ—“ললিতো বাচেত্যাদিনা ললিতা পদ্মা ভদ্রা শৈব্যা শ্যামলেতি পঞ্চকমধিকং প্রতিপাদয়দ্দৃশ্যতে।”

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৪)

শ্রীরাধা

৩৬২। শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব

পূর্ব্বকথিত অষ্ট প্রধানা যূথেশ্বরীর মধ্যে শ্রীরাধা এবং শ্রীচন্দ্রাবলী হইতেছেন শ্রেষ্ঠা। ইঁহাদের প্রত্যেকের যূথেই কোটি কোটি গোপী আছেন।

৩৬৩। শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে আবার শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীর মধ্যে আবার শ্রীরাধাই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা. তিনি মহাভাব-স্বরূপা এবং গুণে অত্যন্ত বরীয়সী।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ উ, নী, রাধা ॥২॥

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রেও শ্রীরাধার উৎকর্ষের কথা বলা হইয়াছে।

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

—শ্রীরাধিকা দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা ; তিনি সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সম্মোহিনী এবং পরা।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য নিম্নোদ্ধৃত পয়ারসমূহে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'দেবী' কহি—দ্যোতমানা পরম-সুন্দরী। কিম্বা কৃষ্ণ-পূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥
'কৃষ্ণময়'—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে। যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা 'পরম দেবতা'। সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥
'সর্ব্বলক্ষ্মী'-শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান*। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান ॥
কিম্বা 'সর্ব্বলক্ষ্মী' কৃষ্ণের ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য। তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্যা ॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে। সর্ব্বলক্ষ্মী-গণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥

* কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধপ্রকার। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার। শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ বৈভবপ্রকাশ-স্বরূপ। আকার-স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৬৩-৬৮ ॥

কিম্বা 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ। 'সর্ব্বকান্তি'-শব্দের এই অর্থ বিবরণ॥
জগতমোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের 'পরা' ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥১।৪।৭২—৮৫।

গোপালোত্তরতাপনী-শ্রুতিতে যাঁহাকে গান্ধর্ব্বা বলা হইয়াছে, তিনিই শ্রীরাধা। ঋক্‌পরিশিষ্টেও মাধবের সহিত শ্রীরাধার উল্লেখ করা হইয়াছে।*

পদ্মপুরাণে দেখা যায়—দেবর্ষি নারদও শ্রীরাধার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ উ, নী, রাধা ।।৩।-ধৃত॥

—শ্রীরাধা যেমন সর্ব্বব্যাপকতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, শ্রীরাধার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তদ্রূপ প্রিয়। সমস্ত গোপীগণের মধ্যে তিনিই বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।"

ক। শ্রীরাধার স্বরূপতত্ত্ব

"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥ উ, নী, রাধা ।।৪।।

—সর্ব্বশক্তিবরীয়সী যে মহাশক্তি হ্লাদিনী, তাহার সারভাবরূপাই হইতেছেন শ্রীরাধা; ইহাই (বৃহদ্‌ গৌতমীয়াদি) তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা শক্তি তিনটী—চিচ্ছক্তি (বা স্বরূপশক্তি), মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে চিচ্ছক্তি হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই চিচ্ছক্তির আবার তিনটী বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ, এই তিনটী বৃত্তির মধ্যে হ্লাদিনী হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তির মধ্যে হ্লাদিনী হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; এজন্য হ্লাদিনীকে "মহাশক্তি" বলা হইয়াছে। এই হ্লাদিনীর সার (অর্থাৎ ঘনীভূততমা হ্লাদিনী) হইতেছে প্রেম। "হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'। ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম—'মহাভাব'॥ মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥ কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায়॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৫৯-৬১॥" ইহাই হইতেছে উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১৪৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

---

* তাপনীশ্রুতিবাক্য। "তাসাং মধ্যে শ্রেষ্ঠা গান্ধর্ব্বা হ্যুবাচ। তাং হি মুখ্যাং বিধায় পূর্ব্বমনুকৃত্বা তূষ্ণীমাসুরিতি।" ঋক্‌পরিশিষ্টবাক্য। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ইতি।"

(১) **শ্রীরাধার বিগ্রহ ও বেশ-ভূষা**

"সুষ্ঠুকান্তস্বরূপেয়ং সর্ব্বদা বার্ষভানবী।
ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা দ্বাদশাভরণাশ্রিতা ॥ উ, নী, রাধা ॥৫॥

—এই বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা সর্ব্বদা সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা (সুষ্ঠু বা অতিশয় রূপে কমনীয়-বিগ্রহবিশিষ্টা), ধৃতষোড়শ-শৃঙ্গারা (যাঁহার ষোল রকমের বেশ-রচনা) এবং দ্বাদশাভরণাশ্রিতা (দ্বাদশ রকম আভরণ ধারণ করেন যিনি)।"

[কান্তস্বরূপা = কান্ত (কমনীয় বা মনোরম) স্বরূপ (বিগ্রহ-দেহ) যাঁহার। শৃঙ্গার = বেশ-রচনা],

সুষ্ঠু কান্তস্বরূপাত্ব

"কচাস্তব সুকুঞ্চিতা মুখমধীরদীর্ঘেক্ষণং কঠোরকুচভাগুরঃ ক্রশিমশালি মধ্যস্থলম্।
নতে শিরসি দোর্ল্লতে করজরত্নরম্যৌ করৌ বিধূনয়তি রাধিকে ত্রিজগদেষ রূপোৎসবঃ ॥ঐ ৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) হে রাধিকে! তোমার কেশসমূহ সুকুঞ্চিত, তোমার বদন--চঞ্চল অথচ দীর্ঘ নয়নদ্বয়-শোভিত, বক্ষোদেশ কঠিন-কুচদ্বয়-মণ্ডিত, মধ্যস্থল কৃশতাবশতঃ শ্লাঘনীয়, ভুজলতার ঊর্দ্ধস্থিত স্কন্ধদ্বয় আনত এবং তোমার হস্তদ্বয় নখরত্নসমূহে সুরম্য। রাধে! তোমার এই রূপোৎসব ত্রিভুবনকে কম্পিত করিতেছে (ত্রিভুবনস্থিত সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা নারীগণের গর্ব্ব দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে ধিক্কৃত করিতেছে)।"

এ-স্থলে শ্রীরাধার বিগ্রহের বা রূপের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের কথা বলা হইয়াছে। এই স্বাভাবিক বা স্বরূপগত সৌন্দর্য্যই বেশরচনা এবং আভরণাদি দ্বারা অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া থাকে।

ষোড়শ-শৃঙ্গার

"স্নাতা নাসাগ্রজাগ্রন্মণিরসিতপটা সূত্রিণী বদ্ধবেণী
সোত্তংসা চর্চ্চিতাঙ্গী কুসুমিতচিকুরা স্রগ্বিনী পদ্মহস্তা।
তাম্বূলাস্যোরুবিন্দুস্তবকিতচিবুকা কজ্জলাক্ষী সুচিত্রা
রাধালক্তোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃ স্ফুরতি তিলকিনী ষোড়শাকল্পিনীয়ম্ ॥ ঐ-৭।

—শ্রীরাধা স্নাতা (স্নান করিয়াছেন), তাঁহার নাসাগ্রে মণি দেদীপ্যমান, পরিধানে নীল বসন, কটিতটে নীবীবন্ধন, মস্তকে বেণী, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে (কর্পূর, কস্তূরী ও চন্দনাদি রচিত) লেপন, চিকুরে কুসুম, গলদেশে পুষ্পমালা, হস্তে লীলাকমল, মুখে তাম্বূল, চিবুকে কস্তূরীবিন্দু, নয়নে কজ্জল, সুচিত্রা (গণ্ডাদিতে মৃগমদ-রচিত মকরীপত্র-ভঙ্গাদি), চরণে অলক্তক-রাগ এবং ললাটে তিলক—এই ষোলটী আকল্পে (বেশে) শ্রীরাধা শোভা পাইতেছেন।"

এই শ্লোকে বেশরচনার (শৃঙ্গারের) ষোলটী উপকরণের কথা বলা হইয়াছে—স্নান, নাসামণি, নীলবসন, নীবীবন্ধন, বেণী, কর্ণভূষণ, অঙ্গলেপ,-ইত্যাদি।

দ্বাদশ আভরণ

"দিব্যশ্চূড়ামণীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতা কুণ্ডলদ্বন্দ্বকাঞ্চী
নিষ্কাশ্চক্রীশলাকাযুগবলয়ঘটাঃ কণ্ঠভূষোর্ম্মিকাশ্চ।
হারাস্তারানুকারা ভুজকটকতুলাকোটয়ো রত্নকৢপ্তা
স্তুঙ্গা পাদাঙ্গুরীয়চ্ছবিরিতি রবিভির্ভূষণৈর্ভাতি রাধা॥ ঐ ৮॥

—চূড়ায় দিব্য মণীন্দ্র, কর্ণদ্বয়ে স্বর্ণবিরচিত কুণ্ডল, নিতম্বে স্বর্ণকাঞ্চী, গলদেশে স্বর্ণপদক, কর্ণোপরি চক্রীদ্বয় ও শলাকাদ্বয়, করে বলয়সমূহ, কণ্ঠে কণ্ঠহার, বক্ষোদেশে তারাবলী হার, ভুজে অঙ্গদ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, চরণে রত্নময় নূপুর এবং পদাঙ্গুলিসমূহে উত্তুঙ্গ অঙ্গুরীয়ক—সূর্য্যতুল্য এই দ্বাদশ আভরণে শ্রীরাধা শোভা পাইতেছেন।"

[নিষ্ক—পদক-নামক হৃদয়ভূষণ। চক্রীশলাকাযুগ—চক্রীদ্বয় এবং শলাকাদ্বয় ; কর্ণের ঊর্দ্ধভাগে স্থিত ছিদ্রে সূক্ষ্ম চক্রাকার ভূষণবিশেষ হইতেছে চক্রী এবং তাহাকে কর্ণছিদ্রে সম্বদ্ধ করিয়া রাখার জন্য শালকারূপ আভরণবিশেষ হইতেছে শলাকা। উর্ম্মিকা—হস্তাঙ্গুলির অঙ্গুরীয়ক। ভুজকটক—অঙ্গদ। তুলাকোটি—নূপুর।]

৩৬৪। শ্রীরাধার গুণাবলী

"অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ। মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা। সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্‌নর্ম্মপণ্ডিতা।
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা। লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী। গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব॥ উ, নী, রাধা॥ ৯॥"

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধারও অসংখ্য অপ্রাকৃত শ্রেষ্ঠ গুণ আছে। তন্মধ্যে পঁচিশটী গুণের কথা এখানে উল্লিখিত হইতেছে। শ্রীরাধিকা (১) মধুরা (সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টা-সমূহের এবং অঙ্গসৌষ্ঠবাদির চারুতাযুক্তা); (২) নববয়াঃ (নিত্য মধ্যকিশোর-বয়সান্বিতা); (৩) চলাপাঙ্গা (যাঁহার অপাঙ্গ-দৃষ্টি অত্যন্ত চঞ্চল); (৪) উজ্জ্বলস্মিতা (সমুজ্জ্বল মন্দহাসিযুক্তা); (৫) চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যা [যাঁহার পদতলে ও করতলে সৌভাগ্য-সূচক অতি মনোহর রেখাসমূহ আছে। **শ্রীরাধার বামচরণে**—অঙ্গুষ্ঠ মূলে যব, তাহার নীচে চক্র, চক্রের নীচে চন্দ্ররেখাযুক্তা কুসুমমল্লিকা, মধ্যমাতলে কমল, কমলের তলে পতাকাযুক্ত ধ্বজ, মধ্যমার দক্ষিণভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যচরণ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা এবং কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ—এই সাতটী চিহ্ন বাম পদতলে। আর **দক্ষিণ চরণে**—অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, কনিষ্ঠাতলে বেদী, বেদীর নীচে কুণ্ডল, তর্জ্জনী ও মধ্যমার তলে পর্ব্বত, পার্ষ্ণির (পায়ের

গোড়ালির) তলে মৎস্য, মৎস্যের উপরে রথ, রথের দুই পার্শ্বে শক্তি ও গদা --এই আটটী চিহ্ন দক্ষিণ পদতলে। দুই চরণে মোট পনরটী চিহ্ন। **শ্রীরাধার বাম হস্তে**—তর্জ্জনী ও মধ্যমার সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার অধোভাগ পর্য্যন্ত পরমায়ু-রেখা ; তাহার নীচে করভ হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্য পর্য্যন্ত অপর একটী রেখা (মধ্য-রেখা) , অঙ্গুষ্ঠের অধোভাগে মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া বক্রগতিদ্বারা তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আর একটী রেখা--ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত রেখার সঙ্গে, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে মিলিত হইয়াছে ; পাঁচটী অঙ্গুলির অগ্রভাগে পাঁচটী চক্রাকার চিহ্ন ; অনামিকাতলে হস্তী ; পরমায়ুরেখাতলে অশ্ব ; মধ্যরেখাতলে বৃষ ; কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, ব্যজন বিল্ববৃক্ষ, যূপ, বাণ, তোমর (শাবল) এবং বালা—এই আঠারটী চিহ্ন বাম-করতলে। আর **দক্ষিণ-করতলে**--বাম করতলের ন্যায় পরমায়ুরেখাদি প্রথম তিনটী রেখা ; পাঁচটী অঙ্গুলির অগ্রভাগে পাঁচটী শঙ্খ , তর্জ্জনীমূলে চামর ; কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ, প্রাসাদ, দুন্দুভি, বজ্র, শকটদ্বয়, ধনুঃ, খড়্গ, ভৃঙ্গার-- —এই সতরটী চিহ্ন দক্ষিণ করতলে। দুই করে ও দুই চরণে মোট পঞ্চাশটী চিহ্ন। এই গুলিকেই চারু-সৌভাগ্য-রেখা বলে।] (৬) গন্ধোন্মাদিত-মাধবা—যাঁহার গাত্রগন্ধের মাধুর্য্যে মাধব উন্মত্ত হইয়া উঠেন ; (৭) সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা--কোকিল-তুল্য যাঁহার পঞ্চমস্বর এবং সঙ্গীত-বিদ্যায় যিনি অত্যন্ত নিপুণা ; (৮) রম্যবাক্--যাঁহার বাক্য অত্যন্ত রমণীয় ; (৯) নর্ম্মপণ্ডিতা—পরিহাসগর্ভ মধুর নর্ম্মবাক্য-প্রয়োগে সুনিপুণা ; (১০) বিনীতা ; (১১) করুণাপূর্ণা ; (১২) বিদগ্ধা—সর্ব্ব-বিষয়ে চতুরা ; (১৩) পাটবান্বিতা—চাতুর্য্যশালিনী ; (১৪) লজ্জাশীলা , (১৫) সুমর্য্যাদা—ইহা তিন প্রকার, স্বভাবিকী, শিষ্টাচার-পরম্পরা এবং স্বকল্পিতা। (১৬) ধৈর্য্যশালিনী ; (১৭) গাম্ভীর্য্য-শালিনী ; (১৮) সুবিলাসা হর্ষাদিব্যঞ্জক মন্দহাসি-পুলক-বিকৃত-স্বরতাদিময় হাবভাবাদিযুক্তা। (১৯) মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী -মহাভাবের চরমবিকাশবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অতিশয় তৃষ্ণাবতী ; (২০) গোকুল-প্রেমবসতি—গোকুলবাসী সকলেই যাঁহাকে প্রীতি করেন, (২১) জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশা—যাঁহার যশে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; (২২) গুর্ব্বর্পিত-গুরু-স্নেহা--গুরুজনের অতিশয় স্নেহের পাত্রী ; (২৪) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা---শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা ; এবং (২৫) সন্ততাশ্রব-কেশবা—কেশব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই যাঁহার বাক্যের অধীন।

৩৬৫। শ্রীরাধার সখীগণ

শ্রীরাধার সর্ব্বোত্তম যূথমধ্যে যে সকল ব্রজসুন্দরী আছেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বসদ্গুণ-মণ্ডিতা এবং বিভ্রমবিশেষ (যৌবনকালীন মধুরভাবজ বিকারবিশেষ) দ্বারা সর্ব্বথা মাধবের আকর্ষণকারিণী।

বৃন্দাবনেশ্বরীর এই সকল সখী পাঁচ প্রকারের—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী এবং পরমপ্রেষ্ঠ সখী।

সখী—কুসুমিকা, বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠাদি হইতেছেন শ্রীরাধার সখী।

নিত্যসখী—কস্তূরিকা ও মণিমঞ্জরিকা প্রভৃতি হইতেছেন নিত্যসখী*।

প্রাণসখী—শশীমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি হইতেছেন প্রাণসখী।

ইঁহারা প্রায়শঃ বৃন্দাবনেশ্বরীর তুল্য।

প্রিয়সখী—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা ও শশিকলা প্রভৃতি হইতেছেন প্রিয়সখী।

পরমপ্রেষ্ঠসখী—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী-এই আটজন হইতেছেন পরমপ্রেষ্ঠ সখী; ইঁহারা সর্ব্বগণ-প্রধানা। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই উভয়বিষয়ক প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিরাজিত; এজন্য ইঁহাদের মধ্যে কেহ বা কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, আবার কেহ বা কখনও শ্রীরাধার প্রতি প্রেমাধিক্য প্রদর্শন করেন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। শ্রীরাধার কোনও দুঃখ উপস্থিত হইলে কোনও সখী যদি মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণই এই দুঃখের হেতু, তখন তিনি শ্রীরাধার প্রতিই প্রেমাধিক্য প্রকাশ করেন। আবার, শ্রীরাধা মানবতী হইলে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়-বিনয়েও যদি তিনি মান পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে কোনও সখী শ্রীরাধা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমাধিক্য প্রকাশ করেন। উভয়ের প্রতি প্রেমপরাকাষ্ঠাবশতঃ কাহারও দুঃখই তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না, এজন্য শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে একজনকে অপর জনের দুঃখের হেতু বলিয়া মনে করিলে পরমপ্রেষ্ঠসখী—যাঁহার দুঃখ, তাঁহার প্রতিই প্রেমাধিক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

*"সখ্যেনৈব সদা প্রীতা নায়িকান্তানপেক্ষিণী। ভবেন্নিত্যসখী॥ উ-নী সখীপ্রকরণ॥ ৩৬॥ নায়িকান্তের অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদা যিনি সখ্যেই (অর্থাৎ সখীর সুখেই) প্রীতি লাভ করেন, তাঁহাকে নিত্যসখী বলে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৫)

নায়িকাভেদ

৩৬৬। গণভেদ

পূর্ব্বে কৃষ্ণবল্লভাদের অনেক যূথের কথা বলা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক এক যূথেও আবার অবান্তর গণ আছে -যেমন সখীগণ, প্রাণসখীগণ, প্রিয়সখীগণ ইত্যাদি। অথবা, যেমন শ্রীরাধার যূথে —ললিতার গণ, বিশাখার গণ-ইত্যাদি অনন্তগণ আছে। এই সকল গণেও, কোনও গণে তিন বা চারি জন, কোনও গণে পাঁচ বা ছয় জন, কোনও গণে বা সাত বা আট জনও আছেন। এইরূপ রীতিতে শত, সহস্র, লক্ষাদিও এক একটী গণে আছেন।

৩৬৭। পরোঢ়া নায়িকা সম্বন্ধে রসশাস্ত্রের নিষেধ ব্রজসুন্দরীগণে প্রযোজ্য নহে

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে— অপ্রাকৃত মধুর-ভক্তিরসে পরোঢ়া নায়িকাকেও আলম্বন-বিভাব রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু রসশাস্ত্রে পরোঢ়া নায়িকার বর্জনের বিধানই দৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় অপ্রাকৃত মধুর-ভক্তিরসে পরোঢ়া নায়িকা কিরূপে আলম্বনরূপে স্বীকৃত হইতে পারে?

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেন—প্রাকৃত-ক্ষুদ্রনায়িকাসম্বন্ধেই পরোঢ়ার নিষেধ, অপ্রাকৃত নায়িকা ব্রজসুন্দরীদের সম্বন্ধে সেই নিষেধ প্রযোজ্য নহে; কেননা, রসবৈচিত্রী-বিশেষের আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহারা অবতারিত হইয়াছেন। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী ৭।৩৯৫-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৩৬৮। সৈরিন্ধ্রী পরকীয়াতুল্যা

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ দুই রকমের – স্বকীয়া এবং পরকীয়া। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা এবং ব্রজসুন্দরীগণ হইতেছেন তাঁহার পরকীয়া কান্তা।

রসশাস্ত্রে তিন রকম নায়িকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়—স্বকীয়া, পরকীয়া এবং সামান্যা বা সাধারণী। কিন্তু সামান্যা নায়িকাসম্বন্ধে প্রাচীনগণ বলিয়াছেন,

"সামান্যা বনিতা বেশ্যা সা দ্রব্যং পরমিচ্ছতি। গুণহীনে চ ন দ্বেষো নানুরাগো গুণিন্যপি।
শৃঙ্গারাভাস এতাসু ন শৃঙ্গারঃ কদাচন॥ ইতি॥ উ, নী, নায়িকা ॥৮॥

—বেশ্যাই হইতেছে সামান্যা (বা সাধারণী) নায়িকা ; গুণহীন নায়কের প্রতিও তাহার দ্বেষ নাই, গুণবান্ নায়কের প্রতিও তাহার অনুরাগ নাই। সে কেবল পরদ্রব্যই (ধনমাত্রই) ইচ্ছা করে। এই প্রকার সামান্যা নায়িকায় শৃঙ্গার-রসের আভাসই হয়, কখনও শৃঙ্গার-রস (মধুর-রস) হয় না।”

এতাদৃশী বেশ্যারূপা সামান্যা নায়িকা শ্রীপাদ রূপগোস্বামীরও স্বীকৃতা নহে। সুতরাং তাঁহার মতে মধুর-ভক্তিরসে নায়িকা দুই রকমেরই—স্বকীয়া এবং পরকীয়া। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সৈরিন্ধ্রী কুব্জাকেও তো অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই সৈরিন্ধ্রী শ্রীকৃষ্ণের কোন্ রকমের নায়িকা ?

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেন,

“সামান্যায়াঃ রসাভাসঃ প্রসঙ্গাত্তাদৃগপ্যসৌ।
ভাবযোগাত্তু সৈরিন্ধ্রী পরকীয়ৈব সম্মতা ॥ ঐ-৭॥

—সামান্যা (সাধারণী) নায়িকাতে (এই নায়িকা বহু নায়কনিষ্ঠা বলিয়া এবং কোনও নায়কের প্রতিই তাহার অনুরাগ নাই বলিয়া) রসাভাস-প্রসঙ্গ হয় ; কিন্তু (ত্রিবক্রা) সৈরিন্ধ্রী সামান্যা নায়িকা হইলেও ভাবযোগবশতঃ (শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অনুরাগ আছে বলিয়া) তিনি ‘পরকীয়াবৎ’ বলিয়া পরিগণিত।”

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বেশ্যাকে সামান্যা নায়িকা বলে। বেশ্যা হইতেছে রূপজীবিনী ; ধনলোভেই বেশ্যা বহু পুরুষের নিকটে স্বীয় দেহ বিক্রয় করে, যাহাদের নিকটে দেহ বিক্রয় করে, তাহাদের কাহারও প্রতিই তাহার অনুরাগ থাকেনা। এতাদৃশী সামান্যা নায়িকার কোনও অভিভাবকও থাকেনা। বহুনায়ক-নিষ্ঠত্ব এবং রতিহীনত্ব এতাদৃশী সামান্যা নায়িকার আলম্বনত্বকে বিরূপতা দান করে বলিয়া রসাভাসের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এইরূপ সামান্যা নায়িকাতে রসসিদ্ধি হয় না।

কিন্তু সৈরিন্ধ্রী কুব্জার কথা অন্যরূপ। কুব্জারও কোনও অভিভাবক ছিলনা বলিয়া তাঁহাকে সামান্যা নায়িকা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তিনি রূপজীবিনীর ন্যায় সামান্যা নায়িকা ছিলেন না। তিনি রূপজীবিনী ছিলেন না। পূর্ব্বে কোনও পুরুষের প্রতি তাঁহার অনুরাগও ছিলনা ; তিনি কুরূপা ত্রিবক্রা ছিলেন বলিয়া কোনও পুরুষ তাঁহার সঙ্গকামী হইতনা। তাঁহার কুরূপতাই যেন তাঁহার কৃষ্ণসেবা-যোগ্যতাকে আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার কুরূপতা—কুব্জত্ব—দূরীভূত করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল, শ্রীকৃষ্ণে রতিও জন্মিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় আকর্ষণ করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি সৈরিন্ধ্রীর মন কখনও উন্মুখ হয় নাই ; তাঁহার রতি শ্রীকৃষ্ণেই নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল—“ভাবযোগাৎ” ; সুতরাং তাঁহার আলম্বনত্ব বিরূপতা প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরও রতি জন্মিয়াছিল ; শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাহা জানা যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্বেও বিরূপতা নাই। উভয় আলম্বনই বিরূপতাহীন বলিয়া রসাভাসের প্রসঙ্গ আসেনা, রসত্বই সিদ্ধ হয়।

সৈরিন্ধ্রী শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা নহেন ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। অন্য কাহারও সহিতও তাঁহার কখনও বিবাহ হয় নাই ; সুতরাং তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাস্তবিক পরকীয়া কান্তাও নহেন। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তিনি প্রেয়সীভাব পোষণ করিতেন ; কিন্তু পরকীয়া নায়িকার ন্যায় তিনি অন্যের নিকট হইতে নিজের ভাব গোপন করিতেন। এজন্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহাকে "পরকীয়াবৎ" বলিয়াছেন। "পরকীয়ৈব = পরকীয়া + এব।" টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—এ-স্থলে "সাদৃশ্যে বা তুল্যার্থে" এব-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

৩৬৯। স্বভাব-বৈচিত্রীভেদে নায়িকাভেদ—ত্রিবিধ

পূর্ব্বে দুই রকম নায়িকাভেদের কথা বলা হইয়াছে—স্বকীয়া এবং পরোঢ়া। নায়কের সহিত সম্বন্ধের ভেদ অনুসারেই এই দ্বিবিধ ভেদ। আবার, নায়িকার স্বভাব-বৈচিত্রীর ভেদ অনুসারে স্বকীয়া এবং পরোঢ়া-ইঁহাদের প্রত্যেক রকমের নায়িকারই তিন রকম ভেদ আছে—মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা।

স্বকীয়াশ্চ পরোঢ়াশ্চ যা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভেতি প্রত্যেকং তাস্ত্রিধা মতাঃ॥ ঐ ৮॥

কাহারও কাহারও মতে উল্লিখিত ত্রিবিধ ভেদ কেবলমাত্র স্বকীয়া নায়িকা সম্বন্ধেই স্বীকৃত, পরোঢ়াতে স্বীকৃত নহে ; কেননা, তাঁহাদের মতে পরোঢ়াত্ব রসাভাসজনক। কিন্তু শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী বলেন—সৎকবিদিগের গ্রন্থে মধুর-রসে পরোঢ়া দৃষ্ট হয় ; ইহাতেই বুঝা যায়, উল্লিখিত মত সৎকবিদিগের আদৃত নহে ; এজন্য শ্রীপাদ রূপও সেই মতের আদর করেন নাই ; স্বকীয়া ও পরোঢ়া-উভয় প্রকার নায়িকারই মুগ্ধাদি ত্রিবিধ ভেদ তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

ভেদত্রয়মিদং কৈশ্চিৎ স্বীয়ায়া এব বর্ণিতম্।
তথাপি সৎকবিগ্রন্থে দৃষ্টত্বাৎ তদনাদৃতম্॥ ঐ-৯॥

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এই প্রসঙ্গে প্রাচীন আচার্য্যদের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

"উদাহৃতিভিদাং কেচিৎ সর্ব্বাসামেব তন্বতে।
তাস্তু প্রায়েণ দৃশ্যন্তে সর্ব্বত্র ব্যবহারতঃ॥ ঐ-১০॥

—কেহ কেহ (স্বকীয়া ও পরকীয়া) সকল নায়িকারই উদাহরণভেদ দেখাইয়াছেন ; ঐ সকল উদাহরণভেদ ব্যবহারে প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।"

[উদাহরণ ভেদ—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা নায়িকার উদাহরণ ভেদ।]

এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তিন রকম নায়িকাভেদের আলোচনা করা হইতেছে।

৩৭০। **মুগ্ধা নায়িকা**

"মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা। রতিচেষ্টাস্বতিব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্ ॥

কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা। প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা ॥ ঐ-১১॥

—যে নায়িকার নবীন বয়স, কামও নব্য, (সম্ভ্রম-লজ্জাদিবশতঃ) রতিবিষয়ে যিনি বামা,* যিনি সখী-গণের বশীভূতা, যিনি রতিচেষ্টাসমূহে অতিশয় লজ্জাশীলা অথচ গোপন ভাবে মনোহর-যত্নবতী, দয়িত (প্রিয় নায়ক) কোনও অপরাধ করিলে যিনি সজল-নয়নে কেবল চাহিয়া থাকেন, প্রিয়ের প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগে যিনি অসমর্থা এবং মানবিষয়ে যিনি সর্ব্বদা পরাঙ্মুখী, তাঁহাকে মুগ্ধা নায়িকা বলে।"

ক। **নববয়াঃ**

"বিরমতি শৈশবশিশিরে প্রবিশতি যৌবনমধো বিশাখায়াঃ।

দীব্যতি লোচনকমলং বদনসুধাংশুশ্চ বিস্ফুরতি ॥ ঐ-১১॥

—বিশাখার এখন শৈশবরূপ (পৌগণ্ডরূপ) শিশির-ঋতু বিরাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যৌবনরূপ বসন্ত-ঋতু প্রবেশ করিতেছে, যেহেতু ইঁহার নয়নকমল প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং বদনচন্দ্র বিস্ফুরিত হইতেছে।"

খ। **নবকামা**

"বালে কংসভিদঃ স্মরোৎসবরসে প্রস্তূয়মানে চ্ছলাৎ প্রৌঢ়াভীরবধূভিরানতমুখী ত্বং কর্ণমধ্যস্যসি।
সব্যাজং বনমালিকাং বিরচনেঽপুল্লাসমালম্বসে রঙ্গঃ কোঽয়মবাতরৎ বদ সখি স্বান্তে নবীনস্তব ॥ ঐ ১৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণে নবানুরাগিণী কোনও ব্রজদেবীর প্রতি তাঁহার কোনও সখী বলিতেছেন) হে বালে! প্রৌঢ়া আভীর-বধূগণ ছলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পোৎসব-রসের প্রস্তাব করিলে তুমি অবনতমুখী হইয়া তাহাতে কর্ণার্পণ কর। দেবারাধনাদির ছল করিয়া বনমালা রচনাতেও তুমি উল্লাস প্রাপ্ত হইতেছ। বল দেখি সখি! তোমার হৃদয়ে এই কোন্ নবীন কৌতুক আবির্ভূত হইল?"

গ। **রতিবিষয়ে বামা** (অনিচ্ছুকা)

"নববালিকাস্মি কুরু নর্ম্ম নেদৃশং পদবীং বিমুঞ্চ শিখিপিঞ্ছশেখর।

বিচরন্তী পশ্য পটবস্তটীমিমামরবিন্দবন্ধুদুহিতুর্নতভ্রুবঃ ॥ ঐ ১৪॥

—(কোনও ব্রজাঙ্গনা কোনও ছলে যমুনাতটে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পথ রোধ করিয়া সস্মিত নর্ম্মভঙ্গী প্রকাশ করিলেন। তখন সেই ব্রজাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে শিখিপিঞ্ছচূড়! আমি নব-বালিকা, আমার সঙ্গে এইরূপ নর্ম্ম-পরিহাস করিওনা, আমার পথ ছাড়িয়া দাও। ঐ দেখ, যমুনা-তটে পরের ইঙ্গিত-জ্ঞানে পটীয়সী নতভ্রু সুন্দরীগণ বিচরণ করিতেছেন (তুমি তাঁহাদের নিকটেই যাও, আমাকে ছাড়িয়া দাও)।"

ঘ। **সখীবশা**

"ব্রজরাজকুমার কর্কশে সুকুমারীং ত্বয়ি নার্পয়াম্যমুম্।

কলভেন্দ্রকরে নবোদয়াং নলিনীং কঃ কুরুতে জনঃ কৃতী ॥ ঐ ১৫॥

---

* পরবর্ত্তী ৭।৩৯৩ খ-অনুচ্ছেদে বামা নায়িকার লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

—(অভিসারিতা কোনও ব্রজসুন্দরীকে তাঁহার সখী বলপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকটে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তোদ্ধত্য লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সেই ব্রজসুন্দরীকে ফিরাইয়া নিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন) হে ব্রজরাজকুমার ! তুমি অত্যন্ত কর্কশ, এই সুকুমারীকে আমি তোমার করে অর্পণ করিতে পারি না। বল দেখি, কোন্ কৃতী ব্যক্তি করীন্দ্রের করে নবীনা নলিনীকে অর্পণ করিয়া থাকে ?"

ঙ। **সব্রীড় রতপ্রযত্না**

"দ্বিত্রাণ্যেত্য পদানি কুঞ্জবসতের্দ্বারে বিলাসোন্মুখী সদ্যঃ কম্পতরঙ্গদঙ্গলতিকা তির্য্যগ্ বিবৃত্তা হ্রিয়া। ভূয়ঃ স্নিগ্ধসখীগিরাং পরিমলৈস্তল্পান্তমাসেদুষী স্বান্তং হন্ত জহার হারিহরিণীনেত্রা মম শ্যামলা ॥ ঐ ১৫॥

—(প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকটে বলিয়াছিলেন, সখে ! গত রজনীতে) শ্যামলা বিলাসোন্মুখী হইয়া কুঞ্জগৃহের দ্বারে দুই তিন পদ আগমন করিলে তৎক্ষণাৎ (হর্ষ ও ঔৎসুক্যবশতঃ) তাঁহার অঙ্গলতিকা তরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল এবং লজ্জাবশতঃ পরাঙ্মুখী হইয়া তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু স্নেহশীলা সখীগণের উপদেশ-বাক্যে তিনি পুনরায় শয্যার নিকটে আসিয়াছিলেন। অহো ! সেই মনোহারিণী-হরিণীনেত্রা শ্যামলা আমার মন হরণ করিয়াছেন।"

চ। **রোষকৃত-বাষ্পমৌনা**

"সিদ্ধাপরাধমপি শুদ্ধমনাঃ সখী মে ত্বাং বক্ষ্যতে কথমদক্ষিণমুদ্ধতেব।
নেমাং বিড়ম্বয় কদম্ববনীভুজঙ্গ বক্ত্রং পিধায় কুরুতামিয়মশ্রুমোক্ষম্ ॥ ঐ-১৬॥

—(কোনও মুগ্ধা ব্রজতরুণীকে দূতীদ্বারা সঙ্কেত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রজনীতে তাঁহার কুঞ্জে না আসিয়া অন্য ব্রজসুন্দরীকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার কুঞ্জেই নিশা যাপন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে সেই মুগ্ধা তরুণীর কুঞ্জে উপনীত হইয়া স্বীয় অপরাধ-ক্ষালনের জন্য চেষ্টা করিলে সেই মুগ্ধা নায়িকার সখী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে কদম্ববনীভুজঙ্গ ! (তোমার কামুক-স্বভাববশতঃ কদম্ববনে যে তুমি অন্য নারীর সহিত গত নিশিতে বিহার করিয়াছ, তাহা গোপন করার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিওনা) তোমার অপরাধ সপ্রমাণ হইলেও আমার নির্ম্মলচিত্তা সখী উদ্ধতার ন্যায় তোমাকে কিছু বলিবেন কেন ? ইঁহাকে আর (প্রণামাদি, কি চাটুবাক্যাদিদ্বারা) বিড়ম্বনা করিওনা ; ইনি স্বীয় বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক অশ্রুমোচন করুন (তুমি বিঘ্ন জন্মাইও না)।"

এই উদাহরণে কৃতাপরাধ প্রিয়ের প্রতি অপ্রিয় বাক্য-প্রয়োগের অসামর্থ্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। "মানে বিমুখী"-প্রসঙ্গেও তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ছ। **মানে বিমুখী—দ্বিবিধা**

মানে বিমুখী নায়িকা দুই রকমের—মৃদ্বী এবং অক্ষমা।

(১) **মৃদ্বী**, যথা, রসসুধাকর গ্রন্থে

"ব্যাবৃত্তিক্রমণোদ্যমেঽপি পদয়োঃ প্রত্যুদ্গতৌ বর্ত্তনং
ভ্রূভেদোঽপি তদীক্ষণব্যসনিনা ব্যস্মারি মে চক্ষুষা।

চাটূক্তানি করোতি দগ্ধরসনা রুক্ষাক্ষরেঽপ্যুদ্যতা
সখ্যঃ কিং করবাণি মানসময়ে সংঘাতভেদো মম ॥ ঐ ১৭॥

—(কোনও যূথেশ্বরীর সখীগণ তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন—প্রিয়তম নায়ক কোনও অপ্রিয় ব্যবহার করিলে তিনি যেন মান করেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের সখী কার্য্যকালে বিপরীত আচরণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা তাঁহাকে তিরস্কার করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন) সখীগণ! শুন। প্রিয়তমের অপ্রিয় আচরণের বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যম করা মাত্রই আমার পদদ্বয় বিপরীত দিকে (অর্থাৎ প্রিয়তমের দিকেই) চলিতে লাগিল। আবার ভ্রূকুটিদ্বারাও তাঁহাকে তিরস্কার করিতে পারিলাম না, কেননা চক্ষুদ্বয় তাহা করিতে ভুলিয়া গেল (চক্ষুর্দ্বয় তাঁহার দর্শনেই আসক্ত হইয়া পড়িল)। তাঁহার প্রতি রুক্ষভাষা প্রয়োগ করিতে উদ্যতা হইলাম বটে ; কিন্তু আমার হতভাগ্য জিহ্বা চাটুবাক্যই উচ্চারণ করিল। মান করার সময়ে আমার সকল ইন্দ্রিয়ই বিপরীত আচরণ করিল, আমি আর কি করিব, বল।”

(২) **অক্ষমা**

“আভীরপঙ্কজদৃশাং বত সাহসিক্যং যাঃ কেশবে ক্ষণমপি প্রণয়ন্তি মানম্।
মানেতি বর্ণযুগলেঽপি মম প্রযাতে কর্ণাঙ্গনং বহতি বেপথুরন্তরাত্মা ॥ উ, নী, নায়িকা ॥১৭॥

– (মান-প্রকার-শিক্ষাদাত্রী কোনও সখীর নিকটে মানকারিণীদিগের সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কোনও কৃষ্ণবল্লভা বলিয়াছিলেন) উঃ! কমল-নয়না আভীর-ললনাদিগের কি সাহস! তাঁহারা ক্ষণমাত্রেই (যখন তখনই) কেশবের প্রতি মান বিস্তার করিয়া থাকেন! আমার কিন্তু ‘মান’-এই অক্ষরদ্বয় কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেই অন্তরাত্মা কম্পিত হইতে থাকে।”

উভয়ের পার্থক্য

মানবিষয়ে উল্লিখিত দুই রকমের বিমুখীদের সম্বন্ধে বিবেচ্য হইতেছে এই :—কৃতাপরাধ কান্তের প্রতি ইঁহাদের যে রোষ নাই, তাহা নহে। কেননা, মুগ্ধা নায়িকার সাধারণ লক্ষণেই বলা হইয়াছে—“কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা” ; রোষের ফলই হইতেছে বাষ্প বা অশ্রু। কিন্তু কান্তের দর্শন-মাত্রেই ইঁহারা আনন্দ অনুভব করেন, তাহার ফলে মানও শান্ত হয়, মানের অনুভাব রোষ-বাষ্পাদিও—শান্ত হইয়া যায়। মৃদ্বী এবং অক্ষমা-এই উভয় রকমের নায়িকারই এইরূপ হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে আবার পার্থক্য হইতেছে এই যে—সাপরাধ কান্তের দর্শন-সময়ে কান্তের প্রতি মান প্রকাশের ইচ্ছা মৃদ্বী নায়িকার মনে জাগে এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি চেষ্টাও করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় না ; কান্তের দর্শনজনিত আনন্দের উন্মাদনায় তাঁহার উদ্যমও শান্ত হইয়া যায় এবং মানও উপশান্ত হইয়া যায়। আর, কান্তের দর্শনজনিত আনন্দের স্পর্শেই অক্ষমার রোষ তিরোহিত হয় ; সুতরাং তাঁহার মানের আরম্ভই হয় না। মৃদ্বীর মানের আরম্ভ হয় ; কিন্তু কা

দর্শনজনিত আনন্দের সংস্পর্শে তাঁহার রোষ তিরোহিত হয়, সুতরাং আরব্ধমানও প্রশমিত হইয়া যায় (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার অনুসরণে)।

৩৭১। **মধ্যা নায়িকা**

"সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী। কিঞ্চিৎ প্রগল্ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা।
মধ্যা স্যাৎ কোমলা ক্বাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা॥ ঐ ১৭॥

—যাঁহার লজ্জা ও মদন দুইই সমান (তুল্য), প্রকাশমান তারুণ্যে যিনি শ্লাঘ্যা, যাঁহার বাক্য কিঞ্চিৎ প্রগল্ভ এবং সুরতবিষয়ে আনন্দমূর্চ্ছা পর্য্যন্ত যিনি সমর্থা, তাঁহাকে মধ্যা নায়িকা বলে। মানবিষয়ে কখনও তিনি কোমলা এবং কখনও বা কর্কশাও হইয়া থাকেন।"

ক। **সমান-লজ্জামদনা**

"বিকিরতি কিল কৃষ্ণে নেত্রপদ্মং সতৃষ্ণে নময়তি মুখমন্তঃস্মেরমাবৃত্য রাধা।
নিদধতি দৃশমস্মিন্নন্যতঃ প্রেক্ষ্যতেঽমুং তদপি সরসিজাক্ষী তস্য মোদং ব্যতানীৎ॥ ঐ ১৭॥

—শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া (শ্রীরাধার প্রতি) নেত্রপদ্ম নিক্ষেপ করিলে শ্রীরাধা অন্তরের হর্ষজনিত হাস্যকে আবৃত করার জন্য বদন অবনত করেন। আবার কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিলে (পরম ঔৎসুক্যভরে) শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে থাকেন।"

খ। **প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী**

"ভ্রুবোর্বিক্ষেপস্তে কবলয়তি মীনধ্বজধনুঃ প্রভারম্ভং রম্ভাশ্রিয়মুপহসত্যূরুযুগলম্।
কুচদ্বয়ং ধত্তে রথচরণযূনোর্বিলসিতং বরোরূণাং রাধে তরুণি-মণি-চূড়ামণিরসি॥ ঐ-১৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে বলিয়াছেন) রাধে! তোমার ভ্রূভঙ্গী কন্দর্প-দেবের ধনুর শোভা-প্রকাশকে কবলিত করিতেছে (তুচ্ছীকৃত করিতেছে) ; তোমার উরুযুগল কদলীবৃক্ষের শোভাকেও উপহাসাস্পদ করিতেছে ; তোমার কুচদ্বয় চক্রবাকযুগলের বিলাস (শোভা) ধারণ করিয়াছে ; যাঁহাদের উরুদেশ অতি মনোহর, সে-সকল তরুণি-মণিদিগেরও চূড়ামণি হইয়াছ তুমি।"

গ। **কিঞ্চিৎ-প্রগল্ভোক্তি**

"মদ্বক্ত্রাম্ভোরুহপরিমলোন্মত্তসেবানুবন্ধে পত্যুঃ কৃষ্ণভ্রমর কুরুষে কিন্তরামন্তরায়ম্।
তৃষ্ণাভিস্ত্বং যদি কলরুত ব্যগ্রচিত্তস্তদাগ্রে পুষ্পৈঃ পাণ্ডুচ্ছবিমবিরলৈ র্যাহি পুন্নাগকুঞ্জম্॥ ঐ ১৮॥

—(শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ জটিলার গৃহসমীপবর্ত্তী কোনও উদ্যানে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধ্বনি করিলেন ; তাহাতেও শ্রীরাধা আসিতেছেন না দেখিয়া তিনি এক দূতীকে শ্রীরাধার নিকটে পাঠাইলেন। দূতী যখন শ্রীরাধার নিকটে গেলেন, তখন শ্রীরাধা ছিলেন গুরুজনের সমক্ষে। সুতরাং দূতীকে স্পষ্ট কথায় কিছু বলিতে না পারিয়া তাঁহার বদন-কমলের নিকটে ঘূর্ণায়মান একটী কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করিয়া দূরবর্ত্তী সঙ্কেত-স্থানের সূচনা করিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন)

অহে কৃষ্ণভ্রমর! আমার বদনকমলের পরিমলের লোভে উন্মত্ত হইয়া তুমি আমার পতিসেবার (রন্ধনাদির বা জলাদির উষ্ণীকরণের) বিঘ্ন জন্মাইতেছ কেন? হে কলরুত (মধুরাস্ফুট-শব্দকারিন্)! তুমি যদি তৃষ্ণায় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে পুষ্পসমূহদ্বারা পাণ্ডুবর্ণ এবং অগ্রবর্ত্তী ঐ অবিরল (নিবিড়) পুন্নাগকুঞ্জে গমন কর।"

ভঙ্গীতে সঙ্কেত-স্থানের ইঙ্গিত করিয়া সে-স্থানে মিলনের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাইয়াছে। ভঙ্গীতে না জানাইয়া স্পষ্ট কথায় জানাইলে স্পষ্ট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাইত।

ঘ। মোহান্তস্মরতক্ষমা

"শ্রমজলনিবিড়াং নিমীলিতাক্ষীং শ্লথচিকুরামনধীনবাহুবল্লীম্।
মুদিতমনসমস্মৃতান্যভাবাং রতিশয়নে নিশি রাধিকাং স্মরামি॥ ঐ-২৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ যেন কি ভাবিতেছেন মনে করিয়া সুবল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিয়াছিলেন—সখে!) গত নিশিতে রতিশয়নে শ্রীরাধা রতিক্রীড়ায় ক্লান্ত হইলে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ নিবিড় শ্রমজলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; তাঁহার নয়নদ্বয় নিমীলিত, কেশপাশ আলুলায়িত এবং বাহুলতা শিথিল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্মিয়াছিল; বিলাসমাধুর্য্যের স্মৃতিব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই। এক্ষণে আমি এইরূপ অবস্থাপন্না শ্রীরাধারই স্মরণ করিতেছি।"

ঙ। মানে কোমলা

"প্রাণাস্তমেব কিমিব ত্বয়ি গোপনীয়ং মানায় কেশিমথনে সখি নাস্মি শক্তা।
এহি প্রযাব রবিজাতটনিষ্কুটায় কল্যাণি ফুল্লকুসুমাবচয়চ্ছলেন॥ ঐ ২০॥

-- (শ্রীকৃষ্ণের সহিত আলাপ না করিয়া মান প্রকাশ করার নিমিত্ত ললিতা শ্রীরাধাকে উপদেশ দিলে শ্রীরাধা ললিতাকে বলিয়াছিলেন) সখি! তুমি আমার প্রাণতুল্যা; তোমার নিকটে আমি কি-ই বা গোপন করিব। কেশিমথন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান প্রদর্শন করিতে আমি অসমর্থা। হে কল্যাণি! (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য) প্রস্ফুটিত কুসুম-চয়নের ছল করিয়া চল আমরা উভয়ে রবিসুতা যমুনার তটবর্ত্তী উদ্যানে গমন করি।"

চ। মানে কর্কশা

"মুধা মানোন্নাহাদ্ গ্লপয়সি কিমঙ্গানি কঠিনে রুষং ধৎসে কিম্বা প্রিয়পরিজনাভ্যর্থনবিধৌ।
প্রকামং তে কুঞ্জালয়গৃহপতিস্তাম্যতি পুরঃ কৃপালক্ষ্মীবন্তং চটুলয় দৃগন্তং ক্ষণমিহ॥

—বিদগ্ধমাধব॥ ৫।৩০॥ উ, নী, নায়িকা॥২০॥

—(বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন) হে কঠিনে! তুমি বৃথা মান উদ্‌গীরণ করিয়া কেন নিজের শরীরের গ্লানি জন্মাইতেছ? কেনই বা প্রিয়-পরিজনবর্গের (অর্থাৎ সখীগণের) অভ্যর্থনা-বিধানেও

রোষ প্রকাশ করিতেছ ? ঐ দেখ, তোমার অগ্রভাগে কুঞ্জগৃহপতি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতেছেন। ইঁহার প্রতি ক্ষণকালের জন্য কৃপাসম্পত্তিপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর।"

ভাব-বৈচিত্রীভেদে একই নায়িকাই মানবিষয়ে কখনও কোমলা, কখনও বা কর্কশা হইতে পারেন।

৩৭২। মানবিষয়ে মধ্যা নায়িকার ত্রিবিধ ভেদ

মানবিষয়ে মধ্যা নায়িকা তিন প্রকারের—ধীরা, অধীরা এবং ধীরাধীরা।

ক। ধীরমধ্যা

"ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্॥ ঐ ২০॥

—যে মধ্যা নায়িকা সাপরাধ প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি-সহকারে উপহাস-বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে ধীরমধ্যা বলে।"

[সোৎপ্রাস—উৎপ্রাসের সহিত। উৎপ্রাস—উপহাস। বাহিরের অর্থে যাহা উৎকর্ষ বুঝায়, কিন্তু ভিতরের অর্থে যাহা তিরস্কার বা নিন্দা বুঝায়, এতাদৃশ উপহাসাত্মক বাক্য হইতেছে উৎপ্রাস। এইরূপ উৎপ্রাসময় বাক্য হইতেছে সোৎপ্রাস বাক্য বা সোল্লুণ্ঠবাক্য।]

"স্বামিন্ যুক্তমিদং তবাঞ্জন-নবালক্তদ্রবৈঃ সর্ব্বতঃ
সংক্রান্তৈর্ধৃতনীললোহিততনো যচ্চন্দ্রলেখাধৃতিঃ।
একং কিন্তবলোচয়াম্যনুচিতং হংহো পশূনাং পতে
দেহার্দ্ধে দয়িতাং বহন্ বহুমতামত্রাসি যন্নাগতঃ॥ ঐ-২১॥

—(রাত্রিকালে অন্য গোপীর কুঞ্জে অবস্থান করিয়া সেই গোপীর নয়নের কজ্জল, চরণের অলক্তক এবং নখচিহ্নাদি সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই শ্রীরাধা সোল্লুণ্ঠ বাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) হে স্বামিন্! নীলবর্ণ অঞ্জন (কজ্জল) এবং লোহিতবর্ণ নূতন-অলক্তক-দ্রব সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া তুমি যে নীল-লোহিত-কলেবর (মহাদেব) সাজিয়াছ এবং ললাটেও যে চন্দ্রলেখা (নখাঙ্করূপ চন্দ্রলেখা) ধারণ করিয়াছ, তাহা যুক্তই (ঠিকই) হইয়াছে (অর্থাৎ মহাদেবের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে নীললোহিতবর্ণ এবং ললাটে চন্দ্রকলা ধারণ করিয়া তুমি যে মহাদেব সাজিয়াছ, তাহা ঠিকই হইয়াছে, তাহাতে—নীললোহিত-বপুষ্কে এবং চন্দ্রকলা-ধারণে—ত্রুটি কিছু নাই) ; কিন্তু অহো ! পশুপতে ! তোমার একটীমাত্র ত্রুটি (মহাদেবের পক্ষে অনুচিত ব্যাপার) দেখিতেছি—(মহাদেবের ন্যায়) বহুসম্মানিতা দয়িতাকে তুমি তোমার দেহার্দ্ধে বহন করিয়া এ-স্থলে আগমন কর নাই (অর্থাৎ যে নারীর সঙ্গে রজনী যাপন করিয়াছ এবং যাঁহার অঞ্জন এবং অলক্তক সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া তুমি নীললোহিত-বপুষ্ক প্রাপ্ত হইয়াছ এবং যাঁহার করনখাঙ্ক ললাটে ধারণ করিয়া চন্দ্রলেখাধরও হইয়াছ, তোমার সেই দয়িতাকে যদি স্কন্ধে বহন করিয়া

এ স্থলে আসিতে, তাহা হইলেই তোমার মহাদেব সাজার ব্যাপারটী সম্পূর্ণরূপে ক্রটিহীন হইত)।"

সমস্তই বক্রোক্তিময় উপহাসবাক্য। "পশুপতি"-শব্দে মহাদেবকেও বুঝায়, আবার পশু-পালককেও বুঝায়। বাহিরের অর্থে মহাদেবকে বুঝায় বলিয়া উৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ভিতরের অর্থ হইতেছে—পশুপালক, গবাদিপশুর পালক, গরুর রাখাল; গরুর রাখাল বা পশুপালক হয় সাধারণতঃ বিচারবুদ্ধিহীন, বৈদগ্ধীহীন, কোন্ স্থানে কিরূপ আচরণ করিতে হয়, তাহা জানেনা। শ্রীকৃষ্ণকেও এই অর্থেই পশুপতি বলা হইয়াছে; অন্যকান্তার ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি শ্রীরাধার নিকটে আসিয়াছেন—ইহাতেই পশুপালকের ন্যায় তাঁহার কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীনতা বুঝা যাইতেছে—ইহাই মানবতী শ্রীরাধার অভিপ্রায়। শ্লোকের শেষার্দ্ধেও এইরূপ শ্লেষ বিদ্যমান। ভগবতী সতী হইতেছেন মহাদেবের দয়িতা—প্রাণপ্রিয়া; তাই তিনি সতীর দেহকে বহন করিয়া বিচরণ করেন; এই ভগবতী-সতী হইতেছেন বহু ভক্ত-কর্ত্তৃক সম্মানিতা–"বহুমতাং"। শ্লোকোক্ত "বহুমতাং দয়িতাম্"-শব্দে কৃষ্ণভুক্তা অপর রমণীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; বাহিরের অর্থ উৎকর্ষসূচক; কিন্তু ভিতরের অর্থ তাহার বিপরীত। গত রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার কুঞ্জে ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের দয়িতা—প্রাণপ্রিয়া; নচেৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত রজনীযাপন করিবেন কেন? আবার তিনি "বহুমতা"ও—তাঁহার সহিত রজনী যাপন করিয়া, তাঁহার কজ্জল-অলক্ত-নখচিহ্নাদি সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। ধ্বনি এই যে—তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই বহু সম্মানের পাত্রী, অপর কাহারও নহে। "সেই নারীই যখন তোমার দয়িতা, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার নিকটে কেন আসিয়াছ?"—ইহাই ধ্বনি। সম্বোধনাত্মক "স্বামিন্"-শব্দের গূঢ় তাৎপর্য্যও তদ্রূপ। বাহিরের অর্থ "স্বামিন্—প্রভো!"—উৎকর্ষবাচক। কিন্তু গূঢ় অর্থ অন্যরূপ। শ্রীরাধা বলিতেছেন–'মহাদেব সাজিয়া আমার প্রতি কৃপা করার নিমিত্ত, আমাকে কৃতার্থ করার নিমিত্তই তুমি আসিয়াছ। সুতরাং তুমি আমার প্রভুই। কিন্তু তোমার মহাদেব সাজাতে যেমন ক্রটি বিদ্যমান, তোমার প্রভুত্বেও ক্রটি বিদ্যমান। তুমি তো আমাকে কৃতার্থ করার জন্য আস নাই, আসিয়াছ আমার কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ায় জন্য–অন্য রমণীর ভোগচিহ্ন রূপ নুনের ছিটা আমার প্রতি তোমার উপেক্ষারূপ কাটা-ঘায়ে দেওয়ার জন্য। ইহা কৃপা নহে–নিষ্ঠুরতা।'

মধ্যা নায়িকাই মানে ধীরমধ্যা হয়। উল্লিখিত শ্লোকে মধ্যা নায়িকার লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছে—"স্বামিন্! হংহো পশূনাং পতে"-ইত্যাদি বাক্যের গূঢ় অর্থে "কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতা" এবং তদ্দ্বারা "প্রোদ্যত্তারুণ্য"ও সূচিত হইয়াছে। এই দুইটীই মধ্যা নায়িকার লক্ষণ (৭।৩৭১ অনু দ্রষ্টব্য)। বক্রোক্তি-আদি দ্বারা ধীরাত্বও সূচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী উদাহরণ-সমূহেও এইরূপ নির্ণয় করিতে হইবে।

খ। অধীরা মধ্যা

"অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈ র্নিরস্যেদ্ বল্লভং রুষা ॥ ঐ-২১ ॥

—যে মধ্যা নায়িকা রোষসহকারে কঠোরবাক্যে বল্লভকে নিরসন করেন, তাঁহাকে অধীরা বলে।"

"উত্তুঙ্গস্তনমণ্ডলীসহচরঃ কণ্ঠে স্ফুরন্নেষ তে হারঃ কংসরিপো ক্ষপাবিলসিতং নিঃসংশয়ং শংসতি।
ধূর্ত্তাভীরবধূপ্রতারিতমতে মিথ্যাকথাঘর্ঘরীঝঙ্কারোন্মুখর প্রযাহি তরসা যুক্তাত্র নাবস্থিতিঃ॥ ঐ-২২ ॥

—(অন্য কোনও রমণীর সহিত বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক ব্রজতরুণীর কুঞ্জে আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বক্ষঃস্থলে দোলায়মান হারের মধ্যে সেই অন্য রমণীর বক্ষঃস্থিত কুঙ্কুম লিপ্ত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াই নিজের নির্দ্দোষতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিলে সেই ব্রজতরুণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) অহে কংসরিপো ! উত্তুঙ্গ-স্তনমণ্ডলীর সঙ্গী কণ্ঠস্থিত তোমার হারই অন্যরমণীর সহিত তোমার রাত্রিকালীন বিলাস নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিতেছে। (ইহার পরেও স্বীয়-নির্দ্দোষত্ব প্রতিপাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ কিছু বলিতে থাকিলে সেই ব্রজতরুণী আবার বলিলেন—দেখিতেছি) ধূর্ত্ত আভীরবধূগণ তোমার মতিকে (বুদ্ধিকেও) প্রতারিত করিয়াছে। তাই তুমি আবারও মিথ্যাকথারূপ ক্ষুদ্রঘণ্টিকার ঝঙ্কারে মুখর হইয়া উঠিয়াছ। শীঘ্র তুমি এই স্থান হইতে চলিয়া যাও; এ-স্থানে থাকা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না।"

গ। ধীরাধীরা মধ্যা

"ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্ ॥ ঐ-২২ ॥

—যে মধ্যা নায়িকা অশ্রুবিমোচনপূর্ব্বক প্রিয়ের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে ধীরাধীরা মধ্যা বলে।"

"গোপেন্দ্রনন্দন ন রোদয় যাহি যাহি সা তে বিধাস্যতি রুষং হৃদয়াধিদেবী।
যন্মৌলিমাল্যহৃতযাবকপঙ্কমস্যাঃ পাদদ্বয়ং পুনরনেন বিভূষয়াশু ॥ ঐ-২৩॥

–(অন্য রমণীর সহিত বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জে আসিয়াছেন। তাঁহার মস্তকস্থিত মাল্যে সেই রমণীর চরণস্থিত অলক্তক সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শ্রীরাধা মনোদুঃখে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ উপায়ে স্বীয় নির্দ্দোষত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিলে শ্রীরাধা তাঁহাকে বলিলেন) অহে গোপেন্দ্রনন্দন ! আমাকে আর কাঁদাইওনা; এ-স্থান হইতে চলিয়া যাও, চলিয়া যাও। (এ-স্থলে যদি থাক, তাহা জানিতে পারিলে, যাঁহার সহিত রজনীতে বিহার করিয়াছ) তোমার সেই হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার প্রতি রুষ্টা হইবেন। (শ্রীরাধার চরণে পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে শ্রীরাধা বলিলেন –আমার চরণে কেন প্রণিপাত করিতেছ ? আমি সামান্যা নারী, তোমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী তো নহি। যিনি তোমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী, যিনি তোমার হৃদয়ে বিরাজিত) তোমার মস্তকস্থিত মালা তাঁহার চরণস্থিত অলক্তক চুরি করিয়াছে; যাও এই অলক্তকের দ্বারাই আবার তুমি অদ্য তাঁহার পদদ্বয়কে বিভূষিত কর গিয়া (তাঁহার চরণেই প্রণত হও গিয়া)।"

ধীরাধীরা নায়িকায় ধীরাত্বও থাকে, অধীরাত্বও থাকে। কখনও ধীরাত্বের আধিক্য প্রকাশ পায়, কখনও বা অধীরাত্বের আধিক্য প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে ধীরাত্বের আধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণে অধীরাত্বের আধিক্য প্রদর্শিত হইতেছে।

"তামেব প্রতিপদ্য কামবরদাং সেবস্ব দেবীং সদা যস্যাঃ প্রাপ্য মহাপ্রসাদমধুনা দামোদরামোদসে।
পাদালক্তচিতং শিরস্তব মুখং তাম্বূলশেষোজ্জ্বলং কণ্ঠশ্চায়মুরোজকুট্মলসুহৃন্নির্ম্মাল্যমাল্যাঙ্কিতঃ॥ ঐ ২৩॥

—(শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) তোমার কামবরদাত্রী (অভীষ্টদাত্রী) সেই দেবীর শরণাপন্ন হইয়া সর্ব্বদা তাঁহারই সেবা কর গিয়া। (যদি বল, 'তুমিই তো আমার কামবরদাত্রী, আবার কোন্ দেবীর কথা বলিতেছ ?', তাহা হইলে বলি শুন—'না, আমি তোমার কামবরদাত্রী নহি ; কে তোমার কামবরদাত্রী, তাহা বলিতেছি শুন') হে দামোদর ! যাঁহার মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে তুমি আনন্দ অনুভব করিতেছ, (তিনিই তোমার কামবরদাত্রী, তাঁহারই সেবা কর গিয়া। যদি বল—'সে মহাপ্রসাদ আবার কি ?', তাহাও বলিতেছি, দেখাইয়া দিতেছি) যাঁহার চরণসংলগ্ন অলক্তকে তোমার মস্তক মণ্ডিত, যাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট তাম্বূলরাগে তোমার বদন উজ্জ্বল, যাঁহার কুচকুট্মলের সুহৃৎস্বরূপ নির্ম্মাল্যমাল্যে তোমার কণ্ঠ বিভূষিত, হইয়াছে, (তিনিই তোমার কামবরদাত্রী এবং তাঁহার চরণসংলগ্ন অলক্তক, তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল এবং তাঁহার কুচপদ্ম-সংলগ্ন মাল্যই হইতেছে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত তোমার পক্ষে মহাপ্রসাদ)।"

এ-স্থলে "কামবরদা"-শব্দের ধ্বনি হইতেছে এই যে—সেই নারী "কামবরদাত্রী"-মাত্র, "প্রেমামৃতপরিবেষয়িত্রী" নহেন। ইহা হইতেছে—ঈষৎ পরুষোক্তি এবং ইহাদ্বারা অধীরতাংশেরই আধিক্য সূচিত হইতেছে। পূর্ব্ব উদাহরণে 'ন রোদয়"-বাক্যে অশ্রুর কথা আছে ; তাহাতে ধীরতাংশের আধিক্য সূচিত হইয়াছে ; কিন্তু শেষোক্ত উদাহরণে অশ্রুর অভাব ; ইহাতেও অধীরতাংশের আধিক্য সূচিত হইয়াছে।

ঘ। মধ্যা নায়িকায় সর্ব্ব-রসোৎকর্ষ

মধ্যা নায়িকায় মুগ্ধত্ব ও প্রগল্‌ভত্বের মিশ্রণ আছে বলিয়া মধ্যা নায়িকাতেই সমস্ত রসোৎকর্ষ বিদ্যমান।

সর্ব্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে।
যদস্যাং বর্ত্ততে ব্যক্তা মৌগ্ধ্যপ্রাগল্‌ভ্যয়োর্যুতিঃ॥ ঐ ২৩॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নায়িকা ত্রিবিধা—মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা। মধ্যা নায়িকায় মধ্যার নিজস্ব লক্ষণও আছে, তদতিরিক্ত মুগ্ধার এবং প্রগল্‌ভার লক্ষণও আছে বলিয়া, মুগ্ধা বা প্রগল্‌ভায় ত্রিবিধ নায়িকার সকলের লক্ষণ নাই বলিয়া, মধ্যা নায়িকাতেই সমস্ত রসোৎকর্ষ বিদ্যমান।

৩৭৩। **প্রগল্‌ভা নায়িকা**

প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা। ভূরিভাবোদ্‌গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতি প্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা॥ ঐ-২৪॥

—যে নায়িকার পূর্ণ তারুণ্য (যৌবন), যিনি মদান্ধা, সুরতব্যাপারে অতিশয় উৎসুকা, প্রচুর পরিমাণে ভাবোদ্‌গমে অভিজ্ঞা, প্রেমরসে প্রিয়তমকে আক্রমণ করিতে সমর্থা, যাঁহার বাক্য ও চেষ্টা অতিশয় প্রৌঢ় (উদ্ভট) এবং মানবিষয়ে যিনি অত্যন্ত কর্কশ, তাঁহাকে প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে।”

ক। পূর্ণতারুণ্যা

“মুষ্ণাতি স্তনযুগ্মমভ্রমুপতেঃ কুম্ভস্থলীবিভ্রমং বিস্ফারঞ্চ নিতম্বমণ্ডলমিদং রোধঃশ্রিয়ং লুণ্ঠতি।
দ্বন্দ্বং লোচনয়োশ্চ লোলশফরীবিস্ফূর্জ্জিতং স্পর্দ্ধতে তারুণ্যামৃতসম্পদা ত্বমধিকং চন্দ্রাবলি ক্ষালিতা॥
—ঐ ২৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে বলিয়াছেন) হে চন্দ্রাবলি! তোমার স্তনযুগল ঐরাবতের গণ্ডদেশস্থ বিলাসকে অপহরণ করিতেছে; তোমার বিশাল নিতম্বমণ্ডল নদীতীর-শোভাকে লুণ্ঠন করিতেছে, নেত্রদ্বয়ও চঞ্চল শফরীর বিক্রমের সহিত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে। চন্দ্রাবলি! তারুণ্যামৃত-সম্পত্তিদ্বারা তুমি সমধিকরূপে ক্ষালিতা হইয়াছ।”

খ। মদান্ধা

“নিষ্ক্রান্তে রতিকুঞ্জতঃ পরিজনে শয্যামবাপয্য মাং স্বৈরং গৌরি রিরংসয়া ময়ি দৃশং দীর্ঘাং ক্ষিপত্যচ্যুতে।
সদ্যঃপ্রোচ্চতুরুপ্রমোদলহরীবিস্মারিতাত্মস্থিতির্নাহং তত্র বিদাম্বভূব কিমভূৎকৃত্যং কিলাতঃ পরম্॥ ঐ ২৫॥

—(কোনও যূথেশ্বরী তাঁহার সখীর নিকটে বলিতেছেন) হে গৌরি! কুঞ্জভবন হইতে আমার সখীগণ বাহির হইয়া গেলে, যথেচ্ছ রমণেচ্ছায় অচ্যুত আমাকে শয্যা প্রাপ্ত করাইয়া আমার প্রতি মন্দ-হাসিযুক্ত দীর্ঘ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎই আমার এতাদৃশ আনন্দতরঙ্গের আধিক্য জন্মিল যে, আমি আত্মানুসন্ধান পর্যন্ত বিস্মৃত হইলাম। তাহার পরে যে কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।”

গ। রতিবিষয়ে অতিশয় উৎসুকা

“উদঞ্চদ্বৈযাত্যাং পৃথুনখপদাকীর্ণমিথুনাং স্খলদ্‌বর্হাকল্পাং দলদমলগুঞ্জামণিসরাম্।
মমানঙ্গক্রীড়াং সখি বলয়রিক্তীকৃতকরাং মনস্তামেবোচ্চৈর্মণিতরমণীয়াং মৃগয়তে॥ ঐ-২৬॥

—(কোনও যূথেশ্বরী তাঁহার প্রিয়সখীর নিকটে বলিতেছেন) সখি! যাহাতে নায়ক-নায়িকার বিপরীত-স্থিতি স্বয়ং উদ্‌গত হয়, যাহাতে উভয়েরই গাত্র নখক্ষতাদিদ্বারা আকীর্ণ হয়, যাহাতে ময়ূরপুচ্ছ এবং আভরণ স্খলিত হয়, যাহাতে অমল গুঞ্জমালা এবং অমল মণিমালা দলিত হয়, যাহাতে উভয়ের করদ্বয় বলয়াদি-ভূষণ-বিরহিত হয় এবং যাহা উচ্চ শীৎকারধ্বনিতে রমণীয় হয়, আমার মন সেই অনঙ্গক্রীড়ারই অনুসন্ধান করিতেছে।”

রতিবিষয়ে এতাদৃশ ঔৎসুক্যও কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময় ; ইহাতে স্বসুখ-বাসনা নাই।

ঘ। ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা (নানাবিধ-ভাবপ্রকটনে নিপুণা)

"সাচিপ্রেক্ষদপাঙ্গশৃঙ্খলশিখা বিস্ফারিতভ্রূলতা সাকূতস্মিতকুট্মলাবৃতমুখী প্রোৎক্ষিপ্তরোমাঙ্কুরা।
কুঞ্জে গুঞ্জদলৌ বিরাজসি চিরাৎ কূজদ্ বিপঞ্চীস্বরা বদ্ধুং বন্ধুরগাত্রি কৃষ্ণহরিণং শঙ্কে ত্বমাকাঙ্ক্ষসি॥
—ঐ-২৭॥

—(কোনও যূথেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় কুঞ্জে বসিয়া আছেন এবং নানাবিধ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই। সেই যূথেশ্বরীর কোনও প্রিয়সখী দূরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন—তিনি কুঞ্জের দিকে আসিতেছেন। তখন সেই সখী যূথেশ্বরীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে হরিণের সঙ্গে এবং যূথেশ্বরীকে হরিণলিপ্সু ব্যাধের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। হরিণকে নিকটে আনিয়া স্বীয় জালে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাধ যে-সমস্ত আয়োজন করিয়া থাকে, যূথেশ্বরীর নানাবিধ ভাবকে সেই প্রিয়সখী সে-সমস্ত আয়োজনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ব্যাধের আয়োজন দেখিলে লোকে যেমন মনে করে হরিণ-প্রাপ্তির আশাতেই ব্যাধের এই আয়োজন, তদ্রূপ প্রিয়সখীও বলিলেন—'যূথেশ্বরি। কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশাতেই তোমার এ-সমস্ত ভাবরাজিকে তুমি প্রকটিত করিতেছ।' প্রিয়সখী যূথেশ্বরীকে বলিলেন)

হে রুচিরাঙ্গি ! অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি এই ভ্রমর-গুঞ্জিত কুঞ্জে বিরাজিত আছ (ব্যাধ যেমন লতাপাতায় নিজেকে লুক্কায়িত করিয়া হরিণের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, তদ্রূপ)। তাহাতে মনে হইতেছে, তুমি যেন কৃষ্ণহরিণকে বন্ধন করার জন্যই আকাঙ্ক্ষা করিতেছ (ব্যাধ যেমন কৃষ্ণসার হরিণকে স্বীয় জালে আবদ্ধ করার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, তুমিও যেন তোমার দয়িত শ্রীকৃষ্ণকে তোমার প্রেমজালে আবদ্ধ করার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছ। যদি বল—মৃগকে বন্ধন করার জন্য ব্যাধের থাকে শৃঙ্খলাদি; আমার তদ্রূপ শৃঙ্খলাদি কোথায়?' তাহা হইলে বলি শুন—তোমারও শৃঙ্খলাদি আছে) তোমার এই বক্র এবং চঞ্চল অপাঙ্গদৃষ্টিই হইতেছে কৃষ্ণরূপ-হরিণকে বন্ধন করার শৃঙ্খলস্বরূপ। (যদি বল—'ব্যাধ তো হরিণকে জালে আবদ্ধ করিয়া তার পরে বন্ধন করে ; আমার সেই জাল কোথায়?' তাহা হইলেও বলি শুন, তোমার জালও আছে) তোমার বিস্ফারিত ভ্রূলতাই জালের কাজ করিবে (বিস্ফারিত ভ্রূলতাতেই শ্রীকৃষ্ণ আবদ্ধ হইয়া পড়িবেন)। (মৃগবন্ধন-কালে ব্যাধ যেমন নিজের মুখখানাকে সম্যক্‌রূপে আবৃত করিয়া রাখে, তদ্রূপ) তুমিও স্বাভিলাষসূচক মৃদুমধুর হাস্যমুকুলের দ্বারা তোমার মুখখানাকে আচ্ছাদিত করিয়াছ। (আবার মৃগকে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাধ যেমন মৃগের লোভনীয় যব-তণ্ডুলাদি ছড়াইতে থাকে, তদ্রূপ) তোমার দেহেও রোমাঞ্চ-রাজি উত্থিত হইয়াছে (তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণরূপ হরিণ লুব্ধ হইবেন)। (আবার হরিণকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যাধ যেমন বংশীধ্বনি-আদি করে, তদ্রূপ) তুমিও তো তোমার শব্দায়মানা বীণাতে নানাবিধ স্বরের আলাপ করিতেছ (তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণরূপ হরিণ আকৃষ্ট হইবেন)।"

যূথেশ্বরী যে নানাবিধ ভাব-প্রকটনে অভিজ্ঞা, এই শ্লোকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। "সাচি-প্রেক্ষদপাঙ্গশৃঙ্খলশিখা"-শব্দে যে বক্র এবং চঞ্চল নেত্রান্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ধ্বনি এই যে, যূথেশ্বরী মনে করিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ হয় তো অন্য রমণীর কুঞ্জে যাইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়া পরে এখানে আসিবেন, এজন্যই তাঁহার বিলম্ব হইতেছে"-ইহাতে যূথেশ্বরীর ঈর্ষ্যা ও বিতর্ক সূচিত হইতেছে। "বিস্ফারিত-ভ্রূলতা"-শব্দের ধ্বনি এই যে—যূথেশ্বরী আবার মনে করিতেছেন—"না, অন্য রমণীর কুঞ্জে যায়েন নাই, গাভীসমূহের ব্যবস্থা করিয়া তিনি আসিবেন; তাহাতেই বিলম্ব হইতেছে।"—ইহাতে তাঁহার গর্ব্ব সূচিত হইতেছে। "সাকূতস্মিতকুট্মলাবৃতমুখী"-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বিলম্বে তিনি কিঞ্চিৎ মানবতীও হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যদি তাঁহাকে মানবতী দেখেন, তাহাহইলে তাঁহার দুঃখ হইবে—ইহা ভাবিয়া যূথেশ্বরী মন্দহাসিদ্বারা স্বীয় বদনকে আবৃত করিয়াছেন। ইহাতে ভাবগোপনরূপ অবহিত্থা এবং দয়া-এই উভয়ই ব্যঞ্জিত হইতেছে। "প্রোৎক্ষিপ্ত-রোমাঙ্কুরা"-শব্দে রত্যাখ্য স্থায়িভাব ব্যঞ্জিত হইতেছে। "কূজদ্বিপঞ্চীস্বরা"-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে—শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যদি বিহার প্রার্থনা করেন, তাহাহইলেও তিনি বীণাবাদনেই তৎপরা থাকিবেন। ইহার ধ্বনি এই যে—তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণকে বলিবেন—"এখানে কেন আসিয়াছ? পালী প্রভৃতি বহু প্রেয়সীই তো তোমার আছেন, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহারা তোমার প্রীতিবিধান করিবেন। সুতরাং শীঘ্রই তুমি আমার কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নিকটে চলিয়া যাও।" ইহা হইতেছে ঔৎসুক্য-চাপল্যোত্থ নর্ম্ম (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার অনুসরণে)।

৬। **রসাক্রান্তবল্লভা**

"অবচিনু কুসুমানি প্রেক্ষ্য চারূণ্যরণ্যে বিরচয় পুনরেভি র্মণ্ডনান্যুজ্জ্বলানি।
মধুমথন মদঙ্গে কল্পয়াকল্পমেতৈর্যুবতিষু মম ভীমং রৌতু সৌভাগ্যভেরী॥ ঐ-২৮॥

—(কোনও ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে মধুমথন! বৃন্দারণ্যে দেখিয়া দেখিয়া সুন্দর সুন্দর কুসুমসমূহ চয়ন কর; তাহার পরে আবার সে-সমস্ত কুসুমের দ্বারা উজ্জ্বল ভূষণসমূহ প্রস্তুত কর এবং সে-সকল ভূষণের দ্বারা আমার অঙ্গকে এমন ভাবে ভূষিত কর, যেন যুবতীগণের মধ্যে আমার অতিশয় সৌভাগ্য-ভেরী নিনাদিত হইতে পারে।"

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—এ-স্থলে প্রণয়বিলাসমাত্রই উদ্দেশ্য। স্বীয় অলঙ্করণ হইতেছে ব্যাজমাত্র; কেননা, প্রণয়বিলাসমাত্রই হইতেছে ব্রজসুন্দরীদের তাৎপর্য্য, নিজের জন্য কিছু চাওয়া কখনও তাঁহাদের প্রেমের স্বভাব নয়।

(১) **সন্ততাশ্রবকেশবা, রসাক্রান্তবল্লভা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকার ভেদ**

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ত্রিবিধা নায়িকার ভেদ নির্ণয় করিয়াছেন। নায়ক যদি সর্ব্বদা কোনও নায়িকার নিদেশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে আগ্রহবান্ হয়েন, তাহা হইলে সেই নায়িকাকে বলে সন্ততাশ্রবকেশবা। নায়িকা যদি নায়ককে আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া রাখিতে আগ্রহান্বিতা

হয়েন, তাহাহইলে সেই নায়িকাকে বলে **রসাক্রান্তবল্লভা**। আর যদি অবস্থাবিশেষেই নায়ক নায়িকার আদেশবর্ত্তী হয়েন, তাহা হইলে সেই নায়িকাকে বলে **স্বাধীনভর্ত্তৃকা**।

ছ। অতি প্রৌঢ়োক্তি

"কাকুং করোষি গৃহকোণকরীষপুঞ্জ-গূঢ়াঙ্গ কিং ননু বৃথা কিতব প্রযাহি।

কুত্রাদ্য জীর্ণতরণিভ্রমণাতিভীতি-গোপাঙ্গনাগণবিড়ম্বনচাতুরী তে ॥ঐ ২৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠাবশতঃ কোনও ব্রজসুন্দরীর গৃহকোণে আসিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন। ব্রজসুন্দরী তাহা জানিতে পারিয়া যদিও অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তথাপি বাহিরে কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'এখানে লুকাইয়া রহিয়াছ? আচ্ছা, আমি আমার শ্বাশুড়ীকে বলিয়া দিতেছি।' তখন শ্রীকৃষ্ণ শঙ্কিত হইয়া কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সেই ব্রজ-সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) অহে কিতব! গৃহকোণস্থিত করীষপুঞ্জের (শুষ্ক গোময়পিষ্টকের, ঘুটের) মধ্যে আত্মগোপন করিয়া কেন বৃথা কাকুতি-মিনতি করিতেছ? যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহা হইলে শীঘ্র পলায়ন কর। (পূর্ব্বে নৌকাবিলাস-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে নৌকা ডুবাইবার ভান করিয়া ব্রজতরুণীদিগের ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ করিয়া সেই ব্রজসুন্দরী আবার বলিলেন) গোপাঙ্গনাগণকে জীর্ণতরণীতে আরোহণ করাইয়া সেই তরণীকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইয়া যে চাতুরীদ্বারা তাঁহাদিগকে বিড়ম্বিত করিয়াছিলে, তোমার সেই চাতুরী আজ কোথায় গেল?"

ছ। অতি প্রৌঢ়চেষ্টা

"সখ্যাস্তবানঙ্গরণোৎসবেঽধুনা ননর্ত্ত মুক্তালতিকা স্তনোপরি।

উৎপ্লুত্য যস্যাঃ সখি নায়কশ্চলো ধীরং মুহুর্মে প্রজহার কৌস্তুভম্॥ ঐ ২৯॥

—(রাত্রিকালে কুঞ্জমধ্যে সুরত-লীলাবিশেষ-সময়ে চন্দ্রাবলী যেরূপ ধার্ষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রাতঃ-কালে তাঁহার সখী পদ্মার নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ সনর্ম্ম বচনে বলিলেন) সখি! অধুনা অনঙ্গ-যুদ্ধোৎসবে তোমার এই সখীর কুচোপরি মুক্তালতিকা (মুক্তাহার) নৃত্য করিতেছিল। মুক্তালতিকার মধ্যস্থিত নায়ক (দোলক)-মণিটী হঠাৎ চঞ্চল হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আমার ধীর (স্থির) কৌস্তুভমণিটীকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতেছিল।"

এ-স্থলে চন্দ্রাবলীর প্রৌঢ় চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে।

জ। মানে অত্যন্ত-কর্কশা (উদ্ধব-সন্দেশে)

"মেদিন্যাং তে লুঠতি দয়িতা মালতী ম্লানপুষ্পা তিষ্ঠন্ দ্বারে রমণি বিমনাঃ খিদ্যতে পদ্মনাভঃ।

ত্বঞ্চোন্নিদ্রা ক্ষপয়সি নিশাং রোদয়ন্তী বয়স্যা মানে কস্তে নবমধুরিমা তত্ত্ব নালোচয়ামি॥ ঐ ২৯॥

—(শ্যামলা অত্যন্ত মানবতী হইয়াছেন; অনেক চেষ্টা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মান ভঞ্জন করিতে পারেন নাই। তখন শ্যামলার কোনও সখী শ্যামলাকে বলিলেন) হে রমণি! তোমার প্রিয়া মালতী লতা ম্লানপুষ্পা হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছে (তুমি আর পূর্ব্বের ন্যায় তাহার যত্ন করিতেছনা, মূলে

জল সেচনও করিতেছ না)। আবার পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণও বিমনস্ক হইয়া দ্বারে অবস্থান পূর্ব্বক খেদ প্রকাশ করিতেছেন। তুমিও বিনিদ্র হইয়া নিশা যাপন করিতেছ এবং (এতাদৃশী অবস্থা প্রকাশ করিয়া) তোমার সখীদিগকেও কাঁদাইতেছ। সখি! তোমার এইরূপ মানের যে কি নবীন মাধুর্য্য আছে, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছিনা।"

৩৭৫। মানবিষয়ে প্রগল্‌ভা নায়িকার ত্রিবিধ ভেদ

মধ্যা নায়িকার ন্যায়, মানবিষয়ে প্রগল্‌ভা নায়িকাও তিন রকমের- ধীরা প্রগল্‌ভা, অধীরা প্রগল্‌ভা এবং ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা।

ক। ধীর-প্রগল্‌ভা

"উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা॥ ঐ ৩১॥

—ধীর-প্রগল্‌ভা নায়িকা দুই রকমের—এক, যে প্রগল্‌ভা নায়িকা মানিনী হইলে সুরতবিষয়ে উদাসীনা থাকেন, তাঁহাকে ধীর-প্রগল্‌ভা বলে ; আর যে প্রগল্‌ভানায়িকা মানিনী হইলে অবহিত্থাপূর্ব্বক (স্বীয় ভাবগোপনপূর্ব্বক) নায়কের প্রতি আদর প্রকাশ করেন, তাঁহাকেও ধীরপ্রগল্‌ভা বলে।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—পরমতের অনুরোধেই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী এ-স্থলে দুই রকম ধীরপ্রগল্‌ভার কথা লিখিয়াছেন। ধৈর্য্যের (ধীরাত্বের) পূর্ণত্ব এবং অপূর্ণত্বই হইতেছে এই দুই রকম ভেদের হেতু। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর নিজমতে প্রথমোক্তা নায়িকাই (যিনি সুরতবিষয়ে উদাসীনা, তিনিই) ধীরপ্রগল্‌ভা ; কেননা, তাঁহাতেই পূর্ণ ধৈর্য্য বিরাজিত। দ্বিতীয় প্রকারের নায়িকাতে ধৈর্য্যের অপূর্ণতা বলিয়া অধৃতি-অংশের সদ্‌ভাববশতঃ তিনি ধীরপ্রগল্‌ভাপ্রায়, কিন্তু ধীরপ্রগল্‌ভা নহেন।

"দেবী নাদ্য ময়ার্চ্চিতেতি ন হরে তাম্বূলমাস্বাদিতং
শিল্পং তে পরিচিত্য তপ্‌স্যতি গৃহীত্যঙ্গীকৃতা ন স্রজঃ।
আহূতাস্মি গৃহে ব্রজেশিতুরিতি ক্ষিপ্রং ব্রজন্ত্যা বচ-
স্তস্যাশ্রাবি ন ভদ্রয়েতি বিনয়ৈর্মানঃ প্রমাণীকৃতঃ॥ ঐ ৩১॥

—(ভদ্রা মানিনী হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—ভদ্রে! আজ তাম্বূল ভোজন কর নাই কেন? তখন ভদ্রা তাঁহাকে বলিলেন) হরে! আজ এখন পর্য্যন্ত আমি দেবীর অর্চ্চনা করি নাই ; এজন্য তাম্বূলের আস্বাদনও করি নাই। (পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমি তোমার জন্য মালা গাঁথিয়া আনিয়াছি, কণ্ঠে ধারণ কর। তখন ভদ্রা বলিলেন) তোমার শিল্প (মালাগ্রন্থনচাতুর্য্য) দর্শন করিয়া আমার গৃহপতি পরিতপ্ত হয়েন, এজন্য তোমার গ্রথিত মালা অঙ্গীকার করিতে পারিবনা (ইহা বলিয়া মালা অঙ্গীকার করিলেন না)। (তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন—এ-স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া আমার কথাগুলি শুন। ইহার উত্তরে ভদ্রা বলিলেন) 'ব্রজেশ্বরীর গৃহে আমি আহূতা

হইয়াছি'—ইহা বলিয়াই ভদ্রা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিলেন না। এইরূপে বিনয়-বচন-প্রয়োগের দ্বারাই ভদ্রা তাঁহার মান সপ্রমাণ করিলেন।"

অথবা

"কণ্ঠে নাদ্য করোমি দুর্ব্রতহতা রম্যামিমাং তে স্রজং
বক্তুং সুষ্ঠু নহি ক্ষমাস্মি কঠিনৈর্মৌনং দ্বিজৈর্গ্রাহিতা।
কা ত্বং প্রোজ্‌ঝ্য চলেৎ খলেয়মচিরং শ্বশ্রূর্নচেদাহ্বয়ে-
দিত্থং পালিকয়া হরৌ বিনয়তো মন্যুর্গভীরীকৃতঃ॥ ঐ-৩২॥

—(পালীনাম্নী ব্রজসুন্দরী মানিনী হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে মাল্য রচনা করিয়া আনিয়া পালীকে বলিলেন--'প্রিয়ে! তোমার জন্য অতি সুন্দর মালা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, কণ্ঠে ধারণ কর।' তখন পালী তাঁহাকে বলিলেন) আমি দুরূহ ব্রত ধারণ করিয়াছি, তাই তোমার এই রমণীয় মাল্য আজ কণ্ঠে ধারণ করিতে পারি না। (তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'তোমার মুখচন্দ্র হইতে বচনামৃত বর্ষণ করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।' তাহাতে পালী বলিলেন) নির্দ্দয় ব্রাহ্মণগণ আমাকে মৌনব্রত গ্রহণ করাইয়াছেন; এজন্য আমি স্পষ্টভাবে কোনও কথা বলিতে অক্ষম। (তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন—'প্রেয়সী! যদি কথা বলিলে তোমার মৌনব্রত ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে মৌনভাবেই আমার নিকটে কিছু কাল অবস্থান কর।' তখন পালী বলিলেন) তোমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া কোন্ নারীই বা চলিয়া যাইতে পারে? যদি খলস্বভাবা আমার শাশুড়ী আমাকে আহ্বান না করিতেন (তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে তোমার নিকটে থাকিতে পারিতাম)।' এই প্রকারে বিনয়ের দ্বারা পালী হরির প্রতি স্বীয় ক্রোধকেই গভীর করিয়া তুলিলেন।"

পালী কোনও স্থলেই অধীরাত্ব ব্যক্ত করেন নাই; বিনয়-বচনাদিদ্বারা তিনি তাঁহার ধীরাত্ব সুষ্ঠুভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার, "দুরূহব্রত", "নির্দ্দয় ব্রাহ্মণগণ", "খলস্বভাবা শাশুড়ী"-প্রভৃতি প্রৌঢ়োক্তিতে তাঁহার প্রগল্‌ভাত্বও প্রকটিত হইয়াছে।

অথবা

"কুচালম্ভে পাণির্নহি ভবত্যা বিঘটিতো মুহুশ্চুম্বারম্ভে মুখমপি ন সাচীকৃতমভূৎ।
পরীরম্ভে চন্দ্রাবলি ন চ বপুঃ কুঞ্চিতমিদং ক লব্ধা মানস্য স্থিতিরিয়মনালোকিতচরী॥ ঐ-৩৩॥

—(চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মানিনী হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—'চন্দ্রাবলি! তুমি কি আমার প্রতি মান করিয়াছ?' চন্দ্রাবলী তখন স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন—'না, না; তোমার প্রতি মান করিব কেন?' তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাকে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দাও?' চন্দ্রাবলী বলিলেন—'কেন তোমাকে আমার অঙ্গস্পর্শ করিতে দিব না? এই তো আমার অঙ্গ রহিয়াছে; তোমার যাহা ইচ্ছা কর।' এই বলিয়া চন্দ্রাবলী ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন) চন্দ্রাবলি। (পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তোমার

কুচমণ্ডলে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলে তুমি বাধা দিতে ; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি) আমি যখন তোমার কুচযুগলে হস্ত বিন্যস্ত করিলাম, তখন তুমি বাধা দিলেনা। (পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তোমাকে চুম্বন করিতে গেলে – তুমি মুখ ফিরাইয়া নিতে ; কিন্তু এক্ষণে) আমি পুনঃ পুনঃ তোমার মুখচুম্বন করিলেও তোমার মুখখানা একটুও বক্র হয় নাই। (পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আমি আলিঙ্গন করিতে গেলে তোমার দেহ কুঞ্চিত হইত ; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি) আমার আলিঙ্গনে তোমার এই দেহ একটুও কুঞ্চিত হয় নাই। চন্দ্রাবলি ! মানের এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্বা স্থিতি তুমি কোথায় পাইলে ?"

এ-স্থলে গাম্ভীর্য্য, অবহিত্থা (ভাবগোপন) এবং আদর প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ধীরাত্বও সূচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের আচরণে বাধা না দেওয়ায় প্রগল্‌ভতাও সূচিত হইয়াছে।

খ। অধীর-প্রগল্‌ভা

"সন্তর্য্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্‌॥ ঐ-৩৩॥

—যে নায়িকা ক্রোধে অধীরা হইয়া প্রিয়তমকে তর্জ্জন করেন, নিষ্ঠুর ভাবে তাড়না করেন, তাঁহাকে অধীরপ্রগল্‌ভা নায়িকা বলে।"

"মুগ্ধাঃ কংসরিপো বয়ং রচয়িতুং জানীমহে নোচিতং
তাং নীতিক্রমকোবিদাং প্রিয়সখীং বন্দেমহি শ্যামলাম্‌।
মল্লীদামভিরুচ্ছলন্মধুকরৈঃ সংযম্য কণ্ঠে যয়া
সাক্ষেপং চকিতেক্ষণ ত্বমসকৃৎ কর্ণোৎপলৈস্তাড্যসে॥ ঐ-৩৩॥

—(সাপরাধ শ্রীকৃষ্ণকে কোনও ব্রজসুন্দরী বলিয়াছিলেন) ওহে কংসরিপো ! আমরা মুগ্ধা ; তোমার সহিত কিরূপে সমুচিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমরা জানিনা। প্রিয়সখী শ্যামলাই ব্যবহারের নীতিক্রম-সম্বন্ধে অভিজ্ঞা ; আমরা সেই শ্যামলাকে বন্দনা করি—যে শ্যামলা মধুকরের দ্বারা উচ্ছলিতা মল্লিকামালাদ্বারা তোমার কণ্ঠদেশ বন্ধনপূর্ব্বক, হে চকিতেক্ষণ ! তোমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং কর্ণোৎপলদ্বারা বারম্বার তোমাকে তাড়না করিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে শ্যামলাই হইতেছেন অধীর-প্রগল্‌ভা নায়িকা।

গ। ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা

"ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে॥ ঐ-৩৩॥

—ধীরাধীরা নায়িকার গুণবিশিষ্টা প্রগল্‌ভা নায়িকাকে ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা নায়িকা বলে।"

"স্ফুরতি মম ন জাতু ক্রোধগন্ধোঽপি চিত্তে ব্রতমনু গহনাভূৎ কিন্তু মৌনে মনীষা।
অঘহর লঘু যাহি ব্যাজমাস্তাং যদেতাঃ কুসুমরসনয়া ত্বাং বন্ধুমিচ্ছন্তি সখ্যঃ॥ ঐ-৩৪॥

—ওহে অঘহর ! আমার চিত্তে কখনও ক্রোধের গন্ধও স্ফুরিত হয় না। (যদি বল, 'তাহা হইলে আমার সহিত কথা বলিতেছনা কেন ?' কথা না বলার কারণ এই যে) আমি ব্রত গ্রহণ করিয়াছি ; এজন্য মৌনাবলম্বনের জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। অতএব বলি—শীঘ্র এ-স্থান হইতে চলিয়া

যাও। (যদি বল—'কেন আমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছ ?' তাহার কারণ বলি, শুন) ছলনা রাখিয়া দাও। ঐ দেখ, এই সখীগণ পুষ্পরজ্জুদ্বারা (পুষ্পময়-ক্ষুদ্রঘণ্টিকাদ্বারা) তোমাকে বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।"

এ-স্থলে "আমার চিত্তে ক্রোধের গন্ধও নাই"-বাক্যে প্রগল্‌ভাত্ব এবং "চলিয়া যাও" ও "বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিতেছে"-ইত্যাদি বাক্যে অধীরাত্ব সূচিত হইয়াছে; কিন্তু ধীরাত্ব স্পষ্ট নহে বলিয়া অন্য উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। যথা,

"কৃতাগসি হরৌ পুরঃ স্তবতি তং ভ্রমদ্ভ্রূলতা তিতাড়য়িষুরুদ্ধুরা শ্রুতিতটাদ্‌বিকৃষ্যোৎপলম্।
ন তেন তমতাড়য়ৎ কিমপি যাহি যাহীতি সা ব্রুবত্যজনি মঙ্গলা সখি পরং পরাঞ্চন্মুখী ॥ ঐ-৩৫ ॥

—শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ করিয়া মঙ্গলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মঙ্গলার স্তব করিতে থাকিলে মঙ্গলা প্রগল্‌ভা হইয়া ভ্রূলতা কুঞ্চিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং কর্ণমূল হইতে উৎপলটী আকর্ষণ করিলেন বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে কোনওরূপ তাড়না করিলেন না, কেবল 'যাও, যাও' বলিয়া অত্যন্ত বিমুখী হইয়া রহিলেন।"

এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে প্রগল্‌ভাত্ব এবং শেষাংশে ধীরাত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। "যাও যাও"-বাক্যে অধীরাত্বও সূচিত হইয়াছে।

৩৭৫। নায়িকাদিগের জ্যেষ্ঠাত্ব-কনিষ্ঠাত্ব

ব্রজকিশোরীদিগের আকৃতি ও প্রকৃতির প্রগল্‌ভতাবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রগল্‌ভাত্ব কথিত হয়। "কিশোরিকাণামপ্যাসামাকৃতেঃ প্রকৃতেরপি। প্রাগল্‌ভ্যাদিব কাসাঞ্চিৎ প্রগল্‌ভাত্বমুদীর্য্যতে ॥ উ, নী, নায়িকা ॥৩৬॥" কিঞ্চিৎ বয়োঽধিকত্বেই বাস্তবিক প্রগল্‌ভতা সম্ভব (চক্রবর্ত্তিপাদ)। কিন্তু বয়সের আধিক্য ব্যতীতও আকৃতির এবং স্বভাবের প্রগল্‌ভতাতেও যে কোনও কোনও ব্রজকিশোরীর প্রগল্‌ভতা জন্মে, তাহাই উজ্জ্বলনীলমণির উল্লিখিত শ্লোকে বলা হইল।

মধ্যা এবং প্রগল্‌ভার আবার প্রত্যেকের দুইটী ভেদ আছে—জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা। নায়কের প্রণয়ের আধিক্য এবং ন্যূনতা ভেদেই এই দুই রকমের ভেদ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ যে নায়িকার প্রতি নায়কের প্রণয়ের আধিক্য, তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা এবং যাঁহার প্রতি নায়কের প্রণয়ের ন্যূনতা, তাঁহাকে কনিষ্ঠা বলা হয়। "মধ্যা তথা প্রগল্‌ভা চ দ্বিধা সা পরিভিদ্যতে। জ্যেষ্ঠা চাপি কনিষ্ঠা চ নায়কপ্রণয়ং প্রতি ॥ উ, নী, নায়িকা ॥ ৩৬ ॥"

ক। মধ্যার জ্যেষ্ঠাত্ব-কনিষ্ঠাত্ব

"সুপ্তে প্রেক্ষ্য পৃথক্ পুরঃ প্রিয়তমে তত্রার্পয়ন্ পুষ্পাজং
লীলায়া নয়নাঞ্চলে কিল রজশ্চক্রে প্রবোধোদ্যমম্।

কৃষ্ণঃ শীতল-তালবৃন্ত-রচনোপায়েন পশ্যাগ্রত-
স্তারায়াঃ প্রণয়াদিব প্রণয়তে নিদ্রাতিবৃদ্ধিক্রমম্ ॥ ঐ-৩৭ ॥

—(দূরবর্ত্তী লতাকুঞ্জে গোপনভাবে অবস্থিতা বৃন্দা নান্দীমুখীকে বলিলেন) সখি! ঐ দেখ; কুঞ্জগৃহে লীলা ও তারা পরস্পর সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া নিদ্রিতা আছেন। ইহা দেখিয়া, যদিও তাঁহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ লীলার নেত্রাঞ্চলে পুষ্পরেণু অর্পণ করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রণয়বশতঃ শীতল-তালবৃন্ত-ব্যজনদ্বারা তারার নিদ্রাবৃদ্ধির উপক্রম করিতেছেন।'

লীলা এবং তারা উভয়েই মধ্যা নায়িকা। উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। তাহা হইলেও উভয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় একরূপ নহে। লীলার প্রতিই তাঁহার প্রণয়ের আধিক্য, তাই তিনি লীলাকে জাগাইতেছেন—লীলার সহিত বিহারের উদ্দেশ্যে এবং তারার নিদ্রার গাঢ়তা সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন, যেন লীলার সহিত তাঁহার বিহার তারা জানিতে না পারেন। এ-স্থলে লীলার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়াধিক্যবশতঃ লীলার মধ্যাজ্যেষ্ঠাত্ব এবং তারার মধ্যাকনিষ্ঠাত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

খ। প্রগল্ভার জ্যেষ্ঠাত্ব-কনিষ্ঠাত্ব

"দীব্যন্তৌ দয়িতে সমীক্ষ্য রভসাদক্ষৈস্ত্রাহাত্মগ্রহে গৌরীং ঘূর্ণিতয়োপদিশ্য হিতবদ্দায়প্রয়োগং ভ্রুবা।
তস্যাস্তূর্ণমুপার্জয়ন্নিব জয়ং শিক্ষাবশেনাচ্যুতঃ শ্যামামেব চকার ধূর্ত্তনগরীসঙ্কেতবিজ্জিত্বরাম্ ॥ ঐ-৩৮ ॥

—(গৌরী ও শ্যামা উভয়েই প্রগল্ভা নায়িকা) কৌতুকবশতঃ তাঁহারা পণ রাখিয়া অক্ষক্রীড়া (পাশক-খেলা) করিতেছিলেন। তাঁহাদের পণ ছিল এই যে—যিনি পরাজিতা হইবেন, তিনি তিন দিন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ করিতে পারিবেন না, যিনি অক্ষক্রীড়ায় জয় লাভ করিবেন, তিনিই সেই তিন দিন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে আসিয়া তাহা দেখিলেন এবং ভ্রূভঙ্গীদ্বারা পাশক-চালন-বিষয়ে গৌরীকে এমন ভাবে উপদেশ দিলেন, যাহাতে মনে হইতেছিল, গৌরী শীঘ্রই জয় লাভ করিবেন; বস্তুতঃ কিন্তু পাশক-ক্রীড়কগণের জয়-পরাজয়বিষয়ক সমস্ত-রহস্যবেত্তা শ্রীকৃষ্ণ দুস্তর্ক্য কৌশল-বিশেষ দ্বারা শ্যামাকেই বিজয়িনী করিলেন।"

এ-স্থলে শ্যামার প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়াধিক্য; সুতরাং শ্যামারই জ্যেষ্ঠাত্ব এবং গৌরীর কনিষ্ঠাত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৭৬। পঞ্চদশ নায়িকাভেদ

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে যে জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা-এই দুইটী ভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে আপেক্ষিক ভেদ, সর্ব্বনিরপেক্ষ ভেদ নহে; তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—দুই নায়িকার মধ্যে তুলনায় যিনি জ্যেষ্ঠা হয়েন, অন্য কোনও নায়িকার সহিত তুলনায় তিনিই আবার কনিষ্ঠাও হইতে

পারেন। এ-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা যূথেশ্বরীভেদ-প্রকরণে দ্রষ্টব্য। এ-স্থলে এই দ্বিবিধ ভেদ গণনার মধ্যে ধরা হইল না।

পূর্ব্বোক্তা কৃষ্ণপ্রেয়সীদের যে পঞ্চদশ প্রকারের ভেদ আছে, তাহাই এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বে কৃষ্ণকান্তাদের কন্যা, স্বীয়া, পরোঢ়া, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা-ইত্যাদি ভেদের কথা বলা হইয়াছে। অবস্থাভেদে ইঁহাদের মধ্যে পঞ্চদশ ভেদ হইয়া থাকে।

কন্যা সর্ব্বদাই মুগ্ধা হয়েন, তাঁহার আর অবস্থান্তর হয় না ; এই কন্যা একটী ভেদ।

আবার স্বীয়া ও পরোঢ়া-এই উভয়ের প্রত্যেকেরই সাতটী করিয়া ভেদ আছে।

স্বীয়ার সাতটী ভেদ এই :—স্বীয়া মুগ্ধা, স্বীয়া ধীরপ্রগল্‌ভা, স্বীয়া অধীরপ্রগল্‌ভা, স্বীয়া ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা, স্বীয়া ধীরমধ্যা, স্বীয়া অধীরমধ্যা এবং স্বীয়া ধীরাধীরমধ্যা।

পরোঢ়ার সাতটী ভেদ এই :—পরোঢ়া মুগ্ধা, পরোঢ়া ধীরপ্রগল্‌ভা, পরোঢ়া অধীরপ্রগল্‌ভা, পরোঢ়া ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা, পরোঢ়া ধীরমধ্যা, পরোঢ়া অধীরমধ্যা এবং পরোঢ়া ধীরাধীরমধ্যা।

এইরূপে পঞ্চদশটী ভেদ পাওয়া গেল। উল্লিখিত ভেদে দেখা গেল—স্বীয়া ও পরোঢ়া—ইঁহাদের প্রত্যেকেরই মুগ্ধা, ধীরপ্রগল্‌ভা, অধীরপ্রগল্‌ভা, ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা, ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা এবং ধীরাধীরমধ্যা—এই সাত রকম ভেদ হইয়া থাকে।

৩৭৭। পঞ্চদশ প্রকার নায়িকার প্রত্যেকেরই আবার আটটী অবস্থা

উল্লিখিত পঞ্চদশ প্রকার নায়িকার প্রত্যেকেরই আবার আটটী অবস্থা হইতে পারে—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা।

এই আট প্রকার অবস্থার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

ক। অভিসারিকা

"যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি। সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা। কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক-সখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥ ঐ ৩৯॥

—যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায়েন, কিম্বা স্বয়ং অভিসার করেন, তাঁহাকে অভিসারিকা বলে। (যিনি স্বয়ং অভিসার করেন) সেই অভিসারিকা আবার অভিসারে গমনযোগ্য-বেশ অনুসারে দুই রকম—জ্যোৎস্নী ও তামসী (অর্থাৎ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন বলিয়া তাঁহাকে জ্যোৎস্নী এবং অন্ধকারময়ী রজনীতে তমোবর্ণের (কৃষ্ণবর্ণের) পরিচ্ছদ ধারণ করেন বলিয়া তাঁহাকে তামসী বলা হয়)। এইরূপ অভিসারিকা নায়িকা লজ্জায় যেন নিজাঙ্গেই নিজে লীনা হইয়া (কঙ্কণ-কিঙ্কিণি-নূপুরাদি) সমস্ত ভূষণকে শব্দহীন করিয়া এবং অবগুণ্ঠনবতী হইয়া স্নেহপরায়ণা একটীমাত্র সখীকে সঙ্গে লইয়া প্রিয়তমের নিকটে গমন করেন।"

সঙ্কেতস্থানে প্রিয়ের সহিত মিলনের জন্য গোপন-গমনকে **অভিসার** বলে।

(১) **অভিসারয়িত্রী** (যিনি কান্তকে অভিসার করায়েন)

"জানীতে ন হরির্যথা মম মনঃকন্দর্পকণ্ডূমিমাং মাং প্রীত্যাভিসরয়ত্যয়ং সখি যথা কৃত্বা ত্বয়ি প্রার্থনাম্।
চাতুর্য্যং তরসা প্রসারয় তথা সস্নেহমাসাদ্য তং যাবৎ প্রাণহরো ন চন্দ্রহতকঃ প্রাচীমুখং চুম্বতি॥ ঐ-৪০॥
—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া কোনও ব্রজদেবী তাঁহার এক প্রিয়সখীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইতেছেন এবং তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন) হে সখি! তুমি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন কর। আমার মনোগত কন্দর্প-কণ্ডূয়নের কথা হরি যেন জানিতে না পারেন, অথচ আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ যাহাতে তিনি অভিসার করেন এবং (তাঁহার সহিত আমাকে মিলাইবার জন্য) তোমার নিকটে প্রার্থনাও জ্ঞাপন করেন, তদনুরূপ সস্নেহ চাতুরী বিস্তার করিবে। (সখি! তুমি এক্ষণেই যাও, বিলম্ব করিওনা। আজ রজনীর পূর্ব্বার্দ্ধে অন্ধকার আছে; অন্ধকারের পরেই চন্দ্র উদিত হইবে; তখন অভিসারের অসুবিধা হইবে। অতএব) যে পর্য্যন্ত বিরহিণীদিগের প্রাণহরণকারী হতচন্দ্র পূর্ব্বদিক্‌কে চুম্বন না করে (যে-পর্য্যন্ত চন্দ্র উদিত না হয়), সেই সময়ের মধ্যেই তুমি তাঁহাকে অভিসার করাইবে।"

(২) **জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে স্বয়মভিসারিকা**

"ইন্দুস্তুণ্ডিলমণ্ডলঃ প্রণয়তে বৃন্দাবনে চন্দ্রিকাং
সান্দ্রাং সুন্দরি নন্দনো ব্রজপতেস্ত্বদ্‌বীথিমুদ্বীক্ষতে।
ত্বং চন্দ্রাঙ্কিতচন্দনেন খচিতা ক্ষৌমেণ চালঙ্কৃতা
কিং বর্ত্মন্যরবিন্দচারুচরণদ্বন্দ্বং ন সন্ধিৎস্যসি॥ ঐ-৪১।

—(বিশাখা শ্রীরাধাকে কহিলেন) সুন্দরি! অদ্য রাকাপতি উদিত হইয়া বৃন্দাবনে নিবিড় চন্দ্রিমা বিস্তার করিতেছে, ব্রজপতি-নন্দনও উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া তোমার গমন-পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। অতএব তুমি স্বীয় অঙ্গে কর্পূরমিশ্রিত চন্দন লেপন করিয়া শুভ্র ক্ষৌমবসন পরিধান-পূর্ব্বক অরবিন্দ অপেক্ষাও চারু তোমার চরণদ্বয়কে সেই পথে চালাইতেছ না কেন?"

চন্দনও শুভ্র; তাহার সঙ্গে শুভ্র কর্পূর মিশ্রিত হইলে উভয়ের মিলিত শুভ্রতা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। ক্ষৌম হইতেছে সূক্ষ্ম অতসী-তন্তুজাত বস্ত্র; ইহা সাধারণতঃ শুক্লবর্ণ হয়। এ-সমস্ত হইতেছে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে অভিসারের উপযোগী বেশ। শুভ্র জ্যোৎস্নার বর্ণের সঙ্গে শুক্লবস্ত্রাদির বর্ণের পার্থক্য বিশেষ থাকেনা বলিয়া দূর হইতে কেহ অভিসারিকাকে চিনিতে পারিবেনা।

(৩) **তামসী রজনীতে অভিসারিকা**

"তিমিরমসিভিঃ সম্বীতাঙ্গ্যঃ কদম্ববনান্তরে সখি বকরিপুং পুণ্যাত্মানঃ সরন্ত্যভিসারিকাঃ।
তব তু পরিতো বিদ্যুদ্বর্ণাস্তনুদ্যুতিসূচয়ো হরি হরি ঘনধ্বান্তান্যেতাঃ স্ববৈরিণি ভিন্দতে॥
— ঐ৪১-ধৃত-বিদগ্ধমাধববাক্যম্॥

—(ললিতা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে সখি! গোকুলমধ্যে গোপাঙ্গনাগণ কি পুণ্যবতী! তাঁহারা তিমিরময় নীলবসনদ্বারা নিজেদের অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিয়া কদম্ববনমধ্যে বকরিপু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অভিসার করিতেছেন। কিন্তু হে স্বৈরিণি! (তুমি নিজেই নিজের শত্রু হইলে! কেননা) তোমার বিদ্যুদ্বর্ণ অঙ্গকান্তিরূপ সূচিকাসমূহ চতুর্দ্দিকস্থ গাঢ় অন্ধকাররাশিকে ভেদ করিতেছে (অর্থাৎ তুমিও নীলবসন পরিধান করিয়াছ বটে ; কিন্তু তোমার সমুজ্জ্বল অঙ্গকান্তি নীলবসনকে ভেদ করিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে)।"

খ। বাসকসজ্জা

"স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ। সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়াসঙ্কল্পো বর্ত্মবীক্ষণম্। সখীবিনোদবার্ত্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ॥ ঐ ৪১॥

—'স্বীয় অবসরমত প্রিয়তম কান্ত আসিবেন'-এইরূপ মনে করিয়া যে নায়িকা নিজের দেহকে এবং গৃহকেও সুসজ্জিত করেন, তাঁহাকে বাসকসজ্জিকা বলে। তাঁহার চেষ্টা হইতেছে—স্মরক্রীড়ার সঙ্কল্প, প্রিয়ের আগমন-পথ নিরীক্ষণ, সখীদের সহিত বিনোদালাপ এবং মুহুর্মুহু দূতীর প্রতি দৃষ্টি-প্রভৃতি।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্ববাসকবশাৎ স্বাবসরবশাৎ॥—স্বীয় অবসর মত।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"স্বং বাসয়তীতি স্ববাসকঃ। বশঃ কান্তিরিচ্ছেতি যাবৎ। ত্বং কুঞ্জে তাবদ্বস, অহং শীঘ্রমেষ্যামীতি নায়কস্যেচ্ছৈব নায়িকাং কুঞ্জে বাসয়তীত্যর্থঃ॥—নিজেকে বাস করায়েন যিনি, তিনি স্ববাসক। বশ-শব্দের অর্থ—কান্তি, ইচ্ছা। স্ববাসকবশাৎ—নিজেকে বাস করায়েন যিনি, তাঁহার ইচ্ছাতে। 'তুমি এখন কুঞ্জে বাস কর, আমি শীঘ্রই আসিব' নায়কের এইরূপ ইচ্ছাই নায়িকাকে কুঞ্জে বাস করায়। (নায়ক হইলেন স্ববাসক)।"

"রতিক্রীড়াকুঞ্জং কুসুমশয়নীয়োজ্জ্বলরুচিং বপুঃ সালঙ্কারং নিজমপি বিলোক্য স্মিতমুখী।
মুহুর্ধ্যায়ং ধ্যায়ং কমপি হরিণা সঙ্গমবিধিং সমৃদ্ধ্যন্তী রাধা মদনমদমাদ্যন্মতিরভূৎ॥ ঐ ৪২॥

—(শ্রীকৃষ্ণের আগমনের অপেক্ষায় শ্রীরাধা কুঞ্জে বসিয়া আছেন। বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের উপযোগীভাবে সেই কুঞ্জ সাজাইয়াছেন, সখীগণও শ্রীরাধাকে তাঁহাদের মনোমত সাজাইয়াছেন। লীলাবিশেষময় ভাবের আবেশে আনন্দবিহ্বলা শ্রীরাধাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী তাঁহার কোনও সখীকে বলিয়াছিলেন—ঐ দেখ সখি!) রতিক্রীড়ার উপযোগী কুঞ্জগৃহকে পুষ্পশয্যাদ্বারা উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট দেখিয়া এবং স্বীয় দেহকেও বিবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত দেখিয়া শ্রীরাধা মৃদুমন্দ হাস্য করিতেছেন এবং শ্রীহরির সহিত কোনও এক অনির্ব্বচনীয় সঙ্গমবিধির কথা মুহুর্মুহু ধ্যান করিতে করিতে সেই সঙ্গমবিধিকে সমৃদ্ধ (আনন্দতরঙ্গে বিবৃদ্ধ) করিতে করিতে তিনি মদনমদে উন্মত্তমতি হইয়াছেন।"

গ। উৎকণ্ঠিতা

"অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা। বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা।
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কণম্। অরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ॥ ঐ-৪৩॥

—নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ না আসিলে যে নায়িকা তাঁহার আগমনের জন্য উৎসুকা হইয়া থাকেন, ভাববেত্তা পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিরহোৎকণ্ঠিতা বলেন। ইঁহার চেষ্টা হইতেছে—হৃদয়ের তাপ, গাত্রকম্প, অনাগমনের হেতুচিন্তা, অস্বাস্থ্য, অশ্রুমোচন ও নিজের অবস্থা-কথনাদি।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্লোকস্থ 'অনাগসি--নিরপরাধ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, নায়ক যদি সাপরাধ হয়েন, তাহা হইলে নায়িকার মানই হয়, উৎকণ্ঠা হয় না। "বিরহোৎ-কণ্ঠিতা" হইতেছে 'উৎকণ্ঠিতার"ই পর্য্যায়ান্তর।

"সখি কিমভবদ্বদ্ধো রাধাকটাক্ষগুণৈরয়ং সমরমথবা কিং প্রারব্ধং সুরারিভিরুদ্ধুরৈঃ।

অহহ বহুলাষ্টম্যাং প্রাচীমুখেঽপ্যুদিতে বিধৌ বিধুমুখি ন যস্মাং সস্মার ব্রজেশ্বরনন্দনঃ॥ ঐ ৪৪॥

—(চন্দ্রাবলী তাঁহার সখী পদ্মাকে বলিলেন) সখি! ইনি কি শ্রীরাধার কটাক্ষ-গুণের (কটাক্ষরূপ রজ্জুর) দ্বারা আবদ্ধ হইলেন? অথবা কি প্রচণ্ড অসুরগণের সহিত যুদ্ধই আরম্ভ হইল? (কিছুই যে নির্ণয় করিতে পারিতেছিনা। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অনাগমনের হেতু চিন্তা করা হইতেছে)। আজি যে কৃষ্ণাষ্টমী, ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে চন্দ্র উদিত হইল; তথাপি, অহহ! ব্রজেন্দ্রনন্দন যে আমাকে স্মরণ করিলেন না। (অর্দ্ধরাত্রি গত হইল, এখনও তিনি আসিলেন না কেন? এ-স্থলে উৎকণ্ঠা সূচিত হইতেছে)।"

এই প্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—"বাসকসজ্জা-অবস্থার শেষে, মানের বিরামে এবং পরাধীনত্ববশতঃ নায়ক-নায়িকার মিলনের অভাব হইলে উৎকণ্ঠা হয়।"

ঘ। খণ্ডিতা

"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্। ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা॥

এষা তু রোষনিশ্বাসতূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ॥ ঐ ৪৫॥

—পূর্ব্বসঙ্কেতিত কাল অতিক্রম করিয়া যাহার প্রিয়তম অন্য প্রেয়সীকে উপভোগ করিয়া স্বীয় অঙ্গে ভোগচিহ্ন ধারণ করিয়া প্রাতঃকালে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাঁহাকে খণ্ডিতা নায়িকা বলে। খণ্ডিতা নায়িকার চেষ্টা হইতেছে—ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস, তূষ্ণীম্ভাব (মৌন) প্রভৃতি।"

"যাবৈ র্ধূমলিতং শিরো ভুজতটীং তাড়ঙ্কমুদ্রাঙ্কিতাং
সংক্রান্তস্তনকুঙ্কুমোজ্জ্বলমুরো মালাং পরিম্লাপিতাম্।
ঘূর্ণাকুট্মলিতে দৃশৌ ব্রজপতে র্দৃষ্ট্বা প্রগে শ্যামলা
চিত্তে রুদ্রগুণং মুখে তু সুমুখী ভেজে মুনীনাং ব্রতম্॥ ঐ ৪৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণ অন্য নায়িকার সহিত নিশা যাপন করিয়া অঙ্গে ভোগচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালে শ্যামলার কুঞ্জে আসিয়াছেন। তখন তাঁহার দর্শনে শ্যামলার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া শ্যামলার কোনও এক সখী অপর এক সখীর নিকটে বলিয়াছিলেন, সখি।) অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশ অলক্তক-রাগে নীল-লোহিত, বাহুমূল তাড়ঙ্কচিহ্নান্বিত, বক্ষঃস্থল সংক্রান্ত-স্তনকুঙ্কুমে উজ্জ্বল, পুষ্পমালা

সংঘৃষ্ট এবং নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত এবং ঈষন্মীলিত দেখিয়া সুমুখী শ্যামলা চিত্তে ক্রোধ এবং মুখে মুনিদিগের ব্রত (মৌন) ধারণ করিলেন।"

ঙ। **বিপ্রলব্ধা**

"কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে। ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ॥
নির্ব্বেদচিন্তাখেদাশ্রুমূর্চ্ছানিশ্বসিতাদিভাক্॥ ঐ-৪৭॥

—সঙ্কেত করিয়া দৈবাৎ যদি প্রাণবল্লভ না আসেন, তাহা হইলে যে নায়িকার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যথিত হয়, মনীষিগণ তাঁহাকে বিপ্রলব্ধা বলেন। ইঁহার চেষ্টা—নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রুবর্ষণ, মূর্চ্ছা ও নিশ্বাসাদি।" [প্রলব্ধা—বঞ্চিতা, বিপ্রলব্ধা বিশেষরূপে বঞ্চিতা]

"বিন্দতি স্ম দিবমিন্দুরিন্দিরানায়কেন সখি বঞ্চিতা বয়ম্।
কুর্ম্মহে কিমিহ শাধি সাদরং দ্রাগিতি ক্লমমগান্মৃগেক্ষণা॥ ঐ-৪৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেতকুঞ্জে আসিবেন—দূতীমুখে একথা শুনিয়া শ্রীরাধা সঙ্কেতকুঞ্জে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সেদিন ছিল কৃষ্ণাদ্বাদশী; রাত্রির তৃতীয় প্রহর গত হইয়াছে, আকাশে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। তখনও শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না দেখিয়া শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিয়াছিলেন) 'সখি! চন্দ্র আকাশে উদিত হইয়াছে (এখনও শ্রীকৃষ্ণ আসিলেননা); আমরা ইন্দিরানায়ক (লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইলাম! এক্ষণে এই অবস্থায় কি করিব, শীঘ্র তুমি সাদরে তাহা শিক্ষা দাও।'—ইহা বলিয়াই মৃগনয়না শ্রীরাধা ক্লান্তা (মূর্চ্ছিতা) হইয়া পড়িলেন।"

চ। **কলহান্তরিতা**

"যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা। নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা॥
অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ॥ ঐ-৪৮॥

—যে নায়িকা সখীগণের সমক্ষে পাদপতিত বল্লভকে ক্রোধভরে নিরসন করিয়া (তাড়াইয়া দিয়া) পরে অনুতাপ করেন, তাঁহাকে কলহান্তরিতা বলে। ইঁহার চেষ্টা হইতেছে—প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাসাদি।"

[কলহ—বিবাদ। অন্তর—ভেদ। কলহান্তরিতা—কলহের দ্বারা ভেদ জন্মিয়াছে যাঁহার, তিনি কলহান্তরিতা, ত্যক্তকলহা (চক্রবর্ত্তিপাদ)। পূর্ব্বে কলহ ছিল, এখন কলহ নাই; এখন পূর্ব্বকলহের জন্য অনুতাপ জন্মিয়াছে। এইরূপ অবস্থা যে নায়িকার, তিনি কলহান্তরিতা।]

"সখীনাং পুরঃ—সখীদের সমক্ষে"-এই বাক্যপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—"নির্জনে মান থাকা অসম্ভব-ইহাই অভিপ্রায়।"

"স্রজঃ ক্ষিপ্তা দূরে স্বয়মুপহৃতাঃ কেশিরিপুণা প্রিয়া বাচস্তস্য শ্রুতিপরিসরান্তেঽপি ন কৃতাঃ।
নমন্নেষ ক্ষৌণীবিলুঠিতশিখং প্রৈক্ষি ন ময়া মনস্তেনেদং মে স্ফুটতি পুটপাকার্পিতমিব॥ ঐ ৪৮॥

—(শ্রীরাধা তাঁহার সখীগণের নিকটে বলিলেন—অহে সখীগণ! আমার কি দুরদৃষ্ট, দেখ) কেশি-

রিপু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে মালা আনিয়া আমাকে উপহার দিয়াছিলেন, (অবজ্ঞাপূর্ব্বক) আমি তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি। তাঁহার প্রিয়বাক্যগুলিতে আমি কর্ণপাতও করি নাই!! তাঁহার মস্তককে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত করিয়া তিনি যখন আমার চরণে প্রণাম করিলেন, তখন আমি তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাতও করি নাই!! হায়! হায়! এক্ষণে সে-সমস্ত কারণে আমার মন পুটপাকার্পিত ধাতুদ্রব্যের ন্যায় স্ফুটিত হইতেছে!!"

ছ। **প্রোষিতভর্ত্তৃকা**

"দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা। প্রিয়সঙ্কীর্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানবজাগরৌ।
মালিন্যমনবস্থানং জাড্যচিন্তাদয়ো মতাঃ॥ ঐ-৪৯॥

—যে নায়িকার কান্ত দূর দেশে গিয়াছেন, তাঁহাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা বলে। তাঁহার চেষ্টা হইতেছে – প্রিয়সঙ্কীর্ত্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মালিন্য, অনবস্থান (অর্থাৎ সর্ব্বত্র চিত্তের অনাসক্তি), জাড্য ও চিন্তাদি।"

[প্রোষিত—প্রবাসগত, দূরদেশগত। প্রোষিত বা প্রবাসগত হইয়াছে ভর্ত্তা (নায়ক) যাঁহার, তিনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা।]

"বিলাসী স্বচ্ছন্দং বসতি মথুরায়াং মধুরিপুর্বসন্তঃ সন্তাপং প্রথয়তি সমন্তাদনুপদম্।
দুরাশেয়ং বৈরিণ্যহহ মদভীষ্টোদ্যমবিধৌ বিধত্তে প্রত্যূহং কিমিহ ভবিতা হন্ত শরণম্॥ ঐ ৪৯॥

—(ললিতার প্রতি শ্রীরাধার বিষাদোক্তি) বিলাসপরায়ণ মধুরিপু তো স্বচ্ছন্দে মথুরায় বাস করিতেছেন। বসন্তও প্রতিপদে সর্ব্বতোভাবে আমার সন্তাপ বৃদ্ধি করিতেছে। অহহ! আমার মরণ আমার অভীষ্ট হইলেও মরণের উদ্যমবিধানেই (শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আসিবেন-এতাদৃশী) দুরাশা আমার বৈরিণী হইয়া বিঘ্ন জন্মাইতেছে। হায়! হায়! এই অবস্থায় আমি কাহার আশ্রয় নিব? কে আমাকে রক্ষা করিবেন?"

জ। **স্বাধীনভর্ত্তৃকা**

"স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়া-কুসুমাবচয়াদিকৃৎ॥ ঐ ৪৯॥

—কান্ত যে নায়িকার অধীন হইয়া সর্ব্বদা নিকটে অবস্থান করেন, তাঁহাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা বলে। তাঁহার চেষ্টা হইতেছে—জলকেলি, বনবিহার, কুসুম-চয়নাদি।"

"রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়োর্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চস্রজা কবরীভরম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরাবিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ॥
—ঐ ৫০-ধৃত শ্রীগীতগোবিন্দ-বাক্যম্॥

—(শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) 'তুমি আমার কুচযুগলে কস্তূরীপত্র রচনা কর, কপোলদ্বয়ে চন্দনপঙ্ক-দ্বারা চিত্র রচনা কর, জঘনে মেখলা পরাইয়া দাও, পুষ্পমালাদ্বারা আমার কবরীকে সজ্জিত কর,

আমার করযুগলে বলয়গুলি পরাইয়া দাও এবং আমার পদযুগলে নূপুর পরাইয়া দাও।' শ্রীরাধা এই-রূপ আদেশ করিলে পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণও প্রীত হইয়া তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন।"

(১) **মাধবী**

পরম-প্রেমবশ্যত্ববশতঃ যদি স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকাকে তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করিতে সমর্থ না হয়েন, তাহা হইলে সেই স্বাধীনভর্ত্তৃকাকে মাধবী বলে।

চেদিয়ং প্রেয়সা হাতুং ক্ষণমপ্যতিদুঃশকা।
পরমপ্রেমবশ্যত্বান্মাধবীতি তদোচ্যতে ॥ ঐ ৫০॥

ঝ। **অষ্টবিধা নায়িকার অবস্থা**

পূর্ব্বকথিত অষ্টবিধা নায়িকার মধ্যে—স্বাধীনভর্ত্তৃকা, বাসকসজ্জিকা ও অভিসারিকা-এই তিন রকমের নায়িকা হৃষ্টচিত্তা ও ভূষণমণ্ডিতা হয়েন। অবশিষ্ট পাঁচ প্রকারের নায়িকা—বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, কলহান্তরিতা ও প্রোষিতভর্ত্তৃকা-ইঁহারা—খেদান্বিতা ও মণ্ডনবর্জ্জিতা হয়েন। ইঁহারা বামগণ্ডে হস্ত স্থাপন করেন এবং চিন্তায় সন্তপ্তচিত্তা হয়েন। (উ, নী, নায়িকা ॥ ৫০)।

৩৭৮। প্রেমতারতম্যে ত্রিবিধা নায়িকা

ব্রজেন্দ্রনন্দনবিষয়ে প্রেমের তারতম্য অনুসারে পূর্ব্বকথিত অষ্টবিধা নায়িকারও আবার তিনটী ভেদ হয়—উত্তমা, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা। এই উত্তমা-মধ্যমা-কনিষ্ঠার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার যে পরিমাণ প্রেম থাকে, তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরও সেই পরিমাণ প্রেম থাকে।

এ-স্থলে "প্রেম"-শব্দে প্রেমের পরিণাম স্নেহাদি হইতে মহাভাবপর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এ-স্থলে "প্রেম" বলিতে—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবকে বুঝায়।

এ-স্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে—নায়কের প্রণয়ের আধিক্য এবং ন্যূনতাভেদে পূর্ব্বে (৭।৩৭৫-অনুচ্ছেদে) নায়িকাদের জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা-এই দুই রকম ভেদের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু পঞ্চদশ-নায়িকাভেদের প্রসঙ্গে সেই দ্বিবিধ ভেদ পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু এ-স্থলে উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-এই ত্রিবিধ ভেদ কেন নায়িকাভেদের মধ্যে পরিগণিত হইল? যদিও বলা হইয়াছে, এই ত্রিবিধভেদের হেতু হইতেছে ব্রজেন্দ্র-নন্দনে প্রেমের তারতম্য, তথাপি কিন্তু ইহা কার্য্যতঃ পর্য্যবসিত হয় জ্যেষ্ঠাত্ব-কনিষ্ঠাত্ব-ভেদের হেতুতেই—অর্থাৎ নায়িকার প্রতি নায়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের তারতম্যেই; কেননা, নায়কের প্রতি নায়িকার যে-পরিমাণ প্রেম, নায়িকার প্রতিও নায়কেরও সেই পরিমাণ প্রেমই। এই অবস্থায় নায়িকাভেদ-গণনায় জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠার অনন্তর্ভুক্তির এবং উত্তমা-মধ্যমা-কনিষ্ঠার অন্তর্ভুক্তির হেতু কি থাকিতে পারে?

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"উত্তমাদিত্রয়ো ভেদা বস্তুবিচারেণ গণত্রয়া-ত্মকত্বাৎ। পূর্ব্বোক্তং জ্যেষ্ঠাদিভেদদ্বয়ং তু পারস্পরিকাপেক্ষয়া সর্ব্বেষ্বপি তেষু সম্ভবতীতি ব্যবহার-

মাত্রাত্মকত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্।” তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—কন্যা, স্বীয়া এবং পরোঢ়া--নায়িকাদের এই তিনটী গণ আছে; এই ত্রিবিধ গণেই বস্তুবিচারে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের স্বরূপবিচারে) উত্তমাদি ত্রিবিধ ভেদ স্বীকৃত। কিন্তু পূর্ব্বকথিত জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা-ভেদদ্বয় হইতেছে পরস্পরের অপেক্ষায় স্বীকৃত (দুই জন নায়িকার মধ্যে এক জন অপর জন হইতে জ্যেষ্ঠা বা কনিষ্ঠা—এইরূপ বিচারেই এই ভেদদ্বয় স্বীকৃত) ; এইরূপ ভেদ দুই-দুই জন করিয়া সমস্ত গণেই সম্ভব; সুতরাং এই ভেদদ্বয় হইতেছে ব্যবহারমাত্রাত্মক। সার মর্ম্ম হইতেছে এই যে- প্রেমের স্বরূপের বা প্রেমের জাতির বিচারেই উত্তমা-মধ্যমাদি ভেদ,আপেক্ষিক বিচারে নহে। প্রেমের স্বরূপ-বিচারে যে নায়িকা মধ্যমা, তিনিও উত্তমা হইতে কনিষ্ঠা এবং কনিষ্ঠা হইতে জ্যেষ্ঠা হইতে পারেন; কিন্তু মধ্যমার প্রেম-পরিমাণের তুলনায় উত্তমার প্রেম-পরিমাণের আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উত্তমাকে মধ্যমা হইতে উত্তমা বলা হয় না। যাঁহার প্রেমের স্বরূপ বা জাতিই বস্তুবিচারে উত্তম, তাঁহাকেই উত্তমা নায়িকা বলা হয়; কাহারও প্রেম-পরিমাণের অপেক্ষায় তাঁহাকে উত্তমা বলা হয় না। মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। কিন্তু জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা-ভেদের হেতু প্রেমের স্বরূপ-বিচারবশতঃ নহে; দুই জনের মধ্যে যাঁহার প্রেমের আধিক্য, তাঁহাকেই জ্যেষ্ঠা বলা হয় এবং অপরকে কনিষ্ঠা বলা হয়—তা তাঁহাদের প্রেমের স্বরূপ যাহাই হউক না কেন। এ-স্থলে প্রেমের স্বরূপ-বিচার নাই। এই ভেদ হইতেছে ব্যবহারগত, বস্তুগত নহে, সুতরাং এইরূপ ব্যবহারগত ভেদকে ভিত্তি করিয়া নায়িকাভেদনির্ণয় করা সঙ্গত হয় না; কেননা, কোনও দুই জনের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা, অপর এক জনের সহিত তুলনায় তিনিও আবার কনিষ্ঠা হইতে পারেন; সুতরাং যদি জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা এই দুইটী ভেদ স্বীকার করা হয়, তাহাহইলে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠাভেদেও রাখা যায় না, কনিষ্ঠাভেদেও রাখা যায় না। কিন্তু উত্তমা-মধ্যমাদি ভেদ আপেক্ষিকভেদ নহে বলিয়া, পরন্তু প্রেমের স্বরূপ-বিচারগত ভেদ বলিয়া, উত্তমা-মধ্যমাদি নিরপেক্ষভাবেই পৃথক্ পৃথক্ ভেদরূপে পরিগণিত হইতে পারে। কেননা, প্রেমের স্বরূপ-বিচারে যিনি উত্তমা, তিনি কখনও মধ্যমাভেদের বা কনিষ্ঠাভেদের অন্তর্ভুক্তা হইতে পারিবেন না। তদ্রূপ, যিনি মধ্যমা, তিনিও কখনও উত্তমাভেদের বা কনিষ্ঠাভেদের অন্তর্ভুক্তা হইবেন না এবং যিনি কনিষ্ঠা, তিনিও কখনও উত্তমাভেদের বা মধ্যমাভেদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। এইরূপে দেখা গেল—উত্তমা-মধ্যমাদি নায়িকাভেদের স্বীকৃতি যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু জ্যেষ্ঠা-কনিষ্ঠা-ভেদ যুক্তিসঙ্গত নহে।

এক্ষণে উত্তমাদি নায়িকাভেদের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। উত্তমা

“কর্ত্তুং শর্ম্ম ক্ষণিকমপি মে সাধ্যমুজ্ঝত্যশেষং চিত্তোৎসঙ্গে ন ভজতি ময়া দত্তখেদাপ্যসূয়াম্।
শ্রুত্বা চান্তর্ব্বিদলতি মৃষাপ্যার্ত্তিবার্ত্তালবং মে রাধা মূর্দ্ধন্যখিল-সুদৃশাং রাজতে সদ্‌গুণেন ॥ ঐ ৫১ ॥

—(সুবলের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সখে!) আমার ক্ষণিক সুখের জন্যও শ্রীরাধা তাঁহার সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করেন, আমি তাঁহার খেদ উৎপাদন করিলেও তিনি তাঁহার মনোমধ্যে আমার প্রতি

অসূয়া পোষণ করেন না এবং (আমার কোনও পীড়া না থাকিলেও) কেহ যদি আমার পীড়ালেশ সম্বন্ধেও কোনও মিথ্যাকথাও তাঁহার নিকটে বলেন, তাহা শুনিয়াও তাঁহার অন্তঃকরণ বিদলিত হইয়া যায়। অহো! সদ্‌গুণে শ্রীরাধা নিখিল-সুন্দরীবর্গের শীর্ষস্থানে বিরাজিত।"

এ-স্থলে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা হইতেছে শ্রীরাধাপ্রেমের স্বরূপগত উৎকর্ষ। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য শ্রীরাধার বাসনা স্বভাবতঃই এমন উৎকণ্ঠাময়ী যে, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষণকালব্যাপী সুখ বিধানের জন্যও তিনি তাঁহার অন্য সমস্ত কার্য্য অম্লানবদনে, অকুণ্ঠিতচিত্তে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধক কার্য্যে নিজেকে সর্ব্বতো-ভাবে নিয়োজিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও কোনও কারণে এমন কোনও কার্য্য করেন, যাহাতে শ্রীরাধার মনে কষ্ট হইতে পারে, তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনওরূপ অসূয়া প্রকাশ করেন না ---বাহিরে অসূয়া প্রকাশ তো দূরে, মনেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া পোষণ করেন না। শ্রীরাধার মনের ভাব শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধা বলিতেছেন---'আমি কৃষ্ণ-পদদাসী, তেঁহো রসসুখরাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ। কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনুমন, তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥ সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়। কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়॥ ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া। তা-সভারে দেন পীড়া, আমাসনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট, অন্য নারীগণ করি সাথ। মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥ না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হয় মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।৩৯-৪৩।" প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরাধা তবে মানবতী হয়েন কেন? তাহার উত্তর এই—সখীদের শিক্ষানুসারেই শ্রীরাধা প্রণয়রোষময় মান অবলম্বন করেন, কখনও কখনও কিঞ্চিৎ অধিক মানভাবও আরোপিত করেন; কিন্তু তাহাও তাঁহার বহিশ্চেষ্টামাত্র, অন্তরে তদনুরূপ ভাব পোষণ করেন না। কেনই বা তিনি সখীদের উপদেশে বাহিরেই বা মানের চেষ্টা প্রকটিত করেন? তাঁহার উক্তিতেই তাহা জানা যায়। শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে। যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, ছাড়ে মান অলপ সাধনে॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।৪৫॥" মানের পর্য্যবসানও শ্রীকৃষ্ণসুখে। আবার, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাময়ী বাসনা বশতঃ, শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব দুঃখের কথা তো দূরে, তাঁহার কোনও মনঃপীড়ার মিথ্যা-কথাও যদি শ্রীরাধা কখনও শুনেন, তাহা হইলেও দুঃখে শ্রীরাধার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া যায়।

বস্তুবিচারে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতেছে সর্ব্বোত্তম। এজন্য তিনি উত্তমা নায়িকা, নিরপেক্ষ ভাবেই উত্তমা নায়িকা। তিনি উত্তমা নায়িকাদিগের মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। শ্লোকের শেষচরণে তাহাই বলা হইয়াছে।

খ। মধ্যমা

"তুর্ম্মানমেব মনসা বহুমানয়ন্তী কিং জ্ঞাতকৃষ্ণহৃদয়ার্ত্তিরপি প্রযাসি।
রঙ্গে তরঙ্গদখিলাঙ্গি বরাঙ্গনানাং নাসৌ প্রিয়ে সখি ভবত্যনুরাগমুদ্রা ॥ ঐ ৫২ ॥

—(রঙ্গানাম্নী ব্রজসুন্দরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে বিরাজিত ; অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে উদ্‌গত অন্য নায়িকার নাম শুনিয়া রঙ্গা ঈর্ষ্যাভরে কুঞ্জত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার কোনও সখী তাঁহাকে বলিলেন) রঙ্গে ! পরমদুঃখদ মানকেই বুঝি তুমি পরমসাধ্য বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছ ! শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের আর্ত্তি জানিতে পারিয়াও তুমি বাহির হইয়া যাইতেছ ! রোষভরে তোমার সমস্ত অঙ্গই তো তরঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতেছে ! হে প্রিয়সখি ! ইহা তো বরাঙ্গনাদিগের অনুরাগের লক্ষণ নহে।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের মনঃকষ্টের কথা জানা সত্ত্বেও যে রঙ্গার চিত্তদ্রবতা জন্মে নাই—সুতরাং তিনি চলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার মধ্যমাত্ব। বস্তুতঃ সমর্থারতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের সকলের কৃষ্ণপ্রীতিই হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী। তথাপি, কৃষ্ণের মনঃকষ্টের কথা জানিয়াও যে রঙ্গা চলিয়া যাইতেছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—"রঙ্গার মনের ভাব হইতেছে এই। 'শ্রীকৃষ্ণের কষ্টের কথা শ্রবণমাত্রেই আমি মান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছি ; কিছুকাল পরে আমার প্রসন্নতা ব্যক্ত করিব। ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ আমার বিরহদুঃখ অনুভব করুন, যেন আর কখনও এইরূপ অন্যায় কার্য্য না করেন।' কিন্তু স্নেহের জাতি-প্রমাণের অত্যাধিক্য হইলে এইরূপ বিচারই মনে জাগে না।"

গ। কনিষ্ঠা

"দনুজভিদভিসারপ্রস্তুতৌ বৃষ্টিমুগ্রাং জনগমনবিরামাদন্যদা স্তৌষি তুষ্টা।
কথয় কথমিদানীং জৃম্ভতে মেঘডিম্ভে কুতুকিনি বত কুঞ্জে প্রস্থিতৌ মন্থরাসি ॥ ঐ ৫৩ ॥

—(কোনও গোপাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণসমীপে অভিসার করার জন্য ইচ্ছা করিলে তাঁহার ত্বরিত-গমনার্থ বৃন্দা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) সখি ! (পূর্ব্বে দেখিয়াছি) শ্রীকৃষ্ণসমীপে অভিসার করিতে উদ্যতা হইলে যদি উগ্রা (অতিশয়) বৃষ্টি নামিত, তাহা হইলে, এই প্রবল-বৃষ্টিপাত-সময়ে কোনও লোক বাহির হইবেনা মনে করিয়া তুমি সেই প্রবল-বৃষ্টিকে সন্তুষ্টচিত্তে স্তব করিতে। কিন্তু হে কুতুকিনি ! বল দেখি, এখন মেঘাঙ্কুরের সামান্য উদয় দেখিয়াও তুমি কুঞ্জ-গমনে শিথিলা হইতেছ কেন ?"

এ-স্থলে নায়িকার মনোভাব হইতেছে এইরূপ :—"সামান্য মেঘের উদয় হইয়াছে ; এই বৃষ্টি অধিককাল স্থায়ী হইবেনা। এখনই যদি অভিসারে বাহির হই, তাহা হইলে আমার বসন-ভূষণাদি ভিজিয়া যাইবে , বৃষ্টি থামিয়া গেলে তাহার পরে গেলেও কোনও ক্ষতি হইবেনা।" ইহাতে নায়িকার প্রীতির অল্পতা বুঝা যাইতেছে। এজন্য ইনি কনিষ্ঠা। "পূর্ব্বে প্রবলবৃষ্টিকেও স্তব করিতে"-এইরূপ বাক্য নায়িকার প্রতি কটাক্ষমাত্র।

বস্তুতঃ, রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্ত স্থায়িভাবের জাতি ও পরিমাণের তারতম্যেই উত্তমা-মধ্যমাদি বিচার। যে স্থলে আধিক্য, সে-স্থলে উত্তমাত্ব, এইরূপ স্থলে কোনওরূপ অন্যানুসন্ধানই থাকেনা। যে-স্থলে অন্যবিষয়ে ঈষৎ অনুসন্ধানও থাকে, সে-স্থলে প্রীতির জাতি ও পরিমাণের আধিক্য থাকেনা বলিয়া মধ্যমাত্ব। যে-স্থলে প্রীতির জাতি ও পরিমাণের অল্পতা, সে-স্থলে অন্যবিষয়ে অনুসন্ধানেরও আধিক্য এবং সে-স্থলেই কনিষ্ঠাত্ব।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন - অধিরূঢ়-মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের সম্বন্ধে উত্তমা-মধ্যমা-কনিষ্ঠার উদাহরণ সঙ্গত নহে। তথাপি প্রেমের এক এক বৈচিত্র্যাংশ অবলম্বন করিয়াই উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। উত্তমার উদাহরণে প্রেমের একাংশ অবলম্বন করা হইয়াছে। মধ্যমার উদাহরণে সখী-দিগের উপালম্ভ অবলম্বিত হইয়াছে। কনিষ্ঠার উদাহরণে বাম্যব্যঞ্জিতাংশ অবলম্বিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ প্রীতরস-বৈচিত্র সম্পাদনার্থই এক এক স্থলে প্রেম এক এক বৈচিত্রী প্রকাশ করিয়া থাকে।

৩৭৯। মোট নায়িকাভেদ তিন শত ষাইট

উপসংহারে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন - পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নায়িকা পঞ্চদশ প্রকারের (৭। ৩৬৮ অনু)। তাহাদের প্রত্যেকের আবার অভিসারিকা-বাসকসজ্জিকাদি আট প্রকার ভেদ আছে; এইরূপে মোট একশত বিশ প্রকার নায়িকাভেদের কথা জানা গেল (১৫ × ৮ = ১২০)। আবার একশত বিশ প্রকারের প্রত্যেক প্রকারেই উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা-এই তিন রকম ভেদ হইতে পারে। এইরূপে মোট (১২০ × ৩ = ৩৬০) তিনশত ষাইট প্রকার নায়িকা পাওয়া যায়।

ক। শ্রীরাধিকাতে প্রায়শঃ সকল নায়িকার অবস্থাই বিরাজিত

"যথা স্যুর্নায়কাবস্থা নিখিলা এব মাধবে।
তথৈতা নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো মতাঃ ॥ঐ ৫৫॥

—শ্রীকৃষ্ণে যেমন নায়কের সমস্ত অবস্থা বিদ্যমান, তদ্রূপ শ্রীরাধিকাতেও প্রায়শঃ নায়িকার সমস্ত অবস্থা অবস্থিত।"

শ্লোকস্থ "প্রায়শঃ"-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ বলেন--"সরসতা অনুসারেই, অন্যরূপে নহে।" চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন--"অনুকূলত্ব, শঠত্বাদি সমস্ত নায়কাবস্থা যেমন শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বথা সম্ভবপর হয়, শ্রীরাধিকাতে কিন্তু ধীরপ্রগল্‌ভত্বাদি অবস্থা তদ্রূপ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে থাকেনা,--কিঞ্চিন্মাত্রই, কোনও কোনও অংশেই থাকে। ইহাই হইতেছে প্রায়শঃ-শব্দের তাৎপর্য্য।"

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৬)

যূথেশ্বরীভেদ

৩৬০। **যূথেশ্বরীভেদ**

পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া নায়িকাভেদ-প্রকরণ পর্য্যন্ত কয়েকটী প্রকরণে যূথমুখ্যাদের (অর্থাৎ যূথেশ্বরীদের) যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেছে তাঁহাদের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে বর্ণনা, অর্থাৎ তাঁহাদের স্বভাবাদি-ভেদে পরস্পরের অসাধারণত্বের বর্ণনাই সে-স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় তাঁহাদের সুহৃদাদি-ব্যবহার (অর্থাৎ সুহৃৎ, তটস্থ, বিপক্ষ, স্বপক্ষাদি ভেদ) অভিব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

এতাসাং যূথমুখ্যানাং বিশেষো বর্ণিতোঽপ্যসৌ।

সুহৃদাদৌ ব্যবহৃতিব্যক্তয়ে বর্ণ্যতে পুনঃ॥ উ, নী, যূথেশ্বরীভেদ ॥১॥

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন--"সুহৃদাদৌ সুহৃত্তটস্থ-বিপক্ষ-স্বপক্ষেষু।"

ক। **যূথেশ্বরীভেদ ত্রিবিধ--অধিকা, সমা, ও লঘ্বী**

"সৌভাগ্যাদেরিহাধিক্যাদধিকা সাম্যতঃ সমা।

লঘুত্বাল্লঘুরিত্যুক্তা স্ত্রিধা গোকুলসুভ্রুবঃ॥ ঐ ২॥

—যূথেশ্বরী গোকুলসুন্দরীদিগের তিনটী ভেদ আছে--অধিকা, সমা ও লঘ্বী। সৌভাগ্যাদির আধিক্যে অধিকা, সমতায় সমা এবং লঘুত্বে লঘ্বী।

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্লোকস্থ "সৌভাগ্যাদি"-শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে "গুণরূপাদি" বুঝায়। "সৌভাগ্য" বলিতে--নায়কের প্রেমবশতঃ নায়িকার প্রতি যে আদর, সেই "আদর-প্রাপ্তি" বুঝায়। এইরূপে জানা গেল--যে সমস্ত নায়িকাতে নায়কের প্রেমজনিত আদর এবং রূপগুণাদি আধিক্যে বিরাজিত, তাঁহারা হইতেছেন "অধিকা নায়িকা।" যাঁহাদের মধ্যে সৌভাগ্য ও রূপগুণাদি সমপরিমাণে বিদ্যমান, তাঁহারা "সমা নায়িকা"। আর যাঁহাদের মধ্যে সৌভাগ্য ও রূপ-গুণাদির ন্যূনতা, তাহা "লঘ্বী নায়িকা।"

খ। **অধিকাদির প্রত্যেকের আবার ত্রিবিধ ভেদ—প্রখরা, মধ্যা এবং মৃদ্বী**

অধিকা, সমা এবং লঘ্বী-এই ত্রিবিধা যূথেশ্বরীর মধ্যে প্রত্যেকেরই আবার ত্রিবিধ ভেদ আছে — প্রখরা, মধ্যা এবং মৃদ্বী।

তন্মধ্যে যিনি প্রগল্‌ভবাক্যা (অর্থাৎ সদম্ভ বাক্য প্রয়োগ করেন), যাঁহার বাক্য (উপলক্ষণে চেষ্টাদিও) অপর কেহ খণ্ডন করিতে পারেনা, তাঁহাকে বলে **প্রখরা।**

প্রগল্ভা নায়িকার নায়িকোচিত অন্যান্য গুণও অবশ্য থাকিবে; শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—কেবল প্রগল্ভবাক্যত্বে রসের বিরূপতাই জন্মে, রসোপযোগিতা থাকেনা।

যাঁহার অন্যান্য সদ্‌গুণ আছে, কিন্তু প্রাখর্য্য নাই (তদূনত্বে), তাঁহাকে বলে **মৃদ্বী।**

আর, **মধ্যা** হইতেছেন প্রখরা ও মৃদ্বীর মধ্যবর্ত্তিনী। নায়িকোচিত অন্যান্য সদ্‌গুণ থাকাসত্ত্বেও যাঁহাতে প্রাখর্য্য বা প্রগল্‌ভবাক্যত্ব বিদ্যমান, তিনি হইতেছেন প্রখরা. যাঁহাতে প্রাখর্য্যের বা প্রগল্‌ভ-বাক্যত্বের অভাব, তিনি মৃদ্বী। মধ্যা ইঁহাদের মধ্যবর্ত্তিনী, অর্থাৎ অন্য সদ্‌গুণের সঙ্গে যাঁহাতে প্রাখর্য্য এবং মৃদুতা-উভয়ই বিরাজিত—মিলিত শীতোষ্ণের ন্যায়, শীতত্ব ও উষ্ণত্ব-উভয়ে মিলিত হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইলে যেমন উভয়েরই তীব্রতা মন্দীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাখর্য্য ও মৃদুতা-উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পরকে উপমর্দ্দিত করিয়া একত্ব প্রাপ্ত হইলে প্রাখর্য্যও মৃদুতার প্রভাবে মন্দীভূত হয়। এতাদৃশ মন্দ-প্রাখর্য্য ও মৃদুতা-এই উভয়ই যাঁহাতে বিরাজিত – তাঁহাকে বলে মধ্যা। "মধ্যা তৎসাম্যমাগতা।"

প্রগল্‌ভবাক্যা প্রখরা খ্যাতা মৃদ্বী ত্বন্যভাষিতা।
তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যা তৎসাম্যমাগতা॥ ঐ ৩॥

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল-অধিকাদি যূথেশ্বরীর মোট নয় রকমের ভেদ আছে—তিন-রকমের অধিকা, তিন রকমের মধ্যা এবং তিন রকমের লঘ্বী।

তিন রকমের অধিকা হইতেছে— অধিকপ্রখরা, অধিকমধ্যা এবং অধিকমৃদ্বী; তিন রকমের সমা হইতেছে –সমপ্রখরা, সমমধ্যা এবং সমমৃদ্বী; আর তিন রকমের লঘ্বী হইতেছে লঘুপ্রখরা, লঘু-মধ্যা এবং লঘুমৃদ্বী। এক্ষণে ইঁহাদের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

৩৮১। **অধিকাত্রিক** (তিন প্রকারের অধিকা)

অধিকা যূথেশ্বরী আবার দুই রকমের – আত্যন্তিকী অধিকা এবং আপেক্ষিকী অধিকা।

আত্যন্তিকী তথৈবাপেক্ষিকী চেত্যধিকা দ্বিধা॥ ঐ ৩॥

আত্যন্তিকী এবং আপেক্ষিকী-এই দুই প্রকারের অধিকার প্রত্যেক প্রকারই অধিকপ্রখরা, অধিকমধ্যা এবং অধিক মৃদ্বী হইতে পারেন। এজন্য প্রথমে আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকীর বিবরণ দিয়া তাহার পরে অধিকপ্রখরাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

(১) **আত্যন্তিকী অধিকা**

"সর্ব্বথৈবাসমোর্দ্ধা যা সা স্যাদাত্যন্তিকাধিকা।
সা রাধা সা তু মধ্যৈব যন্নান্যা সদৃশী ব্রজে॥ ঐ ৪-৫॥

—যিনি সর্ব্বতোভাবে অসমোর্দ্ধা (অর্থাৎ যাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই), তাঁহাকে বলে 'আত্যন্তিকী অধিকা।' শ্রীরাধাই আত্যন্তিকী অধিকা। (মুগ্ধাদিভেদে এবং প্রখরাদি ভেদেও) শ্রীরাধা কিন্তু মধ্যাই; যেহেতু, ব্রজে তাঁহার সদৃশী অন্য কোনও নায়িকা নাই (তিনিই তাঁহার সদৃশী —অর্থাৎ ঈষদল্পাও কেহ নাই)।"

শ্রীরাধার প্রেমের নাম মাদন। এই মাদনই হইতেছে প্রেমের সর্ব্বোচ্চতম স্তর। এই মাদন একমাত্র শ্রীরাধাতেই সর্ব্বদা বিদ্যমান, অন্য কোনও গোপসুন্দরীতে মাদন নাই ; সুতরাং প্রেমের বিচারে শ্রীরাধার সমানও কেহ নাই, অধিক তো দূরে। আবার মাদনের পূর্ব্ববর্ত্তী মোহনাখ্য মহাভাবও শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যে উদিত হয় না ; সুতরাং শ্রীরাধার দ্বিতীয়-স্থানীয়াও—ঈষদল্পাও—কেহ নাই।

পূর্ব্বে (৭।৩৬১-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, স্বভাববৈচিত্রীভেদে নায়িকা ত্রিবিধা—মুগ্ধা, মধ্যা এবং প্রগল্‌ভা। এই ত্রিবিধা নায়িকার মধ্যেও শ্রীরাধা মধ্যা নায়িকা। আবার ৭।৩৮০-খ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, অধিকা নায়িকা ত্রিবিধা—প্রখরা, মধ্যা এবং মৃদ্বী। এই ত্রিবিধা নায়িকার মধ্যেও শ্রীরাধা মধ্যা নায়িকা। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—মধ্যাত্বই রসাতিশয়-বিধায়ক। শ্রীরাধাই সর্ব্বাতিশায়িরূপে রসাতিশয়-বিধায়িকা ; এজন্য তিনিই সর্ব্বতোভাবে মধ্যা নায়িকা।

উদাহরণ, যথাঃ—

"তাবদ্‌ ভদ্রা বদতি চটুলং ফুল্লতামেতি পালী শালীনত্বং ত্যজতি বিমলা শ্যামলাহঙ্করোতি।

স্বৈরং চন্দ্রাবলিরপি চলত্যুন্নময্যোত্তমাঙ্গং যাবৎ কর্ণে ন হি নিবিশতে হন্ত রাধেতি মন্ত্রঃ॥ ঐ ৬॥

—(কোনও এক সময়ে ব্রজদেবীগণ মিলিত হইয়া নিজ নিজ যূথের সৌভাগ্য খ্যাপন করিতেছিলেন। তখন শ্রীরাধার সখী শ্যামলা বলিয়াছিলেন— ওহে ব্রজদেবীগণ, শুন। আমি সত্য কথা বলিতেছি) যে পর্য্যন্ত 'রাধা'-এই দুইটী অক্ষরাত্মক মন্ত্র কর্ণবিবরে প্রবেশ না করে, সে পর্য্যন্তই ভদ্রা চটুল বাক্য বলিতে পারেন, পালীও প্রফুল্লতা ধারণ করিতে পারেন, বিমলাও শালীনত্ব (অধৃষ্টত্ব) ত্যাগ করেন (অর্থাৎ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন), আর আমি যে শ্যামলা, সে পর্য্যন্ত আমারও অহঙ্কার উপস্থিত হয় ; অধিক কি, চন্দ্রাবলীও সে পর্য্যন্তই শির উন্নত করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া থাকেন (কিন্তু রাধা-নাম উপস্থিত হইলে সকলকেই যে বদন অবনত করিতে দেখি)।"

এই উদাহরণে শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধত্ব এবং মধ্যাত্ব-উভয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরাধার সমান বা অধিক যে কেহ নাই, তাহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধার নামের প্রভাবেই সকলের অহঙ্কারাদি তিরোহিত হয় ; সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীরাধার ঔদ্ধত্য প্রদর্শিত হয় নাই ; ইহাতেই শ্রীরাধার মধ্যাত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। (শ্রীজীব গোস্বামীর টীকা)।

আত্যন্তিকী অধিকার অধিকাত্ব হইতেছে সর্ব্বনিরপেক্ষ।

(২) **আপেক্ষিকী অধিকা**

'মধ্যে যূথাধিনাথানামপেক্ষৈকতমামিহ।

যা স্যাদন্যতমা শ্রেষ্ঠা সা প্রোক্তাপেক্ষিকাধিকা ॥ ঐ ৭॥

—যূথেশ্বরীগণের মধ্যে একতমার অপেক্ষায় অন্যতমা শ্রেষ্ঠা হইলে সেই অন্যতমাকে আপেক্ষিকী অধিকা বলে।"

ক। অধিক-প্রখরা

"পশ্য ক্ষৌণিধরাদুপৈতি পুরতঃ কৃষ্ণো ভুজঙ্গাগ্রণী-
স্তূর্ণং ভীরুভিরালিভিঃ সমমিতস্ত্বং যাহি মন্ত্রোজ্ঝিতে।
আচার্য্যাহমটামি ভোগিরমণীবৃন্দস্য বৃন্দাটবীং
কিং নঃ কামিনি কার্ম্মণেন বশতাং নীতঃ করিষ্যত্যসৌ॥ ঐ ৮॥

—(এক সময়ে দুই যূথেশ্বরী এক সঙ্গেই কুসুমচয়নের ছলে স্ব-স্ব সখীগণের সহিত বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া একজন একটু সাধ্বসগ্রস্তা হইলেন। তখন অপরজন তাঁহাকে বলিলেন) সখি! ঐ দেখ, ভুজঙ্গসমূহের অগ্রণী কৃষ্ণসর্প পর্ব্বত হইতে সম্মুখভাগে নামিয়া আসিতেছেন। তুমি তো সর্পবশীকরণের মন্ত্র জাননা; অতএব তোমার ভীরুসখীগণের সহিত তুমি এই স্থান হইতে শীঘ্র পলায়ন কর। (যদি বল, তুমিও চল, তুমিই বা কেন এ-স্থানে থাকিয়া কৃষ্ণসর্পের দ্বারা কদর্থিত হইবে? তাহা হইলে বলি শুন) আমি সর্পরমণীগণের আচার্য্যা হইয়া বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া থাকি। হে কামিনি! আমার বশীকারৌষধি-প্রয়োগে বশীভূত হইয়া ইনি আমাদের কি করিবেন?

(পক্ষান্তরে) হে সখি! ঐ দেখ, কামুকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছেন। তুমি তো কৃষ্ণবশীকরণের মন্ত্র জাননা; অতএব সখীগণকে লইয়া গৃহে চলিয়া যাও। (যদি বল, তুমিও চল, কেন এ স্থানে থাকিয়া দুর্লীল-শিরোমণির হস্তে কদর্থনা ভোগ করিবে? তাহা হইলে বলি শুন) আমি সম্ভোগশালিনী রমণীগণের আচার্য্যা হইয়া বৃন্দাবনে পর্য্যটন করিয়া থাকি; দৈহিক ও বাচনিক চেষ্টাসমূহ দ্বারা আমি উঁহাকে বশীভূত করিয়াছি; উনি আমাদের আর কি কদর্থনা করিবেন?"

যে যূথেশ্বরী উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন-"আমি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছি"-এই বাক্যে তাঁহার সৌভাগ্যাদির আধিক্য সূচিত হওয়ায় তাঁহার অধিকাত্বও সূচিত হইয়াছে (৭।৩৮০-ক অনুচ্ছেদ) এবং তাঁহার অতি সুস্পষ্ট প্রগল্‌ভ-বাক্যে প্রখরাত্বও সূচিত হইয়াছে (৭।৩৭২-খ অনু)। এইরূপে দেখা গেল- উল্লিখিত কথাগুলির বক্তী যূথেশ্বরী হইতেছেন—অধিকপ্রখরা।

খ। অধিকমধ্যা

"আলীভির্মে ত্বমসি বিদিতা পূর্ণিমায়াঃ প্রদোষে রোষেণাসৌ প্রথয়সি কথং পাটবেনাবহিত্থাম্।
ধৃত্বা ধূর্ত্তে সহ পরিজনাং মদ্‌গৃহে ত্বাং নিরুন্ধ্যাং বর্ত্মপ্রেক্ষী গুণয়তু স তে জাগরং কুঞ্জরাজঃ॥ ঐ ৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে কোনও এক যূথেশ্বরী পূর্ণিমার সায়ংকালে অভিসার করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উপস্থিত হইয়াই দূরে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ইহাও দেখিলেন যে, অপরা এক যূথেশ্বরীও তাঁহার সখীগণের সহিত অভিসার করিয়া সে-স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রথমাকে দেখিয়া দ্বিতীয়া যূথেশ্বরী সঙ্কোচিত হইয়া অবহিত্থা বিস্তার করিতে

—অর্থাৎ আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতে—লাগিলেন। তখন দ্বিতীয়া যূথেশ্বরীকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠাইবার উদ্দেশ্য প্রথমা যূথেশ্বরী তাঁহাকে বলিলেন) অয়ি বয়সো ! তোমাকেও আমি চিনিয়াছি, তোমার সখীদিগকেও চিনিয়াছি ; কেন তুমি পটুতার সহিত অবহিত্থা (আত্ম-গোপন-চেষ্টা) বিস্তার করিতেছ ? (ইহার পরে তিনি সপরিহাস-বাক্যে বলিলেন) অয়ি ধূর্ত্তে ! এই আমি রোষভরে তোমাকে এবং তোমার পরিজন (সখী) গণকে ধরিয়া নিয়া এই পূর্ণিমা-প্রাদোষে আমার নিজের গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব ("এমন একজনকেও বাহিরে রাখিব না, যিনি গিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তোমার অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ দিতে পারেন।" সকলকে ধরিয়া নিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখা বস্তুতঃ অসম্ভব বলিয়া প্রথমা যূথেশ্বরীর এই উক্তি যে পরিহাসমাত্র, তাহাই বুঝা যায়। যাহাহউক, ইহার পরে প্রথমা বলিলেন) , কুঞ্জের রাজা শ্রীকৃষ্ণ তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া জাগরণ অভ্যাস করুন।"

এ-স্থলে দ্বিতীয়া যূথেশ্বরীই হইতেছেন "অধিকমধ্যা।" তাঁহাতে অধিকাত্ব এবং মধ্যাত্ব উভয়ই বিদ্যমান। "তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জাগরণ অভ্যাস করুন"—এই বাক্যে তাঁহার সৌভাগ্যাধিক্য—সুতরাং অধিকাত্ব—প্রদর্শিত হইয়াছে। সঙ্কোচ-বশতঃ অবহিত্থা-বিস্তারের দ্বারা তাঁহার প্রাখর্য্যের অভাব এবং "পটুতার সহিত"-এই উক্তিতে তাঁহার মৃদুত্বের অভাবও সূচিত হইতেছে। প্রাখর্য্যের এবং মৃদুত্বের অভাবে মধ্যাত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বক্ত্রী প্রথমা যূথেশ্বরীর "তোমাকে নিজ গৃহে নিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব"-এই বাক্যে তাঁহার প্রখরতাই—সুতরাং মধ্যাত্বের অভাবই—প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার সৌভাগ্যাধিক্যব্যঞ্জক—অর্থাৎ অধিকাত্ব ব্যঞ্জক—কোনও বাক্যই শ্লোকে দৃষ্ট হয় না ; সুতরাং বক্ত্রী যূথেশ্বরী "অধিকমধ্যা" হইতে পারেন না।

গ। অধিকমৃদ্বী

"ন্যঞ্চন্মূর্দ্ধা সহ পরিজনৈর্দূরতো মাং প্রযাসীর্মামালোক্য প্রিয়সখি যতঃ প্রেমপাত্রী মমাপি।
মালা মৌলৌ তব পরিচিতা মৎকলাকৌশলাঢ্যা দ্যূতে জিত্বা দনুজদমনং যা ত্বয়া স্বীকৃতাস্তি॥ ঐ ৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারান্তে কোনও যূথেশ্বরী কৃষ্ণপ্রদত্ত মালা মস্তকে ধারণ করিয়া গৃহে চলিয়াছেন। পথিমধ্যে অপর এক যূথেশ্বরীকে দেখিয়া তিনি সঙ্কুচিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। তাহা দেখিয়া পথিমধ্যে যাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই দ্বিতীয়া যূথেশ্বরী তাঁহাকে বলিলেন) হে প্রিয়সখি ! দূর হইতে আমাকে দেখিয়া তুমি অবনতমস্তকে তোমার সখীগণের সহিত পলায়ন করিতেছ কেন ? তুমি তো আমারও প্রিয়পাত্রী। তুমি তোমার মস্তকে যে মালা ধারণ করিয়াছ, তাহা আমারই কলা-কৌশলে রচিতা (অর্থাৎ এই মালা আমিই শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলাম)। দ্যূতক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া তুমি তাহা পাইয়াছ (ইহা ঈর্ষ্যোক্তি ; বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিজে আদর করিয়াই এই মালা প্রথমোক্তা যূথেশ্বরীকে দিয়াছেন)।"

এ-স্থলে প্রথমোক্তা নায়িকাই "অধিকমৃদ্বী।" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মালা দিয়াছেন ; ইহাতেই

তাঁহার সৌভাগ্যের আধিক্য—সুতরাং অধিকাত্ব—সূচিত হইতেছে। আর তিনি যে সঙ্কোচবশতঃ মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃদুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

৩৮২। **সমাত্রিক** (তিন রকমের সমা)

"সাম্যং ভবেদধিকয়োস্তথা লঘুযুগস্য চ ॥ ঐ-৯॥

—(পূর্ব্বে দুই রকমের অধিকার কথা বলা হইয়াছে—আত্যন্তিকী অধিকা এবং আপেক্ষিকী অধিকা। পরবর্ত্তী ৭।৩৮৩-অনুচ্ছেদে বলা হইবে—লঘুরও আত্যন্তিকী ও আপেক্ষিকী-এই দুই রকম ভেদ আছে। এই) দুই অধিকা এবং দুই লঘুর মধ্যে পরস্পর সমতা হয়।"

ক। **সমপ্রখরা**

"ন ভবতি তব পার্শ্বে চেৎ সখী কাপি মাভূৎ পরিহর হৃদি কম্পং কিং হরিস্তে বিধাতা।
অহমতিচতুরাভির্বেষ্টিতালীঘটাভিঃ প্রিয়সখি পুরতস্তে দুস্তরা বাহুদাস্মি ॥ ঐ ১০॥

—(কোনও এক সময়ে দুই যূথেশ্বরী বৃন্দাবনস্থিত কোনও এক উদ্যানে কুসুমচয়ন করিতেছিলেন। দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিতে পাইয়া—'কে আমার উদ্যানে কুসুম-চয়ন করিতেছে?'-বারম্বার এইরূপ কথা বলিতে বলিতে উদ্যানের দিকে ধাবমান হইতেছিলেন দেখিয়া উল্লিখিত যূথেশ্বরীদ্বয়ের মধ্যে একজন ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন। তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া অপর যূথেশ্বরী তাঁহাকে বলিলেন—সখি!) যদিও তোমার সঙ্গে কোনও সখী নাই, না থাকুক। ভয় কি ?) তুমি হৃৎকম্প পরিত্যাগ কর; হরি তোমার কি করিতে পারেন? হে প্রিয়সখি! আমি অতি চতুরা সখীগণের দ্বারা বেষ্টিতা হইয়া দুস্তরা বাহুদারূপে তোমার অগ্রভাগে অবস্থিতি করিব (অর্থাৎ আমি ও আমার সখীগণ প্রত্যেকে দুই বাহু বিস্তারিত করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব; আমাদিগকে ভেদ করিয়া তোমার নিকটে আসা হরির পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে)।"

এ-স্থলে উভয় যূথেশ্বরীই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্‌ভাবে লক্ষ্যের বিষয়; সুতরাং এই বিষয়ে উভয়ের সমতা আছে; আবার উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের সমান লক্ষ্য বলিয়া উভয়েরই সৌভাগ্যাতিশয় সূচিত হইতেছে; এই সৌভাগ্যাধিক্যবশতঃ উভয়েরই অধিকাত্ব এবং এই অধিকাত্বেও উভয়ের সমতা। কিন্তু "সখীগণের সহিত আমি তোমাকে রক্ষা করিব"-ইত্যাদি বাক্যে বক্ত্রী যূথেশ্বরীর প্রাগল্‌ভ্যরূপ প্রখরতা সূচিত হইতেছে; সুতরাং এই উদাহরণে বক্ত্রী যূথেশ্বরীই হইতেছেন--সমপ্রখরা। উভয় যূথেশ্বরী অধিকাত্বে সমান হইলেও তাঁহাদের মধ্যে বক্ত্রীরই প্রখরতা।

খ। **সমমধ্যা**

"লোলে ন স্পৃশ মাং তবালিকতটে ধাতুর্যদালক্ষ্যতে ত্বং স্পৃশ্যাসি কথং ভুজঙ্গরমণী দূরাদতস্ত্যজ্যসে।
ধিগ্‌বামং বদসি ত্বমেব কুহকপ্রেষ্ঠাসি ভোগাঙ্কিতে যেনাদ্য চ্যুতকঞ্চুকাঃ শুষিরতঃ সখ্যোঽপি সর্পন্তি তে ॥
—ঐ-১১॥

—(একদা কোনও এক যূথেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রহোবিলাসের পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন,

তাহার অঙ্গে ভোগচিহ্ন বিরাজিত। পথিমধ্যে অপর এক যূথেশ্বরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তখন এই উভয়ের মধ্যে যে নর্মালাপ হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়া যূথেশ্বরী প্রথমাকে বলিলেন) অয়ি চঞ্চলে ! তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না ; যেহেতু তোমার ললাট-প্রান্তে গৈরিক রাগ দৃষ্ট হইতেছে (অর্থাৎ তুমি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সম্ভুক্তা হইয়া অপবিত্রা—সুতরাং আমার অস্পৃশ্যা—হইয়াছ। তখন প্রথমা যূথেশ্বরী দ্বিতীয়াকে বলিলেন) তুমিই বা কিরূপে স্পৃশ্যা হইলে ? তুমিও তো ভুজঙ্গরমণী (অর্থাৎ কামুক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত রমণ করিয়া থাক—ধ্বনি এই যে, তুমি নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে রমণে প্রয়োজিত করিয়া থাক। আমি কিন্তু তোমার মতন নহি। এই আজই মাত্র শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে উপভোগ করিয়াছেন। সুতরাং আমার অপেক্ষা তোমার অপবিত্রতাই অধিক। অতএব) আমি তোমাকে দূর হইতেই ত্যাগ করিলাম। (তখন দ্বিতীয়া প্রথমাকে বলিলেন ধিক্ তোমাকে ! (নিজের দোষ অনুসন্ধান না করিয়া তুমি আমার প্রতি) বক্রোক্তি প্রয়োগ করিতেছ। অয়ি ভোগাঙ্কিতে ! (অহিফণাদ্বারা চিহ্নিতে ! শ্লেষে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের চিহ্নদ্বারা ভূষিতে ! তুমি আমাকে ভুজঙ্গরমণী বলিতেছ ; কিন্তু) তুমিই হইতেছ কুহকপ্রেষ্ঠা (কুহকের অর্থাৎ নাগবিশেষের,—শ্লেষে মায়াবী শ্রীকৃষ্ণের—প্রেষ্ঠা অর্থাৎ অতিশয়-রমণেচ্ছাবতী প্রেয়সী), ঐ দেখ, গোবর্দ্ধন-কন্দরার ছিদ্র হইতে নির্মোক (খোলস)-মুক্ত হইয়া তোমার সখীগণও সর্পবৎ আসিতেছে (শ্লেষে—তোমার সখীগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, বেণুধ্বনির প্রভাবে তাঁহাদের বক্ষোদেশের আবরণবস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছে)।"

এ-স্থলে অঙ্গে সম্ভোগচিহ্নদ্বারা প্রথমা যূথেশ্বরীর সৌভাগ্যাতিশয় প্রদর্শিত হইয়াছে। "আমাকে স্পর্শ করিওনা"-ইত্যাদি তিরস্কাররূপ প্রকটহাস্যদ্বারা দ্বিতীয়ারও সৌভাগ্যাতিশয় সূচিত হইতেছে। সুতরাং সৌভাগ্যাতিশয়-সূচিত অধিকাংশে উভয়েই সমান। উভয়েরই শ্লিষ্টোক্তি ; এই শ্লিষ্টোক্তিতে উভয়েরই প্রাখর্য্য এবং মৃদুতা মিশ্রিত হইয়া সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে ; সুতরাং উভয়েই মধ্যা (৭।৩৭২ খ-অনু দ্রষ্টব্য)। এইরূপে এই উদাহরণটী হইতেছে সমমধ্যার উদাহরণ।

গ। **সমমৃদ্বী**

"প্রত্যাখ্যাতু সুহৃজ্জনঃ কথময়ং তারাভিধস্তে গিরং
প্রাণাস্ত্বং হি মমোচ্চকৈরসি শপে ধর্ম্মায় লীলাবতি।
কিন্তু ত্বামহমর্থয়ে পরমিদং কল্যাণি তং বল্লভং
স্বীয়ং শাধি যথা স গৌরি সরলে কুর্য্যাজ্জনে ন চ্ছলম্॥ ঐ-১২॥

—(তারানাম্নী যূথেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিয়াছেন। তাঁহার মান ভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তারারই প্রিয়সখী লীলাবাতীকে তারার নিকটে পাঠাইয়াছেন। লীলাবতী আসিয়া তারাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া মান পরিত্যাগের জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন তারা লীলাবতীকে বলিলেন) অয়ি লীলাবতি ! আমি ধর্ম্মের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—তুমি অত্যধিকরূপে আমার প্রাণসমা ;

তারানাম্নী তোমার এই সুহৃজ্জন কিরূপে তোমার বাক্য প্রত্যাখ্যান করিবে ? (অর্থাৎ তুমি যখন বলিতেছ, তখন আমি মান পরিত্যাগ করিলাম)। কিন্তু হে কল্যাণি ! আমি তোমার নিকটে এই একটী শেষ প্রার্থনা করিতেছি যে—হে গৌরি ! তুমি তোমার সেই বল্লভকে এমনভাবে শিক্ষা দাও, যেন তিনি আমার ন্যায় সরলা নারীকে আর ছলনা না করেন।"

তারার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই লীলাবতীকে তারার নিকটে পাঠাইয়াছেন ; ইহাতে তারার সৌভাগ্যাতিশয় —সুতরাং অধিকাত্ব—দৃষ্ট হইতেছে। "তোমার বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে শিক্ষা দাও"-লীলাবতীর প্রতি তারার এই বাক্যে লীলাবতীরও সৌভাগ্যাতিশয় —সুতরাং অধিকাত্ব—সূচিত হইতেছে। সুতরাং অধিকাত্বে তারা ও লীলবতী উভয়েই সমান। তারার মৃদুত্ব অতি স্পষ্ট, তারাতে প্রাখর্য্য নাই। লীলাবতী শ্রীকৃষ্ণকে শাসন করার যোগ্যতা ধারণ করেন ; সুতরাং তাঁহার প্রাখর্য্য সূচিত হইতেছে, তাঁহার মৃদুত্ব সূচিত হইতেছে না। (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা)।

ঘ। দুই লঘু যূথেশ্বরীর মধ্যে সমতা

পূর্ব্বে ৭।৩৭৪-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—দুই অধিকার মধ্যেও সমতা হয় এবং দুই লঘুর মধ্যেও সমতা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী উদাহরণে দুই অধিকার মধ্যে সমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে নিম্নলিখিত উদাহরণে দুই লঘু যূথেশ্বরীর মধ্যে সমতা প্রদর্শিত হইতেছে।

"প্রহিত্য কঠিনে নিজং পরিজনং মর্য্যাদা ত্বয়া নিকামমুপজপ্যতাং কিমু বিভীষিকাড়ম্বরৈঃ।

ব্রজামি রবিজাতটং গুরুগিরা মৃষা শঙ্কিনি প্রদোষসময়ে সমং সবয়সা শিবাং সেবিতুম্॥ ঐ ১৩॥

—(কোনও যূথেশ্বরী কৃষ্ণের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে প্রদোষকালে অভিসার করিয়াছেন। পথিমধ্যে অন্য এক যূথেশ্বরী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইলে তিনি ভয়প্রদর্শনকারিণীকে বলিয়াছিলেন) হে কঠিনহৃদয়ে ! এত বিভীষিকাজাল বিস্তার করিতেছ কেন ? তোমার পরিজনদিগকে পাঠাইয়া তুমি যথেষ্ট ভাবে আমার শ্বাশুড়ীর মতিভেদ জন্মাও গিয়া। হে বৃথাশঙ্কিনি ! গুরুজনের আদেশে প্রদোষকালে শিবার সেবার নিমিত্ত আমি আমার বয়স্যাদের সহিত যমুনাতটে যাইতেছি।"

এ-স্থলে কোনও যূথেশ্বরীরই সৌভাগ্যাতিশয়-সূচক কোনও বাক্য নাই, সুতরাং কেহই অধিকা নহেন। সৌভাগ্যাদির লঘুত্বে তাঁহারা উভয়েই লঘু, লঘুত্বে তাঁহাদের সমতা।

৩৮৩। লঘুত্রিক (তিন রকমের লঘু)

লঘু আবার দুই প্রকার—আপেক্ষিকী এবং আত্যন্তিকী। "লঘুরাপেক্ষিকী চাত্যন্তিকী চেতি দ্বিধোদিতা॥ ঐ ১৩॥"

ক। আপেক্ষিকী-লঘু

"মধ্যে যূথাধিনাথানামপেক্ষৈকতমামিহ।

যা স্যাদন্যতমা ন্যূনা সা প্রোক্তাপেক্ষিকী লঘুঃ॥ ঐ ১৩॥

—যূথেশ্বরীগণের মধ্যে একতমাকে অপেক্ষা করিয়া অন্যতমার ন্যূনতা হইলে ন্যূনাকে আপেক্ষিকী লঘু বলে।"

আপেক্ষিকী লঘু যূথেশ্বরীর তিন প্রকার ভেদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

(১) লঘুপ্রখরা

"ত্বং মিথ্যাগুণকীর্ত্তনেন চটুলে বৃন্দাটবীতস্করে গাঢ়ং দেবি নিবধ্য মাং কিমধুনা তুষ্টা তটস্থায়সে। হৃত্বা ধৈর্য্যধনানি হন্ত রভসাদাচ্ছিদ্য হ্রীবৈভবং যেনায়ং সখি বঞ্চিতোঽপি বহুধা দুঃখী জনো বঞ্চ্যতে॥ ঐ ১৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি কীর্ত্তন করিয়া কোনও যূথেশ্বরী অপর এক যূথেশ্বরীর চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত করাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয়া যূথেশ্বরীকে বঞ্চিত করিতেছিলেন; এজন্য তিনি একদিন শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার আসক্তি-উৎপাদন-কারিণী যূথেশ্বরীকে রোষভরে বলিয়াছিলেন) হে চটুলে! কতকগুলি মিথ্যা গুণের কীর্ত্তন করিয়া বৃন্দাটবীতস্কর শ্রীকৃষ্ণে তুমি আমার গাঢ় আসক্তি জন্মাইয়াছিলে। এখন কেন তুমি তুষ্টা হইয়া তটস্থার ন্যায় ব্যবহার করিতেছ? হে দেবি! সেই বনতস্কর আমার সমস্ত ধৈর্য্যধন এবং লজ্জাসম্পদ্কে হরণ করিয়াছেন। হায় হায়! সখি! বহুপ্রকারে বঞ্চিত হইয়াও মাদৃশ দুঃখিজন পুনরায় তৎকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইতেছে।"

এ-স্থলে দুই যূথেশ্বরীর মধ্যে কাহারও সৌভাগ্যাতিশয্যের পরিচয় পাওয়া যায় না; সুতরাং উভয়েই লঘু। তন্মধ্যে আবার বক্ত্রী যূথেশ্বরীর লঘুত্ব অধিকতর, কেননা, তিনি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ বঞ্চিত হইয়াছেন, অপর যূথেশ্বরীর তদ্রূপ অবস্থা হয় নাই, কেননা, তিনি তুষ্টাই আছেন; পুনঃপুনঃ বঞ্চিত হইলে তাঁহার পক্ষে তুষ্টা থাকা সম্ভব হইত না। সুতরাং এ-স্থলে বক্ত্রী যূথেশ্বরীই আপেক্ষিকী লঘু। তিনি আবার অপর যূথেশ্বরীর প্রতি যেসকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাখর্য্যও সূচিত হইতেছে; সুতরাং এই উদাহরণে বক্ত্রী যূথেশ্বরীই হইতেছেন লঘুপ্রখরা।

(২) লঘুমধ্যা

"গোষ্ঠাধীশসুতস্য সা নব-নবপ্রেষ্ঠস্য যাবদ্দৃশোঃ পন্থানং বৃষভানুজা সখি বশীকারৌষধিজ্ঞা যযৌ। তাবত্ত্বয্যপি রুক্ষমস্য বলবদ্দাক্ষিণ্যমেবেক্ষ্যতে কা চন্দ্রাবলি দেবি দুর্ভগতয়া দূনাত্মনাং নঃ কথা॥

—ঐ-১৩॥

—(কোনও এক সময়ে চন্দ্রাবলী তাঁহার সুহৃৎপক্ষ কোনও যূথেশ্বরীর প্রতি স্নেহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সৌভাগ্যাদিবিষয়ক মঙ্গল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সেই যূথেশ্বরী আক্ষেপপূর্ব্বক চন্দ্রাবলীকে বলিয়াছিলেন) হে সখি! যে দিন বশীকারৌষধি-বিষয়ে অভিজ্ঞা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা নব-নব-প্রেয়সীপ্রিয়-ব্রজেন্দ্রনন্দনের দৃষ্টিপথে আসিয়াছেন, সেই দিন হইতে যখন তোমার প্রতিও তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) রুক্ষ (স্নেহলবহীন) বলবৎ-দাক্ষিণ্য (বহুনায়িকাতে তুল্যভাব) দেখা যাইতেছে, তখন হে দেবি! চন্দ্রাবলি! আমার ন্যায় দুর্ভাগ্যবশতঃ দুঃখিতান্তরা নারীদের আর কি কথা?"

এই শ্লোকে বক্ত্রী যূথেশ্বরীর সৌভাগ্যাতিশয়-সূচক কোনও বাক্য নাই ; সুতরাং তিনি লঘু ; আবার চন্দ্রাবলীর অপেক্ষায় বক্ত্রী যে লঘু, তাহা বক্ত্রীর উক্তিতেও স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে, সুতরাং বক্ত্রী যূথেশ্বরী হইতেছেন আপেক্ষিকী লঘু। আবার, "নব-নব-প্রেয়সীপ্রিয়" এবং "বশীকারৌষধি-বিষয়ে অভিজ্ঞা"-ইত্যাদি বাক্যে বক্ত্রীর প্রাখর্য্য যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, তেমনি আবার "আমার ন্যায় দুঃখিতান্তরা নারীদের আর কি কথা"-এই বাক্যে তাঁহার মৃদুতাও প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাখর্য্য ও মৃদুতার সমতায় তাঁহার মধ্যাত্বই সূচিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা যাইতেছে—এই উদাহরণে বক্ত্রী যূথেশ্বরীই হইতেছেন—লঘুমধ্যা।

(৩) **লঘুমৃদ্বী**

"অপসরণমিতো নঃ সাম্প্রতং সাম্প্রতং স্যাৎ যদপি হরিচকোরঃ চিত্রমালোচয়াম।

কলয়ত সহচর্য্যঃ পর্য্যটদ্‌গৌরদীপ্তি-স্তটভুবি নবশোভাং সোহত্র চন্দ্রাবলীয়ম্‌ ॥ ঐ-১৪ ॥

—(কোনও যূথেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় স্বীয় সখীগণের সঙ্গে কোনও ছলে যমুনাপুলিনে আসিয়া উপনীত হইয়া দূরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন এবং অনতিদূরে চন্দ্রাবলীকেও দেখিতে পাইলেন। তখন সশঙ্কচিত্তে তিনি স্বীয় সখীগণকে বলিয়াছিলেন) সখি সহচরীবৃন্দ ! এক্ষণে আমাদের এ-স্থান হইতে পলায়ন করাই সঙ্গত ; কেননা, যদিও আমরা হরি-চকোরকে দেখিতেছি, তথাপি ঐ দেখ, সর্ব্বদিকে প্রসরণশীলা গৌরকান্তি বিস্তার করিয়া এই চন্দ্রাবলী যমুনাতটে নবশোভা বিস্তার করিতেছেন (অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর সৌন্দর্য্যসুধাপানেই কৃষ্ণচকোরের লোভ জাগ্রত হইবে, সুতরাং আমাদের পলায়নই সঙ্গত)।"

এ-স্থলেও বক্ত্রী যূথেশ্বরীর সৌভাগ্যাতিশয়ের পরিচায়ক কোনও বাক্য নাই ; সুতরাং তিনি লঘু ; আবার চন্দ্রাবলীর অপেক্ষায় বক্ত্রী যে লঘু, বক্ত্রীর উক্তিতেই পরিষ্কারভাবে তাহা বুঝা যায়, সুতরাং বক্ত্রী যূথেশ্বরী হইতেছেন আপেক্ষিকী লঘু। আবার পলায়নের অভিপ্রায়ে তাঁহার মৃদুতাও সূচিত হইতেছে। সুতরাং এই উদাহরণে বক্ত্রী যূথেশ্বরীই হইতেছেন লঘুমৃদ্বী।

খ। **আত্যন্তিকী লঘু**

"অন্যা যতোঽস্তি ন ন্যূনা সা স্যাদাত্যন্তিকী লঘুঃ।

ত্রৈবিধ্যসম্ভবেঽপ্যস্যা মৃদুতৈবোচিতা ভবেৎ ॥ ঐ-১৬ ॥

—যাঁহা হইতে অন্য কেহ ন্যূনা নহেন, তিনিই আত্যন্তিকী লঘু। ইঁহার প্রখরাদি-ভেদত্রয় সম্ভব হইলেও মৃদুতাই সমুচিত।"

"নিজ-নিখিলসখীনামাগ্রহেণাঘবৈরী কথমপি সময়াদ্য বাক্যমামন্ত্রিতোঽস্তি।

ক্ষণমুরুকরুণাভিঃ সম্বরীতুং ত্রপাং মে মত্তুদবসিতলক্ষ্মীঃ গোষ্ঠদেবাস্তুমুগ্ধম্‌ ॥ ঐ-১৫ ॥

—(যূথেশ্বরীদের সভায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কোনও এক যূথেশ্বরী বলিলেন—অদ্য আমার জন্মতিথি-মহোৎসবে আমার পিতামাতা অঘবৈরী শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের গৃহে ভোজনার্থ আহ্বান করিয়াছেন)

আমিও আমার সমস্ত সখীগণের আগ্রহে সায়ংকালে আমার কুঞ্জগৃহে ভোজনের নিমিত্ত তাঁহাকে স্পষ্টরূপে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। (অতএব তোমাদের নিকটে আমার প্রার্থনা এই যে) হে গোষ্ঠদেবীগণ! তোমরা ক্ষণকাল আমার প্রতি বিশেষ করুণা বিস্তারপূর্ব্বক, আমার লজ্জা সম্বরণ করার উদ্দেশ্যে, আমার গৃহশোভা বিস্তার কর (অর্থাৎ অঘবৈরী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অধীন; সুতরাং তোমাদের সহায়তাব্যতীত আমার মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তোমরাও অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কুঞ্জগৃহে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া আমাকে কৃতার্থা কর—ইহাই আমার প্রার্থনা)।"

এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় কুঞ্জগৃহে আহ্বান করিবার সাহস বক্ত্রী যূথেশ্বরীর ছিলনা, স্বীয় সখীগণের সকলের আগ্রহেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে সাহসিনী হইয়াছেন। ইহাদ্বারা তাঁহার নিজের অযোগ্যতাই ব্যঞ্জিত হইতেছে। আবার, যূথেশ্বরীদের নিকটে নিজের কোনও সখীকে না পাঠাইয়া বক্ত্রী নিজেই তাঁহাদের সভায় গিয়াছেন এবং অনুনয়-বিনয়ের সহিত তাঁহাদের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুনয়-বিনয়ে প্রসন্না হইয়াই সেই দিন তাঁহারা বক্ত্রীর দূত্য করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপারে বক্ত্রীর আত্যন্তিকী লঘুতা এবং মৃদুতা সূচিত হইতেছে।

৩৮৪। যূথেশ্বরীদিগের দ্বাদশ ভেদ

পূর্ব্বে ৭।৩৭২ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, যূথেশ্বরীদের তিনটী ভেদ আছে—অধিকা, সমা ও লঘ্বী; আবার ইহাও বলা হইয়াছে, এই তিন প্রকারের যূথেশ্বরীর প্রত্যেক প্রকারেরই আবার তিনটী ভেদ আছে—প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী।

পূর্ব্বে ৭।৩৭৩-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, অধিকা দুই রকমের—আত্যন্তিকী অধিকা এবং আপেক্ষিকী অধিকা; আবার ৭।৩৭৫ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, লঘুও দুই রকমের—আপেক্ষিকী লঘু এবং আত্যন্তিকী লঘু।

যূথেশ্বরীভেদ-প্রকরণের উপসংহারে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—আত্যন্তিকী অধিকা সমাও হয়েন না, লঘুও হয়েন না; সুতরাং তিনি একবিধা। আত্যন্তিকী লঘুও কখনও অধিকা হয়েন না; তিনি সমা ও লঘুই হয়েন; সুতরাং আত্যন্তিকী লঘু দ্বিবিধা। মধ্যবর্ত্তিনী অন্যান্য তিন প্রকারের যূথেশ্বরীদের (অর্থাৎ আপেক্ষিকী অধিকা, সমা ও আপেক্ষিকী লঘুর) প্রত্যেকেরই প্রখরা, মধ্যা ও মৃদ্বী-এই তিন প্রকার—সুতরাং মোট নয় প্রকার—ভেদ হয়। সর্ব্বসমেত যূথেশ্বরীগণের দ্বাদশটী ভেদ হয়; যথা—(১) আত্যন্তিকী অধিকা, (২) আত্যন্তিকী লঘু, (৩) সমালঘু, (৪) অধিকমধ্যা, (৫) সমমধ্যা, (৬) লঘুমধ্যা, (৭) অধিক-প্রখরা, (৮) সমপ্রখরা, (৯) লঘুপ্রখরা, (১০) অধিকমৃদ্বী, (১১) সমমৃদ্বী এবং (১২) লঘুমৃদ্বী।

আত্যন্তিকী অধিকাব্যতীত সকল যূথেশ্বরীরই লঘুতা হয় এবং আত্যন্তিকী লঘু ব্যতীত সকলেরই অধিকাত্ব সম্ভব।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৭)

দূতীভেদ

৩৮৫। দূতী

নায়ক-নায়িকার পরস্পর ভাববিনিময়ের সহায়া রমণীকে দূতী বলে।

অপ্রাকৃত ভক্তিময়-মধুররসের নায়ক হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা হইতেছেন যূথেশ্বরী ব্রজসুন্দরীগণ। পূর্ব্বরাগ-অবস্থায় যূথেশ্বরী ব্রজসুন্দরীদের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণেরও বলবতী লালসা জাগে, আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য যূথেশ্বরীদেরও বলবতী লালসা জাগে। তখন অভীষ্ট মিলন-সাধনের জন্য পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। যে-সমস্ত রমণী পরস্পরের ভাব-বিনিময় করেন এবং তদ্দ্বারা পরস্পরের মিলনের সহায়তা করেন, তাঁহাদিগকেই দূতী বলা হয়। মিলনের জন্য প্রথমে দূতীর সহায়তা অত্যাবশ্যক।

পূর্ব্বে ৭।৩৫৩-অনুচ্ছেদে নায়কের দূতীর কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে নায়িকা যূথেশ্বরীদের দূতীর বিষয় আলোচিত হইতেছে।

ক। **দূতী দ্বিবিধা**—স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী

যূথেশ্বরীদিগের দূতী দুই রকমের—স্বয়ংদূতী এবং আপ্তদূতী।

৩৮৬। **স্বয়ংদূতী** (৩৮৬—৩৮৯-অনু)

"অত্যৌৎসুক্যক্রটদ্‌ব্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা। স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা॥
স্বাভিযোগাস্ত্রিধা প্রোক্তা বাচিকাঙ্গিকচাক্ষুষাঃ॥ উ, নী, দূতী ॥২॥

—(মিলনের জন্য) অতিশয় ঔৎসুক্যবশতঃ যাঁহার লজ্জা নষ্ট হইয়াছে এবং অনুরাগবশতঃ যিনি অতিশয় বিমোহিত হইয়াছেন, তিনি যদি স্বয়ংই নায়কের নিকটে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্বয়ংদূতী বলে। স্বীয় অভিপ্রায়-প্রকাশ (স্বাভিযোগ) তিন প্রকার—বাচিক, আঙ্গিক এবং চাক্ষুষ।"

বাচিক স্বাভিযোগ—বাক্যভঙ্গীদ্বারা স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন ; বাক্যভঙ্গী বলিতে—বাক্যস্থিত কোনও শব্দের অর্থের ব্যঞ্জনাকে, অথবা সমগ্র বাক্যের অর্থের ব্যঞ্জনাকে বুঝায়।

আঙ্গিক স্বাভিযোগ--অঙ্গবিশেষের ভঙ্গীবিশেষদ্বারা স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন। চাক্ষুষ স্বাভি-যোগ--কটাক্ষাদি নেত্রভঙ্গীদ্বারা স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন।

৩৮৭। **বাচিক স্বাভিযোগ**

"বাচিকো ব্যঙ্গ্য এবাত্র স শব্দার্থভবো দ্বিধা।
উক্তৌ ব্যঙ্গ্যৌ চ তৌ কৃষ্ণপুরঃস্থবিষয়ৌ দ্বিধা॥ ঐ ৩॥

--ব্যঙ্গ্যই (অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তিগম্য স্বাভিলাষই) হইতেছে বাচিক। উহা আবার দুই রকমের- শব্দভব (অর্থাৎ শব্দশক্ত্যুত্থ) এবং অর্থভব (অর্থাৎ অর্থশক্ত্যুত্থ)। এই দ্বিবিধ ব্যঙ্গ্যও আবার দুই রকমের— শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এবং অগ্রবর্ত্তি-দ্রব্যবিষয়ক (পুরঃস্থ বিষয়ক)।"

ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তিগম্য স্বাভিযোগই রসের অনুকূল ; অভিধাবৃত্তিগম্য হইলে (অর্থাৎ বাক্যদ্বারা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিলে) রসের ব্যাঘাত হয়।

ক। কৃষ্ণবিষয়ক ব্যঙ্গ্য

কৃষ্ণবিষয়ক ব্যঙ্গ্য আবার দুই রকমের—সাক্ষাৎ এবং ব্যপদেশ। সাক্ষাৎ কৃষ্ণবিষয়ক ব্যঙ্গ্য আবার গর্ব্ব, আক্ষেপ ও যাচ্ঞাদিভেদে বহু প্রকার হয়।

(১) গর্ব্বহেতুক শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্য

"সাধ্বীনাং ধুরি ধার্য্যা ললিতাসঙ্গেন গর্ব্বিতা চাস্মি।

হিতমালপামি মাধব পথি মাদ্য ভুজঙ্গতাং রচয়॥ ঐ ৪॥ বিদগ্ধমাধব-বাক্য

—(পদ্মাহস্তে প্রেরিত শ্রীকৃষ্ণলিখিত পত্রের অভিপ্রায় জানিয়া ললিতা পুষ্পচয়নচ্ছলে শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনের নিকটে আনিলে যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে মাধব! ব্রজমধ্যে আমি সাধ্বীগণের গণনায় শিরোধার্য্যা, ললিতার সঙ্গবশতঃ আবার গর্বিতাও হইয়াছি ; তোমাকে আমি হিতোপদেশ করিতেছি : আজ পথিমধ্যে তুমি ভুজঙ্গতা বিস্তার করিও না।"

শ্লোকোক্ত "সাধ্বীনাং", "ললিতাসঙ্গেন" এবং "ভুজঙ্গতাং-"এই তিনটী শব্দের ব্যঞ্জনাতেই স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। "সাধ্বীনাং"—সাধ্বী বা পতিব্রতা রমণীগণের (মধ্যে আমি সর্ব্বাগ্রগণ্যা) ; ইহা হইতেছে যথাশ্রুত অর্থ ; ইহার ব্যঞ্জনা হইতেছে—"আমি সুন্দরীগণের অগ্রগণ্যা।" "ললিতাসঙ্গেন"—ললিতার সঙ্গবশতঃ (আমি গর্বিতা হইয়াছি)-ইহা হইতেছে যথাশ্রুত অর্থ ; ব্যঞ্জনা-লব্ধ গূঢ় অর্থ হইতেছে—ললিত-নামক ভাববিশেষের আসঙ্গে, অথবা ললিত (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) যে তুমি, সেই তোমাতে আসক্তি বশতঃ (আমি গর্ব্বিতা হইয়াছি)। "মাদ্য ভুজঙ্গতাং রচয়"-প্রকট অর্থ—"আজ ভুজঙ্গতা (কামুকতা) বিস্তার করিওনা।" ব্যঞ্জনালব্ধ গূঢ় অর্থ—(মা-মাং) অদ্য আমাকে (ভুজঙ্গতাং---ভুজং গতাং) আলিঙ্গিতা কর।" শ্রীরাধা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি বলিয়াছেন এবং কথিত শব্দগুলির ব্যঞ্জনালব্ধ অর্থে শ্রীরাধা নিজেই নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গর্ব্বহেতুক অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য

"তমালশ্যামাঙ্গ ক্ষিপসি কিমপাঙ্গশ্রিয়মিতঃ প্রসিদ্ধাহং শ্যামা ত্রিজগতি সতীনাং কুলগুরুঃ।

সমারব্ধে যস্যাঃ কথমপি মনাগ্‌বাধনবিধৌ মৃগীমালাপোয্যা প্রসভমভিতো হন্তি কুপিতা॥ ঐ ৫॥

—(শ্যামা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন) অহে তমালশ্যামাঙ্গ! অমার প্রতি অপাঙ্গভঙ্গি ক্ষেপণ করিতেছ কেন? আমি শ্যামা, ত্রিজগতের সতীগণের কুলগুরুরূপে প্রসিদ্ধা। আমার সামান্য মাত্র বাধা উপস্থিত হইলেই এই মৃগীমালা সহসা কুপিতা হইয়া সকল দিক হইতে আগমন করিয়া তোমাকে হত্যা করিবে।"

এ-স্থলে অর্থের ব্যঞ্জনা হইতেছে এই :—শ্যামা বলিতেছেন, এ-স্থলে মৃগীমালাই (হরিণীসমূহই) আছে। এই বাক্যের ব্যঞ্জনা হইতেছে—আমার সখীগণ কেহই নাই, সুতরাং আমি একাকিনী। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।

"আমি ত্রিজগতের সতীদের (ব্যঞ্জনার্থ সুন্দরীদিগের) কুলগুরু (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা)" এই বাক্যে শ্যামার গর্ব্ব প্রকাশ পাইতেছে।

(২) **আক্ষেপকৃত শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্য**

"অধ্বানং ব্রজবন্ধো মা বৃণু পুরঃ পশ্যাম্বরান্তে দৃশং নিক্ষিপ্যোরুপয়োধরোন্নতিমিমাং নষ্টেন্দুলেখাশ্রিয়ম্। নব্যা কঞ্চুলিকোজ্জ্বলা তনুরিয়ং রাগেণ বলগুশ্রিয়া যাবন্ন স্তিমিতা সতী কুটিল মে বৈবর্ণ্যমাপদ্যতে॥ ঐ ঐ।

—(কোনও যূথেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-লাভের আশায় বৃন্দাবনে গিয়াছেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পথ রোধ করিলে আক্ষেপের সহিত তিনি বলিয়াছিলেন) ওহে ব্রজবন্ধো! আমার পথ রোধ করিওনা। সম্মুখস্থ আকাশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখ—নিবিড় মেঘের (পয়োধরের) উন্নতি হইয়াছে (ভয়ানক মেঘ উঠিয়াছে), তাহার ফলে ইন্দুলেখার শ্রীও নষ্ট হইয়াছে। হে কুটিল! এই কঞ্চুলিকাটী নূতন, মনোজ্ঞকান্তিবিশিষ্ট রক্তিমাদ্বারা উজ্জ্বল এবং সূক্ষ্ম, ইহা যেন আর্দ্র হইয়া বৈবর্ণ্য প্রাপ্ত না হয়।"

এ-স্থলে শব্দোত্থ ব্যঞ্জনা হইতেছে এইরূপ :—অধ্বান-শব্দের প্রকট অর্থ—পথ। ব্যঞ্জিত গূঢ় অর্থ নিঃশব্দ। মা না, পক্ষে আমাকে। "অধ্বানং মা বৃণু পথরোধ করিও না (প্রকট অর্থ); গূঢ় অর্থ—"নিঃশব্দে আমাকে বরণ (অঙ্গীকার) কর।" অম্বর-শব্দের প্রকট অর্থ—আকাশ, ব্যঞ্জিত গূঢ় অর্থ—বস্ত্র। "অম্বরান্তে দৃশং নিক্ষিপ্য পশ্য—প্রকট অর্থ—আকাশের প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ। গূঢ় অর্থ—"আমার বক্ষঃস্থিত বস্ত্রের অন্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ।" কি দেখিবে? "উরুপয়োধরোন্নতি"—(প্রকটার্থে) নিবিড় মেঘের উন্নতি, (গূঢ়ার্থে)-উচ্চস্তনযুগলের উচ্চতা। পয়োধর—জলধর, মেঘ, পক্ষে—স্তন। ইন্দুলেখা—চন্দ্রকলা, পক্ষে নখাঙ্ক। "নষ্টেন্দুলেখাশ্রিয়ং"—(প্রকটার্থে) চন্দ্রকলার শ্রী নষ্ট হইয়াছে (গূঢ়ার্থে) বহুকাল যাবৎ সম্ভোগের অভাবে নখাঙ্ক-শোভা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে (সম্ভোগদ্বারা তাহাকে উদ্দীপ্ত কর)। নব্যা—নূতনা, পক্ষে স্তব্যা, বা তারুণ্যময়। রাগ—রক্তিমা, পক্ষে প্রেম। তনু সূক্ষ্ম, পক্ষে শরীর। স্তিমিতা—আর্দ্রা, পক্ষে স্তব্ধা। "নব্যা কঞ্চুলিকোজ্জ্বলা……বৈবর্ণ্যমাপদ্যতে"—(প্রকটার্থ) তুমি যদি শীঘ্র পথ না ছাড়, তাহা হইলে বৃষ্টি নামিলে আমার এই নূতন, সূক্ষ্ম এবং রক্তিমাদ্বারা উজ্জ্বল কঞ্চুলিকাটী আর্দ্র হইয়া বৈবর্ণ্য প্রাপ্ত হইবে (সুতরাং শীঘ্র পথ ছাড়)। গূঢ়ার্থ—যে পর্য্যন্ত আমার এই স্তব্য বা তারুণ্যময় প্রেমোজ্জ্বল দেহটী সাত্ত্বিক ভাববিশেষ বৈবর্ণ্য ধারণ না করে, সে পর্য্যন্ত তুমি আমার পথ রোধ করিয়া রাখ।

আক্ষেপ—"আক্ষেপো বক্তুমিষ্টস্য যো বিশেষবিবক্ষয়া নিষেধঃ। অ, কৌ, ॥৮।১১॥—বিবক্ষিত বিষয়ের বিশেষ প্রতিপাদনের জন্য যে নিষেধ, তাহাকে বলে আক্ষেপ।" উল্লিখিত শ্লোকে—"পথ রোধ না করাই" বিবক্ষিত বা অভীষ্ট। কিন্তু তাহার বিশেষ প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে নিষেধ করা হইয়াছে—

"পথ রোধ করিওনা।" এজন্য এ-স্থলে আক্ষেপ হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে আক্ষেপচ্ছলে শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্যরূপ স্বাভিযোগ প্রকটিত হইয়াছে।

আক্ষেপকৃত অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য

"কদম্বারণ্যানীকিতব বিকচং লুঞ্চসি নবং মদুৎসঙ্গাদ্দিষ্ট্যা বরপরিমলং মল্লিপটলম্।
রুচিস্ফারং হারং হরসি যদি মে কোঽত্র শরণং বিদূরে যদ্গোষ্ঠং জনবিরহিতা চেয়মটবী ॥ ঐ ৭॥

—(কোনও যূথেশ্বরী কৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখেই শ্রীকৃষ্ণ কুসুম-চয়ন করিতেছেন। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) অহে কদম্ববন-ধূর্ত্ত! আমার ক্রোড়দেশ হইতে তুমি যে কেবল প্রস্ফুটিত অতি-সুগন্ধ নব-মল্লিকাসমূহই লুণ্ঠন করিতেছ, ইহা আমার সৌভাগ্য! কেননা, গোষ্ঠ হইতে বহু দূরে এই বিজন বনে তুমি যদি আমার মনোহর হারটীই চুরি করিতে, তাহা হইলে আমি কাহার শরণ গ্রহণ করিতাম?"

এ-স্থলে অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য হইতেছে এইঃ—গোষ্ঠ অতি দূরে, এই বনও অতি নির্জ্জন, আমিও একাকিনী, অপর কাহারও এ-স্থানে আসিবার সম্ভাবনাও নাই। অতএব তুমি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পার।

(৩) যাচ্ঞা

যাচ্ঞা দুই রকমের—স্বার্থা ও পরার্থা।

স্বার্থযাচ্ঞা শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্য

"পুষ্পমার্গণ-মনোরথোদ্ধতা কৃষ্ণ মঞ্জুলতয়া তবানয়া
রক্ষিতাস্মি সবিকাশয়া পুরো বিস্ফুরৎ সুমনসং কুরুষ্ব মাম্ ॥ ঐ-৮ ॥

—(কোনও ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) হে কৃষ্ণ! পুষ্পান্বেষণ-বাসনায় উদ্ধতা হইয়া আমি তোমার এই প্রস্ফুটিত-কুসুমশোভিতা মনোজ্ঞা লতা দ্বারা রক্ষিতা (আবদ্ধা) হইয়া পড়িয়াছি (এই পুষ্পিতা লতার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া আমার গতি রুদ্ধ হইয়াছে)। তুমি আমাকে সুমনস কর (যাহাতে আমি এই কুসুমগুলি পাইতে পারি, তাহা কর, হয়তো আমাকে আদেশ কর, আমি কুসুম চয়ন করি; আর না হয়, তুমি কুসুম চয়ন করিয়া আমাকে দাও।"

এ-স্থলে শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্য হইতেছে এই। পুষ্পমার্গণ—পুষ্পান্বেষণ, পক্ষে কাম। মঞ্জুলতা—মঞ্জু (মনোরম) লতা, পক্ষে সৌন্দর্য্য। বিস্ফুরৎ সুমনসং—প্রাপ্তবিরাজমানপুষ্পাং—শোভমান পুষ্পগুলি যাহাতে আমি পাইতে পারি, পক্ষে বিস্ফুরৎ সানন্দ—প্রাপ্তসম্ভোগ, সম্ভোগবশতঃ আনন্দচিত্ত।

প্রকট অর্থ অনুবাদে প্রকাশ করা হইয়াছে। গূঢ় অর্থ হইতেছে—ব্রজদেবী ভঙ্গীতে জানাইতেছেন—হে কৃষ্ণ! বলবতী কন্দর্পবাসনায় আমি উদ্ধতা হইয়া এ-স্থলে আসিয়া পড়িয়াছি। তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার গতি স্থগিত হইয়াছে। অঙ্গসঙ্গদ্বারা তুমি আমার চিত্তে আনন্দ বিধান কর।

স্বার্থযাচ্ঞা অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য

"বৃন্দারণ্যং ভুজগনিকরাক্রান্তমশ্রান্তমস্মাৎ কাত্যায়ন্যৈ কুসুমপটলীং জাতভীর্নহরামি।
তেন ক্রীড়োদ্ধতফণিপতে শ্রদ্ধয়াস্মি প্রপন্না ত্বামেকান্তে দিশ বিষহরং মন্ত্রমেকং প্রসীদ॥ ঐ-৮॥
—(কোনও ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) বৃন্দাবন এখন অনবরত সর্পসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে, এজন্য আমি ভীত হইয়া কাত্যায়নীর জন্য কুসুম-চয়ন করিতে পারি না। অতএব, হে উদ্ধত-কালিয়-দমন! আমি শ্রদ্ধার সহিত তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; এই নির্জ্জন প্রদেশে (একান্তে) আমাকে একটী বিষহর-মন্ত্র উপদেশ কর (যেন আমার আর সর্পভয় না থাকে)।"

এ-স্থলে অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য হইতেছে এই:—ব্রজদেবী বলিলেন—বৃন্দাবনের এই স্থানটী অতি নির্জন, এ-স্থলে তোমারও কোনও সখা নাই, আমারও কোনও সখী নাই; কেবল তুমি, আর আমি। আমি কন্দর্পসর্পদ্বারা দষ্টা হইয়াছি, কন্দর্পসর্পের বিষজ্বালায় আমি জর্জ্জরিত, আমাকে একটী বিষহর মন্ত্র উপদেশ কর।

পরার্থযাচ্ঞা শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্য

"সকৃৎ পীত্বা বংশীধ্বনিনবসুধাং কর্ণচুলুকৈর্মদালী বিভ্রান্তা লঘিমনিকরোত্তালিতমতিঃ।
সদাহং কংসারে কমপি গদমাসাদ্য বিষমং বিবর্ণা ত্বাং ধন্বন্তরিমিহ পরং নিশ্চিতবতী॥ ঐ ১০॥
—(কোনও ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) হে কংসারে! তোমার বংশীধ্বনিরূপ নবসুধা একবার মাত্র কর্ণাঞ্জলিতে পান করিয়া মদালী (আমার সখী) বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং লঘুত্ব-সমূহদ্বারা তাঁহার মতিও উত্তালিত (বিপর্য্যস্ত) হইয়াছে; সন্তাপময় (সদাহং) কোনও বিষম রোগ (গদম্) প্রাপ্ত হইয়া তিনি কেবলমাত্র তোমাকেই রোগচিকিৎসক ধন্বন্তরী বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।"

শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্য এইরূপ। মদালী—আমার আলী বা প্রিয়সখী, পক্ষে মদসমূহ, কন্দর্প-মত্ততা। সদাহং—দাহের (সন্তাপের) সহিত বর্ত্তমান, সন্তাপকর; পক্ষে সদা+অহং—আমি সর্ব্বদা, গদের বিশেষণ। গদ—রোগ, পক্ষে কামপীড়া। এই উদাহরণে "মদালী" এবং "সদাহং"-এই দুইটী শব্দেরই ব্যঞ্জনার প্রাধান্য। বাহ্যিক অর্থে মনে হইতে পারে—বক্ত্রী ব্রজদেবী তাঁহার প্রিয়সখীর সন্তাপময় রোগের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু গূঢ় অর্থ হইতেছে—তোমার বংশীধ্বনি-সুধা একবার মাত্র পান করিয়া আমার কন্দর্পমত্ততা বাহুল্যরূপে জন্মিয়াছে; আমি সর্ব্বদা (সদাহং) কি এক বিষম কন্দর্প-পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। তোমাকেই আমি আমার এই রোগের একমাত্র চিকিৎসক বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি।

এ-স্থলে শব্দোত্থ ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রিয়সখীর জন্য যাচ্ঞাচ্ছলে বক্ত্রী ব্রজদেবী নিজের অভিপ্রায়ই (স্বাভিযোগই) প্রকাশ করিয়াছেন।

পরার্থযাচঞ্জা অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য

"অসূর্য্যম্পশ্যাপি প্রিয়সহচরীপ্রেমভিরহং তবাভ্যর্ণং লব্ধা মধুমথন দূত্যং বিদধতী।
দ্রুতং তস্যাঃ স্নেহং নিশময় ন যাবচ্ছশিধিয়া ধয়ন্ বক্তজ্যোৎস্নাং নিশি হতচকোর স্তুদতি মাম্॥
—ঐ ১০॥

—(কোনও ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) হে মধুসূদন! আমি অসূর্য্যম্পশ্যা হইলেও আমার প্রিয় সহচরীর প্রতি আমার প্রেমবশতঃ তোমার নিকটে তাঁহার দূতীরূপে আসিয়াছি। তুমি শীঘ্র তাঁহার স্নেহের বিষয় শুন, কেননা, বিলম্ব করিলে রাত্রি আসিয়া পড়িবে, তখন আমার বদনের জ্যোৎস্নাকে (কান্তিকে) শশী মনে করিয়া দগ্ধচকোর আমাকে পীড়া দিবে।"

এ-স্থলে অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য এইরূপ। "আমি অসূর্য্যম্পশ্যা"—এই বাক্যে নিজের দুর্ল্লভত্ব এবং রাজকন্যাত্ব সূচিত হইতেছে। আর "শশিভ্রমে দগ্ধচকোর আমাকে পীড়া দিবে"—এই বাক্যে নিজের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য খ্যাপিত হইয়াছে। প্রিয়সখীর দূতীরূপে আসিয়া বক্ত্রী ব্রজদেবী নিজের উৎকর্ষ—সুতরাং কৃষ্ণসম্ভোগযোগ্যতা—খ্যাপন করিতেছেন—স্বাভিযোগ অর্থাৎ নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন।

(৪) **ব্যঙ্গ্য ব্যপদেশ**

রসশাস্ত্রে ব্যপদেশ হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ। ব্যপদেশ হইতেছে ব্যাজ বা ছল—অন্য বর্ণনাদ্বারা নিজের অভীষ্ট জ্ঞাপন। প্রকট ভাবে যাহা বলা হয়, তাহাই অভীষ্ট বক্তব্য নহে; প্রকট অর্থের ব্যপদেশে বা ছলে যে গূঢ় অভীষ্ট ব্যক্ত করা হয়, তাহাই হইতেছে ব্যঙ্গ্য। এই ব্যঙ্গ্য-ব্যপদেশ শব্দোত্থও হইতে পারে, আবার অর্থোত্থও হইতে পারে।

শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্য ব্যপদেশ

"ত্যজন্ কুবলয়াধিকাং ঘনরসশ্রিয়োল্লাসিনীং পুরঃ সুরতরঙ্গিনীং মধুরমত্তহংসস্বনাম্।
মলীমসপয়োধরামপি মদান্ধ পদ্মিন্নিমাং ভজন্ কিমিব পঙ্কিলামহহ কর্ম্মনাশামসি॥ ঐ ১১॥

—(কোনও ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে মদান্ধ পদ্মিন্ (হস্তিন্)! তুমি নীলপদ্ম-বহুলা, নির্ম্মল-জল-সৌন্দর্য্যে উল্লাসবতী, মত্ত-হংসের মধুর-ধ্বনিবিশিষ্টা সম্মুখবর্ত্তিনী সুরতরঙ্গিনীকে (গঙ্গাকে) পরিত্যাগ করিয়া, অহহ! মলিনজলা, পঙ্কিলা কর্ম্মনাশা নদীর সেবা করিতেছ কেন?"

এ-স্থলে প্রকট অর্থে ব্রজদেবী বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষময়ী সম্মুখ-বর্ত্তিনী গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিয়া পঙ্কিলা কর্ম্মনাশার সেবা করিতেছ কেন? কিন্তু ইহা বক্ত্রী ব্রজদেবীর অভীষ্ট অর্থ নহে; ইহা হইতেছে ব্যপদেশ বা ছল। তাঁহার গূঢ় অভীষ্ট হইতেছে—আমাকে ত্যাগ করিয়া কেন কুৎসিতা রমণীর সঙ্গ করিতেছ?

বক্ত্রী ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণকে হস্তীর সঙ্গে, নিজেকে গঙ্গার সঙ্গে এবং তাঁহার বিপক্ষীয়া ব্রজদেবীকে কর্ম্মনাশার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্য হইতেছে এইরূপ। "পদ্মিন্!"—পদ্মী-শব্দের সম্বোধনে পদ্মিন্ হয়। পদ্মী—হস্তী, পক্ষে পদ্মধারী, লীলাকমলধারী। "সুরতরঙ্গিনী—সুর-তরঙ্গিনী, গঙ্গা; পক্ষে সুরত-রঙ্গিনী—, সুরত-বিষয়ে রঙ্গিনী, কন্দর্প-বৈদগ্ধীবিশিষ্টা। সুরতরঙ্গিনীর বিশেষণগুলি হইতেছে—(১) কুবলয়াধিকা—গঙ্গাপক্ষে, নীলপদ্মবহুলা, বহুনীলপদ্মে শোভিতা; ব্রজদেবীপক্ষে—নীলপদ্মের সৌন্দর্য্যময়-নয়নবিশিষ্টা। (২) ঘনরসশ্রিয়োল্লাসিনী—গঙ্গাপক্ষে, ঘন—মেঘ; ঘনরস—মেঘবর্ষিত রস বা জল; মেঘবর্ষিত জল হয় নির্ম্মল; ঘনরসশ্রিয়োল্লাসিনী—নির্ম্মল-জল-সৌন্দর্য্যে উল্লাসবতী। ব্রজদেবী পক্ষে, ঘন—শ্যাম-মেঘ, শ্যাম। ঘন-রস—শ্যাম-রস, মধুর রস; ঘনরসশ্রিয়োল্লাসিনী—মধুর-রস-সম্পত্তিদ্বারা উল্লাসবতী, মধুর-রস-বৈচিত্রীর প্রাচুর্য্যবতী। (৩) মধুর-মত্তহংসস্বনা—গঙ্গাপক্ষে, মত্ত হংসের মধুর-ধ্বনিবিশিষ্টা, মত্তহংসগণ মধুর ধ্বনি করিতে করিতে যাহাতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ব্রজদেবী পক্ষে, মত্তহংসের শব্দের ন্যায় মধুর-কণ্ঠস্বরবিশিষ্টা। এইরূপে দেখা গেল—নিজেকে গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করিয়া ব্রজদেবী নিজের উৎকর্ষই খ্যাপন করিয়াছেন। আর তাঁহার বিপক্ষীয়া রমণীকে কর্ম্মনাশার সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহার অপকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। কর্ম্মনাশা—মগধ-দেশীয় একটী পাপনদী। তাহার বিশেষণ (১) মলিমস-পয়োধরা—কর্ম্মনাশাপক্ষে, পয়ঃ—জল; পয়োধরা—জলধারিণী। মলিমস-পয়োধরা—মলিন-জলপূর্ণা। বিপক্ষীয়া রমণীপক্ষে, পয়োধর—স্তন; মলিমস-পয়োধরা—মলিন-স্তনা। (২) পঙ্কিলা—কর্ম্মনাশাপক্ষে, কর্দ্দমযুক্তা, বিপক্ষীয়া রমণীপক্ষে, পাপযুক্তা। কর্ম্মনাশা-শব্দের তাৎপর্য্য—কর্ম্মের (বিদগ্ধ ক্রিয়ার) নাশ (লোপ) যাঁহাতে, তিনি কর্ম্মনাশা, বিদগ্ধ-ক্রিয়াহীনা, অজ্ঞা। এইরূপে দেখা গেল, বক্ত্রী ব্রজদেবী তাঁহার বিপক্ষীয়া রমণীকে কর্ম্মনাশার সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহার অপকর্ষই খ্যাপন করিয়াছেন। "পুরঃ"—সম্মুখবর্ত্তিনী। ইহার ব্যঞ্জনা এই যে—বক্ত্রী ব্রজদেবী বলিতেছেন—সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষময়ী আমি তোমার সম্মুখেই বর্ত্তমানা। ইহাদ্বারা তিনি নিজের অভিপ্রায়—শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের অভিপ্রায়—ব্যক্ত করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—এই উদাহরণটী হইতেছে শব্দোত্থব্যঙ্গ্য-ব্যপদেশের উদাহরণ। এ-স্থলেও স্বয়ংদূত্য, স্বাভিযোগ।

অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য ব্যপদেশ

"মধুপৈরনবঘ্রাতাং বিমুচ্য মাকন্দমঞ্জরীং মধুরাম্।
ভ্রাম্যসি মদকলকোকিল কথমিব বৃন্দাবনে পরিতঃ॥ ঐ ১২॥

—(কোনও ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) ওহে মদমত্ত কোকিল! মধুপ-বৃন্দের অনাঘ্রাত মধুর আম্রমুকুল পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেন বৃন্দাবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ?"

অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য হইতেছে এই। মধুপ—ভ্রমর; পক্ষে, মধু—বসন্ত ঋতু; তাহাকে পালন করে যে—দক্ষিণ বায়ু। "মধুপৈরনবঘ্রাতা"—ভ্রমরবৃন্দকর্ত্তৃক অনাঘ্রাত; পক্ষে দক্ষিণানিলদ্বারা অস্পৃষ্ট। (ব্রজদেবী বলিতেছেন—আমার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত বলিয়া বসন্তকালীন দক্ষিণ পবন আমার অঙ্গের

পরিমল অপহরণ করিতে পারে নাই ; ধ্বনি—আমি লজ্জাশীলা এবং মধুর-গন্ধবিশিষ্টা)। "মদকল কোকিল"—মধুমত্ত কোকিল। পক্ষে, মধুরভাষিন্।

প্রকট অর্থ অনুবাদে ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকট অর্থ হইতেছে ব্যপদেশ, ছল। প্রকট অর্থের ব্যঙ্গ্যই হইতেছে ব্রজদেবীর অভীষ্ট অর্থ—"ওহে মধুর-ভাষিন্ ! আমি লজ্জাশীলা, সুরূপা, মধুর-গন্ধবতী ; আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃন্দাবনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ?" ইহাও স্বয়ংদূত্য, স্বাভিযোগ।

খ। পুরস্থবিষয়

"শৃণ্বতোঽপি হরের্মত্বা ব্যাজাদশ্রুতিবৎ কিল।
জল্পোঽগ্রতঃ স্থিতে জন্তৌ পুরস্থবিষয়ো মতঃ॥ ঐ ১২॥

—যাহা বলা হইতেছে, তাহা শ্রীহরি শ্রবণ করিলেও তিনি যেন শ্রবণ করেন না, এইরূপ মনে করিয়া ছলপূর্ব্বক সম্মুখবর্ত্তী কোনও জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে জল্প (উক্তি), তাহাকে বলে পুরস্থবিষয়।"

পুরস্থবিষয়ও শব্দোত্থ এবং অর্থোত্থ-দুইই হইতে পারে।

শব্দোত্থ পুরস্থবিষয়

"আহূয়মানাস্মি কথং ত্বয়াঽলিনাং স্বনৈঃ স্বপুষ্পাবচয়ায় মালতি।
আমোদপূর্ণং সুমনোভিরাশ্রিতং পুন্নাগমেব প্রমদেন কাময়ে॥ ঐ ১৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখভাগে কোনও ব্রজসুন্দরী মালতীলতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন) হে মালতি ! মধুকর-সমূহের গুঞ্জনদ্বারা তোমার স্বদেহস্থিত কুসুম-চয়নের জন্য আমাকে কেন আহ্বান করিতেছ ? আমি কিন্তু সুগন্ধপূর্ণ এবং কুসুমবিশিষ্ট পুন্নাগকেই আনন্দের সহিত কামনা করিতেছি।"

শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্য, যথা। পুন্নাগ—পুন্নাগ-নামক কুসুমবৃক্ষ ; পক্ষে, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। কিরূপ পুন্নাগ ? "আমোদপূর্ণ"—সুগন্ধপূর্ণ ; পক্ষে, আনন্দপূর্ণ। এবং "সুমনোভিরাশ্রিত"—সুমনঃ—পুষ্প ; সুমনোভিরাশ্রিত—কুসুমপূর্ণ। পক্ষে, সুমনঃ—উত্তম-মনোবিশিষ্ট, মনস্বী সাধুগণ যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ।

এ-স্থলেও বক্ত্রী ব্রজদেবী মালতীলতাকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই নিজে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

অর্থোত্থ পুরস্থবিষয়

"অনবচিতচরীয়ং চারুপুষ্পা লতালী তব নিখিলবিহঙ্গাশ্চাত্র নির্দ্ধূতশঙ্কাঃ।
ত্বয়ি বিচরিতুমীহে তেন গোবর্দ্ধনাদ্য প্রকটয় তমুপায়ং নির্বৃতা যেন যামি ॥ ঐ ১৩ ॥

—(শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে লক্ষ্য করিয়া কোনও ব্রজদেবী বলিতেছেন) হে গোবর্দ্ধন ! তোমার এই সুন্দরপুষ্পবিশিষ্ট-লতাসমূহের পুষ্প পূর্ব্বে কেহ চয়ন করে নাই ; অত্রত্য পক্ষিসকলও ভয়শূন্য। তোমার তটদেশেই আমি বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি ; অতএব, তুমি এমন একটী উপায় প্রকটিত কর, যাহাতে সুখে বিচরণ করিয়া যাইতে পারি।"

অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য হইতেছে এই। লতাসমূহের পুষ্প কেহ চয়ন করে নাই এবং পক্ষিগণও নিঃশঙ্ক-এই দুইটী বাক্যে গিরিতটের নির্জনতা—সুতরাং কৃষ্ণসঙ্গের উপযোগিতা—ব্যঞ্জিত হইতেছে। বক্ত্রী ব্রজদেবী এ-স্থলে গোবর্দ্ধনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই নিজের কৃষ্ণসঙ্গাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

৩৮৮। আঙ্গিক স্বাভিযোগ

শ্রীকৃষ্ণাগ্রে—অঙ্গুলি-স্ফোটন, সম্ভ্রম (অর্থাৎ ত্বরা, শঙ্কা, লজ্জাদির) ছলে অঙ্গাচ্ছাদন, চরণ-দ্বারা ভূমিলিখন, কর্ণকণ্ডুয়ন, তিলক-রচনা, বেশ-রচনা, ভ্রূ কম্পন, সখীকে আলিঙ্গন, সখীকে তাড়ন, অধর-দংশন, মাল্যাদি-গুম্ফন, ভূষণ-ধ্বনি-করণ, বাহুমূল-প্রকটন, কৃষ্ণনাম-লিখন, তরুতে লতার সংযোগ-প্রভৃতি হইতেছে আঙ্গিক স্বাভিযোগ। (উ, নী দূতী ॥১৩)॥

অঙ্গবিশেষের চেষ্টাবিশেষদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসমীপে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করাকে বলে আঙ্গিক স্বাভিযোগ।

ক। **অঙ্গুলি-স্ফোটন**

"ইয়ং সতীনাং প্রবরা বরাঙ্গী কথং নু লভ্যেতি ময়ি ক্লমাঢ্যে।
বিশাখয়া স্ফোটিত পঞ্চশাখ-শাখাবলী মদ্ব্যসনেন সার্দ্ধম্। ঐ ১৩॥

–(শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকটে বলিয়াছিলেন) হে বন্ধো। 'সতীশ্রেষ্ঠা এই বিশাখাকে কিরূপে পাইব ?' ইহা ভাবিয়া আমি যখন ক্লান্ত হইয়াছিলাম, তখন বিশাখা এমন ভাবে অঙ্গুলি-স্ফোটন করিলেন, যাহাতে আমার সমস্ত দুঃখ তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল।"

এ-স্থলে অঙ্গুলি-স্ফোটনদ্বারা বিশাখা নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া ইহা হইল আঙ্গিক স্বাভিযোগ।

খ। **ব্যাজসম্ভ্রমাদিবশতঃ অঙ্গসম্বরণ**

"পিহিতমপি পিধত্তে মৎপুরস্তাদুরো যদ্ বৃতমপি মুহুরাস্যং যৎপটেনাবৃণোতি।
ব্রজনবহরিণাক্ষী তন্মনোজন্ম মন্যে শরপরিভবঘূর্ণাব্রাতচিত্তেয়মাস্তে॥ ঐ ১৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে কোনও ব্রজসুন্দরীর চেষ্টা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বগতভাবে বলিতেছেন) এই ব্রজ-নবহরিণাক্ষী আমাকে দেখিয়া তাঁহার আবৃত বক্ষঃকেও পুনরায় আচ্ছাদিত করিতেছেন এবং আচ্ছাদিত বদনকেও আবার বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিতেছেন; তাহাতে মনে হইতেছে—ইঁহার চিত্ত কন্দর্প-শরে পরাভূত হইয়া ঘূর্ণাগ্রস্ত হইয়াছে।"

গ। **চরণদ্বারা ভূলেখন**

"কম্রং নম্রমুখী লিলেখ চরণাঙ্গুষ্ঠেন গোষ্ঠাঙ্গনে যৎকিঞ্চিৎ ব্রজসুন্দরী ময়ি দৃশোর্বর্ত্তে নবপ্রাঘুণে।
তেনানঙ্গনিদেশপট্টপদবীমাসাদ্য মন্মানসং ক্ষিপ্ত্বা তৎকুচশৈলসঙ্কটতটীসন্ধৌ বলাৎ কীলিতম্॥ ঐ ১৪॥

—(কোনও ব্রজসুন্দরীর চেষ্টা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বলিতেছেন) অদ্য আমি এই ব্রজসুন্দরীর নয়ন-পথের প্রথম পথিক হইলে গোষ্ঠাঙ্গনে স্বীয় চরণাঙ্গুষ্ঠদ্বারা মনোহররূপে তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনঙ্গদেবের আদেশ-পত্র-পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমার মনকে সেই ব্রজসুন্দরীর কুচশৈলদ্বয়ের সঙ্কীর্ণ সন্ধিস্থলে নিক্ষেপ করিয়া বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"

চরণাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ভূলেখনদ্বারা ব্রজসুন্দরী স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

ঘ। কর্ণকণ্ডূয়ন

"রত্নাঙ্গুলীশিখরঘট্টন-লোলপাণি-শিঞ্জানকঙ্কণকৃতস্মরতূর্য্যশঙ্কম্।
লীলোচ্চলৎকনককুণ্ডলমত্রকর্ণ-কণ্ডূয়নং ব্রজসরোজদৃশঃ স্মরামি ॥ ঐ ১৪॥

—(কোনও ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া যে চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ নির্জন স্থানে বসিয়া তাহার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সুবল কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—সখে সুবল!) কোনও এক ব্রজসুন্দরী আমার দর্শনমাত্র স্বীয় বামহস্তের লোহিতবর্ণ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ তাঁহার কর্ণবিষয়ে প্রবেশ করাইয়া চালিত করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার কঙ্কণ-সমূহের এমন শব্দ উদ্‌গত হইল যে, মনোভবের তূর্য্যধ্বনি বলিয়া শঙ্কা জন্মিতে লাগিল, আবার, লীলাবশতঃ তাঁহার কর্ণস্থ কনককুণ্ডল উচ্চলিত হইতেছিল। হে বয়স্য! আমি সেই ব্রজ-কমলনয়নার কর্ণকণ্ডূয়নের কথাই স্মরণ করিতেছি।"

ঙ। তিলক-ক্রিয়া

"সানন্দং শরদিন্দুসুন্দরমুখী সিন্দূরবিন্দূজ্জ্বলং বন্ধূকদ্যুতিনা করেণ তিলকং গান্ধর্ব্বিকা কুর্ব্বতী।
ত্বামালোক্য শিখণ্ডশেখর সকৃৎ কর্ণোচ্চলৎকুণ্ডলা রূঢ়ং চেতসি রাগকন্দলমিব ব্যক্তং ব্যতানীদ্‌বহিঃ ॥
—ঐ ১৪॥

—(কুন্দবল্লী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) হে শিখণ্ডচূড়! একবার মাত্র তোমাকে দর্শন করিয়া শরদিন্দু-সুন্দরবদনা শ্রীরাধা সানন্দচিত্তে স্বীয় বন্ধুকদ্যুতিশালী (অরুণবর্ণ) করের দ্বারা সিন্দুরবিন্দুতে উজ্জ্বল তিলক রচনা করিতেছেন—তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় ইতস্ততঃ দোলায়মান হইতেছে। মনে হয় যেন, তাঁহার চিত্তে আরূঢ় রাগাঙ্কুরকেই তিনি বাহিরে ব্যক্ত করিতেছেন।"

চ। বেশক্রিয়া

"হরৌ পুরস্থে করপল্লবেন সলীলমুল্লাস্য মিলন্মরন্দম্।
নালীকনেত্রা নিজকর্ণপালীং পালী লবঙ্গস্তবকং নিনায় ॥ ঐ ১৫॥

—শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখভাগে উপনীত হইলে কমলনয়না পালী উল্লসিত হইয়া লীলাভঙ্গি সহকারে মকরন্দ-স্রাবি লবঙ্গ-স্তবকটীকে উঠাইয়া লইয়া স্বীয় কর্ণলতাগ্রে ধারণ করিলেন।"

ছ। ভ্রূকম্পন

"বিধুন্বতী মদনধনুর্ভয়ঙ্করং ভ্রুবোর্যুগং কথয় কিমদ্য খিদ্যসে।

বিশাখিকে মুখশশিকান্তিশৃঙ্খলা ববন্ধ তে মধুরিপুগন্ধসিন্ধুরম্॥ ঐ ১৬॥

—(বৃন্দা বিশাখাকে বলিলেন) হে বিশাখিকে! মদন-ধনু হইতেও ভয়ঙ্কর স্বীয় ভ্রূযুগল কম্পিত করিয়া আজ তুমি কেন বৃথা খিন্না হইতেছ? তোমার বদনচন্দ্রের কান্তিরূপ শৃঙ্খলাই তো মধুরিপুরূপ মদস্রাবী মাতঙ্গকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে!"

জ। সখীকে আলিঙ্গন

"পুরঃ কলয় মণ্ডলীকৃতকঠোরবক্ষোরুহং চলৎ-কনককঙ্কণক্বণিতভঙ্গিতানঙ্গয়া।

অপাঙ্গমঘমর্দ্দনে নয়নবীথি-নব্যাতিথৌ প্রসার্য্য পরিষস্বজে সহচরী চিরং চিত্রয়া। ঐ ১৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে দর্শন করিয়া চিত্রা মহোল্লাসে স্ব-সখীকে আলিঙ্গন করিতেছেন দেখিয়া রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরীকে বলিলেন—সখি!) ঐ সম্মুখ ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। অঘমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ চিত্রার নয়নপথের নবীন অতিথি হইলে চিত্রা শ্রীকৃষ্ণের দিকে স্বীয় অপাঙ্গ প্রসারিত করিয়া মণ্ডলীকৃত স্বীয় কঠোর স্তনদ্বয় প্রকটনপূর্ব্বক এবং চঞ্চলভাবাপন্ন স্বর্ণকঙ্কণসমূহের ধ্বনিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্প উদ্দীপিত করিয়া স্বীয় সহচরীকে বহুক্ষণ যাবৎ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন।"

ঝ। সখীকে তাড়ন

"বিমুঞ্চ নিখিলং বশীকরণ-কারণান্বেষণং মনস্ত্বয়ি বিশাখয়া মুরহরোপহারীকৃতম্।

মুহুর্যদনয়া ভবৎপদসরোজকক্ষাবলত্তড়িচ্চলদৃগন্তয়া স্ফুটমতাড়ি পুষ্পৈঃ সখী॥ ঐ ১৬॥

—(সুবল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, বন্ধো!) বিশাখাকে বশীকরণের সমস্ত উপায়ের অন্বেষণ পরিত্যাগ কর। হে মুরহর। বিশাখা স্বীয় মন (এবং আত্মাও) তোমাতেই উপহার দিয়াছেন। (কিরূপে ইহা জানিলাম, বলি শুন) স্পষ্টই দেখিতেছি—তোমারই চরণপদ্ম-সীমায় বিশাখা তাঁহার তড়িত্তুল্য চঞ্চল কটাক্ষ মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সখীকে পুষ্পদ্বারা তাড়না করিতেছেন।"

বিশাখার কোনও সখী বিশাখাকে বলিয়াছিলেন—"সখি! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে. ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণ তোমার দিকে আসিতেছেন; একবার তাঁহার প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপকর।" একথা শুনিয়া বিশাখা হর্ষভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার সখীকেও পুষ্পদ্বারা তাড়ন করিলেন। এই তাড়নের দ্বারা বিশাখা স্বীয় অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন।

ঞ। অধর-দংশন

"ভজতি পথি দৃশোর্ব্রজেন্দ্রসূনৌ মদনমদোন্মুদিতা পুরস্তবালী।

ইয়মিহ কুপিতেব পশ্য সখ্যৌ বিধুবদনা রদনচ্ছদা ব্যদাঙ্ক্ষীৎ॥ ঐ ১৬॥

—(শ্যামলা ললিতাকে বলিয়াছিলেন, সখি!) ব্রজরাজ-নন্দন যখন তোমার সখীর (শ্রীরাধার) সম্মুখভাগে নয়নপথের গোচরীভূত হইলেন, তখন সেই বিধুবদনা শ্রীরাধা মদনমদে উন্মত্ত হইয়া, যেন সখী বিশাখার প্রতি কুপিত হইয়াই, স্বীয় অধরৌষ্ঠকে দংশন করিলেন।"

পুষ্পচয়নের ছলে বিশাখার সহিত শ্রীরাধা বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। হঠাৎ দেখেন শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখভাগে। তখন মদনমদে মত্ত হইয়া শ্রীরাধা কপট কোপ প্রকাশ করিয়া স্বীয় ওষ্ঠাধরকে দন্তদ্বারা দংশন করিলেন (ওষ্ঠাধরের দংশনেই ক্রোধ সূচিত হইতেছে)। ইহার ব্যঞ্জনা এই যে—"বিশাখে! কুসুম-চয়নের ছলে আমাকে এ-স্থানে আনিয়াছ, যে-স্থানে ব্রজবধূলম্পট ব্রজরাজতনয় বিরাজিত। তাঁহার হস্তে আমাকে অর্পণ করাই তোমার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইতেছে। আচ্ছা, থাক ; আমি তোমাকে ইহার সমুচিত প্রতিফল দিব। বস্তুতঃ অধর-দংশনদ্বারা শ্রীরাধা স্বীয় অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন।

ট। হারাদি-গুম্ফন

"কেয়ং পুরঃ স্ফুরতি ফুল্লসরোরুহাক্ষী সব্যে ময়া সুবল মামবলোকয়ন্ত্যা।
আবৃত্য মৌক্তিকসরে পরিগুম্ফ্যমানে চেতোমণির্মম সখে তরলো ব্যধায়ি॥ ঐ-১৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন) হে সুবল! সম্মুখে এই ফুল্লকমল-নয়না রমণীটী কে হে? ইনি বাম দিকে গ্রীবা ফিরাইয়া আমাকে অবলোকন করিতে করিতে মুক্তাহার গ্রন্থন করিতেছেন এবং আমার চিত্তরূপ মণিরও তরলতা (চাঞ্চল্য, পক্ষে হার-মধ্যগত দোলক-রূপতা) বিধান করিতেছেন।"

ঠ। মণ্ডনশিঞ্জিত (ভূষণের শব্দ)

"বিলোক্য মাং শ্যামলয়া বিদূরতঃ সঙ্কীর্য্যমাণা মণিকঙ্কণাবলী।
বিতন্বতী ঝঙ্কৃতিডম্বরং মুহুঃ শঙ্কে ব্রবীত্যঙ্গজ-রাজশাসনম্॥ ঐ ১৮॥

—(শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকটে বলিলেন সখে!) দূর হইতে আমাকে দর্শন করিয়া শ্যামলা তাঁহার মণি-কঙ্কণসমূহকে এমন ভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিলেন যে, তাহা হইতে মুহুর্মুহু ঝঙ্কাররাশি উদ্গত হইয়া যেন মদন-রাজের আদেশই প্রচার করিতে লাগিল।"

ড। বাহুমূল প্রকটন

"শ্যামে দিব্যতরাঃ স্ফুরন্তি পরিতো বৃন্দাবনান্তর্লতা
যাঃ কল্যাণি বহন্তু হন্ত মথুরামগ্রে ফলানাং ততিম্।
চিত্রেয়ং তব দোর্ল্লতা বলয়িনী যস্যাস্ত্বয়োল্লাসিতে
মূলে নন্দিতকৃষ্ণকোকিলমভূদাবির্ব্বরীয়ঃ ফলম্॥ ঐ ১৮॥

—(সম্মুখভাগে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সখীকে আহ্বানের ছলে শ্যামা স্বীয় বাহুমূল উত্তোলন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া শ্যামাকে বলিলেন) শ্যামে! এই বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে সর্ব্বদিকে দিব্যতর (মনোহর) লতাসমূহ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ; অহো! দেখ, তাহারা তাহাদের অগ্রভাগে ভূরি ভূরি মধুর ফল বহন করিতেছে। কিন্তু হে কল্যাণি! বিচিত্র ব্যাপার এই যে, তুমি তোমার বলয়যুক্তা বাহুলতা উত্তোলিত করিলে তাহার মূলদেশে (অগ্রভাগে নহে) অতি শ্রেষ্ঠ ফল (কুচ) আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণরূপ কোকিলকে আনন্দিত করিতেছে।"

ঢ। **কৃষ্ণনাম-লিখন**

"দূত্যমত্র তব তিষ্ঠতু বৃন্দে তিষ্ঠতে যদিয়মিন্দুমুখী মে।
নাম মে বিলিখতি প্রিয়সখ্যাঃ পশ্য গণ্ডফলকে ঘুসৃণেন॥ ঐ ১৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে বলিলেন) বৃন্দে! তোমার আর দৌত্যকার্য্য করিতে হইবেনা. ঐ দেখ, তোমার প্রিয়সখী ইন্দুমুখী আমাকে দেখিয়া কুঙ্কুমপঙ্কদ্বারা তাঁহার গণ্ডদেশে আমার নাম লিখিতেছেন।"

ণ। **তরুতে লতাসংযোগ**

"রূপং নিরূপ্য কিমপি ব্রজপঙ্কজাখ্যাঃ সাক্ষাদভূবমহমর্জ্জুন যাবদার্ত্তঃ।
সা মামধীরমধিনোৎ কলধৌতযূথ্যা স্তাবত্তমালবিটপে ঘটনাং বিধায়॥ ঐ ২০॥

—(শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অর্জ্জুন-নামক সখাকে বলিলেন) হে অর্জ্জুন! এই ব্রজ-কমল-নয়নার অনির্বাচ্য রূপ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া যখন আমি অতিশয় কাতর হইতেছিলাম, তখনই তিনি তমালবৃক্ষে স্বর্ণযূথিকা লতাকে সংযোজিত করিয়া আমার অধৈর্য্যকে দূরীভূত করিলেন।"

৩৮৯। চাক্ষুষ স্বাভিযোগ

"নেত্রস্মিতার্দ্ধমুদ্রত্বে নেত্রান্তভ্রমকূণনে।
সাচীক্ষা বামদৃক্‌প্রেক্ষা কটাক্ষাদ্যাশ্চ চাক্ষুষাঃ॥ ঐ ২০॥

—নেত্রের হাস্য, নেত্রার্দ্ধমুদ্রণ, নেত্রান্ত-ঘূর্ণন, নেত্রান্ত-সঙ্কোচ, বক্রদৃষ্টি, বামচক্ষুদ্বারা দর্শন এবং কটাক্ষ প্রভৃতিকে চাক্ষুষ অভিযোগ বলে।"

ক। **নেত্রের হাস্য**

"বিভ্রমং রতিপতেঃ স্থগয়ন্তীং কেশবস্য পুরতঃ কপটেন।
ত্বামবেত্য চটুলে সখি জাত্যা গূঢ়মত্র হসতস্তব নেত্রে॥ ঐ-২১॥

—(সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণ বন হইতে ব্রজে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধা প্রথমে লজ্জায় নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলেন; কিন্তু ঔৎসুক্যবশতঃ নয়নদ্বয় পুনরায় প্রফুল্ল হইতেছিল। তাহা দেখিয়া শ্যামা পরিহাসপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে বলিলেন) সখি! কপটতার আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে তুমি রতিপতির বিভ্রম গোপন করিতেছ দেখিয়া, স্বভাবতঃই চঞ্চল তোমার নেত্রদ্বয় গূঢ়রূপে (অপরের অলক্ষিতভাবে) হাস্য করিতেছে।"

খ। **নেত্রার্দ্ধমুদ্রণ**

"কবয়ো হরিবক্ত্রপুষ্করেঽস্মিন্ সখি নেত্রে কথয়ন্তি পুষ্পবন্তৌ।
অনয়োঃ সবিধে তবাক্ষিপদ্মং ভবিতা নার্দ্ধমীলিতং কথং বা॥ ঐ ২২॥

—(একদা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক কুন্দবল্লী বলিলেন) সখি! শ্রীকৃষ্ণের বদনরূপ আকাশে যে নয়নদ্বয় বিরাজ করিতেছে,

কবিগণ তাহাদিগকে পুষ্পবন্ত (এককালীন উদিত চন্দ্রসূর্য্য) বলিয়া থাকেন। অতএব এই নয়নদ্বয়ের সান্নিধ্যে তোমার নয়নপদ্ম অর্দ্ধনিমীলিত না হইবে কেন ?”

চন্দ্রের দর্শনে পদ্ম নিমীলিত হয়, সূর্য্যের দর্শনে প্রস্ফুটিত হয়। যুগপৎ চন্দ্রসূর্য্যের দর্শন ঘটিলে পদ্ম অর্দ্ধস্ফুট এবং অর্দ্ধনিমীলিত হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রসূর্য্যরূপ নয়নদ্বয়ের দর্শনে শ্রীরাধার নয়নরূপ পদ্মও যেন অর্দ্ধনিমীলিত হইয়াছে। ইহা হইতেছে কুন্দবল্লীর পরিহাস-বাক্য। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধা তাঁহার অর্দ্ধনিমীলিত নয়নের দ্বারা স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

গ। নেত্রান্ত-ঘূর্ণন

“ন হৃদ্যোঽপ্যধ্যস্তা রতিরনডুহাং সঙ্গররসে ন রম্যোঽপি ক্রীড়াসদসি সুহৃদাং ধীরুপহিতা।
ত্বয়ি ক্ষিপ্ত্বা দৃষ্টিং পরমিহ তমালায়িতমভুন্মুকুন্দেন শ্যামে তদপি কিমপাঙ্গং নটয়সি ॥ ঐ ২২ ॥

—বৃন্দা কহিলেন, শ্যামে! মুকুন্দের পক্ষে বৃষগণের যুদ্ধরস হৃদ্য হইলেও তোমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি তাহাতেও অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন না; সুহৃদ্‌গণের রম্য-ক্রীড়াসভায়ও তাঁহার মনোনিবেশ দেখিতেছে না; তিনি কেবল তমালের ন্যায় স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তথাপি তুমি কেন তোমার অপাঙ্গকে নৃত্য করাইতেছ ?”

ঘ। নেত্রান্ত সঙ্কোচ

“কলিন্দজাকূলপুরন্দরে দৃশোরধ্বন্যবাপ্তে প্রথমাধ্বনীনতাম্।
ত্রপাঞ্চিতং কিঞ্চিদকুঞ্চিচঞ্চলং বিলক্ষয়া শ্যামলয়া দৃগঞ্চলম্ ॥ ঐ ২৩॥

—(নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন-দেবি!) কালিন্দীকূল-পুরন্দর শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীকূলে বিচরণ করিতে করিতে শ্যামলার নয়ন-পথের প্রথম পথিক হইলে শ্যামলা বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক (শ্যামলা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন নাই, ইহাই তাঁহার প্রথম দর্শন ; প্রথম দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে) লজ্জান্বিত হইয়া তাঁহার চঞ্চল দৃগঞ্চলকে (নেত্রান্তকে) কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিলেন।”

ঙ। বক্রদৃষ্টি

“তির্য্যগিবর্ত্তিতনটন্নয়নত্রিভাগং প্রৈক্ষিষ্ট যত্তরণিজাপুলিনে মৃগাক্ষী।
হৃন্মগ্ন-ভগ্ন-মকরাঙ্ক-শরাগ্রবন্মাং সদ্যস্তদদ্য নিতরাং বিবশীকরোতি ॥ ঐ ২৪ ॥

—(সুবলের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—সখে!) অদ্য আমি যমুনাপুলিনে বিচরণ করিতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া শ্রীরাধা তাঁহার নর্ত্তনশীল এবং বক্রগতিতে ঘূর্ণায়মান নয়ন-ত্রিভাগ (কটাক্ষ) আমার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ; তাহাতে উহা (শ্রীরাধার বক্রদৃষ্টি) আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগ্ন কামবাণের অগ্রফলকের ন্যায় আমাকে সাতিশয় বিবশ করিতেছে।”

চ। বামচক্ষুদ্বারা দর্শন

“পূর্ণং প্রমোদোত্তরলেন রাধে শ্যামং রসানাং নিধিমিন্দুভাজম্।
সব্যেন নেত্রাঞ্জলিনা পিবন্তী ত্বমুন্মনাঃ কুম্ভভবায়িতাসি ॥ ঐ ২৫ ॥

—(নির্জন বনে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বাম-নয়নের দৃষ্টিদ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন। তাহা দেখিয়া বৃন্দা নর্ম্মভরে বলিলেন) হে রাধে ! প্রমোদতরঙ্গদ্বারা পরিপূর্ণ চন্দ্রযুক্ত শ্যাম-সমুদ্রকে তুমি উন্মনা হইয়া বামনেত্রাঞ্জলিদ্বারা পান করিতে করিতে অগস্ত্যের রূপ ধারণ করিয়াছ।”

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সমুদ্র হইতেছে জলনিধি ; কৃষ্ণরূপ-সমুদ্র হইতেছে রসনিধি, অশেষ রসামৃতবারিধি ; শ্যাম-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামরস-(মধুর-রস-) নিধিও বলা হইয়াছে। সমুদ্র হইতে চন্দ্রের উদ্ভব ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ রসনিধিতে তাঁহার মুখরূপ চন্দ্র নিত্যবিরাজিত থাকিয়া শ্যামরস-সুধা বিকীরণ করিতেছে ; তাহাতে এই সুধার সহিত মিলিত হইয়া রস এক অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব এবং উন্মাদকত্ব ধারণ করিয়া থাকে। অগস্ত্যমুনি গণ্ডুষের দ্বারা সমুদ্র পান করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীরাধা তাঁহার বাম-নেত্রাঞ্জলি দ্বারা কৃষ্ণরূপ সমুদ্রকে পান করিতেছেন। তাহাতে শ্রীরাধা যেন অগস্ত্যরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এ-স্থলে শ্রীরাধা বামনেত্রের দর্শন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসমীপে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ছ। কটাক্ষ

“যদ্‌গতাগতিবিশ্রান্তিবৈচিত্র্যেণ বিবর্ত্তনম্।
তারকায়াঃ কলাভিজ্ঞাস্তং কটাক্ষং প্রচক্ষতে ॥ ঐ ২৫ ॥

—নেত্র-তারকার যে গতাগতি-বিশ্রান্তি, বৈচিত্র্যের (চমৎকারিত্বের) সহিত তাহার বিবর্ত্তনকে (পুনঃ পুনঃ অভ্যাসকে) রসজ্ঞগণ কটাক্ষ বলেন।”

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“গতং লক্ষ্যপর্য্যন্তং গমনম্, আগতিস্তত আগমনং, বিশ্রান্তিস্তয়োর্মধ্যে এব অতিসূক্ষ্মকালে লক্ষ্যসহস্থিতিঃ, তাসাং বৈচিত্র্যেণ চমৎকারিত্বেন নিবর্ত্তনং আবৃত্ত্যাভ্যাসঃ তারকায়াঃ কর্ণীনিকায়াঃ ॥” তাৎপর্য্য—গত-শব্দের অর্থ হইতেছে দৃষ্টির লক্ষ্য-বস্তু পর্য্যন্ত গমন ; আগতি-শব্দের অর্থ হইতেছে-সেই লক্ষ্য বস্তু হইতে আগমন ; বিশ্রান্তি-শব্দের অর্থ হইতেছে—লক্ষ্যবস্তুতে দৃষ্টির গমন এবং তাহা হইতে আগমন-এই উভয়ের মধ্যে যে অতিঅল্পকাল, সেই অত্যল্পকাল লক্ষ্যবস্তুর সহিত নেত্রতারকার স্থিতি। গমন, আগমন এবং স্থিতি-ইহাদের বৈচিত্র্যের (চমৎকারিত্বের) সহিত নেত্রতারকার যে নিবর্ত্তন বা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস, তাহাকে বলে কটাক্ষ।

এ-স্থলে লক্ষ্যবস্তু হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ। চমৎকারিত্বময় ভঙ্গীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নেত্র-তারকার নিক্ষেপ এবং দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নেত্র-তারকার দৃষ্টি না রাখিয়া লজ্জাবশতঃ তৎক্ষণাৎ আবার চমৎকারিত্বময় ভঙ্গীর সহিত নেত্রতারকার দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনয়ন, এই উভয়ের মধ্যে যে অতি অল্পসময় থাকে, সেই অত্যল্প-সময়মাত্র চমৎকারিত্বময় ভঙ্গীর সহিত নেত্রতারকার দৃষ্টিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন ; পুনঃ পুনঃ এই ভাবে যে দর্শন, তাহাকে বলে কটাক্ষ। এতাদৃশ কটাক্ষদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণসমীপে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

"চিত্রং গৌরি বিবর্ত্ততে ভ্রমিকরী বিশ্রম্য বিশ্রম্য তে
দৃক্‌তারাভ্রমরী গতাগতিমিয়ং কর্ণোৎপলে কুর্ব্বতী।
যস্যাঃ কেলিভিরাকুলীকৃতমতিঃ পদ্মালিবার্ত্তা ক্ব সা
গান্ধর্ব্বে মধুসূদনস্য নিতরাং স্বস্যাপ্যভূদ্বিস্মৃতিঃ ॥ ঐ২৬॥

—(শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ-শর নিক্ষেপ করিতেছেন ; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিবশ হইয়াছেন ; তাহাও শ্রীরাধা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু দৈবাৎ চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মাকে সে-স্থানে দেখিয়া শ্রীরাধার সন্দেহ হইল—পদ্মার কটাক্ষই হয়তো শ্রীকৃষ্ণের বৈবশ্য জন্মাইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া বৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে গৌরি! তোমার এই নেত্রতারকারূপ ভ্রমরী বিচিত্র-ভাবে বিশ্রাম করিয়া করিয়া ঘূর্ণিত হইতে হইতে ভ্রমণ করিতেছে এবং কর্ণোৎপলের প্রতি (বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বদনের প্রতি) অনবরত যাতায়াত করিতেছে। হে গান্ধর্বে! তোমার নেত্র-তারকারূপ ভ্রমরীর বিলাসভঙ্গীতে মধুসূদন (ভ্রমর, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) আকুলচিত্ত হইয়া আত্মস্মৃতি বিশেষরূপে হারাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পদ্মালির (ভ্রমর-পক্ষে পদ্মশ্রেণীর, কৃষ্ণপক্ষে পদ্মার সখী চন্দ্রাবলীর) কথা আর কোথায় ?"

বিশেষ জ্ঞাতব্য

বাচিক, আঙ্গিক ও চাক্ষুষ স্বাভিযোগ অসংখ্য প্রকার। এ-স্থলে দিগ্‌দর্শনমাত্র প্রদর্শিত হইল। এ-স্থলে কেবল নায়িকার স্বাভিযোগের প্রকারই উল্লিখিত হইল। নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণেও ঐ সকল স্বাভিযোগ যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হয়। (উ, নী, দূতী ॥ ২৬ ॥)

স্বাভিযোগ ও অনুভাব

স্বাভিযোগ হইতেছে নিজে নিজের অভিপ্রায়-প্রকাশ করা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্বাভিযোগ তিন প্রকারের—বাচিক, আঙ্গিক এবং চাক্ষুষ। এই ত্রিবিধ স্বাভিযোগের যে-সকল দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সে-সকল দৃষ্টান্তে যে-সকল বাক্যভঙ্গী, অঙ্গবিশেষের ভঙ্গীবিশেষ এবং কটাক্ষাদি দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়াছে, সে-সকল দুই ভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে—বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং স্বভাববশতঃ।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অভিপ্রায়-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বুদ্ধিপূর্ব্বক যদি বাক্যভঙ্গী-প্রভৃতি প্রকটিত হয়, তাহা হইলে সে-সমস্ত হইবে স্বাভিযোগ। আর, যদি তাহা না হয়, যদি শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির ফলে স্বভাবতঃই সে-সকল ভঙ্গী প্রকটিত হয়, তাহাহইলে সে-সকল ভঙ্গী হইবে অনুভাব ; কেননা, সে-সকল ভঙ্গী হইবে তখন হৃদয়স্থভাবের অববোধক।

স্বাভিযোগা ইতি প্রোক্তাশ্চেদমী বুদ্ধিপূর্ব্বিকাঃ।
স্বভাবজাস্তু ভাবজ্ঞৈরনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ঐ ২৭ ॥

৩৯০। আপ্তদূতী (৩৯০-৯৩ অনু)

পূর্ব্বে (৭।৩৮৫ক-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, দূতী দুই রকমের—স্বয়ংদূতী এবং আপ্তদূতী। ৩৮৬-৮৯-অনুচ্ছেদসমূহে স্বয়ংদূতীর কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে আপ্তদূতীর কথা বলা হইতেছে।

২।১।১।-ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে "আপ্ত"-শব্দের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যঃ সঙ্গদ্বেষবিবর্জিতঃ। পূজিতস্তদ্বিধৈ নিত্যমাপ্তো জ্ঞেয়ঃ স তাদৃশঃ॥—যিনি স্বীয় কর্ম্মে নিরত, রাগদ্বেষ-বর্জিত এবং এতাদৃশ গুণসম্পন্ন (রাগদ্বেষবিবর্জিত) লোকের নিত্য আদৃত, তাঁহাকে আপ্ত বলে।" যিনি নায়ক-নায়িকার মিলন সংঘটন করেন, তাঁহাকে বলে দূতী।

আপ্তদূতী সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন,

"ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েষপি। স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্‌গোপসুভ্রুবাম্।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা॥ ঐ ২৮॥

—যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না এবং যিনি স্নেহশীলা ও বাক্যপ্রয়োগে নিপুণা, তাঁহাকে গোপসুন্দরীদিগের আপ্তদূতী বলে। এই আপ্তদূতী তিন রকমের—অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা এবং পত্রহারী।"

ক। অমিতার্থা দূতী

"জ্ঞাত্বেঙ্গিতেন যা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা।
উপায়ৈর্মেলয়েত্তৌ দ্বাবমিতার্থা ভবেদিয়ম্॥ ঐ ২৮॥

—যিনি নায়ক-নায়িকার, অথবা উভয়ের মধ্যে একতরের (নায়কের বা নায়িকার) ভাব ইঙ্গিতদ্বারা জানিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহাদের মিলন করাইয়া থাকেন, তাঁহাকে বলে অমিতার্থা দূতী।"

"সা তে বকান্তক কটাক্ষশরার্দ্দিতাপি জীর্ণং ত্রপাকবচমেব বৃথা বহন্তী।
বর্ণৈর্নুনোদ মুখচন্দ্রবিগাহিভির্মাং গম্যৈর্দৃশাং গুণতয়া ন কিল শ্রুতীনাম্॥ ঐ২৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ-শরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত মিলনের জন্য শ্রীরাধা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন; কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতেছেন না। তীব্র-উৎকণ্ঠাবশতঃ তাঁহার বদন মলিন হইয়াছে; তাহা দেখিয়াই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কোনও সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলিলেন) হে বকান্তক! তোমার কটাক্ষ-শরে পীড়িতা হইয়াও শ্রীরাধা বৃথাই লজ্জারূপ জীর্ণ কবচ বহন করিতেছেন। তিনি তাঁহার মুখচন্দ্রে পরিব্যাপ্ত বর্ণদ্বারাই আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন—সেই বর্ণ শ্রুতিগম্য (কর্ণের গোচরীভূত) নহে, কেবলমাত্র দৃষ্টিগম্য (অর্থাৎ তাঁহার বদনচন্দ্রের মলিন বর্ণ দেখিয়াই তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি)।"

বর্ণ-শব্দে অক্ষর বুঝায়, অক্ষরাত্মক বাক্যকেও বুঝায়। দূতী বলিতেছেন—বর্ণাত্মক বা অক্ষরাত্মক কোনও বাক্য স্বীয় বদন হইতে উদ্‌গীরিত করিয়াই যে শ্রীরাধা আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন—সুতরাং সেই বর্ণ বা অক্ষরাত্মক বাক্য যে তুমি তোমার কর্ণদ্বারা শুনিতে পাইবে, তাহা নহে। এ-স্থলে বর্ণ হইতেছে রং—মুখের বর্ণ, মলিন বর্ণ—যাহা কেবল দৃষ্টিদ্বারাই জানা যায়। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি যদি শ্রীরাধার নিকটে যাইয়া তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলেই

বুঝিতে পারিবে, তোমার কটাক্ষ-শরে বিদ্ধ হইয়া তিনি কিরূপ আর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ-স্থলে বক্ত্রী হইতেছেন অমিতার্থা দূতী ; কেননা, তিনি কেবল শ্রীরাধার মুখ দেখিয়াই তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইবার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীরাধা নিজে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠান নাই।

খ। **নিস্বষ্টার্থা দূতী**

"বিন্যস্তকার্যভারা স্যাদ্‌দ্বয়োরেকতরেণ যা।
যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিস্বষ্টার্থা নিগদ্যতে ॥ ঐ ২৯ ॥

—নায়ক এবং নায়িকা-এই উভয়ের মধ্যে এক জনের দ্বারা কার্যভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিদ্বারা যিনি উভয়ের মিলন সংঘটন করেন, তাঁহাকে বলে নিস্বষ্টার্থা দূতী।"

"অঘদমন জগত্যনর্ঘরূপা বিলসতি সা গুণরত্নরাশিরেকা।
ধিগপটুমতিরস্মি যৎপুরস্তাং কঠিনমণেস্তব বক্তুমুদ্যতাহম্ ॥ ঐ ৩০ ॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের মিলন-সংঘটনের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা কোনও দূতীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইয়াছেন। সেই দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিলেন) হে অঘদমন! নিরুপম-সৌন্দর্য্যবতী এবং গুণরত্নরাশিরূপা একমাত্র শ্রীরাধাই এই জগতে সর্ব্বোপরি বিরাজিতা। কিন্তু হায়! ধিক্ আমাকে! আমি অতি অপটুবুদ্ধি ; কেননা, কঠিন মণিতুল্য তোমার নিকটেও তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে উদ্যতা হইয়াছি।"

শ্রীরাধা বক্ত্রী দূতীর উপরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের মিলন-সংঘটনরূপ কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। এই দূতী যে শ্রীরাধার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীলা, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধার অনুপম-রূপ-গুণাদি-খ্যাপনেই তাহা ব্যক্ত হইতেছে ; শ্রীরাধার রূপ-গুণাদির কথা শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকময় ঔদাসীন্য প্রকটিত করিলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া দূতী মনে করিলেন—"আমি শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়াছি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীরাধার লঘুচিত্ততা প্রকাশ পাইবে। ইহা ভাবিয়া শ্রীরাধার প্রতি স্নেহশীলা এবং শ্রীরাধার হিতাকাঙ্ক্ষিণী দূতী,"আমাকে ধিক্, আমি অল্পবুদ্ধি"-ইত্যাদি বাক্যে জানাইলেন—"আমি যাহা বলিলাম, তাহা আমার নিজেরই উক্তি।" শ্রীকৃষ্ণের কৌতুকময় ঔদাসীন্যের উত্তরে দূতী বলিলেন—"তুমি হইতেছ কঠিনমণিতুল্য (কঠিনমণি—হীরক। হীরক নিজের ঔজ্জ্বল্য প্রকটিত করিলেও তাহা অতি কঠিন ; হীরকের বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্যে মুগ্ধ হইয়া কেহ যদি তাহাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলেই হীরকের কাঠিন্য উপলব্ধি করিতে পারে)। কঠিনমণি হীরকাদির বাহিরেই মনোরম ঔজ্জ্বল্য ; কিন্তু বস্তুতঃ হীরকাদি অতি কঠিন। তদ্রূপ, হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার সৌন্দর্য্যাদি কেবল বাহিরের বস্তু; তোমার হৃদয় অতি কঠিন। এতাদৃশ কঠিনহৃদয় তোমার নিকটে অপরূপ রূপ-গুণবতী, অতি কোমল-স্বভাবা ও কোমলহৃদয়া শ্রীরাধার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা আমার নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। শ্রীরাধা কোনও প্রকারে ইহা জানিতে পারিলে

আমার আর লজ্জার অবধি থাকিবে না।" এইরূপে যুক্তিদ্বারা দূতী শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরাধার পরমোৎকর্ষ এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার সুদুর্ল্লভত্ব খ্যাপন করিয়া শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দুর্দ্দমনীয় লোভ উৎপাদনের চেষ্টা করিলেন। সুদুর্ল্লভ বস্তুর প্রতি দুর্দ্দমনীয় লোভ স্বাভাবিক। এই উদাহরণে বক্ত্রী হইতেছেন নিসৃষ্টার্থা দূতী।

গ। **পত্রহারী দূতী**

"সন্দেশমাত্রং যা যূনো র্নয়েৎ সা পত্রহারিকা ॥ ঐ ৩০॥

—যে দূতী নায়ক বা নায়িকার বার্ত্তামাত্র আনয়ন করেন, তাঁহাকে বলে পত্রহারী দূতী।"

"তয়া নিভৃতমর্পিতা ময়ি মুকুন্দ সন্দেশবাক্ ব্রজাম্বুজদৃশাদ্য যা শ্রুতিপুটেন তাং স্বীকুরু।

প্রবিশ্য মম নির্ভরে যদিহ সান্দ্রনিদ্রোৎসবে কদর্থয়সি ধূর্ত্ত মাং কিমিব যুক্তমেতত্তব ॥ঐ ৩০॥

—(কোনও ব্রজদেবীকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া কোনও দূতী শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীতা হইয়া বলিলেন) হে মুকুন্দ! সেই ব্রজ-কমলনয়না আজ নির্জনে আমাতে যে সন্দেশবাক্য (বার্ত্তা) অর্পণ করিয়াছেন, তুমি কর্ণপুটে তাহা অঙ্গীকার কর (অর্থাৎ, আমি তাহা তোমার নিকটে প্রকাশ করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। আমার যোগে তোমার নিকটে প্রেরিত সংবাদটী হইতেছে এই) 'হে ধূর্ত্ত! আমি আমার গৃহে নিবিড় নিদ্রোৎসবে নিমগ্ন ছিলাম। সেই নিবিড় নিদ্রোৎসবে প্রবেশ করিয়া তুমি যে আমার কদর্থনা করিয়াছ, ইহা কি তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে'?"

ব্রজদেবী নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত বিহার করিতেছেন। ব্রজদেবীর চিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত, ইহাদ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার যে তাঁহার অত্যন্ত অভিপ্রেত, দূতীদ্বারা এই স্বাপ্নিক বিহারের কথা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে জ্ঞাপনের দ্বারাই তাহা বুঝা যাইতেছে। এই উদাহরণে বক্ত্রী হইতেছেন পত্রহারী দূতী।

৩৯১। ব্রজে আপ্তদূতী-ভেদ

তাঃ শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকা।

ধাত্রেয়ী বনদেবী চ সখী চেত্যাদয়ো ব্রজে ॥ ঐ ৩০॥

—এ-সমস্ত আপ্তদূতীগণের মধ্যে ব্রজে শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (তাপসী-বেশা), পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী (ধাত্রীকন্যা), বনদেবী এবং সখী-প্রভৃতি বিরাজমানা।"

ক। **শিল্পকারী দূতী**

"ত্বামাহুঃ প্রমদাকৃতিং ভগবতস্ত্বষ্টুর্দ্বিতীয়াং তনুং

তত্তূর্ণং লিখ রূপমত্র ভুবনে যদ্ বেৎসি লোকোত্তরম্।

ইত্যভ্যর্থিতয়া ময়াত্ম ফলকে ত্বাং প্রেক্ষ্য সা চিত্রিতং

চিত্রা চিত্রদশাং গতা সহচরীনেত্রেষু চিত্রীয়তে ॥ ঐ ৩১॥

—(কোনও এক দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলিলেন—হে সৌন্দর্যানিধে। একদিন চিত্রা আমাকে বলিলেন—'অয়ি শিল্পকারিণি !) বিজ্ঞব্যক্তিগণ বলেন যে, তুমি বিশ্বকর্ম্মার দ্বিতীয়া মূর্ত্তি, স্ত্রীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। অতএব, এই জগতে লোকোত্তর যে রূপ আছে, তুমি শীঘ্র তাহা অঙ্কিত কর।' চিত্রাকর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া আমি আজ তোমারই রূপ ফলকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইলে চিত্রিত তোমাকে দেখিয়া চিত্রা এমনি এক বিচিত্র-অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহার সহচরীগণের দৃষ্টিতে তিনিও একটী চিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইলেন (অর্থাৎ চিত্রার জাড্য উপস্থিত হইল)।"

চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া চিত্রার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া শিল্পকারিণী চিত্রার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তাহাই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং এই শিল্পকারিণী হইতেছেন অমিতার্থা আপ্তদূতী।

খ। দৈবজ্ঞা দূতী

"তবাদ্য শুভরোহিণী-বৃষভরাশিভাজঃ পরামবেত্য গণনাদহং সুখসমৃদ্ধিমত্রাগতা।
তদেহি মুদিরাকৃতে পরমচিত্রকোদণ্ডভাগখণ্ডবিধুমণ্ডলা ভবতি বিদ্যুদুদ্দ্যোততাম্॥ ঐ ৩১॥

—(শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রেরিতা কোনও দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলিলেন—ওহে নবঘন-শ্যাম !) আমি গণনা করিয়া জানিতে পারিলাম, শুভ-রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত বৃষরাশিতে যাহার জন্ম হয়, আজ তাহার পরম-সমৃদ্ধি লাভ হইবে। তোমারও শুভ-রোহিণীনক্ষত্র যুক্ত বৃষরাশিতে জন্ম হইয়াছে; সুতরাং তোমারও আজ পরম-সুখসমৃদ্ধি লাভ হইবে। ইহা জানিয়াই আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি। অতএব, হে নবঘনাকৃতে! আমার সঙ্গে চল; পরম-বিচিত্র-ভ্রূধনুবিশিষ্টা এবং অখণ্ড-বিধুমণ্ডলা (পূর্ণচন্দ্রবদনা শ্রীরাধারূপা) বিদ্যুল্লতা তোমাতে শোভা পাউক।"

জ্যোতিষের গণনায় অভিজ্ঞা বলিয়া বক্ত্রী দূতী হইতেছেন দৈবজ্ঞা। শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া তিনি যুক্তিবিন্যাস-পূর্ব্বক শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন-সংঘটন করাইতেছেন বলিয়া এই দৈবজ্ঞা হইতেছেন নিসৃষ্টার্থা আপ্তদূতী।

গ। লিঙ্গিনী দূতী

"লিঙ্গিনী তাপসীবেশা পৌর্ণমাসীবদীরিতা॥ ঐ ৩২॥

—পৌর্ণমাসীর ন্যায় তপস্বিনী-বেশা দূতীকে লিঙ্গিনী বলে।"

"সরলে ন বিধেহি পুত্রি চিন্তাং বশগস্তে ভবিতা ব্রজেন্দ্রসূনুঃ।
যদহং চতুরাত্র সিদ্ধমন্ত্রা জরতী প্রব্রজিতা তবাস্মি দূতী॥ ঐ ৩২॥

—(শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্তির জন্য শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার কথা নান্দীমুখীর মুখে জানিতে পারিয়া পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া শ্রীরাধাকে আশ্বাস-বাক্যে বলিলেন) হে সরলে। হে পুত্রি! তুমি চিন্তা করিওনা; ব্রজেন্দ্র-নন্দন তোমার বশীভূত হইবেন। কেননা, আমি তোমার দূতী হইলাম—আমি চতুরা, সিদ্ধমন্ত্রা, বৃদ্ধা এবং তপস্বিনী (আমার চাতুর্য্যের দ্বারা, তাঁহাকে তোমার বশীভূত করিয়া দিব;

চাতুর্য্য বিফল হইলে মন্ত্রশক্তিদ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিব। আমি বৃদ্ধা এবং তপস্বিনী বলিয়া সকলেই আমাকে শ্রদ্ধা করে; ব্রজেন্দ্রনন্দনও আমার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন না)।”

ইনি অমিতার্থা দূতী; কেননা, শ্রীরাধার মনের ভাব জানিয়া তিনি নিজেই দৌত্য গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, শ্রীরাধা তাঁহাকে অনুরোধ করেন নাই।

ঘ। পরিচারিকা দূতী

“লবঙ্গমঞ্জরী-ভানুমত্যাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ॥ ঐ ৩২॥

—লবঙ্গমঞ্জরী এবং ভানুমতী প্রভৃতি হইতেছেন পরিচারিকা (সেবাপরা) দূতী।”

“সহচরপরিষত্তঃ ক্ষিপ্রমারাদ্‌বিকৃষ্টস্তব গুণমণিমালামীশ্বরি গ্রাহিতশ্চ।
মধুরিপুরয়মক্ষ্ণোঃ প্রাপিতশ্চাভিকক্ষ্যাং ভণ পুনরপি সেয়ং কিঙ্করী কিং করোতু॥ ঐ ৩৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সখাগণের সঙ্গে। শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া লবঙ্গমঞ্জরী স্বীয় চাতুর্য্যবলে শ্রীকৃষ্ণকে সে-স্থান হইতে বাহির করিয়া শ্রীরাধার নিকটে আনিয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে ঈশ্বরি! সহচর-গোষ্ঠি হইতে শীঘ্র আকর্ষণপূর্ব্বক এই মধুরিপুকে আমার নিকটে আনিয়া তোমার গুণরূপ মণিমালা গ্রহণ করাইয়াছি; ইহাকে তোমার নেত্র-সন্নিধি লাভও করাইলাম। পুনরায় আজ্ঞা কর, তোমার এই কিঙ্করী আর কি করিবে?”

ইনিও নিসৃষ্টার্থা আপ্তদূতী।

ঙ। ধাত্রেয়ী দূতী

“ধাত্রেয়িকাস্মি মধুমর্দ্দন রাধিকায়া স্তয়াদ্‌ভুতং কিমপি বক্তুমিহাগতাহম্।
নিষ্পদ্য কৃষ্ণরুচিরদ্য হিরণ্যগৌরী সদ্যঃ সুধাকরকলাধবলেয়মাসীৎ॥ ঐ ৩৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-প্রাপ্তির অভাবে শ্রীরাধার পরম বৈকল্য দেখিয়া শ্রীরাধার ধাত্রীপুত্রী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলিলেন) হে মধুমর্দ্দন! আমি শ্রীরাধার ধাত্রীপুত্রী; কোনও এক অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। (অদ্ভুত ব্যাপারটী হইতেছে এই যে) কনকগৌরী শ্রীরাধা আজ কৃষ্ণবর্ণে রুচি বিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ চন্দ্রকলার ন্যায় ধবলা হইলেন।”

“কৃষ্ণরুচিঃ নিষ্পদ্য”—কৃষ্ণরুচি হইয়া, কৃষ্ণবর্ণ বস্তুতে রুচিমতী হইয়া; ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি সূচিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণে অত্যাসক্তিবশতঃই কৃষ্ণবর্ণ কোনও বস্তু দেখিয়া শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ চন্দ্রকলার ন্যায় ধবলা হইয়াছেন—চন্দ্রকলার ন্যায় কৃশা এবং বিবর্ণা হইয়াছেন।

এই ধাত্রীকন্যা হইতেছেন অমিতার্থা আপ্তদূতী।

চ। বনদেবী দূতী

“জাত্যাহং বনদেবতাপি ভগিনী কুত্রাপি তে প্রেমতঃ
কাপ্যম্বাজননী কচিৎ প্রিয়সখী কুত্রাপি ভর্ত্তুঃস্বসা।
গ্রীবামুন্নময় প্রসীদ রচয় ভ্রূরিঙ্গিতাদীঙ্গিতং
কুর্য্যাদ্‌বল্লবকুঞ্জরঃ পরিণতিং বক্ষোজকুম্ভে তব॥ ঐ ৩৪॥

—(শ্রীরাধা মানবতী হইয়াছেন। তাঁহার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বনদেবী বৃন্দাকে অনুরোধ করিলে বৃন্দাদেবী কোনও এক বহুরূপা বনদেবীকে শ্রীরাধার নিকটে পাঠাইলেন। তিনি শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির খ্যাপনার্থ বলিলেন—হে রাধে!) আমি জাতিতে বনদেবী হইলেও তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ কোনও স্থলে তোমার ভগিনী (অনঙ্গমঞ্জরী)-রূপে, কোনও স্থলে তোমার অম্বাজননী (মাতামহী মুখরা)-রূপে, কোনও স্থলে তোমার প্রিয়সখী রূপে, কোনও স্থলে বা তোমার ননন্দা (কুটিলা) রূপে তোমার সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করিয়া থাকি (কিন্তু তুমি আমাকে সে-সকল স্থলে চিনিতে পার নাই ; এক্ষণে দূতীরূপে সাক্ষাদ্ ভাবেই তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি)। এক বার গ্রীবা উন্নত কর (আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমি কি অদৃষ্টচরী, না কি দৃষ্টচরী, তাহার পরিচয় লও। আমার অনুরোধে), তুমি প্রসন্ন হও (প্রসন্ন হইয়া আমার সঙ্গে কথা বল। লজ্জা-বশতঃ কথাদ্বারা যদি তোমার মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পার, তাহা হইলে) ভ্রূ-চালনাদ্বারা ইঙ্গিত কর (ইঙ্গিতে তোমার মনোভাব প্রকাশ কর)- যাহাতে বল্লব-কুঞ্জর (গোপকুল-হস্তী শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্তে) তোমার বক্ষোজকুম্ভে পরিণতি (মর্দ্দন) করিতে পারেন।”

এই বনদেবী হইতেছেন নিসৃষ্টার্থা আপ্তদূতী।

ছ। সখী দূতী

“স্বাত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বাণান্যোন্যমচ্ছলম্।
বিশ্রম্ভিণী বয়োবেশাদিভিস্তুল্যা সখী মতা॥ ঐ ৩৪॥

—যাঁহারা অকপটে পরস্পরের প্রতি নিজ হইতেও অধিক প্রেম পোষণ করেন. পরস্পরের বিশ্বাস-ভাজন এবং বয়স ও বেশাদিতে (বেশভূষায়,রূপে, গুণে, বৈদগ্ধীতে, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে এবং বিলাসাদিতে) পরস্পরের তুল্যা, তাঁহাদিগকে পরস্পরের সখী বলে।

“ন মে শোকস্তস্যাং যদিয়মতিপূতৈঃ প্রিয়সখী হতা তে দৃগ্ভঙ্গীষুভিরনুপমাং যাস্যতি গতিম্।
পরং শোচাম্যুচ্চৈ র্জগদিদমহং যন্মধুরিপো বিনা তস্যাঃ প্রেক্ষামহহ ভবিতা ব্যর্থনয়নম্॥ ঐ৩৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় শ্রীরাধার দশমী দশার সূচনা করিয়া শ্রীরাধার সখী বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া বলিলেন) হে মধুরিপো! তোমার দৃষ্টিভঙ্গীরূপ অতি পবিত্র শরসমূহদ্বারা আহতা হইয়া আমার প্রিয়সখী (শ্রীরাধা) যদি অনুপমা গতি লাভ করেন, তাহাতেও আমার শোক (দুঃখ) নাই ; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার দৃষ্টি ব্যতীত এই সমস্ত জগৎ ব্যর্থনয়ন হইয়া পড়িবে (অতএব যতশীঘ্র সম্ভব, আমার প্রিয়সখীর নিকটে যাইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা কর)।”

এ-স্থলে বক্তী বিশাখা হইতেছেন অমিতার্থা আপ্তদূতী।

৩৯২। সখীদূত্যের ভেদ—বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য

সখীরূপা দূতী নায়ক-শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষীয়াও হইতে পারেন এবং নায়িকা-ব্রজদেবী-পক্ষীয়াও হইতে পারেন। নায়কের দূতী এবং নায়িকার দূতী, এই উভয়েরই দূত্য দুই রকমের—বাচ্য এবং ব্যঙ্গ্য। "বাচ্যং ব্যঙ্গ্যমিতি দ্বেধা তদ্দূত্যমুভয়োরপি॥ ঐ ৩৪॥"

বাচ্য হইতেছে অভিধা-শক্তির দ্বারা বোধ্য অর্থ। কোনও শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থে যাহা বুঝা যায়, তাহা হইতেছে সেই শব্দের বাচ্য অর্থ। আর ব্যঙ্গ্য হইতেছে ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা বোধ্য অর্থ।

ক। কৃষ্ণপ্রিয়ায় বাচ্যদূত্য

"শপ প্রহর তর্জ মাং ক্ষিপ বহিষ্কুরুষ্বাদ্য বা কদাপি মতিরাগ্রহান্ন সখি মে বিরংস্যত্যতঃ।

প্রযামি তদহং হরেরুপনয়ায় সত্যং ব্রুবে ন সা শ্বসিতু যা ন বামনুভবেন্নবাং সঙ্গতিম্॥ ঐ ৩৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার অনুরাগ জন্মিয়াছে ; কিন্তু অবহিত্থাদ্বারা শ্রীরাধা তাহা গোপন করিতেছেন। তাঁহার কোনও সখী ইঙ্গিতে তাহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিকটে আনয়নের জন্য উদ্যতা হইলে শ্রীরাধা তর্জনাদি দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিলে সেই সখী শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে প্রণয়িনি! তুমি আমাকে শাপই দাও, বা প্রহারই কর, অথবা তর্জন-গর্জনই কর, তিরস্কারই কর, বা বাহির করিয়াই দাও, এই আগ্রহ হইতে আজ আমার মতি কখনও বিরত হইবে না। অতএব, হরিকে তোমার নিকটে আনয়নের জন্য আমি যাইতেছি। আমি সত্য বলিতেছি—যে নারী তোমাদের নবীন মিলন অনুভব করেনা, সে যেন মরে।"

এ-স্থলে বক্ত্রী শ্রীরাধার সখী হইলেও নায়ক-শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বন করিয়াই শ্রীরাধার নিকটে কথাগুলি বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তির প্রকট অর্থ যাহা, তাহাই তাঁহার অভীষ্ট ; এজন্য ইহা হইতেছে বাচ্যদূত্য।

(১) কৃষ্ণপ্রিয়ায় ব্যঙ্গ্যদূত্য

"সখি তর্কিতাসি কামিতকৃষ্ণাগুরুসৌরভা ত্বমিহ।

ভবদভিমতার্থবিধয়ে নৈগমসবিধং গমিষ্যামি॥ ঐ ৩৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য শ্রীরাধা উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কোনও সখী শ্রীরাধাকে সনর্ম্মবচনে বলিলেন) হে সখি! তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, তুমি যেন কৃষ্ণাগুরু-সৌরভ কামনা করিতেছ। তোমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমি নৈগমের নিকটে যাইব।"

"কামিত-কৃষ্ণাগুরুসৌরভা"-কৃষ্ণাগুরুর সৌরভ কামনা করেন যিনি। ইহা হইতেছে বাচ্য বা প্রকট অর্থ। ইহা কিন্তু বক্ত্রী সখীর অভিপ্রেত নহে ; তাঁহার অভিপ্রেত গূঢ় অর্থ হইতেছে এইরূপ। "কামিতকৃষ্ণা", "অগুরুসৌরভা"—"কামিতকৃষ্ণা"-তুমি কৃষ্ণকে কামনা করিতেছ ; "অগুরু সৌরভা"-অগুরুর সৌরভের ন্যায় তোমার সৌরভ। ইহাই ব্যঙ্গ্য অর্থ।

আর, "নৈগম"-শব্দের অর্থ—বণিক এবং নাগর। বণিক হইতেছে বাচ্য অর্থ। "তুমি কৃষ্ণবর্ণ অগুরুর সৌরভ কামনা করিতেছ; অগুরু আনয়নের জন্য আমি বণিকের নিকটে যাইব।" ইহা হইতেছে বাচ্য অর্থ। কিন্তু ব্যঙ্গ্য গূঢ় অর্থ হইতেছে—"কৃষ্ণাগুরুসৌরভশালিনী তুমি কৃষ্ণকে কামনা করিতেছ, তোমার কামনা-সিদ্ধির নিমিত্ত আমি নাগর কৃষ্ণের নিকটে যাইব।"

এই উদাহরণে শব্দশক্ত্যুত্থ ব্যঙ্গ্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলেও বক্ত্রী নায়ক-শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীরাধার নিকটে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন।

ব্যঙ্গ্য দুই রকমের হইতে পারে—শব্দশক্ত্যুত্থ ব্যঙ্গ্য এবং অর্থশক্ত্যুত্থ ব্যঙ্গ্য। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে শব্দশক্ত্যুত্থ ব্যঙ্গ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণে অর্থশক্ত্যুত্থ ব্যঙ্গ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

"ত্বমসি কিমিব বালে ব্যাকুলা তৃষ্ণয়োচ্চৈঃ শৃণু হিতমবিলম্বাং তত্র যাত্রাং বিধেহি।

বিলসদমলরাগঃ পূর্ব্বশৈলস্থ তিষ্ঠন্ বিধুরুপরি চকোরি ত্বৎপ্রতীক্ষাং করোতি॥ ঐ ৩৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য শ্রীরাধাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা দেখিয়া তাঁহার কোনও সখী তাঁহাকে বলিলেন) হে বালে! হে চকোরি! অত্যন্ত পিপাসাবশতঃ তুমি কি এক অদ্ভুত ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি তোমাকে হিতোপদেশ দিতেছি, শুন। পূর্ব্ব-শৈলোপরি বিমলরাগশালী বিধু উদিত হইয়া চকোরীর প্রতীক্ষা করিতেছে (সে-স্থানে গেলেই তোমার তৃষ্ণার উপশম হইবে)।"

পূর্ব্বশৈল—পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বত, উদয়াচল, পক্ষে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত। অমলরাগ-শালী বিধু—অকলঙ্কচন্দ্র; পক্ষে, তোমাতে অনুরক্ত কৃষ্ণচন্দ্র।

শ্রীরাধাকে চকোরীর সহিত তুলনা করিয়া সখী বলিতেছেন-"চন্দ্রের সুধা পানের জন্য তুমি উৎকণ্ঠিতা হইয়াছ। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী উদয়াচলে চন্দ্র উদিত হইয়াছেন; সেখানে গিয়া সুধাপান করিয়া তৃষ্ণা দূর কর।" এই বাক্যের অর্থের ব্যঙ্গ্য হইতেছে এই—"হে শ্রীরাধে! শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য, তাঁহার অধরসুধা পানের জন্য, তুমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ ঐ পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে তোমার অপেক্ষা করিয়া বিরাজিত; তুমি সে-স্থানে যাইয়া তোমার মনোবাসনা পূর্ণ কর।"

খ। কৃষ্ণে বাচ্যদূত্য

"তয়াস্মি কৃষ্ণ প্রহিতা তবাগ্রে সৌন্দর্য্যসারোজ্জ্বলয়া ত্রিলোক্যাম্।

অভূতপূর্ব্বাং রচয়ন্ বিধির্যাং স্বস্যাপি বিস্মাপকতাময়াসীৎ॥ ঐ ৩৭॥

—(শ্রীরাধার সখী বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া বলিলেন) হে সুন্দর! ত্রিভুবন-মধ্যে সৌন্দর্য্য-সারে সমুজ্জ্বলা, যে অভূতপূর্ব্বা রমণীকে রচনা করিয়া স্বয়ং বিধাতাও (অচিন্তিতপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া) বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি তোমার সম্মুখে আসিয়াছি।"

এ-স্থলে বক্ত্রী নায়িকা শ্রীরাধার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক নায়ক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দূতীরূপে আসিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণে ব্যঙ্গ্য দূত্য

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীর অগ্র ও পশ্চাৎ (অসাক্ষাৎ) ভেদে শ্রীকৃষ্ণে ব্যঙ্গ্য হয় দুই প্রকার। ইহাদের প্রত্যেকেই আবার সাক্ষাৎ ও ব্যপদেশ ভেদে দ্বিবিধ। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণে ব্যঙ্গ্য হইতেছে মোট চারি প্রকার—(১) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ্য, (২) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণে ব্যপদেশ ব্যঙ্গ্য, (৩) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার পশ্চাতে (অসাক্ষাতে) শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ্য এবং (৪) শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়ার পশ্চাতে কৃষ্ণে ব্যপদেশ ব্যঙ্গ্য। ক্রমশঃ ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। এই প্রসঙ্গে যে দূতীদের কথা বলা হইবে, তাঁহারা সকলেই নায়িকার দূতীরূপে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গিয়াছেন।

(১) **কৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ্য**

"মাধব কলাপিনীয়ং ন সবিধমায়াতি মেদুরারাধা।
নিজপাণিনা তদেনাং প্রসীদ তূর্ণং গৃহাণাদ্য ॥ ঐ ৩৮॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য অভিসার করিয়া বিশাখার সহিত শ্রীরাধা বৃন্দাবনে আসিয়াছেন; কিন্তু কিঞ্চিদ্দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বাম্যভরে কুঞ্জে গমন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন, বিশাখা তখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া অগ্রবর্ত্তিনী শ্রীরাধাকে দেখাইয়া বলিলেন) হে মাধব ! এই কলাপিনী আমার নিকটে (সঙ্গে) আসিতেছেন না ইনি আমার দুরারাধা। অতএব, তুমি প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে এক্ষণেই নিজ হস্তে গ্রহণ কর।"

ব্যঙ্গ্য এই। "কলাপিনী"—ময়ূরী, পক্ষে সালঙ্কৃতা রমণী। "মেদুরারাধা"—"মে দুরারাধা, আমার পক্ষে দুঃসাধ্যা, আমি কিছুতেই ইঁহাকে বশীভূত করিতে পারিলামনা।" পক্ষে "মেদুরা রাধা —স্নিগ্ধা শ্রীরাধা।"

ব্যঙ্গ্য অর্থ—"হে মাধব ! এই সালঙ্কৃতা শ্রীরাধা আমার সঙ্গে তোমার নিকটে আসিতেছেন না; ইনি অতি স্নিগ্ধা; তুমি প্রসন্ন হইয়া ইঁহাকে স্বহস্তে ধারণ কর।"

এই উদাহরণে শব্দশক্ত্যুত্থ ব্যঙ্গ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত উদাহরণে অর্থশক্ত্যুত্থ ব্যঙ্গ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

"সন্তি স্ফীতা ব্রজযুবতয়স্তদ্বিনোদানুকূলা রাগিণ্যগ্রে মম সহচরী ন ত্বয়া ঘট্টনীয়া।
দৃষ্ট্বাভ্যর্ণে শঠকুলগুরুং ত্বাং কটাক্ষার্দ্ধচন্দ্রান্ ভ্রূকোদণ্ডে ঘটয়তি জবাৎ পশ্য সংরম্ভণীয়ম্ ॥
—ঐ-৩৯॥ উদ্ধবসন্দেশবাক্য ॥

—(অগ্রে অবস্থিতা শ্রীরাধাকে দেখাইয়া বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) হে শ্রীকৃষ্ণ। তোমার ক্রীড়ার অনুকূল বহু স্থূলা ব্রজযুবতী আছেন (সে সকলের দ্বারা তোমার বিলাস-বাসনা পূর্ণ হইবে। অতএব) অগ্রবর্ত্তিনী আমার এই রাগিণী সহচরীকে তুমি ঘাটাইওনা (চালিতা বা ক্ষুব্ধা করিও না)। ঐ দেখ, শঠকুলের গুরু তোমাকে নিকটে দেখিবামাত্রই ইনি স্বীয় ভ্রূ-ধনুতে কটাক্ষরূপ অর্দ্ধচন্দ্র বাণসমূহ যোজনা করিতেছেন।"

ব্যঙ্গ্য যথা। "স্ফীতা"-স্থূলা, স্থূলবুদ্ধি—সুতরাং বৈদগ্ধ্যহীনা, বাম্যাদিহীনা। "রাগিণী"—কোপনস্বভাবা, পক্ষে অনুরাগিণী।

অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য হইতেছে এই। "ব্রজে বৈদগ্ধ্যহীনা, বাম্যাদিবর্জিতা—সুতরাং অরসিকা—বহু যুবতী আছেন; তাঁহারাই তোমার উপভোগের অনুকূল।" ইহা হইতেছে পরিহাস-বাক্য। ইহার ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে—"এই সমস্ত অরসিকা ব্রজযুবতী তোমার উপভোগের যোগ্যা নহেন। তোমার উপভোগের যোগ্যা হইতেছেন ঐ অগ্রবর্ত্তিনী শ্রীরাধা; কেননা, তিনি তোমাতে অনুরাগবতী; ঐ দেখনা, তোমার দর্শনমাত্রেই তিনি তাঁহাব কটাক্ষ-শরজাল বিস্তার করিয়া তোমাতে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন।"

(২) কৃষ্ণপ্রিয়ার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণে ব্যপদেশ ব্যঙ্গ্য

"ধবমুপেক্ষ্য কঠোরমিয়ং পুরঃ পরিমলোল্লসিতা কিল মাধবী।
শ্রয়িতুমুৎকলিকাবলিতাদ্ভুতং ননু ভবন্তমুপৈতি হলিপ্রিয়॥ ঐ ৪০॥

—হে হলিপ্রিয় (কদম্ববৃক্ষ)। এই অগ্রবর্ত্তিনী মাধবী (মাধবীলতা) তোমার পরিমলে উল্লাসিতা হইয়া উৎকৃষ্টকলিকা-সমূহদ্বারা সমাবৃতা হইয়া কঠোর ধবকে (ধবনামক বৃক্ষকে) উপেক্ষা করিয়া তোমারই আশ্রয় লইতে আসিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে কোনও ব্রজসুন্দরী তাঁহার সখীর সহিত বৃন্দাবনে আসিয়াছেন; কিন্তু তখনও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করেন নাই, একটু দূরে, শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিগোচরেই অবস্থান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ একটী কদম্ববৃক্ষের নিকটে দণ্ডায়মান. সে-স্থানে একটী ধববৃক্ষও বিরাজিত। কলিকাভারাক্রান্তা একটী মাধবী লতা কদম্ববৃক্ষের দিকে যেন উন্মুখী হইয়া আছে। এই অবস্থায় শ্রীরাধার সখী কদম্ববৃক্ষ-মাধবীলতার ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সেই ব্রজসুন্দরীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন। "হলিপ্রিয়"—কদম্ববৃক্ষ, পক্ষে হলধর-বলরামের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ। "মাধবী"—মাধবী লতা, পক্ষে মাধব-প্রিয়া। "ধব"-ধবনামক বৃক্ষ, পক্ষে পতি। "উৎকলিকাবলিতা"-উৎকৃষ্ট-কলিকাবিশিষ্টা, পক্ষে উৎকণ্ঠাব্যাকুলা। সখীর উক্তির যথাশ্রুত অর্থ শ্লোকের অনুবাদে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার ব্যঙ্গ্য অর্থ হইতেছে—"হে বলদেব-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ! এই অগ্রবর্ত্তিনী মাধবী (মাধব-তোমাতে অনুরক্তা ব্রজ-সুন্দরী) তোমার সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া তাঁহার নিষ্ঠুর পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমারই আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন।"

(৩) কৃষ্ণপ্রিয়ার পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ব্যঙ্গ্য

কৃষ্ণপ্রিয়ার পশ্চাৎ—কৃষ্ণপ্রিয়ার পরোক্ষে, অসাক্ষাতে।

"স্ফুরৎ-সুরমণিপ্রভঃ সুরমণীঘটাসেবিতাং সদাভিমতসৌরভঃ প্রকট-সৌরভোদ্ভাসিনীম্।
মুকুন্দ মুদিরচ্ছবি র্নবতড়িচ্ছি য়ং তামসৌ ভবানপি ন চম্পকাবলিমৃতে কিল ভ্রাজতে॥ ঐ ৪১॥

—(চম্পকাবলী নাম্নী ব্রজসুন্দরী অন্যত্র আছেন; তাঁহার কোনও সখী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে আসিয়া

বলিলেন) হে মুকুন্দ। দীপ্যমান সুরমণির (কৌস্তুভমণির) প্রভায় শোভিত, সর্ব্বদা স্বীয় প্রিয় সুরভী-সমূহে পরিবৃত, নবজলধর-কান্তি তুমিও—উত্তম-রমণীবৃন্দ-সেবিতা, স্ফুটরূপে অনুভূয়মান সৌরভে (অঙ্গ-পরিমলে) উদ্ভাসিনী, নববিদ্যুতের শোভাধারিণী চম্পকাবলী ব্যতীত শোভা পাওনা।"

"সুরমণিপ্রভঃ","সদাভিমতসৌরভঃ", এবং "মুদিরচ্ছবিঃ" হইতেছে "ভবান্-শ্রীকৃষ্ণের" বিশেষণ। এ-স্থলে "সুরমণি"-শব্দের অর্থ-কৌস্তুভ-মণি, "সৌরভ"-শব্দের অর্থ "সুরভীগাভীসমূহ" অথবা "অঙ্গ-পরিমল" এবং "মুদিরচ্ছবি"-শব্দের অন্তর্গত "মুদির"-শব্দের অর্থ—নবমেঘ।

আর "সুরমণীঘটাসেবিতাম্", "প্রকটসৌরভোদ্ভাসিনীম্" এবং "নবতড়িচ্ছ্রিয়ম্" হইতেছে "চম্পকাবলীম্"-এর বিশেষণ। এ-স্থলে "সুরমণী"-শব্দের অর্থ—"সু রমণী—উত্তমা রমণী", "ঘটা"—সমূহ ; "প্রকটসৌরভোদ্ভাসিনীম্"-এর অন্তর্গত "সৌরভ"-হইতেছে সুগন্ধ (চম্পকাবলীর অঙ্গগন্ধ), এবং "নবতড়িচ্ছ্রিয়ম্"—নূতন বিদ্যুতের শোভাবিশিষ্টা।

ব্যঙ্গ্য হইতেছে এই। "হে মুকুন্দ! চম্পকাবলী ব্যতীত তোমারও শোভা প্রকাশ পায় না। কেননা, তুমি নবজলধরকান্তি ; চম্পকাবলীও নবতড়িত্তুল্য-শোভাবিশিষ্টা। নবতড়িতের সহিত যুক্ত হইলেই জলধরের শোভা প্রকাশ পায় ; তড়িৎ-ব্যতীত মেঘের শোভা হয় না।" ইহার ধ্বনি হইতেছে এই যে—"হে মুকুন্দ! তুমি চম্পকাবলীর সহিত মিলিত হও। মিলনের পক্ষে উভয়ের সম-যোগ্যতাও আছে। কেননা, তুমি যেমন সুরমণিপ্রভ, সুরমণি বা কৌস্তুভমণি যেমন স্বীয় প্রভাদ্বারা তোমাকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোমার সেবা করিতেছে এবং তদ্দ্বারা কৌস্তুভ অপেক্ষাও তোমার উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে, তদ্রূপ সু-রমণী অর্থাৎ উত্তম-রমণীগণও চম্পকাবলীর সেবা করিয়া নিজেদের অপেক্ষা চম্পকাবলীর উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছেন। তুমি যেমন সর্ব্বদা তোমার প্রিয় সুরভীগণে পরিবৃত (অথবা তুমি যেমন সর্ব্বজনপ্রিয় সৌরভে—সুগন্ধে—সর্ব্বদা আমোদিত), তদ্রূপ চম্পকাবলীও স্বীয় অঙ্গপরিমলে সর্ব্বদা উদ্ভাসিতা। সুতরাং তুমি চম্পকাবলীর সহিত মিলিত হইয়া নিজেকে কৃতার্থ কর।

(৪) কৃষ্ণপ্রিয়ার পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণে ব্যপদেশ ব্যঙ্গ্য

"শৈলস্তুঙ্গশিরা বিরাজতি সরস্তস্যোত্তরে বিস্তৃতং তত্তীরে বনমুন্নতং তদুদরে হারী লতামণ্ডপঃ।
তস্য দ্বারি গভীরসৌরভভরৈরাহ্লাদয়ন্তী দিশঃ ফুল্লা তে মধুসূদনাদ্য পদবীমালোকতে মালতী॥

—ঐ ৪২॥

—(ললিতা শ্রীরাধাকে অভিসার করাইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে কোনও এক কেলিকুঞ্জে আনিয়াছেন। তাঁহাকে সে-স্থানে রাখিয়া ললিতা শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা-গণের সহিত বিরাজিত। সখাগণের সাক্ষাতে শ্রীরাধার আগমনের কথা স্পষ্টভাবে বলিতে পারেন না বলিয়া ভ্রমরের—মধুসূদনের—এবং মালতীলতার ব্যপদেশে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীরাধার উপস্থিতির কথা জানাইবার জন্য ললিতা বলিলেন—যেন একটী ভ্রমরের নিকটেই বলিলেন) হে মধুসূদন (ভ্রমর—পক্ষে

শ্রীকৃষ্ণ)! ঐ যে উচ্চশিরা পর্ব্বত (গোবর্দ্ধন) বিরাজ করিতেছে, তাহার উত্তর দিকে একটী বিস্তৃত সরোবর (শ্রীরাধাকুণ্ড) আছে; তাহার তীরে উন্নত বন আছে; সেই বনের মধ্যে মনোহর লতামণ্ডপ আছে; সেই লতামণ্ডপের দ্বারদেশে গাঢ়-সৌরভভরে সর্ব্বদিক্‌কে আমোদিত করিয়া ফুল্লা মালতী (মালতী লতা পক্ষে, যৌবনফুল্লা শ্রীরাধা) তোমার পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছে।"

ভ্রমর ও মালতীর ব্যপদেশে ব্যঙ্গ্য হইতেছে এই। "ওহে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরস্থ কেলিকুঞ্জদ্বারে নবযৌবন-ফুল্লা শ্রীরাধা তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন; তুমি শীঘ্র যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হও।"

৩৯৩। **সখী**

সখীর লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৩৮৩ ছ-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। সখীরাই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলার এবং বিহারাদির সম্যক্ বিস্তারকারিণী; তাঁহারা অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্রী—বিশ্বাস-রত্নের পেটিকাস্বরূপ। "প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্ বিস্তারিকা সখী। বিশ্বাসরত্নপেটী চ॥ উ, নী, সখী-প্রকরণ॥১॥"

ব্রজের সখীগণও ব্রজগোপীই তাঁহারা হইতেছেন শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা। শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত-কান্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধাই অনন্ত ব্রজগোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়া অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। শ্রীরাধা হইতেছেন প্রেমকল্প-লতিকাতুল্য, আর অন্য ব্রজগোপীগণ হইতেছেন তাহার শাখা-প্রশাখা-পত্র পুষ্প-তুল্য। লতার মূলে জল সেচন করিলেই যেমন শাখা-প্রশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করাইতে পারিলেই সখীদের আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেদের সঙ্গমের জন্য সখীদের বাসনা নাই, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গম করাইতে পারিলে তাঁহারা যে আনন্দ পায়েন, তাহা তাঁহাদের নিজ সঙ্গম হইতেও কোটিগুণ অধিক বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। স্বসুখ-বাসনা শ্রীরাধারও নাই, তাঁহারও একমাত্র বাসনা শ্রীকৃষ্ণের সুখ, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁহার একমাত্র কাম্য, কৃষ্ণের সহিত সঙ্গম তাঁহার কাম্য নহে; তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম অভিলাষ করেন বলিয়া তিনি স্বীয় দেহ দান করেন। তাঁহার উক্তি হইতেছে—"মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণসুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।৫০॥" শ্রীকৃষ্ণ যে সঙ্গম চাহেন, তাহাও তাঁহার নিজের সুখের জন্য নহে, তাঁহার প্রেয়সীদের সুখের জন্য। শ্রীকৃষ্ণেরও স্বসুখ-বাসনা নাই।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীদের সঙ্গম কামনা করেন বলিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূরণের নিমিত্ত শ্রীরাধা স্বীয় অঙ্গ দান করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় অঙ্গদান করিতে ইচ্ছা করেন না, শ্রীরাধা দ্বারাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম-বাসনা পূর্ণ করিতে চাহেন। তথাপি কিন্তু শ্রীরাধা কোনও ছলে তাঁহার সখীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইয়া, অথবা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া সঙ্গম করাইয়া থাকেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত-কান্তারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাইয়া তিনি অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন।

এ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর। দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহাঁ অধিকার। সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥

—২।৮।১৬২-৬৪॥

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন।
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজকেলি হৈতে তাহে কোটিসুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন। তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়। আত্মকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটিসুখ পায়॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রস পুষ্ট। তা-সভার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥

— ২।৮।১৬৭-৭৩॥

ক। সখীদের ক্রিয়া

উজ্জ্বলনীলমণির সখীপ্রকরণে সখীদের নিম্নলিখিত ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে ঃ—

(১) নায়কের নিকটে নায়িকার এবং নায়িকার নিকটে নায়কের প্রেম ও গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা, (২) নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আসক্তি-কারিতা, (৩) উভয়ের অভিসার-করণ, (৪) স্বীয় সখীকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ, (৫) নর্ম্ম-পরিহাস, (৬) আশ্বাস-প্রদান, (৭) নেপথ্য অর্থাৎ ভূষণ-বিধান, (৮) হৃদয়োদ্ঘাটনে পুটুতা, (৯) দোষের আচ্ছাদন, (১০) নায়িকার পতি-শ্বন্যাদির বঞ্চনা, (১১) হিতোপদেশাদি শিক্ষাপ্রদান, (১২) যথাসময়ে নায়ক-নায়িকার মিলন-সংঘটন, (১৩) চামরাদি দ্বারা সেবন, (১৪) নায়ক ও নায়িকার কোনও দোষ দেখিলে তিরস্কার ও শিক্ষা, (১৫) নায়ক-নায়িকার পরস্পরের নিকটে পরস্পরের বার্ত্তা প্রেরণ এবং (১৬) নায়িকার প্রাণরক্ষার্থ প্রচেষ্টা প্রভৃতি।

এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারাই সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবময়ী লীলার বিস্তার এবং পরিপুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন।

খ। সখীদের ভেদ

যূথেশ্বরীদের ন্যায় সখীদের মধ্যেও প্রেম, সৌভাগ্য ও সাদ্গুণ্যাদির অনেক ভেদ আছে; তদনুসারে সখীদের মধ্যেও অধিকা, সমা, লঘ্বী এবং প্রখরা, মধ্যা, মৃদ্বী প্রভৃতি ভেদ এবং আত্যন্তিকাধিকা, আত্যন্তিকমধ্যা, আত্যন্তিকমৃদ্বী, আপেক্ষিকাধিকা, আপেক্ষিকাধিকমধ্যা, আপেক্ষিকাধিক-

মৃদ্বী, সমপ্রখরা, সমমধ্যা, সমমৃদ্বী প্রভৃতি বহু ভেদ বিদ্যমান। গ্রন্থকলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে এ-সমস্তের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না।

সখীদের এইরূপ ভেদ-বৈচিত্রীবশতঃ তাঁহাদের দূত্যেও অনেক বৈচিত্রী প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সখীদের মধ্যে আবার বামা ও দক্ষিণা-এই দুই রকম ভেদও আছে।

বামা

"মানগ্রহে সদোদ্‌যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা।
অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্তিতা॥ ঐ ১৩॥

—যে নায়িকা মানগ্রহণে সতত উদ্‌যুক্তা, মানশৈথিল্যে কোপনা, যিনি নায়কের অভেদ্যা (অর্থাৎ নায়ক যাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেন না) এবং যিনি নায়কের প্রতি প্রায়শঃ ক্রূরা (কঠিনা), তাঁহাকে বামা বলে।"

দক্ষিণা

"অসহা মাননির্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী।
সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা॥ ঐ ১৪॥

—যে নায়িকা মাননির্বন্ধে (মানগ্রহণে) অসহা, যিনি নায়কের প্রতি যুক্তিযুক্ত বাক্য বলেন এবং যিনি নায়কের স্তববাক্যে প্রসন্না হয়েন, তাঁহাকে দক্ষিণা বলে।"

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৮)

হরিবল্লভা

৩৯৪। হরিবল্লভাদের ভেদান্তর

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সমস্ত ব্রজসুন্দরীদের নানারকম ভেদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এ-স্থলে অন্যরকম ভেদের কথা বলা হইতেছে। এই অন্য রকম ভেদ হইতেছে চারিটী—স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ এবং প্রতিপক্ষ (বা বিপক্ষ)।

ইহাদের মধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ—এই দুইটী হইতেছে অত্যন্ত রসপ্রদ। "দ্বৌ স্বপক্ষবিপক্ষৌ চ ভেদাবেব রসপ্রদৌ॥ উ, নী, হরিবল্লভা ॥ ১॥"

ক। **স্বপক্ষ**

একই যূথেশ্বরীর যূথে যে-সমস্ত ব্রজসুন্দরী অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে সেই যূথেশ্বরীর স্বপক্ষ বলা হয়। যূথেশ্বরীর ভাবের সহিত তাঁহার স্বপক্ষ-ব্রজসুন্দরীদের ভাব সর্ব্বথা সমজাতীয়। "ভাবস্য সর্ব্বথৈবাত্র সাজাত্যে স্যাৎ স্বপক্ষতা॥ উ, নী, হরিবল্লভা ॥ ৩০ ॥" কিন্তু সমজাতীয় হইলেও সমপরিমাণ নহে। যেমন, শ্রীরাধার মধুস্নেহ ; তাঁহার স্বপক্ষা ললিতাদিরও মধুস্নেহ ; সুতরাং তাঁহাদের ভাব হইতেছে সমজাতীয় ; কিন্তু ললিতাদির প্রেম শ্রীরাধার প্রেম অপেক্ষা অল্পপরিমাণ ; তথাপি তাঁহাদের প্রেম শ্রীরাধার প্রেমের সমজাতীয় বলিয়া তাঁহারা হইতেছেন শ্রীরাধার স্বপক্ষা। প্রেমতারতম্যেই সখীত্ব-যূথেশ্বরীত্বের ভেদ ; অর্থাৎ সমজাতীয় হইলেও যূথেশ্বরীতে প্রেম-পরিমাণের সর্ব্বাধিক্য এবং তাঁহার সখীগণের মধ্যে যূথেশ্বরী অপেক্ষা প্রেম-পরিমাণের ন্যূনতা। "মধুস্নেহ এব। তদ্বত্যো ললিতাদয়ঃ শ্রীরাধায়াঃ সকাশাদল্পপ্রমাণকপ্রেমবত্যোঽপি সর্ব্বথা ভাবসাজাত্যবত্যস্তস্যাঃ স্বপক্ষ এব। সখীত্ব-যূথেশ্বরীত্বয়োস্তু প্রেমতারতম্যমেব সর্ব্বত্র কারণং জ্ঞেয়ম্॥ টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ॥"

কোনও যূথেশ্বরীর স্বপক্ষাগণ স্বভাবতঃই সেই যূথেশ্বরীর সৌহার্দ্দ—অর্থাৎ ইষ্ট-সাধন ও অনিষ্ট-নিবারণ—করিবেন। আবার তাঁহাদের ভাব যূথেশ্বরীর ভাবের সহিত সমজাতীয় বলিয়া যূথেশ্বরী যাঁহাদের প্রতি প্রীতিপোষণ করিবেন, তাঁহারাও তাঁহাদের প্রতি প্রীতিপোষণ করিবেন এবং যূথেশ্বরী যাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যা পোষণ করিবেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বা ঈর্ষ্যা পোষণ করিবেন।

পূর্ব্বে দূতী ও সখীদের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বপক্ষের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

খ। **সুহৃৎপক্ষ**

"মনাগেতস্য বৈজাত্যে সুহৃৎপক্ষত্বমীরিতঃ ॥ঐ ৩০॥ —এই ভাবের ঈষৎ বৈজাত্য (বিজাতীয়তা) হইলে তাহাকে সুহৃৎপক্ষ বলে।"

ভাবের সর্ব্বথা সাজাত্য থাকিলে হয় স্বপক্ষ। কিন্তু যদি সর্ব্বথা সাজাত্য না থাকে, যদি বহুতর সাজাত্য এবং তাহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ বৈজাত্য মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে হয় সুহৃৎপক্ষ। যেমন শ্যামলা। শ্যামলাতে বহুতর মধুস্নেহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘৃতস্নেহ মিশ্রিত আছে ; এজন্য শ্যামলা হইতেছেন শ্রীরাধার সুহৃৎপক্ষ। যদি শ্যামলাতে কেবল মধুস্নেহই থাকিত, তাহার সঙ্গে যদি ঘৃতস্নেহ মিশ্রিত না থাকিত, তাহা হইলে শ্যামলা হইতেন শ্রীরাধার স্বপক্ষা; কিন্তু ঘৃতস্নেহ মিশ্রিত আছে বলিয়া স্বপক্ষা হয়েননা, হয়েন সুহৃৎপক্ষা।

সুহৃৎপক্ষের সাধারণতঃ দুইটী কাজ—ইষ্টসাধন এবং অনিষ্টের বাধাদান। "সুহৃৎপক্ষো ভবেদিষ্টসাধকোঽনিষ্টবাধকঃ॥ ঐ ২॥"

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"সুহৃৎপক্ষোভবেদিত্যত্র যৎকিঞ্চিদেব ইষ্টসাধকত্বাদিকং জ্ঞেয়ম্। কার্ৎস্ন্যে তু সখ্যমাপদ্যেতেতি॥—সুহৃৎপক্ষ যৎকিঞ্চিৎ ইষ্টসাধন এবং অনিষ্টবারণই করিয়া থাকেন ; ইষ্টসাধনাদি সামগ্রিক হইলে সখ্যই (স্বপক্ষতাই) প্রতিপাদিত হইত।"

(১) ইষ্টসাধকত্ব

"অদ্যাকর্ণয় মদ্গিরং পরিজনৈরেভিঃ সমং শ্যামলে রাধায়াস্ত্বয়ি সৌহৃদং সখি জগচ্চিত্তেষু চিত্রীয়তে।
উল্লাসাদ্ভবদাখ্যয়া যদনিশং তস্যাঙ্গরাগস্ত্বয়া সান্দ্রশ্চন্দ্রকশেখরস্য সময়ে চন্দ্রান্বিতঃ প্রেষ্যতে ॥ঐ ৩॥

—(একদিন কুন্দবল্লী শ্রীরাধার সুহৃৎপক্ষ শ্যামলার গৃহে আসিয়া শ্যামলার সখীবৃন্দের সভায় বসিয়া বলিলেন) হে শ্যামলে! আজ তুমি তোমার পরিজনবর্গের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে সখি! তোমার প্রতি শ্রীরাধার সৌহার্দ্দ জগদ্বাসীর চিত্তকে বিস্মিত করিয়াছে। তিনি উল্লাসবশতঃ কর্পূরমিশ্রিত গাঢ় অঙ্গরাগ প্রস্তুত করিয়া তোমার নামে তোমারই সখীদ্বারা শিখণ্ডচূড় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রেরণ করিয়া থাকেন।"

(২) অনিষ্ট-বাধকত্ব

"গীর্ভির্মূঢ়জনস্য খণ্ডিতমতি র্ভাণ্ডীরমূলে মুধা
কিং গন্তাস্মি তবোদিতে বলবতী শ্যামে প্রতীতির্ম্মম।
নির্ব্যাজং বটরাজরোধসি বধূবেশক্রিয়োদ্ভাসিনা
কংসারিঃ সুবলেন গোষ্ঠনগরীবৈহাসিকঃ ক্রীড়তি॥ ঐ ৪॥

—(কোনও এক সময়ে চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা দেখিলেন—ভাণ্ডীরবট-মূলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছেন। পদ্মা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া জটিলার নিকটে আসিয়া উক্ত ঘটনার কথা বলিয়া দিলেন। তাহা শুনিয়া চঞ্চলমতি হইয়া জটিলা ভাণ্ডীর-বটের দিকে চলিতেছিলেন, এমন সময় শ্যামলা জটিলার নিকটে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে জটিলা সন্তুষ্ট হইয়া শ্যামলাকে বলিলেন) হে শ্যামলে! মূঢ়লোকের কথায় আমার মতিভ্রম জন্মিয়াছিল ; তাই আমি বৃথাই ভাণ্ডীরমূলে যাইতেছিলাম। কিন্তু হে শ্যামে! তোমার কথায় আমার বলবতী প্রতীতি জন্মিয়াছে। আমি

এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার বধূর বেশধারী সুবলের সহিতই ব্রজপুরী-বিদূষক শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতেছেন।”

স্বপক্ষ ও সুহৃৎপক্ষের বিশেষত্ব। স্বপক্ষের বৈজাত্য থাকেনা; সুহৃৎপক্ষের কিঞ্চিৎ বৈজাত্য থাকে। সাজাত্যাংশে স্বপক্ষের ন্যায় সুহৃৎপক্ষও ইষ্টসাধন এবং অনিষ্ট-নিবারণ করেন। তাহাও কিন্তু স্বপক্ষের ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবে নহে, যৎকিঞ্চিৎ ইষ্ট-সাধন এবং অনিষ্ট-নিবারণই করেন। বৈজাত্য হইতেছে এইরূপ। যূথেশ্বরীর স্বপক্ষগণ যূথেশ্বরীর সহিত সমভাবসম্পন্ন বলিয়া যূথেশ্বরীর প্রীতির পাত্রের প্রতি প্রীতিপোষণ এবং বিদ্বেষের পাত্রের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন, কিন্তু সুহৃৎপক্ষ তাহা করেননা সুহৃৎপক্ষ কেবল যৎকিঞ্চিৎ ইষ্টসাধন এবং অনিষ্টনিবারণই করিয়া থাকেন, আর কিছু না।

গ। **তটস্থ পক্ষ**

“যো বিপক্ষ-সুহৃৎপক্ষঃ স তটস্থঃ ইহোচ্যতে ॥ ঐ ৫ ॥

—বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষকে তটস্থ বলা হয়।”

যাঁহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্না, তাঁহাদিগকে পরস্পরের বিপক্ষ বলে। বিপক্ষেরা পরস্পরের ইষ্টহানি করে এবং অনিষ্ট করে। শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী হইতেছেন পরস্পর বিপক্ষ। শ্রীরাধার সুহৃৎ-পক্ষ শ্যামলা হইতেছেন চন্দ্রাবলীর পক্ষে তটস্থ।

বিপক্ষের সুহৃৎকে বিপক্ষ না বলিয়া তটস্থ কেন বলা হয়? উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—“বিপক্ষে সৌহৃদ্যমাত্র-পরিগ্রহাত্তদীয়মর্ম্মাস্পর্শাৎ ন তদ্বদীর্ষ্যাদিকং তদীয়-বিপক্ষে ভজতীতি তটস্থ এব স্যাদিতি ভাবঃ।” তাৎপর্য্য হইতেছে এই—“যিনি বিপক্ষের সুহৃৎ, বিপক্ষের প্রতি তাঁহার সৌহৃদ্যমাত্রই গ্রহণ করা হয়; বিপক্ষের মর্ম্মস্পর্শ নাই বলিয়া বিপক্ষের ন্যায় ঈর্ষ্যাদি তিনি পোষণ করেন না, এজন্য তাঁহাকে তটস্থ বলা হয়।”

একটী উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টী বিবেচিত হইতেছে। শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী হইতেছেন পরস্পর বিপক্ষ। শ্রীরাধার সুহৃৎপক্ষ শ্যামলা হইতেছেন চন্দ্রাবলীর বিপক্ষার সুহৃৎ। শ্যামলা শ্রীরাধার সুহৃৎ বলিয়া শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার সৌহার্দ্দ থাকিবে, তাই তিনি শ্রীরাধার ইষ্টসাধন এবং অনিষ্ট-নিবারণ করিবেন; কিন্তু শ্রীরাধা চন্দ্রাবলীর প্রতি যেরূপ ঈর্ষ্যাবিদ্বেষাদি পোষণ করেন, শ্যামলা তাহা করিবেন না; চন্দ্রাবলীর সম্বন্ধে শ্যামলা থাকিবেন উদাসীন বা তটস্থ; চন্দ্রাবলীর সুখে বা দুঃখে শ্যামলা সুখ বা দুঃখ অনুভব করিবেন না। ইহাই হইতেছে তটস্থতা এবং এজন্য চন্দ্রাবলীর বিপক্ষ-শ্রীরাধার সুহৃৎ শ্যামলা হইতেছেন চন্দ্রাবলীর তটস্থ পক্ষ।

তটস্থতাসম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—“সাজাত্যস্য তথাল্পত্বে সতি জ্ঞেয়া তটস্থতা ॥ ঐ-৩০॥—সাজাত্যের অল্পতা হইলেই তটস্থতা জানিবে।”

টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—“সাজাত্যের অল্পত্ব হইলে, বহুতরবৈজাত্য-সত্ত্বেও অল্পমাত্র-

সাজাত্য প্রক্ষেপ হইলে, তটস্থতা হয়। যেমন, প্রীতিদ্বারা বিনয় কিঞ্চিন্মাত্র গ্রস্ত হইলে, অর্থাৎ বিনয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইলে, ঈষৎ মধুস্নেহযুক্ত ঘৃতস্নেহ হয় ; এতাদৃশ-ঘৃত স্নেহবতী ভদ্রা হইতেছেন শ্রীরাধার তটস্থপক্ষ, কিন্তু চন্দ্রাবলীর সুহৃৎপক্ষ।"

"খেদং ন ব্যসনে তনোসি বহসে নোল্লাসমস্যাঃ শুভে দোষাণাং প্রকটীকৃতৌ নহি ধিয়ং ধৎসে গুণানামপি। অব্যাক্ষিপ্তমনোগতিঃ সুবদনে দ্বেষেণ রাগেণ চ ত্বং শ্যামে মুনিবৃত্তিরত্র সততং চন্দ্রাবলৌ দৃশ্যসে॥ ঐ ৬॥ —(চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা শ্রীরাধার সুহৃৎ-পক্ষ শ্যামাকে নিন্দাগর্ভ স্তুতিবাক্যে বলিলেন) হে শ্যামে ! তুমি চন্দ্রাবলীর দুঃখে খেদ প্রকাশ কর না, আবার তাঁহার মঙ্গলেও তোমার উল্লাস হয়না। চন্দ্রাবলীর দোষ-সমূহের, বা গুণসমূহের প্রকটীকরণ-বিষয়েও তোমার বুদ্ধিকে তুমি চালিত করনা। তাঁহার সম্বন্ধে দ্বেষের দ্বারা বা অনুরাগদ্বারাও তোমার মনোবৃত্তি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। অতএব, হে শ্যামে ! হে সুবদনে ! দেখিতেছি, এই ব্রজে চন্দ্রাবলী-বিষয়ে তুমি মুনিব্রত ধারণ করিয়া আছ।"

ঘ। **বিপক্ষ**

"মিথোদ্বেষী বিপক্ষঃ স্যাদিষ্টহানিষ্টকারকঃ॥ ঐ ৬॥

—যাঁহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, তাঁহাদিগকে পরস্পরের বিপক্ষ বলা হয়। বিপক্ষগণ পরস্পরের ইষ্টহানি করেন এবং পরস্পরের অনিষ্ট সাধন করেন।"

"সর্ব্বথা খলু বৈজাত্যে নিশ্চিতা প্রতিপক্ষতা॥ ঐ ৩০॥—ভাবের সর্ব্বথা বৈজাত্য হইলেই প্রতিপক্ষতা বা বিপক্ষতা হয়।"

(১) **ইষ্টহানিকারিত্ব**

"রাধে ত্বৎপদবীনিবেশিতদৃশং কুঞ্জে হরিং জানতী পদ্মা তত্র নিনায় হন্ত কুটিলা চন্দ্রাবলীং ছদ্মনা। ইত্যাকর্ণ্য মুকুন্দ সা সুবলতঃ স্তব্ধা তথাভূস্থিতা দৃষ্ট্বা নীলপটীং তনৌ জটিলয়া প্রাতর্যথা তর্জিতা॥ ঐ ৭॥ —(শ্রীরাধার অপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে বসিয়া আছেন। ইহা জানিতে পারিয়া চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা তাড়াতাড়ি চন্দ্রাবলীকে অভিসার করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আনিয়াছেন। সুবলের মুখে শ্রীরাধা এই বিবরণ শুনিয়া কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বৃন্দা তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে মুকুন্দ ! সুবল শ্রীরাধার নিকটে গিয়া বলিলেন—'রাধে ! শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জগৃহে তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন ; ইহা জানিতে পারিয়া কুটিলস্বভাবা পদ্মা ছলক্রমে চন্দ্রাবলীকে সেই কুঞ্জে লইয়া গেলেন।' সুবলের মুখে এই কথা শ্রবণমাত্রই শ্রীরাধা এমন ভাবে স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইলেন যে, আজ প্রাতঃকালেও তাঁহার অঙ্গে নীলপটী (অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারের উপযোগী বেশ-ভূষাদি) দর্শন করিয়া জটিলা তাঁহাকে তর্জ্জন করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ অদ্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্তও শ্রীরাধার স্তব্ধতা বিরাজমান ছিল।"

এই উদাহরণে দেখা গেল—শ্রীরাধার বিপক্ষীয়া চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা শ্রীরাধার ইষ্টহানি করিয়াছেন—শ্রীরাধার অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে বিঘ্ন জন্মাইয়াছেন।

(২) **অনিষ্টকারিত্ব**

"কুতঃ পদ্মে পুত্রি ক্ষিতিধরতটাদদ্য জটিলে বধূর্দৃষ্টা দৃষ্টা ক নু রবিনিকেতস্য পুরতঃ।
চিরং নায়াত্যেষা কথমিব নিরুদ্ধাত্র হরিণা তবাধ্বানং পশ্যত্যহহ ভবতী ধাবতু রুষা ॥ ঐ ৮॥
—(শ্রীরাধা সূর্য্যপূজার ছলে গৃহ হইতে বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার শ্বাশুড়ী জটিলা তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন অপেক্ষা করিয়া গৃহে বসিয়া আছেন। এমন সময় চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা জটিলার নিকটে আসিলে জটিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) হে পদ্মে! হে পুত্রি! তুমি কোথা হইতে আসিলে? (পদ্মা বলিলেন) হে জটিলে! আর্য্যে! আমি আজ (এখন) ক্ষিতিধর গোবর্দ্ধনের তটদেশ হইতে আসিয়াছি। (তখন জটিলা বলিলেন) আমার বধূকে দেখিয়াছ কি? (পদ্মা বলিলেন) হাঁ, দেখিয়াছি। (জটিলা বলিলেন) কোথায় দেখিয়াছ? (পদ্মা বলিলেন) সূর্য্য-মন্দিরের সম্মুখে। (তখন জটিলা বলিলেন) অনেক ক্ষণ হইল আমার বধূ গিয়াছেন; এখনও আসিতেছেন না কেন? (তখন পদ্মা বলিলেন) তোমার বধূ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিরুদ্ধা হইয়া তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন; অহহ! তুমি রোষের সহিত ধাবিত হইয়া শীঘ্রই গমন কর।"

শ্রীরাধার বিপক্ষীয়া চন্দ্রবলীর সখী পদ্মা কি ভাবে শ্রীরাধার অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তাহা এই উদাহরণে বলা হইয়াছে।

(৩) **বিপক্ষ-সখীদের আচরণ**

দুই বিপক্ষা যূথেশ্বরীর সখীগণ তাঁহাদের বাক্য ও চেষ্টাদিদ্বারা পরস্পরের প্রতি ছদ্ম (কৈতব), ঈর্ষ্যা, ধার্ষ্ট্য, অসূয়া (গুণেও দোষারোপ), মাৎসর্য্য, অমর্ষ ও গর্বাদি প্রকাশ করেন, স্বপক্ষীয়া যূথেশ্বরীর রূপ-গুণাদির উৎকর্ষ এবং বিপক্ষীয়া যূথেশ্বরীর গুণ-রূপাদির অপকর্ষ খ্যাপন করেন।

ছদ্মের্ষ্যা চাপলাসূয়া মৎসরামর্ষগর্ব্বিতম্।
ব্যক্তিং যাত্যুক্তিচেষ্টাভিঃ প্রতিপক্ষসখীষ্বিদম্॥ ঐ ৮॥

সখীগণ প্রখরা হইলেও বিপক্ষ যূথেশ্বরীদের অগ্রে প্রায়শঃ প্রকট ভাবে ঈর্ষ্যা প্রকাশপূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ করেন না।

বিপক্ষযূথনাথায়াঃ পুরতঃ প্রকটং ন হি।
জল্পন্তি লঘবঃ সের্ষ্যং প্রায়শঃ প্রখরা অপি ॥ ঐ ২৫॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে উদাহরণের উল্লেখ পূর্ব্বক এ-সমস্ত বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে এ-স্থলে সে সমস্ত উদাহরণ উল্লিখিত হইল না।

(২) **বিপক্ষ-যূথেশ্বরীদের আচরণ**

কিন্তু যাঁহারা যূথেশ্বরী, তাঁহাদের মধ্যে ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদাদি গুণের বিশেষ প্রকাশ বলিয়া, তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে পরিস্ফুটরূপে কখনও বিপক্ষের প্রতি ঈর্ষ্যাদি প্রকাশ করেন না।

যাস্তু যূথাধিনাথাঃ স্যুঃ সাক্ষান্নের্ষ্যন্তি তাঃ স্ফুটম্।
বিপক্ষায় স্বগাম্ভীর্য্যমর্যাদাদিগুণোদয়াৎ॥ ঐ ১৪॥

(৩) **পূর্ব্বপক্ষ ও সমাধান**

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—"হরিপ্রিয়াগণ সকলেই তো চাহেন শ্রীকৃষ্ণের সুখ, নিজের সুখ তাঁহারা কেহই চাহেন না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে বিপক্ষই বা কিরূপে সম্ভব হয়? এবং পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা-দ্বেষাদিই বা কিরূপে সম্ভব হয়? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উক্তির উত্তরে উজ্জ্বল-নীলমণি বলিয়াছেন—"এইরূপ যাঁহারা বলেন, জগতে তাঁহারা হইতেছেন 'অপূর্ব্বরসিক' অর্থাৎ অরসিক।"

হরিপ্রিয়জনে ভাবা দ্বেষাদ্যা নোচিতা ইতি।
যে ব্যাহরন্তি তে জ্ঞেয়া অপূর্ব্বরসিকাঃ ক্ষিতৌ॥ ঐ ২৭॥

এই উক্তির সমর্থনে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন,

"সম্মোহনস্য কন্দর্পবৃন্দেভ্যোঽপ্যঘবিদ্বিষঃ। মূর্ত্তো নর্ম্মপ্রিয়সখঃ শৃঙ্গারো বর্ত্ততে ব্রজে॥
ক্ষিপেন্মিথো বিজাতীয়ভাবয়োরেষ পক্ষয়োঃ। ঈর্ষ্যাদীন্ স্বপরিবারান্ যোগে স্বপ্রেষ্ঠতুষ্টয়ে॥
অতএব হি বিশ্লেষে স্নেহস্তাসাং প্রকাশতে॥ ঐ ২৮॥

—কন্দর্পসমূহেরও সম্মোহক যে শ্রীকৃষ্ণ, শৃঙ্গার-রস মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রিয়নর্ম্মসখারূপে ব্রজে অবস্থান করিতেছেন। তিনি (সেই প্রিয়নর্ম্মসখারূপ শৃঙ্গার-রস) আপনার পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত, সংযোগ-কালে পরস্পর-বিজাতীয়-ভাবাপন্ন বিপক্ষদ্বয়ের মধ্যে, স্বীয় (স্থায়িরূপের —শৃঙ্গাররূপ স্থায়িভাবের) পরিবার (পোষক সঞ্চারিভাবরূপ) ঈর্ষ্যাদিকে ক্ষেপণ (অর্পণ) করেন। এজন্যই বিশ্লেষ-কালে (সকল ব্রজসুন্দরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ-সময়ে) তাঁহাদের (পরস্পর-বিপক্ষীয়া ব্রজসুন্দরীগণের) মধ্যে (ঈর্ষ্যাদির পরিবর্ত্তে) স্নেহই প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। ব্রজের শৃঙ্গাররস (মধুর-রস) হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখার তুল্য। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শৃঙ্গার-রসের পরম-প্রেষ্ঠ; পরম-প্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই হইতেছে তাহার একমাত্র কাম্য। রসবৈচিত্রী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে শৃঙ্গার-রসই কৃষ্ণকান্তা গোপ-সুন্দরীদের মধ্যে স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষাদির সৃষ্টি করিয়া থাকে; আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবৃদ্ধির জন্য বিপক্ষেরও সৃষ্টি করিয়া থাকে। শৃঙ্গার-রসের স্থায়িভাব শৃঙ্গার-রতিও প্রেমই। প্রেমের স্বাভাবিকী গতিই হইতেছে কুটিলা, এই কুটিলত্বও শ্রীকৃষ্ণসুখেরই পোষণ করিয়া থাকে।

অসংখ্য ব্রজসুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত বলবতী বাসনা জন্মে; কিন্তু নরলীল শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একই সময়ে তাঁহাদের সকলের বাসনা-পূরণ সম্ভব নয়; এজন্যই তাঁহাদের মধ্যে ঈর্ষ্যার উদয় হয়। কিন্তু এই ঈর্ষ্যাদিও শৃঙ্গার-রতিই জন্মায়। কিরূপে? ঈর্ষ্যাদি হইতেছে শৃঙ্গার-রসের সঞ্চারিভাব; সঞ্চারিভাবসমূহ শৃঙ্গার-রতিকে পরিপুষ্ট করিয়া রসে

পরিণত করে ; ঈর্ষ্যাদি সঞ্চারিভাব শৃঙ্গার-রতির পোষক বলিয়াই তাহাদিগকে শৃঙ্গার-রসের (শৃঙ্গার-রতির) পরিবার বলা হইয়াছে—পরিবারস্থ-লোকজনই পরিবারপতির আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে। শৃঙ্গার-রস তাহার পরিবার ঈর্ষ্যাদি সঞ্চারি-ভাবকে কোনও কোনও ব্রজসুন্দরীতে নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং ইহাদ্বারা তাঁহাদিগকে পরস্পরের বিপক্ষরূপে পরিণত করে। কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাতিকূল্য করা হয় না, বরং আনুকূল্যই করা হয়। কেননা, ঈর্ষ্যাদির ফলে পরস্পর বিপক্ষীয়া ব্রজসুন্দরীদের মধ্যেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণানুরাগ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে ; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণও পরিতুষ্টই হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগ-সময়েই এই ঈর্ষ্যাদির উদয় সম্ভব, বিয়োগ-সময়ে ইহা সম্ভব নয়, কেননা, বিয়োগ-কালে কোনও ব্রজসুন্দরীর সহিতই শ্রীকৃষ্ণের মিলন সম্ভব নহে বলিয়া ঈর্ষ্যার অবকাশ থাকে না। আবার, এই ঈর্ষ্যাদিও পরস্পর বিপক্ষীয়া ব্রজগোপীদের কেবল বহির্বৃত্তিতেই উদিত হয়, অন্তর্বৃত্তিতে উদিত হয় না, কেননা, তাঁহারা সকলেই হইতেছেন কৃষ্ণৈকজীবনা, কৃষ্ণসুখৈক-সর্ব্বস্বা। যখন তাঁহাদের সকলেরই কৃষ্ণের সহিত বিয়োগ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা থাকেনা, বরং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সৌহার্দ্দই দৃষ্ট হয়। ইহাতেই বুঝা যায়—পরস্পর-বিরুদ্ধপক্ষীয়াদের মধ্যেও যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাদি, তাহা কেবল বাহ্যিক, তাহা তাঁহাদের চিত্তস্থিত শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকে স্পর্শ করিতে পারে না। ললিতমাধব হইতে একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া উজ্জ্বল-নীলমণি তাহা দেখাইয়াছেন।

> "সান্দ্রৈঃ সুন্দরি বৃন্দশো হরিপরিষ্বঙ্গৈরিদং মঙ্গলং
> দৃষ্টং তে হত রাধয়াঽঙ্গমনয়া দিষ্ট্যাদ্য চন্দ্রাবলি।
> দ্রাগেনাং নিহিতেন কণ্ঠমভিতঃ শীর্ণেন কংসদ্বিষঃ
> কর্ণোত্তংসসুগন্ধিনা নিজভুজদ্বন্দ্বেন সন্ধুক্ষয় ॥ ঐ ২৯ ॥

—(শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধা এক সময়ে গোবর্দ্ধনস্থিত স্ফটিকশিলায় প্রতিফলিত স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া সেই প্রতিবিম্বকেই চন্দ্রাবলী মনে করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন) হে সুন্দরি ! তুমি বহুবার শ্রীকৃষ্ণের নিবিড় আলিঙ্গন লাভ করিয়াছ, তাহাতে তোমার অঙ্গ মঙ্গলযুক্ত হইয়াছে। হে চন্দ্রাবলি ! তোমার সেই মঙ্গলময় অঙ্গ আজ সৌভাগ্যবশতঃ হতভাগিনী রাধার নয়নের গোচরীভূত হইল। হে সখি ! কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের কর্ণোৎপলের সুগন্ধে সুগন্ধি তোমার শীর্ণ ভুজযুগলদ্বারা আমার কণ্ঠদেশকে শীঘ্রই সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আমাকে প্রাণ দান কর।"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগ-সময়ে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিলেন, তখন) শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর মধ্যে পরস্পর বিপক্ষ-ভাব, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঈর্ষ্যাদি জন্মে। কিন্তু বিয়োগদশায় (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলিয়া গেলেন, তখন) তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাদির পরিবর্ত্তে স্নেহই পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতেই জানা গেল—সংযোগ-কালের ঈর্ষ্যাদ্বেষাদি কেবল বাহ্যবৃত্তিতেই উদিত হয়, অন্তর্বৃত্তিতে উদিত হয় না, অন্তঃস্থিত কৃষ্ণরতিকে ভেদ করিতে পারেনা। বস্তুতঃ, ঈর্ষ্যাদ্বেষাদি সঞ্চারিভাবসমূহও কৃষ্ণরতিরই বৃত্তিবিশেষ, কৃষ্ণরতির বিজাতীয় বস্তু নহে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৯)

স্বকীয়া-পরকীয়া-বিচার

৩৯৫। শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য এবং ব্রজদেবীদিগের কান্তাভাবের স্বরূপ

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে মধুর-রস-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দুই রকম নায়কত্বের কথা বলিয়াছেন—পতি ও উপপতি ; পতি এবং উপপতিরূপেই শ্রীকৃষ্ণ ধীরোদাত্তাদি নায়কও হইয়া থাকেন।

প্রকটলীলার কথাই শ্রীমদ্‌ভাগবতাদিতে এবং উজ্জ্বলনীলমণি-প্রভৃতি রসগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকটে পুরসুন্দরী দ্বারকামহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া (বিবাহ-বিধিতে অঙ্গীকৃতা) কান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি। কিন্তু প্রকটলীলায় ব্রজে, অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় যাওয়ার পূর্ব্বে, ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাসাদি যে সকল লীলা করিয়াছেন, সে-সকল লীলায় ব্রজদেবীগণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের উপপতি।

পরকীয়া

কিন্তু পরকীয়া কাহাকে বলে ? সাহিত্যদর্পণ এবং উজ্জ্বলনীলমণিও বলেন—পরকীয়া দ্বিবিধা —পরোঢ়া এবং কন্যকা (কুমারী)। "পরকীয়া দ্বিধা প্রোক্তা পরোঢ়া কন্যকা তথা। সাহিত্যদর্পণ ॥ ৩।৮১॥ কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ ॥ উ, নী, কৃষ্ণবল্লভা ॥৮॥"

যে রমণী নায়কের বিবাহিতা পত্নী নহেন, কিন্তু পরোঢ়া অর্থাৎ অপরের বিবাহিতা পত্নী, তিনি নায়কের পক্ষে পরকীয়া কান্তা ; কেননা, সেই নারী বাস্তবিক নায়কের স্বকীয়া কান্তা নহেন। আর, যে নারী কন্যকা—অবিবাহিতা, কুমারী—তিনি বাস্তবিক কাহারও পত্নী না হইলেও, নায়কের স্বকীয়া কান্তা নহেন ; সুতরাং তিনিও নায়কের পক্ষে পরকীয়া কান্তা। এই উভয় প্রকার পরকীয়া কান্তার পক্ষেই সেই নায়ক হইবেন—উপপতি ; কেননা, তিনি কাহারও পতি নহেন—পরোঢ়ারও পতি নহেন, কন্যকারও পতি নহেন। পরোঢ়ার ন্যায় কন্যকাও অনুরাগাধিক্যবশতঃই ধর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক নায়কের সহিত মিলিত হয়েন।

সমস্যা ও সমাধান

প্রকটলীলায় যে সমস্ত ব্রজতরুণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্রজদেবী পরোঢ়ারূপে প্রতীয়মানা এবং কতিপয় কন্যকারূপে প্রতীয়মানা। বস্ত্রহরণ-লীলার দিন শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা গোপকন্যাদিগকে গান্ধর্ব্বরীতিতে পত্নীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা হইলেও তাঁহাদের এই বিবাহের কথা তাঁহাদের পিতা-মাতাদি আত্মীয়-স্বজনগণও জানিতেন না, অপর কেহও জানিতেন না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহারা

ব্যতীত অপর সকলেই তাঁহাদিগকে অবিবাহিতা—কুমারী কন্যা—বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে দেখা গেল, লৌকিকী প্রতীতি অনুসারে কৃষ্ণকান্তা সমস্ত ব্রজদেবীগণই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের উপপতি।

কিন্তু সাহিত্যদর্পণাদি রসশাস্ত্র হইতে জানা যায়, মধুর-রসে পরোঢ়া রমণী পরিত্যাজ্যা। "পরোঢ়াং বর্জ্জয়িত্বাত্র বেশ্যাঞ্চানন্নুরাগিণীম্। আলম্বনং নায়িকাঃ স্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ॥ সাহিত্যদর্পণ॥ ৩।১৮৩॥—এই মধুর-রসে পরোঢ়া নায়িকাকে এবং অননুরাগিণী বেশ্যাকে বর্জ্জন করিয়া অন্য নায়িকা এবং দক্ষিণাদি নায়ক হইবেন আলম্বন।" পরোঢ়া নায়িকার বর্জ্জন হইতে উপপতির বর্জ্জনও সূচিত হইতেছে, অর্থাৎ পরোঢ়া নায়িকা এবং উপপতি মধুর-রসের অযোগ্য; তাঁহাদের মিলনে যে রস, তাহা রস হইবেনা, হইবে রসাভাস। কিন্তু রসস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদের লীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে, অন্যান্য পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে এবং তদনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীও উজ্জ্বলনীলমণিতে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। তবে কি ব্যাসদেব এবং তদনুগত শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ঔপপত্যকে মধুর-রসের অনুপযোগী মনে করেন নাই?

আবার পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৩৪০-খ অনুচ্ছেদে ভরতমুনির "বহুবার্য্যতে যতঃ খলু"-ইত্যাদি বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভরতমুনির মতে বহুবার্য্যতা, নায়ক-নায়িকার পরস্পর-সুদুর্ল্লভতা এবং প্রচ্ছন্নকামুকতায় মধুর-রস পরমোৎকর্ষ ধারণ করে। যে-স্থলে ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব, সে-স্থলেই বহুবার্য্যতা, সুদুর্ল্লভত্ব, বিশেষতঃ প্রচ্ছন্নকামুকত্ব সম্ভব। স্বকীয়াত্বে বহুবার্য্যতা, সুদুর্ল্লভত্ব, বিশেষতঃ প্রচ্ছন্নকামুকত্বের অবকাশ নাই। ইহাতে বুঝা যায়, ভরতমুনিও ঔপপত্য বা পরকীয়াত্বকে মধুর-রসের অনুপযোগী মনে করেন নাই; অথচ প্রাকৃত নায়কের ঔপপত্য যে তাঁহার অনুমোদিত, তাহাও বলা যায় না।

ইহার সমাধান কি? এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্য্যদের অভিমত এ-স্থলে উল্লিখিত এবং আলোচিত হইতেছে।

ক। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত

(১) শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণির নায়কভেদ-প্রকরণে উপপতির লক্ষণ বলিয়া তাহার পরে বলিয়াছেন,

> "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
> ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥ ১৬॥

—মধুর-রসে ঔপপত্যবিষয়ে যে লঘুত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে কিন্তু প্রাকৃত-নায়কসম্বন্ধে, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নহে; কেননা, রসনির্য্যাসের আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"রসনির্যাসেতি রসনির্যাসো রসসারঃ মধুররসবিশেষ

ইত্যর্থঃ—শ্লোকোক্ত রসনির্যাস-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে, রসের সার, অর্থাৎ মধুররস-বিশেষ (মধুররসের বৈচিত্রী বিশেষ)।”

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—প্রাকৃত-নায়কের ঔপপত্যই জুগুপ্সিত, রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য নিন্দিত নহে; কেননা, রসনির্য্যাস-বিশেষ আস্বাদনের জন্যই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সেই রসনির্য্যাস-বিশেষ আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই তিনি ঔপপত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। ধ্বনি হইতেছে এই যে, ঔপপত্য প্রকটিত বা অঙ্গীকার না করিলে শ্রীকৃষ্ণের অভীষ্ট রসনির্য্যাস-বিশেষের আস্বাদন সম্ভব হইতনা। শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত নায়ক নহেন, প্রাকৃত নায়কের ন্যায় জীবতত্ত্ব নহেন। তিনি হইতেছেন রসস্বরূপ পরব্রহ্ম।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উক্তির সমর্থনে প্রাচীন মহানুভব পরমভক্ত শ্রীল লীলাশুকের একটী উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

“শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছবিভূষম্।
অঙ্গীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্॥ উ, নী, না, ১৭ ধৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতবাক্য॥

—শৃঙ্গার-রসই যাঁহার সর্ব্বস্ব, যিনি অনাদিকাল হইতেই নরাকারকে আশ্রয় করিয়া বিরাজিত এবং যিনি ভুবনের (অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের) আশ্রয়, সেই শিখিপিঞ্ছ-বিভূষণের শরণ গ্রহণ করি।”

এই বাক্যে প্রদর্শিত হইল –শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত নায়ক নহেন, জীবতত্ত্ব নহেন ; তিনি নরাকৃতি হইলেও প্রাকৃত নর নহেন ; এই নরাকৃতি তাঁহার স্বরূপভূত, অনাদিসিদ্ধ। তিনি অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়– সুতরাং স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম—শ্রুতিকথিত রসস্বরূপ পরব্রহ্ম। রসস্বরূপ বলিয়া তিনি পরমতম রস-আস্বাদক, রসিকেন্দ্রশিরোমণি। রসসমূহের মধ্যে শৃঙ্গাররস বা মধুররসই সর্ব্বাতিশায়িরূপে উৎকর্ষময়—সুতরাং রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্বতুল্য। শিখিপিঞ্ছবিভূষণ-শব্দে মধুর-রসের নায়ক-যোগ্যতা সুচিত হইয়াছে। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন—রসনির্য্যাস—মধুর-রস-বৈচিত্রী-বিশেষ—আস্বাদনের জন্য। সুতরাং তাঁহাকে প্রাকৃত নায়ক মনে করা– সুতরাং ব্রজসুন্দরীদের উপপতিরূপে তাঁহাদের সহিত তিনি লীলা করিয়াছেন বলিয়া, প্রাকৃত ঔপপত্যের ন্যায় তাঁহার ঔপপত্যকে জুগুপ্সিত মনে করা—সঙ্গত হইবে না।

সাহিত্যদর্পণাদি রসগ্রন্থ প্রাকৃতরসেরই আলোচনা করিয়াছেন। অপ্রাকৃত ভক্তিরসের আলোচনা এ-সকল গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাকৃতরসকোবিদ্গণ অপ্রাকৃত ভক্তিরস স্বীকারই করেন না। ব্রজের মধুর-রসও অপ্রাকৃত ভক্তিরস। অপ্রাকৃত-ভক্তিরস যখন তাঁহাদের স্বীকৃত নহে, তখন অপ্রাকৃত ভক্তিরসময় ব্রজ-মধুররসও তাঁহাদের স্বীকৃত নহে। যে-রস তাঁহাদের স্বীকৃত নহে, সেই রসসম্বন্ধে বিধি-নিষেধের উল্লেখও তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাঁহারা কেবল প্রাকৃতরসই স্বীকার করেন বলিয়া প্রাকৃত রসসম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধের কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং মধুররসে ঔপপত্যের যে নিন্দার কথা তাঁহারা বলিয়াছেন, তাহাও প্রাকৃত মধুররসসম্বন্ধেই,

প্রাকৃত নায়কসম্বন্ধেই ; অপ্রাকৃত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে হইতে পারে না। ‘,লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্”-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এইরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উক্তির এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের উক্তির আলোচনা হইতে জানা গেল—

প্রথমতঃ, সাহিত্যদর্পণাদিতে উপপতি-সম্বন্ধে যে নিষেধবাক্য আছে, তাহা হইতেছে প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধে, অপ্রাকৃত নায়ক শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নহে। সাহিত্যদর্পণাদি-কথিত প্রকরণ হইতেই তাহা জানা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, মধুরভাবাত্মিকা লীলা হইতেছে শৃঙ্গাররস-সর্ব্বস্ব অপ্রাকৃত নায়ক সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা, কেননা, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শৃঙ্গাররসরাজময়-মূর্ত্তিধর। স্বরূপানুবন্ধিনী বলিয়া ইহা তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয় নহে ; স্বরূপানুবন্ধি কর্ম্ম কাহারও পক্ষেই নিন্দনীয় হয় না ; দগ্ধ করা হইতেছে অগ্নির স্বরূপানুবন্ধিকর্ম্ম ; তাহা অগ্নির পক্ষে নিন্দনীয় নহে।

তৃতীয়তঃ, মধুরভাবময়ী লীলা নায়ককর্তৃক দুই রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে—পতিরূপে এবং উপপতিরূপে। মধুরভাবময়ী লীলা নায়ক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্বরূপানুবন্ধিনী—সুতরাং অনিন্দনীয়া—বলিয়া, যে প্রকারেই তাহা আস্বাদিত হউক না কেন, তাহা অনিন্দনীয়ই থাকিবে। অপবিত্র বস্তুর দাহনে অগ্নি অপবিত্র হয় না। শর্করা দুগ্ধের যোগেই আস্বাদিত হউক, কিম্বা যে অম্ল দুগ্ধকে বিকৃত করিয়া দেয়, সেই অম্লযোগেই আস্বাদিত হউক, শর্করার স্বাদ বিকৃত হয় না।

রমণীসঙ্গ প্রাকৃতনায়কের স্বরূপানুবন্ধী নহে। প্রাকৃত নায়ক হইতেছে জীবতত্ত্ব। রমণীসঙ্গ বস্তুতঃ জীবস্বরূপের সহিত জীবস্বরূপের সঙ্গ নহে ; ইহা হইতেছে প্রাকৃতদেহের সহিত প্রাকৃতদেহের সঙ্গ। মায়াকৃত দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃই জীব ইহাকে নিজের সঙ্গ বলিয়া মনে করে ; দেহাত্মবুদ্ধি আগন্তুকী, জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী নহে ; সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট-জীবের পক্ষে রমণীসঙ্গ স্বরূপানুবন্ধী নহে ; এজন্য দেহাত্মবুদ্ধি অসঙ্গত বলিয়া প্রাকৃত জীবের (অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি-জীবের) রমণীসঙ্গও বস্তুতঃ অসঙ্গত—বন্ধনপ্রাপক, মোক্ষবিরোধী। তথাপি সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মনীষীগণ পতি-পত্নীর সঙ্গকে অনুমোদন করিয়াছেন ; সমাজের অকল্যাণজনক বলিয়া ঔপপত্যকে তাঁহারা নিন্দনীয় বলিয়াছেন। এজন্যই প্রাকৃত রসশাস্ত্রে ঔপপত্য রসবিঘাতক। পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য তদ্রূপ নহে। “অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬ ॥ এবং বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৯॥”-এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—অপ্রাকৃত নায়ক শৃঙ্গাররসরাজময়-মূর্ত্তিধর রসিকশেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য জুগুপ্সিত নহে।

(২) **ব্রজসুন্দরীদিগের পরোঢ়াত্ব**

কিন্তু মধুররসের আলম্বন দুইটী—নায়ক এবং নায়িকা। এই দুইটী আলম্বনের একটীও যদি বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও মধুররস রসাভাসে পরিণত হইবে। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে—প্রাকৃত নায়কের ঔপপত্য নায়করূপ আলম্বনের বিরূপতা সম্পাদন করিলেও শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য নায়করূপ আলম্বন শ্রীকৃষ্ণের বিরূপতা সম্পাদন করেনা—সুতরাং উপপতিরূপে শ্রীকৃষ্ণরূপ আলম্বন মধুররস-বিরোধী নহে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের উপপতি, সেই ব্রজসুন্দরীগণও তো শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা, পরোঢ়া। তাঁহারাই আবার মধুর-রসে আলম্বন। তাঁহাদের পরকীয়াত্ব বা পরোঢ়াত্ব তো আলম্বনরূপে তাঁহাদের বিরূপতা সম্পাদন করিবে। নায়িকারূপ আলম্বন যদি বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তো মধুবরস রসাভাসে পরিণত হইতে পারে? ইহার সমাধান কি?

এই সমস্যার সমাধানকল্পে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে নায়িকাভেদ-প্রকরণে বলিয়াছেন,

"নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে।
তত্তু স্যাৎ প্রাকৃতক্ষুদ্রনায়িকাদ্যনুসারতঃ॥ নায়িকা।২॥

—মুখ্যরসে (অর্থাৎ মধুর-রসে) নাট্যশাস্ত্রে যে পরোঢ়া রমণী নিষিদ্ধা হইয়াছে, সেই নিষেধ কেবল প্রাকৃত-ক্ষুদ্রনায়িকাদি-সম্বন্ধেই (অপ্রাকৃত নায়িকা-সম্বন্ধে তাহা প্রয়োজ্য নহে)।"

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রাকৃত রসকোবিদ্গণ কেবল প্রাকৃতরস-সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন, অপ্রাকৃত ভক্তিরস সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করেন নাই। সুতরাং মধুর-রসের নায়ক-নায়িকাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের বিধি-নিষেধও কেবল প্রাকৃত নায়ক নায়িকাসম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকাসম্বন্ধে—সুতরাং অপ্রাকৃত মধুর-ভক্তিরসের নায়িকা ব্রজসুন্দরীদিগের সম্বন্ধে—প্রযোজ্য নহে। উল্লিখিত শ্লোকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহাই বলিয়াছেন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উক্তির সমর্থনে পূর্ব্বচার্য্যদের একটী উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥ উ, নী, নায়িকা॥৩॥

—অঙ্গী মধুররসে কবিগণ (প্রাচীন পণ্ডিতগণ) যে পরোঢ়া নায়িকা ইচ্ছা করেন নাই, তাহা কেবল গোকুলবাসিনী কমলনয়না (ব্রজসুন্দরীগণ) ব্যতীত অন্য নায়িকা সম্বন্ধে (অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণব্যতীত অন্য পরোঢ়া নায়িকাই প্রাচীন রসবিদ্গণের মতে মধুর-রসে অনভিপ্রেত, পরোঢ়া ব্রজসুন্দরীগণ অনভিপ্রেত নহেন); কেননা, মধুর-রসের প্রকারবিশেষ আস্বাদনের অভিপ্রায়েই রসিকমণ্ডল-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহারা (ব্রজসুন্দরীগণ) অবতারিত হইয়াছেন।"

পূর্ব্বে [৩৯৫ ক (১)-অনুচ্ছেদে] বলা হইয়াছে—রসবিশেষ আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ

অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ-স্থলে বলা হইল—রসবিশেষ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগকে অবতারিত করাইয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—যে-রসবিশেষের আস্বাদনের উদ্দেশ্যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই রসবিশেষ আস্বাদনের জন্যই তিনি ব্রজসুন্দরী-দিগকেও অবতারিত করিয়াছেন। এই রসবিশেষ হইতেছে মধুর-রসের বৈচিত্রীবিশেষই ; নায়িকার সঙ্গে মধুর-রসের আস্বাদনই সম্ভব। এই মধুর-রসের বৈচিত্রীবিশেষের আস্বাদনে ব্রজসুন্দরীগণ হইতেছেন তাঁহার সহায়, মধুররসের আশ্রয়ালম্বন। তাঁহাদিগকে তিনি তাঁহার অপ্রকট ধাম হইতে ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করিয়াছেন, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডে ছিলেন না। ইহাতেই বুঝা যায়—এই ব্রজসুন্দরীগণ প্রাকৃত নায়িকা নহেন, পরন্তু তাঁহার নিত্যপরিকর ; নিত্য পরিকরদেরই অবতরণ সম্ভব, ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাকৃত নায়িকার সম্বন্ধে অবতরণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর ব্রজসুন্দরীগণ হইতেছেন হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরাধাসম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥ উ, নী, রাধা ৪॥

—সর্ব্বশক্তিবরীয়সী মহাশক্তি যে হ্লাদিনী, শ্রীরাধা হইতেছেন তাহারই সারভাবরূপা—ইহা তন্ত্রেই (বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রাদিতে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

"হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥ মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী॥ শ্রীচৈ, চ,॥" মহাভাব হইতেছে হ্লাদিনীশক্তির সারভূত। শ্রীরাধা মহা-ভাবস্বরূপা বলিয়া শ্রীরাধা হইতেছেন হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। অন্যান্য অনাদিসিদ্ধা গোপসুন্দরীগণ শ্রীরাধারই কায়ব্যূহ—অংশরূপ প্রকাশ, সুতরাং তাঁহারাও হ্লাদিনীরই বিগ্রহ। "ব্রজ-দেবীনাং শ্রীরাধায়া এব অংশভূতানাং মহাভাবাংশরূপত্বেঽপি ইত্যাদি॥ উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

এইরূপে দেখা গেল – কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণ প্রাকৃত রমণী নহেন ; তাঁহাদের দেহও পঞ্চভূতাত্মক নহে ; তাঁহারা হইতেছেন হ্লাদিনীশক্তির – হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির বা চিচ্ছক্তির—মূর্ত্তবিগ্রহ ; সুতরাং প্রাকৃত নায়িকা সম্বন্ধে যে বিধি-নিষেধ, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না। এজন্য প্রাকৃত নায়িকার পরোঢ়াত্বের ন্যায় তাঁহাদের পরোঢ়াত্ব আলম্বন-বিভাবের বৈরূপ্য-সাধক হয় না ; ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রায়।

(৩) ব্রজসুন্দরীদিগের পরোঢ়াত্বের স্বরূপ

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত হইতেছে এই যে—ব্রজদেবীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ; তাঁহারা হইতেছেন হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—হলাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি, তাঁহারই স্বকীয়া শক্তি। শক্তি কেবল শক্তিমানেরই সেবা করে, অপরের সেবা করে না। তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার পরিকররূপে তাঁহারই সেবা করেন, অন্যের সেবা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহাদের পরোঢ়াত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? ব্রজসুন্দরীগণ যদি পরোঢ়াই হইবেন, তাহা হইলে যাঁহারা তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা তো হইবেন তাঁহাদের পতি; পতিসেবাও তো তাঁহদিগকে করিতে হয়? তাঁহারা যদি তাঁহাদের পতিগণের সেবাই করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তাত্বই বা কিরূপে সম্ভব হয়, নিত্যপরিকরত্বই বা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার সমাধান কি?

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উক্তি হইতে এই সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইতে পারে। তিনি তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে লিখিয়াছেন,

"মায়াকলিততাদৃক-স্ত্রীশীলনেনানুসূয়িভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ ॥১৯॥

—(গোপসুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে যাইতেন, তখন যাঁহারা তাঁহাদের পতি ছিলেন, যোগমায়া ব্রজসুন্দরীদিগের অনুরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি তাঁহাদের নিকটে রাখিতেন) সে-সকল যোগমায়াকল্পিত স্ত্রীগণ পতিদের নিকটে থাকিতেন এবং পতিগণও মনে করিতেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ তাঁহাদের নিকটেই আছেন; সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু এই সমস্ত পতির সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনও সঙ্গম হয় নাই।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অভিসারাদিসময়ে মায়াকল্পিতাসু তদাকারাসু স্ত্রীষু শালনেন এতা অস্মদ্‌গৃহেষু বর্ত্তন্তে ইত্যভিমানেন হেতুনা অসূয়ামকুর্ব্বদ্ভিঃ।—অভিসারাদি-সময়ে ব্রজসুন্দরীদিগের আকারবিশিষ্টা রমণীমূর্ত্তি যোগমায়া কল্পনা করিতেন; এই সকল যোগমায়া-কল্পিত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের পতিগণ মনে করিতেন—'ইঁহারা আমাদের গৃহেই আছেন'; এইরূপ অভিমানবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতেন না।" চক্রবর্ত্তিপাদ "শীলন"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "অভিমান"। "স্ত্রীশীলনেন"—স্ত্রীষু শীলনেন—স্ত্রীগণ আমাদের গৃহে বর্ত্তমান—স্ত্রীগণসম্বন্ধে এইরূপ অভিমান বশতঃ।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—"শীলনং পাণি-গ্রহণাদিরূপং তেন তত্তৎসময়াব্যভিচারিণা ব্রজদেবীনাম্।—শীলন-শব্দে পাণিগ্রহণাদিকে বুঝায়; শীলনেন—পাণিগ্রহণের সময় হইতে অব্যভিচারিরূপে ব্রজদেবীগণের সম্বন্ধে এইরূপ; অর্থাৎ পাণি-গ্রহণের সময় হইতেই ব্রজদেবীদের মায়াকল্পিত মূর্ত্তির সহিতই পতিদের পরিচয়।" আর "সঙ্গম'-শব্দের অর্থে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"কদাচিদপি ন সঙ্গমঃ ন পাণিগ্রহণাদিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। প্রায়শ্চি-ত্তার্হঃ পরশয্যায়ামপি তাসাং সম্বন্ধো নাস্তি কিমুত তদনর্হেণ পরেণ পাণিগ্রহণমিতি ভাবঃ।—সে-সমস্ত পতিদের সহিত ব্রজদেবীদিগের কখনও সঙ্গম অর্থাৎ পাণিগ্রহণাদি সম্বন্ধ হয় নাই। প্রায়শ্চিত্তার্হ

পরশয্যার সহিতও তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই ; অযোগ্য পরের সহিত তাঁহাদের বিবাহের কথা আর কি বলা যাইবে ?”

যাহাহউক, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৭॥

—(যে-সময়ে ব্রজসুন্দরীগণ রাসাদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেন, সেই সময়ে) শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় (যোগমায়াদ্বারা) মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ মনে করিতেন যে, তাঁহাদের স্ব-স্ব পত্নীগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব পার্শ্বেই অবস্থিত রহিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতেন না।”

এইরূপে জানা গেল—ব্রজসুন্দরীগণ কখনও তাঁহাদের পতিসেবা করেন নাই, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সেবাই করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল—পরপত্নী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরত্ব তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সেই আশঙ্কার কোনও হেতু নাই। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সময়ে স্ব-স্ব পতিগৃহে তাঁহাদের অনুপস্থিতিও পতিগণকর্তৃক অনুভূত হয় নাই ; কেননা, যোগমায়াকল্পিত তাঁহাদের অনুরূপ প্রতিমূর্ত্তি পতিদের গৃহে বর্ত্তমান থাকিত এবং এই প্রতিমূর্ত্তি-সমূহকেই পতিগণ তাঁহাদের পত্নী বলিয়া মনে করিতেন। আরও বুঝা গেল—তাঁহারা যখন কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করিয়াছেন, কখনও পতিদের সেবা করেন নাই, তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। কেননা, শক্তি কখনও শক্তিমান্ ব্যতীত অপরের সেবা করেনা। যাঁহার বাক্‌শক্তি, তাঁহাদ্বারাই সেই বাক্‌শক্তি কথা বলায়, অপরের দ্বারা কথা বলায় না।

(৪) পরোঢ়াত্ব মায়াময়, প্রাতীতিক

কিন্তু একটী সমস্যা এখনও রহিয়া গেল। ব্রজসুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়া শক্তি—স্বরূপশক্তি, তখন অপরের সহিত তাঁহাদের বিবাহ কিরূপে হইতে পারে? বিবাহটীও আবার এক অদ্ভুত ব্যাপার। পতির সেবাই বিবাহিতা পত্নীর কর্ত্তব্য ; এই স্থলে তাহাও নাই। ইহা কি রকম বিবাহ ? যোগমায়াকর্তৃক মুগ্ধ হইয়া পতিগণ যে ভাবে ব্রজদেবীদের মায়াকল্পিত প্রতিমূর্ত্তিকেই নিজেদের পত্নী বলিয়া মনে করিতেন, সেই ভাবেই কি যোগমায়াকর্তৃক মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা ব্রজদেবীগণকেও নিজেদের পত্নী বলিয়া মনে করিতেন ? সমস্তই কি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার খেলা ? বিবাহটীও কি মায়াময় ?

উজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত “নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়”-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত গোপদের বিবাহও মায়াময় এবং এই বিবাহের মায়াময়ত্ব শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাঁহার ললিতমাধবনাটকে স্বীকার করিয়াছেন। “এবমেব ললিত-মাধবোক্তে গোপীনাং গোপৈ বিবাহস্য মায়িকত্বেঽপি”-ইত্যাদি (উঃ নী, কৃষ্ণবল্লভা॥ ২০)

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিপ্রায়ও তাহাই। শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"নাসূয়ন্নিত্যস্যায়মর্থঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মায়য়া যে স্বে স্বে দারা বিবাহসময়ত এব মায়ারচিতাঃ স্বস্বদারাঃ তান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ জানন্তঃ শ্রীকৃষ্ণায় নাসূয়ন্।" তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—"বিবাহের সময় হইতেই মায়াকল্পিত প্রতিমূর্ত্তিসমূহকেই গোপগণ স্ব-স্ব-পত্নী বলিয়া মনে করিতেন।" ইহাতেই বুঝা যায়—বাস্তবিক গোপসুন্দরীদের সহিত গোপদের বিবাহ হয় নাই; বিবাহ হইয়াছে গোপসুন্দরীদের মায়ারচিত প্রতিমূর্ত্তির সহিত। সুতরাং তাঁহাদের বিবাহই মায়াময়, বাস্তব নহে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"মায়াকল্পিত প্রতিমূর্ত্তিসমূহকে গোপগণ স্ব-স্ব পত্নী বলিয়া অভিমানই পোষণ করিতেন মাত্র; কিন্তু মায়াকল্পিত প্রতিমূর্ত্তিদের সহিতও তাঁহাদের সম্ভোগ কখনও হয় নাই। কেননা, নিত্য-কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদের প্রতিমূর্ত্তিরও অন্য সংভুক্তত্ব অনুচিত। এজন্য শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'মায়াকল্পিত প্রতিমূর্ত্তিগণকে গোপগণ স্ব-স্ব-পার্শ্বস্থা বলিয়া মনে করিয়াছেন, স্ব-স্ব তল্পস্থা বলিয়া মনে করেন নাই।"—"মন্যমানা ইত্যভিমানমাত্রং ন তু মায়াকল্পিতানামপি তাসাং পতিভিঃ সম্ভোগ ইতি। তাসাং তদাকারতুল্যাকারাণাং অন্যসংভুক্তত্বস্য অনৌচিতত্বাৎ। অতএব স্বপার্শ্বস্থানিতি, ন তু স্বতল্পস্থানিত্যুক্তম্।"

যাহা হউক, গোপদের সহিত ব্রজগোপীদের বিবাহের মায়াময়ত্ব যে শ্রীপাদ রূপেরও অভিপ্রেত, একথা চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও এই বিবাহকে মায়াময় বলিয়াছেন। শ্রীজীবপাদই শ্রীপাদ রূপের অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে অবগত; কেননা, তিনি শ্রীপাদ রূপের কেবল ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন, শিষ্যও এবং শ্রীপাদ রূপের গ্রন্থাদিও তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীরূপের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছেন। সুতরাং আলোচ্য বিবাহের মায়াময়ত্ব সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে শ্রীপাদ রূপেরও অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মতে ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত অন্য গোপদের বিবাহ হইতেছে মায়াময়; ইহা বাস্তব নহে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ গোপসুন্দরীদের সহিত অন্য গোপদের কখনও বাস্তবিক বিবাহ হয়নাই, তাঁহারা বাস্তবিক পরোঢ়া নহেন। যাঁহাদিগকে তাঁহাদের পতি বলা হয়, তাঁহারা বাস্তবিক তাঁহাদের পতি নহেন, তাঁহারা হইতেছেন পতিম্মন্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবে এই পতিম্মন্যগণ নিজেদিগকে গোপীদের পতি বলিয়া মনে করিতেন এবং অন্যান্য ব্রজবাসিগণও তদ্রূপ মনে করিতেন। ইহা তাঁহাদের প্রতীতিমাত্র; সুতরাং ব্রজগোপীদের পরোঢ়াত্ব হইতেছে প্রাতীতিক মাত্র, বাস্তব নহে।

কিন্তু আবার প্রশ্ন হইতেছে এই যে—যোগমায়া কেন ব্রজসুন্দরীদিগের পরোঢ়াত্বের প্রতীতি জন্মাইলেন?

উজ্জ্বলনীলমণির পূর্ব্বোদ্ধৃত দুইটী বাক্য হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং"-ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে—রসনির্য্যাসের আস্বাদনের নিমিত্ত

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন—"কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি ॥ নায়কভেদ ॥ ১৬॥" কিন্তু কি এই রসনির্য্যাস ? "নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে—মধুররসের প্রকার-বিশেষের আস্বাদনের অভিপ্রায়েই রসিকমণ্ডল-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রজসুন্দরীগণ অবতারিত হইয়াছেন—"আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ ॥ নায়িকাভেদ ॥৩॥" টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তদ্দ্বারাবতারিতানাং নিত্যপ্রেয়সীনামেব তাসাং পরদারত্বভ্রমেণ যথা রসস্য বিধিঃ প্রকারবিশেষঃ সম্ভবতি তথা জন্মাদিলীলায়া নিত্যত্বং বিস্মার্য্য প্রকটীকৃতানামিত্যার্থঃ"। ইহা হইতে জানা গেল—পরকীয়াভাবময় রসের আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীদিগকে ব্রহ্মাণ্ডে অবতারিত করিয়াছেন। পরকীয়াভাবময় রসের আস্বাদনের জন্য ব্রজসুন্দরীদিগের পক্ষে পরোঢ়াত্বের প্রতীতি অত্যাবশ্যক বলিয়াই যোগমায়া স্বীয় প্রভাবে এই পরোঢ়াত্বের প্রতীতি জন্মাইয়াছেন। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলিয়া গিয়াছেন—"মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ ১।৪।২৬ ॥"

যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গেল—পরোঢ়া নায়িকা এবং পরোঢ়া নায়িকার উপপতি রসশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইলেও সেই নিষেধ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পরিকর ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে প্রয়োজ্য নহে ; কেননা, সেই নিষেধ হইতেছে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে ; শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজদেবীগণ প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা নহেন—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বয়ং ভগবান্ এবং ব্রজগোপীগণ হইতেছেন তাঁহার পরিকর ; তাঁহাদের কেহই জীবতত্ত্ব নহেন।

তথাপি কিন্তু একটা সমস্যা যেন থাকিয়াই যায়। প্রাকৃত জগতের লোকের মধ্যে পরোঢ়া স্ত্রীর সঙ্গবিষয়ে এবং পরোঢ়ার উপপতি-বিষয়ে নিন্দনীয়ত্বের একটা দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার বর্ত্তমান। পরোঢ়া ব্রজদেবীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাদির শ্রবণাদি-সময়ে কোনও কোনও সামাজিকের মনে সেই দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার মস্তকোত্তলন করিতে পারে ; শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার এবং ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণপরিকরত্বের কথা ভাবিয়া তাঁহারা মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের উল্লিখিত দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার তাঁহাদের চিত্তে যে কোনওরূপ অস্বস্তি জাগাইবেনা, তাহা বলা যায় না। কোনও কোনও সামাজিকের চিত্তে যে এইরূপ অস্বস্তিবোধ জন্মিতে পারে, রাসলীলাকথা-শ্রবণের পরে শ্রীশুকদেবের নিকটে মহারাজ পরীক্ষিতের একটী প্রশ্ন হইতেই তাহা জানা যায়। "সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্॥ (১।১।১৬৩-অনুচ্ছেদে অনুবাদাদি দ্রষ্টব্য)। ইহার সমাধান কি ?

বলা হইয়াছে, ব্রজদেবীদের পরোঢ়াত্ব হইতেছে মায়াময়, বাস্তব নহে ; বস্তুতঃ তাঁহারা কাহারও বিবাহিতা পত্নী নহেন। বস্তুতঃ অপর কাহারও বিবাহিতা পত্নী না হইলে তাঁহারা কি অবিবাহিতা কুমারী ? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে অবিবাহিতা কুমারীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের

বিহারাদিকেও তো অনিন্দনীয় বলা যায় না। এ-স্থলেও সামাজিকের চিত্তের সেই অস্বস্তিই থাকিয়া যায়। ইহারই বা সমাধান কি ?

পূর্ব্ববর্ত্তী ক (২)-অনুচ্ছেদে "আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা"-ইত্যাদি শ্লোকাংশের আলোচনায় বলা হইয়াছে, মধুররসের বৈচিত্রীবিশেষের আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণকে অবতারিত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়– অবতারকালে বা প্রকটলীলাতেই তিনি সেই বৈচিত্রীবিশেষ আস্বাদন করিয়াছেন। প্রকটলীলায় তিনি পরকীয়াভাবময়ী লীলারই আস্বাদন করিয়াছেন। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের অবতারের মুখ্য কারণই হইতেছে রসনির্য্যাসের আস্বাদন। পরকীয়া-রসের আস্বাদনের জন্য যখন তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, তখন ইহাই বুঝা যায় যে, অপ্রকট-লীলায় পরকীয়া-ভাব নাই, থাকিলে পরকীয়া-রসের আস্বাদনের জন্য তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইতে হইত না। অপ্রকটে পরকীয়া ভাব না থাকিলে স্বকীয়াভাব আছে বলিয়াই সূচিত হইতেছে। অপ্রকটে স্বকীয়াভাব থাকিলে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হইতেছে দাম্পত্যময় সম্বন্ধ। স্বাভাবিক সম্বন্ধ যদি দাম্পত্যময়ই হয়, তাহা হইলে প্রকটে স্বকীয়াতে পরকীয়ার আরোপই স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্যার সমাধান হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। স্বকীয়াতে পরকীয়ার আরোপের কথা জানিতে পারিলে সামাজিকের মনে অস্বস্তির পরিবর্ত্তে কৌতুকাবহ আনন্দেরই উদয় হয়।

কিন্তু উল্লিখিত সমাধান পাওয়া গেল—"আংশসয়া রসবিধেরবতারিতানাং"-বাক্যাংশের "রসবিধি"-শব্দের ব্যঞ্জনাদ্বারা। এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী কোনও স্পষ্ট বিবরণ দিয়াছেন কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। তাঁহার ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকে এ-সম্বন্ধে স্পষ্ট বিবরণ দৃষ্ট হয়।

(৫) ললিতমাধব-নাটকে ও বিদগ্ধমাধব-নাটকে শ্রীপাদরূপগোস্বামীর অভিপ্রায়

ললিতমাধব-নাটকের প্রথম অঙ্কে সূত্রধার ও নটীর কথোপকথনে বলা হইয়াছে, বৃদ্ধা তাঁহার নাতিনী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণের জন্য অভিলাষিণী; কিন্তু কিরাতরাজ কংস শ্রীরাধাকে অভিলাষ করিয়া নৃত্যদর্শনের ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া পরাভূত করার চেষ্টা করিতেছেন। নটীর মুখে একথা শুনিয়া সূত্রধার বলিলেন—"নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা। সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্॥১।২০॥–কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে কিরাতরাজ কংসকে হত্যা করিয়া পূর্ণমনোরথ-নাম্নি সময়ে তারার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ করিবেন (এই শ্লোকের আলোচনা পরবর্ত্তী খ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।" সূত্রধারের এই উক্তি শুনিয়া নেপথ্যে পৌর্ণমাসীদেবী বলিয়াছিলেন—"হন্ত রাধামাধবয়োঃ পাণিবন্ধং কংসভূপতের্ভয়াদভিব্যক্তুমুদাহর্ত্তুমসর্থো নটতা কিরাতরাজমিত্যপদেশেন বোধয়ন্ ধন্যঃ কোঽয়ং চিন্তাবিক্লবাং মামাশ্বাসয়তি ॥ ১।২১ ॥—অহো ! কি আনন্দ ! কংসভূপতির ভয়ে শ্রীরাধামাধবের বিবাহের কথা স্পষ্টরূপে বলিতে অসমর্থ হইয়া, 'নৃত্যপরায়ণ কলানিধিকর্ত্তৃক কিরাতরাজ নিহত হইলে'-ইত্যাদি ছলনাময় বাক্যে কোন্ ধন্য ব্যক্তি রাধামাধবের বিবাহের বোধ জন্মাইয়া চিন্তাবিক্লবা আমাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন ?"

ইহার পরে নটী ও সূত্রধার রঙ্গমঞ্চ হইতে চলিয়া গেলে পৌর্ণমাসী ও গার্গী রঙ্গমঞ্চে উপনীত হইলেন। পৌর্ণমাসী পূর্ব্বকথিত-শ্লোকান্তর্গত "রাধামাধবয়োঃ"-মাত্র বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহের অভিলাষ প্রকাশ করিলে গার্গী তাঁহাকে বলিলেন—"আর্য্যে! আপনিই অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহের সংঘটন করিয়াছেন; তবে কেন আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহের অভিলাষ করিতেছেন? ১।২৪॥" একথার উত্তরে পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন—"পুত্রি! মায়াবিবর্ত্তোঽয়ম্। নচেদ্-বিরিঞ্চের্বরামৃতেন সমৃদ্ধের্বিন্ধ্যনগস্য তপঃপ্রসূনৈর্গুম্ফিতাং মাধবহৃন্মেদুরতাকারিমাধুরিমকরন্দাং রাধিকা-বৈজয়ন্তীং কথং পৃথগ্জনঃ পাণৌ কুর্ব্বীত॥ ১।২৫॥—বৎসে! ঐ (অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার) বিবাহ কেবল মায়াকৃত বিবর্ত্তমাত্র (শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রম হয়, শুক্তি যেমন বস্তুতঃ রজত নহে, তদ্রূপ অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহও ভ্রমমাত্র, ইহা বাস্তব বিবাহ নহে); নচেৎ বিরিঞ্চির বরামৃতদ্বারা সমৃদ্ধ বিন্ধ্যপর্বতের তপস্যারূপ কুসুমের দ্বারা গুম্ফিতা মাধব-হৃদয়স্নিগ্ধকারি-মাধুরীমকরন্দস্বরূপা বৈজয়ন্তীসদৃশা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর লোক কিরূপে হস্তে গ্রহণ করিতে পারে?"

এ-স্থলে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী জানাইয়াছেন—অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হইতেছে মায়াকল্পিত ভ্রমমাত্র, বাস্তব বিবাহ নহে।

ইহার পরে পৌর্ণমাসীর নিকটে গার্গী বলিলেন—"নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, গোবর্দ্ধনাদি-গোপগণের সহিত চন্দ্রাবলীপ্রভৃতির বিবাহও মায়াকর্ত্তৃকই নির্ব্বাহিত॥ ১।৪৪॥" উত্তরে পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন—"অথ কিম্। পতিম্মন্যানাং বল্লবানাং মমতামাত্রাবশেষা কুমারীষু দারতা যদাসাং প্রেক্ষণমপি তৈরতিদুর্ঘটম্॥ ১।৪৪॥—তাহা নয় তো কি? কুমারীগণের প্রতি পতিম্মন্য-গোপদিগের দারতা (ভার্য্যাত্ব) কেবল মমতামাত্রেই পর্য্যবসিত (গোপীগণ 'আমাদের'—এইটুকুমাত্রই তাঁহাদের অভিমান, অন্য কিছু নহে), যেহেতু, এই কুমারীগণের দর্শনও পতিম্মন্যগোপগণের পক্ষে অতি দুর্ঘট।"

ললিতমাধব-নাটকে কল্পবিশেষের প্রকটলীলাই বর্ণিত হইয়াছে। ললিতমাধবের উল্লিখিত উক্তিসমূহ হইতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রায় যাহা জানা গেল, তাহা হইতেছে এই—প্রকটলীলায় অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদি-গোপগণের সহিত শ্রীরাধাচন্দ্রাবলীপ্রভৃতির বিবাহ হইতেছে মায়াময়, মায়াকল্পিত ভ্রমমাত্র; ইহা বাস্তব বিবাহ নহে। এজন্য অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণকে গোপীদের "পতিম্মন্য" বলা হইয়াছে, "পতি" বলা হয় নাই। তাঁহারা নিজেরাই নিজেদিগকে গোপীদের পতি বলিয়া মনে করেন; এই পতিম্মন্যদের পক্ষে গোপীদের দর্শনও অতি দুর্ঘট; "গোপীগণ আমাদের"-এই অভিমান-মাত্রই তাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের পতিত্ব এতাদৃশ অভিমানমাত্রেই পর্য্যবসিত। প্রকটলীলায় গোপীগণ যে বাস্তবিক কুমারী—অবিবাহিতা—ছিলেন, ললিতমাধবের উক্তি হইতে তাহাও জানা গেল।

বিদগ্ধমাধবেও শ্রীপাদ রূপগোস্বামী উল্লিখিতরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্ক হইতে জানা যায়, নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিয়াছেন—"ভগবতি! মুখরা তাঁহার নাতিনী

শ্রীরাধাকে গোকুলে আনিয়া জটিলাপুত্র অভিমন্যুর হস্তে অর্পণ করিতে চলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য লোকের সহিত শ্রীরাধার করস্পর্শ হইতে যাইতেছে! এই অবস্থাতেও আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? (১।২৪)।” উত্তরে পৌর্ণমাসী বলিয়াছিলেন—“অভিমন্যুকে বঞ্চনা করার জন্যই যোগমায়া একান্ত মিথ্যা এই বিবাহকে সত্যের ন্যায় প্রতীতি জন্মাইতেছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যপ্রেয়সী।—তদ্‌বঞ্চনার্থমেব যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্॥ (১।২৪)॥ নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য॥ (১।২৫)।” বিদগ্ধমাধবের এই উক্তি হইতে জানা গেল—অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণের সহিত শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের বিবাহ হইতেছে প্রাতীতিক, মায়াময়, যে মায়া বিবাহের এই প্রতীতি জন্মাইয়াছেন, তিনি হইতেছেন যোগমায়া, বহিরঙ্গা মায়া নহে।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধব-নাটকে যে কল্পের লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন—সেই কল্পে দ্বারকায় ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল (পরবর্ত্তী ৭।৪২৪-ঘ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই বিবাহে নন্দ-যশোদাদিও উপস্থিত ছিলেন; পৌর্ণমাসীদেবী ব্রজ হইতে তাঁহাদিগকে দ্বারকায় আনিয়াছিলেন। যে যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজলীলাকালে ব্রজগোপীদিগের পরোঢ়াত্বের প্রতীতি ব্রজবাসীদিগের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, সেই যোগমায়ার প্রভাবেই আবার সেই প্রতীতি অপসারিত হইয়াছিল; নচেৎ, পরোঢ়া ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ সম্ভবপর হইত না। ব্রজলীলাকালে গোপীগণ যে বস্তুতঃ কুমারী ছিলেন, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধব-নাটকের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১।৪৪ অনুচ্ছেদে তাহা স্পষ্টরূপেই বলিয়া গিয়াছেন।

পরিকরবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে অনাদিসিদ্ধ অভিমানজাত নিত্য সম্বন্ধ, প্রকট-লীলাতে লোকসমাজে প্রচলিত রীতির অনুসরণে তাহাই প্রকটিত করা হয়। বিবাহ-লীলার বর্ণনায় শ্রীপাদ রূপগোস্বামী জগদ্বাসীকে জানাইলেন যে—ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়া কান্তা, যোগমায়ার প্রভাবেই তাঁহাদের পরোঢ়াত্বের প্রতীতি!

ব্রজগোপীগণ যখন বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়া স্বরূপশক্তি, তখন যদি তাঁহারা কাহারও স্বকীয়া কান্তা হয়েন, তাহা হইলে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়া কান্তা হইতে পারেন, অপর কাহারও নহে; কেননা, তাঁহারা অপর কাহারও স্বকীয়া শক্তি নহেন। দ্বারকার বিবাহলীলায় এই দার্শনিক তত্ত্বটীই রূপায়িত হইয়াছে।

যাহাহউক, এক্ষণে পূর্ব্বকথিত সমস্যার একটী অতি সুন্দর সমাধান পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ব্রজদেবীগণ বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়া কান্তা, যোগমায়ার প্রভাবেই তাঁহাদের পরোঢ়াত্বের প্রতীতি; এই পরোঢ়াত্ব হইতেছে মায়াময়, প্রাতীতিক, অবাস্তব। সামাজিক যখন ইহা জানিবেন, তখন ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথার শ্রবণাদিতে তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ অস্বস্তিবোধই জাগ্রত হইবেনা, বরং রসাবহ কৌতুকই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিবে—“বস্তুতঃ স্বকীয়া কান্তাতে পরকীয়াত্বের ভাব আরোপিত করিয়া লীলা! অদ্ভুত!! অহো! পরম-রসাবহ ব্যাপার!!!”

খ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমত

ললিতমাধবে বর্ণিত বিবাহ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুরও অনুমোদিত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তাহা জানা যায়। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উভয় গ্রন্থেরই যে-কয়টী শ্লোক তখন লিখিত হইয়াছিল, স্বরূপ-দামোদর ও রায়রামানন্দাদির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শ্লোকগুলির আস্বাদন করিয়াছিলেন। ললিতমাধব-নাটকের নান্দীশ্লোকদ্বয়ের আস্বাদনের পরে, "রায় কহে—কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ। তবে রূপগোসাঞি কহে তাহার বিশেষ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।১।১৩৫॥"

"নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তাবাকরগ্রহণম্॥ ললিতমাধব॥১।২০॥

—সেই কলানিধি (চন্দ্র, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) নাচিতে নাচিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ কংসকে বিনাশ করিয়া গুণবান্ সময়ে (পূর্ণমনোরথ-সময়ে) তারার (নক্ষত্রের, পক্ষে শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ করিবেন।"

এই শ্লোকের আবৃত্তি করিয়া শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিলেন,—"'উদ্‌ঘাত্যক'-নাম এই আমুখ-বীথী-অঙ্গ। তোমার আগে ইহা কহি—ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।১।১৩৬॥"

শ্রীল রামানন্দরায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ হইয়াছে? শ্রীপাদ রূপ বলিলেন—উদ্‌ঘাত্যক-নামক আমুখ-বীথী-অঙ্গে।

"উদ্‌ঘাত্যক", "আমুখ" এবং বীথী" হইতেছে নাট্যশাস্ত্রের কয়েকটী পারিভাষিক শব্দ। আমুখ—প্রস্তাবনা; বীথী—প্রস্তাবনার একটী অঙ্গ; এবং উদ্‌ঘাত্যক—বীথী-নামক অঙ্গের একটী অঙ্গ বা প্রকারবিশেষ। উদ্‌ঘাত্যকের লক্ষণ সাহিত্যদর্পণে এইরূপ কথিত হইয়াছে:—

"পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে॥ ৬।১৮॥

—(যাহার অর্থ বুঝা যায় না, সেই) অবোধিত-অর্থযুক্ত পদকে, অর্থসঙ্গতির জন্য যে অন্য পদের সহিত যোজনা করা হয়, তাহাকে উদ্‌ঘাত্যক বলে ' অর্থাৎ যে পদের অর্থ-সঙ্গতি হয় না, অর্থ-সঙ্গতির জন্য অন্য পদের সহিত তাহার যোজনাকে বলে উদ্‌ঘাত্যক।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই বলিয়াছেন, উল্লিখিত "নটতা কিরাতরাজং"-ইত্যাদি শ্লোক হইতেছে উদ্‌ঘাত্যকের উদাহরণ। তদনুসারে এই শ্লোকের অর্থ নির্ণয় করা হইতেছে।

উল্লিখিত শ্লোকে "কলানিধি" এবং "তারাকরগ্রহণ"-এই শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটীরই দুই রকম অথ হইতে পারে। যথা, **কলানিধি**—চন্দ্র, অথবা শ্রীকৃষ্ণ। চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ বলিয়া চন্দ্রকে কলানিধি বলে; আবার চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও কলানিধি বলে। **তারাকর-গ্রহণ**—(চন্দ্রপক্ষে) তারার (নক্ষত্রের) কর (কিরণ) গ্রহণ। (শ্রীকৃষ্ণপক্ষে) তারার (শ্রীরাধার) করগ্রহণ (পাণিগ্রহণ)।

এইরূপে শ্লোকটীরও দুই রকম অর্থ হইতে পারে। যথা, (১) কলানিধি চন্দ্রকর্তৃক নক্ষত্রের কিরণ-গ্রহণ বিধেয় এবং (২) কলানিধি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার পাণিগ্রহণ বিধেয়। ললিতমাধব-নাটকের দশম অঙ্কের নাম "পূর্ণমনোরথ"; শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় অর্থে এই "পূর্ণমনোরথ-নামক সময়কেই" শ্লোকে "গুণবতি সময়ে" বলা হইয়াছে।

শ্লোকস্থ "কলানিধিনা"-শব্দের বিশেষণ হইতেছে "নটতা"। "কলানিধি"-শব্দের "চন্দ্র"-অর্থ গ্রহণ করিলে "নটতা কলানিধিনা"-পদের অর্থ হয়—"নৃত্যপরায়ণ চন্দ্রকর্তৃক"; কিন্তু চন্দ্র কখনও নৃত্য করে না, সুতরাং "কলানিধি"-শব্দের "চন্দ্র"-অর্থ গ্রহণ করিলে তাহার সঙ্গে "নটতা"-পদের অর্থসঙ্গতি হয় না। "কলানিধি"-শব্দের "শ্রীকৃষ্ণ"-অর্থ গ্রহণ করিলে "নটতা কলানিধিনা"-পদের অর্থ হয়—"নৃত্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক।" এই অর্থের সঙ্গতি আছে; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নৃত্য সম্ভব। কংসকে বধ করার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিয়াছেন। "চন্দ্র"-অর্থে "কলানিধিনা"-পদের সহিত "নটতা" পদের অর্থসঙ্গতি হয় না; কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণ"-অর্থে "কলানিধিনা"-পদের সহিত "নটতা"-পদের যোজনা করা হইলে অর্থসঙ্গতি পাওয়া যায়। ইহাই "উদ্‌ঘাত্যক।"

এই উদ্‌ঘাত্যকদ্বারাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, উল্লিখিত "নটতা কিরাতরাজং"-ইত্যাদি শ্লোকের চন্দ্রপক্ষীয় অর্থের সঙ্গতি নাই, শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় অর্থেরই সঙ্গতি আছে। "রঙ্গস্থলে কিরাতরাজং নিহত্য"-বাক্যাংশদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় অর্থেরই সঙ্গতি সূচিত হইয়াছে; যেহেতু, রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ কংসকে শ্রীকৃষ্ণই নিহত করিয়াছেন, চন্দ্র নিহত করে নাই। শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় অর্থেরই সঙ্গতি স্থাপিত হওয়ায় "তারাকর-গ্রহণম্"-পদেরও শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার (তারার) "করগ্রহণ বা পাণিগ্রহণ"-রূপ অর্থেরই সঙ্গতি পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধার পাণিগ্রহণই যে বিধেয়—ইহাই শ্লোকে বলা হইল। ললিতমাধব-নাটকের পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী যে শ্রীরাধার (উপলক্ষণে অন্যান্য গোপীগণের) সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের কথা বর্ণন কয়িয়াছেন, এই শ্লোকে তিনি তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং রায়রামানন্দ-স্বরূপদামোদরাদিও ইহাতে কোনওরূপ আপত্তি করেন নাই, বরং শ্রীরূপের ভূয়সী প্রশংসাই করিয়াছেন। শ্রীল রামানন্দরায় বলিয়াছেন,

রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে॥ কবিত্ব না হয় এই —অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥ প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্তকর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।১।১৩৮-৪০॥

আবার, প্রভু কহে—প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন। ইঁহার গুণে ইঁহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার। ঐছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার॥
সভে কৃপা করি ইঁহায় দেহ এই বর। ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর॥ ঐ৩।১।১৪২-৪৪॥
শক্তি দিয়াছি ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥ ঐ ৩।১।১৪৭॥

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীরূপকর্ত্তৃক ললিতমাধবে বর্ণিত বিবাহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং স্বরূপ-দামোদর-রায়রামানন্দাদিরও অনুমোদিত।

গ। **শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর অভিমত**

শ্রীভা ১০।৪৬।৪-শ্লোকে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ॥" এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ব্রজগোপীগণ আমাকেই তাঁহাদের 'দয়িত' মনে করেন।" এই "দয়িত"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী তাঁহার বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণীতে লিখিয়াছেন—"মাং দয়িতং নিজপতিমিতি, ন তু পাণিগ্রহীতারং গোপম্॥—ব্রজগোপীগণ আমাকেই তাঁহাদের নিজপতি মনে করেন; যাঁহারা তাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন (বলিয়া লোক প্রতীতি), সে-সকল গোপগণকে তাঁহারা পতি বলিয়া মনে করেন না।"

আবার, শ্রীভা, ১০।৪৭।২১-শ্লোকে উদ্ধবের নিকটে ব্রজগোপীগণ বলিয়াছেন—"অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে—আর্য্যপুত্র এখনও মধুপুরীতে আছেন তো ?" এ-স্থলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়াছেন। এ-স্থলে আর্য্যপুত্র-শব্দের অর্থে বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীপাদ সনাতন বলিয়াছেন—"আর্য্যস্য শ্রীগোপেন্দ্রস্য পুত্রোঽস্মৎস্বামীতি বা—শ্রীগোপেন্দ্রের পুত্র আমাদের স্বামী।' প্রাচীনকালে রমণীগণ স্বামীকেই "আর্য্যপুত্র" বলিতেন।

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৫-শ্লোকের টীকাতেও তিনি লিখিয়াছেন—"পরদারত্বাভাবাৎ পরদারসেবা নাস্তীতি পরিহৃতম্।—পরদারত্ব নাই বলিয়া পরদার-সেবাও নাই।" (উল্লিখিত টীকাত্রয় শ্রীমৎপুরীদাস মহোদয়ের সম্পাদিত "শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী" হইতে উদ্ধৃত হইল)।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর এই সকল উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপতঃ ব্রজগোপীদিগের পতি বা স্বামী, ইহাই হইতেছে তাঁহার অভিপ্রায়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতনের বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের দুইটী শ্লোকও উদ্ধৃত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকটী হইতেছে এইঃ—"স বৈ বিনোদঃ সকলোপরিষ্টাল্লোকে ক্বচিদ্‌ভাতি বিলোভয়ন্ স্বান্' সম্পাদ্যভক্তিং জগদীশভক্ত্যা বৈকুণ্ঠমেত্যাত্র কথং ত্বয়েক্ষ্যঃ ॥২।৪।১৩২॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"সকলস্য কৃৎস্নস্য প্রপঞ্চস্য প্রপঞ্চাতীতস্য স উপরিষ্টাদ্ বর্ত্তমানে লোকে ভুবন-বিশেষে ভাতি বিরাজতে॥" বৈকুণ্ঠে শ্রীমদনগোপালের পাদপদ্ম-যুগলের উপাসনারূপ পরম-ফলময় প্রিয়তম কোনও লোকবিশেষ প্রাপ্ত না হওয়ায় (২।৪।১১৯) গোপকুমারের দুঃখ জানিয়া নারদ তাঁহাকে উল্লিখিত ২।৪।১৩২-শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। এই শ্লোকে "সকলোপরিষ্টাল্লোক—প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত সমস্ত লোকের উপরে বর্ত্তমান" লোক বলিতে গোলোককেই বুঝায়। এই প্রসঙ্গে গোপকুমারকে উপদেশ দিতে দিতে শ্রীকৃষ্ণের বহু প্রকাশ-প্রসঙ্গে নারদ বলিয়াছেন—"পত্নী-সহস্রৈর্যুগপৎ প্রণীতং দ্রব্যং স ভুঙ্‌ক্তে ভগবান্ যদেকঃ। পশ্যন্তি নাপ্যত্র যথা প্রতিস্বমাদৌ মমাদত্ত

তদেব মেহত্তি ॥২।৪।১৬৬॥—শ্রীরাধাদি ও শ্রীরুক্মিণ্যাদি সহস্র সহস্র পত্নী সকলেই যুগপৎ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে একই ভগবান্ এক সময়েই সেই সমস্ত খাদ্য উপভোগ করেন। প্রেয়সীগণ তৎকালে প্রত্যেকেই বিবেচনা করেন যে, ইনি অগ্রেই মৎপ্রদত্ত খাদ্য ভোজন করিতেছেন, অহো! আমার কি সৌভাগ্য। বল্লভ আমার গৃহব্যতীত অন্যত্র গমন করেন না। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিশেষের বিস্তারচাতুর্য্যে তাঁহাদের সকলেরই প্রিয় আচরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রিয় আচরণ কদাচ মায়িক হইতে পারেনা।—প্রভু-পাদ শ্যামলাল গোস্বামীর অনুবাদ।”

উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—“পত্নীনাং শ্রীরাধাদীনাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনাং বা সহস্রৈর্যুগপৎ একদৈব প্রণীতমুপনীতং দ্রব্যং ভোগ্যাদিবস্তু স ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ-ইত্যাদি।”

শ্রীনারদ এই প্রসঙ্গে ভৌমবৃন্দাবনের কোনও কথা বলেন নাই। তাহাতে বুঝা যায়, তাঁহার উল্লিখিত বাক্যে গোলোকে শ্রীরাধাদিকর্তৃক আনীত দ্রব্যাদির কথাই তিনি বলিয়াছেন; উপরে উদ্ধৃত প্রথম শ্লোক হইতেও বুঝা যায়—গোলোক-সম্বন্ধেই একথা বলা হইয়াছে। সেই গোলোকে তিনি শ্রীরাধিকাদিকে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী—রুক্মিণ্যাদি যেমন পত্নী, তেমন পত্নী—“স্বকীয়া কান্তা” বলিয়াছেন। শ্রীনারদের এই উক্তির সহিত বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীপাদ সনাতনের উক্তির সঙ্গতি আছে বলিয়া বুঝা যায় যে, শ্রীনারদের এই উক্তি শ্রীপাদ সনাতনের অনুমোদিত।

[এ-স্থলে “শ্রীপাদ সনাতনের অনুমোদিত”—একথা বলার হেতু এই। বৃহদ্ভাগবতামৃতে মঙ্গলাচরণের পরে শ্রীপাদ সনাতনের নিজের উক্তিরূপে কিছুই নাই; বিভিন্ন ব্যক্তির উক্তিরূপেই সমস্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। ইঁহাদের সকলের সকল উক্তি যে শ্রীপাদ সনাতনের অনুমোদিত নহে এবং টীকাতেও যে তিনি প্রায়শঃ বক্তাদের উক্তির তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা মনে করিবার হেতুও আছে বলিয়া মনে হয়। দু-একটী উদাহরণ দিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

(ক) স্বর্গে ইন্দ্র নারদের নিকটে ব্রহ্মাসম্বন্ধে বলিয়াছেন-“কৃষ্ণঃ স এব হি ॥১।২।৩৫॥—তিনিই (ব্রহ্মাই) শ্রীকৃষ্ণ।” ইহা শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাস (১।৭৩)-ধৃত “যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥”-এই পাদ্মোত্তর-শ্লোকের টীকায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন (২৩৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য), তাহার সহিত ইহার সঙ্গতি নাই।

(খ) বৈকুণ্ঠবাসিগণ গোপকুমারকে বলিয়াছেন—“সংহারায়ৈব দুষ্টানাং শিষ্টানাং পালনায় চ। কংসং বঞ্চয়তানেন গোপত্বং মায়য়াকৃতম্॥ ২।৪।১০৩॥—দুষ্ট পূতনাদির সংহারনিমিত্ত ও শিষ্ট বসুদেবাদির পালননিমিত্ত এবং কংসকে বঞ্চিত করার নিমিত্ত এই প্রভুই গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন। প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ।” ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন। ইহাও শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীনারায়ণের অবতার, বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণ সকলেই তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥" শ্রীসনাতনের শিক্ষাশিষ্য কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাবতারত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

(গ) গোপকুমার বলিয়াছেন, বৈকুণ্ঠে মদনগোপালদেবের চরণারবিন্দ না দেখিয়া তাঁহার মন দীনবৎ হইলে, "তর্হ্যেব সর্ব্বজ্ঞশিরোমণিং প্রভুং বৈকুণ্ঠনাথং কিল নন্দনন্দনম্। লক্ষ্মীং ধরাশ্চাকলয়ামি রাধিকাং চন্দ্রাবলীংশ্চাস্য গণান্ ব্রজার্ভকান্ ॥২।৪।১১০॥—তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি সেই বৈকুণ্ঠনাথ আমার মনোভাব অবগত হইয়া নন্দনন্দনরূপ হইলেন, তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মী রাধিকামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন, ধরাদেবী চন্দ্রাবলীর রূপ ও অন্যান্য পার্ষদগণ ব্রজবালকরূপ ধারণ করিলেন।—শ্যামলাল গোস্বামীর অনুবাদ।" টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"ন চ মদ্ভাবনাবলেন তথাকলনমিত্যাহ। সর্ব্বজ্ঞানাং শিরোমণিং শিরোধার্য্যমিতি। মন্মনোদুঃখাদিকং জ্ঞাত্বা স্বয়মেব তথা কৃতবন্তমিত্যর্থঃ। যতঃ প্রভুং সর্ব্বশক্তিমন্তম্ ॥—(গোপকুমার বলিতেছেন) আমার ভাবনাবলেই (আমি সর্ব্বদা মদন গোপালের ভাবনা করিতাম বলিয়াই) যে আমি এইরূপ দেখিয়াছি, তাহা নহে। সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি নারায়ণ আমার মনোদুঃখাদি অবগত হইয়া নিজেই তদ্রূপ (নিজের মধ্যে মদনগোপালের রূপ এবং লক্ষ্মী প্রভৃতির মধ্যে রাধিকাদির রূপ প্রকাশ) করিয়াছিলেন। যেহেতু, তিনি প্রভু—সর্ব্বশক্তিমান।" এ-স্থলে টীকাতে গোপকুমারের উক্তির তাৎপর্য্যই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া নারায়ণাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপ তাঁহার মধ্যে অবস্থিত; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই কোনও ভক্তকে নিজের বিগ্রহে নারায়ণকে দেখাইতে পারেন। নারায়ণ স্বয়ংভগবান্ নহেন বলিয়া তাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে পারেন না; সুতরাং তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখাইতে পারেন না। অবশ্য স্বীয় ভক্তির প্রভাবে ভক্ত "স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।২২৭॥"; কিন্তু এ-স্থলে যে তদ্রূপ দর্শন নহে, তাহা গোপকুমারও বলিয়াছেন, টীকায় শ্রীসনাতনও বলিয়াছেন—"ন চ মদ্ভাবনাবলেন-ইত্যাদি।" ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ গোপকুমার তাহা বলিতে পারেন না; কিন্তু শ্রীপাদ সনাতন তাঁহার টীকায় যদি বলিতেন—বস্তুতঃ গোপকুমারের ভাবনার (ভক্তির) প্রভাবেই শ্রীনারায়ণাদিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণাদি দেখিয়াছেন, তাহা হইলে শ্রীপাদ সনাতনের নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ পাইত; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

বৃহদ্ভাগবতামৃতে বিভিন্ন বক্তার মুখে এইরূপ আরও অনেক উক্তি দৃষ্ট হয়, যাহা শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; বাহুল্যবোধে তৎসমস্ত উল্লিখিত হইল না।

শ্রীপাদ সনাতন তাঁহার টীকায় কোনও কোনও স্থলে যে নিজের অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও দৃষ্ট হয় বলিয়া মনে হয়। যথা, ২।৬।১৮-শ্লোকের টীকায় গোলোকে গোপকুমারদৃষ্ট লীলাসমূহ-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"এতচ্চ সর্ব্বং যথাপূর্ব্বং ভৌমব্রজভৌমাবিব ভগবতো গোলোকে সুখক্রীড়ায়াঃ সামগ্রীকারণং দর্শিতম্। অন্যথা পরমৈকান্তিনাং মনঃপূর্ত্ত্যনুপপত্তেঃ ॥—ভগবানের গোলোকে সুখক্রীড়ার সামগ্রীকারণ এই সমস্তই (গোপকুমার যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমস্তই)

পূর্ব্বের ন্যায় ভৌমব্রজভূমির লীলার ন্যায়ই (তদনুরূপই) প্রদর্শিত হইয়াছিল ; অন্যথা পরমৈকান্তীদিগের মনঃপূর্ত্তি সিদ্ধ হয় না।" এ-স্থলে "অন্যথা পরমৈকান্তিনাম্"-ইত্যাদি বাক্য হইতেই বুঝা যায়, ইহা হইতেছে শ্রীসনাতনের অভিমত, গোপকুমারের অভিমত নহে ; কেননা, কোনও ভক্ত বস্তুতঃ পরমৈকান্তী হইলেও ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ নিজেকে পরমৈকান্তী বলিয়া মনে করেন না। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।"

যাহাহউক, যে-সমস্ত উক্তির তাৎপর্য্য শ্রীপাদ সনাতনের অনুমোদিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না, সে-সমস্ত উক্তি তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। অধিকার-ভেদে লোকের সংস্কার ও ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এবং তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক একই বস্তুসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। বৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীনারদের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায় (২।৫।৯৮-১০০)। শ্রীপাদ সনাতন বিভিন্ন বক্তার মুখে বিভিন্ন রকমের কথা প্রকাশ করিয়া তাহাই জগতের জীবকে জানাইলেন। স্ব-স্ব ভাব অনুসারে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া মনে করে ; আবার কেহ কেহ বা স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তিকে, কেহ কেহ বা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকেও কেহ কেহ পরম পুরুষার্থের সাধন বলিয়া মনে করেন। বিভিন্ন বক্তার মুখে বিভিন্ন কথা প্রকাশ করাইয়া শ্রীনারদ-উদ্ধবাদির মুখে তিনি প্রকাশ করাইয়াছেন যে, শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমসেবাপ্রাপ্তিই হইতেছে বাস্তব পরম-পুরুষার্থ এবং শুদ্ধাভক্তি—বিশেষরূপে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই—হইতেছে তাহার সাধন। এইরূপে তিনি ভক্তিরই পরমোৎকর্ষ স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে গোলোকের মহিমাও খ্যাপন করিয়াছেন।]

বৃহদ্ভাগবতামৃতের উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা গেল—বৃহদ্বৈষ্ণব-তোষণীতে শ্রীপাদ সনাতন গোপীদিগকে যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতঃ পত্নী বলিয়াছেন, তাঁহাদের এই পত্নীত্ব বা স্বকীয়াত্ব গোলোকেই বিদ্যমান। গোলোকের লীলা নিত্য বলিয়া তাঁহাদের পত্নীত্ব বিবাহানুষ্ঠানজাত হইতে পারে না ; ইহা হইতেছে, লক্ষ্মীদেবীর পক্ষে শ্রীনারায়ণের পত্নীত্বের ন্যায়, অনাদি অভিমানজাত পত্নীত্ব।

বৃহদ্ভাগবতামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়েও গোপীদিগের কান্তাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে উক্তি দৃষ্ট হয় , এই প্রসঙ্গে সেই উক্তিগুলির আলোচনাও আবশ্যক।

কেহ কেহ মনে করেন—"শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার চম্পূতে গোলোকলীলা বর্ণন করিয়াছেন ; শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃতেও সেই গোলোকের লীলাই বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবের বর্ণনায় গোলোকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা ; কিন্তু শ্রীপাদ সনাতনের বর্ণনায় গোলোকে গোপীগণ হইতেছেন কন্যকা পরকীয়া। 'লোলপ্রকৃতয়ো বাল্যাদহো গোপকুমারিকাঃ। স্নানালঙ্করণং নাস্যাধুনাপি সমপদ্যত ॥২।৬।১০৪॥—শ্রীযশোদা বলিলেন, হে গোপকুমারিকাগণ! কি আশ্চর্য্য! তোমাদিগকে আমি বাল্যকাল হইতেই চঞ্চলস্বভাব দেখিতেছি। এখন পর্য্যন্ত ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) স্নানালঙ্করণাদি ক্রিয়া সমাপ্ত হইলনা ?' এ-স্থলে যশোদামাতা

গোপীদিগকে কুমারিকা (অবিবাহিতা—কন্যকা) বলিয়াছেন। বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে জটিলা-কুটিলার নামগন্ধও নাই ; সুতরাং পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, গোপীগণ ছিলেন কুমারী—কন্যকা।”

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। উল্লিখিত উক্তিটী যশোদামাতার উক্তি হইলেও গোপকুমারের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে। গোপকুমার গোলোকে গিয়া যাহা দেখিয়াছেন এবং শুনিয়াছেন, তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। গোপকুমারের গোলোকগমন-প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হইবে। এ-স্থলে কেবল “গোপকুমারিকা”-শব্দসম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে। “কুমার” ও “কুমারী” শব্দদ্বয় যখন বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন পুত্র এবং পুত্রী অর্থই প্রকাশ করে ; যথা, রাজকুমার, নন্দকুমার ; কিম্বা রাজকুমারী, বৃষভানুকুমারী ; আর, যখন বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন অবিবাহিত, অবিবাহিতা অর্থ প্রকাশ করে ; কুমার পুত্র—অবিবাহিত পুত্র, কুমারী কন্যা—অবিবাহিতা কন্যা। উল্লিখিত যশোদাবাক্যে গোপীদিগকে “গোপকুমারিকা” বলা হইয়াছে; এই শব্দটী বিশেষ্য, বিশেষণ নহে; সুতরাং ইহার অর্থ হইবে—গোপপুত্রী, গোপদিগের কুমারী কন্যা অর্থ হইবেনা। তাঁহারা যে কুমারী ছিলেন না, পরন্তু বিবাহিতা ছিলেন, ভাগবতামৃতের ২।৬ অধ্যায়েই তাহা বলা হইয়াছে। সে-স্থলে ২।৬।১৩০ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোপীদের সপত্নীর কথা বলিয়াছেন। অবিবাহিতা কুমারী কন্যার “সপত্নী” থাকিতে পারেনা। কেহ কেহ বলেন,—“এ-স্থলে যে ‘সপত্নীর’ কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে মহাভাবের অনুভাব—মোহ; মোহে সর্ব্ববিস্মারণ হয়।” এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই—মহাভাবের অনুভাব প্রকাশ পায় মহাভাববতী গোপীদের মধ্যে, অন্যের মধ্যে নহে ; কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত যে ২।৬।১৩০-শ্লোকের অন্তর্গত “দ্বিষাং”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতন “সপত্নীনাং” লিখিয়াছেন, তাহা হইতেছে গোপকুমারের উক্তি, গোপীদের উক্তি নহে ; সুতরাং ইহা মহাভাববতী গোপীদের মহাভাবের অনুভাব হইতে পারে না। ইহা মোহজনিত সর্ব্ববিস্মারণের ফলও নহে ; কেননা, সর্ব্ব-বিস্মারণ জ্ঞাতবস্তুকেই ভুলাইয়া দেয়, নূতন কোনও বস্তু মনে করায় না ; অবিবাহিতা কুমারীর মধ্যে তাঁহার পতির বা সপত্নীর আচরণের কথা “সর্ব্ববিস্মারণ” জাগায় না। বিশেষতঃ, মহাভাবের একমাত্র গতি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের দিকে, অন্য কোনও পুরুষের দিকে ইহার গতি থাকিতে পারে না, মহাভাব-বতীরা অন্য কোনও গোপকে পতি বলিয়া মনে করিতে পারেন না। মহাভাবের এতাদৃশ অনুভাবের কথা উজ্জ্বলনীলমণিও বলেন নাই। সুতরাং গোলোকে গোপীগণ যে অবিবাহিতা কুমারী ছিলেন, এইরূপ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। তারপর জটিলা-কুটিলার কথা। গোপকুমার নন্দালয়েই গোপীগণকে দেখিয়াছেন ; সে-স্থলে তখন জটিলা-কুটিলার থাকার সম্ভাবনা নাই ; তাই তিনি জটিলা-কুটিলাকে দেখেন নাই ; তিনি গোপীদের গৃহে কখনও যায়েন নাই ; তাঁহাদের গৃহে জটিলা-কুটিলা থাকিলেও তাঁহাদিগের দর্শন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা। সুতরাং গোপকুমার জটিলা-কুটিলার কথা বলেন নাই বলিয়াই জটিলা-কুটিলার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না।

বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত লীলা বাস্তবিক গোলোক-লীলা কিনা,

এক্ষণে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। এই অধ্যায়ের সমস্ত বিবরণই হইতেছে গোপকুমারের উক্তি। ভৌমবৃন্দাবনে থাকিয়া তিনি মাথুর ব্রাহ্মণের (জনশর্ম্মার) নিকটে এই বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বিবরণটী সংক্ষেপে হইতেছে এইরূপঃ—

বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জে গোপকুমার শোকবিহ্বল হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন (২।৬।৬); হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সচেতন করিলেন। গোপকুমার শ্রীকৃষ্ণের মনোহর পীতবসন ধারণ করিবার জন্য উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এক কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন, গোপকুমার ধাবমান হইয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না; মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি যমুনাপ্রবাহে পতিত হইলেন এবং পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলেন—মহাবেগবান্ কোনও উর্দ্ধগামী যানে তিনি দেশান্তরে যাইতেছেন, বৈকুণ্ঠ ও অযোধ্যাদি পুরী অতিক্রম করিয়া সর্ব্বলোকের উপরিভাগে বিরাজমান শ্রীগোলোকে উপনীত হইয়াছেন। মর্ত্ত্যভূমিতে শ্রীমথুরামণ্ডলে তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, সেই স্থানেও তাহা তাহাই দেখিলেন (২।৬।৬-১৪)। তিনি শ্রীগোলোকে মধুপুরীতে গেলেন এবং শুনিলেন, কংস স্বীয় পিতা উগ্রসেন এবং দেবকী-বসুদেবকে নিগৃহীত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতেছেন। কংসের ভয়ে যাদবগণ ভীত, সন্ত্রস্ত, কেহ কেহ বা দেশান্তরে পলায়িত। গোপকুমারও ভীত হইয়া সে-স্থান হইতে বৃন্দাবনে আসিলেন (২।৬।১৫-১৯)। সেই লোকের স্বভাবে গোপকুমারেরও তদনুরূপ মতি হইয়াছিল। তিনি অনুভব করিলেন—সেই গোলোক এবং ভারতবর্ষের অন্তর্গত গোলোকে কোনও পার্থক্যই নাই; সে-স্থানে তিনি নানাবিধ মনোহারিণী লীলা দর্শন করিলেন। সন্ধ্যাকালে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। চেতনা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অন্তঃপুরে নিয়া যশোদামাতার চরণ বন্দনা করাইলেন; মাতাও তাঁহাকে স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিলেন।

ব্রজসুন্দরীগণ তখন নানাছলে নন্দালয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। যশোদামাতার আদেশে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইয়া রত্নালঙ্কারাদিদ্বারা বিভূষিত করিলেন। ভোজনের পরে ব্রজাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়া শয়নমন্দিরে গেলেন; গোপীগণ শয়নমন্দিরে তাঁহার নানাবিধ পরিচর্য্যা করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণেরই ইঙ্গিতে তাঁহারা স্ব-স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। শ্রীদাম আসিয়া গোপকুমারকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিশাকালীন অন্যান্য ক্রীড়া বর্ণন করিতে গোপকুমার অক্ষম। প্রাতঃকালে নন্দগৃহে আসিয়া তিনি দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তখনও পর্য্যঙ্কে নিদ্রিত, তাঁহার অঙ্গে রতিচিহ্ন, যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের লালন করিতেছেন। ব্রজগোপীগণও সে-স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ জাগ্রত হইলে তাঁহাকে এবং বলদেবকে স্নান করাইয়া মাতা ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদের বনগমনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গোচারণে গেলেন। তাঁহাদের বিরহে সকলেই আর্ত্ত। গোবর্দ্ধনের নিকটে গোচারণ করিয়া সায়ংকালে তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবধূবর্গের সহিত পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া করিলেন (২।৬।১৯৫)।

× × × একদা যমুনাতীরে বিহারকালে শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন, কালিয় পুনরায় আপন হ্রদে আসিয়াছে (২।৬।২২০)। তৎক্ষণাৎ তিনি একাকী গমন করিয়া বেগভরে হ্রদে পতিত হইয়া নানাবিধ জলবাদ্য ও বিলাস প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ; কালিয় স্বীয় ফণামণ্ডলের দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিল। তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহচর গোপসকল সে-স্থলে আসিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। ধেনু-বৃষ-বৎস, আরণ্যপশুগণ এবং পক্ষিগণও আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিল। মহা উৎপাত দর্শনে শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণও সে-স্থানে উপনীত হইয়া আর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোপীগণও আসিয়াছেন ; তাঁহারা বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের ফণবন্ধন হইতে বহির্গত হইয়া কালিয়ের সহস্র সহস্র বিস্তীর্ণ ফণায় আরোহণ করিয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক গোপীদিগকে ফণার উপরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের সহিত দিব্যগীত-বাদ্য ও বিচিত্র নৃত্যকৌতুক বিস্তার করিয়া রাসবিলাসজনিত সুখ অনুভব করিলেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রভাবে শ্রীনন্দাদি এই রহস্যক্রীড়া দেখিতে পায়েন নাই (২ ৬।২৪০-৪৩)। × × তিনি কালিয়কে দমন করিলেন ; তাঁহার আদেশ মত কালিয় অন্যত্র চলিয়া গেল। × × ইহার পরে কোনও সময়ে কংসচর কেশি ও অরিষ্ট ব্রজে (গোলোকে) প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বাকৃতি কেশিকে নির্জ্জিত করিয়া স্বীয় বয়স্যবর্গকে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পৃথিবীতে ও আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন (২।৬।২৬০-৬১)। পরে ভবিষ্যতে অশ্বারোহণ-ক্রীড়ার জন্য তাহাকে ব্রজমধ্যে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিলেন এবং বৃষাসুরকেও শকট-বাহনার্থ বাঁধিয়া রাখিলেন। × × শ্রীকৃষ্ণ নন্দীশ্বরে। তাঁহাকে মধুপুরীতে নেওয়ার জন্য কংসের আদেশে অক্রূর আসিয়া উপস্থিত হইলেন (২।৬।২৬৩)। × × অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে রথে তুলিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনাগণ হৃদয়বিদারক শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিয়া সকলের অলক্ষ্যে গোপীদের সহিত কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। রথোপরি তাঁহাকে না দেখিয়া অক্রূর ও বলদেব তাঁহার পদচিহ্নের অনুসরণে কুঞ্জসমীপে উপনীত হইলেন। বাহির হইতেই অক্রূর অনুনয়-বিনয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার আবেদন জানাইলেন ; তাহাতে কোনও ফল না হওয়ায় কোপোদ্দীপক বাক্যও প্রয়োগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু গোপীদিগকে ত্যাগ করিলেন না। তখন অক্রূর দন্তে তৃণধারণপূর্ব্বক একে একে প্রত্যেক গোপীকে প্রণাম করিয়া কাকু প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোপীগণ অক্রূরকে তিরস্কার করিলেন। মধুপুরীগমনে অগ্রজ বলদেবেরও অনুমতি জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে সান্ত্বনা-দানপূর্ব্বক কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন এবং তিনি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন—একথাও জানাইলেন। × × যে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, নন্দাদিগোপবর্গ, রোহিণী, যশোদা পুরোহিত, দাসদাসী প্রভৃতি এবং গো-মহিষাদিও ত্বরিতগতিতে সে-স্থানে সমবেত হইলেন (২।৬।৩০০)। অক্রূর সেই কুঞ্জনিকটেই রথ আনয়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিলেন (২।৬।৩০১)। × × অক্রূর বেগে রথ চালাইয়া লইয়া গেলেন। × × ব্রজবাসীদিগের আর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের

সহিত ব্রজে আগমন করিলেন (২।৬।৩৪৮)। ××সেই অক্রূর কৃষ্ণকে মধুপুরীতে নেওয়ার জন্য পুনরায় ব্রজে আগমন করিলেন (২।৬।৩৫২)। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় মধুপুরী গমন করিয়া কংসকে বিনাশ করিলেন এবং পুনরায় ব্রজে আগমন করিয়া সেইরূপ বিহার করিতে লাগিলেন (২।৬।৩৫৪) শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পুনঃ পুনঃ মধুপুরীতে গমন করেন, পুনঃ পুনঃ ব্রজে সমাগত হইয়া সেইরূপেই ক্রীড়া করিয়া থাকেন (৩।৬।৩৫৫)। সেইরূপেই পুনঃ পুনঃ কালিয়দমন, গোবর্দ্ধনধারণ এবং অন্যান্য বিবিধ অদ্ভুত লীলা প্রবর্ত্তন করেন (২।৬।৩৫৬)। সর্ব্বশেষে গোপকুমার মাথুরবিপ্রকে (জনশর্ম্মাকে) বলিলেন—"হে ব্রহ্মন্! আমি সেই গোলোকের সর্ব্বাপেক্ষা চরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাহাত্ম্যের মাধুরীধারা বর্ণন করিলাম (৩।৬।৩৬৩)। ××আমি কখনও এই ভৌম মাথুরব্রজে, কখনও বা সেই গোলোকে অবস্থান করিয়া থাকি; তথাপি অদ্যাবধি এই দুই স্থানের অণুমাত্র ভেদ অনুভব করিতে পারি নাই (২।৬।৩৭৪)।

গোপকুমারের সর্ব্বশেষ উক্তি হইতে জানা গেল-তিনি গোলোকের লীলাই বর্ণন করিয়াছেন; গোলোকের লীলায় এবং ভৌম মাথুরব্রজের লীলায় অণুমাত্র ভেদও নাই এবং তিনি কখনও গোলোকে থাকেন, কখনও বা ভৌম মাথুরব্রজে থাকেন।

বক্তব্য। গোপকুমারকথিত গোলোকলীলার বর্ণনা শুনিলে স্বভাবতঃই কতকগুলি জিজ্ঞাসা মনে জাগে; ক্রমশঃ সেগুলির কথা বলা হইতেছে।

প্রথমতঃ, গোপকুমার তাঁহার যথাবস্থিত সাধক-দেহেই গোলোকে গিয়া থাকেন এবং পুনঃ পুনঃ যাইয়া থাকেন। কিন্তু যথাবস্থিত সাধক-দেহে কাহারও গোলোকে গমনের কথা অন্যত্র শুনা যায় না।

গোপকুমারের দেহকে যথাবস্থিত সাধকদেহ বলার হেতু এই। তিনি ছিলেন কান্তাভাবে মদনগোপালের উপাসক; তাঁহার সিদ্ধদেহ হইবে গোপকিশোরীদেহ; তিনি সেই দেহ লাভ করেন নাই। বৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৫-অধ্যায় হইতেও জানা যায়, গোপকুমারের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নারদ এবং উদ্ধব তাঁহাকে ভৌমব্রজে যাইয়া ভজন করার উপদেশ দিয়াছেন (২।৫।২৪১-৬০) এবং তদনুসারে তিনিও ভৌমব্রজে আসিয়া নারদের উপদেশানুরূপ ভজন করিয়াছিলেন (২।৬।১-২)। ইহা হইতেও জানা যায়, তিনি তাঁহার যথাবস্থিত সাধকদেহেই বিদ্যমান ছিলেন। ভক্তির কৃপায় সাধকের যথাবস্থিত দেহও অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহা ব্রজভাবের সিদ্ধদেহ হয় না; সেই দেহও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। জাতপ্রেমভক্ত দেহভঙ্গের পরে যোগমায়ার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের তৎকালীন প্রকটলীলাস্থলে আহিরীগোপীর গর্ভ হইতে সেবার অনুকূল চিন্ময় দেহে জন্মগ্রহণ করেন এবং নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের সঙ্গাদির প্রভাবে তাঁহার প্রেম অভীষ্টসেবার অনুকূল স্তরে উন্নীত হইলে তিনি পরিকরত্ব লাভ করেন; বস্তুতঃ তখনই তিনি সিদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হয়েন।

দ্বিতীয়তঃ, গোলোক হইতে তিনি পুনঃ পুনঃ ভৌমমাথুরব্রজেও (অর্থাৎ এই ভারতবর্ষেও) ফিরিয়া আসেন। কিন্তু যথাবস্থিত সাধকদেহে কাহারও প্রপঞ্চাতীত ভগবদ্ধামে যাওয়ার কথা জানা

যায় না। শ্রীসনকাদিও প্রপঞ্চান্তর্গত সত্যলোকের উপরিস্থিত বিকুণ্ঠাসুতের ধাম বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন, বিরজার পরপারবর্ত্তী পরব্যোমে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাহাতেও তাঁহারা শক্ত্যাবেশাবতার বলিয়াই প্রপঞ্চান্তর্গত বৈকুণ্ঠেও যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে শ্রীভগবানের জ্ঞানশক্তি সঞ্চারিত (শ্রীচৈ, ২।২০।৩০৯)। প্রপঞ্চাতীত ভগবদ্ধামে একবার গেলে আর যে ফিরিয়া আসিতে হয় না, অর্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণই তাহা বলিয়াছেন। "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ গীতা॥১৫।৬॥" অবশ্য বৈকুণ্ঠপার্ষদ শ্রীনারদ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। তিনিও শক্ত্যাবেশাবতার বলিয়াই তাহা করিতে পারেন; তাঁহাতে ভক্তিশক্তি সঞ্চারিত। "সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তিশক্তি॥ শ্রী, চৈ, ২।২০।৩০৯॥" জগতে ভক্তিপ্রচারের জন্য ভগবান্ তাঁহাকে অবতারত্ব দিয়াছেন। জগতের কোনও কার্য্যের জন্য যাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাদিগকেই অবতার বলে। নারদ ছিলেন সিদ্ধভক্ত, পার্ষদ; সিদ্ধ পার্ষদদেহ লাভ করিয়াই তিনি বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ, গোপকুমার বলিয়াছেন—অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে মধুপুরীতে নেওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ ব্রজে (গোলোকে) আসেন, শ্রীকৃষ্ণও পুনঃ পুনঃ মধুপুরীতে গমন করেন, পুনঃ পুনঃ কংসবধ করিয়া আবার পুনঃ পুনঃ ব্রজে (গোলোকে) ফিরিয়া আসেন। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়—অক্রূর একবারই ভৌমব্রজে আসিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও একবারই মাত্র ভৌম-মধুপুরীতে গিয়াছিলেন, একবারই কংসবধ করিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ কংসবধের কথায় বুঝা যায়—কংস একাধিকবার নিহত হইয়াছিলেন। একজন কিরূপে একাধিকবার নিহত হইতে পারে? কংস-বধের পরে মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় না. মথুরা হইতে তিনি দ্বারকায় গিয়াছেন, দ্বারকা হইতে দন্তবক্রবধের পরে একবার ব্রজে আসিয়াছিলেন। গোপকুমার বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে বলরামের সহিত ব্রজে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু পুরাণাদিতে একথা জানা যায় না।

চতুর্থতঃ, গোপকুমার বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে পুনঃ পুনঃ কালিয়-দমন, গোবর্দ্ধন-ধারণাদি লীলা করিয়া থাকেন; গোলোকে তিনি কেশি-অরিষ্ট প্রভৃতি কংসচরদিগকেও দমন করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণাদি হইতে জানা যায়—গোলোকে (অপ্রকট ধামে) অসুর-সংহারাদি লীলা নাই।

অবশ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর গোপালচম্পূতে দৃষ্ট হয়—শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণের জন্য বনগমনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন নানাবিধ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া যশোদামাতা তাহাতে সম্মতি দিতে চাহিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে মাতাকে বলিয়াছিলেন—"মাতরত্র বনে ন কোঽপি ত্রাসঃ, স তু সমূলকাষং কষিতানাং কেশিপ্রভৃতীনাং সঙ্গত এব গতঃ॥ পূর্ব্বচম্পূ॥ ২।৭৩॥—মাতঃ! এই বনে কোনও ভয় নাই; কেশিপ্রভৃতি অসুরদিগকে যখন সমূলে উন্মূলিত করা হইয়াছে, তখন সেই সঙ্গে ভয়ও অপনীত হইয়াছে।" তখন মাতা আবার বলিলেন—"তর্হি কিমাকর্ণ্যতে যদদ্যাপি কিঞ্চিত্তেষা-মৌদ্ধত্যং বিদ্যতে, প্রেতানামপি তত্তদাকারতয়া সদ্যঃ প্রেততাপ্রাপ্তানামিব॥ পূ, চ, ২।৭৩॥—তবে

কেন শুনিতে পাই যে, অদ্যাপিও সে-সকল অসুরদিগের কিছু কিছু ঔদ্ধত্য (উৎপাত) বিদ্যমান ? মৃতব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মা যেমন মৃতব্যক্তিদিগের আকার ধারণ করিয়া উৎপাত করিয়া থাকে, তাহারাও যেন তদ্রূপই করিতেছে।" তখন শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে মাতাকে বলিলেন—"মাত র্ন তে প্রেতজাতিতামবাপ্তাঃ, কিন্তু ভবচ্চরণরেণু-গুণিত-ভূমিমনুমরণপ্রতাপবর্গাদপবর্গমেব গতাঃ, বয়ন্তু মায়াময়তৎপ্রতিকৃতিপ্রপঞ্চসঞ্চয়মঞ্চন্তঃ সুখসন্তানায় মধ্যে মধ্যে লীলামধ্যস্যামঃ॥ পু, চ, ২।৭৩॥ মা, তাহারা প্রেতজাতিত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু তাহারা আপনার চরণরেণুভূষিত ভূমিতে (ব্রজে) মৃত্যুর পরে সেই ভূমির প্রভাবে অপবর্গ (সাযুজ্যমুক্তিই) পাইয়াছে। আমরা মধ্যে মধ্যে তাহাদের মায়াময় প্রতিকৃতিসমূহ প্রস্তুত করিয়া খেলা করিয়া সুখ অনুভব করি।"

ইহা হইতেছে অপ্রকটধামের (গোলোকের) কথা। ইহাতে মনে হইতে পারে—গোলোকেও অসুর-সংহারাদি লীলা আছে। কিন্তু তাহা নয়; অসুরসংহারের কথা উল্লিখিত বাক্যে বলা হয় নাই; কেশিপ্রভৃতি অসুরগণ শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া যে মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে, যাহারা প্রেততাপর্য্যন্তও লাভ করে নাই, তাহাদের আবার সংহার কিরূপে হইতে পারে ? শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহারা কেশিপ্রভৃতির প্রতিকৃতি (পুতুল) নির্ম্মাণ করিয়া খেলা করেন। নির্ম্মিত প্রতিকৃতি বা পুতুল হয় অচেতন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভেও লিখিয়াছেন—নিত্যধামে বা গোলোকে "অসুরাস্তু ন তত্র চেতনাঃ; কিন্তু যন্ত্রময়তৎপ্রতিমানিভা জ্ঞেয়াঃ॥ ২৮৬॥ অসুরসমূহ সে-স্থানে চেতন নহে, কিন্তু যন্ত্রময়প্রতিমাতুল্য।" কিন্তু গোপকুমারের কথিত অসুবগণ হইতেছে চেতন, গতিশীল; কেশী আকাশমার্গেও ভ্রমণ করিয়াছিল, অরিষ্টের শকটবহনের যোগ্যতা ছিল। গোপকুমারবর্ণিত গোলোকস্থ কংসাদি-দৈত্যও সচ্চিদানন্দময় (২।৬।২০৯), চেতন। গোলোকে জড়রূপা মায়া যখন থাকিতে পারে না, তখন কেশি-প্রভৃতি দৈত্যের কৃত্রিম প্রতিমাও অপ্রাকৃত-সচ্চিদানন্দময় হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রতীয়মানভাবে তাহারা অচেতন, চেতন কংসের স্থান সে-স্থানে কিরূপে হইতে পারে ? বিশেষতঃ, কংস তো পূর্ব্বে ছিলেন সত্যলোকের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠলোকের পরিকর; শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া অবশেষে তিনি সেই বৈকুণ্ঠেলোকেই গমন করিয়াছেন। তিনি আবার গোলোকে কিরূপে থাকিতে পারেন ? যাহাহউক, গোলোকে কৃত্রিম কংসবধের কথা, বা কৃত্রিম-গোবর্দ্ধনধারণাদির কথা কিন্তু চম্পুতে নাই। সুতরাং গোলোকে যে অসুর-সংহারাদি লীলা আছে, একথা বলা যায় না।

পঞ্চমতঃ, গোপকুমার বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ গোলোক হইতে মথুরায় গমন করেন। কিন্তু পুরাণাদি হইতে জানা যায়—অপ্রকটে ধাম হইতে ধামান্তরে শ্রীকৃষ্ণের গমনাগমন নাই; দ্বারকা, মথুরা এবং গোলোক—এই তিন অপ্রকট ধামে তিনি তিন প্রকাশে নিত্য বিরাজিত।

ষষ্ঠতঃ, গোপকুমার বলিয়াছেন—গোলোকলীলায় এবং ভৌম-মাথুরব্রজের লীলায় অণুমাত্রও ভেদ নাই। কিন্তু বৃহদ্ভাগবতামৃতেই শ্রীনারদের উক্তি হইতে জানা যায়—অন্যত্র অন্যের সহিত ক্রীড়া

করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় না, সেই সুখ লাভের জন্য (২।৫।৯৫), শ্রীব্রহ্মরুদ্রাদি, শ্রীনৃসিংহ-রঘুনাথাদি যাহা পূর্বে করিতে পারেন নাই, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংও বৈকুণ্ঠাদি কোনও স্থানেও যাহা করেন নাই, এতাদৃশ মহাদৈত্যহননাদি দুষ্করকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য (২।৫।১১৩ ও টীকা) গোলোকনাথই মর্ত্ত্য মথুরাগোকুলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন (২।৫।৯২-৯৪)।

এই উক্তি হইতে গোলোকলীলা ও ভৌম মাথুর ব্রজভূমির লীলার পার্থক্যের কথা জানা গেল। শ্রীপাদ সনাতনের শিক্ষাশিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর উক্তি হইতেও পার্থক্যের কথা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের একটী হেতুসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কথায় তিনি লিখিয়াছেন—'বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার॥ শ্রীচৈ, চ,॥ ১।৪।২৫॥" এ-স্থলে "বৈকুণ্ঠাদ্যে" শব্দে বৈকুণ্ঠ, অপ্রকট দ্বারকা, অপ্রকট মথুরা এবং গোলোককেই বুঝায়। এই উক্তি হইতেও জানা যায়—গোলোকলীলা এবং ভৌম-গোকুললীলা বা ব্রজলীলা সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৬ অনু) লিখিয়াছেন—"তস্য প্রাকট্যসময়ে লীলাস্তৎপরিকরাশ্চ প্রাদুর্ব্বভুবুস্তেতাদৃশাঃ চ অপ্রকটমপি নিত্যং তদীয়ে ধাম্নি সংখ্যাতীতাঃ এব বর্ত্তন্তে।" এই উক্তি হইতেও জানা গেল—অপ্রকট ধামে (গোলোকে) প্রকটলীলার অনুরূপ লীলাও আছে, অন্য লীলাও আছে। প্রকটের গোচারণাদি লীলা অপ্রকটেও আছে। কিন্তু প্রকটের সমস্ত লীলাই যে অপ্রকটে বিদ্যমান, ভক্তিসন্দর্ভের উক্তি হইতে তাহা বুঝা যায় না। যেসমস্ত বিশেষ লীলার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন বলিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত নারদাদির উক্তি হইতে জানা যায়, সে-সমস্ত লীলা অপ্রকটে থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকট এবং অপ্রকটের (গোলোকের) লীলা যে সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে, ভক্তিসন্দর্ভের উক্তি হইতেও তাহা জানা গেল।

সপ্তমতঃ, গোপকুমার বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে লইয়া কালিয়-ফণায় নৃত্যগীতবাদ্যাদি দ্বারা রাসলীলা-সুখ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে কালিয়-ফণায় এতাদৃশ নৃত্যাদির কথা দৃষ্ট হয় না।

অষ্টমতঃ, গোপকুমার বলিয়াছেন—লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অক্রূরের রথ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কুঞ্জে গমন করিলেন ; পরে তাঁহার পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া অক্রূর এবং বলদেবও কুঞ্জনিকটে গেলেন ; অক্রূর নরমে-গরমে শ্রীকৃষ্ণকে অনেক কথা বলিলেন, গোপীগণ অক্রূরকে তিরস্কার করিলেন ; পরে নন্দ-যশোদা-রোহিণী প্রভৃতিও সে-স্থানে গেলেন। এইরূপ কোনও কথা পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ, কুঞ্জমধ্যে গোপীগণবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নন্দ-যশোদা-রোহিণীর উপস্থিতি নন্দযশোদাদির বাৎসল্যভাবের বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়।

এইরূপে দেখা যায়, গোপকুমারের উক্তির সহিত শাস্ত্রোক্তির অনেক বিরোধ বিদ্যমান। গোপকুমার যে অজ্ঞ ছিলেন, তাহাও নহে ; তিনি ছিলেন "সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি (২।১।৯২)।" আবার,

তিনি মহাভাগবত, পরম প্রেমিক, মদনগোপালের একান্তী ভক্তও ছিলেন। তাঁহার উক্তিতে এতাদৃশ বিরোধের সমাধান কি ?

সমাধান। সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়। মাথুরবিপ্রের নিকটে গোলোকলীলাসম্বন্ধে গোপকুমার যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই তাঁহার আবেশোক্তি—স্বপ্নাবেশ বা তদ্রূপ কোনও আবেশকালের উক্তি—বলিয়া মনে হয়। মাথুরবিপ্রের নিকটে গোলোকলীলা বর্ণনের সূচনায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার আবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—"ইত্থং বসন্নিকুঞ্জেঽস্মিন্ বৃন্দাবনবিভূষণে। একদা রোদনাম্ভোধৌ নিমগ্নো মোহমব্রজম্॥ বৃ, ভা, ২।৬।৬॥—এইরূপে বৃন্দাবনের বিভূষণস্বরূপ এই নিকুঞ্জে রোদনসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমি মোহ প্রাপ্ত হইলাম।" অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনও গোপকুমারের এই মোহকে "প্রেমমোহ" বলিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৬।২-শ্লোকের টীকাতেও তিনি গোপকুমারের তৎকালীন দশাকে "উন্মত্তাদিবদবস্থা" বলিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী ২।৬।১২-শ্লোকে গোপকুমার যে-স্থলে বলিয়াছেন—সহসা শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া যমুনাপ্রবাহে পতিত হইলেন, সে-স্থলেও শ্রীপাদ সনাতন টীকায় লিখিয়াছেন—"তদানীমপি সম্যক্প্রেমমোহানপগমাৎ—তখনও গোপকুমারের প্রেমমোহ সম্যক্‌রূপে দূরীভূত না হওয়ায়।" ইহা হইতেও জানা যায়, গোপকুমারের প্রেমমোহ চলিতেই ছিল। এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, ২।৬।৭-৮-শ্লোকে গোপকুমার যে বলিয়াছেন- শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গাত্রের ধূলিমার্জন করিয়া তাঁহাকে সচেতন করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মোহাবেশেরই উক্তি; তিনি বস্তুতঃ তখনও সচেতন হয়েন নাই। এই মোহাবেশেই গোপকুমার যাহা দেখিয়াছেন, তাহাকেই বাস্তব বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাহাই মাথুর ব্রাহ্মণের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সাধনরূপে ভৌম-ব্রজলীলার স্মরণ-মননাদি করিতেন এবং প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা করিয়াছেন, তৎসমস্তও তিনি জানিতেন। আবেশের অবস্থাতেও তিনি তৎসমস্তই দেখিয়াছেন। স্বপ্নাবেশাদি অবস্থায় লোক সাধারণতঃ জ্ঞাত বস্তুসমূহই দেখিয়া থাকে এবং জ্ঞাত বস্তুসমূহের যেরূপ সমাবেশ বাস্তব জগতে সম্ভব নহে, তদ্রূপ অদ্ভুত সমাবেশও কখনও কখনও দেখিয়া থাকে। স্বপ্নে কেহ কেহ দেখেন, তিনি যেন হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া পাখীর ন্যায়, অথবা উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান অবস্থাতেই, মনোবেগে আকাশমার্গে বিচরণ-করিতেছেন; কখনও বা নিজের মৃত্যুও নিজে দেখেন এবং তাঁহার শোকে আত্মীয়-স্বজনকে ক্রন্দন করিতেও দেখেন; মানুষের শৃঙ্গও দেখেন, স্বর্গ-নরকে গমনও দেখেন। একই স্বপ্নে একই ঘটনা একাধিকবার ঘটিতেও দেখেন। গোপকুমারও তদ্রূপ তাঁহার প্রেমমোহাবেশের অবস্থায় তাঁহার স্মরণ-মননের বস্তু প্রকটলীলার ঘটনাই দেখিয়াছেন এবং প্রকটলীলার ঘটনাসমূহের অদ্ভুত সমাবেশ—কালিয়-শিরে রাসনৃত্য, অক্রূরের রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া গোপীদের সহিত নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের মিলন, কুঞ্জে গোপীগণপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নন্দযশোদাদির গমন, পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন এবং মথুরা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন, একই অসুরের পুনঃ পুনঃ সংহারাদি—তিনি দেখিয়া-

ছেন। গোলোক যে বৈকুণ্ঠাদির উপরে অবস্থিত, তাহাও তিনি জানিতেন। স্বপ্নাবস্থায় লোক যেমন মনোবেগে আকাশমার্গে উড্ডয়ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ গোপকুমারও তাঁহার মোহাবেশ-অবস্থায় মনে করিয়াছেন—ঊর্দ্ধগামী বেগবান্ যানে তিনি বৈকুণ্ঠাদি অতিক্রম করিয়া সর্বোপরি অবস্থিত গোলোকে গিয়াছেন এবং আবেশের অবস্থায় তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমস্তকেও তিনি গোলোকের ঘটনা বলিয়াই মনে করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমস্ত বাস্তবিক গোলোকের লীলা নহে, তৎসমস্ত হইতেছে ভৌমব্রজভূমির লীলার অনুরূপ লীলা। ২।৬।১৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"এতচ্চ সর্ব্বং যথাপূর্ব্বং ভৌমব্রজ-ভূমাবিব ভগবতো গোলোকে সুখক্রীড়ায়াঃ সামগ্রীকারণং দর্শিতম্। অন্যথা পরমৈকান্তিনাং মনঃ-পূর্ত্ত্যনুৎপত্তেঃ॥—গোলোকে ভগবানের সুখক্রীড়ার সামগ্রীকারণ এই সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় ভৌমব্রজ-ভূমির অনুরূপ ভাবেই গোপকুমারের নিকটে প্রদর্শিত হইয়াছে; অন্যথা পরমৈকান্তীদিগের মনঃপূর্ত্তি হইতে পারে না।" এ-স্থলে "যথাপূর্ব্বং"শব্দটীও তাৎপর্য্যপূর্ণ। পূর্ব্বে, অর্থাৎ সাধনের অঙ্গভূত স্মরণমনন-কালে গোপকুমার যে-সমস্ত লীলার চিন্তা করিতেন, সে-সমস্ত লীলার ন্যায়। এ-স্থলে "ভৌমব্রজভূমির লীলার ন্যায় লীলাই প্রদর্শিত হইয়াছিল"-বলা হইয়াছে, "অপ্রকট গোলোকের লীলার ন্যায়. অথবা অপ্রকট গোলোকের, লীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল' বলা হয় নাই।

গোপকুমারের কথিত লীলাতে অসুর-সংহারাদি আছে; গোলোকে তাহা নাই বলিয়া এই লীলা গোলোক-লীলার অনুরূপ হইতে পারে না। আবার, তাঁহার চিন্তিত এবং জ্ঞাত প্রকটলীলার ঘটনা-সমূহের অদ্ভুত সমাবেশ গোপকুমার বর্ণন করিয়াছেন; এতাদৃশ অদ্ভুত সমাবেশ প্রকটলীলাতে নাই; সুতরাং তাঁহার কথিত লীলা ঠিক প্রকটলীলাও নহে; তবে তাঁহার কথিত লীলাগুলি (লীলা-সমূহের অদ্ভুত সমাবেশের কথা বাদ দিলে) সমস্তই প্রকটলীলার অনুরূপ। এজন্যই শ্রীপাদ সনাতন টীকায় লিখিয়াছেন—ভৌমব্রজভূমির (প্রকট ব্রজের) লীলার ন্যায় লীলাই প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভৌমব্রজভূমাবিব-ভৌমব্রজভূমৌ ইব। ইব-শব্দ ঔপম্যসূচক। ঔপম্যে সর্ব্বতোভাবে একরূপতা সূচিত হয় না; কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য সূচিত হয়; এ-স্থলে ঘটনাগুলির সমাবেশে সাদৃশ্য নাই; কিন্তু ঘটনাগুলির সাদৃশ্য আছে। ঔপম্যসূচক "ইব"-শব্দের ইহাই ব্যঞ্জনা।

গোপকুমারের বর্ণিত লীলার পূর্ব্বোল্লিখিত বিরোধগুলির অন্য প্রকার সমাধান হইতে পারে কিনা, দেখা যাউক। অপ্রকটে বা গোলোকে যখন মথুরাগমনাদি এবং অসুর-সংহারাদিলীলা নাই, অথচ গোপকুমার যখন তৎসমস্ত বর্ণন করিয়াছেন, তখন মনে করা যায়—গোপকুমার কোনও প্রকটপ্রকাশের কথাই বলিয়াছেন; তাহা অবশ্য গত দ্বাপরে এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ভারতবর্ষে প্রকটিত প্রকাশ নহে; অন্য অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত প্রকাশ—যাহা এই ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে অপ্রকট হইলেও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট। কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডের প্রকট প্রকাশে কংসবধ একবারই হইয়া থাকে; কিন্তু বৃহদ্ভাগবতামৃতে যখন পুনঃপুনঃ মথুরাগমন এবং পুনঃ পুনঃ কংসবধের কথা আছে, তখন মনে হয়, ব্রহ্মাণ্ড-পরম্পরায়

প্রকটিত লীলা-পরম্পরার কথাই বলা হইয়াছে। প্রকট লীলার একই প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, সেই প্রকাশে অবস্থিত গোপকুমার সেই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে গিয়াছেন; অথচ লীলাশক্তির প্রভাবে, অথবা শ্রীকৃষ্ণকৃপার প্রভাবে, তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই যে, তিনি এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে গিয়াছেন। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অক্রূরের আগমন, কৃষ্ণের মথুরাগমন, কংসবধ এবং কৃষ্ণের পুনরায় ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন গোপকুমার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পরিকরগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই; কেননা, জন্মলীলার ব্যপদেশেই ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের আবির্ভাব হয়; তাই পূর্ব্বব্রহ্মাণ্ডের লীলার কথা তাঁহাদের মনে থাকেনা। এজন্য, কৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্রূর যখন পুনরায় ব্রজে আসেন, তখন পরিকরগণ মনে করেন, তিনি যেন পূর্ব্বে আর আসেন নাই। "স হি কালান্তরেঽক্রূরোঽপূর্ব্বাগত ইবাগতঃ॥ ২।৬।৩৫২॥" এইরূপ সমাধান স্বীকার করিলে মথুরায় গমনাগমন এবং অসুর-সংহারাদি-বিষয়ে পুরাণবাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করা যায় বটে; কিন্তু কালিয়শিরে রাসনৃত্যাদিরূপ ঘটনা-সমূহের অদ্ভুত সমাবেশের সমাধান পাওয়া যায় না এবং এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে গমনের সমাধানও পাওয়া যায় না; কেননা, যথাবস্থিত সাধকদেহে কাহারও এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে অপর ব্রহ্মাণ্ডে গমনাদির কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরা এইরূপ সমাধান স্বীকৃত হইতে পারে না। মোহাবেশ স্বীকার করিলে সমস্ত বিষয়েরই সমাধান পাওয়া যায়; বিশেষতঃ, প্রেমমোহাবেশের কথা গোপ-কুমারের উক্তিতে এবং শ্রীপাদ সনাতনের টীকাতেও দৃষ্ট হয়। সুতরাং মোহাবেশ স্বীকারপূর্ব্বক সমাধানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, বৃহদ্‌ভাগবতামৃত হইতে জানা যায়—অপ্রকট দ্বারকায় শ্রীনারদ গোপকুমারকে বলিয়াছেন—"স্বস্যোদ্ধবস্য তেঽপ্যেষ কৃত্বাহং শপথং ব্রুবে। দুঃসাধ্যং তৎপদং হ্যত্র তৎসাধনমপি ধ্রুবম্॥ ২।৫।২০৮॥—আমি নিজের ও উদ্ধবের এবং তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, সেই গোলোকধাম এই স্থানে দুঃসাধ্য এবং তাহার সাধনও দুঃসাধ্য। মর্ত্ত্যলোকবর্ত্তি-শ্রীমথুরার ব্রজভূমিতেই তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে।—প্রভুপাদ শ্যামলালগোস্বামিকৃত অনুবাদ।" শ্রীপাদ সনাতনও টীকায় লিখিয়াছেন—"তর্হ্যধুনা তল্লোকপ্রাপ্ত্যুপায়মুপদিশেতি চেত্তত্রাহ স্বস্যেতি। অত্রেতি মর্ত্ত্যলোকবর্ত্তি-শ্রীমথুরাব্রজ-ভূমাবেব তৎসিদ্ধিঃ স্যাদিতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ॥" এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—গোলোকপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য: মর্ত্ত্যলোকবর্ত্তী ব্রজভূমিতে সাধন করিলেই গোলোকপ্রাপ্তি হইতে পারে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—প্রকটলীলাকে অবলম্বন করিয়া রাগানুগামার্গে ভজন করিলে প্রথমে প্রকট-লীলাতেই পরিকরত্ব লাভ হয় এবং প্রকটলীলার অন্তর্দ্ধানে ভক্ত এক স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডান্তর-সমূহের প্রকটলীলাতে এবং আর এক স্বরূপে অপ্রকট গোলোকে গমন করেন। এই রূপেই গোলোক প্রাপ্তি সিদ্ধ হইতে পারে। ইহা হইতে ইহাও পরিষ্কার ভাবে জানা গেল যে—যে পরিকরদেহে সাধক প্রকটলীলায় প্রবেশ করেন, সেই পরিকরদেহেই তিনি যথাসময়ে অপ্রকট

গোলোকেও প্রবেশ করেন ; অন্য কোনও দেহে, এমন কি অন্যধামের পরিকরদেহেও, গোলোকে প্রবেশ সম্ভব নহে। "দুঃসাধ্যং তৎপদং হ্যত্র তৎসাধনমপি ধ্রুবম্॥"—এই নারদোক্তির এবং "তর্হ্যধুনা তল্লোকপ্রাপ্ত্যুপায়মুপদিশেতি চেৎ"-শ্রীপাদ সনাতনের এই টীকোক্তির তাৎপর্য্যও তাহাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গোপকুমার যথাবস্থিত সাধকদেহে বিদ্যমান, তখনও প্রকটলীলাতেও তাঁহার পরিকরত্ব লাভ হয় নাই ; তিনি কিরূপে গোলোকে যাইতে পারেন ? সিদ্ধ পার্ষদদেহ শ্রীনারদও যে গোলোকে গিয়াছিলেন, বৃহদ্ভাগবতামৃত হইতে তাহা জানা যায় না। তথাপি যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, গোপকুমার বাস্তবিকই তাঁহার যথাবস্থিত সাধকদেহেই গোলোকে গিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি সে-স্থলে যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমস্ত যে ভৌমব্রজভূমিরই লীলার অনুরূপ, তাহা শ্রীপাদ সনাতনের উল্লিখিত টীকোক্তি হইতেই জানা যায়।

শ্রীপাদ সনাতনের উল্লিখিত টীকা হইতে জানা গেল পরমৈকান্তী গোপকুমারের সাক্ষাতে ভৌমব্রজের লীলাসমূহই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। তাহার হেতুর কথাও বলা হইয়াছে—অন্যথা পরমৈ-কান্তীদের মনঃপূর্ত্তি হয় না। একথার তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। গোপকুমার তখনও তাঁহার যথাবস্থিত দেহে অবস্থিত —সুতরাং তখনও তিনি সাধক। প্রকটলীলাকে অবলম্বন করিয়াই ব্রজভাবের সাধকের সাধন। সুতরাং তাঁহার সাক্ষাতে যদি প্রকটলীলা প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলেই তাঁহার সাধনও অব্যাহত ভাবে পুষ্টি লাভ করিতে পারে, তাঁহার অভীষ্টও দ্রুতবেগে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, অর্থাৎ তাঁহার মনঃপূর্ত্তি—মনোবাসনার পূর্ত্তি—সম্ভব হইতে পারে। এজন্যই পরমকরুণ ভগবান্ গোপকুমারের নিকটে প্রকটলীলাই প্রকাশিত করিয়াছেন।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—বৃহদ্ভাগবতামৃতে গোপকুমারের উক্তিতে গোলোকের লীলা বর্ণিত হয় নাই, ভৌমব্রজভূমির লীলাই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী কিন্তু তাঁহার চম্পূতে গোলোকলীলাই বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীপাদ সনাতন এবং শ্রীপাদ জীব—উভয়ে একই গোলোকলীলার বর্ণনা দিয়াছেন, এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও চম্পূকেই গোলোকলীলাবর্ণনাত্মক গ্রন্থমহাশূর বলিয়াছেন ; কিন্তু বৃহদ্ভাগবতামৃত-সম্বন্ধে তিনি তাহা বলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থমহাশূর। নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥ শ্রী,চৈ,চ, ২।১।৩৯॥" (নিত্যলীলা—গোলোকলীলা।) কিন্তু শ্রীপাদ সনাতনের গ্রন্থসমূহের নামোল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি ভাগবতামৃতের নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন ; ভাগবতামৃতে যে গোলোকলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বলেন নাই। "হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত। দশম-টিপ্পনী আর দশমচরিত ॥ এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১।৩০-৩১॥" কবিরাজগোস্বামী আরও বলিয়াছেন—"সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপকৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৫।১৮১॥" শ্রীপাদ সনাতন তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃতে যে ভক্তিসিদ্ধান্তের সার প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজ বোধ হয়

এ-স্থলে তাহাই বলিলেন ; কিন্তু শ্রীসনাতন যে নিত্যলীলারস বা গোলোকলীলা-রস বর্ণন করিয়াছেন, কবিরাজগোস্বামী তাহা বলেন নাই। কিন্তু শ্রীজীবের চম্পূ সম্বন্ধে তিনি তাহা বলিয়াছেন। আর, শ্রীরূপ সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী "ভক্তিরস-প্রান্তের" কথা বলিয়াছেন। প্রকটলীলার প্রেমভক্তিরসের পর্য্যবসান যে অপূর্ব্ব সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে—স্বকীয়া ভাবময়ী লীলাতে, শ্রীরূপ তাঁহার ললিতমাধবে তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ বোধ হয় সে কথাই বলিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনও বৃহদ্ভাগবতামৃতের প্রারম্ভে বলিয়াছেন--তাঁহার এই গ্রন্থ হইতেছে "ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রাণাময়ং সারস্য সংগ্রহঃ ॥১।১।১১॥—ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রসমূহের সারের সংগ্রহ।" এই গ্রন্থে তিনি যে গোলোকলীলা বর্ণন করিবেন, তাহা বলেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ভক্তিগ্রন্থেও গোলোকলীলাবর্ণন দৃষ্ট হয় না। ২।৬-অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সনাতন যে লিখিয়াছেন—"ষষ্ঠে গোলোকগমনং তত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনম্। কৃপাবিশেষস্তস্যাথ লীলা তল্লোকবর্ত্তিনী ॥"—এ-স্থলেও তিনি গোপকুমারের মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নিজের মনোভাব নহে। কেননা, পূর্ব্বে উদ্ধৃত বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকাদিতে শ্রীপাদ সনাতন যে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত গোপকুমারকথিত লীলার ভাবের সঙ্গতি নাই।

পূর্ব্বে শ্রীপাদ সনাতনের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী এবং বৃহদ্ভাগবতামৃতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে--তাঁহার মতে গোলোকে হইতেছে স্বকীয়া-ভাবময়ী লীলা। অথচ, গোপকুমারের বর্ণিত লীলা হইতেছে পরকীয়াভাবময়ী লীলা ; সুতরাং গোপকুমারের বর্ণিত লীলা যে গোলোকের লীলা, তাহা শ্রীপাদ সনাতনের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

অন্য একটী বিষয় বিবেচিত হইলেও পরিষ্কার ভাবে জানা যায়—গোপকুমারের বর্ণিত লীলা গোলোকের লীলা নহে। সেই বিষয়টীর কথা বলা হইতেছে। বৃহদ্ভাগবতামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে জানা যায়—ধাত্রী মুখরা যখন ব্রজগোপীদিগের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিলেন, তখন যশোদামাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"এতৎপাদনখাগ্রৈকসৌন্দর্য্যস্যাপি নার্হতি। সৌন্দর্য্যভারঃ সর্ব্বাসামাসাং নীরাজনং ধ্রুবম্ ॥২।৬।১০৯॥—এই শ্রীরাধিকাদি সমস্ত গোপীগণের সৌন্দর্য্যভারও আমার পুত্র এই শ্যামসুন্দরের একটী পদনখের অগ্রভাগের সৌন্দর্য্যেরও নীরাজনের যোগ্য নহে, ইহা নিশ্চয় জানিও।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"যচ্চ কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্যমাসাং বিদ্যতে, তন্মদীয়শ্যামসুন্দরস্য বধূত্বাভাবেন বৈফল্যাপত্তের্ভার এবেতি—ইঁহাদের যে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য আছে—আমার শ্যামসুন্দরের বধূত্বাভাবে তাহাও বৈফল্য প্রাপ্ত হইয়াছে—সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ভারস্বরূপই হইয়াছে।" এই টীকায় শ্রীপাদ সনাতন জানাইলেন যে, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নী নহেন। অথচ তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, বৃহদ্ভাগবতামৃতের উক্তি হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—সুতরাং তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়াকান্তা, তাহাও জানা যায়। তবে তাঁহারা কি কন্যকা-পরকীয়া কান্তা ? তাহাও নহে। কেননা, ২।৬।১৩০-শ্লোকের অন্তর্গত গোপকুমারোক্ত "দ্বিষাং"-শব্দের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন- "সপত্নীনাম্" ; আবার ২।৬।২৯২-শ্লোকের অন্তর্গত গোপীগণ-

কথিত "দ্বিষৎসুহৃৎবন্ধুগণাশ্চ বৈরিণঃ"-বাক্যের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"দ্বিষৎ সপত্নীবর্গাদিরপি" এবং "বন্ধুগণাশ্চ পতিপুত্রাদয়ো বৈরিণোঽভবন্।" এই টীকোক্তি হইতে জানা গেল, কৃষ্ণকান্তা গোপীদিগের "সপত্নী এবং পতিপুত্রাদিও" ছিল ; সুতরাং তাঁহারা যে কন্যকা ছিলেন না, পরন্তু পরোঢ়াই ছিলেন, তাহাই জানা গেল। অর্থাৎ গোপকুমার-বর্ণিত লীলাতে গোপীগণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরোঢ়া পরকীয়া কান্তা। সুতরাং গোপকুমার-বর্ণিত লীলা যদি গোলোক-লীলা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, গোলোকে গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পরোঢ়া-পরকীয়া কান্তা। প্রকট-লীলার ন্যায় অপ্রকটেও (অর্থাৎ গোলোকেও) গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরোঢ়া-পরকীয়া কান্তা, তাহা প্রতিপাদন করার জন্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী অত্যন্ত আগ্রহবান্. তিনি যদি মনে করিতেন—বৃহদ্ভাগবতামৃতে গোপকুমার-বর্ণিত লীলা হইতেছে গোলোকলীলা, তাহা হইলে তিনি তাঁহার অভিমতের সমর্থনে নিশ্চয়ই বৃহদ্ভাগবতামৃতের গোপকুমারোক্তির উল্লেখ করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই ; ইহাতেই জানা যায়—গোপকুমারের বর্ণিত লীলা যে গোলোকলীলা, একথা চক্রবর্ত্তিপাদও স্বীকার করেন নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর মতে প্রকটে গোপীদিগের পরোঢ়া-পরকীয়া-ভাব এবং অপ্রকটে বা গোলোকে স্বকীয়াভাব।

ঘ। **শ্রীধরস্বামিপাদের অভিমত**

শ্রীমদ্ভাগবতের "গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্" ইত্যাদি ১০।৩৩।২১-শ্লোকের অন্তর্গত "ঋষভস্য"-পদের অর্থে স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পত্যুঃ—পতির।" এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব শ্রীকৃষ্ণকেই "ঋষভ" বলিয়াছেন। এই "ঋষভ"-পদের অর্থে স্বামিপাদ বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন রাসলীলাবিহারিণী গোপীদের "ঋষভ—পতি।"

আবার, "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৫-শ্লোকের টীকাতেও স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিহৃতম্। ইদানীং ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিণঃ পরদারসেবা নাম ন কাচিদিত্যাহ গোপীনামিতি।—পূর্ব্বে গোপীদিগের পরদারত্ব স্বীকার করিয়াই দোষের পরিহার করা হইয়াছে (শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদার-সঙ্গ যে দোষাবহ নহে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে)। এক্ষণে 'গোপীনাম্' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন--"সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের পক্ষে পরদারসেবা বলিয়া কোনও ব্যাপারই হইতে পারে না।" এ-স্থলে স্বামিপাদ বলিলেন—গোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরপত্নী নহেন। তবে কি ? পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীভা, ১০।৩৩।২১-শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের পতি ; আর এই শ্লোকে তিনি বলিলেন—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরপত্নী নহেন। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, স্বামিপাদের অভিপ্রায় হইতেছে এই যে—গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন তাঁহাদের পতি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে—পতি-পত্নীসম্বন্ধ ; অবশ্য ইহা অনাদিসিদ্ধ—অভিমানজাত—সম্বন্ধ।

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর অভিমত প্রসঙ্গে সর্ব্বশেষে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তদনুসারে স্বামিপাদেরও অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, প্রকটের পরদ্বারত্ব হইতেছে অবাস্তব, প্রাতীতিক ; কিন্তু অপ্রকটে গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা।

৬। শ্রীল শুকদেবগোস্বামীর অভিমত

রাসলীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে "পাদন্যাসৈর্ভুজবিধূতিভিঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।৭-শ্লোকে শ্রীল শুকদেবগোস্বামী গোপসুন্দরীদিগকে "কৃষ্ণবধ্বঃ—শ্রীকৃষ্ণের বধূ" বলিয়াছেন। এই শ্লোকের বৃহৎ ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণবধ্ব ইতি। গোপবধূত্বং প্রসিদ্ধং বারয়তি—গোপবধূ বলিয়া ব্রজসুন্দরীদের যে প্রসিদ্ধি আছে, 'কৃষ্ণবধ্বঃ' শব্দে তাহা খণ্ডিত হইল।" ইহাতে বুঝা যায়—"কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রজসুন্দরীদের বাস্তব স্বকীয়াত্বই খ্যাপন করিয়াছেন। "বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চ"-ইত্যাদি প্রমাণবলে বধূ-শব্দে জায়া, স্ত্রী এবং পুত্রবধূকে বুঝায় ; উপপত্নীকে বুঝায় না। উক্ত শ্লোকের অন্তর্গত "তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজু"-অংশের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্"-ইত্যাদি উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"ইতি দৃষ্টান্তঃ স্বাভাবিক-পতিসম্বন্ধত্বমেব দার্ষ্টান্তিকেষ্বপি দর্শিতম্।—শ্লোকোক্ত মেঘচক্র এবং তড়িৎ-সমূহের দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তিকগণেও (শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজসুন্দরীগণেও) স্বাভাবিক পতিসম্বন্ধত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে।"

আবার, "গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।২১-শ্লোকের অন্তর্গত "ঋষভস্য"-শব্দেও শ্রীলশুকদেব শ্রীকৃষ্ণকে "ঋষভ" বলিয়াছেন। "ঋষভস্য"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-"ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য - গোপীদের পতি শ্রীকৃষ্ণের।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"অত্র ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইত্যত্রায়মভিপ্রায়ঃ। কৃষ্ণবধ্ব ইত্যস্মিন্ স্বয়মেব মুনীন্দ্রেণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ।—এ-স্থলে ঋষভ-শব্দে গোপীদের পতি শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, ইহাই অভিপ্রায়। 'কৃষ্ণবধ্বঃ'-শব্দে মুনীন্দ্র স্বয়ং শ্রীল শুকদেবই যখন ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন আমরা কেন গোপন করিব ?"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল, শ্রীল শুকদেবগোস্বামীর অভিপ্রায় হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ব্রজগোপীদের পতি এবং ব্রজগোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা। যদি কেহ বলেন—ইহা হইতেছে টীকাকার শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীজীবগোস্বামীর অভিমত ; তাঁহাদের অভিমত যে শ্রীলশুকদেবের অনুমোদিত, তাহার প্রমাণ কি ?

স্বামিপাদের এবং শ্রীজীবপাদের অভিমত শ্রীল শুকদেবগোস্বামীর অনুমোদিত কিনা, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে শ্রীল শুকদেবের অন্য একটী উক্তির আলোচনা করা আবশ্যক। তাহাই করা হইতেছে।

শ্রীল শুকদেবের মুখে রাসলীলার কথা শ্রবণের পরে মহারাজ পরীক্ষিৎ "সংস্থাপনায়

ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ”-ইত্যাদি বাক্যে শুকদেব গোস্বামীর নিকটে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন (১।১।১৬৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার প্রশ্নের মর্ম্ম হইতেছে এই :—“ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের বিনাশের নিমিত্ত স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মসেতুর (ধর্ম্ম-মর্য্যাদার) বক্তা, কর্ত্তা এবং অভিরক্ষিতা। তিনি কেন পরদারাভিমর্ষণরূপ অধর্ম্মাচরণ করিলেন? এই বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। কৃপা করিয়া এই সংশয়ের ছেদন করুন।”

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব প্রথমে বলিলেন—“ভগবৎকৃপায় যাঁহারা কর্ম্মাদি-পারতন্ত্র্যের অতীত হইয়া নিরহঙ্কার হয়েন, তাঁহারা অধর্ম্মকার্য্য করিলেও সেই অধর্ম্মকার্য্যের দোষ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত হইলে নিরহঙ্কার মহদ্ব্যক্তিগণকেও ধর্ম্মব্যতিক্রম-জনিত দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পারদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের দোষ তাঁহাকে যে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে?”

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য স্বীকার করিয়াই শ্রীল শুকদেব বলিলেন—ইহা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য হইলেও এই কার্য্যের ফল শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করিতে হয় না।

এই উত্তরে পরীক্ষিতের সংশয় দূরীভূত হইতে পারে না। কেননা, পরদারাভিমর্ষণরূপ গর্হিত কর্ম্মের দোষ শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইহা না হয় স্বীকার করা যায়। পরদারসঙ্গ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত কর্ম্ম; ইহার দোষগুণ শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করুক, বা না করুক, তাহাতে জনসাধারণের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নাই। কিন্তু তাঁহার লীলার আনুষঙ্গিক ভাবে ধর্ম্মসংস্থাপন, অধর্ম্মের বিনাশ এবং ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধর্ম্মসংস্থাপক, ধর্ম্মপ্রচারক, অধর্ম্মবিনাশক এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়াও তিনি নিজে যদি অধর্ম্মাচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারাদির উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? উপদেশের সহিত আচরণের সঙ্গতি যাঁহার নাই, যাঁহার আচরণ বরং উপদেশের বিপরীত, নিঃসঙ্কোচচিত্তে কে তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করিবে? স্বয়ংভগবানের উপদেশ বলিয়া তাহার অনুসরণের চেষ্টা করিলেও তাঁহার বিপরীত আচরণের কথা স্মরণ করিয়া লোকের মনে দ্বিধা জন্মিতে পারে—ধর্ম্মোপদেষ্টার আচরণ যদি ধর্ম্মবহির্ভূতই হইবে, তাহা হইলে তিনি এইরূপ আচরণ করিবেন কেন? তাঁহার আচরণ বোধ হয় ধর্ম্মবিগর্হিত নহে—এইরূপ দ্বিধা এবং সংশয় লোকের মনে জাগিতে পারে। “ভগবানের আচরণ জীবের অনুসরণীয় নহে, তাঁহার আদেশই জীবের অনুসরণীয়”-এইরূপ উপদেশের কথা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করিলেও মন প্রবোধ পাইবে কিনা সন্দেহ। “ধর্ম্মোপদেষ্টা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না; কিন্তু তাঁহার অনুসরণে জীব যদি তদনুরূপ কোনও অসৎকর্ম্ম করে, তাহার দোষ জীবকে স্পর্শ করিবে”-এইরূপ ভীতিমূলক হিতোপদেশেও কাহারও সংশয় দূরীভূত হইবে কিনা সন্দেহ। লোকে জানে, দুর্নীতিপরায়ণত্ব দূষণীয়, নিন্দনীয় এবং দণ্ডার্হ—ইহা রাষ্ট্রের বিধান; দুর্নীতিপরায়ণ লোককে দুর্নীতির

জন্য শাস্তিভোগ করিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রনায়কগণ যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয়েন, রাষ্ট্রের অধিনায়ক বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ কোনও শাস্তিভোগ করিতে হয় না। "যে কার্য্যের জন্য আমি শাস্তি ভোগ করিতেছি, ঠিক তদনুরূপ কার্য্যের জন্যই কোনও কোনও রাষ্ট্রনায়ক শাস্তিভোগ করেন না—কেননা, আইনের কবল হইতে অব্যাহতি লাভের সুযোগ তাঁহাদের আছে, আমার কিন্তু তাহা নাই"—এইরূপ ভাবিয়া দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত কোনও লোকের মনে কখনও সান্ত্বনা জন্মিতে পারে না।

এ-সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—শ্রীল শুকদেবগোস্বামীর পূর্ব্বোল্লিখিত উত্তরে মহারাজ পরীক্ষিতের (বস্তুতঃ যাঁহাদের পক্ষ হইয়া পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের) সংশয় দূরীভূত হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পরদারাভিমর্ষণ স্বীকৃত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরীক্ষিতের সংশয় দূরীভূত হয় নাই মনে করিয়াই বোধ হয় শ্রীল শুকদেবগোস্বামী পুনরায় বলিলেম—

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামিব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৫॥
(পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১৬৬-অনুচ্ছেদে অনুবাদাদি দ্রষ্টব্য)

এই শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিহৃতমিদানীং ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিণঃ পরদারসেবা নাম ন কাচিদিত্যাহ গোপীনামিতি—এপর্য্যন্ত গোপীদের পরদারত্ব স্বীকার করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গ যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষাবহ নহে, তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে 'গোপীনাম্'-ইত্যাদিবাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে যে, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের পক্ষে পরদারসেবা বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"তদেবং গোপীনাং পরদারত্বমঙ্গীকৃত্যাপি দোষঃ পরিহৃতঃ। তত্র চ সতি কুলটাত্বং জারত্বং নাপযাতি, তন্নাম চ খলু ধিক্কারায় পরং পর্য্যবস্যতীতি তদসহমান স্তাসাং তৎপরদারত্বমেব খণ্ডয়তি গোপীনামিতি।—এইরূপে গোপীদের পরদারত্ব স্বীকার করিয়াই দেখান হইয়াছে—তাহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষাবহ নহে। কিন্তু পরদারসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষাবহ না হইলেও তাহাতে গোপীদিগের কুলটাত্ব এবং তাঁহাদের সঙ্গবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের জারত্ব অপনীত হয় না। কুলটাত্ব এবং জারত্ব পরম-ধিক্কারেই পর্য্যবসিত হয়। শ্রীশুকদেবের পক্ষে তাহা সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই তিনি 'গোপীনাম্' ইত্যাদি শ্লোকে গোপীদিগের পরদারত্বই খণ্ডন করিয়াছেন।"

উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু সর্ব্বান্তর্য্যামিনো ভগবতো ন কেঽপি পরে ইত্যাহ গোপীনামিতি।—সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের পক্ষে কেহই যে পর নহে, 'গোপীনাম্'-ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।"

অন্যান্য টীকাকারগণের অভিপ্রায়ও উল্লিখিতরূপই। "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায়—শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"পরদারত্বাভাবাৎ পরদারসেবা নাস্তীতি পরিহৃতম্।" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"পরদারাভিমর্ষণমঙ্গীকৃত্য তত্র দোষো নিরাকৃত

ইদানীং কৃষ্ণস্য ন কোঽপি পরোঽস্তীত্যাহ গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ।" "অনুগ্রহায় ভক্তানাম্"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৭-শ্লোকের টীকাতেও তিনি লিখিয়াছেন—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীই, পরদারা নহেন (পরবর্ত্তী ঋ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমৎকিশোরপ্রসাদবিদ্বৎকৃতা বিশুদ্ধরসদীপিকা টীকায় লিখিত হইয়াছে—"অতো ন তস্য পরো নাম কশ্চিদিতি কে বা পরদারা ইতিভাবঃ।" এই বিশুদ্ধরস-দীপিকা টীকাতে গৌতমীয়তন্ত্রের "গোপীতি প্রাকৃতিং বিদ্যাৎ××× অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-ইত্যাদি শ্লোক, শ্রীমদ্ভাগবতের "মোহিতাস্তস্য মায়য়া" ইত্যাদি শ্লোক, গোপালতাপনীর "স বো হি স্বামী ভবতি"-বাক্য এবং ব্রহ্মসংহিতার "নিজরূপতয়া কলাভিঃ"-ইত্যাদি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—"তৎপতীনাম্"-ইত্যাদি বাক্যহেতু গোপীদিগের নিত্যসিদ্ধপরদারত্বরূপ ভ্রম কর্ত্তব্য নহে। "ন চ তৎপতীনামিতি নিত্যসিদ্ধপরদারত্বমপীতি ভ্রমঃ কার্য্যঃ। প্রকটলীলায়ামেব তৎপ্রতীতিরিতি নির্ণয়াৎ। (কেবল প্রকটলীলাতেই পরদারত্বের প্রতীতি নির্ণীত হইয়াছে)।" শ্রীমদ্রামনারায়ণকৃত-ভাবভাববিভাবিকা টীকায় লিখিত হইয়াছে—"পূর্ব্বং ধর্ম্মব্যতিক্রমং স্বীকৃত্য সমাধানং কৃতমধুনা তু তস্য বিভুত্বেন তাসাং পরদারত্বাভাবান্ন ব্যতিক্রমগন্ধোঽপীত্যাহ গোপীনামিতি।" এই টীকাতেও শ্রীল শুকদেবপ্রোক্ত "অধোক্ষজপ্রিয়াঃ", "কৃষ্ণবধ্বঃ-"-প্রভৃতি পদের উল্লেখপূর্ব্বক, তাপনীশ্রুতির "স বো হি স্বামী ভবতি", ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ"-ইত্যাদি, "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ"-ইত্যাদি এবং "লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানমিত্যাদি"-শ্লোক এবং গৌতমীয়তন্ত্রের "অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—গোপীদের স্বীয়াত্বই নিশ্চিত হইয়াছে, লোকপ্রসিদ্ধ পরকীয়াত্ব ভ্রমমাত্র এবং উপসংহারে বলা হইয়াছে—"তস্মাত্তাসাং পরদারত্বমেব নাস্তীতি ভাবঃ" শ্রীমদ্ ধনপতি সূরি বলিয়াছেন—"এবং গোপীনাং পরদারত্বং তদভি-মর্ষণজন্যদোষং চাঙ্গীকৃত্য সমাহিতং বস্তুতস্তু নাস্তি তাসাং পরদারত্বমতো নাস্তি তৎসেবাকৃতদোষগন্ধোঽ-পীত্যাহ—গোপীনামিতি।" শ্রীল শুকদেবকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপে বলা হইয়াছে—"প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্", "পরদারাভিমর্ষণং", "কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতমিতি" শঙ্কা ন কার্য্যা, তস্য সর্ব্বপতিত্বাৎ জুগুপ্সিতকর্ত্তৃকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ।"

উল্লিখিত টীকোক্তিসমূহ হইতে জানা গেল—"গোপীনামিত্যাদি"-শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ব্রজগোপীদের পরদারত্বই খণ্ডন করিয়াছেন। গোপীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারাই না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তাই হইবেন, তাহাই শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

ইহা যে কেবল টীকাকারদেরই অভিপ্রায়, শ্রীলশুকদেবের অভিপ্রায় নহে, এ-স্থলে এরূপ বলা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পরদারাভিমর্ষণ স্বীকৃত থাকিবে, ততক্ষণপর্য্যন্ত পরীক্ষিতের সংশয়ও থাকিবে; পরদারাভিমর্ষণ—অর্থাৎ গোপীদের পরদারত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের জারত্ব—খণ্ডিত হইলেই পরীক্ষিতের সংশয়ও দূরীভূত হইতে

পারে। "গোপীনামিত্যাদি"-বাক্যে শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া যে পরীক্ষিতের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়; যে হেতু, ইহার পরে এই বিষয়ে পরীক্ষিৎ আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই।

এইরূপে জানা গেল—ব্রজগোপীগণ যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী, ইহাই শ্রীল শুকদেবের অভিপ্রায়। এই সম্বন্ধ অবশ্য অনাদিসিদ্ধ, অভিমানজাত।

চ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিমত

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদের সম্বন্ধবিষয়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায়, ব্রহ্মসংহিতার টীকায়, উজ্জ্বলনীলমণির টীকায়, সন্দর্ভে—ইত্যাদি বহু স্থানে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এ-সমস্ত আলোচনা হইতে তাঁহার যে অভিমত জানা যায়, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ব্রজগোপীদের নিত্য স্বপতি এবং ব্রজগোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়া পত্নী। কেবল প্রকটলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য এবং ব্রজসুন্দরীদিগের পরকীয়াত্ব; এই ঔপপত্য এবং পরকীয়াত্বও যোগমায়ার প্রভাবে জাত, প্রাতীতিকমাত্র। প্রকটলীলার মায়িক বা প্রাতীতিক পরকীয়াত্বও স্বকীয়াত্বে পর্য্যবসিত হয়। নচেৎ প্রকটলীলার রসপরিপাটীই সিদ্ধ হইতে পারে না।

অ। "লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তম্"-শ্লোকের টীকা

(১) অবতারের হেতু-রসবিশেষের আস্বাদন

উজ্জ্বলনীলমণির নায়কভেদ-প্রকরণের "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং"-ইত্যাদি ১৬শ-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্রাবতারসময় এবৌপপত্যরীতিঃ প্রত্যায়িতা তদেতদর্থকে প্রাচাং মতেঽপ্যাশংসয়া রসবিধেরবতারিতানামিতি তস্যৈব তাসামপি। তদর্থমেবাবতার ইতি নির্দ্দেক্ষ্যতে—এ-স্থলে ('লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং'-ইত্যাদি শ্লোকস্থ 'কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি'-বাক্যে) বলা হইয়াছে যে, কেবল অবতার-কালেই (প্রকট-লীলাকালেই; অপ্রকটলীলাকালে নহে) শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যরীতি প্রত্যায়িত হয়। (এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া নায়িকাভেদ-প্রকরণের তৃতীয় শ্লোকে) প্রাচীন রসকোবিদ্গণের 'আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং'-ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামী দেখাইয়াছেন যে, রসনির্য্যাসের আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যেমন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তেমনি রসের প্রকার-বিশেষ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্রজগোপীদিগকেও অবতারিত করিয়াছেন। রসের প্রকারবিশেষের আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজসুন্দরীদিগের অবতার—ইহারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—রস-প্রকার-বিশেষের আস্বাদনের জন্যই যখন শ্রীকৃষ্ণও অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রজগোপীগণকেও তিনি অবতারিত করিয়াছেন, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে—

প্রকটকালে ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে লীলারসের আস্বাদন করিয়াছেন, সেই লীলারসের আস্বাদনই ছিল শ্রীকৃষ্ণের নিজের অবতরণের এবং ব্রজগোপীদিগকে অবতারিত করাইবার উদ্দেশ্য। প্রকটে তিনি পরকীয়াভাবময় রসের আস্বাদনই করিয়াছেন; সুতরাং পরকীয়াকান্তা-রসের আস্বাদনই হইতেছে তাঁহার লীলাপ্রকটনের উদ্দেশ্য। অপ্রকটে এই রসের আস্বাদন সম্ভব হইলে লীলাপ্রকটনের প্রয়োজনই হইতনা। ইহাতেই বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য এবং ব্রজগোপীদের পরকীয়াত্ব কেবলই প্রকট-লীলার ব্যাপার, অপ্রকটের নহে এবং এই উভয়ই প্রাতীতিক। রসবিশেষের আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই যে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রজগোপীদিগকেও অবতারিত করিয়াছেন, ব্রহ্মার উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়।

(২) শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য স্বেচ্ছাকৃত, গোপীদের সহিত নিত্যসম্বন্ধ

পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্য প্রার্থনা জানাইবার উদ্দেশ্যে রুদ্রাদি দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মা যখন ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া ধ্যাননিমগ্ন হইয়াছিলেন, তখন সমাধি-অবস্থায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ-সম্বন্ধে তিনি যে আকাশবাণী শুনিয়াছিলেন, দেবগণের নিকটে তাহা ব্যক্ত করার সময়ে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—"তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ।—(শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতেছেন) তাঁহার প্রিয়ার্থ সুরস্ত্রীগণ জন্মগ্রহণ করুন।" এ-স্থলে পৃথিবীর ভারাবতারণ হইতেছে দেবাদির ইচ্ছাতে, আর, শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য হইতেছে তাঁহার নিজের ইচ্ছায়—ইহাই জানা যাইতেছে। "অত্র ভারাবতারণং দেবাদীনামিচ্ছয়া তদিদন্তু ঔপপত্যন্তু তস্য স্বেচ্ছয়েতি হি গম্যতে।" ব্রজসুন্দরীদের সহিত অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে মধুর-রসনির্য্যাসের আস্বাদন করিয়াছেন, শ্রীল শুকদেবও তাহা দেখাইয়াছেন। যথা—"ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে ইতি—ভগবান্‌ও রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।" "আত্মারামোঽপ্যরিরমদিতি—শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন।" "সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথা রসাশ্রয়া ইতি।—শ্রীকৃষ্ণ সুরতসম্বন্ধীয় হাবভাবাদি নিজের মনে অবরুদ্ধ করিয়া রসাশ্রয়া সমস্ত শরৎ-কাব্যকথার সেবন করিয়াছিলেন।" শ্রীজীব বলেন, এ-সকল শ্লোকে আত্মনেপদ-ক্রিয়াগুলির তাৎপর্য্য স্বার্থক্রিয়াফলে এবং পাণিনির 'অণাবকর্ম্মকাচ্চিত্তবৎ কর্ত্তৃকাৎ'—এই বিধান অনুসারে পরস্মৈপদ-ক্রিয়ার তাৎপর্য্যও স্বার্থক্রিয়াফলে। (প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাচীন আচার্য্যদের উক্তিতে বলা হইয়াছে, রসবিশেষের আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীদিগকে অবতারিত করিয়াছেন। ব্রহ্মাও বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ার্থ সুরস্ত্রীগণ জন্ম গ্রহণ করুন। তবে কি শ্রীকৃষ্ণ সুরস্ত্রীগণকেই ব্রজদেবীগণরূপে অবতারিত করিয়াছেন? ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন—না, তাহা নয়) "সুরস্ত্রীণান্তু অত্র গৌণত্বমেব—এ-স্থলে সুরস্ত্রীগণের গৌণত্বই।" কেননা, ব্রজদেবীগণ যে সুরস্ত্রীগণের বা অন্য কোনও রমণীগণের অবতার—একথা কেহ বলিতে সমর্থ নহেন; যেহেতু, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ"—এই উদ্ধববাক্যে বলা হইয়াছে, ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, শ্রীগণের (বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের) এবং স্বর্গনারীগণের (সুরস্ত্রীগণের) পক্ষেও তাহা দুর্ল্লভ, অন্য রমণীর কথা আর কি বলা যাইবে? এই বাক্যে উদ্ধব ব্রজদেবীগণের সর্ব্বাতিরিক্ততার কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং

ব্রজদেবীগণ হইতেছেন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণা ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই প্রিয়া; সুরস্ত্রীগণ সেই কৃষ্ণপ্রিয়াদের ইষ্টসিদ্ধিমূলক ব্যাপারই করিয়া থাকেন ; এজন্যই ব্রহ্মার উক্তিতে সুরস্ত্রীগণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"তৎপ্রিয়ার্থম্—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াদিগের নিমিত্ত", কিন্তু "তৎসুখার্থম্—শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত" বলা হয় নাই। "ততস্তাঃ সর্ব্বতো বিলক্ষণাঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রিয়াঃ, সুরস্ত্রিয়স্তু তাসাং প্রিয়াণামুপ-যোগায়ৈবেতি লভ্যতে। অতএব তৎপ্রিয়ার্থমিত্যেবোক্তং ন তু তৎসুখার্থমিতি।"

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ", "লক্ষ্মীসহস্রশত-সংভ্রমসেব্যমানম্" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাবাক্যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীগণের—লক্ষ্মীগণের—কান্ত বলা হইয়াছে ; তাঁহারা সততই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, একথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ"-ইত্যাদি উদ্ধব-বাক্যে কেন বলা হইল—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, শ্রীগণও তাহা পায়েন নাই ? ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—পাণ্ডবগণও কুরুবংশ্য—কুরু ; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে কুরু-শব্দ-প্রয়োগের প্রাচুর্য্য নাই ; পাণ্ডব-শব্দের প্রয়োগই প্রচুর ; "পাণ্ডবৈঃ কুরবো জিতাঃ—পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক কুরুগণ বিজিত হইয়াছেন"-এই বাক্যেই তাহা দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ, গোপীগণ শ্রী বা লক্ষ্মী হইলেও তাঁহাদের সম্বন্ধে লক্ষ্মী-শব্দের প্রচুর প্রয়োগ নাই, গোপী-শব্দের প্রয়োগেরই প্রাচুর্য্য। সুতরাং "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ"-ইত্যাদি উদ্ধব-বাক্যে যে শ্রীগণের (লক্ষ্মীগণের) কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা গোপীগণ নহেন।

(৩) অবতারকালের পরকীয়াত্ব প্রতীতি মায়িকী, দাম্পত্য নিত্য

এইরূপে দেখা গেল—উদ্ধবের বাক্যে এবং ব্রহ্মসংহিতা-বাক্যেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ-গোপীদের নিত্যসম্বন্ধের কথাই জানা যায় ; সুতরাং গোপীদিগের পরকীয়াত্ব সঙ্গত হয় না। গোপীদিগের পরকীয়াত্ব অসঙ্গত বলিয়া অবতারকালে (প্রকটলীলায়) তাঁহাদের পরকীয়াত্বের প্রতীতি মায়িকী (মায়াজনিতা) বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। "তদেবং শ্রীমদুদ্ধব-বাক্যে ব্রহ্ম-সংহিতাবাক্যে চ তাসাং তেন নিত্যসম্বন্ধাপত্তেঃ পরকীয়াত্বং ন সঙ্গচ্ছতে। তদসঙ্গতেশ্চাবতারে তথা প্রতীতি র্মায়িক্যেব।"

(প্রতীতি-শব্দের অর্থ হইতেছে—বিশ্বাস ; বিশ্বাসের বাস্তবত্ব অনস্বীকার্য্য। অবাস্তব কোনও বিশ্বাসের কল্পনা করা যায় না। সুতরাং শ্রীজীবপাদ যে মায়িকী প্রতীতির কথা বলিয়াছেন, সেই প্রতীতির বাস্তবত্ব তাঁহারও স্বীকৃত। ঔপপত্য-পরকীয়াত্ব মায়িক বা অবাস্তব হইলেও ঔপপত্য-পরকীয়াত্বের প্রতীতি কিন্তু বাস্তব—ইহাই শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায়। এই প্রতীতি হইতেছে বিবাহাদির বাস্তবত্বে বিশ্বাস।)

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে বলিয়াছেন—প্রকটলীলায় গোপীদের পরকীয়াত্ব-প্রতীতি যে মায়িকী, তাহা স্বয়ং শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ললিতমাধব-নাটকে পৌর্ণমাসী-গার্গী-সংবাদে দেখাইয়াছেন। যথা, গার্গী বলিয়াছেন—"ণূণং গোঅড্ঢণাদি গোএহিং চন্দ্রাঅলী

পহুদীণং উব্বাহো মাআএ নিব্বাহিদো। (নূনং গোবর্দ্ধনাদিনামাভিঃসহ চন্দ্রাবলীপ্রভৃতীনামুদ্বাহো মায়য়া নির্ব্বাহিতঃ)—গোবর্দ্ধনাদিনামক গোপদিগের সহিত চন্দ্রাবলীপ্রভৃতির বিবাহ মায়া (যোগমায়া) দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়াছে।" গার্গীর এই কথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন—"অথ কিং পতিম্মন্যানাং বল্লবানাং মমতামাত্রাবশেষিতা তাসু দারতা। যদেভিঃ প্রেক্ষণমপি তাসাং দুর্ঘটমিত্যাদি।—তা বৈ কি ? চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীদিগের সম্বন্ধে পতিম্মন্য গোপদিগের দারতা (কান্তাত্ব) হইতেছে মমতামাত্রাবশেষিতা (গোপীগণ আমাদের—এইরূপ জ্ঞানমাত্রেই তাঁহাদের পত্নীত্ব পর্য্যবসিত, তদতিরিক্ত কোনও ব্যবহার নাই)। যেহেতু, এই পতিম্মন্য-গণকর্ত্তৃক গোপীদের দর্শন পর্য্যন্তও দুর্ঘট (অর্থাৎ গোপীগণ কোনও সময়েই পতিম্মন্যদের দৃষ্টির গোচরীভূতও হয়েন না)।" ইহার পরে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদের নিত্যদাম্পত্য সিদ্ধ হওয়ায় এবং গোপীদিগের পরকীয়াত্ব মায়িক হওয়ায় মায়িক পরকীয়াত্ব শেষকালে বিনষ্ট হইবেই; যদি তাহা শেষ পর্য্যন্ত বিনষ্ট না হয় এবং যদি তাহা অনাদিই হয়, তাহা হইলে এই পরকীয়াত্ব নিত্যই হইয়া পড়িবে ; নিত্য হইলে পূর্ব্বরীতি অনুসারে রসাভাসই হইবে। এজন্য অবতার-কালের অপর (শেষ) ভাগে দাম্পত্যই ব্যক্ত হয়। "তদেবং শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি নশ্যত্যেবান্ততো মায়িকমন্ততস্তনাশেঽনাদিত্বে চ সতি নিত্যমেব স্যাত্তদ্রূপত্বে সতি পূর্ব্বরীত্যা রসাভাসঃ স্যাদিত্যতোঽবতার-সময়স্যাপরভাগে ব্যক্তীভবত্যেব দাম্পত্যম্।"

[(৪) **প্রকটে মায়িক পরকীয়াত্বের নিত্যত্ব শ্রীজীবের অনভিপ্রেত নহে।**

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদিগের নিত্যদাম্পত্য—অপ্রকটেও দাম্পত্য, প্রকটেও দাম্পত্য। প্রকটে দাম্পত্য হইলেও তাঁহাদের মায়িক পরকীয়াত্ব আছে ; প্রকটলীলার শেষভাগে এই মায়িক পরকীয়াত্বের অবসান হয়, দাম্পত্য ব্যক্তীভূত হয়। যদি মনে করা যায় যে, প্রকটের শেষভাগে মায়িক পরকীয়াত্বের অবসান হয় না, মায়িক পরকীয়াত্ব অনাদি, তাহা হইলে এই পরকীয়াত্ব হইয়া পড়িবে নিত্য। 'মায়িক পরকীয়াত্বের নিত্যত্বে', শ্রীজীবের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে—অপ্রকটেও এই মায়িক পরকীয়াত্ব স্বীকার করিতে হয়। প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাতেই যদি পরকীয়াত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই পরকীয়াত্ব হইবে স্বরূপগত বা বাস্তব এবং স্বরূপগত বা বাস্তব বলিয়া পরোঢ়াত্ব-স্বীকৃতিজনিত দোষ-বশতঃ রসাভাস হইয়া পড়িবে। অপ্রকটে যদি স্বকীয়াত্ব থাকে এবং সেই স্বকীয়াত্বের উপরে প্রকটের মায়িক পরকীয়াত্বের আবরণ স্বীকার করিলে রসাভাসের সম্ভাবনা থাকে না ; কেননা, তখন স্বরূপগত বা বাস্তব পরকীয়াত্ব থাকিবে না। 'মায়িক পরকীয়াত্বের নিত্যত্ব' তাঁহার অনভিপ্রেত হইলেও প্রকটলীলাতে মায়িক পরকীয়াত্বের নিত্যত্ব শ্রীজীবপাদ অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, প্রকটলীলায় মায়িক পরকীয়াত্ব তাঁহার স্বীকৃত। প্রকট-
যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে প্রকটের মায়িক পরকীয়াত্বও নিত্য হইবে। শ্রীজীবপাদ যে

প্রকটলীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাহা বলা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা, শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্যোতিষ্চক্রের প্রমাণে প্রকটলীলার নিত্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১১৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীজীবপাদ তাহা অবশ্যই শুনিয়াছেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত প্রকটলীলার নিত্যত্ব তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না, অবশ্যই স্বীকার করিয়াছেন। ভগবৎসন্দর্ভের ৪৬-অনুচ্ছেদে (পুরীদাস-মহাশয়ের সংস্করণ) তিনি প্রকটলীলার নিত্যত্ব প্রতিপাদিতও করিয়াছেন। প্রকটলীলার নিত্যত্ব স্বীকার করায় প্রকটের মায়িক পরকীয়াত্বের নিত্যত্বও যে তিনি স্বীকার করেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। অপ্রকটে পরকীয়াত্বের অস্তিত্ব অবশ্য তিনি স্বীকার করেন না। অপ্রকটে পরকীয়াত্ব স্বীকার করিলে প্রকটলীলার অন্তর্দ্ধানের প্রকারসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিতও সঙ্গতি থাকে না।]

(৫) শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য প্রাতীতিক

ইহার পরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—দাম্পত্যে প্রকটলীলার পর্য্যবসানরূপ সিদ্ধান্ত, ললিত-মাধবের প্রক্রিয়ায়, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এই উজ্জ্বলনীলমণিতেও নির্ব্বাহ করিবেন। যেহেতু, বহুবর্ণিত বিরহের নিরসনের জন্য নিত্যসংযোগময় সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াও যখন তিনি দেখিলেন যে, তাহাতে ক্রমলীলারস (প্রকটলীলারস) সিদ্ধ হয় না, তখন তিনি তাহাতে পরিতুষ্টি লাভ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্-এই চতুর্ব্বিধ সম্ভোগের কথা বিবেচনা করিলেন। এই চতুর্বিধ সম্ভোগের মধ্যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রথম তিন রকমের সম্ভোগের পরেও বিপ্রলম্ভ থাকে; তাহাতে সম্ভোগরসের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। সমৃদ্ধিমানের সর্ব্বোৎ-কৃষ্টত্ব স্থাপন করিতে হইলে তাহাকে,—অন্যান্য সম্ভোগে যাহা দুর্নিবার্য্য, সেই—বিপ্রলম্ভের সম্ভাবনাহীন করিতে হইবে। এজন্য তিনি বিবাহপর্য্যন্ত উদাহরণ দিয়া সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের রসপরিপাটী প্রমাণিত করিলেন। যথা, মহাবিপ্রলম্ভের অন্তে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন—"তবাত্র পরিমৃগ্যতা" ইত্যাদি। এই শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—চনকমুষ্টির অনুসন্ধানরত কোনও লোক যদি কনকমুষ্টি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তে যেমন আনন্দাতিশয়ের উদয় হয়, শ্রীরাধার কোনও একটী নিদর্শন-প্রাপ্তির জন্য উৎসুক শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাস্থ নববৃন্দাবনে স্বয়ং শ্রীরাধাকেই পাইলেন, তখন তাঁহারও তদ্রূপ সুখাতিশয় জন্মিয়াছিল। (সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—পারতন্ত্র্যের সম্যক্ অবসানে দ্বারকাতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ স্থিরীকৃত হওয়ার পরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিময় পূর্ণমনোরথতা-ব্যঞ্জক শ্লোকসমূহও এই 'তবাত্র পরিমৃগ্যতা'-শ্লোকের ক্রোড়ীকৃত)। সুতরাং উপপতীয়মানত্ববশতঃই শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন গোপীদিগের উপপতি—ইহাই গ্রন্থকারকর্তৃক উপদিষ্ট; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য হইতেছে প্রাতীতিক। প্রাতীতিক ঔপপত্যও বার্য্যমানত্বের হেতু হয়। বার্য্যমানত্বাংশ লৌকিক-রসশাস্ত্রেও প্রশংসিত। কিন্তু প্রাতীতিক ঔপপত্যের অবসানে দাম্পত্য ব্যক্ত হইলে যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ জন্মে, পূর্ব্ব-বিপ্রলম্ভের অঙ্গস্বরূপ যে

প্রাতীতিক ঔপপত্য, তাহা সেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের রসপোষক বলিয়া নিন্দনীয় হয় না, বরং মহিমাময়ই হইয়া থাকে ; এজন্যই উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে—"ন কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যে লঘুত্ব --নিন্দনীয়ত্ব —নাই" ; কেননা, "রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি—রসনির্য্যাসের আস্বাদনের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন (এবং রসনির্য্যাসের আস্বাদনের আনুকূল্যার্থই যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যের প্রতীতি জন্মাইয়াছেন)।" প্রাকৃত নায়কের ঔপপত্যই নিন্দিত, কেননা, তাহার ঔপপত্য হইতেছে বাস্তব ; সুতরাং তাহাতে পূর্ব্বকথিত রস-পরিপাটীর অভাব।

(৬) গোপীদের কৃষ্ণরতির বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই যে—ব্রজদেবীদের কৃষ্ণরতি তো বস্তুতঃই বৈশিষ্ট্যময়ী, নিবারণাদি-উপাধি (বার্য্যমানত্ব)-বশতঃই কি এই বৈশিষ্ট্য ? না কি তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বাভাবিক ? শ্রীজীবপাদ বলেন—তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বাভাবিক ; বার্য্যমানত্ব ইহার হেতু নহে ; যেহেতু, মাদনাখ্যমহাভাব-প্রসঙ্গে যে বলা হইয়াছে-"যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ। যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রধা॥ (৬।৯৫-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)", তাহা হইতে জানা যায়, নিবারণাদির অভাবেও মহাভাব-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাদনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়াছে। স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য-বশতঃই ব্রজগোপীদের রতিকে সমর্থা রতি বলা হয়। সৈরিন্ধ্রীর সাধারণী রতির, বা মহিষীদের সমঞ্জসা রতির, এই বৈশিষ্ট্য নাই। সমর্থা রতি হইতেছে সর্ব্ববিস্মারিগন্ধা, সান্দ্রতমা, প্রেমের অন্তিমসীমা-প্রাপ্তা। নিবারণাদিদ্বারাও সাধারণী বা সমঞ্জসা রতি সমর্থার ন্যায় বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয় না। নিবারণাদি যে ব্রজদেবীদিগের রতিবৈশিষ্ট্যের হেতু নহে, তাহার প্রমাণ এই যে—নিবারণাদি-সাম্যেও স্বগণভেদে তাঁহাদের রতির জাতিভেদ এবং জাতিভেদে বৈশিষ্ট্যভেদ দৃষ্ট হয়। পতিম্মন্য-শ্বশ্রূ-প্রভৃতি হইতে শ্রীরাধার যেরূপ বার্য্যমানত্ব, অন্য গোপীদেরও ঠিক তদ্রূপ, তথাপি শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত "অনয়ারাধিতো নূনমিত্যাদি"-শ্লোকে শ্রীরাধার কৃষ্ণরতির সর্ব্বাতিশায়ী বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। নিবারণাদি ব্রজদেবীদিগের রতিবৈশিষ্ট্যের ব্যঞ্জকমাত্র, কিন্তু জনক নহে। তাঁহাদের রতির প্রবলতারূপ বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই তাঁহারা দুস্ত্যজ্য স্বজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরকীয়া-লক্ষণে যে বলা হইয়াছে—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা"-ইত্যাদি, তাহাও তাঁহাদের রতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য-স্বীকারেই সঙ্গত হইতে পারে। "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন-ইত্যাদি" এবং "নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূনিত্যাদি" ('বিপ্রলম্ভব্যতীত রস পুষ্টিলাভ করেনা' এবং 'যাঁহারা আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের ভজন করিনা'-এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি)-ইত্যাদি বাক্য হইতে যে জানা যায়—বিরহদ্বারা রতির প্রকর্ষ সাধিত হয়, তাহাও প্রাণিভেদে জঠরাগ্নির ভেদবশতঃ প্রকর্ষ বুঝিতে হইবে। লঙ্ঘনাদিদ্বারাও হস্তীর জঠরাগ্নি যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, শশকের তদ্রূপ হয় না। একান্তারাদি লঙ্ঘনে যে বুভুক্ষা জন্মে, তাহা যেমন প্রশংসিত হয় না, তদ্রূপ নিবারণাদি-নিত্যতাময়-বিরহমাত্রজীবনা রতিও প্রশংসিত হয় না। কাদাচিৎক-বিরহে কদাচিৎ প্রশংসিত হয়—

ইহাও জানা গেল। সুতরাং "বহু বার্য্যতে"-ইত্যাদি বাক্যে লৌকিক-রসবেত্তাদের যে অভিমত উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা কেবল রাগীদিগেরও আপাত-বোধনের নিমিত্ত—ইহাই গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রায়। (বিরহকর্তৃক রতির উৎকর্ষ-সাধকত্বসম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম বোধ হয় এইরূপ। যে রতির স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য যত উৎকর্ষময়, বিরহ তাহারই তত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে ; সুতরাং এ-স্থলেও উৎকর্ষের মুখ্য কারণ হইতেছে রতির স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য, বিরহ মুখ্য কারণ নহে)। ইহা হইতেও বুঝা যায়—"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তেমিতি" বাক্যে যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। এই শ্লোকে "রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি"—এই বাক্য হইতে জানা যায়—অবতার-কাল ব্যতীত অন্য সময়ে ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব স্বীকৃত হয় না, পরন্তু দাম্পত্যই স্বীকৃত হয়। ইহার সমর্থক শাস্ত্র-প্রমাণও আছে। যথা,

(৭) স্বকীয়াত্বের শাস্ত্রপ্রমাণ

ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত "নিজরূপতয়া কলাভিঃ"-বাক্যের 'নিজরূপতয়া-শব্দের অর্থ হইতেছে—স্বীয়তয়া"। কলাত্ববশতঃই নিজরূপত্ব সিদ্ধ হয় ; তাহাতেই ইহার সার্থকতা (তাৎপর্য্য এই—এই শ্লোকে গোপসুন্দরীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের কলা বলা হইয়াছে ; কলা-শব্দের অর্থ—শক্তি বা অংশ ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপ অংশ। শক্তিও শক্তিমানের অভেদবশতঃ শক্তিরূপ ব্রজদেবীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপ। আবার, তাঁহারা তাঁহার স্বকীয়া শক্তি বলিয়া তাঁহার স্বকীয়া কান্তাই হইবেন, পরকীয়া হইতে পারেন না)।

শ্রীমদ্দশার্ণমন্ত্রের নাম-ব্যাখ্যানে গৌতমীয় তন্ত্র বলিয়াছেন—"অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধন ইতি ॥—শ্রীকৃষ্ণ অনেকজন্মসিদ্ধা গোপীদের পতিই শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের আনন্দবর্দ্ধক এবং নন্দনন্দনরূপে খ্যাত"। এ-স্থলে "অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"অনেকজন্মসিদ্ধানামিতি অনাদি-কল্পপরম্পরাগতাবতারসিদ্ধানামিত্যর্থঃ। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ইতিবৎ।" তাৎপর্য্য হইতেছে এই—'জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যম্'-এই গীতোক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতেছে দিব্য জন্ম—অর্থাৎ অবতার-কালে তাঁহার আবির্ভাব। এইরূপ আবির্ভাবরূপ জন্ম শ্রীকৃষ্ণের অনেক বার হইয়া গিয়াছে। অনাদিকাল হইতেই প্রতিকল্পে তিনি একবার করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে দিব্য জন্ম গ্রহণ করিতেছেন, অর্থাৎ আবির্ভূত হইতেছেন। প্রতি কল্পে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার নিত্যপরিকর গোপীগণও আবির্ভাবিত হইতেছেন এবং প্রতি কল্পেই প্রকটের পরকীয়া-ভাবময়ী লীলা দাম্পত্যে,—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পতিত্বে—পর্য্যবসিত হইতেছে। অনাদিকাল হইতে প্রতি কল্পেই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। এজন্য গৌতমীয় তন্ত্র বলিয়াছেন—অনাদিকাল হইতে প্রতিকল্পে প্রকটলীলার পরকীয়া-ভাবময়ী লীলা দাম্পত্যময়ী লীলাতে পর্য্যবসিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পতিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের পতিই, উপপতি নহেন—ইহাই "পতিরেব বা" বাক্যের অন্তর্গত এব-শব্দের তাৎপর্য্য। "পতিরেব বেতি নত্ববতারলীলাবদ্

ভ্রমেণাপি উপপতিরিত্যর্থঃ।—প্রকটলীলাবৎ ভ্রমেও তিনি গোপীদিগের উপপতি নহেন—ইহাই "পতিরেব"-শব্দের অন্তর্গত 'এব'-শব্দের তাৎপর্য্য।"

"অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-ইত্যাদি বাক্যের পূর্ব্বে গৌতমীয়তন্ত্র বলিয়াছেন-"গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ। অনয়োরাশ্রয়ো ব্যাপ্ত্যা কারণত্বেন চেশ্বরঃ॥ সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতির্ব্বল্লভত্বেন কথ্যতে। অথ বা গোপী প্রকৃতির্জনস্তদংশমণ্ডলম্॥ অনয়োর্ব্বল্লভঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। কার্য্য-কারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে॥—(দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের অন্তর্গত 'গোপীজনবল্লভঃ'-শব্দান্তর্ভুক্ত গোপী, জন এবং বল্লভ-এই শব্দত্রয়ের অর্থ প্রকাশ করিয়া গৌতমীয় তন্ত্র বলিয়াছেন) গোপী-শব্দে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, জন-শব্দে তত্ত্বসমূহ বুঝায় ; এই উভয়ের আশ্রয়কে ঈশ্বর বলে , কেননা, তিনি সকলকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান এবং সকলের কারণ। বল্লভ-শব্দে নিবিড় আনন্দ এবং পরমজ্যোতি বুঝায়। অথবা, গোপী-শব্দের অর্থ প্রকৃতি এবং জন-শব্দে প্রকৃতির অংশসমূহকে বুঝায়। এই উভয়ের বল্লভ কৃষ্ণ-নামক স্বামীকে ঈশ্বর বলা হয়। এজন্য শ্রুতিগণও তাঁহাকে কার্য্য-কারণের ঈশ্বর বলিয়া থাকেন।"এ-স্থলে গোপী-শব্দের দুই রকম তাৎপর্য্য কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বচম্পূর পঞ্চদশ পুরণে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"অত্র প্রথমাপ্রকৃতিঃ প্রধানং,দ্বিতীয়া স্বরূপশক্তিঃ। তত্ত্বানি মহদাদীনি অংশাঃ।—এ-স্থলে প্রথমে (গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাৎ-বাক্যে) যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে প্রধান ; আর, দ্বিতীয় স্থলে (গোপী প্রকৃতিঃ-বাক্যে) যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে স্বরূপশক্তি। (প্রথমোক্ত 'জনস্তত্ত্ব-সমূহকঃ'-বাক্যে যে তত্ত্বসমূহের কথা বলা হইয়াছে, সেই) তত্ত্বসমূহ হইতেছে (প্রধানের) মহত্ত্বাদিরূপ অংশ।" গৌতমীয়তন্ত্রের উল্লিখিত শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"তত্র ত্রৈগুণ্যবস্তূদ্ভব-তত্ত্ববর্গাশ্রয়স্য তথা চিচ্ছক্তিতদংশমণ্ডলস্বামিত্বস্য চ প্রতিপাদকং যন্নিরুক্তিদ্বয়ং কৃতং তত্তু বেত্যনেন গৌণীকৃতং উত্তরপক্ষস্যৈব সিদ্ধান্তত্বাৎ। যথা বেদান্ত-সূত্রেষু। অহিকুণ্ডলবচ্চ প্রকাশাশ্রয়বদ্বা, তেজস্ত্বাৎ পূর্ব্ববদ্ বেত্যাদিষু তদ্বৎ॥—উল্লিখিত গৌতমীয়-বাক্যে দুই রকম অর্থ করা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ ত্রৈগুণ্যের ন্যায় ত্রৈগুণ্যোদ্ভব-তত্ত্ববর্গের আশ্রয় এবং চিচ্ছক্তি ও চিচ্ছক্তির অংশসমূহের স্বামী। এই দুই রকম অর্থের প্রতিপাদক শ্লোকত্রয়ের অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'অনেকজন্মসিদ্ধানাম্'-ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত 'বা'-শব্দে উল্লিখিত অর্থদ্বয়ের গৌণত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে ; কেননা, যাহা উত্তরপক্ষ, তাহাই সিদ্ধান্ত—উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত হইতেছে, 'গোপীনাং পতিরেব—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন গোপীদিগের পতিই।'—'অহিকুণ্ডলবচ্চ প্রকাশাশ্রয়বদ্বা' এবং 'তেজস্ত্বাৎ পূর্ব্ববদ্ বা'-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত 'বা'-শব্দের তাৎপর্য্যের ন্যায়।" এই আলোচনায় শ্রীজীবপাদ দেখাইলেন—"অনেক-জন্মসিদ্ধানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকে গৌতমীয়তন্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন গোপীদের পতিই, উপপতি নহেন। শ্রীজীবপাদের এই সিদ্ধান্তের সহিত গোপাল-পূর্ব্বচম্পূর ১৫ শ পুরণে আলোচিত "আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ"-ইত্যাদি, "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ

পরমপুরুষঃ”-ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাবাক্যের, কাশীখণ্ডের “গোপীপতে! যদুপতে! বসুদেবসূনো!” ইত্যাদি ধর্ম্মরাজবাক্যের এবং সঙ্গীতশাস্ত্রের “গোপীপতিরনন্তোঽপি বংশধ্বনিমশংসত”-ইত্যাদি বাক্যেরও সঙ্গতি আছে [পরবর্ত্তী জ-আ (১৩)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

গোপালোত্তর-তাপনী শ্রুতি হইতে জানা যায়—দুর্ব্বাসা-ঋষি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ব্রজগোপীদিগকে বলিয়াছেন—“স বোহি স্বামী ভবতি—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) তোমাদের স্বামী হয়েন।” এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—এই স্বামি-শব্দ স্ত্রীপ্রসঙ্গে পতিতেই রূঢ়; অমরকোষ তাহাই বলেন। “স্বামিশব্দশ্চায়ং স্ত্রীপ্রসঙ্গে পত্যাবেব রূঢ়ঃ। স্বামিনো দেবৃদেবরাবিত্যমরকোষাৎ॥”

শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজগোপীদের পতি—আনন্দের আবেশে শ্রীল শুকদেব এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ঙ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

টীকার উপসংহারে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“তস্মাদনাদিত এব তাভিঃ সমুচিতায়া রাসাদিক্রীড়ায়া অবিচ্ছেদাৎ পরদারত্বং ন ঘটত এব ইতিভাবঃ।—সুতরাং অনাদিকাল হইতেই সেই সমস্ত ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমুচিত রাসাদিক্রীড়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া পরদারত্ব ঘটিতেই পারে না, ইহাই সারার্থ।”

(৮) ‘স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ’-শ্লোক

“লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্”-ইত্যাদি শ্লোকের শ্রীজীবকৃত টীকাব সর্ব্বশেষে কোনও কোনও গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। যথা,

“স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।
যৎ পূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরম্॥

—(শ্রীজীব লিখিতেছেন) এই টীকায় (অত্র) আমার নিজের ইচ্ছায় কিছু লিখিত হইয়াছে, পরের ইচ্ছায়ও কিছু লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপরের সহিত যাহার সঙ্গতি আছে, তাহা নিজের ইচ্ছায় লিখিত; আর পূর্ব্বাপরের সহিত যাহার সঙ্গতি নাই, তাহা অপরের ইচ্ছাতে লিখিত।”

এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, শ্রীজীবগোস্বামি-সম্বন্ধে। শিক্ষা-দানপূর্ব্বক ভক্তিগ্রন্থ-রসগ্রন্থ-প্রচারের জন্য আদেশ দিয়া এবং তজ্জন্য শক্তিসঞ্চার করিয়া স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপসনাতন-গোস্বামিদ্বয়কে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে কৃপাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীপাদ জীবগোস্বামীকে শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের কার্য্যভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে আচার্য্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং শ্রীপাদ সনাতন এবং শ্রীপাদ রূপের পরেই শ্রীপাদ জীবের আচার্য্যত্বের স্থান। তিনি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্যত্রয়ের একজন। একজন সম্প্রদায়াচার্য্য যে কিছু নিজের ইচ্ছায় এবং কিছু পরের ইচ্ছায় লিখিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাহা পরের ইচ্ছায় লিখিত, তাহা যে তাঁহার

নিজের অভিপ্রেত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যাহা নিজের, অর্থাৎ স্বীয় সম্প্রদায়ের, অভিপ্রেত নহে, তাহা লিখিতে গেলে তাঁহাকে সম্প্রদায়ের আচার্য্যই বা কিরূপে বলা যায় ?

দ্বিতীয়তঃ, উল্লিখিত শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—পূর্ব্বাপরের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহার নিজের ইচ্ছায় লিখিত ; পূর্ব্বাপরের সহিত সম্বন্ধ যাহার নাই, তাহা পরের ইচ্ছায় লিখিত।

উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় শ্রীজীবপাদ যাহা লিখিয়াছেন, পূর্ব্বেই তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাহার আলোচনা করিলে যে-কোনও ব্যক্তিই দেখিতে পাইবেন, তাঁহার টীকার সর্ব্বত্রই এক ভাবের কথা, পরস্পর-বিরোধী দুই ভাবের কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না। টীকার উপক্রমের সহিত উপসংহারের সামঞ্জস্য বিদ্যমান ; অসামঞ্জস্যের লেশমাত্রও নাই। প্রকটলীলায় ব্রজদেবীদিগের পরকীয়াত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য যে প্রাতীতিক, তাঁহাদের মধ্যে দাম্পত্য-সম্বন্ধই যে স্বাভাবিক—টীকার সর্ব্বত্রই তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন ; সুতরাং শ্লোকোক্তি অনুসারে টীকার সমস্তই যে তাঁহারই স্বেচ্ছায় লিখিত, তাহাই পরিষ্কারভাবে জানা যায়। কোথাও অসামঞ্জস্য নাই বলিয়া এই টীকায় যে পরের ইচ্ছায় কিছুই লিখিত হয় নাই, তাহাও জানা যায়। সুতরাং "কিছু নিজের ইচ্ছায়, কিছু পরের ইচ্ছায় (সুতরাং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে) লিখিত হইয়াছে"-উক্ত টীকাসম্বন্ধে এইরূপ উক্তির কোনও অবকাশই থাকিতে পারে না। কেবল উজ্জ্বলনীলমণির টীকা কেন, শ্রীজীবপাদের সন্দর্ভ, গোপালচম্পূ, সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম, ক্রমসন্দর্ভ, ব্রহ্মসংহিতার টীকা প্রভৃতিতেও প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিতও এই টীকার সম্পূর্ণ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত গ্রন্থেও অসঙ্গতিময় কোনও বাক্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ"-ইত্যাদি শ্লোকোক্তির কোনও সার্থকতা আছে বলিয়াই মনে হয় না॥ এই শ্লোকটী শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করা দুষ্কর। এই এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

(৯) **ব্রজদেবীদিগের পরম স্বীয়াত্ব**

প্রস্তাবিত বিষয়সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (২৭৮-অনু) লিখিয়াছেন—"বস্তুতঃ পরম-স্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মানাঃ শ্রীব্রজদেব্যঃ।—বস্তুতঃ পরম-স্বীয়া হইয়াও ব্রজদেবীগণ প্রকটলীলাতে পরকীয়ার মত প্রতীয়মানা হয়েন।"

মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়াকান্তারূপে প্রসিদ্ধা ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সমঞ্জসা রতি বিরাজিত। ব্রজদেবীগণ সকলেই মহাভাববতী ; তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধার মাদনাখ্যমহাভাব সর্ব্বদাই (অর্থাৎ প্রকটে এবং অপ্রকটে, পরকীয়াভাবে এবং স্বকীয়া ভাবে সকল সময়েই) তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। "সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎ পরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উ, নী, ম॥" অন্য গোপীগণ তাঁহারই কায়ব্যূহরূপা, মহাভাববতী তাহারাও সর্ব্বদাই

শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রকটের পরকীয়া-ভাবে যেমন শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন, প্রকটলীলায় প্রতীতিমূলক পরকীয়াত্ব স্বকীয়াত্বে পর্য্যবসিত হইলেও সেই মাদন এবং মহাভাবের দ্বারা তাঁহারা তদ্রূপই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সমর্থা রতি সর্ব্বদাই এবং সকল অবস্থাতেই তাঁহাদের মধ্যে বিরাজিত। অথচ মহিষীগণে এই সমর্থা রতির অভাব। ব্রজগোপীদের সমর্থা রতির নিত্যত্বের কথা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় শ্রীজীবপাদ সমর্থা-রতিহীনা, অথচ স্বকীয়া কান্তা মহিষীগণ হইতে তাঁহাদের পরমোৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য ব্রজ-দেবীগণকে পরম-স্বীয়া বলিয়াছেন।

সন্দর্ভাদি অন্যান্য গ্রন্থে প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মও "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্"-শ্লোকের টীকার অনুরূপই। এজন্য বাহুল্যবোধে তাহা এ-স্থলে উল্লিখিত হইল না।

ছ। শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিপাদের অভিমত

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-প্রকটনের মূল কারণের বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের মুখেই বলাইয়াছেন,

এই শুদ্ধ ভক্ত লঞা করিমু অবতার। করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার। সে-সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে
॥১।৪।২৪-২৬

ইহা হইতে জানা গেল—প্রকটলীলায় যোগমায়াই স্বীয় প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে গোপীগণের উপপতি-ভাব জন্মাইয়াছেন; সুতরাং এই উপপতি-ভাব হইতেছে মায়িক, প্রাতীতিক। "বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে-লীলার প্রচার"-এই বাক্য হইতে ইহাও জানা গেল—বৈকুণ্ঠাদি ধামে (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে, দ্বারকা-মথুরায় এবং অপ্রকট গোলোকে) প্রকটের ন্যায় উপপতি-ভাব নাই ; অর্থাৎ এই সকল ধামে দাম্পত্য-ভাব বিরাজিত। কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতে একথাই যে আরও পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ১১।১২১-শ্লোকে বলা হইয়াছে,

"পাতিব্রত্যং ক নু পরধূত্বাপবাদঃ ক চাস্যাঃ প্রেমোদ্রেকঃ ক চ পরবশত্বাদিবিঘ্নঃ ক চায়ম্।
কৈষোৎকণ্ঠা ক নু বকরিপোর্নিত্যসঙ্গাদ্যলব্ধি মূর্লং কৃষ্টা কর্ষতি হৃদয়ং কাপি শল্যত্রয়ী নঃ॥

—ইঁহার (শ্রীরাধার) পাতিব্রত্যই বা কোথায় ? ইঁহার পরবধূত্বের অপবাদই বা কোথায় ? (শ্রীকৃষ্ণে ইঁহার) প্রেমোদ্রেকই বা কোথায় ? আর এই পরবশত্বাদিবিঘ্নই বা কোথায় ? (শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনাদির জন্য) ইঁহার পরমোৎকণ্ঠাই বা কোথায় ? আর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসঙ্গাদির অপ্রাপ্তিই বা কোথায় ? আর কোথায়ই বা এই শল্যত্রয়, যাহা আমাদের হৃদয়মূল কর্ষণ করিয়া হৃদয়বিদারক দুঃখ দিতেছে ?"

এ-স্থলে অতি স্পষ্ট কথাতেই বলা হইয়াছে—শ্রীরাধিকাদির পরবধূত্ব হইতেছে অপবাদমাত্র, ইহা বাস্তব নহে; শ্রীরাধার (উপলক্ষণে গোপীগণের) পাতিব্রত্যই হইতেছে বাস্তব। এজন্যই রামানন্দ রায়ও শ্রীরাধাসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যাঁর পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১৩৪॥" শ্রীরাধার চিত্তের নিরবচ্ছিন্না গতি হইতেছে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিকে। শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক-পূরণার্থ লীলাশক্তি যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেই চতুর্ভুজরূপ প্রকটিত করেন, তাহা হইলেও সেই চতুর্ভুজরূপেও শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের চিত্ত ধাবিত হয় না; এতাদৃশই তাঁহাদের পাতিব্রত্য। পাতিব্রত্য, বা শ্রীকৃষ্ণে স্বকীয়পতিত্বের ভাব, স্বাভাবিক এবং নিত্যসিদ্ধ না হইলে এইরূপ হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতের স্পষ্ট উক্তিদ্বারা কবিরাজগোস্বামী জানাইয়াছেন—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকথিত, "উপপতিভাব" হইতেছে—"উপপতিত্বের অপবাদ বা ভাণ মাত্র", শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বাস্তবিক উপপতি নহেন, তিনি হইতেছেন তাঁহাদের বাস্তব পতি; এই পতিত্ব হইতেছে অনাদিসিদ্ধ অভিমানজাত পতিত্ব। উপপতিত্বের অপবাদ, বা তাঁহাদের পরবধূত্বের অপবাদ বা ভাণ হইতেছে কেবল প্রকটলীলায়; গোবিন্দলীলামৃত হইতেছে প্রকটলীলাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূগ্রন্থে নিত্য অপ্রকটধামের (অর্থাৎ গোলোকের) লীলা বর্ণন করিয়াছেন; তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন—নিত্যলীলায় (অর্থাৎ গোলোক-লীলায়) ব্রজগোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়াকান্তা। কবিরাজগোস্বামীও লিখিয়াছেন—শ্রীজীবগোস্বামীর "গোপালচম্পূনামে গ্রন্থ মহাশূর। নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১।৩৯॥" এই উদ্ধৃতি হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—কবিরাজের মতে অপ্রকটলীলায়, বা গোলোকে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়াকান্তা। পরকীয়াভাব, বস্তুতঃ পরকীয়া-ভাবের অপবাদ বা ভাণ, যে কেবল প্রকটলীলায়, তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে স্পষ্টকথায় তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

জ। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিমত

উজ্জ্বলনীলমণির "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই টীকায় তিনি শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিমতেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনার অনুসরণের পক্ষে যে কয়টী বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, এ-স্থলে তাহা প্রকাশ করা হইতেছে।

অ। প্রারম্ভিক

(১) গোপীগণের স্বরূপশক্তিত্ব

গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তি, চক্রবর্ত্তিপাদও তাহা স্বীকার করেন। "তদীয়মহাশক্তিসমুদায়পরমমুখ্যতমায়াং হ্লাদিনীশক্তৌ শ্রীগোপিকারূপায়াঞ্চ-ইত্যাদি॥ উ, নী, নায়ক-ভেদ॥ ১৬॥-লঘুত্বমত্র-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ॥"

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া তাঁহারা যে বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া-কান্তা, উক্ত টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "নমু চ। শ্রীরাধা হি কৃষ্ণস্য স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তিরেব। তস্যা বস্তুতঃ স্বীয়াত্বমেব ন তু পরকীয়াত্বং ঘটতে। (এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন) সত্যম্।"

এই তথ্যগুলি শ্রীজীবপাদও স্বীকার করিয়াছেন।

(২) গোপীগণের বিবাহ ও পরকীয়াত্ব

কিন্তু গোপীগণ "বস্তুতঃ স্বকীয়া" হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে পরকীয়া রূপেই তাঁহাদের বর্ণন দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে অবশ্য প্রকটলীলার কথাই বলা হইয়াছে; তাহাতে বুঝা যায়—প্রকটলীলাতে গোপীগণ পরকীয়া কান্তা। কিন্তু "বস্তুতঃ স্বকীয়া" হইয়াও কিরূপে তাঁহারা পরকীয়া হইলেন? এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকের আলোচনা আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতের "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥"-এই শুকোক্তি হইতে জানা যায়—গোপীগণ যখন শারদীয় রাসস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন, তখন ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ দারা (পত্নী)গণকে স্ব-স্ব পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়াই মনে করিতেন। ইহাতে বুঝা যায়—কৃষ্ণমায়া (যোগমায়া) রাসস্থলীতে উপস্থিত শ্রীরাধিকাদি গোপীদিগের অনুরূপ গোপীমূর্ত্তি অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণের পার্শ্বে কল্পনা করিয়াছিলেন; এই গোপীমূর্ত্তি যে যোগমায়াকল্পিত, অভিমন্যু-প্রভৃতি তাহা জানিতেন না; যোগমায়াকল্পিত এই মূর্ত্তিগুলিকে তাঁহারা বাস্তবিক গোপী বলিয়াই মনে করিয়াছেন এবং নিজেদের দারা, বা বিবাহিতা পত্নী বলিয়াও মনে করিয়াছেন।

অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণ জীবতত্ত্ব নহেন। তাঁহারাও নরলীল শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর; নরলীলার পরিকর বলিয়া তাঁহারাও নর-অভিমান পোষণ করিতেন; সুতরাং নরলোকে প্রচলিত রীতির অনুসরণে যাঁহাদিগকে তাঁহারা বিবাহ করেন নাই, তাঁহাদিগকে তাঁহারা নিজেদের দারা বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তাঁহারা যখন শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে তাঁহাদের দারা মনে করিয়াছেন, তখন বুঝা যায়, শ্রীরাধিকাদির সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু কখন কি ভাবে বিবাহ হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। সুতরাং অর্থাপত্তি-ন্যায়েই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে উল্লিখিত বিবাহ হইতেছে মায়াময়, যোগমায়ার প্রভাবজাত। তিনি তাঁহার গোপালচম্পূগ্রন্থে (পূর্ব্বচম্পূর ১৫শ পূরণে) এ-সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—ব্রজমণ্ডলবাসী গোপগণ স্থির করিলেন, তাঁহাদের পরমাসুন্দরী কন্যাগণকে পাত্রস্থা না করিলে দুষ্ট কংসের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে না। নন্দনন্দনের সঙ্গে তাঁহাদের কন্যার বিবাহ কন্যাদিগের পিতৃগণের সকলেরই একান্ত অভিপ্রেত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তখনও উপনয়ন

হয় নাই বলিয়া বিবাহের প্রস্তাবও করা যায় না। তখন বাগ্‌দত্তা করিয়া রাখার ইচ্ছা হইল ; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ গর্গাচার্য্য জানাইলেন—কৃষ্ণের সহিত যদি কন্যাদের বিবাহ হয়, তাহা হইলে বিবাহের পরেই সকলের সহিত কৃষ্ণের বিচ্ছেদ হইবে। তাই বাধ্য হইয়া গোপগণ অন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া বিবাহ স্থির করিলেন। এদিকে সাক্ষাৎ যোগমায়াস্বরূপা পৌর্ণমাসী দেবী ভাবিলেন—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা গোপীদিগের সহিত অন্য গোপদের বিবাহ অসম্ভব ; অথচ কংসের কবল হইতে কন্যাদিগের রক্ষার জন্য, (বস্তুতঃশ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা গোপীদিগের পরকীয়াত্ব-সিদ্ধির জন্য), বিবাহের প্রতীতি অত্যাবশ্যক। তাই তিনি এক স্বপ্নজাল বিস্তার করিলেন ; প্রস্তাবিত পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ স্বপ্ন দেখিলেন—প্রস্তাবিত বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহা যোগমায়াকল্পিত স্বপ্ন হইলেও তাঁহারা তাহাকে জাগ্রদবস্থার বিবাহের মত বাস্তব বলিয়াই মনে করিলেন। "সর্ব্বেষু তাদৃগ্ দুঃস্বপ্ন এব কেবলং জাগরকল্পতয়া ময়া কল্পিতঃ ॥ পূর্ব্বচম্পূ ॥ ১৫।৪৮ ॥ বৃন্দাদেবীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি ॥" বাল্যকালোচিত আচরণে নিবিষ্ট থাকায় কন্যাগণ কিন্তু তাঁহাদের বিবাহের উদ্যোগের কথাও কিছু জানিতে পারেন নাই। "তৎকুমার্য্যস্তুতিবাল্যচর্য্যাপর্য্যাকুলতয়া ন কিঞ্চিদপি চিদমত্রতাং নিন্যিরে ॥ পূ, চ,॥১৫।৪৩॥" স্বপ্নের পরেও নিতান্ত বালিকা বলিয়া পাত্রপক্ষও গোপীগণকে পিতৃগৃহেই রাখিয়া গেলেন। "যদতিবালকতয়াবগতঃ পিতৃগেহ এব তা নিধায় তে গতা ইতি ॥ পূ, চ, ॥১৫।৪৭॥" কিন্তু গোপীদের সাহজিক অনুরাগের প্রভাবে, যদিও তাঁহারা তখন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পায়েন নাই, তথাপি সর্ব্বদাই তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইত, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিতনা (পূ, চ, ॥১৫।৩৬)। এজন্য উল্লিখিত স্বপ্নের পরেও অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যারূপেই তাঁহাদিগকে রাখা হইত, শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ যাহাতে তাঁহাদের কর্ণগোচর না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা হইত ; যখন তাঁহারা কিশোরভাবের সান্নিধ্য লাভ করিলেন, তখন তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণভাব স্বয়ংই উদ্বুদ্ধ হইল—বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে কোনও কোনও লতার পল্লব যেমন স্বতঃই উদ্বুদ্ধ হয়, তদ্রূপ (পূ, চ, ১৫।৫৯ ॥)

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায়—গোপকন্যাগণ যোগমায়াকল্পিত স্বপ্ন দেখেন নাই। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, স্বপ্নেও তাঁহারা কখনও অন্যের গলায় বরমাল্য দান করিতে পারেন না।

(৩) শ্রীজীবকথিত মায়িক বিবাহের স্বরূপ

কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিকথিত মায়িক বিবাহের স্বরূপটী কি ? শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধবে বলিয়াছেন—গোবর্দ্ধনাদি-গোপদের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ যোগমায়াদ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়াছে এবং চন্দ্রাবলীপ্রভৃতি গোপীদের সম্বন্ধে পতিম্মন্য গোপদের দারতা মমতামাত্রা-বশেষিতা। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার গোপালচম্পূতে বলিয়াছেন—যোগমায়া এক স্বপ্নজাল বিস্তার করিলেন ; প্রস্তাবিত পাত্রপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ স্বপ্ন দেখিলেন যে, প্রস্তাবিত বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ; তাঁহারা এই স্বাপ্নিক বিবাহকে জাগ্রদবস্থার বিবাহ বলিয়াই মনে করিলেন।

শ্রীরাধিকাদি গোপকন্যাগণ এই স্বপ্ন দেখেন নাই ; বাল্যকালোচিত আচরণে নিবিষ্ট থাকায় কন্যাগণ তাঁহাদের বিবাহের উদ্যোগের কথাও কিছু জানিতে পারেন নাই। "তৎকুমার্য্যস্তুতিবাল্যচর্য্যা-পর্য্যাকুলতয়া ন কিঞ্চিদপি চিদমত্রতাং নিন্যিরে॥ পূ, চ, ১৫।৪৩॥" ভিন্ন ভিন্ন গোপের বিবাহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্ব্বাহিত হওয়ার স্বপ্নই যে যোগমায়া প্রকটিত করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে।

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই যে—এই স্বাপ্নিক বিবাহের স্বরূপটী কি ? স্বপ্নদর্শনকারীরা স্বপ্নদর্শনকালে অবশ্যই নিজ নিজ গৃহে নিদ্রিত ছিলেন; সেই অবস্থাতেই তাঁহারা স্বপ্নে দেখিয়াছেন—তাঁহারা বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত, পাত্র-পাত্রীও সেই স্থানে উপস্থিত, পাত্র-পাত্রীর বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বাপ্নিক বিবাহমণ্ডপে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, যাঁহাদের সহিত তাদাত্ম্য-মনন করিয়া পাত্র-পাত্রীপক্ষীয় নিদ্রিত লোকগণ বিবাহমণ্ডপে নিজেদের উপস্থিতি মনে করিলেন, তাঁহাদের স্বরূপ কি ? এই বিষয়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিপ্রায়ই এ-স্থলে নির্ণয় করিতে হইবে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৭৭-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়েত্যাদ্যুক্তাসূয়াপরিহারস্য সম্যক্ত্বায় তৎকল্পিতাস্তু স্বস্বপতিমিত্যেব শ্রীভগবন্মতম্। দৃশ্যতে চ সংজ্ঞাছায়াদিবৎ কল্পনায়া ব্যক্তত্বমেব পরিণামঃ সর্ব্বত্র।—'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' ইত্যাদিবচনোক্ত (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিম্মন্য গোপদের) সম্যক্ অসূয়া পরিহারের নিমিত্ত মায়াকল্পিত গোপীগণ নিজ নিজ পতিসান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল– ইহাই 'মৎকামা' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবানের অভিমত। এ-স্থলে জিজ্ঞাস্য—কল্পিতা গোপীগণের পরিণাম কি? তজ্জন্য শ্রীজীব বলিতেছেন—সংজ্ঞা ও ছায়াদির মত ব্যক্তত্বই কল্পনার পরিণাম—ইহা সর্ব্বত্র দেখা যায়। অর্থাৎ যেমন একটী মানুষের নাম 'নকড়ি'; এ-স্থলে নকড়ি-সংজ্ঞার নিজের কোন সার্থকতা নাই, ঐ লোকটীর সম্বন্ধে ব্যক্ত হইয়া তাহাকেই প্রকাশ করে; ছায়া কোন বস্তুর সম্বন্ধে ব্যক্ত হয়, নিজের কোন সত্তা বা সার্থকতা নাই; তদ্রূপ মায়াকল্পিতা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের সম্বন্ধে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহাদের নিজের কোন সত্তা নাই। ব্রজবাসিগণ তাহা-দিগকে কেবল দেখিয়াছিলেন, অথচ কোন কাজে পৌঁছায় নাই। যেমন যাদুকরের মায়াকল্পিত আম্র লোক দেখে; কিন্তু কেহ তাহার আস্বাদন পায় না।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিমহোদয়-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুবাদ।" ইহা হইতে শ্রীজীবপাদের অভিমত এই জানা গেল যে—শ্রীরাধিকাদি বাস্তব গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতেন, তখন যাঁহাদিগকে দেখিয়া অভিমন্যু-প্রভৃতি গোপগণ তাঁহাদের পত্নীগণকে তাঁহাদের পার্শ্বে অবস্থিতা বলিয়া মনে করিতেন, সেই যোগ-মায়াকল্পিতা গোপীগণ ছিলেন বাস্তব গোপীগণের ছায়াতুল্যা; ছায়ার যেমন কোনও বস্তুত্ব নাই, তাঁহাদেরও কোনও বস্তুত্ব বা সামগ্রীত্ব ছিলনা; তাঁহারা ছিলেন যাদুকর-কল্পিত আম্রের ন্যায় বাস্তবত্ব-হীন। তাঁহারা যোগমায়াকর্তৃক সৃষ্টও হয়েন নাই, কেননা, যাহার বস্তুত্ব বা সামগ্রীত্ব নাই; তাহার

সৃষ্টিও হইতে পারে না; আকাশকুসুমের সৃষ্টি হইতে পারে না। তাঁহারা হইতেছেন যোগমায়ার কল্পিত বা সঙ্কল্পিত; যোগমায়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন—অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণের মনে স্বস্বপার্শ্বে গোপীদের বিদ্যমানতার প্রতীতি উৎপাদন করা। এই প্রতীতির সামগ্রী বা উপাদান ছিল। প্রতীতি হইতেছে মনোবৃত্তিবিশেষ; অভিমন্যুপ্রভৃতির মন ছিল, মনের বৃত্তিও ছিল; যোগমায়া স্বীয় প্রভাবে সেই মনোবৃত্তিকে প্রতীতির রূপ দিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহারা মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের পত্নীগণ তাঁহাদের পার্শ্বেই বিদ্যমান। চক্ষুরোগগ্রস্ত লোক যেমন দুইটী চন্দ্র দেখে, অথচ বাস্তবিক যেমন দুইটী চন্দ্র থাকে না, অথবা জলাতঙ্করোগগ্রস্ত লোক যেমন কুকুর দেখে, অথচ বাস্তবিক যেমন কুকুর থাকেনা, তদ্রূপ গোপগণও তাঁহাদের পত্নীগণকে দেখিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক সেখানে তাঁহাদের পত্নীগণ ছিলেন না। ইহা কেবল বিদ্যমানতার প্রতীতিমাত্র। প্রতীতির বিষয় গোপীগণ ছিলেন ছায়ার ন্যায় বস্তুসত্তাহীন।

স্বাপ্নিক বিবাহমণ্ডপে যাঁহাদের উপস্থিতির প্রতীতি জন্মিয়াছিল, তাঁহারাও তদ্রূপ যোগমায়া-কল্পিত ছায়াতুল্যবস্তু; তাঁহাদেরও বস্তুসত্তা কিছু ছিলনা। স্বপ্নদ্রষ্টাদের চিত্তে তাঁহাদের বিদ্যমানতার প্রতীতিমাত্র যোগমায়া উৎপাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং সমগ্র স্বাপ্নিক বিবাহব্যাপারটীই হইতেছে প্রাতীতিক, ইহা বাস্তব নহে। বাস্তব গোপীদের সঙ্গে বিবাহের কথা দূরে, তাঁহাদের কোনও বাস্তব-প্রতিমূর্ত্তির সহিতও বাস্তব গোপদের বিবাহ হয় নাই। বাস্তব গোপগণ ছিলেন স্ব-স্ব গৃহে এবং বাস্তব গোপীগণও ছিলেন স্ব-স্ব গৃহে। তাঁহাদের সান্নিধ্যও ঘটে নাই।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার গোপালচম্পূতেও পৌর্ণমাসীর মুখে উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে আসিয়া যখন অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী গোপীগণের গুরুবর্গ অন্য গোপের সহিত তাঁহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, তখন দেবী পৌর্ণমাসী বলিয়াছিলেন—"ন ভবিষ্যতি তাসামন্যেনান্যেন সংযোগসম্বন্ধঃ। যতো ময়া হি মায়য়া পরা নির্ম্মায় নির্ম্মাস্যতে তত্র প্রতিবন্ধঃ॥ পূ, চ, ১৫।৪৫॥—(শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী) সেই সকল গোপীর অন্যান্য গোপদের সহিত সংযোগসম্বন্ধ (বিবাহ) হইবেনা। যেহেতু আমিই মায়াদ্বারা সেই গোপীদের অপরামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিব (অর্থাৎ বাস্তব গোপীদের সহিত বিবাহ হইতে দিবনা)।" এ-স্থলে পৌর্ণমাসীদেবী গোপীদের যে মায়ানির্ম্মিতা মূর্ত্তির কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই মূর্ত্তিও হইতেছে ছায়াস্বরূপা, বস্তুসত্তাশূন্যা, প্রাতীতিকীমাত্র। বাস্তব-প্রতিমূর্ত্তির নির্ম্মাণ যে উপাদানের অভাবে সম্ভবপর নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাস্তব-প্রতিমূর্ত্তি হইলে তাহার সহিত বিবাহও বাস্তবই হইত, মিথ্যা হইতনা; কিন্তু শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধবে বলিয়াছেন—একান্ত মিথ্যা এই বিবাহাদিকে যোগমায়া সত্যের ন্যায় প্রত্যায়িত করিয়াছেন। "তদ্বঞ্চনার্থং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্।" যোগমায়ানির্ম্মিতামূর্ত্তি—যোগমায়াকল্পিতা (সঙ্কল্পিতা) মূর্ত্তি।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকথিত মায়িক বিবাহের স্বরূপ হইতেছে এই যে, ইহা কেবলমাত্র প্রাতীতিক ; যোগমায়া স্বীয় প্রভাবে সংসৃষ্ট সকলের মধ্যে বিবাহের একটা প্রতীতিমাত্র জন্মাইয়াছেন ; বাস্তব বিবাহ হয় নাই। কিন্তু প্রতীতিটী বাস্তব ; কেননা, এই প্রতীতির বস্তু, বা সামগ্রী ছিল—সংসৃষ্ট লোকদের মনোবৃত্তিরূপ সামগ্রী। যোগমায়া বা চিচ্ছক্তি যে অবাস্তব বস্তুসম্বন্ধেও বাস্তব-প্রতীতি জন্মাইয়া থাকেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অজ, অনাদি ; সুতরাং বস্তুতঃ তাঁহার জনক-জননী নাই, থাকিতেও পারেনা। নন্দ-যশোদা হইতেছেন বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ পরিকর। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্যরসের আস্বাদনের জন্য চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বাৎসল্যপ্রেম অনাদিকাল হইতেই নন্দ-যশোদার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-জনকজননীত্বের এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নন্দ-যশোদা-তনয়ত্বের প্রতীতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রতীতি বাস্তব ; কেননা, ইহার বাস্তব সামগ্রী আছে—নন্দ-যশোদা এবং শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তিরূপ সামগ্রী। এই প্রতীতি কেবল বাস্তবই নহে, ইহা নিত্যও।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উল্লিখিতরূপ সমাধানে কোনওরূপ তত্ত্ববিরোধও নাই, অসামঞ্জস্যও নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীজীবের মতে অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণের সহিত শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের বিবাহ হইতেছে অবাস্তব, মায়িক ; বিবাহ মায়িক বা অবাস্তব বলিয়া গোপীদিগের পরোঢ়াত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যও হইতেছে অবাস্তব। "যত্তু মধ্যে মায়য়া প্রত্যায়িত-মৌপপত্যং তৎ খলু অবাস্তবত্বাৎ-ইত্যাদি। পূ, চ, ১।৩১॥"

মায়িক বিবাহসম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার ইঙ্গিত শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর ললিতমাধবেই বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী গোপীদের সহিত অন্য গোপদের মায়িক বিবাহের কথা বলিয়াও ললিতমাধব-বর্ণিত লীলার পর্য্যবসান করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের বিবাহে। ইহাদ্বারাই জানা যায়—মায়িক বিবাহ ছিল অবাস্তব ; তাহা বাস্তব হইলে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের বিবাহ সম্ভব হইত না। মায়িক বিবাহের অবাস্তবত্বে তাহার প্রাতীতিকত্বও সূচিত হইতেছে। "অথ কিং, পতিম্মন্যানাং বল্লবানাং মমতামাত্রাবশেষিতা তাসু দারতা। যদেভিঃ প্রেক্ষণমপি তাসাং দুর্ঘটম্"-ললিতমাধব-কথিত পৌর্ণমাসী দেবীর এই উক্তি হইতেও মায়িক বিবাহের প্রাতীতিকত্বের কথা জানা যায়। কিন্তু মায়িক বিবাহের এই প্রতীতি যে গোপীগণের মধ্যে ছিলনা, ললিতমাধবের বিবরণ হইতে তাহাও সূচিত হয়। মায়িক বিবাহের প্রতীতি যদি তাঁহাদের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণসম্বন্ধে পতিভাবের প্রতীতিও তাঁহাদের থাকিত ; তাহা থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহে তাঁহাদের সম্মতি থাকিত না। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের পতি—এইরূপ বুদ্ধি সকল সময়েই তাঁহাদের মধ্যে ছিল ; [৫২৯ পৃষ্ঠায় ১।১।১৭০ ক (৪), (৫), (৬)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] এ-পর্য্যন্ত বিবাহদ্বারা তাঁহারা

পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েন নাই; এখন যখন সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন সানন্দ চিত্তে তাঁহারা বিবাহের প্রস্তাব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মায়িক বিবাহটী অবাস্তব হইলেও অভিমন্যুপ্রভৃতির মধ্যে তাহার বাস্তবত্বের প্রতীতি জন্মিয়াছিল ; ইহাদ্বারাই তাঁহাদের মুগ্ধত্ব সূচিত হইয়াছে ; কিন্তু যোগমায়াই তাঁহাদের মুগ্ধত্ব জন্মাইতে পারেন, বহিরঙ্গা মায়া তাহা পারেন না। কেননা, অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণ, তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন, শ্রীরাধিকাদি গোপগণের আত্মীয়স্বজনগণ- ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণপরিকর, তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন ; সুতরাং বহিরঙ্গা মায়া তাঁহাদের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ। একমাত্র চিচ্ছক্তি-রূপা যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণপরিকরদিগের মুগ্ধত্ব জন্মাইতে পারেন। সুতরাং এই মায়িক বিবাহ, বস্তুতঃ বিবাহের প্রতীতি, হইতেছে যোগমায়ারই কার্য্য, বহিরঙ্গামায়ার কার্য্য নহে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাঁহার বিদগ্ধমাধব-নাটকে বলিয়াছেন—"তদ্‌বঞ্চনার্থং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্‌বাহাদিকম্। নিত্যাঃপ্রেয়স্যঃ খলু তাঃ কৃষ্ণস্য।" [পূর্ব্ববর্ত্তী ক (৫) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ললিতমাধবের উক্তি-দ্বারাই তাহা সমর্থিত।

(৪) চক্রবর্ত্তিপাদ-কথিত মায়িক বিবাহের স্বরূপ

ললিতমাধব-নাটকের উক্তি অনুসারে চক্রবর্ত্তিপাদও আলোচ্য বিবাহকে মায়িক বিবাহ বলিয়া স্বীকার করেন ; কিন্তু মায়িক হইলেও তিনি এই বিবাহকে নিত্যসত্য বলিয়া মনে করেন "এবমেব ললিতমাধবোক্তের্গোপীনাং গোপৈর্বিবাহস্য মায়িকত্বেঽপি নিত্যসত্যমেব জ্ঞেয়ম্॥—উ, নী, ম, কৃষ্ণবল্লভা॥ ১৯।২০-শ্লোকটীকা॥ বহরমপুরসংস্করণ।"

মায়ার প্রভাবে যে বিবাহ নির্বাহিত হয়, তাহাই মায়িক বিবাহ ; সুতরাং সাধারণতঃ লোকসমাজে যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে, ইহা সেইরূপ বিবাহ নহে।

চক্রবর্ত্তিপাদের মতে, আলোচ্য বিবাহ কোন্ মায়াদ্বারা নির্বাহিত হইয়াছে, "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্"-ইত্যাদি উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের টীকার নিম্নোদ্ধৃত অংশে তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এই টীকাংশে তিনি লিখিয়াছেন :—

"তত্রৈব ললিতমাধবে। গোঅড্‌ঢণাদি গোবেহিং চন্দাঅলী-পহুদীণং উব্বাহো মাআএ ণিব্বাহিদো ইতি অত্রেদং প্রতিপদ্যামহে। জগজ্জীবমাত্রস্যৈব মায়াবদ্ধপতিতস্য দেহে অহম্ভাবো দেহো অহমিতি। দৈহিকেষু পতিপুত্রাদিষু মমতা মমায়ং পতি র্মমায়ং পুত্র ইত্যেবং মায়য়ৈব সম্বন্ধঃ কল্পিতঃ। ব্রজস্থানাস্তু গোপীগোপপশু-পক্ষিপ্রভৃতীনাং শ্রীকৃষ্ণলীলাপরিকরাণাং মায়াতীতানাং স্বদেহেষ্বহম্ভাবঃ স্বীয়েষু চ মাতাপিত্রাদিষু মাতাপিত্রাদিভাবো ন মায়াকল্পিতঃ। কিন্তু সচ্চিদানন্দময় এব। যথা কৃষ্ণস্য শ্রীযশোদানন্দাদিষু মাতাপিত্রাদিভাবঃ। তথৈব শ্রীরাধাদীনাং শ্রীকীর্ত্তিদাবৃষভান্বাদিষু মাতাপিত্রাদি-ভাবশ্চিদানন্দময় এব। অভিমন্যুপ্রভৃতিষু পতিভাবস্তু মায়িক এব চিদ্রূপাণাং শ্রীরাধাদীনাং চিদ্রূষুপ

পতিত্বভিমন্যুপ্রভৃতিষু সার্ব্বকালিক-দ্বেষান্যথানুপপত্ত্যা মধ্যে পতিভাবরূপা মায়া স্বাংশভূতা শ্রীযোগমায়য়ৈব স্থাপিতা। প্রাকৃতীনাং স্ত্রীণাং পরিণেতৃষু পতিভাবস্য প্রাপঞ্চিকত্বাদনিত্যত্বং গোপীনান্তু পরিণেতৃষু পতিভাবস্য মায়াকল্পিতত্বেঽপি ভগবল্লীলাতন্ত্রমধ্যবর্ত্তিত্বাৎ মায়ায়াশ্চাস্যা যোগমায়ানুমোদিতত্বাচ্চ নিত্যত্বমেবেতি বিশেষঃ। মোহনন্তু তাসাং যোগমায়য়ৈব গুণাতীতত্বান্নতু মায়য়া। কিঞ্চাত্র শ্রীরাধাদিষু শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেয়সীভাবস্য কৃষ্ণে চ তাসাং প্রেয়োভাবস্য চ সচ্চিদানন্দময়ত্বে সতি তাসাং স্বস্বপরিণেতৃষু পতিভাবস্য মায়াকল্পিতত্বস্যৈবৌচিত্যমিতি গ্রন্থকৃতামাশয়ো দ্রষ্টব্যঃ, নতু তেষু পতিভাবস্য মায়িকত্বমেব তাসাং কৃষ্ণভার্য্যাত্ব-সাধকমিতি মতমভিজ্ঞ-সম্মতমিতি। কেচিত্তু ললিতমাধবে মায়াশব্দেন যোগমায়য়ৈব উচ্যতে ইত্যাহুস্তন্মতে পতিভাবোঽপি চিন্ময় এব তদপি দ্বেষস্তয়ৈব দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা উপপাদিত ইতি।”

তাৎপর্য্যানুবাদ। “ললিতমাধবে যে বলা হইয়াছে. ‘গোবর্দ্ধনাদি গোপের সহিত চন্দ্রাবলী-প্রভৃতি গোপীগণের বিবাহ মায়াদ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়াছে’, এই বাক্যে যাহা প্রতিপাদিত হয়, তাহা বলা হইতেছে। মায়াবদ্ধ এবং পতিত জগজ্জীবমাত্রেরই ‘দেহ আমি’-এইরূপ অহংভাব এবং দৈহিক পুত্রাদিতে মমতা-‘ইনি আমার পতি, ইনি আমার পুত্র’-এইরূপ সম্বন্ধ মায়াদ্বারাই কল্পিত। কিন্তু ব্রজস্থ মায়াতীত গোপী-গোপ-পশু-পক্ষি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-পরিকরদের দেহে অহম্ভাব এবং স্ব স্ব মাতাপিত্রাদিতে মাতাপিত্রাদি ভাব মায়াকল্পিত নহে; পরন্তু তাহা সচ্চিদানন্দময়ই। যেমন, শ্রীনন্দযশোদাদিতে শ্রীকৃষ্ণের মাতাপিত্রাদিভাব (সচ্চিদানন্দময়)। তদ্রূপ, শ্রীকীর্ত্তিদাবৃষভানু-প্রভৃতিতে (শ্রীরাধিকাদির মাতাপিত্রাদিভাব সচ্চিদানন্দময়ই)। অভিমন্যু-প্রভৃতিতে পতিভাব কিন্তু মায়িকই। চিদ্রূপ, অভিমন্যুপ্রভৃতিতে চিদ্রূপা শ্রীরাধাদির সার্ব্বকালিক দ্বেষের অন্যথা অনুপপত্তিহেতু মধ্যে যোগমায়াদ্বারাই পতিভাবরূপা স্বাংশভূতা মায়া স্থাপিত হইয়াছে। প্রাপঞ্চিকত্ববশতঃ পরিণেতাদের সম্বন্ধে প্রাকৃত স্ত্রীলোকদের পতিভাব হইতেছে অনিত্য; কিন্তু পরিণেতাদের সম্বন্ধে গোপীদিগের পতিভাব, মায়াকল্পিত হইলেও ভগবল্লীলাতন্ত্রমধ্যবর্ত্তিত্বহেতু এবং এই মায়ার যোগমায়ানুমোদিতত্ব হেতু গোপীদিগের পতিভাব—হইতেছে নিত্য; ইহাই বিশেষত্ব। গোপীগণ গুণাতীত বলিয়া তাঁহাদের মোহন যোগমায়াদ্বারাই হইয়া থাকে, মায়াদ্বারা নহে। শ্রীরাধাদিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীভাব এবং শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের প্রেয়োভাব সচ্চিদানন্দময় হওয়াতে স্ব-স্ব পরিণেতৃতে তাঁহাদের পতিভাব মায়াকল্পিত হওয়াই উচিত—ইহাই গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামীর আশয় দেখা যায়; কিন্তু তাঁহাদের পতিভাবের মায়িকত্বই তাঁহাদের কৃষ্ণভার্য্যাত্বের সাধক নহে—এই মতই অভিজ্ঞসম্মত। কেহ কেহ বলেন, ললিতমাধবে কথিত মায়া-শব্দে যোগমায়াকেই বুঝায়; তাঁহাদের মতে পতিভাবও চিন্ময়ই; তাহাতে যে দ্বেষ, তাহা দুর্ঘট-ঘটনাপটীয়সী যোগমায়াদ্বারাই উৎপাদিত।”

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। উল্লিখিত টীকাংশে চক্রবর্ত্তিপাদ “মায়া” এবং “যোগমায়া”-এই

দুইটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "ইহা মায়ার কার্য্য", "ইহা যোগমায়ার কার্য্য, মায়ার কার্য্য নহে"-এই জাতীয় বাক্যপ্রয়োগ হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, একই অর্থে তিনি "মায়া" ও "যোগমায়া" শব্দদ্বয়ের ব্যবহার করেন নাই ; "মায়া"-শব্দে তিনি "জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়াকে" এবং "যোগমায়া"-শব্দে চিচ্ছক্তির বৃত্তিরূপা যোগমায়াকেই অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং চক্রবর্ত্তিপাদের মতে—যে মায়াদ্বারা গোপীদের সহিত অন্যগোপদের বিবাহের কথা ললিতমাধবে বলা হইয়াছে, সেই মায়া হইতেছে জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া। কেহ কেহ যে সেই মায়াকে যোগমায়া বলেন, তাহাও চক্রবর্ত্তিপাদ স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার মতে সেই মায়া হইতেছে বহিরঙ্গা মায়া।

তাঁহার এই অভিমতের সমর্থনে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই :—মায়াতীত এবং চিদ্রূপা গোপীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ—পরস্পরের প্রতি ইঁহাদের যে প্রীতিময় ভাব, তাহা সচ্চিদানন্দময় বলিয়া অন্যগোপদের প্রতি গোপীদের পতিভাব বহিরঙ্গামায়া-কল্পিত হওয়াই উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন—প্রাকৃত পুরুষে প্রাকৃত রমণীদের পতিভাবও, শ্রীরাধিকাদি-গোপীদের অন্যগোপে পতিভাবের ন্যায়, বহিরঙ্গা মায়া কল্পিত। তথাপি প্রাকৃত রমণীগণ প্রাপঞ্চিক বলিয়া তাহাদের পতিভাব হইতেছে অনিত্য ; কিন্তু মায়াতীত গোপীগণের পক্ষে তাঁহাদের পরিণেতা গোপগণসম্বন্ধে বহিরঙ্গামায়াকল্পিত পতিভাব হইতেছে নিত্য ; কেননা, ইহা হইতেছে ভগবল্লীলাতন্ত্র-মধ্যবর্ত্তী এবং যোগমায়ার অনুমোদিত ; যোগমায়া দ্বারাই এই স্বাংশরূপা পতিভাবরূপা মায়া স্থাপিত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, গোপীগণ মায়াতীত বলিয়া তাঁহাদের মোহন যোগমায়াদ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্তু বহিরঙ্গামায়াদ্বারা নহে।

এক্ষণে চক্রবর্ত্তিপাদের এই উক্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়া হইতেছে চিদ্‌বিরোধী ; চিৎ এবং জড়ের সম্বন্ধ হইতেছে আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায়। যে-খানে আলোক, সেখানে অন্ধকার থাকিতে পারে না, সে-খানে অন্ধকার কোনও প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ চিৎস্বরূপ বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার। যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।২১॥" মায়ার এতাদৃশ স্বরূপবশতঃই শ্রুতিস্মৃতি বলিয়াছেন—মায়া ভগবান্‌কে স্পর্শও করিতে পারে না, ভগবানের সম্মুখবর্ত্তিনীও হইতে পারে না। বহিরঙ্গা সৃষ্টিলীলাতে, জড়ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিতে হয় বলিয়া, জড়রূপা মায়ার সহকারিতা আবশ্যক। কিন্তু এই সৃষ্টিকার্য্যে অব্যবহিত ভাবে সংশ্লিষ্ট ভগবৎস্বরূপ পুরুষত্রয়কেও মায়া স্পর্শ করিতে বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না ; পুরুষত্রয় দূরে থাকিয়া মায়াকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এই পুরুষত্রয় সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"যদ্যপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার। তথাপি তৎস্পর্শ নাহি-সভে মায়াপার॥ শ্রীচৈ, চ, ১।২।৪৪॥" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলাতে বিশুদ্ধ নির্ম্মল চিন্ময় রসই আস্বাদন করিয়া থাকেন ; ব্রজলীলাদি অন্তরঙ্গা লীলাতে বহিরঙ্গা মায়ার যে কোনও স্থান আছে, শ্রুতিস্মৃতি হইতে তাহা জানা যায় না। রাসলীলাবর্ণনের উপক্রমে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও

বলিয়াছেন—যোগমায়াকে নিকটে রাখিয়াই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বহিরঙ্গামায়াকে নিকটে রাখিয়া নহে। এই অবস্থায় মায়াতীতা এবং চিৎস্বরূপা শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের উপরে চিদ্‌বিরোধিনী জড়রূপা মায়া কিরূপে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে? চক্রবর্ত্তিপাদের মতেই যাঁহারা হ্লাদিনীসাররূপা এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহাদের প্রীতিময় সম্বন্ধ হইতেছে সচ্চিদানন্দময়, সেই চিৎস্বরূপা গোপীদের চিত্তে বহিরঙ্গা জড়রূপামায়া কিরূপে অন্যগোপদের সম্বন্ধে পতিভাব জাগাইতে পারে? চক্রবর্ত্তিপাদই বলিয়াছেন—মায়াতীতা গোপীগণকে মুগ্ধ করিতে পারে যোগমায়া, বহিরঙ্গামায়া পারে না। বহিরঙ্গা মায়া যদি তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতে না পারে, তাহা হইলে অন্যগোপদের সম্বন্ধে তাঁহাদের পতিভাবই বা কিরূপে জাগাইতে পারে? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে সচ্চিদানন্দময় প্রীতিভাব, বহিরঙ্গা মায়া তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিতে না পারিলে সেই সচ্চিদানন্দময় প্রীতিভাব ভুলাইয়া তাঁহাদের মধ্যে অন্যগোপসম্বন্ধে পতিভাবই বা জাগাইবে কিরূপে?

যদি বলা যায়—চক্রবর্ত্তিপাদ তো বলিয়াছেনই, পতিভাবরূপা মায়া যোগমায়া কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহা যোগমায়ারও অনুমোদিত। সুতরাং যোগমায়ার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া বহিরঙ্গা মায়া গোপীদের চিত্তে পতিভাব কেন উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারিবেনা?

উত্তরে বক্তব্য এই। চিচ্ছক্তির বৃত্তিরূপা যোগমায়া অঘটন-ঘটনপটীয়সী হইলেও স্বরূপ-বিরোধী বা স্বরূপের ব্যত্যয়জনক কোনও কার্য্য তিনি করেন না, বা করিতে পারেন না। কেননা স্বরূপের ব্যত্যয়যোগ্যতাই নাই; যাহার ব্যত্যয়যোগ্যতা থাকেনা তাহাকেই স্বরূপ বলে। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অনন্ত বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও তিনি নিজের অন্ত পায়েন না। "দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৮৭।৪২-বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিগণই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতার, বা সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি সূচিত হয় না। শশকের শৃঙ্গ কেহ না দেখিলে তাহার দৃষ্টিশক্তির দোষ আছে বলা যায় না; কেননা, শশকের শৃঙ্গ নাই-ই। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য এবং অবিনাশী বলিয়া তাঁহার বিনাশ-সংঘটন, বা তাঁহার অস্তিত্ব-লোপ, হইতেছে এক অঘটন-ব্যাপার। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াও শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব-লোপরূপ অঘটন-ব্যাপার ঘটাইতে পারেন না। ইহাতে তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির অভাব সূচিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ অজ ও অনাদি বলিয়া তাঁহার জনক-জননীর অস্তিত্ব হইতেছে এক অঘটন-বস্তু; অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননীর সৃষ্টি করিতে পারেন না। যে বস্তুর স্বরূপে অন্য কোনওরূপে সংঘটিত হওয়ার যোগ্যতা আছে, অথচ অপরে সেই যোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে, যোগমায়া সেই যোগ্যতার সুযোগ নিয়া তাহা সংঘটিত করিতে পারেন; ইহাই হইতেছে তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সীত্ব। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ—অর্থাৎ স্ব-শক্তিদ্বারাই প্রকাশযোগ্য—তত্ত্ব বলিয়া স্বরূপতঃ তাঁহার প্রকাশ-যোগ্যতা আছে; কিন্তু তাঁহার এই প্রকাশযোগ্যতার সুযোগ লইয়া অপর কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু যোগমায়া পারেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশকরণ অপরের পক্ষে অঘটন ব্যাপার

হইলেও যোগমায়ার পক্ষে অঘটন নয় ; এতাদৃশই হইতেছে যোগমায়ার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির ধর্ম্ম। এজন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াও কোনও বস্তুর স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারেন না, স্বরূপবিরোধী কোনও কার্য্য করিতে পারেন না ; কেননা, স্বরূপের ব্যত্যয়যোগ্যতাই নাই, স্বরূপবিরোধী রূপ ধারণের যোগ্যতাও নাই। যে-স্থলে স্বরূপবিরুদ্ধ কিছু কল্পিত হইবে, সে-স্থলেই স্বরূপব্যত্যয়েরও কল্পনা থাকিবে ; কিন্তু স্বরূপব্যত্যয় অসম্ভব।

কেহ হয়তো এইরূপ একটী প্রশ্ন তুলিতে পারেন। চিৎ-শব্দে জ্ঞান বুঝায় ; গোপসুন্দরীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বলিয়া চিদ্রূপা, অর্থাৎ জ্ঞানরূপা। আর, মোহ হইল অজ্ঞান—চিৎ-এর বিরোধী। যোগমায়া যে তাঁহাদের মোহ জন্মাইতে পারেন, ইহা অনস্বীকার্য্য। তাঁহাদের মোহ জন্মাইয়া যোগমায়া কি স্বরূপবিরোধী কার্য্য করেন না ? আবার, শ্রীকৃষ্ণও চিদ্ঘন বা জ্ঞানঘন তত্ত্ব ; অজ্ঞান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কিন্তু তাঁহারও প্রেমমুগ্ধত্বের কথা শুনা যায়। চিচ্ছক্তির বৃত্তিরূপ প্রেম যে তাঁহার মুগ্ধত্ব জন্মায়, তাহাও কি স্বরূপবিরোধী কার্য্য নহে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। চক্রবর্ত্তিপাদই বলিয়াছেন—গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রেয়োভাব হইতেছে সচ্চিদানন্দময়। পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের এই প্রীতিময় ভাবের তাৎপর্য্য হইতেছে পরস্পরের চিত্তবিনোদন। পরস্পরের চিত্তবিনোদনের স্পৃহা বা প্রবণতা তাঁহাদের মধ্যে নিত্য বিরাজিত এবং ইহা হইতেছে তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধিনী স্পৃহা বা প্রবণতা। লীলা-সহায়কারিণী যোগমায়া গোপীদিগের এই স্বরূপানুবন্ধিনী স্পৃহাকে সম্বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট এবং উচ্ছ্বসিত করিয়া তাহাতে তাঁহাদের গাঢ় তন্ময়তা জন্মায়েন ; এই তন্ময়তার দ্বারা তাঁহাদের এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাদি-সম্বন্ধে তাঁহাদের অননুসন্ধান জন্মাইয়া থাকেন। এতাদৃশ অননুসন্ধানই হইতেছে তাঁহাদের মোহ। যোগমায়া তাঁহাদের জ্ঞানকে বিলুপ্ত করেন না, অজ্ঞান জন্মায়েন না। কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহাদের অননুসন্ধান-মাত্র জন্মায়েন ; এই অননুসন্ধান হইতেছে তাঁহাদের তন্ময়তার ফল, অজ্ঞানের ফল নহে। সুতরাং এ-স্থলেও যোগমায়া স্বরূপবিরোধী কিছু করেন না, স্বরূপের অনুকূল কার্য্যই করিয়া থাকেন। তদ্রূপ চিচ্ছক্তিরূপ প্রেমও রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বীয় স্বরূপাদি-সম্বন্ধে অননুসন্ধান জন্মাইয়া তাঁহার রসাস্বাদনের আনুকূল্য বিধান করেন, জ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে জ্ঞানাভাব জন্মায়েন না, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞত্বকে এবং ঐশ্বর্য্যকে ধ্বংস করেন না। তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি তাঁহার মধ্যে থাকেই এবং সময় সময় স্ফুরিতও হয় ; কিন্তু ঐশ্বর্য্যাদিবিষয়ে অননুসন্ধানবশতঃ তৎসমস্তকে তিনি তাঁহার নিজের ঐশ্বর্য্যাদি বলিয়া মনে করেন না, পরিকরগণও তাহা মনে করেন না। সুতরাং এ-স্থলে স্বরূপবিরোধী কিছু করা হয়না।

এইরূপে দেখা গেল—যোগমায়া কখনও স্বরূপবিরোধী কার্য্য করেন না ; স্বরূপবিরোধী কার্য্য করার প্রবণতাও তাঁহার নাই ; কেননা, এতাদৃশী প্রবণতা হইবে চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ার স্বরূপ-বিরোধিনী।

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের

স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া তাঁহারা যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বকীয়া কান্তা, একথা স্বয়ং চক্রবর্ত্তি-পাদও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার রাগবর্ত্মচন্দ্রিকায় তিনি বলিয়াছেন—"শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপ-ভূতা হ্লাদিনী শক্তিঃ, তস্যা অপি শ্রীকৃষ্ণঃ স্বীয় এব।" উজ্জ্বলনীলমণির "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকাতেও এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন—"ননু চ। শ্রীরাধা হি কৃষ্ণস্য স্বরূপভূতা হ্লাদিনী-শক্তিরেব। তস্যা বস্তুতঃ স্বীয়াত্বমেব, ন তু পরকীয়াত্বং ঘটতে। সত্যম্।" শ্রীরাধা যখন বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, তখন শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীরাধার পতিভাবই হইবে স্বাভাবিক বা স্বরূপগত ভাব। অন্যের প্রতি পতিভাব হইবে শ্রীরাধার স্বরূপবিরোধী। এতাদৃশ স্বরূপবিরোধী পতিভাব জন্মাইবার সামর্থ্য বা প্রবণতা যে যোগমায়ার থাকিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যে কার্য্যের জন্য প্রবণতাই যোগমায়ার নাই, সেই কার্য্যে বহিরঙ্গা মায়াকে প্রবর্ত্তিত করার প্রবৃত্তিও তাঁহার থাকিতে পারে না। যে কার্য্যের সামর্থ্যই যোগমায়ার নাই, সেই কার্য্যের সামর্থ্যও তিনি বহিরঙ্গা মায়াকে দিতে পারেন না। এইরূপে দেখা গেল—যোগমায়াকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া, যোগমায়ার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া, বহিরঙ্গামায়া অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণের সম্বন্ধে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের পতিভাব জন্মাইয়াছেন —এইরূপ অনুমান নিতান্ত স্বরূপবিরোধী—সুতরাং অনাদরণীয়।

চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলিয়াছেন—গোপীদিগের মধ্যে এই পতিভাব বহিরঙ্গামায়াকল্পিত হইলেও ইহা নিত্য; কেননা, ইহা যোগমায়ার অনুমোদিত এবং ভগবল্লীলাতন্ত্রমধ্যবর্ত্তী। ইহা যে যোগমায়ার অনুমোদিত হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ভগবল্লীলাতন্ত্র-মধ্য-বর্ত্তীও হইতে পারে না; কেননা, ভগবদ্ধাম, ভগবান্, ভগবানের লীলাপরিকর এবং ভগবল্লীলা—সমস্তই হইতেছে মায়াতীত; চিন্ময় ভগবদ্ধামে প্রবেশের অধিকারই চিদ্‌বিরোধী-জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়ার নাই। এতাদৃশী মায়া এবং মায়ার কার্য্য ভগবল্লীলাতন্ত্রবধ্যবর্ত্তী কিরূপে হইতে পারে? ইহা ভগবল্লীলার এবং বহিরঙ্গা মায়ারও স্বরূপবিরোধী অনুমানমাত্র। চক্রবর্ত্তিপাদের মতে প্রকট ও অপ্রকট-উভয় ধামেই গোপীদের পরকীয়া ভাব—অর্থাৎ অন্যগোপদের প্রতি পতিভাব; তাহাতে বুঝা যাইতেছে, অপ্রকট গোলোকেও বহিরঙ্গা জড়রূপা মায়ার প্রবেশাধিকার আছে। ইহা কিন্তু কোনও শাস্ত্রই বলেন না; শ্রুতিস্মৃতির উক্তি ইহার প্রতিকূল।

তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, চিন্ময় ভগবদ্ধামে জড়রূপা মায়ার প্রবেশাধিকার আছে, তাহা হইলেও চিৎস্বরূপা গোপীদের চিত্তে কোনওরূপ প্রভাব বিস্তার জড়রূপা মায়ার পক্ষে অসম্ভব। অন্ধকার কখনও আলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, আলোককে অপসারিত বা আবৃত করিতে পারেনা।

আরও একটী কথা। অন্য গোপদের সম্বন্ধে যদি গোপীদের পতিভাব জন্মে এবং সেই পতিভাব যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে গোপীদিগের নিত্য-কৃষ্ণ-স্বকীয়াকান্তাত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়াকান্তা হইলে অন্য গোপদের সম্বন্ধে তাঁহাদের নিত্য পতিভাবই

বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? গোপীদের নিত্য-শ্রীকৃষ্ণ-স্বকীয়াকান্তাত্ব যে চক্রবর্ত্তিপাদও স্বীকার করেন, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকাদির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই তাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—চক্রবর্ত্তিপাদের কল্পিত পতিভাব এবং তাহার নিত্যত্ব হইতেছে সম্পূর্ণ-রূপে স্বরূপতত্ত্ববিরোধী—সুতরাং অনাদরণীয়।

চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন, বহিরঙ্গা-মায়াদ্বারাই অন্যগোপদের সহিত গোপীদের বিবাহ নির্বাহিত হইয়াছে ; কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া কিভাবে এই বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন, সে-সম্বন্ধে তিনি একটী কথাও বলেন নাই। আলোচনার আরম্ভ হইতেই তিনি পতিভাব নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বহিরঙ্গা মায়া কোনওরূপ বিবাহের অনুষ্ঠানব্যতীতই যে গোপীদের চিত্তে অন্যগোপদের সম্বন্ধে পতিভাব জন্মাইয়াছেন এবং অন্যগোপদের মধ্যেও গোপীদের সম্বন্ধে পত্নীভাব জন্মাইয়াছেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। কেননা, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নরলীল, তাঁহার নর-অভিমান। গোপীগণ এবং অন্যগোপগণও তাঁহার লীলাপরিকর ; তাঁহারা জীবতত্ত্ব না হইলেও তাঁহাদেরও নর-অভিমান। লোকসমাজে বিবাহের অনুষ্ঠানের দ্বারাই পতি-পত্নীসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে। লোকসমাজে প্রচলিত কোনওরূপ বিবাহের অনুষ্ঠান ব্যতীত গোপীগণই বা অন্যগোপদিগকে পতিরূপে স্বীকার করিবেন কেন এবং অন্যগোপগণই বা গোপীদিগকে পত্নীরূপে স্বীকার করিবেন কেন ? তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনগণই বা তাঁহাদের একত্রে অবস্থিতির অনুমোদন করিবেন কেন ? কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ নীরব। পূর্ব্বোক্ত কারণে, লৌকিকী রীতির অনুসরণে কোনওরূপ বিবাহের অনুষ্ঠানই বহিরঙ্গা মায়ার পক্ষে (এমন কি যোগমায়ার পক্ষেও) সম্ভব নহে; কেননা, এতাদৃশ বিবাহ হইবে গোপীদের স্বরূপতত্ত্ব-বিরোধী।

চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন, তাঁহার অভিমত ললিতমাধব-রচয়িতা শ্রীপাদ রূপগোস্বামীরও অভিপ্রেত। কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না ; কেননা, অন্যগোপদের সঙ্গে গোপীদের মায়িক-বিবাহের কথা বলিয়াও শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ললিতমাধব-বর্ণিত লীলার পর্য্যবসান করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাদির বিবাহে। পূর্ব্বের মায়িক বিবাহ যদি বাস্তবই হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের আবার কিরূপে বিবাহ হইতে পারে ? সুতরাং বিবাহের বাস্তবত্ব শ্রীপাদ রূপের অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাঁহার নাটকে শ্রীরূপ যে গোপীদিগকে "কুমারী—অবিবাহিতা" বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়িক বিবাহের বাস্তবত্বে "কুমারীত্ব" কিরূপে সম্ভব হয় ?

উজ্জ্বলনীলমণিতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণসূচক "দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"সম্পন্নাদিসম্ভোগে দুর্ল্লভালোকত্বস্য দ্বয়োঃ পারতন্ত্র্যং ন কারণং কিন্ত্বেকস্যা নায়িকায়া এব তস্যা হি শ্বশ্রূপতিম্মন্যপিত্রাদীনামধীনত্বং তৈর্বার্য্যমানত্বঞ্চ-ইত্যাদি।" এ-স্থলে তিনি নায়িকা গোপীদের শ্বশ্রূপতিম্মন্যাদির কথা বলিয়াছেন। বিবাহ এবং পতিভাব যদি

বাস্তব এবং নিত্যই হইবে, তাহাহইলে অভিমন্যু-প্রভৃতি গোপগণকে চক্রবর্ত্তিপাদ গোপীদের পতিম্মন্য বলিলেন কেন? বাস্তব এবং নিত্যসত্য পতিকে কি পতিম্মন্য বলা যায়?

এইরূপে দেখা গেল, গোপীদের সহিত অন্যগোপদের বিবাহের বাস্তবত্ব-প্রতিপাদনের জন্য চক্রবর্ত্তিপাদের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

উপরে উদ্ধৃত টীকাংশের সর্ব্বশেষে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"কেহ কেহ বলেন, বিবাহ-প্রসঙ্গে ললিতমাধব-প্রোক্ত মায়া-শব্দে যোগমায়াকে বুঝায়; তাঁহাদের মতে পতিভাবও হইবে চিন্ময়।" এ-স্থলে "কেহ কেহ বলেন"-বাক্যে চক্রবর্ত্তিপাদ কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, বলা যায় না। তবে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে ললিতমাধব-প্রোক্ত মায়াশব্দে যোগমায়া-অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু তিনি বিবাহকে বাস্তব বলেন নাই, প্রাতীতিক বলিয়াছেন। অন্যগোপদের সম্বন্ধে গোপীদের যে পতিভাব জন্মিয়াছিল, একথাও তিনি বলেন নাই। বিবাহের প্রতীতি জন্মিয়াছিল কেবল গোপদের এবং তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এবং গোপীদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে। বিবাহের স্বপ্ন গোপীগণ দেখেন নাই, বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজনাদি-সম্বন্ধেও গোপীগণ কিছু জানিতেন না। সুতরাং শ্রীজীবকথিত বিবরণে অন্যগোপদের সম্বন্ধে গোপীদের পতিভাব জন্মিবার কোনও হেতুই ছিলনা, পতিভাবের চিন্ময়ত্বের কথা তো দূরে। চক্রবর্ত্তিপাদ যদি শ্রীজীবপাদকে লক্ষ্য করিয়াই উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হয় নাই। বিদগ্ধমাধবের উক্তির উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ রূপের মতে যোগমায়াই বিবাহের প্রতীতি জন্মাইয়াছেন, বহিরঙ্গা মায়া নহে। ইহাও সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীরূপের মতে এই বিবাহ হইতেছে প্রাতীতিক, বাস্তব নহে।

(৫) মায়িক বিবাহাদির বাস্তবত্বসম্বন্ধে আলোচনার উপসংহার

শাস্ত্রানুসারে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিগরীয়সী হ্লাদিনীশক্তি—সুতরাং স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন তাঁহাদের নিত্য স্বপতি এবং তাঁহারা হইতেছেন তাঁহার নিত্য স্বকীয়কান্তা। অতএব, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য গোপের সহিত তাঁহাদের বাস্তব বিবাহ, অন্যগোপের সম্বন্ধে তাঁহাদের বাস্তব পতিভাব এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বাস্তব উপপতি-ভাব-এই সমস্তই হইবে তাঁহাদের স্বরূপতত্ত্ব-বিরোধী—সুতরাং অসম্ভব।

গোপীগণ যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি—সুতরাং তাঁহারা যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়া কান্তা, ইহা চক্রবর্ত্তিপাদও স্বীকার করেন; তথাপি কিন্তু তিনি বলেন—অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণের সহিত শ্রীরাধিকাদির বাস্তব বিবাহ হইয়াছে, সেই গোপগণসম্বন্ধে শ্রীরাধিকাদি পতিভাব পোষণ করেন, তাঁহাদের এই পতিভাব বাস্তব এবং নিত্যসত্য, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহারা উপপতিভাব পোষণ করেন, এই উপপতিভাবও বাস্তব, অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণের সম্বন্ধে বাস্তব পতিভাব পোষণ করিয়াও গোপীগণ তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ পোষণ করেন এবং উপপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই প্রীতি পোষণ করেন,

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্যই তাঁহাদের তৎপরতা। চক্রবর্ত্তিপাদের এ-সমস্ত উক্তিতে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ যেন সাধারণ নায়িকাদের মধ্যেও অতি নিম্নস্তরের নায়িকাতে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

যে রমণী জানে—একজন পুরুষের সহিত শাস্ত্রবিহিত বিধানে তাহার বিবাহ হইয়াছে, সেই পুরুষ যে তাহার পতি, তাহাও সেই রমণী জানে। তথাপি সেই রমণী যদি তাহার প্রতি দ্বেষ পোষণ করে, কেহই তাহার প্রশংসা করেনা। তাহাতে আবার, সেই রমণী যদি অন্য এক পুরুষে প্রীতি পোষণ করে, সর্ব্বতোভাবে সেই অন্যপুরুষের প্রীতিবিধানের জন্যই তৎপরা হয়, তাহা হইলে সকলেই তাহার নিন্দা করে। সেই অন্যপুরুষ যে তাহার উপপতি, তাহাও সেই রমণী জানে। এতাদৃশী নায়িকাই রসশাস্ত্রে নিন্দনীয়। ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা কি এতাদৃশী নিন্দনীয়া নায়িকার স্তরে পর্য্যবসিত হয়েন নাই ?

শ্রীরাধাসম্বন্ধে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—"যাঁর পতিব্রতাধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥২।৮।১৪৪॥" "হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥ মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ ১।৪।৫৯-৬০॥", "জগতমোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥ রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ ॥ ১।৪।৮২-৮৩ ॥", "অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম-দেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্বজগতের মাতা ॥১।৪।৭৬॥", "সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান ॥১।৪।৭৭॥", "লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ বৈভব-প্রকাশস্বরূপ ॥১।৪।৬৭॥" "আকার স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥১।৪।৬৮", "গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥১।৪।৭১॥", "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র ॥"-ইত্যাদি। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—"নায়িকার শিরোমণি রাধাঠাকুরাণী ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।৫৫॥" এতাদৃশী শ্রীরাধা অভিমন্যুসম্বন্ধে পতিভাব পোষণ করেন ! সেই পতিভাব আবার বাস্তব নিত্যসত্য !! শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা আবার নিজের উপপতি বলিয়াও মনে করেন !!!

বিবাহের বাস্তবত্ব স্বীকার করিয়া চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য এবং গোপীদের পরোঢ়াত্বকেও বাস্তব বলিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ বিবাহের—সুতরাং ঔপপত্যের এবং পরোঢ়াত্বেরও—অবাস্তবত্ব এবং প্রাতীতিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিবাহাদি অবাস্তব হইলেও অভিমন্যুপ্রভৃতির, তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের এবং ব্রজবাসিসাধারণের মধ্যেও বিবাহাদির বাস্তবত্বের প্রতীতি—বাস্তব বলিয়া অবিচলিত বিশ্বাস—বিদ্যমান। চক্রবর্ত্তিপাদের অভিমত যে বিচারসহ নহে এবং শ্রীজীবপাদের অভিমত যে তত্ত্বসম্মত, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৬) **ব্রজগোপীদের কান্তাভাবের স্বরূপ**

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মধ্যে মূল মতবিরোধ হইতেছে ব্রজগোপীদের কান্তাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে। শ্রীজীবপাদ বলেন—প্রকটলীলাতে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া-কান্তারূপে প্রতীয়মানা ; কিন্তু অপ্রকটলীলাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্বকীয়া কান্তা। কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই ব্রজগোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা। চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার এই অভিমতের স্থাপনের উদ্দেশ্যেই অভিমন্যুপ্রভৃতি গোপগণের সহিত শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের বিবাহের বাস্তবত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মনোভাব এই যে—বিবাহ যদি বাস্তব হয়, তাহা হইলে গোপীদের পরোঢ়াত্বও হইবে বাস্তব, অন্যগোপসম্বন্ধে তাঁহাদের পতিভাবও হইবে বাস্তব এবং নিত্য ; সুতরাং প্রকট এবং অপ্রকট উভয় ধামেই থাকিবে তাঁহাদের পরকীয়াত্ব।

বিবাহাদির বাস্তবত্বাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্" ইত্যাদি উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ অন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, এক্ষণে সে-সমস্ত আলোচিত হইতেছে।

আ। চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার আলোচনা

(১) **লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্-শ্লোকের তাৎপর্য্য**

সর্ব্বপ্রথমে "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্"-ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য-কথন-প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—দুরদৃষ্টজনকত্ব, নরকপাত-নিদানত্ব এবং পরিণাম-দুঃখমাত্রত্ব বশতঃ প্রাকৃত নায়কের ঔপপত্য লঘু (নিন্দনীয়) হয়। এতাদৃশ প্রাকৃত নায়করূপ উপপতির চেষ্টাদি কাব্য-নাটকাদিতে প্রকটিত হইলে সে-সমস্ত চেষ্টা অধর্ম্মজনক বলিয়া সামাজিককেও অধর্ম্ম স্পর্শ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিয়ন্তৃবর্গের চূড়ামণীন্দ্র ; প্রপঞ্চ-লোকগত স্বভক্তজনগণকে রসনির্য্যাস আস্বাদন করাইবার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন. অবতারমাত্রেরই যে ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিয়ম্যত্ব নাই—ইহা শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ ; সমস্ত অবতারের মূলভূত যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার যে ধর্ম্মাধর্ম্ম নিয়ম্যত্ব থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং রসনির্য্যাস-আস্বাদনের নিমিত্ত এবং প্রপঞ্চগত স্বীয় ভক্তগণকে রসনির্য্যাস আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহার ঔপপত্য যদি নিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে সামাজিকদের রসনির্য্যাস-আস্বাদনও নির্বিষয়ই হইয়া পড়ে।

"বহুবার্য্যতে যতঃ খলু"-ইত্যাদি ভরতমুনিবাক্য হইতে, "বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ"-ইত্যাদি রুদ্রবাক্য হইতে, এবং 'অনন্যশরণা স্বীয়া"-ইত্যাদি শৃঙ্গারতিলক-বাক্য হইতে জানা যায়—পরোঢ়া এবং উপপতি-এতদুভয়-সম্পর্কিত কাব্যাদির আস্বাদনেই সমস্ত সহৃদয় সামাজিকের রসনির্য্যাসের আস্বাদন হইয়া থাকে ; সুতরাং পরোঢ়া নায়িকার এবং উপপতিরই নায়ক-নায়িকাত্বের উত্তমত্ব উপপন্ন হয়। তথাপি যে তাহাকে লঘু বা নিন্দনীয় বলা হইয়াছে, তাহার কারণ হইতেছে—অধর্ম্মের স্পর্শ। কিন্তু যাঁহার

ভ্রূ-বিজৃম্ভণমাত্রেই ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমস্ত বস্তুর এবং এই বিশ্বেরও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সম্ভবপর হয়, সেই আদি-পুরুষেরও অংশী স্বয়ংভগবান্ লীলাপুরুষোত্তম নরবপু শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহার মহাশক্তি-সমূহের মধ্যে পরমমুখ্যতমা শ্রীগোপিকারূপা হ্লাদিনীশক্তিতে অধর্ম্মের স্পর্শ সম্ভবপরই হইতে পারেনা এবং তদীয়-চরিতাস্বাদক সামাজিকদিগকেও অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" (শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৯) ইত্যাদি, "তদ্‌বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘবিপ্লব"-ইত্যাদি, "তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলম্"-ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ। এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়—ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথাদির শ্রবণে মহাফল-প্রাপ্তি হইতে পারে; সুতরাং ইহাতে লঘুত্ব (নিন্দনীয়ত্ব) কিছু নাই; প্রত্যুত ইহাতে ব্রজদেবীদিগের উপপতি শ্রীকৃষ্ণের নায়কোত্তমত্বই উপপন্ন হইতেছে। স্বয়ং গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাঁহার নাটকচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—'যৎ পরোঢ়োপপত্যন্তু গৌণত্বং কথিতং বুধৈঃ। তত্তু কৃষ্ণঞ্চ গোপীশ্চ বিনেতি প্রতিপদ্যতাম্॥—পণ্ডিতগণ যে পরোঢ়া এবং উপপতির গৌণত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণব্যতীত অন্যদের পক্ষে।" অলঙ্কার-কৌস্তুভকার কবি-কর্ণপূরও বলিয়াছেন—'অপ্রাকৃতে পরোঢ়া রমণীর রতিই সর্ব্বোত্তমা বলিয়া ভূয়সী শ্রুত হয়। অলৌকিক বলিয়া অপ্রাকৃত-পরোঢ়া রমণীর রতিতে অনৌচিত্য প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, ইহা ভূষণই, দূষণ নহে, তর্কের অগোচর।"

[**মন্তব্য**। চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তির সার মর্ম্ম হইতেছে এই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া ব্রজদেবীগণও তত্ত্বতঃ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি বলিয়া (অর্থাৎ তাঁহাদের কেহই প্রাকৃত জীব নহেন বলিয়া) এবং তাঁহাদের লীলা-কথাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনে পরম ফল-প্রাপ্তি হইতে পারে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য নিন্দনীয় নহে; কেননা, তাঁহার ঔপপত্যময়ী লীলায় অধর্ম্ম তাঁহাকে এবং সামাজিককেও স্পর্শ করিতে পারে না। চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা বলিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সত্যই। তথাপি কিন্তু, প্রাকৃত জগতের ঔপপত্য-সম্বন্ধে একটা ঘৃণার বা নিন্দনীয়ত্বের সংস্কার যাঁহাদের চিত্তে বিদ্যমান, শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যময়ী লীলার শ্রবণ-দর্শন-কালে তাঁহাদের চিত্তে যে সন্দেহ, সঙ্কোচ এবং অস্বস্তির ভাব জাগিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাদির এবং তাঁহার লীলার অলৌকিকত্বাদির কথা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করিলেও যে তাঁহাদের মনের সংস্কার দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় তাঁহাদের রসাস্বাদনই সম্ভব হইতে পারে না।

কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত স্বীকার করিলে উল্লিখিত রূপ সমস্যার উদয় হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ললিতমাধব-নাটকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী দেখাইয়াছেন—ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হইতেছে দাম্পত্যময়; প্রকটের ঔপপত্য বা পরোঢ়াত্ব হইতেছে মায়াময়, প্রাতীতিক। "আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং"-ইত্যাদি উজ্জ্বলনীলমণি-বাক্যাংশের ব্যঞ্জনা হইতেও তাহাই জানা যায় [পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৯৫ ক (২) অনুচ্ছেদের

আলোচনার সর্ব্বশেষাংশ দ্রষ্টব্য।] ব্রজদেবীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা বলিয়াই তাঁহার মায়াময় ঔপপত্য নিন্দনীয় নহে। প্রাকৃত নায়কের ঔপপত্য মায়াময় বা প্রাতীতিক নহে বলিয়া তাহা নিন্দনীয়। শ্রীরূপের প্রকটিত এই তথ্যের কথা স্মরণ করিলে লীলাকথাদির শ্রবণ-দর্শনে কাহারও মনে কোনওরূপ প্রশ্ন জাগিতে পারেনা—সুতরাং রসাস্বাদনেরও ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। যাঁহারা ঔপপত্যকে নিন্দনীয় মনে করেন, তাঁহাদেরও কোনও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না; কেননা, বাস্তব ঔপপত্যই তাঁহাদের নিকটে নিন্দনীয়।]

(২) প্রকট ও অপ্রকট লীলার বৈলক্ষণ্যহীনতা

ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের স্বকর্তৃক রসনির্য্যাসাস্বাদ প্রকটলীলায় এবং অপ্রকট-লীলায় সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলার স্বরূপতঃ কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। "ন তু প্রকটাপ্রকটলীলয়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষণ্যমস্তীতি।" এই উক্তির সমর্থনে তিনি ভাগবতামৃতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। "অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্। হেতুনা কেন চিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন ইতি॥—জন্মাদিলীলা অনাদিই এবং অদ্ভুতই। কোনও হেতুতে কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ সে-সমস্ত অনাদি এবং অদ্ভুত লীলাকে আবির্ভাবিত করেন।"

[মন্তব্য। চক্রবর্ত্তিপাদ এ-স্থলে বলিলেন—"প্রকট ও অপ্রকট লীলায় স্বরূপতঃ কোনও বৈলক্ষণ্যই নাই।" প্রকট ও অপ্রকট লীলা সর্ব্বতোভাবে একরূপ - ইহাই যদি তাঁহার উক্তির অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, তাঁহার এই উক্তির সহিত তাঁহার অন্য স্থানের উক্তির বিরোধ আছে। উজ্জ্বলনীলমণির সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের প্রথম শ্লোকের টীকায় বিস্তৃত আলোচনার পরে তিনি লিখিয়াছেন -"এবঞ্চ প্রকটলীলায়ামেব মাথুরবিরহোঽপ্রকটলীলায়াস্ত্বক্রূরাগমন-মথুরাপ্রস্থান-ব্রজবালা-বিলাপাদ্যা নৈব সন্তি।—এইরূপে দেখা গেল, প্রকটলীলাতেই মাথুর-বিরহ; কিন্তু অপ্রকটলীলায় অক্রূরাগমন, মথুরা-প্রস্থান, ব্রজবালাদের বিলাপাদি নাই-ই।" এই উক্তি হইতে জানাগেল—কোনও কোনও বিষয়ে প্রকট ও অপ্রকট লীলায় বৈলক্ষণ্য আছে।

প্রকট ও অপ্রকটলীলার বৈলক্ষণ্যহীনতার সমর্থনে তিনি ভাগবতামৃতের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোকে বলা হইয়াছে "জন্মাদিলীলা অনাদি; কোনও হেতুতে কোনও কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাদিলীলার প্রকটন করেন।" এই উক্তিটীকে প্রকটলীলা-সম্বন্ধিনী বলিয়া মনে করিলেই সঙ্গত হইতে পারে। অপ্রকট-লীলাসম্বন্ধেও এই ভাগবতামৃতোক্তি প্রযোজ্য বলিয়া মনে করিলে অসঙ্গতি দেখা দেয়, কেননা, অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কিশোর, অপ্রকটে তাঁহার বাল্য-পৌগণ্ডাদি নাই; জন্ম থাকিলে বাল্য-পৌগণ্ডও থাকিবে। অপ্রকটে জন্মলীলার অভাব। সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "নন্বপ্রকটপ্রকাশেষ্বপি ক্বচিদংশে কৃষ্ণলীলামাত্রমপি নাস্তীত্যবশ্যমেভ্যুপগন্তব্যমেব জন্মলীলায়াঃ প্রাগভাবাপেক্ষত্বাৎ॥" প্রকটলীলাও যে নিত্য এবং প্রকটলীলার অন্তর্গত জন্মাদি-সকল লীলাই যে নিত্য, জ্যোতিশ্চক্রের

উদাহরণে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। জন্মলীলা এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, তাহার পরে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়; ইত্যাদি ক্রমে কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে জন্মলীলা থাকেই; এইরূপে সমষ্টিগত ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে জন্মলীলা নিত্য, অন্যান্য প্রকটলীলাও তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষে জন্মাদিলীলা প্রকটিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত ভাগবতামৃত-শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্য স্বীকার করিলেই সর্ব্বত্র সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে। এই শ্লোকটীকে অপ্রকটলীলা-বিষয়কও মনে করিলে অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে; কেননা, অপ্রকটে জন্মলীলা নাই। এইরূপে দেখা গেল, ভাগবতামৃতের শ্লোকটী চক্রবর্ত্তিপাদ-কথিত প্রকটাপ্রকটলীলার বৈলক্ষণ্যহীনতার সমর্থক নহে।

প্রকটলীলায় যেমন ব্রজদেবীদের পরকীয়াত্ব, অপ্রকটেও তেমনি তাঁহাদের পরকীয়াত্ব—ইহা প্রতিপাদন করার জন্যই বোধ হয় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন, প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলায় কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, কিন্তু বৈলক্ষণ্য যে আছে, তাঁহাব নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকট ও অপ্রকট লীলায় বৈলক্ষণ্য যখন বিদ্যমান, তখন প্রকট ও অপ্রকটের কান্তাভাবময়ী লীলায় কান্তাভাবের যে বৈলক্ষণ্য থাকিবেনা, তাহা বলা সঙ্গত হয় না। প্রকট ও অপ্রকটে কান্তাভাবের বৈলক্ষণ্য নাই—একথা বলিতে হইলে তাহার সমর্থক প্রমাণও দেখাইতে হইবে। চক্রবর্ত্তিপাদ ভাগবতামৃতের যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা যে তাঁহার উক্তির সমর্থক নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।]

(৩) ঔপপত্য-পরোঢ়াত্ব অবাস্তব হইলে রাসলীলার উপাদেয়ত্বাদি থাকেনা

ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"নচাপ্রকটলীলায়াং সদা দাম্পত্যমেব তথা তস্যা এব লীলায়া নিত্যত্বঞ্চ পরোঢ়োপপতিত্বন্তু প্রকটলীলায়ামেব কিয়ন্তি দিনানি মায়িকমিব ন তু বাস্তবমিতি বক্তুং শক্যং সর্ব্বলীলামুকুটমণিভূতায়া রাসলীলায়া অপ্যাদিমধ্যাবসানেষু পরোঢ়োপপতিভাবময়্যা মায়িকত্বেঽনুপাদেয়ত্বপ্রসক্তেঃ।—অপ্রকটলীলায় সর্ব্বদা দাম্পত্যই, অপ্রকটের দাম্পত্যময়ী লীলা নিত্যই, প্রকটলীলাতেই কিছুদিনের জন্য পরোঢ়াত্ব এবং উপপতিত্ব, তাহাও আবার মায়িক—কিন্তু বাস্তব নহে—এইরূপ বলা সঙ্গত নহে; কেননা, সর্ব্বলীলামুকুটমণিভূতা রাসলীলারও আদি, মধ্য ও অবসানে পরোঢ়োপপতিভাবময়ত্ব দৃষ্ট হয়; পরোঢ়াত্ব যদি মায়িক হয়, তাহা হইলে রাসলীলার উপাদেয়ত্ব থাকে না।"

ইহার পরে, রাসলীলার আদি-মধ্য-অবসান—সর্ব্বত্রই যে পরোঢ়োপপতিভাব, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত চক্রবর্ত্তিপাদ-"তা বার্য্যমাণা পতিভিঃ"-ইত্যাদি, "ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ ব"-ইত্যাদি "যৎ পত্যপত্য-সুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ"-ইত্যাদি, "তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুরিত্যাদি", "পতিসুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্"-ইত্যাদি, "এবং মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদস্বানামিত্যাদি", "কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী গোপযোষিতঃ। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া তিনি

বলিয়াছেন—"শ্রীশুকস্য শ্রীভগবতস্তাসাঞ্চ বাক্যানি তস্যা রাসলীলায়াস্তদ্ভাবময়ত্বমেব প্রতিপাদয়ন্তি ন তু দাম্পত্যময়ত্বম্।—শ্রীশুকদেবের, শ্রীভগবানের এবং ব্রজদেবীগণের উল্লিখিত বাক্যসমূহ রাসলীলার পরোঢ়োপপতি-ভাবময়ত্বই প্রতিপাদন করে, দাম্পত্যময়ত্ব প্রতিপাদন করেনা।"

ইহার পরে তিনি লিখিয়াছেন—"কিঞ্চ তস্যা মায়িকত্বে নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতো ব্রজসুন্দরীণাং লক্ষ্ম্যাদিতোঽপ্যুৎকর্ষোঽপ্যবাস্তব এব স্যাৎ। তথা লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যমিত্যাদ্যসাধারণং শ্রীকৃষ্ণগুণস্যাপি নিষ্প্রমাণকমেবাপদ্যেত। ন চ কেনাপি দাম্পত্যময়ী রাসলীলা বর্ণিতাস্তি। ন চ ভ্রমক৯প্তান্ ঔপপত্যময়ানংশান্ পরিতজ্য এব রাস-পঞ্চাধ্যায়্যাং রাসলীলা উপাদেয়েতি বাচ্যম্। ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি ব ইত্যাদি পদ্যানাং পরমপ্রেমোৎকর্ষপ্রমাপকাণামবাস্তবত্ব-প্রসক্তেঃ। ন চ যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য ইত্যেতস্য ভূতস্যাংশস্য বাস্তবত্বং বিনা তৎসাধিতস্য ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজান্ স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি ব ইত্যনেন ব্যঞ্জিত-তৎপ্রেমহৃত-ভগবদ্‌বশীকারস্য বাস্তবত্বং সিদ্ধ্যেৎ। অস্তু নাম বা পরমমায়াবিনো ভগবতস্তদ্বচনং তদনুরঞ্জনমাত্র-তাৎপর্য্যকত্বাৎ অবাস্তমেব কিন্তু পরমসাধুবর্গমুকুটমণিনা মহাবিজ্ঞেন শ্রীমদুদ্ধবেন আসামহো চরণরেণু-জুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনামিত্যর্দ্ধেন ব্যজ্যমানে পট্টমহিষ্যাদিভ্যোঽপ্যাসাং প্রেমমহোৎকর্ষে, যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথং চ হিত্বা ইত্যেষ এব হেতুরূপন্যস্তঃ। স্বজনার্য্যপথত্যাগস্য প্রাতীতিকত্বেন তস্য হেতুত্বস্যাপ্যবাস্তবত্বাত্তৎ-সাধিতো মহোৎকর্ষশ্চাবাস্তব স্তদ্‌বক্তা উদ্ধবশ্চ ভ্রান্ত আপদ্যতে স্ম।"

তাৎপর্য্য। রাসলীলার মায়িকত্বে "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতে"-ইত্যাদি বাক্যে লক্ষ্মী-প্রভৃতি হইতেও ব্রজসুন্দরীদিগের যে উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই উৎকর্ষও অবাস্তবই হইয়া পড়ে। তাহাতে আবার "লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যমিত্যাদি"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের যে অসাধারণ গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও নিষ্প মাণকই হইয়া পড়ে। দাম্পত্যময়ী রাসলীলাও কেহ কোনও স্থানে বর্ণন করেন নাই। ভ্রমক্লিপ্ত ঔপপত্যময় অংশসমূহ পরিত্যাগ করিলেই যে রাসপঞ্চাধ্যায়ীর রাসলীলা উপাদেয় হয়, তাহাও বলা সঙ্গত নহে; কেননা, তাহাতে পরম-প্রেমোৎকর্ষ-প্রতিপাদক "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি" বাক্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীদিগের প্রেমের বশী-ভূত; এই বশীভূততার হেতু হইতেছে "যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ"-ইত্যাদি বাক্যাংশে কথিত ব্রজ-দেবীগণ-কর্তৃক দুর্জরগেহশৃঙ্খলের সম্যক্ ছেদন। সুতরাং "যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ"-বাকাংশের বাস্তবত্ব স্বীকার না করিলে ব্রজদেবীদিগের প্রেমের শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্বের ও বাস্তবত্ব সিদ্ধ হয় না। যদি বলা যায়—পরম-মায়াবী ভগবানের "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি" বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে কেবল ব্রজদেবীদিগের অনুরঞ্জনমাত্র—সুতরাং তাহা অবাস্তবই। যুক্তির অনুরোধে তাহা স্বীকার করিলেও উদ্ধবের বাক্যের কি গতি হইবে? উদ্ধব হইতেছেন পরম-সাধুবর্গের মুকুটমণি এবং মহাবিজ্ঞ;

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যামিত্যাদি"-বাক্যে তিনি পট্টমহিষীগণ হইতেও ব্রজদেবীদের মহাপ্রেমোৎকর্ষ ব্যঞ্জিত করিয়াছেন এবং প্রেমোৎকর্ষের হেতু তিনি বলিয়াছেন—ব্রজদেবীগণের পক্ষে স্বজনার্য্যপথ ত্যাগ-"যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা।" স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগ যদি প্রাতীতিক হয়, তাহাহইলে উদ্ধব-খ্যাপিত ব্রজদেবীদিগের মহাপ্রেমোৎকর্ষের হেতুই অবাস্তব হইয়া পড়ে; তাহার ফলে ব্রজদেবীদের মহোৎকর্ষও অবাস্তব হইয়া পড়ে এবং প্রেমোৎকর্ষের বক্তা উদ্ধবও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হয়েন।"

[**মন্তব্য।** উল্লিখিত টীকাংশে চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই :—'অপ্রকটলীলায় সদা দাম্পত্য এবং সেই দাম্পত্য নিত্য, কেবল প্রকটলীলাতেই কয়েক দিনের জন্য ঔপপত্য-পরোঢ়াত্ব এবং তাহাও মায়িক-বাস্তব নহে'-এ – সকল কথা অসঙ্গত। যে-হেতু, ঔপপত্য-পরোঢ়াত্ব মায়িক বা অবাস্তব হইলে রাসলীলাও মায়িক এবং অবাস্তব হইয়া পড়ে এবং গোপীদিগের স্বজনার্য্যপথত্যাগও মায়িক বা প্রাতীতিক হইয়া পড়ে। রাসলীলা মায়িক হইলে তাহার উপাদেয়ত্ব থাকেনা, সর্ব্বলীলামুকুটমণিত্বও থাকেনা এবং "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ"-ইত্যাদি বাক্যে লক্ষ্মীগণ অপেক্ষাও যে গোপীদের পরমোৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে, তাহাও অবাস্তব হইয়া পড়ে, শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণও নিষ্প্রমাণক হইয়া পড়ে। আর, স্বজনার্য্যপথাদি ত্যাগ মায়িক বা প্রাতীতিক হইলে স্বজনার্য্যপথত্যাগ সাধিত-গোপীপ্রেমের শ্রীকৃষ্ণ-বশীকারিত্বও অবাস্তব হইয়া পড়ে এবং পট্টমহিষীগণ অপেক্ষাও ব্রজদেবীদিগের প্রেমোৎকর্ষের কথা উদ্ধব যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অবাস্তব হইয়া পড়ে এবং উদ্ধবও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন।

চক্রবর্ত্তিপাদ এ-স্থলে শ্রীজীবাদির (শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীশুকদেব, শ্রীধরস্বামী, শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, শ্রীজীব এবং কবিরাজগোস্বামীর) অভিমতেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন; কেননা, তাঁহারাই অপ্রকটে স্বকীয়াত্বের এবং প্রকটে মায়িক ঔপপত্য-পরোঢ়াত্বের কথা বলিয়াছেন।

প্রকটের ঔপপত্য-পরোঢ়াত্ব মায়িক হইলে রাসলীলা এবং স্বজনার্য্যপথাদি-ত্যাগ মায়িক বা অবাস্তব হইতে পারে কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। ঔপপত্য-পরোঢ়াত্বের মায়িকত্বে যদি রাসলীলা এবং স্বজনার্য্যপথাদি-ত্যাগ মায়িক বা অবাস্তব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতেই হইবে; অন্যথা সারবত্তাও স্বীকৃত হইতে পারিবেনা।

এক্ষণে চক্রবর্ত্তিপাদের উল্লিখিত টীকাংশের আলোচনা করা হইতেছে। তিনি প্রথমেই অপ্রকটলীলায় নিত্য স্বকীয়াত্বের প্রতিবাদ করিয়াছেন। অপ্রকটে যে স্বকীয়াভাবের লীলা নহে—একথামাত্রই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন; তাঁহার এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে, অপ্রকটেও পরকীয়াভাবময়ী-লীলা। কিন্তু তিনি তাহা এখন পর্য্যন্ত প্রাতিপাদিত করেন নাই, প্রতিপাদনের সূচনামাত্র করিয়াছেন। যখন তিনি তাঁহার এই অভিমতকে প্রতিপাদিত করিবেন, প্রয়োজন হইলে তখন সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। প্রকটে যে ঔপপত্য-পরোঢ়াত্বময়ী লীলা, তাহা চক্রবর্ত্তি-

পাদও স্বীকার করেন, শ্রীজীবাদি আচার্য্যগণও স্বীকার করেন। এক্ষণে তাঁহার অন্য উক্তিগুলি আলোচিত হইতেছে।

প্রকটলীলাতেই কয়েকদিনের জন্য ঔপপত্য-পরোঢ়াত্ব। চক্রবর্ত্তিপাদ এ-স্থলে শ্রীজীবপাদের একটী উক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথাগুলি বলিয়াছেন। "লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তম্"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ একস্থলে লিখিয়াছেন—"তদেবং শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি নশ্যত্যেবাস্ততো মায়িকম্।"—এ স্থলে শ্রীজীব বলিলেন, পরকীয়াত্ব মায়িক (অবাস্তব, প্রাতীতিক) বলিয়া শেষকালে বিনষ্ট হইবেই। শ্রীজীবের এই উক্তি হইতেই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন— শ্রীজীবের মতে ঔপপত্য-পরোঢ়াত্ব প্রকটে কয়েক-দিনমাত্র স্থায়ী।

"প্রকটলীলার মায়িক ঔপপত্য শেষকালে বিনষ্ট হইবেই"—শ্রীজীবপাদের এই উক্তির তাৎপর্য্য কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

প্রকটলীলা যে নিত্য, শ্রীজীবপাদও তাহা স্বীকার করেন। ভগবৎসন্দর্ভের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া চক্রবর্ত্তিপাদও তাঁহার টীকায় তাহা দেখাইয়াছেন [পরবর্ত্তী (৪) আলোচনা দ্রষ্টব্য]। প্রকটলীলার, প্রকটের জন্মাদিলীলার—সুতরাং পরকীয়াভাবময়ী লীলারও—নিত্যত্ব শ্রীজীবপাদ স্বীকার করেন। অবশ্য কেবল প্রকটলীলাতেই যে পরকীয়াত্বের নিত্যত্ব—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে যখন লীলা প্রকটিত হয়, তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে জন্মাদি লীলার অবসানে অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে তত্তল্লীলার আবির্ভাব হয়—ইহা শ্রীজীবও বলেন, চক্রবর্ত্তীও বলেন। পরকীয়াভাবময়ী লীলার সম্বন্ধেও সেই কথা। ললিতমাধবের বিবরণ অনুসারে শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন—দাম্পত্যময়ী লীলাতেই প্রকটের পরকীয়া-ভাবময়ী লীলার পর্য্যবসান হয় এবং দাম্পত্যময় ভাব লইয়াই ব্রজসুন্দরীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করেন। প্রকটলীলার শেষ ভাগে দাম্পত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ামাত্রই পরকীয়াত্বের অবসান হয়। এই অবসানকেই শ্রীজীব "নাশ" বলিয়াছেন। এইরূপে কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে পরকীয়াত্বের অবসান হইলে তৎক্ষণাৎ অন্য এক ব্রহ্মাণ্ডে তাহার আবির্ভাব হয়—জন্মাদিলীলার ন্যায়। সমষ্টিগত ব্রহ্মাণ্ড হিসাবে জন্মাদিলীলার ন্যায় পরকীয়াভাবময়ী লীলাও নিত্য। এইরূপ সমাধান স্বীকার না করিলে শ্রীজীবপাদের স্বীকৃত উপাসনা-বিধি এবং প্রাপ্তি-বিধির সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে না। কোনও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলার শেষ ভাগে পরকীয়াত্ব একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, অন্য কোনও ব্রহ্মাণ্ডে আর তাহার আবির্ভাব হয় না—ইহাই শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায় বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না; কেননা, তাহা হইলে শ্রীজীবপাদের স্বীকৃত উপাসনাবিধিই অসার্থক হইয়া পড়ে। স্বরূপতঃ দাম্পত্য এবং ঔপপত্য-পরোঢ়াত্বের মায়িকত্বই হইতেছে শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায়। তদনুসারে তিনি শ্রীপাদ রূপের অনুসরণে স্বকীয়াত্বে প্রকটলীলার পর্য্যবসান প্রদর্শনপূর্ব্বক জগতের জীবকে ঔপপত্য-পরোঢ়াত্বের মায়িকত্ব এবং দাম্পত্যের স্বাভাবিকত্ব জানাইয়াছেন। ইহাই হইতেছে "প্রকটলীলার মায়িক ঔপপত্য শেষকালে বিনষ্ট হইবেই"—বাক্যের তাৎপর্য্য। শ্রীজীবকথিত "শেষকালে বিনষ্ট হইবেই—

নশ্যংতেবাস্তুতঃ” – বাক্যে “শেষ বা অন্ত”-প্রকটলীলার শেষ বা অন্ত বুঝায়। যে উদ্দেশ্যে যোগমায়া পরকীয়াত্বের প্রতীতি জন্মাইয়াছেন, পরকীয়াত্ব অবাস্তব হইলেও বাস্তবত্বের প্রতীতিতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

ঔপপত্য-পরোঢ়াত্বের মায়িকত্বে রাসলীলাদির মায়িকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

ঔপপত্য-পরোঢ়াত্ব মায়িক বা অবাস্তব হইলে রাসলীলা এবং স্বজনার্য্যপথাদি-ত্যাগও মায়িক বা অবাস্তব হইতে পারে কিনা, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

রাসলীলার মায়িকত্ব

রাসলীলার নায়ক-নায়িকা শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ যদি ঐন্দ্রজালিক-সৃষ্ট দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়িক বা অবাস্তব হয়েন, তাহা হইলেই রাসলীলাও মায়িক বা অবাস্তব হইতে পারে, অন্যথা নহে।

রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ এবং রাসলীলাবিহারিণী গোপীগণ বাস্তব ছিলেন, কি অবাস্তব ছিলেন, তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

প্রথমে গোপীদের কথাই বিবেচনা করা যাউক। প্রয়োজন অনুসারে যোগমায়া যে বাস্তব-গোপীদের অনুরূপ গোপীগণের মায়াময়ী মূর্ত্তি প্রকটিত করিতেন, শাস্ত্রাদি হইতে তাহা জানা যায়। রাসলীলা-কালে যোগমায়াকল্পিত এই গোপীগণ যে গোপদিগের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিলেন, “নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়”-ইত্যাদি শ্রীশুকোক্তি হইতেই তাহা জানা যায়; এই উক্তি হইতে ইহাও জানা যায় যে, বাস্তব-গোপীগণই রাসস্থলীতে উপস্থিত ছিলেন। বাস্তবগোপীদের সহিত নির্বিঘ্নে রাসলীলা নির্বাহের উদ্দেশ্যেই যোগমায়া তাঁহাদের অনুরূপ মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া গোপদের গৃহে রাখিয়াছিলেন।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কথা বিবেচনা করা যাউক। যোগমায়া যে কখনও শ্রীকৃষ্ণের মায়াময় রূপের কল্পনা করিয়াছেন, শাস্ত্র হইতে তাহা জানা যায় না। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সকল সময়েই তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ বাস্তবরূপে বিরাজিত ছিলেন এবং এই বাস্তব-রূপেই তিনি রাসলীলায় বিহার করিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল--শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ-ইহাদের প্রত্যেকেই স্বীয় বাস্তবরূপেই রাসলীলায় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং রাসলীলার মায়িকত্বের, বা অবাস্তবত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

স্বজনার্য্যপথাদিত্যাগের মায়িকত্ব

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অন্য গোপদের সহিত বিবাহ মায়িক বা অবাস্তব হইলেও অন্যগোপগণ এবং তাঁহাদের জননীগণ তাহাকে বাস্তব বলিয়াই মনে করিতেন। গোপীদের পতিম্মন্যগণ এবং শ্বশ্রূম্মন্যগণ বাস্তবিকই মনে করিতেন—গোপীগণ তাঁহাদের গৃহবধূ। বাস্তব-গৃহবধূদের সম্বন্ধে লোক যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, গোপীদের সম্বন্ধেও তাঁহারা সেইরূপ ব্যবহারই করিতেন; গোপীদের মধ্যে কোনওরূপ অনভিপ্রেত আচরণ দেখিলে পতিম্মন্যাদি গোপীদিগকে বারণ করিতেন। তাঁহাদের এই নিবারণ—

সুতরাং তাঁহাদিগকর্তৃক গোপীদের বার্য্যমাণত্ব - অবাস্তব ছিলনা, বাস্তবই ছিল। যদিও পতিম্মন্য-শ্বশ্রূ-প্রভৃতি গোপীদের বাস্তবিক স্বজন ছিলেন না, এবং যদিও বিবাহদ্বারা যে কুলধর্ম্ম-বেদধর্ম্মাদিরূপ আর্য্যপথ আসিয়া পড়ে, বিবাহের অবাস্তবত্ববশতঃ তদ্রূপ কোনও বাস্তব আর্য্যপথও গোপীদের ছিলনা, তথাপি লোকপ্রতীতির ফলে সে-সমস্ত বাস্তবত্বের রূপই ধারণ করিয়াছিল। লৌকিকী লীলায় তাঁহারা যখন লোকসমাজে বাস করিতেন, তখন লোকপ্রতীতি অনুসারে সেই স্বজনার্য্যপথাদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে তাঁহাদের পক্ষে দুরতিক্রমণীয় বিঘ্নরূপে উপস্থিত হইত। গোপীদের পরোঢ়াত্ব অবাস্তব হইলেও অবাস্তব পরোঢ়াত্ব হইতে উদ্ভূত এই বিঘ্ন কিন্তু বাস্তব, অবাস্তব নহে। বহিরঙ্গামায়ার প্রভাবে জাত সংসারী জীবের দেহে আত্মত্ব হইতেছে অবাস্তব বস্তু ; কেননা, দেহ বাস্তবিক আত্মা নহে। অবাস্তব হইলেও জীব তাহাকে বাস্তব বলিয়া মনে করে ; সুতরাং জীবের নিকটে স্বরূপতঃ অবাস্তব-দেহাত্মত্ব বাস্তব এবং দেহাত্মত্বকে বাস্তব মনে করিয়া জীব যে কর্ম্ম করে, তাহাও বাস্তব, জীবকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। এইরূপে দেখা যায় - দেহাত্মত্ব অবাস্তব হইলেও তাহাকে বাস্তব মনে করিয়া জীব যাহা করে, তাহা বাস্তব হয়। তদ্রূপ গোপীদের পরোঢ়াত্ব অবাস্তব হইলেও তাহাকে বাস্তব মনে করিয়া পতিম্মন্যাদি যে বাধার সৃষ্টি করেন, তাহাও বাস্তব এবং পরোঢ়াত্বের বাস্তবত্ব-মননে স্বজনার্য্যপথাদিও যে বিঘ্ন জন্মায়, তাহাও বাস্তব। প্রেমের পরমোৎকর্ষের প্রভাবে গোপীগণ সে-সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন, বাধাবিঘ্নের এই অতিক্রমও বাস্তব—ইহা অবাস্তব নহে ; বাস্তব বাধাবিঘ্নের অতিক্রম অবাস্তব হইতে পারে না, অবাস্তব হইলে তাহা অতিক্রম-পদবাচ্যও হইতে পারে না। সুতরাং গোপীদিগের পক্ষে স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগও বাস্তব—অবাস্তব নহে। রাসলীলাকালে বাস্তব-গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদের স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগের বাস্তবত্বের প্রমাণ।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—ঔপপত্য-পরোঢ়াত্ব মায়িক বা অবাস্তব হইলে রাসলীলা এবং স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগও মায়িক বা অবাস্তব হইয়া পড়িতে পারে বলিয়া চক্রবর্ত্তিপাদ যে আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার সেই আপত্তির কোনও হেতু দেখা যায় না।

রাসলীলা-প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলিয়াছেন—"শ্রীশুকদেবের, শ্রীভগবানের এবং গোপীদের বাক্যসমূহ রাসলীলার পরকীয়াভাবময়ত্বই প্রতিপাদিত করে, দাম্পত্যভাবময়ত্ব প্রতিপাদিত করে না।" চক্রবর্ত্তিপাদ একথা কেন বলিলেন, তাহা বুঝা যায় না, কেননা, শ্রীজীবাদি আচার্য্যগণও লৌকিকী দৃষ্টিতে প্রকটের রাসলীলার পরকীয়াভাবময়ত্ব স্বীকার করেন ; প্রকটের রাসলীলা যে দাম্পত্যভাবময়ী, তাহা তাঁহারা বলেন নাই। তবে প্রকটের রাসলীলা পরকীয়াভাবময়ী হইলেও, তাঁহারা বলেন—এই পরকীয়াভাব যোগমায়া-কল্পিত, বাস্তব নহে ; ইহা বাস্তব না হইলেও রাসলীলা যে অবাস্তব হয় না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

চক্রবর্ত্তিপাদ বোধ হয় মনে করিয়াছেন, প্রকটের রাসলীলা যে পরকীয়াভাবময়ী,

তাহা শ্রীজীবাদি স্বীকারই করেননা ; এজন্যই বোধ হয়, তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"দাম্পত্যময়ী রাসলীলা কেহ কখনও বর্ণন করেন নাই।" পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার পরে এ-সম্বন্ধে মন্তব্য অনাবশ্যক। প্রায় সমস্ত গ্রন্থেই প্রকটলীলাই বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অপ্রকটলীলা তদ্রূপ বর্ণিত হয় নাই। প্রকটে দাম্পত্যময়ী রাসলীলা নাই বলিয়াই সে-সমস্ত গ্রন্থে দাম্পত্যময়ী রাসলীলার বর্ণনা নাই। ইহাদ্বারা প্রকটের পরকীয়াভাবময়ী রাসলীলা সূচিত হয় বটে, কিন্তু স্বরূপগত-দাম্পত্যভাব, বা অপ্রকটে দাম্পত্যভাব প্রতিপাদিত হয় না। প্রকটের পরকীয়াভাবময়ী লীলাদ্বারা অপ্রকটে পরকীয়াভাবময়ী লীলার অস্তিত্বও প্রতিপাদিত হয় না।

তিনি আরও বলিয়াছেন—ঔপপত্যাংশ বাদ দিলে রাসলীলার উপাদেয়ত্ব থাকে না। এ-কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, রাসলীলার উপাদেয়ত্ব হইতেছে রসোৎকর্ষে। কেবল ঔপপত্যে রসোৎকর্ষ সাধিত হয় না ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে রসশাস্ত্রে ঔপপত্য জুগুপ্সিত বলিয়া পরিগণিত হইত না। রাসলীলার উপাদেয়ত্বের এবং সর্ব্বলীলা-মুকুটমণিত্বের হেতু হইতেছে গোপীদিগের প্রেমোৎকর্ষ। রাস হইতেছে পরম-রসকদম্বময় ; পাঁচটী মুখ্যরস এবং সাতটী গৌণরস—এই দ্বাদশটী রসই রাসলীলাতে যুগপৎ উৎসারিত হয় (পরবর্ত্তী ৭।৪২৯-অনু দ্রষ্টব্য). এজন্যই রাসলীলাকে সর্ব্বলীলামুকুটমণি বলা হয় ; অন্য কোনও লীলায় সমস্ত রসের যুগপৎ উৎসারণ হয় না। কেবল ঔপপত্য সমস্ত রসের যুগপৎ উৎসারণ ঘটাইতে পারে না। তাহা পারে একমাত্র সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদন। মাদনেই গোপীপ্রেমের চরমতম উৎকর্ষ। সুতরাং গোপীদিগের পরম-প্রেমোৎকর্ষই হইতেছে রাসলীলার উপাদেয়ত্বের হেতু, ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব নহে।

চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলিয়াছেন—স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগ প্রাতীতিক হইলে গোপীদিগের প্রেমের শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্ব বাস্তব হইতে পারে না এবং উদ্ধব কথিত পট্টমহিষীগণ অপেক্ষাও গোপীপ্রেমের পরমোৎকর্ষও অবাস্তব হইয়া পড়ে।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগ যে বাস্তব, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও বক্তব্য এই যে—স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগই শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্বের বাস্তব হেতু নহে, মহিষীগণ অপেক্ষা গোপীগণের প্রেমোৎকর্ষেরও বাস্তব হেতু নহে।

স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগ প্রেমোৎকর্ষের উৎপাদক নহে, পরিচায়কমাত্র। যাঁহাদের প্রেমোৎকর্ষ সর্ব্বাতিশায়ী, কেবল তাঁহারাই সেই প্রেমোৎকর্ষের অদ্ভুত পরাক্রমে অনায়াসে স্বজনার্য্যপথাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন, অপরে পারেন না। তাহার প্রমাণ শ্রীরুক্মিণীদেবী। শ্রীরুক্মিণীদেবীর বিবাহ-প্রসঙ্গে তাঁহার ভ্রাতা উৎকট বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; সেই বাধা রুক্মিণীদেবীর পক্ষে স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগের সামর্থ্য জন্মাইতে পারে নাই ; যদি পারিত, তাহা হইলে তিনি পিত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সমীপেই উপনীত হইতেন। তিনি তাহা করেন নাই ; কেননা, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের এমন সামর্থ্য ছিলনা, যাহাতে তিনি স্বজনার্য্যপথ পরিত্যাগ করিতে পারেন। যে প্রেমোৎকর্ষের

প্রভাবে গোপীগণ স্বজনার্য্যপথাদি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই প্রেমোৎকর্ষই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবশীকারিত্বের হেতু এবং মহিষীগণ অপেক্ষা তাঁহাদের উৎকর্ষের এবং উদ্ধবেরও বিস্ময়ের হেতু। স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগদ্বারা সেই প্রেমোৎকর্ষ ব্যঞ্জিত হইয়াছে মাত্র; গোপীদের মধ্যে সেই প্রেমোৎকর্ষ অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেরই বশীভূত; "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। শ্রুতি॥" তিনি অন্য কিছুর বশীভূত নহেন।]

(৪) প্রকটলীলার নিত্যত্ব

ইহার পরে শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর উপাসনামন্ত্রদ্বয়ের অর্থও পরোঢ়াত্ব-উপপতিত্বভাবময়, শ্রীগোপাল-স্তব-রাজেও সেই ভাবই দৃষ্ট হয় এবং ধ্যান-পাকদশাতেও সাধকগণ প্রকটলীলার ভাবসমূহেরই সাক্ষাৎকারলাভ করেন, তাঁহাদের প্রাপ্তিও হয় প্রকটলীলাতেই; সুতরাং প্রকটলীলারই নিত্যত্ব নির্ণীত হইয়াছে। গীতার "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্"-ইত্যাদি এবং "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি"-প্রভৃতি শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্ম এবং পরিকরাদির নিত্যত্বই স্থাপিত করিয়াছেন এবং শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় "দিব্য"-শব্দের "অপ্রাকৃত" অর্থ করিয়াছেন। পিপ্পলাদ-শাখায় পুরুষবোধিনী শ্রুতির "একো দেবো নিত্য-লীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যান্তরাত্মা"-ইত্যাদি বাক্যেও নিত্যত্বের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ বিট্ঠলনাথগোস্বামিপাদও তাঁহার স্বরচিত "বিদ্বন্মণ্ডন"-গ্রন্থে গুণ-কর্ম্ম-নামরূপাদির নিত্যত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বৃহদ্বামন-পুরাণের উত্তরস্থানে এবং খিলেও ভৃগুপ্রভৃতি মুনিগণের নিকটে ব্রহ্মার উক্তি হইতেও প্রকটলীলার নিত্যত্বের কথা জানা যায় এবং ইহাও জানা যায় যে—কোটিকন্দর্প-লাবণ্যময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া শ্রুতিগণ যখন বলিলেন,"বৃন্দাবনবাসিনী গোপীগণ তোমাকে তাঁহাদের রমণ মনে করিয়া যেভাবে তোমার সেবা করেন, সেই ভাবে তোমার সেবা করার জন্য আমাদের বাসনা জন্মিয়াছে", তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"আগামী সারস্বত-কল্পে ভারতক্ষেত্রে মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনে আমি আবির্ভূত হইব, গোপীগণও আবির্ভূত হইবেন; তখন জারধর্ম্মে আমার সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে অধিক সুদৃঢ় স্নেহ প্রাপ্ত হইয়া তোমরা সকলেই কৃতকৃত্যা হইবে। 'জারধর্ম্মেণ সুস্নেহং সুদৃঢ়ং সর্ব্বতোঽধিকম্। ময়ি সংপ্রাপ্য সর্ব্বেঽপি কৃতকৃত্যা ভবিষ্যথ॥' শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে সর্ব্বজ্ঞ গর্গাচার্য্য নন্দমহারাজের নিকটে বলিয়াছেন—"বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥—তোমার এই পুত্রটীর গুণকর্ম্মানুরূপ বহু নাম এবং রূপ আছে (সন্তি - বর্ত্তমানকাল); সে-সমস্ত আমিও জানি না, লোক-সকলও জানে না।" এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের গুণকর্ম্মানুরূপ নামরূপাদির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালীয় "সন্তি"-ক্রিয়াপদের উল্লেখে সেই নামরূপাদির নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে। গুণকর্ম্মানুরূপ নামরূপাদি অনাদিকাল হইতে নিত্যবর্ত্তমান থাকিলেও প্রকটলীলায় বিশেষ বিশেষ লীলাব্যপদেশে বিশেষ বিশেষ

নাম ও রূপ আবির্ভূত হইয়া থাকে। গুণকর্ম্মানুরূপ নামরূপের নিত্যত্বে সেই সেই নামরূপের হেতুভূত গুণকর্ম্মের নিত্যত্বও সূচিত হইতেছে। সুতরাং যৎকর্ম্মবিশিষ্ট যে-রূপের যেই নাম, তৎকর্ম্মবিশিষ্ট সেই রূপও নিত্য। "গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ" হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম; এই নাম হইতেছে তাঁহার গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ। তাঁহার এই নাম নিত্য বলিয়া গোবর্দ্ধনোদ্ধিরণরূপ কর্ম্ম এবং তদনুরূপ গুণও নিত্য; কর্ম ও নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনোদ্ধরণরূপও সর্ব্বদা বর্ত্তমান—নিত্য। (এই প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন) ভগবৎসন্দর্ভে (৪৬-অনু. পুরীদাসমহাশয়ের সংস্করণ) 'ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা'-ইত্যাদি (শ্রীভা ৮।৩।৮)-শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তদ্রূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যথা—"শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কর্ম্মাদি স্বরূপশক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে (জন্ম-কর্ম্মাদি নিত্য; স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকটিত হয় মাত্র)। স্বরূপশক্তি-প্রকাশিতত্ব ও নিত্যত্ব এই উভয়ের পরস্পর হেতু হেতুমত্তা বুঝিতে হইবে। ভগবানের অনন্ত আকার, অনন্ত প্রকাশ এবং অনন্ত জন্মকর্ম্মরূপ লীলাও সর্ব্বদা বিদ্যমান এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠে সেই-সেই লীলাপরিকরদের আকার এবং প্রকাশও অনন্ত। সেই সেই আকার ও প্রকাশগত আরম্ভ ও পরিসমাপ্তিরূপ ক্রিয়াদ্বয়ের এক-একটী স্থানে সেই-সেই জন্মও কর্ম্মের অংশসকল যাবৎ সমাপ্ত হয়, বা সমাপ্ত না হয়, তাবৎকালের মধ্যেই অন্যান্য স্থানে জন্ম-কর্মাদির আরম্ভ হইয়া থাকে। এইরূপে জন্মকর্মাদির বিচ্ছেদ নাই বলিয়া শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম নিত্যই বর্ত্তমান থাকে; তবে সেই জন্ম ও কর্ম কোনওস্থলে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণরূপে, কোনওস্থলে বা একরূপেই আরম্ভ হয়। প্রকাশভেদে বিশেষণের (কর্ম্মাদির) ভেদ আছে; কিন্তু বিশিষ্টের (ভগবানের) ভেদ নাই, ভগবান্ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একই। এজন্য একই আকার প্রকাশভেদে পৃথক্ ক্রিয়ার আস্পদ হয়। 'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা'-ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ। পৃথক্ পৃথক্-ক্রিয়াপরায়ণ পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশে অভিমানভেদও স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতেই এক এক স্থানে লীলাক্রমজনিত রসোদ্বোধ জন্মিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আরম্ভ হইলেও পৃথক্ পৃথক্ নহে; কেননা, সমানরূপ-ক্রিয়াসমূহের একত্ব স্বীকৃত। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রাকৃত লোকের জন্ম হইতে বিলক্ষণ; ইহা হইতেছে প্রাকৃত-জন্মের অনুকরণে আবির্ভাবমাত্র, কখনও বা অনুকরণব্যতীতও আবির্ভাব হইয়া থাকে। (ভগবৎসন্দর্ভের উল্লিখিত উক্তিগুলির উল্লেখ করিয়া চক্রবর্ত্তিপাদ জানাইলেন যে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও প্রকটলীলার নিত্যত্ব এবং প্রকটের জন্ম-কর্মাদির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ নিজেও প্রকটলীলার নিত্যত্ববিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—মহাপ্রলয়েও যোগমায়াকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলা চলিতে থাকে। অবশেষে তিনি বলিয়াছেন)—"প্রকটায়া এব লীলায়া নিত্যত্বং প্রাপ্তম্।—প্রকট-লীলারই নিত্যত্ব পাওয়া গেল।"

[**মন্তব্য।** উল্লিখিত টীকাংশে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিলেন—দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ হইতেছে ঔপপত্য-পরোঢ়াত্বভাবময়, সাধকের ধ্যানও তদ্রূপ এবং সাধকের প্রাপ্তিও হয় প্রকট-

লীলাতে পরোঢ়াত্বভাবময়ী সেবা। একথা বলার সার্থকতা কি, তাহা বুঝা যায় না। ইহাদ্বারা চক্রবর্ত্তিপাদের অভিমতও প্রমাণিত হয় না, শ্রীজীবাদি আচার্য্যগণের অভিমতও খণ্ডিত হয় না। কেননা, প্রকটলীলাকে অবলম্বন করিয়াই যে সাধকের উপাসনা, প্রকটলীলা যে পরকীয়াভাবময়ী—সুতরাং কান্তাভাবের সাধকের মন্ত্র এবং ধ্যানও যে পরকীয়াভাবময়—এবং সাধকের প্রাপ্তিও যে প্রকটলীলাতে (শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রুতিচরী ও ঋষিচরী গোপীদের দৃষ্টান্তেও তাহাই জানা যায়), এ-সকল তথ্য শ্রীজীবাদি আচার্য্যগণও অস্বীকার করেন না।

উল্লিখিত টীকাংশে তিনি প্রকটলীলার নিত্যত্বের কথাও বলিয়াছেন এবং প্রকটলীলার ও প্রকটের জন্ম-কর্মাদির নিত্যত্ব যে শ্রীজীবপাদেরও অভিপ্রেত, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। ইহারও সার্থকতা বুঝা যায় না। পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহাদ্বারাও তাঁহার অভিমত প্রমাণিত হয় না এবং শ্রীজীবাদির অভিমতও খণ্ডিত হয় না।

টীকাংশের সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছেন—"প্রকটায়া এব লীলায়া নিত্যত্বং প্রাপ্তম্—প্রকটলীলারই নিত্যত্ব পাওয়া গেল।" অপ্রকটলীলা কি নিত্য নয়? অনাদিসিদ্ধ নিত্য লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলা কি অনিত্য? শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদি তাঁহা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন; তিনি যখন নিত্য, তাঁহার সকল লীলাই নিত্য হইবে, কোনও লীলা অনিত্য হইতে পারে না। প্রকটলীলার নিত্যত্ব প্রতিপাদনেই অপ্রকটলীলার অনিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয় না। বাংলাদেশের লোকেরা কথা বলে—এই তথ্য প্রমাণিত হইলেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, অন্য দেশের লোকেরা কথা বলেনা।]

(৫) বিপ্রাগ্নিসাক্ষিক বিবাহ অশাস্ত্রীয়

ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"প্রকটলীলায়াং শ্রীকৃষ্ণেন ব্রজসুন্দরীণাং বিপ্রাগ্নি-সাক্ষিকঃ পরিণয়ঃ কেনাপি কাপ্যার্ষে শাস্ত্রে নৈব দৃষ্টঃ। দৃষ্টো বা স কিং শুকসম্মতো ভবেৎ। যতঃ প্রতীপ-মাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্। আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্॥ কিমভিপ্রায়ঃ এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রতেতি রাজপ্রশ্নে। ভো রাজন্ মা সংশয়িষ্ঠা; শ্রীকৃষ্ণেন সময়ে পরিণীতা এবাতো নৈতাঃ পরদারাঃ কিন্তু স্বীয়া এবেত্যকষ্টমসমাধায় ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহসমিতি, কুশলাচরিতেনৈষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে ইতি, গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনামিতি কষ্ট-প্রায়সিদ্ধান্তকরণাৎ। ন চ তদসঙ্গতং মতং আর্ষমপি শিষ্টৈরাদ্রিয়তে, শাল্বযুদ্ধাদৌ সার্ঙ্গধনুঃপাতবসুদেব-বধাদিচরিতস্যানুপাদেয়ত্বাৎ॥—প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রজসুন্দরীদিগের বিপ্রাগ্নিসাক্ষিক পরিণয়ের কথা কোনও আর্ষ শাস্ত্রে কেহ কখনও দেখেন নাই। দেখিয়া থাকিলেও তাহা কি শুকদেবের সম্মত? যদি তাহা শুকদেবের সম্মত হইত, তাহা হইলে, রাসলীলা-কথা-শ্রবণের পরে মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'আপ্তকাম যদুপতি কেন পরদারাভিমর্ষণরূপ নিন্দিত এবং প্রতিকূল আচরণ করিলেন? ইহাতে তাঁহার কি অভিপ্রায় ছিল? আমাদের সংশয় ছেদন করুন'-তখন শুকদেব তো

বলিতে পারিতেন যে—'রাজন্! সংশয় করিওনা ; সময়ে এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতাই ; সুতরাং তাঁহারা পরদারা নহেন, স্বকীয়াই।' এইরূপ সমাধানে শুকদেবের পক্ষে কোনওরূপ কষ্টকল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে হইত না। কিন্তু তাহা না বলিয়া—'ঈশ্বরদিগেরও ধর্ম্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়,' 'কুশলাচরণেও ইঁহাদের কোনও স্বার্থ সিদ্ধি হয় না,' এবং 'গোপীদিগের এবং তৎপতিদিগের এবং সমস্ত দেহীদিগেরই অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণ বিচরণ করেন' ইত্যাদি কষ্টপ্রায় সিদ্ধান্তই শুকদেব প্রকাশ করিয়াছেন। এতাদৃশ অসঙ্গত মত আর্ষ হইলেও শিষ্টব্যক্তিগণকর্তৃক আদৃত হয় না ; কেননা, শাল্বযুদ্ধাদিতে বসুদেব-বধাদির ন্যায় তাহা অনুপাদেয়।"

[**মন্তব্য।** চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের বিপ্রাগ্নিসাক্ষিক বিবাহ কোনও আর্ষশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়না। কিন্তু তাহা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এবং গর্গসংহিতায় গোলোকখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে ব্রহ্মার পৌরহিত্যে কোনও এক কল্পে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহের স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণের দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে এবং স্কান্দ-প্রভাসখণ্ডে গোপাদিত্য-মাহাত্ম্যেও ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ-সমস্ত উল্লেখের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় চক্রবর্ত্তিপাদ পুনরায় বলিয়াছেন—আর্ষশাস্ত্রে বিবাহ দৃষ্ট হইলেও তাহা শ্রীশুকদেবের সম্মত নহে। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণ ব্যাসদেবকর্তৃকই প্রকটিত ; সুতরাং তত্তৎ-পুরাণে উল্লিখিত বিবাহও ব্যাসদেবের সম্মত বলিয়া স্বীকার করা যায়। যাহা ব্যাসদেবের সম্মত, তাহা যে শুকদেবেরও সম্মত, তাহা অস্বীকার করার কোনও হেতু থাকিতে পারে না।

বিপ্রাগ্নিসাক্ষিক বিবাহ যে শ্রীশুকদেবের সম্মত নহে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত চক্রবর্ত্তিপাদ মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন এবং শুকদেবের উত্তরের উল্লেখ করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—বিবাহ যদি শুকদেবের সম্মত হইত, তাহা হইলে, পরীক্ষিৎ যখন শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরদারাভিমর্ষণরূপ জুগুপ্সিত কর্মের উল্লেখ করিয়া নিজের সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তখন শুকদেব তো সোজাসুজিই বলিতে পারিতেন যে—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারা নহেন ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। কিন্তু তাহা না বলিয়া শুকদেব কষ্টপ্রায় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন কেন ?

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব প্রথমে "ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্টঃ", "কুশলাচরিতেনৈষাম্"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পরদারাভিমর্ষণ স্বীকার করিয়াই কৈমুত্যন্যায়ে তাঁহার নির্দ্দোষত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যাঁহারা কর্ম্মপারতন্ত্র্যের অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও যখন অধর্ম্মাচরণের পাপ স্পর্শ করিতে পারেনা, তখন পরদারাভিমর্ষণরূপ গর্হিত কার্য্যের ফল স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে স্পর্শ করিতে পারে ? এ-স্থলে, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় কৈমুত্যন্যায়ের কথা চক্রবর্ত্তিপাদও স্বীকার করিয়াছেন এবং "কিমুতাখিলসত্ত্বানাং"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৩-শ্লোকে স্বয়ং শুকদেবও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ইহার পরে শ্রীশুকদেব "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ"-ইত্যাদি শ্লোক

বলিয়াছেন। এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা হইতে জানা যায়—সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যে পরদারসেবা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, তাহা জানাইবার জন্যই শুকদেব এই শ্লোকটী বলিয়াছেন ; অর্থাৎ এই শ্লোকে শুকদেব জানাইলেন যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরদারা নহেন। বাস্তবিক "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্য স্বীকার না করিলে এই শ্লোকটীর উল্লেখই নিরর্থক হইয়া পড়ে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরদারাভিমর্ষণ দোষাবহ নহে—একথা তো শুকদেব পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। এই শ্লোকেও পুনরায় সেই কথাই বলার সার্থকতা কিছু থাকিতে পারে না। এই শ্লোকের স্বামিপাদ-কথিত তাৎপর্য্য স্বীকার না করিলে পরীক্ষিতের সংশয়ও দূরীভূত হইতে পারে না (পূর্ব্ববর্ত্তী ঙ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকের টীকায় স্বয়ং চক্রবর্ত্তিপাদও লিখিয়াছেন—"সর্ব্বান্তর্য্যামিনো ভগবতো ন কেঽপি পরে ইত্যাহ গোপীনামিতি।—সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের যে 'পর' বলিয়া কেহ নাই, 'গোপীনামিত্যাদি' শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে।" এ-স্থলে চক্রবর্ত্তিপাদই বলিলেন—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে "পর" নহেন। "পর" না হইলে কি "আপন" হয়না ? যাহাহউক, এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শেষ পর্য্যন্ত শুকদেব গোস্বামী গোপীদের পরদারত্বই খণ্ডন করিয়াছেন এবং স্বরূপতঃ তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, তাহাও ভঙ্গীতে জানাইয়াছেন।

উল্লিখিত টীকাংশে চক্রবর্ত্তিপাদকর্ত্তৃক উত্থাপিত বিপ্রাগ্নিসাক্ষিক বিবাহের প্রাসঙ্গিকতাও বুঝা যায় না। বিপ্রাগ্নিসাক্ষিক বিবাহ কেবল প্রকটলীলাতেই সম্ভব এবং প্রকটে যদি স্বকীয়াভাবময়ীলীলা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই নরলীলত্ব-সিদ্ধির জন্য তাদৃশ বিবাহেরও প্রয়োজন থাকে। অপ্রকটলীলায় বিবাহের অবকাশই নাই ; অপ্রকটে যদি স্বকীয়া-ভাবময়ী লীলা থাকে, তাহা হইলে অনাদিসিদ্ধ অভিমানের দ্বারাই স্বকীয়াত্ব সিদ্ধ হয়—লক্ষ্মীদেবীর স্বকীয়াত্বের ন্যায়। শ্রীজীবপাদাদি আচার্য্যগণ প্রকটে পরকীয়াভাবময়ী লীলার কথাই বলিয়াছেন, প্রকটে স্বকীয়াভাবময়ী লীলার কথা তাঁহারা বলেন নাই ; সুতরাং তাঁহাদের অভিমত-খণ্ডনের জন্য বিপ্রাগ্নিসাক্ষিক বিবাহের প্রসঙ্গ কিরূপে আসিতে পারে ? চক্রবর্ত্তিপাদ এ-স্থলে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদ্বারা তাঁহার নিজের মতও স্থাপিত হইতে পারেনা, শ্রীজীবাদির মতও খণ্ডিত হইতে পারে না।

(৬) অনেকজন্মসিদ্ধানামিত্যাদি আগমবাক্যের তাৎপর্য্য

ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ আগমোক্ত "অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন-ইতি।"-বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'যাঁহারা দাম্পত্যাভিলাষী, এ-স্থলে এক পতিশব্দই হইতেছে তাঁহাদের গতি (অর্থাৎ এই এক পতিশব্দদ্বারাই তাঁহারা গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে চাহেন)। কিন্তু কেবল পরিণেতাতেই পতি-শব্দের শক্তি নহে ; সমস্ত রসগ্রন্থে এবং এই উজ্জ্বলনীলমণিতেও পরকীয়া নায়িকাতেও স্বাধীনপতিকা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা প্রভৃতি পদের বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অথবা, "অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করিলেও একটী অর্থ পাওয়া যায়। 'অনেক জন্মে যাঁহারা সিদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সাধনসিদ্ধা গোপীদিগের এবং 'কেবল এক জন্মে

নহে, পরন্তু প্রতি জন্মে—প্রতি কৃষ্ণাবতারেই—স্বতঃসিদ্ধা (নিত্যসিদ্ধা) গোপীদিগের'—এই দুইটী হইতেছে 'অনেকজন্মসিদ্ধানাম্'-শব্দের অর্থ। এই অর্থদ্বয় হইতে জানা গেল—শ্রীনন্দনন্দন কোনও কোনও কন্যার পতি এবং অন্য সমস্ত গোপীর উপপতি। তিনি সমস্ত গোপীরই পতি—এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না; কেননা, তাহাতে "পরদারাভিমর্ষণম্"-ইত্যাদি শ্রীভাগবতবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকের "অবধারণার্থক এব"-শব্দে গোপীদিগের উপপতিকেই পতি বলা হইয়াছে; কেননা, তাঁহাদের গৃহপতিগণের সম্বন্ধে তাঁহাদের পতিত্ব-ব্যবহারের অভাব ছিল। 'ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ'-এই বাক্যই তাহার প্রমাণ। এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে অবধারণের প্রসঙ্গ থাকেনা বলিয়া "এব"-শব্দের প্রয়োগই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। " 'পতিই', অবতারলীলাবৎ ভ্রমবশতঃ উপপতি নহেন"—এইরূপ অর্থ সঙ্গত নহে। কেননা, উক্তন্যায়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও অবতারগত সমস্তলীলারই নিত্যত্ব স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

[**মন্তব্য**। পাণিগ্রহীতাব্যতীত অপরকেও কোনও কোনও স্থলে যে "পতি" বলা হয়, তাহা সত্য; যেমন—ভূপতি, গৃহপতি ইত্যাদি; কিন্তু "পতি"-শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেছে—পরিণেতা; ভূপতি-গৃহপতি-প্রভৃতি স্থলে গৌণ অর্থেই "পতি'-শব্দ ব্যবহৃত হয়। কেননা, ভূপতি-গৃহপতি-প্রভৃতি স্থলে মুখ্য অর্থের সঙ্গতি নাই—ভূমিকে, বা গৃহকে কেহ বিবাহ করেনা, পালন বা রক্ষা করে। পতি-শব্দে পালনকর্ত্তাও বুঝায়। যিনি পরিণেতা, তিনি তাঁহার পরিণীতা পত্নীকে পালনও করেন, কিন্তু কেবল পালনই পরিণেতার একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। অধিকৃত ভূমির পালন এবং পালনের সহিত সংশ্রব-বিশিষ্ট অন্য কর্ম্মমাত্র হইতেছে ভূপতির একমাত্র কর্ত্তব্য। পতি-শব্দের মুখ্য তাৎপর্য্যের একটী গুণই ভূপতি-শব্দের অন্তর্গত পতি-শব্দে বর্ত্তমান; এজন্য এ-স্থলে গৌণ অর্থ বুঝিতে হইবে। মুখ্য অর্থের সঙ্গতি থাকিলে গৌণ অর্থ গ্রহণ বিধেয় নহে। আগমোক্ত "পতি"-শব্দের মুখ্য অর্থের যে সঙ্গতি নাই, চক্রবর্ত্তিপাদ তাহা দেখান নাই। মুখ্য অর্থের অসঙ্গতি না দেখাইয়াই তিনি গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; ইহা বিধেয় নহে। পরকীয়া-প্রকরণে পরকীয়া নায়িকাকেও যে স্বাধীনপতিকা, বা স্বাধীনভর্ত্তৃকা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ উপপতিকে পতি বা ভর্ত্তা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে এইরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের উপপতিরূপে প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ তিনি তাঁহাদের পতি বা ভর্ত্তা। অথবা, গোপীদের অভিলাষ পূরণ করিয়া তাঁহাদের পালন করেন বলিয়া গৌণ অর্থে শ্রীকৃষ্ণকে পতি বা ভর্ত্তা বলা হইয়াছে। পতি-শব্দের মুখ্য অর্থে কখনও উপপতি বুঝায় না—উপপতি-শব্দের অন্তর্গত "উপ"-শব্দই তাহার প্রমাণ।

এক্ষণে "অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-শব্দের অর্থসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। "অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-পদটী হইতেছে "গোপীনাম্"-পদের বিশেষণ—ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—সমস্ত গোপীই অনেক-জন্মসিদ্ধা, বহু অবতারকাল-সিদ্ধা। কোন্ বিষয়ে সিদ্ধা? শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি-বিষয়ে সিদ্ধা। 'অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দনঃ।" এ-স্থলে "গোপীনাম্"-শব্দে যে দুই রকমের

গোপী বুঝায়, শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়না। অথচ চক্রবর্ত্তিপাদ এ-স্থলে দুইরকমের গোপী কল্পনা করিয়াছেন ; একরকম হইতেছে—কন্যকা গোপী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি ; আর এক রকম হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের উপপতি, সেই গোপীগণ ; ইঁহাদিগকে তিনি "স্বতঃসিদ্ধা" বলিয়াছেন, প্রতি কৃষ্ণাবতারেই শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ইঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ উপপতি। যাঁহারা কন্যকা, অবতারকালে শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পতিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বতঃসিদ্ধা উপপত্নী, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উপপতিত্ব-সিদ্ধির প্রশ্নই বা কিরূপে উঠিতে পারে ? বিশেষতঃ, আগমোক্ত বাক্যে উপপতিত্ব-সিদ্ধির কথা বলা হয় নাই, পতিত্ব-সিদ্ধির কথাই বলা হইয়াছে। চক্রবর্ত্তিপাদের এই উক্তির যুক্তিযুক্ততা দুর্বোধ্য।

তিনি বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীরই পতি, কিন্তু অবতার-লীলাবৎ ভ্রমবশতঃ উপপতি নহেন"—এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে ; কেননা, তাহাতে 'পরদারাভিমর্ষণম্'-ইত্যাদি শ্রীভাগবত-বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।"

বক্তব্য। "পরদারাভিমর্ষণ" হইতেছে প্রকটলীলার কথা। প্রকটলীলায় যে ব্রজগোপীগণ পরকীয়াকান্তারূপে প্রতীয়মানা, শ্রীজীবাদিও তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু "অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত সম্বন্ধের কথাই বলা হইয়াছে—গোপীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া হ্লাদিনীশক্তি বলিয়া স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, শ্রীকৃষ্ণও স্বরূপতঃ তাঁহাদের পতি, অনাদি অভিমান-সিদ্ধ পতি। অনাদিকাল হইতে অনন্ত অবতারকালে নরলীলার অনুরূপভাবে প্রকটলীলার শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বকীয়া কান্তারূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অনাদিজন্মসিদ্ধ পতি। উল্লিখিত তন্ত্রোক্তিতে প্রকটলীলার প্রতীয়মান সম্বন্ধের কথা বলা হয় নাই বলিয়া এ-স্থলে শ্রীভাগবতোক্তির সহিত বিরোধের কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না।

তারপর "এব"-শব্দের তাৎপর্য্য। চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—গোপীগণ তাঁহাদের গৃহপতিদের (পতিম্মন্যদের) সহিত পতিত্ব-ব্যবহার করিতেন না বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের সহিতই তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন বলিয়া) উপপতি শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহাদের পতি বলা হইয়াছে, ইহাই "এব"-শব্দের তাৎপর্য্য।

বক্তব্য। লৌকিক জগতেও সময় সময় দেখা যায়—কোনও নারী যদি কখনও তাহার পতির সহিত পত্নীর অনুরূপ ব্যবহার না করে, কেবল তাহার উপপতির সহিতই তদ্রূপ ব্যবহার করে, তাহা হইলে কোনও কোনও লোক বলিয়া থাকে—"উপপতিই হইতেছে উহার পতি।" কিন্তু এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে—সেই নারীর প্রতি নিন্দা, অন্য কোনও তাৎপর্য্য হইতে পারেনা। আগমবাক্য কি গোপীদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছে? বিশেষতঃ "অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-ইত্যাদি হইতেছে গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত দশাক্ষর মন্ত্রের ব্যাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। গোপীজনবল্লভের উপাসনা-মন্ত্রের ব্যাখ্যানে যদি গোপীদিগের নিন্দার কথাই বলা হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্রের প্রতি উপাসকের শ্রদ্ধা থাকিতে

পারে কি? উপাসনামন্ত্রের প্রতি—সুতরাং উপাস্যের প্রতিও—শ্রদ্ধা না থাকিলে উপাসনাই বা কিরূপে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে? চক্রবর্ত্তিপাদ "এব"-শব্দের যে তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ কিনা, সুধীবৃন্দ তাহা বিবেচনা করিবেন।

চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—শ্রীপাদ জীবগোস্বামীই অবতারগত সমস্ত লীলারই নিত্যত্ব ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া, 'শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের পতিই, কিন্তু অবতারলীলাবৎ ভ্রমবশতঃও উপপতি নহেন'—এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না। "ন চ পতিরেব নত্ববতারলীলাবদ্ ভ্রমেণাপ্যুপপতিরিত্যর্থ ইতি ব্যাখ্যাতু শক্যম্। উক্তন্যায়েনাবতারগতানাং সর্ব্বাসামেব লীলানাং শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণৈরেব নিত্যত্বেন ব্যবস্থাপিতত্বাৎ।"

বক্তব্য। "অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীই বলিয়াছেন—"পতিরেব বেতি নত্ববতারলীলাবদ্ ভ্রমেণাপি উপপতিরিত্যর্থঃ।" চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীজীব-পাদের এই উক্তিটীই অবিকল উদ্ধৃত করিয়া তাহার অসঙ্গতি দেখাইতেছেন। অসঙ্গতির হেতু হইতেছে—"শ্রীজীবপাদ নিজেই অবতারগত সমস্ত লীলার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।" এ-স্থলে চক্রবর্ত্তিপাদের যুক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—"অবতারগত (অর্থাৎ প্রকটলীলার) সমস্ত লীলাই যখন নিত্য, তখন প্রকটে শ্রীকৃষ্ণের উপপতিত্বও নিত্য, গোপীদের সম্বন্ধে প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের উপপতিত্ব নিত্য বলিয়া তিনি কখনও তাঁহাদের পতি হইতে পারেন না।" এ-প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায় হইতেছে এই যে—"প্রকটলীলা নিত্য বলিয়া প্রকটের ঔপপত্যও নিত্য; কিন্তু এই নিত্যত্ব কেবল প্রকটলীলাতে, অন্যত্র নহে। প্রকটের ঔপপত্য নিত্য হইলেও ইহা গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপগত সম্বন্ধ নহে; স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে পতিত্ব।" প্রকাশভেদে অভিমানভেদ যখন স্বীকৃত, তখন এক প্রকাশে ঔপপত্য-সত্ত্বেও অন্য প্রকাশে পতিত্ব থাকিতে বাধা কোথায়? কান্তাভাবময়ী লীলাতে যে প্রকাশভেদে অভিমানভেদ নাই, একথা চক্রবর্ত্তিপাদও বলেন নাই, তাহার কোনও প্রমাণও নাই। সুতরাং চক্রবর্ত্তিপাদের উল্লিখিত উক্তির সার্থকতা আছে কিম্বা না, ধীবৃন্দ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।]

(৭) শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কৃষ্ণবধ্বঃ-শব্দের তাৎপর্য্য

ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "পাদন্যাসৈঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত 'কৃষ্ণবধ্বঃ'-শব্দের আলোচনা করিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব রাসবিহারিণী গোপীদিগকে "কৃষ্ণবধ্বঃ" বলিয়াছেন। "বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চ"—এই প্রমাণবলে বধূ-শব্দের তিনটী অর্থ হয়—জায়া (স্বকীয়া পত্নী), স্নুষা (পুত্রবধূ) এবং স্ত্রী (সাধারণভাবে স্ত্রীলোক)। চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, উল্লিখিত শ্লোকস্থ "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দের অন্তর্গত "বধ্বঃ"-শব্দে সাধারণভাবে "স্ত্রীলোকসমূহ" বুঝায়। স্বকীয়া পত্নী বুঝায় না।

মন্তব্য। বধূ-শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেছে জায়া এবং স্নুষা; স্ত্রী (সাধারণভাবে স্ত্রীলোক)

হইতেছে গৌণ অর্থ ; এইরূপ গৌণ অর্থের বিশেষ প্রচলনও নাই। এ-স্থলে "স্নুষা" — অর্থেরও সঙ্গতি নাই ; কেননা, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূ (স্নুষা) নাই। জায়া (বা স্বকীয়া পত্নী) শব্দের সঙ্গতি আছে ; কেননা, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া স্বরূপতঃ তাঁহার স্বকীয়া পত্নীই। শ্রীশুকদেব-গোস্বামী "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দে এ-স্থলে গোপীদিগের স্বরূপগত সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। এই মুখ্য অর্থের তাত্ত্বিক-সঙ্গতি থাকায় গৌণ অর্থ গ্রহণ অবিধেয়। আবার, এই গৌণ অর্থে "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দের অর্থ হয়—কৃষ্ণের স্ত্রীলোকগণ (সোজা কথায়—কৃষ্ণের মেয়েমানুষগুলি)। লৌকিক জগতেও স্থলবিশেষে এইরূপ গৌণ অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে ; কিন্তু সেই প্রয়োগের মধ্যে একটা নিন্দার ভাব থাকে। শ্রীশুকদেব গোস্বামীর উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, বা গোপসুন্দরীদের প্রতি নিন্দার ভাব আছে মনে করা সঙ্গত হয় না। এই গৌণ অর্থে গোপীদিগের উপপত্নীত্বই ধ্বনিত হইতেছে, সম্ভবতঃ চক্রবর্ত্তিপাদের অভিপ্রায়ও তাহাই ; কিন্তু বধূ-শব্দে যে কখনও কখনও উপপত্নী বুঝায়, চক্রবর্ত্তিপাদ তাহার কোনও প্রমাণ দেখান নাই। কোনও লোক যদি পরপত্নীর সহিত স্বীয় পত্নীর ন্যায় আচরণ করে, তাহা হইলে অন্য লোকেরা সেই নারীকে তাহার "বধূ" বলিতে পারেন ; কিন্তু এ-স্থলে "বধূ"-শব্দের প্রয়োগে কেবল নিন্দামাত্রই বুঝায়। শ্রীশুকদেব এইরূপ নিন্দা প্রকাশ করার জন্যই গোপীদিগকে "কৃষ্ণবধূ" বলিয়াছেন মনে করা সঙ্গত হয় না।]

(৮) তাপনীশ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য

ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ গোপালতাপনী শ্রুতির "স বো হি স্বামী ভবতি"-বাক্যের আলোচনা করিয়াছেন। এই বাক্যে দুর্ব্বাসা ঋষি ব্রজগোপীগণকে বলিয়াছেন—"সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের স্বামীই হয়েন।" চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, স্বামি-শব্দ কেবল পরিণেতৃবাচী নহে। পাণিনি বলেন—"স্বামী" হইতেছে ঐশ্বর্য্যবোধক শব্দ। "রাজস্বামিকঃ পুরুষঃ", "স্বস্বামিত্ব সম্বন্ধ"-ইত্যাদি স্থলে বৈয়াকরণগণও সর্ব্বত্রই তদ্রূপ অর্থে "স্বামী"-শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। লৌকিক জগতেও বলা হয়—"যস্য হি যঃ স্বামী ভবতি স তস্য ভোক্তা ভবতীতি প্রসিদ্ধ্যা বস্তুতঃ স্বামিত্বং নাস্ত্যেব।—যিনি যাহার স্বামী হয়েন, তিনি তাহার ভোক্তা হয়েন, এইরূপ প্রসিদ্ধি বশতঃ স্বামিত্ব নাই-ই।"

[মন্তব্য। স্বামিশব্দ যে কেবল পরিণেতৃবাচক নহে, তাহা সত্য। ভূস্বামী, গৃহস্বামী-প্রভৃতি স্থলে "স্বামী"-শব্দ পরিণেতৃবাচক নহে, পরন্তু ঐশ্বর্য্য-বোধক ; কেননা, ভূমিকে বা গৃহকে কেহ বিবাহ করেনা ; ভূমির, বা গৃহের উপরে যাহার ঈশ্বরত্ব বা প্রভুত্ব আছে, তাহাকেই ভূস্বামী বা গৃহস্বামী বলা হয়। কিন্তু এরূপ-স্থলে "স্বামী"-শব্দের গৌণার্থে প্রয়োগ হয়। স্ত্রীলোকসম্বন্ধে "স্বামী"-শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেছে "পতি" ; অমরকোষও তাহাই বলেন—"স্বামিনো দেবৃদেবরাবিত্যমরকোষাৎ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামিধৃত প্রমাণ।" গোপালতাপনী-বাক্যে "স্বামী"-শব্দের মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই ; সুতরাং গৌণার্থ গ্রহণ বিধেয় নহে। দুর্ব্বাসা ঋষি শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের স্বরূপগত সম্বন্ধের কথাই

বলিয়াছেন। গোপীগণ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বরূপতঃ স্বামী। চক্রবর্ত্তিপাদও যে ইহা স্বীকার করেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।]

(৯) নটতা কিরাতরাজমিত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য

ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ ললিতমাধব-নাটকের "নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে"-ইত্যাদি শ্লোকটীর (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৯৫ খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার করগ্রহণ-লক্ষণ বিবাহের কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু সেই বিবাহও সময়ে দ্বারকাতেই হইয়াছে, এবং তাহাও হইয়াছে সত্যভামা-নামে পরিচিতার সঙ্গে, কিন্তু ব্রজভূমিতে সাক্ষাৎ শ্রীরাধার সহিত হয় নাই।

—"যত্ত্বেতদ্গ্রন্থকারৈরপি স্বকৃতললিত-মাধবে, 'নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা। সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥'-ইত্যুক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণেন শ্রীরাধায়াঃ করগ্রহণলক্ষণো বিবাহ উক্ত এব স চ সময়ে দ্বারকায়ামেব তস্যাঃ প্রাপ্ত-সত্যভামাত্বখ্যাতিকয়া এব ন তু ব্রজভূমৌ সাক্ষাত্তস্যা এব।"

[**মন্তব্য**। এ-স্থলে চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার "ন তু ব্রজভূমৌ"-অংশ ব্যতীত অন্য অংশের সহিত ললিতমাধবের উক্তির কোনও সঙ্গতি নাই। ললিতমাধবের বর্ণনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—সত্যভামানামে পরিচিতার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ হয় নাই এবং সত্যভামা-অভিমান-বতীর সহিতও বিবাহ হয় নাই। শ্রীরাধা-অভিমানবতী শ্রীরাধার সহিতই বিবাহ হইয়াছে। দ্বারকা-স্থিতা শ্রীরাধা যতদিন কেবল সত্যভামা-নামে পরিচিতা ছিলেন, ততদিন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহের কথা দূরে, তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শনও রুক্মিণীদেবীর অনভিপ্রেত ছিল। রুক্মিণীদেবী যখন জানিতে পারিলেন যে, যিনি সত্যভামা-নামে পরিচিতা, তিনি শ্রীরাধাই, অপর কেহ নহেন, তখনই তিনি সানন্দ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহের আয়োজন করেন। আর ললিতমাধবের স্পষ্ট উক্তি হইতেই জানা যায়—শ্রীরাধা যখন সত্যভামা-নামে পরিচিতা ছিলেন, তখনও তাঁহার মধ্যে শ্রীরাধা-অভিমানই ছিল, সত্যভামা-অভিমান কোনও সময়েই তাঁহার মধ্যে ছিলনা (পরবর্ত্তী ৭।৪২৪-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তখনও যে শ্রীরাধার মধ্যে শ্রীরাধা-অভিমানই ছিল, সত্যভামা-অভিমান যে ছিলনা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় একস্থলে চক্রবর্ত্তিপাদও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে মোদনের উদাহরণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ললিতমাধবের "আতন্বন্ কলকণ্ঠনাদম্"-ইত্যাদি (স্থায়ী। ১২৬) শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া দ্বারকাস্থিতা এবং সত্যভামানামে পরিচিতা শ্রীরাধার মধ্যে মোদন-ভাবের বিদ্যমানতা দেখাইয়াছেন। এই শ্লোকে বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী একটী ঘটনার কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকায় শ্লোকান্তর্গত "রাধামাধবয়োর্বিরাজতি চিরাত্তুল্লাসকল্পদ্রুমঃ"-বাক্য-প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"তত্রোল্লাসস্য দ্রুমত্বং মোদনভাবোত্থঞ্চ বিশেষণৈঃ স্পষ্টয়তি-ইত্যাদি"। এ-স্থলে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিলেন—রাধামাধবের উল্লাস হইতেছে—"মোদনভাবোত্থ"; সত্যভামানামে পরিচিতা শ্রীরাধার

মধ্যে যে তখন "মোদন-ভাব" বিরাজিত, চক্রবর্ত্তিপাদ তাহাই স্বীকার করিলেন। মোদন হইতেছে অধিরূঢ় মহাভাবের একটী বৈচিত্রী ; ইহা কেবল শ্রীরাধিকাতে এবং শ্রীরাধার যূথবর্ত্তিনী গোপীদের মধ্যেই বিরাজিত, অন্য কোনও গোপীর মধ্যেও নাই। "রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো ন তু সর্ব্বতঃ॥ উ, নী॥" সত্যভামার মধ্যে মহাভাবই নাই, মোদন থাকিবে কিরূপে? এই রূপে দেখা গেল—সত্যভামানামে পরিচিতা শ্রীরাধার মধ্যে যে রাধা-অভিমানই বিরাজিত ছিল, সত্যভামা-অভিমান ছিলনা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, দ্বারকায় অবস্থান-কালেও শ্রীরাধার মধ্যে কোনও সময়েই সত্যভামা-অভিমান ছিলনা, তাহা থাকিতেও পারে না ; কেননা, স্বর্ণ যেমন কখনও লৌহে পরিণত হইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীরাধার সমর্থা রতি—সমর্থা রতির চরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাদনাখ্য মহাভাবও—কখনও সত্যভামার সমঞ্জসা রতিতে পরিণত হইতে পারেনা। শ্রীরাধা যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদন তখনও সে-খানেই এবং সেই অবস্থাতেই সর্ব্বদা তাঁহার মধ্যে থাকিবেই। "সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উ, নী, ম,॥" সুতরাং ললিতমাধববর্ণিত বিবাহটী দ্বারকায় হইয়া থাকিলেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বয়ং শ্রীরাধারই বিবাহ হইয়াছে এবং তাহাও হইয়াছে নন্দ-যশোদা এবং ব্রজসখাদের এবং পৌর্ণমাসীদেবীর উপস্থিতিতে—সুতরাং ব্রজভূমির পরিবেশে, কেবল ব্রজভূমির পরিবেশে নয়, ব্রজভূমির এক প্রকাশেই এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে বলা যায় ; কেননা, নন্দ-যশোদা-ব্রজসখা-শ্রীরাধাদি গোপীগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই অবস্থান করেন, সে-খানেই ব্রজভূমি নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্রজভূমির প্রকাশের কথা যদি চক্রবর্ত্তিপাদ স্বীকার না-ও করেন, তাহাতেও ক্ষতি কিছু নাই। দ্বারকাতে হইলেও, মাদনাখ্য-মহাভাববতী সাক্ষাৎ শ্রীরাধার সহিতই যে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছে, ললিতমাধবের বর্ণনা হইতে তাহা নিঃসন্দেহ ভাবেই জানা যায়। ইহাতেই বুঝা যায়—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বাভাবিক এবং স্বরূপগত সম্বন্ধই হইতেছে দাম্পত্যময় ; নচেৎ বিবাহই সম্ভব হইতনা। এইরূপে দেখা গেল—ললিতমাধববর্ণিত ঘটনা শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্তেরই অনুকূল এবং চক্রবর্ত্তিপাদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।]

(১০) "যা তে লীলাপদপরিমলোদ্‌গারি"-ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য

দ্বারকার বিবাহ-প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ আরও বলিয়াছেন—"বাধক না থাকিলে একস্থলে নির্ণীত শাস্ত্রার্থ অন্যত্রও গৃহীত হইবে-এই ন্যায় অনুসারে, দ্বারকায় বিবাহ হইয়াছে বলিয়া ব্রজভূমিতেও বিবাহ সম্ভব-এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়না ; কেননা, ব্রজভূমিতে বিবাহের বাধক আছে। 'যা তে লীলাপদ-পরিমলোদ্‌গারি'-ইত্যাদি ললিতমাধবের উপসংহার-বাক্যই বাধক। এই শ্লোকের অন্তর্গত 'চটুল-পশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ'-পদের অন্তর্গত 'চটুল'-শব্দের অর্থ হইতেছে 'চঞ্চল'। 'চটুলাশ্চঞ্চলা যা পশুপ্যঃ পশুপস্ত্রিয়স্তদ্‌ভাবেন মুগ্ধানি বিবেকশূন্যানি অন্তঃকরণানি যাসাং তাভিরিতি। স্ত্রীণাং চাঞ্চল্যমুপতিত্বমেব ব্যনক্তি।—চঞ্চলা পশুপস্ত্রীগণের (গোপস্ত্রীগণের) ভাবে বিবেকশূন্য হইয়াছে অন্তঃকরণ

যাঁহাদের, তাঁহাদের সহিত। স্ত্রীলোকদের চাঞ্চল্য উপপতিত্বই সূচনা করে।' এইরূপে উল্লিখিত উপসংহারবাক্যে শ্রীরাধার প্রার্থনায় পরকীয়াত্বই গোপীদের অভীষ্ট বলিয়া জানা যায়। স্বীয়াত্ব তাঁহাদের অভীষ্ট নহে ; সুতরাং গোপীদের অনভীষ্ট-স্বীয়াত্ব-প্রতিপাদক বিবাহ ব্রজভূমিতে সম্ভব নয়। গোপীগণ স্বীয়াত্ব চাহেন না—ইহাই হইতেছে ব্রজভূমিতে বিবাহের বাধক।"

[**মন্তব্য**। ললিতমাধবের বর্ণনা হইতে জানা যায়—শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ স্থির হইয়া গেলে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তোমার আর কি অভীষ্ট আমি পূরণ করিতে পারি ?" ; তখন "সখ্যস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—"আমার প্রেমবতী সখীদিগকে পাইয়াছি, ভগিনী চন্দ্রাবলীকে পাইয়াছি, শ্বশ্রূ ব্রজেশ্বরীকে পাইয়াছি, নববৃন্দা বনস্থ নিকুঞ্জে তোমার সহিত রঙ্গবান্ সঙ্গমও হইল ; ইহার পরে আমার প্রিয়তর কর্ত্তব্য আর কি আছে ? তথাপি, আমার এই অভিলাষ যে - হে গোকুলপতে ! যে-সকল স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি তোমাতে আশামাত্র ধারণ করিয়া মাধুর্য্যময় মথুরামণ্ডলে বাস করিতেছেন, তুমি তোমার কিশোর বয়সের সখ্যতা ধারণ করিয়া তাঁহাদের নয়নগোচর হইবে। আর, (যা তে লীলাপদ-পরিমলোদ্গারি-ইত্যাদি) তোমার লীলাস্থান-সকলের সৌরভ প্রকাশক বনসমূহে পরিবৃতা মথুরা-সম্বন্ধিনী মাধুর্য্যময়ী ভূমিতে চটুল-পশুপী-ভাবমুগ্ধান্তরা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া বদনোল্লাসী বেণু ধারণ করিয়া তুমি বিহার কর।"

চক্রবর্ত্তিপাদ এ-স্থলে "চটুল"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—চঞ্চল এবং বলিয়াছেন—স্ত্রীলোকদিগের চাঞ্চল্য উপপতিত্বই সূচনা করে। ইহাদ্বারা তিনি জানাইতে চাহিয়াছেন যে—পূর্ব্বের ন্যায় ব্রজে পরকীয়াভাবের লীলাই গোপীদের অভিপ্রেত ; যে স্বকীয়া-ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের অভীষ্ট নহে।

"চটুল"-শব্দের "চঞ্চলই" একমাত্র অর্থ নহে ; চটুল-শব্দের আরও অনেক রকমের অর্থ হয়—যথা, সুন্দর (মাধব-মহোৎসব ॥৬।১২৯॥), ত্বরাযুক্ত (আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ ॥৬।৩৯॥), শ্লাঘনীয় (আ, বৃ, চ, ১।৮৪), সমর্থ (আ, বৃ, চ, ৩।৭), ইত্যাদি। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে (১৩।১৫১) "সৌন্দর্য্য"-অর্থেও "চটুলিমা"-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং "যা তে লীলাপদপরিমলোদ্"-ইত্যাদি শ্রীরাধাবাক্যে "চটুল"-শব্দ যে কেবল "চঞ্চল"-অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহার যে অন্য কোনও অর্থ হইতে পারে না, তাহাই বা কিরূপে মনে করা যায় ? আর "চঞ্চল" অর্থ গ্রহণ করিলেও ইহা যে কেবল পরোঢ়া নায়িকার উপপতির সহিত মিলনের জন্য চাঞ্চল্যই সূচিত করে, তাহারই বা প্রমাণ কি ? "পশুপীভাব" হইতেছে গোপীভাব, গোপীভাব বলিতে মহাভাবকেই বুঝায়, অন্য কিছু বুঝায় না। মহাভাবের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য গোপীদের চিত্ত যে চঞ্চল হইয়া পড়ে, তাহাও অনস্বীকার্য্য। তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা হয়েন, তখনও তাঁহাদের মধ্যে মহাভাব বিদ্যমান থাকে ; কেননা, মহাভাব হইতেছে কৃষ্ণকান্তা গোপীদিগের স্বরূপগত ভাব। স্বকীয়া-কান্তারূপেও যখন তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাদের স্বরূপগত মহাভাব বিদ্যমান থাকে, তখন সেই মহাভাব তাঁহাদের স্বীয় পতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াদির

জন্য—শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে গমন করেন (অপ্রকট লীলাতেও গোষ্ঠে গমনাগমন আছে), তখন তাঁহার সহিত মিলনের জন্য—তাঁহাদের চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারিবেনা কেন ? চটুল-শব্দের চঞ্চল অর্থের এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণের বাধা কোথায়?

যে পরকীয়াত্ব গোপীদিগের পারতন্ত্র্য জন্মায়, বার্য্যমাণত্ব জন্মায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে দুর্লঙ্ঘনীয় বাধাবিঘ্ন জন্মায়, তাহাই তাঁহাদের অভীষ্ট বলিয়া মনে করিলে বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত অবাধ মিলন তাঁহাদের অভীষ্ট নহে; কিন্তু এইরূপ অনুমান হইবে তাঁহাদের প্রেমের স্বরূপবিরোধী। পারতন্ত্র্যের সম্যক্ অবসানই যে তাঁহাদের কাম্য, "সখ্যস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্রীরাধাবাক্যই কি তাহার প্রমাণ নয় ? এই বাক্যে, ব্রজেশ্বরীকে শ্বশ্রূরূপে প্রাপ্তিকে শ্রীরাধা তাঁহার পরম অভীষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি যে "যা তে লীলাপদপরিমলোদ্‌গারি" ইত্যাদি বাক্য তিনি বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—দ্বারকাস্থ কৃত্রিম বৃন্দাবন অপেক্ষা ব্রজের অকৃত্রিম স্বাভাবিক বৃন্দাবনই তাঁহার অধিকতর অভীষ্ট। বহু কষ্টের পরে প্রাপ্ত পারতন্ত্র্যহীনতাকে পরিত্যাগ করিয়া আবার পারতন্ত্র্য প্রাপ্তির জন্যই যে শ্রীরাধার অভিপ্রায়—এইরূপ তাৎপর্য্যজ্ঞাপক দ্ব্যর্থসম্ভাবনাহীন কোনও শব্দ শ্রীরাধার বাক্যে দৃষ্ট হয় না। বহুকালব্যাপী হৃদয়বিদারক-দুঃখময় পারতন্ত্র্যের অবসানে যিনি স্বাতন্ত্র্য লাভ করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ববৎ পারতন্ত্র্য-প্রাপ্তির অভিলাষ নিতান্ত অস্বাভাবিক। যদি বলা যায়—পারতন্ত্র্যজনিত দুঃখাদি মিলনসুখকে উৎকর্ষময় করে বলিয়া পারতন্ত্র্য কাম্য হইতে পারে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে – মিলনসুখের উৎকর্ষের মূল হেতু হইতেছে প্রেমের উৎকর্ষ ; বাধা-বিঘ্ন যে প্রেমের উৎকর্ষ জন্মায় না, রুক্মিণীদেবীর উদাহরণে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রজসুন্দরী-দিগের মহাভাবই হইতেছে পরম-উৎকর্ষময় প্রেম ; এই মহাভাবই স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ নব-নব বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া মিলনসুখকে প্রতি মুহূর্ত্তে নব-নবায়মান করিতে পারে। বাধাবিঘ্ন হইতেছে প্রেমের উৎকর্ষের জ্ঞাপক, উৎপাদক নহে। তাঁহাদের অনুরাগে, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে চরমতম দুঃখকেও যে সুখ বলিয়া মনে হয়, তাহার হেতুও হইতেছে তাঁহাদের প্রেমের অসাধারণ উৎকর্ষ, পারতন্ত্র্যাদি তাহার হেতু নহে।

যাহাহউক, চক্রবর্ত্তিপাদ স্বকীয়াভাব অপেক্ষা পরকীয়া-ভাবের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। তাহা স্বীকার করিলেও তাহাতে শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হয় না, চক্রবর্ত্তিপাদের অভিমতও প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা, স্বকীয়াভাব পরকীয়াভাব অপেক্ষা অপকর্ষময় হইলেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে—স্বকীয়া-ভাবময়ী কোনও লীলাই নাই। রাসলীলা সর্ব্বলীলামুকুটমণি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল রাস-লীলারই অনুষ্ঠান করেন, অন্য কোনও লীলার অনুষ্ঠান কখনও করেন না, তাহা নহে। দ্বারকায় সমঞ্জসারতিমতী মহিষীদিগের সহিত লীলা যে সমর্থারতিমতী ব্রজদেবীগণের সহিত লীলা অপেক্ষা অপকর্ষময়ী, তাহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত ; কিন্তু তাহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি দ্বারকালীলা হইতে বিরত আছেন ? যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রজদেবীদের সহিত স্বকীয়াভাবময়ী লীলার উৎকর্ষ নাই, পরকীয়াভাবময়ী

লীলারই উৎকর্ষ, তাহা হইলেও, স্বকীয়াভাবময়ী লীলা যে থাকিতে পারে না, তাহা প্রতিপাদিত হয় না। সর্ব্ববিধ-লীলাবৈচিত্রীর রসবৈচিত্রী আস্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণের রসস্বরূপত্বের পূর্ণতা।

যাহা হউক, চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় স্মৃতি-শ্রুতি-ললিতমাধবাদি হইতে যে-সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও সে-সমস্ত শ্লোকের এবং তদতিরিক্ত ব্রহ্মসংহিতার কয়েকটী শ্লোকেরও আলোচনা করিয়াছেন; চক্রবর্ত্তিপাদ ব্রহ্মসংহিতা-শ্লোকগুলির আলোচনা করেন নাই। অন্য শ্লোকগুলির তাঁহারা দুইজনে দুইরকম তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। এই অবস্থায় কাহার নির্ণীত তাৎপর্য্য গ্রহণীয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, অনুসন্ধান করিতে হইবে—এই প্রসঙ্গে এমন কোনও বাক্য আছে কিনা, যাহার কেবল এক রকম অর্থই হইতে পারে, একাধিক অর্থ হইতে পারে না। এইরূপ কোনও বাক্য পাওয়া গেলে তাহার তাৎপর্য্যের সহিত, উভয়কর্তৃক প্রকাশিত দুই রকম তাৎপর্য্যের মধ্যে কাহার কথিত তাৎপর্য্যের সঙ্গতি আছে, তাহা স্থির করিলেই উল্লিখিত শ্লোকগুলির বাস্তব তাৎপর্য্য অবধারিত হইতে পারে। এইরূপ অন্ততঃ একটী বাক্য আছে; চক্রবর্ত্তিপাদও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার তাৎপর্য্যও ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু সেই তাৎপর্য্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাঁহার কথিত তাৎপর্য্যের বিচারে যে তিনি অগ্রসর হয়েন নাই, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।]

(১১) **শ্রীরাধার স্বরূপশক্তিত্ব—সুতরাং বস্তুতঃ স্বকীয়াত্ব**

চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"নন্বু চ। শ্রীরাধা হি কৃষ্ণস্য স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তিরেব। তস্যা বস্তুতঃ স্বীয়াত্বমেব ন তু পরকীয়াত্বং ঘটতে। সত্যম্। রাধাকৃষ্ণাবস্মাভিরুপাস্যেতে লীলাবিশিষ্টাবেব ন তু লীলারহিতৌ। লীলায়াঃ শুকপরাশরব্যাসাদিপ্রোক্তত্বেঽপি শ্রীশুকপ্রোক্তৈবাস্মাকং পরমাভীষ্টা। তস্যাঞ্চ গোপীনাং পরকীয়াত্ব-দর্শনাৎ সর্ব্বগোপীশিরোমণিঃ সাপি পরকীয়ৈব।—যদি বলা যায়, 'শ্রীরাধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তিই। সুতরাং তাঁহার বস্তুতঃ স্বীয়াত্বই হয়, পরকীয়াত্ব নহে। তাহা সত্য। কিন্তু আমাদের উপাস্য হইতেছেন লীলাবিশিষ্ট রাধাকৃষ্ণই, লীলাবিরহিত রাধাকৃষ্ণ আমাদের উপাস্য নহেন। শুক-পরাশর-ব্যাসাদি লীলার কথা বলিয়া থাকিলেও শ্রীশুকপ্রোক্তা লীলাই আমাদের পরমাভীষ্টা। শুক-কথিত লীলায় গোপীদের পরকীয়াত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া সর্ব্বগোপীশিরোমণি শ্রীরাধাও পরকীয়াই'।"

[**মন্তব্য**। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তি বলিয়া শ্রীরাধা যে বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, তাহা চক্রবর্ত্তিপাদ স্বীকার করিলেন—টীকাস্থ 'সত্যম্'-শব্দে। "শ্রীরাধা হি কৃষ্ণস্য স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তিরেব। তস্যা বস্তুতঃ স্বীয়াত্বমেব ন তু পরকীয়াত্বং ঘটতে।"—ইহাই হইতেছে পূর্ব্বকথিত একটী বাক্য, যাহার কেবল একটীমাত্র তাৎপর্য্যই সম্ভব। এই বাক্যের একমাত্র তাৎপর্য্য হইতে জানা গেল—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপগত সম্বন্ধ হইতেছে দাম্পত্যময়। চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার রাগবর্ত্মচন্দ্রিকাতেও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তিঃ।

তস্যা অপি শ্রীকৃষ্ণঃ স্বীয় এব॥ রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা।" ইহা স্বীকার করিয়াও এই তাৎপর্য্যের কষ্টিপাথরে পূর্ব্বালোচিত দ্ব্যর্থবোধক বাক্যগুলির তাৎপর্য্য যাচাই করার চেষ্টা চক্রবর্ত্তিপাদ করিলেন না। তিনি পাশ কাটাইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—"শ্রীরাধা বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা হইলেও লীলাবিশিষ্ট রাধাকৃষ্ণই আমাদের উপাস্য, লীলাবিরহিত রাধাকৃষ্ণ আমাদের উপাস্য নহেন।" চক্রবর্ত্তিপাদের এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে, দাম্পত্যভাবময় রাধাকৃষ্ণ হইতেছেন লীলাবিরহিত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দাম্পত্যভাবময়ী লীলা যে কোথাও নাই, কোন্ প্রমাণবলে চক্রবর্ত্তিপাদ এইরূপ ইঙ্গিত প্রকাশ করিলেন, বুঝা যায় না।

যাহাহউক, তিনি বলিলেন—"লীলাবিশিষ্ট রাধাকৃষ্ণ আমাদের উপাস্য হইলেও শ্রীশুকদেব-বর্ণিত লীলাই আমাদের অভীষ্ট; শ্রীশুকদেব ব্রজগোপীদিগকে পরকীয়া বলিয়াছেন; সুতরাং ব্রজগোপী-শিরোমণি শ্রীরাধাও পরকীয়াই।" এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই:- শ্রীশুকদেব প্রকটলীলার বর্ণন করিয়াছেন; প্রকটলীলাতে গোপীগণ—সুতরাং শ্রীরাধাও—যে পরকীয়া, তাহাই তিনি বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব অপ্রকটলীলা বর্ণন করেন নাই, সুতরাং অপ্রকটে গোপীদিগের স্বকীয়া কি পরকীয়া ভাব, তাহা বলার হেতুও তাঁহার পক্ষে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু শ্রীশুকদেব প্রকটলীলাতে শ্রীরাধাকে পরকীয়া বলিয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধা যে সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া কান্তা, স্বকীয়া কোনও স্থলেই নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে চক্রবর্ত্তিপাদ কিরূপে উপনীত হইলেন, বুঝা যায় না। চক্রবর্ত্তিপাদের যুক্তিটীর সার মর্ম হইতেছে এই:—"শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, সত্য। কিন্তু আমাদের অভীষ্ট হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরকীয়াভাবময়ী লীলায় বিলসিতা শ্রীরাধা; সুতরাং শ্রীরাধা পরকীয়াই—স্বকীয়া নহেন।" যাহা অনভীষ্ট, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করা এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। মোক্ষ ব্রজভাবের উপাসকদের অভীষ্ট নহে বলিয়া তাঁহারা কি মোক্ষের সত্যতা বা বাস্তবতা অস্বীকার করিয়াছেন?

যদি বলা যায়, "প্রকটলীলাকে অবলম্বন করিয়াই ব্রজভাবের উপাসকের সাধন। প্রকটে গোপীদিগের পরকীয়াভাব; পরকীয়াভাবের আনুগত্যেই সাধকের উপাসনা। স্বকীয়াভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সাধনের বিঘ্ন জন্মিতে পারে; সুতরাং স্বকীয়াভাবের অস্তিত্ব অস্বীকার করাই সাধকের কর্ত্তব্য।" তাহা হইলে বক্তব্য এই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ হইলেও ব্রজপরিকরগণ তো তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে করেন না; তাঁহাদের আনুগত্যে যাঁহারা ভজন করিবেন, তাঁহাদের সিদ্ধাবস্থার কাম্যও তাহাই। অন্তশ্চিন্তিত দেহে স্মরণীয়া লীলায় প্রবেশ করিয়া কোনও ভাগ্যবান্ সাধক যখন সেই লীলায় আবিষ্ট হইয়া পড়েন, তখনই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার জ্ঞান তাঁহার না থাকিতে পারে; কিন্তু যখন সেই আবেশ ছুটিয়া যাইবে, তখন সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানরূপে—শ্রীমদ্ভাগবতাদি লীলাগ্রন্থে, এমন কি রাসলীলাতেও, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা আছে বলিয়া—তিনি কি শ্রীমদ্ভাগবতাদি লীলাগ্রন্থের অনুশীলন হইতে বিরত থাকেন? নাকি শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার কথা

তাঁহার মন হইতে দূরীভূত হইয়া যায় ? উপাস্যভাবের অনুকূল নহে বলিয়া তিনি কি শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তাও অস্বীকার করিবেন ?

যাহাহউক, উল্লিখিত হেতুতে যদি কেহ স্বকীয়াত্বের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্টনিষ্ঠা স্বীকার করিলেও তিনি যে বাস্তব তত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যাহাহউক, পূর্ব্বচম্পূর ১৫শ পুরণে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার অভিমতের সমর্থনে ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ"-ইত্যাদি, "চিন্তমণিপ্রকরসদ্মসু....লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রম-সেব্যমানম্"-ইত্যাদি, "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ"-ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত শ্লোকের কেবল এক রকম অর্থই সম্ভব, দুই রকম অর্থ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না এবং সেই এক রকম অর্থও ব্রজগোপীদিগের স্বরূপশক্তিত্বের এবং স্বকীয়াত্বের বোধক। চক্রবর্ত্তিপাদ এই সমস্ত শ্লোকের একটীরও উল্লেখ বা আলোচনা করেন নাই। এই শ্লোকগুলি শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্তেরই অনুকূল এবং চক্রবর্ত্তিপাদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।

এইরূপে দেখা গেল—উল্লিখিত টীকাংশে চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজের অভিমত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, শ্রীজীবের অভিমতও খণ্ডিত হয় নাই, বরং শ্রীজীবপাদের অভিমত সমর্থিতই হইয়াছে।]

(১২) উভয়লীলাতে পরকীয়াত্বই শ্রীজীবের স্বেচ্ছামূলক অভিমত ; দাম্পত্যস্বীকারে সমঞ্জসা-রতির প্রসঙ্গ আসে, উজ্জ্বলনীলমণির অর্থ বিপর্য্যস্ত হয়।

ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—দাম্পত্যভাবময়ী মহিষীগণের দুর্যশোনিবন্ধন মনোদুঃখ এবং শ্বশ্রূননন্দাদিকর্ত্তৃক নিবারণাদিজনিত যন্ত্রণাদি নাই ; কিন্তু পরকীয়াভাববতী গোপীদের সে-সমস্ত আছে বলিয়া রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ অপেক্ষা গোপীগণের অপকর্ষ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। কেননা, রাগানুরাগ-মহাভাববতী ব্রজদেবীগণের যে সমস্ত লৌকিক দুঃখ দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত সুখই, দুঃখ নহে। যেহেতু, রাগের লক্ষণে বলা হইয়াছে "যাহা হইতে প্রণয়োৎকর্ষবশতঃ অত্যধিক দুঃখও সুখরূপে ব্যঞ্জিত হয়, তাহাকে রাগ বলে।" এজন্য মহাভাবের লক্ষণের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—"পরমসুমর্য্যাদ কুলবধূদের পক্ষে স্বজনার্য্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই হইতেছে দুঃখের পরমকাষ্ঠা—অগ্নিতে প্রবেশও নয়, মরণও নয়। তাই স্বজনার্য্যপথ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কৃষ্ণসঙ্গ-প্রাপ্তি, তাহা যদি সুখময় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তাহাতেই রাগের পরম ইয়ত্তা। এই পরম ইয়ত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত অনুরাগই হইতেছে ভাব। সেই পরম ইয়ত্তা, আরম্ভ হইতে ব্রজদেবীগণেই দৃষ্ট হয়, পট্টমহিষীগণে তাহার সম্ভাবনাই নাই। এজন্য ব্রজদেবীগণকে লক্ষ্য করিয়া উদ্ধব বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন—'যা দুস্ত্যজং স্বজনার্য্যপথঞ্চ হিত্বা'-ইত্যাদি। এ-স্থলে, "সেই পরম-ইয়ত্তাকে আশ্রয় করিয়াই যে অনুরাগ, তাহাকে মহাভাব বলে"—এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়—যখন রাগের পরম-

ইয়ত্তা হয়, তখনই মহাভাবের উদয় হয় ; সুতরাং রাগের পরম-ইয়ত্তাই হইতেছে মহাভাবোদয়ের ব্যঞ্জিকা। রাগের সেই পরম-ইয়ত্তা তখনই হয়, যখন সমস্তদুঃখাতিশয়-সীমাস্বরূপ স্বজনার্য্যপথ-ভ্রংশকরণশীল কৃষ্ণসম্বন্ধ সুখময় হয়, অন্য সময়ে নহে। অতএব অপ্রকটলীলাতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধের স্বজনার্য্য-পথ-ভ্রংশকরণ-শীলত্ব যদি না-ই থাকে, তাহা হইলে রাগেরও পরম-ইয়ত্তা থাকিতে পারেনা ; রাগের পরম-ইয়ত্তা না থাকিলে মহাভাবেরও উদয় হইতে পারে না ; সুতরাং ইহাতে সামঞ্জস্য নাই। সেইজন্য প্রকটলীলায় এবং অপ্রকটলীলায়ও স্বজনার্য্যপথ-ভ্রংশকরণশীল ঔপপত্যই শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর স্বেচ্ছামূলক অভিমত, অপ্রকটলীলায় দাম্পত্য হইতেছে পরেচ্ছাকৃত অভিমত। এজন্যই পরমকৃপালু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—'স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। যৎপূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরমিতি ॥—এ-স্থলে আমার নিজের ইচ্ছায় কিছু লিখিয়াছি এবং পরের ইচ্ছাতেও কিছু লিখিয়াছি। যে-স্থলে পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ আছে, সে-স্থলে নিজের ইচ্ছায় এবং যে-স্থলে পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধ নাই, সে-স্থলে পরের ইচ্ছায় লিখিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।' ঔপপত্যে সাহিত্যদর্পণকারের সম্মতি নাই বলিয়া ভয়ের কোনও কারণ নাই ; কেননা, গ্রন্থকারের নাটকচন্দ্রিকার উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি সাহিত্যদর্পণকারের অভিমত স্বীকার করেন নাই ; তিনি নাটকচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—নাতীবসম্মতত্ববশতঃ এবং ভরতমুনির মতের সহিত বিরোধবশতঃ তিনি সাহিত্যদর্পণের প্রক্রিয়া প্রায়শঃ গ্রহণ করেন নাই।

আবার, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের গুরুবিপ্রাগ্নিসাক্ষিক পরিণয় ব্যবস্থাপিত হইলে উপক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া উজ্জ্বলনীলমণির সমস্ত অর্থই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। পরিণয় স্বীকার করিলে ব্রজদেবীগণ পত্নীভাবাভিমানাত্মা হইয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে মহিষীদিগের ন্যায় সমঞ্জসারতির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। তাহাতে তাঁহাদের স্বভাবের অপলাপ হয় ; কেননা, স্বভাবের লক্ষণে উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণেত্যাদি—তাঁহারা ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষাহীন হইয়া কেবলমাত্র রাগের বশীভূত হইয়া নিজেদিগকে অর্পণ করেন।" এইরূপ হইলে, পুরসুন্দরীগণ অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণের যে উৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও হেয়তা প্রাপ্ত হয় এবং উৎকর্ষ হেয়তা প্রাপ্ত হইলে মূলভূত স্থায়িভাবেরই অব্যবস্থা হইয়া পড়ে, তাহাতে, "সঙ্কেতীকৃতকোকিলনিনদমিত্যাদি"-বাক্যে যে শৃঙ্গাররসের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কষ্টকল্পনাদ্বারা তাহার সঙ্গতি-প্রদর্শনের কি ফল হইতে পারে ? যদি বলা যায়—'আপাতঃ বোধের জন্যই উল্লিখিত উদাহরণাদি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থকারের হার্দ্দ নহে', তাহা হইলে পরমকরুণ পরমভক্ত-সুহৃদ্‌বর শ্রীপাদ রূপগোস্বামীতে বিপ্রলিপ্সুত্বই (প্রবঞ্চকত্বই) আরোপ করিতে হয়। বহু বিচারের আর কি প্রয়োজন ?

[মন্তব্য। লোকনিন্দা এবং শ্বশ্রূপ্রভৃতিকর্ত্তৃক নিবারণাদি হইতে যে দুঃখের উদ্ভব হয়, তাহা স্বরূপতঃ দুঃখই ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্গপ্রাপ্তির নিবিড় আনন্দের আস্তরণে আস্তৃত হইয়া সেই দুঃখও

ব্রজদেবীদের নিকটে সুখ বলিয়া মনে হয়, দুঃখের অনুভূতি তাঁহাদের থাকেনা, কৃষ্ণসঙ্গজনিত সুখই তাঁহাদের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে। ইহা তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রাগের স্বরূপগত ধর্ম্ম। এই রাগ যখন অনুরাগে এবং অনুরাগ যখন মহাভাবে পর্য্যবসিত হয়, তখন পরম-লোভনীয়তম শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগরূপ পরমতম দুঃখকেও তাঁহারা অম্লানবদনে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, মহাভাবের স্বরূপগত ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে সেই সামর্থ্য দিয়া থাকে।

চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"রাগের পরম-ইয়ত্তাই হইতেছে মহাভাবোদয়ের ব্যঞ্জিকা।" ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তিনি বলিয়াছেন—"সা চ রাগপরমেয়ত্তা তদৈব ভবেৎ যদা সমস্তদুঃখাতিশয়-সীমারূপস্বজনার্য্যপথভ্রংশকরণশীলঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় ভবতি নান্যদা।—সমস্তদুঃখাতিশয়ের সীমাস্বরূপ যে স্বজনার্য্যপথ-ভ্রংশ, সেই আর্য্যপথ-ভ্রংশকরণ হইতেছে যে কৃষ্ণসম্বন্ধের স্বভাব, সেই কৃষ্ণসম্বন্ধ যখন সুখ-রূপে উপলব্ধ হয়, তখনই রাগের পরম-ইয়ত্তা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অন্য সময়ে নহে।" স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগেই যে কুলবতীদিগের দুঃখের চরম-ইয়ত্তা, তাহাতে সন্দেহ নাই; শ্রীকৃষ্ণসঙ্গজাত সান্দ্র আনন্দের আস্তরণে আস্তৃত হইয়া চরমতম-দুঃখরূপ স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগও ব্রজসুন্দরীদের নিকটে যে পরমসুখরূপে প্রতিভাত হয়, তাঁহারা যে সেই দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করেন না, সেই দুঃখের অনুভূতি যে তাঁহাদের চিত্তকে স্পর্শ করিতেও পারেনা, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদ যে কৃষ্ণসম্বন্ধকেই স্বজনার্য্যপথ-ভ্রংশকরণশীল বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি, তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না। কৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীদের সম্বন্ধ হইতেছে কান্তাকান্ত-সম্বন্ধ; তাহার মূল হইতেছে ব্রজদেবীদিগের প্রেম—মহাভাব। এই মহাভাবজনিত কান্তাকান্ত-সম্বন্ধের ধর্ম্মই স্বজনার্য্যপথ-ভ্রংশকরণ—ইহাই যদি চক্রবর্ত্তিপাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাঁহার উক্তিকে অসঙ্গত বলা যায় না। কেননা, এ-স্থলে সম্বন্ধের হেতু যে মহাভাব, স্বজনার্য্যপথ-ভ্রংশ-করণ সেই মহাভাবেরই ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। যাঁহাদের মধ্যে মহাভাব নাই, অথচ কৃষ্ণের সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদের স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগের সামর্থ্য নাই; যেমন, দ্বারকামহিষীগণ। সুতরাং স্বজনার্য্যপথ-ভ্রংশ-করণশীলত্ব হইতেছে মহাভাবেরই স্বরূপগত ধর্ম। যখন স্বজনার্য্যপথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের চেষ্টায় ব্রজদেবীদিগের বিঘ্ন না জন্মায় তখনও তাঁহাদের মহাভাবের এই ধর্ম্ম থাকে; কেননা, ইহা হইতেছে মহাভাবের স্বরূপগত ধর্ম্ম; যখন বিঘ্ন জন্মায়, তখন মহাভাব স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মের পরাক্রমে অনায়াসে স্বজনার্য্যপথকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগ হইতেছে মহাভাবের পরাক্রমের পরিচায়ক, বিরাট মহীরুহের উৎপাটন যেমন হস্তীর বলবত্তার পরিচায়ক, তদ্রূপ। মহীরুহ বিঘ্ন না জন্মাইলেও বলবত্তা হস্তীর মধ্যে থাকে। সুতরাং চক্রবর্ত্তিপাদ যে বলিয়াছেন—"অপ্রকটলীলায় যদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধের স্বজনার্য্যপথ-ভ্রংশকরণশীলত্ব না-ই থাকে, তাহাহইলে রাগের পরম-ইয়ত্তাও থাকিবেনা, মহাভাবের উদয়ও হইবেনা",-ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই।

স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগ হইতেছে রাগের পরম-ইয়ত্তার পরিচায়ক-মাত্র, পরম-ইয়ত্তার উৎপাদক

নহে। লৌকিক জগতেও দেখা যায়, কোনও কোনও কুলটা রমণী স্বজনার্য্যপথ ত্যাগ করিয়া উপপতির সহিত মিলিত হয়; তাহাতে তাহার মধ্যে মহাভাবের উদয় হয় না। শ্রীরাধার মধ্যে যেমন মাদনাখ্য মহাভাব সর্ব্বদা বিরাজিত, তাঁহার কায়ব্যূহরূপা গোপীগণের মধ্যেও মহাভাব সর্ব্বদা বিরাজিত; তাঁহাদের মধ্যে প্রকটলীলায় যেমন মহাভাব থাকে, অপ্রকটলীলাতেও তদ্রূপ থাকে; যেহেতু, মহাভাব হইতেছে তাঁহাদের স্বরূপগত ভাব। অপ্রকটে স্বকীয়াভাব স্বীকৃত হইলে স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগের প্রশ্নই উঠিতে পারে না; তাহাতে তাঁহাদের মহাভাবের অভাব সূচিত হয় না। যে হস্তী উন্মুক্ত চত্বরে আহার-বিহারাদি করিতেছে, মহীরুহ উৎপাটনের প্রশ্ন তাহার সম্বন্ধে উঠিতে পারেনা বলিয়া তাহার বলবত্তা অস্বীকার করার কোনও হেতু থাকিতে পারে না। সুতরাং চক্রবর্ত্তিপাদ যে বলিয়াছেন, "অপ্রকটলীলায় মহাভাবের উদয় হইতে পারে না"—ইহা সঙ্গত হইতে পারেনা। স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগকে রাগোদয়ের, বা মহাভাবোদয়ের হেতু মনে করিলে শ্রীরাধিকাদির মঞ্জিষ্ঠারাগের অনন্যসাপেক্ষত্বই এবং অহার্য্যত্বই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে (৬।৫৪-অনু দ্রষ্টব্য)।

যাহাহউক, অপ্রকটলীলায় স্বজনার্য্যপথ-ত্যাগ নাই বলিয়া মহাভাবের উদয় হইতে পারেনা মনে করিয়া চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"তস্মাৎ প্রকটায়ামপ্রকটায়াঞ্চ লীলায়াং স্বজনার্য্যপথভ্রংশলক্ষণ-মৌপপত্যং তেষাং স্বেচ্ছাভিমতং মতং অপ্রকটলীলায়াং দাম্পত্যং তু পরেচ্ছাভিমতং মতম্।—অতএব প্রকটলীলায় এবং অপ্রকটলীলাতেও স্বজনার্য্যপথ-ভ্রংশলক্ষণ ঔপপত্যই হইতেছে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর স্বেচ্ছাভিমত মত, অপ্রকটলীলায় তিনি যে দাম্পত্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে পরেচ্ছাভিমত মত।" শ্রীজীবপাদও যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা জানাইবার জন্য চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"অতঃ সাধূক্তং তৈরেব পরমকৃপালুভিঃ। স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। যৎ পূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎ পূর্ব্বমপরং পরমিতি॥—এজন্য পরমকৃপালু শ্রীজীবগোস্বামিচরণ সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন—'এ-স্থলে আমি স্বেচ্ছায় কিছু লিখিয়াছি এবং পরের ইচ্ছাতেও কিছু লিখিয়াছি। যাহা পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধবিশিষ্ট, তাহা স্বেচ্ছায় এবং যাহা তদ্রূপ নহে, তাহা পরের ইচ্ছায় লিখিত।"

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ"-ইত্যাদি শ্লোকটী শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করার যে কোনও হেতুই নাই, তাহা পূর্ব্বেই [৭।৩৯৫-চ (২)-অনু] প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সর্ব্বত্রই এক কথা বলিয়াছেন—"প্রকটলীলায় পরকীয়াভাব এবং অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া ভাব।" অন্যরূপ কথা তিনি কোনও স্থলেই বলেন নাই। তাঁহার অন্যান্য সিদ্ধান্তও উল্লিখিত অভিমতেরই অনুকূল। অপ্রকটে স্বীয়াত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই তিনি প্রকট-লীলার অন্তর্দ্ধানের প্রাক্কালে ব্রজদেবীদিগের স্বকীয়াভাব দেখাইয়াছেন। তাঁহার উক্তিতে পূর্ব্বাপর-সঙ্গতির অভাব কোনও স্থলেই নাই, চক্রবর্ত্তিপাদও তাহা দেখাইতে পারেন নাই। চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীজীবপাদের অনেক উক্তির তীব্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু উল্লিখিতরূপ অসঙ্গতির কথা কোনও স্থলেই বলেন নাই। শ্রীজীবপাদের উক্তিতে কোনও স্থলে যদি অসঙ্গতি থাকিত, তাহার

উদ্‌ঘাটনে চক্রবর্ত্তিপাদ কখনও বিমুখ হইতেন না। একই বিষয়সম্বন্ধে যদি শ্রীজীব দুই রকম অভিমত প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলেই মনে করা যাইত যে, এক রকম অভিমত তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, অন্যরকম অভিমত পরেচ্ছায় লিখিত। কিন্তু একই বিষয় সম্বন্ধে তিনি দুই রকম অভিমত ব্যক্ত করেন নাই; প্রকটলীলা সম্বন্ধে এক অভিমত এবং অপ্রকট লীলাসম্বন্ধে অন্য এক অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছু এবং পরের ইচ্ছায় কিছু লিখিয়াছেন—এইরূপ উক্তির সার্থকতাই কিছু দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ শ্রীজীবপাদ যে বলিয়াছেন—অপ্রকটে স্বকীয়া ভাব, তাহা দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে দার্শনিক তত্ত্ব চক্রবর্ত্তিপাদও স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীজীবের সিদ্ধান্তে দার্শনিক তত্ত্বের রূপায়ণ আছে, চক্রবর্ত্তীর সিদ্ধান্তে নাই

এই দার্শনিক তত্ত্বটী হইতেছে এই—"গোপীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তি।" স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া গোপীগণ যে বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, তাহা চক্রবর্ত্তিপাদও স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু স্বীকার করিয়াও তিনি এই তত্ত্বটীকে অন্য কথা দ্বারা আবৃত করার চেষ্টা করিয়াছেন—"বস্তুতঃ যে স্বকীয়া, তাহা সত্য; কিন্তু আমাদের উপাস্য হইতেছেন লীলাবিশিষ্ট রাধাকৃষ্ণ।" (এ-সম্বন্ধে পূর্ব্বমন্তব্যে আলোচনা করা হইয়াছে)।

দার্শনিক তত্ত্ব অনুসারে ব্রজদেবীগণ যখন বাস্তবিক স্বকীয়া, তখন লীলাতে তাহা রূপায়িত না হইলে দার্শনিক তত্ত্বটীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ জন্মিতে পারে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে নর অভিমান, নন্দনন্দনত্বের অভিমান—ইহাও দার্শনিক তত্ত্ব; লীলাতে তাহা রূপায়িত হইয়াছে। যদি তাহার রূপায়ণ লীলায় না থাকিত, তাহা হইলে এই তত্ত্বটী সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগিত—'যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্, তাঁহার আবার নর-অভিমান কিরূপে হইতে পারে? যিনি অনাদি, অজ, তিনি আবার কিরূপে নন্দনন্দন হইতে পারেন?'—ইত্যাদি সন্দেহ জাগিত। কিন্তু লীলায় তাহা রূপায়িত হইয়াছে বলিয়া কাহারও সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকেনা।

তদ্রূপ ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া বস্তুতঃ তাঁহারই স্বকীয়াকান্তা—এই তত্ত্বটীর রূপায়ণও লীলাতে অবশ্য থাকিবে; সমস্ত তত্ত্বই লীলায় রূপায়িত হইয়াছে। ব্রজধামের কোনও প্রকাশে স্বকীয়া কান্তারূপেও ব্রজদেবীগণ অবশ্য থাকিবেন। প্রকট-প্রকাশে যখন পরকীয়া ভাব এবং এই পরকীয়া ভাব প্রকটে যখন নিত্য, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে—অপ্রকট-প্রকাশেই তাঁহাদের স্বকীয়া ভাব। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই দার্শনিক তত্ত্বের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদ তাহাকে চাপা দিয়া গিয়াছেন।

চক্রবর্ত্তিপাদের সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম রসস্বরূপত্ব অসিদ্ধ

আবার, চক্রবর্ত্তিপাদের অভিমত গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম-রসস্বরূপত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। একথা বলার হেতু এই।

শ্রীকৃষ্ণ রসিক-শেখর; সমস্ত রসের এবং প্রতিরসের সমস্ত বৈচিত্রীরই তিনি আস্বাদন করেন;

তাহাতেই তাঁহার পূর্ণতম রস-স্বরূপত্ব। কান্তারসের দুইটী বৈচিত্রী আছে—পরকীয়াকান্তারস এবং স্বকীয়া-কান্তারস। গোপীগণের স্বকীয়াভাব যদি কোথাও না থাকে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে স্বকীয়া-কান্তারসের আস্বাদন হইতে পারে না—সুতরাং রসস্বরূপত্বও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। যদি বলা যায়—দ্বারকাতে মহিষীগণের সঙ্গেই তো তিনি স্বকীয়া-কান্তারসের আস্বাদন করিতেছেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, দ্বারকায় কান্তারসে রসের বিশুদ্ধ পূর্ণতম মাধুর্য্য নাই ; রসের পূর্ণতম এবং বিশুদ্ধতম মাধুর্য্যের আস্বাদনেই তাঁহার রসস্বরূপত্বের পূর্ণতা। এজন্য দ্বারকায় বসুদেব-দেবকীর বাৎসল্য-রসের আস্বাদন-সত্ত্বেও ব্রজে নন্দ-যশোদার শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় বাৎসল্যের আস্বাদন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী অপ্রকটে স্বকীয়াভাবের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম-রসস্বরূপত্বের সংবাদই জানাইয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্বের সহিতও ইহার পূর্ণ সঙ্গতি আছে। কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদ কোনও প্রকাশেই স্বকীয়াত্ব স্বীকার না করিয়া দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি যেমন উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম রসস্বরূপত্বেরও অনুপপত্তি ঘটাইয়াছেন।

বার্য্যমাণত্ব-প্রচ্ছন্নকামুকত্বাদি যে মধুররসের পরমোৎকর্ষসাধক, তাহা অস্বীকার করা যায় না এবং স্বকীয়াভাবে যে বার্য্যমাণত্বাদির অবকাশ বিশেষ নাই, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। পরকীয়া ভাবেই বার্য্যমাণত্বাদির—সুতরাং রসোল্লাসের—সম্ভাবনা। এজন্যই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন—"পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।" সুতরাং স্বকীয়াভাবে পরকীয়াভাবের ন্যায় রসের উল্লাস থাকিতে পারে বলিয়া মনে করা যায় না ; কিন্তু তাহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে গোপীদের সহিত স্বকীয়াভাবময়ী লীলা থাকিতে পারে না, তাহাও স্বীকার করা যায় না। কেননা, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম রসস্বরূপত্ব উপপন্ন হয় না।

সমঞ্জসা রতির প্রসঙ্গ

স্বকীয়াত্বের বিরুদ্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ একটী যুক্তি দেখাইয়াছেন এই যে—গোপীদের স্বকীয়াত্ব স্বীকার করিলে তাঁহাদের মধ্যে সমঞ্জসা রতির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে ; তাহাতে উপক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া উজ্জ্বলনীলমণির সমস্ত অর্থেরই বিপর্য্যয় ঘটে।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। স্বকীয়া কান্তা মহিষীগণের সমঞ্জসা রতি বলিয়া স্বকীয়া কান্তা গোপীদেরও যে সমঞ্জসা রতি হইতে হইবে—একথার কোনও সার্থকতাই থাকিতে পারে না। কেননা, সমঞ্জসা রতি হইতেছে মহিষীদিগের অনাদিসিদ্ধ স্বরূপগত ভাব ; আর মহাভাব-রূপা সমর্থারতি হইতেছে গোপীদিগের স্বরূপগত ভাব। সমর্থারতির সমঞ্জসাতে পরিণতি স্বীকার করিতে গেলে স্বরূপের ব্যত্যয়ই স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু স্বরূপের ব্যত্যয় কখনও হইতে পারে না। অগ্নির শীতলত্ব কল্পনার অতীত। গোদুগ্ধও দুগ্ধ, ছাগদুগ্ধও দুগ্ধ ; উভয়েই দুগ্ধ বলিয়া উভয়ের স্বরূপ—গুণাদি—এক রকম নহে। তদ্রূপ, মহিষীগণও স্বকীয়া কান্তা, ব্রজদেবীগণও যদি স্বকীয়া কান্তা হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বরূপ—স্বরূপগতা রতি—মহিষীগণের স্বরূপগতা রতির সহিত একরূপ হইয়া যাইবে কেন ?

উজ্জ্বলনীলমণির অর্থ-বিপর্য্যয়

উজ্জ্বলনীলমণিতে ব্রজদেবীদিগের পরকীয়া-ভাবের কথাই লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের স্বকীয়া-ভাবের কথা লিখিত হয় নাই ; কেননা, এই গ্রন্থে কেবল প্রকটলীলার কথাই বলা হইয়াছে ; প্রকটে গোপীদের স্বকীয়া ভাব নাই। পরে সমঞ্জসা রতিমতী স্বকীয়া কান্তা মহিষীদের কথা বলা হইয়াছে। টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদকর্ত্তৃক উদ্ধৃত "পত্নীভাবাভিমানাত্মা" ইত্যাদি শ্লোকটী স্বকীয়াভাববতী মহিষীদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, স্বকীয়াভাববতী গোপীদের সম্বন্ধে বলা হয় নাই। যদি গোপীদের সম্বন্ধে বলা হইত, তাহা হইলেই উজ্জ্বলনীলমণির অর্থের বিপর্য্যয় ঘটিত। কিন্তু এ-স্থলে বিপর্য্যয়ের কোনও অবকাশই নাই। সমর্থারতির সমঞ্জসাতে পরিণতির তত্ত্ববিরোধী অনুমানবশতঃই চক্রবর্ত্তিপাদ অর্থবিপর্য্যয়ের কথা বলিয়াছেন।

(১৩) অশোভন কটাক্ষ

"লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তম্"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্থের পরোঢ়া-ভাবময়ত্ব-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"কিঞ্চানাদিকালরুক্তোপাসনাকয়োরাগমবেদ-পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তয়োর্দশাষ্টাদশাক্ষরয়ো মহামন্ত্রয়োরর্থশ্চ পরোঢ়োপপতিভাবময় এব বিগম্যতে, ন হি ব্রাহ্মণীজন-বল্লভায় দীয়তামিত্যুক্তে ব্রাহ্মণীনাং স্বীয়াত্বং প্রতীয়তে, যদি চ প্রতীয়তে তর্হ্যজ্ঞৈরেব, ন তু ব্যাকরণালঙ্কারাদিবহুদৃশদ্ভির্বিজ্ঞৈঃ।—অনাদিকাল হইতে প্রচলিত এবং আগম-বেদ-পঞ্চরাত্রাদি-কথিত দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর নামক উপাসনার মহামন্ত্রদ্বয়ের অর্থও যে পরোঢ়াপপতি-ভাবময়, তাহাই জানা যায়। 'ব্রাহ্মণীজন-বল্লভায় দীয়তাম্—ব্রাহ্মণীজন-বল্লভকে দান কর'-একথা বলিলে, ব্রাহ্মণীদিগের স্বীয়াত্ব প্রতীত হয় না ; যদিবা হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে অজ্ঞেরই প্রতীতি ; কিন্তু যাঁহারা ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি বহু শাস্ত্র দর্শন করিয়াছেন, সেই বিজ্ঞদের প্রতীতি হইবে না।"

[**মন্তব্য**। দশাক্ষর ও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বয়ে "গোপীজনবল্লভ"-শব্দটী আছে ; এই মন্ত্রদ্বয়ে "গোপীজনবল্লভের" উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। চক্রবর্ত্তিপাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে - "ব্রাহ্মণীজনবল্লভ"-শব্দে যেমন ব্রাহ্মণীদের পরকীয়াত্বই প্রতীত হয়, স্বীয়াত্ব প্রতীত হয় না, তদ্রূপ "গোপীজনবল্লভ"-শব্দেও গোপীদিগের পরকীয়াত্বই প্রতীত হয়, স্বকীয়াত্ব প্রতীত হয় না। যাঁহারা অজ্ঞ, ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি বহুশাস্ত্রে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই, "ব্রাহ্মণীজনবল্লভ"-শব্দে ব্রাহ্মণীদিগের—তদ্রূপ "গোপীজনবল্লভ"-শব্দে গোপীদিগের—স্বীয়াত্বের প্রতীতি কেবল তাঁহাদেরই হইয়া থাকে। "অজ্ঞ" এবং "ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ" বলিয়া চক্রবর্ত্তিপাদ কাহার প্রতি কটাক্ষ করিলেন, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

"গোপীজনবল্লভ"-পদে তিনটী শব্দ আছে—গোপী, জন এবং বল্লভ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পূর্ব্বচম্পূর ১৫শ পূরণের ৪৮-৪৯-অনুচ্ছেদে, গৌতমীয়তন্ত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া গৌতমীয়তন্ত্রে উল্লিখিত শব্দত্রয়ের কি অর্থ করা হইয়াছে, তাহা দেখাইয়াছেন।

"গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ। অনয়োরাশ্রয়ো ব্যাপ্ত্যা কারণত্বেন চেশ্বরঃ॥
সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতির্ব্বল্লভত্বেন কথ্যতে॥ অথ বা গোপী প্রকৃতির্জ্জনস্তদংশমণ্ডলম্।
অনয়োর্ব্বল্লভঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে॥
অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥

—গোপী-শব্দে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে; জন-শব্দের অর্থ তত্ত্বসমূহ, এই উভয়ের আশ্রয়কে ঈশ্বর বলা হয়; কেননা, এই আশ্রয় হইতেছেন সর্ব্বব্যাপী এবং কারণ। আর বল্লভ-শব্দের অর্থ হইতেছে নিবিড় আনন্দ এবং পরমজ্যোতি। অথ বা, গোপী-শব্দের অর্থ হইতেছে প্রকৃতি, জন-শব্দের অর্থ হইতেছে প্রকৃতির অংশসমূহ; এই উভয়ের বল্লভকে বলা হয়—স্বামী কৃষ্ণনামক ঈশ্বর। তিনি কার্য্য-কারণের ঈশ্বর—শ্রুতিগণ এইরূপই কীর্ত্তন করেন। ত্রৈলোক্যের অনন্দবর্দ্ধক নন্দনন্দন হইতেছেন অনেক-জন্মসিদ্ধা গোপীদের পতিই।"

এইরূপে দেখা গেল—গৌতমীয়তন্ত্র "গোপী", "জন" এবং "বল্লভ"-এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকটীরই দুই রকম অর্থ করিয়াছেন। প্রথম রকমের অর্থে, গোপী—প্রকৃতি, জন—তত্ত্বসমূহ (মহত্তত্ত্বাদি) এবং বল্লভ- সান্দ্রানন্দ পরজ্যোতি ঈশ্বর। দ্বিতীয় রকমের অর্থে, গোপী—প্রকৃতি, জন—প্রকৃতির অংশ-সমূহ এবং বল্লভ—প্রকৃতির এবং প্রকৃতির অংশসমূহের স্বামী কৃষ্ণনামক ঈশ্বর।

উভয় রকমের অর্থেই "গোপী" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"প্রকৃতি।" কিন্তু এই "প্রকৃতি"-শব্দের তাৎপর্য্য উভয় স্থলে এক রকম নহে। প্রকৃতি-শব্দের অর্থ হইতেছে—শক্তি। প্রথম রকমের অর্থে যে "প্রকৃতি" বলা হইয়াছে, তাহার সহিত মহত্তত্ত্বাদির সংশ্রব আছে বলিয়া তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বা প্রধান। শ্রীজীবপাদ এজন্যই লিখিয়াছেন—"অত্র প্রথমা প্রকৃতিঃ প্রধানম্।" কাজেই দ্বিতীয় রকমের অর্থে যে "প্রকৃতি" বলা হইয়াছে, তাহা হইবে—অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি। শ্রীজীবপাদও লিখিয়াছেন—"দ্বিতীয়া স্বরূপশক্তিঃ।" এ-স্থলে জন-শব্দের অর্থে গৌতমীয়তন্ত্র বলিয়াছেন—"জনস্তদংশমণ্ডলম্—জন-শব্দের অর্থ হইতেছে সেই প্রকৃতির বা স্বরূপশক্তির অংশসমূহ।" "বল্লভ" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে (গৌতমীয়তন্ত্রে)—স্বরূপশক্তির এবং স্বরূপশক্তির অংশ-সমূহের স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বর। ইহাতে বুঝা যায়—এ-স্থলে প্রকৃতি বা স্বরূপশক্তি বলিতে স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধাকেই বুঝাইতেছে এবং তাঁহার অংশ বলিতে অন্য গোপীগণকেই বুঝাইতেছে। গৌতমীয়তন্ত্র এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের "স্বামী" বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপগত বা স্বাভাবিক দাম্পত্য-সম্বন্ধের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বশেষ "অনেক জন্মসিদ্ধানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকে অবশ্য প্রকটলীলায় গোপীদের পরকীয়াত্বের ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে। অনাদিকাল হইতে অনন্ত জন্মের (প্রকটলীলার) প্রতি জন্মেই (প্রতি প্রকটলীলাতেই) স্বকীয়াত্বে পরকীয়াত্বের পর্য্যবসান হয় বলিয়া লৌকিক জগতে প্রচলিত রীতি অনুসারেও যে তাঁহাদের স্বীয়াত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের পতিত্ব সিদ্ধ হয়, "অনেকজন্মসিদ্ধানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকে তাহাও জানান হইয়াছে।

যাহাহউক, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী গোপালচম্পূতে গৌতমীয়তন্ত্রের উল্লিখিত শ্লোকসমূহের আলোচনা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন—"পতিরেবেতি কদাচিত্তুপপতিত্ব-ব্যবহারস্তু মায়িক এবেত্যর্থঃ। বা-শব্দস্তুস্থৈবোত্তরপক্ষতা-বোধনায়॥ —'অনেকজন্মসিদ্ধানাম্'-শ্লোকের অন্তর্গত 'পতিরেব বা'-বাক্যে পতিত্বই কথিত হইয়াছে, কদাচিৎ উপপতিত্ব-ব্যবহার হইতেছে মায়িকমাত্র; বা-শব্দে উত্তরপক্ষতা —সিদ্ধান্ত—বুঝাইতেছে।"

গৌতমীয়তন্ত্রের উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে দশাক্ষরাদি মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত "গোপীজনবল্লভ"-শব্দের অর্থই ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং তাহাতে উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্তস্থলে গৌতমীয়তন্ত্রই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের "স্বামী" বলিয়া গোপীদিগের স্বাভাবিক স্বীয়াত্বের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন; তদনুসারে শ্রীজীবপাদও স্বভাবিক দাম্পত্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে মনে হইতে পারে, "অজ্ঞ", "ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ" ইত্যাদি অশোভন কটাক্ষ শ্রীজীবের প্রতিই চক্রবর্ত্তিপাদ বর্ষণ করিয়াছেন।

কিন্তু উল্লিখিত অশোভন কটাক্ষাত্মক বাক্যটী শ্রীজীবপাদকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়না। শ্রীজীবপাদ হইতেছেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্যত্রয়ের একজন। তাঁহার প্রতি চক্রবর্ত্তিপাদের ন্যায় একজন সম্মানিত আচার্য্য যে অশোভন কটাক্ষ বর্ষণ করিবেন, তাহা কিরূপেই বা বিশ্বাস করা যায়? সাধারণ লোকের মধ্যেই দেখা যায়—প্রতিপক্ষের অভিমত-খণ্ডনের উপযোগী প্রমাণাদি যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই প্রতিপক্ষের প্রতি তিরস্কার বর্ষণ করিয়া থাকেন। এই তিরস্কারই কিন্তু প্রতিপক্ষের জয়ঘোষণা করে। সর্ব্বজন-সম্মানিত প্রতিপক্ষের প্রতি অশোভন তিরস্কারবর্ষণ সাধারণ লোকের মধ্যেও প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না।

আরও একটী বক্তব্য আছে। "ব্রাহ্মণীজনবল্লভায়"-শব্দের সহিত তুলনা দেওয়ায় চক্রবর্ত্তিপাদ যেন "গোপীজনবল্লভ" শব্দের অন্তর্গত "গোপী"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন —"গোপস্ত্রী"। গোপস্ত্রী অর্থ গ্রহণ করিলে অবশ্য পরোঢ়াত্ব বুঝাইতে পারে; কিন্তু গৌতমীয়তন্ত্রের যে শ্লোকগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, "গোপী'-শব্দের গোপস্ত্রী অর্থ তাহাতে গৃহীত হয় নাই; উভয় রকমের অর্থেই গোপী-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—"প্রকৃতি-শক্তি"। গৌতমীয়তন্ত্র স্বাভাবিক সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন এবং শেষ "অনেক-জন্মসিদ্ধানাম্" শ্লোকে প্রকটের পরকীয়াভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন। গৌতমীয়তন্ত্র যখন স্বাভাবিক দাম্পত্য-সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন, তখন প্রকটের পরকীয়াত্ব যে মায়িক, তাহাও গৌতমীয়তন্ত্রের অভিপ্রেত বলিয়া জানা যায়।

উপসংহার

চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় যে-সমস্ত যুক্তি অবতারিত করিয়াছেন এবং যে সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তৎসমস্তই এ-স্থলে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা-প্রসঙ্গে বিভিন্ন মন্তব্যে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—তিনি শ্রীজীবপাদের

সিদ্ধান্তেরও খণ্ডন করিতে পারেন নাই, স্বীয় অভিমতেরও স্থাপন করিতে পারেন নাই ; বরং গোপীদিগের স্বরূপশক্তিত্ব-প্রসঙ্গে তিনি যাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্তেরই সমর্থক। আবার, শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্তে দার্শনিক তত্ত্বের রূপায়ণ পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম-রসস্বরূপত্বও সিদ্ধ হয় ; কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদের সিদ্ধান্তে দার্শনিক তত্ত্বের রূপায়ণের অভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম রসস্বরূপত্বও অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

এই অনুচ্ছেদেই পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল শুকদেবগোস্বামী, শ্রীধরস্বামী, শ্রীসনাতনগোস্বামী, শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী এবং ঙ-অনুচ্ছেদের শেষভাগে শ্রীকিশোরপ্রসাদ, শ্রীরামনারায়ণ, শ্রীধনপতিসূরি, টীকাকার শ্রীশুকদেবের অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের অভিমতের সহিত শ্রীজীবগোস্বামীর অভিমতেরই সঙ্গতি আছে ; কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদের অভিমতের কোনও সঙ্গতি নাই। এমন কি, চক্রবর্ত্তিপাদের সমসাময়িক অথচ বয়ঃ-কনিষ্ঠ আচার্য্য শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণপাদও শ্রীজীবপাদের অভিমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন (পরবর্ত্তী ঝ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), চক্রবর্ত্তিপাদের অভিমতের অনুসরণ করেন নাই। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদের সমর্থক কেবল চক্রবর্ত্তিপাদই ; অপর কেহ নাই, কোনও প্রমাণও নাই, বিচারসহ যুক্তিও নাই।

নিত্যানন্দবংশ্য প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপালগোস্বামি-মহোদয়ের সম্পাদিত প্রীতিসন্দর্ভের ভূমিকাতেও (৯-১০ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে —"শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী। তাঁহাদের প্রবলতম-অনুরাগাস্বাদন-মানসে অচিন্ত্যশক্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে নিত্যপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণকে প্রকটলীলায় পরকীয়া নায়িকারূপে প্রতীতি করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরকীয়াভাব অল্পকালস্থায়ী। প্রকটলীলাবসানে নিত্যপ্রেয়সীভাব ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকটলীলায় অন্যগোপের সহিত তাঁহাদের যে বিবাহ-প্রসিদ্ধি আছে, তাহা মায়িক। × × অপ্রকট লীলায় নিত্যপ্রেয়সী-ভাব ব্যক্ত হওয়ায় কোনওরূপ উদ্বেগের আশঙ্কা নাই।"

এ-স্থলে "তাঁহাদের পরকীয়াভাব অল্পকালস্থায়ী"-এই উক্তির তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী জ, আ, (৩) অনুচ্ছেদে "প্রকটলীলাতেই কয়েক দিনের জন্য ঔপপত্য-পরোঢ়াত্ব"-দ্রষ্টব্য।

এই অবস্থায় শ্রীজীবপাদের অভিমতই গ্রহণীয়, না কি চক্রবর্ত্তিপাদের অভিমতই গ্রহণীয়, তাহা সুধীবৃন্দই বিচারপূর্ব্বক নির্ণয় করিবেন।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—"শ্রীপাদ জীবগোস্বামী অপ্রকট গোলোকের এক প্রকাশে স্বকীয়া-ভাবের কথা বলিয়াছেন এবং চক্রবর্ত্তিপাদ অপর এক প্রকাশে পরকীয়া-ভাবের কথা বলিয়াছেন।" কিন্তু এইরূপ অনুমানের কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না। শ্রীজীব যে প্রকাশে স্বকীয়া-ভাবের কথা বলিয়াছেন, চক্রবর্ত্তী সেই প্রকাশেই পরকীয়া-ভাবের কথা বলিয়াছেন ; ভিন্ন প্রকাশের কথা চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন নাই, তদ্রূপ কোনও ইঙ্গিতও তাঁহার টীকাতে পাওয়া যায় না। চক্রবর্ত্তিপাদ যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা যদি শাস্ত্রসম্মত হইত, অন্ততঃ স্বরূপতত্ত্ব-বিরোধী না হইত, তাহা হইলেও বরং

অনুমান করা যাইতে পারিত যে, তাঁহার কথিত বিবরণবিশিষ্ট কোনও এক প্রকাশ হয়তো অপ্রকট গোলোকে থাকিতে পারে; কিন্তু স্বরূপতত্ত্ব-বিরোধী বলিয়া তাঁহার কথিত বিবরণবিশিষ্ট কোনও প্রকাশের অস্তিত্বের অনুমানও বিচারসহ হইবে বলিয়া মনে হয় না। "চক্রবর্ত্তিপাদ অন্য এক প্রকাশের কথা বলিয়াছেন"—এইরূপ উক্তি কেবল তাঁহার প্রতি মর্য্যাদা বা সৌজন্য প্রকাশ বলিয়াই মনে হয়।

যাহাহউক, অপ্রকট গোলোকে স্বকীয়াভাব, কি পরকীয়াভাব, তাহা নির্ণয়ের জন্য সাধকের পক্ষে আগ্রহ প্রকাশের কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়াও মনে হয় না। কেননা, প্রকটলীলাকে অবলম্বন করিয়াই যে ব্রজভাবের সাধকের ভজন, প্রাপ্তিও যে প্রকটলীলাতে, প্রকটলীলাও যে নিত্য, প্রকটের পরকীয়া-ভাবও যে নিত্য, প্রকটলীলায় পরকীয়া-ভাবের সেবাপ্রাপ্তি হইলে, সেই সেবাপ্রাপ্তিও যে নিত্য হইবে—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাহা অস্বীকার করেন নাই। শ্রীজীবপাদের মতে, কোনও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত লীলার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে লীলাপরিকরগণ স্ব-স্ব-এক এক প্রকাশে অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করেন এবং এক-এক প্রকাশে অন্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রকটলীলায় প্রবেশ করেন। নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে সাধনসিদ্ধ পরিকরদেরও ঐরূপ গতি হইয়া থাকে। অপ্রকটগোলোকে যদি পরকীয়া-ভাবই হয়, তাহা হইলে সাধনসিদ্ধ জীবও প্রকটে এবং অপ্রকট গোলোকে যুগপৎ পরকীয়া-ভাবের সেবাই পাইবেন। আর, অপ্রকটগোলোকে যদি স্বকীয়া ভাবই হয়, তাহা হইলে সাধনসিদ্ধ জীবও প্রকটে পরকীয়া-ভাবের সেবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রকটেও—অনায়াসেই, কোনও সাধনব্যতীতই—স্বকীয়াভাবের সেবাও পাইবেন। ইহা হইতে জানা যায়—অপ্রকটে স্বকীয়াভাব থাকিলে সাধকের লাভই, ক্ষতি কিছু নাই; কেননা, দুই প্রকাশে তিনি যুগপপৎ স্বকীয়াভাবের এবং পরকীয়াভাবের সেবা পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিবেন।

ঝ। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের অভিমত

"অনুগ্রহায় ভক্তানাম্"-ইত্যাদি শ্রাভা, ১০।৩৩।৩৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"পরদারাভিমর্ষণমঙ্গীকৃত্য তত্র দোষো নিরাকৃত ইদানীং কৃষ্ণস্য ন কোঽপি পরোঽস্তীত্যাহ গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ।—পূর্ব্বস্থলে পরদারাভি-মর্ষণ স্বীকার করিয়াই দোষ নিরাকৃত হইয়াছে; এক্ষণে 'গোপীনাম্'-ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে—'পর' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কেহ নাই।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—"এতদুক্তং ভবতি পরাংশে কৃষ্ণে পরদারাভিমর্ষণং দোষায় নেতি পারমৈশ্বর্য্যং বলং ময়া দুর্ম্মুখ-বিলোঢ়-নায়ৈবোক্তং, বস্তুতস্তু নিত্যসিদ্ধাদয়শ্চতুর্ব্বিধাস্তা গোপ্যস্তস্মাৎ হ্লাদিনীশক্তিসারবিগ্রহাস্তেন গান্ধর্ব্ববিধিনা গৃহীতপাণয়স্তৎপত্ন্য এব ন তু পরদারাঃ, 'স বো হি স্বামী ভবতী'তি শ্রবণাৎ। 'অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা (যঃ)। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দনবর্দ্ধনঃ॥'-ইতি গৌতমীয়াৎ, 'কৃষ্ণবধ্ব'-ইত্যত্রৈবোক্তেশ্চ, তথাপি রসরাজশৃঙ্গার-পরিপোষায় লীলাশক্ত্যা তাসাং পরবধূত্বমাভাস্যতে, তেন হি রসরাজঃ প্রকৃষ্যতে হীরকাদিমণিরেবোত্তেজনেন।"

তাৎপর্য্য। পরদারাভিমর্ষণ যে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষের নহে, কেবল দুর্ম্মুখদিগের বিলোঢ়নের

জন্যই শ্রীকৃষ্ণের পারমৈশ্বর্য্য-বল প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাহা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু নিত্যসিদ্ধাদি চতুর্ব্বিধা গোপী হইতেছেন হ্লাদিনীশক্তি-সারবিগ্রহা ; গান্ধর্ব্ববিধিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পত্নীই, পরদারা নহেন। 'স বো হি স্বামী ভবতি'-এই তাপনীশ্রুতিবাক্য, 'অনেকজন্মসিদ্ধানাম্'-ইত্যাদি গৌতমীয়-বাক্য এবং এই শ্রীমদ্ভাগবতেই 'কৃষ্ণবধ্ব'-এই শুকবাক্যই তাহার প্রমাণ। তথাপি রসরাজ-শৃঙ্গারের পরিপোষণের জন্যই লীলাশক্তি তাঁহাদের পরবধূত্ব আভাসিত করিয়াছেন। তাহাতেই রসরাজ-শৃঙ্গার উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, উত্তেজনদ্বারা হীরকমণি যেমন উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ।

শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ এই টীকাতে গোপীদিগের পরবধূত্বকে লীলাশক্তির প্রভাবজাত পরবধূত্বের আভাস বলিয়াছেন, তাঁহাদের পরবধূত্ব যে বাস্তব নহে, তাহাই তিনি এ-স্থলে জানাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত রাসলীলা-প্রসঙ্গেই তিনি এ-কথা বলিয়াছেন, এই রাসলীলা হইতেছে প্রকটলীলার রাসলীলা। সুতরাং প্রকটলীলার রাসলীলাতে ব্রজগোপীদের পরবধূত্বকেই তিনি অবাস্তব এবং পরবধূত্বের আভাস বলিয়াছেন।

আবার, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর স্তবমালার অন্তর্গত "স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতলীলা"র অন্তর্গত "জলজেক্ষণ হে কুলজামবলাম্"-ইত্যাদি ১৮শ শ্লোকের টীকাতেও শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"নন্নু শক্তিশক্তিমদ্-ভাবেন বহ্ন্যৌষ্ণ্যবন্নিত্যসিদ্ধয়োরনয়োর্নিত্যদাম্পত্যং বিহায় কেয়মৌপপত্যেন লীলেতি চেৎ পারমৈশ্বর্য্যাদিতি গৃহাণ। নহ্যেতয়োর্নিয়ামকঃ কোঽপ্যস্তি, যদ্ভীত্যা দাম্পত্যে স্থেয়ম্।× × ×। তস্মাৎ পারমৈশ্বর্য্যাদেবৈতচ্ছক্তিমতোস্তয়োর্নিগীর্ণদাম্পত্যমৌপপত্যমিতি সুধীভিরবধেয়ম্॥" তাৎপর্য্য :— শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্বন্ধ হইতেছে শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধ ; অগ্নি এবং তাহার উষ্ণতার মধ্যে সম্বন্ধের ন্যায়। সুতরাং নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ হইতেছে নিত্যদাম্পত্য ; সেই নিত্য দাম্পত্য পরিত্যাগ করিয়া ঔপপত্যে ইহা কি লীলা ? (এ-স্থলে প্রকট লীলার কথাই বলা হইয়াছে ; কেননা, উল্লিখিত স্তবে প্রকটলীলাই বর্ণিত হইয়াছে)। ইহার উত্তরে বক্তব্য হইতেছে এই যে—পারমৈশ্বর্য্য-বশতঃই এই ঔপপত্যময়ীলীলা। যাঁহার ভয়ে দাম্পত্যে থাকিতে হইবে, এমন নিয়ামক শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের কেহ নাই।× × ×(এ-স্থলে নিত্যদাম্পত্য ত্যাগের হেতুর অভাব প্রদর্শিত হইয়াছে)। অতএব, পারমৈশ্বর্য্যবশতঃই শক্তি-শক্তিমান্ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের "নির্গীর্ণদাম্পত্যময় ঔপপত্য।"

"নির্গীর্ণদাম্পত্যমৌপপত্যম্"-ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—নির্গীর্ণ হইয়াছে দাম্পত্য যাহাতে, সেই ঔপপত্য। "গীর্ণ"-শব্দের অর্থ হইতেছে—গিলিত, গ্রস্ত (শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-অভিধান)। নিঃশেষে গিলিত বা গ্রস্ত=নির্গীর্ণ। যে ঔপপত্য দাম্পত্যকে নিঃশেষে বা সম্পূর্ণরূপে গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহাই হইতেছে নির্গীর্ণদাম্পত্য ঔপপত্য। দাম্পত্য ভিতরে, প্রচ্ছন্ন ; ঔপপত্য বাহিরে ; ঔপপত্যের আবরণে আবৃত রহিয়াছে দাম্পত্য। ইহাদ্বারা বুঝা গেল, শ্রীপাদ বলদেবের অভিমত হইতেছে এই যে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপগত বাস্তব সম্বন্ধ হইতেছে দাম্পত্য ; প্রকটলীলাতে তাহা ঔপপত্যদ্বারা

আবৃত থাকে ; সাধারণ লোক বাহিরের ঔপপত্যটীই দেখে, দাম্পত্যটী দেখেনা। ঔপপত্য বাস্তব নহে। ইহাও তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত-টীকায় কথিত অভিমতের অনুরূপই।

শ্রীশ্যামানন্দশতকের (৭৭) টীকাতেও তিনি লিখিয়াছেন—"নিত্যকান্ত-ভাবমাদায় পত্যাদিশব্দঃ। লীলামাদায়োপপতিশব্দঃ সঙ্গমনীয়ঃ। এবঞ্চ সর্ব্বাণি বাক্যানি সাম্পদানীতি।—নিত্যকান্তভাব গ্রহণ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে) পত্যাদি-শব্দের প্রয়োগ ; আর, (প্রকট) লীলার ভাব গ্রহণ করিয়া উপপতি-শব্দের প্রয়োগ হইতেছে সঙ্গত। এই ভাবেই সমস্ত বাক্য সার্থক হয়।" এই বাক্যের সহিতও পূর্ব্বোল্লিখিত অভিমতের সঙ্গতি আছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিমতের সহিতই শ্রীপাদ বলদেবের অভিমতের সঙ্গতি আছে ; কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদের অভিমত তাঁহার অনুমোদিত নহে।

ঞ। অবিবিক্ত-স্বকীয়া-পরকীয়া-ভাব

অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়া-ভাবের কথাও কোনও কোনও স্থলে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন—অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়ায় স্বকীয়া এবং পরকীয়া হইতে পৃথক্ একটী ভাবের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কেননা, নায়ক ও নায়িকার মধ্যে স্বকীয়া ও পরকীয়ার অতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধের কল্পনা করা যায় না। একথা বলার হেতু এই।

নায়িকা হইতেছে স্ত্রীলোকবিশেষ। সমস্ত স্ত্রীলোককে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—প্রথমতঃ, নায়কের বিবাহিত স্ত্রীলোক, যাহাকে স্বকীয়া বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, নায়কব্যতীত অপরকর্ত্তৃক বিবাহিত স্ত্রীলোক (সধবা বা বিধবা), এই জাতীয়, স্ত্রীলোকগণকে পরোঢ়া বলা যায়। তৃতীয়তঃ, অবিবাহিত কুমারী - কন্যকা। এই তিন শ্রেণীর অতিরিক্ত কোনও স্ত্রীলোক থাকিতে পারে না। পরোঢ়া নায়িকা যে পরকীয়া, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় ; কেননা, পরোঢ়া নায়িকা নায়কের স্বকীয়া নহে। আর, কন্যকাও নায়কের স্বকীয়া নহে বলিয়া তাহাকেও পরকীয়া বলা যায়। শ্রীপাদরূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণে পরোঢ়া ও কন্যকা-এই উভয়কেই পরকীয়া বলিয়াছেন। 'কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ ॥৮॥—পরকীয়া দুই রকমের কন্যকা ও পরোঢ়া।—অর্থাৎ পরোঢ়া পরকীয়া এবং কন্যকা পরকীয়া।" শ্রীপাদ রূপগোস্বামী পরকীয়া নায়িকার যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই কন্যকাকেও পরকীয়া বলা যায়। পরকীয়ার লক্ষণে তিনি বলিয়াছেন—"রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥—যেসকল স্ত্রীলোক, ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা না রাখিয়া, কেবলমাত্র অনুরাগ বা আসক্তি বশতঃ পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে, সেই পরপুরুষ যাহাদিগকে বিবাহাত্মক ধর্ম্মের দ্বারা স্বীকার করে নাই, তাহাদিগকে পরকীয়া বলে।" ইহা হইতে জানা গেল—পরোঢ়াই হউক, কি অনূঢ়া কন্যকাই হউক, ইহাদের মধ্যে যে-কোনও নারীই পরকীয়া হইতে পারে। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপাদরূপগোস্বামীর মতে স্বকীয়া ব্যতীত আর সমস্ত নায়িকাই পরকীয়া।

সুতরাং স্বকীয়া ও পরকীয়ার অতিরিক্ত কোনও রকমের নায়িকার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তাহাতে ইহাও বুঝা গেল যে, অবিবিক্ত-স্বকীয়া-পরকীয়ায় স্বকীয়া ও পরকীয়া হইতে পৃথক্ কোনও রকমের নায়িকা বুঝায় না। অর্থাৎ অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়া—নায়িকার সম্বন্ধের পরিচায়ক নহে। অবিবিক্ত-শব্দের অর্থ হইতেও তাহা জানা যায়।

অবিবিক্ত = ন বিবিক্ত ; যাহা বিবিক্ত নহে। কিন্তু বিবিক্ত-শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

বি-পূর্ব্বক বিচ্-ধাতু হইতে বিবিক্ত-শব্দ নিষ্পন্ন। বি + বিচ্ + ক্ত-প্রত্যয়। বিবেচন এবং বিবেক শব্দদ্বয়ও বি-পূর্ব্বক বিচ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিবেচন = বি + বিচ্ + অনট্ ভাবে। বিবেক = বি + বিচ্ + ঘঞ্ ভাবে। বিবেচন ও বিবেক হইতেছে বিশেষ্য ; বিবিক্ত হইতেছে বিশেষণ ; তাৎপর্য্য একই। অভিধানে বিবেক-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"পরস্পরব্যাবৃত্ত্যা বস্তুস্বরূপনির্ণয়ঃ। বিবেচনম্ (শব্দরত্নাবলী)। বিবেকো বস্তুনো ভেদঃ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য বা। ইতি জটাধরঃ। বিচারঃ ॥" পরস্পরের ভেদ বিচারপূর্ব্বক বস্তুর স্বরূপনির্ণয়কে বিবেক, বা বিবেচন, বা বিচার বলে। বিশেষণ বিবিক্ত-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—বিবেচিত, বিচারিত। অবিবিক্ত-শব্দের অর্থ হইতেছে—অবিচারিত, অবিবেচিত।

শ্রীভা ১১।২৮।৩৩-শ্লোকস্থ "অবিবিক্তম্"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও "অবিচারিতম্" লিখিয়াছেন। "অবিবিক্তং কুত আগতং কিং স্বরূপমেতদিত্যবিচারিতম্॥ সারার্থদর্শিনী-টীকা ॥" শ্রীগোপালোত্তরচম্পূর ৬ষ্ঠ পূরণের ১০ম অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "বিবিক্তম্"-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "তদেবং সতি পুনর্বিবিক্তমিতাভ্যাং রামাজিতাভ্যামক্ষীণমষড়ক্ষীণমিদং নির্ণিক্তং বিবিক্তম্।" টীকায় প্রভুপাদ বীরচন্দ্র গোস্বামী লিখিয়াছেন—"বিবিক্তং বিচারিতম্।" এ-স্থলে "বিবিক্ত"-শব্দের অর্থ "বিচারিত" হওয়ায় "অবিবিক্ত"-শব্দের অর্থ হইবে—"অবিচারিত।" আবার সেই উত্তর চম্পূরই ৩৫শ পূরণে ৫ম অনুচ্ছেদেও "বিবিক্তিম্"-শব্দ দৃষ্ট হয় ; টীকায় লিখিত হইয়াছে—"বিবিক্তিং বিবেচনাম্—বিবিক্তি-শব্দের অর্থ হইতেছে বিবেচনা" ; সুতরাং "অবিবিক্তি"-শব্দের অর্থ হইবে "অবিবেচনা" এবং "অবিবিক্ত"-শব্দের অর্থ হইবে—"অবিবেচিত।" বস্তুতঃ "অবিবিক্ত"-শব্দের একমাত্র মুখ্য অর্থই হইতেছে—অবিবেচিত, অবিচারিত।

এইরূপে দেখা গেল, অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়াভাব হইতেছে—অবিবেচিত বা অবিচারিত-স্বকীয়াপরকীয়াভাব ; স্বকীয়াভাব, কি পরকীয়াভাব-এই বিষয়ে বিচার-বিবেচনাহীন ভাব। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী নায়িকার চিত্তে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনারূপ যে প্রেম বিরাজিত, তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠায়, বা শ্রীকৃষ্ণসেবায়, অথবা কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে, যখন তাঁহার প্রগাঢ় তন্ময়তা জন্মে, তখন স্বভাবতঃই অন্যবিষয়ে অননুসন্ধান আসিয়া পড়ে। তাহারই ফলে, তিনি কি স্বকীয়া, না কি পরকীয়া নায়িকা, সেই বিষয়ে তাঁহার কোনও অনুসন্ধানই থাকেনা। তাঁহার এতাদৃশ ভাবকেই বলা হয়—অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়া-ভাব, স্বকীয়াত্ব-পরকীয়াত্ব-বিচারশূন্য ভাব।

পূর্ব্বোদ্ধৃত "কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ"-ইত্যাদি উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে লিখিয়াছেন—"যাঃ কাশ্চিৎ কন্যকা অপি রাগেণ পতিত্বোপপতিত্ববিচারশূন্যতয়া রহস্তং ভজন্তে তা অপি পরকীয়াঃ", তাহার তাৎপর্য্যও এইরূপই ; "পতিত্বোপপতিত্ব-বিচারশূন্যতয়া—পতি কি উপপতি, তৎসম্বন্ধে বিচারশূন্য-ভাবে।" ; ইহাই "অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়া-ভাব।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-স্থলে পরকীয়া নায়িকার পতিত্বোপপতিত্ব-বিচারশূন্যভাবের কথাই বলিয়াছেন। প্রিয়ত্বে, বা কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদিতে প্রগাঢ় তন্ময়তাবশতঃ স্বকীয়া নায়িকাতেও এতাদৃশ ভাব জন্মিতে পারে।

এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল, অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়াভাব নায়ক-নায়িকার মধ্যে কোনওরূপ সম্বন্ধের পরিচায়ক নহে ; ইহা হইতেছে নায়িকার চিত্তগত একটী ভাবের বা অবস্থার পরিচায়ক-চিত্তের যে অবস্থায় প্রিয়ত্ববিষয়ে বা কৃষ্ণসেবাদিতে প্রগাঢ় তন্ময়তাবশতঃ স্বকীয়াত্ব-পরকীয়াত্ব-বিষয়ে কোনওরূপ অনুসন্ধানই থাকেনা, সেই অবস্থার পরিচায়ক।

পরকীয়া নায়িকার পক্ষে অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়াভাবের নিত্যত্ব সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না ; কেননা, পরকীয়া নায়িকার বার্য্যমাণত্ব আছে ; যখন উৎকট বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন পরকীয়াত্বের (বস্তুতঃ প্রতীয়মান পরকীয়াত্বের) কথা তাঁহার মনে জাগিতে পারে। কিন্তু স্বকীয়া নায়িকার বার্য্যমাণত্ব নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে, বা শ্রীকৃষ্ণসেবাদিতে তাঁহার প্রগাঢ় তন্ময়তা—সুতরাং অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়া-ভাব—নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে, নিত্যত্ব লাভ করিতে পারে। সুতরাং যাঁহারা অপ্রকট গোলোকে অবিবিক্ত-স্বকীয়াপরকীয়াভাবের কথা বলেন, তাঁহারাও অপ্রকটে স্বকীয়াত্বের সমর্থনই খ্যাপন করিয়া থাকেন।

ট। স্বারসিকী ও মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলায় কান্তাভাবের স্বরূপ

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর আনুগত্যে স্বারসিকী ও মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার কিঞ্চিৎ বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে (প্রথমখণ্ড ১।১।১১৮ অনু ১৯৪-৯৯ পৃষ্ঠা)। এই দুই রকমের লীলাসম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"তত্র নানালীলাপ্রবাহরূপতয়া স্বারসিকী গঙ্গেব। একৈকলীলাত্মতয়া মন্ত্রোপাসনাময়ী তু লব্ধতৎসম্ভবহ্রদশ্রেণিরিব জ্ঞেয়া॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥১৫৩॥—উভয়বিধ-লীলামধ্যে নানালীলা-প্রবাহরূপা বলিয়া স্বারসিকী গঙ্গাসদৃশী। আর এক-একটী লীলাবিশিষ্টা বলিয়া মন্ত্রো-পাসনাময়ী গঙ্গাপ্রবাহ-সম্ভূতা হ্রদশ্রেণীর মত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনের বহুস্থানে বিভিন্ন প্রকাশে বিবিধ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা বিদ্যমান আছে। স্বারসিকী সে সকলকে আপনার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া বিবিধ বৈচিত্রীর সহিত অনন্তকাল প্রবাহিত হইতেছে। যেমন মন্ত্রোপাসনাময়ীতে শ্রীরাধা-গোবিন্দ যমুনাতীরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে উপবিষ্ট আছেন। আর, স্বারসিকীলীলা-প্রবাহে—অভিসারের পর উভয়ের প্রথম মিলনোপলক্ষে কুঞ্জে প্রবেশ, কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করিবার পর বনভ্রমণ-চ্ছলে বহির্গমন, পুলিন-ভ্রমণ করিতে করিতে মন্ত্রোপাসনাময়ীর আর এক কেন্দ্র নিত্যরাসলীলাতে প্রবেশ, তথায় নৃত্য, অন্তর্দ্ধান, পুনর্মিলন ইত্যাদি নানা বিচিত্রতার সহিত অনন্ত প্রবাহ।—প্রভুপাদ শ্রীলপ্রাণ গোপালগোস্বামি-মহোদয়-সম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ।"

স্বারসিকী লীলাতে এক লীলার পরে আর এক লীলা, তাহার পরে আর এক লীলা, ইত্যাদি ক্রমে বহু লীলার সমাবেশ বলিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ইহাকে নানালীলাপ্রবাহময়ী গঙ্গার তুল্য বলিয়াছেন। স্বারসিকী লীলার অন্তর্ভুক্ত এই বহুলীলার প্রত্যেকটীরই আদি আছে, অবসান আছে। ভিন্ন ভিন্ন লীলা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়; সুতরাং স্বারসিকী লীলা হইতেছে সামগ্রিক ভাবে বহুবৈচিত্র্যময়ী, বহুস্থানব্যাপিনী এবং বহু-সময়ভেদব্যাপিনী। কিন্তু মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে একটী মাত্র স্থানব্যাপিনী এবং বৈচিত্র্যহীনা। এজন্য ইহাকে হ্রদরূপা বলা হইয়াছে। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাও বহু; এজন্য "হ্রদশ্রেণী" বলা হইয়াছে। এক একটী মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতে এক একটী লীলামাত্র নিত্য বিরাজিত। শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহ স্বারসিকী লীলা হইতেই সম্ভূত।

কোনও নদীর জল যেন প্রবাহরূপে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে; যে পথে যাইতেছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে অনেক নিম্নস্থান আছে। প্রবাহ এ-সকল নিম্নস্থানের উপর দিয়া যাওয়ার সময় নিম্নস্থানগুলিকেও জলপূর্ণ করে; জলপ্রবাহ অগ্রসর হইয়া যায়; কিছু জল নিম্নস্থান-সমূহেও আবদ্ধ হইয়া থাকে; তাহাতে সেই নিম্নস্থানগুলি হ্রদরূপে পরিণত হয়; সহজেই বুঝা যায়—নদী হইতেই এই হ্রদগুলির উদ্ভব। নদীটী যদি চক্রাকার হয় এবং অনবরত প্রবাহমানা হয় এবং এক দিনেই যদি সমগ্র চক্রে ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়, তাহা হইলে প্রতি দিনই নদীটী ঐ সকল হ্রদের উপর দিয়া, অথবা হ্রদগুলিকে স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইবে, কোনও সময়েই হ্রদগুলি নদীর প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেনা।

স্বারসিকী লীলা হইতেছে ঐ নদীটির মতন এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহ হইতেছে সেই নদী হইতে উদ্ভূত হ্রদশ্রেণীর মতন।

এক নিশান্ত-লীলা হইতে পরবর্ত্তী নিশান্ত-লীলাপর্য্যন্ত, তাহার পরে সেই নিশান্ত হইতে পরবর্ত্তী নিশান্ত লীলাপর্য্যন্ত-ইত্যাদি ক্রমে অবিচ্ছিন্নভাবে যেন চক্রাকারে স্বারসিকী লীলার ধারা প্রবাহিত হইতেছে। প্রবাহরূপে গমনকালে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহের ভিতর দিয়া, অথবা তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহে যে-সমস্ত লীলা আছে, স্বারসিকীতেও সেই সমস্ত লীলা আছে। পূর্ব্বকথিত হ্রদসমূহ যেমন নদীর অঙ্গভূত, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহও তদ্রূপ স্বারসিকী লীলার অঙ্গভূত। পার্থক্য এই যে, স্বারসিকীতে কোনও একটী মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা হইতেছে অল্পকাল ব্যাপিনী—মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারূপ হ্রদটি অতিক্রম করিতে স্বারসিকী লীলারূপ নদীর যে সময় লাগে, সেই সময়ব্যাপিনী; আর, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা হইতেছে নিত্যকালস্থায়িনী। স্বারসিকী লীলাও নিত্য এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাও নিত্য। স্বারসিকী লীলা সামগ্রিক ভাবে নিত্য, স্বারসিকী লীলার অন্তর্ভূত বিভিন্ন লীলা স্বারসিকীতে নিত্য নহে; কেননা, তাহাদের আদি আছে, অবসান আছে। কিন্তু প্রত্যেক মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা নিত্য, আদি-অবসানহীনা। স্বারসিকী লীলা থাকে এক প্রকাশে এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহ থাকে অন্য প্রকাশসমূহে। স্বারসিকী

এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা ভিন্ন প্রকাশে অবস্থিত হইলেও তাহারা পরস্পর নিরপেক্ষ নহে ; কেননা, স্বারসিকী হইতেই মন্ত্রোপাসনাময়ীর উদ্ভব। তাহাদের মধ্যে পোষ্য-পোষক-সম্বন্ধ—স্বারসিকী লীলা হইতেছে মন্ত্রোপাসনাময়ীর পোষিকা, পুষ্টিবিধায়িকা। নদীর জলেই নদীসম্ভূত হ্রদের পুষ্টি। তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধও বিদ্যমান ; কেননা, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহ স্বারসিকীতেও বিদ্যমান, স্বারসিকীর অঙ্গভূত।

নদীর জল হইতে যে হ্রদের উদ্ভব, সেই হ্রদের জল এবং সেই নদীর জল হইবে স্বরূপতঃ অভিন্ন। নদী যখন তাহা হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন হ্রদের ভিতর দিয়া, বা বিভিন্ন হ্রদকে স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, তখন বিভিন্ন হ্রদের ভূমি-আদির বৈশিষ্ট্যভেদ-বশতঃ হ্রদসমূহের জল যেমন বর্ণ বৈচিত্রী-আদি ধারণ করে, নদীর জলও তদ্রূপ বর্ণবৈচিত্রী-আদি ধারণ করিতে পারে ; কিন্তু নদীর জল তত্তৎ-স্থানে বিভিন্ন বৈচিত্রী ধারণ করিলেও নদীর এবং হ্রদসমূহের জলের স্বরূপ থাকিবে অভিন্ন। নদীর জল কোনও স্থানে লাল, নীল ইত্যাদি বর্ণ ধারণ করিতে পারে ; কিন্তু লাল-নীলাদি বর্ণের যোগে জলের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না। তদ্রূপ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহরূপ হ্রদসমূহ স্বারসিকীলীলারূপ নদী হইতে উদ্ভূত বলিয়া এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী ও স্বারসিকী লীলার মধ্যে জন্যজনক ও পোষ্যপোষক-সম্বন্ধ এবং অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ বিদ্যমান বলিয়া উভয় প্রকার লীলার ভাবরূপ জলও (অর্থাৎ ভাবও) হইবে অভিন্ন। কান্তাভাবময়ী স্বারসিকীলীলা যদি স্বকীয়াভাবময়ী হয়, তাহা হইলে কান্তাভাবময়ী মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাও হইবে স্বকীয়া-ভাবময়ী এবং স্বারসিকী পরকীয়াভাবময়ী হইলে মন্ত্রোপাসনাময়ীও হইবে পরকীয়াভাবময়ী। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বে প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিমহোদয়ের সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৫৩-অনুচ্ছেদের যে অনুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও জানা যায়—স্বারসিকী এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার একই ভাব। কেননা, অনুবাদে লিখিত হইয়াছে—"স্বারসিকী লীলা-প্রবাহে—অভিসারের পর উভয়ের প্রথম মিলনোপলক্ষে কুঞ্জে প্রবেশ, কিয়ৎকাল তথায় অবস্থানের পর বনভ্রমণচ্ছলে বহির্গমন, পুলিনভ্রমণ করিতে করিতে মন্ত্রোপাসনাময়ীর আর এক কেন্দ্র নিত্যরাসলীলাতে প্রবেশ," ইত্যাদি। এ-স্থলে বলা হইল—স্বারসিকী লীলাপ্রবাহে বাহিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ "মন্ত্রোপাসনাময়ীর আর এক কেন্দ্র নিত্য রাসলীলাতে প্রবেশ" করেন। স্বারসিকী লীলার এবং "মন্ত্রোপাসনাময়ীর আর এক কেন্দ্র নিত্যরাসলীলার" ভাব যদি এক রকম না হয়, তাহা হইলে "মন্ত্রোপাসনাময়ীর এক কেন্দ্র রাসলীলাতে প্রবেশ" করামাত্রেই ভাববিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে, তাহাতে রসাস্বাদনেরই বিঘ্ন জন্মিবে এবং রাসলীলাই অসার্থক হইয়া পড়িবে। রাসলীলা যখন অসার্থক হয় না, তখন বুঝিতে হইবে—উভয় লীলার ভাব একই।

যদি বলা যায়—প্রকাশভেদে অভিমানভেদ যখন স্বীকৃত, এবং স্বারসিকী এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাও যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে অবস্থিত, তখন স্বারসিকী ও মন্ত্রোপাসনাময়ীর কান্তাভাব একজাতীয় কেন হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই :—যে-সকল প্রকাশ পরস্পর নিরপেক্ষ, যাহাদের মধ্যে

অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ নাই, পোষ্য-পোষক সম্বন্ধও নাই, সে-সকল প্রকাশে অভিমানভেদ সম্ভব। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের ১৫৬-অনুচ্ছেদে দ্বারকায় প্রকাশভেদে শ্রীকৃষ্ণের যে ক্রিয়াভেদ এবং অভিমান-ভেদের কথা বলিয়াছেন, সে-সকল প্রকাশ হইতেছে পরস্পর নিরপেক্ষ ; তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ, বা পোষ্য-পোষক সম্বন্ধও নাই। যে দুইটী প্রকাশ পরস্পরের অপেক্ষা রাখে, যাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ এবং পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাদের মধ্যে অভিমানভেদ বা ভাবভেদ থাকিতে পারেনা ; ভাবভেদ স্বীকার করিলে পোষ্য-পোষক সম্বন্ধই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। স্বকীয়াভাব এবং পরকীয়াভাব– এই দুইটীর মধ্যে একটি হইতে আর একটির উদ্ভব হইতে পারে না, একটী আর একটীর পোষক বা অঙ্গও হইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে জন্যজনক সম্বন্ধ নাই।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল–স্বারসিকী লীলায় এবং মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলায় কান্তাভাবের স্বরূপ একই। প্রকট ব্রজলীলার স্বারসিকী লীলা পরকীয়াভাবময়ী বলিয়া তাহা হইতে উদ্ভূত মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাও হইবে পরকীয়াভাবময়ী।

এই প্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—একটি মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য অবস্থিতি ; সেস্থানে জটিলা নাই, কুটিলা নাই, অভিমন্যুও নাই ; সুতরাং বার্য্যমাণত্বও নাই। যাহাতে বার্য্যমাণত্ব নাই, তাহাকে কিরূপে পরকীয়াভাবময়ী লীলা বলা যায় ? তাহা হইবে স্বকীয়াভাবময়ী লীলা ; কেননা, স্বকীয়াতেই বার্য্যমাণত্বের অভাব।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। মিলনের প্রয়াস-কালেই থাকে বার্য্যমাণত্ব ; মিলন-সময়ে বার্য্যমাণত্বের অবকাশ থাকিতে পারে না। শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজদেবী-গণ যখন উন্মত্তার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ায় জন্য ছুটিয়া চলিতেছিলেন, তখনই আত্মীয়স্বজন-গণের নিকট হইতে তাঁহারা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের পতিম্মন্যাদি সে-স্থলে আসিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে নিবারণ করেন নাই। "নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীশুকদেবই বলিয়াছেন, তখন পতিম্মন্যাদি মনে করিতেন, তাঁহাদের বধূগণ তাঁহাদের নিকটেই অবস্থিত। শ্রীশুক-দেবের এই উক্তি হইতেই জানা যায়—মিলনকালে বার্য্যমাণত্বের অবকাশ নাই। রাসলীলাকালে, কিম্বা কুঞ্জক্রীড়াকালে, কিম্বা অন্য কোনও স্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-কালে প্রকটে যে সমস্ত লীলা হইয়া থাকে, বার্য্যমাণত্ব নাই বলিয়া সে-সমস্ত লীলাকে কেহ স্বকীয়াভাবময়ী লীলা বলে না। এই সমস্ত মিলনাত্মিকা লীলা হইতেছে প্রকটের স্বারসিকী লীলার অন্তর্ভুক্ত ; এই লীলা হইতে উদ্ভূত মিলনা-ত্মিকা মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাও হইবে তাহার উৎস স্বারসিকীর ন্যায় পরকীয়াভাবময়ী। সিনেমার ফিল্মে দৃশ্যবিশেষের বিভিন্ন অবস্থার ছবি মুদ্রিত থাকে ; সমগ্র দৃশ্যে যে ভাবধারা, প্রত্যেক অবস্থার ছবিতেও সেই ভাবধারাই থাকে। বৃক্ষ হইতে যে ফলটী ভূমিতে পতিত হইতেছে, সিনেমার ছবি তোলার প্রণালীতে যদি পতনব্যাপারের ছবি তোলা হয়, তাহা হইলে বৃক্ষের শাখাগ্রে অবস্থিতি হইতে

ভূমিতে পতন পর্য্যন্ত বিভিন্ন অবস্থার ছবিই তাহাতে থাকিবে। প্রত্যেক অবস্থার ছবিতেই ফলটীর পতনোন্মুখতা দৃষ্ট হইবে, কোনও স্থলেই উর্দ্ধগামিতা, বা পার্শ্বগামিতা থাকিবেনা। দৃশ্যবিশেষের সমগ্র ফিল্মটী (ছবিটী) হইতেছে স্বারসিকী লীলার তুল্য , আর, বিভিন্ন অবস্থার ছবিগুলি হইতেছে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাসমূহের তুল্য ; সর্ব্বত্র একই ভাবধারা।

অন্যভাবে বিবেচনা করিলেও উল্লিখিতরূপ তথ্যই জানা যায়।

যে লীলাকে আশ্রয় করিয়া মন্ত্রময়ী উপাসনা চলে, তাহাই হইতেছে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা (মন্ত্রময়ী উপাসনাতে অবলম্বনীয়া লীলা)। মন্ত্রময়ী উপাসনা হইতেছে—মন্ত্রদেবতার, বা পরিকর-সম্বলিত মন্ত্রদেবতার ধ্যানময়ী উপাসনা। দীক্ষামন্ত্রের জপে, কিম্বা মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনেও মন্ত্রদেবতার ধ্যানের বিধি আছে। মন্ত্রদেবতার ধ্যান করিতে হয়, তাঁহার ধামে। যিনি গোপীজনবল্লভের মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহার ধ্যেয় হইবেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, বা গোপীগণ-পরিবৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। স্বারসিকী লীলাতে সকল সময়ে একস্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন থাকেনা ; সময়বিশেষে এবং স্থলবিশেষেই মিলন হয়। সেই সময়বিশেষে ধ্যানে বসিলেই গোপীজনবল্লভকে তাঁহার ধামে পাওয়া যায়। কিন্তু সকল সাধকের পক্ষে, বিশেষতঃ অর্চ্চনব্যাপারে, সময়বিশেষের অপেক্ষা সম্ভব নহে। হ্রদরূপা মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলায় গোপীজনবল্লভ নিয়ত এক স্থানে বিরাজিত বলিয়া কোনও সময়েই ধ্যানের অসুবিধা হয় না। "তত্তদেকতরস্থানাদিনিয়তস্থিতিকা তত্তন্মন্ত্রধ্যানময়ী (মন্ত্রোপাসনাময়ী)॥ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ ॥১৫৩॥—যে যে লীলার উপাসনা, সেই সেই লীলাযোগ্য একস্থানে নিত্যস্থিতিশীলা এবং সেই লীলাসম্বন্ধীয় মন্ত্রের ধ্যানে পরিকরাদির যেরূপ সংস্থান বর্ণিত আছে, তদ্রূপ সংস্থানবিশিষ্টা (হইতেছে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা)। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয়-সম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ।"

দীক্ষিতের পক্ষে মন্ত্রজপের এবং অর্চ্চনের বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার আশ্রয়েই সাধারণতঃ তাহা সম্ভব হয়। আদি বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণও যে অর্চ্চনরূপা মন্ত্রময়ী উপাসনার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধারমণ, শ্রীরাধাদামোদর-প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগণই তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছেন। সেই গোস্বামি-পাদগণের সকলেই পরকীয়াভাবময়ী উপাসনার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। পরকীয়াভাবময়ী স্বারসিকীলীলার উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিতরূপ মন্ত্রময়ী উপাসনার (বা মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার উপাসনার) আদর্শও তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন। অর্চ্চনাদিরূপা মন্ত্রময়ী উপাসনাতে স্বারসিকীলীলার পরকীয়াভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যে স্বকীয়াভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবেনা ; কেননা, তাহাতে ভাববিপর্য্যয় স্বীকার করিতে হয়। ভাববিপর্য্যয়ে উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। মন্ত্রময়ী উপাসনাতেও তাঁহারা স্বারসিকী উপাসনার ন্যায় পরকীয়া-ভাব-পোষণের আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরূপাদি গোস্বামিপাদগণ রাগানুগাভজনের আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রজকান্তা-

ভাবের রাগানুগার উপাসনা হইতেছে পরকীয়াভাবময়ী। তাঁহারা যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়—মন্ত্রোপাসনাময়ী এবং স্বারসিকী লীলা-উভয়ই হইতেছে রাগানুগাভজনের অঙ্গ। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

রাগানুগা-ভজনসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—"বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন। বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥ মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৮৯-৯০॥" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও বলিয়াছেন—"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥ ১।২।১৫১-৫২॥" টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন।" এবং "বৈধভক্ত্যুদিতানি স্বস্বযোগ্যানীতি জ্ঞেয়ম্॥"

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—রাগানুগা-ভজনের দুইটী সাধনাঙ্গ—বাহ্য ও অন্তর। বাহ্যসাধনাঙ্গ হইতেছে—যথাবস্থিতদেহে বিধিভক্তি-প্রসঙ্গে কথিত শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে স্বস্বযোগ্য অঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান। * আর অন্তর-সাধনাঙ্গ হইতেছে—অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা, অষ্টকালীন-লীলার স্মরণ; ইহাই স্বারসিকী সেবা। স্বারসিকী লীলাকে অবলম্বন করিয়া অন্তর-সাধন; আর মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাকে অবলম্বন করিয়া বাহ্যসাধন। মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাব্যতীত শ্রবণ-কীর্ত্তন-অর্চ্চনাদি যথাবস্থিত দেহের সাধন সাধারণতঃ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই ঃ—অর্চ্চনকালে, কি মন্ত্র-স্মরণকালে মন্ত্রদেবতার ধ্যানের প্রয়োজন। কান্তাভাবের সাধকের মন্ত্রদেবতা হইতেছেন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ—গোপীগণপরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। ধ্যানকালে মন্ত্রদেবতার ধামেই (ব্রজে) তাঁহার চিন্তা করিতে হয়। স্বারসিকী লীলাতেও কোনও কোনও সময়ে গোপীজনপরিবৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা করিয়া থাকেন; স্বারসিকী লীলাতে যে-সময়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এই অবস্থায় থাকেন, ঠিক সেই সময়ে যদি সাধক অর্চ্চন বা মন্ত্রস্মরণ করেন, তাহা হইলে কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় না; কিন্তু ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রস্মরণের সময়ে, কিম্বা অর্চ্চনাঙ্গের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকালে স্বারসিকীলীলাতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ঐ অবস্থাতেই যে থাকিবেন, তাহা বলা যায় না। এজন্য হ্রদরূপা মন্ত্রোপাসনাময়ীলীলার প্রয়োজন। এক মন্ত্রোপানাময়ী লীলাতে গোপীগণ-পরিবৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যই বিরাজিত; সুতরাং তাহা সকল সময়েই অর্চ্চনের বা মন্ত্রস্মরণের উপযোগী। নাম-রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণকীর্ত্তনাদির পক্ষেও স্বারসিকীলীলা অপেক্ষা মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার উপযোগিতা বেশী। স্বারসিকী লীলাতে কুঞ্জভঙ্গ-লীলা হয় নিশান্তে। নিশান্তেই যেন কুঞ্জভঙ্গ-লীলার কীর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং সাধকও তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বারসিকী লীলাতে কুঞ্জভঙ্গলীলা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সময়ের মধ্যে সাধারণতঃ কুঞ্জভঙ্গ-লীলাকীর্ত্তন শেষ হয় না। কীর্ত্তন শেষ হইতে বেলা হইয়া যায়। সুতরাং এ-স্থলেও মন্ত্রোপাসনাময়ী কুঞ্জভঙ্গলীলার আশ্রয়

* রাগানুগামার্গে অর্চ্চন অযোগ্য নহে। তৃতীয় খণ্ডে ২১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আবশ্যক। আবার এমনও হইতে পারে—কোনও ভাগ্যবান্ ভক্ত এক কুঞ্জভঙ্গ-লীলাতেই আবিষ্ট হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করেন; তিনি তখন তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহে মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতেই অবস্থান করিবেন, স্বারসিকীতে অবস্থান সম্ভব হইবে না। এইরূপে দেখা যায়—হ্রদরূপা মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাই হইতেছে রাগানুগার বাহ্যসাধনাঙ্গের অনুকূল, প্রবাহরূপা স্বারসিকী-লীলা সকল সময়ে অনুকূল নহে। বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণ অর্চ্চনরূপা মন্ত্রময়ী উপাসনার আদর্শ স্থাপন করিয়া বস্তুতঃ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার আশ্রয়ে রাগানুগার বাহ্য সাধনাঙ্গের আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন। অষ্টকালীন-স্মরণরূপা প্রবাহময়ী স্বারসিকী লীলার আশ্রয়ে অন্তর-সাধনের আদর্শও তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন। কান্তাভাবের উপাসনায় অন্তর-সাধনের ন্যায় বাহ্য-সাধনেও যদি পরকীয়াভাব না থাকে, তাহা হইলে উপাসনায় ভাববিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে; ভাববিপর্য্যয়ে উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলা এবং স্বারসিকীলীলা হইতেছে রাগানুগাভজনের বাহ্যসাধন এবং অন্তর-সাধনের অনুকূল। বাহ্যসাধন এবং অন্তর-সাধন যেমন একই রাগানুগা-ভজনের দুইটী অঙ্গ, তাহাদের আশ্রয় মন্ত্রোপাসনাময়ী এবং স্বারসিকী লীলাও হইবে রাগানুগা-ভজনের আশ্রয়রূপা লীলার দুইটী অঙ্গ। মন্ত্রোপাসনাময়ী এবং স্বারসিকী লীলার মধ্যে যেমন পোষ্য-পোষক-সম্বন্ধ, তাহারা যেমন পরস্পর নিরপেক্ষ নহে, তদ্রূপ তাহাদের আশ্রিত বাহ্যসাধন এবং অন্তর-সাধনও পরস্পর-নিরপেক্ষ নহে, তাহাদের মধ্যেও পোষ্য-পোষক-সম্বন্ধ বিদ্যমান। স্বারসিকী লীলার আশ্রয়ে অন্তর-সাধন যেমন পরকীয়াভাবময়, মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলার আশ্রয়ে বাহ্যসাধনও হইবে তদ্রূপ পরকীয়াভাবময়।

হ্রদসমূহের ভিতর দিয়া, কিম্বা হ্রদসমূহকে স্পর্শ করিয়া, প্রবাহমানা নদীর স্রোতে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড যেমন কোনও কোনও সময়ে কোনও হ্রদে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে, তদ্রূপ স্বারসিকী লীলার স্মরণপরায়ণ কোনও ভক্তও স্বারসিকী লীলার অন্তর্গত কোনও লীলায় পরম-আবেশবশতঃ সেই লীলার অনুরূপ মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতে—সেই মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলারূপ হ্রদে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করিতে পারেন; তাহাতে তাঁহার ভাবের বিপর্য্যয় হইবেনা, কেননা, স্বারসিকী লীলার ভাবেই তিনি আবিষ্ট। আবার, কোনও হ্রদে আবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ড যেমন কোনও সময়ে নদীর স্রোতেও প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে, তদ্রূপ যিনি কোনও এক মন্ত্রোপাসনাময়ী লীলাতে আবিষ্ট হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করেন, তিনিও আবার প্রবাহরূপা স্বারসিকী লীলার স্মরণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন; তাহাতেও তাঁহার ভাবের বিপর্য্যয় হইবেনা; বিপর্য্যয় কল্পনা করিলে মন্ত্রোপাসনাময়ী হইতে স্বারসিকীতে আগমনই সম্ভব হইবে না; বিজাতীয় ভাবের মিলন সম্ভব নহে।

কেহ কেহ মনে করেন—মন্ত্রময়ী উপাসনা হইতেছে অপ্রকট-লীলার উপাসনা। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে এবং শ্রীজীবগোস্বামীর

সন্দর্ভেও মন্ত্রময়ী উপাসনার কথা এবং উপদেশ দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণের মতে প্রকটলীলার আশ্রয়েই রাগানুগামার্গের সাধন, সাধকের অভীষ্ট-সেবাপ্রাপ্তিও হয় প্রকটলীলাতে (৫।৬৩-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অপ্রকটলীলার আশ্রয়ে সাধন করিলে সাধকের অভীষ্ট-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ; কেননা, (ব্রজের কান্তাভাবের উপাসনার বিষয় ধরিয়াই বিবেচনা করা হইতেছে) কান্তাভাবের উপাসক মহাভাবপর্য্যন্ত লাভ করিলেই পরিকররূপে লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন, তৎপূর্ব্বে নহে ; কিন্তু সাধকের যথাবস্থিত দেহে প্রেমপর্য্যন্তই লাভ হইয়া থাকে, তাহার বেশী হয় না [৫।৬৩-গ (২)-অনু দ্রষ্টব্য]। অপ্রকট ধামের সাধন-ভূমিকাত্ব নাই, প্রকট ধামের আছে। জাতপ্রেম ভক্ত দেহভঙ্গের পরে প্রকটলীলাস্থানে অপ্রাকৃত গোপীদেহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিত্যসিদ্ধ গোপীদের সঙ্গাদির প্রভাবে প্রেমের পরবর্ত্তী স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগ-অনুরাগ-ভাব-ইত্যাদিক্রমে মহাভাবের স্তরে উন্নীত হইতে পারেন। অপ্রকটের সাধনভূমিকাত্ব নাই বলিয়া, বিশেষতঃ অপ্রকটে জন্মাদি নাই বলিয়া, জাতপ্রেম ভক্তের তাদৃশ সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। এজন্যই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রকটলীলার আশ্রয়েই ভজনের উপদেশ দিয়াছেন, অপ্রকটলীলার আশ্রয়ে ভজনের উপদেশ তাঁহারা দেন নাই। (প্রকটলীলায় পরিকরত্ব লাভ করিলে প্রকটলীলার অন্তর্দ্ধানসময়ে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে সাধন-সিদ্ধ পরিকরও এক প্রকাশে অপ্রকটে প্রবেশ করিয়া থাকেন, এই ভাবেই অপ্রকট লীলার সেবাদির সৌভাগ্যও ঘটে)। তাঁহারা যখন মন্ত্রময়ী উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তখন মন্ত্রময়ী উপাসনা যে প্রকটলীলার উপাসনা, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না; কেননা, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অপ্রকট-লীলার উপাসনার কথা কোনও স্থলে বলেন নাই।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১০)

উদ্দীপন, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারিভাব ও স্থায়িভাব

৩৯৬। উদ্দীপন-বিভাব

কৃষ্ণরতির সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হইলেই কৃষ্ণরতি ভক্তিময় রসে পরিণত হয়। মধুরা রতিও অনুকূল বিভাবাদির সহিত মিলিত হইলেই মধুর-রসে পরিণত হইতে পারে।

বিভাব দুই রকমের—আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব। আলম্বন-বিভাব আবার দুই রকম—বিষয়ালম্বন এবং আশ্রয়-আলম্বন।

ভক্তিময় মধুর-রসে নায়ক শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন বিষয়ালম্বন-বিভাব এবং নায়িকা ব্রজসুন্দরীগণ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন-বিভাব। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৩৪৩-৯৪ অনুচ্ছেদ-সমূহে বিষয়ালম্বন-বিভাব এবং আশ্রয়ালম্বন-বিভাবের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে মধুর-রসের উদ্দীপন-বিভাবের কথা বলা হইতেছে।

"উদ্দীপনা বিভাবা হরেস্তদীয়প্রিয়াণাঞ্চ।
কথিতা গুণ-নাম-চরিত্র-মণ্ডন-সম্বন্ধিনস্তটস্থাশ্চ ॥ উ, নী, উদ্দীপন ॥ ১ ॥

—শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের গুণ, নাম, চরিত্র, মণ্ডন, সম্বন্ধী এবং তটস্থকে মধুর-রসের উদ্দীপন-বিভাব বলে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৫-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকসম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত শ্লোকে কথিত উদ্দীপন-বিভাবগুলি হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের।

ক। গুণ। গুণ ত্রিবিধ,—মানসিক, বাচিক ও কায়িক (পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৪-অনুচ্ছেদে এই ত্রিবিধ গুণ আলোচিত হইয়াছে)।

খ। নাম। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৫ ১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

গ। চরিত। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৫ (২) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ঘ। মণ্ডন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৫ (৩) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ঙ। সম্বন্ধী। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৫ (৪) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

চ। তটস্থ। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৫ (৫) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ছ। কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের বয়োভেদ

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৪-অনুচ্ছেদে কায়িকগুণ-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বয়োভেদের কথা বলা হইয়াছে। বয়ঃসন্ধির লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদের এক রকমই। সে-স্থলে কৃষ্ণপ্রেয়সীদের যৌবনভেদের

কথা বলা হয় নাই বলিয়া এ-স্থলে কথিত হইতেছে। তাঁহাদের যৌবনভেদ তিন রকম — নব্য, ব্যক্ত এবং পূর্ণ।

(১) নব্যযৌবন

"দরোদ্‌ভিন্নস্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মন্থরস্মিতম্।
মনাগভিস্ফুরদ্‌ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে ॥ উ, নী, উদ্দীপন ॥১২॥

—যে বয়সে স্তন ঈষৎ উদ্ভিন্ন হয়, নয়ন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হয়, স্মিত (মন্দহাসি) মন্থর হয় (অর্থাৎ মুখ হইতে বিলম্বে নির্গত হয়) এবং চিত্তের প্রথম-বিকাররূপ ভাব ঈষৎ স্ফুরিত হয়, তাহাকে নব্য যৌবন বলে।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"বয়ঃসন্ধিতে স্তনস্থান স্নিগ্ধ ও মাংসল হয়, কিন্তু স্তনাকার হয় না ; (নব্যযৌবনে স্তন ঈষৎ উদ্ভিন্ন হয়)। নয়নচাঞ্চল্য-সম্বন্ধে — বয়ঃসন্ধিতে নয়নের চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় না, নব্যযৌবনে লক্ষিত হয়। স্মিত-সম্বন্ধে — বয়ঃসন্ধিতে হাসি মুখমধ্যেই থাকে ; নব্যযৌবনে মন্থরস্মিত, অর্থাৎ হাসি মুখ হইতে নির্গত হয়, কিন্তু বিলম্বে। ভাবসম্বন্ধে — বয়ঃসন্ধিতে চিত্তের প্রথম বিক্রিয়ারূপ ভাব থাকে অলক্ষিত ; কিন্তু নব্য যৌবনে তাহার ঈষৎ স্ফুরণ সর্ব্বতোভাবে লক্ষিত হয়।"

"উরঃ স্তোকোচ্ছূনং বচনমুদয়দ্‌বিক্রমলবং দরোদ্‌ঘূর্ণা দৃষ্টি র্জঘনতটমীষদ্‌ঘনতরম্।
মনাগ্ ব্যক্তা রোমাবলিরপচিতং কিঞ্চিদুদরং হরেঃ সেবৌচিত্যং তব সুবদনে বিন্দতি বয়ঃ ॥ ঐ ১২॥

—(বৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে সুবদনে! সম্প্রতি তোমার বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উন্নত, বাক্য ঈষদ্ বক্র, নয়ন ঈষদ্‌ঘূর্ণায়মান, জঘনদেশ কিঞ্চিৎ স্থূল, রোমাবলী ঈষৎ ব্যক্ত এবং উদর (মধ্যদেশ) কিঞ্চিৎ ক্ষীণ দেখিতেছি। তোমার এই বয়স (নব্য যৌবন) শ্রীহরির সেবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।"

(২) ব্যক্ত যৌবন

"বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্যঞ্চ সুবলিত্রয়ম্।
উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে ॥ ঐ ১২॥

—যে বয়সে বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয়ের অতি স্পষ্ট উদ্‌গম হয়, মধ্যদেশে সুন্দর ত্রিবলিরেখা দৃষ্ট হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল উজ্জ্বল হয়, তাহাকে ব্যক্ত যৌবন বলে।"

"রথাঙ্গমিথুনং নবং প্রকটয়ত্যুরোজদ্যুতির্ব্যনক্তি যুগলং দৃশোঃ শফরবৃত্তিমিন্দ্রাবলি।
বিভর্ত্তি চ বলিত্রয়ং তব তরঙ্গভঙ্গোদ্‌গমং ত্বমত্র সরসীকৃতা তরুণিমশ্রিয়া রাজসি ॥ ঐ ১৩॥

— নান্দিমুখী বলিলেন, হে ইন্দ্রাবলি! তোমার বক্ষোজদ্বয়ের দীপ্তি যেন নবীন চক্রবাক্ যুগলকেই প্রকট করিতেছে ; তোমার নয়নদ্বয় শফরীর চাঞ্চল্যাদি প্রকাশ করিতেছে ; তোমার ত্রিবলিও যেন তরঙ্গের ভঙ্গিমাই ধারণ করিয়াছে। এই ব্রজে তুমি তারুণ্যসম্পদে সরসীতুল্যা হইয়া বিরাজ করিতেছ।"

(৩) **পূর্ণ যৌবন**

"নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গং বরদ্যুতি।
পীনৌ কুচাবূরুযুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণ যৌবনে ॥ ঐ ১৪॥

—যে বয়সে রমণীগণের নিতম্ব বিপুল হয়, মধ্যদেশ ক্ষীণ হয়, অঙ্গসকল উত্তম কান্তি ধারণ করে, স্তনদ্বয় স্থূল হয় এবং উরুদ্বয় রম্ভাবৃক্ষসদৃশ হয়, তাহাকে পূর্ণ যৌবন বলে।"

"দৃশোর্দ্বন্দ্বং বক্রাং হরতি শফরোল্লাসলহরীমখণ্ডং তুণ্ডশ্রীর্বিধুমধুরিমাণং দময়তি।
কুচৌ কুম্ভভ্রান্তিং মুহুরবিকলাং কন্দলয়ত স্তবাপূর্ব্বং লীলাবতি বয়সি পূর্ণে বপুরভূৎ ॥ ঐ ১৪॥

—বৃন্দা বলিলেন, হে লীলাবতি! তোমার নয়নদ্বয় শফরীমৎস্যের বক্র উল্লাস-লহরীকে হরণ করিতেছে; তোমার বদনসৌন্দর্য্য অখণ্ড শশধরের মধুরিমাকে দমিত করিতেছে এবং তোমার কুচদ্বয় মুহুর্মুহু অবিকল কুম্ভভ্রমই জন্মাইতেছে। হে সুন্দরি! পূর্ণ যৌবনে তোমার বপু অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে।"

৩৯৭। অনুভাব

"অনুভাবাস্ত্বলঙ্কারাস্তথৈবোদ্ভাস্বরাভিধাঃ।
বাচিকাশ্চেতি বিদ্বদ্‌ভিস্ত্রিধামী পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ উঃ নী, অনুভাব ॥ ১ ॥

—অনুভাব তিন রকমের—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর এবং বাচিক।"

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৬-অনুচ্ছেদে অনুভাবের সাধারণ লক্ষণ এবং ৭।২১-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্লোকের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অলঙ্কার। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২২-৪৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

উদ্ভাস্বর। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৪৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বাচিক। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৪৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩৯৮। সাত্ত্বিকভাব

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৪৬-৬৯-অনুচ্ছেদে সাত্ত্বিকভাব-সমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। সে-স্থলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আনুগত্যেই আলোচনা করা হইয়াছে; কেননা, সাত্ত্বিকভাবসমূহের লক্ষণাদি ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতেই বিবৃত হইয়াছে; উজ্জ্বলনীলমণিতে লক্ষণের কথা বলা হয় নাই; মধুরভাবের উপযোগী উদাহরণমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় উদাহরণও সাধারণতঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতেই গৃহীত হইয়াছে, স্থলবিশেষে উজ্জ্বলনীলমণির উদাহরণও প্রদর্শিত হইয়াছে। যে-স্থলে উজ্জ্বল-নীলমণির উদাহরণ উল্লিখিত হয় নাই, সে-স্থলেও অনুরূপ অবস্থায়, কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদেরও অনুরূপ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় বুঝিতে হইবে।

৩৯৯। ব্যভিচারিভাব

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৭০--১১৭-অনুচ্ছেদে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—নির্বেদাদি তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে ঔগ্র্য ও আলস্যব্যতীত অন্যগুলিই মধুররসে ব্যভিচারিভাব হইয়া থাকে।

নির্বেদাদ্যাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ঔগ্র্যালস্যে বিনা তেঽত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ॥ উ, নী, ব্যভিচারী ॥২॥

ইহার কারণ হইতেছে এই। ঔগ্র্য হইতেছে হিংসাকর-চণ্ডিমরূপ; ইহা বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের সুখের প্রতিকূল। আর আলস্য হইতেছে—সামর্থ্য থাকাসত্ত্বেও কার্য্যে অনুন্মুখতা, সুতরাং ইহা কৃষ্ণসুখের অনুকূল নহে। এজন্য এই দুইটী মধুর-রসের ব্যভিচারিভাব হয় না।

কিন্তু মধুররসে ঔগ্র্য ও আলস্য সাক্ষাদ্‌ভাবে ব্যভিচারিভাব না হইলেও জরতী প্রভৃতির ঔগ্র্য ও আলস্য মধুর-রসের পরিপোষক হয় বলিয়া মধুর-রসসম্পর্কে ঔগ্র্য ও আলস্য উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৮৭গ এবং ৭।৯৮-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, মধুর-রসে সখী ও দূতী প্রভৃতির প্রতি কৃষ্ণবল্লভাগণের যে প্রেম, তাহাও ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। "সখ্যাদিষু নিজপ্রেমাপ্যত্র সঞ্চারিতাং ব্রজেৎ॥ ঐ-৩॥" ইহাতে মরণাদিও সাক্ষাৎ অঙ্গরূপে অভীষ্ট নহে; প্রত্যুত যুক্তিবলে বর্ণ্যমান হইলে উহারা উৎকর্ষবৃদ্ধিকারক (রসপোষক) হইয়া থাকে।

সাক্ষাদঙ্গতয়া নেষ্টাঃ কিন্তুত্র মরণাদয়ঃ।
বর্ণ্যমানাস্তু যুক্ত্যামী গুণতামুপচিন্বতে॥ ঐ ৪॥

৪০০। স্থায়িভাব—মধুরা রতি

পূর্ব্বে (৭।১১৮-অনুচ্ছেদে) স্থায়িভাব-সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ৭।১৩১-অনুচ্ছেদে "প্রিয়তা বা মধুরা রতি"-সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে মধুর-রসের স্থায়িভাব-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

শৃঙ্গার-রসে বা মধুর-রসে স্থায়িভাব হইতেছে মধুরা রতি। "স্থায়িভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ॥ উ, নী, স্থায়ি॥ ১॥" মধুরা রতির লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৩১-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ক। রতির আবির্ভাবের হেতু

মধুরা রতির আবির্ভাবের হেতু হইতেছে—অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১০৩-১৩-অনুচ্ছেদে এ-সমস্তের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

খ। রতির স্বরূপ

মধুরা রতির কৃষ্ণনিষ্ঠ, ললনানিষ্ঠ এবং উভয়নিষ্ঠ-এই ত্রিবিধ-স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১১৪-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

গ। ত্রিবিধা মধুরা রতি

সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা—মধুরা রতির এই ত্রিবিধ বৈচিত্রীর আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৯৯-১০২-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ঘ। প্রেমের প্রকার-ভেদ

পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।২৬-৯৭ অনুচ্ছেদে প্রেমের প্রকার-ভেদ-সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১১)

শৃঙ্গারভেদ বা উজ্জ্বল-রসভেদ

৪০১। মধুর-রসভেদ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ

পূর্ব্বে মধুর-রসের বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব ও স্থায়িভাবের কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্তের সম্মিলনে যে মধুর-রসের আবির্ভাব হয়, এক্ষণে সেই মধুর-রসের কথা বলা হইতেছে। মধুর-রস, উজ্জ্বল-রস, শৃঙ্গার-রস প্রভৃতি হইতেছে একই রসের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

মধুর-রসের, বা উজ্জ্বল-রসের দুইটী ভেদ আছে—**বিপ্রলম্ভ** এবং **সম্ভোগ**।

"স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ॥ উ, নী, শৃঙ্গারভেদ ॥২॥"

এক্ষণে এই দুইটী ভেদ আলোচিত হইতেছে।

৪০২। বিপ্রলম্ভ (৪০২-২২ অনু)

"যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥ ঐ-৩॥

—নায়ক ও নায়িকার অযুক্ত বা যুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তি হইলে যে ভাব (স্থায়িভাব) প্রকৃষ্ট হইয়া উঠে, তাহাকে বলে বিপ্রলম্ভ; এই বিপ্রলম্ভ হইতেছে সম্ভোগের উন্নতিকারক।"

টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"অযুক্ত অবস্থা হয় প্রথম মিলনের পূর্ব্বে; আর যুক্ত অবস্থা মিলন-প্রাপ্তিতে।" "প্রকৃষ্যতে—প্রকৃষ্ট হইয়া উঠে"-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"বিভাবাদি-সম্বলনের দ্বারা স্বাদ্য-বিষয়তা প্রাপ্ত হয়।"

প্রশ্ন হইতে পারে—সুখময় বলিয়া সম্ভোগই রস হইতে পারে; কিন্তু বিপ্রলম্ভ হইতেছে দুঃখময়; তথাপি বিপ্রলম্ভকে রস বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"সম্ভোগের উন্নতিকারক বলিয়া বিপ্রলম্ভকে রস বলা হইয়াছে। বিপ্রলম্ভ-সময়েও প্রত্যাশালব্ধভাবনাময় বিপ্রলম্ভের সম্ভোগোন্নতিকারকত্ববশতঃ এই বিপ্রলম্ভ রসতা প্রাপ্ত হয়।" বিপ্রলম্ভ-কালেও আলিঙ্গনাদি-প্রাপ্তির ভাবনা থাকে; তাহাতে মনে মনে বিভাবাদির যোগ হয় বলিয়া স্থায়িভাব স্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়।

বিপ্রলম্ভ যে সম্ভোগের উন্নতিকারক, তাহার প্রমাণরূপে উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রাচীন আচার্য্যদের উক্তিও উল্লিখিত হইয়াছে,। যথা,

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে ॥ ঐ-৪ ॥

—বিপ্রলম্ভব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টি লাভ করে না। রঞ্জিত বস্ত্রাদির পুনর্ব্বার রঞ্জন হইলে তাহার রাগ (উজ্জ্বলতাদি) যেমন অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ।"

"বিপ্রলম্ভব্যতীত রস পুষ্টি লাভ করে না"—ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই। বিপ্রলম্ভ-অবস্থায় নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে নিকটে পায়েন না, অথবা নিকটে পাইলেও পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদি পায়েন না। কিন্তু পরস্পরকে পাওয়ার, বা আলিঙ্গনাদি পাওয়ার, বাসনা তাঁহাদের চিত্তে থাকে। পরস্পরকে পাওয়ার, বা আলিঙ্গনাদি পাওয়ার, ভাবনাও তাঁহাদের থাকে। নিরবচ্ছিন্ন ভাবনাবশতঃ তাঁহাদের রতি বা স্থায়িভাব পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। যদিও রতি বা স্থায়িভাব পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের চিত্তে অবস্থিত, তথাপি নিরবচ্ছিন্ন ভাবনা সেই রতিকে পরমোৎকর্ষ দান করে। লালবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রে পুনরায় যদি প্রচুর পরিমাণে লালবর্ণ সংযোজিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব লালবর্ণ যেমন সমধিকরূপে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। স্থায়িভাব পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেই রসও পরমোৎকর্ষময় হইতে পারে। এইরূপে দেখা গেল, পরমোৎকণ্ঠাময় বিপ্রলম্ভের পরে যে সম্ভোগ, তাহাও পরমোৎকর্ষময় হইয়া থাকে। সুতরাং বিপ্রলম্ভ যে সম্ভোগের পুষ্টিকারক, তাহাই জানা গেল।

ইহাতেও আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে, সম্ভোগের পোষক বলিয়া বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু পৃথক্ রূপে রস কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পোষক তো বটেই; কিন্তু কেবল পোষক নহে, ইহা রসও; কেননা, বিপ্রলম্ভ নিজেই সম্ভোগপুঞ্জময়। কিরূপে? বিপ্রলম্ভ-কালে রতি-স্নেহাদি-স্থায়িভাব-বিশিষ্ট নায়ক-নায়িকা অনন্যচিত্তে নিবিড় ভাবে পরস্পরের স্মরণ করিয়া থাকেন; তাহার ফলে স্ফূর্ত্তিরূপে পরস্পরের নিকটে পরস্পর আবির্ভূত হয়েন, তখন মানস, চাক্ষুষ এবং কায়িক আলিঙ্গন-চুম্বনাদিও হইয়া থাকে এবং সে-সমস্ত নিরবধি-চমৎকারময়ও হইয়া থাকে। বিপ্রলম্ভই এতাদৃশ চমৎকারিত্ব-সমর্পক বলিয়া বিপ্রলম্ভ হইতেছে সম্ভোগপুঞ্জময়—সুতরাং সুখোৎকর্ষময় রস। এজন্যই অনুভবিষ্ণু বলিয়াছেন—'সঙ্গমবিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ। সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥—প্রেয়সীর সহিত মিলন এবং বিরহ-এই উভয়ের মধ্যে বিরহই বরণীয়, মিলন নহে। কেননা, মিলনে একা সেই প্রেয়সীই; কিন্তু বিরহে ত্রিভুবনই প্রেয়সীময় হইয়া থাকে।"

ক। **বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ**

বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস।

পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতা বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ঐ ৪ ॥

৪০৩। **পূর্ব্বরাগ** (৪০৩-১১ অনু)

"রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥ ঐ-৫ ॥

—নায়িকা ও নায়কের মিলনের পূর্ব্বে তাঁহাদের পরস্পরের দর্শন ও শ্রবণাদি হইতে যে রতি উন্মীলিত (বিভাবাদির সংবলনে আস্বাদবিশেষময়ী) হয়, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে।"

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"উন্মীলতি বিভাবাদিসংবলনেন আস্বাদবিশেষময়ী স্যাৎ— 'উন্মীলতি'-শব্দের অর্থ হইতেছে—বিভাবাদির সংবলনে আস্বাদবিশেষময়ী হয়।" তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, নায়ক-নায়িকার পরস্পরের সহিত মিলনের পূর্ব্বে পরস্পরের দর্শনে, বা পরস্পরের রূপগুণাদির কথা শ্রবণে, প্রথমতঃ রতি জন্মে ; রতি জন্মিলে আলিঙ্গনাদির জন্য বাসনা জন্মে। কিন্তু আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে বিপ্রলম্ভ জন্মে। বিপ্রলম্ভ-কালে অনন্যচিত্তে রতির বিষয়ালম্বনের পুনঃ পুনঃ নিবিড় স্মরণের ফলে স্ফূর্ত্তিতে বিষয়ালম্বন-বিভাবের আবির্ভাব হয় এবং তখন মানস, চাক্ষুষ এবং কায়িক সম্ভোগ হইয়া থাকে। এইরূপে বিভাবাদির সম্মিলনে ঐ রতি আস্বাদ-বিশেষময়ী হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পূর্ব্বরাগ রসরূপে পরিণত হয়।

পরবর্ত্তী উদাহরণসমূহে দর্শন-শ্রবণাদির ফলে রতির উন্মেষের কথাই বলা হইয়াছে ; এই রতিই উল্লিখিত প্রকারে রসতা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বরাগ-রসে পরিণত হয়—ইহাই সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। কোনও উদাহরণের পরে একথা আর বিশেষ ভাবে বলা হইবে না।

ক। **দর্শন**

দর্শন তিন প্রকার—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন এবং স্বপ্নে দর্শন।

(১) **সাক্ষাৎ দর্শন**

"ইন্দীবরোদর-সহোদরমেদুরশ্রীর্বাসোদ্রবৎকনকবৃন্দনিভং দধানঃ।
আমুক্তমৌক্তিকমনোহরহারবক্ষাঃ কোঽয়ং যুবা জগদনঙ্গময়ং করোতি॥

—ঐ-৫॥ পদ্যাবলীবাক্য ॥

—(শ্রীরাধার অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী স্থানে দুই তিন জন প্রিয়নর্ম্মসখার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিচরণ করিতেছিলেন। অট্টালিকার উপর হইতে গবাক্ষ-জাল-রন্ধ্রের ভিতর দিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার সখী বিশাখার নিকটে বলিয়াছিলেন) সখি! যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দীবরের মধ্যদেশের ন্যায় মেদুর (অতি কোমল এবং স্নিগ্ধ), যাঁহার পরিধানে গলিতকাঞ্চননিভ বসন, যাঁহার মনোহর বক্ষঃস্থলে বৈদগ্ধীর সহিত গ্রথিত মুক্তামালা বিরাজিত এবং যিনি সমস্ত জগৎকে অনঙ্গময় করিতেছেন, সেই এই যুবকটী কে?"

"জগৎকে অনঙ্গময় করিতেছেন,"-বাক্যে শ্রীরাধার মধুরা রতির উন্মেষ সূচিত হইতেছে।

(২) **চিত্রে দর্শন**

"শিশিরয়দৃশৌ দৃষ্ট্বা দিব্যং কিশোরমিতীক্ষিতঃ পরিজনগিরাং বিশ্রম্ভাত্ত্বং বিলাসফলকাঙ্কিতঃ।
শিব শিব কথং জানীমস্ত্বামবক্রধিয়ো বয়ং নিবিড়বড়ববহ্নিজ্বালাকলাপবিকাসিনম্ ॥

—ঐ-৬ ॥ বিদগ্ধমাধব-বাক্য ॥

– (চিত্রপটে অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া স্বগতভাবে শ্রীরাধা বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ !) আমার (হিতৈষিণী এবং বিশ্বস্তা) সখীগণের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কৌতুকবশতঃ চিত্রফলকে অঙ্কিত তোমার শিশিরবৎ স্নিগ্ধ নয়নদ্বয়কে দেখিয়া তোমার দিব্য কিশোররূপকে দর্শন করিয়াছি। কিন্তু শিব ! শিব ! (হায় ! হায় !) সরলবুদ্ধি আমরা কিরূপে জানিব যে, তুমি নিবিড়-বাড়বাগ্নির তীব্রজ্বালাসমূহই প্রকাশ করিতেছ !"

(৩) **স্বপ্নে দর্শন**

"স্বপ্নে দৃষ্ট্বা সহচরি সরিৎকাসরী শ্যামনীরা তীরে তস্যাঃ ক্বণিতমধুপা মাধবী কুঞ্জশালা।
তস্যাং কান্তঃ কপিশজঘনোদ্ধ্বান্তরাশিঃ শরীরী চিত্রং চন্দ্রাবলীমপি স মাং পাতুমিচ্ছন্নরৌৎসীৎ ॥ঐ-৭॥

—(স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া চন্দ্রাবলী তাঁহার সখী পদ্মার নিকটে তাঁহার স্বপ্নের কথা বলিতেছেন) হে সখি ! পদ্মে ! স্বপ্নে প্রথমে আমি দেখিলাম, মহিষীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা একটী নদী (যমুনা), তাহার জল শ্যামবর্ণ ; পরে, সেই নদীর তীরে দেখিলাম, ভ্রমর-গুঞ্জিত মাধবীলতা-বেষ্টিত একটী কুঞ্জগৃহ ; সেই কুঞ্জের মধ্যে দেখিলাম—এক কমনীয় শরীরী অন্ধকাররাশি (শ্রীকৃষ্ণ)-তাঁহার পরিধানে পীতবসন। কিন্তু সখি ! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—সেই শরীরী অন্ধকাররাশি চন্দ্রাবলী আমাকেও পান করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমার পথরোধ করিল ! (আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে এই—চন্দ্রের একটী কলাও অন্ধকাররাশিকে পরাভূত করিতে পারে ; কিন্তু এ-স্থলে বহু-চন্দ্রসদৃশা চন্দ্রাবলীও অন্ধকাররাশিকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ—পরাভূত হইয়াছে)।"

খ। **শ্রবণ**

"বন্দি-দূতী-সখী-বক্ত্রাদ্ গীতাদেশ্চ শ্রুতির্ভবেৎ ॥ঐ-৭ ॥

—বন্দী (স্তাবক), দূতী ও সখীর মুখ হইতে এবং গীতাদি হইতেও শ্রবণ হয়।"

(১) **বন্দীর মুখ হইতে শ্রবণ**

"পঠতি মাগধরাজনির্জয়ার্থাং সখি বিরুদাবলিমত্র বন্দিবর্য্যে।
বদ কথমিব লক্ষ্মণে তনুস্তে পুলককুলেন বিলক্ষণা কিলাসীৎ ॥ ঐ-৭ ॥

—(লক্ষ্মণার কোনও সখী লক্ষ্মণাকে বলিলেন) হে সখি ! লক্ষ্মণে ! বল দেখি —যখন বন্দিশ্রেষ্ঠ বিরুদাবলিতে (গদ্য-পদ্যময়-স্তুতিকাব্যে) শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মগধরাজ-জরাসন্ধের পরাজয়কাহিনী পাঠ করিতেছিলেন, তখন কেন পুলকাবলীতে তোমার দেহ বিলক্ষণ (অদ্ভুত) হইয়াছিল ?"

স্তুতিকাব্যে জরাসন্ধ-বিজেতা শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বাদির কথা বর্ণিত হইয়াছিল ; বন্দীর মুখে তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণার রতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

(২) **দূতীর মুখে শ্রবণ**

"আবিষ্কৃতে তব মুকুন্দ কথাপ্রসঙ্গে তারাবলী পুলকিতাঙ্গলতা নতাক্ষী।
শুশ্রূষুরপ্যলঘুগদ্‌গদরুদ্ধকণ্ঠী প্রষ্টুং বতাক্ষমত সা ন কথাবিশেষম্ ॥ ঐ-৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে দূতীরূপে তারাবলীর নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তারাবলীর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিলেন) হে মুকুন্দ ! তোমার কথাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তারাবলীর অঙ্গলতা পুলকিত হইল এবং তাঁহার নয়ন (বদন) অবনত হইল। তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা শ্রবণের জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইলেও গদ্‌গদরূপ সাত্ত্বিক-ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও পারিলেন না।"

(৩) **সখীর মুখে শ্রবণ**

"যাবত্‌ুন্মদচকোরলোচনা মন্মুখাত্তব কথামুপাশৃণোৎ।
তাবদঞ্চতি দিনং দিনং সখী কৃষ্ণ শারদনদীব তানবম্ ॥ঐ—৭॥

—(বিশাখা বলিলেন) হে কৃষ্ণ ! উন্মদ-চকোর-লোচনা আমার সখী যখন আমার মুখে তোমার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তখন হইতে তিনি শরৎকালের নদীর ন্যায় দিন দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছেন।"

(৪) **গীত হইতে শ্রবণ**

"নয়নে প্রণয়ন্নুদশ্রুণী মম সদ্যঃ সদসি ক্ষিতীশিতুঃ।
উপবীণয়তি প্রবীণধীঃ কমুদস্রঃ সখি বৈণিকো মুনিঃ ॥ ঐ — ৭॥

—(লক্ষ্মণা তাঁহার সখীকে বলিলেন) হে সখি ! ক্ষিতিপতির (আমার পিতা বৃহৎসেনের) সভায় প্রবীণবুদ্ধি বৈণিক মুনি (নারদ) সাশ্রুলোচনে যখন কোনও একজনের (শ্রীকৃষ্ণের) কাহিনী বীণাদ্বারা গান করিতেছিলেন, তখন সদ্যঃ আমার নয়নদ্বয়ে প্রবল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।"

গ। **পূর্ব্বরাগে অভিযোগাদি**

রত্যুৎপত্তির হেতুরূপে পূর্ব্বে স্থায়িভাব-প্রকরণে যে অভিযোগাদির কথা বলা হইয়াছে, পূর্ব্বরাগেও তাহাদের যথোচিত উপযোগিতা আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন (উ, নী, পূর্ব্বরাগ ॥৬)

ঘ। **পূর্ব্বরাগে সঞ্চারিভাব**

পূর্ব্বরাগে সঞ্চারিভাব হইতেছে—ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, ভ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি। (ঐ-৯)।

৪০৪। পূর্ব্বরাগ ত্রিবিধ

পূর্ব্বরাগের তিনটী ভেদ আছে—প্রৌঢ়, সমঞ্জস ও সাধারণ। "প্রৌঢ়ঃ সমঞ্জসঃ সাধারণশ্চেতি স তু ত্রিধা ॥ ঐ-৯॥"

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই তিনটী ভেদ আলোচিত হইতেছে।

৪০৫। প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগ

"সমর্থরতিরূপস্তু প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে ॥ ঐ-৯॥

—(সঙ্গমের পূর্ব্বে) সমর্থারতিতে জাত পূর্ব্বরাগকেই প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগ বলে।"

সমর্থা রতির বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১০২-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। সমর্থা রতিমতী ব্রজসুন্দরীদের পূর্ব্বরাগই হইতেছে প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগ।

৪০৬। প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগের দশ দশা

প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগে সঞ্চারিভাব-সমূহের উৎকটত্ববশতঃ অনেক দশা হইলেও প্রাচীন আচার্য্যগণ সংক্ষেপে দশটী দশাই বিশেষভাবে স্বীকার করেন। তদনুসারে উজ্জ্বলনীলমণিতে এই দশটী দশারই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সেই দশটী দশা হইতেছে—লালস, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। পূর্ব্বরাগের প্রৌঢ়ত্ববশতঃ এই দশটী দশার সকল দশাই প্রৌঢ়া হয়। (ঐ-৯)

এক্ষণে এই দশটী দশার বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। **লালস**

"অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।
অত্রৌৎসুক্যং চপলতা ঘূর্ণাশ্বাসাদয়স্তথা ॥ ঐ ১১॥

—অভীষ্ট জনের প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ইচ্ছা, তাহাদ্বারা যে গাঢ়গৃধ্নুতা (মহা ঔৎকণ্ঠ্য) জন্মে, তাহাকে বলে লালস। এই লালসে ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা এবং শ্বাসাদি জন্মে।"

এই শ্লোকে স্ত্রীলিঙ্গ "লালসা" না বলিয়া পুংলিঙ্গ "লালস" বলার তাৎপর্য্য এই যে, লালসা যখন অত্যন্ত বলবতী, উৎকণ্ঠাময়ী, হয়, তখন পুংলিঙ্গ লালস-শব্দেই তাহা ব্যক্ত করা হয়। লালস—উৎকণ্ঠাময়ী তীব্র লালসা।

"ত্বমুদবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনঃপ্রবিশন্ত্যসৌ
ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারাঞ্ছতং ব্রজসীমনি।
অগণিতগুরুত্রাসা শ্বাসান্ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরি দৃশোর্দ্বয়ম্ ॥ ঐ-১২॥

—(প্রৌঢ়-পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধাকে ললিতা বলিলেন) হে কিশোরি ! তুমি কেন ঘটিকার মধ্যে শতবার গৃহ হইতে হঠাৎ নির্গত হইয়া ব্রজসীমায় যাইতেছ, আবার ব্রজসীমা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছ ? কেনই বা গুরুজন হইতে ত্রাসকে গণ্য না করিয়া শ্বাস বিমোচন করিতে করিতে তুমি তোমার নয়নদ্বয়কে বহু বার কদম্ববনে নিক্ষেপ করিতেছ ?"

অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠাময়ী বাসনাবশতঃই শ্রীরাধার উল্লিখিতরূপ আচরণ। শ্লোকে তাঁহার ঔৎসুক্য, চপলতা, শ্বাসাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

অথবা, যথা বিদগ্ধমাধবে,

"দূরাদপ্যনুসঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে ত্বন্নামধেয়াক্ষরে
সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুবতী ধত্তে মুহুর্বেপথুম্ ।
আঃ কিংবা কথনীয়মন্বুদসিতে দৈবাদ্ বরাম্ভোধরে
দৃষ্টে তং পরিরব্ধুমুৎসুকমতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি ॥ ঐ-১৩॥

—(বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিলেন—হে কৃষ্ণ !) দূর হইতেও যদি প্রসঙ্গক্রমে (যেমন, 'কৃষ্ণসার' শব্দের অন্তর্গত কৃষ্ণ-শব্দের) তোমার নামের একটীমাত্র অক্ষরও শ্রুতিগোচর হয়, তাহা হইলেও সেই মদিরেক্ষণা (মত্তখঞ্জন-নয়না) শ্রীরাধা উন্মাদের সহিত চীৎকার করিতে করিতে দেহে পুনঃ পুনঃ কম্প ধারণ করেন। আঃ! (হা কষ্ট! তাঁহার অবস্থা বলিতে গেলে আমারও অত্যন্ত কষ্ট হয়) কি আর বলিব ? দৈবাৎ যদি কখনও কৃষ্ণবর্ণ নবজলধর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে সেই জলধরকে আলিঙ্গন করার জন্য সমুৎসুকচিত্তে দুইটি পক্ষ পাওয়ার জন্য ইচ্ছা করেন [সখীদিগকে বলেন—হে সখীগণ ! দেখ কোনও স্থানে দুইটি পক্ষ (পাখা) পাও কিনা ; পাওয়া গেলে আমাকে আনিয়া দাও ; পক্ষদ্বয়ের সহায়তায় আমি উড়িয়া গিয়া আকাশে অবস্থিত আমার অভীষ্ট প্রিয়কে আমি আলিঙ্গন করিব]।"

এই উদাহরণে লালসের পরিপক্ক অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

খ। উদ্বেগ

"উদ্বেগো মনসঃ কম্প স্তত্র নিশ্বাস-চাপলে।
স্তম্ভশ্চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যস্বেদাদয় উদীরিতাঃ ॥ ঐ-১৩॥

—মনের কম্প বা চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ। এই উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাস, চপলতা, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও স্বেদাদি প্রকাশ পায়।"

"চিন্তাসন্ততিরদ্য কৃন্ততি সখি স্বান্তস্য কিং তে ধৃতিং
কিম্বা সিঞ্চতি তাম্রমম্বরমতিস্বেদাম্ভসাং ডম্বরম্ ।
কম্পশ্চম্পকগৌরি লুম্পতি বপুঃস্থৈর্য্যং কথং বা বলাৎ
তথ্যং ব্রূহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ ॥ ঐ-১৪॥ বিদগ্ধমাধব-বাক্যম্ ॥

—(বিশাখা সমস্ত অবস্থা জানিলেও শ্রীরাধার হৃদয়োদ্ঘাটনের জন্য শ্রীরাধাকে বলিলেন) সখি ! অদ্য চিন্তাপরম্পরা কি তোমার চিত্তের ধৈর্য্যকে ছেদন করিতেছে ? ঘর্ম্মপ্রাচুর্য্যই বা কেন তোমার তাম্র(রক্ত)বর্ণ বসনকে সিক্ত করিতেছে? হে চম্পকগৌরি! কম্পই বা কেন বলপূর্ব্বক তোমার দেহের স্থৈর্য্যকে বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে ? সখি ! যথার্থ কথা বল ; সুহৃদ্গণের নিকটে কিছু গোপন করিতে নাই, গোপন করিলে মঙ্গল হয় না।"

গ। জাগর্য্যা

"নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্য্যা স্তম্ভশোষগদাদিকৃৎ ॥ ঐ-১৪॥

—নিদ্রার ক্ষয়কে জাগর্য্যা বলে। এই জাগর্য্যায় স্তম্ভ, শোষ ও রোগাদি প্রকাশ পায়।

"শ্যামং কঞ্চন কাঞ্চনোজ্জ্বলপটং সন্দর্শ্য নিদ্রাক্ষণং
মামাজন্ম সখী বিমুচ্য চলিতা রুষ্টেব নাবর্ত্ততে।
চিন্তাং প্রোহ্য সখি প্রপঞ্চয় মতিং তস্যাস্তমাবর্ত্তনে
নান্যঃ স্বাপ্নিকতস্করোপহরণে শক্তো জনস্তাং বিনা ॥ ঐ-১৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য শ্রীরাধা অত্যন্ত উৎকণ্ঠাবতী হইলে বিষাদের সহিত বিশাখা চিন্তা করিতেছিলেন—'এই অন্তঃপুরে গুরুজন বিদ্যমান ; শ্রীকৃষ্ণকে এখানেই বা কিরূপে আনিব ? আবার অসূর্য্যম্পশ্যা শ্রীরাধাকেই বা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লইয়া যাইব ?' এইরূপ চিন্তামগ্না বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন) হে সখি ! বিশাখে। নিদ্রানাম্নী আমার একজন সখী কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল (পীত) বসনধারী কোনও এক শ্যামবর্ণ পুরুষকে ক্ষণকালমাত্র দর্শন করাইয়া, পরে রুষ্টার ন্যায় হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আজন্মের মত চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিলনা। অতএব হে সখি ! তুমি তোমার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমার সেই নিদ্রাসখীর পুনরাগমনের উপায় নির্ণয় কর। সেই নিদ্রাসখী ব্যতীত অপর কোনও জনই সেই স্বাপ্নিক-তস্করকে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে না।"

এ-স্থলে নিদ্রার অভাবরূপ জাগর্য্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঘ। তানব

"তানবং কৃশতা গাত্রে দৌর্ব্বল্য-ভ্রমণাদিকৃৎ ॥ ঐ-১৫॥

—শরীরের কৃশতাকে তানব বলে ; ইহাতে দৌর্ব্বল্য ও ভ্রমণাদি প্রকাশ পায়।"

"চ্যুতে বলয়সঞ্চয়ে প্রবলরিক্ততা-দূষণ-ব্যয়ায় নিহিতোর্ম্মিকাবলিরপি স্খলত্যঞ্জসা।
নিশম্য মুরলীকলং সখি সকৃদ্ বিশাখে তনুস্তবাসিতচতুর্দ্দশীশশিকলাকৃশত্বং যযৌ ॥ ঐ-১৬॥

—(বিশাখার কোনও সখী বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) হে সখি ! বিশাখে ! একবারমাত্র মুরলী-ধ্বনি শুনিয়া তোমার দেহ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর শশিকলার ন্যায় কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অহো ! বলয়সমূহ হস্ত হইতে স্খলিত হওয়ায় রিক্তহস্তে থাকার যে প্রবল দোষ, সেই দোষের নিরাকরণের জন্য তুমি যে উর্ম্মিকাবলী (অঙ্গুরীয়সকল) পরিধান করিয়াছিলে, হা কষ্ট ! তাহারাও হঠাৎ স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।"

কেহ কেহ তানব-স্থলে বিলাপ পাঠ করেন।

"অত্রাসীন্নবনীপভূরুহতটে কুর্ব্বন্ বিহারং হরি-
শ্চক্রে তাণ্ডবমত্র মিত্রসহিতশ্চণ্ডাংশুজারোধসি।

পশ্যন্তী লতিকান্তরে ক্ষণমহং ব্যাগ্রা নিলীয় স্থিতা
সখ্যঃ কি কথয়ামি দগ্ধবিধিনা ক্ষিপ্তাস্মি দাবোপরি ॥ ঐ-১৬॥

—শ্রীরাধা বিলাপ করিয়া বলিলেন—হে সখীগণ! এই ভানুতনয়া(যমুনা)তটস্থ নবনীপতরু-মূলে মিত্রগণের সহিত বিহার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছিলেন। আমি লতার অন্তরালে লুকায়িত ভাবে ক্ষণকাল ব্যগ্রচিত্তে অবস্থান করিয়া সেই নৃত্য দেখিতেছিলাম। সখীগণ! কি বলিব? দগ্ধবিধাতা আমাকে দাবানলে নিক্ষেপ করিল! (অধুনা তো আর সেই নৃত্য দেখিতেছিনা; নৃত্য-দর্শনের অভাবে আমার চিত্তে যেন দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে)।"

ঙ। জড়িমা

"ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরম্। দর্শন-শ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে ॥ ঐ-১৬॥
অত্রাকাণ্ডেঽপি হুঙ্কার-স্তম্ভ-শ্বাস-ভ্রমাদয়ঃ ॥ ঐ-১৭॥

—যাহাতে ইষ্ট ও অনিষ্টের পরিজ্ঞান থাকেনা, প্রশ্ন করিলেও কোনও উত্তর পাওয়া যায় না এবং যাহাতে দর্শন ও শ্রবণের অভাব হয়, তাহাকে জড়িমা বলে। এই জড়িমায় অকাণ্ডেও (কোনও প্রস্তাব না থাকিলেও, অনবসরেও) হুঙ্কার, স্তম্ভ, শ্বাস ও ভ্রমাদি প্রকাশ পায়।"

"অকাণ্ডে হুঙ্কারং রচয়সি শৃণোষি প্রিয়সখীকুলানাং নালাপং দৃতীরিব মুহুর্নিশ্বসিষি চ।
ততঃ শঙ্কে পঙ্করুহমুখি যযৌ বৈণবকলা-মধূলী তে পালি শ্রুতিচষকয়োঃ প্রাঘুণকতাম্ ॥ ঐ-১৮॥

—(পালীর সখী পালীকে বলিলেন) হে পদ্মমুখি! অকারণে তুমি হুঙ্কার করিতেছ! প্রিয়সখীদিগের আলাপও শুনিতেছনা; ভস্ত্রার ন্যায় মুহুর্মুহু নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ। তাহাতে আমার আশঙ্কা হইতেছে—হে পালি! বেণুবৈদগ্ধীর মাধুরী তোমার কর্ণচষকের আতিথ্য প্রাপ্ত হইয়াছে (তুমি শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়াছ)।"

চ। বৈয়গ্র্য

"বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্য্যবিক্ষোভাসহতোচ্যতে।
অত্রাবিবেক-নির্ব্বেদ-খেদাসূয়াদয়ো মতাঃ ॥ ঐ-১৮ ॥

—ভাবগাম্ভীর্য্যজনিত (অর্থাৎ ভাববিকারসমূহের বাহ্যিক অপ্রকাশন-হেতু যে গাম্ভীর্য্য বা দুরবগাহতা, তজ্জনিত) বিক্ষোভের অসহিষ্ণুতাকে বলে বৈয়গ্র্য। এই বৈয়গ্র্যে অবিবেক (বিচারহীনতা), নির্ব্বেদ, খেদ এবং অসূয়াদি প্রকাশ পায়।"

যথা বিদগ্ধমাধবে,

"প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনোধিৎসতে।
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফূর্ত্তিলবায় হন্ত হৃদয়ে যোগা সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং বত তস্য পশ্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি ॥ ঐ-১৮ ॥

—(চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনের ফলে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছে ; তদবধি সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইতেছে ; তাহাতে নানাবিধ ভাবের উদয়ে তাঁহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইতেছে। তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরাধা অন্যবিষয়ে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীরাধার এই অবস্থা দেখিয়া দেবী পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীর নিকটে বলিয়াছেন) নান্দীমুখি ! দেখ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মুনিগণ বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া যাঁহাতে (যে শ্রীকৃষ্ণে) ধারণ করিতে চেষ্টা করেন, এই বালা (শ্রীরাধা) কিনা সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন! হা কষ্ট ! হৃদয়মধ্যে যাঁহার স্ফূর্ত্তিলেশ প্রাপ্তির জন্য যোগী ব্যক্তি সমুৎকণ্ঠিত হয়েন, এই মুগ্ধা বালা হৃদয় হইতে তাঁহার নিষ্ক্রান্তি আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন !"

ছ। ব্যাধি

"অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।
অত্র শীত-স্পৃহা-মোহ-নিশ্বাস-পতনাদয়ঃ ॥ ঐ-১৮ ॥

—অভীষ্ট-বস্তুর অপ্রাপ্তিতে যাহা শরীরের পাণ্ডুতা (বৈবর্ণ্য) এবং উত্তাপ জন্মায়, তাহাকে ব্যাধি বলে। এই ব্যাধিতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস এবং পতনাদি প্রকাশ পায়।"

"দবদমনতয়া নিশম্য ভদ্রা মদনদবজ্বলিতা দধে হৃদি ত্বাম্।
দ্বিগুণিতদবথুব্যথাবিদগ্ধা মুরহর ভস্মময়ীব পাণ্ডুরাসীৎ ॥ ঐ-২৯ ॥

—(প্রৌঢ়-পূর্ব্বরাগবতী ভদ্রা তাঁহার অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়সখী ভঙ্গীক্রমে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিলেন হে মুরহর ! আমার সখী ভদ্রা মদনরূপ দাবদাহে জ্বলিতা হইয়াছেন ; যখন তিনি শুনিলেন যে, তুমি দাবানলকে দমন করিয়াছ, তখন তিনি (স্বীয় মদনরূপ দাবদাহের প্রশমনের জন্য) তোমাকেই হৃদয়ে ধারণ করিলেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার মদনাগ্নি উপশান্ত না হইয়া বরং দ্বিগুণিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি বিশেষভাবে দগ্ধা হইয়া ভস্মময়ীর ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছেন।"

জ। উন্মাদ

"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা। অতস্মিংস্তদতিভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ।
অত্রেষ্টদ্বেষ-নিশ্বাস-নিমেষ-বিরহাদয়ঃ ॥ ঐ-১৯ ॥

—সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তন্মনস্কতাবশতঃ যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া প্রতীতিরূপ যে অতিভ্রান্তি, তাহাকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে ইষ্টবস্তুর প্রতি দ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ-বিরহাদি প্রকাশ পায়।"

যথা বিদগ্ধমাধবে,

"বিতন্বানস্তন্বা মরকতরুচীনাং রুচিরতাং পটান্নিষ্ক্রান্তোঽভূদ্ধৃতশিখিশিখণ্ডো নবযুবা।
ভ্রুবং তেনাক্ষিপ্তা কিমপি হসতোন্মাদিতমতেঃ শশী বৃত্তো বহ্নিঃ পরমহহ বহ্নির্মম শশী ॥ঐ-২০॥

—(বিশাখা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দেখাইলে প্রৌঢ়পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা বৈমনস্য প্রাপ্ত হইলেন। সখীগণ তাঁহাকে তাঁহার বৈমনস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরাধা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন) হে সখীগণ! মস্তকে শিখিপুচ্ছধারী কোনও এক নবযুবা তাঁহার তনুদ্বারা মরকতকান্তির রুচিরতা (মনোহরতা) বিশেষরূপে বিস্তার করিতে করিতে চিত্রপট হইতে বহির্গত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে আমার প্রতি কি এক অপূর্ব্ব ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহাতে আমি উন্মাদিত-মতি হইয়াছি। অহহ! এক্ষণে আমার পক্ষে চন্দ্রমা অগ্নিতুল্য হইয়াছে এবং বহ্নিই চন্দ্রতুল্য হইয়াছে।"

ঝ। মোহ

"মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তা নৈশ্চল্য-পতনাদিকৃৎ॥ ঐ-২০॥

—মোহ হইতেছে বিচিত্ততা; ইহাতে নিশ্চলতা ও পতনাদি ঘটিয়া থাকে।"

"নাসাশ্বাসপরাঙ্মুখী বিঘটতে দৃষ্টী স্নুষায়াঃ কথং
হা ধিক্ কৃষ্ণতিলান্ মমার্পয় করে কুর্য্যামপামার্জ্জনম্।
ইত্যারোহতি কর্ণয়োঃ পরিসরং কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ে
কম্পেনাচ্যুত তত্র সূত্রিতবতী ত্বামেব হেতুং সখী॥ ঐ-২১॥

—(প্রৌঢ়-পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া জটিলা যাহা বলিলেন, তাহাতে শ্রীরাধার মধ্যে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহা বর্ণন করিতে যাইয়া বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) হে শ্রীকৃষ্ণ! জটিলা তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীরাধার শ্বাসরহিত নাসিকা এবং বিবর্ত্তিত নয়নদ্বয় দেখিয়া খেদের সহিত বলিলেন—'হা ধিক্! আমার বধূর এই অবস্থা হইল কিরূপে? (শ্রীরাধার সখীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন) তোমরা আমার হস্তে কৃষ্ণতিল দাও, আমি অপমার্জ্জন করিব (কৃষ্ণতিল বধূর অঙ্গে মার্জ্জন করিয়া তাঁহার এই অরিষ্ট দূর করিব)।' (জটিলার উচ্চারিত কৃষ্ণতিল-শব্দের অন্তর্গত) 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় শ্রীরাধার কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্রেই, তাঁহার দেহে এমন কম্পের উদয় হইল যে, হে অচ্যুত! এই কম্পদ্বারাই তিনি সূচনা করিয়া দিলেন যে, তাঁহার মূর্চ্ছার হেতু তুমিই।"

ঞ। মৃত্যু

"তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ। কন্দর্পবাণকদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ॥
তত্র স্বপ্রিয়বস্তূনাং বয়স্যাসু সমর্পণম্। ভৃঙ্গমন্দানিলজ্যোৎস্না-কদম্বানুভবাদয়ঃ॥ ঐ-২১॥

—সেই সেই (অর্থাৎ কামলেখ-প্রেরণ, দূতীপ্রেরণ, স্বীয় প্রেমপীড়া-জ্ঞাপনাদি) প্রসিদ্ধ প্রতীকার-সমূহের অবলম্বনেও যদি কান্তের সমাগম না হয়, তাহা হইলে কামবাণের পীড়নবশতঃ মরণের (বা মৃতির) উদ্যম হয়। এই মৃতিতে বয়স্যাগণের নিকট নিজের প্রিয়বস্তুর সমর্পণ করা হয় এবং ভৃঙ্গ, মন্দপবন, জ্যোৎস্না, ও কদম্বাদির অনুভব হয়।"

"রাধা রোধসি রোপিতাং মুকুলিনীমালিঙ্গ্য মল্লীলতাং
হারং হীরময়ং সমর্প্য ললিতাহস্তে প্রশস্তশ্রিয়ম্।
মূর্চ্ছামাপ্নুবতী প্রবিশ্য মধুপৈর্গীতাং কদম্বাটবীং
নাম ব্যাহরতা হরেঃ প্রিয়সখীবৃন্দেন সন্ধুক্ষিতা ॥ ঐ-২১॥

—(বৃন্দার নিকটে প্রৌঢ় পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধার বৃত্তান্ত পৌর্ণমাসী জিজ্ঞাসা করিলে বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিলেন—হে দেবি! শ্রীরাধার বৃত্তান্ত আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন?) তিনি যমুনাতটে স্বহস্ত-রোপিতা মুকুলিনী মল্লিকালতাকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রশস্ত-শোভাবিশিষ্ট স্বীয় হীরকময় হার ললিতার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক ভ্রমরগুঞ্জিত কদম্ববনে প্রবেশ করিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রিয়সখীগণ শ্রীহরির নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জীবিত করিলেন।"

মল্লিকা পুষ্পের দ্বারা মাল্য রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সাজাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীরাধা যমুনাতটে স্বহস্তে মল্লিকালতা রোপণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হইলনা। এক্ষণে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তিনি মল্লিকালতাকে আলিঙ্গন করিলেন; ইহার তাৎপর্য্য এই—"হে মল্লিকে! তোমার পুষ্পদ্বারা মাল্য রচনা করিয়া আমার প্রাণবল্লভকে সাজাইবার সৌভাগ্য আমার হইলনা; আমি মরিতে চলিয়াছি। মল্লিকে! আমার সখীগণের দ্বারা সীচ্যমানা হইয়া তুমি জীবিত থাকিও; তোমার পুষ্পরচিত মালা যদি কখনও, আমার পক্ষে দুর্ল্লভ আমার প্রাণবল্লভের বক্ষঃস্থলে দোলায়মান হয়, তাহা হইলেই তোমার রোপণকারিণী এই হতভাগিনী প্রচুর আনন্দ অনুভব করিবে।" আর কণ্ঠের পরিবর্ত্তে ললিতার হস্তে স্বীয় হীরকময় হার অর্পণের তাৎপর্য্য এই। সংস্কারের অভাবে তখন শ্রীরাধার কেশকলাপ ছিল আলুলায়িত এবং অতি বিস্তৃত, মস্তকের উপর দিয়া হার খুলিয়া আনিতে গেলে বিলম্বের সম্ভাবনা. কিন্তু তিনি মৃত্যুর জন্য এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন যে, বিলম্ব সহ্য করিতে পারেন না; তাই হার ছিন্ন করিয়াই ললিতার হাতে দিলেন। ব্যঞ্জনা এই যে—"ললিতে! এই হার কণ্ঠে ধারণ করিয়া তুমি—আমার পক্ষে দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিও; আলিঙ্গন-কালে এই হার যদি তাঁহার বক্ষঃস্থলকে স্পর্শ করে, তাহা হইলেই এই হতভাগিনী নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে।"

অথবা, যথা বিদগ্ধমাধবে,

"অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো ময়ি যদি তবাগঃ কথমিদং মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভুজা বল্লরিরিয়ং যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ঐ-২১॥

—(শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা দেখিয়া শ্রীরাধা কালিয়হ্রদে দেহ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাহাতে বিশাখা রোদন করিতে থাকিলে সাশ্রুলোচনা শ্রীরাধা তাঁহাকে বলিলেন) সখি! শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হয়েন, তাহাতে তোমার অপরাধ কি? বৃথা রোদন করিওনা, তুমি আমার এই চরম শেষ কার্য্যটি করিও। যাহাতে আমার এই দেহরূপা লতিকা তমাল-স্কন্ধে ভুজ অর্পণ করিয়া অবিচলিত ভাবে চিরকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করিতে পারে, তাহাই করিও সখি!"

শ্রীরাধার এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই। "বিশাখে! আমার এই ভুজদ্বয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করার জন্য আমার বলবতী বাসনা; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার জীবিত-কালে সেই আশা পূর্ণ হইল না। আমার মৃত্যুর পরে তমাল-শ্যামল কৃষ্ণের সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট তরুণ তমালকেও যদি আমার ভুজদ্বয় আলিঙ্গন করিতে পারে, তাহা হইলেও আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।"

মূলসূত্রে "কদম্বানুভবাদয়ঃ"-শব্দের অন্তর্গত "আদি" শব্দে—স্বীয় দেহের শেষকার্য্যই যে বুঝায়, উল্লিখিত উদাহরণ হইতে তাহা জানা গেল।

৪০৭। সমঞ্জস পূর্ব্বরাগ

"ভবেৎ সমঞ্জসরতিস্বরূপোঽয়ং সমঞ্জসঃ।
অত্রাভিলাষ-চিন্তা-স্মৃতি-গুণসঙ্কীর্ত্তনোদ্বেগাঃ।
সবিলাপা উন্মাদ-ব্যাধি-জড়তা মৃতিশ্চ তাঃ ক্রমশঃ॥ ঐ-২২॥

—সমঞ্জস পূর্ব্বরাগ হইতেছে সমঞ্জস-রতিস্বরূপ (অর্থাৎ সমঞ্জসারতিমতী কৃষ্ণপ্রিয়াদের পূর্ব্বরাগকে সমঞ্জস পূর্ব্বরাগ বলে)। ইহাতে অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণসঙ্কীর্ত্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও মৃতি—এই দশটি দশা ক্রমশঃ প্রকটিত হয়।"

সমঞ্জসা রতির লক্ষণ ৬।১০১-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ক। অভিলাষ

"ব্যবসায়োভিলাষঃ স্যাৎ প্রিয়সঙ্গমলিপ্সয়া।
স্বমণ্ডনাস্তিকপ্রাপ্তিরাগপ্রকটনাদিকৃৎ॥ ঐ-২২॥

—প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গমলালসায় যে চেষ্টা প্রকাশ পায়, তাহাকে বলে অভিলাষ। এই অভিলাষে স্বীয় ভূষণের চরম সীমা প্রাপ্তি এবং রাগের প্রকটনাদি হইয়া থাকে।"

"যদি সখি সুভদ্রাসখ্যমাখ্যায় ধূর্ত্তে ব্রজসি পিতুরাগারাৎ দেবকীমন্দিরায়।
রচয়সি বত সত্যে মণ্ডনে চ প্রযত্নং স্ফুটমজনি তদন্তর্বস্তু গূঢ়ং তবাদ্য॥ ঐ-২২॥

—(পূর্ব্বরাগবতী সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য সমুৎসুক হইয়াছেন। কোনও ছলে শ্রীকৃষ্ণগৃহে যাওয়ার জন্য উদ্যম করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার কোনও এক প্রখরা সখী স্ফুটবচনে তাঁহাকে বলিলেন) হে সখি! ধূর্ত্তে! (শ্রীকৃষ্ণভগিনী) সুভদ্রার সহিত তোমার সখ্যের কথা বলিয়া তুমি তোমার পিতৃগৃহ হইতে দেবকীমন্দিরে যাইতেছ। আবার, হে সত্যে! বেশভূষাতেও তুমি প্রযত্ন করিতেছ। তাহাতে মনে হয়, আজ তোমার অন্তরের কোনও গোপনীয় বস্তু পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে।"

খ। চিন্তা

"অভীষ্টাব্যাপ্ত্যুপায়ানাং ধ্যানং চিন্তা প্রকীর্ত্তিতা।
শয্যা-বিবৃত্তি-নিশ্বাস-নির্লক্ষপ্রেক্ষণাদিকৃৎ॥ঐ-২২

—অভীষ্টবস্তু-প্রাপ্তির উপায়সমূহের ধ্যানকে চিন্তা বলে। এই চিন্তায় শয্যায় পরিবর্ত্তন, নিশ্বাস ও লক্ষ্য-হীন দৃষ্টি প্রভৃতি প্রকাশ পায়।"

"নিশ্বাসস্তে কমলবদনে ম্লাপয়ত্যোষ্ঠবিম্বং শয্যায়াঞ্চ ক্রশিমকলিতা চেষ্টতে দেহযষ্টিঃ।
দ্বন্দ্বং চাক্ষ্নোর্বিকিরতি চিরং রুক্মিণি শ্যামমস্তো ন শ্বো ভাবিন্যুপযমবিধৌ শোভতে বিক্রিয়েয়ম্ ॥ ঐ-২৩॥

—(পূর্ব্বরাগবতী রুক্মিণী ব্রাহ্মণের যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়া স্বয়ম্বর-দিবসে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন। স্বয়ম্বরের পূর্ব্বদিনে—শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন কিনা-এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সমবয়স্কা কোনও প্রতিবেশিনী তাঁহাকে বলিয়াছেন) হে কমলবদনে! তোমার নিশ্বাস তোমার ওষ্ঠবিম্বকে ম্লান করিতেছে; তোমার দেহযষ্টিও কৃশতা প্রাপ্ত হইয়া শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে। হে রুক্মিণি! তোমার নয়নদ্বয়ও অনবরত সকজ্জল অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। আগামী কল্যই তোমার বিবাহ হইবে; এই সময়ে তোমার এজাতীয় বিকার (বা বিরুদ্ধ আচরণ) যুক্তিযুক্ত নহে।'

গ। স্মৃতি

"অনুভূত-প্রিয়াদীনামর্থানাং চিন্তনং স্মৃতিঃ।
অত্র কম্পাঙ্গবৈবর্ণ্যবাষ্পনিশ্বসিতাদয়ঃ ॥ ঐ-২৩॥

—দর্শন-শ্রবণাদিদ্বারা অনুভূত প্রিয়জনের এবং তাঁহার রূপ, গুণ, বেশ, লীলাদি বস্তুর চিন্তনকে স্মৃতি বলে। ইহাতে কম্প, অঙ্গবৈবর্ণ্য, বাষ্প (অশ্রু) ও নিশ্বাসাদি প্রকাশ পায়।"

"প্লুতং পূরেণাপাং নয়নকমলদ্বন্দ্বমভিতো ধৃতোৎকম্পং সাত্রাজিতি কুচরথাঙ্গদ্বয়মপি।
শ্লথারম্ভং চৈতদ্ভুজবিসযুগং তত্তব মনঃ তড়াগেঽস্মিন্ কৃষ্ণদ্বিরদপতিরন্তর্বিহরতি ॥ ঐ-২৩ ॥

—(পূর্ব্বরাগাবস্থায় পূর্ব্বদৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদির চিন্তা করিতে করিতে বিকারগ্রস্তা সত্যভামাকে দেখিয়া তাঁহার সখী সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলিতেছেন) হে সাত্রাজিতি! তোমার নয়নরূপ কমলদ্বয় সর্বতোভাবে জলব্যাপ্ত হইয়াছে, চক্রবাকসদৃশ কুচযুগল কম্পিত হইতেছে, মৃণালসদৃশ বাহুদ্বয়ও শিথিল হইয়াছে। ইহাতে মনে হইতেছে– তোমার মনোরূপ দীর্ঘিকার অন্তস্তলে কৃষ্ণরূপ মহামত্ত গজরাজ বিহার করিতেছেন।"

ঘ। গুণকীর্ত্তন

"সৌন্দর্য্যাদিগুণশ্লাঘা গুণকীর্ত্তনমুচ্যতে।
অত্র বেপথুরোমাঞ্চকণ্ঠগদ্গদিকাদয়ঃ ॥ ঐ-২৩॥

—সৌন্দর্য্যাদি-গুণসমূহের প্রশংসাকে গুণকীর্ত্তন বলে। ইহাতে কম্প, রোমাঞ্চ ও কণ্ঠগদ্গদাদি প্রকাশ পায়।"

যাস্ত্যস্তৃষ্ণামপি যুবতয়োর্যেষু ঘূর্ণাং ভজন্তে যান্যাচম্য স্বয়মপি ভবান্ রোমহর্ষং প্রযাতি।
গন্ধং তেষাং তব মধুপতে রূপসম্পন্মধূনাং দূরে বিন্দন্মম নহি ধৃতিং চিত্তভৃঙ্গস্তনোতি ॥ঐ-২৪ ॥

—(পূর্ব্বরাগবতী রুক্মিণী ব্রাহ্মণের যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন) হে শ্রীকৃষ্ণ! যুবতীসকল তোমার রূপসম্পত্তির মধুসমূহে তৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়া ঘূর্ণা প্রাপ্ত হয় (ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, পান করিলে যে তাহাদের কি অবস্থা হইবে, বলিতে পারি না। যদি বল যুবতীদিগের স্বভাবই এই যে, পুরুষ-সৌন্দর্য্য-দর্শনে তাহারা বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বলি শুন) দর্পণাদিতে তোমার রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া তুমি নিজেই রোমাঞ্চিত হও। হে মধুপতে! তোমার রূপসম্পত্তির মধুসমূহের গন্ধ লাভ তো দূরে, সেই রূপমধুর কথা জানিয়াই আমার চিত্তরূপ ভৃঙ্গ কোনওরূপেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছেনা।”

ঙ। উদ্বেগাদি ছয় দশা

উদ্বেগাদি ছয়টী দশার উদাহরণ পূর্ব্বে প্রৌঢ়-পূর্ব্বরাগ-প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। এই সমঞ্জসা রতির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে বলিয়া সমঞ্জস-পূর্ব্বরাগেও সেই উদাহরণগুলি যথোচিত ভাবে গ্রহণীয় (ঐ-২৫)।

৪০৮। সাধারণ পূর্ব্বরাগ

“সাধারণরতিপ্রায়ঃ সাধারণ ইতীরিতঃ।
অত্র প্রোক্তা বিলাপান্তাঃ ষড়্দশাস্তাশ্চ কোমলাঃ॥ ঐ-২৫॥

—সাধারণ পূর্ব্বরাগ হইতেছে সাধারণী রতির তুল্য। ইহাতে বিলাপান্ত (অর্থাৎ অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ ও বিলাপ—এই) ছয়টী দশা কোমল ভাবে প্রকটিত হয়।”

সাধারণী রতির লক্ষণ ৬।১০০-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

যাঁহাদের কৃষ্ণরতি সাধারণী রতির তুল্য, তাঁহাদের পূর্ব্বরাগকেই সাধারণ পূর্ব্বরাগ বলা হয়।

ক। অভিলাষ

“এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্ব্বতে।
যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ পতির্ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভি র্হৃদিস্পৃশন্॥

—শ্রীভা, ১।১০।৩০॥

—(হস্তিনাপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন কুরুপুরস্ত্রীগণ অতৃপ্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দ্বারকামহিষীগণের সৌভাগ্যাদির প্রশংসা-কথন-চ্ছলে নিজেদের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন) অহো! স্ত্রীত্বমাত্রে স্বাধীনতা এবং শুচিত্ব না থাকিলেও এই সকল নারী (রুক্মিণীপ্রভৃতি মহিষীগণ) স্ত্রীত্বকে (স্ত্রীজাতিকেই) সুশোভিত করিয়াছেন; কেননা, কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ কখনও ইঁহাদের গৃহ হইতে অন্যত্র যায়েন না, বরং পরম-সুমধুর বাক্যপ্রয়োগদ্বারা, অথবা পারিজাতাদি পরম-সুদুর্ল্লভ বস্তু আহরণ করিয়া দিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।”

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"বক্রী কুরুপুরস্ত্রীগণের যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ অসম্ভব, তথাপি রুচিমাত্রাংশেই এই উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন -"কুরুপুরনারীগণ অন্যকর্ত্তৃক সম্ভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগ নাই-ই; সুতরাং তাঁহাদের পূর্ব্বরাগ কিরূপে বর্ণিত হইতে পারে? ইহা সত্য; সাক্ষাৎ সম্ভোগ না থাকিলেও স্বাপ্ন ও মানস সম্ভোগ আছে; দেহান্তরে সাক্ষাৎ সম্ভোগও হইবে; সুতরাং তাঁহাদের পূর্ব্বরাগ অনুপপন্ন নহে।"

খ। চিন্তাদি

চিন্তা, স্মৃতি ও গুণকীর্ত্তন-এই তিনটী দশা সমঞ্জস-পূর্ব্বরাগ-প্রসঙ্গে এবং উদ্বেগ ও বিলাপ প্রৌঢ়-পূর্ব্বরাগ-প্রসঙ্গে উদাহৃত হইয়াছে। সাধাবণ পূর্ব্বরাগেও তদনুসারে কোমলত্ব-তারতম্যে তাহাদের উদাহরণ জানিতে হইবে।

৪০৯। পূর্ব্বরাগে নায়ক-নায়িকার চেষ্টা

ত্রিবিধ পূর্ব্বরাগের কথা বলিয়া পূর্ব্বরাগে নায়ক-নায়িকার চেষ্টার কথাও উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে। পূর্ব্বরাগে বয়স্যাদির হস্তে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভীষ্টা নায়িকার নিকটে এবং নায়িকাও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কামলেখ ও মাল্যাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বরাগে প্রহীয়তে কামলেখ-স্রগাদিকম্।
বয়স্যাদিকরেণাত্র কৃষ্ণেনাস্য চ কান্তয়া॥ ঐ-২৬॥

ক। কামলেখ

"স লেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেমপ্রকাশকঃ।
যুবত্যা যূনি যুনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে॥
নিরক্ষরঃ সাক্ষরশ্চ কামলেখো দ্বিধা ভবেৎ॥ ঐ-২৬॥

—যুবতীকর্ত্তৃক যুবকের নিকটে এবং যুবককর্ত্তৃক যুবতীর নিকটে প্রেরিত স্বীয় প্রেমপ্রকাশক লেখকে কামলেখ বলে। এই কামলেখ দুই প্রকারের—নিরক্ষর এবং সাক্ষর।"

(১) নিরক্ষর কামলেখ

"সুরক্তপল্লবময়শ্চন্দ্রার্দ্ধাদিনখাঙ্কভাক্।
বর্ণবিন্যাসরহিতো ভবেদেষ নিরক্ষরঃ॥ ঐ ২৬॥

—অতিশয় রক্তবর্ণ পল্লবে যদি অর্দ্ধচন্দ্রাদির ন্যায় নখচিহ্ন থাকে, অথচ তাহাতে যদি কোনও বর্ণ (অক্ষর)-বিন্যাস না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নিরক্ষর কামলেখ বলে।"

নিরক্ষর কামলেখে নখ-চিহ্নাদিদ্বারাই স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করা হয়, অক্ষরময় শব্দাদির প্রয়োগ করা হয় না।

"কিশলয়শিখরে বিশাখিকায়া নখরশিখালিখিতোঽয়মর্দ্ধচন্দ্রঃ।
দধদিহ মদনার্দ্ধচন্দ্রভাবং হৃদি মম হন্ত কথং হঠাদ্‌বিবেশ ॥ ঐ-২৬ ॥

—(পূর্ব্বরাগবতী বিশাখা স্বীয় দূতীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে নিরক্ষর কামলেখ পাঠাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির সহিত তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। অন্য সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিয়াছিলেন) হে সখে! এই নবপল্লবের উর্দ্ধভাগে বিশাখাকর্ত্তৃক নখাগ্রভাগদ্বারা লিখিত এই অর্দ্ধচন্দ্র কামদেবের অর্দ্ধচন্দ্র-বাণের ভাব ধারণ করিয়া কি প্রকারে হঠাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল!"

(২)- **সাক্ষর কামলেখ**

"গাথাময়ী লিপির্যত্র স্বহস্তাঙ্কৈষ সাক্ষরঃ॥ ঐ-২৭ ॥

—যে-স্থলে গাথাময়ী (অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষাময়ী) লিপি স্বহস্তে অঙ্কিত (অক্ষর-বিন্যাসের দ্বারা লিখিত) হয়, সে-স্থলে তাহাকে সাক্ষর কামলেখ বলে।"

"সুইরং বিজ্‌ঝসি হিঅঅং লম্ভই মঅণো কৃখু তুজ্জসং বলিঅং।
দীসসি সঅলদিসাসু তুমং দীসই মঅণো ণ কুত্তাবি ॥ ঐ-২৮-ধৃত জগন্নাথবল্লভ-বাক্যম্‌ ॥
[সুচিরং বিধ্যসি হৃদয়ং লভতে মদনঃ খলু দুর্যশো বলীয়ম্‌।
দৃশ্যসে সকলদিক্ষু ত্বং দৃশ্যতে মদনো ন কুত্রাপি ॥]

—(শশীমুখীদ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে সাক্ষর কামলেখ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল) হে কৃষ্ণ! বহুকাল যাবৎ তুমি আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছ; (ইহা কিন্তু মদন-কৃত পীড়া নহে) মদন বৃথাই মহাদুর্যশের ভাগী হইতেছে; কেননা, সকল দিকে আমি তোমাকেই দেখিতে পাই, মদনকে কোনও স্থলেই দেখিতে পাই না।"

কামলেখের উপকরণ

"বন্ধোঽব্জতন্তুনা রাগঃ কিম্বা কস্তূরিকা মসী।
পৃথুপুষ্পদলং পত্রং মুদ্রাকৃৎ কুঙ্কুমৈরিহ ॥ ঐ-২৯ ॥

—কামলেখে রাগ (হিঙ্গুলাদির দ্রব—তরল হিঙ্গুলাদি), অথবা কস্তুরিকা মসীরূপে (কালিরূপে) ব্যবহৃত হয়; বৃহৎ পুষ্পদল হইতেছে ইহার পত্র (কাগজতুল্য), পদ্মের তন্তুদ্বারা ইহাকে বন্ধন করা হয়; আর কুঙ্কুমের দ্বারা ইহার মুদ্রা (মোহর) করা হয়।"

খ। **মাল্যার্পণ**

"সুশ্লিষ্টাং নিজশিল্পকৌশলভরব্যাহারিণীমদ্ভুতাং
গোষ্ঠাধীশ্বরনন্দনঃ স্রজমিমাং তুভ্যং সখি প্রাহিণোৎ।
ইত্যাকর্ণ্য গিরং সরোরুহদৃশঃ স্বেদোদবিন্দুচ্ছলা-
দঙ্গেভ্যঃ কুলধর্ম্মধৈর্য্যমভিতঃ শঙ্কে বহির্নিযযৌ ॥ ঐ-২৯ ॥

—(পূর্ব্বরাগাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে মাল্য রচনা করিয়া বৃন্দার দ্বারা শ্রীরাধার নিকটে পাঠাইয়াছেন।

বৃন্দা শ্রীরাধাকে সেই মালা দিয়া যখন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়াছেন, তখন মাল্য-প্রাপ্তির পরে শ্রীরাধার অবস্থা জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন বৃন্দা বলিয়াছিলেন—হে কৃষ্ণ ! আমি শ্রীরাধার নিকটে গিয়া বলিলাম) 'হে সখি! গোষ্ঠাধীশ-নন্দন স্বীয়-শিল্পকৌশল-প্রাচুর্য্য-প্রকাশিকা এবং সুষ্ঠুরূপে গ্রথিতা এই অদ্ভুত পুষ্পমালা তোমার জন্য পাঠাইয়াছেন।' আমার এই কথা শ্রবণমাত্র সেই কমল-নয়নার অঙ্গসমূহ হইতে স্বেদবারি নির্গত হইতে লাগিল , আমার মনে হইতেছে - স্বেদবারি-বিন্দুচ্ছলে শ্রীরাধার দেহ হইতে যেন কুলধর্ম্ম-ধৈর্য্য-লজ্জাদিই সর্ব্বতোভাবে বহির্গত হইয়া গেল।"

৪১০। মতান্তর

উজ্জ্বলনীলমণিতে পূর্ব্বরাগের দশ-দশার ক্রমসম্বন্ধে মতান্তরের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে প্রথমে নয়ন-প্রীতি, তাহার পরে ক্রমশঃ চিন্তা, আসঙ্গ (আসক্তি), সঙ্কল্প (মনের দ্বারা কার্য্যোৎপাদনের কল্পনা), জাগর্য্যা, কৃশতা, বিষয়-নিবৃত্তি, লজ্জানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃতি—এই দশটী কামদশা প্রকটিত হয়। (ঐ-২৯)।

৪১১। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদিতে ব্রজসুন্দরী-প্রভৃতি নায়িকাদের যেমন পূর্ব্বরাগ জন্মে, ব্রজসুন্দরী-প্রভৃতির দর্শনাদিতে শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রূপ পূর্ব্বরাগ জন্মে। ব্রজসুন্দরী-প্রভৃতির পূর্ব্বরাগের উদাহরণ পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উদাহরণও তদনুরূপ ভাবে জানিতে হইবে। উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগেব দিগ্‌দর্শনরূপে একটীমাত্র উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

"উপারংসীদ্‌বংশীকলপরিমলোল্লাসরভসাদ্বিসস্মার স্ফারাং বিবিধকুসুমাকল্পরচনাম্।
জহৌ কৃষ্ণস্তৃষ্ণাং সহচর-চমূচারুচরিতে সখি ত্বদ্‌ভ্রূব্যালীচুলুকিতচলচ্চিত্তপবনঃ॥ ঐ-৩০॥

—(বৃন্দা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে সখি! তোমার ভ্রূরূপ ভুজঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ পবনকে পান করায় তিনি এক্ষণে বেণুনাদের উৎকর্ষজনিত কুতুহল হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন (বেণুবাদনে এখন তাঁহার আর কৌতুহল নাই), বিবিধ কুসুমের দ্বারা আকল্প-রচনা বিস্মৃত হইয়াছেন এবং সহচরদিগের সহিত তাঁহার পরমহৃদ্য লীলাবিনোদের স্পৃহাও তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

৪১২। মান (৪১২-১৬-অনু)

"দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥ উ, নী মান॥৩১॥

— পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত এবং একত্র অবস্থিত হইলেও নায়ক-নায়িকার অভীষ্ট আলিঙ্গন-বীক্ষণাদির (আলিঙ্গন, দর্শন, চুম্বন, প্রিয়-ভাষণাদির) প্রতিবন্ধক ভাবকে মান বলে।”

শ্লোকে “একত্র সতোরপি” বাক্যের অন্তর্গত “অপি”-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—পৃথক্ অবস্থানেও মান সম্ভব (টীকায় শ্রীজীবপাদ)।

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—“বিভাবাদিসম্বলিততয়া প্রকৃষ্টমাধুর্য্যশ্চেদিতি ভাবঃ।” তাৎপর্য্য—বিপ্রলম্ভ হইতেছে রস; মান হইতেছে বিপ্রলম্ভেরই একটী ভেদ; সুতরাং মানও রস। স্থায়িভাব বিভাবাদির সহিত মিলিত হইলেই রস হয়। মান হইতেছে নায়ক-নায়িকার এমন একটি ভাব, যাহা অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির প্রতিবন্ধক। শ্রীজীবপাদের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—যে ভাবটীকে মান বলা হয়, তাহা হইতেছে বিভাবাদির সম্মিলনে প্রকৃষ্ট মাধুর্য্যময় স্থায়িভাব। বিভাবাদির সহিত যদি সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে এই ভাবরূপ মানও রস হয়।

মানে সঞ্চারী ভাব

নির্ব্বেদ, শঙ্কা, অমর্ষ, চাপল, গর্ব, অসূয়া, অবহিত্থা, গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি হইতেছে মানের সঞ্চারিভাব (ঐ-৩১)।

মানের উত্তম আশ্রয়

“অস্য প্রণয় এব স্যান্মানস্য পদমুত্তমম্। ঐ-৩২॥

—প্রণয়ই হইতেছে এই মানের উত্তম আশ্রয়।” (৬।৪৭-অনুচ্ছেদে প্রণয়ের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—“প্রণয় এব পদমাশ্রয়ঃ। অন্যথা সঙ্কোচঃ স্যাৎ যত্র মানাখ্যো ভাবঃ পূর্ব্বং পশ্চাত্তু প্রণয়ো ভাবপ্রকরণোক্তানুসারেণ লভ্যতে। অত্র চ মানাখ্যোঽয়ং রসঃ প্রণয়াৎ পূর্ব্বং ন ভবতি প্রণয়ং বিনা তদ্ব্যক্তৌ শোভনানুপপত্তেঃ॥—প্রণয়ই হইতেছে মানের পদ বা আশ্রয়। অন্যথা সঙ্কোচ জন্মে। ভাবপ্রকরণে বলা হইয়াছে—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ইত্যাদি; এ-স্থলে মান হইতেছে প্রণয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেমস্তর। প্রণয়েই সঙ্কোচাভাব; প্রণয়ের পূর্ব্বে মান স্বীকার করিলে সঙ্কোচ থাকিবে; সঙ্কোচ থাকিলে মান-রস সম্ভব হয় না। আলোচ্য স্থলে মান-নামক রস প্রণয়ের পূর্ব্বে হইতে পারে না; কেননা, প্রণয় ব্যতীত মানের অভিব্যক্তি শোভন হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৪৯-অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মান দ্বিবিধ—সহেতু ও নির্হেতু

সোঽয়ং সহেতুনির্হেতুভেদেন দ্বিবিধো মতঃ॥ ঐ-৩২॥

—সহেতু ও নির্হেতু ভেদে মান দুই রকমের।”

৪১৩। সহেতু মান

“হেতুরীর্ষ্যা বিপক্ষাদের্বৈশিষ্ট্যে প্রেয়সা কৃতে।
ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোঽয়মীর্ষ্যামানত্বমৃচ্ছতি॥ ঐ-৩৩॥

—প্রিয় নায়ককর্তৃক বিপক্ষাদির (বিপক্ষ-নায়িকার বা তাঁহার সখীদের) বৈশিষ্ট্য (উৎকর্ষ) খ্যাপিত হইলে যে ঈর্ষ্যার উদয় হয়, সেই ঈর্ষ্যাই হইতেছে মানের হেতু বা কারণ। প্রণয়-প্রধান এই ঈর্ষ্যারূপ ভাবই ঈর্ষ্যামানত্ব প্রাপ্ত হয়।"

নায়ককর্তৃক প্রতিনায়িকাদির উৎকর্ষ-খ্যাপনে যে ঈর্ষ্যার উদয় হয়, তাহাতে প্রণয়েরই প্রাধান্য; কেননা, প্রণয় না থাকিলে ঈর্ষ্যার উদয় হইতে পারে না। প্রাচীন আচার্য্যগণও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

"স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যান্নের্ষ্যা চ প্রণয়ং বিনা।
তস্মান্মানপ্রকারোঽয়ং দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ॥ ঐ-৩৪॥

—(প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন) স্নেহব্যতিরেকে ভয় হয় না, প্রণয় ব্যতিরেকেও ঈর্ষ্যা হয় না। এজন্য এই মান-প্রকার হইতেছে (নায়ক ও নায়িকা-এই) উভয়ের প্রেম-প্রকাশক।"

এ-স্থলে স্নেহ ও ভয় উভয়ই হইতেছে নায়কের; আর প্রণয় এবং ঈর্ষ্যা হইতেছে নায়িকার। স্নেহ—নায়িকার প্রতি নায়কের চিত্তের আর্দ্রভাব। এই আর্দ্রভাব হইতে নায়কের ভয় জন্মে। নায়িকার প্রতি নায়কের স্নেহ আছে বলিয়া কৃতাপরাধ নায়ক নায়িকাকে ভয় করেন। আর, নায়ক-বিষয়ে নায়িকার প্রণয় আছে বলিয়া নায়ক কোনও অপরাধ করিলে নায়িকার ঈর্ষ্যা জন্মে। নায়কের ভয়ের কারণ হইতেছে তাঁহার নায়িকা-বিষয়ক স্নেহ; আর নায়িকার ঈর্ষ্যার কারণ হইতেছে তাঁহার নায়ক-বিষয়ক প্রণয়। নায়িকা-বিষয়ে নায়কের স্নেহ বা চিত্তার্দ্রভাব না থাকিলে নায়কের ভয় জন্মিতে পারে না; আবার নায়ক-বিষয়ে নায়িকার প্রণয় না থাকিলেও নায়িকার ঈর্ষ্যা জন্মিতে পারে না। নায়কের স্নেহ এবং নায়িকার প্রণয়-এই উভয়ই মানের মূল কারণ বলিয়া এই মান হইতেছে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমের পরিচায়ক।

এই প্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণিতে হরিবংশের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,

"রুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সঙ্কল্পয়ন্নিব। ভীতভীতোঽতিশনৈর্বিবেশ যদুনন্দনঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্ব্বিতা। অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্ষ্যাবশং গতেতি॥ ঐ-৩৫॥

—(দেবী সত্যভামা যখন তাঁহার সখীর মুখে শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত-পুষ্প দিয়াছেন, তখন তিনি ঈর্ষ্যাভরে অভিমানবতী হইয়াছিলেন। একথা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়াছিলেন, তাহাই উল্লিখিত হরিবংশ-শ্লোকে বলা হইয়াছে) দেবী সত্যভামা রুষিতাবৎ (বস্তুতঃ রুষিতা নহেন; কেননা, সত্যভামা প্রণয়বতী, তাঁহার রোষ সম্ভব নহে; তিনি রোষাভাসমতীই হইয়াছিলেন) হইলে যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি স্নেহবশতঃ সত্যভামা-সম্বন্ধে সঙ্কল্পের (সম্ভাবনার) মত কিছু করিতে করিতে (সত্যভামার মদ্বিষয়ক স্নেহ কি কিঞ্চিৎ শৈথিল্য প্রাপ্ত হইয়াছে? তাহার ফলেই কি তিনি অভিমানবতী হইয়াছেন?—ইত্যাদিরূপ ভাবিতে ভাবিতে। বস্তুতঃ সত্যভামা-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ সম্ভাবনাও গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় নাই; সম্ভাবনার আভাস করিতে করিতে) ভীতভীত হইয়া অতি ধীরে ধীরে

সত্যভামার গৃহে প্রবেশ করিলেন। রূপযৌবন-সম্পন্না এবং স্বীয় সৌভাগ্যে (শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আদরের পাত্রী বলিয়া) গর্ব্বিতা দেবী সত্যভামা (শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত-পুষ্প দিয়াছেন-একথা) শ্রবণমাত্রেই ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া অভিমানবতী হইয়াছিলেন।"

এই উদাহরণে প্রদর্শিত হইল যে—সত্যভামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের ভয় জন্মিয়াছিল (তিনি ভীতভীত হইয়া অতি ধীরে ধীরে সত্যভামার গৃহে গিয়াছিলেন)। আবার, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সত্যভামার প্রণয় আছে বলিয়াই তাঁহার ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন--"যে নায়িকার হৃদয়ে সুসখ্যাদি (৬৪০-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) বিরাজিত, তাঁহারই বিপক্ষের উৎকর্ষ সহ্য হয় না। এজন্য সত্যভামাব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মহিষীগণও রুক্মিণীর পারিজাত-প্রাপ্তির কথা শুনিয়া থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে সুসখ্যাদির অভাববশতঃ তাঁহারা মানবতী হয়েন নাই।"

বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য তিন রকমের—শ্রুত, অনুমিত এবং দৃষ্ট।

যে বৈশিষ্ট্য কাহারও মুখ হইতে শ্রবণ করা হয়, তাহা শ্রুত বৈশিষ্ট্য। ভোগচিহ্নাদি দেখিয়া যে বৈশিষ্ট্যের অনুমান করা হয়, তাহা অনুমিত বৈশিষ্ট্য। আর, যে বৈশিষ্ট্য সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা জানা যায়, তাহা দৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। ক্রমশঃ ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। **শ্রবণ**

"শ্রবণন্তু প্রিয়সখী-শুকাদীনাং মুখাদ্ ভবেৎ ॥ ঐ-৩৫ ॥

—প্রিয়সখী এবং শুকাদির মুখ হইতে বিপক্ষাদির বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রুত হইলে তাহাকে শ্রবণ (বা শ্রুত বৈশিষ্ট্য) বলে।"

(১) **সখীমুখ হইতে শ্রবণ**, যথা

"শশিমুখি মৃষা জল্পং শ্রুত্বা কঠোরসখীমুখাৎ প্রণয়িনি হরৌ মা বিশ্রম্ভং কৃথাঃ শিথিলং বৃথা।
পরিহর মনঃক্লান্তিং দেবি প্রসীদ মনোরমে তব মুখমনালোচ্য প্রেয়ান্ বনেঽদ্য বিশীর্য্যতি ॥ঐ- ৫॥

—(মানবতী মনোরমার প্রতি বৃন্দা বলিয়াছিলেন) হে শশিমুখি! কঠোরা সখীর মুখে মিথ্যা বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়ী শ্রীকৃষ্ণে তোমার বিশ্রম্ভ (অনুরাগ) অনর্থক শিথিল করিও না। হে দেবি! মনোরমে! মনের গ্লানি পরিত্যাগ কর, প্রসন্না হও; তোমার বদন দর্শন করিতে না পারিয়া তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ আজ বনমধ্যে বিশীর্ণ (গ্লানিযুক্ত) হইতেছেন।"

সখীমুখে বিপক্ষের উৎকর্ষ-শ্রবণে পট্টমহিষীদেরও যে মানের উদয় হয়, পূর্ব্বোদ্ধৃত হরিবংশ-বাক্যেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২) **শুকমুখ হইতে শ্রবণ**

"আস্তে কাচিদ্দয়িতকলহা ক্রূরচেতাঃ সখী তে কীরো বন্যঃ স্ফুটমিহ যয়া শ্যামলে পাঠিতোঽস্তি।
অত্র ব্যর্থে বিহগলপিতে সুষ্ঠু বিশ্রম্ভমাণা মানারম্ভে ন কুরু হৃদয়ং কাতরোঽস্মি প্রসীদ ॥ঐ-৩৬ ॥

—(শ্যামলা শুকমুখে শুনিলেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলার বিপক্ষযূথের প্রতি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন। তাহাতে শ্যামলা মানবতী হইলে তাঁহাকে প্রসন্ন করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শুকবাক্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য শ্যামলাকে বলিলেন) হে শ্যামলে! কলহপ্রিয়া ও ক্রূরচিত্তা তোমার এক সখী আছেন—যিনি নিশ্চয়ই এই বন্য শুককে পাঠ দিয়াছেন (মিথ্যা কথা শিখাইয়াছেন) ; এই পক্ষীটীর ব্যর্থ (মিথ্যা) বাক্যে অতিশয় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মানারম্ভে আর মন দিও না ; আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি ; তুমি প্রসন্ন হও।"

খ। অনুমিতি

"ভোগাঙ্ক-গোত্রস্খলন-স্বপ্নৈরনুমিতিস্ত্রিধা॥ ঐ-৩৬॥

—অনুমিতি তিন রকমের—ভোগাঙ্ক হইতে অনুমিতি, গোত্রস্খলন হইতে অনুমিতি এবং স্বপ্ন হইতে অনুমিতি।"

(১) ভোগাঙ্ক হইতে অনুমিতি

"ভোগাঙ্কো দৃশ্যতে গাত্রে বিপক্ষস্য প্রিয়স্য চ॥ ঐ-৩৬

—বিপক্ষ-নায়িকার এবং প্রিয় নায়কের অঙ্গে দৃষ্ট সম্ভোগ-চিহ্নকে ভোগাঙ্ক বলে।"

বিপক্ষ-গাত্রে ভোগাঙ্ক-দর্শন

"কালিন্দীতটধূর্ত্ত চাটুভিরলং নিদ্রাতু চন্দ্রাবলী খিন্নাঙ্গী ক্ষণমঙ্গনাদপসর ক্রুদ্ধাস্তি বৃদ্ধা গৃহে।
কিঞ্চিদ্বিস্মিতধাতুপত্রমকরীচিত্রেণ তত্রাধুনা সর্ব্বা তে ললিতাললাটফলকেনোদঘটিতা চাতুরী॥ঐ-৩৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত অনুসারে চন্দ্রাবলী কুঞ্জে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন অপেক্ষা করিতেছেন ; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ললিতার কুঞ্জে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আসিয়া নানাবিধ চাটুবাক্যে নিজের নির্দ্দোষতা-প্রমাণের চেষ্টা করিতেছেন ; তাহা দেখিয়া খণ্ডিতা চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা আক্ষেপ ও অমর্ষের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) ওহে কালিন্দীতটধূর্ত্ত! আর চাটুবাক্যের প্রয়োজন নাই, খিন্নাঙ্গী চন্দ্রাবলী ক্ষণকাল নিদ্রা যাউক ; তুমি এই অঙ্গন হইতে বাহির হইয়া যাও ; ক্রুদ্ধা হইয়া বৃদ্ধা গৃহে অবস্থান করিতেছেন। শুন, সম্প্রতি ললিতার ললাট-ফলক তোমার সমস্ত চাতুরী উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে! ললিতার ললাটফলকস্থ মৃগমদ-রচিত মকরাকৃতি চিত্রে তোমার ললাটস্থ গৈরিক-মনঃশিলাদি-নির্ম্মিত পত্রভঙ্গ ঈষদ্‌ বিস্মিত হইয়াছে!!"

ললিতার ললাটস্থ মৃগমদ-চিত্র পদ্মা চিনিতেন। শ্রীকৃষ্ণের ললাটস্থ গৈরিক-পত্রভঙ্গের উপরে সেই মৃগমদ-চিত্রের কিঞ্চিৎ ছাপ পড়িয়াছে। তাহাতে পদ্মা অনুমান করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ রজনীযোগে ললিতার সহিত বিহার করিয়াছেন—সুতরাং তিনি ললিতাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন।

প্রিয়গাত্রে ভোগাঙ্ক-দর্শন

"মুক্তাস্তর্নিমিষং মদীয়পদবীমুদ্বীক্ষমাণস্য তে
জানে কেশব রেণুভির্নিপতিতৈঃ শোণীকৃতে লোচনে।

শীতৈঃ কাননবায়ুভির্বিরচিতো বিম্বাধরে চ ব্রণঃ
সঙ্কোচং ত্যজ দেব দৈবহতয়া ন ত্বং ময়া দূষ্যসে ॥ ঐ-৩৭ ॥

—(ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খণ্ডিতা শ্রীরাধার উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ নাগকেশর-কুঞ্জে চন্দ্রাবলীর সহিত রজনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া সঙ্কোচের সহিত স্বীয় অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহার অঙ্গে তখনও ভোগাঙ্ক—রাত্রিজাগরণহেতু রক্তিম নয়ন, অধরে দন্তক্ষত-প্রভৃতি—বিরাজিত ; স্বীয় অপরাধজনিত ত্রাসবশতঃ এ-সমস্ত ভোগচিহ্নের অনুসন্ধান তখন শ্রীকৃষ্ণের ছিলনা। তাঁহার অপরাধ-ক্ষালনের চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার চেষ্টার ব্যর্থতা এবং অপরাধের যাথার্থ্য প্রদর্শনের জন্য বিপরীত-লক্ষণায় ভঙ্গীক্রমে শ্রীরাধা তাঁহাকে বলিলেন) হে কেশব ! আমি জানি, (তোমার কথা সত্যই বটে ! তোমার প্রেয়সীর সহিত বিনিদ্র-রজনী-বিলাসে তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে নাই ; পরন্তু) আমার পথের পানে তুমি যখন চাহিয়াছিলে, তখন উৎকণ্ঠাবশতঃ তোমার নয়নদ্বয়ের অন্তর্নিমেষও ছিলনা, (বহির্নিমেষের কথা আর কি বলিব) ; তোমার নিমেষহীন উন্মুক্ত নয়নে নাগকেশরের রেণুসমূহ নিপতিত হইয়াই তোমার নয়নদ্বয়কে রক্তবর্ণ করিয়া দিয়াছে !! (আর, তোমার বিম্বাধরে যে ক্ষত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও তোমার প্রেয়সীর দংশনজনিত নহে ; পরন্তু) বনমধ্যস্থ অতিশীতল বায়ুর প্রভাবেই তোমার বিম্বাধরে ক্ষত জন্মিয়াছে !!! অতএব হে দেব (শ্লেষে বহুনারীতে ক্রীড়ারত) ! (তোমার কোনও অপরাধই নাই ; সুতরাং সঙ্কোচেরও কোনও কারণ নাই) তুমি সঙ্কোচ পরিহার কর। আমি তোমাকে দোষ দিতেছিনা (তোমার কোনও দোষ নাই বরং) আমিই দৈবহতা (দুর্ভাগা) নারী।"

এই উদাহরণ হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ভোগচিহ্ন দেখিয়া শ্রীরাধা অনুমান করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য রমণীর সহিত বিহার করিয়াছেন—সুতরাং অন্য রমণীর প্রতি তিনি বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ প্রদান করিয়াছেন।

(২) গোত্র-স্খলন হইতে অনুমিতি

"বিপক্ষসংজ্ঞয়াহ্বানমীর্ষ্যাতিশয়কারণম্।
আসাং তু গোত্রস্খলনং দুঃখদং মরণাদপি ॥ ঐ-৩৭ ॥

—বিপক্ষ নায়িকার নাম-উচ্চারণপূর্ব্বক যে আহ্বান, তাহাকে বলে গোত্র-স্খলন। এই গোত্রস্খলন নায়িকাদের অত্যন্ত 'ঈর্ষ্যার কারণ হয় এবং ইহা তাঁহাদের পক্ষে মরণ অপেক্ষাও দুঃখপ্রদ।"

[এ-স্থলে "গোত্র"-শব্দের অর্থ "নাম"। অমরকোষ বলেন—"গোত্রং কুলে ধনে নাম্নি গোত্রস্তু ধরণীধরে।—গোত্র-শব্দে কুল, ধন, নাম এবং পর্ব্বত বুঝায়।]

"রাধামোহনমন্দিরাদুপগতশ্চন্দ্রাবলীমূচিবান্ রাধে ক্ষেমমিহেতি তস্য বচনং শ্রুত্বাহ চন্দ্রাবলী।
কংস ক্ষেমময়ে বিমুগ্ধহৃদয়ে কংসঃ ক্ব দৃষ্টস্ত্বয়া রাধা ক্বেতি বিলজ্জিতো নতমুখঃ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ ॥
—ঐ ৩৭ ধৃত বিল্বমঙ্গল-বাক্য।

—(শ্রীকৃষ্ণ রাধামোহন-নামক কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া সেই) রাধামোহন-নামক কুঞ্জ হইতে চন্দ্রাবলীর নিকটে আসিয়া চন্দ্রাবলীকে বলিলেন—'রাধে ! তোমার কুশল তো ?' ইহা শুনিয়া চন্দ্রাবলী বলিলেন—'অহে কংস ! কুশল।' (তখন শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে বলিলেন) 'অয়ি বিমুগ্ধহৃদয়ে ! কোথায় তুমি কংসকে দেখিলে ?', (তখন চন্দ্রাবলী বলিলেন) 'তুমি কোথায় রাধাকে দেখিলে ?'' (চন্দ্রাবলীর উত্তর শুনিয়া) শ্রীকৃষ্ণ (স্বীয় ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া) বিশেষরূপে লজ্জিত হইয়া মুখ অবনত করিলেন এবং (চন্দ্রাবলীর বাক্যচাতুরী দেখিয়া) তাঁহার মুখে মৃদুমন্দ হাস্যও উদিত হইল। এতাদৃশ (অর্থাৎ লজ্জাবনত-বদন এবং মৃদুমন্দহাস্যযুক্ত) শ্রীহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।''

চন্দ্রাবলীর সাক্ষাতে তাঁহার বিপক্ষা শ্রীরাধার নামোচ্চারণ হইতেছে এ-স্থলে গোত্রস্খলন। ইহা হইতে চন্দ্রাবলী অনুমান করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতেই বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ দান করিয়াছেন।

(৩) **স্বপ্ন-বাক্য হইতে অনুমিতি**

''হরের্বিদূষকস্যাপি স্বপ্নঃ স্বপ্নায়িতং মতঃ ॥ ঐ-৩৯ ॥

—শ্রীহরির এবং তাঁহার বিদূষকেরও স্বপ্নক্রিয়াকে (স্বপ্নাবস্থায় আচরণকে) স্বপ্ন বলে।''

শ্রীহরির স্বপ্নক্রিয়া

''শপে তুভ্যং রাধে ত্বমসি হৃদয়ে ত্বং মম বহি স্ত্বমগ্রে ত্বং পৃষ্ঠে ত্বমিহ ভবনে ত্বং গিরিবনে।
ইতি স্বপ্নে জল্পং নিশি নিশময়ন্তী মধুরিপোরভূত্তল্পে চন্দ্রাবলিরথ পরাবর্ত্তিতমুখী ॥ ঐ-৩৯ ॥

—(ক্রীড়াকুঞ্জে চন্দ্রাবলীর সহিত বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সহিতই একই শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নাবেশে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'হে রাধে ! তোমার শপথ করিয়া আমি বলিতেছি—তুমিই আমার হৃদয়ে বিরাজিত, তুমিই আমার বাহিরে, অগ্রভাগে, পৃষ্ঠদেশে বিরাজিত ; তুমিই আমার এই ভবনে, গোবর্দ্ধন-গিরিতে এবং বনে বিরাজিত।' রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ-মুখে এই স্বপ্নবাক্য শুনিয়া চন্দ্রাবলী সেই শয্যাতেই পরাবর্ত্তিতমুখী হইলেন (মুখ ফিরাইয়া রহিলেন)।''

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নবাক্য হইতে চন্দ্রাবলী অনুমান করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতেই বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ দান করিয়াছেন।

বিদূষকের স্বপ্ন

''অবঞ্চি চটুপাটবৈরঘভিদাদ্য পদ্মাসখী ততস্ত্বরয় রাধিকাং কিমিতি মাধবি ধ্যায়সি।
নিশম্য মধুমঙ্গলাদিতি গিরং পুরঃ স্বপ্নজাং বিদূনবদনা সখি জ্বলতি পশ্য চন্দ্রাবলী ॥ ঐ-৩৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াকুঞ্জে চন্দ্রাবলীর সহিত বিহার করিতেছেন। কুঞ্জের বাহিরে বেদীর উপরে শ্রীকৃষ্ণের বিদূষক মধুমঙ্গল নিদ্রিত আছেন। স্বপ্নাবেশে মধুমঙ্গল যাহা বলিলেন, অন্য কুঞ্জে অবস্থিতা শৈব্যা তাহা শুনিয়া তাঁহার কোনও সখীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। শৈব্যা তাঁহার সখীকে বলিলেন—মধুমঙ্গল স্বপ্নে বলিতেছেন) 'হে মাধবি ! আজ মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ চাটুবাক্যে পদ্মাসখী চন্দ্রাবলীকে বঞ্চিত করিয়াছেন ; অতএব তুমি শ্রীরাধাকে অভিসার করাইতে ত্বরান্বিত হও ;

তুমি কি চিন্তা করিতেছ ? (আর কোনও চিন্তা করিতে হইবেনা)।' মধুমঙ্গলের মুখে এই স্বপ্নজ বাক্য শুনিয়া, ঐ দেখ সখি! চন্দ্রাবলী ম্লানমুখী হইয়া সন্তপ্ত হইতেছেন।"

এ-স্থলেও মধুমঙ্গলের স্বপ্নবাক্য হইতে চন্দ্রাবলী অনুমান করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাতেই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন।

গ। **দর্শন**

"মিথ্যা মা বদ কন্দরে মম সখীং হিত্বা ত্বমেকাকিনীং
নিষ্ক্রান্তঃ পৃথুসম্ভ্রমেণ কিমপি প্রখ্যাপয়ন্ কৈতবম্।
দূরাৎ কিঞ্চিদুদঞ্চিতেন রসনাশব্দেন সাতঙ্কয়া
নিষ্ক্রম্যাথ তয়া শঠেন্দ্র পুলিনে দৃষ্টোঽসি রাধাসখঃ ॥ ঐ-৩৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-কন্দরে চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীরাধার কোনও সখীর গূঢ় ইঙ্গিত শুনিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া চন্দ্রাবলীকে বলিলেন—'প্রিয়ে! সন্ধ্যাকালে আমার একটী গাভীকে পাওয়া যায় নাই ; এক্ষণে দূরে যেন তাহার শব্দ শুনিতেছি; তুমি এই স্থানে অবস্থান কর ; সেই গাভীটীর অনুসন্ধান করিয়া আমি তোমার নিকটে আসিব।' ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কন্দরা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রাবলী দূরে ক্ষুদ্র ঘন্টিকার শব্দ শুনিতে পাইয়া শঙ্কিতচিত্তে কুঞ্জ হইতে বাহিরে আসিলেন এবং দূর হইতে দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছেন। তাহাতে চন্দ্রাবলী মানিনী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া চন্দ্রাবলীকে মানিনী দেখিয়া তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের জন্য চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলে চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা তিরস্কার-বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন) ওহে শঠচূড়ামণি! আর মিথ্যা কথা বলিও না। কি এক অদ্ভুত (গাভীসম্বন্ধীয়) কপট-বাক্য প্রখ্যাপিত করিয়া তুমি আমার সখী চন্দ্রাবলীকে কন্দরামধ্যে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত ত্বরান্বিত হইয়া কন্দরা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ। কিয়ৎ কাল পরে চন্দ্রাবলী শুনিলেন—দূরে রসনার (ক্ষুদ্রঘন্টিকার) ঈষৎ শব্দ হইতেছে, শঙ্কিত চিত্তে কন্দরা হইতে বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন—তুমি যমুনাপুলিনে শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছ।"

এ-স্থলে চন্দ্রাবলী স্বচক্ষে দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতেছেন—সুতরাং তিনি শ্রীরাধাতে বৈশিষ্ট্য দান করিতেছেন।

বিপক্ষা নায়িকার বৈশিষ্ট্য-দর্শনে যে ঈর্ষ্যামানের উদয় হয়, তাহা এই উদাহরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্রূপ বিপক্ষা নায়িকার পক্ষভুক্তা কোনও সখীর বৈশিষ্ট্য-দর্শনেও ঈর্ষ্যামানের উদয় হইতে পারে।

৪১৪। **নির্হেতু মান**

"অকারণাদ্ দ্বয়োরেব কারণাভাসতস্তথা। প্রোদ্যন্ প্রণয় এবায়ং ব্রজেন্নির্হেতুমানতাম্॥

আদ্যং মানং পরীণামং প্রণয়স্য জগুর্বুধাঃ। দ্বিতীয়ং পুনরস্যৈব বিলাসভরবৈভবম্।

বুধৈঃ প্রণয়মানাখ্য এষ এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ঐ-৪০-৪১॥

—কারণের অভাবে এবং কারণাভাসেও নায়ক ও নায়িকার এই প্রণয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নির্হেতু-মানতা প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ বলেন—আদ্য (অর্থাৎ সহেতু) মান হইতেছে প্রণয়ের পরিণাম এবং দ্বিতীয় (অর্থাৎ নির্হেতু) মান হইতেছে প্রণয়ের বিলাসাতিশয়রূপ বৈভব। পণ্ডিতগণ নির্হেতু মানকে প্রণয়-মান বলেন।"

সহেতু মান হইতেছে ঈর্ষ্যামান এবং নির্হেতু মান হইতেছে প্রণয়-মান।

সহেতু মান বা ঈর্ষ্যামান হইতেছে প্রণয়ের পরিণাম। কিন্তু ইহা কি রকম পরিণাম? টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—লোহিত বস্তুর সংযোগে স্ফটিক যেমন লোহিতত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঈর্ষ্যার সংযোগে প্রণয়ও ঈর্ষ্যামানত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ লোহিত বস্তুর সংযোগে স্ফটিক লোহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; বস্তুতঃ কিন্তু স্ফটিক লোহিত হইয়া যায় না; কেননা, লোহিত বস্তুকে দূরে সরাইয়া লইয়া গেলে স্ফটিক আর লোহিত বলিয়া মনে হয় না, পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছই থাকে। তদ্রূপ ঈর্ষ্যার সংযোগে প্রণয়ও ঈর্ষ্যাযুক্ত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বস্তুতঃ প্রণয় ঈর্ষ্যাযুক্ত হয় না; প্রণয়ে ঈর্ষ্যা প্রতিফলিত হয় মাত্র। এ-স্থলে লোহিত বস্তুর সংযোগে লোহিতত্ব-প্রাপ্ত স্ফটিক শুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিকের যে রকম পরিণাম, ঈর্ষ্যার সংযোগে সের্ষ্য প্রণয়ও প্রণয়ের সেই রকম পরিণাম। মণ্ডলাদি ভঙ্গিবিশেষ সর্পের যে রকম পরিণাম, সের্ষ্য প্রণয়ও প্রণয়ের সেই রকম পরিণাম। ইহা দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতির ন্যায় পরিণাম নহে; কেননা, দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হইলে পুনরায় দুগ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু ঈর্ষ্যার সংযোগে প্রণয় যে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাতে প্রণয়ের স্বরূপ বিকৃত হয় না; ঈর্ষ্যা দূরীভূত হইলে অবিকৃত প্রণয়ই থাকিয়া যায়। দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হইলে দুগ্ধের স্বরূপ বিকৃত হইয়া যায়। লোহিত বস্তুর সংযোগে স্ফটিকের স্বরূপ যেমন বিকৃত হয় না, তদ্রূপ ঈর্ষ্যার সংযোগেও প্রণয়ের স্বরূপ বিকৃত হয় না।

নির্হেতু মান বা প্রণয়-মান সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—ঈর্ষ্যার সংযোগ ব্যতীতই প্রণয়-মানের উদয় হয়; ইহা হইতেছে প্রণয়ের ছবিবিশেষের আকার সদৃশ; মালা যেমন কখনও কখনও সর্পরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ প্রণয়ও প্রণয়-মানরূপে প্রতীয়মান হয়। অন্য কোনও বস্তুর সংযোগ ব্যতীত প্রণয়ই স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ কখনও কখনও মানরূপে প্রতীয়মান হয়। এই প্রণয়মান হইতেছে প্রণয়েরই এক উৎকর্ষময় অবস্থা।

প্রেমের—সুতরাং প্রেমের স্তরবিশেষ প্রণয়ের—স্বরূপগত-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,

"অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতীতি॥-ঐ ৪২॥

—সর্পের গতি যেমন স্বভাবতঃই কুটিল, তদ্রূপ প্রেমের গতিও স্বভাবতঃই কুটিল। এজন্য কোনও হেতু থাকিলেও এবং হেতু না থাকিলেও নায়ক-নায়িকার মানের উদয় হয়।”

প্রেম হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী বাসনা ; সুতরাং প্রেমে বাম্য-বক্র ব্যবহারের অবকাশ থাকিতে পারে না ; কেননা, বাম্যাদি হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী বাসনার প্রতিকূল। তথাপি প্রেম (বা প্রণয়) কোনও কারণব্যতীতই কেন এবং কিরূপে বাম্য-বক্র-ব্যবহারময় মানে পরিণত হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে—প্রেমের গতি স্বভাবতঃই কুটিল। স্বাভাবিক কুটিলতা সম্বন্ধে “কেন” বা “কিরূপে” প্রশ্নের অবকাশ নাই। রসপুষ্টিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষময়ী প্রীতি বিধানের জন্যই প্রেমের এতাদৃশ স্বভাব ; সুতরাং ইহা প্রেমের স্বরূপবিরোধীও নহে।

নির্হেতু মানের ব্যভিচারিভাব

নির্হেতুমানে অবহিত্থাদি হইতেছে ব্যভিচারী ভাব।

যাহা হউক, উপরে উদ্ধৃত প্রাচীন-বাক্যে বলা হইয়াছে, নায়ক ও নায়িকা-এই উভয়েরই মান উদিত হইতে পারে। এ-স্থলে তাহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের নির্হেতু মান

“অব্যক্তস্মিতদৃষ্টিমর্পয় পুরঃ স্বল্পোঽপি মন্তুর্ন মে
পত্যুর্বঞ্চনপাটবাদ্ ব্রজপতে জ্যোৎস্নীনিশার্দ্ধং যযৌ।
শুভ্রালঙ্কৃতিভির্দ্রুতং পথি ময়া দূরং ততঃ প্রস্থিতে
সান্দ্রা চান্দ্রমরুদ্ধ বিম্বমচিরাদাকস্মিকী কালিকা॥ ঐ-৪৩॥

—(কোনও ব্রজদেবী সখীর সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্কেতকুঞ্জে পাঠাইয়াছেন ; কিন্তু সঙ্কেতকুঞ্জে উপস্থিত হইতে ব্রজদেবীর অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন ; কিন্তু অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্তও তাঁহার আগমন না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের মানের উদয় হইল। রজনীর এক প্রহর বাকী থাকিতে ব্রজদেবী কুঞ্জে উপনীত হইয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ মান করিয়া বসিয়া আছেন। তখন সেই ব্রজদেবী নিজের অপরাধহীনতা প্রতিপাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) হে ব্রজপতে ! (‘ব্রজপতি-নন্দন’ বলিয়া সম্বোধন করাই সঙ্গত ছিল ; কিন্তু সম্ভ্রমব্যাকুলতাবশতঃ ব্রজদেবী ‘ব্রজপতে’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ব্রজদেবী বলিলেন—যদি বাস্তবিকই তুমি মান করিয়া থাক, তাহা হইলে হাসিও না, হাসিতে পারিবেওনা , কিন্তু) সম্মুখভাগে উপনীতা আমার প্রতি হাস্যহীন-দৃষ্টিই নিক্ষেপ কর (নিভৃত স্থানে রজনীযোগে কোনও যুবতী যদি কোনও যুবকের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই যুবক অবশ্যই সেই যুবতীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকে। তুমিও আমার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত কর ; হাসিতে না পার যদি, হাসিহীন-দৃষ্টিই নিক্ষেপ কর। শ্রীকৃষ্ণের হাস্য-প্রকটনের উদ্দেশ্যে ব্রজদেবী একথা বলিলেন)। (আমার বিলম্বের জন্য) আমার কিঞ্চিন্মাত্রও অপরাধ নাই (আমি ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করি নাই ; তথাপি যে আমার বিলম্ব হইয়াছে, তাহার কারণ বলি, শুন)

পটুতার সহিত গৃহস্থ পতিকে (পতিম্মন্যকে) বঞ্চনা করিতে করিতে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর অর্দ্ধেক গত হইয়া গেল। তাহার পরে আমি (জ্যোৎস্নাভিসারের উপযোগী) শুভ্র বেশে দ্রুত বেগে বহির্গত হইয়া পড়িলাম ; অনেক দূরে আসার পরে অকস্মাৎ নিবিড় মেঘজালে চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, (জ্যোৎস্নার পরিবর্ত্তে নিবিড় অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। অন্ধকারের মধ্যে শুভ্রবেশে আসা যায় না। কাজেই আমাকে ঘরে ফিরিয়া গিয়া শুভ্রবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক তামসী রজনীব উপযোগী বেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। এ-সমস্ত কারণেই আমার বিলম্ব হইয়াছে, তুমিই বিচার করিয়া দেখ, আমার দোষ কোথায়?)"

এই উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের মানের পক্ষে যে কারণের অভাব আছে, তাহা বলা যায় না ; আবার বাস্তবিক কোনও কারণ যে আছে, তাহাও বলা যায় না : কেননা, ব্রজদেবী ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করেন নাই ; ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করিলেই বাস্তবিক কারণ থাকিত। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ইচ্ছাকৃত বিলম্বই মনে করিয়াছেন। এই উদাহণটী হইতেছে কারণাভাস-জনিত নির্হেতু মানের উদাহরণ।

কৃষ্ণপ্রিয়ার নির্হেতুমান

যথা উদ্ধবসন্দেশে :—

"তিষ্ঠন্ গোষ্ঠাঙ্গনভুবি মুহুর্লোচনান্তং নিধত্তে জাতোৎকণ্ঠস্তব সখি হরির্দেহলীবেদিকায়াম্।
মিথ্যামানোন্নতিকবলিতে কিং গবাক্ষার্পিতাক্ষী স্বান্তং হন্ত গ্লপয়তি বহিঃ প্রীণয় প্রাণনাথম্ ॥ঐ-৪৩॥

—(দিনান্তে শ্রীকৃষ্ণ বন হইতে গোষ্ঠে ফিরিয়া আসিতেছেন ; বিনা কারণে হঠাৎ শ্রীরাধা মানবতী হইয়া খেদান্বিত চিত্তে গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবস্থান করিলেন। তাহা দেখিয়া সখী শ্যামলা তাঁহাকে বলিলেন) সখি! শ্রীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠাবশতঃ তোমার দেহলীবেদিকায় (চত্বরের অগ্রবর্ত্তী পরিষ্কৃত স্থানের দিকে) দৃষ্টিকোণ নিক্ষেপ করিয়া গোষ্ঠাঙ্গন-ভূমিতে অবস্থান করিতেছেন। হে বৃথামানগ্রস্তে! গবাক্ষরন্ধ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তুমি কেন নিজের মনকে পরিতপ্ত করিতেছ? বাহিরে অবস্থিত তোমার প্রাণনাথের প্রীতি বিধান কর।"

শ্রীকৃষ্ণ যদি ইচ্ছা করিয়া গৃহে চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে মানের একটা কারণ থাকিত ; এ-স্থলে তাহা নাই। শ্রীকৃষ্ণ যদি অনিচ্ছাসত্ত্বে কোনও কারণে বাধ্য হইয়া চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও কারণের আভাস থাকিত, এ-স্থলে তাহাও নাই। শ্রীরাধার দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ তিনি সে-স্থানেই অপেক্ষা করিতেছিলেন ; সুতরাং এ-স্থলে শ্রীরাধার মান হইতেছে সম্পূর্ণরূপে কারণশূন্য—নির্হেতু।

"অহমিহ বিচিনোমি ত্বদ্‌গিরৈব প্রসূনং কথয় কথমকাণ্ডে চণ্ডি বাচংযমাসি।
বিদিতমুপাধিনালং রাধিকে শাধি কেন প্রিয়সখি কুসুমেন শ্রোত্রমুত্তংসয়ামি ॥ ঐ-৪৪॥

—(স্বাধীনভর্তৃকা শ্রীরাধার আদেশে শ্রীকৃষ্ণ পুষ্প-চয়ন করিতে গিয়াছেন ; পুষ্প-চয়নের পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—শ্রীরাধা মানবতী হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ

তাঁহাকে বলিলেন) হে চণ্ডি (অকারণ-কোপনে)! তোমার আদেশেই আমি এই স্থানে কুসুম-চয়ন করিতেছিলাম, কেন তুমি অকারণে বাচংযমা (মৌনাবলম্বিনী) হইয়াছ বল। হে রাধিকে! তোমার মানের কারণ জানিতে পারিলাম ; আর কপটতায় প্রয়োজন নাই। হে প্রিয়সখি! আদেশ কর, কোন্ কুসুমের দ্বারা তোমার কর্ণকে বিভূষিত করিব ?"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিই হইতেছে শ্রীরাধার মানের কারণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইচ্ছা করিয়া শ্রীরাধার নিকট হইতে দূরে যায়েন নাই ; সুতরাং এ-স্থলে মানের কোনও কারণ নাই। শ্রীরাধার আদেশেই শ্রীকৃষ্ণ গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতির হেতু হইতেছেন শ্রীরাধা নিজে ; এতাদৃশী অনুপস্থিতি হইতেছে কারণের আভাস। এই উদাহরণে কারণাভাসজনিত নির্হেতু মান প্রদর্শিত হইয়াছে।

নায়ক ও নায়িকা-উভয়ের যুগপৎ নির্হেতু মান

"কুঞ্জে তূষ্ণীমসি নতশিরাঃ কিং চিরাত্ত্বং মুরারে কিম্বা রাধে ত্বমসি বিমুখী মৌনমুদ্রাং তনোষি।
জ্ঞাতং জ্ঞাতং স্মিতবিমুষিতে কাপি বামস্তি যোগ্যা ক্রীড়াবাদে বলবতি যয়া ন দ্বয়োরেব ভঙ্গঃ ॥ ঐ-৪৫ ॥

—(কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতেছেন। এই ক্রীড়াসুখের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—'আমি অকস্মাৎ মান করিয়া দেখি, কি হয়।' শ্রীকৃষ্ণকে মান করিতে দেখিয়া শ্রীরাধাও ভাবিলেন—'ইনি যদি মিথ্যা মান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি কি মান করিতে পারি না ? মান তো আমাদেরই—রমণীদেরই—স্বধর্ম্ম, আমাদের দুই জনের মধ্যে কাহার মান আগে ভঙ্গ হয়, তাহা দেখিব।' এইরূপ ভাবিয়া শ্রীরাধাও মানবতী হইলেন। উভয়ের এইরূপ নির্হেতু মান আস্বাদন করিতে করিতে বৃন্দা বলিলেন) হে মুরারে! কেন তুমি কুঞ্জমধ্যে বহুক্ষণ যাবং নতশিরে তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিয়াছ ? হে রাধে! তুমিই বা কেন বিমুখী হইয়া মৌনমুদ্রা বিস্তার করিতেছ ? হে স্মিতবিমোহিতে (অপহৃত-স্মিতে)! বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। তোমাদের উভয়ের কোনও এক অনির্ব্বচনীয় অভ্যাস আছে, যাহার ফলে এই বলবান্ ক্রীড়াকলহে তোমাদের কাহারও মানভঙ্গ হইতেছে না।"

৪১৬। মানোপশম-প্রকার

ক। নির্হেতু মানের উপশান্তি

"নির্হেতুকঃ স্বয়ং শাম্যেৎ স্বয়ংগ্রাহস্মিতাদিভিঃ ॥ ঐ-৪৭

—স্বয়ংগ্রাহ-স্মিতাদিদ্বারা নির্হেতুক মান আপনা আপনিই উপশান্ত হয়।"

স্বয়ংগ্রাহস্মিতাদি—নায়ক নায়িকার নিকটে আসিয়া নায়িকাকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করা পর্য্যন্ত এবং নায়িকারও হাসি (হাসির উপলক্ষণে অশ্রুপাতাদি) পর্য্যন্তই নির্হেতু মানের স্থিতি।

অর্থাৎ নায়ক যদি নায়িকার নিকটে উপনীত হইয়া নায়িকাকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করেন, তাহা হইলেই নায়িকার হাসি (বা অশ্রু) প্রকটিত হয়, মানও উপশান্ত হয়।

"রোষস্তবাভূদ্‌যদি রাধিকেঽধিকস্তথাস্তু গণ্ডঃ কথমুচ্ছ্বসিত্যসৌ।
স্বনর্ম্মণেত্থং দুরপহ্নবস্মিতাং প্রিয়ামচুম্বৎ পশুপেন্দ্রনন্দনঃ॥ ঐ-৪৭॥

—(শ্রীরাধা নির্হেতুক মানে মানিনী হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন) 'হে রাধিকে! তোমার যদি অধিক রোষ হইয়া থাকে, তা হউক ; কিন্তু তোমার এই গণ্ড কেন উৎফুল্ল হইয়াছে ?'—শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ নর্ম্মবাক্যে শ্রীরাধা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না ; তখন পশুপেন্দ্র-নন্দন তাঁহাকে চুম্বন করিলেন।"

খ। সহেতুক মানের উপশান্তি

"হেতুর্যস্তু শমং যাতি যথাযোগ্যংপ্রকল্পিতৈঃ। সামভেদক্রিয়াদাননত্যুপেক্ষারসান্তরৈঃ॥
মানোপশমনস্যাঙ্কা বাষ্পমোক্ষস্মিতাদয়ঃ॥ ঐ-৪৭॥

—সাম, ভেদক্রিয়া, দান, নতি, উপেক্ষা এবং রসান্তর—যথাযোগ্য ভাবে প্রয়োজিত হইলে সহেতুক মান উপশান্ত হয়। বাষ্পমোক্ষণ এবং হাস্যাদিই মানোপশমের জ্ঞাপক।"

(১) সাম

"প্রিয়বাক্যস্য রচনং যত্তু তৎ সাম গীয়তে॥ ঐ-৪৭॥

—প্রিয়বাক্য-রচনাকে সাম বলে। অর্থাৎ মানিনী নায়িকার প্রতি নায়কের প্রিয়বাক্য-প্রয়োগকে সাম বলে।"

"জাতং সুন্দরি তথ্যমেব পৃথুনা রাধেঽপরাধেন মে কিন্তু স্বারসিকো মমাত্র শরণং স্নেহস্ত্বদীয়ো বলী।
ইত্যাকর্ণ্য গিরং হরের্নতমুখী বাষ্পাম্বুসাং ধারয়া সানঙ্গোৎসবরঙ্গমঙ্গলঘটৌ পূর্ণাবকার্ষীৎ কুচৌ॥ ঐ-৪৭॥

—(সাপরাধ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছেন। তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'হে সুন্দরি! হে রাধে! যথার্থই বটে, আমার গুরুতর অপরাধেই তোমার মান উদিত হইয়াছে ; কিন্তু আমার প্রতি তোমার স্বাভাবিক এবং বলবান্ স্নেহই আমার আশ্রয়।' শ্রীকৃষ্ণের এই প্রিয়বাক্য শ্রবণমাত্র শ্রীরাধা নতমুখী হইয়া অশ্রুধারায় অনঙ্গ-রঙ্গোৎসব-কৌতুকের মঙ্গলঘট-স্বরূপ কুচদ্বয়কে পরিপূর্ণ করিলেন।"

(২) ভেদ

"ভেদো দ্বিধা স্বয়ং ভঙ্গ্যা স্বমাহাত্ম্য-প্রকাশনম্।
সখ্যাদিভিরুপালম্ভপ্রয়োগশ্চেতি কীর্ত্যতে॥ ঐ-৪৭॥

—ভেদ দুই রকমের—ভঙ্গিক্রমে নিজে নিজের মাহাত্ম্য-প্রকাশন এবং সখীপ্রভৃতিদ্বারা উপালম্ভ-প্রয়োগ (দোষারোপ পূর্ব্বক হিতবাক্য প্রয়োগ)।"

ভঙ্গিক্রমে স্বমাহাত্ম্য-প্রকাশন

"রুক্ষা যন্ময়ি বর্ত্তসে ত্বমভিতঃ স্নিগ্ধেঽপি তে দূষণং
তত্রাস্তে ন হি কিন্তু তৎ কিল মমানৌচিত্যজাতং ফলম্।
যেন স্বস্তরুণীরুপেক্ষ্য চরমামপ্যাশ্রয়ন্তীর্দশাং
প্রেমার্ত্তং ব্রজযৌবতঞ্চ সুমুখি ত্বং কেবলং সেব্যসে॥ ঐ-৫০॥

—(মানিনী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) হে রাধে! আমি সর্ব্বতোভাবে স্নিগ্ধ হইলেও তুমি যে আমার প্রতি রুক্ষা হইয়াছ, ইহা তোমার দোষ নয়; কিন্তু ইহা হইতেছে আমারই অনুচিত কর্ম্মের ফল,—('দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা'-ইত্যাদি-বাক্যে তোমরাই যে দেবাঙ্গনাগণের দশমী দশার কথা বলিয়াছ) আমি যে দশমীদশা-প্রাপ্ত সেই দেবাঙ্গনাগণকে উপেক্ষা করিয়া কেবল তোমারই ভজনা করিয়াছি, সেই অনুচিত কর্ম্মেরই ফল। হে সুমুখি! তুমি কেবল প্রেমার্ত্ত ব্রজযুবতীত্বকেই সেবা করিতেছ (তুমি কেবল তোমার প্রেমপীড়াই অনুভব করিতেছ, আমার কথা একটুও ভাবিতেছনা)।"

এ-স্থলে ভঙ্গিক্রমে শ্রীকৃষ্ণ নিজের উৎকর্ষ খ্যাপিত করিয়াছেন। ভঙ্গী হইতেছে এই। "তোমরাই বলিয়াছ—আমার দর্শনে দেবাঙ্গনাগণ পর্য্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া দশমী দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে আমার দর্শনে দেবাঙ্গনাগণ পর্য্যন্ত দশমী দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা গোয়ালিনী হইয়া সেই আমার প্রতিই রুক্ষতা প্রদর্শন করিতেছ!"

সখীপ্রভৃতিদ্বারা উপালম্ভ প্রয়োগ

"কর্ত্তুং সুন্দরি শঙ্খচূড়মথনে নাস্মিন্নুপেক্ষোচিতা সর্ব্বেষামভয়প্রদানপদবীবদ্ধব্রতে প্রেয়সি।
ইত্যালিভিরলক্ষিতং মুরভিদা ভদ্রাবলী ভেদিতা নাসাগ্রে বরমৌক্তিকশ্রিয়মধাদস্রস্য সা বিন্দুনা॥ ঐ-৫০॥

—(শ্রীকৃষ্ণেরই অলক্ষিত অনুনয়-বিনয়ে কৃষ্ণপক্ষপাতিনী ভদ্রার সখীগণ মানিনী ভদ্রাকে বলিলেন) 'হে সুন্দরি! যিনি ব্রজবাসিমাত্রেরই অভয়-প্রদানরূপ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া শঙ্খচূড়কে বধ করিয়াছেন, সেই এই প্রিয়তমের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা উচিত নহে'—এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতে (ভদ্রার অজ্ঞাতসারে) সখীদ্বারা ভদ্রাবলীর ভেদ জন্মাইলে ভদ্রার অশ্রুধারা-প্রবাহ তাঁহার নাসাগ্রে গজমুক্তার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।"

(৩) দান

"ব্যাজেন ভূষণাদীনাং প্রদানং দানমুচ্যতে॥ ঐ-৫০॥

—কোনও ছলে ভূষণাদির প্রদানকে দান বলে।"

"কামো নাম সুহৃন্মমাস্তি ভবতীমাকর্ণ্য মৎপ্রেয়সীং
হারস্তেন তবার্পিতোঽয়মুরসি প্রাপ্নোতু সঙ্গোৎসবম্।
ইত্যুন্নম্য করং মুরদ্বিষি বদত্যুদ্ভিন্নসান্দ্রস্মিতা
পদ্মা মানবিনিগ্রহাৎ প্রণয়িনা তেনোদ্ভটং চুম্বিতা॥ ঐ-৫০॥

—মানিনী পদ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'পদ্মে! কাম-নামে আমার একজন সুহৃৎ আছেন; তুমি আমার

প্রেয়সী-একথা শুনিয়া তিনি এই হার তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন ; এই হার তোমার বক্ষঃস্থলের সঙ্গোৎসব লাভ করুক।'—বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক (যেন পদ্মার কণ্ঠে হার অর্পণ করিতেছেন—এইরূপ ভঙ্গী প্রকটিত করিয়া) শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পদ্মার মান উপশান্ত হইল এবং তাঁহার মুখে নিবিড় হাস্যও উদ্‌গত হইল। প্রণয়ী শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাকে উদ্ভটরূপে চুম্বন করিলেন।"

(৪) **নতি**

"কেবলং দৈন্যমালম্ব্য পাদপাতো নতির্মতা ॥ ঐ-৫০॥

—কেবল দৈন্য অবলম্বনপূর্ব্বক চরণে পতনকে নতি বলে।"

"ক্ষিতিলুঠিতশিখণ্ডাপীড়নারান্মুকুন্দে রচয়তি রতিকান্তস্তোমকান্তে প্রণামম্।
নয়নজলধারাভ্যাং কুর্ব্বতী বাষ্পবৃষ্টিং বরতনুরিহ মান-গ্রীষ্মনাশং শশংস ॥ ঐ-৫০॥

—(বৃন্দা কুন্দবল্লীকে বলিলেন) কামকোটি-কমনীয় মুকুন্দ কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া পালীর উদ্দেশ্যে স্বীয় ময়ূরপিঞ্ছশোভিত চূড়াটীকে ভূলুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিলে বরাঙ্গী পালী নয়ন-জলধারা-সমূহদ্বারা বাষ্পবারি বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার মানরূপ গ্রীষ্মঋতুর বিনাশ সাধন করিলেন।"

(৫) **উপেক্ষা**

"সামাদৌ তু পরিক্ষীণে স্যাদুপেক্ষাঽবধীরণম্।
উপেক্ষা কথ্যতে কৈশ্চিৎ তূষ্ণীম্ভাবতয়া স্থিতিঃ॥ ঐ-৫০॥

—সামাদি উপায় ব্যর্থ হইলে যে অবজ্ঞা জন্মে, তাহাকে বলে উপেক্ষা। কেহ কেহ বলেন, তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতিই উপেক্ষা।"

"সূনুর্বল্লভ এষ বল্লবপতেস্তত্রাপি বীরাগ্রণী তত্রাপি স্মরমণ্ডলীবিজয়িনা রূপেণ বিভ্রাজিতঃ।
সখ্যঃ সম্প্রতি রুক্ষতা পৃথুরিয়ং তেনাত্র ন শ্রেয়সে দূরে পশ্যত যাতি নিষ্ঠুরমনাঃ কা যুক্তিরত্রোচিতা ॥
—ঐ-৫১॥

—(কোনও কৃষ্ণপ্রেয়সী দুর্জয়-মানবতী হইয়াছেন, সামাদি কোনও উপায়েই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মান ভঞ্জন করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন-পূর্ব্বক দূরে চলিয়া যাওয়া মাত্রই তাঁহার মান উপশান্ত হইল। তখন সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী স্বীয় অযোগ্য ব্যবহারের প্রতিবিধানের নিমিত্ত তাঁহার সখীদিগের নিকটে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিতেছেন) হে সখীগণ! ইনি তো আমার বল্লভ (সুতরাং তাঁহার প্রতি রুক্ষ ব্যবহার আমার পক্ষে অনুচিত হইয়াছে); তাহাতেও আবার ইনি হইতেছেন গোপরাজ-নন্দন (সুতরাং আমাদের পরম আদরণীয়); তাহাতেও আবার ইনি বীরাগ্রগণ্য (দৈত্যবধাদি এবং গোবর্দ্ধন ধারণাদি দ্বারা সমস্ত ব্রজবাসীর কত উপকার করিয়াছেন); তাহার উপরে আবার ইনি কোটিকন্দর্পবিজয়ী রূপে শোভমান। হে সখীগণ! এ-সমস্ত কারণে আমার মনে হইতেছে, তাঁহার প্রতি আমি যে অত্যন্ত রূক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা মঙ্গলজনক হইবেনা। ঐ দেখ, ইনি নিষ্ঠুরমনা হইয়া দূরে চলিয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায়, কি যুক্তি সমুচিত হয়, তাহা বল।'

এই উদাহরণে অবজ্ঞারূপ উপেক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে।

"মানে মুহুর্নতিভিরপ্যতিদুর্নিবারে বাচংযমব্রতমহং তরসাগ্রহীষম্।
বাষ্পং ততো বিকিরতী নিজগাদ পদ্মা পৌষ্পং রজঃ পতিতমত্র দৃশোর্মমেতি ॥ ঐ-৫১॥

—(শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন, হে সখে !) মুহুর্মুহু প্রণাম করার পরেও যখন দেখিলাম যে, পদ্মার মান অতি দুঃসাধ্যই রহিয়াছে, তখন আমি সহসা মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম। তাহাতে পদ্মার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু ক্ষরণ হইতে লাগিল ; কিন্তু পদ্মা বলিলেন—'আমার চক্ষুতে পুষ্প-পরাগ পতিত হইয়াছে।"

এ-স্থলে তূষ্ণীম্ভাব উদাহৃত হইয়াছে।

অন্যপ্রকার উপেক্ষা

অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক দূরে গমন এবং তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ব্যতীত অন্য প্রকারের উপেক্ষার কথাও কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন।

"প্রসাধনবিধিং মুক্ত্বা বাক্যৈরন্যার্থসূচকৈঃ।
প্রসাদনং মৃগাক্ষিণামুপেক্ষেতি স্মৃতা বুধৈঃ ॥ ঐ-৫১॥

—সামাদিমার্গে প্রসন্নতা-বিধান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যার্থসূচক বাক্যদ্বারা মৃগাক্ষীদিগের মান-প্রসাদনকে পণ্ডিতগণ উপেক্ষা বলিয়া থাকেন।"

"ধম্মিল্লে নবমালতী পরিচিতা সব্যে চ শব্দগৃহে
মল্লী সুন্দরি দক্ষিণে তু কতরৎ পুষ্পং তব ভ্রাজতে।
অঘ্রেয়ং পরিচেতুমিত্যুপহিতে ব্যাজেন নাসাপুটে
গণ্ডোদ্যৎপুলকা বিহস্য হরিণা চন্দ্রাবলী চুম্বিতা ॥ ঐ-৫১॥

—(চন্দ্রাবলী মানবতী হইয়াছেন। তাঁহার মান-প্রসাদনের জন্য সামাদি উপায় অবলম্বন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন) হে সুন্দরি! তোমার ধম্মিল্লে (খোঁপায়) যে নবমালতী আছে এবং বাম কর্ণে যে মল্লী আছে, তাহারা আমার পরিচিত ; কিন্তু দক্ষিণ কর্ণে কি জাতীয় পুষ্প আছে, তাহা জানিবার জন্য আমি একবার তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করি—এইরূপ ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর গণ্ডে স্বীয় নাসাপুট অর্পণ করিলে চন্দ্রাবলীর গণ্ডে পুলকোদ্‌গম হইল। (মান দূরীভূত হইল) ইহা দেখিয়া সহাস্যে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে চুম্বন করিলেন।"

(৬) রসান্তর

"আকস্মিকভয়দীনাং প্রস্তুতিঃ স্যাদ্‌রসান্তরম্।
যাদৃচ্ছিকং বুদ্ধিপূর্ব্বমিতি দ্বেধা তদুচ্যতে ॥ ঐ-৫১॥

—অকস্মাৎ প্রবৃত্ত ভয়াদির প্রস্তুতি (সদ্ভাব) হইতেছে রসান্তর। এই রসান্তর দুই রকমের—যাদৃচ্ছিক এবং বুদ্ধিপূর্ব্ব।"

যাদৃচ্ছিক রসান্তর

"উপস্থিতমকস্মাদ্ যত্তদ্ যাদৃচ্ছিকমুচ্যতে ॥ ঐ-৫১॥

—কোনওরূপ প্রয়াস ব্যতীত যাহা অকস্মাৎ উপস্থিত হয়, তাহাকে বলে যাদৃচ্ছিক।"

"অপি গুরুভিরুপায়ৈরন্য সামাদিভির্যা লবমপি নমৃগাক্ষী মানমুদ্রামভাঙ্ক্ষীৎ।

হরিমিহ পরিরেভে সা স্বয়ংগ্রাহমগ্রে নবজলধরনাদৈর্ভীষিতা পশ্য ভদ্রা॥ ঐ-৫১॥

—(মানবতী ভদ্রার সখীগণ পরস্পর বলিতেছেন—অহে সখীগণ) এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ। সামাদি গুরুতর উপায়ের দ্বারাও মৃগাক্ষী পদ্মা যে মানমুদ্রা কিঞ্চিন্মাত্রও ভঙ্গ করেন নাই, তাহা কিরূপে হঠাৎ ভঙ্গ হইল দেখ। অকস্মাৎ নবজলধরের গর্জ্জনে ভীতা হইয়া ভদ্রা নিজেই স্বীয় ভুজদ্বয় দ্বারা শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিলেন।"

এ-স্থলে অকস্মাৎ মেঘগর্জ্জন হইতেছে যাদৃচ্ছিক রসান্তর।

বুদ্ধিপূর্ব্ব রসান্তর

„বুদ্ধিপূর্ব্বন্তু কান্তেন প্রত্যুৎপন্নধিয়া কৃতম্॥ ঐ-৫১॥

—প্রত্যুৎপন্নমতিদ্বারা নায়িকার মান-ভঞ্জনের জন্য নায়ক যাহা করেন, তাহাকে বলে বুদ্ধিপূর্ব্ব রসান্তর।"

"পাণৌ পঙ্কমুখেন দুষ্টকৃমিণা দষ্টোঽস্মি রোষাদিতি
ব্যাজাৎ কূণিতলোচনং ব্রজপতৌ ব্যাভুজ্য বক্ত্রং স্থিতে।
সদ্যঃ প্রোজ্ঝিতরোষবৃত্তিরসকৃৎ কিং বৃত্তমিত্যাকুলা
জল্পন্তী স্মিতবন্ধুরাস্যমমুনা গান্ধর্ব্বিকা চুম্বিতা॥ ঐ-৫২॥

—(বৃন্দা পৌর্ণমাসীর নিকটে বলিলেন—কোনও প্রকারেই দুর্জয়মানবতী শ্রীরাধার প্রসন্নতা বিধান করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাবে এক উপায়ের সৃষ্টি করিলেন। ভয়ত্রাসজনিত বেদনার অভিনয় করিয়া ভগ্নস্বরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'দুষ্ট কীট পঙ্কবদন (সর্প) রুষ্ট হইয়া আমার হস্তে দংশন করিয়াছে'—ইহা বলিয়া ব্রজপতি-নন্দন ছলপূর্ব্বক মুখ বক্র করিয়া সঙ্কুচিতলোচনে অবস্থান করিলে, গান্ধর্বিকা তৎক্ষণাৎ তাঁহার রোষবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক (মানকে দূরীভূত করিয়া) ব্যাকুলতার সহিত পুনঃপুনঃ 'কি হইল কি হইল'-বলিতে থাকিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চুম্বন করিলেন এবং তাঁহার (শ্রীরাধার) মুখেও মধুর হাস্যের উদয় হইল।"

দেশ-কালাদির প্রভাবে এবং মুরলী-শ্রবণে মানোপশান্তি

"দেশকালাদিবলেনৈব মুরলীশ্রবণেন চ।
বিনাপ্যুপায়ং কাপ্যেষ লীয়তে ব্রজসুভ্রুবাম্॥ ঐ-৫৩॥

—সামদানাদি অন্য কোনও উপায় ব্যতীতও কোনও কোনও স্থলে দেশ-কালাদির প্রভাবেই এবং মুরলী-শ্রবণেও ব্রজসুন্দরীদিগের মান লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

(১) দেশপ্রভাবে মানোপশম

"অলঙ্কীর্ণং চন্দ্রাবলিরলিঘটাঝঙ্কৃতিভরৈঃ পুরো বৃন্দারণ্যং কিমপি কলয়ন্তী কুসুমিতম্।

হরিঞ্চ স্মেরাস্যং প্রিয়কতরুমূলে প্রিয়মিতঃ স্খলন্মানা সখ্যামদিশত সতৃষ্ণং দৃশমসৌ ॥ ঐ-৫৪॥

—(মানবতী চন্দ্রাবলীর প্রসন্নতা-লাভ সম্বন্ধে ভদ্রার নিকটে বৃন্দা বলিলেন – হে ভদ্রে ! মানিনী চন্দ্রাবলী বৃন্দাবনে গিয়াছেন ; সে-স্থানে) দেখিলেন—কুসুম-শোভিত বৃন্দাবন ভ্রমরসমূহের ঝঙ্কারভরে অতি মুখরিত ; আবার কদম্বতরুমূলে হাস্যবদন প্রিয় হরিকেও দেখিলেন। ইহাতেই চন্দ্রাবলীর মান স্খলিত হইয়া গেল ; তিনি তখন স্বীয় সখীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।"

এ-স্থলে বৃন্দাবনের শোভাদর্শনই হইতেছে মানোপশান্তিত্ব মুখ্য হেতু ; শ্রীকৃষ্ণের দর্শন আনুষঙ্গিক হেতু মাত্র।

(২) কালপ্রভাবে মানোপশান্তি

"শরদি মধুরমূর্ত্তিঃ পশ্য কান্তিচ্ছটাভিঃ স্নপয়তি রবিকন্যাতীরবন্যাং সুধাংশুঃ।

ইতি নিশি নিশময্য ব্যাহৃতিং দূতিকায়াঃ স্মিতরুচিভিরতানীত্তত্র রাধা প্রসাদম্ ॥ ঐ-৫৪॥

—(বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিলেন, হে কৃষ্ণ ! শ্রীরাধা মানিনী হইয়া কুঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে দূতী আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন) 'ঐ দেখ, মধুরমূর্ত্তি সুধাংশু স্বীয় কান্তিচ্ছটাদ্বারা যমুনা-তীরবর্ত্তী বনসমূহকে স্নাপিত করিতেছে'—রাত্রিকালে দূতীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়াই শ্রীরাধা মধুর হাস্যরুচিদ্বারা প্রসন্নতা বিস্তার করিলেন (তাঁহার মান দূরীভূত হইল)।"

শরৎ-কালের প্রভাবই এ-স্থলে মানোপশান্তির হেতু।

(৩) মুরলীশব্দে মানোপশান্তি

"যদি রোষং ন মুঞ্চসি ন মুঞ্চ মম দেবি নাত্র নির্বন্ধঃ।

ফুৎকৃতিবিধূতমানঃ স ভবতি বিজয়ী হরের্বেণুঃ ॥ ঐ-৫৪॥

—(মানিনী শ্রীরাধাকে তাঁহার কোনও সখী বলিলেন) হে দেবি ! তুমি যদি রোষ পরিত্যাগ না কর, তবে তাহা না-ই কর ; আমার তাহাতে কোনও নির্বন্ধ (আগ্রহ) নাই ; ফুৎকার দ্বারা তোমার মান বিধূত (দূরীভূত) হইলে শ্রীকৃষ্ণের বেণুই বিজয়ী হইবে।"

এ-স্থলে সখী বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিলেই মান দূরীভূত হইবে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণে প্রদর্শিত হইতেছে—বেণুধ্বনি-শ্রবণে মান উপশান্ত হইয়াছে।

"মানস্যোপাধ্যায়ি প্রসীদ সখি রুন্ধি মে শ্রুতিদ্বন্দ্বম্।

অয়মুচ্চাটনমন্ত্রং সিদ্ধো বেণুর্বনে পঠতি ॥ ঐ-৫৪॥

—(ক্রোধের সহিত শ্রীরাধা ললিতাকে বলিলেন) হে মান-শিক্ষার উপাধ্যায়নি ! সখি ! প্রসন্ন হও ; আমার কর্ণদ্বয়কে রুদ্ধ কর। শ্রীকৃষ্ণের এই সিদ্ধ বেণু বনমধ্যে উচ্চাটন-মন্ত্র পাঠ করিতেছে (যেন আমি সে ধ্বনি শুনিতে না পাই, তজ্জন্য আমার কর্ণদ্বয় রুদ্ধ কর ; তোমার শিক্ষানুসারে যে মান গ্রহণ করিয়াছি, বেণুধ্বনি শুনিয়া তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছিনা)।"

৪১৬। হেতুতারতম্যভেদে মানের প্রকার-ভেদ

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, হেতুর তারতম্য অনুসারে মানেরও তারতম্য হইয়া থাকে ; এইরূপে মানের তিনটী ভেদ হইয়া থাকে – লঘু, মধ্যম এবং মহিষ্ঠ (ঐ-৫৪)।

যে মান অল্পায়াসে সুসাধ্য হয়, তাহাকে বলে **লঘুমান**। যে মান যত্নে সাধ্য হয়, তাহার নাম **মধ্যমমান**। আর, সামাদি উপায়ের প্রয়োগেও যে মান দুঃসাধ্য হয়, তাহাকে বলে **মহিষ্ঠ** (দুর্জয় বা প্রৌঢ়) **মান** (ঐ-৫৫)।

৪১৭। প্রেমবৈচিত্ত্য

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥ উ, নী, প্রেমবৈচিত্ত্য ॥৫৭॥

—প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাববশতঃ প্রিয়তমের সন্নিধানে অবস্থিত থাকিয়াও বিরহবুদ্ধিবশতঃ যে আর্ত্তি, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে।"

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"প্রেমবৈচিত্ত্য হইতেছে প্রেমজনিত বৈচিত্ত্য (বিচিত্ততা), তন্ময়তাবশতঃ চিত্তের অন্যথা ভাব।"

টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"শ্লোকস্থ 'প্রেমোৎকর্ষ'-শব্দে স্থায়িভাব 'অনুরাগকে' বুঝায় ; সেই অনুরাগও আবার তৃষ্ণাতিপ্রাবল্যমূলক—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে অতিশয়-তৃষ্ণামূলক অনুরাগই হইতেছে এ-স্থলে প্রেমোৎকর্ষ। অনুরাগের স্বভাব হইতেছে এই যে—সর্ব্বদা অনুভূত বস্তুকেও অননুভূত বলিয়া প্রতীয়মান করায়—সুতরাং প্রিয় বা লোভনীয় বস্তুর অনুভবের জন্য যে তৃষ্ণা, অনুরাগে তাহা কখনও প্রশমিত হয় না। এই তৃষ্ণা যখন চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখনই প্রেম-বৈচিত্ত্যের উদয় হয়। অনুরাগ-দশায় কখনও বুদ্ধিবৃত্তি এত সূক্ষ্মতা লাভ করে যে, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার গুণ-মাধুর্য্যাদিকে একই সময়ে অনুভব করাইতে পারেনা—যখন শ্রীকৃষ্ণের অনুভব জন্মায়, তখন তাঁহার গুণাদির অনুভব জন্মায় না ; আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির অনুভব জন্মায়, তখন শ্রীকৃষ্ণের অনুভব জন্মায় না ; অতি সূক্ষ্ম সূচী যেমন বস্ত্রের একটীমাত্র সূক্ষ্ম সূত্রকেই বিদ্ধ করিতে পারে দুই বা ততোঽধিক সূত্রকে বিদ্ধ করিতে পারে না, তদ্রূপ।"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগকালে নায়িকার বুদ্ধিবৃত্তি যখন শ্রীকৃষ্ণের গুণাদিতে প্রবিষ্ট হয়, তখন গুণাদির স্মৃতিতেই নায়িকা তন্ময়তা লাভ করেন, শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের কথা আর তখন মনে থাকে না। পরে, 'যাঁহার গুণাদি এতাদৃশ, সেই শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ?'—এইরূপ আবেশবশতঃ গুণাদিকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানেই বুদ্ধি প্রবিষ্ট হয়, নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে এমনই তন্ময়তা লাভ করেন যে, সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকেও দেখিতে পায়েন না। (কেননা, বুদ্ধিবৃত্তি তখন কেবল অনুসন্ধানেই তন্ময়তা লাভ করে ; সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হয় না ; তাহার ফলে চক্ষু

শ্রীকৃষ্ণের উপর পতিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টির গোচরীভূত হয়েন না ; যেহেতু, বুদ্ধির সহিত যুক্ত না হইলে কোনও ইন্দ্রিয়ই কার্য্যকর হইতে পারেনা। 'শ্রীকৃষ্ণ কোথায়?'—এইরূপ ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় —'শ্রীকৃষ্ণ দূরে চলিয়া গিয়াছেন', তখন মন বা বুদ্ধি দূরেই শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে থাকে, সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণের উপর নয়ন পতিত হইলেও নয়নের সহিত মনের বা বুদ্ধির যোগ থাকেনা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টির গোচরীভূত হয়েন না। এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ দূরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হওয়ায়, তখন বিরহের উদয় হয়। এই বিরহজনিত যে আর্ত্তি তখন চিত্তে উদিত হয়, তাহাকেই বলে প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রেমজনিত বিচিত্ততা)।"

প্রেমবৈচিত্ত্য নির্হেতুকও হইতে পারে এবং কারণাভাস-জনিতও হইতে পারে। (চক্রবর্ত্তিপাদ)।

ক। নির্হেতুক প্রেমবৈচিত্ত্য

"আভীরেন্দ্রসুতে স্ফুরত্যপি পুরস্তীব্রানুরাগোত্থয়া
বিশ্লেষজ্বরসম্পদা বিবশধীরত্যন্তমুদ্‌ঘূর্ণিতা।
কান্তং মে সখি দর্শয়েতি দশনৈরুদ্‌গূর্ণশস্পাঙ্কুরা
রাধা হন্ত তথা ব্যচেষ্টত যতঃ কৃষ্ণোঽপ্যভূদ্‌বিস্মিতঃ॥ ঐ-৫৮॥

—(শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্য দর্শন করিয়া বৃন্দা পৌর্ণমাসী দেবীকে বলিলেন) ব্রজেন্দ্রনন্দন সম্মুখেই বিরাজমান থাকিলেও তীব্র অনুরাগ হইতে উত্থিত বিচ্ছেদজ্বরের আতিশয্যে শ্রীরাধা বিবশবুদ্ধি হইয়া অত্যন্ত ঘূর্ণাগ্রস্ত হইলেন এবং 'হে সখি! আমার প্রাণকান্তকে একবার দেখাও'-এইরূপ বলিয়া দন্তদ্বারা তৃণাঙ্কুর ধারণপূর্ব্বক এতাদৃশী চেষ্টা প্রকটিত করিলেন, যাহাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও বিস্মিত হইলেন।"

খ। কারণাভাসজনিত প্রেমবৈচিত্ত্য

বিদগ্ধমাধবে:—

"সমজনি দবাদ্‌বিত্রস্তানাং কিমার্ত্তরবো গিরাং ময়ি কিমভবদ্‌বৈগুণ্যং বা নিরঙ্কুশমীক্ষিতম্।
ব্যরচি নিভৃতং কিম্বা হূতিঃ কয়াচিদভীষ্টয়া যদিহ সহসা মামত্যাক্ষীদ্‌বনে বনজেক্ষণঃ॥ ঐ-৫৯॥

—(সখীগণসমভিব্যহারে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছেন। শ্রীরাধার মুখসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখে পতিত হইতেছে ; শ্রীরাধা ভ্রমরগণকে বিতাড়িত করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মধুমঙ্গল বলিলেন —'মধুসূদন (ভ্রমর) চলিয়া গিয়াছে'-ইহা শ্রবণ করিয়া মধুমঙ্গলোচ্চারিত 'মধুসূদন'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই মনে করিয়া প্রেমোৎকর্ষজনিত প্রেমবৈচিত্ত্যবশতঃ শ্রীরাধা বলিলেন—মধুসূদন কৃষ্ণ আমাকে এ-স্থানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন কেন? তবে) দাবানল-ত্রস্ত গোপগণের আর্ত্তরব উত্থিত হইয়াছিল কি? অথবা, শ্রীকৃষ্ণ কি আমার কোনও নিরঙ্কুশ (স্বাতন্ত্র্যজনিত) বৈগুণ্য (দোষ) দর্শন করিয়াছেন? অথবা, তাঁহার কোনও অভীষ্টা (অথচ আমার

বিপক্ষা) কোনও নায়িকা কি নিভৃতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছেন ? কেননা, সেই কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে হঠাৎ এই বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। (উল্লিখিত কারণসমূহব্যতীত তিনি যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা তো মনে হয় না)।"

গ। **পট্টমহিষীদিগের প্রেমবৈচিত্ত্য**

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—স্থলবিশেষে অনুরাগ কোনও এক অনির্বাচ্য বিলাস (বৈচিত্রী) প্রাপ্ত হইয়া প্রেমবতী নায়িকার চিত্তে স্পষ্টরূপে এমন ভাব জন্মায়, যাহাতে সেই নায়িকা মনে করেন—তাঁহার যে প্রেষ্ঠজন এতক্ষণ তাঁহার পার্শ্বেই বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাকে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। পট্টমহিষীগণের যে এইরূপ অবস্থা (প্রেমবৈচিত্ত্য) জন্মে, বোপদেব স্বীয় মুক্তাফল-গ্রন্থে তাহা দেখাইয়াছেন। যথা,

"কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ শ্রীভা, ১০।৯০।১৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতে করিতে মহিষীগণ তদ্‌গতচিত্তা হইয়া প্রেমবৈবশ্য-হেতু বিরহ-স্ফূর্ত্তিবশতঃ তাঁহারই চিন্তা করিতে করিতে প্রেমবিহ্বলতার সহিত কুররীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন)—হে কুররি ! আমাদিগের পতি দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ জগতের কোনও নিভৃতস্থলে গুপ্তভাবে নিদ্রা যাইতেছেন ; আর তুমি নিদ্রাশূন্য হইয়া বিলাপ করিতেছ—শয়ন করিতেছ না। (ইহা তোমার অনুচিত, তোমার বিলাপে শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে ; অথবা তোমার বিলাপের বোধ হয় কারণ আছে ; আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি) হে সখি ! আমাদেরই ন্যায় তুমিও কি কখনও কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যযুক্ত উদার লীলাকটাক্ষদ্বারা গাঢ়ভাবে বিদ্ধচিত্ত হইয়াছ ?"

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগের প্রেম-বৈচিত্ত্যের একটী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতেছেন ; রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কটাক্ষ-হাস্য-পরিহাসাদি দ্বারা মহিষীদিগের চিত্ত সম্যক্‌রূপে হরণ করিলেন ; তাঁহাদের চিত্তও সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট হইয়া গেল, নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির ধ্যান করিতে করিতে তাঁহারা যেন বিভোর হইয়া গেলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটেই আছেন, তথাপি ধ্যানমগ্নচিত্তে ক্ষণকাল নিঃশব্দে অবস্থানের পরে তাঁহাদের মনে হইল—শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাদের নিকটে নাই, যেন তিনি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোনও নিভৃত স্থানে যাইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল ; আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহার নিদ্রাসুখের কথা ভাবিয়া একটু যেন তৃপ্তিও পাইতেছিলেন। এমন সময় একটী কুররী ডাকিয়া উঠিল ; কুররীর ডাক শুনিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা হইল—কুররীর ডাকে পাছে বা প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়, পাছে তিনি তাঁহার নিদ্রাসুখ হইতে বঞ্চিত হয়েন। তাই তাঁহারা কুররীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কুররি ! শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রামসুখ অনুভবের নিমিত্ত নিদ্রিত হইয়াছেন—পাছে কেহ তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়, তাই বোধ হয় তিনি

গুপ্তবোধঃ—অপরের অজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিয়া গুপ্তভাবে শয়ন করিয়াছেন ; কিন্তু তুমি যে নিদ্রাশূন্য হইয়া বিলাপ করিতেছ, ইহাতে তো তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে ; তুমি ন শেষে—শুইতেও যাইতেছ না, তুমি কি সারারাত্রি ভরিয়াই বিলাপ করিবে ? সারারাত্রির মধ্যেই কি তাঁহাকে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে দিবে না ? তবে কি বীতনিদ্র হইয়া সারারাত্রি বিলাপ করার কোনও হেতু তোমার আছে ? তাই বোধ হয় আছে—বোধ হয়, তোমারও আমাদের মতনই অবস্থা হইয়াছে। ভুবন-মোহন কটাক্ষদ্বারা আমাদের চিত্তকে হরণ করিয়া এক্ষণে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেমন চলিয়া গিয়াছেন, তোমার সম্বন্ধেও কি তিনি তাহাই করিয়াছেন ? তাই কি তুমি তাঁহারই বিরহ-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া বীতনিদ্র হইয়া বিলাপ করিতেছ ? (বস্তুতঃ, কুররী তাহার অভ্যাসমত যথাসময়েই রাত্রিতে ডাকিতেছিল ; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত ভগবৎসম্বন্ধে সকলকেই নিজেদেরই ভাবাপন্ন মনে করেন ; তাই মহিষীগণ কুররীর সহজ অভ্যাসের কথা ভুলিয়া গিয়া মনে করিলেন, তাঁহাদেরই মতন শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখে ব্যথিত হইয়া কুররী বিলাপ করিতেছে। কুররীও তাঁহাদেরই ন্যায় একই কারণে মনঃপীড়া পাইতেছে মনে করিয়া কুররীর প্রতি তাঁহাদের চিত্তে সখিত্বের ভাবই জাগ্রত হইল ; তাই তাহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন) আচ্ছা সখি ! বল দেখি, কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত সলীল-কটাক্ষ দ্বারা কখনও কি তোমার চিত্ত নিবিড়ভাবে বিদ্ধ হইয়াছিল ? নতুবা, তুমি তাঁহার জন্য এত করুণ ভাবে বিলাপ করিতেছ কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ নিকটে থাকা সত্ত্বেও মহিষীদের চিত্তে তাঁহার বিরহের স্ফূর্তি—ইহাই তাঁহাদের প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ।

৪১৮। **প্রবাস** (৪১৮-২১ অনু)

"পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে ॥
তজ্জন্যবিপ্রলম্ভোঽয়ং প্রবাসত্বেন কথ্যতে ॥ উ, ন, প্রবাস ॥৬০॥

—যাঁহারা পূর্ব্বে মিলিত হইয়াছেন, এইরূপ নায়ক ও নায়িকার দেশান্তরে (অন্যস্থানে—গ্রামান্তরে বা বনান্তরে) গমনাদিবশতঃ পরস্পরের মধ্যে যে ব্যবধান জন্মে, তাহাকে প্রবাস বলে। সেই প্রবাসজনিত বিপ্রলম্ভকেও প্রবাস বলা হয়।"

প্রবাসে ব্যভিচারিভাব

শৃঙ্গার-রসের উপযোগী যে সমস্ত ব্যভিচারী ভাবের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হর্ষ, গর্ব্ব, মত্ততা ও লজ্জা ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যভিচারিভাবই প্রবাসে প্রকটিত হইয়া থাকে।

প্রবাস দ্বিবিধ

প্রবাস দুই রকমের—বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক

ক। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস

"দূরে কার্য্যানুরোধেন গমঃ স্যাদ্ বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
কার্য্যং কৃষ্ণস্য কথিতং স্বভক্তপ্রীণনাদিকম্॥ ঐ-৬০॥

—কার্য্যানুরোধে দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস বলে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বলিতে স্বভক্ত-প্রীণনাদিকে (নিজের দর্শনদানদ্বারা নিজেরই পাল্য গো-সকলের এবং বৃন্দাবনস্থ পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-সকলের প্রীতিবিধান এবং তাহাদের পালন, প্রেমদান, অন্যবাসনা-পূরণাদির দ্বারা প্রীতিবিধানকে এবং যাদব ও পাণ্ডবাদির শত্রুবিনাশাদিদ্বারা তাঁহাদের সুখবিধানকে) বুঝায়।"

বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস আবার দ্বিবিধ—কিঞ্চিদ্দূর গমন এবং সুদূর গমন।

কিঞ্চিদ্দূরগমনরূপ প্রবাস

"দৃষ্টিং নিধায় সুরভীনিকুরম্ববীথ্যাং
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলাভ্যসনে রসজ্ঞাম্।
শুশ্রূষণে মুরলিনিস্বনিতস্য কর্ণৌ
চিত্তং সুখে তব নয়ত্যহরদ্য রাধা॥ ঐ-৬১॥

—(শ্রীকৃষ্ণ গৃহ হইতে কিঞ্চিদ্দূরে বনমধ্যে গোচারণে গিয়াছেন। তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলা শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনা করিয়া কোনও দূতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে শ্রীকৃষ্ণ! অদ্য শ্রীরাধা সুরভীগণের আগমন-পথের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, 'কৃষ্ণ'-এই দুইটী বর্ণের অভ্যাসে রসনাকে, মুরলীধ্বনি-শ্রবণে কর্ণ যুগলকে এবং তোমার সুখে চিত্তকে নিযুক্ত করিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন।"

সুদূরে গমনরূপ প্রবাস

বুদ্ধিপূর্ব্বক সুদূর প্রবাস তিন রকমের—ভাবী, ভবন্ (বর্ত্তমান) এবং ভূত (অতীত)।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ভাবী-সুদূর-প্রবাস

যথা উদ্ধব-সন্দেশে,

"এষ ক্ষত্তা ব্রজনরপতেরাজ্ঞয়া গোকুলেঽস্মিন্
বালে প্রাতর্নগরগতয়ে ঘোষণামাতনোতি।
দুষ্টং ভূয়ঃ স্ফুরতি চ বলাদীক্ষণং দক্ষিণং মে
তেন স্বান্তং স্ফুটতি চটুলং হন্ত ভাব্যং ন জানে॥ ঐ-৬১॥

—(শ্রীরামকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিলে দ্বারপালের দ্বারা ব্রজরাজ ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন যে, প্রাতঃকালে মথুরায় যাইতে হইবে। ইহা শুনিয়া কোনও ব্রজসুন্দরী ভয়, খেদ ও শোকের সহিত তাঁহার সখীর নিকটে বলিতেছেন) হে বালে (অজ্ঞে)! ব্রজনরপতির আদেশে এই দ্বারপাল এই গোকুলে ঘোষণা করিতেছে যে, প্রাতঃকালে মথুরা-নগরে গমন করিতে হইবে; আবার আমার দুষ্ট দক্ষিণ নেত্রও বলপূর্ব্বক স্পন্দন করিতেছে (দক্ষিণ নেত্রের স্পন্দন নারীদের পক্ষে অমঙ্গল-সূচক); এ-সমস্ত কারণে আমার চঞ্চল মন স্ফুটিত হইতেছে। হা কষ্ট! জানিনা, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে?"

ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণের সুদূর-মথুরাগমনের আশঙ্কায় ব্রজদেবীর ক্ষোভ। কংসাদির বিনাশ-সাধন পূর্ব্বক যাদবদিগের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন বলিয়া এই গমন হইতেছে বুদ্ধিপূর্ব্বক।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ভবন্ (বর্ত্তমান) সুদূরপ্রবাস

যথা ললিতমাধবে :—

"ভানোর্বিম্বে ত্বরিতমুদয়প্রস্থতঃপ্রস্থিতেঽসৌ যাত্রানান্দীং পঠতি মুদিতঃ স্যন্দনে গান্ধিনেয়ঃ
তাবত্তূর্ণংস্ফুট খুরপুটৈঃ ক্ষৌণিপৃষ্ঠং খনন্তো যাবন্নামী হৃদয় ভবতো ঘোটকাঃ স্ফোটকাঃ স্যুঃ ॥ঐ-৬২॥

—(শ্যামলা বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন) উদয়গিরির সানুদেশ হইতে ভানুমণ্ডল ত্বরিত গতিতে উত্থিত হইলে আনন্দিত মনে অক্রূর রথের উপরে যাত্রানান্দী (মঙ্গলবাক্য) পাঠ করিতেছেন। হে হৃদয়! তুমি এক্ষণেই বিদীর্ণ হও; নচেৎ খুরদ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ-খননকারী ঘোটকগণই তোমার স্ফোটক (বিদারণকর্ত্তা) হইবে।"

বুদ্ধিপূর্ব্বক ভূত-সুদূর প্রবাস

যথা উদ্ধব-সন্দেশে —

"কামং দূরে সহচরি বরীবর্ত্তি যৎ কংসবৈরী নেদং লোকোত্তরমপি বিপদ্দুর্দ্দিনং মাং দুনোতি।
আশাকীলো হৃদি কিল ধৃতঃ প্রাণরোধী তু যো মে সোঽয়ং পীড়াং নিবিড়বড়বাবহ্নিতীব্রস্তনোতি
—॥ ঐ-৬২ ॥

—(শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাবাস-কালে তাঁহার বিরহজনিত দুঃসহ দুঃখে ব্যাকুলা শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে নির্ব্বেদসহকারে বলিয়াছেন)—হে সহচরি! কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণ যে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘকাল যাবৎ দূরে অবস্থান করিতেছেন—আমার পক্ষে এই অলৌকিক বিপদ্রূপ দুর্দ্দিনও আমাকে তত পীড়া দিতেছেনা; কিন্তু (তিনি তাঁহার বাক্যানুসারে ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন—এতাদৃশী) আশারূপ প্রাণনিরোধক (প্রাণরক্ষার উপায়স্বরূপ) যে কীলক হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহাই এক্ষণে নিবিড় বাড়বাগ্নির ন্যায় তীব্র হইয় আমাকে দগ্ধ করিতেছে।"

বুদ্ধিপূর্ব্বক সুদূর প্রবাসে দূতাদির সহায়তায় বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া নায়ক ও নায়িকা পরস্পরের নিকটে পরস্পরের মনোভাব জানাইয়া থাকেন।

খ। অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস

"পারতন্ত্র্যোদ্ভবো যস্তু প্রোক্তঃ সোঽবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
দিব্যাদিব্যাদিজনিতং পারতন্ত্র্যমনেকধা ॥ ঐ-৬৩ ॥

—পারতন্ত্র্য (পরাধীনতা) হইতে উদ্ভূত যে প্রবাস, তাহাকে বলে অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস। এই পারতন্ত্র্য—দিব্যজনিত, অদিব্যজনিতাদি ভেদে অনেক প্রকার হইয়া থাকে।"

যে প্রবাস নিজের ইচ্ছাকৃত নহে, পরন্তু যাহা পারতন্ত্র্য হইতে উদ্ভূত, তাহাকেই অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস বলে। পারতন্ত্র্য অনেক রকমের—দিব্যজাত পারতন্ত্র্য, অদিব্যজাত পারতন্ত্র্য, ইত্যাদি। দিব্য-

শব্দের অর্থ—আকাশে জাত, দৈবজাত, অদৃষ্টজাত, অলৌকিক, অচিন্তিতপূর্ব্ব, অদ্ভুত ইত্যাদি। এতাদৃশ কোনও কারণজাত যে পারতন্ত্র্য, তাহা হইতেছে দিব্যজাত পারতন্ত্র্য; যেমন, ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, অকস্মাৎ কোনও জন্তু বা অসুরকর্ত্তৃক আক্রমণাদি। এ-সমস্ত পারতন্ত্র্যবশতঃ যদি নায়ক-নায়িকার মিলন সম্ভব না হয়, তাঁহারা পরস্পর হইতে ব্যবধানে থাকিতে বাধ্য হয়েন, তাহা হইলে এই ব্যবধানাত্মক প্রবাসকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাস বলে। আর, যাহা এইরূপ দিব্যজাত নহে, তাহাকে অদিব্যজাত পারতন্ত্র্য বলে; যেমন, রাষ্ট্রীয় পারতন্ত্র্য, লৌকিক বা সামাজিক (লোক-সমাজে প্রচলিত) পারতন্ত্র্য, প্রিয়ত্বের পারতন্ত্র্য ইত্যাদি।

উজ্জ্বলনীলমণিতে পারতন্ত্র্য হইতে উদ্ভূত অবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবাসের একটী দৃষ্টান্ত ললিতমাধব হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,

"আনীতাসি ময়া মনোরথশতব্যগ্রেণ নির্ববন্ধতঃ পূর্ণং শারদপূর্ণিমাপরিমলৈর্ব্বৃন্দাটবীমণ্ডলম্।
সদ্যঃ সুন্দরি শঙ্খচূড়কপটপ্রাপ্তোদয়েনাধুনা দৈবেনাদ্য বিরোধিনা কথমিতস্ত্বং হন্ত দূরীকৃতা॥ ঐ-৬৪॥

—(শিবরাত্রির পরে অম্বিকাযাত্রার অনন্তর হোরিকাপূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজসুন্দরীদের সহিত হোরিখেলা খেলিয়াছেন। তাহার পরে শ্রীরাধা সিংহাসনে উপবিষ্টা ছিলেন এবং মুখরাকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ নিকটবর্ত্তী এক কুঞ্জে লুক্কায়িত ছিলেন। এমন সময় শঙ্খচূড় আসিয়া সিংহাসনাসীনা শ্রীরাধাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল; তাহা দেখিয়া ললিতাদি সখীগণ—'হা কৃষ্ণ! কাথায় আছ! হা কৃষ্ণ! কোথায় আছ।'—পুনঃপুনঃ এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন) হে সুন্দরি! শত শত মনোরথে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া শারদ (অর্থাৎ নব) পূর্ণিমাকিরণে পরিপূর্ণ বৃন্দাটবী-মণ্ডলে নির্ববন্ধসহকারে তোমাকে আনিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! আমার বিরোধী দৈব আজ এক্ষণে শঙ্খচূড়বেশে উদিত হইয়া কিরূপে তোমাকে দূরীভূত করিল?"

শ্লোকে "শারদপূর্ণিমা"-শব্দ আছে; তাহাতে মনে হইতে পারে, শারদীয় পূর্ণিমাতেই শঙ্খচূড় শ্রীরাধাকে হরণ করিয়াছিল এবং সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে নিহত করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শঙ্খচূড় নিহত হইয়াছে হোরিকাপূর্ণিমায়—শিবরাত্রির পরে যে অম্বিকাযাত্রা, তাহার পরে হয় হোরিকা পূর্ণিমা। এ-সমস্ত বিবেচনা করিয়া উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—শ্লোকস্থ "শারদপূর্ণিমা"-শব্দের অন্তর্গত "শারদ"-শব্দের অর্থ "নব", "শারদপূর্ণিমা"-শব্দের অর্থ "নবপূর্ণিমা"; বসন্তের আদিভাগ বলিয়া হোরিকা পূর্ণিমার নবায়মানত্বশতঃ ইহাকে "নবপূর্ণিমা" বলা হইয়াছে। "আনীতাসীত্যত্র শারদশব্দো নববাচ্যেব। দ্বৌ তু শারদৌ প্রত্যগ্রাপ্রতিভাবিতি নানার্থবর্গাৎ। শিবরাত্রিগতাম্বিকাযাত্রানন্তরোক্তে হোরিকাপূর্ণিমায়াং প্রাপ্তত্বাৎ। হোরিকায়া অন্যত্র বলদেবসংগতে বিরসতাচ্চ। নবত্বঞ্চ পূর্ণিমায়া বসন্তাদিভাগত্বেন নবায়মানত্বাৎ॥ টীকায় শ্রীজীব।"

এ-স্থলে শঙ্খচূড়কর্ত্তৃক শ্রীরাধা দূরে অপসারিত হওয়ায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে

ব্যবধান জন্মিয়াছে, সেই ব্যবধান হইতেই প্রবাস। ইহা হইতেছে অবুদ্ধিপূর্ব্ব প্রবাস ; কেননা, শঙ্খচূড়-কর্তৃক শ্রীরাধার দূরাপরহণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিলনা, শ্রীরাধারও অভিপ্রেত ছিলনা। ইহা হইতেছে শঙ্খচূড়কৃত। আকস্মিক ভাবে শঙ্খচূড় উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছে, শ্রীরাধা শঙ্খচূড়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। এই অধীনতা বা পারতন্ত্র্য হইতেছে দিব্যজাত বা দৈবজাত পারতন্ত্র্য। টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। "শঙ্খচূড়-কপটেন ব্যাজেন প্রাপ্ত উদয়ো যস্য তেন দৈবেন মন্দ্‌ুরদৃষ্টেন।"

৪১৯। সুদূর-প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভের দশটী দশা

প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব (কৃশতা), মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু—এই দশটী দশা হইয়া থাকে (ঐ-৬৪)।

ক। চিন্তা, যথা হংসদূতে

"যদা যাতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনান্মুকুন্দো গান্ধিন্যাস্তনয়মনুরুন্ধন্ মধুপুরীম্।
তদামাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈরগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিণী ॥ ঐ-৬৪ ॥

—গোপীদিগের হৃদয়ানন্দ মুকুন্দ গান্ধিনী-তনয় অক্রূরের অনুরোধে যেদিন মধুপুরীতে চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতেই বিরহিণী শ্রীরাধা সুবহুল আবর্ত্ত-বিশিষ্ট (মহাভ্রমাত্মক) পীড়াস্বরূপ-জলপূর্ণ অগাধ চিন্তানদীতে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। (চিন্তা হইতেছে এইরূপ—'হায়! হায়! আমি কি করিব? আশা-পাশে বন্ধন করিয়া সন্তাপজ্বালাজ্বলিত প্রাণসমূহকে কি রক্ষা করিব? অথবা কি তাঁহার পুনরাগমনের সমস্ত আশা ত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব? কিরূপেই বা প্রাণত্যাগ করিব? অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া? না কি যমুনাজলে প্রবেশ করিয়া? কিন্তু যদি প্রাণ ত্যাগ করি, তাহা হইলে যদি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ফিরিয়া আসেন, তখন আমাকে না দেখিলে তাঁহার কি অবস্থা হইবে? আমার শোকে তিনিও কি প্রাণত্যাগ করিবেন? না কি কোনও যুক্তিতে প্রাণ রক্ষা করিবেন? হায়! হায়! সেই মহাপ্রেমী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? পরিণাম কি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেও এক্ষণে আমি কি করিব? যদি প্রাণ ত্যাগ করি, তাহা হইলে তো আর সেই সুন্দর বদনখানি দেখিতে পাইব না! যদি তাঁহার বিরহজনিত সন্তাপানল আমাকে দগ্ধ করিয়া না ফেলে, তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিতে পারিব—শ্রীরাধা এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন)।"

খ। জাগর, যথা পদ্যাবলীতে

"যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ।
অস্মাকন্তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী॥ ঐ-৬৪ ॥

—শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিলেন, সখি! যে-সকল রমণী স্বপ্নযোগে প্রিয়কে দর্শন করেন, তাঁহারা ধন্য ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া যাওয়ার পর হইতে বৈরিণী হইয়া নিদ্রাও আমাদিগকে

ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে (নিদ্রার অভাবে স্বপ্নও হয় না, স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার সৌভাগ্যও হয় না)।”

গ। **উদ্বেগ**, যথা হংসদূতে

“মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ।

ইয়ং বন্দে মূর্দ্ধ্না সপদি তমুপায়ং কথয় মে পরামৃশ্যে যস্মাদ্‌ধৃতিকণিকয়াপি ক্ষণিকয়া ॥ ঐ-৬৫ ॥

—(মাথুরবিরহোদ্বিগ্না শ্রীরাধা ললিতাকে সদৈন্যে বলিতেছেন) হে সুমুখি! আমার মন জ্বলিতেছে; হা কষ্ট! আমি কি করিব? এই বিরহ-জলধির তো পারাবার দেখিতেছি না। এই আমি তোমাকে মস্তকের দ্বারা বন্দনা করিতেছি; তুমি বিবেচনাপূর্ব্বক শীঘ্র আমাকে এমন একটী উপায়ের কথা বল, যাহাতে আমি ক্ষণকালের জন্যও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি।”

ঘ। **তানব**

“উদঞ্চদ্‌বক্ত্রাম্ভোরুহবিকৃতিরন্তঃকলুষিতা সদাহারাভাবগ্লপিতকুচকোকা যদুপতে।

বিশুষ্যন্তী রাধা তব বিরহতাপাদনুদিনং নিদাঘে কুল্যেব ক্রশিমপরিপাকং প্রথয়তি ॥ ঐ-৬৫ ॥

—(ব্রজ হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরে উদ্ধব শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে যদুপতে! তোমার বিরহে শ্রীরাধার মুখপদ্ম বিকৃতি প্রাপ্ত (ম্লান) হইয়াছে; তাঁহার অন্তঃকরণ পঙ্কিল (বিষাদ-দৈন্যাদিদ্বারা দুঃখিত) হইয়াছে; সর্ব্বদা আহারের অভাবে তাঁহার কুচরূপ চক্রবাকদ্বয় গ্লানিযুক্ত হইয়াছে; গ্রীষ্মকালের কৃত্রিম ক্ষুদ্রনদীর ন্যায়, তোমার বিরহতাপে দিনের পর দিন তিনি বিশুষ্ক হইয়া কৃশতার চরম পরিপাক বিস্তার করিতেছেন।”

ঙ। **মলিনাঙ্গতা**

“হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যাননশ্রীঃ খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপমৌষ্ঠী।

অঘহর শরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী তব বিরহবিপত্তিম্লাপিতাসীদ্ বিশাখা ॥ ঐ-৬৫॥

—(ব্রজ হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরে বিশাখার অবস্থা-বর্ণন-প্রসঙ্গে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিতেছেন) হে অঘহর! তোমার বিরহরূপ বিপত্তিতে বিশাখা কিরূপ মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শুন। বিশাখার মুখকান্তি হিমসমূহদ্বারা বিশীর্ণ পদ্মের ন্যায় হইয়াছে; খরতর বায়ুর সংস্পর্শে বন্ধুজীব যেমন শুষ্ক হয়, তাঁহার ওষ্ঠও তদ্রূপ হইয়াছে; তাঁহার নেত্রদ্বয় শরৎকালীন সূর্য্যের তাপে তাপিত কুমদপুষ্পের ন্যায় মলিন হইয়াছে।”

চ। **প্রলাপ**, যথা ললিতমাধবে

“ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।

ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধির্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব তব হন্ত হা ধিগ্‌ বিধিঃ ॥ ঐ-৬৬ ॥

—(প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার কোনও সখীর নিকটে প্রলাপ-বাক্যে বলিতেছেন) হে সখি! নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? শিখিপিঞ্ছমৌলী কোথায়? যাঁহার মুরলী-রব

অতি গভীর, তিনি কোথায় ? সেই ইন্দ্রনীলমণি-দ্যুতিই বা কোথায় ? সেই রাসরস-তাণ্ডবী কোথায় ? আমার জীবনরক্ষার ঔষধিস্বরূপ সেই নিধিই বা কোথায় ? হে সখি ! তোমার সেই সুহৃত্তমই বা কোথায় ? অহো ! কি কষ্ট ! কি কষ্ট ! হা বিধি, তোমাকে ধিক্ ।”

ছ। ব্যাধি, যথা ললিতমাধবে

“উত্তাপী পুটপাকতোহপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভনো দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি ;
তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোহপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ ॥
—ঐ-৬৫ ॥

—(বিরহিণী শ্রীরাধা ললিতার নিকটে বলিতেছেন) হে সখি ! গোকুলপতি-তনয়ের বিরহজনিত জ্বর যাহা পুটপাক (মুদ্রিতমুখ মৃণ্ময় পাত্রাদিতে স্বর্ণাদির পাক) হইতেও উত্তাপ-দায়ক, গরলসমূহ হইতেও ক্ষোভদায়ক, বজ্র হইতেও দুঃসহ, হৃদয়ে বিদ্ধ শল্য হইতেও কষ্টদায়ক এবং সাংঘাতিক বিসূচিকা-রোগসমূহ হইতেও তীব্র, সেই জ্বর—অত্যন্ত বলবান্ হইয়া এক্ষণে আমার মর্ম্মসমূহকে ভেদ করিতেছে।”

জ। উন্মাদ

“ভ্রমতি ভবনগর্ভে নির্নিমিত্তং হসন্তী প্রথয়তি তব বার্ত্তাং চেতনাচেতনেষু ।
লুঠতি চ ভুবি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে বিষমবিরহখেদোদ্গারিবিভ্রান্তচিত্তা ॥ ঐ-৬৫॥

—(ব্রজ হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণন করিতে করিতে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিতেছেন) হে মুরারে ! তোমার বিষম-বিরহ-খেদের প্রাকট্যে বিভ্রান্তচিত্তা হইয়া শ্রীরাধা কখনও বা অকারণে হাস্য করিতে করিতে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে থাকেন, কখনও বা চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুর নিকটেই তোমার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন, কখনও বা কম্পিতাঙ্গী হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে থাকেন।”

ঝ। মোহ

“নিরুন্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তাপরিভবং বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগয়তি বলাদ্বাষ্পলহরীম্ ।
ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহমূর্চ্ছা সহচরী ॥ ঐ-৬৫॥

—(মথুরাস্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়া ললিতা জানাইতেছেন) হে কংসারে ! ইদানীং কেবল তোমার বিরহ-মূর্চ্ছারূপ সহচরীই কুবলয়-নয়না শ্রীরাধার সাচিব্য বিধান করিতেছে—উহা তাঁহার দৈন্যসমুদ্রকে নিরুদ্ধ করিতেছে, গুরুতর-চিন্তাজনিত পরিভবের হরণ করিতেছে, উন্মাদকে বিলুপ্ত করিতেছে এবং বলপূর্ব্বক বাষ্পলহরীকেও স্থগিত করিতেছে (অতএব, তুমি আর চিন্তা করিওনা, সে-স্থানে সুখেই অবস্থান কর ; আজি হউক, কালি হউক, স্ত্রীবধরূপ মহানিধি তোমার হস্তগত হইবে)।”

ঞ। মৃত্যু, যথা হংসদূতে

“অয়ে রাসক্রীড়ারসিক মম সখ্যাং নবনবা পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা ।
স চেন্মুক্তাপেক্ষস্ত্বমসি ধিগিমাং তূলশকলং যদেতস্যা নাসানিহিতমিদমদ্যাপি চলতি ॥ঐ-৬৫॥

—(হংসরূপ দূতের সহায়তায় মথুরায় শ্রীকৃষ্ণকে ললিতা বলিয়া পাঠাইতেছেন) অয়ে রাসক্রীড়া-রসিক !

পূর্ব্বে (তোমার ব্রজে অবস্থান-কালে) যে-তুমি আমার সখী শ্রীরাধাকে নিত্য-নবনবায়মান গাঢ় প্রণয়-পরম্পরায় আবদ্ধ করিয়াছিলে, সেই তুমিই যদি এক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে অপেক্ষাহীন হও, তাহা হইলে আমি সেই হতভাগিনী শ্রীরাধাকেই ধিক্কার দিতেছি , যেহেতু, (ইহার চরম-দশা-সন্নিধানে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য ইহার নাসিকায় সূক্ষ্ম তুলা ধারণ করিলে) তাঁহার নাসিকায় নিহিত তুলাখণ্ড এখনও নড়িতেছে !"

৪২০। সুদূর প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণের দশ দশা

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণেরও উল্লিখিত দশ দশা হইয়া থাকে। দিগ্ দর্শনরূপে উজ্জ্বলনীলমণিতে একটীমাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ক্রীড়ারত্নগৃহে বিড়ম্বিতপয়ঃফেণাবলীমার্দ্দবে তল্পে নেচ্ছতি কল্পশাখিচমরীরম্যেঽপি রাজ্ঞাং সুতাঃ।
কিন্তু দ্বারবতীপতির্ব্রজগিরিদ্রোণীবিলাস্তঃশিলা-পর্য্যঙ্কোপরি রাধিকারতিকলাং ধ্যায়ন্ মুহুঃ ক্লাম্যতি॥
—ঐ-৬৬।

—(মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে লিখিত ললিতার তিরস্কারপূর্ণ পত্রের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব লিখিয়াছেন হে ললিতে !) দ্বারবতীপতি শ্রীকৃষ্ণ রত্ননির্ম্মিত ক্রীড়াগৃহে দুগ্ধফেণনিভ অতি সুশুভ্র এবং অতি সুকোমল এবং কল্পবৃক্ষ-সমূহের স্তবকসমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশে অতি মনোরম শয্যায় শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি রাজকন্যাগণকেও অভিলাষ করিতেছেন না ; কিন্তু ব্রজস্থ গোবর্দ্ধন-কন্দরার গহ্বরমধ্যে শিলা-খণ্ডরূপ পর্য্যঙ্কের উপরে শ্রীরাধিকার রতিকলা-বৈদগ্ধীর ধ্যান করিতে করিতে মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছেন।"

৪২১। দশ দশার ভেদ

প্রেমের অনেক ভেদ আছে , যথা স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং প্রৌঢ়, মধ্য ও মন্দ। স্নেহেরও আবার ভেদ আছে, যথা মধুস্নেহ, ঘৃতস্নেহ। রাগেরও ভেদ আছে—মঞ্জিষ্ঠারাগ, নীলীরাগ-ইত্যাদি। এইরূপে, প্রেমের বহুবিধ ভেদ আছে বলিয়া প্রেমোত্থ দশটী দশারও অনেক ভেদ হইয়া থাকে ; কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে উজ্জ্বলনীলমণিতে সে সমস্ত বর্ণিত হয় নাই।

প্রেমের উল্লিখিত ভেদসমূহের অনুভাব(কার্য্য)রূপ দশাসমূহ প্রায়শঃই সাধারণভাবে সমুদিত হইতে পারে এবং সাধারণভাবেই বর্ণিত হইয়াছে ; বাহুল্যভয়ে অসাধারণের উল্লেখ করা হয় নাই।

কিন্তু অধিরূঢ় মহাভাব মোহনত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধার মধ্যে যে-সকল অসাধারণ দশা প্রকটিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে (৬।৭৬-৯১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪২২। সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকে বলে যোগ বা সংযোগ (৭।৩০০-অনু) ; মিলনের পরে বিচ্ছেদকে বলে বিয়োগ (৭।২৯৯-খ অনু) , আর, শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাস করাকে স্থিতি বলে (৭।৩০০-গ অনু)।

"হরের্লীলাবিশেষস্য প্রকটস্যানুসারতঃ। বর্ণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামভ্রুবামসৌ॥
বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ। হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ॥
তথাচ পাদ্মে পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যে॥
গোগোপগোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহেতি। উ, নী, সংযোগবিয়োগস্থিতিঃ।১-২॥

—শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাবিশেষ অনুসারে ব্রজসুন্দরীদিগের বিরহাবস্থা বর্ণিত হইল। কিন্তু সর্ব্বদা রাসাদি বিবিধ-লীলাবিনোদ-বিহার-পরায়ণ শ্রীহরির সহিত ব্রজদেবীগণের বিরহ কখনও নাই। পদ্ম-পুরাণ পাতালখণ্ডে মথুরামাহাত্ম্যেও বলা হইয়াছে 'যে-স্থলে (যে বৃন্দাবনে) গো-গোপ-গোপিকা-গণের সঙ্গে কংস-বিনাশক শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন।"

বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের বিরহের কথা কথিত হইয়াছে ; এই বিরহের হেতু হইতেছে—অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন। প্রকটলীলাতেই মথুরাগমন, অপ্রকটে ব্রজ হইতে মথুরাগমন-লীলা নাই। অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ, মথুরা ও দ্বারকা-এই তিন ধামে তিন প্রকাশে নিত্য বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণের এই তিন প্রকাশে কেবল প্রকাশেরই ভেদ, বস্তুর (বা শ্রীকৃষ্ণের) ভেদ নাই। অপ্রকট (অর্থাৎ প্রপঞ্চের অগোচর) ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান বলিয়া প্রকট প্রকাশেই বিরহ।

বৃন্দাবনের প্রকাশভেদ আছে। শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার পরিকরদেরও প্রকাশভেদ আছে। বৃন্দাবনের বিভিন্ন প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ বিরাজিত, তাঁহার পরিকরদেরও বিভিন্ন প্রকাশ বিরাজিত ; প্রকাশভেদে শ্রীকৃষ্ণের এবং পরিকরদেরও অভিমান-ভেদ আছে ; কিন্তু বস্তুভেদ নাই ; অর্থাৎ এক শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় বিভিন্ন প্রকাশে বৃন্দাবনের বিভিন্ন প্রকাশে বিরাজিত ; পরিকরগণ-সম্বন্ধেও সেই কথা। লীলাসহায়কারিণী যোগমায়ার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই বৃন্দাবনের এবং শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় পরিকরগণের বিভিন্ন প্রকাশ এবং বিভিন্ন অভিমান সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন প্রকাশ এবং বিভিন্ন অভিমান সত্ত্বেও বস্তুভেদ হয় না। দ্বারকা-মথুরা সম্বন্ধেও সেই কথা।

প্রকট ও অপ্রকট-এই দুইটী হইতেছে বৃন্দাবনেরই প্রকাশভেদ। বৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণও এক প্রকাশে এবং এক অভিমানে নিত্য বিরাজিত, তদীয় পরিকরবর্গ - ব্রজদেবীগণও—স্ব-স্ব প্রকাশভেদে এবং অভিমানভেদে নিত্য বিরাজিত ; সুতরাং অপ্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ-দেবীদের কখনও বিরহ হয় না ; প্রকট প্রকাশে যখন বিরহ, তখনও অপ্রকট-প্রকাশে নিত্যমিলন এবং নিত্য মিলন-সুখ। প্রকট প্রকাশে যে ব্রজদেবীগণ বিরহদুঃখ ভোগ করেন, তাঁহারাই অপ্রকট-প্রকাশে, প্রকটের বিরহ-কালেও, মিলন-সুখ উপভোগ করেন ; কেননা, প্রকাশ-ভেদেও এবং অভিমান-ভেদেও

বস্তুভেদ হয় না। তথাপি কিন্তু অপ্রকটের মিলন-সুখ প্রকটে সংক্রমিত হয়না ; সংক্রমিত হইলে বিরহই সম্ভব হইতনা।

গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে বিপ্রলম্ভ-দুঃখময়ী প্রকট-লীলা বর্ণন করিলেও অপ্রকট-লীলায় যে তাঁহার আগ্রহ ছিলনা, তাহা নহে ; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে প্রকটলীলার বিপ্রলম্ভ-দুঃখবিশেষময় বিরহের বর্ণনার কোনও সার্থকতাই থাকিত না, প্রকটলীলার পরিণাম ক্লেশময়ই হইত এবং নিত্যলীলাসুখ-নিরূপিত লীলাক্রম-রসের পরিপাটীও থাকিত না। এ-সমস্ত বিবেচনা করিয়াই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী সর্ব্বরস-পরিপাটীপূর্বক ফলস্বরূপ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগপর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন (অর্থাৎ অপ্রকট লীলার নিত্য সম্ভোগেই প্রকট লীলার পর্য্যবসান করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর টীকার মর্ম্ম)।

৪২৩। **সম্ভোগ** (৪২৩—২৬ অনু)

পূর্ব্বে (৭।৪০১-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, শৃঙ্গার-রসের দুইটী ভেদ—বিপ্রলম্ভ এবং সম্ভোগ তন্মধ্যে ৭।৪০২-২২ অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত কতিপয় অনুচ্ছেদে বিপ্রলম্ভের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে সম্ভোগের বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

"দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে ॥ উ, নী, সম্ভোগ ॥৪॥"

—নায়ক ও নায়িকার (বিষয় ও আশ্রয়-পরস্পরের) দর্শন ও আলিঙ্গনাদির (আলিঙ্গন, চুম্বন, সম্ভাষণ ও স্পর্শাদির) যে পরস্পরের সুখ-তাৎপর্য্যময় নিষেবণ, তাহাদ্বারা উল্লাস প্রাপ্ত ভাবকে সম্ভোগ বলে।"

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"আনুকূল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভোগো ব্যাবৃত্তঃ।—শ্লোকস্থ আনুকূল্য-শব্দে কামময় সম্ভোগ ব্যাবৃত্ত হইয়াছে।" কামময় সম্ভোগ হইতেছে স্বসুখ-বাসনাময় ; নায়ক ও নায়িকা কেবল নিজেদের সুখের জন্য যদি পরস্পরকে দর্শনালিঙ্গনাদি করেন, তাহা হইলে তাহা হইবে কামময় সম্ভোগ (কাম=আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনা)। এ-স্থলে যে সম্ভোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এতাদৃশ কামময় সম্ভোগ নহে। ইহা হইতেছে পরস্পরের সুখ-বাসনাময় সম্ভোগ।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকায় লিখিয়াছেন—"আনুকূল্যাৎ পরস্পর-সুখতাৎপর্য্যকত্বেন পারস্পরিকাদিত্যর্থঃ।—আনুকূল্য-শব্দের ব্যঞ্জনা হইতেছে, পরস্পরের সুখতাৎপর্য্যকত্ববশতঃ পারস্পরিক। আর 'দর্শনালিঙ্গনাদির নিষেবণ' হইতেছে—বাৎস্যায়ন-ভরতাদি-প্রণীত কলাশাস্ত্রোক্ত রীতিতে নায়ক ও নায়িকার—বিষয় ও আশ্রয়ের—দর্শনালিঙ্গন-চুম্বনাদির (পরস্পর-সুখতাৎপর্য্যময়ী) নিতরা সেবা। ইহাদ্বারা পশুবৎ শৃঙ্গার (অর্থাৎ কামময় সম্ভোগ) ব্যাবৃত্ত হইয়াছে এবং কাব্যপ্রকাশাদিগ্রন্থধৃত 'নিঃশেষচ্যুতচন্দনা' ইত্যাদি বাক্যোক্ত প্রাকৃত কামময় সম্ভোগও ব্যাবৃত্ত হইয়াছে।"

ক। সম্ভোগ দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ

"মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ॥ উ, নী, সম্ভোগ ॥৪॥"

ক্রমশঃ এই দ্বিবিধ সম্ভোগ বিবৃত হইতেছে।

৪২৪। মুখ্য সম্ভোগ

"মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্ব্বিধঃ।
তান্ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।
জাতান্ সংক্ষিপ্ত-সংকীর্ণ-সম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ॥ ঐ-৫ ॥

—জাগ্রত অবস্থায় যে সম্ভোগ, তাহাকে বলে মুখ্য সম্ভোগ। মুখ্য সম্ভোগ চারি প্রকারের—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্। পূর্ব্বরাগের পরের সম্ভোগকে বলে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। মানের পরে যে সম্ভোগ, তাহাকে বলে সংকীর্ণ সম্ভোগ। কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসের পরে যে সম্ভোগ, তাহাকে বলে সম্পন্ন সম্ভোগ এবং সুদূর প্রবাসের পরে যে সম্ভোগ, তাহাকে বলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।"

টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—শ্লোকে যে চারিপ্রকার সম্ভোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে উপলক্ষণমাত্র। প্রেমবৈচিত্ত্যের পরে যে সম্ভোগ, তাহাকে পঞ্চম প্রকারের সম্ভোগ বলিয়া জানিতে হইবে।

ক। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

"যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ॥
উপচারান্নিষেবতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ॥ ঐ-৬ ॥

—যে সম্ভোগে ভয়বশতঃ ও লজ্জাদিবশতঃ নায়ক ও নায়িকা চুম্বনালিঙ্গনাদি সম্ভোগাঙ্গের (উপচারের) সংক্ষিপ্ত (অল্পমাত্র) সেবা করেন, তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পূর্ব্বরাগের পরে যে সম্ভোগ, তাহার নাম সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। পূর্ব্বরাগের পরবর্ত্তী মিলন হইতেছে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলন; তাহাতে ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচাদি থাকা স্বাভাবিক; এই ভয়-লজ্জা-সঙ্কোচাদিবশতঃ যথেচ্ছ ভাবে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সম্ভব হয় না; আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অল্পমাত্র প্রকটিত হয়। এতাদৃশ সম্ভোগকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে।

নায়ক কর্ত্তৃক সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ

যথা সপ্তসতীগ্রন্থে,

"লীলাহিতুলিঅসেলো রক্খউ বো রাহিআথণপ্ফংসে।
হরিণোপঢ়মসমাগম-সজ্ঝস-বেবল্লিওহথো॥ ঐ-৮ ॥
[লীলাভিতুলিতশৈলো রক্ষতু বো রাধিকাস্তনস্পর্শে।
হরেঃ প্রথমসমাগম-সাধ্বস-বেবেল্লিতো হস্তঃ॥]

—(নান্দীমুখী শ্রীরাধার সখীগণের নিকটে বলিলেন) শ্রীকৃষ্ণের যে হস্ত গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকেও অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিয়াছিল, কিন্তু যে হস্ত এক্ষণে প্রথম-সমাগম-কালে শ্রীরাধার কুচস্পর্শে কম্পিত হইতেছে—সেই হস্তই তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"

নায়িকাকর্ত্তৃক সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

"চুম্বে পটাবৃতমুখী নবসঙ্গমেঽভূদালিঙ্গনে কুটিলতাঙ্গলতা তদাসীৎ।
অব্যক্তবাগজনি কেলিকথাসু রাধা। মোদং তথাপি বিদধে মধুসূদনস্য॥ ঐ-৯॥

—নব-সঙ্গমকালে (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) চুম্বন-সময়ে শ্রীরাধা বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিলেন, আলিঙ্গন-সময়ে দেহলতাকে বক্র করিলেন এবং কেলিকথা-প্রসঙ্গে অব্যক্তবাক্ হইয়া রহিলেন; তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দই বিধান করিয়াছিলেন।"

খ। সংকীর্ণ সম্ভোগ

"যত্র সঙ্কীর্য্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ॥ ঐ-১০॥

—যে সম্ভোগে নায়ককৃত ব্যলীকের (বঞ্চনার, বিপক্ষের গুণকীর্ত্তনের, নায়কের অঙ্গে রতিচিহ্নাদির দর্শন-শ্রবণের) স্মরণাদির ফলে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সম্ভোগোপকরণগুলি মিশ্রিত হয় এবং তপ্ত ইক্ষুর আস্বাদনকালে যুগপৎ উষ্ণতা ও মাধুর্য্যের অনুভবের ন্যায় যে সম্ভোগ স্বাদু হয়, তাহাকে বলে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ।"

সঙ্কীর্ণ অর্থ—মিশ্রিত। তপ্ত ইক্ষুর চর্ব্বণজনিত স্বাদে মাধুর্য্যের সহিত উষ্ণতা মিশ্রিত থাকে; সেই স্বাদ হয় সঙ্কীর্ণ—মিশ্রিত। তদ্রূপ, মানের পরে যে সম্ভোগ (অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ) আলিঙ্গন-চুম্বনাদি-জনিত সুখের সঙ্গে—নায়ককৃত যে বঞ্চনাদির ফলে নায়িকা মানবতী হইয়াছিলেন, সেই—বঞ্চনাদির স্মরণজনিত দুঃখের মিশ্রণ থাকে। এতাদৃশ সম্ভোগের সুখ হইতেছে কিঞ্চিদ্দুঃখমিশ্রিত; এজন্য ইহাকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ বলে।

"বক্ত্রং কিঞ্চিদবাঞ্চিতং বিবৃণুতে নাতিপ্রসাদোঽয়ং দৃষ্টির্ভুগ্নতটা ব্যনক্তি শনকৈরীর্ষ্যাবশেষচ্ছটাম্।
রাধায়াঃ সখি সূচয়ত্যবিশদা বাগপ্যসূয়াকলাং মানান্তং ক্রবতী তথাপি মধুরা কৃষ্ণং ধিনোত্যাকৃতিঃ
—॥ ঐ-১২॥

—(মানাবসানের পরে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। শ্রীরাধার তৎকালীন, অবস্থা গার্গী নান্দীমুখীর নিকটে ব্যক্ত করিতেছেন) হে সখি! মানের অবসানেও শ্রীরাধার বদন কিঞ্চিৎ অবনত হইয়াই রহিল; তাহাতে বুঝা যাইতেছে—তিনি তখনও অতিপ্রসন্না হয়েন নাই। তাঁহার দৃষ্টি কুঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ ঈর্ষ্যার অবশেষের ছটাই প্রকাশ করিতেছে (তাঁহার ঈর্ষ্যা যে নিঃশেষে দূরীভূত হয় নাই, তাহাই বুঝা যাইতেছে)। তাঁহার অস্পষ্ট বাক্যও অসূয়ালেশের ব্যঞ্জনা দিতেছে। তথাপি শ্রীরাধার মধুরা আকৃতি মানাবসানের পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করিতেছে।"

গ। **সম্পন্ন সম্ভোগ**

"প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্নঃ ঈরিতঃ।
দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গমঃ॥ ঐ-১৩॥

—কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস হইতে সমাগত নায়কের সহিত নায়িকার মিলনজনিত সম্ভোগকে সম্পন্ন সম্ভোগ বলে। সম্পন্ন সম্ভোগ দ্বিবিধ—আগতি এবং প্রাদুর্ভাব।"

(১) আগতি

"লৌকিকব্যবহারেণ স্যাদাগমনমাগতিঃ॥ঐ-১৩॥

—লৌকিক ব্যবহারের দ্বারা যে আগমন, তাহাকে আগতি বলে।"

লোক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, সে-স্থান হইতে আবার ফিরিয়া আসে। এইরূপ ব্যবহারকে লৌকিক ব্যবহার বলে। শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে বনে যায়েন, সায়ংকালে আবার বন হইতে ব্রজে ফিরিয়া আসেন। এইরূপ লৌকিক ব্যবহারের রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের বনহইতে ব্রজে আগমনকে এ-স্থলে আগতি বলা হইয়াছে। বনে অবস্থান হইতেছে কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস।

যথা উদ্ধবসন্দেশে,

"মা মন্দাক্ষং কুরু গুরুজনাদ্দেহলীং গেহমধ্যাদেহি ক্লান্তা দিবসমখিলং হন্ত বিশ্লেষতোঽসি।
এষ স্মেরো মিলতি মৃদুলে বল্লবীচিত্তহারী হারী গুঞ্জাবলিভিরলিভির্লীঢ়গন্ধো মুকুন্দঃ॥ ঐ-১৩॥

—(অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিলেন—হে রাধে!) যিনি গোপীকুলের চিত্ত-হরণকারী, যাঁহার গলদেশে গুঞ্জাহার দোদুল্যমান, যাঁহার অঙ্গসৌরভে ভ্রমরসকল আকৃষ্ট হইতেছে এবং তুমিও যাঁহার বিরহে সমস্ত দিন ক্লান্তা হইয়াছ, সেই এই মৃদুমন্দহাস্যবদন মুকুন্দ আসিয়া মিলিত হইতেছেন। হে মৃদুলে! গুরুজনের ভয়ে আর লজ্জায় নেত্রসঙ্কোচ করিওনা; গৃহমধ্য হইতে একবার দেহলীতে আইস।"

(২) **প্রাদুর্ভাব**

"প্রেষ্ঠানাং প্রেমসংরম্ভবিহ্বলানাং পুরো হরিঃ।
আবির্ভবত্যকস্মাদ্ যৎ প্রাদুর্ভাবঃ স উচ্যতে॥ ঐ-১৩॥

—প্রেমাতিশয়ে বিহ্বলা প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের যে অকস্মাৎ আবির্ভাব (অর্থাৎ স্থানান্তর হইতে আগমনপূর্ব্বক নহে, পরন্তু হঠাৎ নয়নের গোচরীভূততা), তাহাকে প্রাদুর্ভাব বলে।"

'তাসামাবিরভূৎ শৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩২।২॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ বনের নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন তাঁহারা যমুনাপুলিনে আসিয়া আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে-ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাহা বলিয়াছেন) শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমভর-বিহ্বলা গোপীদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।

তাঁহার মুখকমলে মন্দহাসি, গলদেশে মাল্য, পরিধানে পীতবর্ণ বস্ত্র (অথবা গলদেশে বিলম্বিত পীতবস্ত্র তিনি দুই হস্তে ধারণ করিয়া আছেন) ; তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে তিনি যেন সাক্ষাৎ মন্মথেরও (স্বয়ং মন্মথ প্রদ্যুম্নেরও) মনোমথন করিতেছেন।”

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভাবের কথা বলা হইয়াছে। কখনও কখনও যে স্ফূর্ত্তিজাত প্রাদুর্ভাবও হয়, হংসদূত হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

“অয়ি স্বপ্নো দূরে বিরমতু সমক্ষং শৃণু হঠাদবিস্রব্ধা মাভূরিহ সখি মনোবিভ্রমধিয়া।
বয়স্যস্তে গোবর্দ্ধনবিপিনমাসাদ্য কুতুকাদকাণ্ডে যদ্ভূয়ঃ স্মরকলহপাণ্ডিত্যমতনোৎ॥ ঐ ১৩॥

—(প্রোষিতভর্তৃকা শ্রীরাধা ললিতার নিকটে স্বাপ্নিক-সম্ভোগ বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার পরে বলিয়াছেন) সখি ! স্বপ্ন দূরে থাকুক, সমক্ষের (অর্থাৎ জাগ্রতাবস্থার) কথা শুন। ইহা আমার মনের ভ্রান্তি মনে করিয়া আমার কথায় তুমি অবিশ্বাস করিওনা। (আমার কথাটী হইতেছে এই) তোমার সেই বয়স্য (শ্রীকৃষ্ণ) গোবর্দ্ধনস্থ বনে আগমন করিয়া কৌতুকবশতঃ অকাণ্ডে (অসময়ে) কামকলহের পাণ্ডিত্য বিস্তার করিয়াছেন।”

এই জাতীয় প্রাদুর্ভাব রূঢ়-মহাভাব হইতে জাত। এতাদৃশ প্রাদুর্ভাবজনিত সম্ভোগে পরমানন্দের চরম পরাকাষ্ঠা বিরাজিত।

ঘ। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ

“দুর্ল্লভালোকয়োর্য্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥ ঐ-১৬॥

—(শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিপ্রায়ানুরূপ অনুবাদ) পারতন্ত্র্যহেতু যাঁহাদের পক্ষে পরস্পরের দর্শন দুর্ল্লভ হয়, পারতন্ত্র্যের অবসানে সেই নায়ক-নায়িকার যে উপভোগের অতিরেক (অতিরিক্ততা বা অত্যাধিক্য), তাহাকে বলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।”

—(শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায়ানুরূপ অনুবাদ) পারতন্ত্র্যহেতু যাঁহাদের পক্ষে পরস্পরের দর্শন দুর্ল্লভ এবং (সুদূর-প্রবাসহেতু) যাঁহারা পরস্পর হইতে বিয়োগপ্রাপ্ত, (কোনও সুযোগে তাঁহাদের মিলনে) তাঁহাদের যে উপভোগের অতিরেক, তাহাকে বলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।”

শ্রীজীবপাদের মতে পারতন্ত্র্য দূরীভূত হইয়া গেলে হয় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ, আর চক্রবর্ত্তিপাদের মতে পারতন্ত্র্য থাকা অবস্থায় হয় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

উদাহরণ ; যথা ললিতমাধবে (৭।১৮) :—

“দগ্ধং হন্ত দধানয়া বপুরিদং যস্যাবলোকাশয়া সোঢ়া মর্ম্মবিপাটনে পটুরিয়ং পীড়াতিবৃষ্টির্ময়া।
কালিন্দীয়তটীকুটীরকুহর-ক্রীড়াভিসারব্রতী সোঽয়ং জীবিতবন্ধুরিন্দুবদনে ভূয়ঃ সমাসাদিতঃ॥ঐ-১৭॥

—[টীকায় ললিতমাধবের বর্ণনার অনুসরণে শ্রীপাদ জীবগোস্বামিলিখিত পূর্ব্বাভাস। শ্রীমদ্ভাগবতে যে কল্পের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, ললিতমাধবে সেই কল্পের লীলা বর্ণিত হয় নাই, অন্য কল্পের লীলা বর্ণিত

হইয়াছে। যাহাহউক, শ্রীজীবপাদ-লিখিত পূর্ব্বভাস হইতেছে এইরূপ। শ্রীমতী চন্দ্রাবলী-রাধিকাদি হইতেছেন ভীষ্মকাদির পত্নীদের গর্ভজা। যোগমায়াই তাঁহাদিগকে চন্দ্রভানু-প্রভৃতি গোপপত্নীদের গর্ভে সঞ্চারিত করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্মের পরে অন্যান্য গোপের সহিত তাঁহাদের বিবাহও যোগমায়া দ্বারাই প্রত্যায়িত। যোগমায়া তাঁহাদের বিবাহের প্রতীতি জন্মাইয়া তাঁহাদের অনুরূপ গোপীসমূহ কল্পনা করিয়া সেই সেই গোপদের গৃহে রাখেন এবং যে-সমস্ত গোপীর বিবাহের প্রতীতি জন্মাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম করায়েন। যখন শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের জন্য মথুরায় গমন করেন, তখন কোনও প্রকারে সেই সকল গোপী ভীষ্মকাদির গৃহে আনীত হইয়া ভীষ্মকাদির কন্যারূপে প্রত্যায়িত হয়েন এবং রুক্মিণী প্রভৃতি নামে পরিচিতা হয়েন এবং কুমারী বলিয়াও জ্ঞাপিতা হয়েন। (চন্দ্রাবলীর পতিম্মন্য গোবর্দ্ধনমল্ল হত হইলে ভীষ্মকরাজ-পুত্র রুক্মি চন্দ্রাবলীকে ভীষ্মকরাজ-গৃহে লইয়া আসেন; তখন তাঁহার নাম রাখা হয় রুক্মিণী। স্বয়ম্বর-দিনে, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাঁহারই পত্রে লিখিত প্রার্থনা অনুসারে, শিশুপালাদিকে নির্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ভীষ্মক অত্যন্ত প্রীতির সহিত রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করেন—কিন্তু একটী সর্ত্তে—রুক্মিণীর অনুমতি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোনও কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না—যদি এ-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলেই ভীষ্মক রুক্মিণীকে কৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিলেন; ভীষ্মক রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিলেন। রুক্মিণী যে চন্দ্রাবলী, তাহা শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভনগরেই রুক্মিণীর দর্শনমাত্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন)। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ হইল। অন্যান্য গোপীগণও নানারূপ ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া দ্বারকায় আনীত হইয়াছিলেন, যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদেরও বিবাহ হইয়াছিল। (যে ষোল হাজার একশত গোপকুমারী শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাত্যায়নী-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের অনির্বচনীয়া দশা দেখিয়া কামাখ্যাদেবী নরকাসুরের দ্বারা তাঁহাদিগকে হরণ করাইয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করিয়া তাঁহাদিগকে দ্বারকায় লইয়া আসেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে অধীরা ললিতা প্রাণত্যাগের উদ্দেশ্যে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত-শিখর হইতে পতিত হইতেছিলেন; এমন সময়ে সূর্য্যদেবের আদেশে জাম্ববান্ তাঁহাকে নিজগৃহে আনিয়া রক্ষা করিলেন এবং স্বীয় কন্যা জাম্ববতী নামে তাঁহার পরিচয় দিলেন; স্যমন্তক মণির অনুসন্ধানে শ্রীকৃষ্ণ যখন জাম্ববানের গৃহে গমন করিয়াছিলেন, তখন জাম্ববতীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন—ইনি ললিতা। ভল্লূকরাজ জাম্ববান্ স্যমন্তক মণির সহিত জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণহস্তে অর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন। সুরসৌগন্ধিক পুষ্প আহরণের জন্য অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন খাণ্ডববনে গিয়াছিলেন, তখন এক গিরিগুহায় এক জটিলকেশী তপস্বিনীকে দেখিতে পাইলেন—তাঁহার পরিধানে মলদূষিত বৃক্ষত্বক, তনু ধূলিধূসরিত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গদ্‌গদ্‌স্বরে তিনি বলিলেন—'হা নাথ! আমি তোমার দাসী সেই হতভাগিনী বিশাখা।' তাঁহাকেও তিনি দ্বারকায় লইয়া আসিলেন। অন্যান্য ব্রজ-সুন্দরীগণও অসহ্য শ্রীকৃষ্ণবিরহে খিন্না হইয়া ব্রজ ছাড়িয়া নানাভাবে নানাস্থানে গিয়া অবস্থান

করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। কিন্তু বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের নিকটে নিজের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়া কাহাকেও তিনি তখন বিবাহ করিলেন না, গোপনে রাখিয়া দিলেন—যেন রুক্মিণীদেবী জানিতে না পারেন। এক্ষণে শ্রীরাধার কথা বলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যমুনায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সূর্য্যদেব তাহা জানিতে পারিয়া স্বীয় কন্যা কালিন্দীকে আদেশ করিলেন, কালিন্দী যেন শ্রীরাধাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার নিজের আলয়ে আনয়ন করেন। শ্রীরাধা যমুনায় প্রবেশ করিলেন ; যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিন্দী পিতৃ-নির্দ্দেশে শ্রীরাধাকে সূর্য্যালয়ে লইয়া গেলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার উপাসক এবং মিত্র নিঃসন্তান রাজা সত্রাজিতের নিকটে শ্রীরাধাকে নিয়া বলিলেন—'এই কন্যাটী তোমাকে দিলাম, ইহার নাম সত্যভামা, নারদের নির্দ্দেশ অনুসারে ইঁহাকে পাত্রস্থা করিবে।' রাজা সত্রাজিৎ স্যমন্তক-মণিপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অপরাধী হইয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য তিনি সত্যভামাকে, শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে, স্বীয় জননীর সহিত দ্বারকায় পাঠাইলেন। সত্রাজিৎ-জননী সত্যভামানামে পরিচিতা শ্রীরাধাকে রুক্মিণীদেবীর নিকটে দিয়া আসিলেন। শ্রীরাধার অসাধারণ রূপলাবণ্য দেখিয়া রুক্মিণীদেবী শ্রীরাধাকে এক নির্জন স্থানে—মাধবীমণ্ডপে—রাখিলেন, যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হয় এবং বকুলা নাম্নী এক সহচরীকে তাঁহার সঙ্গে দিলেন। এদিকে সূর্য্যপত্নী ছায়ার অনুরোধে তাঁহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা শ্রীরাধার চিত্তবিনোদনের জন্য দ্বারকাতে এক নববৃন্দাবন রচনা করিলেন। (এই নববৃন্দাবনে বৃন্দাবনের সমস্ত বস্তুরই প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণেরও এক প্রতিমূর্ত্তি ছিল)। শ্রীরাধার চিত্তবিনোদনের জন্য বিশ্বকর্ম্মার শিষ্যা নববৃন্দাও দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন। একদিন নববৃন্দা শ্রীরাধাকে নববৃন্দাবনে লইয়া গেলে সে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া শ্রীরাধা আনন্দ গদ্‌গদস্বরে বলিয়াছিলেন]।

—হে ইন্দুবদনে! হে নববৃন্দে! যাঁহার দর্শনের আশায় বিরহাগ্নিতে দগ্ধ এই দেহও ধারণ করিয়া রহিয়াছি এবং অন্তঃকরণ-বিপাটনে পটু (মর্ম্মন্তুদ) অতিবৃষ্টিরূপা এই বিরহ-পীড়াও সহ্য করিয়াছি, অহো! কালিন্দীর তটবর্ত্তী কুঞ্জাভ্যন্তরে ক্রীড়ার্থ অভিসারব্রতী আমার সেই প্রাণবন্ধুর সহিত পুনরায় মিলিত হইলাম।"

শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া শ্রীরাধা মনে করিয়াছেন, যমুনাতীরবর্ত্তী এই নিভৃত নিকুঞ্জে তাঁহার সহিত বিহার করিবার উদ্দেশ্যেই অভিসার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সুদীর্ঘকালব্যাপী বিরহের পরে এই মিলন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে হইতে এক অনির্বচনীয়া অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। এমন সময়ে তিনি

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন। এই অবস্থায় তাঁহার আনন্দ যে অদ্ভুতরূপে আধিক্য লাভ করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ইহাই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—উল্লিখিত উদাহরণে গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামী পরিতোষ লাভ করিতে পারেন নাই। (ইহার হেতু বোধ হয় এই যে—এ-স্থলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমূর্ত্তিকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন ; শ্রীরাধা যাহা কিছু বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা—তাহার কোনও কথারই উত্তর দেন নাই; কোনও নর্ম্ম-পরিহাস-বাক্যও উচ্চারণ করেন নাই। পরে নববৃন্দা যখন বলিলেন—'তুমি ইঁহাকে আলিঙ্গন কর।' তখন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণবক্ষে হস্তার্পণ করিতেই বুঝিতে পারিলেন—ইহা সত্যই নীলমণি-প্রতিমা। এজন্যই বোধ হয় উল্লিখিত উদাহরণে গ্রন্থকার পরিতোষ লাভ করিতে পারেন নাই)। এজন্য তিনি ললিতমাধব হইতেই আর একটী উদাহরণের উল্লেখ করিলেন (৮।১৮)। যথা,

"তবাত্র পরিমৃগ্যতা কিমপি লক্ষ্ম সাক্ষাদিয়ং ময়া ত্বমুপসাদিতা নিখিললোকলক্ষ্মীরসি।
যথা জগতি চঞ্চতা চনকমুষ্টিসম্পত্তয়ে জনেন পতিতা পুরঃ কনকবৃষ্টিরাসাদ্যতে॥ ঐ-১৮।

—[ললিতমাধবের সপ্তম অঙ্ক হইতে জানা যায়—দ্বারকাধিপতি যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা সত্যভামা-নামে পরিচিতা শ্রীরাধা জানিতেন না; তিনি মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতেই বিরাজিত। "মথুরামধিরাজতে হরিঃ॥৭।৪॥" দ্বারকাধিপতি হইতেছেন অপর কেহ। অষ্টম অঙ্ক হইতে জানা যায়—নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা যেমন ছিল, তেমনি সত্যভামার প্রতিমাও ছিল; সত্যভামার প্রতিমা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও ভ্রম জন্মিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা দেখিয়া সত্যভামারও ভ্রম জন্মিয়াছিল ; মন্ত্রিরাজ উদ্ধব কৌশল ক্রমে তাঁহাদের উভয়ের রহস্য তাঁহাদের নিকটে প্রকাশ করায় তাঁহাদের ভ্রম দূরীভূত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা-নামে পরিচিতা শ্রীরাধার সহিত সঙ্গমের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রুক্মিণীদেবীর প্রসন্নতা বিধানের জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রুক্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবি! এই ত্রিলোকীমধ্যে তোমার কি অভীষ্ট আছে বল ; তাহা আনিয়া তোমাকে দিয়া তোমার চিত্তবিনোদন করিব।" তখন দেবীর হৃদয়জ্ঞা মাধবী সৌরসুগন্ধিক-পদ্ম আনয়নের কথা বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রচুর পরিমাণে সৌরসুগন্ধিক-পদ্ম আনয়ন করিয়া মধুমঙ্গলের হস্তে মাধবীর নিকটে পাঠাইলেন এবং ছলপূর্ব্বক রুক্মিণীদেবীর অনুজ্ঞার নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। "তৎ পঙ্কজবৃন্দমাহৃত্য মধুমঙ্গলহস্তেন মাধব্যামাধায় মাধবঃ ছদ্মনা দেবীমনুজ্ঞাপয়িতুং সংপ্রত্যবরোধং সাধয়তি ॥৮।২॥" রুক্মিণী দেবী সেই পদ্মসমূহদ্বারা স্বহস্তে মাল্য রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে সমর্পণ করিলেন। নানাবিধ চাটুবাক্যে দেবীর প্রসন্নতা বিধানপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণও আদরের সহিত বলিলেন—"তপস্বিনীং ধ্যানপরাং সমীক্ষিতুং কৃতব্রতঃ সাম্প্রতমস্মি কামপি। অহ্নায় তত্রানুমতিপ্রদানতঃ সত্যান্বিতং কুঙ্কুমগৌরি মাং কুরু ॥৮।৬॥—হে কুঙ্কুমগৌরি! সম্প্রতি আমি কোনও এক ধ্যানপরা তপস্বিনীকে দর্শন করার জন্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছি ; অতএব সেই বিষয়ে আমাকে শীঘ্র অনুমতি প্রদান করিয়া

সত্যান্বিত কর (এ-স্থলে ধ্যানপরা তপস্বিনী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণধ্যান-পরায়ণা বিরহতাপখিন্না সত্যভামা। 'সত্যান্বিত কর'—যথাশ্রুত অর্থে—সত্য বা ব্রত রক্ষা কর ; বাস্তবার্থে—সত্যভামার সহিত অন্বিত বা যুক্ত কর। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে সত্যভামার সহিত মিলনের অনুমতি চাহিলেন)।' তখন রুক্মিণীদেবীও বলিলেন—"আর্য্যপুত্র ! আপনার যাহা অভিরুচি, তাহাই করুন (দেবী অনুমতি দিলেন)।" দেবীর কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বগত ভাবে বলিলেন—"নিরাতঙ্কোঽস্মি, তন্নববৃন্দাবনং প্রযামি।—নির্ভয় হইলাম ; এখন নববৃন্দাবনে গমন করি।" অনন্তর যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্রীশ্রীরাধামাধব প্রবেশ করিলেন এবং মাধব শ্রীরাধাকে বলিলেন—'তবাত্র পরিমৃগ্যতা'—ইত্যাদি। অর্থাৎ]

—হে প্রেয়সি ! তোমারই কোনও একটী নিদর্শনের অন্বেষণ করিতে করিতে আমি আজ এই সাক্ষাৎ তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছি ; যেমন, জগতে চনকমুষ্টিরূপ সম্পত্তির লোভে কোনও লোক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে পতিত কনকবৃষ্টি (বহু পরিমিত স্বর্ণ) লাভ করে, তদ্রূপ। রাধে ! তুমি হইতেছ নিখিল-লোকের শোভাস্বরূপ।"

সুদীর্ঘ বিরহের পরে উভয়ের এই মিলনে উভয়েরই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদয় হইয়াছে।

(১) বিবেচ্য

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণরূপে উজ্জ্বলনীলমণিকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামী উল্লিখিত দুইটী শ্লোকেরই উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য কোনও শ্লোকের উল্লেখ করেন নাই। এই শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত "দগ্ধং হন্ত"-ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত ঘটনার সময়ে রুক্মিণীর নিকটে সত্যভামা এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই পারতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল। সে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিমাত্রই ছিলেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের কথা ছাড়িয়া দিলেও সত্যভামা-নামে পরিচিতা শ্রীরাধার যে পারতন্ত্র্য ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না ; কেননা, তখন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত সত্যভামার মিলন ছিল রুক্মিণীদেবীর অনভিপ্রেত। আর "তবাত্র পরিমৃগ্যতা" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকে কথিত ঘটনার সময়েও রুক্মিণীর নিকটে উভয়েরই পারতন্ত্র্য বিদ্যমান ছিল। যদিও শ্রীকৃষ্ণ ছলনার আশ্রয়ে ধ্যানপরা কোনও তপস্বিনীর দর্শনের নিমিত্ত রুক্মিণীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং অনুমতি পাইয়াছিলেনও, তথাপি এই অনুমতিদ্বারা রুক্মিণীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্র্য যে ঘুচিয়া গিয়াছিল, তাহা বলা যায় না ; কেননা, ধ্যানপরা তপস্বিনী যে সত্যভামা, তাহা রুক্মিণী বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না ; "সত্যান্বিতং মাং কুরু—আমাকে সত্যান্বিত কর"-শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে সত্যভামার সহিত মিলনের ইঙ্গিত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ যে সত্যভামার সহিত মিলনের অনুমতি চাহিয়াছেন, রুক্মিণীদেবী তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না ; যেহেতু, এই অনুমতি দানের পরেও যে সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন রুক্মিণীর অনভিপ্রেত ছিল, ললিতমাধবের পরবর্ত্তী বর্ণনা হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়। সুতরাং রুক্মিণীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্র্য যে তখনও বিদ্যমান ছিল, তাহাই বুঝা যায়।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের নিকটে স্বীয় প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়াই বোধহয় শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই অনুমতি কেবল দর্শনের জন্য নয়, পরন্তু সত্যভামার সহিত বিহারাদির জন্য বলিয়াই মনে হয়; কেননা, ললিতা-বিশাখাদির আনয়নের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। বিশেষতঃ "সত্যান্বিতং মাং কুরু"-বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে—"আমাকে সত্যভামার সহিত অন্বিত বা সংযুক্ত কর।" শ্রীকৃষ্ণ হয়তো ভঙ্গীতে সত্যভামার সহিত নিজের বিবাহের অনুমতিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্মিণীর অনুমতি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিতও হইয়াছিলেন—তাঁহার "নিরাতঙ্কোঽস্মি" বাক্যেই তাহা জানা যায়। তিনি মনে করিয়াছেন, সত্যভামার সহিত অন্বিত (সংযুক্ত) হওয়ার অনুমতি প্রাপ্তিতে রুক্মিণীর নিকটে তাঁহার এবং সত্যভামারূপা শ্রীরাধারও পারতন্ত্র্যের অবসান হইয়াছে। তিনি বোধ হয় ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, সত্যভামা যে শ্রীরাধা—ইহা যেমন তিনি জানিয়াছেন, রুক্মিণীও যখন তাহা জানিবেন, তখন উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধে রুক্মিণীরও কোনও আপত্তি থাকিবে না। এজন্যই বোধহয় তিনি বলিয়াছিলেন—"নিরাতঙ্কোঽস্মি।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে এইরূপ মনে করিয়া নিজেকে নিরাতঙ্ক মনে করিলেও রুক্মিণী যে তাঁহাকে—সুতরাং সত্যভামাকেও—পারতন্ত্র্যের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহা মনে করা যায় বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত ঘটনার পরেও শ্রীকৃষ্ণ এক দিন কৌশলক্রমে সত্যভামার সহিত মিলনের জন্য রুক্মিণীদেবীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্মিণীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"সত্যাখ্যস্য বিলোকায় লোকস্যাত্মভুবার্থিতঃ। প্রতিষ্ঠাসুরহং দেবি অত্রানুজ্ঞা বিধীয়তাম্ ॥ ৯।৮॥—হে দেবি। সত্যাখ্য-লোকের (সত্যলোকের, পক্ষে সত্যভামানামক লোকের) দর্শনের নিমিত্ত আত্মভূ (ব্রহ্মা, পক্ষে কামদেব) আমার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন; আমারও যাওয়ার ইচ্ছা জন্মিয়াছে; তদ্বিষয়ে অনুমতি দান কর।" ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ নববৃন্দাবনে সত্যভামার সহিত মিলিত হইলেন। তাহার পরে রুক্মিণীদেবী সত্যভামার অঙ্গে কেলিচিহ্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্ভোগের অনুমান করিয়া ভবিষ্যতে আর যাহাতে তাঁহাদের মিলন সম্ভব না হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি সত্যভামাকে স্বীয় অন্তঃপুরে নিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাতেও পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, তখনও রুক্মিণীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার পারতন্ত্র্য ছিল। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত ঘটনার সময়েও শ্রীকৃষ্ণ এবং সত্যভামা উভয়েরই রুক্মিণীর নিকটে যে পারতন্ত্র্য ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না এবং তাহা হইলে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উদাহৃত শ্লোকদ্বয় যে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায়েরই সমর্থক, তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উক্ত শ্লোকদ্বয়কে তাঁহার নিজের অভিপ্রায়ের সমর্থক বলিয়াই মনে করিয়াছেন। অথচ উভয়ের অভিপ্রায় পরস্পরবিরোধী।

এই অবস্থায়, শ্রীজীবপাদ এবং চক্রবর্ত্তিপাদ কি ভাবে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের সহায়তায়

নিজেদের অভিমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে। এজন্য তাঁহাদের টীকার আলোচনা করা আবশ্যক।

(২) পারতন্ত্র্যের সম্যক্ অবসান। বিবাহ

কিন্তু স্ব-স্ব টীকায় প্রকটিত তাঁহাদের যুক্তি-সমূহের আলোচনার পূর্ব্বে কখন এবং কিরূপে সত্যভামা ও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রুক্মিণীর নিকটে পারতন্ত্র্যের সম্যক্ প্রকারে অবসান হইল, তাহা দেখা যাউক।

ললিতমাধবের পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্ক হইতে জানা যায়, দেবী পৌর্ণমাসী ব্রজ হইতে সকুটুম্ব নন্দমহারাজকে দ্বারকায় আনিয়াছিলেন। দ্বারকায় উপস্থিতির পরে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবয়স্যদের সহিত শ্রীনন্দ সুধর্ম্মা-সভায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; যশোদামাতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রোহিণীদেবীর গৃহে উপনীত হইলেন। সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণও সে-স্থানে গিয়া জননীর সহিত মিলিত হইলেন ; পরে পিতা ও বয়স্যদের দর্শনের নিমিত্ত তিনি সুধর্ম্মাসভায় গমন করিলেন। তখন রুক্মিণী রোহিণীর গৃহে প্রবেশ করিলে পৌর্ণমাসীদেবী রুক্মিণীকে দেখাইয়া যশোদাকে বলিলেন—“গোষ্ঠেশ্বরি! তোমার সম্মুখে এই চন্দ্রাবলী।” যশোদা আনন্দভরে উত্থিত হইয়া চন্দ্রাবলীকে কণ্ঠে ধারণ করিলেন। মুখরা চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরাধার শোকে অভিভূত হইয়া বলিলেন—“রাধে! বহুকাল তোমাকে দেখিতে পাই নাই।” মুখরার এই খেদোক্তি শুনিয়া যশোদা, রোহিণী, চন্দ্রাবলী এবং পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার শোকে আর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যশোদা চন্দ্রাবলীকে বলিলেন—“মা! তুমি খেদ করিও না ; ইহার আর প্রতিকার নাই (অর্থাৎ শ্রীরাধা গতাসু হইয়াছেন, আর তাঁহাকে পাওয়া যাইবেনা)।” ইহার পরে কঞ্চুকীদ্বয়ের পশ্চাতে পৃথক্ ভাবে ললিতা ও পদ্মা আসিলেন। তাঁহারা হঠাৎ পরস্পরকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পদ্মা ললিতার নিকটে আসিয়া বলিলেন—“সুন্দরি! তোমাকে দেখিয়া আমার প্রিয়সখী ললিতার কথা মনে পড়িতেছে।” ললিতা বলিলেন—“তুমি কি পদ্মা?” উভয়ের পরিচয় উভয়ে পাইয়া তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধা হইলেন। কঞ্চুকী তাঁহাদিগকে রোহিণীর মন্দিরে প্রবেশ করাইলে অপ্রত্যাশিত ভাবে পদ্মা ও ললিতাকে দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ানন্দে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সকলের চিত্তেই শ্রীরাধার শোক তীব্রতর হইয়া উঠিল। এমন সময় বকুলা প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিলেন—“আমার নিষেধ সত্ত্বেও সত্যভামা নববৃন্দাবনস্থ কালিয়হ্রদে গমন করিতেছেন। নববৃন্দার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণও সত্যভামার পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছেন।” তখন সকলেই স্খলিত গতিতে কালিয়-হ্রদের দিকে ধাবিত হইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদ হইতে শ্রীরাধাকে উদ্ধার করিয়া শ্রীরাধাকে লইয়া মাধবীমণ্ডপে আসিয়াছেন। পৌর্ণমাসী এবং যশোদা প্রভৃতি রোদন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া নববৃন্দা তাঁহাদিগকে বলিলেন—“খেদ পরিত্যাগ করুন, শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে কালিয়হ্রদ হইতে উত্তোলন করিয়া তীরে উঠিয়াছেন।” সকলে আশ্বস্ত হইলেন। সত্যভামা মাধবীমণ্ডপে আছেন জানিয়া মুখরা তাঁহাকে

(সত্যভামাকে) আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং পৌর্ণমাসীর কর্ণমূলে কি কথা বলিলেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন—"প্রলাপ করিও না ; চুপ কর ; শ্রীরাধাকে দেখিবার ভাগ্য তোমার কোথায় ?" মুখরা ললিতাকে বলিলেন—"ললিতে ! তুমি আসিয়া একবার দেখ।" শেষ কালে দেখা গেল, যাঁহাকে সত্যভামা বলা হয়, তিনি শ্রীরাধা। যশোদা ছুটিয়া গিয়া বলিলেন—"বৎসে ! বাঁচিয়া আছ ?" কম্পিতাঙ্গী চন্দ্রাবলী বলিলেন—"ইনি কি আমার ভগিনী শ্রীরাধা ?" হাঁ, তাহাই। ইহার পরে বিশাখারও আগমন হইল। চন্দ্রাবলী তখন পৌর্ণমাসীদেবীকে বলিলেন—"ভগবতি ! আমার বাক্যানুসারে ভগিনী শ্রীরাধার পাণিগ্রহণের জন্য আপনি আর্য্যপুত্রকে অভ্যর্থনা করুন।" চন্দ্রাবলী পরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"পুণ্ডরীকাক্ষ ! ইনি আমার ভগিনী ; আমা অপেক্ষাও প্রচুরতর প্রেমে আপনি ইঁহাকে আদর করিবেন।" এ-স্থলেই রুক্মিণীরূপা চন্দ্রাবলীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের এবং সত্যভামারূপা শ্রীরাধার পারতন্ত্র্যের সম্যক্‌রূপে অবসান হইল। ইহার পরে শ্যামা, সব্যা এবং ভদ্রারও আগমন হইল। গরুড়ও সহাস্যবদনে ষোল হাজার একশত কুমারীকে আনিয়া বিবাহ-বেদীতে উপস্থিত করিলেন। এই সময়ে শ্রীদাম এবং সুবলকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দে শ্রীনন্দমহারাজও সে-স্থানে উপনীত হইলেন এবং পৌর্ণমাসীদেবীকে বলিলেন—"ভগবতি ! চিরকাল-পোষিত মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় আমি চরিতার্থ হইলাম।" একথা বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলীও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ; তিনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তোমরা পরস্পরকে প্রণয়ভাজন করিয়া সৌভাগ্যবতী হও।" এদিকে বিবাহের সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত। তখন পৌর্ণমাসী যশোদামাতাকে বলিলেন—"অভিষেকের সমস্ত সম্ভার প্রস্তুত ; অতএব তুমি প্রথমে শ্রীরাধার সহিত, তৎপরে যথাক্রমে কুমারীদিগের সহিত বিবাহবেদী অলঙ্কৃত কর।"

এই সময়ে সকলকে অভিনন্দন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জনান্তিকে (অপরের অলক্ষিত ভাবে) শ্রীরাধাকে বলিলেন—"প্রাণেশ্বরি ! রাধে ! প্রার্থনা কর, অতঃপর তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব ?" আনন্দের সহিত শ্রীরাধা বলিলেন,

"সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুরপ্রেমাভিরামীকৃতা যামীয়ং সমগংস্ত সংস্তববতী শ্বশ্রূস্তু গোষ্ঠেশ্বরী।
বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জধাম্নি ভবতা সঙ্গোঽপ্যয়ং রঙ্গবান্ সংবৃত্তঃ কিমতঃপরং প্রিয়তরং কর্ত্তব্যমত্রাস্তি মে॥
—১০।৩৪॥

—প্রাণেশ্বর ! স্বাভাবিক মধুর-প্রেমে অতিশয় সৌন্দর্য্যবতী সখীদের সহিত মিলন হইল ; স্বীয় ভগিনী চন্দ্রাবলীকেও প্রাপ্ত হইলাম ; পরিচয়বতী শ্বশ্রূ ব্রজেশ্বরীকেও প্রাপ্ত হইলাম এবং এই (নব) বৃন্দাবনের নিকুঞ্জ-ভবনে তোমার সহিত রঙ্গবান্ (নানাবিধ কৌতুকময়) সঙ্গমও সম্পন্ন হইল। ইহার পরে আমার প্রিয়তর কর্ত্তব্য আর কি আছে ?"

অতঃপর শ্রীরাধা বলিলেন—তথাপি ইহাই হউক :—

"চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়োবিদধ্যুর্যে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে।
দধানঃ কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে প্রপদ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্যং নয়নয়োঃ ॥১০।৩৫॥
—যে সকল স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি বহুকাল যাবৎ তোমাতেই আশামাত্র ধারণ করিয়া গভীর মাধুর্য্যময় মধুপুরে (মথুরামণ্ডলে) বাস বিধান করিয়াছেন, হে গোকুলপতে! তুমি তোমার কৈশোর বয়সের সখ্যতা ধারণ করিয়া তাঁহাদের নয়নদ্বয়ের গোচর হও।" আরও বলি,

"যা তে লীলাপ্দপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারম্ ॥১০।৩৬॥

—তোমার লীলাস্থানসমূহের সৌরভ-উদ্গীরণকারী বনসমূহের দ্বারা পরিবৃতা এবং মাধুরীসমূহদ্বারা বৃতা যে ধন্যা মথুরাসম্বন্ধিনী ক্ষৌণী বিরাজ করিতেছে, চটুল-গোপস্ত্রীভাবে মুগ্ধান্তরা আমাদের সহিত সে-স্থানে তুমি বদনোল্লাসী বেণু ধারণ করিয়া বিহার কর।"

শ্রীরাধা এ-সকল কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"প্রিয়ে! তথাস্তু—তাহাই হউক।"

শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন—"প্রিয়ে! ভূয়ঃ কিন্তে প্রিয়ং করবাণি।—প্রিয়ে! তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করিব?"

হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধা বলিলেন—"বহিরঙ্গজনালক্ষ্যতয়া শ্রীগোকুলমপি স্বস্বরূপৈরলঙ্করবামেতি।—বহিরঙ্গজন-কর্তৃক অলক্ষিত হইয়া নিজ নিজ স্বরূপে আমরা শ্রীগোকুলকেও অলঙ্কৃত করিব।"

শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"প্রিয়ে! তথাস্তু, তদেহি স্বসুস্তবাভ্যর্থনামবন্ধ্যাং করবাম।—প্রিয়ে! তাহাই হইবে। এক্ষণে আইস, তোমার ভগিনীর প্রার্থনা সফল করা যাউক (অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর অভীষ্ট বিবাহ-কার্য্য সমাধা করা যাউক)।"

এ-স্থলেই ললিতমাধব-নাটকের শেষ যবনিকা পতন।

ইহাই হইতেছে কল্পবিশেষে দ্বারকায় ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের ললিতমাধব-কথিত বিবরণ।

(৩) টীকার আলোচনা

এক্ষণে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর টীকার আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রথমে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের তাৎপর্য্য ও বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ—

চতুর্ব্বিধ বিপ্রলম্ভে তাপ-প্রশমক হইতেছে যথাক্রমে চতুর্ব্বিধ সম্ভোগ। পূর্ব্বরাগ-তাপ-প্রশমক হইতেছে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ; মান-তাপ-প্রশমক হইতেছে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ; ব্রজের অন্তর্গত

কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসের তাপ-প্রশমক হইতেছে সম্পন্ন সম্ভোগ ; এবং সুদূর-প্রবাসজনিত দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃসহ বিপ্রলম্ভের ধ্বংসক হইতেছে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। "তথা মুহূর্ববর্ণিতস্য দুঃসহ-চিরবিপ্রলম্ভস্য ধ্বংসকঃ সমৃদ্ধিমান্।" লজ্জা-সঙ্কোচযুক্ত সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ হইতে, ব্যলীকস্মরণযুক্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ হইতে এবং কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসজাত ব্যবধানহীন সম্পন্ন-সম্ভোগ হইতেও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের আধিক্য বা উৎকর্ষ। সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ হইতেছে প্রত্যাসক্তির (সম্ভোগের) অঙ্কুরমাত্রময় ; আর সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ হইতেছে প্রত্যাসক্তিময় ; সুতরাং সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য আছে। সম্পন্ন-সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ অপেক্ষাও অধিক। সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ-প্রসঙ্গে যে তপ্ত ইক্ষুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই তাহার স্বাদাধিক্য সূচিত হইয়াছে। ক্ষুধার অভাব হইলে তপ্ত ইক্ষু অরোচক হয় ; ক্ষুধা থাকিলে জ্বালা সত্ত্বেও তপ্ত ইক্ষু মুখরোচক হইয়া থাকে। আস্বাদ্য গুণকে অতিক্রম করিয়া ক্ষুধাতিশয়স্থানীয় বিপ্রলম্ভই আস্বাদনের হেতু হইয়া থাকে। পূর্ব্বরাগ এবং মানও বিপ্রলম্ভরূপই—সুতরাং ক্ষুধাস্থানীয়। ক্ষুধাস্থানীয় পূর্ব্বরাগ-মানরূপ বিপ্রলম্ভও যদি আস্বাদনের হেতু হইতে পারে, তাহা হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রাগের সহিত সমবেত (কিঞ্চিদ্দূর) প্রবাসের কথা আর কি বলা যাইবে ? এইরূপে, সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ হইতে সম্পন্ন সম্ভোগের উত্তমত্ব সিদ্ধ হওয়ায় সুদূর-প্রবাস-জনিত দীর্ঘকালব্যাপী বিপ্রলম্ভের সম্পন্ন-সম্ভোগ অপেক্ষাও ক্ষুধাস্থানীয়তার আধিক্যবশতঃ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের স্বাদবিশেষের উৎকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এজন্যই ইহার নাম হইয়াছে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। ঋদ্ধি-শব্দ হইতেছে সম্পন্নতা-বাচক (পূর্ণতা-বাচক, প্রাচুর্য্য-বাচক, সম্ভোগ-সুখের প্রাচুর্য্যবাচক); সম্-এই উপসর্গ আধিক্যবাচক ; মতুপ্-প্রত্যয় হইতেছে প্রশংসাতিশয়-নিত্যযোগ-প্রত্যায়ক (অর্থাৎ মতুপ্-প্রত্যয় অতিপ্রশংসিত নিত্যযোগের প্রতীতি জন্মায়। তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ। নিত্যযোগ অতি প্রশংসনীয় ; মতুপ্-প্রত্যয় সেই নিত্যযোগের প্রতীতি জন্মায়। যেমন, দীপ্তিমান্ সূর্য্য ; এ-স্থলে দীপ্তি-শব্দের উত্তর মতুপ্-প্রত্যয় হইয়াছে ; তাহাতে এইরূপ প্রতীতি জন্মিতেছে যে—সূর্য্যের সহিত দীপ্তির নিত্যযোগ আছে ; সূর্য্য কখনও দীপ্তিহীন হয় না। তদ্রূপ, সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগও কখনও সমৃদ্ধিহীন—সম্যক্‌রূপে আধিক্যময় আনন্দপ্রাচুর্য্যহীন—হয় না ; সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের আধিক্যময় আনন্দপ্রাচুর্য্য নিত্য—সুতরাং সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পরে আর কখনও বিরহ-জনিত দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না। ইহাদ্বারা বুঝা গেল—পারতন্ত্র্যের অবসানেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। পারতন্ত্র্যের অভাববশতঃই বিরহজনিত দুঃখের অভাব। এজন্যই বলা হইয়াছে—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হইতেছে দীর্ঘকালব্যাপী দুঃসহ বিপ্রলম্ভের ধ্বংসক)।

শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের বৈশিষ্ট্যের দুইটী হেতুর কথা বলিয়াছেন—এক উৎকণ্ঠার আধিক্য, আর বিপ্রলম্ভের অভাব। মিলনের জন্য নায়ক-নায়িকার উৎকণ্ঠাকেই তিনি ক্ষুধা-স্থানীয় বলিয়াছেন। ক্ষুধা যত তীব্র হয়, ভোজ্যবস্তুও তত আস্বাদ্য বলিয়া মনে হয়। তদ্রূপ, মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা যত বেশী তীব্র হয়, মিলনজনিত আনন্দও তত বেশী আস্বাদ্য হয়। পূর্ব্বরাগ-মান অপেক্ষাও

কিঞ্চিদ্দূরপ্রবাসরূপ বিপ্রলম্ভে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠার আধিক্য—সুতরাং সম্পন্ন-সম্ভোগের আস্বাদ্যত্ব বা আনন্দও সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্ভোগ অপেক্ষা অধিক। অন্যভাবেও সম্পন্ন সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগে ভয় আছে, লজ্জাদি আছে—যাহা সম্ভোগসুখের উৎসারণে বিঘ্ন জন্মায়। সঙ্কীর্ণ সম্ভোগেও ব্যলীক-স্মরণ সম্ভোগ-সুখের উৎসারণে বিঘ্ন জন্মায়। সম্পন্ন-সম্ভোগে কিন্তু ভয়-লজ্জাদি বা ব্যলীক-স্মরণাদি কিছুই নাই; সুতরাং সম্পন্ন-সম্ভোগের আনন্দ থাকে অব্যাহত; ইহাই সম্পন্ন-সম্ভোগের উৎকর্ষ। আবার কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসেও নায়কের অনিষ্টাদির আশঙ্কায় উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হয়; ইহাও সম্পন্ন-সম্ভোগের পুষ্টি-সাধক। সুদূর-প্রবাসে উৎকণ্ঠার সর্ব্বাতিশায়ী আতিশয্য। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া যায়; তথাপি নায়কের দর্শন পাওয়া যায় না। তাহাতে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে সর্ব্বাতিশায়িরূপে তীব্রতা ধারণ করে—ক্ষুধার উদ্রেকের পরে ভোজ্যবস্তু-লাভের যত বেশী বিলম্ব হয়, ক্ষুধাও যেমন তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ। তাহার পরে যে মিলন, তাহাও সর্ব্বাতি-শায়িরূপে আস্বাদ্য বা আনন্দময় হইবে—ক্ষুধার উদ্রেকের পরে বহু বিলম্বে ভোজ্যবস্তুর আস্বাদনে যেমন প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি জন্মে, তদ্রূপ। ইহা হইতেছে শ্রীজীবপাদ-কথিত সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধমানা উৎকণ্ঠার ফলে মিলনজনিত আনন্দের বৈশিষ্ট্য।

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উৎকর্ষের অপর হেতু হইতেছে বিপ্রলম্ভের ধ্বংস। সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ এবং সম্পন্ন সম্ভোগের সময়েও নায়ক-নায়িকার পারতন্ত্র্য থাকে; কোনও প্রকারে পারতন্ত্র্যকে অতিক্রম করিয়া নায়ক-নায়িকা মিলিত হয়েন; মিলনে আনন্দ জন্মে; কিন্তু পারতন্ত্র্য থাকিয়া যায় বলিয়া আবার মিলনের বিঘ্ন জন্মে—সুতরাং আবার বিপ্রলম্ভ, আবার দুঃখ; কিন্তু সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে পার-তন্ত্র্যের অভাববশতঃ বিপ্রলম্ভেরও অভাব—সুতরাং মিলনজনিত আনন্দ হয় অব্যাহত, নিত্য। সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগে আনন্দের নিত্যত্ব নাই। ইহাই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

শ্রীজীবপাদ যে ভাবে সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগ হইতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, তাহা হইতে জানা গেল—সংক্ষিপ্তাদি-সম্ভোগে সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভের অভাব এবং সমৃদ্ধিমানে তাহার সদ্ভাব—এতদুভয়ের মধ্যে কেবল ইহাই বৈশিষ্ট্য নহে; সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগে সম্ভোগের পরেও বিপ্রলম্ভের সদ্ভাব; কিন্তু সমৃদ্ধিমানে বিপ্রলম্ভের এবং বিপ্রলম্ভ-সম্ভাবনার ঐকান্তিক অভাব-এতদুভয়ের মধ্যে ইহাও বৈশিষ্ট্য নহে। পরন্তু সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভের ফলে যে তীব্রতাময়ী উৎকণ্ঠা জন্মে, সেই উৎকণ্ঠা মিলনানন্দকে যে চমৎকারিত্ব দান করে, সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভের অভাবে সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগে তাহার অভাব এবং বিপ্রলম্ভের হেতু যে পারতন্ত্র্য, সেই পারতন্ত্র্যের সম্যক্ অবসানও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের চমৎকারিত্বময় আনন্দকে স্থায়িত্ব দান করে। চমৎকারিত্বময় আনন্দ এবং তাহার স্থায়িত্বই হইতেছে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের বাস্তব বৈশিষ্ট্য—যে বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগে নাই।

চক্রবর্ত্তিপাদ কিন্তু অন্য রকমে সমৃদ্ধিমানের বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে সুদূরপ্রবাসবশতঃ বিরহী নায়ক-নায়িকা-এই উভয়েরই পারতন্ত্র্যহেতু দুর্ল্লভালোকত্ব (পরস্পরের দর্শনের দুর্ল্লভতা); এই দুর্ল্লভালোকত্ববিশিষ্ট নায়ক-নায়িকার উপভোগের যে অতিরেক বা আধিক্য, তাহাই হইতেছে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। "সুদূরপ্রবাসবশাৎ বিরহিণোর্যুনোর্নায়িকানায়কয়োর্দ্বয়োরেব পারতন্ত্র্যাদ্ধেতোরেব দুর্ল্লভালোকয়োর্য উপভোগস্যাতিরেক আধিক্যং স সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগঃ কীর্ত্ত্যতে।" ইহা হইতে বুঝা গেল—যে মিলনে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ জন্মে, সেই মিলনের পূর্ব্বে নায়ক ও নায়িকা—উভয়েরই পারতন্ত্র্য থাকে। উভয়েরই যদি পারতন্ত্র্য থাকে, তাহা হইলেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হইবে, এক জনের—অর্থাৎ কেবল নায়কের, কিম্বা কেবল নায়িকার—পারতন্ত্র্যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ জন্মিবেনা। কিন্তু সম্পন্নাদি সম্ভোগে নায়ক ও নায়িকা-এতদুভয়ের পারতন্ত্র্য তাঁহাদের দুর্ল্লভালোকত্বের (পরস্পরের দর্শনের দুর্ল্লভতার) কারণ নহে ; কিন্তু একমাত্র নায়িকার পারতন্ত্র্যই হইতেছে তাহার কারণ ; সম্পন্নাদিসম্ভোগে শ্বশ্রূ, পতিম্মন্য এবং পিত্রাদির অধীনত্ব এবং তাঁহাদিগকর্ত্তৃক বার্য্যমাণত্ব কেবল নায়িকারই থাকে ; কিন্তু নায়ক শ্রীকৃষ্ণের থাকেনা। শ্রীকৃষ্ণ স্বপিত্রাদির অধীন হইলেও স্ত্রীসঙ্গ-প্রসঙ্গে পিত্রাদিকর্ত্তৃক বার্য্যমাণত্ব শ্রীকৃষ্ণের নাই, নায়িকার শ্বশ্রূপতিম্মন্যাদিকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বার্য্যমাণত্ব থাকিলেও তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অধীনত্ব নাই। "সম্পন্নাদিসম্ভোগে দুর্ল্লভালোকত্বস্য দ্বয়োঃ পারতন্ত্র্যং ন কারণং কিন্ত্বেকস্যা নায়িকায়া এব ; তস্যা হি শ্বশ্রূপতিম্মন্যপিত্রাদীনামধীনত্বং তৈর্বার্য্যমাণত্বঞ্চ ন তু নায়কস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ; তস্য হি স্বপিত্রাদীনামধীনত্বেঽপি ন তৈঃ স্ত্রীসঙ্গপ্রসঙ্গে বার্য্যমাণত্বম্। নায়িকায়াঃ শ্বশ্রূপতিম্মন্যাদিভির্বার্য্যমাণত্বেঽপি ন তেষামধীনত্বম্।"

চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন, সম্পন্নাদি সম্ভোগে কেবল নায়িকারই পারতন্ত্র্য এবং বার্য্যমাণত্ব আছে, নায়ক শ্রীকৃষ্ণের নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন—পারতন্ত্র্য সত্ত্বেও (কোনও কোনও স্থলে) বার্য্যমাণত্ব থাকেনা, যেমন, শ্রীকৃষ্ণ পিত্রাদির অধীন হইলেও স্ত্রীসঙ্গ-প্রসঙ্গে পিত্রাদিকর্ত্তৃক তাঁহার বার্য্যমাণত্ব নাই। আবার পারতন্ত্র্য না থাকিলেও বার্য্যমাণত্ব থাকিতে পারে ; যেমন, নায়িকার শ্বশ্রূপ্রভৃতির অধীনত্ব শ্রীকৃষ্ণের নাই, কিন্তু তাঁহাদিগকর্ত্তৃক বার্য্যমাণত্ব আছে।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তি হইতে বুঝা যায়, তিনি কেবল এক রকমের পারতন্ত্র্যই স্বীকার করেন—পিতামাতাদি গুরুজনের নিকটে পুত্রকন্যার এবং পতি-শ্বশ্রূপ্রভৃতি গুরুজনের নিকটে বধূর পারতন্ত্র্য। ইহা হইতেছে দৈহিক সম্বন্ধজনিত পারতন্ত্র্য ; পিতামাতাদি গুরুজনের সহিত পুত্রকন্যার যে দৈহিক সম্বন্ধ এবং পতি-শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের সহিত বধূর যে দৈহিক সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ হইতেই এইরূপ পারতন্ত্র্য জন্মে। চক্রবর্ত্তিপাদ যেন কেবল এই একমাত্র পারতন্ত্র্যই স্বীকার করেন। কিন্তু পারতন্ত্র্য কেবল এক রকম নহে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে অনেক রকমের পারতন্ত্র্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন (৭।৪১৮ খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ নরলীল এবং

নর-অভিমানী ; তাঁহার নরলীলত্ব-সিদ্ধির এবং লীলারসপুষ্টির উদ্দেশ্যে যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার পরিকরদের জন্য অনেক লৌকিক পারতন্ত্র্য প্রকটিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুই রকমের পারতন্ত্র্যই প্রধান রূপে দৃষ্ট হয়—দৈহিক সম্বন্ধজনিত পারতন্ত্র্য এবং কেবল প্রিয়ত্বজনিত পারতন্ত্র্য। পিতামাতাদি গুরুজনের নিকটে পুত্রকন্যার এবং পতিশ্বশ্রূপ্রভৃতি গুরুজনের নিকটে বধূর যে পারতন্ত্র্য বা অধীনতা, তাহা হইতেছে দৈহিক সম্বন্ধজনিত পারতন্ত্র্য ; কেননা, পিতামাতাদির সহিত পুত্রকন্যার, পতি-শ্বশ্রূ-প্রভৃতির সহিত বধূর দেহের সম্বন্ধ বিদ্যমান। এইরূপ পারতন্ত্র্যের ভিত্তিও হইতেছে প্রিয়ত্ব। যতদিন পিতামাতার সহিত পুত্রের সদ্ভাব বা প্রিয়ত্ব থাকে, ততদিনই পুত্রের পক্ষে পিতামাতার পারতন্ত্র্য বা অধীনতা। সদ্ভাব বা প্রিয়ত্বের অবসান হইলে পুত্রও পিতার আদেশ পালন করে না, পিতাও পুত্রকে কোনও আদেশ দেন না। এ-স্থলে পারতন্ত্র্যের অবসান। পারতন্ত্র্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বার্য্যমাণত্বেরও অবসান ; কেননা, এরূপ স্থলে পুত্র কোনও অন্যায় কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পিতা তাহাকে নিবারণ করেন না, যেহেতু পুত্র পিতার অধীন নহে বলিয়া পিতার নিবারণ পুত্র মানিবেনা।

দ্বিতীয় রকমের পারতন্ত্র্য হইতেছে কেবল প্রিয়ত্বের পারতন্ত্র্য। দুইজন লোকের মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধ কিছু না থাকিলেও তাহারা যদি পরস্পরের সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তাহাহইলেও তাহারা পরস্পরের প্রিয়ত্বের অধীন হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে একজন কোনও অন্যায় কাজ করিতে গেলে অপর জন তাহাকে নিবারণ করে--সুতরাং তাহাদের মধ্যে বার্য্যমাণত্বও আছে।

উভয় রকমের পারতন্ত্র্যের ভিত্তিই হইতেছে প্রিয়ত্ব এবং উভয় রকম পারতন্ত্র্যেই বার্য্যমাণত্ব আছে। যেখানে পারতন্ত্র্য, সেখানেই বার্য্যমাণত্ব এবং যেখানেই বার্য্যমাণত্ব, সেখানেই পারতন্ত্র্য। অতএব, পারতন্ত্র্য আছে, অথচ বার্য্যমাণত্ব নাই এবং বার্য্যমাণত্ব আছে, অথচ পারতন্ত্র্য নাই—এইরূপ কখনও হইতে পারে না।

পিত্রাদির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্র্য আছে, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ-প্রসঙ্গে পিত্রাদিকর্তৃক বার্য্যমাণত্ব নাই— চক্রবর্ত্তিপাদের এই উক্তিসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পুত্র যদি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতামাতা পুত্রকে বারণ করেন না, ইহা সত্য ; কিন্তু পুত্র যদি পরস্ত্রীর সঙ্গ করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতামাতা অবশ্যই পুত্রকে নিবারণ করিবেন ; কেননা, পিতামাতা হইতেছেন পুত্রের মঙ্গলকামী ; পরস্ত্রীসঙ্গ মঙ্গলজনক নহে। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা স্ত্রী নাই ; তাঁহার স্ত্রীসঙ্গ বলিতে গোপীরূপ পরস্ত্রীর সঙ্গই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের পরস্ত্রীসঙ্গ নন্দযশোদা নিবারণ করেন না—ইহা মনে করিলে নন্দযশোদার বাৎসল্যেই দোষারোপ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরস্ত্রীসঙ্গ যে তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ লীলাগ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। সায়ংকালে বনভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে গোপসুন্দরীদিগের নখক্ষত এবং অলক্তক-চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, সে-সমস্ত যে কোনও রমণীসম্বন্ধীয় চিহ্ন নহে, যশোদামাতাকে তাহা প্রত্যায়িত করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার পক্ষীয়া গোপীগণও বলিয়া থাকেন—ক্ষতরূপে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে বনভ্রমণকালের কণ্টক-

ক্ষত এবং অলক্তকরূপে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে গৈরিক রাগ। কেন এইরূপ বঞ্চনাময় বাক্য বলা হয় ?—শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরস্ত্রীসঙ্গ যশোদামাতার অভিপ্রেত নহে বলিয়া। ইহা তাঁহার অনভিপ্রেত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরস্ত্রীসঙ্গের উদ্যোগের কথা জানিতে পারিলেই যশোদামাতা তাঁহাকে নিষেধ করিতেন ; নতুবা, তাঁহার বাৎসল্যেই দোষ স্পর্শ করিত। অবশ্য ইহাও সত্য যে, পরস্ত্রীসঙ্গ-প্রসঙ্গে নন্দ-যশোদা যে শ্রীকৃষ্ণকে কখনও নিষেধ করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ—শ্রীকৃষ্ণের পরস্ত্রীসঙ্গ-বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য নহে, বার্য্যমাণতার অভাবও নহে ; ইহার কারণ হইতেছে এই যে—গাঢ় বাৎসল্যবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত শিশু বলিয়া মনে করিতেন ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরস্ত্রীসঙ্গের আশঙ্কাই কখনও তাঁহাদের মনে জাগিত না। সুতরাং এই প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। পিতামাতার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্র্য এবং বার্য্যমাণতা-উভয়ই আছে।

এক্ষণে চক্রবর্ত্তিপাদের অন্য একটী উক্তি বিবেচিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—নায়িকার শ্বশ্রূ-প্রভৃতির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অধীনতা বা পারতন্ত্র্য নাই ; কিন্তু তাঁহাদিগকর্ত্তৃক তাঁহার বার্য্যমাণত্ব আছে। এই উক্তিও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। এ-স্থলেও পারতন্ত্র্য আছে এবং পারতন্ত্র্য আছে বলিয়াই বার্য্যমাণত্ব আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রজবাসীরা সকলেই—এমন কি জটিলা-প্রভৃতিও, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি পোষণ করেন (৭।২৫৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাঁহাদের নিকটে—জটিলার নিকটেও—শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্র্য আছে ; ইহা হইতেছে কেবল প্রিয়ত্বের পারতন্ত্র্য, দৈহিক সম্বন্ধজনিত পারতন্ত্র্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়াই জটিলাদি—নায়িকার শ্বশ্রূ প্রভৃতি—তাঁহাদের বধূর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন নিষেধ করেন। অবশ্য এই নিষেধের সঙ্গে বধূর অনিষ্টের আশঙ্কাও জড়িত থাকে। এইরূপে দেখা গেল—নায়িকার শ্বশ্রূপ্রভৃতির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্র্য নাই, অথচ বার্য্যমাণত্ব আছে—এই উক্তিও বিচারসহ নহে।

চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—সম্পন্নাদি সম্ভোগে কেবল নায়িকারই পারতন্ত্র্য আছে, নায়কের পারতন্ত্র্য নাই। উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, সম্পন্নাদি-সম্ভোগে নায়ক শ্রীকৃষ্ণেরও কোনও রকমের পারতন্ত্র্য আছে ; নায়িকার তো আছেই ; সুতরাং সম্পন্নাদি-সম্ভোগের নায়ক ও নায়িকা-উভয়েরই পারতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গেও চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। এই উক্তি বিচারসহ না হওয়ায়, চক্রবর্ত্তিপাদকথিত সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের বৈশিষ্ট্যও উপপন্ন হয় না। তিনি বলেন—সম্পন্নাদি-সম্ভোগে উভয়ের পারতন্ত্র্য নাই ; কিন্তু সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে নায়ক ও নায়িকা-এই উভয়েরই পারতন্ত্র্য আছে—ইহাই হইতেছে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য।

তর্কের অনুরোধে চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তির গুরুত্ব স্বীকার করিয়াই আলোচনা করা যাউক। কেবল নায়িকার পারতন্ত্র্য এবং নায়ক-নায়িকা-উভয়ের পারতন্ত্র্য-এই দুইটীর মধ্যে কার্য্যতঃ বা ফলতঃ, কোনও পার্থক্য আছে কিনা ? নায়িকার পারতন্ত্র্যবশতঃ নায়কের সহিত নায়িকার মিলন দুর্ল্লভ

বলিয়া নায়িকার সহিত নায়কের মিলনও—নায়ক পারতন্ত্র্যহীন হইলেও তাঁহার পক্ষে নায়িকার সহিত মিলনও—দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে। সুতরাং সম্পন্নাদি-সম্ভোগে নায়িকার পারতন্ত্র্যবশতঃ পারতন্ত্র্যহীন নায়কের পক্ষেও নায়িকার সহিত মিলন দুর্ল্লভ হয়। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে উভয়েরই পারতন্ত্র্যবশতঃ মিলন দুর্ল্লভ হয়। উভয় স্থলেই মিলনের সমান দুর্ল্লভত্ব; দুর্ল্লভত্ব সমান বলিয়া সম্পন্নাদি-সম্ভোগ হইতে সমৃদ্ধিমানেরও কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না। চক্রবর্ত্তিপাদ-কথিত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিলেও, তাহা সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য হইবে না, তাহা হইবে—একের পারতন্ত্র্য হইতে দু'য়ের পারতন্ত্র্যের যে বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্য। সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য হয় আস্বাদ্যত্বের বৈশিষ্ট্যে। সম্পন্নাদি সম্ভোগেও যেমন মিলনের দুর্ল্লভত্ব, সমৃদ্ধিমানেও তদ্রূপ দুর্ল্লভত্ব। কেবলমাত্র মিলনের দুর্ল্লভত্ববশতঃ সম্ভোগের যে আস্বাদ্যত্ব, তাহা উভয় স্থলেই সমান, সমৃদ্ধিমানের বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে সুদীর্ঘ বিরহজনিত বৈশিষ্ট্য অবশ্য আছে; কিন্তু সমৃদ্ধিমানের বৈশিষ্ট্য-প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু বার্য্যমাণত্বহুল্লভত্বাধিক্যে উপভোগাতিরেক তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

যাহাহউক, এক্ষণে "দুর্ল্লভালোকয়োর্য্নোঃ পারতন্ত্র্যাদ্‌বিযুক্তয়োঃ"-ইত্যাদি শ্লোকপ্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদের এবং চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার আলোচনা করা যাউক।

"দুর্ল্লভালোকয়োঃ"-শব্দ-প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—

দুর্ল্লভালোকত্বের (নায়ক-নায়িকার পরস্পর-দর্শনের দুর্ল্লভতার) হেতু হইতেছে পারতন্ত্র্য। (গুরুজনদের নিকটে নায়ক-নায়িকার পারতন্ত্র্য আছে বলিয়া গুরুজন তাঁহাদের পরস্পরের দর্শনাদিতে বাধা দিয়া থাকেন, দর্শনাদি নিবারণ করেন। এই বার্য্যমাণত্বই হইতেছে তাঁহাদের দর্শনাদির প্রতিবন্ধক)।

শ্লোকস্থ "পারতন্ত্র্যাদ্ বিযুক্তয়োঃ"-বাক্যপ্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ বলেন, "পারতন্ত্র্যাৎ"-পদটীতে অপাদানে পঞ্চমী হইয়াছে। "পারতন্ত্র্যাদ্ বিযুক্তঃ"-পদের অর্থ হইতেছে—পারতন্ত্র্যরূপ অপাদান হইতে বিযুক্ত—সংযোগহীন; পারতন্ত্র্যহীন। পারতন্ত্র্যহীন নায়ক-নায়িকার মিলনে যে উপভোগের আতিশয্য, তাহাই হইতেছে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। তিনি বলেন—এ-স্থলে পারতন্ত্র্য-শব্দের উত্তর হেতুবাচক পঞ্চমী নহে। "পারতন্ত্র্যাদ্ধেতো র্বিয়োগং প্রাপ্তয়োরিত্যর্থঃ তত্র ন ঘটতে।—পারতন্ত্র্যহেতু বিয়োগপ্রাপ্ত নায়ক-নায়িকার (উপভোগাতিরেক)-এইরূপ অর্থ হইবে না।" কেননা, তাহাতে সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগ হইতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য থাকে না। "সংক্ষিপ্তাদিভ্যো বৈশিষ্ট্যানুপপত্তেঃ।" সংক্ষিপ্তাদি ত্রিবিধ সম্ভোগেও পারতন্ত্র্যবশতঃ নায়ক-নায়িকার বিয়োগ থাকে; সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগেও যদি পারতন্ত্র্যজনিত বিয়োগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সংক্ষিপ্তাদি হইতে সমৃদ্ধিমানের কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না। পারতন্ত্র্যবশতঃ নায়ক-নায়িকার পরস্পরের দর্শন ছিল দুর্ল্লভ; যতক্ষণ এই পারতন্ত্র্য থাকিবে, ততক্ষণই দুর্ল্লভালোকত্ব থাকিবে। শ্লোকে দুর্ল্লভালোক নায়ক-নায়িকার উপভোগাতিরেকের কথা বলা হইয়াছে; তাহাতেই তাঁহাদের পক্ষে পরস্পরের প্রাপ্তি বা মিলন

সূচিত হইয়াছে। ইহাদ্বারাই পারতন্ত্র্যহীনতাও সূচিত হইতেছে ; (নায়ক-নায়িকার পারতন্ত্র্যের আত্যন্তিক অবসান হয় তাঁহাদের বিবাহে, নায়িকা যখন নায়কের স্বকীয়াকান্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তখন) পারতন্ত্র্যের অবসানে নায়িকা অপরতন্ত্রা হইয়া প্রতিদিন স্বগৃহে স্বচ্ছন্দে নায়কের সেবা করিতে পারেন, তখন তাঁহাদের আর বিয়োগের সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু প্রথম হইতেই যে নায়িকা স্বকীয়া, তাঁহা অপেক্ষা পারতন্ত্র্যের অবসানে স্বকীয়াত্ব-প্রাপ্তা নায়িকার বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম হইতেই যে নায়িকা স্বকীয়া, নায়কের সহিত তাঁহার বিয়োগ-জনিত দুঃখময় বিরহ ছিল না, পরেও বিরহের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং "বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগ লাভ করে না—ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে"—এই ন্যায় অনুসারে তাঁহার সম্ভোগও লাভ করিতে পারে না। কিন্তু সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভের পরে, পারতন্ত্র্যের অবসানে, যে নায়িকা স্বকীয়াত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, পূর্ব্ববর্ত্তী সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভ তাঁহার সম্ভোগ-রসের পুষ্টি সাধন করিয়া সম্ভোগরসকে চমৎকারিত্বময় করে—যাহা প্রথম হইতে স্বকীয়া নায়িকার পক্ষে দুর্ল্লভ। "দুর্ল্লভালোকয়োরিত্যনেনৈব তদাপ্তেশ্চ পারতন্ত্র্যাদ্‌বিযুক্তত্বমিদমপারতন্ত্র্যং দর্শয়তা দর্শিতম্। গৃহে যা সেবন্তে প্রিয়মপরতন্ত্রাঃ প্রতিদিনমিত্যনেন স্বীয়োদাহরণেন। কিন্ত্বাদিত এব অপরতন্ত্রাভ্যাস্তাভ্যঃ পারতন্ত্র্যাৎ বিযুক্তানাং বিশেষো ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে ইতি ন্যায়েন উদাহরিষ্যতে চ তদিত্থমেবেতি॥"

পক্ষান্তরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"পারতন্ত্র্যাদ্‌বিযুক্তয়োঃ"-এস্থলে পারতন্ত্র্য-শব্দের উত্তর অপাদানে পঞ্চমী—পারতন্ত্র্যাদপাদানাদ্‌বিযুক্তয়োঃ পারতন্ত্র্যরহিতয়োরিত্যর্থঃ, (পারতন্ত্র্যরূপ অপাদান হইতে বিযুক্ত, পারতন্ত্র্যরহিত-এইরূপ অর্থ)—সঙ্গত হয় না ; কেননা, সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণ-রূপে উদ্ধৃত "দগ্ধং হন্ত দধানয়া"-ইত্যাদি এবং "তবাত্র পরিমৃগ্যতা"-ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের উক্তিতে নায়ক-নায়িকার পারতন্ত্র্য-রাহিত্য দৃষ্ট হয় না, বরং পারতন্ত্র্যের পরমাবধিই দৃষ্ট হয়। সে-স্থলে দত্তশপথা নব-বৃন্দাও রহস্য ব্যক্ত করিতে সমর্থা হয়েন নাই। "পারতন্ত্র্যহেতু বিযুক্ত"-এইরূপ অর্থও এ-স্থলে হইবে না। সুদূর-প্রবাসহেতুই বিযুক্ততা বা বিয়োগ—এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। এই সুদূর-প্রবাস হইতেছে মথুরাগমনরূপ সুদূর-প্রবাসই ; এ-স্থলেও অবশ্য পারতন্ত্র্য রহিয়াছে, কিন্তু বিয়োগ-সাধন-বিষয়ে তাহা অকিঞ্চিৎকরই। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের যে লক্ষণ উদাহরণে দৃষ্ট হয়, সেই লক্ষণবিশিষ্ট সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ, ললিতমাধবের কথাক্রম অনুসারে, প্রকটলীলাতেই হইয়াছে, তাহাও কেবল একবারমাত্র, অথচ প্রকটলীলা যে নিত্য, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে, সুদূর-প্রবাসান্তে দাম্পত্য সংঘটিত হইলে অপারতন্ত্র্যেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হয় এবং সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ এবং সম্পন্ন সম্ভোগই ঔপপত্যে (পারতন্ত্র্যে) হয়—এইরূপ ব্যাখ্যা-প্রসিদ্ধি গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর আশয়কে স্পর্শ করেনা, ইহাই বুঝা যায়। পারতন্ত্র্যের অবসানে দাম্পত্যেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ—ইহাই যদি শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণরূপে পারতন্ত্র্যাভাবের এবং দাম্পত্যের নিরূপক "সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুরপ্রেমাভিরামীকৃতা"-ইত্যাদি

শ্লোকের উল্লেখ না করিয়া তিনি পারতন্ত্র্যময় "দধ্নং হস্ত দধানয়া"-ইত্যাদি এবং "তবাত্র পরিমৃগ্যতা" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিতেন না।

চক্রবর্ত্তিপাদের উল্লিখিত উক্তির আলোচনা করা যাউক। মূলশ্লোকস্থ "পারতন্ত্র্যাদ্ বিযুক্তয়োঃ"-স্থলে শ্রীজীবপাদ "বিযুক্তয়োঃ"-শব্দের সঙ্গেই "পারতন্ত্র্যাদ্"-শব্দের অন্বয় করিয়া "পারতন্ত্র্য"-শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তির দুই রকম অর্থ করিয়াছেন—অপাদানে এবং হেতুতে। তিনি অপাদান-অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, হেতু-অর্থ গ্রহণ করেন নাই। অপাদান-অর্থ গ্রহণ করাতেই তিনি "পারতন্ত্র্যাদ্ বিযুক্তয়োঃ"-বাক্যের অপারতন্ত্র্য অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদ "বিযুক্তয়োঃ"-শব্দের সঙ্গে "পারতন্ত্র্যাৎ"-শব্দের অন্বয় স্বীকার করেন নাই। তিনি "দুর্ল্লভালোকয়োঃ-"শব্দের সঙ্গেই" পারতন্ত্র্যাৎ"-শব্দের অন্বয় করিয়াছেন – পারতন্ত্র্যবশতঃ দুর্ল্লভালোকত্ব। ইহার ফলে "বিযুক্তয়োঃ"-শব্দ অন্যশব্দের সহিত অন্বয়হীন হইয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতেই চক্রবর্ত্তিপাদের পক্ষে তাঁহার অভীষ্ট নায়ক-নায়িকার পরস্পর হইতে "বিয়োগপ্রাপ্তি"-অর্থ তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়াছে এবং শ্রীজীবপাদের অভীষ্ট "পারতন্ত্র্য হইতে বিযুক্তি, বা অপারতন্ত্র্য"-অর্থের সুযোগ দূরীভূত হইয়াছে। চক্রবর্ত্তিপাদের মতে বিয়োগের হেতু হইতেছে মথুরাগমনরূপ সুদূর-প্রবাস—যদিও সুদূর-প্রবাসের কথা শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই। দুর্ল্লভালোকত্বের হেতু যে পারতন্ত্র্য, তাহা শ্রীজীবপাদও বলিয়াছেন; তবে তিনি চক্রবর্ত্তিপাদের ন্যায় "পারতন্ত্র্যাৎ"-শব্দের সহিত "দুর্ল্লভালোকয়োঃ"-শব্দের অন্বয় করিয়া তাহা বলেন নাই, দ্বারকায় রুক্মিণীদেবীর নিকটে নায়ক-নায়িকার পারতন্ত্র্যের কথা স্মরণ করিয়াই তাহা বলিয়াছেন। এই রূপেই শ্রীজীবপাদ এবং চক্রবর্ত্তিপাদ স্ব-স্ব অভীষ্ট অর্থে উপনীত হওয়ার পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ বলেন, পারতন্ত্র্যের অবসানেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ; আর চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, পারতন্ত্র্য থাকাকালেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

স্বীয় অভিমতের সমর্থনে চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণরূপে ললিতমাধব হইতে যে দুইটী শ্লোক উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই দুইটী শ্লোকই হইতেছে পারতন্ত্র্যময়; ইহাতেই বুঝা যায়, পারতন্ত্র্য থাকাকালেই যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হইয়া থাকে, ইহাই হইতেছে গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রায়। পারতন্ত্র্যের অবসানেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ যদি গ্রন্থকারের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পারতন্ত্র্যের অবসানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক "সখ্যস্তা মিলিতাঃ" ইত্যাদি শ্রীরাধার কথিত শ্লোকই তিনি উদ্ধৃত করিতেন [এই শ্লোকের অনুবাদ পূর্ব্ববর্ত্তী (২) উপ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য]; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে "তবাত্র পরিমৃগ্যতা"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"তবাত্রেতি তদেতদুপলক্ষণং পূর্ণমনোরথং সর্ব্বনির্ব্বাহণাঙ্কমপি ক্রোড়ীকরোতি।—'তবাত্র'-ইত্যাদি শ্লোকটী হইতেছে উপলক্ষণ, ললিতমাধব-নাটকের পূর্ণমনোরথ-নামক সর্ব্বনির্ব্বাহণ দশম অঙ্কও এই 'তবাত্র' শ্লোকের ক্রোড়ীকৃত।" এ-স্থলে শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায় বোধ হয় এইরূপ। "তবাত্র"-ইত্যাদি

শ্লোকটীতেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পর্য্যাপ্তি প্রদর্শিত হয় নাই; ইহা হইতেছে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উপলক্ষণ মাত্র। ললিতমাধব-নাটকের পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পর্য্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; সেই দশমাঙ্কও এই "তবাত্র" ইত্যাদি শ্লোকের ক্রোড়ীকৃত, এই শ্লোকদ্বারা পূর্ণ-মনোরথ-নামক দশম অঙ্ক উপলক্ষিত হইয়াছে। [তাৎপর্য্য বোধ হয় এই—ডাব-নারিকেলের আস্বাদ্য অংশ তাহার কোমল শাস (কোমল নারিকেল) এবং জল যেমন ডাব-নারিকেলের ক্রোড়ীভূত, ডাব-নারিকেল দ্বারা উপলক্ষিত, তদ্রূপ যাহাতে রুক্মিণীর নিকটে রাধাকৃষ্ণের পারতন্ত্র্যের আত্যন্তিক অবসানে তাঁহাদের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং যাহাতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পর্য্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কও এই "তবাত্র" ইত্যাদি শ্লোকের ক্রোড়ীভূত এবং উপলক্ষিত]। স্বীয় উক্তির সমর্থনে শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে ললিতমাধব নাটকের দশম অঙ্কের সার মর্ম্মও প্রকাশ করিয়াছেন। গোষ্ঠেশ্বরীর দ্বারকায় গমন, শ্রীরাধা যে চন্দ্রাবলীর (রুক্মিণীর) গোকুলসিদ্ধা নিজ ভগিনী—তাহার প্রতীতি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহের সম্বৃত্তি এবং সেই সময়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অতঃপর তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য করিতে পারি?' তখন শ্রীরাধার "সখ্যস্তা মিলিতা" ইত্যাদি উক্তি, একথা বলিয়াও দ্বারকাস্থ নববৃন্দাবনের কল্পিতত্ব বিচার করিয়া শ্রীরাধার "যা তে লীলাপদপরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরীতা" ইত্যাদি উক্তি [পূর্ব্ববর্ত্তী (২)-উপ অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য].—এই সমস্তের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব-পাদ, "সখ্যস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত "ভবতা সঙ্গোঽপ্যয়ং রঙ্গবান্ সম্বৃত্তঃ' শ্রীরাধার এই উক্তির অর্থ করিয়া বলিয়াছেন—নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সঙ্গও "রঙ্গবান্—নানা কৌতুকবান্" হইয়াছিল; ইহাদ্বারা উপভোগাতিরেকের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার পরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, এ-স্থলেই তাহার পর্য্যাপ্তি এবং ইহাই "তবাত্র পরিমৃগ্যতা" ইত্যাদি শ্লোকের ক্রোড়ীকৃত এবং উপলক্ষিত। ["দুর্ল্লভালকয়োর্যূনোঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের অর্থে শ্রীজীবপাদ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের যে লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার এই টীকোক্তির সঙ্গতি আছে]।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নিজেই তাঁহার ললিতমাধব-নাটকের দশম অঙ্ককে "পূর্ণমনোরথ" বলিয়াছেন—"ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে পূর্ণমনোরথো নাম দশমোঽঙ্কঃ॥" শ্রীজীবপাদ ইহাকে "সর্বনির্বাহণঃ" ও বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, দশম বা শেষ অঙ্কেই শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের অভীষ্ট সমস্ত বিষয়ই নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

কিন্তু কি তাঁহাদের মনোরথ বা অভীষ্ট? সুদীর্ঘ-কালব্যাপী বিরহে তাঁহারা দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন; এই দুঃসহ দুঃখের অবসান স্বভাবতঃই তাঁহাদের কাম্য হইতে পারে। এই বিরহ-জনিত দুঃখের কারণ হইতেছে—দ্বারকায় রুক্মিণীর নিকটে তাঁহাদের পারতন্ত্র্য এবং দ্বারকার বাহিরে শ্রীরাধি-কাদির পরদারত্বের এবং শ্রীকৃষ্ণেরও ঔপপত্যের প্রতীতি; তাহার ফলে শ্রীরাধার শ্বশ্রূম্মন্যা জটিলার

ক্রূর ব্যবহারও শ্রীরাধার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল। অন্য গোপীদেরও তদ্রূপ। এ-সমস্তের অবসানও তাঁহাদের কাম্য ছিল। ঘটনাচক্রে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরস্পর পরস্পরকে তাঁহারা গতাসু বলিয়াই মনে করিতেন। ইহাও তাঁহাদের দুঃখের কারণ ছিল। সম্ভব হইলে এই দুঃখের অবসানও তাঁহাদের কাম্য ছিল। এ-সমস্ত দুঃখের এবং দুঃখ-হেতুর আত্যন্তিক অবসান, পরস্পরের সহিত মিলন এবং মিলনে নিত্য নির্বাধ সর্ব্বোৎকর্ষময় আনন্দই ছিল তাঁহাদের কাম্য। দশম অঙ্কের বর্ণিত বিবরণ হইতে জানা যায়,—রুক্মিণী নিজেই উপযাচিকা হইয়া তাঁহার নিকটে তাঁহাদের পারতন্ত্র্যের আত্যন্তিক অবসান ঘটাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকাদির বিবাহের সংঘটন করাইয়া তাঁহাদের ঔপপত্য-পরদারত্বাদির প্রতীতি দূরীভূত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিত্য নির্বাধ এবং সর্বোৎকর্ষময় মিলনানন্দের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন ; শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়সখীগণকেও পুনরায় পাইয়াছেন, শ্বশ্রূম্মন্যা জটিলার পরিবর্ত্তে স্নেহবারিধি যশোদামাতাকেও শ্রীরাধা শ্বশ্রূরূপে পাইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্ভোগও রঙ্গবান্—বিবিধ কৌতুকময়—হইয়াছে। "সখ্যস্তা মিলিতা" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধা নিজেই তাহা বলিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অধিক কাম্য যে তাঁহার আর কিছু থাকিতে পারে না, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। তথাপি নববৃন্দাবনের কৃত্রিমতার কথা স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ অপরিতোষের সহিত অকৃত্রিম বৃন্দাবনে ঠিক এই ভাবেই, বিহারের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন—"যা তে লীলাপদপরিমল"-ইত্যাদি শ্লোকে। শ্রীকৃষ্ণও বলিলেন-"তথাস্তু।" কোনও বাসনাই আর অপূর্ণ রহিলনা। এজন্যই দশম অঙ্ককে পূর্ণমনোরথ বলা হইয়াছে। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের প্রাণবস্তু হইতেছে-"উপভোগাতিরেক" ; উল্লিখিত পূর্ণমনোরথতাতে উপভোগাতিরেকই প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। এজন্যই শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের পর্য্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে—"সখ্যস্তা মিলিতাঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে। "তবাত্র পরিমৃগ্যতা" ইত্যাদি শ্লোকের উপলক্ষণে "সখ্যস্তা মিলিতাঃ" শ্লোকই উপলক্ষিত হইয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী "সখ্যস্তা মিলিতাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ না করিয়া "তবাত্র পরিমৃগ্যতা"-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিলেন কেন ? উত্তরে বলা যায়—উপাদেয় রসময় বস্তুর পরিবেশনের ইহাই রীতি। কাহাকেও ডাবের কোমল শর এবং সুস্বাদু জল আস্বাদন করাইতে হইলে ডাব নারিকেলই তাঁহার নিকটে উপস্থিত করা হয়। বহুমূল্য—সুতরাং সুগোপ্য—মণি কখনও উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয় না, ক্ষুদ্র পেটিকার মধ্যেই রাখা হয় ; কোনও দর্শক বা গ্রাহক আসিলে পেটিকাটীই তাঁহার হস্তে রাখা হয়, উন্মুক্ত মণি রাখা হয় না। এইরূপই রস-পরিবেশনের পরিপাটী। শব্দাদির সহায়তায় রসের বর্ণনা করা হয় ; কিন্তু কেবল শব্দাদিই রসকে পরিচিত করে না, পরিচিত করে শব্দের ব্যঞ্জনা ; এই ব্যঞ্জনা থাকে শব্দের ক্রোড়ীভূত হইয়া। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—"অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১৮৯॥" রসিক ভক্ত বুঝিলেও কিন্তু সকলের নিকটে তাহা প্রকাশ করেন না।

শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"সখ্যস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্লোক "তবাত্র পরিমৃগ্যতা"-ইত্যাদি শ্লোকের ক্রোড়ীভূত। তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য কি উল্লিখিতরূপ নহে?

উল্লিখিত আলোচনায় শ্রীজীবপাদ যাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই :—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণরূপে "তবাত্র পরিমৃগ্যতা"-ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইলেও এই শ্লোকেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণ পর্য্যাপ্তি প্রাপ্ত হয় নাই, পর্য্যাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে—পারতন্ত্র্যের আত্যন্তিক অবসানে দাম্পত্যের সম্বৃত্তিতে শ্রীরাধার কথিত "সখ্যস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্লোকে। "সখ্যস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্লোকটী সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত না হইলেও উদ্ধৃত "তবাত্র পরিমৃগ্যতা"-ইত্যাদি শ্লোকে তাহা ক্রোড়ীকৃত এবং উপলক্ষিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহা হইতেছে এই। পারতন্ত্র্যের অবসানে দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠায় যে সম্ভোগের উদয় হইয়াছে, "সখ্যস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্লোকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য হইতেছে - পারতন্ত্র্যের অবসান, দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠা, পারতন্ত্র্যের অবসানবশতঃ সম্ভোগ-সুখের অপ্রতিহততা ও নিত্যত্ব, অসহ্য দুঃখময় সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভের স্মৃতিতে সম্ভোগ-সুখের চমৎকারিত্ব, প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ বাম্য-বক্রতাদি ভাবের উদয়ে সম্ভোগ-সুখের বৈচিত্র্য এবং উচ্ছ্বাসময়ত্ব-ইত্যাদি। প্রথম হইতেই যে-সমস্ত নায়িকা স্বকীয়া, বিপ্রলম্ভাদির অভাবে তাঁহাদের সম্ভোগরস হয় নিস্তরঙ্গ নদীর তুল্য; কিন্তু সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভের পরে পারতন্ত্র্যের অবসানে এবং দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠায় ব্রজগোপীদের সম্ভোগ-রস হয় উত্তাল-তরঙ্গময় মহাসমুদ্রের তুল্য। "তবাত্র পরিমৃগ্যতা"-ইত্যাদি পারতন্ত্র্যময়-শ্লোকপ্রদর্শিত সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ এতাদৃশ উত্তালতরঙ্গময় মহাসমুদ্রতুল্য নহে; কেননা, তাহাতে সাময়িক ভাবে সম্ভোগ সুখের আতিশয্য হইলেও পারতন্ত্র্যবশতঃ সেই সম্ভোগের পরে আবার বিপ্রলম্ভ—সুতরাং বিপ্রলম্ভজনিত অসহ্য দুঃখও—আছে; মিলন-সময়েও পারতন্ত্র্যের স্মৃতিতে মিলন-সুখ বেদনাময় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সম্ভোগ তো মাত্র চারিপ্রকারের। শ্রীজীবপাদ অবশ্য পঞ্চম প্রকারের এক সম্ভোগের কথা বলিয়াছেন—তাহা হইতেছে প্রেমবৈচিত্ত্যের পরবর্ত্তী সম্ভোগ (৭।৪২৪-অনু দ্রষ্টব্য); কিন্তু তাহা পারতন্ত্র্যময় সম্ভোগও নহে, পারতন্ত্র্যের অবসানজাত সম্ভোগও নহে। পারতন্ত্র্যের সহিত বর্ত্তমান-সম্বন্ধবিশিষ্ট, বা পূর্ব্ববর্ত্তি-সম্বন্ধবিশিষ্ট সম্ভোগ কেবল চারি প্রকারেরই। এই চারি প্রকারের সম্ভোগের মধ্যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগই হইতেছে সর্ব্বোৎকর্ষময়। এই অবস্থায় "তবাত্র পরিমৃগ্যতা"-ইত্যাদি শ্লোককথিত পারতন্ত্র্যময় এবং দুঃখাবশেষ সম্ভোগকেই যদি সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলা হয়, তাহা হইলে পারতন্ত্র্যের আত্যন্তিক অবসানে দাম্পত্যের প্রতিষ্ঠায় যে উত্তালতরঙ্গময় মহাসমুদ্রের তুল্য চমৎকারিত্বময় এবং উচ্ছ্বাসময় নিত্য সম্ভোগ-রসের অভ্যুদয় হয়, তাহাকে কোন্ নামে অভিহিত করা হইবে? তাহা কি কোনও রসনামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নহে?

যদি বলা যায়, ইহা সম্ভোগ-রস নহে, পরন্তু সম্ভোগ-রসের একটী অনুভাব (৭।৪২৬-অনু

দ্রষ্টব্য), তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী সম্ভোগরসের অনুভাবের যতগুলি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটীই পারতন্ত্র্যময় (৭।৪২৬ অনু) ; পারতন্ত্র্যহীন অনুভাবের একটী উদাহরণও তিনি দেখান নাই। ইহাতে মনে হয়, সম্ভোগ-রসের পারতন্ত্র্যহীন অনুভাব তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, "সখ্যস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্লোকে কথিত পারতন্ত্র্যহীন সম্ভোগের একটা পৃথক্ নাম অবশ্যই থাকিবে। ইহা যখন প্রেমবৈচিত্ত্যের পরবর্ত্তী সম্ভোগ নহে, প্রেমবৈচিত্ত্যের পরবর্ত্তী সম্ভোগব্যতীত অন্য সমস্ত সম্ভোগই যখন চারিপ্রকারের এবং এই চারিপ্রকারের সম্ভোগের মধ্যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগই যখন সর্ব্বোৎকর্ষময় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে "তবাত্র পরিমৃগ্যতা"-ইত্যাদি শ্লোক-কথিত পারতন্ত্র্যময় সম্ভোগ অপেক্ষা যখন "সখ্যস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্লোক-কথিত সম্ভোগের পরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়, তখন "সখ্যস্তা মিলিতা"-ইত্যাদি শ্লোক-কথিত সম্ভোগকেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-নামে অভিহিত করাই কি শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রায় ?

যাহাহউক, চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীর অভিপ্রায় , শ্রীজীবপাদের বক্তব্যও তাহাই। কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামীর বাস্তব অভিপ্রায় কি ?

সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীপাদ রূপের অভিপ্রায় জানিবার সুযোগ চক্রবর্ত্তিপাদের ছিলনা ; কেননা, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর তিরোভাবের বহু বৎসর পরে চক্রবর্ত্তিপাদের অভ্যুদয় ; শ্রীরূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কেবল স্বীয় যুক্তিদ্বারা শ্রীপাদ রূপের অভিপ্রায় নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং কেবল যুক্তিপ্রদর্শনের কথা বিবেচনা করিলে উভয়েরই সমান অবস্থা। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র, শিষ্য এবং বহুকালের সঙ্গী। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর সঙ্গে তিনি শ্রীরূপের গ্রন্থাদির আলোচনাও করিয়াছেন, অধ্যয়নও করিয়াছেন , সুতরাং সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীরূপের অভিপ্রায় জানিবার সম্ভাবনা শ্রীজীবপাদেরই ছিল, চক্রবর্ত্তিপাদের ছিলনা। আবার, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থপ্রচারের ভারও দিয়াছেন শ্রীজীবপাদকে ; ইহাতেই বুঝা যায়—শ্রীজীবপাদ যে শ্রীরূপপাদের অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে জানিতেন, তাহা শ্রীরূপপাদও মনে করিতেন ; নতুবা, শ্রীজীবপাদের উপর তিনি তাঁহার গ্রন্থপ্রচারের ভার দিতেন কিনা সন্দেহ। এ-সমস্ত হইতে স্বাভাবিক ভাবেই মনে করা যাইতে পারে যে, সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রেত।

যাহাহউক, সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদের এবং চক্রবর্ত্তিপাদের অভিপ্রায় এবং যুক্তি প্রদর্শিত হইল। উভয়ের উক্তিসম্বন্ধে আমাদের মনে যে-সমস্ত প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, সে-সমস্তও উল্লিখিত হইল। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর বাস্তব অভিপ্রায় কি ছিল, রসজ্ঞ সুধীবৃন্দ তাহা নির্ণয় করিবেন।

(৪) **বিবাহ-সম্বন্ধে মতভেদ**

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদের বিবাহ-সম্বন্ধেও শ্রীজীবপাদের সহিত চক্রবর্তিপাদের মতভেদ দৃষ্ট হয়।

কল্পবিশেষে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া কি ভাবে ব্রজগোপীগণ দ্বারকায় নীত হইয়াছিলেন এবং কি ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বারকায় তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল, ললিতমাধবের বর্ণনানুসারে তাহা পূর্ব্বে, (২)-উপ অনুচ্ছেদে, বিবৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির "দধ্বং হস্ত দধানয়া"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় সেই বিবাহের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"ন চেয়ং কথা কল্পনাময়্যেব কিন্ত্বত্রাস্তি চার্ষং প্রমাণম্॥—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদের এই বিবাহের কথা কাল্পনিক নহে; ইহার আর্ষপ্রমাণ বিদ্যমান।" তাহার পরে তিনি আর্ষ প্রমাণ উদ্ধৃতও করিয়াছেন। যথা,

পদ্মপুরাণ দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে প্রসিদ্ধ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে আছে—

"কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকা ইতি।

—তাঁহারা কৈশোরে ছিলেন গোপকন্যা, যৌবনে ছিলেন রাজকন্যা ইত্যাদি।"

গোপকন্যাদের স্থান ব্রজে; কৈশোরে যাঁহারা ব্রজে গোপকন্যা ছিলেন, তাঁহারাই যৌবনে রাজকন্যারূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি অষ্ট প্রধানা গোপকন্যা কি ভাবে ভীষ্মকাদির গৃহে নীতা হইয়া ভীষ্মকাদি রাজার কন্যারূপে পরিচিতা হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা ষোলহাজার একশত গোপকন্যা অবশ্য রাজকন্যা ছিলেন না; ললিতমাধব হইতে জানা যায়, নরকাসুর যখন তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তখন নরকাসুরই রাজকন্যা বলিয়া তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছিলেন; এইরূপে যৌবনে তাঁহারাও রাজকন্যারূপে পরিচিতা হইয়াছিলেন।

স্কান্দ-প্রভাসখণ্ডেও গোপ্যাদিত্যমাহাত্ম্যে দ্বারকা-পট্টমহিষীদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—

"ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতা-ইতি॥

—ষোড়শসহস্র গোপী সেই স্থানে (দ্বারকায়) সমাগত হইলেন।"

এই সমস্ত আর্ষ প্রমাণ হইতে জানা গেল—ব্রজের গোপীগণ দ্বারকায় গিয়াছিলেন এবং মহিষীদের প্রসঙ্গে এ-সমস্ত কথা বলা হওয়াতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাদের সহিত দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের বিবাহও হইয়াছিল।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিতেছে—গোপীগণ যদি দ্বারকায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিষীই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রজে কি তাঁহাদের কোনও অস্তিত্বই ছিলনা? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রমিলনে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বারকা-মহিষীদের এবং ব্রজগোপীদের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা বলা হইল কেন? ব্রজে যদি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী কোনও গোপীই না থাকিবেন, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে তাঁহাদের অস্তিত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মিলন ও আলাপাদি কিরূপে সম্ভব হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলেন—ললিতমাধবে যে কল্পের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে সেই কল্পের লীলা বর্ণিত হয় নাই, অন্য কল্পের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। "তস্মাৎ শ্রীভাগবতে কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং ব্রজদেব্যঃ পট্টমহিষ্যঃ যৎ পরস্পরং ভেদেন বর্ণিতাস্তৎ খলু কল্পভেদাদেব মন্তব্যম্॥" ইহা হইতে জানা গেল, যে কল্পে ব্রজদেবীদের সহিত দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল, সেই কল্পে তাঁহাদের ব্রজত্যাগের পরে ব্রজে আর শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী কোনও গোপী ছিলেন না, তাঁহাদের কোনও প্রকাশও ছিল না, থাকিলে গোষ্ঠেশ্বরী-প্রভৃতি তাঁহাদিগকে গতাসু বলিয়া মনে করিতেন না। অন্য কল্পে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের পরেও গোপীগণ সর্ব্বদাই ব্রজে ছিলেন এবং এতাদৃশ অন্য কল্পে দ্বারকামহিষীগণ স্বয়ং ব্রজদেবীগণ নহেন, তাঁহাদের প্রকাশরূপমাত্র—দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ, তদ্রূপ।

দ্বারকায় গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ একটী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়া তাহার উত্তরে নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। "ননু কথং গ্রন্থকৃদ্‌ভিরেব ব্রজসুন্দরীণাং দ্বারকাস্থ-নববৃন্দাবনে ললিতমাধবে শ্রীকৃষ্ণেন বিবাহো বর্ণিতঃ। যদি চ তত্র বর্ণিতস্তদা কাচিৎকে কল্পে দন্তবক্রবধানন্তরং ব্রজভূমাবাগতেন শ্রীকৃষ্ণেন ভাগবতামৃতধৃত-পাদ্মোত্তরখণ্ডীয়-গদ্যপদ্যকথায়ামনুক্তোঽপি তাসাং বিবাহো যুক্ত্যা অভ্যুপগন্তব্য এব স্যাৎ॥—(পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে এই) ললিতমাধবে গ্রন্থকারই (শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই) কিরূপে দ্বারকাস্থ-নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের বিবাহ বর্ণনা করিলেন? ভাগবতামৃতধৃত পাদ্মোত্তর-খণ্ডের গদ্যপদ্যময় বাক্য হইতে জানা যায়, কোনও কল্পে দন্ত-বক্রবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমিতে আসিয়াছিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদের বিবাহ, পাদ্মোত্তর-বাক্যে কথিত না হইলেও, যুক্তিদ্বারা উপলব্ধ হয়। এই বিবাহও ব্রজে; দ্বারকার বিবাহ কিরূপে বর্ণিত হইল?"

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"সত্যম্। তাসাং দ্বারকায়াং বিবাহো হি ন কেবলং নিষ্প্রমাণক এব যদুক্তং পাদ্ম-দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে-ইত্যাদি॥—সত্য (অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য)। দ্বারকায় ব্রজসুন্দরীদের বিবাহ কেবল নিষ্প্রমাণকই নয়; যেহেতু, পাদ্ম-দ্বাত্রিংশদধ্যায়ে বলা হইয়াছে, ইত্যাদি।" চক্রবর্ত্তিপাদের এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধবে ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে বিবাহের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কোনও আর্ষ প্রমাণ নাই। পাদ্মোত্তরখণ্ডাদির বাক্য হইতেই জানা যায়—ললিতমাধবে বর্ণিত বিবাহের কোনও প্রমাণ নাই।

ইহার পরে স্বীয় মতের সমর্থনে তিনি পাদ্ম-দ্বাত্রিংশদধ্যায়ের এবং স্কান্দ-প্রভাসখণ্ডের এক একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকা ইতি" এবং "ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতা ইতি।" পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীজীবপাদও তাঁহার মতের সমর্থনে ঠিক এই দুইটী প্রমাণই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাহা হউক, উল্লিখিত প্রমাণদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া চক্রবর্ত্তিপাদ

বলিয়াছেন—"অতঃ পূর্ণতমস্য শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্যৈব দ্বারকানাথো যথা পূর্ণপ্রকাশস্তথৈব পূর্ণতমানাং তদীয়হ্লাদিনীশক্তীনাং ব্রজসুন্দরীণাং পূর্ণরূপা রুক্মিণী-সত্যভামাদ্যাঃ ভীষ্মক-সত্রাজিদাদীনাং সুতাস্তাসাং বিবাহো দ্বারকায়াং সমুচিত এব, নতু পূর্ণতমধাম্নি ব্রজভূমৌ বর্ণয়িতুং শক্যঃ সমর্থায়াঃ রতেঃ সমঞ্জসত্বাপত্তেঃ—অতএব, দ্বারকানাথ যেমন পূর্ণতম শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পূর্ণপ্রকাশ, তদ্রূপ রুক্মিণী-সত্যভামাপ্রভৃতি ভীষ্মক-সত্রাজিদাদির কন্যাগণও শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি ব্রজসুন্দরীদিগের পূর্ণ প্রকাশ, তাঁহাদের বিবাহ দ্বারকাতেই সমুচিত ; কিন্তু পূর্ণতমধাম ব্রজভূমিতে তাঁহাদের বিবাহ-বর্ণন সঙ্গত নহে ; কেননা, তাহাতে সমর্থা রতির সমঞ্জসত্ব প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়।"

চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। তাঁহার উক্তির মর্ম্ম হইতেছে এই যে—দ্বারকাতে পূর্ণতম শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পূর্ণ প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজসুন্দরীদিগের পূর্ণপ্রকাশ সত্যভামাদির সহিতই বিবাহ হইতে পারে, পূর্ণতম ধাম ব্রজে ব্রজসুন্দরীদের সহিত বিবাহ হইতে পারে না; কেননা, দ্বারকামহিষীগণের সমঞ্জসা রতি ; কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের সমর্থা রতি ; ব্রজে ব্রজসুন্দরীদের বিবাহ স্বীকার করিলে তাঁহাদের সমর্থা রতির সমঞ্জসা রতিতে পরিণতি স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু তাহা স্বীকার করা যায় না।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ, চক্রবর্ত্তিপাদ যে দুইটী আর্ষ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই দুইটী প্রমাণে যে দ্বারকায় ব্রজসুন্দরীদের বিবাহের কথাই বলা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রকাশরূপের বিবাহের কথা বলা হয় নাই, তাহা শ্রীজীবপাদের উক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রমাণদ্বয় হইতে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদের বিবাহের কথাই জানা যায়, সুতরাং ললিতমাধবের বর্ণিত বিবাহ নিষ্প্রমাণক নহে।

দ্বিতীয়তঃ, ললিতমাধবে যাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে, ললিতমাধবের বর্ণনা হইতেই জানা যায়—তাঁহাদের সকলেরই ব্রজগোপীত্বের অভিমান ছিল, দ্বারকামহিষী সত্যভামাদির অভিমান কখনও তাঁহাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। এক শ্রীরাধার দৃষ্টান্তই বিবেচনা করা যাউক। সূর্য্যদেবের আলয়ে এবং সত্রাজিতের গৃহেও তিনি নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেন ; এজন্যই তিনি সর্ব্বদা গোপীজনবল্লভের প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেন। সত্রাজিৎ-জননী তাঁহাকে সত্যভামা-নামে পরিচিত করিয়া রুক্মিণীর নিকটে দিয়া গেলে রুক্মিণী যখন তাঁহাকে মাধবীমণ্ডপে অবস্থানের আদেশ করিলেন, তখন মাধবীমণ্ডপে গমনের জন্য উদ্যত হইয়া অতর্কিত ভাবে তিনি রুক্মিণীকে বলিয়াছিলেন—"দেই! মন্দভাইণী এসা রাহিত্যা সমএ সুমরিদব্বা (দেবি! মন্দভাগিনী এষা রাধিকা সময়ে স্মর্ত্তব্যা)—দেবি! এই মন্দভাগিনী রাধিকাকে সময়ে স্মরণ করিবেন।" সত্যভামা-নামে পরিচিতা নিজেকে "রাধিকা" বলিতেছেন শুনিয়া রুক্মিণী চমকিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি! তুমি কি বলিলে?" নিজের মুখেই নিজের প্রকৃত নাম ব্যক্ত হওয়ায় সত্যভামা আতঙ্কিত হইয়া "রাধিকা"-শব্দের অন্যরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া রুক্মিণীর সন্দেহ দূর করিতে চেষ্টা করিলেন।

বলিলেন – রাধিকা-শব্দের অর্থ হইতেছে আরাধিকা ; "দেবি ! আমি আপনার আরাধিকা"—ইহাই আমি বলিয়াছি ; "আপনার এই মন্দভাগিনী আরাধিকাকে সময়ে স্মরণ করিবেন"—ইহাই আমার প্রার্থনা। এই ব্যাপার হইতে জানা গেল—দ্বারকায় উপস্থিতির প্রথম সময়েই সত্যভামা নামে পরিচিতার "রাধিকা"-অভিমান ছিল, মুকুন্দমহিষী সত্যভামা-অভিমান ছিলনা। বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও তাঁহার শ্রীরাধা-অভিমান ছিল। শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিহ্বলা হইয়া সেই অভিমানেই তিনি নববৃন্দাবনের কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দ্বারকাধিপতি যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা তিনি জানিতেন না ; তিনি মনে করিতেন—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়। কালিয়হ্রদ হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তির পরেও তিনি খেদের সহিত বলিয়াছিলেন—"হায় ! হায় ! আমার প্রিয়সখী ললিতা কোথায় ? বৎসলা ভগবতী কোথায় ? আর্য্যা মুখরা কোথায় ? (ললিতমাধব ॥১০।২৫) ॥" এ-সমস্তই রাধা-অভিমানের উক্তি। মধ্যবর্ত্তী কালেও সর্ব্বত্র তাঁহার রাধা-অভিমানই ছিল। শ্রীরাধা-অভিমানেই "দধ্ণং হস্ত দধানয়া"-ইত্যাদি বাক্যে নববৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে তিনি "কালিন্দীয়তটীকুটীরকুহর-ক্রীড়াভিসারব্রতী জীবিতবন্ধু" বলিয়াছেন। কোনও সময়েই দ্বারকায় তাঁহার রাধা-অভিমানব্যতীত অন্য অভিমান দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তাঁহার স্বরূপগতা সমর্থা রতিই সকল সময়ে তাঁহার মধ্যে বিরাজিত ছিল, কখনও সমঞ্জসা রতি তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। অন্যত্র উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় স্বয়ং চক্রবর্ত্তিপাদও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে মোদনের উদাহরণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ললিতমাধবের "আতন্বন্ কলকণ্ঠনাদম্" ইত্যাদি (স্থায়ি ॥১২৬)-শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া দ্বারকাস্থিতা এবং সত্যভামানামে পরিচিতা শ্রীরাধার মধ্যে মোদন-ভাবের বিদ্যমানতা দেখাইয়াছেন। চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীরাধার এই মোদন-ভাব স্বীকার করিয়াই উল্লিখিত শ্লোকের টীকা করিয়াছেন [পূর্ববর্ত্তী ৩৯৫-জ-আ (৯) মন্তব্য দ্রষ্টব্য]। মোদন হইতেছে মহাভাবের – সুতরাং সমর্থারতির—একটী বৈচিত্রী ; ইহা সমঞ্জসা রতির বৈচিত্রী নহে। এই টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদও স্বীকার করিয়াছেন—দ্বারকাস্থিতা শ্রীরাধার মধ্যে সমর্থারতিই সর্ব্বদা বিরাজিত ছিল। অন্যান্য গোপীদেরও তদ্রূপ। বিবাহ-সময়েও তাঁহাদের এতাদৃশ—অর্থাৎ সমর্থারতিমতী-ব্রজগোপীত্বের—অভিমানই বর্ত্তমান ছিল, ব্রজগোপীদের পূর্ণপ্রকাশ সত্যভামাদির—অর্থাৎ সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদের—অভিমান তখনও তাঁহাদের ছিলনা। তাহাই যদি থাকিত, তাহা হইলে শ্রীরাধা বলিতেন না—"প্রিয়সখী ললিতাদিকে পাইলাম, শ্বশ্রূ ব্রজেশ্বরীকে পাইলাম, ইত্যাদি।" সুতরাং 'ব্রজসুন্দরীদের পূর্ণপ্রকাশ সত্যভামাদির সহিতই দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইতে পারে, ব্রজসুন্দরীদের সহিত হইতে পারে না"—চক্রবর্ত্তিপাদের এইরূপ উক্তি বিচারসহ নহে। প্রকাশরূপের সহিত বিবাহের কথা পাদ্ম-স্কান্দ-প্রমাণেও দৃষ্ট হয় না। আবার, ব্রজগোপীদের সমর্থা রতি হইতেছে তাঁহাদের স্বরূপগত ভাব ; (শ্রীরাধার মাদন সর্ব্বদাই তাঁহাতে থাকে। "মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা ॥" তাঁহার কায়ব্যূহরূপা গোপীদের মহাভাবও সর্ব্বদা তাঁহাদের মধ্যে থাকে)। সমঞ্জসারতিতে সমর্থার পরিণতি স্বীকার করিলে স্বরূপের ব্যত্যয় স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু স্বরূপের ব্যত্যয় সম্ভব নহে। এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল—"ব্রজসুন্দরীদের সহিত

শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ স্বীকার করিলে সমঞ্জসা রতিতে তাঁহাদের সমর্থা রতির পরিণতি স্বীকার করিতে হয়”—চক্রবর্ত্তিপাদের এইরূপ অভিমত বিচারসহ নহে।

তৃতীয়তঃ, উপসংহারে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—“যথা দ্বারকানাথো হি ব্রজরাজনন্দন এবায়ং সম্প্রতি বসুদেবসূনুর্দ্বারকায়ামস্মীত্যভিমন্যতে, তথৈব পট্টমহিষ্যোঽপি চন্দ্রভান্বাদিসুতাশ্চন্দ্রাবল্যাদ্যা এব বয়ং সম্প্রতি ভীষ্মকাদিসুতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন ব্যূঢ়া এবাভূমেত্যভিমন্যতে॥—দ্বারকানাথ যেমন এরূপ অভিমান পোষণ করেন যে, “আমি ব্রজেন্দ্রনন্দনই, সম্প্রতি বসুদেবসুতরূপে দ্বারকায় আছি”, তদ্রূপ পট্টমহিষীগণও এইরূপ অভিমান পোষণ করেন যে, “আমরা চন্দ্রভানু-প্রভৃতির কন্যা চন্দ্রাবলী প্রভৃতিই, সম্প্রতি ভীষ্মকাদির কন্যারূপে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বিবাহিত হইয়াছি।”

ললিতমাধবে যাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারাই মনে করিতে পারেন—তাঁহারা বস্তুতঃ চন্দ্রভানু-প্রভৃতির কন্যা। ইহা কোনও এক বিশেষকল্পের কথা। কিন্তু যে কল্পে দ্বারকায় ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়না, সেই কল্পে ভীষ্মকাদির কন্যাদের সহিতই বিবাহ হয়; সেই কল্পের পট্টমহিষীগণও যে নিজেদিগকে চন্দ্রভানু-প্রভৃতির কন্যা বলিয়া অভিমান পোষণ করেন, তাহার কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না; চক্রবর্ত্তিপাদও তদ্রূপ কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই।

চতুর্থতঃ, চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তির শেষ অংশের তাৎপর্য্য বুঝা যায়না। সে-স্থলে তিনি লিখিয়াছেন—“পূর্ণতম ধাম ব্রজভূমিতে তাঁহাদের (ব্রজদেবীদের) বিবাহ-বর্ণন সঙ্গত নহে।” শ্রীপাদরূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধবে ব্রজভূমিতে তাঁহাদের বিবাহ বর্ণন করেন নাই, দ্বারকাতেই বিবাহ বর্ণন করিয়াছেন। তবে নন্দ-যশোদাদির, মুখরাদির এবং সমস্ত ব্রজদেবীদের উপস্থিতিতে তখন দ্বারকাও যে ব্রজভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহা মনে করা যায়। পরিকরদের ভাবের বৈশিষ্ট্যেই ধামের স্বরূপের বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৫৬৬ পৃষ্ঠায় “সমঞ্জসা রতির প্রসঙ্গ” দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যায়—দ্বারকায় ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে।

যাহাহউক, এ-স্থলেই মুখ্যসম্ভোগের আলোচনা শেষ হইল। এক্ষণে গৌণ সম্ভোগসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

৪২৫। গৌণ সম্ভোগ

মুখ্য ও গৌণ সম্ভোগের পার্থক্য হইতেছে এই যে—মুখ্য সম্ভোগ হয় জাগ্রত-অবস্থায় (৭।৪২৪ অনু); আর, গৌণ সম্ভোগ হয় স্বপ্নাবস্থায়।

“স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোঽস্য হরের্গৌণ ইতীর্য্যতে॥ উ, নী, গৌণ ॥২॥

—স্বপ্নে শ্রীহরির প্রাপ্তি-বিশেষকে গৌণ সম্ভোগ বলে।”

স্বাপ্নিক গৌণ সম্ভোগ দ্বিবিধ—সামান্য ও বিশেষ। তন্মধ্যে সামান্য গৌণ সম্ভোগ ব্যভিচারি-ভাবের প্রকরণে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৭।১০৩-অনুচ্ছেদে উ, নী, উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে বিশেষের কথা বলা হইতেছে।

ক। বিশেষ গৌণ সম্ভোগ

'বিশেষঃ খলু জাগর্য্যা-নির্ব্বিশেষো মহাদ্ভুতঃ।
ভাবোৎকণ্ঠাময়োহ্যেষ চতুর্দ্ধা পূর্ব্ববন্মতঃ॥ ঐ-২॥

—স্বাপ্নিক বিশেষ-গৌণসম্ভোগের জাগর্য্যা হইতে বিশেষত্ব নাই (অর্থাৎ ইহা জাগ্রতাবস্থার সম্ভোগতুল্য)। ইহা ভাবোৎকণ্ঠাময় (অর্থাৎ ইহাতে স্থায়ি-সঞ্চারি-ভাবসমূহের প্রচুর উদ্রেক হয়)। পূর্ব্ববর্ণিত মুখ্য সম্ভোগের ন্যায় এই বিশেষ গৌণসম্ভোগও চারি প্রকার—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্।"

(১) স্বপ্নে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ হয় পূর্ব্বরাগের পরে। কোনও পূর্ব্বরাগবতী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের স্বপ্ন দেখিলে তাহা হইবে স্বপ্নে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

"বিহারং কুর্ব্বাণস্তরণিতনয়াতীরবিপিনে নবাম্ভোদশ্রেণীমধুরিমবিড়ম্বিদ্যুতিভরঃ।
বিদগ্ধানাং চূড়ামণিরনুদিনং চুম্বতি মুখং মম স্বপ্নে কোঽপি প্রিয়সখি বলীয়ান্নবযুবা॥ ঐ-২॥

—(পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে বলিয়াছেন) হে প্রিয়সখি! যাঁহার অঙ্গকান্তিতে নবজলধরসমূহের মাধুর্য্যও বিড়ম্বিত হয়, যিনি বিদগ্ধদিগের চূড়ামণি, এতাদৃশ কোনও এক বলবান্ নবীন যুবক যমুনাতীরবর্ত্তী কাননে বিহার করিতে করিতে আমার স্বপ্নকালে প্রতিদিন আমার বদনে চুম্বন করিয়া থাকেন।"

(২) স্বপ্নে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ

সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ হয় মানের পরে। কোনও মানবতী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের স্বপ্ন দেখিলে সেই সম্ভোগ হইবে স্বপ্নে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ।

"সখি ক্রুদ্ধা মাভূর্ল ঘুরপি ন দোষঃ সুমুখি মে ন মানাগ্নিজ্বালামশময়মহং তামসময়ে।
স ধূর্ত্তস্তে স্বপ্নে ব্যধিত রসবৃষ্টিং ময়ি তথা যতো বিস্তীর্ণাপি স্বয়মিয়ময়াসীদুপশমম্॥ ঐ-৩॥

—(কোনও মানিনী নায়িকার মান উপশান্ত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার প্রিয়সখী তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধা হইলে তিনি প্রিয়সখীকে কহিলেন) হে সখি! হে সুমুখি! তুমি ক্রুদ্ধ হইও না; আমার কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ নাই; আমি সেই মানাগ্নিজ্বালাকে অসময়ে নির্বাপিত করি নাই। কিন্তু তোমার সেই ধূর্ত্ত নায়ক আমার স্বপ্নকালে আমার প্রতি এমনি রসধারাই বর্ষণ করিয়াছেন যে, তাহাতে এই বিস্তীর্ণ মানজ্বালাও আপনা-আপনিই উপশান্ত হইয়া গেল।"

(৩) স্বপ্নে সম্পন্ন সম্ভোগ

"প্রযাতো মাং হিত্বা যদি কঠিনচূড়ামণিরসৌ প্রযাতু স্বচ্ছন্দং মম সময়ধর্ম্মঃ কিল গতিঃ।
ইদং সোঢ়ুং কা বা প্রভবতি যতঃ স্বপ্নকপটাদিহায়াতো বৃন্দাবনভুবি বলান্মাং রময়তি॥
—ঐ-৪-ধৃত হংসদূত-বাক্য॥

—(ললিতা হংসদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ পাঠাইতেছেন; তন্মধ্যে স্বাপ্নিক সম্ভোগ-সম্বন্ধে শ্রীরাধার একটী

উক্তিও জানাইতেছেন। শ্রীরাধার উক্তিটী এই) ঐ নির্দয়-চূড়ামণি যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে তাহা করুন ; আমার কিন্তু এখন সময়ধর্ম্মই (মরণই) একমাত্র গতি। স্বপ্নচ্ছলে তিনি এই বৃন্দাবনভূমিতে আসিয়া বলপূর্ব্বক আমাতে রমণ করেন, ইহা কোন্ নারী সহ্য করিতে পারে ?”

কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসের পরে হয় সম্পন্ন সম্ভোগ। শ্রীরাধা স্বপ্নে দেখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তখন মথুরায়—একথা তখন শ্রীরাধা ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; তিনি মনে করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেই আছেন, ব্রজমধ্যস্থ কোনও স্থান হইতে আসিয়াই তাঁহার সহিত বিহার করিতেছেন। এই স্বাপ্নিক বিহারেও তিনি জাগ্রদ্বৎ আনন্দ পাইয়াছেন। স্বপ্নাবস্থায় কেহ স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করে না। জাগ্রত হইলে শ্রীরাধা বুঝিতে পারিলেন—তিনি বিহারের স্বপ্নমাত্র দেখিয়াছেন ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ তো ব্রজে নাই, তিনি মথুরায়। তাঁহাকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধার মনে ক্ষোভ জন্মিল; সেজন্য ললিতার নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করার সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া উপালম্ভন-বাক্যও বলিলেন—“শুন সখি ! সেই কঠিনহৃদয় আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন যদি, তবে স্বচ্ছন্দে তাহা করুন ; আমার প্রতি আবার বিড়ম্বনা কেন ? কেন আবার বৃন্দাবনে আসিয়া বলপূর্ব্বক আমার সহিত রমণ ?” এই কথাগুলি স্বপ্নাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলা হয় নাই, জাগ্রতাবস্থায় ললিতার নিকটেই বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলা হইলে—“গিয়াছেন” না বলিয়া “গিয়াছ” বলিতেন এবং “স্বচ্ছন্দে তাহা করুন” না বলিয়া “স্বচ্ছন্দে তাহা কর” বলিতেন। “বৃন্দাবনে আসিয়া বলপূর্ব্বক আমার সহিত রমণ”-এই কথাগুলিও জাগ্রতাবস্থায় ললিতার নিকটে তিনি বলিয়াছেন, স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে নহে। ইহাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উপালম্ভন।

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“যদ্যপ্যয়ং সুদূরপ্রবাসাৎ ভবন্নেন সমৃদ্ধিমানেব ভবিতুমর্হতি তদপি দ্বয়োঃ পারতন্ত্র্যাভাবাৎ তল্লক্ষণাসিদ্ধ্যা সম্পন্নত্বেনৈব জ্ঞাপিতঃ।—যদিও সুদূর-প্রবাসের পরে হইয়াছে বলিয়া উক্ত শ্লোকোক্ত সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ হওয়ারই যোগ্য, তথাপি নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা শ্রীরাধা--এই উভয়েরই পারতন্ত্র্যাভাববশতঃ সমৃদ্ধিমানের লক্ষণ সিদ্ধ হয়না বলিয়া ইহাকে সম্পন্ন-সম্ভোগ বলিয়াই জানান হইয়াছে।”

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আসিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়াছেন—এইরূপ জ্ঞান যদি শ্রীরাধার থাকিত, তাহা হইলেই ইহাকে সুদূরপ্রবাসের পরবর্ত্তী সম্ভোগ (অর্থাৎ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ) বলা যাইত ; কিন্তু শ্রীরাধার তদ্রূপ জ্ঞান ছিলনা। তিনি মনে করিয়াছেন, ব্রজমণ্ডলস্থ কোনও স্থান হইতে আসিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এজন্য ইহা হইতেছে কিঞ্চিদ্দূরপ্রবাসের পরবর্ত্তী সম্ভোগ—অর্থাৎ সম্পন্ন সম্ভোগ। ইহা সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ নহে। দ্বিতীয়তঃ, সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে নায়ক-নায়িকা-উভয়েরই পারতন্ত্র্য থাকে ; কিন্তু সংক্ষিপ্তাদি সম্ভোগত্রয়ে কেবলমাত্র নায়িকারই পারতন্ত্র্য,

নায়কের পারতন্ত্র্য নাই। ইহা যে বিচারসহ নহে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার অভিপ্রেত লক্ষণের অনুসরণেই আলোচ্য শ্লোক-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—সুদূর প্রবাসের পরবর্ত্তী সম্ভোগ হইলেও এ-স্থলে নায়ক-নায়িকা-উভয়েব পারতন্ত্র্য নাই বলিয়া (এ-স্থলে পরকীয়া বলিয়া কেবল শ্রীরাধারই পারতন্ত্র্য, শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্র্য নাই বলিয়া) সমৃদ্ধিমান্ হইতে পারে না; একের পারতন্ত্র্য বলিয়াই সম্পন্ন সম্ভোগ বলা হইয়াছে।

কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণির মতে কিঞ্চিদ্দূর প্রবাসের পরেই সম্পন্ন সম্ভোগ হয়; সুদূর-প্রবাসের পরে কোনও অবস্থায় যে সম্পন্ন সম্ভোগ হইতে পারে, তাহা উজ্জ্বলনীলমণি কোনও স্থলেই বলেন নাই। সম্পন্ন সম্ভোগে যে কেবল একজনের পারতন্ত্র্যের প্রয়োজন, তাহাও উজ্জ্বলনীলমণি কোনও স্থলে বলেন নাই।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদের সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে।

(৪) **স্বপ্নে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ**, যথা ললিতমাধবে

"চিরাদদ্য স্বপ্নে মম বিবিধযত্নাদুপগতে প্রপেদে গোবিন্দঃ সখি নয়নয়োরঙ্গনভুবম্।

গৃহীত্বা হা হন্ত ত্বরিতমথ তস্মিন্নপি রথং কথং প্রত্যাসন্নঃ স খলু পরুষো রাজপুরুষঃ॥ ঐ-৫॥

—(নববৃন্দাবনস্থিতা শ্রীরাধা তাঁহার স্বপ্নানুভূত শ্রীকৃষ্ণদর্শনের কথা নববৃন্দার নিকটে বলিতেছেন) হে সখি! হে নববৃন্দে! বহুকাল পরে আজ বিবিধ যত্নে প্রাপ্ত স্বপ্নযোগ উপস্থিত হইলে গোবিন্দ আমার নয়ন-পথের গোচরীভূত হইলেন। কিন্তু হা কষ্ট! তৎক্ষণাৎই সেই অক্রূর-নামা ক্রূর রাজপুরুষটীও কেন সেই স্বপ্নাবস্থাতেই ত্বরিতগতিতে রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন?"

শ্রীজীবপাদ বলেন—এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধই হইতেছে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণ, "গৃহীত্বা" ইত্যাদি পরার্দ্ধে কথিত অক্রূর-প্রসঙ্গ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদাহরণের অন্তর্গত নহে। প্রথমার্দ্ধে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণ বিদ্যমান—"চিরাৎ"-শব্দে সুদূর-প্রবাস লক্ষিত হইয়াছে। উভয়ের পারতন্ত্র্য-সাধ্বসাদিরাহিত্য এবং উপভোগাতিরেকও বিদ্যমান। (স্বপ্নে শ্রীরাধা নিজেকে এবং শ্রীকৃষ্ণকেও পারতন্ত্র্য-সাধ্বসাদি হীন বলিয়া মনে করিয়াছেন; তাই তাঁহাদের উপভোগাতিরেক)।

স্বীয় অভিমতের অনুসরণে চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—এ-স্থলে উভয়েরই পারতন্ত্র্য-নিবন্ধন দৌর্লভ্য-সিদ্ধি হইয়াছে, তজ্জন্য সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ।

খ। স্বপ্নে-সম্ভোগের বৈশিষ্ট্য

"তুল্যস্বরূপ এবায়ং প্রোদ্যন্ যূনোর্দ্বয়োরপি। উষানিরুদ্ধয়োর্যদ্বৎ ক্বচিৎ স্বপ্নোঽপ্যবাধিতঃ॥

অতএব হি সিদ্ধানাং স্বপ্নেঽপি পরমাদ্ভুতে। প্রাপ্তানি মণ্ডনাদীনি দৃশ্যন্তে জাগরেঽপি চ॥ ঐ-৬॥

—উল্লিখিতরূপ স্বপ্নজ-সম্ভোগ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া নায়ক ও নায়িকা উভয়েরই তুল্যস্বরূপ (উভয়নিষ্ঠ) হয়; উষা ও অনিরুদ্ধের ন্যায়, স্বপ্নও কোনও কোনও স্থলে সত্য হয়। এজন্য সিদ্ধ মহাপুরুষগণের পরমাদ্ভুত-স্বপ্নে প্রাপ্ত ভূষণাদি জাগ্রদ্দশাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

নায়ক ও নায়িকার পক্ষে স্বপ্নজ-সম্ভোগের তুল্যস্বরূপত্বের তাৎপর্য্য এই। স্বপ্নে নায়িকা যেরূপ সম্ভোগসুখ অনুভব করেন, স্বস্থানে থাকিয়া নায়কও তদনুরূপ সম্ভোগ-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোল্লিখিত "চিরাদদ্য স্বপ্নে"-ইত্যাদি শ্লোককথিত ব্যাপারে, নববৃন্দাবনে স্বপ্নে শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনজনিত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, তখন দ্বারকার অন্তঃপুরে পুষ্পশয্যায় শায়িত শ্রীকৃষ্ণও স্বপ্নে শ্রীরাধার দর্শন-জনিত তদ্রূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্তও আছে—উষা ও অনিরুদ্ধ। শোণিতপুরে বাণরাজার অন্তঃপুরে উষা যখনই স্বপ্নে অনিরুদ্ধের সহিত সম্প্রয়োগানন্দ অনুভব করিয়াছেন, অনিরুদ্ধও তখনই দ্বারকান্তঃপুরে শায়িত থাকিয়া উষার সহিত বিলাসের আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। এই জাতীয় ব্যাপার অবশ্য প্রাকৃত জগতে সচরাচর ঘটেনা। অথচ কোনও কোনও স্থলে সত্য সত্যই এইরূপ হইয়া থাকে। স্বপ্ন যে সত্য, সিদ্ধ মহাপুরুষগণের স্বপ্ন হইতেই তাহা জানা যায়। কোনও কোনও সিদ্ধ মহাপুরুষ স্বপ্নে অলঙ্কারাদি পাইয়া থাকেন; স্বপ্নপ্রাপ্ত অলঙ্কারাদি জাগ্রদ্দশাতেও দৃষ্ট হয়।

এই জাতীয় স্বপ্ন অপ্রাকৃত; পূর্ব্বোল্লিখিত স্বাপ্নিক সম্ভোগও অপ্রাকৃত। এই জাতীয় স্বপ্নের অপ্রাকৃতত্ব-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—

"ব্যতীত্য তুর্য্যামপি সংশ্রিতানাং তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাম্।
ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রিয়াণাং স্বপ্নো রজোবৃত্তিবিজৃম্ভিতো যঃ॥ ঐ-৭॥

—(সাধারণ লোকের স্বপ্ন হইতেছে প্রাকৃত রজোগুণ হইতে উদ্ভূত; কিন্তু) বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ অবস্থারও অতীত যে শুদ্ধস্বরূপানুভবরূপ চতুর্থী (সমাধি) অবস্থা, যাঁহারা তাহাকেও অতিক্রম করিয়া পঞ্চমী প্রেমময়ী অবস্থাতে সমবস্থিত, সেই হরিপ্রিয়াগণের পক্ষে প্রাকৃত-রজোগুণ-বৃত্তি হইতে উদ্ভূত স্বপ্নের সম্ভাবনাই নাই।"

"ইত্যেষ হরিভাবস্য বিলাসঃ কোঽপি পেশলঃ।
চিত্রস্বপ্নমিবাতন্বন্ কৃষ্ণং সঙ্গময়ত্যলম্॥ ঐ-৮॥

—শ্রীহরিতে গোপসুন্দরীদের যে প্রেম, তাহারই কোনও এক মনোজ্ঞ বিলাস পরমাশ্চর্য্য-স্বপ্নতুল্য ব্যাপার-বিশেষ বিস্তারিত করিয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অতিশয়রূপে সঙ্গম করায়।"

স্বপ্ন হইতেছে মায়িক রজোগুণ-সমুদ্ভূত। যে সমস্ত সাধক সমাধি-অবস্থা লাভ করেন, তাঁহারাও মায়াতীত হয়েন। সমাধি হইতেও পরমোৎকর্ষপ্রাপ্তা প্রেমময়ী অবস্থায় যাঁহারা অবস্থিত, সেই ব্রজগোপীগণকে মায়া এবং মায়িক রজোগুণ স্পর্শও করিতে পারেনা; সুতরাং মায়িক-রজোগুণ-সম্ভূত স্বপ্ন তাঁহাদের মধ্যে কখনও সম্ভবপর হইতে পারেনা। তবে যে স্বপ্নে সম্ভোগের কথা বলা হইল, সেই স্বপ্ন কি? তাহা প্রাকৃত লোকের মায়িক-রজোগুণজাত স্বপ্ন নহে; তাহা বাস্তবিক স্বপ্নও নহে, স্বপ্নের তুল্য একটী অপূর্ব্ব বস্তু (চিত্রস্বপ্নমিব); ব্রজদেবীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের কোনও এক মনোরম বৈচিত্র্যবিশেষই এই স্বপ্নজালের ন্যায় একটা কিছু ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের মিলন

করাইয়া থাকে। এই স্বপ্নতুল্য যে ব্যাপার এবং সেই ব্যাপারমধ্যে যে সম্ভোগ, তাহা স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ প্রেমেরই কার্য্য বলিয়া তাহা মিথ্যা হইতে পারে না, তাহা সত্য। এই প্রেম স্বপ্নতুল্য ব্যাপার বিস্তারিত করিয়া কেবল নায়িকাকেই নায়ক-সঙ্গসুখ অনুভব করায় না, অন্যত্র অবস্থিত নায়ককেও নায়িকা-সঙ্গসুখ অনুভব করাইয়া থাকে। এই মিলনও সত্য, সঙ্গসুখও সত্য।

৪২৬। চতুর্বিধ সম্ভোগের অনুভাব

"অথৈতেষু নিরূপ্যন্তে তদ্বিশেষাঃ সুপেশলাঃ। যেঽনুভাবদশামস্যাঃ প্রাপ্নুবন্তি রতেঃ স্ফুটম্ ॥
তে তু সন্দর্শনং জল্পং স্পর্শনং বর্ত্মরোধনম্। রাস-বৃন্দাবনক্রীড়া-যমুনাদ্যম্বুকেলয়ঃ।
নৌখেলা লীলয়া চৌর্য্যং ঘট্টঃ কুঞ্জাদিলীনতা। মধুপানং বধূবেশধৃতিঃ কপটসুপ্ততা।
দ্যূতক্রীড়া পটাকৃষ্টিশ্চুম্বাশ্লেষৌ নখার্পণম্। বিম্বাধরসুধাপানং সম্প্রয়োগাদয়ো মতাঃ ॥ ঐ-৯-১০॥

—এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্ব্বিধ সম্ভোগের মধ্যে পরম-মনোহর সম্ভোগ-বিশেষসমূহ বর্ণিত হইতেছে (শ্রীজীবপাদ বলেন—সংক্ষিপ্তাদি চতুর্ব্বিধ সম্ভোগভেদের বর্ণনা করিয়া এক্ষণে তাহাদের ভেদ বর্ণিত হইতেছে); এই সমস্ত সম্ভোগবিশেষ কিন্তু ঐ চতুর্ব্বিধ সম্ভোগের অঙ্গ নহে, পরন্তু কার্য্য (অনুভাব); উহারা ঐ রতির জ্ঞাপকাবস্থা (অনুভাব) বলিয়াই পরিস্ফুটভাবে ধর্ত্তব্য। এই অনুভাব-সমূহ হইতেছে—সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শ পথ-রোধ, রাস, বৃন্দাবন-ক্রীড়া, যমুনা ও মানসগঙ্গাদিতে জলকেলি, নৌবিলাস, লীলাচৌর্য্য, ঘট্ট (দানলীলা), কুঞ্জাদিতে পলায়ন (লুকোচুরি), মধুপান, বধূবেশ-ধারণ, কপটনিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আলিঙ্গন, নখাঙ্কার্পণ, বিম্বাধর-সুধাপান এবং সম্প্রয়োগাদি।"

ক। **সন্দর্শন**

"চলাক্ষি গুরুলোকতঃ স্ফুরতি তাবদন্তর্ভয়ং কুলস্থিতি-বলঞ্চ মে মনসি তাবদুন্মীলতি।
চলন্মকরকুণ্ডলস্ফুরিতফুল্লগণ্ডস্থলং ন যাবদপরোক্ষতামিদমুপৈতি বক্ত্রাম্বুজম্ ॥ ঐ-১০ ॥

—(বনমধ্যে ব্রাহ্মণবটুবেশে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সূর্য্যপূজা করাইয়া গাভীসমূহের সম্ভালনের জন্য চলিয়া গিয়াছিলেন; পুনরায় আসিয়া কল্পবৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান হইলে প্রগাঢ় ঔৎসুক্যবশতঃ লজ্জাপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে নয়ন অর্পণ করিয়া শ্রীরাধা কুন্দলতার নিকটে বলিতেছেন) হে চঞ্চল-নয়নে! যতক্ষণ পর্য্যন্ত চঞ্চল-মকরকুণ্ডল-শোভিত এবং ফুল্লগণ্ডস্থলবিশিষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণের বদনারবিন্দের সাক্ষাৎ দর্শন না ঘটে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্বশ্রূপ্রভৃতি গুরুজনের ভয় মনে জাগে এবং বংশমর্য্যাদার কথাও হৃদয়ে উদিত হয়।'"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত সর্ব্ববিস্মারক আনন্দই হইতেছে শ্রীরাধার আস্বাদ্য রস এবং তদবস্থা শ্রীরাধার দর্শনজনিত আনন্দ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ্য রস।

খ। জল্প

"জল্পঃ পরস্পরং গোষ্ঠী বিতথোক্তিশ্চ কথ্যতে॥ঐ-১০॥

—পরস্পর গোষ্ঠী (বাক্যালাপ) এবং বিতথোক্তিকে (মিথ্যাভাষণকে) জল্প বলে।"

(১) **পরস্পর গোষ্ঠী**. যথা দানকেলিকৌমুদীতে,

"ধর্ষণে নকুলস্ত্রীণাং ভুজঙ্গেশঃ ক্ষমঃ কথম্।
যদেতা দশনৈরেষ দশন্নাপ্নোতি শোভনম্॥ ঐ-১১॥

—(গোবর্দ্ধনস্থ দানঘাটীতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পথ অবরোধ করিলে শ্লেষভঙ্গীতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) নকুল-স্ত্রীগণের ধর্ষণ-ব্যাপারে সর্পরাজের ক্ষমতা কোথায়? যেহেতু, এই ভুজগরাজ নকুলস্ত্রীগণকে দন্তদ্বারা দংশন করিলে শোভা প্রাপ্ত হইবেন না (নকুল-স্ত্রীগণ তাঁহাকেও প্রতিদংশন করিলে সর্পরাজের তৎক্ষণাৎই প্রাণবিয়োগ হইবে)।"

নকুল হইতেছে সর্পবিদ্বেষী জন্তুবিশেষ। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে ভুজঙ্গেশ (সর্পরাজ) এবং ব্রজদেবীগণকে নকুলস্ত্রী বলা হইয়াছে। উল্লিখিত বাক্যের শ্লেষার্থ এইরূপ। "সর্পরাজ যদি ষিড়্গরাজই (কামুকরাজই) হয়েন, তাহাহইলে সাধ্বী কুলস্ত্রীগণের ধর্ষণে কেন সমর্থ হইবেন না? যেহেতু, তাহাতে কুলস্ত্রীগণই তাঁহার দশনের শোভা হইবে, তিনিও স্বীয় শৌর্য্যের অভিমানজাত সুখ প্রাপ্ত হইবেন; অন্য যুবতীগণও তাঁহার হস্তে পতিত হইবে।"

শ্রীরাধার উল্লিখিত বাক্য শুনিয়া তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণও বলিলেন,

"অপ্রৌঢ়দ্বিজরাজরাজদলিকা লব্ধা বিভূতিং রুচাং
নব্যামাত্মনি কৃষ্ণবর্ত্ম বিলসদ্দৃষ্টি বিশাখাঞ্চিতা।
কন্দর্পস্য বিদগ্ধতাং বিদধতী নেত্রাঞ্চলস্য ত্বিষা
ত্বং রাধে শিবমূর্ত্তিরিত্যুরসি মাং ভোগীন্দ্রমঙ্গীকুরু॥ ঐ-১২॥

—হে রাধে! তোমাকে শিবমূর্ত্তি বলিয়াই আমার মনে হইতেছে; কেননা, তোমার ললাটদেশে দ্বিকল-চন্দ্রমা বিরাজ করিতেছে, তোমার দেহে তুমি কান্তিমালার নব্যা বিভূতি ধারণ করিয়াছ, তোমার তৃতীয় নয়নে অগ্নি বিলাস করিতেছে, বিশাখেয় (কার্ত্তিক) তোমাকে পূজা করিতেছে এবং তোমার নেত্রাঞ্চলের তেজে তুমি কন্দর্পকে ভস্মীভূতও করিতেছ, অতএব, সর্পরাজরূপে আমাকে তুমি তোমার বক্ষঃস্থলে অঙ্গীকার কর।"

পক্ষে—"হে রাধে! তুমি মঙ্গলময় বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ; তোমার নয়নদ্বয় শ্যামল-পক্ষ্মদ্বারা সুশোভিত (অথবা তোমার নয়নদ্বয় কৃষ্ণস্বরূপ আমার পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিরাজিত); তোমার দেহে তুমি অতি মনোরম কান্তিসম্পত্তি লাভ করিয়াছ; তোমার প্রিয়সখী বিশাখার সহিতও তুমি অন্বিত (অথবা, বিশাখাদ্বারাও তুমি সম্মানিত); তোমার অপাঙ্গ-বিক্ষেপে কন্দর্পের বৈদগ্ধীও প্রকটিত। আমিও বিষয়ভোগীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আমাকে তোমার বক্ষঃস্থলে স্থান দান কর।"

উল্লিখিত উক্তি-প্রত্যুক্তিতে যে রস উদ্‌গীরিত হইয়াছে, এ-স্থলে তাহাই হইতেছে উভয়ের আস্বাদ্য রস।

(২) **বিতথোক্তি**, যথা দানকেলিকৌমুদীতে

"অস্মিন্নদ্রৌ কতি নহি ময়া হন্ত হারাদিবিত্তং হারং হারং হরিণনয়না গ্রাহিতা জৈনদীক্ষাম্।
যাঃ কাকূক্তিস্থগিতবদনাঃ পত্রদানেন দীনাস্তূর্ণং দূরাদনুজগৃহিরে প্রৌঢ়বল্লীসখীভিঃ॥ ঐ-১৩॥
—(শ্রীকৃষ্ণ দানঘাটীতে শ্রীরাধিকাদি ব্রজদেবীদিগকে অসত্যবাক্যে ভঙ্গিক্রমে নর্ম্মময় ভয় প্রদর্শন করিতেছেন) এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে আমি কত কত হরিণীনয়না গোপীকেই না তাঁহাদের হারাদি বিত্ত (মণিমালা, কিঙ্কিণি, নূপুরাদিভূষণ) হরণ করিয়া জৈনদীক্ষা (দিগম্বরতা) প্রাপ্ত করাইয়াছি ; ঐ-সকল নারী (লজ্জা, অমর্ষ, অসূয়াদিকৃত বৈবর্ণ্যবশতঃ) কাকুবাক্যে স্তব্ধবদন এবং দীনচিত্ত হইলে ঘন পত্রপল্লবময়ী লতারূপা সখীগণ দূর হইতে পত্রাদি সমর্পণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছিল।"

এই বিতথোক্তিতে যে রস উদ্‌গীরিত হইয়াছে, তাহাই এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীদিগের আস্বাদনীয়।

গ। **স্পর্শন**

"ন কুরু শপথমস্য স্পর্শতো দূষিতোচ্চৈরসি ভুজভুজগেন ত্বং ভুজঙ্গাধিপস্য।
তনুরনুপমকম্পা স্বেদমম্ভুদ্‌গিরন্তী কপটিনি পরিতস্তে পশ্য রোমাঞ্চিতাস্তি॥ ঐ-১৪॥
—(কোনও ব্রজদেবীর দেহে শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শজাত সাত্ত্বিক-বিকার ব্যক্ত হইয়াছে ; তিনি কিন্তু অবহিত্থা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ শপথ-বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার দেহের বিকার যে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শজনিত নহে, তাহা প্রমাণ করার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার কোনও সখী তাঁহাকে সনর্ম্মবাক্যে বলিয়াছেন) হে কপটিনি! আর শপথ করিওনা ; সেই ভুজঙ্গরাজের (সর্পরাজের, পক্ষে কামুক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের) ভুজরূপ ভুজঙ্গদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া তুমি অত্যন্ত দূষিতা হইয়াছ। (তুমি মুখে তাহা অস্বীকার করিলেও তোমার অঙ্গে সেই ভুজগরাজের স্পর্শের লক্ষণ স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত ; দেখনা কেন) তোমার দেহে প্রচুরতর ঘর্ম্মবারি উদ্‌গীরিত হইতেছে, অতুলনীয় কম্পও দৃষ্ট হইতেছে এবং দেহের সর্ব্বত্র পুলকও উদ্‌গত হইয়াছে।"

ঘ। **বর্ত্মরোধন**, যথা বিদগ্ধমাধবে,

"পরীতং শৃঙ্গেণ স্ফুটতরশিলাশ্যামলরুচং বলদ্‌বেত্রং বংশব্যতিকরলসন্মেখলমমুম্।
অতিক্রম্যোত্তুঙ্গং ধরণিধরমগ্রে কথমিতস্ত্বয়া গন্তুং শক্যা তরণিদুহিতুস্তীরসরণী॥ ঐ-১৫॥
—(শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত-লিপি পাইয়া ললিতা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আনিয়াছেন। তখন স্বাভাবিক-বাম্যের উদ্‌গমে শ্রীরাধা যমুনাতীরের দিকে যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজেকে পর্ব্বতের ন্যায় দুরতিক্রমণীয় প্রতিপন্ন করিয়া নর্ম্মবাক্যে

বলিলেন) হে রাধে ! পর্ব্বত-শৃঙ্গে পরিব্যাপ্ত, স্ফুটতর-শিলায় শ্যামলবর্ণ, বেত্রলতা-সমন্বিত, বংশবৃক্ষরাজিত-নিতম্বযুক্ত সম্মুখবর্ত্তী এই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া তুমি কিরূপে যমুনাতীরে যাইবে ?”

পক্ষে—“মহিষ-শৃঙ্গরচিত (শিঙ্গা-নামক) বাদ্যযন্ত্রধারী, অত্যুজ্জ্বল শিলার ন্যায় শ্যামলকান্তি-বিশিষ্ট, বেত্রহস্ত, বংশীসহিত ক্ষুদ্রঘণ্টিকাবেষ্টিত নিতম্ববিশিষ্ট এই অত্যুচ্চ কৃষ্ণকে অতিক্রম করিয়া তুমি কিরূপে যমুনাতীরে যাইবে ?”

ঙ। রাস

“হরির্নবঘনাকৃতিঃ প্রতিবধূদ্বয়ং মধ্যত স্তদংশবিলসদ্‌ভুজো ভ্রমতি চিত্রমেকোঽপ্যসৌ।

বধূশ্চ তড়িদুজ্জ্বলা প্রতিহরিদ্বয়ং মধ্যতঃ সখীধৃতকরাম্বুজা নটতি পশ্য রাসোৎসবে ॥ ঐ-১৫ ॥

—(যমুনা-পুলিনে ব্রজদেবীদের সহিত রাসলীলায় বিলসিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিমানচারিণী দেবীগণ মোহিত হইয়া পরস্পরকে বলিতেছেন—ঐ দেখ) নবঘনাকৃতি শ্রীহরি এক হইয়াও প্রতিবধূদ্বয়ের মধ্যদেশে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের স্কন্ধে স্বহস্ত বিন্যস্ত করিয়া অদ্ভুতরূপে ভ্রমণ করিতেছেন। আবার বিদ্যুৎ হইতেও সমুজ্জ্বলা এবং স্বসখীকর্ত্তৃক ধৃতহস্তা প্রতি ব্রজবধূও প্রতিকৃষ্ণদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া রাসোৎসবে কি অপরূপভাবে নৃত্য করিতেছেন।”

চ। বৃন্দাবনক্রীড়া,

“স্থলকমলমলীনাং স্তৌতি গীতৈঃ পদং তে রদততিমতিনম্রা বন্দতে কুন্দরাজী।

অধরমনুভজন্তী লম্বতে বিম্বমালা বিলসতি তব বশ্যা পশ্য বৃন্দাটবীয়ম্ ॥ ঐ-১৫ ॥

—(বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত বিহার-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের শোভা-বর্ণনের ছলে শ্রীরাধারই গুণোৎকর্ষের বর্ণনা করিতেছেন) হে রাধে ! ঐ দেখ - স্থলপদ্মগুলি ভ্রমরসমূহের গীতে তোমারই চরণের স্তব করিতেছে,; কুন্দপুষ্প-কলিকারাজীও অতি নম্র হইয়া তোমারই দন্তপংক্তির বন্দনা করিতেছে ; এই বিম্বফলগুলিও পুনঃ পুনঃ তোমারই অধরের ভজন করিতে করিতে লতায় লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব, দেখ—এই বৃন্দাটবী তোমারই অধীনা হইয়া বিরাজ করিতেছে।”

ছ। যমুনা-জলকেলি

“ব্যাত্যুক্ষী যুধি রাধয়া ঘনরসৈঃ পর্য্যুক্ষমাণস্য তে
মাল্যং ভঙ্গমবাপ বীর তিলকো যাতঃ কিলাদৃশ্যতাম্।
বক্ষেন্দো প্রতিমাচ্ছলেন শরণং লব্ধঃ সখীং কৌস্তুভ-
স্তন্মাভূশ্চকিতো বিমুক্তচিকুরং নার্দ্দত্যসৌ ত্বদ্বিধম্ ॥ ঐ-১৬॥

(যমুনায় জলকেলি আরব্ধ হইলে শ্রীরাধার জয় দেখিয়া সোল্লুণ্ঠবাক্যে বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) ওহে বীর ! পরস্পর জলসেক-ক্রীড়ারূপ যুদ্ধে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক জলসেকদ্বারা তুমি উৎসিচ্যমান হইয়াছ, তোমার মালা ভঙ্গপ্রাপ্ত হইয়াছে, তিলকও অদৃশ্য হইয়াছে, তোমার বক্ষঃস্থলস্থিত কৌস্তুভও প্রতিবিম্ব-

ধারণচ্ছলে আমার সখীর বদনচন্দ্রে শরণ লইয়াছে! (বৈয়গ্র্যবশতঃ) তোমার কেশও বিমুক্ত হইয়া গিয়াছে!! (তোমার মাল্য-তিলকাদিরূপ পরিজনবর্গের পলায়নে) তুমি ভীত-চকিত হইও না; আমার সখী তোমার ন্যায় মুক্তকেশ লোকদিগকে পীড়া দান করিবেন না।"

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পরাজয় দেখাইয়া নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাবলী-শ্লোকে তাঁহার জয় প্রদর্শিত হইতেছে।

"জলকেলিতরলকরতলমুক্তঃ পুনঃ পিহিতরাধিকাবদনঃ।
জগদবতু কোকযূনোর্বিঘটনসংঘটনকৌতুকী কৃষ্ণঃ॥ ঐ-১৬॥

—(যমুনায় শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত জলকেলি-রঙ্গে আবিষ্ট দেখিয়া উল্লাসের সহিত বৃন্দা বলিয়াছেন) জলকেলিবশতঃ চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ-করতল যখন শ্রীরাধার বদনকে ত্যাগ করে, তখন (শ্রীরাধার উন্মুক্ত বদনকে চন্দ্র মনে করিয়া রাত্রিভ্রমে) চক্রবাক্‌যুগল পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া যায়। আবার শ্রীকৃষ্ণের করতল যখন শ্রীরাধার বদনকে আচ্ছাদিত করে, তখন (চন্দ্রের অস্তগমনে দিবস-ভ্রমে) চক্রবাক্‌যুগল পুনরায় মিলিত হয়। এতাদৃশ কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে রক্ষা করুন।"

জ। নৌখেলা

"মুক্তা তরঙ্গনিবহেন পতঙ্গপুত্রী নব্যা চ নৌরিতি বচস্তব তথ্যমেব।
শঙ্কানিদানমিদমেব মমাতিমাত্রং ত্বং চঞ্চলো যদিহ মাধব নাবিকোঽসি॥ ঐ-১৬॥

(শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় একখানা নৌকা লইয়া আসিয়াছেন; তিনিই সেই নৌকার মাঝি সাজিয়াছেন; সেই নৌকায় আরোহণ করার জন্য তিনি শ্রীরাধাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলে শ্রীরাধা তাঁহাকে বলিলেন) হে মাধব! (তুমি যে বলিতেছ) যমুনায় তরঙ্গ নাই, আর তোমার নৌকাও নূতন—তোমার এই কথা সত্যই; কিন্তু তোমার নৌকায় আরোহণ করা সম্বন্ধে আমার অতিমাত্রায় শঙ্কার কারণ এই যে—তুমি চঞ্চল নাবিক।"

ঝ। লীলাচৌর্য্য

বংশীহরণ, বস্ত্রহরণ এবং পুষ্পাদির হরণকে লীলাচৌর্য্য বলে।

(১) **বংশীচৌর্য্য**, যথা পদ্যাবলীতে

"নীচৈর্ন্যাসাদথ চরণয়োর্নূপুরে মূকয়ন্তী ধৃত্বা ধৃত্বা কনকবলয়ান্যুৎক্ষিপন্তী ভুজান্তে।
মুদ্রামক্ষ্ণোশ্চকিতচকিতং শশ্বদালোকয়ন্তী স্মিত্বা স্মিত্বা হরতি মুরলীমঙ্কতো মাধবস্য॥ ঐ-১৬॥

—(বিহারাতিশয়জনিত শ্রমে ও আলস্যে শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জমধ্যে নিদ্রিত হইয়াছেন; শ্রীরাধা তাঁহার বংশী চুরি করিতেছেন; শ্রীরাধার মধুর চেষ্টার আস্বাদন করিয়া তাঁহার সখীগণ পরস্পরকে বলিয়াছেন) শ্রীরাধা স্বীয় চরণদ্বয়কে নীচভাবে (ধীরে ধীরে) নিক্ষেপ করিতেছেন, নূপুরদ্বয়কেও নীরব করিয়াছেন; কনকবলয়সমূহকেও ভুজান্তে উত্তোলিত করিয়া ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; চকিত-চকিত লোচনে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষুর মুদ্রার প্রতি (শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক নিদ্রিত কিনা, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে) পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়দেশ হইতে মুরলী হরণ করিতেছেন।"

(২) বস্ত্রচৌর্য্য

"ছদাবলিবৃতৈব নঃ সপদি কাচিদেকা ব্রজং প্রবিশ্য জরতীরিহানয়তু ঘোরকর্ম্মোদ্ধতাঃ।
অয়ং গুণনিধিস্তরোরুপরি তাভিরভ্যর্চ্চ্যতামুমাব্রতকুমারিকাপটলচেলপাটচ্চরঃ॥ ঐ-১৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণ কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা কুমারীদিগের বসন চুরি করিয়া নিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া হাসিতে থাকিলে, জলমধ্যস্থিতা কুমারীদের মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিলেন) অহে কুমারীগণ! আমাদের মধ্যে একজন পত্রাবলীদ্বারা দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া শীঘ্র ব্রজে গমন কর এবং ঘোরকর্ম্মে দুর্নিবার বৃদ্ধাগণকে এ-স্থানে আনয়ন কর; তাঁহারা কাত্যায়নী-ব্রতপরায়ণা কুমারী-দিগের বস্ত্রচোর কদম্ববৃক্ষের উপরে বিরাজমান এই গুণনিধিকে যথেষ্টরূপে অর্চ্চনা করিবেন।"

(৩) পুষ্পচৌর্য্য

"অয়ি জ্ঞাতং জ্ঞাতং হরসি হরিণাক্ষি প্রতিদিনং
ত্বমেব প্রচ্ছন্না মম সুমনসাং মঞ্জরিমিতঃ॥
চিরাদ্দিষ্ট্যা চৌরি ত্বমিহ বিধৃতাস্য স্বয়মতো
গুহাকারামারাৎ প্রবিশ বসতিং প্রৌঢ়িভিরলম্॥ ঐ-১৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় সূর্য্যপূজার ছলে শ্রীরাধা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছেন; তিনি সূর্য্যপূজার জন্য কুসুম-চয়ন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন) অয়ি হরিণলোচনে! এক্ষণে আমি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলাম যে, প্রচ্ছন্নভাবে তুমিই প্রতিদিন এই স্থান হইতে আমার পুষ্পসমূহের মঞ্জরী হরণ করিয়া থাক। বহুদিন পরে সৌভাগ্যবশতঃ অদ্যই তুমি এই স্থানে ধরা পড়িয়াছ। অতএব হে চৌরি! আর বেশী বাক্যব্যয় না করিয়া তুমি নিজেই নিকট-বর্ত্তী গুহারূপ কারাগারে প্রবেশ কর।"

ঞ। **দানঘট্ট**, যথা দানকেলিকৌমুদীতে,

"ঘট্টাধিরাজমবমত্য বিবাদমেব যূয়ং যদাচর দানমদিৎসমানাঃ।
মন্যে বিধিৎসথ তদত্র গিরেস্তটেষু দুর্গেষু হন্ত বিষমেষু রণাভিযোগম্॥ ঐ-১৬॥

—(গোবর্দ্ধনস্থ দানঘাটিতে নিরুদ্ধা শ্রীরাধিকাদির প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) অহে! তোমরা ঘাটির দান (শুল্ক) না দিয়া ঘট্টাধিপতি আমাকে অবজ্ঞা করতঃ কেবল বিবাদই করিতেছ। তাহাতে আমার মনে হইতেছে—তোমরা এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের বিষম (নতোন্নত) দুর্লঙ্ঘ্য তটে যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছা করিতেছ।"

ট। **কুঞ্জাদি-লীনতা**, যথা বিদগ্ধমাধবে,

"শঙ্কে সঙ্কুলিতান্তরাদ্য নিবিড়ক্রীড়ানুবন্ধেচ্ছয়া
কুঞ্জে বঞ্জুলশাখিনঃ শশিমুখী লীনা বরীবর্ত্তী সা।
নো চেদেষ তদঙ্ঘ্রি সঙ্গমবিনাভাবাদকালে কথং
পুষ্পামোদনিমন্ত্রিতালিপটলীস্তোত্রস্য পাত্রীভবেৎ॥ ঐ-১৭॥

—(একদা শরৎকালে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বনবিহার করিতেছিলেন ; তাঁহারা লুকোচুরি-খেলায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা লুক্কায়িত হইলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, অকস্মাৎ একটী অশোক-বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়াছে ; তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিতর্ক করিয়াছিলেন) আমার মনে হইতেছে—নিবিড়-ক্রীড়ানুবন্ধের (সান্দ্র-রহোলীলাবিশেষের) ইচ্ছায় স্বীয় চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সেই শশিমুখী শ্রীরাধা অশোকবৃক্ষের কুঞ্জে লীন (লুক্কায়িত) হইয়া রহিয়াছেন—নচেৎ তাঁহার চরণ-স্পর্শ ব্যতিরেকে অকালে (শরৎকালেও) এই অশোকবৃক্ষটী কেন স্বপুষ্প-সৌরভে সমাহূত ভ্রমর-সমূহের মধুর গুঞ্জনরূপ স্তবের পাত্র হইল ?”

ঠ। **মধুপান**

“মুখবিধুমুদিতং মধুদ্বিষোঽসৌ মধুচসকে মধুরং সমীক্ষ্য মুগ্ধা।
অদশিত দৃশমেব তত্র পাতুং ন তু বদনং মুহুরর্থিতাপি তেন ॥ ঐ-১৭॥

—(দূর হইতে কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধার চেষ্টা দেখিয়া বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিলেন—দেবি !) মধুপান-পাত্রে প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া শ্রীরাধা মোহিত হইলেন , মধুপানের জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়াও তিনি মধুপান-পাত্রে কেবল দৃষ্টিই অর্পণ করিলেন, কিন্তু বদন অর্পণ করিলেন না।”

ড। **বধূবেশ-ধৃতি**, যথা উদ্ধব-সন্দেশে

“কেঽয়ং শ্যামা স্ফুরতি সরলে গোপকন্যা কিমর্থং প্রাপ্তা সখ্যং তব মৃগয়তে নির্ম্মিতাঽসৌ বয়স্যা।
আলিঙ্গামুং মুহুরিতি তথা কুর্ব্বতী মাং বিদিত্বা নারীবেশং হ্রিয়মুপযযৌ মানিনী যত্র রাধা॥ ঐ-১৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ছিলেন, তখন একদিন শ্রীরাধা মানিনী হইলে তাঁহার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নারীবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন। তখন শ্রীরাধার সহিত বিশাখার যে উক্তি-প্রত্যুক্তি হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিশেষরূপে আস্বাদন করিয়াছিলেন। উদ্ধবকেও তাহা আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে সেই উক্তি-প্রত্যুক্তির উল্লেখ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—উদ্ধব ! আমি যখন নারীবেশ ধারণ করিয়া শ্রীরাধার নিকটে গিয়াছিলাম, তখন আমাকে দেখিয়া শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিলেন) ‘সরলে ! এই শ্যামা নারীটী কে?’ (বিশাখা বলিলেন) ‘গোপকন্যা’ ; (শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন) ‘এখানে কেন আসিয়াছেন ?’ (বিশাখা বলিলেন) ‘ইনি তোমার সখ্য কামনা করিতে-ছেন’ ; (শ্রীরাধা বলিলেন) ‘আচ্ছা, ইঁহাকে আমার বয়স্যাই করিলাম।’ (বিশাখা বলিলেন) ‘তবে পুনঃ পুনঃ ইঁহাকে আলিঙ্গন কর’। বিশাখার কথায় আমাকে মুহুর্মুহু আলিঙ্গন করিতে করিতে নারীবেশধৃত আমাকে চিনিতে পারিয়া মানিনী রাধা সে-স্থানেই লজ্জান্বিতা হইলেন।”

ঢ। **কপটনিদ্রা**, যথা কর্ণামৃতে,

“স্তোকস্তোকনিরুধ্যমানমৃদুলপ্রস্যন্দিমন্দস্মিতং প্রেমোদ্‌ভেদনিরর্গলপ্রসৃমরপ্রব্যক্তরোমোদ্‌গমম্।
শ্রোতুং শ্রোত্ররসায়নং ব্রজবধূলীলামিথোজল্পিতং মিথ্যা স্বাপমুপাস্মহে ভগবতঃ ক্রীড়ানিমীলদ্দৃশঃ॥ঐ-১৭॥

—(শ্রীবৃন্দাবনের ক্রীড়ানিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাদির সহিত বিহার করিতেছেন। কৌতুকবিশেষের

স্ফূর্ত্তিতে তিনি কপট নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কপট-নিদ্রাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁহার স্তব করিতে করিতে সদৈন্যে বলিতেছেন) কৌতুক-বশতঃ ব্রজবধূগণ পরস্পর যে আলাপ করেন, কর্ণরসায়ন সেই আলাপ শ্রবণের জন্য ইচ্ছুক হইয়া ক্রীড়াবশতঃ নিমীলিতনেত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মিথ্যা নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মিথ্যানিদ্রার উপাসনা করি—যে কপট-নিদ্রাতে তিনি ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করিতে চাহিলেও তাঁহার মন্দহাসি বিকশিত হইয়া পড়িয়াছে এবং যে কপট নিদ্রাতে প্রেমের আবির্ভাববশতঃ অবাধভাবে প্রসরণশীল রোমোদ্গম তাঁহার দেহে প্রকৃষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।"

ণ। দ্যূতক্রীড়া

'জিত্বা দ্যূতপণং দশত্যঘহরে গণ্ডং মুদা দক্ষিণং সা বামঞ্চ দশেতি তত্র রভসাদক্ষং ক্ষিপন্ত্যভ্যধাৎ।
আজ্ঞা সুন্দরি তে যথেতি হরিণা বামে চ দষ্টে ততঃ সংরম্ভাদিব সা ভুজলতিকয়া কণ্ঠে ববন্ধ প্রিয়ম্॥
—ঐ-১৮॥

—(নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পণ রাখিয়া পাশক-ক্রীড়ায় রত হইয়াছেন। পণ ছিল এই যে, যিনি জয় লাভ করিবেন, তিনি অপরের গণ্ডে চুম্বন করিবেন) শ্রীকৃষ্ণ পাশকক্রীড়ার পণ জয় করিয়া আনন্দের সহিত শ্রীরাধার দক্ষিণ গণ্ডে চুম্বন করিলে শ্রীরাধা 'বামঞ্চ দশ' বলিয়া বেগের (স্পর্দ্ধার) সহিত পাশক নিক্ষেপ করিলেন। ('বামঞ্চ' এবং 'দশ' এই দুইটী হইতেছে কোনও কোনও দেশে প্রচলিত পাশক-দায়ভেদ। শ্রীরাধা যখন 'বামঞ্চ দশ' বলিয়াছিলেন, তখন ঐ পাশক-দায়ভেদই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু রসিকশেখর চতুরচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতির প্রভাবে 'বামঞ্চ দশ' বাক্যের অর্থ করিলেন—'বাম গণ্ডও দংশন কর।' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন) 'সুন্দরি ! তুমি যে আজ্ঞা করিয়াছ, তাহা পালন করিতেছি'-ইহা বলিয়া তিনি শ্রীরাধার বাম গণ্ডেও চুম্বন করিলেন। তখন শ্রীরাধা যেন ক্রোধভরেই স্বীয় ভুজ-লতিকাদ্বারা তাঁহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ বন্ধন করিলেন।"

ত। বস্ত্রাকর্ষণ, যথা ললিতমাধবে,

"ধন্যঃ সোঽয়ং মণিরবিরলধ্বান্তপুঞ্জে নিকুঞ্জে স্মিত্বা স্মিত্বা ময়ি কুচপটীং কৃষ্টবত্যুন্মদেন।
গাঢ়ং গূঢ়াকৃতিরপি তয়া মন্মুখাকূতবেদীনিষ্ঠীবন্ যঃ কিরণলহরীং হ্রেপয়ামাস রাধাম্॥ ঐ-১৯॥

—(জাম্ববানের গৃহ হইতে স্যমন্তকমণি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মধুমঙ্গল সেই মণির অলৌকিক প্রভার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাস-কালে শ্রীরাধার সহিত বিলাস-বিশেষে এই মণি কি ভাবে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল, তাহার স্মরণে শ্রীরাধা-বিরহ-বিধুর শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের নিকটে বলিয়াছিলেন) হে সখে! এই স্যমন্তক-মণিই ধন্য ; কেননা, নিবিড়-অন্ধকার-পুঞ্জময় নিকুঞ্জে মদনমদে মত্ত হইয়া আমি যখন হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধার কুচপটী (কঞ্চুলিকা) আকর্ষণ করিতেছিলাম, তখন এই মণি, শ্রীরাধাকর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আচ্ছাদিত হইলেও, আমার মুখের অভিপ্রায়

জানিয়াই (যেন আমার সুখের জন্যই) স্বীয় কিরণলহরী প্রকাশ করিয়া শ্রীরাধাকে লজ্জিত করিয়াছিল (এই লীলাকালে স্যমন্তকমণি ছিল শ্রীরাধার কণ্ঠে ; তাঁহার বক্ষোদেশে স্থিত বস্ত্রের দ্বারা ইহা অতিশয়রূপে আচ্ছাদিত ছিল ; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কঞ্চুলিকা আকর্ষণ করিলে ইহা বাহির হইয়া পড়িল এবং স্বীয় কিরণজালে শ্রীকৃষ্ণের বদনকে উদ্ভাসিত করিলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধা লজ্জিত হইলেন)।”

থ। চুম্বন

“কপটচটুলিতভ্রুবঃ সমন্তান্মুখশশিনং রভসাদ্‌বিধূয়মানম্।
দনুজরিপুরচুম্বদম্বুজাক্ষ্যাঃ কমলমিবানিলকম্পি চঞ্চরীকঃ ॥ ঐ-১৯॥

—(শ্রীরূপমঞ্জরী স্বীয় সখীর নিকটে বলিলেন—সখি !) বায়ুভরে কম্পিত কমলকে ভ্রমর যেরূপ চুম্বন করে, তদ্রূপ কাপট্যদ্বারা (অন্তরে আনন্দ হইলেও বহির্বাম্যবশতঃ) চঞ্চলীকৃতভ্রূবিশিষ্টা কমলনয়না শ্রীরাধার, বেগের সহিত চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত বদনচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ চুম্বন করিলেন।”

দ। আলিঙ্গন

“নবজাগুড়বর্ণয়োপগূঢ়ঃ স্ফুরদভ্রদ্যুতিরেতয়োন্মদেন।
হরতি স্ম হরির্হিরণ্যবল্লীপরিবীতাঙ্গতমালমঙ্গলানি ॥ ঐ-২০॥

—(শ্রীরাধার কোনও সখী শ্রীরাধাকর্তৃক আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া অপর কোনও সখীর নিকটে বলিতেছেন—ঐ দেখ সখি !) কন্দর্পমদে মত্তা হইয়া নবকুঙ্কুম-গৌরী শ্রীরাধা নবজলধর-কান্তি শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, তদবস্থ শ্রীহরি স্বর্ণলতা-পরিবেষ্টিতাঙ্গ তমালের শোভাকেও পরাজিত করিতেছেন।”

ধ। নখক্ষত

“ন কুচাবিমৌ গতিজিতা ত্বয়া হৃতং গজতঃ প্রসহ্য সখি কুম্ভয়োর্যুগম্।
ক্ষতমত্র নাগদমনো যদর্পয়েৎ পরমঙ্গজাঙ্কুশবরেণ তৎ ক্ষমম্ ॥ —ঐ২১॥

—(শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে নখক্ষত দেখিয়া শ্যামলা পরিহাসপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতেছেন) সখি ! তোমার এই দুইটীকে কুচ বলিয়া মনে হইতেছেনা। (তবে কি, বলি শুন) স্বীয় গতিদ্বারা তুমি হস্তীকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার কুম্ভদ্বয় হরণ করিয়াছ। ইহাতে যে ক্ষত দৃষ্ট হইতেছে, তাহা হইতেছে গজাঙ্কুশবরদ্বারা (হস্তিরোধক অঙ্কুশের দ্বারা, পক্ষে অঙ্গজাঙ্কুশ—নখরূপ অঙ্কুশ—দ্বারা) নাগদমন (নাগদমন—মহামাত্র—মাহুত, পক্ষে কালিয়দমন শ্রীকৃষ্ণ) কৃত ক্ষত ; ইহা বিশেষরূপে উপযুক্তই হইয়াছে।”

ন। বিম্বাধর-সুধাপান

“ন হি সুধাকরবিম্বমুধাকরং কুরু মুখং করভোরু করাবৃতম্।
অধররঙ্গণমঙ্গ বরাঙ্গনে পিবতু নীপবনীভ্রমরস্তব ॥ ঐ-২১ ॥

—(গোবর্দ্ধন-তটে কদম্ববনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অধরসুধা পান করিতে উদ্যত হইলে বাম্যবশতঃ শ্রীরাধা হস্তদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিতেছিলেন ; তাহা দেখিয়া মধুর বাক্যে বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে করভোরু ! চন্দ্রবিম্ব-বিনিন্দী স্বীয় মুখমণ্ডল হস্তদ্বারা আবৃত করিও না। হে বরাঙ্গনে ! হে সুন্দরি ! কদম্ববনের ভ্রমর (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার অধররূপ রঙ্গণপুষ্পকে পান করুক।"

প। সম্প্রয়োগ

"দ্রাগ্ দোর্মণ্ডলপীড়নোদ্ধুরধিয়ঃ প্রোদ্দামবৈজাত্যয়া
নির্ব্বন্ধাদধরামৃতানি পিবতঃ সীৎকারপূর্ণাস্যয়া।
কন্দর্পোৎসবপণ্ডিতস্য মণিতৈরাক্রান্তকুঞ্জান্তয়া
সার্দ্ধং রাধিকয়া হরের্নিধুবনক্রীড়াবিধি র্বর্দ্ধতে॥ ঐ-২২॥

—(কুন্দলতা বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এক্ষণে কুঞ্জের বার্ত্তা কি ?' তখন বৃন্দা বলিতে লাগিলেন—সখি ! কুঞ্জের বার্ত্তা বলিতেছি, শুন) শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভুজদণ্ডদ্বারা হঠাৎ শ্রীরাধাকে পীড়ন করিতে উৎসাহিত-বুদ্ধি হইলে শ্রীরাধা অত্যন্ত উদ্ভট ধাষ্ট্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রীরাধার অধরামৃত পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে সীৎকারে শ্রীরাধার বদন পরিপূর্ণ হইল। কামকলা-বিলাসে মহা অভিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পোৎসব বিস্তার করিতে থাকিলে শ্রীরাধা সুরতকৃতকণ্ঠকূজিত-বিশেষের দ্বারা কুঞ্জের অন্তভাগকে ব্যাপ্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীরাধার সহিত নিধুবনে শ্রীহরির সুরত-কেলি-বিধান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।"

(১) সম্প্রয়োগ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত

সম্প্রয়োগসম্বন্ধীয় উদ্ধৃত 'দ্রাগ্ দোর্ম্মণ্ডলপীড়"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এই শ্লোকটী উজ্জ্বলনীলমণিকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামিকর্ত্তৃক প্রকটিত না হইলেও অপর কেহ উত্থাপিত করিয়াছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তী 'বিদগ্ধানাম্'-ইত্যাদি শ্লোকেই গ্রন্থকার স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন।—"তত্র সম্প্রয়োগো যথা দ্রাগ্ দোর্ম্মণ্ডলেত্যাদিকং শ্রীমদ্ভিগ্র্ন্থকারৈরপ্রকটিত-মপি কেনাপ্যুত্থাপিতমিতি জ্ঞেয়ম্। অনন্তরমেব হি স্বমতং বক্ষ্যতে বিদগ্ধানামিত্যাদি॥"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর স্বমত-বাচক শ্লোক

"বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখম্।
ন তথা সম্প্রয়োগেন স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ॥ ঐ-২২॥

—রসকোবিদগণ বলেন, পরস্পর-লীলাবিলাসে (অর্থাৎ সম্প্রয়োগ-ব্যতীত—নর্ম্মালাপ, নখক্ষত, দন্তক্ষত, চুম্বনাদি-লীলাতে) বিদগ্ধদিগের (রসাস্বাদন-পটু নায়ক-নায়িকার) যেরূপ সুখ হয়, সম্প্রয়োগে (রহঃস্থানে স্ত্রীসম্ভোগ-নামক সুরতবিলাসে) সেইরূপ সুখ হয় না।"

বিদ্বদনুভবই হইতেছে ইহার প্রমাণ। বিদ্বদনুভবের কয়েকটী দৃষ্টান্তও উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,

"বলেন পরিরম্ভণে নখশিখাভিরুল্লেখনং হঠাদধরখণ্ডনে ভুজযুগেন বন্ধক্রিয়াম্।
দুকূলদলনে হৃতিং কুবলয়েন কুর্ব্বাণয়া রতাদপি সুখং হরেরধিকমাদধে রাধয়া ॥ ঐ-২২ ॥
—(বাহির হইতে গবাক্ষ-রন্ধ্রপথে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিভৃত কেলিমাধুরী দর্শন করিয়া বৃন্দা তাহা বর্ণন করিতেছেন) শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে সুষ্ঠুরূপে নখরাঘাত করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ শ্রীরাধার অধর-দংশন করিতে থাকিলে শ্রীরাধা স্বীয় ভুজদ্বয়ের দ্বারা নাগরেন্দ্রকে বন্ধন করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বস্ত্রাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা কর্ণোৎপলদ্বারা তাঁহাকে তাড়ন করিলেন—এইরূপ লীলাবিলাসে শ্রীরাধা সম্প্রয়োগ-নামক সুরতক্রীড়া হইতেও শ্রীহরির অধিকতর সুখবিধান করিয়াছেন।"

"নর্ম্মোৎসেককলাদৃগঞ্চলচমৎকারী ভ্রুবোর্বিভ্রমঃ সংব্যানস্য বিকর্ষণে চটুলতাং কর্ণোৎপলেনাহতিঃ।
ক্রীড়েয়ং ব্রজনাগরীরতিগুরোর্গান্ধর্ব্বিকায়াস্তথা ভূয়িষ্ঠং সুরতোৎসবাদপি নবাস্বাদনং বিতেনে সুখম্॥
—ঐ-২২ ॥
—(দূর হইতে কুঞ্জমধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহঃকেলি দর্শন করিয়া আনন্দভরে বৃন্দা পৌর্ণমাসীদেবীর নিকটে নিবেদন করিতেছেন) শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ পরিহাস-রঙ্গে ক্রমশঃ অধিকতর চাতুরী প্রকট করিতে থাকিলে শ্রীরাধা স্বীয় নেত্রাঞ্চলে চমৎকারকারী ভ্রূবিলাস প্রকটিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার উত্তরীয়-বস্ত্রের আকর্ষণে করচাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীরাধা কর্ণোৎপলের দ্বারা তাঁহার তাড়না করিতে লাগিলেন। ব্রজনাগরী-রতি-গুরু শ্রীকৃষ্ণের এবং গান্ধর্বিকারও এই ক্রীড়া সুরতোৎসব (সম্প্রয়োগ) হইতেও অত্যুৎকৃষ্ট আস্বাদনযোগ্য প্রচুরতর সুখ বিস্তার করিয়াছিল।"

স্বীয় মতের দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী রসিক-মহানুভবদের অগ্রগণ্য শ্রীপাদ জয়দেবগোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দ হইতেও একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

"প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমিষেণ চ ক্রীড়াকূতবিলোকিতেঽধরসুধাপানে কথানর্ম্মভিঃ।
আনন্দাভিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভূদুদ্ভূতঃ স তয়োর্বভূব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ॥ ঐ-২২ ॥
—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই (যাহা একমাত্র রসিক-সখীজনেরই অনুভববেদ্য সেই) সুরতারম্ভ (রহঃকেলির উপক্রম) আবির্ভূত হইয়া এমনই প্রিয়ম্ভাবুক (যাহাতে অপ্রিয়ও প্রিয় হয়, তদ্রূপ আনন্দাতিশয়ময়) হইল, যে সুতরারম্ভে নিবিড় আলিঙ্গন-বিষয়ে পুলকাঙ্কুর বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল, ক্রীড়ার অভিপ্রায়-নিরীক্ষণ-বিষয়ে নিমেষ বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল, অধর-সুধাপান-বিষয়ে নর্ম্মকথা বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল এবং মন্মথকলাযুদ্ধেও (কন্দর্পের বিবিধ-বিচিত্রতাময় সম্প্রয়োগ-ব্যাপারেও) আনন্দাভিগম (পরস্পরের সুখাতিশয়ের প্রাদুর্ভাব করচরণাদির বৈবশ্য ঘটাইয়া) বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল। (আলিঙ্গন, অবলোকন, অধরসুধাপান, কামসংগ্রামাদি—সমস্তই হইতেছে পরম অভীষ্ট বস্তু ; কিন্তু রোমাঞ্চাদি-জনিত বিঘ্নবশতঃ এ-সমস্ত অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিতে তৃষ্ণার শান্তি হয় নাই বলিয়া, বরং তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, রসের পরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, এজন্য 'প্রিয়ম্ভাবুক'-বিশেষণটী

সার্থকই হইয়াছে। এজন্য সুরতারম্ভকে যে 'প্রিয়ম্ভাবুক' বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত সঙ্গতই হইয়াছে। সুরতক্রীড়া অপেক্ষা নানাবিধ বিঘ্নময় সুরতারম্ভরূপ লীলাবিলাসে যে আনন্দের সর্ব্বাতিশায়ী আধিক্য, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে)।"

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত এই যে - সম্প্রয়োগ অপেক্ষা অন্য লীলা-বিলাসেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চমৎকারিত্বময় সুখের আধিক্য।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১২)

রাসলীলা-তত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া রাসলীলার তত্ত্ব সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা এ-স্থলে বলার চেষ্টা করা হইতেছে।

৪২৭। রাসলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বর্ণিত শারদীয়-রাসলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স কত ছিল, প্রথমে তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের বয়স সম্বন্ধে একটী কথা স্মরণে রাখিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণের বয়স প্রাকৃত জীবের বয়সের মত নহে। প্রাকৃত জীব একটী নূতন দেহ ধারণ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দেহের বয়সকেই তাহার বয়স বলা হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোনও নূতন দেহ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করেন না; বস্তুতঃ তাঁহার জন্মও প্রাকৃত জীবের জন্মের মত নহে; তিনি তাঁহার অনাদি-সিদ্ধ নিত্য সচ্চিদানন্দ দেহেই আবির্ভূত হয়েন মাত্র। তাঁহার এই আবির্ভাবকেই লৌকিকী রীতিতে জন্ম বলা হয়। তাঁহার আবির্ভাবকাল হইতে গণনা করিয়াই তাঁহার বয়সের কথা বলা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতের "একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ ॥ ৩।২।২৬॥"-শ্লোক হইতে জানা যায়, একাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত ব্রজে ছিলেন; তাহার পরে মথুরায় চলিয়া যায়েন। এই একাদশবর্ষ বয়সের মধ্যেই তিনি ব্রজে রাসলীলায় বিলসিত ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪৫।৩-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলা হইয়াছে ঃ—শ্রীকৃষ্ণের বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইলে তৃণাবর্ত্তবধ; তৃতীয় বর্ষের আরম্ভে কার্ত্তিকে দামোদর-লীলা; তাহার কিছুদিন পরে গোকুল হইতে বৃন্দাবনে গমন; বৃন্দাবনে প্রবেশের দুই তিন মাস পরে বৎসচারণারম্ভ এবং বৎসাসুর-বকাসুর-ব্যোমাসুরের বধ, তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইলে চতুর্থ বর্ষের আরম্ভে ব্রহ্মাকর্তৃক বাল-বৎস-হরণ; পঞ্চম বর্ষের আরম্ভে কার্ত্তিক-শুক্লাষ্টমীতে গোচারণারম্ভ; পঞ্চম বর্ষের গ্রীষ্মকালে কালিয়দমন; ষষ্ঠবর্ষে সখাদের সহিত গোচারণ-কৌতুকমাত্র; সপ্তম বর্ষের আরম্ভে পক্কতাল-ভক্ষণাবসরে ধেনুকবধ; সপ্তম-বর্ষের গ্রীষ্মকালে প্রলম্ববধ; অষ্টমবর্ষের আশ্বিনমাসে বেণুগীত, কার্ত্তিকে গোবর্দ্ধন-ধারণ ("ক্ক সপ্তহায়ণো বালঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।২৬।১৪-শ্লোকে গোপবৃদ্ধগণ গোর্দ্ধনধারণ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে যে সাত বৎসরের বালক বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই। ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীতে সাত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে;

কার্ত্তিকের শুক্লা প্রতিপদে গোবর্দ্ধনপূজা ; তাহার পরে তৃতীয়াতেই গোবর্দ্ধনধারণ ; সুতরাং সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল সাতবৎসর দুইমাস দশদিন। বাৎসল্যবশতঃ গোপবৃদ্ধগণ সাতবৎসর দুই মাস দশদিন বয়স্ক শ্রীকৃষ্ণকেই সাতবৎসরের বালকমাত্র বলিয়াছেন)। "একাদশ সমাস্তত্র"-ইত্যাদি ৩।২।২৬-শ্লোকের অনুসরণে জানা যায়, অষ্টম বর্ষের আরম্ভেই কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে গোবিন্দাভিষেক, দ্বাদশীতে বরুণলোকে গমন এবং পূর্ণিমাতে ব্রহ্ম-হ্রদাবগাহন, হেমন্তে বস্ত্রহরণ এবং নিদাঘে যজ্ঞপত্নী-প্রসাদ ; নবমবর্ষের শরৎকালে (আশ্বিনী পূর্ণিমায়) রাসলীলা, শিবরাত্রি-চতুর্দ্দশীতে অম্বিকাবন-গমন এবং ফাল্গুণী পূর্ণিমায় শঙ্খচূড়বধ ; দশমে স্বৈরলীলা ; একাদশের চৈত্র-পূর্ণিমায় অরিষ্টবধ ; দ্বাদশবর্ষের গৌণ ফাল্গুণ দ্বাদশীতে কেশিবধ এবং সেই চতুর্দ্দশীতে কংসবধ : কংসবধ-সময়ে দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই, একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়া দ্বাদশবর্ষ চলিতেছিল বলিয়া শ্রীভা, ৩।২।২৬-শ্লোকে "একাদশ সমাস্তত্র"-ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণবতোষণীর এই উক্তি হইতে জানা গেল ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং আশ্বিনী পূর্ণিমায় প্রথম রাসলীলারম্ভ। সুতরাং রাসলীলারম্ভকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল—আট বৎসর এবং কিঞ্চিন্ন্যূন দুই মাস। গোপসুন্দরীদের বয়স অবশ্যই তাহা অপেক্ষা কম হইবে।

বৈষ্ণবতোষণী বলিয়াছেন—অষ্টম বর্ষে ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ এবং গোবর্দ্ধন-ধারণ ; কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—সপ্তবর্ষবয়সে ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গাদি, সুতরাং চক্রবর্ত্তিপাদের মতে অষ্টম বর্ষে রাসলীলার আরম্ভ। (শ্রীভা, ১০।২৯॥-শ্লোকটীকা)।

অষ্টম বর্ষই হউক, কি নবম বর্ষই হউক, তখনও কিন্তু পৌগণ্ড, কেননা, দশম বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ড থাকে। উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—শারদীয় রাসলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ ছিলেন বালক-বালিকামাত্র। কিন্তু রাসলীলার বর্ণনা হইতে নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই জানা যায়, তখন তাঁহারা ছিলেন কিশোর-কিশোরী। বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশ হইতেও তাহাই জানা যায়। "সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ। রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ। কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হ ॥ হরিবংশ ॥ বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীধৃত প্রমাণ ॥" ইহার সমাধান কি? **বাল্য-পৌগণ্ড বিগ্রহের ধর্ম্ম।** সমাধান এইরূপ-বলিয়া মনে হয়। শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বরূপে নিত্য কিশোর। "কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী ॥ শ্রী, চৈ, চ, ১।২।৮২॥" অপ্রকটলীলায় তিনি নিত্য কিশোর ; সে-স্থলে বাল্য ও পৌগণ্ড নাই বলিয়া বাল্যলীলা ও পৌগণ্ডলীলারও অবকাশ নাই। প্রকটে বাল্যলীলা ও পৌগণ্ডলীলার আস্বাদনের জন্য জন্মলীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাল্য ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করেন ; বাল্য ও পৌগণ্ড হইতেছে তাঁহার কিশোর বিগ্রহের ধর্ম্ম। "বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।২১৫॥" ; আর তিনি নিজে হইতেছেন ধর্ম্মী। "কিশোর-শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।৩১৩॥" প্রকটে জন্ম হইতে বাল্যের আরম্ভ এবং পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত স্থিতি ;

তাহার পরে আসে পৌগণ্ড এবং দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পৌগণ্ডের স্থিতি ; তাহার পরে কৈশোর এবং কৈশোরেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। "ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা প্রাপ্তি। রাস-আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।৩১৮॥" ধর্ম্মরূপ বাল্য ও পৌগণ্ড যথাসময়ে আসে, আবার যথাসময়ে চলিয়া যায় ; কিন্তু কৈশোর চলিয়া যায়না ; কেননা, তাঁহার কৈশোর হইতেছে নিত্য। লীলাবিশেষের আস্বাদনের জন্য বাল্য ও পৌগণ্ডের অঙ্গীকার। কিন্তু বাল্য ও পৌগণ্ডের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণকে মধুর-রসের বৈচিত্রীবিশেষ আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তাঁহার লীলাসহায়কারিণী শক্তি যোগমায়া স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে কৈশোরকে আবির্ভাবিত করাইয়া থাকেন। পদ্মপুরাণের প্রমাণ হইতে তাহা জানা যায়। "বাল্যেঽপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কৈশোরং রূপমাস্থিতঃ। রেমে বিহারৈর্বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়া ॥—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যেও কৈশোর-রূপে অবস্থিত হইয়া বিবিধ বিহারে তাঁহার প্রেয়সী শ্রীরাধার সহিত রমণ করিয়াছিলেন।" সুতরাং প্রকটের নবম বর্ষ বয়সে, অর্থাৎ পৌগণ্ডে, রাসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও রাসলীলা-কালে তাঁহার কৈশোরই আবির্ভূত হইয়াছিল এবং কৈশোরেই তিনি রাসলীলায় বিলসিত হইয়াছিলেন। গোপসুন্দরীগণও স্বরূপতঃ নিত্যকিশোরী। প্রকটে বাল্য ও পৌগণ্ড তাঁহাদেরও বিগ্রহের ধর্ম্ম এবং প্রয়োজন অনুসারে তাঁহাদের মধ্যেও কৈশোরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়—রাসলীলা হইতেছে কিশোর-কিশোরীদেরই লীলা, বালক-বালিকাদের লীলা নহে। বাল্যে বা পৌগণ্ডে নায়ক-নায়িকার পক্ষে কান্তাভাবোচিতী লীলার আলম্বনত্বই সিদ্ধ হইতে পারেনা—সুতরাং লীলার রসত্বও উপপন্ন হইতে পারে না ; কৈশোরেই তাহা সম্ভবপর।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নরলীলত্বের বেশ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। "নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত"—ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৪৫।৩-শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—পঞ্চম বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশবৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তাহার পরে যৌবন—এইরূপ যে বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে সাধারণ ভাবে বয়োগণনার রীতি ; কিন্তু কোনও কোনও স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয় ; অতিসুখী রাজকুমারাদিতেও কখনও কখনও শরীর-বৃদ্ধিমান্ পৌগণ্ড বয়সেও কৈশোর-চেষ্টা দৃষ্ট হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে যে তদ্রূপ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে ? শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশ ব্যতিক্রম শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই জানা যায়। দশমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-বর্ণনের পরেই শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন—"কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ। জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৮।১১॥—অল্পকাল পরেই রাম ও কৃষ্ণ জানুদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে ভর দিয়া চলিতে চলিতে গোকুলে বিহার করিতে লাগিলেন।" শ্রীকৃষ্ণের তিনমাস বয়সে শকটভঞ্জন, শততম দিবসে নামকরণ ; তাহার কয়েক দিন পরেই জানুদ্বয় ও হস্তদ্বয়ের সহায়তায় বিচরণ। সাধারণতঃ একবৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোনও নরশিশুর পক্ষে জানু-হস্ত-সহযোগে ভ্রমণ দৃষ্ট হয় না ; শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু চতুর্থ মাসেই তাহা দৃষ্ট

হইয়াছে ; ইহাই ব্যতিক্রম। চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—বৈষ্ণবতোষণী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ প্রভৃতি অনুসারে ব্যবস্থা হইতেছে এইরূপঃ—তিনবৎসর চারিমাস বয়সে শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চবর্ষীয়ের ন্যায় দেখাইত ; তাহার প্রমাণ, যথা—প্রথম বয়সই হইতেছে কৌমার, তখন শ্রীকৃষ্ণ মহাবনে ; তাহার পরে ছয়বৎসর আট মাস পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, তখন তিনি বৃন্দাবনে ; তাহার পর দশবৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, তখন তিনি নন্দীশ্বরে। দশবৎসর সাতমাস বয়সে চৈত্রীকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মথুরা গমন এবং চতুর্দ্দশীতে কংসবধ। ইহা হইতে জানা গেল —দশম বর্ষেই শ্রীকৃষ্ণের শেষ কৈশোর ; ইহার পরে কৈশোরেই তাঁহার নিত্যস্থিতি ; সর্ব্বকালেই তাঁহার কৈশোর। এই বিবরণ হইতে জানা যায়—রাস-লীলাকালে সাধারণ রীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়সে অবস্থিত থাকিলেও বস্তুতঃ তখন তিনি কৈশোরেই ছিলেন।

বৈষ্ণবতোষণী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ প্রভৃতিগ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের বয়োগণনার যে রীতির কথা চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—সাধারণভাবে বাল্য-পৌগণ্ডাদির শেষ সীমারূপে যে বয়স নির্দ্ধারিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শেষ সীমা হইতেছে তাহার দুই তৃতীয়াংশ। অন্যভাবে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-পৌগণ্ডাদির শেষ সীমা যাহা, তাহার দেড়গুণ হইতেছে সাধারণভাবে কথিত বাল্য-পৌগণ্ডাদির শেষ সীমা। অর্থাৎ দশ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণের রূপ হয় পনর বৎসরের মতন।

৪২৮। রাসলীলা কামক্রীড়া নহে

শ্রীকৃষ্ণের, ব্রজগোপীদিগের এবং ব্রজপ্রেমের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামক্রীড়া নহে। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কয়েকটী বাহিরের লক্ষণে কামক্রীড়ার সহিত কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা হইতেছে তাঁহাদের কামগন্ধলেশহীন সুনির্ম্মল প্রেমেরই অপূর্ব্ব-বৈচিত্রীময় অভিব্যক্তিবিশেষ।

কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তে ভুক্তিবাসনার বীজ বর্ত্তমান থাকিবে, সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তে শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত রাসাদি লীলার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তথাপি, কতকগুলি শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যে এবং শাস্ত্রপ্রতিষ্ঠিত কতকগুলি যুক্তির সাহায্যে বিষয়টী সম্বন্ধে একটা মোটামোটি ধারণা লাভের চেষ্টা আমরা করিতে পারি। রাসাদি লীলার বর্ণনার পাঠ, বা শ্রবণ করার পূর্ব্বে তদ্রূপ একটা ধারণা লাভের চেষ্টা করাও সঙ্গত ; নচেৎ উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হওয়ারই আশঙ্কা।

প্রথমে দেখা যাউক, শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত রাসলীলা-কথার বক্তা কে, শ্রোতা কে এবং এই লীলাকথা কে বা কাহারা আস্বাদন করিয়াছেন। তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে—ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের বিকাশ সাক্ষাদ্‌ ভাবে দর্শন করিয়া কে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহাদের স্বরূপ বা

মনের অবস্থা বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে—কামক্রীড়া-কথার প্রসঙ্গে ইঁহাদের কাহারও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার পরে রাসলীলা-সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

ক। রাসলীলা-কথার বক্তা

শ্রীমাদ্ভাগবতে রাসলীলা-কথার বক্তা হইতেছেন শ্রীশুকদেব গোস্বামী, ব্যাসদেবের তপস্যালব্ধ সন্তান। কোনও প্রেমপরিপ্লুতচিত্ত ভক্তের মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণলীলা-কথা শুনিবার নিমিত্ত ব্যাসদেবের চিত্তে একটা বাসনা জন্মিয়াছিল এবং তদনুসারে তদ্রূপ একটী পুত্রলাভের জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছাই শুকদেবের জন্মের মূল। আবার ইহাও শুনা যায়—যজ্ঞকাষ্ঠ-ঘর্ষণ হইতেই শুকদেবের উদ্ভব; ইহাতেও বুঝা যায়--ইন্দ্রিয়সুখার্থ যৌনসম্বন্ধ হইতে শুকদেবের উদ্ভব নহে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা হইতে যাঁহার জন্ম নহে, যাঁহার পিতাও হইতেছেন কৃষ্ণলীলা-রসাবিষ্ট-চিত্ত কৃষ্ণলীলা-কথার বক্তা পরম-তপস্বী শ্রীব্যাসদেব, তাঁহার চিত্তে কামকথা-বর্ণনার প্রবৃত্তি .থাকা সম্ভব নহে, স্বাভাবিকও নহে। কথিত আছে--শুকদেব দ্বাদশ বৎসর মাতৃগর্ভে ছিলেন, মায়ার সংসারে ভূমিষ্ঠ হইলে মায়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েন নাই। পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে অভয় দিলেন যে, মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেনা, তখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। অর্থাৎ গর্ভাবস্থা হইতেই তিনি মায়ানির্মুক্ত। ভূমিষ্ঠ হইয়াই—যে উলঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, সেই উলঙ্গ অবস্থাতেই—তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ব্যাসদেব বুঝিলেন—এই বালকই তাঁহার প্রার্থিত সন্তান, শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দান। "হা পুত্র! হা পুত্র!" বলিয়া ব্যাসদেব বালকের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার আকুল অহ্বান শুকদেবের কর্ণে প্রবেশ করিলনা। শুকদেব ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন; তাঁহার বাহ্যানুসন্ধান ছিল না। স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞানও তাঁহার ছিল না; তাই জলকেলিরতা গন্ধর্ব্ববধূগণ উলঙ্গ শুকদেবকে দেখিয়াও সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। শুকদেব এক নির্জন গভীর অরণ্যে গিয়া ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। ব্যাসদেব কোনও কৌশলে কৃষ্ণকথারসে তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। পিতার নিকটে অধ্যয়নের ব্যপদেশে শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত-কথারসের আস্বাদন লাভ করিয়া পূর্ব্বানুভূত ব্রহ্মানন্দের কথাও ভুলিয়া গেলেন। তদবধি তিনি কৃষ্ণলীলারসে নিমজ্জিত হইয়া অন্যবিষয়ে অনুসন্ধান-রহিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই অবস্থাতেই তিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-রত মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত-কথার বর্ণন-প্রসঙ্গে রাসলীলা-কথার বর্ণন করিয়াছেন। এতাদৃশ পরমহংস-প্রবর শুকদেবের পক্ষে পশুভাবাত্মক-কামক্রীড়ার বর্ণনা সম্ভবও নহে, স্বাভাবিকও হইতে পারে না।

খ। রাসলীলা কথার শ্রোতা

শ্রীশুকদেবের মুখে রাসলীলা-কথার মুখ্য শ্রোতা ছিলেন মহারাজ পরীক্ষিৎ—ব্রহ্মশাপে সাতদিনের মধ্যেই তক্ষক-দংশনে মৃত্যু অবধারিত জানিয়া রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পারলৌকিক

মঙ্গলের অভিপ্রায়ে যিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-রত হইয়াছিলেন। ভগবৎ-প্রেরণাতেই রাজর্ষি-দেবর্ষি মহর্ষি-ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ শিষ্যগণসমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। সকলেরই যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকটে কাতরভাবে বলিলেন—"আমার মৃত্যু আসন্ন। সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায়, বিশেষতঃ মুমুর্ষুর পরমকর্ত্তব্য কি, দয়া করিয়া আপনারা উপদেশ করুন। আমার আর সময় নাই।" কি বলিবেন, তাঁহারা সহসা স্থির করিতে পারিলেন না; এমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে শুকদেব আসিয়া সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রে সভাস্থ সকলে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। যথোচিত সম্বর্দ্ধনার পরে, তাঁহার নিকটেও পরীক্ষিৎ সেই প্রশ্ন করিলেন। তৎক্ষণাৎ শুকদেব ভাগবত-কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন এবং রাসলীলার কথাও বর্ণন করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং সমবেত রাজর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষি-দেবর্ষিবৃন্দ বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে সাতদিন সাত রাত্রি সেই কথা শ্রবণ করিয়া নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। কামক্রীড়ার কথা-শ্রবণ কি সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায়, বিশেষতঃ মুমুর্ষুর পরম-কর্ত্তব্য? ইহা কি আসন্নমৃত্যু পরীক্ষিতের পারলৌকিক মঙ্গলের অনুকূল?

গ। রাসলীলা-কথার আস্বাদক

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপোক্তি একটু বিস্তৃত ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রলাপোক্তিতে তিনি ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলারই আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ হইলেও এবং তাঁহার পরিকরবর্গ তাঁহারই নিত্যপার্ষদ হইলেও—সুতরাং তাঁহাদের কেহই সাধারণ জীব না হইলেও—জীব শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা সকলেই জীবেরন্যায় ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; তাই আলোচনার সৌকর্য্যার্থ আমরাও তাঁহাদিগকে এস্থলে তদ্রূপ—ভক্তভাবাপন্ন বলিয়া মনে করিব। এইরূপ মনে করিলে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণভজনের নিমিত্ত কিশোরী ভার্য্যা, বৃদ্ধা জননী, দেশব্যাপী পাণ্ডিত্য-গৌরব, সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠাদি তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অন্তর্ধানের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কোনও সময়েই সন্ন্যাসের নিয়ম তিনি বিন্দুমাত্রও লঙ্ঘন করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই নিজের আচরণ দ্বারা জীবকে ভক্তের আচরণ এবং সন্ন্যাসের মর্য্যাদা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। নিজেও কখনও গ্রাম্যকথা বলেন নাই বা শুনেন নাই; অনুগত ভক্তদের প্রতিও সর্ব্বদা উপদেশ দিয়াছেন—"গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে, গ্রাম্যকথা না শুনিবে।" এইরূপ অবস্থায়, তিনি যে পশুভাবাত্মক কামক্রীড়া বর্ণন বা আস্বাদন করিবেন—ইহা কেহই স্বাভাবিক অবস্থায় মনে করিতে পারেন না। আরও একটী কথা। রাসক্রীড়াদি-সম্বন্ধে অধিকাংশ কথাই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে—প্রলাপের সময়, যে সময়ে তাঁহার বাহ্যস্মৃতিই ছিল না। লোকের মধ্যে দেখা যায়—স্বপ্নাবস্থায় বা রোগের বিকারে লোকের যখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তখনও কেহ কেহ প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। বাহ্যজ্ঞান যখন থাকে, তখন নানাবিষয় বিবেচনা করিয়া লোক সংযত হইতে চেষ্টা করে; স্বপ্নাবস্থায় বা রুগ্নাবস্থায় প্রলাপকালে চেষ্টাকৃত সংযম সম্ভব

নহে—তখন হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবগুলিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে এস্থলে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে কেহই স্বাভাবিক অবস্থায় অনুমান করিতে পারিবেন না যে, তাঁহার মধ্যে পশুভাবাত্মক কামক্রীড়ার প্রতি একটা প্রবণতা অন্তর্নিহিত ছিল এবং প্রলাপোক্তির ব্যপদেশে তাহা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গী স্বরূপ-দামোদর, রায়-রামানন্দ, রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রভৃতির সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। স্বরূপ-দামোদর আজন্ম ব্রহ্মচারী, রায়-রামানন্দসম্বন্ধে প্রভু নিজেই বলিয়াছেন—রামানন্দ গৃহস্থ হইলেও ষড়্‌বর্গের বশীভূত নহেন। পিতা জোর করিয়া বিবাহ দিয়া থাকিলেও স্ত্রীর প্রতি রঘুনাথের কোনও আকর্ষণ ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত তাঁহারা বিষয়ের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। প্রভুর প্রলাপোক্তিতে যদি কামক্রীড়ার গন্ধমাত্রও থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ সমস্ত উক্তির আস্বাদনও করিতে পারিতেন না এবং প্রভুর সঙ্গেও অধিক দিন থাকিতে পারিতেন না।

ঘ। রাসলীলা-কথার প্রশংসাকর্ত্তা

যাঁহাদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন, সেই ব্রজসুন্দরীদিগের অপূর্ব্ব প্রেমের বিকাশ দেখিয়া শ্রীউদ্ধব মহাশয় উচ্চ কণ্ঠে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্ধব-সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন—"বৃষ্ণীনাং সম্মতো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥ শ্রীভা, ১০।৪৬।১॥—উদ্ধব ছিলেন যদুরাজের মন্ত্রী, বিভিন্ন-ভাবাপন্ন যদুবংশীয় সকল লোকেরই সম্মত মন্ত্রী (অর্থাৎ, উদ্ধবের বচন ও আচরণ সকলেরই আদৃত ছিল); তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের দয়িত - অতিশয় কৃপার পাত্র এবং অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রীকৃষ্ণের সখা। আবার তিনি ছিলেন বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য; স্বয়ং বৃহস্পতির নিকটেই উদ্ধব শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং নীতিশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবদ্‌বিষয়ক শাস্ত্রে পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন পরম অভিজ্ঞ। (এ সমস্ত গুণের হেতু এই যে) উদ্ধব ছিলেন বুদ্ধিসত্তম—অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কুশাগ্র-সূক্ষ্মবুদ্ধি।" হরিবংশ বলেন—উদ্ধব ছিলেন বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য-পুত্র। স্বীয় বিরহে আর্ত্ত ব্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত (আনুষঙ্গিক ভাবে উদ্ধবের সমক্ষে ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য প্রকটনের উদ্দেশ্যে) শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইলেন। উদ্ধব পরম-ভাগবত হইলেও তিনি ছিলেন ঐশ্বর্য্য-ভাবের ভক্ত; শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-পরিকরদিগের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান যে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য শুদ্ধপ্রেমের গাঢ়তম রসের মহাসমুদ্রের অতল-তলদেশেই লুক্কায়িত আছে, তাহার কোনও ধারণা উদ্ধবের ছিল না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজে আসিয়াছেন জানিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং প্রেমবিহ্বল-চিত্তে আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের আচরণের কথা—রাসাদি-লীলার কথাও—অসঙ্কোচে তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিলেন। সমস্ত শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরী-দিগের প্রেম দেখিয়া এবং তাঁহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমবশ্যতার কথা শুনিয়া উদ্ধব মুগ্ধ ও

বিস্মিত হইলেন। তিনি কয়েকমাস ব্রজে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকথা শুনাইয়া ব্রজবাসীদিগের—বিশেষতঃ ব্রজসুন্দরীদিগের—পরমানন্দ বিধান করিলেন, নিজেও পরমানন্দ অনুভব করিলেন। ব্রজসুন্দরীদিগের সঙ্গের প্রভাবে এবং তাঁহাদের মুখনিঃসৃত গোপীজনবল্লভের লীলাকথার প্রভাবে ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের জন্য উদ্ধবের চিত্তে প্রবল লোভ জন্মিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—"এই গোপবধূদিগের জন্মই সার্থক ; অখিলাত্মা শ্রীগোবিন্দে তাঁহাদের যে অধিরূঢ় মহাভাব, তাহা মুমুক্ষুগণও কামনা করেন, মুক্তগণও কামনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী আমরাও কামনা করিয়া থাকি। —এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দ এব অখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ভব-ভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৫৮॥" উচ্চকণ্ঠে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের প্রশংসা করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন—"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬০॥—রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বাহুদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া এই ব্রজসুন্দরীগণ যে সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও তাহা পায়েন নাই. পদ্মগন্ধী এবং পদ্মরুচি স্বর্গাঙ্গনাগণও তাহা পায়েন নাই, অন্য রমণীর কথা আর কি বক্তব্য।" এইরূপে ব্রজসুন্দরীদিগের সৌভাগ্যের এবং প্রেমের প্রশংসা করিতে করিতে সেই জাতীয় প্রেমপ্রাপ্তির জন্য উদ্ধবের এতই লোভ জন্মিল যে, তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহার উপায় চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—ব্রজসুন্দরীদিগের পদরজের কৃপাব্যতীত এই প্রেম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ; তাঁহাদের প্রচুর পরিমাণ পদরজের দ্বারা যদি দিনের পর দিন সম্যক্‌রূপে অভিষিক্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই সেই সৌভাগ্যের উদয় হইতে পারে ; কিন্তু এইরূপে অভিষিক্ত হওয়াই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মনুষ্যাদি জঙ্গমরূপে ব্রজে জন্ম হইলে এই সৌভাগ্য হইতে পারে না—চরণ-রেণুদ্বারা বিমণ্ডিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন-ভাবে স্থির হইয়া থাকা সম্ভব হইবে না ; স্থাবর যদি হওয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু উচ্চ বৃক্ষ হইলেও তাহা সম্ভব হইবে না - ব্রজসুন্দরীগণ যখন পথে চলিয়া যাইবেন, উচ্চ বৃক্ষের অঙ্গে বা মস্তকে তাঁহাদের চরণ-স্পর্শ হইবে না, বাতাসও পথ হইতে তাঁহাদের পদরজঃ বহন করিয়া বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বতোভাবে লেপিয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু যদি লতা-গুল্মাদি হওয়া যায়, তাহা হইলে প্রেমবিহ্বলচিত্তে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানহারা হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যখন পথ ছাড়িয়া উপপথেও সময় সময় যাইবেন, তখন তাঁহাদের চরণ-স্পর্শের সৌভাগ্য হইতে পারে ; পথ দিয়া গেলেও পথ হইতে তাঁহাদের পদরেণু বহন করিয়া পবন লতাগুল্মাদির সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিতে পারে– সেই রেণু অবিচ্ছিন্ন ভাবে সর্ব্বদাই অঙ্গে লাগিয়া থাকিবে। এইরূপ স্থির করিয়া উদ্ধব আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিলেন—যাঁহারা দুস্ত্যজ্য স্বজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ করিয়া মুকুন্দ-পদবীর সেবা করিয়াছেন—যে মুকুন্দ-পদবী শ্রুতিগণও অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়া সেই মুকুন্দ-পদবীর সেবা করিয়াছেন—তাঁহাদের চরণরেণু লাভের আশায় বৃন্দাবনের কোনও একটী লতা, বা গুল্ম, বা ঔষধি হইয়া যদি আমি

জন্মগ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজে মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬১॥" যাঁহাদের পদরেণু-লাভের নিমিত্ত উদ্ধব এত ব্যাকুল, তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন—'যা বৈ শ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈর্যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাম্। কৃষ্ণস্য তদ্‌ভগবতশ্চরণারবিন্দং ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্য তাপম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬২॥—স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মরুদ্রাদি আধিকারিক ভক্তগণ এবং পূর্ণকাম যোগেশ্বরগণও যাঁহাকে না পাইয়া কেবল মনে মনেই যাঁহার অর্চ্চনা করেন, এ-সকল ব্রজসুন্দরীগণ রাসগোষ্ঠীতে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দ স্ব-স্ব-স্তনোপরি বিন্যস্ত এবং আলিঙ্গন করিয়া সন্তাপ দূরীভূত করিয়াছিলেন।" এ সমস্ত আর্ত্তিপূর্ণ বাক্য বলিয়া উদ্ধব মনে করিলেন—তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে মহামহিমময়ী ব্রজসুন্দরীদিগের চরণরেণু-লাভের আশা দুঃসাহসের পরিচায়ক মাত্র; দূর হইতে তাঁহাদের চরণরেণুর প্রতি নমস্কার জানানোই তাঁহার কর্ত্তব্য। তাই সগদ্‌গদ-কম্পিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬৩॥—যাঁহাদের হরিকথা-গান ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে, সেই নন্দব্রজস্থ অঙ্গনাগণের পাদরেণুকে আমি সর্ব্বদা বন্দনা করি।"

শ্রীউদ্ধব যাঁহাদের সৌভাগ্যের এবং প্রেমের এত ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যাঁহাদের পদরজের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার জন্য পরমার্ত্তিবশতঃ তিনি বৃন্দাবনে লতা-গুল্মরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারিলেও নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণের চিত্তে যে 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক কামভাব থাকিতে পারে, তাহা কল্পনাও করা যায় না।

কোনও কথার বক্তা, শ্রোতা, আস্বাদক এবং স্তাবকের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের দ্বারাই সেই কথার বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যে কথার বক্তা হইলেন ব্যাসদেবের তপস্যালব্ধ সন্তান, জন্মের পূর্ব্ব হইতে সংসার-বিরক্ত এবং রাজর্ষি-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষিগণের বন্দনীয় শ্রীশুকদেব গোস্বামী, যে কথার শ্রোতা হইলেন সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায়, বিশেষতঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির পরম-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু এবং ব্রহ্মশাপে তক্ষক-দংশনে সপ্তাহমধ্যে অবধারিত-মৃত্যু গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত পরীক্ষিৎ মহারাজ, যে কথার আস্বাদক হইলেন—যিনি জীবনে কখনও স্ত্রী-শব্দটীও উচ্চারণ করেন নাই, সেই ন্যাসিশিরোমণি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং যে কথার স্তাবক হইলেন বিচারজ্ঞ, বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী এবং পরম-ভাগবত শ্রীউদ্ধব, সেই রাসাদি-লীলার কথা যে কামক্রীড়ার কথা, এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

রাসাদিলীলার রহস্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাঁহারা আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কয়েকটী বাহিরের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই ব্রজসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে কামক্রীড়া বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন—কেবল বাহিরের লক্ষণদ্বারাই বস্তুর স্বরূপের পরিচয় পাওয়া

যায় না। ঠাকুরদাদা তাঁহার স্নেহের পাত্র শিশু-নাতিনীকেও আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিয়া থাকেন, স্নেহময় পিতাও শিশুকন্যার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন ; শিশু-কন্যারাও অনুরূপভাবেই প্রীতি-ব্যবহার করিয়া থাকে। এই আচরণের সহিতও কামক্রীড়ার কিছু সাম্য আছে, কিন্তু ইহা কামক্রীড়া নহে। শ্রীশুকদেব, শ্রীপরীক্ষিৎ, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীউদ্ধবাদি যে কথার আলাপনে ও আস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকিবেন, সে কথার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব এবং সে কথার স্বরূপ জানিবার জন্য যদি ভাগ্যবশতঃ কাহারও আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহা হইলে তাহার স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণের প্রতি মনোযোগ দিলেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে।

উপরে রাসাদি-লীলা-কথার বক্তা-শ্রোতাদির বিষয় বলা হইল— কেবল বিষয়টীর বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য। এইভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হইলেই বিষয়টীর তত্ত্ব জানিবার জন্য ইচ্ছা হইতে পারে।

৪২৯। রাসলীলার স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ

কোনও বস্তুর পরিচয় জানা যায় তাহার স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা। যে বস্তু স্বরূপতঃ—তত্ত্বতঃ—যাহা, যে উপাদানাদিতে গঠিত, তাহাই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ। আর বাহিরে তাহার যে কার্য্য বা প্রভাব দেখা যায়, তাহাই তাহার তটস্থ-লক্ষণ। বস্তুর তটস্থ লক্ষণই সাধারণতঃ প্রথমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই এস্থলে রাসাদি-লীলার তটস্থ-লক্ষণ সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা হইবে।

ক। রাসলীলার তটস্থ লক্ষণ – রাসলীলা-ব্যাখ্যানে টীকাকার শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী কয়েকটী তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণেই তিনি লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মাদিজয়-সংরূঢ়দর্প-কন্দর্প-দর্পহা। জয়তি শ্রীপতি র্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥—ব্রহ্মাদিকে পর্য্যন্ত জয় করাতে (স্বীয় প্রভাবে ব্রহ্মাদিরও চাঞ্চল্য সম্পাদনে সমর্থ হওয়াতে) যাঁহার দর্প অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই কন্দর্পেরও দর্পহারী, গোপীগণের দ্বারা রাসমণ্ডলে মণ্ডিত শ্রীপতি (শ্রীকৃষ্ণ) জয়যুক্ত হউন।" ইহাদ্বারা জানা গেল—গোপীদিগের সহিত রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পের (কামদেবের) দর্পকেও বিনষ্ট করিয়াছেন।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—"তস্মাৎ রাসক্রীড়া-বিড়ম্বনং কাম-বিজয়-খ্যাপনায় ইতি তত্ত্বম্।—কামবিজয়-খ্যাপনার্থই রাসলীলা।" তাঁহার এই উক্তির হেতুরূপে তিনি রাসলীলা-বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত এই কয়টী বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন :—(ক) যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াকে সান্নিধ্যে রাখিয়াই রাসলীলা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, বহিরঙ্গা মায়ার সান্নিধ্যে নহে ; (খ) আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ—শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন। যিনি আত্মারাম, তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলা কামবাসনা থাকিতে পারেনা।

(গ) সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংমন্মথেরও (কামদেবেরও) মনোমথনকারী ; যিনি কামদেবের মনকেও মথিত করিতে সমর্থ, তিনি কামদেবের দ্বারা বিজিত হইয়া কামক্রীড়া করিতে পারেন না। (ঘ) আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ—সুরতসম্বন্ধি-ভাবসমূহকে যিনি নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারা যিনি বিচলিত হয়েন নাই। (ঙ) ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ—পূর্ব্বোক্ত বাক্যাদি হইতে বুঝা যায়, রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য ছিল ; সুতরাং যদ্দ্বারা ব্রহ্মাদিদেবগণের স্বাতন্ত্র্যও নষ্ট হইয়াছিল, যাঁহার প্রভাবে ব্রহ্মাদিরও চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিয়াছিল, সেই কামদেব শ্রীকৃষ্ণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতে পারেন নাই।

স্বামিপাদ আরও লিখিয়াছেন—"কিঞ্চ শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি—রাস-পঞ্চাধ্যায়ীতে শৃঙ্গার-কথা বিবৃত হইয়া থাকিলেও শৃঙ্গার-কথার ব্যপদেশে প্রবৃত্তির কথা না বলিয়া নিবৃত্তির (কাম-নিবৃত্তির) কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে ; রাসপঞ্চাধ্যায়ী নিবৃত্তিপরা, প্রবৃত্তিপরা নহে।"

শ্রীধরস্বামীর এ সকল উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—রাসলীলাকথাতে চিত্তে প্রবৃত্তি বা ভোগ-বাসনা জাগেনা, নিবৃত্তি জাগে, ভোগবাসনা তিরোহিত হয় ; ইহাতে কাম বর্দ্ধিত হয় না, বরং দূরীভূতই হয়। ইহা রাসলীলা-কথার মাহাত্ম্য বা প্রভাব—তটস্থ-লক্ষণ।

রাসলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবও তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—যিনি ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত এবং অধর্মের বিনাশের নিমিত্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মের সংরক্ষক এবং যিনি আপ্তকাম, সেই শ্রীকৃষ্ণ কেন ব্রজরমণীদের সঙ্গে এই রাসলীলার অনুষ্ঠান করিলেন ? ইহাতে তাঁহার কি অভিপ্রায় ছিল ?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন— ব্রজসুন্দরীদের প্রতি, সাধক ভক্তদের প্রতি এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের প্রতি, অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্তই পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই লীলাতে তাঁহার সেবার সৌভাগ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন, ইহাই ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ। আর, এই লীলার কথা শ্রবণ করিয়া সাধক ভক্তগণ যেন পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন এবং অন্যান্যও যেন লীলামাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়া ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারেন, ইহাই সাধকভক্ত এবং অন্যান্যের প্রতি অনুগ্রহ। "অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬॥"। রাসলীলা-কথার শ্রবণের ফলেই যে জীবের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে, জীব ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিলেন। ইহা যদি কামক্রীড়ার কথাই হইবে, তাহা হইলে কামকথার শ্রবণে ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবের কামবাসনাই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে, তাহা দূরীভূত হইতে পারে না ; তাহাতে জীবের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে না। অথচ শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—রাসলীলার কথা শ্রবণে জীব ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারে। ইহা লীলা-কথার স্বরূপগত ধর্ম্ম। রাসলীলা যে কামক্রীড়া নহে, শ্রীশুকদেবের উক্তিদ্বারা তাহাই সূচিত হইল।

রাসলীলা বর্ণনের উপসংহারে শ্রীশুকদেব আরও বলিয়াছেন—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৯॥—ব্রজবধূদিগের সহিত সর্ব্বব্যাপক-শ্রীকৃষ্ণের এই লীলার কথা যিনি শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বদা বর্ণন করিবেন, বা শ্রবণ করিবেন, তিনি আগে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিবেন, তাহার পরে শীঘ্রই তাঁহার হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হইবে।" এই শ্লোকের মর্ম্ম শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস। যেই ইহা শুনে কহে করিয়া বিশ্বাস॥ হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিন গুণ ক্ষোভ নাহি, মহা ধীর হয়॥ উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৫।৪৩-৪৫॥" এ-সকল উক্তি হইতেও রাসলীলা-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের তটস্থলক্ষণ বা প্রভাব জানা যায়—ইহার শ্রবণ-কীর্ত্তনে পরাভক্তি লাভ হয়, হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হয়, মায়িক-গুণজাত চিত্ত-ক্ষোভাদিও তিরোহিত হইয়া যায়।

উল্লিখিত তটস্থ-লক্ষণের বা রাসলীলা-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রভাবের কথা শুনিলে মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে—যাহা স্থূলদৃষ্টিতে কামক্রীড়া বলিয়া মনে হয়, তাহার এইরূপ প্রভাব কিরূপে সম্ভব? তবে কি ইহা বাস্তবিক কামক্রীড়া নয়? তাহাই যদি না হয়, তবে ইহা কি?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে রাসলীলার স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হয়। স্বরূপ জানিতে হইলে ইহার স্বরূপ-লক্ষণের অনুসন্ধান করিতে হয়। কি সেই স্বরূপ-লক্ষণ?

খ। রাসলীলার স্বরূপলক্ষণ

বস্তুর স্বরূপলক্ষণ হইতেছে দুই রকমের—আকৃতি ও প্রকৃতি।

"আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপলক্ষণ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।২৯৬॥"

(১) আকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ

আকৃতিতে রাসলীলা হইতেছে—নৃত্যবিশেষ। শ্রীভা, ১০।২৯।১-শ্লোকের বৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী সঙ্গীতরত্নাকর হইতে রাসের লক্ষণবাচক নিম্নলিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"নর্ত্তকীভিরনেকাভি র্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ। যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীশকং বিদুঃ॥
তদেবেদং তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা। রাসঃ স্যান্ন নাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি॥

—মণ্ডলে বিচরণশীলা বহু নর্ত্তকীর সহিত যেস্থলে একজন নট নৃত্য করেন, তাহাকে পণ্ডিতগণ হল্লীশক বলেন; তালবন্ধ-গতিভেদে ইহা বহু প্রকার হইয়া থাকে। রাস নাকেও (স্বর্গেও) হয় না, পৃথিবীতে কিরূপে থাকিবে?" (হল্লীশক—মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য।

উল্লিখিত লক্ষণ হইতে জানা গেল—হল্লীশকে বা রাসে মণ্ডলীবন্ধনে বহু নর্ত্তকী থাকেন এবং একজন নট বা নর্ত্তক থাকেন।

"তত্রারভত গোবিন্দো"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।২-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন —"রাসক্রীড়াং রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষস্তাং ক্রীড়াম্—বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষকে বলে রাস।"

সেই শ্রীভা, ১০।৩৩।২-শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী রাসক্রীড়ার লক্ষণবাচক নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোহন্যাত্তকরশ্রিয়াম্।
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনমিতি॥

—এক এক জন নর্ত্তক এক একজন নর্ত্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন, নর্ত্তক-নর্ত্তকী পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন, এই অবস্থায় নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে বলে রাস।" (এই প্রমাণটী অন্যান্য অনেক টীকাকার উদ্ধৃত করিয়াছেন)।

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল, রাস হইতেছে মণ্ডলী-বন্ধনে নৃত্যবিশেষ—কেবল কয়েক জন নর্ত্তকীর, বা কয়েক জন নর্ত্তকের, পৃথক্ পৃথক্ নৃত্যবিশেষ নহে, পরন্তু নর্ত্তক-নর্ত্তকীর মিলিত নৃত্যবিশেষ। এক প্রমাণে পাওয়া গেল, মণ্ডলাকারে অবস্থিতা বহু নর্ত্তকী এবং একজনমাত্র নর্ত্তক; এবং অপর প্রমাণে পাওয়া গেল—যত নর্ত্তক, তত নর্ত্তকী; এক এক জন নর্ত্তক এক এক জন নর্ত্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন এবং নর্ত্তক-নর্ত্তকী পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়াও আছেন। ইহাতে বিরোধ কিছু নাই; প্রকারভেদ মাত্র, প্রকারভেদের কথাসঙ্গীত রত্নাকরও বলিয়াছেন—"তালবন্ধগতিভেদেন ভূয়সা।"

(২) **প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ**

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাসের আকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ হইতেছে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যবিশেষ। নর্ত্তক-নর্ত্তকীর মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যবিশেষ পৃথিবীতেও অসম্ভব নয়, স্বর্গেও অসম্ভব নয়; কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত সঙ্গীতরত্নাকরের প্রমাণে জানা যায়,—ইহা স্বর্গেও সম্ভবপর নহে, পৃথিবীর কথা তো দূরে। "রাসঃ স্যান্ন নাকেহপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি।" কিন্তু কেন?

আবার "দিবৌকসাং সদারাণাম্"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।৪-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"দিবৌকসাং ব্রহ্মারুদ্রাদীনামিতি। স্বর্গাদাবপি তাদৃশোৎসবাসম্ভাবঃ সূচিতঃ।—'দিবৌকসাম্'-শব্দের দ্বারা স্বর্গাদিতেও তাদৃশ উৎসবের (রাসোৎসবের) অসম্ভাব সূচিত হইয়াছে।"—অর্থাৎ স্বর্গাদিতেও রাস সম্ভব নহে। এ-স্থলে "স্বর্গাদি"-শব্দের তাৎপর্য্য কি? এই পৃথিবীতে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পৃথিবীর লোক দেখিতে পায়। স্বর্গে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পৃথিবীর লোক দেখিতে পায় না। "স্বর্গাদি"-শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে, যাহা পৃথিবীস্থ লোকগণের নয়নের গোচরীভূত নহে, এতাদৃশ স্থানকেই বুঝাইতেছে; অর্থাৎ "স্বর্গাদি"-শব্দে স্বর্গ এবং ভগবদ্ধাম-সমূহকেই বুঝাইতেছে। ভগবদ্ধাম-সমূহের মধ্যে ব্রজে যে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা

শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতেই জানা যায় ; সুতরাং "স্বর্গাদি"-শব্দে স্বর্গ এবং ব্রজব্যতীত অন্য ভগবদ্ধামকেই বুঝাইতেছে ; অর্থাৎ রাসলীলা স্বর্গেও সম্ভব নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়, দ্বারকাতেও নয়। কিন্তু কেন? মণ্ডলীবন্ধনে বহু নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নৃত্য, বা বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্য লৌকিক জগতেও হইতে পারে, স্বর্গেও হইতে পারে ; এ-সকল স্থলে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর অভাব নাই। পরব্যোমে বহু ভগবৎ-স্বরূপ আছেন ; তাঁহাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্মীও আছেন। তাঁহাদের পক্ষেও মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য অসম্ভব নহে। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী আছেন ; সুতরাং দ্বারকাতেও শ্রীকৃষ্ণ মহিষীদের সহিত মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করিতে পারেন। এ-সকল নৃত্যও মণ্ডলীবন্ধনে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর, বা নায়ক-নায়িকার নৃত্যই ; এ-সমস্ত রাসলীলা হইবে না কেন? রাসনৃত্যের উল্লিখিত লক্ষণ অনুসারে এ-সমস্ত নৃত্যকেও তো রাসনৃত্য বলা যায়?

এ-স্থলে জগতে, বা স্বর্গে, বা বৈকুণ্ঠে, অথবা দ্বারকায় যে মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যের সম্ভাবনার কথা বলা হইল, আকৃতিতে সেই মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যের সহিত রাসনৃত্যের সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাকে রাস বলা হয় না ; বাস্তব রাসের বিশেষত্ব তাহাতে নাই বলিয়াই তাহাকে রাস বলা হয় না। মৃৎশিল্পী মৃত্তিকাদ্বারা বেল, কদলী প্রভৃতি ফল রচনা করিয়া, তাহাতে বর্ণাদির প্রলেপ দিয়া বেল-কদলী প্রভৃতিরূপে প্রতীয়মান বস্তু নির্মাণ করিয়া থাকে ; কিন্তু সে সমস্ত বাস্তব বেল-কদলী নহে। কেবল আকারের সাদৃশ্যেই বস্তুর পরিচয় হয় না। প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণই বস্তুর বাস্তব পরিচয়।

বাস্তব রাসের প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ কি, তাহা নির্ণীত হইলেই বুঝা যাইবে, ব্রজব্যতীত অন্যত্র কেন ইহা থাকিতে পারে না। কিন্তু কি সেই প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ?

রস-শব্দ হইতে রাস-শব্দ নিষ্পন্ন। "তত্রারভত গোবিন্দো" ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"নৃত্যগীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসঃ।" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও লিখিয়াছেন—"যোগার্থস্তু নৃত্যগীতাশ্লেষাদীনাং রসানাং সমূহো রাসঃ।" অর্থাৎ নৃত্যগীত-চুম্বনালিঙ্গনাদি রসের সমূহই হইতেছে রাস ; ইহাই হইতেছে রাস-শব্দের যৌগিকার্থ। ইহা হইতে বুঝা গেল—নৃত্য-গীতাদি বহু রসের অভ্যুদয়েই রাস। মণ্ডলীবন্ধনে নায়ক-নায়িকার যে নৃত্যে নৃত্যগীতাদিজাত বহু রসের উদয় হয়, তাহাকে বলে রাস। কিন্তু পৃথিবীতে বা স্বর্গেও এইরূপ রসোদ্‌গারী নৃত্য অসম্ভব নয় ; তথাপি কেন বলা হইল—পৃথিবীতে বা স্বর্গেও রাসনৃত্য সম্ভব নয়?

ইহার হেতু বোধ হয় এই। জগতে বা স্বর্গে নায়ক-নায়িকার মণ্ডলীবন্ধন-নৃত্যে যে রসসমূহের অভিব্যক্তি হইতে পারে, সেই রসসমূহোদ্‌গারী নৃত্যকে রাসনৃত্য বলা হয় না। জগতে বা স্বর্গে যে সমস্ত রসের উৎসারণ হইতে পারে, সে-সমস্ত হইতেছে প্রাকৃত রস। জগতের বা স্বর্গের রসোদ্‌গারী নৃত্যকে যখন রাস বলা হয়না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রাকৃত রসোদ্‌গারী নৃত্য রাসনৃত্য নহে।

তবে কি রকম রসের উদ্‌গীরণকারী নৃত্যকে রাসনৃত্য বলা হয়? বৈষ্ণবতোষণীকারের উক্তি হইতে ইহার উত্তর পাওয়া যায়।

রাস হইতেছে পরমরস-কদম্বময়

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো" ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৩।৩ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীটীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"রাসঃ পরমরস-কমম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ।—রাস-শব্দের যৌগিকার্থ হইতেছে এই যে, রাস পরমরস-কদম্বময়।" পূর্ব্বোল্লিখিত সংজ্ঞানুসারে মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য যদি পরমরস-কদম্বময় হয়, তাহা হইলেই তাহাকে বাস্তব রাস বলা হইবে। "কদম্ব" শব্দের অর্থ—সমূহ। ঐরূপ নৃত্যে যদি সমস্ত "পরমরস" উৎসারিত হয়, তবেই তাহা হইবে রাস। তাহা হইলে এই "পরমরস-সমূহই" হইল রাসক্রীড়ার প্রাণবস্তু; ইহা না থাকিলে কেবল মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যমাত্রকেই রাস বলা যাইবেনা।

পরমরস

কিন্তু "পরম রস" কি? পরম বস্তুর সহিত যে রসের সম্বন্ধ, তাহাই হইবে পরম রস। আনন্দস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই পরম-বস্তু; সুতরাং তাঁহার সহিত, অথবা তাঁহার কোনও প্রকাশ বা স্বরূপের সহিত যে রসের সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাই হইবে পরম-রস। কিন্তু আনন্দস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তু, বা তাঁহার প্রকাশসমূহ বা স্বরূপসমূহ, হইতেছেন চিন্ময়বস্তু; চিন্ময় বস্তু ব্যতীত অপর কোনও বস্তুর সহিত তাঁহার বা তাঁহার কোনও প্রকাশের সম্বন্ধ হইতে পারে না; সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সহিত সম্বন্ধান্বিত পরম রসও হইবে চিন্ময়, অপ্রাকৃত; তাহা জড় বা প্রাকৃত হইতে পারে না। সুতরাং অপ্রাকৃত চিন্ময় রসই হইবে পরম রস।

কিন্তু এই যে চিন্ময় অপ্রাকৃত পরম রসের কথা বলা হইল, ইহা হইতেছে রসের জাতি-হিসাবে পরম-রস, জড়প্রাকৃত রস হইতে জাতিগত ভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা পরম-রস। "অপরেয়মিত স্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"—এই গীতাবাক্যেও জড়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জীবশক্তিকে পরা বা শ্রেষ্ঠা (জাতিতে শ্রেষ্ঠা) বলা হইয়াছে। যেহেতু, জীবশক্তি চিদ্‌রূপা। সুতরাং জাতি-হিসাবে চিন্ময় রসমাত্রেই পরম রস। কিন্তু কেবল জাতি-হিসাবে পরম-রসকে সর্ব্বতোভাবে পরম-রস বলা সঙ্গত হইবে না। জাতি-হিসাবে যাহা পরম রস, তাহা যদি রস-হিসাবেও—আস্বাদন-চমৎকারিত্বের দিক্ দিয়াও—পরম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলেই তাহা হইবে সর্ব্বতোভাবে, বাস্তবরূপে, পরম রস।

এখন দেখিতে হইবে—যাহা সর্ব্বতোভাবে পরম রস, তাহার অস্তিত্ব কোথায়?

চিন্ময় রস কেবলমাত্র চিন্ময় ভগবদ্ধামেই থাকিতে পারে। পরব্যোমের রসও চিন্ময়; সুতরাং জাতি-হিসাবে তাহাও পরম-রস; কিন্তু তাহা রস-হিসাবে পরম-রস নয়। একথা বলার হেতু এই যে—পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও, বৈকুণ্ঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসের আস্বাদনের অধিকারিণী হইয়াও, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লালসান্বিতা হইয়া উৎকট তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, পরব্যোমের বা বৈকুণ্ঠের রস অপেক্ষা রসত্বের বা আস্বাদন-চমৎকারিত্বের দিক্ দিয়া ব্রজ-রসের উৎকর্ষ আছে। পরম লোভনীয় ব্রজ-রসের পরম উৎস হইতেছে—মহাভাব; কিন্তু

এই মহাভাব দ্বারকামহিষীদিগের পক্ষেও একান্ত দুর্ল্লভ। "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ।" ইহা হইতে জানা গেল—দ্বারকামহিষীদের সংশ্রবে যে রস উৎসারিত হয়, তাহা অপেক্ষা মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীদিগের সংশ্রবে উৎসারিত রসের পরম উৎকর্ষ। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই রসরূপে পরিণত হয় ; এই প্রেম যত গাঢ় হইবে, রসও ততই গাঢ় হইবে, ততই আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় হইবে এবং সেই রসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও ততই অধিক হইবে। ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে প্রেমের যে স্তর বিকশিত, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের কথা তো দূরে, দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষেও তাহা পরম দুর্ল্লভ ; সুতরাং ব্রজসুন্দরীদের মহাভাবাখ্য প্রেমই গাঢ়তম ; এই প্রেম যখন রসরূপে পরিণত হয়, তখন তাহাও হইবে পরম আস্বাদ্যতম এবং তাহার আস্বাদনে ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতাও হইবে সর্ব্বাতিশায়িনী। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাম্" ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে স্বীয় চির-ঋণিত্ব—অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধত্ব—স্বীকার করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদিগের, এমন কি দ্বারকার মহিষীদিগের সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ঋণিত্বের কথা বলেন নাই। এ সমস্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল—রস-হিসাবে—আস্বাদন-চমৎকারিত্বে ও শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তিত্বে—ব্রজের কান্তারসই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সুতরাং পরম রস। আবার, ইহা চিন্ময় (চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ) বলিয়া জাতি-হিসাবেও ইহা পরম রস। জাতি-হিসাবে এবং রস-হিসাবেও পরম-রস বলিয়া ব্রজের কান্তারস বা মধুর-রসই হইল সর্ব্বতোভাবে পরম রস।

ব্রজের দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্যও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন এবং মমত্ববুদ্ধিময় বলিয়া দ্বারকার দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য অপেক্ষা রসত্বের দিক্ দিয়া শ্রেষ্ঠ ; তথাপি ব্রজের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসকে সর্ব্বতোভাবে পরম রস বলা যায় না ; যেহেতু, দাস্যাদি-রতি সম্বন্ধানুগা বলিয়া তাহাদের বিকাশ অপ্রতিহত নহে ; সুতরাং দাস্যাদি-রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব এবং কৃষ্ণবশীকারিত্ব সর্ব্বাতিশায়ী নহে। কান্তাভাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য রতির গুণও বিরাজমান ; সুতরাং শান্তাদি সমস্ত রসের স্বাদ এবং গুণ কান্তাভাবেও বিদ্যমান ; তাই গুণাধিক্যে এবং স্বাদাধিক্যে কান্তাভাবেরই সর্ব্বোৎকর্ষ। কান্তাভাবে শান্ত-দাস্যাদি বর্ত্তমান থাকিলেও কান্তাভাবই অঙ্গী, অন্যান্য ভাব তাহার অঙ্গ—অঙ্গরূপে শান্ত-দাস্যাদি ভাব কান্তা-ভাবেরই পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। সুতরাং কান্তারস যখন উৎসারিত হয়, তখন শান্ত-দাস্যাদি সমস্ত রসই কান্তারসের পুষ্টিকারক অঙ্গহিসাবে উৎসারিত হইয়া থাকে—অর্থাৎ পরম-রসসমূহই উল্লসিত হইয়া থাকে।

সাধারণভাবে কান্তারসই পরম-রস হইলেও তাহার পরম-রসত্বের বা আস্বাদন-চমৎকারিত্বের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ কিন্তু কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমে। শ্রীরাধাতে প্রেমের যে স্তর বিকশিত, তাহাতেই প্রেমের সমস্ত গুণের, স্বাদবৈচিত্রীর এবং প্রভাবের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। এই স্তরের নাম মাদন। মাদনই প্রেমের সর্ব্বোচ্চতম স্তর। মাদনই স্বয়ং-প্রেম ; প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রী মাদনেরই অংশ, মাদন হইতেছে সকলের অংশী। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন অন্যান্য সমস্ত

ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, স্বয়ংপ্রেম-মাদনেও প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রী অবস্থিত। তাই মাদন যখন উচ্ছ্বসিত হয়, তখন প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রীও স্ব-স্ব-গুণ-স্বাদাদির সহিত উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে ; তাই মাদনকেই বলে সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী প্রেম ; ইহা শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোনও ব্রজ-সুন্দরীতে নাই, শ্রীকৃষ্ণেও নাই। "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনী-সারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥" মহাভাব হইল সকল ধামের সকল স্তরের প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (পর) ; আর মাদন হইল অপর ব্রজসুন্দরীদিগের মহাভাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ (পরাৎপরঃ)। ইহাই আনন্দ-দায়িকা হ্লাদিনী শক্তির (হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির) সার বা ঘনীভূততম অবস্থা ; সুতরাং গুণাধিক্যে, স্বাদাধিক্যে এবং মাহাত্ম্যে মাদন হইল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শান্ত-দাস্যাদি পাঁচটী মুখ্যরস এবং হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণাদি সাতটী গৌণরস এবং অপরাপর গোপসুন্দরীদের মধ্যে যে সমস্ত রসবৈচিত্রী বিরাজিত, মাদনের অভ্যুদয়ে তৎসমস্তই উল্লসিত বা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। শ্রীরাধাপ্রমুখ গোপসুন্দরীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে শ্রীরাধার মাদন যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনি অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমবৈচিত্রীও উচ্ছ্বসিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় এবং অসমোর্দ্ধ আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় রসবন্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তখন শান্তাদি পাঁচটী মুখ্য এবং হাস্যাদ্ভুতাদি সাতটী গৌণ রসও কান্তারসের অঙ্গ হিসাবে, যথাযথভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া মূলরসের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে। তখনই সেই লীলা হইয়া থাকে "পরমরসকদম্বময়ী।" রাসলীলায় যে সমস্ত রসই উৎসারিত হইয়া থাকে, গোপালপূর্ব্বচম্পূ হইতে তাহা জানা যায়। "অথ ক্রমবশাদদ্ভুত-ভয়ানক-রৌদ্র-বীভৎস-বৎসল-করুণ-বীর-হাস্য-শান্ত-শৃঙ্গাররসাঃ শৃঙ্গারানুকূলতয়া যথাযোগ্যং রসয়িতুমাসাদিতাঃ। পূ, চ, ২৭।৫৫ অনু॥" ইহার পরে ৫৬. অনুচ্ছেদে দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল না।

কিন্তু এই পরম-রসকদম্বময় লীলারসের মূল উৎস হইলেন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা। শ্রীরাধা উপস্থিত না থাকিলে, অন্য শতকোটী গোপী থাকিলেও, উল্লিখিতরূপ "পরম-রসকদম্বময়" রস উল্লসিত হইতে পারে না। তাই, বসন্ত-মহারাসে শ্রীরাধা অন্তর্হিত হইয়া গেলে শতকোটি গোপীর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হইতে রাসলীলার বাসনাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য শতকোটী গোপীর সঙ্গেও যদি শ্রীকৃষ্ণ লীলাশক্তির প্রভাবে শতকোটিরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করিতেন, তাহা রাসনৃত্য হইত বটে ; কিন্তু তাহা পরম-রসকদম্বময় রাস হইত না। এইজন্যই শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী বলা হয়—রাসলীলার ঈশ্বরী—প্রাণবস্তু হইলেন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা। শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরম-রসকদম্বময়ী রাসলীলার অনুষ্ঠান করিতে পারেন না ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ পরম-রসকদম্বের উৎস নহেন, অন্য কোনও গোপীও নহেন। তাই, শ্রীরাধাব্যতীত অন্য কোনও গোপী যেমন রাসেশ্বরী হইতে পারেন না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও রাসেশ্বর হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ রাসবিলাসী মাত্র—শ্রীরাধা যখন পরম-রসকদম্বময় রাসরসের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই বন্যায় উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া বিহার করিতে পারেন

এই রাসেশ্বরী শ্রীরাধা অন্য কোনও ধামে নাই বলিয়াই ব্রজব্যতীত অন্য কোনও ধামে রাসলীলা নাই, থাকিতেও পারে না।

যাহা হউক, এসমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—বহু নর্ত্তক এবং বহু নর্ত্তকীর যে মণ্ডলীবন্ধন-নৃত্যেতে উল্লিখিতরূপ পরম-রসসমূহ উচ্ছ্বসিত হয়, তাহাই রাস। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গেল যে, পরম-রসকদম্বময় রাস-রসের উচ্ছ্বাসের নিমিত্ত প্রয়োজন—মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের এবং বিশেষরূপে, মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধিকার উপস্থিতি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণেরও উপস্থিতি। ইঁহাদের কাহারও অভাব হইলেই আর রাস হইবে না। প্রীতির বিষয় এবং প্রীতির আশ্রয়—এই উভয়ের মিলনেই প্রীতিরস উচ্ছ্বসিত হইতে পারে। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং ব্যভিচারী ভাবের সহিত যুক্ত হইলেই কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়। বিভাব হইল আবার দুই রকমের—আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব। আলম্বন বিভাবও আবার দুই রকমের—বিষয়-আলম্বন ও আশ্রয়-আলম্বন। কান্তারসের বিষয়-আলম্বন হইলেন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়-আলম্বন হইলেন কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীগণ ; সুতরাং এই উভয়ের একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিতি ব্যতীত রসই সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষতঃ, পরম-রসকদম্বময় রাসরসের বিকাশই হয় বহু নর্ত্তক এবং বহু নর্ত্তকীর মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য-প্রসঙ্গে। তাই বহু কৃষ্ণকান্তার উপস্থিতি প্রয়োজন। ব্রজসুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যকান্তা, তখন অন্য কোনও নর্ত্তকের সঙ্গে তাঁহাদের নৃত্য হইবে রসাভাস-দোষে দুষ্ট, তাই, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র নর্ত্তক হইয়াও যত গোপী তত রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বহু নর্ত্তকের অভাব দূর করিয়াছেন। এই বহুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি, শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতসারে, রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে।

রাসলীলা সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি

রাসলীলাতে সমস্ত পরমরসের উৎসারণ হয় বলিয়াই ইহার আস্বাদন-চমৎকারিত্বও সর্ব্বাতিশায়ী ; অন্য কোনওলীলাতেই সমস্ত পরমরসের উৎসারণ হয় না। এই রাসরসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ-কিরূপ আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাঁহার একটী উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলা আছে, প্রত্যেক লীলাই তাঁহার মনোহারিণী ; কিন্তু রাসলীলার মনোহারিত্ব এত অধিক যে, রাসলীলার কথা মনে পড়িলেই তাঁহার চিত্তের অবস্থা যেকিরূপ হইয়া যায়, তাহা তিনি নিজেই বলিতে পারেন না। একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ ॥" রাসলীলার ন্যায় অন্য কোনও লীলাই শ্রীকৃষ্ণের এত মনোহারিণী নহে। তাই রাসলীলা হইতেছে সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি।

রাসক্রীড়ার সামগ্রী

যে যে উপাদান না হইলে যে বস্তুটি প্রস্তুত হইতে পারে না, সেই সেই উপাদানকে বলে ঐ বস্তুটীর সামগ্রী। উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজসুন্দরীগণের বিদ্যমানতা ব্যতীত

মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যরূপ রাসক্রীড়া সম্ভব হয় না ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজসুন্দরীগণ হইলেন রাসক্রীড়ার সামগ্রী। "তত্রারভত গোবিন্দো রাস-ক্রীড়ামনুব্রতৈঃ। স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥"-এই (শ্রীভা, ১০।৩৩।২) শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণব-তোষিণীকারও লিখিয়াছেন—"গোবিন্দ ইতি শ্রীগোকুলেন্দ্রতায়াং নিজাশেষৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবিশেষ-প্রকটনেন পরম-পুরুষোত্তমতা স্ত্রীরত্নৈরিতি তাসাঞ্চ সর্ব্বস্ত্রীবর্গ-শ্রেষ্ঠতা প্রোক্তা। রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেঽপীতি নানার্থবর্গাৎ। ইতি রাসক্রীড়ায়াঃ পরমসামগ্রী দর্শিতা।" —স্বীয় অশেষ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের প্রকটন দ্বারা যিনি পুরুষোত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই গোবিন্দ এবং সর্ব্বরমণীকুল-মুকুটমণি স্ত্রীরত্নস্বরূপা প্রেমবতী গোপসুন্দরীগণ—ইঁহারাই হইলেন রাসক্রীড়ার পরম সামগ্রী। পরমরস কদম্বময় রাস-রসের সামগ্রীও হইবে পরম সামগ্রী।

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন—সর্ব্ব-অংশী, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্ব-কারণ-কারণ, সকলের আদি, ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর—পরম ঈশ্বর। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহা হইতেই অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের ভগবত্তা ও ঐশ্বর্য্য ; সুতরাং ঐশ্বর্য্যের দিক্ দিয়া তিনিই পরম তত্ত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—পরম পুরুষোত্তম। আবার, মাধুর্য্যের বিকাশেও তিনি সর্ব্বোত্তম। তাঁহার মাধুর্য্য—"কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা-সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥" আবার, তাঁহার "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।" তিনি "পুরুষ-যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥" এবং তাঁহার মাধুর্য্য "আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।" আবার, তাঁহার মাধুর্য্যের এমনি প্রভাব যে, তাঁহার পূর্ণতম ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, মাধুর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া এবং মাধুর্য্যদ্বারা পরিমণ্ডিত হইয়া মাধুর্য্যের সেবা করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা গেল—মাধুর্য্যের দিক্ দিয়াও ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই পরম-পুরুষোত্তম। সর্ব্ব-বিষয়েই তিনি পরম-পুরুষোত্তম—রাসক্রীড়ার একটী পরম সামগ্রী।

আর, ব্রজসুন্দরীগণও পরম-রমণীরত্ন। সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, প্রেমে, কলা-বিলাসে, বৈদগ্ধীতে, সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী সেবাতে তাঁহাদের সমানও কেহ নাই, তাঁহাদের অধিকও কেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে আবার শ্রীরাধা হইলেন--সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি, সমস্তের পরাঠাকুরাণী, নায়িকা-শিরোমণি। তিনি আবার পুরের মহিষীগণের এবং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণেরও অংশিনী, ব্রজ-সুন্দরীগণও তাঁহারই কায়ব্যূহরূপা। সুতরাং সর্ব্ববিষয়েই শ্রীরাধিকা এবং ব্রজসুন্দরীগণ হইলেন সর্ব্বোত্তমা রমণী—পরমরমণীরত্ন—রাসক্রীড়ার পরম-সামগ্রী।

রাসক্রীড়ার আর একটী সামগ্রী হইতেছে শ্রীরাধাপ্রমুখ-ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম—যাহার প্রবল বন্যা তাঁহাদের বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদিকে, এমন কি কুলধর্ম্মরক্ষার্থ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশকেও, স্রোতোমুখে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় বহু দূরদেশে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং যাহা আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকেও—আত্মারাম বলিয়া যাঁহার আনন্দ উপভোগের জন্য বাহিরের কোনও উপকরণেরই প্রয়োজন হয় না, সেই আত্মারাম এবং আপ্তকাম শ্রীকৃষ্ণকেও—পরমপুরুষোত্তমকেও—আকর্ষণ করিয়া

তাঁহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। এই প্রেম বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের কথা তো দূরে, দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষেও একান্ত দুর্ল্লভ। ইহাও রাসক্রীড়ার একটী পরমসামগ্রী ; এই প্রেমের অভাবে রাসক্রীড়াই অসম্ভব।

গ। আলোচনার উপসংহার

রাসক্রীড়ার স্বরূপ-লক্ষণের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, এই রাসক্রীড়ার পরম-সামগ্রী হইলেন —ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণ। ইঁহাদের কাহারও মধ্যেই যে স্বসুখ-বাসনা নাই এবং থাকিতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীগণ চাহেন শ্রীকৃষ্ণের সুখ এবং শ্রীকৃষ্ণ চাহেন ব্রজসুন্দরীদিগের সুখ। রাসলীলাতেও এই ভাব। "রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ॥"—ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।৩৩।৩) শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকাও তাহাই বলেন —"রাসমহোৎ-সবোঽয়ং পরস্পরসুখার্থমেব শ্রীকৃষ্ণেন প্রারব্ধঃ।—পরস্পরের সুখের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই রাস-মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছেন।"

আর, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাস-রসের বন্যায় উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া পরমানন্দের আস্বাদন-জনিত উন্মাদনায় রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা হয়, তাহার কথাতো দূরে, রাসলীলার কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইলেও তাঁহার চিত্তের যে অবস্থা হয়, তিনি কিরূপ বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাহা তাঁহার নিকটে অনির্ব্বচনীয়। ইহাতেও রাসক্রীড়ায় স্বসুখবাসনা (কাম)-গন্ধহীনতাই প্রমাণিত হইতেছে ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণকান্তাদিগের মধ্যে স্বসুখ-বাসনা উদিত হইলে তাহা যে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না, মহিষীগণের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, দ্বারকা-মহিষীদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যখন স্বসুখ-বাসনাদ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হইত, তখন ষোল হাজার মহিষী তাঁহাদের সমবেত হাব-ভাবাদির দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে এক চুল মাত্রও বিচলিত করিতে পারিতেন না। "চার্ব্বজকোশবদনায়তবাহুনেত্র-সপ্রেমহাসরসবীক্ষিতবল্গুজল্পৈঃ। সম্মোহিতা ভগবতো ন মনো বিজেতুং স্বৈর্বিভ্রমৈঃ সমশকন্ বনিতা বিভূম্নঃ॥ স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি-ভ্রূমণ্ডল-প্রহসিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ। পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈর্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন শেকুঃ॥ শ্রীভা, ১০।৬১।৩-৪॥"

এইরূপে দেখা গেল, রাসলীলাতে কামক্রীড়ার কয়েকটী বাহ্যিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা কামক্রীড়া নহে, স্বসুখ-বাসনাদ্বারা প্রণোদিত নহে, এই ক্রীড়ার কোনও স্তরেই কাহারও মধ্যেই স্বসুখ-বাসনা জাগ্রত হয় নাই। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি প্রীতি-প্রকাশের দ্বার মাত্র, কাহারও লক্ষ্য নহে।

স্বসুখ-বাসনা হইতেই স্বসুখ-বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য প্রবৃত্তি জন্মে ; সুতরাং স্বসুখ বাসনাই হইল প্রবৃত্তির মূল। স্বসুখবাসনা-হীনতাই নিবৃত্তি। রাসলীলাতে কাহারও স্বসুখবাসনা নাই বলিয়াই শ্রীধরস্বামিপাদ রাসলীলাকে নিবৃত্তিপরা বলিয়াছেন এবং রাসলীলা-বর্ণনাত্মিকা রাসপঞ্চাধ্যায়ীকেও নিবৃত্তিপরা বলিয়াছেন। "নিবৃত্তিপরেয়ং রাসপঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ।" তাঁহার টীকাতে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন।

কেবল রাসলীলা কেন, ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনও লীলাতেই কামগন্ধ-লেশ পর্য্যন্ত নাই। অন্য পরিকরদের সহিত যে লীলা, তাহাও কামগন্ধলেশ-শূন্যা।

মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তবৃত্তি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া কেবল নিজের দিকেই যায়; তাই স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশশূন্য কোনও বস্তুর ধারণা করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য; এজন্য ব্রজসুন্দরী-দিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলাকে মায়াবদ্ধ জীব কামক্রীড়া বলিয়াই মনে করিতে পারে; কিন্তু ইহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলার স্বরূপসম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতামাত্রই সূচিত হয়।

আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধজীবের পক্ষে রাসাদি লীলার কামগন্ধশূন্যতাব ধারণা করা শক্ত হইলেও উহা যে কামগন্ধশূন্য, তাহা বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করা উচিত; যেহেতু, উহা শাস্ত্রবাক্য। আমাদের প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক বিচারের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তির সঙ্গতি আমরা দেখিতে না পাইলেও শাস্ত্রোক্তিকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াই সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য। বেদান্তসূত্রও তাহাই বলেন—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥" কোন্ কার্য্য করণীয়, কোন্ কার্য্য অকরণীয়—শাস্ত্র-বাক্য দ্বারাই তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, শাস্ত্র-বিরোধী বিচারের দ্বারা নহে। গীতায়, শ্রীকৃষ্ণও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।" শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা; এই শ্রদ্ধা না থাকিলে শাস্ত্রোপদিষ্ট সাধন-ভজনেও অগ্রসর হওয়া যায় না। এইরূপ শ্রদ্ধার সহিত রাসাদি-লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনেই পরাভক্তি লাভ এবং হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হইতে পারে বলিয়া "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ ইত্যাদি"-শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন।

৪৩০। শ্রীবলরামচন্দ্রের রাস

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদত্রয়ে ব্রজগোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীবলরামের রাসের কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৬৫ এবং ৩৪ অধ্যায় হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ-স্থলে সেই প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা হইতেছে।

ক। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬৫ অধ্যায়ের বর্ণনা

ব্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ একবার মথুরা হইতে উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। পরে আর একবার দ্বারকা হইতে শ্রীবলদেবকেও পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীবলদেব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন ব্রজগোপীদের সহিত তাঁহার বিহারের কথা শ্রীভা, ১০।৬৫-অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর সেই অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীৎ মধুং মাধবমেব চ। রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা। যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্ববনিতাশোভিমণ্ডলে। রেমে করেণুযূথেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ॥
নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা। গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা॥*
—ভগবান্ বলরাম, নিশাকালে গোপীগণের রতি সম্পাদন করিতে করিতে, সেই বৃন্দাবনে চৈত্র ও বৈশাখ—দুই মাস অবস্থান করিলেন। তিনি যমুনার উপবনে,—পূর্ণচন্দ্রের কিরণ-জালে পরিমার্জিত হইয়া যাহার স্বতঃসিদ্ধ শোভা সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর যেখানে সমীরণ কুমুদ-কুসুমের গন্ধ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে, সেই যমুনার উপবনে—রমণীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি হস্তিনী-দলপতি ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতের ন্যায়, অনুরাগবতী যুবতীগণে সুশোভিত মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন ; তখন গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। আকাশে দুন্দুভি-নিনাদ হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্বগণ সানন্দে পুষ্পপুঞ্জ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। আর মুনিগণ তৎকালে সেই বলরামের বিক্রমবৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।—প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণগোস্বামি-মহোদয়ের সংস্করণ শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনুবাদ।"

উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যে যে-গোপীদের সহিত শ্রীবলরামের বিহারের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ ছিলেন না ; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ছিলেন মনে করিলে কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীদের স্বরূপতত্ত্বের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহই কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীদিগের রতির বিষয় হইতে পারে না, অপর কাহারও সহিত তাঁহাদের বিহারও সম্ভব নহে। যদি বলা যায়, কৃষ্ণ-বলরামে তো কোনও ভেদ নাই ; সুতরাং বলরামের সহিত কৃষ্ণকান্তাদেব বিহারে কি দোষ হইতে পারে ? উত্তরে বক্তব্য এই। অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অনন্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, বলরাম হইতেছেন সেই অনন্তস্বরূপের এক স্বরূপ। কোন স্বরূপের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বগত ভেদ নাই, বলরামের সহিতও তদ্রূপ ভেদাভাব ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপই—সুতরাং বলদেবও—সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বব্যাপক ; কিন্তু মহিমাদিতে, শক্তির বিকাশে, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্য ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে ভেদ আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ স্বয়ংভগবান্ নহেন, বলরামও স্বয়ংভগবান্ নহেন। শ্রীকৃষ্ণে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ, তিনি পরম-পুরুষোত্তম, কিন্তু অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপে, বলরামেও, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির পূর্ণতম বিকাশ নাই, আংশিক বিকাশ মাত্র ; কোনও ভগবৎ-স্বরূপই, বলরামও, পরম-পুরুষোত্তম নহেন। বলরাম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসস্বরূপ ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ

* প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণগোস্বামি-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে—শেষ শ্লোকদ্বয় "মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতে নাই, আমার ২২১ বৎসরের পুরাতন হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।"

গোপবেশ-বেণুকর, নবকিশোর নটবর, যশোদানন্দনই হইতেছেন মহাভাববতী কৃষ্ণকান্তা গোপ-সুন্দরীদের প্রেমের বিষয়; বলদেব বা অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহাদের প্রেমের বিষয় হইতে পারেন না; অন্য ভগবৎ-স্বরূপের কথা দূরে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যদি কখনও কৌতুকবশতঃ অন্যরূপ ধারণ করিয়া বসেন, তাহা হইলে সেই অন্যরূপের প্রতিও তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং বলরাম যাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপী ছিলেন না; তাঁহারা ছিলেন শ্রীবলরামের প্রেয়সী গোপী। ইঁহাদের সম্বন্ধে টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"গোপীনাং রতিমিতি শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াসময়ে অনুৎপন্নানামতিবালানামন্যাসামিত্যভিযুক্ত-প্রসিদ্ধিঃ।—শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াসময়ে যাঁহাদের জন্ম হয় নাই, তাঁহাদের এবং সেই সময়ে যাঁহারা অত্যন্ত বালিকা ছিলেন, তাঁহাদের—তাদৃশী গোপীদের সহিত শ্রীবলরাম বিহার করিয়াছিলেন।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার বৃহৎক্রম-সন্দর্ভ টীকায় লিখিয়াছেন—"গোপীনাং স্বপরিগৃহীতানাম্ এবং স্ত্রীগণৈরিত্যত্রাপি তথা।—শ্রীবলদেবের নিজের পরিগৃহীত গোপীদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।" এবং তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকাতেও তিনি লিখিয়াছেন—হোরিকাবিহার-কালে শঙ্খচূড়-বধসময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদের সঙ্গে বলরামের যে সকল প্রেয়সীচরী ছিলেন, তাঁহাদের সহিতই এ-স্থলে বলদেব বিহার করিয়াছেন। "শঙ্খচূড়বধাদি-মহোরিকাবিহারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীভিঃ সম্বলিতানাং তৎপ্রেয়সীচরীণাং গোপীবিশেষাণামিত্যর্থঃ।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণও তাহাই লিখিয়াছেন।

উল্লিখিত "পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যমুনোপবনে শ্রীরামঘট্টতয়া প্রসিদ্ধে স্থলে কিন্তু যত্র শ্রীকৃষ্ণেন রাসক্রীড়া কৃতা তৎস্থলমপি রামেণ দূরতঃ পরিহৃতম্।—যমুনার উপবনে শ্রীরামঘট্ট-নামে প্রসিদ্ধ স্থানেই বলরাম বিহার করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যে স্থলে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, শ্রীবলরাম তাহাও দূর হইতে পরিহার করিয়াছেন।"

স্বীয় প্রেয়সী গোপীদের সহিত শ্রীবলদেবের উল্লিখিত বিহারকে শ্রীশুকদেবও রাস বলিয়া অভিহিত করেন নাই, কোনও টীকাকারও তাহা করেন নাই।

বস্তুতঃ রাসের আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত যে স্বরূপলক্ষণের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।৪২৯-খ-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, শ্রীবলরামের উল্লিখিত বিহারে তাহার অভাব। আকৃতিগত লক্ষণে রাস হইতেছে মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যবিশেষ; বলরামের উল্লিখিত বিহারে তদ্রূপ নৃত্যবিশেষের কোনও উল্লেখ নাই। প্রকৃতিগত স্বরূপ-লক্ষণে রাসলীলার সামগ্রী হইতেছেন—স্বীয় অশেষ-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যবিশেষ-প্রকটশীল পরমপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং সর্ব্বরমণীকুল-মুকুটমণি স্ত্রীরত্নস্বরূপা শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ। এ-স্থলে এই সামগ্রীর অভাব। আর, মাদনভাববতী শ্রীরাধার অভাবে এ-স্থলে রাসের বিশেষ লক্ষণ পরমরসকদম্বময়ত্বেরও অভাব। সুতরাং রাসশব্দের যৌগিকার্থে বা মুখ্যার্থে যাহা বুঝায়, শ্রীবলদেবের বিহারে তাহার একান্ত অভাব। বোধহয়, এ-সমস্ত কারণেই শ্রীশুকদেবাদি কেহই ইহাকে রাস-নামে অভিহিত করেন নাই।

খ। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৪-অধ্যায়ের বর্ণনা

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীভা, ১০।৩৪-অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ। বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মাধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্॥
উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ। স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোম্বরৌ॥
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্। মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা॥
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্। তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্॥
—শ্রীভা, ১০।৩৪।২০-২৩॥

—অনন্তর কোন সময়ে রজনীযোগে অলৌকিক-প্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজনারীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রজসন্নিহিত কাননের অভ্যন্তরে বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই দেহ চন্দনচর্চ্চিত ও বিবিধভূষণে বিভূষিত, গলদেশে মাল্য ও পরিধানে সুনির্ম্মল বস্ত্র। তাঁহারা দেখিলেন, আজিকার সন্ধ্যা অতি সুন্দর। সান্ধ্যগগনে তারাপতি ও তারকামালার উদয় হইয়াছে, অলিকুল মল্লিকার মধুগন্ধে মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, আর গন্ধবহ কুমুদের গন্ধ লইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চারণ করিতেছে। তাঁহারা সেই প্রদোষকালের সম্বর্দ্ধনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের প্রেয়সীবৃন্দ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তানলয়-বিশুদ্ধ মনোহর সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহারাও উভয়ে মিলিত হইয়া সকলের মনোমদ ও শ্রুতিসুখাবহ স্বরগ্রামের মূর্চ্ছনাসহকারে সঙ্গীত আলাপ করিতে লাগিলেন।—প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণগোস্বামি-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনুবাদ।"

এ-স্থলে যে লীলার কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে শিবরাত্রির পরবর্ত্তী হোরিকাপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত লীলা। "অথ তচ্ছিবরাত্র্যনন্তরং কদাচিৎ হোরিকাপূর্ণিমায়াম্॥ বৈষ্ণবতোষণী॥" বৈষ্ণব-তোষণী আরও বলিয়াছেন—বলরামে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সখ্য এবং অগ্রজত্বের অভিমান থাকিলেও উল্লিখিত লীলায়, বাল্যাবশেষবশতঃ এবং জন্মাবধি এক সঙ্গে বিহার বশতঃ, তাঁহার সখ্যাংশের উদয়ই ধ্বনিত হইতেছে। ব্রজে সখ্যাংশেরই প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, রাজধানীতেই অগ্রজত্বাংশের প্রাচুর্য্য। এ-স্থলে বলরামের উপলক্ষণে সখাদের উপস্থিতিও বুঝিতে হইবে। মধ্যদেশাদিতে এবং ভবিষ্যোত্তরশাস্ত্রেও তদ্রূপই হোরিকাক্রীড়ার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে অবভৃত-স্নানোপলক্ষেও এইরূপ ক্রীড়াই বর্ণিত হইবে (শ্রীভা, ১০।৭৫-অধ্যায়ে)। "রময়তি ক্রীড়য়তি কৃষ্ণমিতি রাম ইতি নিরুক্ত্যা তদানীং সখ্যাংশস্যৈবোদয়ো ধ্বনিতঃ জন্মারভ্য সহবিহারাৎ, বাল্যাবশেষাচ্চ। ব্রজে তদংশস্যৈব প্রাচুর্য্য-দর্শনং রাজধান্যামেবাগ্রজত্বাংশস্যেতি।× ×তদুপলক্ষিতত্বেন সখায়োঽপি জ্ঞেয়াঃ। মধ্যদেশাদৌ তথৈব হোরিকাক্রীড়াব্যবহারাৎ, ভবিষ্যোত্তর-শাস্ত্রাচ্চ। রাজসূয়াবভৃতে চেত্থমেব ক্রীড়া বর্ণয়িষ্যতে॥ বৈষ্ণবতোষণী॥"

"উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ"-বাক্যের প্রসঙ্গে বৈষ্ণবতোষণী বলিয়াছেন—গান-নর্ম্মাদির পরিপাটীদ্বারা মনোহর হোরিকোচিত গানই করা হইয়াছিল। "স্ত্রীরত্নৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ"-বাক্যদ্বারা শ্রীবলরামের পৃথক্ প্রেয়সীগণ লক্ষিত হইয়াছে, "গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥ শ্রীভা ১০।১৫।৮॥"-শ্লোকে বলরামের প্রেয়সীগণের অস্তিত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। বৈষ্ণবতোষণী সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—"সর্ব্বমেলস্তু হোরিকাবসর-সংঘর্ষাদিতি জ্ঞেয়ম্।—হোরিকালীলা-প্রসঙ্গেই সমস্তের মিলন হইয়াছিল, ইহাই বুঝিতে হইবে।" শ্রীজীবপাদের ক্রমসন্দর্ভ, চক্রবর্ত্তিপাদের সারার্থ-দর্শিনী এবং বিদ্যাভূষণপাদের বৈষ্ণবানন্দিনী টীকার উক্তিও বৈষ্ণবতোষণীর অনুরূপ।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল,—উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকসমূহে যে লীলার কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে হোরিকাক্রীড়া। নরলীল শ্রীকৃষ্ণবলরাম মধ্যদেশাদিতে প্রচলিত রীতি অনুসারে হোরিকাক্রীড়া করিয়াছেন। হোরিকাক্রীড়াতে সখাগণ ও প্রেয়সীগণ সকলেই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তদনুসারে, আলোচ্য হোরিকাক্রীড়াতেও শ্রীকৃষ্ণবলরাম, তাঁহাদের প্রেয়সীগণ এবং সখাগণও উপস্থিত ছিলেন; প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহাদের প্রেয়সীগণ চারিদিকে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন, যে গানাদি হইয়াছিল, তাহাও হোরিকালীলার উপযোগীই ছিল বলিয়া বৈষ্ণবতোষণীকার বলিয়াছেন। রাসলীলার উপযোগী গানাদি নহে। তাহার আরও প্রমাণ এই যে, এইরূপ হোরিকাক্রীড়া মধ্যদেশাদিতে লোকগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল; ইহাতেই বুঝা যায়—ইহা রাসক্রীড়া নহে; কেননা, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রজব্যতীত অন্যত্র রাসক্রীড়া হইতে পারে না। সাধারণ লোকের মধ্যে রাসক্রীড়া সম্ভব নহে। বৈষ্ণবতোষণী আরও বলিয়াছেন—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে অবভৃত-স্নানোপলক্ষ্যেও এইরূপ ক্রীড়া বর্ণিত হইয়াছে; ইহাও নিশ্চয়ই রাসক্রীড়া নহে।

বিশেষতঃ, উল্লিখিত লীলায় রাসক্রীড়ার লক্ষণও দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত হোরিকাক্রীড়ায় নৃত্যসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই; অথচ রাসের আকৃতিগত স্বরূপলক্ষণ হইতেছে নৃত্যবিশেষ। আর, প্রকৃতিগত স্বরূপলক্ষণে রাসক্রীড়ার সামগ্রী হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ; উল্লিখিত ক্রীড়ায় তাঁহারা অবশ্য ছিলেন; কিন্তু কেবল তাঁহারাই ছিলেন না; বলরামও ছিলেন, বলরামের প্রেয়সীগণও ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সখাগণও ছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে কৃষ্ণ-কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের রাসসামগ্রীত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। কেন এবং কিরূপে, তাহা বলা হইতেছে। "দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর মিলনে। রসালাখ্য-রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।২৯॥"—এই প্রমাণবলে জানা যায়—রসালার সামগ্রী হইতেছে—দধি, খণ্ড, মরিচ এবং কর্পূর। দধি, খণ্ড, মরিচ এবং কর্পূর থাকাসত্ত্বেও তাহাদের সঙ্গে যদি তণ্ডুলচূর্ণ, হরিদ্রা, লবণ, পাচিত গোধূমাদি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে বস্তুটীর উদ্ভব হইবে, তাহা "রসালা" হইবে না। এ-স্থলেও তদ্রূপ।

এই রূপে দেখা গেল—শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধৃত-শ্লোকগুলিতে যে লীলার কথা বলা হইয়াছে,

তাহা হইতেছে হোরিকাক্রীড়ামাত্র, কিন্তু যৌগিকার্থে যে রাস, সেই পরম-রসকদম্বময়ী রাসলীলা নহে। শ্রীশুকদেবও ইহাকে রাসলীলা বলেন নাই, বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণও শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায় ইহাকে রাসলীলা বলেন নাই। ইহাতে রাসলীলার লক্ষণের অভাব।

গ। উপসংহার

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা গেল—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৬৫ এবং ১০।৩৪ অধ্যায়দ্বয়ে শ্রীবলরামের যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পরম-রসকদম্বময়ী রাসলীলা নহে, অর্থাৎ মুখ্যার্থের রাসলীলা নহে। শ্রীশুকদেবও এই লীলাকে রাসলীলা বলেন নাই, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণও বলেন নাই; বস্তুতঃ এই লীলাতে মুখ্য রাসের লক্ষণেরও অভাব।

তথাপি যে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলরামের উল্লিখিত লীলাকে রাসলীলা বলিয়াছেন, রাস-শব্দের যৌগিক বা মুখ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহার সমাধান হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

জাতিহিসাবে পরম, অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময় রসের সহিত যে লীলার সম্বন্ধ আছে, সাধারণ ভাবে তাহাকেও রাস বলা যাইতে পারে। শ্রীবলদেব হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসরূপ—সুতরাং তিনিও ভগবৎস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ; তাঁহার প্রেয়সীগণও সচ্চিদানন্দ। সুতরাং শ্রীবলরাম তাঁহার প্রেয়সীদের সহিত যে লীলা করেন, তাহাও হইবে সচ্চিদানন্দময়ী, অপ্রাকৃত; সেই লীলাতেও চিন্ময় রসের উৎসারণ হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাকেও সাধারণ ভাবে রাস বলা যায়। এইরূপ সাধারণভাবে বিবেচনা করিতে গেলে, শ্রীকৃষ্ণের যে কোনও লীলাকেই এবং তাঁহার যে কোনও স্বরূপের লীলাকেও রাস বলা যায়; কিন্তু তাহা যৌগিক বা মুখ্য অর্থের "রাস" অর্থাৎ "পরম-রসকদম্বময় রাস" হইবে না।

৪৩১। শ্রীরামচন্দ্রের রাস

অধুনা কেহ কেহ শ্রীরামচন্দ্রের রাসলীলার কথাও বলিতেছেন। কিন্তু রাসলীলার যে লক্ষণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তদনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের রাস হইবে একটী কল্পনাতীত ব্যাপার। শ্রীরামচন্দ্রে রাসের সামগ্রীত্বও নাই, রাসলীলার উপযোগী পরিকরও তাঁহার নাই। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার পরিকর হইতেছেন মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণ। রাসে বহু কান্তার প্রয়োজন; রাসলীলার পরিকর ব্রজসুন্দরী-গণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের কান্তা! শ্রীরামচন্দ্রের বহু কান্তা নাই, তিনি একপত্নীব্রত। তাঁহার পক্ষে বহু-কান্তাময়ী রাসলীলা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শ্রীসীতাদেবীই তাঁহার একমাত্র কান্তা। শ্রীসীতাদেবী মহাভাববতীও নহেন, মাদনভাববতী হওয়ার কথা তো দূরে। মাদন ব্যতীত পরম-রসকদম্বময় রাস যে অসম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাসলীলার জন্য বহুকান্তাস্বীকৃতিও একপত্নীব্রত শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে হইবে তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব-বিরোধী।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১৩)

প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত

৪০২। পূর্ব্বাভাস

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত হইতেছে মধুর-রসের এক অপূর্ব্ব বৈচিত্রী। শ্রীল রামানন্দরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথা প্রকাশ করিয়াছেন; শ্রীশ্রীচৈতন্যচারিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে তাহার বিবরণ দৃষ্ট হয়। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের চরম পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সন্ন্যাসের পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণদেশ ভ্রমণে যাইতেছিলেন, তখন গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সঙ্গে তাঁহার মিলন হইয়াছিল। রায় রামানন্দ ছিলেন উড়িষ্যার তৎকালীন স্বাধীন নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী প্রদেশের অধিকারী—শাসনকর্ত্তা। তিনি ছিলেন মহাপণ্ডিত, পরমভাগবতোত্তম, মহাপ্রেমিক, পরম-রসিক এবং রসতত্ত্ববিৎ। তাঁহার মধ্যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার মুখ হইতে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব প্রকাশ করাইয়া নিজে শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া থাকিলেও ইহার পর্য্যবসান হইয়াছে রাধাপ্রেমের মহিমা-খ্যাপনে। রাধাপ্রেমের চরম-পরাকাষ্ঠাই বিকশিত হইয়াছে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে। এ-স্থলে অতি সংক্ষেপে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে। *

প্রথমে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

সাধ্যসাধনতত্ত্ব

ক। স্বধর্ম্মাচরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে রায় রামানন্দকে বলিলেন—"রামানন্দ! সাধ্যবস্তু কি, শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক তাহা বল।" "পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।" রায় তখন **স্বধর্ম্মাচরণ** বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা বলিলেন। "রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥" এ-স্থলে স্বধর্ম্মাচরণ হইতেছে সাধন, তাহার সাধ্য হইতেছে বিষ্ণুভক্তি। তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে তিনি বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিলেন। "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥—বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষকর্ত্তৃক পরম পুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হইয়া থাকেন, বর্ণাশ্রমাচারব্যতীত বিষ্ণু-প্রীতিসাধনের অন্য উপায় নাই।"

---

* যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা লেখক-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকা দেখিতে পারেন এবং ঐ গ্রন্থের ভূমিকাও (তৃতীয় বা চতুর্থ সংস্করণ) দেখিতে পারেন।

কিন্তু "প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।"—রামানন্দ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা হইতেছে বাহিরের কথা; ইহার পরে কি আছে, বল। কিন্তু প্রভু ইহাকে "বাহ্য—বাহিরের কথা" বলিলেন কেন? "বাহ্য" বলিতে, যাহা বাস্তব সাধ্যবস্তু, তাহা হইতে "বাহ্য বা বাহিরের বস্তুই" বুঝায়।

সাধ্যবস্তু

জীবের সাধ্যবস্তু কি, তাহাই হইতেছে প্রভুর জিজ্ঞাস্য। যদিও তাহা এখনও প্রতিপাদিত হয় নাই, এখন পর্য্যন্ত যদিও তাহা প্রতিপাদ্য, তথাপি আলোচনার অনুসরণের সুবিধার জন্য এ-স্থলে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। জীবের বাস্তব সাধ্যবস্তু কি, তাহা জানিতে হইলে পরব্রহ্ম ভগবানের সহিত জীবের বাস্তব সম্বন্ধ কি, তাহা জানা দরকার। জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ—তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। আবার, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥" গীতা ।১৫।৭॥-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—জীব তাঁহার সনাতন অংশ। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই জীবকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হইয়াছে—শক্তিরূপ অংশ। এইরূপে জানা গেল, জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ। শক্তি সর্ব্বদা শক্তিমানের সেবাই করে, অপরের সেবা করেনা। কোনও লোকের বাক্‌শক্তি সেই লোকের দ্বারাই কথা বলায়, অপরের দ্বারা বলায় না। সেই লোকের অভীষ্ট কথাই বলায়, অনভীষ্ট কথা বলায়না। অভীষ্ট কথা বলাইয়া তাহার সেবা করে এবং কেবল অভীষ্ট কথা বলায় বলিয়া এই সেবা হইতেছে আনুকূল্যময়ী সেবা; অনভীষ্ট কথা বলায় না বলিয়া ইহা প্রাতিকূল্যময়ী সেবা নহে। আবার, বৃক্ষের মূল হইতেছে বৃক্ষের অংশ। ভূমি হইতে বৃক্ষের পুষ্টির অনুকূল রস আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের অংশরূপমূল বৃক্ষের পুষ্টিবিধানরূপ সেবা করিয়া থাকে; পুষ্টির প্রতিকূল রস আকর্ষণ করেনা। এ-স্থলেও অংশের কার্য্য হইতেছে অংশীর আনুকূল্যময়ী সেবা। আনুকূল্যময়ী সেবাই হইতেছে প্রীতিময়ী সেবা। এইরূপে দেখা গেল—শক্তি ও অংশের স্বরূপানুবন্ধী কার্য্য হইতেছে শক্তিমানের এবং অংশীর আনুকূল্যময়ী, বা প্রীতিময়ী সেবা। জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং অংশ বলিয়া জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্যও হইবে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা এবং ইহাই হইবে স্বরূপতঃ জীবের সাধ্য। বৃহদারণ্যক-শ্রুতি বলিয়াছেন—পরব্রহ্মই হইতেছেন জীবের একমাত্র প্রিয় (১।১।১৩৩-অনু) এবং সেই শ্রুতি প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথাও বলিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ইতি।" প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য্য হইতেছে—নিজের সম্বন্ধে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক—ইহকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখ, এমন কি মোক্ষবাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বকও—একমাত্র পরব্রহ্ম ভগবানের প্রীতির জন্য উপাসনা। ইহাই হইতেছে জীবের বাস্তবসাধ্য—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা। ইহাতে নিজের জন্য চাওয়া কিছু থাকিবেনা; যেখানে নিজের জন্য কিছু চাওয়া আছে, সে-খানেই বুঝিতে হইবে—যাহা বাস্তব সাধ্য, তাহা অপেক্ষা বাহিরের বস্তু চাওয়া হইতেছে; তাহা হইবে "বাহ্য।"

"বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়"-রায়রামানন্দের এই উক্তিকে প্রভু "বাহ্য" বলিলেন কেন, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। জীবের "সাধ্য"-সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে "বিষ্ণুভক্তি" বাহ্য হইতে পারে না। তথাপি প্রভু কেন "বাহ্য" বলিলেন ?

বিষ্ণুপুরাণের যে-স্থলে "বর্ণাশ্রমাচারবতা"-ইত্যাদি শ্লোকটী আছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ হইতে জানা যায়, মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মনুষ্যগণ কোন্ ফললাভ করেন ?" তদুত্তরে পরাশর—সগর রাজার প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বের উক্তি উল্লেখ করিয়া বলেন—"ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্ধং তথাস্পদম্। প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমম্॥—বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ভূমি-সম্বন্ধী সমুদয় মনোরথ সফল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং উত্তমা নির্ব্বাণ-মুক্তিও পাওয়া যায়। বি, পুঃ ৩।৮।৬॥" এই সকল ফল পাইতে হইলে কিরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়—"কথমারাধ্যতে হি সঃ ?"—এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে—"বর্ণশ্রমাচারবতা" ইত্যাদি। অর্থাৎ ভূমিসম্বন্ধীয় (ঐহিক) মনোরথাদি, কি স্বর্গাদি-লোক, কি নির্ব্বাণমুক্তি পাইতে হইলে ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা দরকার। কেন ? ফলদাতা হইতেছেন একমাত্র বিষ্ণু—পরব্রহ্ম ভগবান্। ফল পাইতে হইলে তাঁহার প্রীতিবিধান আবশ্যক। তাঁহার প্রীতিরও অনেক স্তর আছে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।", "যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ"-ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য হইতেও জানা যায়, যিনি যে বস্তু কামনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাকে সেই বস্তু দানের উপযোগী প্রীতিস্তরই ভগবানের মধ্যে উদ্রিক্ত হয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচরণের যে ফল, তাহা পাইতে হইলে ভগবানের যেরূপ তুষ্টির প্রয়োজন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মাচরণেই সেইরূপ তুষ্টি উদ্রিক্ত হইতে পারে, ইহাই হইতেছে "বর্ণাশ্রামাচারবতা"-শ্লোকের তাৎপর্য্য। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আচরণ করেন, ইহকালের বা পরকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্যাদিই তাঁহাদের বাস্তব কাম্য, বিষ্ণুপ্রীতি অর্থাৎ কেবল বিষ্ণুর জন্য বিষ্ণুপ্রীতি, তাঁহাদের কাম্য নহে ; নিজেদের অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই তাঁহারা বিষ্ণু-প্রীতি কামনা করেন। বাস্তবিক বিষ্ণুর জন্য বিষ্ণুপ্রীতি তাঁহাদের কাম্য নহে বলিয়া এ-স্থলে বিষ্ণুপ্রীতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বাস্তব সাধ্য নহে, ইহকালের বা পরকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্যই হইতেছে বর্ণাশ্রমধর্মের বাস্তব সাধ্য। কিন্তু ইহা হইতেছে—নিজের জন্য চাওয়া ; এজন্য ইহা হইতেছে জীবের বাস্তব সাধ্য হইতে বাহিরের বস্তু। তাই প্রভু বলিয়াছেন—"এহো বাহ্য।"

খ। কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ

ইহার পরে রামানন্দ রায় বলিলেন—"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার।" প্রমাণ বলিলেন—"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥ গীতা ॥৯।২৭॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে কৌন্তেয় ! তুমি যাহা কিছু কর্ম্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর এবং যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ কর।"

স্বধর্মাচরণ হইতে কৃষ্ণে কর্মার্পণের উৎকর্ষ হইতেছে এই। স্বধর্ম্মাচরণের ফল—ইহকালের

বা পরকালের স্বর্গাদি লোকের সুখ—বন্ধনমোচক নহে ; তাহা বরং বন্ধন-প্রাপক। কিন্তু কৃষ্ণে কর্ম্ম অর্পিত হইলে সেই কর্ম্ম বন্ধন জন্মাইতে পারে না ; ইহাই উৎকর্ষ।

কিন্তু "প্রভু কহে—এহো বাহ্য আগে কহ আর।" কৃষ্ণে কর্মার্পণকে বাহ্য বলা হইল কেন ? এ-স্থলেও নিজের জন্য ভাবনা আছে। কর্ম্মবন্ধন হইতে নিজে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই কর্ম্মকর্ত্তা কৃষ্ণে কর্ম্মের অর্পণ করিয়া থাকেন। "শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ॥ গীতা ॥৯।২৮॥—এইরূপ করিলে (অর্থাৎ আমাতে কর্ম্মার্পণ করিলে) কর্ম্মের শুভাশুভ ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে"—এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। নিজের জন্য চাওয়া বা ভাবনা আছে বলিয়া ইহাও হইতেছে বাস্তব সাধ্য হইতে বাহিরের বস্তু—এহো বাহ্য।

গ। স্বধর্ম্মত্যাগ

ইহার পরে—"রায় কহে—স্বধর্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার।" প্রমাণ বলিলেন—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ শ্রীভা, ১১।১১।৩২॥—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে আমাকর্ত্তৃক যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার দোষগুণ সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া তৎসমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিকরূপ স্বকীয় বর্ণাশ্রমধর্মাদি সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তম।" ; "সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা॥ ১৮।৬৬॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, হে অর্জ্জুন! সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও ; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব, তুমি কোনওরূপ শোক করিও না।" *

'পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার উৎকর্ষ এই। এ-স্থলে নিজের জন্য কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই ; সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার কথাই বলা হইয়াছে ; স্বধর্ম্মাচরণে বা কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণে সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তির কথা নাই। সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তি বরং জীবের বাস্তব সাধ্যেরই অনুকূল।

তথাপি কিন্তু "প্রভু কহে - এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" কেন ?

ইহার হেতু এই। কর্ম্মত্যাগের অধিকার-বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন -"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ শ্রীভা, ১১।২০।৯॥—যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অবস্থা না জন্মে, কিম্বা আমার কথা-শ্রবণাদিতে যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। (৫।২৯-অনু দ্রষ্টব্য)।" এই শ্লোকে যে কর্ম্মত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে—ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা বা প্রবৃত্তি। আর উপরে উদ্ধৃত "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" ইত্যাদি শ্লোকে কথিত কর্ম্মত্যাগের মূলে রহিয়াছে—শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের সঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের দোষগুণ-বিচার। পার্থক্য অনেক। শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধার মধ্যে ভগবদ্-ভজনের জন্য একটা প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু দোষগুণ-বিচারের পরে যে শ্রবণ-

* বর্ণাশ্রমধর্মত্যাগে অধিকারি-বিচার আছে (৫।২৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অনধিকারীর পক্ষে কর্মত্যাগ অবিধেয় (৫।২৯ ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কীর্ত্তনাদি-ভজন, তাহাতে প্রাণের টানের পরিচয় পাওয়া যায়না ; তাহাতে বরং কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণের টানের সেবায় এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির সেবায় অনেক পার্থক্য। প্রাণের টানের সেবা অপেক্ষা কর্ত্তব্যবুদ্ধির সেবা হইতেছে অনেক বাহিরের বস্তু। এই দুই রকমের সেবায় সেবকের মনোবৃত্তির যে পার্থক্য, তাহাই রায়রামানন্দ-কথিত "স্বধর্ম্মত্যাগকে" বাহ্য বলার একটী হেতু।

আর, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি শ্লোকেও জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রতিকূল একটা মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা এই। গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"—ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ : শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তুমি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও। এইরূপে সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করার জন্য যদি তোমার কোনওরূপ পাপ হইবে বলিয়া তোমার মনে আশঙ্কা হয়, তবে ইহাও বলিতেছি, এই পাপের জন্য তুমি কোনওরূপ ভয় করিও না, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করিব।" শ্লোকের শেষার্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ অভয়বাণী শুনিয়া শ্রোতা হয়তঃ মনে করিতে পারেন—"হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত ধর্ম্মত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে পারি।" ইহাতেই বুঝা যায়, এইরূপ স্বধর্ম্মত্যাগে "নিজের পাপ হইতে রক্ষার জন্য", নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য, একটা অভিপ্রায় আছে। সুতরাং ইহা বাস্তব সাধ্য হইতে বাহিরের বস্তু।

ঘ। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি

ইহার পরে "রায় কহে—জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার।" প্রমাণ বলিলেন—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্॥ গীতা ॥১৮।৫৪॥—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্টবস্তুর জন্য শোক করেন না, কোনও বস্তুলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তিনি আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) পরা ভক্তি লাভ করেন।"

এ-স্থলে "জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি' হইতেছে—জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তি। জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ—তৎপদার্থের (ব্রহ্মতত্ত্বের) জ্ঞান, ত্বংপদার্থের (জীবতত্ত্বের) জ্ঞান এবং উভয়ের (জীব-ব্রহ্মের) ঐক্য-জ্ঞান। এ-স্থলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই বিবক্ষিত। যাঁহারা ব্রহ্মে প্রবেশরূপ সাযুজ্যমুক্তি কামনা করেন, তাঁহারা জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান চিত্তে পোষণ করেন। ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত মুক্তি অসম্ভব বলিয়া জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত তাঁহারা ভক্তি-অঙ্গেরও অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের সহিত ভক্তি মিশ্রিত থাকে ; এই ভক্তিকেই এ-স্থলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা হইয়াছে। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আংশিক আবির্ভাব হয় ; তাঁহাতেই তাঁহারা "ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি" হইতে পারেন। এইরূপ অবস্থা যাঁহাদের হয়, তাঁহাদের মধ্যে যিনি জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান ত্যাগ করেন, তিনি তাঁহার চিত্তে আবির্ভূতা ভক্তিকে লাভ করেন, ইহাই হইতেছে উল্লিখিত গীতাশ্লোকের তাৎপর্য্য (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা)।

কিন্তু ব্রহ্মভূত-প্রসন্নাত্মা ব্যক্তিদের সকলেই যে জীবব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান ত্যাগ করেন, তাহা নহে; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে সাযুজ্যমুক্তি বলিয়া কিছু থাকিতনা। ঐ অবস্থায় কোনও পরম ভাগবতের কৃপা যাঁহারা লাভ করেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান পরিত্যাগ করেন। এই ঐক্যজ্ঞান দূরীভূত হইলে তাঁহাদের চিত্তে থাকে কেবল পূর্ব্বাবির্ভূতা ভক্তি। এই ভক্তির অস্তিত্বের অনুভব পূর্ব্বে তাঁহাদের ছিলনা; এক্ষণে তাঁহাদের সেই অনুভব জন্মে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, এই অনুভবকেই গীতাশ্লোকে ভক্তি-প্রাপ্তি বলা হইয়াছে; মাষ-মুদ্গাদির সঙ্গে মিশ্রিত স্বর্ণকণিকার অস্তিত্বের বিষয় গৃহস্থ জানেনা; কিন্তু রৌদ্রবৃষ্টির প্রভাবে মাষ-মুদ্গ পচিয়া-গলিয়া নষ্ট হইয়া গেলে স্বর্ণকণিকা দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, গৃহস্থ তখন তাহাকে পায়। উল্লিখিত ভক্তির প্রাপ্তিও তদ্রূপ।

এ-স্থলে পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ হইতেছে এই যে—শেষকালে কেবল ভক্তিই থাকে, সাযুজ্যাদি-মুক্তিকামনা থাকেনা।

কিন্তু "প্রভু কহে—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" ইহাকে "বাহ্য" বলার হেতু হইতেছে এই। উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে, যাঁহারা জীবব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান পরিত্যাগ করেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন, অপরে পারেন না; কিন্তু কোনও পরমভাগবতের কৃপাব্যতীত জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের পরিত্যাগ সম্ভবপর নহে; তাদৃশ সৌভাগ্য অনিশ্চিত; তাদৃশ সৌভাগ্যের উদয় না হইলে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই থাকিয়া যাইবে এবং পরিণামে সাযুজ্য-মুক্তিই লাভ হইবে। কিন্তু সাযুজ্যমুক্তিতে সেব্যসেবকত্বের ভাবই থাকেনা,—সুতরাং জীবের বাস্তব সাধ্য যে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা, তাহারও সম্ভাবনা থাকেনা; এজন্যই ইহা হইবে—বাস্তব সাধ্য হইতে বাহিরের বস্তু। মুক্তিকামনাও নিজের জন্য কিছু কামনা; ইহাও সাধ্য হইতে বাহিরের বস্তু।

উল্লিখিত গীতাশ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে।—সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবনালক্ষণা পরা ভক্তি লাভ করেন।" এ-স্থলে সর্ব্বভূতে ভগবদ্-ভাবনাকে পরাভক্তি বলা হইয়াছে। সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাবনা কিন্তু ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা নহে: ইহাও বাস্তব সাধ্য হইতে বাহিরের বস্তু।

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—"এবং ভূতো জ্ঞাননিষ্ঠো যতির্মদ্ভক্তিং ময়ি ভগবতি শুদ্ধে পরমাত্মনি ভক্তিমুপাসনাং মদাকারচিত্তবৃত্ত্যা বৃত্তিরূপাং পরিপাকনিদিধ্যাসনাখ্যাং শ্রবণমননাভ্যাস-ফলভূতাং পরাং শ্রেষ্ঠামব্যবধানেন সাক্ষাৎকার ফলং চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিত্যত্রোক্তস্য ভক্তিচতুষ্টয়স্যান্ত্যাং জ্ঞানলক্ষণামিতি বা।" এই টীকায় পরাভক্তির দুই রকম তাৎপর্য্যের কথা বলা হইয়াছে। এক—শুদ্ধ পরমাত্মাতে শ্রীকৃষ্ণাকার চিত্তবৃত্তিরূপা উপাসনা; আর দ্বিতীয়—অব্যবধানে সাক্ষাৎকার; ইহা হইতেছে —"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্"-ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণোক্তি-কথিত ভক্তিচতুষ্টয়ের সর্ব্বশেষ—"জ্ঞানী চ পুরুষ-র্ষভ"-বাক্যসূচিত—জ্ঞানলক্ষণাভক্তি। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এই দ্বিতীয়রূপ তাৎপর্য্যের কথাই

বলিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণাকার-চিত্তবৃত্তিরূপাই হউক, কি জ্ঞানলক্ষণাই হউক, এই দুইরকম তাৎপর্য্যের কোনওটীতেই জীবের বাস্তব সাধ্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার অবকাশ নাই। এজন্যই প্রভু ইহাকে "বাহ্য" বলিয়াছেন।

৬। **জ্ঞানশূন্যা ভক্তি**

ইহার পরে "রায় কহে—জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার।" সমর্থক প্রমাণ দিলেন, ব্রহ্মার উক্তি—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্-মনোভি র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৩॥—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে অজিত! তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্য্যাদির মহিমা-বিচারাদির জন্য (কিম্বা স্বরূপৈশ্বর্য্যাদির জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) কিঞ্চিন্মাত্রও চেষ্টা না করিয়া যাঁহারা (তীর্থভ্রমণাদি না করিয়াও কেবলমাত্র) সাধুদিগের আবাস-স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুদিগের মুখোচ্চারিত এবং আপনা হইতেই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার রূপ-গুণ-লীলাদি-কথার, বা তোমার ভক্তদের চরিত-কথার, কায়মনোবাক্যে সৎকার-পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন (ভগবৎ-কথার, বা ভগবদ্ভক্ত-চরিত-কথার, শ্রবণকেই নিজেদের একমাত্র উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেন, অন্য কিছুই করেন না), ত্রিলোকমধ্যে তাঁহাদিগকর্ত্তৃকই তুমি প্রায়শঃ (বাহুল্যে) বশীভূত হও।"

"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি"-প্রসঙ্গে জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে; প্রভু তাহাকে বাহ্য বলিয়াছেন। এক্ষণে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি-প্রসঙ্গে তৎপদার্থ (ব্রহ্মতত্ত্ব)-জ্ঞানের এবং তাহার উপলক্ষণে ত্বংপদার্থ (জীবতত্ত্ব)-জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। এই দুইটী তত্ত্বের জ্ঞান লাভের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে কোনও প্রয়াস না করিয়া সাধুস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুমুখ-নিঃসৃত ভগবৎ-কথা (এবং ভক্ত-কথা) শ্রবণ করিলেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন - ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার উৎকর্ষ হইতেছে এই যে—ইহাতে নিজের জন্য কিছু চাওয়া নাই; এমন কি, ভগবত্তত্ত্বাদির জ্ঞানলাভের প্রয়াসও নাই। ভগবৎ-কথাদি-শ্রবণের ফলে আনুষঙ্গিক ভাবেই তত্ত্বাদি অবগত হইয়া যায় এবং ভগবান্ নিজেই শ্রোতার বশীভূত হইয়া পড়েন।

এইবার "প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।" রামানন্দ! এতক্ষণ পরে এইবার তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা "হয়।" এতক্ষণে তুমি সাধ্য বস্তুতে পৌঁছিবার পথে আসিয়াছ, এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরে ছিলে। কিন্তু রামানন্দ! ইহার পরে কি আছে, তাহা বল।

কিন্তু এইবার প্রভু "এহো হয়" বলিলেন কেন?

ইহার পূর্ব্বে, স্বধর্ম্মাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পর্য্যন্ত রামানন্দ রায় যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনওটীই জীব-ব্রহ্মের স্বরূপগত-সম্বন্ধ-জ্ঞানবিকাশের অর্থাৎ সেব্য-সেবকত্ব-ভাববিকাশের এবং সেবাবাসনাবিকাশের (অর্থাৎ জীবের যাহা বাস্তব সাধ্য, তাহার) অনুকূল ছিলনা। তাই প্রভু "এহো বাহ্য" বলিয়াছেন। "জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে" বাস্তব সাধ্যবস্তুর প্রতিকূল কিছু কিন্তু

নাই, বরং অনুকূল বিষয় আছে ; তাই প্রভু বলিলেন "এহো হয়।" কিন্তু অনুকূল বিষয় কি ? ইহাতে সর্ব্বপ্রযত্নে সাধুমুখে ভগবৎ-কথা এবং ভক্তকাহিনী শ্রবণের কথা আছে ; সাধুসঙ্গের এবং সাধুমুখে ভগবৎ-কথাদি শ্রবণের প্রভাবে শ্রদ্ধা এবং তৎপরে ভগবৎ-কথায় রুচি জন্মিতে পারে ; ভগবৎ-কথায় রুচি জন্মিলে ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তেও প্রীতির উন্মেষ হইতে পারে। ভগবানে প্রীতিই তো জীবের বাস্তব সাধ্য। এজন্য "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি" হইতেছে বাস্তব সাধ্যের অনুকূল।

কিন্তু প্রভু কেন বলিলেন—"আগে কহ আর।" প্রভুর অভিপ্রায় বোধ হয় এইরূপ—"রায় ! এতক্ষণে পথে আসিয়াছ বটে ; কিন্তু ইহাই পথের শেষ নয়। আরও অগ্রসর হও।" "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—জ্ঞানশূন্যা ভক্তির প্রভাবে ভগবান্ সাধকের বশ্যতা স্বীকার করেন। শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" ভগবান্ ভক্তির বশীভূত। কিন্তু এই বশ্যতার অনেক বৈচিত্রী আছে ; সকল ভক্তের নিকটে ভগবান্ সমভাবে বশীভূত হন না। তাহার কারণ এই যে—সাধকের রুচি, প্রকৃতি ও বাসনা ভেদে একই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানও বিভিন্ন সাধকের চিত্তকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত করে। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি সকল পন্থার সাধককেই ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয় ; নচেৎ অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না। বিভিন্ন পন্থার সাধকদের সকলকে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইলেও—বাসনার পার্থক্যবশতঃ তাঁহাদের অভীষ্টের পার্থক্য। সকল অভীষ্টই দান করেন ভগবান্ - ফলদাতা এক জনই। যে অভীষ্ট দান করার নিমিত্ত ভগবানের যতটুকু করুণা—সুতরাং ভক্তবশ্যতা—উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন, সেই অভীষ্ট-কামীর সাধনে তিনি ততটুকুই বশ্যতা স্বীকার করেন। যাঁহারা কেবল তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্তই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সকলের সেবা-বাসনাও একরূপ নহে ; বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন ভাবে ভগবৎ-সেবার বাসনা। ভগবৎ-কৃপায় তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে এবং তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করার নিমিত্ত ভগবান্ তাঁহাদের বশ্যতাও স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু সেবা-বাসনার অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে ভগবানের ভক্ত-বশ্যতারও তারতম্য হয় (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাভাবের ভক্তদের নিকটে ভগবানের ভক্তবশ্যতা এক রকম নহে)। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির উপলক্ষ্যে উল্লিখিত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য"-ইত্যাদি শ্লোকে সাধারণ ভাবেই ভগবানের ভক্ত-বশ্যতার কথা বলা হইয়াছে, বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই। ভগবানের ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর—ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বের কথা বল।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য আছে। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির সমর্থনে উল্লিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে—সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনিলে ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন। প্রশ্ন হইতে পারে, সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনামাত্রেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন কি না ? এসম্বন্ধেও শ্লোক হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু থাকিলে তাহা প্রকাশিত করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর—রামানন্দ, সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রেই কি ভগবান্ শ্রোতার

বশীভূত হয়েন, না কি ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চিত্তে কোনও এক বিশেষ অবস্থার উদয় হইলে তখন ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হয়েন, তাহা প্রকাশ করিয়া বল।"

চ। প্রেমভক্তি

প্রভুর কথা শুনিয়া "রায় কহে—প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার।" প্রমাণরূপে পদ্যাবলীর দুইটী শ্লোক তিনি উদ্ধৃত করিলেন। "নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥—হে ভক্ত! বিবিধ উপচারযোগে প্রেমের সহিত পূজিত হইলেই আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়—যেমন, যে পর্য্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই পর্য্যন্তই অন্নজল সুখের নিমিত্ত (সুখপ্রদ বা তৃপ্তিজনক) হইয়া থাকে। অথবা, হে ভক্ত! বিবিধ উপচার-সহযোগে পূজাব্যতীতও কেবল প্রেমদ্বারাই আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়—যেমন, যে পর্য্যন্ত ইত্যাদি (পূর্ব্ববৎ)।" অপর শ্লোকটী হইতেছে—'কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে। তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।—যদি (সৎসঙ্গাদিরূপ) কোনও কারণবশতঃ পাওয়া যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত মতি (বা বুদ্ধি) ক্রয় করিবে। এই ক্রয়ব্যাপারে স্বীয় লালসাই একমাত্র মূল্য; কিন্তু কোটিজন্মের সুকৃতির ফলেও তাহা পাওয়া যায় না।" তাৎপর্য্য হইল এই যে—ভক্তের প্রেমই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির একমাত্র হেতু। পূজার দ্রব্য ভক্তের প্রীতিমিশ্রিত হইলেই ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন, অন্যথা নহে। তিনি প্রেমেরই বশীভূত—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ॥ শ্রুতি॥", অন্য কিছুর বশীভূত নহেন। এজন্য প্রেমভক্তি লাভের জন্যই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা আবশ্যক।

"জ্ঞানশূন্যা ভক্তি"-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, সাধুমুখে ভগবৎ-কথাদি-শ্রবণের ফলে ভগবান্ বশীভূত হয়েন। "প্রেমভক্তি"-প্রসঙ্গে বলা হইল—সাধুমুখে ভগবৎ-কথাদি শ্রবণ করিতে করিতে যখন চিত্তে প্রেমের বা প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হইতে পারেন, তৎপূর্ব্বে নহে। ইহাই জ্ঞানশূন্যা ভক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তির উৎকর্ষ; জ্ঞানশূন্যা ভক্তির পরিণতিই প্রেমভক্তি।

কিন্তু প্রভু ইহাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।" কিন্তু প্রভু কেন বলিলেন—"আগে কহ আর।"

রায়-রামানন্দ সাধারণভাবেই প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছেন, বিশেষভাবে কিছু শুনিবার জন্যই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর"। "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" আলোচনায় বলা হইয়াছে, প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ে জ্ঞানশূন্যা ভক্তির বিশেষত্ব প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু বলিয়াছেন—"আগে কহ আর"—প্রথমতঃ, ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ, সাধুর মুখে ভগবৎ-কথা শুনামাত্রই কি ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হন, না কি ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চিত্তের কোনও এক বিশেষ অবস্থা

লাভ হইলেই ভগবান্ শ্রোতার বশীভূত হন। তাহার পরে রামানন্দ-রায় কথিত "প্রেমভক্তির" আলোচনায় দেখা গিয়াছে—সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনা মাত্রই ভগবান্ ভক্তের বশীভূত হয়েন না; "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো"-ইত্যাদি শ্রীভা, ৩।২৫।২৪-শ্লোক হইতে জানা যায়, সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-কথাদি শুনিতে শুনিতে প্রাথমিকী শ্রদ্ধা, সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ বশতঃ ভগবৎ-কথায় নিষ্ঠা, রুচি আদি জন্মিলে, তাহার পরে প্রীতির সহিত ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে ভগবানে আসক্তি জন্মিলে, তাহার পরে প্রেমাঙ্কুর এবং তাহার পরে প্রেমভক্তি জন্মিলেই ভগবানের ভক্তবশ্যতা উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। ইহা দ্বারা প্রভুর অভিপ্রেত উল্লিখিত দুইটী বিশেষত্বের মধ্যে একটীর বিবরণ পাওয়া গেল; কিন্তু ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বের বিবরণ এখনও প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই বিশেষত্বের কথা পরিস্ফুট করাইবার উদ্দেশ্যেই "প্রেমভক্তির" উল্লেখের পরেও প্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।"

ভক্তবশ্যতার বিশেষত্ব প্রেমভক্তির বিশেষত্বের উপরই নির্ভর করে। প্রেমভক্তির বিশেষত্ব যেমন যেমন ভাবে বিকশিত হইবে, ভগবানের ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বও তেমন তেমন ভাবেই বিকশিত হইবে। সুতরাং প্রেমভক্তির বিশেষত্বের আলোচনা হইতেই ভক্তবশ্যতার বিশেষত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

সাধকের মনের ভাবের প্রাধান্য অনুসারে প্রেমের বা প্রেমভক্তির অনেক বৈচিত্রী আছে। মোটামুটি ভাবে প্রেম দুই রকমের—মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল। "মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি স দ্বিধা। ভ, র, সি, ১।৪।৭॥" যাঁহারা বিধিমার্গের অনুসরণ করেন, যদি শেষপর্য্যন্তও তাঁহাদের চিত্তে শাস্ত্র-শাসনের বা ভগবৎ-মাহাত্ম্যের ভাবই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের প্রেম হয় মহিমা-জ্ঞানযুক্ত; আর যাঁহারা রাগানুগা-ভক্তির অনুসরণ করেন, তাঁহাদের প্রেম হয় কেবল, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য। "মহিম-জ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্‌বিধিমার্গানুসারিণাম্। রাগানুগাশ্রিতানান্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।৪।১০॥" যাঁহাদের চিত্তে ভগবানের মাহাত্ম্যের বা ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, সিদ্ধাবস্থায় সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করেন। বৈকুণ্ঠ-ভক্তদের মধ্যে শান্ত-রতি বিরাজিত। আর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল-প্রেমে ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবাপ্রাপ্তি হয়। আবার রাগানুগা-মার্গের ভজনেও যদি সাধকের চিত্তে সম্ভোগেচ্ছা জাগ্রত হয়, তাহা হইলে তিনি ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইবেন না, তিনি (মধুর ভাবের উপাসক হইলে) দ্বারকায় মহিষীদের কিঙ্করীত্ব লাভ করিবেন। "রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎপুরে॥ ভ, র, সি ১।২।১৫৭॥" বৈকুণ্ঠের শান্তভক্তদের সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিও আবার দুই রকমের; সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা—যাহাতে ভক্তের চিত্তে সুখের এবং ঐশ্বর্য্যের কামনাই প্রাধান্য লাভ করে; আর প্রেমসেবোত্তরা—যাহাতে ভক্তের চিত্তে উপাস্যের সেবার কামনাই প্রাধান্য লাভ করে। "সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥ ভ, র, সি, ১।২।২৯॥" যে সকল ভক্ত কেবল প্রেমভক্তির মাধুর্য্য-

আস্বাদন পাইয়াছেন, সে সকল একান্তী ভক্তগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধা মুক্তিও কামনা করেন না। "কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ। নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥ ভ, র, সি, ১৷২৷৩০॥" উক্তরূপ মাধুর্য্যাস্বাদপ্রাপ্ত একান্তী ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদের মন শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দে আকৃষ্ট হইয়াছে, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের, এমন কি দ্বারকা-নাথের প্রসন্নতাও তাঁহাদের মন হরণ করিতে পারে না। "তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ ॥ ভ, র, সি ১৷২৷৩১ ॥ অত্র শ্রীশঃ পরব্যোমাধিপতিঃ উপলক্ষণত্বেন শ্রীদ্বারকানাথোঽপি। শ্রীজীবগোস্বামিকৃতা টীকা ॥" এইরূপে দেখা গেল—প্রেমভক্তির অনেক স্তর বা বৈচিত্রী। শ্রীগোবিন্দের লীলাস্থল গোলোক বা ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা প্রেমভক্তি ; দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিতা প্রেমভক্তি এবং বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রধানা প্রেমভক্তি। সকল রকমের প্রেমভক্তিতেই সেব্যসেবকত্বের ভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান ; সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারেই প্রেমভক্তি-বিকাশের তারতম্য। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বা মাহাত্ম্যজ্ঞান এবং স্বসুখ-বাসনাই সেবাবাসনা-বিকাশের বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠের শান্তভক্তদের চিত্তে "পরংব্রহ্ম পরমাত্মাজ্ঞান প্রবীণ ॥ শ্রীচৈ, চ ২৷১৯৷১৭৭॥"—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য। তাই তাঁহাদের সেবা-বাসনা—বিকাশের পথে ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিহত হইয়া পড়ে, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি স্ফুরিত হইতে পারে না। "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিহীন ॥ শ্রীচৈ, চ, ২৷১৯৷১৭৭॥" তাই তাঁহাদের পক্ষে প্রাণঢালা সেবার সম্ভাবনা নাই। দ্বারকাতেও মাধুর্য্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মিশ্রণ আছে ; যখন ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে, তখন সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—বিশ্বরূপের ঐশ্বর্য্যদর্শনে অর্জ্জুনের সখ্য, কংসকারাগারে চতুর্ভুজরূপের ঐশ্বর্য্যদর্শনে দেবকী-বসুদেবের বাৎসল্য এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখে দেহ-গেহাদিতে তাঁহার ঔদাসীন্যের কথা, স্ত্রীপুত্র-ধনাদিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষারাহিত্যের কথা, তাঁহার আত্মারামতার কথা শুনিয়া মহিষী-রুক্মিণীদেবীর কান্তাপ্রেমও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ব্রজে "কেবলার শুদ্ধপ্রেম—ঐশ্বর্য্য না জানে। ঐশ্বর্য্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে ॥ শ্রীচৈ, চ, ২৷১৯৷২৭২ ॥" "কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা ভেদ আর ॥ গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ ॥ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি। দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি ॥ শ্রীচৈ, চ, ২৷১৯৷১৬৫—৬৭ ॥" সেবা-বাসনার সঙ্কোচেই প্রীতির সঙ্কোচ সূচিত। আবার স্ব-সুখবাসনাও কৃষ্ণসেবা-বাসনার বিকাশে—সুতরাং ভক্তবশ্যতা-বিকাশের—বিঘ্ন জন্মায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈকুণ্ঠে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা রতি আছে ; প্রেমসেবোত্তরাতেও সালোক্যাদির জন্য বাসনা (অবশ্য অপ্রধান ভাবে) মিশ্রিত আছে। দ্বারকায়ও মহিষীবৃন্দের কৃষ্ণরতি কখনও কখনও সম্ভোগেচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় ; যখন এইরূপ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের বশ্যতা দুষ্করা হইয়া পড়ে। "সমঞ্জসাতঃ সম্ভোগস্পৃহায়া ভিন্নতা যদা। তদা তদুত্থিতৈর্ভাবৈর্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ ॥ উ, নী, ম, স্থা, ৩৫ ॥" ব্রজপরিকরদের প্রীতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্রও যেমন নাই, তেমনি স্বসুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও

নাই। তাই তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতিকে কেবলাপ্রীতি বলে। শ্রীকৃষ্ণ এই কেবলাপ্রীতিরই সম্যক্‌রূপে বশীভূত।

যাহা হউক, সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে প্রেমভক্তিরও অনেক বৈচিত্রী জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও ভক্তবশ্যতা-বিকাশের অনেক তারতম্য জন্মে। রায়-রামানন্দ সাধারণ-ভাবে প্রেমভক্তির কথা বলায় প্রেমভক্তির উৎকর্ষময় বিশেষত্বের কথা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর।"

ছ। দাস্যপ্রেম

প্রভুর কথা শুনিয়া "রায় কহে—দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।" প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক এবং যামুনমুনির স্তোত্র হইতে একটী শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে।

দাস্যপ্রেম সাধারণ-ভাবে কথিত প্রেমভক্তিরই একটী বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য। রামানন্দরায় এক্ষণে প্রেমভক্তির বিশেষ বিবরণ দিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে দাস্যপ্রেমের কথা বলিলেন। "ভগবান্ সেব্য, আমি তাঁর সেবক; ভগবান্ প্রভু, আমি তাঁর দাস"—এইরূপ ভাবই **দাস্যভাব**। এই দাস্যভাবের স্ফুরণে যে সেবাবাসনা, তাহাই **দাস্যপ্রেম**। জীবের স্বরূপগত ভাব দাস্যভাব। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে প্রত্যেক স্বরূপেরই লীলা-পরিকর আছেন; এই লীলা-পরিকরগণের চিত্তেও দাস্যভাব বিরাজিত এবং প্রত্যেক স্বরূপের লীলাতেই সেই স্বরূপের পরিকরগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। এইরূপে দেখা যায়, এক ভগবান্‌ই প্রভু, সেব্য; আর সকলেই তাঁহার সেবক দাস। "এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৬।৭০॥" সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবকানুচর হইলেও সেবাবাসনা-বিকাশের তারতম্যানুসারে দাস্যপ্রেম-বিকাশেরও তারতম্য আছে। সুতরাং রায়-রামানন্দ যে দাস্যপ্রেমের কথা বলিলেন, তাহাকেও দাস্যপ্রেম-সম্বন্ধে সাধারণ উক্তি বলা যায়।

পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-পরিকরদের শান্তরতি। তাঁহাদের বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা। তাই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও বস্তুতেই তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। তাই শান্তকেও কৃষ্ণভক্ত বলা হয়। "শান্তিরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা। 'শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি শ্রীমুখগাথা॥ কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি। অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৭৩-৭৪॥" কিন্তু শান্তভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা-বুদ্ধি নাই। "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন। পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৭৭॥" সেবা-বাসনার সম্যক্ বিকাশের অভাবেই শান্তভক্ত শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি-হীন, তাই শান্ত-ভক্তের সেবাও কোনও বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না; সুতরাং পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন দাস্যপ্রেমেরও বিকাশ নাই।

দ্বারকা-মথুরায় দাস্যপ্রেম আছে, সেবা আছে; কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে—তাহা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রিত। ব্রজের দাস্যপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন এবং স্বসুখ-বাসনাহীন।

ব্রজের দাস্যপ্রেম (অর্থাৎ সেবাবাসনা) স্বীয় বিকাশের পথে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানদ্বারা বা স্বসুখ-বাসনাদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ব্রজের দাস-ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণে মমতা-বুদ্ধি (শ্রীকৃষ্ণ আমার নিজজন—এইরূপ বুদ্ধি) আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার সেবার বাসনা এবং সেবাও তাঁহাদের আছে। শান্তে আছে কেবল কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা ; আর দাস্যে আছে—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা এবং সেবা, এই উভয়। তাই শান্ত অপেক্ষা দাস্যের উৎকর্ষ। আবার দ্বারকা-মথুরার দাস্য অপেক্ষা ব্রজের দাস্যের উৎকর্ষ ; যেহেতু, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিদ্বারা দাস্যপ্রেম সঙ্কোচিত হইয়া যায়। ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই বলিয়া তজ্জন্য সঙ্কোচ ব্রজপ্রেমে আসিতে পারে না।

যাহা হউক, রায় রামানন্দ এস্থলে দাস্যপ্রেম সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে বলিলেও দাস্যভাব কিন্তু প্রেমের সর্ব্ববিধ-বৈচিত্রীতেই বর্ত্তমান, যেহেতু, প্রেমের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রীতেই সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-উৎপাদনের বাসনা এবং প্রয়াস বিদ্যমান। সেবাবাসনা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দাস্যভাবও বিকশিত হইয়া প্রেমভক্তির নানা বৈচিত্রীতে রূপায়িত হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলেও মনে হয়, রায-রামানন্দ এস্থলে সাধারণ ভাবেই দাস্যপ্রেমের কথা বলিয়াছেন। তথাপি ইহা পূর্ব্বকথিত প্রেমভক্তি-বিষয়ে বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ; ইহাই পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার উৎকর্ষ।

দাস্যপ্রেম-সম্বন্ধে রায়রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।"

প্রভুর এইরূপ বলার হেতু এই। রামানন্দরায়-কথিত দাস্যপ্রেম দ্বারকা-মথুরার দাস্যপ্রেমকেও বুঝাইতে পারে, ব্রজের দাস্যপ্রেমকেও বুঝাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আছে বলিয়া সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ সম্ভব হয় না ; যাহা বিকশিত হয়, হঠাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের উদয়ে তাহাও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে ; তাহাতে হয়তো প্রারব্ধ-সেবাও সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে। আর ব্রজে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকিলেও, ব্রজের দাসভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে না করিলেও, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মমত্ব-বুদ্ধি থাকিলেও, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রম বা গৌরব-বুদ্ধি আছে। ঈশ্বর-জ্ঞানে গৌরব-বুদ্ধি নয়, প্রভু-জ্ঞানে—মনিব-জ্ঞানে—গৌরব-বুদ্ধি। "শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার দাস। তাঁহার আদেশ পালনরূপ সেবা তো করিতে পারিবই, পরন্তু তাঁহার আদেশ না থাকিলেও যাহাতে তাঁহার অসম্মতি নাই, তাঁহার সুখার্থ এরূপ আমার নিজের অভিপ্রেত সেবাও আমি করিতে পারি। কিন্তু যেরূপ সেবাতে তাঁহার সম্মতি নাই বা থাকিতে পারে না বলিয়া আমার ধারণা, সেইরূপ সেবা বস্তুতঃ তাঁহার সুখপ্রদ বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিলেও আমার ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি করিতে পারি না। কারণ, তিনি আমার প্রভু, তাঁহার সম্মতি না পাইলে, বা তাঁহার অসম্মত নয়, ইহা বুঝিতে না পারিলে, আমি কিছুই করিতে পারি না।" ব্রজের দাস্যে এইরূপ গৌরব-বুদ্ধি ও সম্ভ্রম আছে ; সুতরাং সঙ্কোচবশতঃ সকল সময়ে ইচ্ছানুরূপ সেবা করা যায় না।

দ্বারকা-মথুরার দাস্য অপেক্ষা ব্রজের দাস্যভাবের বিশেষত্ব এই যে—প্রথমতঃ, ব্রজে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি জন্মিতে পারে এবং সেই মমত্ব-বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, সেবাবাসনা যতটুকু স্ফুরিত হয়, তাহা আর সঙ্কুচিত হয় না এবং উন্মেষিত সেবাবাসনা যে কার্য্যে (সেবায়) প্রকাশ পায়, তাহাও সঙ্কুচিত হয় না। তবে গৌরব-বুদ্ধি-বশতঃ তাহা অধিকতর বিকাশ লাভ করিতে পারে না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণে মমত্ব-বুদ্ধি বা মদীয়তাময় ভাব বিকাশ লাভ করিতে পারে না; তদীয়তাময় ভাব (আমি শ্রীকৃষ্ণের - তাঁহার অনুগ্রাহ্য—এইরূপ ভাবই) বিকাশ লাভ করিতে পারে। ঈশ্বর পূর্ণবস্তু; তাঁহার পক্ষে অপরের সেবাগ্রহণের প্রয়োজন হয় না—এরূপ বুদ্ধিতে সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ব্রজে এরূপ বুদ্ধি নাই। ব্রজের প্রেম এবং অন্য ধামের প্রেম—জাতিতেই পৃথক্। ব্রজপ্রেমের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যবশতঃই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীনতা। ব্রজের অগাধ প্রেমসমুদ্রে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে ঈশ্বরত্বের জ্ঞান যেন অতলে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহাতেই ব্রজে তদীয়তাময় ভাবের স্থান নাই, মদীয়তাময় ভাবই সদাজাগ্রত।

যাহা হউক, দাস্যপ্রেমে সেবাবাসনার সম্যক্ বিকাশ নাই বলিয়াই প্রভু বলিলেন—"আগে কহ আর।"

জ। সখ্যপ্রেম

প্রভুর কথা শুনিয়া "রায় কহে—সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।" প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের "ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা" ইত্যাদি (১০।১২।১১)-শ্লোকটীর উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন—"জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে যিনি ব্রহ্ম-সুখানুভব-স্বরূপ, দাস্যভাবে ভজনকারী ভক্তগণের সম্বন্ধে যিনি পরমারাধ্য-দেবতাস্বরূপ, মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে যিনি নরবালকরূপে প্রতীয়মান, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতিশয় সৌভাগ্যশালী গোপকুমার সকল এইরূপে (সমান সমান ভাবে) বিহার করিয়াছিলেন।" পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় —রায়রামানন্দ এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ব্রজরাখালগণের সখ্যপ্রেমের কথাই বলিয়াছেন।

যাঁহারা প্রেমাধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের তুল্য বলিয়া মনে করেন, কোনও মতেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সখা বলে। তাঁহাদের বিশ্রম্ভ-রতিকে সখ্যপ্রেম বলে। ইহাতে শান্তের একনিষ্ঠতা ও দাস্যের সেবা ত আছেই, অধিকন্তু "আমি কৃষ্ণের জন্য যাহা করিব, তাহা শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই প্রীতির সহিত স্বীকার করিবেন"—এইরূপ বিশ্বাসময় ভাবও আছে, যাহা দাস্যে নাই। এজন্য ইহা দাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সখ্যে—দাস্যের ন্যায় গৌরববুদ্ধি নাই, সেবায় সঙ্কোচও নাই। ব্রজের কৃষ্ণসখাগণ নিজেদের উচ্ছিষ্টও নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের মুখে দেন, শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাহা আস্বাদন করেন। পণ রাখিয়া যখন তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত খেলা করেন, নিজেরা হারিলে পণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন স্কন্ধে বহন করিয়া নেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ হারিলেও

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধেও উঠিয়া বসেন ; শ্রীকৃষ্ণও প্রীতির সহিত তাঁহাদিগকে স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্যবহারে কোনও ব্যাপারেই তাঁহাদের কোনওরূপ সঙ্কোচ থাকেনা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে গৌরববুদ্ধি আছে বলিয়া দাস্যভাবের ভক্তগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মুখে নিজেদের উচ্ছিষ্ট দেওয়া তো দূরের কথা, তদ্রূপ কোনও বাসনাও তাঁহাদের মধ্যে কখনও উদিত হয় না। প্রেমের গাঢ়তাধিক্য-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্‌, এই জ্ঞানই ব্রজসখাদের থাকে না ; তাঁহারা মনে করেন—"আমরা যেমন গোপবালক, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ গোপবালক ; আমরা যেমন গোচারণ করি, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ গোচারণ করিয়া থাকেন, কৃষ্ণ আমাদের সমানই।"

সখ্য হইতে আরম্ভ করিয়া রায়-রামানন্দ যথাক্রমে বাৎসল্য-প্রেম এবং কান্তাপ্রেমের কথা বলিয়াছেন এবং স্বীয় উক্তির সমর্থনে যে সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাসভূত নিত্য-ব্রজপরিকরদের সম্বন্ধে। কিন্তু সখ্যপ্রেমের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যে সমস্ত শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই মুখ্যতঃ সাধক জীবসম্বন্ধে। সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তাপ্রেম সম্বন্ধে স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূত নিত্য-পরিকরদের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হওয়ার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। সেবাবাসনার চরমতম বিকাশেই সাধ্যবস্তুরও চরমতম বিকাশ। সেবা-বাসনা দুই রকমের হইতে পারে—স্বাতন্ত্র্যময়ী এবং আনুগত্যময়ী। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার অধিকার; সুতরাং আনুগত্যময়ী সেবার বাসনার বিকাশই জীবে সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা স্বরূপ-শক্তির বিলাসভূত (স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপ) পরিকর, স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তরূপ বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার বাসনাও আছে এবং কোনও কোনও পরিকরে (যেমন কান্তাভাবে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিতে) ঐ স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধানরূপ আনুগত্যময়ী সেবাও আছে। সুতরাং এবম্বিধ নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের আচরণে উভয়বিধ সেবাবাসনার দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। সেবাবাসনার সর্ব্বতোমুখী বিকাশেই সাধ্যবস্তুর সম্যক্‌ বিকাশ এবং এতাদৃশ বিকাশই প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া রায়রামানন্দ অনুমান করিয়াই নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। বিশেষতঃ, স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতেই সেবাবাসনার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা যখন পূর্ব্বোল্লিখিত নিত্যসিদ্ধ পরিকরব্যতীত অপর কাহাতেও সম্ভব নয়, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তেই সেবাবাসনার সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ প্রদর্শিত হইতে পারে। আনুগত্যময়ী সেবাতেই (স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য বিধানেই) যাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদের সেবাবাসনাও স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাবাসনার অনুরূপ ভাবেই বিকশিত হয়। সুতরাং যেস্থলে স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাবাসনার যেরূপ বিকাশ, সেস্থলে আনুগত্যময়ী সেবাবাসনারও তদনুরূপ বিকাশ। যেমন বাৎসল্যভাব। বাৎসল্যভাবের সেবায় শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদার স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় অধিকার। যিনি বাৎসল্যভাবের উপাসক, ভগবৎ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনি শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইবেন; অর্থাৎ শ্রীনন্দ-যশোদার স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার আনুকূল্য

বিধান করিবেন; তাঁহার সেবাবাসনাও এই আনুগত্যময়ী সেবার উপযোগী ভাবেই বিকশিত হইবে এবং তাহা হইবে শ্রীনন্দযশোদার সেবাবাসনারই অনুরূপ। এইরূপে সখ্যভাবের বা কান্তাভাবের উপাসকদিগের সেবাবাসনাও ব্রজসখা বা ব্রজকান্তাদিগের স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাবাসনার আনুগত্যে এবং তদনুরূপভাবেই বিকশিত হইবে

জীবের সাধ্যবস্তুই ছিল প্রভুর জিজ্ঞাস্য; উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সাধ্যবস্তুর স্বরূপ-কথনেই আনুষঙ্গিকভাবে জীবের সাধ্যবস্তুও কথিত হইয়াছে।

যাহাহউক, সখ্যপ্রেম-সম্বন্ধে রামানন্দরায়ের কথা শুনিয়া "প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর।"

সখ্যপ্রেমকে মহাপ্রভু উত্তম বলিলেন। এ পর্য্যন্ত আর কোনও সাধ্যকে "উত্তম" বলেন নাই। সখ্যপ্রেমকে উত্তম বলার তাৎপর্য্য কি? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন:—"আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন। সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।২০॥ যে ভক্ত নিজেকে আমা অপেক্ষা বড় মনে করেন, আমাকে তাঁহা অপেক্ষা হীন মনে করেন, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন হই। আমাকে আপনা অপেক্ষা হীন মনে না করিতে পারিলেও, যে ভক্ত আমাকে অন্ততঃ তাঁহার সমান মনে করেন, কিছুতেই তাঁহা অপেক্ষা বড় মনে করেন না, আমি তাঁহারও বশীভূত হইয়া থাকি।" সখাগণ সখ্যভাবে কৃষ্ণকে তাঁহাদের তুল্য মনে করেন, কৃষ্ণকে কখনও বড় বা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, তাই শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সখ্যপ্রেমের বশীভূত। এজন্য মহাপ্রভু সখ্যপ্রেমকে "উত্তম" বলিয়াছেন। শান্ত-দাস্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণকে বড় মনে করা হয়, আর ভক্ত নিজেকে ছোট মনে করেন; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে সেই ভক্তের অধীন হন না। "আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেম বশ আমি না হই অধীন॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১৭॥" (স্মরণ রাখিতে হইবে, এই কথাগুলি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকরদের সম্বন্ধেই বলা হইতেছে; সাধক জীবের সম্বন্ধে নহে। সাধকের যথাবস্থিত-দেহে দাস্যভাবই প্রবল।)

সঙ্কোচাভাববশতঃ স্বচ্ছন্দ-সেবা সম্ভব হয় বলিয়াই সখ্যপ্রেম উত্তম হইল। ইহাতে সেবা-বাসনারও অত্যন্ত বিকাশ।

তারপর মহাপ্রভু বলিলেন, সখ্যপ্রেম উত্তম হইলেও, ইহা অপেক্ষা প্রেমের কোনও পরিপক্কাবস্থা যদি থাকে, তবে তাহা বল।

ঝ। বাৎসল্যপ্রেম

প্রভুর কথা শুনিয়া "রায় কহে—বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।" প্রমাণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের 'নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্" ইত্যাদি ১০।৮।৪৬ এবং "নেমং বিরিঞ্চো"-ইত্যাদি ১০।৯।২০-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

মাতা, পিতা প্রভৃতিরূপে যাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয় বলিয়া মনে করেন

এবং শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের অনুগ্রহময়ী রতিকে বাৎসল্য-প্রেম বলে। এই রতিতে সখ্য অপেক্ষাও মমতাধিক্য আছে, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য-জ্ঞানে এবং আপনাদিগকে পালক-জ্ঞানে নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের তাড়ন, ভর্ৎসন, বন্ধনাদি করিয়াছেন। ইহাতে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিষ্ঠা, পালনরূপ সেবা, অসঙ্কোচভাব ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাল্য এবং আপনাতে পালক জ্ঞান আছে। এজন্য সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ। "বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন। সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥ সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার। মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥ আপনাকে পালক-জ্ঞান কৃষ্ণে পাল্য-জ্ঞান। চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥ সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে। 'কৃষ্ণভক্ত-বশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৯৫-৮॥" সখ্যে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের সমান মনে করা হয়; কিন্তু বাৎসল্যে মমতা এত বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণকে হীন জ্ঞান করিয়া, আপনাকে বড় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল বা ভাবী সুখের জন্য তাড়ন-ভর্ৎসনাদি পর্য্যন্ত করা হয়; সখ্যে কিন্তু তাড়ন-ভর্ৎসনাদি করার মতন মমতাধিক্য নাই; এজন্য সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ।

রামানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এহোত্তম, আগে কহ আর।"

বাৎসল্যপ্রেমে প্রেমের গাঢ়তার আধিক্যবশতঃ, নিজেকে বড় এবং শ্রীকৃষ্ণকে হীন মনে করা হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে অধীন থাকেন; এজন্য মহাপ্রভু বাৎসল্যপ্রেমকে উত্তম বলিয়াছেন। তাহার পরেও আবার তিনি বলিলেন—বাৎসল্যপ্রেম অপেক্ষাও প্রেমের আরও কোনও বৈশিষ্ট্যময় স্তর যদি থাকে, তবে তাহা বল।

ঞ। কান্তাপ্রেম

প্রভুর কথা শুনিয়া, "রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।" প্রমাণরূপে "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৪৭।৬০-শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এই। রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হইয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লক্ষ্মীদেবীর পক্ষেও তাহা দুর্ল্লভ, অন্য রমণীর কথা তো দূরে। এই প্রমাণ-শ্লোক হইতেই জানা যায়, রায়রামানন্দ ব্রজদেবীদিগের কান্তাপ্রেমের কথাই বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে আপনাদের প্রাণবল্লভ এবং আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের কান্তা মনে করিয়া নিজেদের সমস্ত সুখবাসনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই যে শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনা, তাহাকে বলে কান্তাপ্রেম। কান্তাপ্রেমে—শান্তের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা এবং বাৎসল্যের লালন ও মমতাধিক্য তো আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণের সুখের জন্য নিজাঙ্গদ্বারা সেবাও আছে; এজন্য ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—এই তিন ভাবের পরিকরদের কৃষ্ণপ্রেম হইতেছে—কৃষ্ণের সহিত

তাঁহাদের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের অনুগত। সম্বন্ধের মর্য্যাদা যাহাতে রক্ষিত হইতে পারে, তদ্রূপ সেবাই তাঁহারা করিয়া থাকেন; অন্যরূপ কোনও সেবার কথাও তাঁহাদের মনে জাগে না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতি হইতেছে তাঁহাদের প্রেমের—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনার—অনুগত, সম্বন্ধের অনুগত নহে। কৃষ্ণের সুখের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেনও; কৃষ্ণের সুখের জন্য তাঁহারা স্বজন, আর্য্যপথ, বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম—অনায়াসে এবং অম্লানবদনে সমস্তই ত্যাগ করিতে পারেন এবং করিয়াছেনও, তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য—শ্রীকৃষ্ণের সুখ, নিজেদের সুখ-দুঃখাদির, মান-মর্য্যাদাদির অনুসন্ধান তাঁহাদের নাই। এই বিষয়েও কান্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শনের জন্য রামানন্দ রায় বলিয়াছেন—(১) শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ কান্তাপ্রেমে বিদ্যমান; গুণাধিক্যে কান্তাপ্রেমের স্বাদাধিক্য; (২) কান্তাপ্রেমেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ-সেবাপ্রাপ্তি হইতে পারে; (৩) শ্রীকৃষ্ণ এই কান্তাপ্রেমেরই সর্ব্বতোভাবে বশীভূত; (৪) শ্রীকৃষ্ণ যে কান্তাপ্রেমের নিকটে অপরিশোধ্য ঋণে চিরঋণী, "ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাম্"-ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; (৫) কান্তাপ্রেম শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের পরিবর্দ্ধক।

রামানন্দের মুখে কান্তাপ্রেমের পরমোৎকর্ষের কথা শুনিয়া "প্রভু কহে—এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। কৃপা করি কহ, যদি আগে কিছু হয়॥"

ট। রাধাপ্রেম

প্রভুর কথা শুনিয়া "রায় কহে—ইহার আগে পুছে হেন জনে। এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥ ইহার মধ্যে রাধার প্রেম—সাধ্যশিরোমণি। যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥" কান্তাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার বিকাশের চরম পরাকাষ্ঠা হইতেছে রাধাপ্রেমে; সুতরাং রাধাপ্রেমই হইতেছে সাধ্যশিরোমণি। "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোঃ"-ইত্যাদি পদ্মপুরাণ-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া রায় রামানন্দ জানাইলেন—সমস্ত গোপীর মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত-বল্লভা। শ্রীরাধাই যে শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র প্রিয়তমা, "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩০।২৮-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া রামানন্দ রায় তাহাও জানাইলেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতে জানা যায়, অন্য সমস্ত গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীরাধাকে লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ শারদীয়-রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীরাধার মত প্রেয়সী শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ নাই; শ্রীরাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি।

ঠ। শ্রীরাধাপ্রেমের অন্যনিরপেক্ষতা

রামানন্দ রায়ের কথা শুনিয়া প্রভু একটা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। রাধাপ্রেম বাস্তবিকই যদি সাধ্য-শিরোমণি হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার মহিমাও সর্ব্বাতিশায়ী হইবে। রাধা-প্রেমের

মহিমার সর্ব্বাতিশায়িত্বের কথা রায়-রামানন্দের মুখে প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রভু একটী আপত্তি উত্থাপন করিলেন। প্রভু বলিলেন—"রায়, রাধাপ্রেম যদি সাধ্য-শিরোমণিই হইবে, তাহার মহিমা যদি সর্ব্বাতিশায়ীই হইবে, তাহা হইলে তাহাতে অন্যাপেক্ষা থাকিতে পারেনা, অন্যাপেক্ষা থাকিলেই বুঝা যায়, প্রেমের—সেবাবাসনার—সর্ব্বাতিশায়ী বা অবাধ বিকাশ নাই। কিন্তু মনে হয় যেন রাধাপ্রেমে অন্যাপেক্ষা আছে। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে কেন শ্রীকৃষ্ণ অন্যগোপীদের ভয়ে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে শ্রীরাধাকে গোপনে অন্যত্র লইয়া গেলেন? যদি শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগই থাকিত, তাহা হইলে অন্যগোপীদের কোনও রূপ অপেক্ষা না রাখিয়াই তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতেন; অথবা শ্রীরাধার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্‌ভাবেই অন্য গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেন। তাহা যখন তিনি করেন নাই, শারদীয়-মহারাসে যখন দেখা যায়—অন্যগোপীদের অজ্ঞাতসারেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় প্রেম নাই।"

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রভুর আপত্তিটী যেন অদ্ভুত, যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়। প্রসঙ্গ হইতেছে রাধাপ্রেম-সম্বন্ধে; রাধাপ্রেম অন্যাপেক্ষাহীন কি না—তাহাই প্রতিপাদ্য; প্রভু কিন্তু রাধা-প্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের) কথা না বলিয়া আপত্তি উঠাইতেছেন—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্বন্ধে। তাই মনে হয়, প্রভুর আপত্তিটী যেন প্রকরণ-সঙ্গত নয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই আপত্তিটী না তুলিলে রাধাপ্রেমের (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের) মহিমা সম্যক্ ব্যক্ত হইত কিনা সন্দেহ। যে বস্তুটী প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখা যায় না, তাহাকে জানিতে হয়—তাহার প্রভাব দেখিয়া। জ্বর দেখা যায় না, জ্বরের অস্তিত্ব জানিতে হয়—দেহের উপরে তাহার প্রভাবের দ্বারা, জ্বর দেহে যে তাপ উৎপাদন করে, তাহার পরিমাণদ্বারা জ্বরের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। শ্রীরাধার প্রেমও দেখিবার বস্তু নয়। এই প্রেমের মহিমা জানিতে হইলে প্রেমের বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উপরে ইহার কিরূপ প্রভাব, তাহা জানিতে হয়। ঝঞ্ঝাবাতের গতিবেগ জানা যায় যেমন গাছের দোলানীর পরিমাণ দ্বারা, তদ্রূপ রাধাপ্রেমের মহিমা জানা যাইবে—তাহার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চিত্তের দোলানীর পরিমাণের দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রাধাপ্রেমরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত যদি শ্রীকৃষ্ণের রাধাবিষয়ক অনুরাগ-সমুদ্রকে এমন ভাবে উদ্বেলিত করিতে পারে, যদি এই অনুরাগসমুদ্রে এইরূপ উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে,. যাহা শ্রীকৃষ্ণের রাধা-প্রীতিবিকাশের পথে সমস্ত বাধাবিঘ্নকে, সর্ব্ববিধ অন্যাপেক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় তীব্রবেগে বহু দূরদেশে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, রাধাপ্রেমের মহিমা বা প্রভাব সর্ব্বাতিশায়ী।

কারণ, ভক্তের প্রতি ভগবানের ভাব—ভগবানের প্রতি ভক্তের ভাবের অনুরূপ; তাই একই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দযশোদার নিকটে বাৎসল্যের বিষয়, সুবল-মধুমঙ্গলাদির নিকটে সখ্যের বিষয়, আবার ব্রজগোপীদের প্রাণবল্লভ। ভক্তের প্রেম যতটুকু বিকশিত হইবে, ভগবানের প্রেমবশ্যতা বা

ভক্ত-পরাধীনতাও ততটুকুই বিকশিত হইবে এবং তাহা জানা যাইবে—ভক্তের সম্বন্ধে ভগবানের আচরণ দ্বারা। যে প্রেম সাধ্য-শিরোমণি হইবে, তাহাতে কোনওরূপ অপেক্ষারই স্থান থাকিতে পারে না; শ্রীরাধার প্রেম যদি সাধ্য-শিরোমণিই হয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেম, তাহাও অন্যান্য সকল ভক্তের প্রতি, অন্য সমস্ত গোপীগণের প্রতি তাঁহার প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে—তাহাতে অন্য গোপীদের কোনওরূপ অপেক্ষা রাখারই অবকাশ থাকিবে না, শ্রীরাধার সম্বন্ধে তাঁহার কোনও আচরণে অন্য গোপীদের কোনও অপেক্ষাই তিনি রাখিবেন না। কিন্তু শ্রীরাধার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের আচরণে এইরূপ অপেক্ষাশূন্যতার প্রমাণ তো পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ তো রাসস্থলী হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া পলাইয়া গেলেন—অন্য গোপীদের সম্মুখভাগ হইতে প্রকাশ্যে শ্রীরাধাকে লইয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিতে সাহস পাইলেন না—পাছে, অন্য গোপীরা অভিমান করিয়া বসেন—এই আশঙ্কায়। তাই তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে—গোপনে--শ্রীরাধাকে লইয়া গেলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়—অন্য গোপীর অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের আছে, সাক্ষাদ্‌ভাবে তিনি অন্য গোপীদের উপেক্ষা করিতে পারেন না—শ্রীরাধার নিমিত্তেও না; অন্য গোপীদের তিনি ভয় করেন। কিন্তু এইরূপ অপেক্ষা থাকিলে প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। শ্রীরাধার জন্য যদি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্‌ভাবেই অন্য গোপীদের উপেক্ষা করিতে পারিতেন, যদি তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ, গাঢ় প্রেম আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের এই গাঢ়তা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমের—রাধাপ্রেমেরও—সর্ব্বাতিশায়িনী গাঢ়তা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, সাধ্য-শিরোমণিত্ব প্রমাণিত হইত। কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন কিরূপে বুঝিব যে, "রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমণি?"

শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যিনি স্বজন, আর্য্যপথ, বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম—সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখেন নাই, প্রত্যক্ষ ভাবে সেই শ্রীরাধার অন্যাপেক্ষত্ব প্রদর্শন অতি দুষ্কর; তাই প্রভু পরোক্ষভাবে রাধাপ্রেমের অন্যাপেক্ষত্ব-সম্বন্ধে আপত্তি তুলিলেন।

রামানন্দ-রায় বেশ নিপুণতার সহিত প্রভুর এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ:—প্রভু, শারদীয়-মহারাসে অন্যগোপীদের অজ্ঞাতসারেই যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা সত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যে অন্যগোপীদের অপেক্ষা রাখেন, তাহাতে তাহাও যে প্রমাণিত হয়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক আচরণেই যদি এইরূপ অন্য-অপেক্ষা দৃষ্ট হইত, কোনও সময়েই যদি তাঁহার অপেক্ষাহীনতা দৃষ্ট না হইত, তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কোনও সময়েই অন্যাপেক্ষাহীন নহেন। কিন্তু প্রভু, শ্রীকৃষ্ণের আচরণ তদ্রূপ নহে। শ্রীরাধা-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহারে সময় সময় মনে হয়, তিনি যেন অন্য গোপীর অপেক্ষা রাখেন; কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে, তিনি ঐরূপ অন্যাপেক্ষা দেখান—হয়তো রস-বৈচিত্রীবিশেষের প্রকটনের উদ্দেশ্যে, অথবা অন্য কোনও বিশেষ কারণে। শারদীয়-

মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের উদ্দেশ্য ছিল—গোপীদের চিত্তে যে মান বা সৌভাগ্য-গর্ব্বের উদয় হইয়াছিল, তাঁহাদের চিত্ত হইতে সেই গর্ব্ব ও মান দূর করা, অদর্শনের তীব্রতাপ ও উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদের সকলের চিত্তকে রাসলীলা-রসোদ্‌গারের পক্ষে সম্যক্‌রূপে উপযোগী করা। কিন্তু যদি তাঁহাদের দৃষ্টিপথেই তিনি শ্রীরাধাকে লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন, তাঁহাদের মানের প্রশমন হইত না, বরং অসূয়ার উদ্ভব হইত ; তাহা হইলে রাসলীলাই সম্পন্ন হইতে পারিত না। তাই তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—তিনি অন্য গোপীদের অপেক্ষা রাখেন ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয় ; অপেক্ষা তিনি রাখেন না। অপেক্ষা যে তিনি রাখেন না, জয়দেব-বর্ণিত বসন্ত-রাসের ব্যাপার হইতেই তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতে পারে। বিষয়টী এই। শতকোটি গোপসুন্দরীর সঙ্গে বসন্ত-রাস-লীলা আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভিমানিনী হইয়া শ্রীরাধা রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এক শ্রীরাধাব্যতীত শতকোটি গোপীর আর সকলেই রাসস্থলীতে উপস্থিত আছেন। তথাপি হঠাৎ যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য অস্তমিত হইয়া গেল ; রাসলীলা-রসের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গেল। আনন্দের তরঙ্গ যেন আর প্রবাহিত হইতেছেনা। কেন এমন হইল ? শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, রাসমণ্ডলীতে রাসেশ্বরী নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীরাধার স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাসস্থলী ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। শতকোটি গোপী রাসস্থলীতে পড়িয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না ; তাঁহাদের সম্মুখভাগ হইতেই তিনি চলিয়া গেলেন। যাওয়ার সময়ে বলিয়াও গেলেন না—আমি শ্রীরাধার খোঁজে যাইতেছি ; তোমরা একটু অপেক্ষা কর। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাদ্‌ভাবেই অন্য গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন, অন্য কোনও গোপীর অপেক্ষাই তিনি রাখেন না। শ্রীরাধার প্রতি তাঁহার অনুরাগের গাঢ়তাই ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। আরও প্রমাণিত হইল—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাবিষয়ক প্রেম সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ এবং শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমও সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ।

ড। কৃষ্ণতত্ত্ব-রসতত্ত্ব-প্রেমতত্ত্ব-রাধাতত্ত্ব

রামানন্দরায়ের কথা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন এবং বলিলেন—"যে লাগি আইলাঙ্ তোমাস্থানে। সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হইল জ্ঞানে॥ এবে সে জানিল সেব্য-সাধ্যের নির্ণয়। আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়॥ কৃষ্ণের স্বরূপ কহ—রাধিকাস্বরূপ। রস কোন্ তত্ত্ব, প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ॥"

প্রভু রামানন্দরায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণের স্বরূপ কি, রাধিকার স্বরূপ কি, রসের তত্ত্ব কি, প্রেমের তত্ত্বই বা কি ?" এই প্রশ্ন শুনিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে, সাধ্যতত্ত্ব এবং রাধা-প্রেমের মহিমাসম্বন্ধে প্রভু যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই যেন জানা হইয়া গিয়াছে ; এখন যেন অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেছেন। মনে হইতে পারে—সেব্য ও সাধ্য বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত

সেবা ও সাধনে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না ; এজন্যই যেন প্রভু সেব্য ও সাধ্যের স্বরূপবিষয়ক এবং রসাদির তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু প্রভুর প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাহা বলিয়া মনে হয় না। শ্রীশ্রী-চৈতন্যচরিতামৃতের পরবর্ত্তী বিবরণ হইতে জানা যায়—এখন পর্য্যন্ত সাধ্যতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর কৌতুহল নিবৃত্ত হয় নাই। রায়-রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি বলিয়াছেন ; সেই প্রসঙ্গেই প্রভু রাধা-প্রেমের মহিমা জানিতে চাহিয়াছেন ; উদ্দেশ্য যেন -রাধাপ্রেমের মহিমার চরমতম বিকাশেই রাধা-প্রেমের সাধ্য-শিরোমণিত্ব। রাধাপ্রেমের মহিমাসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে প্রভু একটী মাত্র প্রশ্ন পূর্ব্বপক্ষের আকারে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বসন্ত-রাসের দৃষ্টান্তে রায়রামানন্দ তাহার সমাধান করিয়াছেন। এই সমাধানে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়াছেন বটে ; কিন্তু রাধাপ্রেমের মহিমা-সম্বন্ধে প্রভুর কৌতুহল তখনও রহিয়া গিয়াছে। তাই তিনি কেবল বলিলেন—এক্ষণে "সাধ্যের নির্ণয় জানিলাম।—অর্থাৎ রাধাপ্রেমই যে চরম-সাধ্যবস্তু, তাহা বুঝিলাম।" কিন্তু "রাধাপ্রেম যে সাধ্যশিরোমণি, তাহা এতক্ষণে বুঝিলাম।"—একথা প্রভু বলিলেন না। প্রভুর মনের ভাব বোধ হয় এইরূপ—"অন্যনিরপেক্ষতা প্রেমের মহিমার পরিচায়ক সত্য ; এবং শ্রীরাধার প্রেম যে অন্যনিরপেক্ষ, তাহাও সত্য। কিন্তু কেবল অন্যনিরপেক্ষতাই রাধাপ্রেমের চরমতম বিকাশের পরিচায়ক নয়। রাধাপ্রেম যে বিকাশের চরমতম সীমায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে পর্য্যন্ত না জানা যাইবে, সেই পর্য্যন্ত তাহাকে সাধ্যশিরোমণি বলা সঙ্গত হইবে না।" বাস্তবিক রাধাপ্রেম যে বিকাশের চরমতম সীমায় পৌঁছিয়াছে, রায়রামানন্দের মুখে তাহা প্রকাশ করাইবার অভিপ্রায়েই প্রভু বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়।" কিন্তু প্রভু প্রকাশ্যভাবে কোনওরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত না করিয়া একটী কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই কৌশলের প্রথম স্তবক বিকাশ পাইল—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বাদি সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসায়। আর এক স্তবক বিকশিত হইবে—বিলাস-মহত্ত্বের জিজ্ঞাসায়।

যে-কৃষ্ণকে শ্রীরাধার প্রেম সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, যে-কৃষ্ণের অন্যাপেক্ষা দূর করাইয়াছে, সেই কৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিলে রাধাপ্রেমের মহিমার গুরুত্ব সম্যক্‌রূপে জানা যায় না। তাই কৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা। বাতাসের বেগে তৃণাদিও দোলায়িত হয়, তরুগুল্মাদিও দোলায়িত হয়; অবার বিরাট মহীরুহও উৎপাটিত হয়। যে বেগে বিরাট মহীরুহ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া যায়, তাহার শক্তি বা মহিমা অনেক বেশী। সুতরাং বায়ুবেগের শক্তির পরিমাণ জানিতে হইলে, যে বস্তুর উপর তাহার প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহার স্বরূপ জানা দরকার—তাহা কি ক্ষুদ্র তৃণ, না কি বিরাট মহীরুহ, তাহা জানা দরকার।

যে-রাধার প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে উল্লিখিতরূপ অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে, সেই রাধার তত্ত্ব না জানিলেও তাঁহার প্রেমের মহিমা সম্যক্ জানা যায় না। তাই রাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা। সকল রকমের রসগোল্লারই আস্বাদ্যত্ব আছে ; কিন্তু কোনও কোনও মিষ্টান্ন-প্রস্তুত-কারকের রসগোল্লার আস্বাদন-চমৎকারিতা অপূর্ব্ব। তাই রসগোল্লার অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বের পরিচয় পাইতে হইলে মিষ্টান্ন-প্রস্তুত-কারীর পরিচয়ও জানা দরকার।

আর, যে প্রেমের এমন অদ্ভুত প্রভাব, সেই প্রেমের তত্ত্ব, সেই প্রেম স্বরূপতঃ কি বস্তু, তাহা না জানিলেও তাহার মহিমা সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারেনা। তাই প্রেমতত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। যে মণিটী অদূরে ঐ অন্ধকারে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, তাহা কি সাপের মাথার মণি, না কি কোনও খনিজাত মণি, না কি স্পর্শমণি—তাহা নিশ্চিতরূপে জানিলেই তাহার মূল্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে।

রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যে-রসের বিকাশ, সেই রসের তত্ত্ব না জানিলেও প্রেমের মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারেনা ; যেহেতু, পরিকর-ভক্তদের প্রেমের প্রভাবেই রসত্বের বিকাশ। রাধাপ্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে-রসত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই রাধা-প্রেমের মহিমাও অবগত হওয়ায় যায়। তাই রসতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভুর জিজ্ঞাসা।

রায়-রামানন্দ ক্রমে ক্রমে অতি সংক্ষেপে এ-সমস্ত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে তিনি বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরম ঈশ্বর, স্বয়ংভগবান্, সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান, অনন্ত কোটিব্রহ্মাণ্ডের এবং অনন্ত-বৈকুণ্ঠের এবং অনন্ত-ভগবৎস্বরূপেরও আধার। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ লঘু বস্তু নহেন। তিনি অতি বিরাট বস্তু, বিরাট তত্ত্ব, মহামহিম, গুরু বস্তু হইতেও গরীয়ান্। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত ; শ্রীরাধার প্রেমের বশীভূত হইয়া এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণও যেন নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া রাধাপ্রেমের প্রভাবে পুতুলের ন্যায় উদ্ভট নৃত্য করিয়া থাকেন। "শ্রীরাধার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট। সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥"

কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্য্যের কথা বলিয়া রায়রামানন্দ তাঁহার অপরিসীম মাধুর্য্যের কথাও বলিয়াছেন—রসতত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে। এ-স্থলে রসতত্ত্ব বলিতে রসস্বরূপ-পরমতম আস্বাদ্যবস্তু, পরমতম মাধুর্য্যময় বস্তু—শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বই অভিপ্রেত। রামানন্দ রায় বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সচ্চিদানন্দতনু—চিদানন্দঘন-বিগ্রহ, ব্রজেন্দ্রনন্দন (সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন বস্তু হইলেও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান ; অজ, নিত্য, সর্ব্বকারণ-কারণ, অনাদি এবং সকলের আদি হইলেও রস-আস্বাদনের উদ্দেশ্যে অনাদিকাল হইতেই ব্রজেন্দ্রনন্দনত্ব অঙ্গীকার করিয়া বিরাজিত), সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হইয়াও সর্ব্বরসপূর্ণ (পরমতম-আস্বাদ্যবস্তুদ্বারা পূর্ণ), বৃন্দাবনে তিনি অপ্রাকৃত নবীনমদন, "পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথমদন॥" সমস্ত রসামৃত-বৈচিত্রীর বিষয় এবং আশ্রয়, তিনি "শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর। অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥" তাঁহার মাধুর্য্য নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপগণের এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি ভগবৎ-কান্তাগণের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে এবং তাঁহার "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥" এতাদৃশ সর্ব্বাতিশায়ী অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য যাঁহার, তিনিও কিন্তু শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া পড়েন এবং রাধাপ্রেম-মাধুর্য্যের আস্বাদনে পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। তিনি মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ ; তাঁহার মাধুর্য্যের সর্ব্বোত্তম-বিকাশেই তিনি "সাক্ষাৎ মন্মথমদন—

মদনমোহন।" কিন্তু তাঁহার এই মদনমোহনত্বের মূলেও রহিয়াছে শ্রীরাধার প্রেম। "রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ।" তিনি মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ হইলেও নিকটবর্ত্তী পরিকর ভক্তের প্রেমই তাঁহার মাধুর্য্যকে বাহিরে বিকশিত বা তরঙ্গায়িত করিতে পারে; নিকটবর্ত্তী পরিকর ভক্তের প্রেমের উৎকর্ষ অনুসারেই তাঁহার মাধুর্য্যবিকাশের উৎকর্ষ। ব্রজে মদনমোহনরূপেই তাঁহার মাধুর্য্যের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ; তিনি যখন শ্রীরাধার সান্নিধ্যে থাকেন, শ্রীরাধার প্রেমের প্রভাবে তখনই—অন্যকোনও পরিকর ভক্তের সান্নিধ্যে অবস্থানকালে নহে, শ্রীরাধার সান্নিধ্যে অবস্থান-কালেই—তাঁহার মদনমোহন রূপ বিকশিত হয়, তাঁহার আস্বাদ্যরসস্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ রাধাপ্রেমের প্রভাবেই সম্ভবপর হয়।

শ্রীরাধার যে-প্রেমের এতাদৃশ প্রভাব, সেই প্রেমের স্বরূপটী কি, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে রামানন্দ রায় প্রেমতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন। প্রেম হইতেছে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা; কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছারূপ প্রেম প্রাকৃত মনের প্রাকৃত-বৃত্তিবিশেষ নহে। তবে তাহা কি বস্তু, রামানন্দ রায় তাহা বলিয়াছেন।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি হইতেছে প্রধান—চিচ্ছক্তি (বা স্বরূপশক্তি), মায়াশক্তি এবং জীবশক্তি (বস্তুতঃ এই তিনটী শক্তির অনন্ত-বৈচিত্রীতেই তাঁহার অনন্ত-শক্তি)। এই তিনটী শক্তির মধ্যে আবার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এই স্বরূপশক্তির আবার তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী; এই তিনটী বৃত্তির মধ্যে হ্লাদিনী হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-শক্তির মধ্যে হ্লাদিনীশক্তি হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। এতাদৃশী "হ্লাদিনীর সার অংশ—তার 'প্রেম' নাম।" সুতরাং প্রেমবস্তুটী যে অপরূপ মহিমাময়, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার, শ্রীরাধার প্রেম হইতেছে সেই অপরূপ মহিমাময় প্রেমেরই ঘনীভূততম অবস্থা; সুতরাং শ্রীরাধার প্রেমের মহিমাও অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়।

এতাদৃশ রাধাপ্রেমের আধার যিনি, সেই শ্রীরাধা আবার কি রকম বস্তু, তাহা জানাইবার জন্য রামানন্দরায় শ্রীরাধার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। "হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥ সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥" প্রেমের সান্দ্রতম-অবস্থা যে মহাভাব, শ্রীরাধা হইতেছেন সেই মহাভাবঘনবিগ্রহা। শ্রীরাধার দেহ প্রাকৃত রক্তমাংসাদিতে গঠিত নহে, পরন্তু ঘনীভূত প্রেমের দ্বারা গঠিত। "প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেমবিভাবিত।" সেই প্রেমঘনবিগ্রহ আবার সর্ব্বতোভাবে প্রেমরস-পরিষিঞ্চিত। এজন্যই শ্রীরাধা হইতেছেন "কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥" অমৃতের আধার যদি অমৃতঘন হয়, তাহা হইলেই অমৃতের স্বাদ সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। শ্রীরাধার পরামৃতরূপ প্রেমের আধারও হইতেছে পরামৃত-প্রেমঘনবিগ্রহা শ্রীরাধা; তাই সকল সময়ে সর্ব্বাবস্থাতেই রাধাপ্রেম হয় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরমলোভনীয় এবং সেজন্যই তাদৃশ-প্রেমবতী শ্রীরাধা হয়েন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা।

চ। রাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ত্ব

শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং আনন্দগদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিলেন—রামানন্দ। "জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব। শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাসমহত্ত্ব॥" প্রেমের উচ্ছ্বাসেই বিলাস: সুতরাং বিলাসের মহিমাদ্বারাই প্রেমের মহিমা জানা যায়। রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেম-মহিমার আরও উৎকর্ষ অভিব্যক্ত করাইবার উদ্দেশ্যেই প্রভু বলিলেন—"শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।" শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব স্বভাবতঃই পরম-মধুর, ভক্তচিত্তের প্রেমরস-পরিনিষিক্ত হইয়া উদ্‌গীরিত হইলে তাহা আরও মধুর হইয়া থাকে। তাই পরমরসিক ভক্ত রামানন্দের মুখে রাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ত্ব উদ্গীরিত করাইবার জন্য প্রভুর লালসা।

প্রভুর কথা শুনিয়া রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব-সম্বন্ধে—"রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীরললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥ রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে।"

যিনি বিদগ্ধ, নবযুবা, পরিহাসপটু, নিশ্চিন্ত এবং যে প্রেয়সীর যেরূপ প্রেম, যিনি সেই প্রেয়সীর সেইরূপ বশীভূত, তাঁহাকে ধীরললিত নায়ক বলে।

শুনিয়া "প্রভু কহে—এই হয়, আগে কহ আর। রায় কহে—ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর॥"

প্রেমের—শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার বাসনার—গাঢ়তাবশতঃই বিলাসের বাসনা জন্মে এবং বিলাস-ব্যপদেশেই প্রেমের মহিমা প্রকটিত হয়; তাই প্রভু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব শুনিতে চাহিয়াছেন। বিলাসের মহত্ত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া রায়-রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের কথা বলিলেন। তিনি ধীরললিতত্বের যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলিলেন, তৎসমস্তই রাধাপ্রেমজনিত বিলাসের মাহাত্ম্যই সূচিত করিয়া থাকে। যিনি সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; যিনি সর্ব্বযোনি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্; যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও শ্রুতিগণ যাঁহার মহিমার অন্ত পায়েন না, সেই পরম-স্বতন্ত্র পরম-ব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে দুর্দ্দমনীয়া রস-লোলুপতা জাগাইয়া যে বিলাস তাঁহাকে প্রেয়সীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং সেই সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণির নিবিড়তম মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া—সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব হইলেও প্রেয়সী-সঙ্গলোভে তাঁহাকে নিভৃত-নিকুঞ্জে রাত্রিদিন অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই বিলাস যে কি মহান্ বস্তু, তাহার শক্তি যে কত মহীয়সী—তাহা কে বলিবে? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের এত বড় মহিমার কথা রায়-রামানন্দ ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু তাহাতেও প্রভুর তৃপ্তি হইলনা; তিনি আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—"রামানন্দ, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের বিলাসের যে অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু রামানন্দ, বিলাস-মহত্ত্বের সকল কথা যেন বলা হয় নাই; আরও যেন গূঢ় রহস্য কিছু আছে; তাহাই জানিতে ইচ্ছা হয়। বল রামানন্দ।"

শুনিয়া রায়রামানন্দ বলিলেন- "প্রভু, যাহা বলিয়াছি, তাহার উপরের কোনও বিষয়ে আমার বুদ্ধির গতি নাই।" তথাপি রামানন্দ বলিলেন,

"যেবা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥
এত কহি আপনকৃত গীত এক গাইল। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥"

যে রহস্যের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইল প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত। কিন্তু, প্রভু, আমার রচিত গীতে সেই ইঙ্গিতটীকে সার্থকতা দিতে পারিয়াছি কিনা, বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্যটীকে ফুটাইয়া উঠাইতে পারিয়াছি কিনা, জানিনা। যদি না পারিয়া থাকি, গীতটী শুনিয়া তোমার সুখ হইবেনা; অথবা, যে রহস্যটী তুমি প্রকাশ করাইতে চাহিতেছ, আমার রচিত গীতে যদি তাহার ইঙ্গিত না থাকে, তাহা হইলেও তোমার সুখ হইবে না, তোমার বাসনা তৃপ্তি লাভ করিবেনা। তাই প্রভু আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিতেছে যে—গীতটী শুনিয়া তুমি সুখী হইবে কিনা। তথাপি, আমার গীতটী আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি, তুমি শুন প্রভু, তোমার অভিলষিত বস্তুটী ইহাতে আছে কিনা দেখ।"

৪৩৩। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-সূচক যে গানটী রায় রামানন্দ গাহিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি! সে-সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি, বিছুরহ জানি॥
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন। দুহুকেরি মিলনে মধত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী। সুপুরুখ-প্রেম কি ঐছন রীতি॥"

এই গীতটীর অন্তর্গত "না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥"- এই অংশটীর মধ্যেই বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্যটী নিহিত আছে।

কিন্তু এই রহস্যটী কি? "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-শব্দের অর্থ আলোচনা করিলেই রহস্যটীর উদ্‌ঘাটনের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। তাই সর্ব্বাগ্রে "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

ক। **প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত শব্দের তাৎপর্য্য**

প্রেমবিলাস—প্রেমজনিত বিলাস বা কেলি ; স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশহীন, প্রেমের বিষয় যিনি, কেবলমাত্র তাঁহার সুখবিধানের বাসনা (ইহাই প্রেম, সেই প্রেম) হইতে উদ্ভূত এবং সেই বাসনার প্রেরণায় সংঘটিত বিলাস। ইহা স্বসুখ-বাসনা দ্বারা প্রণোদিত বিলাস নহে ; তাদৃশ বিলাসের নাম কামবিলাস , কামবিলাস হইতেছে পশুবৎবিলাস, ইহার মহত্ত্ব কিছু নাই, ইহা বরং জুগুপ্সিত। প্রেম-বিলাস-শব্দের অন্তর্গত "প্রেম"শব্দেই কামবিলাস নিরসিত হইতেছে। **প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত**—প্রেমজনিত বিলাসের বিবর্ত্ত। কিন্তু বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ কি ? বিবর্ত্ত-শব্দটীই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময়।

বিবর্ত্ত—এই পয়ারের টীকায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকাকার শ্রীপাদবিশ্বাথ চক্রবর্ত্তী বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"বিপরীত।" উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণে ২২শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "বকারে সুমুখি নববিবর্ত্তঃ"-স্থানে বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"পরিপাকঃ।" আর, বিবর্ত্তের একটী সাধারণ এবং সর্ব্বজন-বিদিত অর্থ আছে—"ভ্রম।" তাহা হইলে, বিবর্ত্ত-শব্দের তিনটী অর্থ পাওয়া গেল—বিপরীত বা বৈপরীত্য, পরিপাক বা পরিপক্কতা এবং ভ্রম বা ভ্রান্তি। "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এই তিনটী অর্থেরই উপযোগিতা এবং সার্থকতা আছে। অবশ্য "পরিপাক"-অর্থেরই মুখ্য উপযোগিতা এবং সার্থকতা, "বিপরীত" এবং "ভ্রম" অর্থের উপযোগিতা এবং সার্থকতা আনুষঙ্গিক—মুখ্যার্থ-"পরিপাকের" বহির্লক্ষণ-সূচকরূপে ; "পরিপাক"-অর্থ ই অঙ্গী, "ভ্রম" এবং "বিপরীত" হইল তাহার অঙ্গ।

বিবর্ত্ত-শব্দের উল্লিখিত মুখ্য অর্থ ধরিলে "প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত"-শব্দের অর্থ হয়--প্রেমজনিত বিলাসের পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা। এই চরমোৎকর্ষাবস্থায় দুইটি লক্ষণ প্রকাশ পায়—একটী ভ্রান্তি, অপরটী বৈপরীত্য।* যে বস্তুটীকে চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না, বাহিরের লক্ষণ-দ্বারাই তাহাকে চেনা যায়। প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থাটীও চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় ; যে সমস্ত লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহাদ্বারাই তাহার অস্তিত্বের অনুমান করিতে হয়। তাই চক্রবর্ত্তিপাদ একটী লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন—বিপরীতবা বৈপরীত্য। আর একটী লক্ষণ—ভ্রান্তি ; ভ্রান্তি হইতেই বৈপরীত্য জন্মে। কিরূপে ? তাহাই দেখান হইতেছে।

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে "ধন্যাসি যা কথয়সি"-শ্লোকের টীপ্পনীতে লিখিত আছে যে—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাতেই কামক্রীড়ার চরমাবস্থা। বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তা যখন জন্মে,—যখন একমাত্র বিলাসব্যতীত আর কোনও ব্যাপারেই, এমন কি, নিজেদের অস্তিত্ব-

* এই বৈপরীত্য কিন্তু সম্প্রয়োগবিষয়ক বলিয়া মনে হয় না, কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সম্প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ হার্দ্দ নহে [৭।৪২৬ প (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। যাহা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ হার্দ্দ নহে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাহাত্ম্যের চরমপরাকাষ্ঠাময় প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে তাহা অভিপ্রেত বলিয়া মনে করা যায় না। তবে এই বৈপরীত্য কিরূপ, গোপালচম্পূর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পরে তাহা বলা হইবে।

সম্বন্ধেও নায়ক-নায়িকার কোনও অনুসন্ধান থাকেনা—তখন তাঁহাদের স্মৃতির এবং অনুসন্ধানের বিষয় থাকে একমাত্র বিলাস। কিরূপে বিলাসের পারিপাট্য বা বৈচিত্রী সাধিত হইবে, কিরূপে বিলাসের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয় থাকে ; অথচ সেই অনুসন্ধান কে করিতেছে, সেই অনুভূতিও যখন তাঁহাদের থাকেনা, তখনই ক্রম-বর্দ্ধমান চরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে বৈপরীত্য—নায়ক-নায়িকার চেষ্টার বৈপরীত্য—সম্ভব হইতে পারে। রায় রামানন্দের গীতের "না সো রমণ না হাম রমণী"-বাক্যে এই বৈপরীত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চক্রবর্ত্তিপাদ বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থে সম্ভবতঃ এই বৈপরীত্যের কথাই বলিয়াছেন। এই বৈপরীত্যের অব্যবহিত হেতু হইল ভ্রান্তি—নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি। এই ভ্রান্তি হইল আবার বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার ফল। বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাই বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক ; এই অবস্থাটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া তাহাহইতে জাত ভ্রান্তিদ্বারা এবং ভ্রান্তি হইতে জাত চেষ্টার বৈপরীত্য দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এস্থলে বিবর্ত্ত-শব্দের পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী অর্থই গৃহীত হইয়াছে। প্রধান অর্থ পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা ; তাহার ফল ভ্রান্তি এবং ভ্রান্তির ফল বৈপরীত্য।

কিন্তু এই বৈপরীত্য—চেষ্টার বৈপরীত্য—প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার একটী বাহিরের লক্ষণমাত্র ; ইহাই চরমোৎকর্ষাবস্থা নয়। আবার এইরূপ বৈপরীত্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষ-লক্ষণও নয়, সকল অবস্থাতে এই বৈপরীত্য প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থা সূচিত করে না। ইহা যদি নায়ক-নায়িকার ইচ্ছাকৃত হয়, তাহা হইলে এই বৈপরীত্য বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক হইবে না। ইহা যদি বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার ফলে জাত ভ্রম বা নায়ক-নায়িকার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি-বশতঃ, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়, তাহা হইলেই বৈপরীত্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরিচায়ক হইবে, অন্যথা নহে। (বিস্তৃত আলোচনা লেখক-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় বা চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য)।

প্রেমজনিত বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ নায়ক-নায়িকার—-নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের এবং নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধার – উভয়েরই মনের বাসনা থাকে মাত্র একটী —বিলাস-সুখের বর্দ্ধন-বাসনা ; তখন তাঁহাদের উভয়ের মন যেন এক হইয়া যায় ; একথাই গীতের "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি" বাক্যের তাৎপর্য্য। উভয়েই একমনা হইয়া যায়েন বলিয়া তাঁহাদের আর ভেদজ্ঞান থাকেনা। বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তা-জনিত এই ভেদজ্ঞান-রাহিত্যেই যে প্রেমবিলাসের চরম পরাকাষ্ঠা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে শ্রীপাদকবি-কর্ণপূরও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্নোঽতিকাষ্ঠাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যং প্রতিপদ্যবাতীৎ॥—শ্রীলরামানন্দরায় বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের) প্রেমের অতি-পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদনপূর্বক তদুভয়ের পরম-একত্বসূচক একটী গীত গাহিয়া ছিলেন॥১৩।৪৫॥"

বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাজনিত আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য হইতে যে বিপরীত বিহার

উদ্ভূত হয়, তাহাই যে বিলাস-মহত্ত্বের চরম পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক, শ্রীজীবগোস্বামীর গোপালচম্পূগ্রন্থের পূর্ব্বচম্পূর "সর্ব্ব-মনোরথপূরণ" নামক ৩৩শ পূরণ হইতেও তাহা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধানের জন্য পরম উৎকণ্ঠাবশতঃ ব্রজতরুণীগণ দিনের পর দিন তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে নিরত আছেন, ইহার আর বিরতি নাই, বিলাস-বাসনা যেন কিছুতেই উপশান্ত হইতেছে না; বরং দিনের পর দিন তাহা যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তৃষ্ণা-শান্তিহীন কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময় বিলাসই যেন তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "তদেবং রামানুজস্য রমণীনামপ্যমূষাং দিনং দিনমপ্যুপরমণং রমণমতীব জীবনসমতামবাপ ॥২॥" এই সেবাবাসনার উদ্দামতা এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল ঔৎকণ্ঠ্য শ্রীরাধার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; যেহেতু তাঁহার মধ্যেই প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। তাঁহার এই সেবা-বাসনাজনিত পরমৌৎকণ্ঠ্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও সেবাগ্রহণ-বাসনার পরমৌৎকণ্ঠ্য জাগাইয়া থাকে ; শ্রীকৃষ্ণের এই সেবা-গ্রহণবাসনাও বস্তুতঃ শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত তাঁহার উৎকণ্ঠা ; যেহেতু, তাঁহার যত কিছু লীলা, তৎসমস্তের উদ্দেশ্যই হইতেছে কেবলমাত্র তাঁহার ভক্তদের চিত্তবিনোদন, তাঁহার নিজমুখেই একথা প্রকাশ। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পদ্মপুরাণ ॥" ভক্তের সেবা-গ্রহণবাসনার মূলে যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখ-বাসনা লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলে সেবাগ্রহণের কোনও মাহাত্ম্য থাকে না, ভক্তের সেবাগ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে মহীয়ান্ হইতে পারে না। যাহা হউক, শ্রীরাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনা এবং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার প্রীতিবিধানার্থ তাঁহার সেবা-গ্রহণবাসনা—এতদুভয়ই যখন পূর্ণ উদ্দামতা লাভ করিয়া চরম ঔৎকণ্ঠ্যে পরিণত হয়, তখনই তাঁহাদের প্রেমবিলাস পূর্ণতমরূপে মহীয়ান্ হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ চরমতম ঔৎকণ্ঠ্যের প্রেরণায় নায়ক-নায়িকা যখন লীলাপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া যায়েন, তখন "অন্যোহন্যং রহসি প্রয়াতি মিলতি শ্লিষ্যত্যলং চুম্বতি ক্রীড়ত্যুল্লসতি ব্রবীতি নিদিশত্যুদ্ভূষয়ত্যন্বহম্। গোপীকৃষ্ণযুগং মুহুর্ব্বহুবিধং কিন্তু স্বয়ং নোহতে শশ্বৎ কিং নু করোমি কিং ব্যকরবং কুর্বীয় কিং বেত্ত্যপি ॥—তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে লইয়া গোপন স্থানে যায়েন, মিলিত হয়েম, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন, উল্লসিত করেন, পরস্পরের নিকট রতিকথা বলেন, 'আমার বেশ রচনা কর'—পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ আদেশ করেন, পরস্পর পরস্পরের বেশরচনাও করেন। এইরূপে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বহুবিধ কেলি-বিলাসে নিরত থাকেন ; কিন্তু বিলাস-বিষয়ে ঐকান্তিকী তন্ময়তাবশতঃ—কি করিতেছি, কি করিয়াছি, বা কি করিতে পারি—ইত্যাদিরূপ কোনও অনুসন্ধানই তখন তাঁহাদের থাকে না। গোপালপূর্ব্বচম্পূ, ৩৩।৫॥" এস্থলে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য সূচিত হইতেছে। "অন্যোহন্যম্"-শব্দ হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, আলিঙ্গন-চুম্বনাদির ব্যাপারে, কি বেশরচনার্থ আদেশাদির ব্যাপারে কখনও শ্রীকৃষ্ণই অগ্রণী এবং কখনও বা শ্রীরাধাই অগ্রণী ; ইহাতেই তাঁহাদের বিলাসের বৈপরীত্য বা বিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইতেছে। কে-ই বা রমণ, আর কে-ই বা রমণী, কে-ই বা কান্ত, আর কেই বা কান্তা—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ এইরূপ ভেদজ্ঞানই তাঁহাদের লোপ পাইয়া থাকে। ইহাই গীতের "না

সো রমণ, না হাম রমণী” বাক্যের মর্ম্ম। প্রেমবৃদ্ধির চরম পরাকাষ্ঠাবশতঃ পরস্পর পরস্পরকে সুখী করার বাসনার উদ্দাম প্রেরণায় নায়ক-নায়িকা যখন কেলিবিলাসে প্রমত্ততা প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহাদের চিত্ত উপরতিহীন কেলিবিলাস-বাসনার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াই যেন অভিন্নত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইহাই গীতের “তুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি”-বাক্যের তাৎপর্য্য।

উল্লিখিতরূপ বিলাসাদি সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও পরম-ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ তাঁহাদের নিকটে স্বাপ্নিক বলিয়া মনে হয় (৩৩।৩১)। সর্ব্বাতিশায়িনী প্রেমোৎকণ্ঠার ফলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগেও অসংযোগ, অসংযোগেও সংযোগ, গৃহকে বন, বনকে গৃহ, নিদ্রাকে জাগরণ, জাগরণকে নিদ্রা, শীতকে উষ্ণ, উষ্ণকে শীত—ইত্যাদি মনে করিয়া থাকেন। এইরূপই যখন অবস্থা, তখন শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের কান্তাকান্ত-স্বভাবেরও বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। “কান্তস্যাচরণং কান্তায়াং কান্তায়াঃ কান্তে এতদ্‌-বৈপরীত্যং জজ্ঞে (৩৩।১৩)।—রমণের রমণত্ব রমণীতে এবং রমণীর রমণীত্ব রমণে সঞ্চারিত হয়– (উভয়ের অজ্ঞাতসারে)।” ইহাই বিলাসের বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য হইল—চরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে জাত—পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ যে এক অনির্ব্বচনীয় এবং দুর্দ্দমনীয় উৎকণ্ঠা, তাহা হইতে উদ্ভূত—বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তার বহির্ব্বিকাশমাত্র। সংযোগে অসংযোগ, অসংযোগে সংযোগ-জ্ঞান যেমন পরমোৎকণ্ঠার বাহিরের লক্ষণ, তদ্রূপ এই বিলাস-বৈপরীত্যও পরম-প্রেমোন্মত্ততা-বশতঃ বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তারই একটা বাহিরের লক্ষণ। রামানন্দ-রায় এই লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু বিলাস-বৈপরীত্যমাত্রই নয় বিলাস-বৈপরীত্যের হেতু যাহা, তাহাই। প্রেম-বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তাই তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু।

শ্রীরাধার প্রেমের এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যটী প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মুখে এই প্রেমের বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার অখিল-রসামৃতমূর্ত্তিত্ব, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধরত্ব, সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথত্ব, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্ব, আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহরত্বাদি—প্রকটিত করাইয়াছেন। তার পর, সেই প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যও—তাঁহার মহাভাবরূপত্ব, আনন্দ-চিন্ময়রসত্ব, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রেম-বিভাবিতত্ব, বিশুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম-রত্নাকরত্ব, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌভাগ্যাদি—রামানন্দ-রায়ের মুখে প্রকটিত করাইয়াছেন। এইরূপে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করাইয়া—অখণ্ড-রসবল্লভ শ্রীনন্দ-নন্দনের এবং অখণ্ড-রসবল্লভা শ্রীভানুনন্দিনীর বিলাস-মহত্ত্ব প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যে প্রভুর অভিপ্রায় জন্মিল। তাঁহারই ইঙ্গিতে এবং প্রেরণায় ভাগ্যবান রায়-রামানন্দ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণন করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান তাঁহার ধীরললিতত্বে এবং ইহাও জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত বলিয়া বিলাস-বৈচিত্রীর চরমোৎকর্ষতার উপযোগী গুণাবলী তাঁহাতে বিরাজিত। তারপরই তিনি নীরব হইলেন। নায়ক ও নায়িকা—উভয়কে নিয়াই বিলাস। সুতরাং কেবল নায়কের মধ্যে পরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত বিলাসের উপযোগী গুণাবলী থাকিলেই বিলাসমহত্ত্ব পূর্ণতা লাভ

করিতে পারেনা। নায়িকাতেও তদনুরূপ গুণাবলী থাকার প্রয়োজন। কিন্তু নায়িকা শ্রীরাধিকাতে সে সমস্ত গুণ আছে কিনা এবং পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যসমূহের পর্য্যবসান কোথায়, তাহা প্রকাশ না করিয়াই রামানন্দ রায় যেন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া দিলেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশ্য শ্রীরাধার একটী গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন—"শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ। তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥"-ইত্যাদি বাক্যে। ইহাও প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া "প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমাস্থানে। সেই সব রসবস্তু-তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥" কিন্তু তাহাতেও প্রভুর সাধ মিটে নাই; তাই পুনরায় বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়।" ইহার পরেই শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের কথাও রায় ব্যক্ত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান কোথায়, তাহাও বলিলেন; কিন্তু শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান কোথায়, তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই তিনি যেন নীরবতার আশ্রয় নিলেন। যদি কেহ বলেন, "শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ" ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই তো শ্রীরাধার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, তদধিক বক্তব্য আর কি রহিল? উত্তরে বলা যায়—আরও বক্তব্য বাকী রহিয়াছে। "শতকোটি গোপীতে যাহা নাই, শ্রীরাধাতে তাহা আছে।"—এই উক্তিদ্বারা শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে; কিন্তু এই সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম প্রেমবতীকে কোন্ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে, কি পরমোৎকর্ষ দান করিতে পারে, তাহা সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করা হয় নাই। বিলাস-মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তির পক্ষে নায়কের যেমন ধীরললিতত্বের প্রয়োজন, নায়িকার পক্ষেও স্বাধীন-ভর্তৃকাত্বের প্রয়োজন। "স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।" স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকাই নিঃসঙ্কোচে নায়ককে বলিতে পারেন—"রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়োর্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চস্রজা কবরীভরম্। কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরাবিতি।" প্রেমপরিপাকে এই স্বাধীনভর্তৃকাত্ব যখন চরমতম গাঢ়ত্ব লাভ করে, তখন কি অবস্থা হয়, শ্রীগোপালচম্পূর উক্তিতে তাহা দেখান হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কিন্তু শ্রীরাধার স্বাধীনভর্তৃকাত্বসম্বন্ধে—মাদনাখ্য-মহাভাবের অদ্ভুত প্রভাবে এই স্বাধীনভর্তৃকাত্ব কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হইতে পারে, সে-সম্বন্ধে—রায়-রামানন্দ বিশেষ কিছু বলেন নাই। এই অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য-সূচনার উপক্রমে, এক অপূর্ব্ব রহস্যভাণ্ডারের দ্বারদেশে আসিয়াই রায় যেন থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার পরে আরও অগ্রসর হওয়া প্রভুর অভিপ্রেত কিনা, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রামানন্দের এই ভঙ্গী। কারণ, ব্যাপারটী পরম-রহস্যময়। অর্জ্জুনের নিকটে গীতার শেষ কথা শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই তিনি "সর্ব্বগুহ্যতমং বচঃ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত তাহা অপেক্ষাও বহু-বহু-গুণে গুহ্যতম; তাই তাহার প্রকাশে রামানন্দ-রায়ের সঙ্কোচ। তাঁহার সঙ্কোচ বুঝিতে পারিয়া প্রভু যখন বলিলেন—"এই হয়—আগে কহ আর॥," তখনই রায় তাহা প্রকাশ করিলেন।

যাহা হউক, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপা ; মহাভাবের চরমতম বিকাশই হইল মাদনাখ্য-মহাভাব—যাহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত ; মহাভাবের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার চরমতম বিকাশও এই মাদনেই। প্রেমের চরমতম বিকাশ যে-খানে, সে-খানেই, প্রেমবিলাসেরও চরমতম বৈচিত্রীর অভিব্যক্তি, সেখানেই বিলাস-মহত্ত্বেরও চরমতম বিকাশ। রামানন্দ-রায়ের নিকটে প্রভুর শেষ প্রশ্ন ছিল—বিলাস-মহত্ত্বসম্বন্ধে। রামানন্দ-রায়ের উত্তর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তসূচক "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতে। এই গীত শুনার পরে বিলাস-মহত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভু আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই ; বরং প্রভু বলিলেন—"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১৫৭॥" এতক্ষণে সাধ্যবস্তু-তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রভুর আকাঙ্ক্ষা চরমতৃপ্তি লাভ করিয়াছে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব জানিবার বাসনাও সম্যক্‌রূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশ—সুতরাং প্রেমেরও চরমতম বিকাশ এবং মহাভাবের বৈশিষ্ট্যেরও চরমতম বিকাশ, অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাবেরও চরমতম বিকাশ—রাধাপ্রেম-মহিমারও চরমতম বিকাশ।

মাদনাখ্য-মহাভাবের চরমতম বিকাশেই যে বিলাস-মহত্ত্বেরও চরমোৎকর্ষ, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা এবং প্রেমবিলাস-সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা উল্লিখিত ভূমিকায় "প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। এস্থলে যে ভেদরাহিত্যের কথা বলা হইল, তাহা যে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকের ভেদরাহিত্য নহে, তাহাও উক্ত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—প্রেমবিলাসের পরিপক্কাবস্থায় বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ ভ্রম (আত্মবিস্মৃতি বা ভেদজ্ঞান-রাহিত্য) এবং বৈপরীত্য জন্মে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, ভেদজ্ঞান-রাহিত্য (বা ভ্রম) এবং বৈপরীত্য হইল প্রেমবিলাস-পরিপক্কতার দুইটী বহির্লক্ষণ ; ইহাদের মধ্যে বৈপরীত্য যে বিশেষ লক্ষণ নয়, তাহাও বলা হইয়াছে। ভেদজ্ঞান-রাহিত্য কিন্তু প্রেমবিলাস-পরিপক্কতার বিশেষ লক্ষণ। এই ভেদজ্ঞান-রাহিত্যকেই কবিকর্ণপূর "পরৈক্য" বলিয়াছেন—পরৈক্য-শব্দে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মনের সর্ব্বতোভাবে একতা বা একরূপতা বুঝায়। প্রেম-প্রভাবে উভয়ের মন গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে, মহাভাবের প্রভাবজ্ঞাপক "রাধায়া ভবতশ্চ"-ইত্যাদি শ্লোকস্থ "নির্ধুতভেদ-ভ্রমম্"-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—দুই খণ্ড লাক্ষা তীব্রতাপে গলিয়া যেমন এক হইয়া যায়, তদ্রূপ। ইহাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের "পরৈক্য"-অবস্থা, ইহাই ভেদজ্ঞান-রাহিত্য ; মনের ভেদ নাই বলিয়া জ্ঞানেরও ভেদ নাই, উভয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান নাই ; পৃথক্ অস্তিত্ব আছে ; যেহেতু, ইহা নিত্য ; নাই কেবল পৃথক্ অস্তিত্বের – এমন কি নিজেদেরও অস্তিত্বের—জ্ঞান বা অনুভূতি।

প্রশ্ন হইতে পারে, উক্তরূপ "পরৈক্য"-অবস্থাই যদি প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের বিশেষ লক্ষণ হয়, তাহা হইলে রায়-রামানন্দকৃত গানের শেষভাগে—"অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদি বাক্যে বিরাগ বা বিরহের কথা বলা হইল কেন ? "পরৈক্য"-অবস্থায় বিরহের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয় ? ইহার দুইটী

উত্তর হইতে পারে। প্রথমতঃ, এমনও হইতে পারে যে, গানটীর প্রথমার্দ্ধের অন্তর্ভুক্ত "না সো রমণ"-ইত্যাদি পদগুলিই পরৈক্যসূচক বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-জ্ঞাপক; শেষার্দ্ধ, বিরহ-জ্ঞাপক। বিরহ-অবস্থায় খেদের সহিত পূর্ব্বের বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তাজনিত পরৈক্যের কথা, তদবস্থায় অসমোর্দ্ধ সুখের কথার উল্লেখ করিয়া বিরহ-যন্ত্রণার তীব্রতর চরম অসহনীয়তা খ্যাপিত করা হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের নাটকোক্তি হইতে উক্তরূপ তাৎপর্য্যই অনুমিত হয়। মথুরার রাজসিংহাসনে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার দূতীর মুখে ব্যক্ত শ্রীরাধার উক্তি-সম্বন্ধে কর্ণপূর বলিয়াছেন—"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নো ধীরপি হতা ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতিস্তথাপ্যস্মিন্ প্রাণঃ স্ফুরতি ননু চিত্রং কিমপরম্।– শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—তুমি যখন ব্রজে ছিলে, তখন মিলন-সময়ে, আমি তোমার কান্তা এবং তুমি আমার কান্ত—এরূপ জ্ঞান তখন ছিলনা; তখন (ভেদজ্ঞান-মূলা) মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল; 'তুমি ও আমি', এইরূপ বুদ্ধিও তখন আমাদের (তোমার ও আমার) ছিল না (এ পর্য্যন্ত পরৈক্যের কথা-গীতস্থ 'না সো রমণ'-ইত্যাদি-বাক্যের তাৎপর্য্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরে তৎকালীন বিরহের কথা বলিতেছেন)। এখন তুমি ভর্ত্তা, আর আমি তোমার ভার্য্যা—এইরূপ বুদ্ধি আবার উদিত হইয়াছে; তথাপি আমার দেহে যে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ৭।১৬-১৭॥" নাটকের এই উক্তিকে রামানন্দ-রায়ের গীতটীর সংস্কৃত অনুবাদও বলা চলে।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র গীতটীকেই যদি প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক মনে করা যায়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে – পূর্ব্বে গোপালচম্পূর উক্তি হইতে বৈপরীত্যের যে একটী লক্ষণ দেখান হইয়াছে— সংযোগে অসংযোগের ভাব, গীতের শেষ অংশে তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহা বাস্তব অসংযোগ বা বিরহ নহে, বিরহের ভ্রান্তি মাত্র। মাদনাখ্য-মহাভাবেও মিলনেও বিরহের ভাব বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু প্রথমোক্ত সমাধানই কবিকর্ণপূরেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নাটকে, উল্লিখিত "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি"-ইত্যাদি বাক্যের পরে, প্রভুকর্তৃক রামানন্দ-রায়ের মুখাচ্ছাদন-প্রসঙ্গে কর্ণপূর লিখিয়াছেন—"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণ-রাধয়োরনুপাধিপ্রেম শ্রুত্বা তদৈব পুরুষার্থীকৃতং ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্যত্ব-প্রকাশকম্॥ ৭।১৭॥" (তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী গ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। এই নাটকোক্তি হইতেও বুঝা যায়—গীতের প্রথমার্দ্ধই নিরুপাধিক—পরম-পুরুষার্থ-সূচক পরৈক্যজ্ঞাপক এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ সোপাধিক—ভেদজ্ঞান-জ্ঞাপক বলিয়া পরৈক্য-জ্ঞানহীন।

খ। গীতের তাৎপর্য্য

"পহিল হি রাগ"-ইত্যাদি যে গীতটী রায়রামানন্দ গাহিয়াছিলেন, তাহার সার তাৎপর্য্য প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-শব্দের তাৎপর্য্য-কথন-প্রসঙ্গেই প্রকাশ করা হইয়াছে। গ্রন্থকলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে

গীতটির অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দের বা বাক্যের বিস্তৃত আলোচনা এ-স্থলে করা হইল না; অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা হইতেছে। *

পহিলহি—প্রথমে। **রাগ**—অনুরক্তি, আসক্তি। এ-স্থলে রাগ-শব্দে পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৫১-অনুচ্ছেদে কথিত প্রেমস্তর-বিশেষই সূচিত হইয়াছে। **নয়নভঙ্গ ভেল**—নয়নভঙ্গে বা চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই জন্মিল (ভেল); অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই রাগ জন্মিল। ইহা দ্বারা শ্রীরাধার মঞ্জিষ্ঠারাগের দ্রুতসঞ্জাতত্ব সূচিত হইতেছে (৬।৫৪ খ-অনু-দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতেছে ললনানিষ্ঠ প্রেমের স্বভাব (৬।১১৪খ-অনু দ্রষ্টব্য)। ললনানিষ্ঠ প্রেম জন্মাবধি শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন বা গুণ-শ্রবণাদিব্যতিরেকেও স্বয়ংই উদ্বুদ্ধ হয় এবং উদ্বুদ্ধ হইয়া দ্রুতগতিতে শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়রতি উৎপাদন করে। **অনুদিন বাঢ়ল**—দিনের পর দিন, প্রতিদিন, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বৃদ্ধি পাইল। ইহাদ্বারা শ্রীরাধার মঞ্জিষ্ঠা-রাগের অনুদিনবর্দ্ধনত্ব সূচিত হইতেছে। **অবধি না গেল**—সীমা পাইল না। শ্রীরাধা বলিলেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যে—যেন হঠাৎই—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার যে রাগ (অনুরক্তি) জন্মিয়াছিল, তাহা দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে; কিন্তু এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়াও ইহা কোনও সীমায় পৌঁছিতে পারে নাই, ইহার নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি কখনও স্থগিত হয় নাই। ইহা বিভু বস্তুরই লক্ষণ। "রাধাপ্রেম বিভু, তার বাড়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১১১॥" অনুরাগ চরম-পরিণতি প্রাপ্ত হইলেও, ইহার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃই ইহা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; সুতরাং ইহা যেন কখনও শেষ সীমায় পৌঁছেনা, ইহার শেষসীমা বলিয়াও কিছু নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই বলিয়াছেন—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ শ্রী, চৈ, চ, ১।৪।১২৪॥" রাধাপ্রেমর বিভুত্ব তাঁহার মাদনাখ্য-মহাভাবই সূচিত করিতেছে।

না সো রমণ না হাম রমণী—প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-শব্দের তাৎপর্য্য-কথন-প্রসঙ্গে এই বাক্যের তাৎপর্য্য কথিত হইয়াছে। **দুঁহুমন**—দোঁহাকার চিত্তকে; শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এতদুভয়ের চিত্তকে। **মনোভব**—মনে যাহার উদ্ভব (ভব) বা জন্ম; বাসনা; পরস্পরকে সুখী করার বাসনা। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার নিমিত্ত শ্রীরাধার বাসনা এবং শ্রীরাধাকে সুখী করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনা। পরস্পরের প্রতি উভয়ের প্রীতি বা প্রেম। শ্রীরাধার মনেও স্বসুখ-বাসনা নাই, শ্রীকৃষ্ণের মনেও স্বসুখ-বাসনা নাই। তাঁহাদের প্রীতি পারস্পরিকী। **পেষল**—পেষণ করিয়া এক করিয়া দিল। **জানি**—যেন। পরস্পরের সুখবাসনা উভয়ের মনকে গলাইয়া বা পিষিয়া যেন এক করিয়া দিল, অভিন্ন করিয়া দিল, উভয়ের মনের বাসনার পার্থক্য যেন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিল। অথবা, **জানি**—জানিতেছি, বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি—পরস্পরের সুখবাসনা উভয়ের মনকে গলাইয়া বা পিষিয়া এক করিয়া দিল।

* লেখক-সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকাতে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এ সখি-হে সখি। **সে-সব প্রেমকাহিনী**-"পহিলহি রাগ" হইতে "পেষল জানি" পর্য্যন্ত পয়ার-দ্বয়োক্ত প্রেমের কথা। **কানুঠামে**—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে। কানু—কানাই, কৃষ্ণ। **কহবি**—বলিবে। **বিছুরহ জানি**—যেন বিস্মৃত হইও না; ভুলিয়া যাইওনা যেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি" (৭।১৬-১৭) উক্তি হইতে জানা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন এই গীতোক্ত কথাগুলি তাঁহার নিকটে বলিবার নিমিত্ত শ্রীরাধা নিজের একজন দূতীকে মথুরায় পাঠাইয়াছিলেন। সেই দূতীরূপ সখীকে লক্ষ্য করিয়াই মথুরায় যাওয়ার প্রক্কালে—যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কি কি কথা বলিতে হইবে, শ্রীরাধা তাঁহাকে শিখাইয়া দিতেছিলেন, তখন—শ্রীরাধা এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"সখি, স্বতঃ-উদ্বুদ্ধ যে প্রেম দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়িতে বাড়িতে এমন এক স্তরে উপনীত হইয়াছিল, যে স্তরে এই ব্রজে আমাদের মিলনে পরম-ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ আমাদের পরৈক্য জন্মিয়াছিল বলিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে—কে রমণ, আর কে রমণী—এই জ্ঞানটী পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই প্রেমের কথা তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিবে; দেখিও যেন ভুলিয়া যাইওনা।" "যেন ভুলিয়া যাইওনা"-কথা বলার ব্যঞ্জনা এই যে—এমন ক্রম-বর্দ্ধমান্ প্রেমের কথা, এমন ভেদজ্ঞান-রাহিত্য-জনিকা বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার কথাও ভুলিয়া গিয়া যিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় অবস্থান করিতে পারিয়াছেন, সেই বিস্মরণশীল নাগরের নিকটেই তো তুমি যাইতেছ; দেখিও, তাঁহার সঙ্গের প্রভাবে আমার এই কথাগুলি তুমিও যেন ভুলিয়া যাইও না। অথবা, মথুরারই বুঝিবা এমন কোনও এক অদ্ভুত প্রভাব আছে যে, যে সেখানে যায়, সে-ই পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যায়, নচেৎ আমার এমন নাগর, সেখানে গিয়া পূর্ব্বের মিলন-কথা সমস্তই এমন ভাবে ভুলিয়া যাইবেন কেন? তুমিও তো সেই মথুরাতেই যাইতেছ; দেখিও, স্থানের প্রভাবে আমার এই কথাগুলি যেন ভুলিয়া যাইও না।" এই "বিছুরহ জানি"-কথাটি শ্রীরাধার বক্রোক্তি।

না খোঁজলু দূতী—কোনও দূতীকে খুঁজি নাই। সখি! যে প্রেমের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই প্রেম উদ্বুদ্ধ করাইবার জন্য, বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটাইবার জন্য, কোনও দূতীর অনুসন্ধান করি নাই; তজ্জন্য কোনও দূতীর মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় নাই। **না খোঁজলু আন**—দূতীর অনুসন্ধান তো করিই নাই, মিলন ঘটাইবার জন্য অপর (আন) কাহারও অনুসন্ধানও করি নাই। আমাদের মিলন ঘটাইবার জন্য অপর কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় নাই। তবে কিরূপে মিলন সংঘটিত হইল? তাহাই বলিতেছেন—**দুঁহুকেরি মিলনে**—আমাদের উভয়ের মিলন-ব্যাপারে, **মধত**—মধ্যস্থ ছিলেন **পাঁচবাণ**—পঞ্চশর, বা কন্দর্প, বা কাম; পরস্পরকে সুখী করিবার নিমিত্ত আমাদের তীব্র বাসনা বা প্রেম। ব্রজগোপীদের প্রেমকেই কাম শব্দে অভিহিত করার প্রথা আছে। এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার যেমন বলবতী উৎকণ্ঠা শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণেরও তদ্রূপ উৎকণ্ঠা।

যাহাহউক, শ্রীরাধা দূতীকে আরও বলিলেন—"শুন সখি, শ্রীকৃষ্ণ এবং আমি এই উভয়ের

প্রথম মিলনের জন্য আমাদিগকে দূতী বা অন্য কাহারও সহায়তার অন্বেষণ করিতে হয় নাই। এক জনের মধ্যেই যদি মিলনের নিমিত্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা থাকে, অপর জনে যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলেই মিলনের নিমিত্ত তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয়; যাঁহার মধ্যে মিলন-বাসনা বলবতী হইয়া উঠে, তিনিই দূতী বা অপর কাহারও আনুকূল্য খুঁজিয়া বেড়ান। কিন্তু পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত উভয়ের মধ্যেই যদি বাসনা বলবতী হইয়া উঠে, তাহা হইলে আর তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয় না; উভয়ের আকর্ষণই তাঁহাদিগকে মিলাইয়া দেয়। আমাদের মিলনও ঘটাইয়া দিয়াছিল—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ, পরস্পরকে সুখী করিবার নিমিত্ত পরস্পরের বলবতী উৎকণ্ঠা।"

প্রশ্ন হইতে পারে, উল্লিখিত রূপই যদি হইবে, তাহাহইলে দূতীর কথা গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় কেন? সখীদের এবং বংশীধ্বনির ও দৌত্যের কথা শুনা যায় কেন? উত্তর বোধ হয় এই। মিলন-বাসনাই মিলনের মুখ্য হেতু। যদি একজনের মধ্যেই মিলন-বাসনা থাকে, অপর জনে যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে যদি কোনও তৃতীয় ব্যক্তি মিলন-বাসনাহীন জনের নিকটে যাইয়া অপর জনের রূপ-গুণাদির কথা, মিলনের নিমিত্ত অপর জনের উৎকণ্ঠার কথা জানাইয়া মিলন-বাসনাহীন জনকে মিলনের জন্য প্ররোচিত করিয়া তাঁহার চিত্তে মিলন-বাসনা জাগাইয়া মিলন সংঘটিত করিতে পারে, তাহা হইলেই বলা যায় যে, এই তৃতীয় ব্যক্তিই মিলন-সংঘটনের মুখ্য হেতু। আর উভয়ের মধ্যেই যদি পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা থাকে, তাহাহইলে এই উৎকণ্ঠাই হইবে মিলনের মুখ্য হেতু; এরূপ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা হইবে উপলক্ষ্য মাত্র—মুখ্য হেতু নয়। পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য যখন উভয়ের মধ্যেই বলবতী লালসা জাগে, তখনই উভয়ের আন্তরিক মিলন সংঘটিত হয় এবং এই আন্তরিক মিলনই বাস্তব-মিলন; ইহার জন্য কোনও মধ্যস্থের প্রয়োজন হয় না। বাহিরের মিলনের জন্য সময় সময় তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয়—মিলনের স্থান ও সময়াদি জ্ঞাপনার্থ; অথবা প্রেমের স্বভাব-বশতঃ পরস্পরের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির নিমিত্ত যদি প্রেমেরই বৈচিত্রী-বিশেষ বাম্য-বক্রতাদি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার দূরীকরণার্থ। এ-সকল কাজ হইবে মিলনের আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র, বাস্তব আন্তরিক মিলনকে বাহিরে রূপায়িত করার উপলক্ষ্যমাত্র। সুতরাং দূতী-আদির কথা যে শুনা যায়, তাঁহারা হইলেন মিলনের উপলক্ষ্য বা গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ হইল পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্ত পরস্পরের হৃদয়ে স্বতঃ উদ্বুদ্ধ বলবতী বাসনা। তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"না খোঁজলু দূতী" ইত্যাদি।

এই পয়ারে ললনানিষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা-রাগের নিরুপাধিত্ব, বা অনন্য-সাপেক্ষত্ব, বা স্বতঃ-উদ্বুদ্ধত্ব সূচিত হইয়াছে।

অব—অধুনা, এক্ষণে,। **সোই**—সেই শ্রীকৃষ্ণ; দূতী বা অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীতই, কেবলমাত্র অনুরাগের প্রভাবেই, যিনি আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ। **বিরাগ**—

বিগত হইয়াছে রাগ (অনুরাগ) যাঁহা হইতে ; অনুরাগশূন্য। যেই রাগের (অনুরাগের) প্রভাবে অপর কাহারও সহায়তা ব্যতীতই তিনি আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এখন তিনি সেই অনুরাগ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই, হে সখি, **তুঁহু ভেলি দূতী**—তোমাকে দূতী হইতে হইল ; তোমাকেও আমার দূতীর কাজ করিতে হইতেছে। তাঁহার মধ্যে পূর্ব্বের সেই অনুরাগ এখনও যদি থাকিত, তাহা হইলে আর তোমাকে দূতীর কাজ করিতে হইত না ; কারণ, পূর্ব্বে যখন অনুরাগ ছিল, তখন দূতী ব্যতীতই উভয়ের মিলন হইয়াছিল। এস্থলে শ্রীরাধা মনে করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এখন আর তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের অনুরাগ নাই ; তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইতে পারিয়াছেন এবং মথুরায় যাইয়াও আর ফিরিয়া আসিতেছেন না। ইহাতেই বুঝা যায়, শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে এখন আর বলবতী বাসনা নাই ; থাকিলে তিনি মথুরায় থাকিতে পারিতেন না। তাই পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে শ্রীরাধার সহিত মিলনের বাসনা জাগ্রত করিবার জন্য শ্রীরাধা এই দূতীকে যথোচিত শিক্ষা দিয়া মথুরায় পাঠাইতেছেন।

কিন্তু শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এই দূতীকে পাঠাইতেছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার চিত্তে এখনও পূর্ব্বেরই ন্যায় বলবতী লালসা আছে ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেম এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। ইহা দ্বারা মঞ্জিষ্ঠারাগের অহার্য্যত্ব বা নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে।

সুপুরুখ প্রেমকি—সুপুরুষের প্রেমের। **ঐছন রীতি**—এইরূপ রীতি। সুপুরুষের (উত্তম বিদগ্ধ নাগরের) প্রেমের এইরূপই নিয়ম! ইহা পরিহাসোক্তি। ব্যঞ্জনা এই যে, অনুরাগের প্রেরণায় প্রথমে মিলিত হইয়া পরে সেই অনুরাগকে হারাইয়া ফেলা বিদগ্ধ-নাগরের প্রেমের রীতি নহে।

গ। **স্বহস্তে মুখাচ্ছাদন-প্রসঙ্গ**

রায়রামানন্দের মুখে প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-দ্যোতক গানটী শুনিয়া "প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।" গীতটী শুনিয়া প্রভু নিজের হাতে রামানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—যেন রায় আর কিছু বলিতে না পারেন। প্রভু রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—রামানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রভুর অনভিপ্রেত বলিয়া বিরক্তিবশতঃ নয়, পরন্তু প্রেমাবেশবশতঃ। রামানন্দ যে রহস্যটীর ইঙ্গিত করিলেন, তাহাই প্রভুর একান্ত অভিপ্রেত ; এই রহস্যটী জানিবার জন্যই প্রভু রামরায়কে বলিয়াছিলেন "আগে কহ আর।" রামরায়ের গীতে সেই রহস্যটীর ইঙ্গিত পাইয়া প্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল, অত্যন্ত প্রেমাবেশ হইল ; এই প্রেমাবেশবশতঃ প্রভু রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন ; যেন ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন—রায় যেন আর কিছু প্রকাশ না করিতে পারেন। কিন্তু কেন ?

এসম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন— "ফণা ধরিয়া সাপ

যেমন সাপুড়িয়ার গান শুনে, প্রভুও তেমনি সাবহিত হইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রামরায়ের উক্তি শ্রবণ করিলেন। তাহার পরে—হয়তো বা ঐরূপ উক্তির অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের সময় তখনও হয় নাই, এইরূপ মনে করিয়া, অথবা হয়তো প্রেমবৈবশ্যবশতঃই—স্বীয় কর-কমলে প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিত করিলেন। "ধৃতফণ ইব ভোগী গারুড়ীয়স্য গানং তদুদিতমতিতৃপ্ত্যাকর্ণয়ন্ সাবধানঃ। ব্যধিকরণতয়া বা আনন্দবৈবশ্যতো বা প্রভুরপি করপদ্মেনাস্যমস্যাঽপধত্ত॥"

কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে এসম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন—"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োরনুপাধিপ্রেম শ্রুত্বা তদেব পুরুষার্থীকৃতং ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্যত্ব-প্রকাশকম্॥ ৭।১৭॥—নিরুপাধি (কপটতাহীন) সুনির্ম্মল প্রেম কখনও উপাধি (বা কপটতা) সহ্য করিতে পারে না। এজন্য (নাহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি—না সো রমণ না হাম রমণী ইত্যাদি-বাক্যের) প্রথমার্দ্ধে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সুবিশুদ্ধ প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভু তাহাকেই পরম-পুরুষার্থরূপে স্থির করিয়া রামানন্দ-রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। পরমপুরুষার্থ-সূচক ঐ প্রথমার্দ্ধের বাক্য যে পরম-রহস্যময়, প্রভুকর্তৃক রামানন্দরায়ের মুখাচ্ছাদনেই তাহা সূচিত হইতেছে।"

প্রভুকর্তৃক রায়-রামানন্দের মুখাচ্ছাদন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর দুইটী হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। একটী হেতু হইল—প্রভুর আনন্দ-বৈবশ্য। রামানন্দের গীতে যে পরম-রহস্যটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর আনন্দ-বিবশতা অস্বাভাবিক নয়। এই বিবশতার ভাব—সকল সময়েই আত্মগোপন-তৎপর প্রভু হয়তো চেষ্টা করিয়া গোপন করিতে পারিতেন। তখনও বিবশতা বোধ হয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই—অন্ততঃ পূর্ণতার বহির্ব্বিকাশ হয় নাই; তাই তিনি নিজের হাত উঠাইতে পারিয়াছেন, হাত উঠাইয়া রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রামানন্দ আরও কিছু বলিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তকে যদি আরও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে প্রভুর চিত্তের ভাবতরঙ্গ হয়তো এমন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত যে, তাহা সম্বরণ করা প্রভুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাই তিনি রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

কবিকর্ণপূর-কথিত দ্বিতীয় হেতুটী হইতেছে এই। রামানন্দের গীতে যে তত্ত্বটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত রহস্যময়; সেই তত্ত্বটীকে আরও বেশী পরিস্ফুট করার সময় তখনও হয় নাই। তাই, রায় যেন আর বেশী কিছু বলিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার মুখাচ্ছাদন করিলেন।

"তখনও সময় হয় নাই"—এই কথাটীর তাৎপর্য্য কি? কখন সময় হইবে? মনে হয়, রামানন্দ যে তত্ত্বটীর ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা যদি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বটীই উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্ত বিগ্রহই হইলেন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু (এই উক্তির হেতুসম্বন্ধীয় আলোচনা পরবর্ত্তী ঘ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। রামানন্দের নিকটে যদি এই

তত্ত্বটী উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তখনই তিনি প্রভুর স্বরূপের উপলব্ধি লাভ করিবেন ; তাহা হইলে আলোচনাই বন্ধ হইয়া যাইবে ; কিন্তু তখনও আলোচনা শেষ হয় নাই—বিশেষতঃ জীবের পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সাধন-তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভই হয় নাই। তাই প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, তখনই রামানন্দ প্রভুকে চিনিয়া ফেলুক। কিন্তু প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের আলোচনা যে স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেই স্তর হইতে আর একটু অগ্রসর হইলেই রামরায় স্বীয় গাঢ় প্রেমবশতঃ বুঝিতে পারিবেন—তিনি কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তাই প্রভু তাঁহার মুখাচ্ছাদন করিয়া দিলেন।

"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে"-ইত্যাদি বাক্যে কবিকর্ণপূর মুখাচ্ছাদনের আরও একটী হেতুর ইঙ্গিত দিয়াছেন। নিরুপাধি প্রেম কোনওরূপ উপাধি সহ্য করিতে পারে না। যাহা উপাধিহীন, তাহাই নিরুপাধি ; কিন্তু উপাধি কাহাকে বলে ? কাঠ যদি ভিজা (আর্দ্র) হয়, তাহা হইলেই কাষ্ঠ হইতে উদ্ভূত অগ্নিতে ধূম থাকে ; সুতরাং অগ্নিতে ধূম থাকার হেতু হইল কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব ; এস্থলে কাষ্ঠের আর্দ্রত্ব হইল অগ্নির উপাধি এবং ধূমবান্ অগ্নি হইল সোপাধিক অগ্নি ; আর ধূমহীন অগ্নি হইল নিরুপাধিক অগ্নি। এস্থলে অগ্নির দুইটী ভেদ পাওয়া গেল—সধূম এবং ধূমহীন। এই ভেদের হেতু হইল উপাধিরূপ আর্দ্রত্ব। তাই ন্যায়-মুক্তাবলী বলেন—"পদার্থ-বিভাজকোপাধিত্বম্।" যাহাহউক, বিরহও প্রেমেরই এক বৈচিত্রী ; সম্ভোগাত্মক মিলনও প্রেমের এক বৈচিত্রী। কাষ্ঠের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রচ্ছন্ন ভাবে আগুন থাকে ; কোনও এক উপলক্ষ্যে তাহা বিকশিত হইয়া নির্ধূম অগ্নিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মঞ্জিষ্ঠারাগবতী শ্রীরাধাতেও স্বভাবসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ ললনানিষ্ঠ প্রেম বিদ্যমান ; কোনও এক সামান্য উপলক্ষ্যে তাহা স্বতঃই উদ্বুদ্ধ হয়, তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন হয় না—যেমন নির্ধূম অগ্নির প্রকাশের জন্য আগুন ও কাষ্ঠ ব্যতীত তৃতীয় কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না। তাই নির্ধূম অগ্নি যেমন নিরুপাধি, তদ্রূপ শ্রীরাধার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমও নিরুপাধি এবং তাহা সম্যক্‌রূপে প্রকাশমান হয় প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে—তজ্জনিত পরৈক্যে, যেমন নির্ধূম অগ্নি প্রকাশমান হয় প্রজ্জ্বলিত শিখারূপে। কিন্তু আর্দ্রত্বের মধ্যবর্ত্তিতায় অগ্নি যেমন ধূমের সহযোগে সোপাধিকরূপে—সধূম অগ্নিরূপে—প্রকাশ পায়, তদ্রূপ নায়ক ও নায়িকা এই উভয়ের মধ্যে একের কপটতার বা কপটতাভাসের বা কপটতার অনুমানের মধ্যবর্ত্তিতায় বিরহের আবির্ভাব হয় ; সুতরাং বিরহ হইল সোপাধিক প্রেম।

এই গীতের প্রথমার্দ্ধে নিরুপাধি প্রেমের কথা এবং শেষার্দ্ধে "অব সোই বিরাগ" ইত্যাদি বাক্যে সোপাধিক প্রেমের কথা আছে। নিরুপাধি প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভুর চিত্তে যে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, পরবর্ত্তী বাক্যে সোপাধিক প্রেমরূপ বিরহের কথা বিস্তৃত ভাবে শুনিলে তাহা তো তিরোহিত হইবেই, অধিকন্তু প্রভুর চিত্তে অপরিসীম দুঃখেরই সঞ্চার হইবে। তাই প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন, যেন বিরহের কথা আর না বলিতে পারেন ; অথবা, এই মুখাচ্ছাদনের দ্বারা যেন ইহাই জানাইলেন যে, ঐ বিরহ-জ্ঞাপক পদগুলি না বলিলেই ভাল হইত। নিরুপাধি প্রেমের চরমতম

পর্য্যবসান শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরৈক্যের কথা শুনিয়া প্রভুর যে প্রেমাবেশ জন্মিয়াছিল, সেই প্রেমাবেশেই প্রভু রায়ের মুখাচ্ছাদন করিলেন—সেই আবেশজনিত আনন্দ যেন রামানন্দ ক্ষুণ্ন না করেন। মুখাচ্ছাদনের ইহা একটী হেতু হইতে পারে ; কিন্তু ইহা মুখ্য হেতু বলিয়া মনে হয় না। রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের প্রসঙ্গে সাময়িক বিরহের কথা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে ; তখন প্রভু রামানন্দের মুখাচ্ছাদন করেন নাই।

ঘ। প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের মূর্ত্তরূপ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রামানন্দরায়ের গীতে যে রহস্যটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা উদ্‌ঘাটিত হইলে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বটীই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এ-কথার তাৎপর্য্য কি ? ইহার তাৎপর্য্য এই যে—মনে হয়, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্তরূপই প্রভুর স্বরূপ। কেন একথা বলা হইল, সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে এই কয়টী বিষয় বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের এবং শ্রীরাধার স্বাধীন-ভর্তৃকাত্বের চরমতম বিকাশ ; উভয়ের নিত্য মিলন ; প্রেমের চরমোৎকর্ষবশতঃ উভয়ের চিত্তের ভাবগত একত্ব এবং তাহার ফলে আত্মবিস্মৃতি এবং ব্যবহারের বৈপরীত্য এবং প্রেমের চরমোৎকর্ষবশতঃ পরম-উৎকণ্ঠাজনিত মিলনেও বিরহ-ভাব। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে এই কয়টীই উজ্জ্বলতমরূপে পরিস্ফুট।

শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের বিকাশ হইল শ্রীরাধার সহিত নিত্য মিলনে এবং শ্রীরাধার নিকটে স্বীয় বশ্যতাস্বীকারে। আর শ্রীরাধার স্বাধীন-ভর্তৃকাত্বের বিকাশ—শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে নিজের বশীভূত করিয়া রাখার মধ্যে। শ্রীরাধা যেন প্রেমে গলিয়া স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া—কবলিত করিয়া—শ্যামকে গৌর করিয়াছেন, তাঁহাকে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর করিয়াছেন। ইহাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর রূপ। শ্রীরাধা স্বীয় ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে পর্য্যন্ত —সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রতি অঙ্গের অধীন—বশীভূত—করিয়া রাখিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে সম্যক্‌রূপে শ্রীরাধার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন—শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে। কেবল দেহের বশ্যতা নয়—চিত্তেরও। শ্রীরাধা স্বীয় চিত্তদ্বারাও যেন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে কবলিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে স্বীয় চিত্তের ভাবের বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও এইভাবে শ্রীরাধা-চিত্তদ্বারা কবলিতত্ব—আনন্দের সহিত অঙ্গীকার করিয়া নিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল—দেহ, মন, প্রাণ সমস্ত বিষয়েই শ্রীরাধা স্বীয় ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে নিজের অধীন করিয়া স্বীয় স্বাধীন-ভর্তৃকাত্বের চরম বিকাশ প্রাপ্ত করাইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও সম্যক্‌রূপে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া স্বীয় ধীরললিতত্বের চরম-বিকাশ সাধিত করাইয়াছেন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে। শ্রীশ্রীরাধামাধবের—ব্রজ অপেক্ষাও সর্ব্বাতিশায়ী নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন এবং নিবিড়তম মিলনও—এই শ্রীশ্রীগৌররূপেই।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চিত্তের নিরবচ্ছিন্ন নিত্য একত্বও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে। ব্রজে শ্রীরাধা যে প্রেমের আশ্রয় ছিলেন, রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রেমের আশ্রয়; সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তের ভাবগত একত্ব চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

সাধারণতঃ প্রেমবান্ নায়কই প্রেমবতী নায়িকাকে আলিঙ্গন করেন। গোপালচম্পূর উক্তি হইতে জানা যায়, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে নায়িকাও অগ্রণী হইয়া নায়ককে আলিঙ্গন করেন, নায়ককে যেন পুতুলের মত নাচাইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপেও দেখা যায়, নায়িকা শ্রীরাধাই নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছেন এবং স্বীয় ভাবের আবেশ জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বারা যেন নানারূপ উদ্ভট নৃত্য করাইতেছেন। শ্রীরাধাভাবের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপের জ্ঞান পর্য্যন্তও হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই গৌরস্বরূপে ব্যবহারের বৈপরীত্য এবং ভ্রান্তি বা আত্মবিস্মৃতি—এতদুভয়েরই চরম-পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য হইতেছে—প্রেম-পরিপাকের চরমোৎকর্ষবশতঃ মিলনের নিমিত্ত পরম উৎকণ্ঠা এবং তাহার ফলে মিলনেও বিরহের ভাব। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে ইহা সমুজ্জ্বলরূপে বিরাজিত। নিত্য নিরবচ্ছিন্ন মিলনের মধ্যেও বিরহ-জনিত ভাবের চরম বিকাশ প্রভুর গম্ভীরালীলাদিতে জাজ্বল্যমান ভাবে প্রকটিত।

এসমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্তরূপই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।

(১). প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-মূর্ত্তবিগ্রহ গৌর এবং বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তবিগ্রহ গৌর

স্বীয় মাধুর্য্যের পূর্ণতম আস্বাদনের—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শ্রীরাধা যেভাবে আস্বাদন করেন, ঠিক সেই ভাবে আস্বাদনের—জন্যই ব্রজলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের বলবতী এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলা লালসা। মাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইল প্রেম—আশ্রয়জাতীয় প্রেম। যাঁহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের পূর্ণতম বিকাশ, কেবলমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করিতে পারেন। প্রেমের পূর্ণতম বিকাশের নাম হইল মাদন—মাদনাখ্য মহাভাব; ইহা কেবল শ্রীরাধার মধ্যেই আছে, অপর কাহারও মধ্যেই নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনের কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নহেন। তাই, স্বীয় মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের বাসনা পরিপূরণের নিমিত্ত শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হওয়ার জন্য তাঁহার লালসা। মাদনের আশ্রয় হওয়ার জন্যই তাঁহাকে শ্রীরাধার সহিত নিবিড়তম ভাবে মিলিত হইতে হইয়াছে, শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কথায় বলিতে গেলে—"তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্" হইতে হইয়াছে, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই মিলিয়া এক হইতে হইয়াছে, "রসরাজ মহাভাব দুই

একরূপ” হইতে হইয়াছে ; শ্রীরাধার প্রতি গৌর অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি শ্যাম অঙ্গে নিবিড়তম ভাবে আলিঙ্গিত হইয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর হইতে হইয়াছে ; শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর কথায়, “অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর” হইতে হইয়াছে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথায় “কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষাকৃষ্ণ” হইতে হইয়াছে। ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ এবং মাদনাখ্য-মহাভাবই তাঁহার স্বরূপগত ভাব—তিনি স্বরূপে মাদনের আশ্রয়। তাঁহার মধ্যে মাদনের বিকাশেই তাঁহার স্বরূপের পূর্ণ বিকাশ। মাদনের বিকাশ হয় মিলনে —শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনে। এই মিলন যত নিবিড় হইবে, মাদনের উচ্ছ্বাসও ততই আধিক্য ধারণ করিবে। শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন। আবার প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিবিড়তম মিলন এবং মাদনের চরমতম বিকাশ। সুতরাং শ্রীরাধার প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের ভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন আবিষ্ট হয়েন, তখন তাঁহার মধ্যেও মাদনের পূর্ণতম বিকাশ লক্ষিত হইবে। এজন্যই পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলা হইয়াছে। ইহাই গৌরের স্বরূপ ; যেহেতু, এই বিগ্রহেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের নিবিড়তম মিলন এবং মাদনের সর্ব্বাতিশয়ী বিকাশ।

কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যলীলায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যে সমস্ত প্রলাপোক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রায় সমস্তই দিব্যোন্মাদ-জনিত প্রলাপ—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ক্লিষ্টা শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভুর শ্রীমুখ হইতে উৎসারিত প্রলাপ। এ-সমস্ত প্রলাপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে গেলে প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের বা বিপ্রলম্ভের মূর্ত্ত বিগ্রহই বলা যায় ; কেহ কেহ তাহা বলিয়াও থাকেন। কিন্তু প্রভুর এই বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহকে তাঁহার স্বরূপের বিগ্রহ বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য নিবিড়তম মিলন এবং মাদনই প্রভুর স্বরূপগত ভাব। বিরহে মাদনের বিকাশ নাই, আছে মোহনের বিকাশ। মোহন প্রভুর স্বরূপগত মুখ্য ভাব নহে। অবশ্য যে মোদন বিরহে মোহন আখ্যা প্রাপ্ত হয়, মাদন স্বয়ং-প্রেম বলিয়া সেই মোদন মাদনেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ; তথাপি কিন্তু মোদন এবং মাদন এক নহে ; মোদন অপেক্ষা মাদনে প্রেমের এক অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ ; মাদন হইল সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী ; মোদন কিন্তু তাহা নহে, মোহনও তাহা নহে। তাই মোহন-সম্ভূত দিব্যোন্মাদের বিগ্রহকে মাদন-সম্ভূত প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের বিগ্রহের সঙ্গে অভিন্ন বলা সঙ্গত হয় না। মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের অবস্থায় মোহন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেই দিব্যোন্মাদ এবং তজ্জনিত প্রলাপাদির অভ্যুদয় হয়। তখন তাঁহার মাদন থাকে স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া ; কারণ, মিলনেই মাদনের উল্লাস। “রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ” গৌরও যখন শ্রীরাধার মোহনাখ্য-ভাবের আবেশ প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহার মধ্যেও তাঁহার স্বরূপগত-মুখ্যভাব মাদন থাকে স্তম্ভিত বা প্রচ্ছন্ন হইয়া। মোহন যেমন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার স্বরূপগত সর্ব্ব প্রধান ভাব নহে, রাধাভাবাবিষ্ট গৌরেরও তাহা স্বরূপগত সর্ব্বপ্রধান ভাব নহে।

পূর্ব্বে উদ্ধৃত প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" ইত্যাদি যে গানটী রায়-রামানন্দ কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল, তাহার "না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি।"-ইত্যাদি অংশেই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-সূচিত হইয়াছে (মিলনেই ইহা সম্ভব); উক্ত গানে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথাতে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমার চরমতম পরাকাষ্ঠার কথা বলিয়া তাহার পরে তাঁহার বিরহের কথা বলা হইয়াছে—"অব সোই বিরাগ"-ইত্যাদিবাক্যে। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই শ্রীরাধাপ্রেম-মহিমার পরাকাষ্ঠা, বিরহে নহে; তথাপি বিরহও তাঁহার প্রেম-মহিমার যে এক অপূর্ব্ব বৈচিত্রী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তদ্রূপ, রাধাভাবিষ্ট প্রভুর দিব্যোন্মাদও প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বিগ্রহ-শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এক অপূর্ব্ব ভাববৈচিত্রী; বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরও প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-বিগ্রহ-গৌরের এক অপূর্ব্ব প্রকাশ—ইহা তাঁহার স্বরূপ নহে।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য মিলিত স্বরূপ, তখন তাঁহাতে বিরহের ভাব কিরূপে উদিত হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—ইহা অসম্ভব নয়; প্রেম বৈচিত্ত্যের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কস্থিতা শ্রীরাধার মধ্যেও বিরহের ভাব উদিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দর-রূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের মহিমাও অনুভব করিতেছেন; দিব্যোন্মাদে প্রেমের যে মহিমা অভিব্যক্ত হয়, তাহার আস্বাদন না করিলে তাঁহার রাধাপ্রেম-মহিমা জানার বাসনাই অন্ততঃ আংশিকভাবে অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটী অপূর্ণ বাসনার মধ্যে একটী হইতেছে শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা জানিবার বাসনা; "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বা।" নানা ভাবে প্রভুর এই বাসনাটী পূর্ণ হইয়াছে। রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-তত্ত্ব আলোচনার ব্যপদেশে প্রভু রায়ের মুখে শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাই খ্যাপন করাইয়াছেন; ইহাতেই শ্রীরাধাপ্রেম-মহিমার এক বৈচিত্রী উদ্‌ঘাটিত করাইয়া প্রভু তাহা আস্বাদন করিয়াছেন; তাহাতে মহিমার এক বৈচিত্রী জানিবার বাসনাও পূর্ণ হইয়াছে। রায়-রামানন্দের সঙ্গে এই সাধ্য-তত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের ভাবে আবিষ্ট হইয়া "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ"-গৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাধুর্য্যের চরমতম পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য ব্রজলীলায় তাঁহার যে এক অপূর্ণ বাসনা ছিল, তাহাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য ইহা মাধুর্য্য আস্বাদনের একটি বৈচিত্রী মাত্র। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যলীলার চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদোক্ত রাসলীলার স্বপ্নদর্শনে "ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন। পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥ ৩।১৪।১৬॥"-স্বরূপের দর্শনে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আর এক বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন। আবার, জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভু যখন "জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন। শ্রীচৈ, চ, ৩।১৫।৬॥" এবং এই দর্শন মাত্রেই যখন "একিবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ। পঞ্চ-গুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।১৫।৭॥", তখনও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আর এক বৈচিত্রীর

আস্বাদন পাইয়াছেন ; অন্ত্য ষোড়শ পরিচ্ছেদোক্ত "সুকৃতিলভ্য ফেলালব"-প্রাপ্তিতে প্রেমের আশ্রয়রূপে প্রভু শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের মাধুর্য্যও আস্বাদন করিয়াছেন। অন্ত্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদোক্ত রাসান্তে জলকেলির দর্শনেও প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আর এক বৈচিত্রীর আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বলিতে কেবল রূপ-মাধুর্য্যই বুঝায় না, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-আদির সকল মাধুর্য্য-বৈচিত্রীই বুঝায়। এই সমস্ত শ্রীরাধিকা যে ভাবে আস্বাদন করেন, সেই ভাবে আস্বাদনের জন্যই ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বলবতী লালসা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত বিগ্রহরূপে প্রভু তাহা আস্বাদন করিয়াছেন। অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন —তিনি প্রভুর সমস্ত লীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই ; দিগ্ দর্শনরূপে কয়েকটী লীলামাত্র বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন "আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি। সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি॥ তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।৮১-২॥" কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত এবং অবর্ণিত বহু লীলাতেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন কেবলমাত্র মাদনাখ্য-মহাভাবের প্রভাবেই সম্ভব। এই মাদনের সহায়তাতেই প্রভু এই সমস্ত লীলায় স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন এবং এই আস্বাদনের ব্যপদেশে স্বীয় মাধুর্য্যের স্বরূপ এবং এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পাইয়া থাকেন, সেই সুখের স্বরূপও অবগত হইয়াছেন। এইরূপে "অনয়ৈবা-স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বা"-এই বাসনাদ্বয়েরও পরিপূরণ করিয়াছেন। শ্রীরাধা যেমন মাদনঘন-বিগ্রহা, তদ্রূপ এই আস্বাদনেও "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ" গৌরও মাদনঘন-বিগ্রহ। এই আস্বাদনেই গৌরের নিজস্ব স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাসলীলা, জলকেলি-আদির দর্শনের সময়ে প্রভু দূরে থাকিয়াই এ-সকল লীলা দর্শন করিয়াছেন বলিয়া কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু দূরে থাকিয়া দর্শন করিলেও—সুতরাং দর্শন-কালে প্রভু অন্য গোপীর ভাবে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হইলেও—প্রভুতে তখনও মাদন-ভাবই ছিল ; যেহেতু, মাদন হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত ভাব।

তারপর দিব্যোন্মাদের কথা। মোহনের অভ্যুদয়েই দিবোন্মাদ হয়—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই এই মোহন-ভাব প্রকাশ পায়। "দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যন্যে বিদ্বদ্‌ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ। প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোয়মুদঞ্চতি॥ উঃ, নীঃ, স্থা, ১৩২॥" সুতরাং দিব্যোন্মাদের ভাবে আবিষ্ট শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতেও শ্রীরাধারই ভাবের আবেশ ; শ্রীরাধার ভাবের আবেশ বলিয়া ইহাও প্রভুর স্বরূপগত ভাবেরই আবেশ ; স্বরূপগত ভাবের আবেশ হইলেও ইহা স্বরূপগত মুখ্য ভাবের—মাদনের—আবেশ নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা হইতেছে প্রভুর স্বরূপগত রাধাভাবের একটী বৈচিত্রী।

দিব্যোন্মাদে অসহ্য যন্ত্রণা থাকিলেও অনির্ব্বচনীয় রসমাধুর্য্যও আছে। "বাহ্যে বিষজ্বালা

হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥ ২।২।৪৪॥ পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ। প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ বিদগ্ধমাধব। ২।৩০॥" তাই, শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ-ভাবের আবেশেও প্রভু মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়াছেন। মাধুর্য্যের আস্বাদন কেবল যে মিলনে হয়, তাহা নহে; বিরহেও মাধুর্য্যের আস্বাদন হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরাধার সুখের স্বরূপ জানিবার জন্যই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বাসনা; দুঃখের স্বরূপ জানিবার জন্য তো তাঁহার বাসনা জাগে নাই; তবে, বিষজ্বালাময় দিব্যোন্মাদের আবেশ প্রভুর কেন হইল?

ইহার উত্তর বোধহয়, এইরূপ। প্রথমতঃ, দুঃখই সুখকে মহীয়ান্ করিয়া তোলে। অম্ল যেমন মিষ্টবস্তুর মাধুর্য্যকে চমৎকারিতা দান করে, তদ্রূপ। তাই, নিত্য-সম্ভোগময় মাদনেও বিরহের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। বিশেষতঃ, বিরহযন্ত্রণা প্রেমজনিত-আভ্যন্তরিক আনন্দকে কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুষমা দান করে, তাহা না জানিলে সেই সুখের স্বরূপও সম্যক্ জানা যায় না। দিব্যোন্মাদ-ভাবের আবেশে প্রভু যে উৎকট-দুঃখাবৃত পরমানন্দের অনুভব করিয়াছেন, শ্রীরাধাসুখের স্বরূপ জানিবার পক্ষে তাহাও অপরিহার্য্য।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা অবগত হওয়ার পক্ষেও দিব্যোন্মাদের প্রয়োজন আছে। রাধাপ্রেমের একটা বৈচিত্রী প্রকাশিত হয় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-আস্বাদনে। রাসলীলা-জলকেলি-আদির স্ফুরণে সেই বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেও তাহা প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম আশ্রয়ের উপরে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, দিব্যোন্মাদাদিতেই তাহা জানা যায়। প্রেমের আশ্রয়ের উপরে এই প্রেমের কিরূপ বিষময়ী জ্বালা, দিব্যোন্মাদেই তাহা জানা যায়; ইহা না জানিলেও শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমাজ্ঞান অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তাই দিব্যোন্মাদের প্রয়োজনীয়তা।

রাধাপ্রেমের প্রভাবের আর একটী বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে—প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দীর্ঘীকরণে এবং প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি-করণে। প্রভু স্বয়ংভগবান্ বলিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন; কিন্তু রাধাপ্রেমের প্রভাবের নিকটে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার গর্ব্বও খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে দেখা গেল—দিব্যোন্মাদে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদনের বাসনা এবং রাধাপ্রেমের মহিমা অনুভবের বাসনা পূর্ত্তির আনুকূল্য হইয়াছে। তথাপি কিন্তু ইহা প্রভুর স্বরূপগত মুখ্য ভাব নহে; ইহার হেতু পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে ইহা প্রভুর স্বরূপগত ভাবের বিরোধীও নহে, একদেশমাত্র।

প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত-বিগ্রহায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরায় নমঃ।

আলীভিঃ পরিপালিতঃ প্রবলিতঃ সানন্দমালোকিতঃ।
প্রত্যাশং সুমনঃফলোদয়বিধৌ সামোদমাস্বাদিতঃ॥
বৃন্দারণ্যভুবি প্রকাশমধুরঃ সর্বাতিশায়িশ্রিয়া।
রাধামাধবয়োঃ প্রমোদয়তু মামুল্লাসকল্পদ্রুমঃ॥
তাদৃশভাবং ভাবং প্রথয়িতুমিহ যোঽবতারমায়াতঃ।
আদুর্জ্জনশরণং স জয়তি চৈতন্যবিগ্রহঃ কৃষ্ণঃ॥ —প্রীতিসন্দর্ভঃ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ।

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে সপ্তম পর্ব্ব
—রসতত্ত্ব—
সমাপ্ত

ইতি সপ্তপর্ব্বসমন্বিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন
সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

(১) মাধ্বসম্প্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়

১। আলোচনার সূচনা

মূল গ্রন্থের ভূমিকায় (৪০-অনু) এবং চতুর্থ পর্ব্বে (৪।৩২-অনু) মাধ্বসম্প্রদায় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বালোচনার সার মর্ম্ম এবং নূতন দু'চারটী কথা এ-স্থলেও সন্নিবেশিত হইতেছে।

প্রশ্ন হইতেছে এই যে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় কি মাধ্বসম্প্রদায়ের, বা অন্য কোনও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ? না কি একটা পৃথক্ সম্প্রদায় ?

এ-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যদি কোনও উক্তি থাকে, তবে তাহাই হইবে একমাত্র প্রমাণ, যাহা আদরণীয় হইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ ; তাঁহার উক্তিই শ্রুতি—সুতরাং স্বতঃপ্রমাণ এবং প্রমাণ-শিরোমণি। তাঁহার পার্ষদদিগের কোনও উক্তি যদি থাকে, তবে তাহাও হইবে তদ্রূপই প্রামাণ্য। মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদগণের উক্তির সহিত পরবর্ত্তী কালের কোনও উক্তির যদি বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদগণের উক্তিই হইবে আদরণীয়, পরবর্ত্তী কালের উক্তি আদরণীয় হইতে পারে না। শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইলে যেমন শ্রুতিরই প্রাধান্য সর্ব্বজন-স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, আলোচ্য বিষয়সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদগণের কোনও উক্তি আছে কিনা। এ-সম্বন্ধে তাঁহাদের যে সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থসম্ভাবনাহীন বাক্য আছে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

২। শ্রীমন্-মহাপ্রভুর উক্তি

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-কালে মহাপ্রভু মধ্বাচার্য্যের স্থান উড়ুপীতে গিয়াছিলেন। সে-স্থলে তত্ত্ববাদী (মাধ্বসম্প্রদায়ী) আচার্য্যদের সঙ্গে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-সম্বন্ধে মহাপ্রভু আলোচনা করেন। তত্ত্ববাদী আচার্য্যদের উক্তিতে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"কর্ম্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন। **তোমার সম্প্রদায়** দেখি সেই দুই চিহ্ন॥ সবে এক গুণ দেখি **তোমার সম্প্রদায়**। সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৯।২৪৯-৫০॥" এ-স্থলে দেখা গেল, তত্ত্ববাদী আচার্য্যদিগকে মহাপ্রভু একাধিক বার **তোমার সম্প্রদায়** বলিয়াছেন, কখনও "আমার সম্প্রদায়" বলেন নাই। প্রভুর এই উক্তি হইতে পরিষ্কার

ভাবেই জানা যায়—তিনি নিজেকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; বরং তাঁহার সম্প্রদায় যে মাধ্বসম্প্রদায় হইতে পৃথক্ একটী সম্প্রদায়, তাহাই মহাপ্রভু জানাইয়া গেলেন।

বলা যাইতে পারে—

মহাপ্রভু যে বলিয়াছেন, "সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়। সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়॥", তাহাতেই বুঝা যায়, মহাপ্রভু মাধ্বসম্প্রদায়কে নিজ সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; কেননা, মহাপ্রভু এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও ঈশ্বরের সত্য বিগ্রহ স্বীকার করেন।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। কেবল মাধ্বসম্প্রদায় নহে, রামানুজ-সম্প্রদায়, নিম্বার্কসম্প্রদায় এবং বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ও ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহের সত্যত্ব স্বীকার করেন। শ্রীবিগ্রহের সত্যত্ব-স্বীকৃতিই যদি সম্প্রদায়-নির্ণয়ের একমাত্র হেতু হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়—রামানুজসম্প্রদায়াদিরই বা অন্তর্ভুক্ত হইবে না কেন ? গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে কেহ যখন রামানুজাদি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলেন না, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীবিগ্রহের সত্যত্ব-স্বীকৃতিই সম্প্রদায়-নির্ণয়ের একমাত্র হেতু নহে। সুতরাং উল্লিখিত যুক্তির বা অনুমানের সারবত্তা কিছু থাকিতে পারে না।

আবার, শ্রীল কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে জানা যায়, দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে বলিয়াছেন—দক্ষিণ-দেশ-ভ্রমণকালে কতিপয় বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি; তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসক। অপর, (মাধ্ব-সম্প্রদায়ী) তত্ত্ববাদিগণকেও দেখিয়াছি ; তাঁহারাও সেইরূপ (অর্থাৎ নারায়ণের উপাসক) ; কিন্তু তাঁহাদের মত নিরবদ্য (অনিন্দনীয়) নহে। "কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেহপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। **নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্** ॥৮।১॥" এ-স্থলে প্রভু মাধ্বসম্প্রদায়ের মতকে "তেষাং মতম্—তাঁহাদের মত" বলিয়াছেন ; "আমার সম্প্রদায়ের মত" বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, মাধ্বসম্প্রদায়কে প্রভু নিজের সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। "তাঁহাদের মত অনিন্দনীয় নহে"—এই বাক্য হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। নিজের সম্প্রদায়কে কেহ নিন্দনীয় বলেনা। "অনিন্দনীয় নহে"-বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে—"নিন্দনীয়।"

যেহেতুতে মহাপ্রভু মাধ্বসম্প্রদায়কে নিন্দনীয় বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে বোধ হয় এই :—

প্রথমতঃ, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণকেই পরতত্ত্ব—স্বয়ংভগবান্—বলিয়া স্বীকার করেন ; শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা তিনি স্বীকার করেন না। অথচ শ্রুতিস্মৃতি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তার কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে ভগবৎ-শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না ; তাঁহার মতে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ হইতেছেন অপ্সরাস্ত্রী। মাধ্বসম্প্রদায়ের আধুনিক আচার্য্য-গণেরও যে এইরূপ অভিমত, তাহা উড়ুপীর কান্নুরুমঠাধীশ শ্রীবিদ্যাসমুদ্রতীর্থ মহারাজের অভিমত-

সম্বলিত ২২।৩।৫২ইং তারিখের একখানা পত্র হইতেই জানা যায়*। সেই পত্রে লিখিত হইয়াছে— Radhika and Gopis are Apsara women—রাধিকা এবং গোপীগণ হইতেছেন অপ্সরাস্ত্রী। ইহাও শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ।

তৃতীয়তঃ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মাকেই ভক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন; শ্রীবলদেব, দেবকী-বসুদেব, নন্দ-যশোদাদি শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণ ভক্তিতে ব্রহ্মা হইতে নিকৃষ্ট এবং ব্রজগোপীগণ হইতেছেন ভক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টা (ভাগবততাৎপর্য্য ১১।১২।২২॥ ভূমিকা ১৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহাও শ্রুতি-স্মৃতিবিরুদ্ধ অভিমত। বৃহদ্বামন-বচন হইতে জানা যায়—ব্রহ্মা নিজে বলিয়াছেন—"পুরাকালে নন্দ-ব্রজস্থ গোপীগণের চরণরেণু-প্রাপ্তির জন্য আমি ষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলাম; তথাপি আমি তাঁহাদের চরণরেণু লাভ করিতে পারি নাই। আমি, শিব, শেষ-নামক অনন্ত এবং লক্ষ্মীদেবী—এই আমাদের কেহই কোনও কালেই ব্রজগোপীদের সমান নহি। ভূমিকা ১৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।"

চতুর্থতঃ, মাধ্বমতে মোক্ষই পরম-পুরুষার্থ (গীতাভাষ্য ২য় অধ্যায়, ভাগবততাৎপর্য্য ৩।১৫।৪৮, ৩।২৫।৩২-৩৪)। অথচ, শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণ-বলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমেরই পরম-পুরুষার্থতার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ, মাধ্বমতে অমলা বা কেবলা ভক্তিই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। মাধ্বমতে কেবলা ভক্তির অর্থ—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনাশূন্যা ভক্তি। ইহা মোক্ষবাঞ্ছাহীনা ভক্তি নহে। কেননা, মোক্ষই হইতেছে মাধ্বমতে পরম-পুরুষার্থ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও জানা যায়, উড়ুপীর তত্ত্ববাদী আচার্য্যগণ মহাপ্রভুর নিকটে বলিয়াছেন—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥ পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ॥২।৯।২৩৮-৩৯॥" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উপদিষ্ট ভজন সম্বন্ধে সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের উক্তি হইতেছে এইরূপঃ— "ভজন দশ রকমের। সত্য, হিত, প্রিয়কথন ও শাস্ত্রানুশীলন—এই চারিটী বাচিক ভজন। দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা—এই তিনটী হইতেছে মানসিক ভজন। দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ—এই তিনটী কায়িক ভজন। ইহাদের এক একটী সম্পাদনপূর্ব্বক নারায়ণে সমর্পণ করাকেই ভজন বলে। ভূমিকা ১৮০পৃঃ দ্রষ্টব্য।" কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজন হইতেছে—যোগ্য অধিকারীর পক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান।

ষষ্ঠতঃ, মাধ্বমতে শ্রীকৃষ্ণ হতারিগতিদায়ক নহেন (ভাগবততাৎপর্য্য ৩।২৫।৩২-৩৪, ৩।২।২৪, ৬।২।১৪·; সূত্রভাষ্য ৩।৪।৪০)। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের মতে শ্রীকৃষ্ণ হতারিগতিদায়ক; পূতনাদিই তাহার প্রমাণ।

সপ্তমতঃ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য নামাভাসের মুক্তিদায়কত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—ভক্তির সহিত নারায়ণের নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই অজামিলের মুক্তি হইয়াছিল, পুত্রের নামোচ্চারণে নহে (ভাগবততাৎপর্য্য ৬।২।১৪)। কিন্তু ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তির বিরোধী। শুকদেব বলিয়াছেন—

*শ্রীমৎ সুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদের নিকটে লিখিত এবং তাঁহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

যমদূতগণকে দেখিয়া অজামিল ভীত হইয়া নারায়ণ-নামক তাঁহার পুত্রকেই ডাকিয়াছিলেন ; তখন স্বীয় পুত্রেই অজামিলের মন নিবিষ্ট ছিল, নারায়ণে নহে (শ্রীভা, ৬।১।২৬, ২৯)। উপসংহারেও শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ শ্রীভা, ৬।২।৪৯॥—ম্রিয়মাণ অজামিল পুত্রোপচারিত হরিনাম উচ্চারণ করিয়াই ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; শ্রদ্ধার সহিত নামকীর্ত্তনের ফলের কথা আর কি বলা যাইবে ?" ইহাতেও জানা যায়—অজামিল শ্রদ্ধার সহিত (অর্থাৎ ভগবান্ নারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তির সহিত) নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেন নাই। শুকদেব বলিয়া গিয়াছেন, যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথোপকথন শুনিবার পরেই নারায়ণের প্রতি অজামিলের ভক্তির উদয় হইয়াছিল (শ্রীভা, ৬।২।২৪-২৫), তাহার পূর্ব্বে নহে। এইরূপে দেখা গেল, নামাভাস-সম্বন্ধেও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অভিমত শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে সাধ্য-সাধনাদিবিষয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধবাক্যের প্রাচুর্য্যবশতঃই শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধ্বমতকে নিন্দনীয় বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অন্য কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না।

যাহাহউক, মাধ্বমতকে নিন্দনীয় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে বলিয়াছেন—"কিন্তু ভট্টাচার্য্য ! রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্॥ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ॥৮।১॥—কিন্তু ভট্টাচার্য্য ! রামানন্দের মতই আমার রুচিসম্মত।" এই বাক্যেও প্রভু জানাইলেন—মাধ্বমত তাঁহার রুচিসম্মত নহে ; অর্থাৎ তিনি মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—মহাপ্রভু যে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করেন নাই, অতি পরিষ্কার ভাবেই তিনি তাহা জানাইয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভু যে বলিয়াছেন—"রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্—রামানন্দের মতই আমার রুচিসম্মত", এই উক্তিরও একটা ব্যঞ্জনা আছে। গোদাবরীতীরে শ্রীলরামানন্দরায়ের সঙ্গে সাধ্য-সাধনতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীল রামানন্দের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে অভিমত প্রকাশ করাইয়াছেন, তাহাকেই প্রভু রামানন্দের মত বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা শ্রীসম্প্রদায় (বা রামানুজ-সম্প্রদায়ের), বা ব্রহ্মসম্প্রদায়ের (মাধ্বসম্প্রদায়ের) বা রুদ্রসম্প্রদায়ের (বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের), বা সনক-সম্প্রদায়ের (বা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের) অভিমত নহে ; এই চারি-সম্প্রদায়ের অভিমত হইতে পৃথক্ অভিমতই রামানন্দের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা গেল—যে মতটী মহাপ্রভুর রুচিসম্মত, তাহা হইতেছে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্রাদি চারিসম্প্রদায়ের মত হইতে ভিন্ন মত, একটী পঞ্চম মত। ইহাদ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, তিনি উল্লিখিত চারিসম্প্রদায়ের কোনও সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত নহেন ; তাঁহার সম্প্রদায় হইতেছে শ্রীব্রহ্ম-রুদ্রাদি চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পঞ্চম সম্প্রদায়।

৩। শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তি

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক হইতে জানা যায়, মহাপ্রভু যখন বলিলেন—"রামানন্দের মতই

আমার রুচিসম্মত", তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন—প্রভো! তোমার মতেই রামানন্দ (রায়) প্রবিষ্ট হইয়াছেন; তাঁহার মতকর্ত্তৃতা নাই (অর্থাৎ রামানন্দ রায় নিজে কোনও মতের প্রবর্ত্তক নহেন; তোমার মতই রামানন্দ গ্রহণ করিয়াছেন)। অতএব আমাদেরও এই মতই শ্রেষ্ঠমত; তাহাই বহুলোকের স্বীকৃত মত এবং সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য। "ভবন্মত এব প্রবিষ্টোঽসৌ, ন তস্য মতকর্ত্তৃতা। স্বামিন্! অতঃপরমস্মাকমপ্যেতদেব মতং বহুমতং সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যঞ্চৈতদিতি ॥ ৮।১॥"

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥" এই শ্লোকদ্বয়েও শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জানাইয়া গিয়াছেন –পূর্ব্বকল্পে যে স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ প্রচার করিয়াছিলেন, কালবশতঃ তাহা লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহারই আবার পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য এবং সেই ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ই এতাদৃশ ভক্তিযোগের অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাহার প্রবর্ত্তক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এই সকল উক্তি হইতে অতি পরিষ্কার ভাবেই জানা যাইতেছে যে, তাঁহার মতে শ্রীমন্মহাপ্রভুই হইতেছেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতপ্রবর্ত্তক; শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলেন নাই। গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্রাদি চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পঞ্চম সম্প্রদায়, পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তি হইতে তাহাও ধ্বনিত হইতেছে।

৪। শ্রীপাদ কবিকর্ণপূরের অভিমত

কবিকর্ণপূরও মহাপ্রভুর পার্ষদ এবং মহাপ্রভুর অত্যন্ত কৃপাভাজন। তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উল্লিখিত কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্য কাহারও দ্বারা তিনি মহাপ্রভুর এবং সার্ব্বভৌমের উক্তির প্রতিবাদ করান নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, তিনিও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে—গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতপ্রবর্ত্তক এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে উল্লিখিত চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পঞ্চম সম্প্রদায়।

এই প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের অন্যস্থলে (১।৬-৮-অনুচ্ছেদে) যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

"আশ্চর্য্যং যস্য কন্দো যতিমকুটমণির্মাধবাখ্যো মুনীন্দ্রঃ
শ্রীলাদ্বৈতঃ প্ররোহস্ত্রিভুবনবিদিতঃ স্কন্ধ এবাবধূতঃ।
শ্রীমদ্বক্রেশ্বরাদ্যা রসময়বপুষঃ স্কন্ধশাখাস্বরূপা
বিস্তারো ভক্তিযোগঃ কুসুমমথ ফলং প্রেমনিষ্কৈতবং যৎ॥

অপিচ,　　ব্রহ্মানন্দং চ ভিত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাত্তনীড়ং
রাধাকৃষ্ণাখ্য-লীলাময়-খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যস্য চ্ছায়া ভবাধ্বশ্রমশমনকরী ভক্তসঙ্কল্পসিদ্ধে-
র্হেতুশ্চৈতন্যকল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ।

—অহো কি আশ্চর্য্য! যতিকুলমুকুটমণি মাধবনামক (শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী) মুনীন্দ্র যাঁহার কন্দ (মূল), শ্রীল অদ্বৈত যাঁহার প্ররোহ (অঙ্কুর), ত্রিভুবনবিদিত অবধূতই (শ্রীনিত্যানন্দই) যাঁহার স্কন্ধ, শ্রীলবক্রেশ্বরাদি রসময়বপু মহাভাগবতগণ যাঁহার স্কন্ধ-শাখাস্বরূপ, বিস্তৃত ভক্তিযোগ যাঁহার পুষ্প, অকৈতব প্রেম যাঁহার ফল; অধিকন্তু, যাঁহার শিখরদেশ ব্রহ্মানন্দকেও ভেদ করিয়া বিরাজিত, যাঁহাতে ভিন্নভাবহীন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ লীলাময় বিহগযুগল নীড় রচনা করিয়া বিরাজিত, যাঁহার ছায়া সংসারপথ-ভ্রমণজনিত শ্রমের নিরসনকারিণী এবং যাঁহা ভক্তগণের সঙ্কল্পসিদ্ধির হেতুস্বরূপ, সেই কোনও এক অপূর্ব্ব শ্রীচৈতন্যকল্পতরু এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

"পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব! কিংপ্রয়োজনো জনোঽদূরোঽয়মবতার?—পারিপার্শ্বিক বলিলেন—মহাশয়! কি প্রয়োজনে অচিরকালে এই অবতার?"

"সূত্রধারঃ। মারিষ! অবধেহি বধেহি। মনসো নির্বিশেঽশেষে পরে ব্রহ্মণি লয় এব পরঃ পুরুষার্থঃ, তৎসাধনং ধনং হি কেবলমদ্বৈতভাবনেতি সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বেনাদ্যত্বেনাপি মন্বানাং বিদুষাং স্বমতাগ্রহ-গ্রহগৃহীতানামনাকলিতং তত্র তত্রৈব শাস্ত্রেষু গূঢ়তয়োঢ়তয়োত্তমত্বেন স্থিতমপি সচ্চিদানন্দ-ঘনবিগ্রহো নিত্যলীলোঽখিলসৌভগবান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব সবিশেষং ব্রহ্মেতি তত্ত্বং তস্যোপাসনং সনন্দাদ্যুপগীতমবিগীতমবিকলঃ পুরুষার্থঃ। তস্য সাধনং নাম নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রধানং বিবিধ-ভক্তিযোগমাবির্ভাবয়িতুং ভগবাংশ্চৈতন্যরূপী ভবন্নাবিরাসীৎ॥—সূত্রধার বলিলেন—সখে! অবহিত হও, অবহিত হও। যে-সকল পণ্ডিত মনে করেন, নির্বিশেষ এবং অনন্ত পরব্রহ্মে মনের লয়ই পরম-পুরুষার্থ এবং কেবল-অদ্বৈতভাবনাই সেই পুরুষার্থ-লাভের পক্ষে সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপ সম্পত্তি এবং যাঁহারা এতাদৃশ স্বমতে আগ্রহরূপ গ্রহদ্বারা গ্রস্ত, তাঁহাদের অজ্ঞাত, অথচ তাঁহাদের উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহেই গূঢ়ভাবে এবং সর্ব্বোত্তমরূপে স্থাপিত যে তত্ত্ব - সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ নিত্যলীলাময় এবং অখিল-সৌভগবান্ (অখিল-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-প্রিয়ত্বাদি অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সবিশেষ পরব্রহ্ম, এই যে তত্ত্ব—সেই তত্ত্বের প্রকাশ করিবার জন্য এবং তাঁহার উপাসনাই যে সনন্দনাদি-কথিত অনিন্দ্য এবং অবিকল (পরমশুদ্ধ, পূর্ণতম) পুরুষার্থ, তাহা খ্যাপন করার নিমিত্ত এবং তাহার সাধন নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রধান বিবিধ ভক্তিযোগ আবির্ভাবিত করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যরূপী হইয়া ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন।"

এ-স্থলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের উপাস্য, অভীষ্ট পুরুষার্থ এবং তাহার সাধনের কথাই বলা হইয়াছে; নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিযোগ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়েরই সাধন; এই সাধনের প্রবর্ত্তনের

উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন—সূত্রধারের উক্তি হইতে তাহাই জানা যায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, সূত্রধার তাহাই জানাইয়া গেলেন। সর্ব্বপ্রথমে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া যে নট নাটকীয় কথাসূত্রের সূচনা করেন, তাঁহাকে সূত্রধার বলা হয়। বস্তুতঃ নাট্যকারের বেশেই সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়েন এবং নাট্যকারের বক্তব্যই বলিয়া যায়েন। সুতরাং সূত্রধারের উল্লিখিত উক্তি হইতেছে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের রচয়িতা কবিকর্ণপূরেরই নিজস্ব উক্তি। এ-স্থলে কর্ণপূর তাঁহার নিজের মতই প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলাতে ইহা যে শ্রী-ব্রহ্ম প্রভৃতি চারিসম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী সম্প্রদায়, কর্ণপূর তাহাও জানাইয়া গেলেন।

কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকার যে মুদ্রিত আদর্শ আজকাল দৃষ্ট হয়, তাহাতে কয়েকটী শ্লোক আছে, যাহাদের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়—"কলিতে মাত্র চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই আছে, তদধিক নাই এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।" কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে নিজস্ব যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের যে অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, গৌরগণোদ্দেশদীপিকার উল্লিখিত শ্লোকগুলির মর্ম্ম তাহার বিরোধী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের ভূমিকায় (১৮৭-৮৯ পৃষ্ঠায়) এই শ্লোকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই কয়টী শ্লোক কবিকর্ণপূরের লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

বৈষ্ণবদের চারি সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতাবাচক শ্লোক

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয়ঃ—

প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

(অনুবাদ ভূমিকার ১৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইহা হইতে জানা গেল, শ্রীব্রহ্মাদি চারিটী সম্প্রদায়ের কথা পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়-রচিত "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থের ২১৩ ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছেঃ—

"প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণঘেরার মধুসূদনদাস গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয় স্বয়ং শ্রীপদ্মপুরাণের সর্ব্বত্র বহু অনুসন্ধান করিয়া 'শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ' ইত্যাদি শ্লোকসমূহ কোথাও প্রাপ্ত না হইয়া শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট ঐ শ্লোক কএকটীর স্থান-পরিচয় জানিবার জন্য এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তখন এই গ্রন্থলেখক তাঁহার কএকজন সহকারী পণ্ডিতের সহিত বিভিন্ন সংস্করণের পদ্মপুরাণ ঘাঁটিয়া কোথায়ও ঐ কএকটী বহুল প্রচারিত

শ্লোকের স্থানপরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, ইহা উক্ত গোস্বামী মহাশয়কেও জানান হইয়াছিল।"

ইহাতে কেহ বলিতে পারেন—ঐ শ্লোকগুলি বর্ত্তমানকালে প্রাপ্তব্য পদ্মপুরাণে না থাকিলেও কর্ণপূরের সময়ে প্রাপ্তব্য পদ্মপুরাণে ছিল। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ঃ—কর্ণপূরের সময়ে যদি এই শ্লোকগুলি পদ্মপুরাণে থাকিত, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও তাহা জানিতেন। ইহা জানিলে তাঁহারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে শ্রী-ব্রহ্ম-আদি চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পঞ্চম সম্প্রদায় বলিতেন না। পরবর্ত্তী আলোচনায় দেখা যাইবে, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্য এবং মহাপ্রভুর পার্ষদগণও গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে শ্রীব্রহ্মাদি চারিসম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পঞ্চম সম্প্রদায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থের নানা স্থানে পদ্মপুরাণের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ; কিন্তু বৈষ্ণবদের চারিসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতাবাচক কোনও শ্লোক বা তদনুরূপ কোনও মর্ম্ম কোনও স্থলেই উদ্ধৃত করেন নাই। গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে উল্লিখিত চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটি সম্প্রদায়রূপে প্রকাশ করিয়া বরং তাদৃশ শ্লোকের বা মর্ম্মের অস্তিত্ব তাঁহারা অস্বীকারই করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ, কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে মহাপ্রভুর ও সার্ব্বভৌমের উক্তিতে এবং সূত্রধাররূপে তাঁহার নিজের উক্তিতেও মহাপ্রভুকেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণবদের চারিসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেই কর্ণপূরই যে আবার তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে চারিসম্প্রদায়ে বৈষ্ণবদের সীমাবদ্ধতার কথা বলিয়াছেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারেনা। বস্তুতঃ উল্লিখিত শ্লোকগুলি পদ্মপুরাণের শ্লোক নহে ; এই গুলি হইতেছে কৃত্রিম এবং এই কৃত্রিম শ্লোকগুলি কর্ণপূরের রচিতও হইতে পারে না, কেননা, ইহাদের মর্ম্ম হইতেছে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে অভিব্যক্ত কর্ণপূরের অভিমতের বিরোধী। (প্রমেয়রত্নাবলী সম্বন্ধে পরবর্ত্তী আলো-চনা ও দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত শ্লোকগুলির পরে, অধুনাপ্রাপ্ত গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা দৃষ্ট হয়, (এই গ্রন্থের ৪র্থ পর্ব্বে ১৮৬২ পৃষ্ঠায় এই গুরুপরম্পরা উল্লিখিত হইয়াছে)। এই গুরুপরম্পরাতেও অনেক গোলযোগ আছে। তাহার দুয়েকটী উল্লিখিত হইতেছে।

ইহাতে লিখিত হইয়াছে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য "শতদূষণী"-নাম্নী সংহিতা রচনা করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের খণ্ডনপূর্ব্বক সগুণব্রহ্ম স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীভা, ১০।৮৭।২-শ্লোকের সংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিয়াছেন, শতদূষণী হইতেছে শ্রীসম্প্রদায়ের গ্রন্থ। "শ্রীবৈষ্ণবানাং শ্রীভাষ্য-তদীয়টীকয়োঃ শতদূষণ্যাদিষু"-ইত্যাদি। শ্রীল রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত "অদ্বৈতসিদ্ধির" ভূমিকায় লিখিয়াছেন —গৌড়পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্ত্তী মধ্বাচার্য্যের অনেক পরে (ব্যাসতীর্থরচিত) ন্যায়ামৃতের অনুসরণে বঙ্গদেশে "মায়াবাদশতদূষণী" বা "তত্ত্বমুক্তাবলী"-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যও ইহার নাম করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল, শতদূষণী বা মায়াবাদশতদূষণী আনন্দতীর্থনামা মধ্বাচার্য্যের লিখিত নহে।

এই গুরুপরম্পরাতে আরও লিখিত হইয়াছে— মাধবেন্দ্র (মাধবেন্দ্র পুরী) ছিলেন মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ; তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী, তাঁহার শিষ্য শ্রীগৌরচন্দ্র। এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই।

মাধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যে সর্ব্বত্র "তীর্থ"-উপাধিরই প্রচলন ; এই সম্প্রদায়ে "পুরী"-উপাধি কখনও প্রচলিত ছিলনা, এখনও নাই। আবার, মাধ্বমতে বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণই হইতেছেন স্বয়ংভগবান্, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা মাধ্বমতে স্বীকৃত নহে। সুতরাং মাধ্বসম্প্রদায়ে শ্রীনারায়ণই হইতেছেন উপাস্য, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা মাধ্বসম্প্রদায়ে কখনও প্রচলিত ছিলনা। যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তাই স্বীকার করেন না এবং যিনি শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে বিষ্ণুশক্তি বলিয়াও স্বীকার করেন না, পরন্তু অপ্সরাস্ত্রী বলিয়াই মনে করেন, তাঁহার সম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনাও থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এবং শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী যে সন্ন্যাসী ছিলেন এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, সে-সম্বন্ধে মতভেদ নাই। এই অবস্থায় পুরী-উপাধিধারী এবং রাধাকৃষ্ণের উপাসক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইতেছে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে শতদূষণীর রচয়িতা বলিয়া পরিচয় দেওয়ার ন্যায়ই একটা অবাস্তব ব্যাপার। কবিকর্ণপূর যে এইরূপ অবাস্তব ব্যাপারের কথা লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

উল্লিখিত গুরুপরম্পরায় আরও লিখিত হইয়াছে—"মহাযশা মধ্বাচার্য্য ব্যাসদেবের নিকটে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছেন।" একথা নিতান্ত অবাস্তব। মাধ্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের দীক্ষাগুরু ছিলেন শ্রীপাদ অচ্যুতপ্রেক্ষ। তিনি যদি কৃষ্ণমন্ত্রেই দীক্ষিত হইবেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই করিতেন ; কিন্তু তিনি ছিলেন বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের উপাসক, শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন না ; মাধ্বসম্প্রদায়ে শ্রাকৃষ্ণের উপসনার প্রচলন ছিলনা, এখনও নাই।

আলোচ্য শ্লোকগুলির সহিত তাহাদের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ের কোনও সঙ্গতিও নাই (১৮৬২—৬৩ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকগুলি হইতেছে নাটকে অভিব্যক্ত কর্ণপূরের অভিমতের বিরোধী এবং অবাস্তব-ব্যাপারদ্যোতক। এইগুলি কর্ণপূরের লিখিত হইতে পারে না। পরবর্ত্তী কালেই কেহ এই শ্লোকগুলি লিখিয়া গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় সংযোজিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

৫। শ্রীলমুরারি গুপ্ত ও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অভিমত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল মুরারি গুপ্ত হইতেছেন সংস্কৃতে মহাপ্রভুর আদি চরিতকার ; ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও হইতেছেন বাংলাভাষায় আদি চরিতকার। তাঁহাদের কেহই মহাপ্রভুকে এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলেন নাই ; শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী যে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, একথাও তাঁহারা বলেন নাই।

৬। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর অভিমত

শ্রীভা, ১০।১২।১-শ্লোকের বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রতিবাদমূলে মাধ্বমতের খণ্ডন করিয়াছেন (ভূমিকা ১৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। শ্রীপাদ সনাতন তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থেও যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সে-সমস্তও সাধ্যসাধনাদি এবং পরমার্থবিষয়ে মাধ্বমতের বিরোধী। এইরূপে শ্রীপাদ সনাতন জানাইয়া গিয়াছেন যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা অনুগত নহে।

৭। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—বহুকালপর্য্যন্ত যাহা অর্পিত হয় নাই, নিজবিষয়ক সেই উন্নতোজ্জ্বল-রসস্বরূপা ভক্তিসম্পত্তি দান করার নিমিত্তই শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উন্নতোজ্জ্বল-রসস্বরূপা ভক্তিসম্পত্তি হইতেছে ব্রজপ্রেম—তন্মধ্যে আবার অপূর্ব্ববিশেষত্বময় কান্তাপ্রেম। এই ব্রজপ্রেম গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই সাধ্যবস্তু; শ্রীমন্মহাপ্রভুই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় বর্ত্তমান কল্পের কলিতেও তাহা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ-ব্রজপরিকরদের আনুগত্যময়ী উত্তমা সাধনভক্তির কথাও জগতের জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং তিনিই হইতেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক; শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক নহেন। উল্লিখিত শ্লোকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাহাই জানাইয়া গেলেন।

যদি বলা যায়—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আনুগত্যেই মহাপ্রভু ব্রজপ্রেম বিতরণ করিয়াছেন এবং আনুগত্যময়ী উত্তমা সাধনভক্তির কথাও জানাইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, এই বিষয়ে মাধ্বমতের আনুগত্যের প্রশ্নই উঠিতে পারে না; কেননা, ব্রজপ্রেমের আশ্রয় যে ব্রজপরিকরগণ, তাঁহাদের ভক্তির উৎকর্ষই মধ্বাচার্য্য স্বীকার করেন নাই, ব্রজগোপীগণের ভক্তিকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টা ভক্তি বলিয়া গিয়াছেন, ব্রজগোপীদিগকে অপ্‌সরাস্ত্রী বলিয়াছেন; সুতরাং ব্রজপ্রেমের মহিমাই তিনি স্বীকার করেন নাই এবং ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে উত্তমা সাধনভক্তির উল্লেখও তাঁহার উক্তিতে দৃষ্ট হয় না। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার কথাও তিনি কোনও স্থলে বলেন নাই; মাধ্বসম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা কখনও প্রচলিতও ছিলনা, বর্ত্তমান সময়েও নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত উড়ুপী-মঠের পত্রে লিখিত আছে—Srikrishna with Sri Radhika is not worshipped in our Sampradaya—আমাদের সম্প্রদায়ে (অর্থাৎ মাধ্বসম্প্রদায়ে) শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ পূজিত বা উপাসিত হয়েন না।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীমন্মহাপ্রভুই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

ব্রজপরিকরদের এবং বিশেষরূপে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যাহা বলিয়া গিয়াছেন,

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি-প্রভৃতি গ্রন্থই তাহার তীব্র প্রতিবাদ এবং এই প্রতিবাদের দ্বারা শ্রীরূপপাদ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তিই অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

৮। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিমত

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীর প্রারম্ভে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবম্" বলিয়া গিয়াছেন। "মহাভাগবত-কোটিবহিরন্তর্দৃষ্টি-নিষ্টঙ্কিত-ভগবদ্ভাবং নিজাবতার-প্রচার-প্রচারিত-স্বস্বরূপ-ভগবৎ-পদকমলাবলম্বিদুর্ল্লভ-প্রেমপীযূষময়-গঙ্গাপ্রবাহ-সহস্রং স্বসম্প্রদায়-সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনামানং শ্রীভগবন্তং কলিযুগেঽস্মিন্ বৈষ্ণবজনোপাস্যাবতারতয়ার্থবিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবত-পদ্যসংবাদেন স্তৌতি 'কৃষ্ণেতি'—কোটি-কোটি মহাভাগবত, বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাঁহার ভগবত্তা বিনিশ্চয় করিয়াছেন, ভগবত্তাই যাঁহার নিজস্বরূপ, যে স্বয়ংভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মকে অবলম্বন করিয়া অন্যত্র দুর্ল্লভ সহস্র সহস্র প্রেমপীযূষময় জাহ্নবীধারা তদীয় নিজ অবতার-প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে, যিনি স্বকীয় সম্প্রদায়ের পরম অধিদেবতা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধেয় শ্রীভগবান্‌কেই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণবগণের উপাস্য বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন এবং তদর্থবিশিষ্ট একটী পদ্যে (কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি শ্লোকে) তাঁহার স্তুতি করিয়াছন।—শ্রীলরসিক-মোহন বিদ্যাভূষণকৃত অনুবাদ। সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে যে-বৈষ্ণবগণের উপাস্য বলা হইয়াছে, তাঁহারা হইতেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ; গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই সর্ব্বতোভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনা করিয়া থাকেন। "স্ব-সম্প্রদায়" শব্দেও এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কেই বুঝায়। তিনি এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের "সহস্রাধিদৈব"-সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মুখ্য অভীষ্ট হইতেছে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা। "এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ।" শ্রীগৌরের উপাসনায় শ্রীগৌরের সেবা, গৌরপ্রেম লাভ হইতে পারে এবং গৌরপ্রেম লাভ হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণসেবা-প্রাপ্তিও হইতে পারে। "গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যে বা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।" এতাদৃশ গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মহাপ্রভুর "স্ব-সম্প্রদায়—নিজ সম্প্রদায়" বলা হইয়াছে। "স্ব-সম্প্রদায়"-শব্দের দুইটী তাৎপর্য্য হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে, দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক যিনি সেই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন, সেই সম্প্রদায়কে তাঁহার "স্বসম্প্রদায়" বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যে সম্প্রদায় পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলনা, যিনি সেই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন, সেই সম্প্রদায়কে তাঁহার স্ব-সম্প্রদায়—স্বপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়—বলা যায়। মহাপ্রভুসম্বন্ধে প্রথম অর্থের সঙ্গতি নাই ; কেননা, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুগে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রকট ছিল না। দ্বিতীয় রকম অর্থেরই সঙ্গতি আছে—মহাপ্রভুই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এইরূপে দেখা গেল—সর্ব্বসম্বাদিনীর

প্রারম্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী জানাইয়া গেলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই হইতেছেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

আবার শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ॥ ১৪৯ পৃষ্ঠায়) মাধ্বসম্প্রদায়কে গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া গিয়াছেন (ভূমিকা ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভেও তিনি মাধ্বমতকে "বৈষ্ণব-মতবিশেষ" বলিয়া গিয়াছেন (ভূমিকা ১৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার সন্দর্ভগ্রন্থে তিনি মধ্বাচার্য্যকে একাধিক স্থলে "তত্ত্ববাদগুরু" বলিয়াছেন ; কিন্তু কোনও স্থলেই "স্ব-সম্প্রদায়গুরু বা গৌড়ীয় সম্প্রদায়-গুরু" বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—মাধ্বসম্প্রদায় যে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে ভিন্ন একটী সম্প্রদায়, ইহাই শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিপ্রায়।

ষট্‌সন্দর্ভাদি বিবিধ গ্রন্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী নন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধিকাদি-গোপীগণের নিত্য ভগবৎ-পরিকরত্ব স্থাপন করিয়া, ব্রজগোপীদিগের স্বরূপশক্তিত্ব-প্রতিপাদন করিয়া, ব্রজপরিকরদের প্রেমোৎকর্ষ এবং ব্রজগোপীদিগের প্রেমের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা-স্থাপন করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাস্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া—প্রকৃতপ্রস্তাবে এইসকল বিষয়ে মাধ্বমতের খণ্ডনাত্মক প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়া গিয়াছেন যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা অনুগত নহে।

৯। শ্রীপাদ শ্রীনাথচক্রবর্ত্তীর অভিমত

কবিকর্ণপূরের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা-গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহানিত্থং গৌরমহাপ্রভোর্মতমতস্তত্রাদরো নঃ পরঃ॥ × × পরাৎপরত্বং শ্রীকৃষ্ণে নিত্যবিগ্রহলীলতা। প্রাধান্যং ভগবদ্‌ভক্তেঃ প্রেম্ণি তৎফলরূপতা॥ প্রেমাকারা বৃত্তিরেব ভক্তেষ্বেকাত্মতালভি। গোপীষূত্তমভক্তিত্বং রুক্মিণীপ্রভৃষ্বপি। শ্রৈষ্ঠ্যং সর্ব্বপুরাণেভ্যঃ স্বস্মিন্ ভাগবতাভিধে। ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রস্য মতমুত্তমম্॥"

এ সকল উক্তিতে শ্রীপাদ শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী বলিলেন—পরাৎপরতত্ত্ব হইতেছে ব্রজেশতনয় শ্রীকৃষ্ণে, তিনিই আরাধ্য, ব্রজবধূবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই রম্যা, ভগবদ্‌ভক্তিরই প্রাধান্য, তাহার ফল হইতেছে প্রেম, প্রেমই পরমপুরুষার্থ, গোপীদিগের মধ্যেই উত্তমভক্তি—রুক্মিণী-প্রভৃতিতেও, শ্রীমদ্‌ভাগবতই হইতেছেন নির্দ্দোষ প্রমাণ-এই সমস্ত হইতেছে গৌরমহাপ্রভুর উত্তম অভিমত ; এই অভিমতই আদরণীয়, অন্য মত আদরণীয় নহে।

এ-স্থলে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাদের একটীও মাধ্বমত-সম্মত নহে, বরং সমস্তই

মাধ্বমত-বিরোধী। ইহাদ্বারা চক্রবর্ত্তিপাদ জানাইলেন—মহাপ্রভুর মত মাধ্বমতের অনুরূপ নহে, বরং তাহার বিরোধী; সুতরাং মহাপ্রভুর মতের অনুসরণকারী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও মাধ্বসম্প্রদায়ের অনুগত নহে; গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতপ্রবর্ত্তক হইতেছেন গৌরমহাপ্রভু। শ্রীপাদ শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই মহাপ্রভুর মতই প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মাধ্বমতের প্রচার করেন নাই।

১০। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর অভিমত

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে লিখিয়াছেন—"প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ কস্য শ্রবণপথগতঃ, নাম্নাং মহিম্নঃ কো বেত্তা, বৃন্দাবনবিপিনমাধুরীষু কস্য প্রবেশঃ। কো বা জানাতি রাধাং পরমরস-চমৎকারমাধুর্য্যসীমামেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার ॥১৩০॥ পূর্ব্বে প্রেমনামক পরমপুরুষার্থের কথা কোন্ জনেরই বা কর্ণপথগত হইয়াছিল? নামের অদ্ভুত মহিমার কথা কেই বা জানিত? কোন্ জনেরই বা বৃন্দাবনবিপিনের মহামাধুরীতে প্রবেশ হইয়াছিল? পরমরস-চমৎকার-মাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধাকে কেই বা অবগত ছিল? এক শ্রীচৈতন্যই জীবের প্রতি করুণা করিয়া এই সমস্ত বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন।"

সরস্বতীপাদ এই বাক্যে ভঙ্গীক্রমে যেমন মাধ্বমতের প্রতিবাদ করিলেন, তেমনি আবার অতি পরিষ্কার ভাবেই জানাইয়া দিলেন যে—গৌড়ীয় মতের প্রবর্ত্তক হইতেছেন একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু, অপর কেহ নহেন। শ্লোকস্থ "আবিশ্চকার – আবিষ্কার করিয়াছেন"-শব্দের ধ্বনি হইতেছে এই যে, মহাপ্রভু এইবার যাহা জানাইয়া গেলেন, তাহা অভিনব কিছু নয়, পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পেও তিনি তাহা জানাইয়া গিয়াছিলেন, কালবশতঃ তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, বর্ত্তমান কলিতে তিনি তাহা আবার নূতন করিয়া জানাইয়া গিয়াছেন।

১১। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অভিমত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের সূচনা-কথনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, দ্বাপরলীলার অন্তর্দ্ধানের পরে অপ্রকট গোলোকে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ— "অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান। চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান। ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান॥ সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥১।৩।১১-১৩॥ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন। চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। ১।৩।১৭-১৯॥ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ ১।৩।২০॥ তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে॥ এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥১।৩।২১—২২॥" ইহার পরে কবি-

রাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কলিকালে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার। তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥ ১।৩।৩১॥ সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ১।৩।৬২॥ প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার॥ ১।৪।৪॥"

কবিরাজগোস্বামীর এই সকল উক্তি হইতে জানা গেল—ব্রজপ্রেম প্রদানের নিমিত্ত, যুগধর্ম্ম-নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত, নিজে আচরণ করিয়া জগতের জীবকে ভক্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিরূপ সাধনে ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে, নিজে আচরণ করিয়া তিনিই তাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধন হইতেছে ব্রজপ্রেম-প্রাপ্তির সাধন, ইহা সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্তির সাধন নহে। এই সাধনের উপদেষ্টা এবং আচরণের দ্বারা শিক্ষাদাতা হইতেছেন শ্রীমন্মহাপ্রভু; সুতরাং তিনিই যে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মত-প্রবর্ত্তক, একথাই কবিরাজগোস্বামী জানাইয়া গেলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এইরূপ সাধনের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না; কেননা, ব্রজপ্রেমের মহিমাই তিনি স্বীকার করেন না। তিনি স্বীকার করেন মুক্তির মহিমা, যে মুক্তিকে ব্রজপ্রেমাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ ব্রজপ্রেমের তুলনায় অতি তুচ্ছ মনে করেন। ব্রজপ্রেমের অনাদিসিদ্ধ আশ্রয় ব্রজপরিকরদের ভক্তিকেও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য নিম্নস্তরের ভক্তি বলিয়া মনে করেন।

আবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার নবম পরিচ্ছেদে ভক্তিকল্পতরুর বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি। ভক্তিকল্পতরু রুপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি॥ ১।৯।৭॥" তিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকেই এই ভক্তিকল্পতরুর "প্রথম অঙ্কুর," শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীকে "পুষ্ট অঙ্কুর" এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকে "স্কন্ধ" বলিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন—"সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥ ১।৯।১০॥" আর পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ এবং সুখানন্দপুরী-এই নয়জনকে ভক্তিকল্পতরুর "মূল বা শিকড়" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের নাম-গন্ধ কোথাও নাই। ইহা দ্বারা কবিরাজগোস্বামী জানাইলেন যে, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের কোনওরূপ সংশ্রবই নাই।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর মতেও শ্রীমন্মহাপ্রভুই হইতেছেন গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কোনও সম্বন্ধই নাই, ইহা হইতেছে মাধ্বসম্প্রদায় হইতে একটী পৃথক্ সম্প্রদায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে; তাহার পরে তাঁহার পার্ষদ এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্যদের অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। পার্ষদ এবং আদি আচার্য্যদের অভিমত হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিমতেরই প্রতিধ্বনি এবং বিবৃতিমাত্র। তাঁহাদের অভিমত হইতে জানা গেল—শ্রীমন্মহাপ্রভুই হইতেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত-প্রবর্ত্তক, গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা অনুগত নহে, ইহা হইতেছে মাধ্বসম্প্রদায় হইতে একটী পৃথক্ সম্প্রদায়।

এক্ষণে পরবর্ত্তী আচার্য্যদের কয়েকটী অভিমত প্রদর্শিত হইতেছে

১২। পরবর্ত্তী আচার্য্যদের অভিমত

ক। শ্রীপাদ ঈশ্বরীর অভিমত

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের "দৃষ্টং ন শাস্ত্রং গুরবো ন দৃষ্টা"—ইত্যাদি সর্ব্বশেষ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ ঈশ্বরী শ্রীপাদ সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের "বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তি-যোগং শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ" ইত্যাদি এবং "কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য-নামা" ইত্যাদি এবং শ্রীবিদগ্ধমাধবের "অনর্পিতচরীং চিরাৎ"-ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ স্বয়ংভগবান্ এব সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক স্তৎপার্ষদা এব সাম্প্রদায়িকা গুরবো নান্যে।—অতএব (অর্থাৎ পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকত্রয় অনুসারে জানা যায় যে) স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুই সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার পার্ষদগণই হইতেছেন সাম্প্রদায়িক গুরু, অপর কেহ নহেন।"

শ্রীপাদ ঈশ্বরী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের "ব্রহ্মেশাদি-মহাশ্চর্য্যমহিমাপি"-ইত্যাদি ১৪১-শ্লোকের টীকায় গৌরগণোদ্দেশদীপিকার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে গৌরগণোদ্দেশদীপিকার আলো-চনা করিয়াছেন, তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়। তথাপি তিনি যখন মহাপ্রভুকেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন, তখন ইহা অনুমান করা অস্বাভাবিক নহে যে, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার যে আদর্শ তিনি দেখিয়াছিলেন, সেই আদর্শে বৈষ্ণবদের চারি সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতাবাচক এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তিসূচক পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকগুলি ছিলনা; থাকিলে সেই শ্লোকগুলির কোনওরূপ আলোচনা না করিয়া তিনি সেই শ্লোকগুলির মর্ম্মবিরোধী স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতেন না। এই শ্লোকগুলির কৃত্রিমতার ইহাও একটী প্রমাণ। এই অনুমান যদি বিচারসহ হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্তও গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উল্লিখিত শ্লোকগুলি স্থান পায় নাই। একথা বলার হেতু এই যে, শ্রীপাদ ঈশ্বরী যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। তাঁহার রচিত "শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণে" তিনি লিখিয়াছেন—"কৃতমানন্দিনা শীঘ্রবোধং ব্যাকরণং লঘু। শাকে কলাবেদশূন্যে নিলাদ্রৌ বটনাগরে॥" "শাকে কলাবেদশূন্যে" অর্থাৎ ১৬৪০ শকাব্দায় (১৭১৮ খৃষ্টাব্দে) তিনি "শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণ। লিখিয়াছেন।

খ। অদ্বৈতবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের অভিমত

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বলেন, শ্রীল রাধামোহন গোস্বামী খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের (বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-কাণ্ড, প্রথমভাগ, দ্বিতীয় অংশ)" মতে তিনি ১৭৩৭ শকাব্দ (১৮১৫ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি "তত্ত্বসংগ্রহ"-নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীঅদ্বৈতবংশ্যেন রাধামোহনশর্ম্মণা। প্রণম্য রাধিকাকান্তং ক্রিয়তে তত্ত্বসংগ্রহঃ।" ইহা হইতে জানা যায়, তিনি শ্রীঅদ্বৈতবংশীয় ছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, তিনি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ ছিলেন। তিনি শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর তত্ত্বসন্দর্ভেরও এক টীকা লিখিয়াছেন। টীকার প্রারম্ভে তিনি শ্রীশ্রীগৌরকেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া গিয়াছেন। "স্বভজনস্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনায়াবতীর্ণং গৌররূপেণ শ্রীকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি।

গ। বৃন্দারণ্যবাসী অদ্বৈতবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামীর অভিমত

প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী ১৯৫৯ সংবতে (১৩০৯ বঙ্গাব্দে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে) শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত"-নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় "গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী"-কথনপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ লিখিয়াছেন –"বলদেববিদ্যাভূষণ উৎকলদেশীয় খণ্ডাইত জাতি ছিলেন। ইনি মাধ্বসম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইনি শ্যামানন্দপ্রভুর পরিবার, বর্ত্তমান শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীশ্যামসুন্দর ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। × × ইঁহারা (বলদেববিদ্যাভূষণ এবং কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম) উভয়ে জয়পুরে বিচার করিয়া পুনরায় শ্রীগোবিন্দদেবজীর সেবা অধিকার করেন। সেই সময় গোবিন্দভাষ্য, অনুভাষ্য, বেদান্তস্যমন্তক, প্রমেয়রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায় শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিবার জন্য শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা নামক গ্রন্থ স্বয়ং রচনা করিয়া শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামীর নামে প্রকাশ করেন, ইহা সকল প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন (ভূমিকা ৶—।০ পৃষ্ঠা)।"

প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামীর এই উক্তি হইতে জানা গেল—তাঁহার এবং সকল প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতেছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুরই সম্প্রদায় (অর্থাৎ মহাপ্রভুই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক), ইহা শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট নহে ; বলদেববিদ্যাভূষণই এই সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ সম্বন্ধে প্রভুপাদ যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পরবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরের আলোচনা দ্রষ্টব্য। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলদেববিদ্যাভূষণের লিখিত নহে, স্বয়ংকর্ণপূরেরই লিখিত ; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ ঈশ্বরীও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকায় এই গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকা বলদেববিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যাদির পূর্ব্বে লিখিত বলিয়াই মনে হয়। অধুনাপ্রাপ্ত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তি-সূচক যে কয়টী শ্লোক দৃষ্ট হয়, সেই শ্লোককয়টীই কৃত্রিম। "উরগক্ষত অঙ্গুলি"-ন্যায়ের অনুসরণ না করিয়া "সুরাবিন্দুস্পৃষ্ট দুগ্ধপূর্ণ কলস"-ন্যায়ের অনুসরণেই বোধ হয় প্রভুপাদ সমগ্র গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করিয়াছেন। "গৌর আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতের" বংশধর গৌরগতপ্রাণ প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী গৌরের সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তির কথা সহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়াই ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ঘ। নিত্যানন্দবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দগোস্বামীর অভিমত

প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দগোস্বামী ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (১৯২৬ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত তাঁহার সম্পাদিত

শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভের ভূমিকায় (।০—।৵ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"লক্ষ্মী-ব্রহ্মা হইতে যাঁহাদের সম্প্রদায়, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ তত্তৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক কোন আচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন কেন ? জগদ্-বিভাসক সূর্য্য কখনও খদ্যোতের জ্যোতিতে বিভাসিত বা পরিচিত হন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদমধ্যে গণ্য ছয়গোস্বামী মহাশয়গণ তৎপ্রেরিত হইয়া যেসকল গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে তিনি মাধ্বমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কোন কথাই পাওয়া যায় না। অবতারীতে অন্তর্ভাবিত অবতারসকলের ন্যায় স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে ব্রহ্ম-আদি সম্প্রদায়চতুষ্টয় অন্তর্ভাবিত হইয়াছে বলিলে বরং বিশেষ সঙ্গত হয়। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরবর্ত্তীকালে মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগ দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু চরমপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তিনি ঐকমত্য প্রদর্শন করেন নাই। এখানে সকলেরই ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, তিনি সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ নহেন।"

প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামীর এই উক্তি হইতেও জানা গেল—প্রভুপাদের মতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা একটী পৃথক্ সম্প্রদায়।

মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রতি "কিঞ্চিৎ অনুরাগ" বশতঃ বিদ্যাভূষণপাদ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন—এইরূপ একটী ইঙ্গিত যে প্রভুপাদের উক্তিতে দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

৬। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থের অভিমত

কাশিমবাজারের রাজর্ষি শ্রীল মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের আনুকূল্যে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনীর বিবরণীমধ্যে "বৈষ্ণবসাহিত্য"-প্রবন্ধে (১২৷৷০ পৃষ্ঠায়) সাংখ্যতীর্থ মহোদয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বোল্লিখিত প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামিমহোদয়ের অভিমতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। ইহা দ্বারা তিনিও জানাইয়া গিয়াছেন যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে ; ইহা হইতেছে একটী পৃথক্ সম্প্রদায়।

১৩। বৈষ্ণবাচার্য্যগণকর্ত্তৃক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বন্দনার অভাব

কোনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যই গ্রন্থাদির আরম্ভে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বন্দনা করেন নাই। অথচ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীমন্মহাপ্রভুর, গৌরপরিকরাদির ও বৈষ্ণবগণের বন্দনা করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যদি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকেই তাঁহাদের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করিতেন, তাহা হইলে স্ব-সম্প্রদায়াচার্য্য বা স্বসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে অবশ্যই তাঁহারা তাঁহার বন্দনাও করিতেন। এইরূপ বন্দনার অভাবও সূচিত করিতেছে যে, কোনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

১৪। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের অভিমত

ক। বলদেববিদ্যাভূষণের সময় ও বিবরণ

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর "স্তবমালার" টীকাও লিখিয়াছেন। স্তবমালার অন্তর্গত "উৎকলিকাবল্লরী"-নামক স্তবের টীকায় তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"ষড়শীত্যুত্তর-ষোড়শশতীগণিতে তস্য ॥১৬৮৬॥ শাকে তু ওঁ নমঃ টীকায়া নিষ্পত্তিঃ॥ বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১৩১৯ সাল ॥ ২৬০-৬১ পৃঃ॥" এই উক্তি হইতে জানা যায়, ১৬৮৬ শকাব্দায় তিনি এই টীকা লিখিয়াছেন। ১৬৮৬ শকাব্দা হইতেছে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার সাত বৎসর পরে তিনি এই টীকা লিখিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বিদ্যাভূষণপাদ বর্ত্তমান ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীপাদ ঈশ্বরী বিদ্যমান ছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ বলদেবও তখন বিদ্যমান ছিলেন ; তাহা যদি হয়, তাহা হইলে মনে হয়, শ্রীপাদ বলদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরীর সমসাময়িকই ছিলেন ; কিন্তু সমসাময়িক হইলেও তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বরী হইতে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। অদ্বৈতবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল রাধামোহন গোস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন শ্রীপাদ বলদেব। সুতরাং শ্রীপাদ ঈশ্বরীর পরে এবং প্রভুপাদ রাধামোহন গোস্বামীর পূর্ব্বেই শ্রীপাদ বলদেবসম্বন্ধে আলোচনা করা সমীচীন হইত. কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবসম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিতে হইবে বলিয়া সর্ব্বশেষে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

বেদ-বেদান্ত-দর্শন-কাব্য-ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে শ্রীপাদ বলদেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি প্রথমে মাধ্বসম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে শ্যামানন্দ-পরিবারের কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ শ্রীল রাধাদামোদর দাস মহোদয়ের নিকটে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ অধ্যয়ন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার জন্য লুব্ধ হয়েন এবং শ্রীল রাধাদামোদরদাস-মহাশয়ের নিকটেই ব্রজের কান্তাভাবের উপাসনামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। কথিত আছে, শ্রীবৃন্দাবনে তিনি শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করেন। তাঁহার বৃন্দাবনে অবস্থানকালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীউর সেবাসম্বন্ধে একটী গোলযোগ উপস্থিত হয়।

খ। জয়পুরের বিচারসভা ও গোবিন্দভাষ্য-প্রণয়ন

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর প্রকটিত শ্রীগোবিন্দদেব কোনও বিশেষ কারণে শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে স্থানান্তরিত হয়েন। জয়পুরের মহারাজগণই ছিলেন সেবার অধ্যক্ষ ; তাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের দ্বারাই গোবিন্দজীউর সেবা করাইতেন। জয়পুরের নিকটবর্ত্তী গল্‌তা উপত্যকার রামানুজ-সম্প্রদায়ের মোহান্তগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগকে গোবিন্দজীউর সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্য একটা গোলযোগ উপস্থিত করেন।

এই গোলযোগের হেতুসম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত আছে। একটী মত হইতেছে এই যে—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীনারায়ণপূজার আগে শ্রীগোবিন্দের পূজা করিতেন। তাহাতে রামানুজসম্প্রদায়ের মোহান্তগণ আপত্তি উত্থাপন করেন (১)। অপর মত হইতেছে এই যে, রামানুজ সম্প্রদায়ের মোহান্তগণ মনে করিতেন—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অসম্প্রদায়ী; সুতরাং শ্রীগোবিন্দের সেবায় তাঁহাদের অধিকার থাকিতে পারে না (২)। যে-ভাবে এই গোলযোগের মীমাংসা হইয়াছে, তাহা হইতে শেষোক্ত অভিমতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

জয়পুরাধিপতি মহারাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে এই গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গোলযোগের মীমাংসার জন্য মহারাজ এক সভার আয়োজন করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষ হইতে বিজ্ঞ পণ্ডিত পাঠাইবার জন্য বৃন্দাবনে সংবাদ পাঠান। তখন শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরের সভায় প্রেরিত হয়েন। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাভূষণ একাকীই জয়পুরে গিয়াছিলেন (৩); আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহার সঙ্গে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীলকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমও গিয়াছিলেন (৪)। যাহা হউক, অন্য কেহ তাঁহার সঙ্গে গিয়া থাকিলেও শ্রীপাদ বলদেবই প্রতিপক্ষ মোহান্তদিগের সঙ্গে বিচার করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রথমে মৌখিকভাবে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি উপস্থিত করেন। বিরুদ্ধ পক্ষীয়গণ তাহাতে নিরুত্তর হইলেন বটে; কিন্তু বলদেব যাহা মুখে বলিলেন, তাহার সমর্থক, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের কৃত ব্রহ্মসূত্রের কোনও ভাষ্য ছিলনা। কেননা, "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্"-ইত্যাদি গরুড়পুরাণ-বচনানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই সূত্রকার ব্যাসদেবকৃত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য বলিয়া গিয়াছেন; তদনুসারে ষড়্‌গোস্বামিগণও তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের কেহই ব্রহ্মসূত্রের পৃথক্ ভাষ্য রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের পৃথক্ ভাষ্য না করিলেও শ্রীজীবাদিগোস্বামিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বহু ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রেরই ভাষ্য; অন্যান্য গ্রন্থেও গোস্বামিপাদগণ ব্রহ্মসূত্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ রামানুজ-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেননা; শ্রীরামানুজাদি আচার্য্যগণ যে-ভাবে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন, গৌড়ীয়দের কৃত সেই ভাবের ভাষ্য তাঁহারা দেখিতে চাহিলেন। তখন শ্রীপাদ বলদেব ভাষ্য দেখাইতে সম্মত হইলেন এবং কিছুকাল সময় লইয়া শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপায় ভাষ্য লিখিলেন; এই ভাষ্যের নামই গোবিন্দভাষ্য। এই ভাষ্য দেখিয়া প্রতিপক্ষ রামানুজসম্প্রদায়ের মোহান্তগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগকে সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাদের আপত্তি প্রত্যাহার

(১) শ্রীমৎসুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদ প্রণীত "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ", ১৯১ পৃষ্ঠা, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ।

(২) প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামীর "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের বঙ্গানুবাদের" ভূমিকা ৶৹ পৃষ্ঠা।—১৯৫৯ সংবৎ

(৩) "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-১৯২ পৃঃ

(৪) প্রভুপাদ শ্রীলরাধিকানাথ গোস্বামীর "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত বঙ্গানুবাদের" ভূমিকা, ৶৹ পৃষ্ঠা।

করিলেন। শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিল। জয়পুরের বিচার-সভায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ; এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় চিরকাল তাঁহার নিকটে ঋণী থাকিবে।

যাহাহউক, প্রতিপক্ষ রামানুজসম্প্রদায়ের মোহান্তগণের উক্তি হইতে বুঝা যায়—উপাস্য ও সাধ্যসাধনাদিবিষয়ে যাঁহাদের অভিমত শ্রুতিস্মৃতিসম্মত—সুতরাং ব্রহ্মসূত্র-সম্মতও—তাঁহাদিগকেই সম্প্রদায়ী বলিয়া স্বীকার করা যায়, অপরকে নহে। জয়পুরের বিচারকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরই পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ছিল। প্রতিপক্ষগণও তাহা জানিতেন। মৌখিক বিচারে শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ যে-সকল সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত যদি উল্লিখিত চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও এক সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের অনুরূপ হইত, তাহা হইলে প্রতিপক্ষগণ বলদেবের নিকটে তাঁহার উক্তির সমর্থক ব্রহ্মসূত্রভাষ্য চাহিতেন না। উপাস্য-সাধ্য-সাধনাদি বিষয়ে বলদেবের কথিত সিদ্ধান্ত চারিসম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়ের ভাষ্যের অনুরূপ নহে বলিয়াই তাঁহারা গৌড়ীয়দের ভাষ্য দেখিতে চাহিয়াছিলেন। বলদেব যে গোবিন্দভাষ্য উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাও ছিল মৌখিক বিচারে তৎকর্তৃক প্রকটিত দার্শনিক সিদ্ধান্তের সমর্থক ; ভিন্নরূপ হইলে প্রতিপক্ষগণই আপত্তি উত্থাপন করিতেন। ইহাতেই বুঝা যায়, উপাস্য-সাধ্যসাধনাদিবিষয়ে গোবিন্দভাষ্যের সিদ্ধান্ত ছিল, উল্লিখিত চারি সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। প্রতিপক্ষগণ এই ভাষ্য স্বীকার করিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগকে সম্প্রদায়ী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় তাঁহাদের অধিকারও স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য অনুসারেই যখন সম্প্রদায় নির্ণীত হয়, এবং চারিসম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য হইতে ভিন্ন গোবিন্দভাষ্যকে স্বীকার করিয়া প্রতিপক্ষগণ যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগকে সম্প্রদায়ী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে উল্লিখিত চারিসম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ইহা যে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের (মাধ্বসম্প্রদায়ের) বা অপর তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে, পরন্তু চারিসম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পঞ্চম সম্প্রদায়, তাহাও তাঁহারা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেবও গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়া দেখাইলেন, গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে চারিসম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী পৃথক্ সম্প্রদায় ; ইহা মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

গোবিন্দভাষ্যে শ্রীপাদ বলদেব যে সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন, বিচার করিলে দেখা যায়, উপাস্য-সাধ্যসাধনাদিবিষয়ে তাহা হইতেছে মাধ্বসম্প্রদায় হইতে পৃথক্। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

গ। শ্রীবলদেব ও মাধ্বমত

দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিদ্যাভূষণপাদ গোবিন্দভাষ্যব্যতীত আরও কয়েকখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; যথা, প্রমেয়রত্নাবলী, সিদ্ধান্তরত্ন, বেদান্তস্যমন্তক। কেহ কেহ বলেন, বেদান্তস্যমন্তক

বলদেবের রচিত নহে; ইহা হইতেছে তাঁহার গুরুদেব শ্রীল রাধাদামোদরদাসের রচিত (৫)। বেদান্তস্যমন্তক গ্রন্থের রচয়িতাসম্বন্ধে মতভেদ আছে বলিয়া এবং প্রমেয়রত্নাবলী ও সিদ্ধান্তরত্ন সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই বলিয়া এ-স্থলে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে। সিদ্ধান্তরত্নকে ভাষ্যপীঠকও বলা হয়; অর্থাৎ ইহা হইতেছে গোবিন্দভাষ্যপীঠক। গোবিন্দভাষ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকটিত হইয়াছে, প্রমেয়রত্নাবলীতে এবং সিদ্ধান্তরত্নে সে-সকল সিদ্ধান্তেরই সারমর্ম্ম এবং স্থলবিশেষে বিবৃতি প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং এই দুইখানা গ্রন্থের সহায়তাতেই গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্ম সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়। সাধ্য-সাধনাদিবিষয়ে গোবিন্দভাষ্যে যে সিদ্ধান্ত প্রকটিত হইয়াছে, এক্ষণে প্রমেয়রত্নাবলী ও সিদ্ধান্তরত্নের সহায়তায় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে এবং মাধ্বসিদ্ধান্ত হইতে এই সিদ্ধান্তের পার্থক্য কি, তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) **পরতত্ত্ব**

পরমার্থলাভের জন্য জীব পরতত্ত্বেরই উপাসনা করিয়া থাকে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে পরব্রহ্ম পরতত্ত্ব বা স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন বিষ্ণু। শ্রীমধ্বাচার্য্যের "বিষ্ণু" হইতেছেন বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণ। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা তিনি স্বীকার করেননা।

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ বলিয়াছেন। "অথ জগজ্জন্মাদিহেতুঃ পুরুষোত্তমোঽবিচিন্ত্যত্বাদ্বেদান্তৈনৈব বোধ্যো ন তু তর্কৈরিতিবক্তুমারম্ভঃ 'সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে' ইতি গোপালতাপন্যাম্ (১।১।২-সূত্রভাষ্য); "যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈ র্গীয়ত ইতি গোপালোপনিষদি (১।১।৪-সূত্রের ভাষ্যোপক্রম); রাসাদিষু কর্ম্মষু সমূলরূপাৎ পূর্ণাদুচ্চ্যতে প্রাদুর্ভবতি ॥১।১।৯-সূত্রভাষ্য।" সিদ্ধান্তরত্নেও তিনি লিখিয়াছেন—"যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা শক্তিঃ। কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি। বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবতো ভগবতো লক্ষ্যামহে 'বুদ্ধিমান্ মনোবানঙ্গ-প্রত্যঙ্গবানিতি' ইতি 'তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্' ইতি ॥ ১।১২॥", "তস্মাৎ সর্বদাঽভিব্যক্ত-সর্বশক্তিত্বাৎ কৃষ্ণস্যৈব স্বয়ংরূপত্বং সিদ্ধম্॥ সিদ্ধান্তরত্ন ॥ ২।২১ ॥" প্রমেয়রত্নাবলীতেও তিনি লিখিয়াছেন— "তত্র শ্রীবিষ্ণোঃ পরতমত্বং যথা শ্রীগোপালোপনিষদি 'তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরোদেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ' ইতি; 'নচান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্। পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতংযথা॥" সিদ্ধান্তরত্নের ২।১৬-২১ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যভূষণ শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সর্বাবতারী, তাঁহাতেই সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, সুতরাং

(৫) Introduction to Siddhantaratna (Part II) edited by M. M. Dr. Gopinath Kaviraj, M.A., D. Litt (1927), P. 2, Introduction to Vedanta Syamantaka, edited by Prof. Umesh Chandra Bhattacharya, published by the Punjub Sanskrit Book Depot. 1930, P. iii-v.

তিনিই স্বয়ং-ভগবান্। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, আবির্ভাববিশেষ; নারায়ণে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূনশক্তির বিকাশ, নারায়ণ সর্বাবতারী নহেন।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ হইতেছে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তের বিপরীত।

(২) **শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের স্বরূপ**

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীরাধিকাদি গোপীগণকে বিষ্ণুশক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তিনি তাঁহাদিগকে "অপ্সরঃস্ত্রী" বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের ভক্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টা ভক্তি বলিয়াছেন। তাঁহার ভাগবততাৎপর্য্যে তিনি লিখিয়াছেন—কৃষ্ণকামা গোপীগণ দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; কালক্রমে কৃষ্ণকে পরব্রহ্ম জানিয়া পরমধামে গিয়াছিলেন (৬)। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য গোপীদিগকে জীবতত্ত্ব বলিয়াই মনে করিয়াছেন, (আবার তাঁহার এ-সকল উক্তির সমর্থনে তিনি কোনও শাস্ত্রপ্রমাণও উদ্ধৃত করেন নাই)।

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্নের ২।২২-২৫-অনুচ্ছেদে শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—শ্রীরাধিকা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর, নিত্যকান্তা। শ্রীরাধিকা হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি, লক্ষ্মীদুর্গাদি শক্তি হইতেছেন শ্রীরাধিকার অংশ, তিনি তাঁহাদের অংশিনী; তিনি বাক্যমনের অগোচরা, হ্লাদিনীরূপা, ভগবদভিন্না, হ্লাদিনীসংবিৎ-সারাংশ-প্রেমাত্মিকা। মহালক্ষ্মী বলিয়া শ্রীরাধার পূর্ণত্ব, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ হইতেছেন পূর্ণা শক্তি। তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলীতেও তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রকটিত করিয়াছেন (১।২৪-অনু)।

ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যেও শ্রীপাদ বলদেব উল্লিখিতরূপ কথাই বলিয়াছেন। "উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥৩।৩।৪২"-সূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—হ্লাদিনীসারসমবেতসংবিদাত্মকযুবতীরত্নত্বেন তু রাধাদি শ্রীরূপা—(পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি) হ্লাদিনীসার-সমবেত-সংবিদাত্মক যুবতীরত্নরূপে স্ফুরিতা হইলে রাধাদিশ্রীরূপা হয়েন।" শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-সংবিৎ-সাররূপা—সুতরাং জীবশক্তিরূপ জীবতত্ত্ব নহেন,—তাহাই উল্লিখিত বাক্যে বলা হইয়াছে। উল্লিখিত ৩।৩।৪২-সূত্রের ভাষ্যপ্রারম্ভেও তিনি বলিয়াছেন—"যদ্যপি শক্তিতদাশ্রয়য়োরস্ত্যভেদস্তথাপি শক্ত্যাশ্রয়স্য পুরুষোত্তমত্বেন শক্তেশ্চ যুবতীরত্নত্বেনোপস্থিতৌ সত্যাং স্বারামত্বপূর্ত্ত্যাদ্যনুগুণং কামাদি সমুদেত্যতঃ সিদ্ধং তৎ। ইদং কুতঃ? তদ্বচনাৎ। যো হ বৈ তু কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি। যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতীতি অথর্বশিরসি তাদৃশকামাদ্যভিধানাদিত্যর্থঃ। অকামেনেতি সাদৃশ্যে নঞ্। কামতুল্যেন প্রেম্ণেত্যর্থঃ। তেনাত্মানুভবলক্ষণেন বিষয়কামনা খলু স্বারামত্বং পূর্ণতাঞ্চ নাতিক্রমতীতি স্বাত্মক-স্ত্রীস্পর্শাদুদগ্রানন্দস্য স্বসৌন্দর্য্যবীক্ষণাদেরিব বোধ্যঃ।—যদিও শক্তি ও তদা-

(৬) কৃষ্ণকামাস্তদা গোপ্যস্ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতাঃ। সম্যক্ কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা কালাৎ পরং যযুঃ। ভাগবততাৎপর্য্য ॥ ১০।২৭।১৩ ॥

শ্রয়ের বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই, তথাপি শক্তির আশ্রয় পুরুষোত্তমরূপে এবং শক্তি যুবতীরত্নরূপে উপস্থিত হয় বলিয়া (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের) আত্মারামতা এবং পূর্ণতাদির অনুগুণ কামাদির উদয় সিদ্ধ হয়। অর্থর্বশির-উপনিষদে বলা হইয়াছে—"যিনি কামসহকারে কাম্যবস্তুসমূহের কামনা করেন, তিনি কামী ; আর, যিনি অকামে কাম্যবস্তুসমূহ কামনা করেন, তিনি অকামী।' ইহাতে তাদৃশ কামাদি কথিত হইয়াছে। 'অকামেন'-এস্থলে সাদৃশ্যে নঞ্-প্রত্যয়। 'অকামেন'-অর্থ—কামতুল্য প্রেমের সহিত। ঐ প্রেম আত্মানুভবলক্ষণ। আত্মানুভবলক্ষণ প্রেমের সহিত বিষয়কামনায় আত্মারামত্বের এবং পূর্ণত্বের ব্যত্যয় হয় না। স্বীয় আত্মভূতা শ্রীর (যুবতীরত্নের) স্পর্শে যে উদগ্র আনন্দ জন্মে, তাহাকে স্বীয় সৌন্দর্য্য-দর্শনাদিজনিত আনন্দের তুল্য বুঝিতে হইবে।" এই উক্তিতে শ্রীপাদ বলদেব জানাইলেন—হ্লাদিনীসংবিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। তাঁহাদের সঙ্গবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতার এবং পূর্ণতার হানি হয় না, কেননা, প্রেমের সহিতই তিনি তাঁহাদের সঙ্গ করেন (আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনারূপ কামের সহিত নহে) ; শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের "সাত্মক—আত্মভূতা" বলিয়া তাঁহাদের সহিত বিহারে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা ও পূর্ণতার হানি হয়না। তাঁহাদের স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের উদগ্র আনন্দের—ক্রমবর্দ্ধমান আনন্দের—উদয় হয়। ইহাতে জানা গেল—শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের প্রেমের বশীভূত হইয়াই, আত্মারাম এবং পূর্ণকাম হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সঙ্গ করিয়া থাকেন। গোপীদিগের প্রেম (বা ভক্তি) যে সর্ব্বাতিশায়িরূপে উৎকর্ষ-ময়, এই প্রেম যে অতুলনীয়, অসমোর্দ্ধ, ইহাদ্বারা তাহাই সূচিত হইল। "স্মরন্তি চ ॥ ২।৩।৪৫॥"—ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও তিনি লিখিয়াছেন—"পুরুষ-বোধিন্যাদিশ্রুতা রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ো দশমাদিস্মৃতা গুণাশ্চ সর্ব্বাতিশয়িপ্রেমপূর্ণপরিকরত্বদ্রুহিণাদিবিদ্বত্তমবিস্মাপকবংশ-মাধুর্য্য-স্বপর্য্যন্তসর্ব্ববিস্মাপকরূপ মাধুর্য্যনিরতিশয়কারুণ্যাদয়ো যশোদাস্তনন্ধয়ে কৃষ্ণ এব নিত্যাবির্ভূতাঃ সন্তি, ন তু মৎস্যাদিষে সন্তীতি—পুরুষবোধিন্যাদি শ্রুতিতে যে শ্রীরাধিকাদি পূর্ণশক্তিসমূহ কথিত হইয়াছেন এবং ভাগবতের দশম-স্কন্ধাদিতে উল্লিখিত সেই সর্ব্বাতিশয়িপ্রেমপূর্ণপরিকরত্ব, ব্রহ্মাদি-বিশ্বেশ্বর-বিস্মাপন-বংশীমাধুর্য্য এবং আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্ববিস্মাপক রূপমাধুর্য্য এবং অত্যধিক কারুণ্যাদি গুণসমূহ যশোদাস্তনন্ধয় কৃষ্ণেই নিত্য বিরাজিত ; তদীয় মৎস্যাদি অবতারে এ-সমস্ত গুণ নাই।" শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরগণের—সুতরাং শ্রীরাধিকাদি গোপীগণেরও—প্রেম যে সর্ব্বাতিশায়ী, এই বাক্যে শ্রীপাদ বলদেব তাহা জানাইয়া গেলেন।

"কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩।৩।৪০-সূত্রভাষ্যেও শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"সৈব পরৈব শ্রীঃ সতী তত্র প্রকৃত্যস্পৃষ্টে সংব্যোম্নি তস্মাদিতরত্র প্রপঞ্চান্তর্গতে তৎপ্রকাশে চ স্বনাথস্য পরমাত্মনঃ কামাদি বিতনোতীতি নিত্যশ্রীকঃ সঃ। কামোঽত্র শৃঙ্গারাভিলাষঃ। আদিনা তদনুগুণা তৎপরিচর্য্যা চ।—সেই শ্রীরূপা শক্তি হইতেছেন পরাশক্তি। প্রকৃতি বা মায়াকর্তৃক অস্পৃষ্ট সংব্যোমে (ভগবদ্ধামে) এবং ভগবান্ যখন প্রপঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনও সেই শ্রীও স্বীয় নাথ পরমাত্মার কামাদি বিস্তার

করিয়া থাকেন। এ-স্থলে কাম-শব্দ হইতেছে শৃঙ্গারাভিলাষ এবং আদি-শব্দে তদনুগুণা পরিচর্য্যা। এজন্য ভগবান্ হইতেছেন নিত্যশ্রীযুক্ত।” এই উক্তি হইতে জানা গেল—পরাশক্তিরূপা শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ প্রকটে এবং অপ্রকটে—উভয়ত্রই শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যবিরাজিত, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-কান্তা, শ্রীকৃষ্ণের বিরংসা পূর্ণ করেন এবং পরিচর্য্যাদিও করিয়া থাকেন। সেই ভাষ্যেই শ্রীপাদ বলদেব “পরাস্য শক্তিঃ”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—সেই পরাশক্তি হইতেছেন বিভ্বী এবং মোক্ষদা (সুতরাং জীবতত্ত্ব নহেন)।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের অভিমত হইতেছে মাধ্বমতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

(৩) **ব্রজপরিকরদের ভক্তি**

আবার, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের ভক্তিকে ব্রহ্মার ভক্তি অপেক্ষা ন্যূনা বলিয়া গিয়াছেন (ভাগবততাৎপর্য্য ॥১১।১২।২২॥ ভূমিকার ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের প্রেম অপেক্ষা অধিক বা সমান প্রেমও অপর কাহারও নাই এবং শ্রীকৃষ্ণেরও যে তাঁহাদের নিকটে গাঢ়প্রেমবশ্যতা, তাহা স্বয়ং ব্রহ্মাই বলিয়া গিয়াছেন। “শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরাণামসমাভ্যধিকপ্রেমত্বং তদর্থজ্বলদ্বিষহ্রদপ্রবেশধাবনাদিতঃ প্রতীয়তে যস্মাদ্ ভগবতোঽপি গাঢ়-বশ্যতেতি নিবেদিতং ব্রহ্মণা—‘এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি নশ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ং মুহ্যতি। সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা যদ্ধামার্থ-সুহৃৎ-প্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়া স্তৎকৃতে (শ্রীভা, ১০।১৪।৩৫)’ ইতি॥ সিদ্ধান্তরত্ন ॥২।২৬॥”

সিদ্ধান্তরত্নের ২।৪৭ অনুচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব-কথন-প্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণপাদ শ্রীকৃষ্ণপরি-করদের নিত্যত্বও স্থাপন করিয়াছেন এবং “ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥৩।৩।১০॥ ব্রহ্মসূত্র” এবং “সর্ব্বাভেদাদন্য-ত্রেমে ॥ ৩।৩।১১॥ ব্রহ্মসূত্র”-ভাষ্যেও তিনি তাহাই প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্তও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উক্তির বিরোধী; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের ভক্তিকে ব্রহ্মার ভক্তি হইতে ন্যূনা বলিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহাদিগকে অমুক্ত জীবের পর্য্যায়েই আনিয়া ফেলিয়াছেন (ব্রহ্মাও অমুক্ত জীব; মহাপ্রলয়েই ব্রহ্মা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন); তাঁহারা অমুক্ত জীব হইলে তাঁহাদের পরিকরত্বই সিদ্ধ হয় না, নিত্যত্বের কথা তো দূরে। পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে গোপীগণ প্রথমে স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন, পরে মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়—তাঁহার মতে গোপীগণ হইতেছেন জীবতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণপরিকর নহেন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের সম্বন্ধেও শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তের বিপরীত, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা নিজ মুখে ব্রজপরিকরদের প্রেমের উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এই অধ্যায়টী স্বীকার করেন নাই।

(৪) **জীবতত্ত্ব**

মাধ্বমতে জীব হইতেছে ঈশ্বরের নিরুপাধিক প্রতিবিম্বাংশ (১৭১৩-১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবের মতে জীব হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ"-ইত্যাদি ২।৩।৪১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তাহা টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডের ন্যায় অংশ নহে। "তত্ত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিত্বাৎ সিদ্ধম্—ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সিদ্ধ হয়।" বস্তুর একদেশই তাহার অংশ। "একবস্ত্বেকদেশত্বমংশত্বম্।" ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমদেকবস্তু; ব্রহ্ম-শক্তি জীব ব্রহ্মের একদেশ বলিয়া ব্রহ্মাংশ হয়। "ব্রহ্ম খলু শক্তিমেদকং বস্তু, ব্রহ্মশক্তির্জীবো ব্রহ্মৈক-দেশত্বাৎ ব্রহ্মাংশো ভবতীতি।" সিদ্ধান্তরত্ন ॥ ৮।১৪-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

কিন্তু জীব ব্রহ্মের কোন্ শক্তি? উল্লিখিত সূত্রভাষ্যে "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা"-ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—জীব হইতেছে ব্রহ্মের ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি কি, শ্রীবলদেবের গীতাভাষ্য হইতে তাহা জানা যায়। "অপরেয়মি-তস্ত্বন্যাম্"-ইত্যাদি ৭।৫-গীতাশ্লোকের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—জীব হইতেছে ব্রহ্মের জীবভূতা শক্তি, অর্থাৎ জীবশক্তি। আবার, "স্মরন্তি চ ॥ ২।৩।৪৫॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি জীবকে ব্রহ্মের বিভিন্নাংশও বলিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধেও শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত হইতেছে মাধ্বসিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য জীবকে ব্রহ্মের শক্তি বলেন নাই।

(৫) **উপাস্যতত্ত্ব**

যে ভগবৎ-স্বরূপকে যিনি পরব্রহ্ম পরতত্ত্ব বলিয়া মনে করেন, সেই ভগবৎ-স্বরূপই হয়েন তাঁহার উপাস্য। তদনুসারে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে উপাস্য হইতেছেন বৈকুণ্ঠাধিপতি চতুর্ভুজ নারায়ণ; কিন্তু শ্রীবলদেবের মতে উপাস্য হইতেছেন দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

এই বিষয়েও বলদেবের মত হইতেছে মাধ্বমত হইতে ভিন্ন।

(৬) **পুরুষার্থ বা সাধ্য**

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে মোক্ষ, অর্থাৎ পঞ্চবিধা মুক্তি হইতেছে পরম পুরুষার্থ; কিন্তু শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেমসেবাই হইতেছে পরমপুরুষার্থ। প্রমেয়রত্নাবলীর সপ্তম প্রমেয়ে শ্রীপাদ বলদেব কৃষ্ণপ্রাপ্তিরই মোক্ষত্বের কথা বলিয়াছেন। "অথ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তের্মোক্ষত্বম্।" শ্রীবলদেব-কথিত সাধনপ্রণালীর আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে।

(৭) **সাধন**

মাধ্বমতে—সত্য, হিত, প্রিয়কথন, শাস্ত্রানুশীলন, দয়া, স্পৃহা, শ্রদ্ধা, দান, পরিত্রাণ ও পরি-রক্ষণ—এই দশবিধ ভজনের এক একটী সম্পাদন-পূর্ব্বক নারায়ণে সমর্পণই হইতেছে পরম-পুরুষার্থ লাভের উপায় (ভূমিকা ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে তত্ত্ববাদী আচার্য্যগণও বলিয়াছেন

—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ। এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৯।২ ৩৮॥" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার ভাগবততাৎপর্য্যে বলিয়াছেন—"ন তু জ্ঞানমৃতে মোক্ষো নান্যঃ পন্থেতি হি শ্রুতিঃ॥ ১০।২৭।১৩॥ মোক্ষমায়াস্তি নান্যেন ভক্তিং যোগ্যাং বিনা ক্বচিৎ॥ ১০।২৭।১৫॥" এ-সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়—মাধ্বমতে যোগ্যা ভক্তিই হইতেছে পরমপুরুষার্থ মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায় এবং সেই যোগ্যা ভক্তি হইতেছে পূর্ব্বোল্লিখিত দশবিধ ভজনের অনুষ্ঠান।

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবের মতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই হইতেছে পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় (প্রমেয়রত্নাবলী ॥৮।২॥)। গোপালতাপনী শ্রুতির এবং নারদপঞ্চরাত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি সাধনভক্তির স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুস্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব হি নৈষ্কর্ম্ম্যম্॥ গোপালপূর্ব্বতাপনী॥" কান্তিমালা-টীকায় এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ বলা হইয়াছে। "ভক্তিরস্যেতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য, আনুকূল্যেন শ্রবণাদিকা ভক্তির্ভজনম্। তথা অমুস্মিন্ কৃষ্ণে, মনঃকল্পনং চিত্তানুরঞ্জনঞ্চ। মনঃ কল্প্যতে (অনুরজ্যতে) অর্প্যতেঽনেন ইতি নিরুক্তেঃ। তাদৃশশ্রবণাদি-হেতুকো ভাবস্তদিত্যর্থঃ। উত্তমাত্বসিদ্ধয়ে—তদিহেতি। ইহলোকে পরলোকে চোপাধিনৈরাস্যেন কৃষ্ণান্যফলাভিলাসরাহিত্যেন তন্মাত্রস্পৃহয়া জায়মানমিত্যর্থঃ। এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্ আনুসঙ্গেন মোক্ষকরমিত্যর্থঃ॥" এই টীকা হইতে সাধনভক্তির স্বরূপ এইরূপ বলিয়া জানা গেল :—শ্রীকৃষ্ণের ভজন বা ভক্তি হইতেছে এই—আনুকূল্যের (শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির অনুকূলভাবে) শ্রবণকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানই হইতেছে ভজন। কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণে মন অর্পণ করিয়া, ইহলোকে, বা পরলোকে সমস্ত উপাধি (ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি) সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক, কৃষ্ণব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক, কেবলমাত্র কৃষ্ণস্পৃহা চিত্তে পোষণ করিযা ভজন—শ্রবণকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান। ইহাই উত্তমা সাধনভক্তি। এই সাধনভক্তির ফলে (কৃষ্ণপ্রাপ্তির) আনুষঙ্গিক ভাবেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

নারদপঞ্চরাত্রোক্ত "সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"—এই শ্লোকের কান্তিমালা-টীকার তাৎপর্য্যও উল্লিখিত রূপই।

শ্রীবলদেবোক্ত উল্লিখিত শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল—তাঁহার মতে কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির বা কৃষ্ণপ্রীতির বাসনাব্যতীত অন্য কোনও বাসনারই স্থান নাই, এমন কি মোক্ষবাসনারও স্থান নাই। কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইলে আনুষঙ্গিকভাবেই মোক্ষ আসিয়া পড়ে।

সাধনপ্রণালী-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বলদেব চক্রাদি-মুদ্রা এবং হরিনামাদি মুদ্রাধারণের কথা, হরি-মন্দিরাকৃতি উর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণের কথা, তুলসী-ধাত্র্যশ্বত্থ-গোবিপ্রাদি-পূজনের কথা, অরুণোদয়বিদ্ধ-হরিবাসর ত্যাগের কথা, সূর্য্যোদয়বিদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতের কথা, দশবিধ নামাপরাধ-ত্যাগের কথা এবং অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রাদির কথাও বলিয়াছেন। এ-সমস্তই শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এবং ভক্তিসন্দর্ভের উপদিষ্ট সাধনই। প্রমেয়রত্নাবলীর ৮।৭ এবং ৮।১০-শ্লোকের কান্তিমালা টীকাতেও তাহা বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ দুই রকমের সাধনভক্তির কথা বলিয়াছেন—বিধিভক্তি এবং রুচিভক্তি। তাঁহার কথিত এই দ্বিবিধা সাধনভক্তি হইতেছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকথিত বৈধীভক্তি এবং রাগানুগাভক্তি। কান্তিমালা-টীকাও বলিয়াছেন—"বিধিপূর্ব্বা বৈধী, রুচিপূর্ব্বা তু রাগানুগা॥ প্রমেয়-রত্নাবলী॥ ৮।৭॥-টীকা॥"

বিধিভক্তির উপাস্য হইতেছেন চতুর্বাহুবিশিষ্টাদি স্বরূপ এবং রুচিভক্তির উপাস্য হইতেছেন নরবপু শ্রীকৃষ্ণ (প্রমেয়রত্নাবলী॥ ৮।৮॥)।

সিদ্ধান্তরত্নের ২।৪৯-অনুচ্ছেদে "তদেবমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যৌদার্য্যাদিগুণ-রত্নাকরস্থ"-ইত্যাদি বাক্যে এবং ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়েতৃতীয় পাদে "ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ॥২৯॥", "গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ॥৩০॥" এবং "উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ॥৩১॥"-সূত্রের গোবিন্দভাষ্যেও তিনি বিধিভক্তি এবং রুচিভক্তির কথা বলিয়াছেন এবং বিধিভক্তি অপেক্ষা রুচিভক্তি যে শ্রেষ্ঠা, তাহাও বলিয়াছেন। বিধিভক্তি হইতে রুচিভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের হেতুসম্বন্ধে "উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ॥ ৩।৩।৩১॥"-সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—প্রীতিরসিক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ রুচিমার্গের ভক্তগণের নিকটে স্বীয় মাধুর্য্য প্রকাশিত করিয়া তাঁহাতে অনুরক্ত সেই রুচিভক্তগণের আত্মসমর্পণ স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রেমে পরিক্রীত হয়েন (সম্যক্‌রূপে বশীভূত হয়েন), নিজের সম্যক্ অনুভবের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। "পুরুষোত্তমঃ খলু প্রীতিরসিকো রুচি-ভক্তেষু স্বমাধুর্য্যং প্রকাশ্য তদনুরক্তৈস্তৈঃ কৃতং স্বার্পণং স্বীকুর্ব্বন্ তৎপ্রীত্যা পরিক্রীতস্তান্ প্রধানী-করোতি স্বসমনুভবায়।" তিনি আরও বলিয়াছেন —রুচিভক্তিব্যতীত পুরুষোত্তমের মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে অনুভব করা যায় না ; "নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা-ভক্তিমতামিহ॥"—ইত্যাদি শ্রীশুকবাক্যই তাহার প্রমাণ। যদিও সকল রকমের ভক্তের নিকটেই ভগবানের বশ্যতা আছে, তথাপি এই বশ্যতার তারতম্য বিদ্যমান ; রুচিভক্তদের নিকটেই সেই বশ্যতার পরাকাষ্ঠা ; এজন্যই রুচিভক্তি হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। "যদ্যপি সর্ব্বভক্তসাধারণী তস্য বশ্যতা, তথাপি এষু তস্যাঃ পরাকাষ্ঠেতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠসিদ্ধিঃ। তস্মাদ্‌রুচিবর্ত্মানুবৃত্তঃ শ্রেয়ানিতি॥' ৩।৩।৩১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্য॥"

"ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ॥ ৩।৩।২৯"-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যোপক্রমেও শ্রীবলদেব বলিয়াছেন—ভগবানের মাধুর্য্যজ্ঞান হইতে রুচিভক্তির প্রবৃত্তি হয় এবং তাহাই তৎপ্রাপ্তির হেতু ; আর ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান হইতেই বিধিভক্তির প্রবৃত্তি হয় ; বিষয়ের বৈলক্ষণ্যবশতঃ এই দুই রকম ভক্তিরও বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল—সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের এবং শ্রীবলদেবের অভিমতের পার্থক্য আছে বলিয়া সাধন-সম্বন্ধেও তাঁহাদের মতের পার্থক্য বিদ্যমান। সাধ্য ও সাধন বিষয়ে তাঁহাদের মত একরূপ নহে, পরন্তু ভিন্ন।

(৮) ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ

ব্রহ্মের সহিত জীবজগদাদির সম্বন্ধবিষয়ে অভিমতই ভাষ্যকারদিগের বৈশিষ্ট্যের প্রধান হেতু। যাঁহার যে অভিমত, সেই অভিমত অনুসারেই তিনি বিশেষিত হইয়া থাকেন ; যেমন, কেবলাদ্বৈতবাদী,

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ভেদবাদী, ভেদাভেদবাদী ইত্যাদি। বস্তুতঃ, ব্রহ্মের সহিত জীবজগদাদির সম্বন্ধবিষয়ে অভিমতের পার্থক্যই হইতেছে সম্প্রদায়-পার্থক্যের মুখ্য হেতু।

ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ-বিষয়ে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের এবং শ্রীবলদেবের অভিমত কিরূপ, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতেছেন ভেদবাদী, দ্বৈতবাদী; তিনি ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের তাত্ত্বিক ভেদ স্বীকার করেন। মাধ্বমতে ব্রহ্ম অদ্বয়তত্ত্ব নহেন।

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেব হইতেছেন অদ্বয়বাদী; তাঁহার মতে ব্রহ্ম হইতেছেন স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীন তত্ত্ব। তিনি পাঁচটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। তন্মধ্যে ঈশ্বরাদি (ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই) চারিটী তত্ত্ব হইতেছে নিত্য। জীবাদিতত্ত্ব-চতুষ্টয় হইতেছে ঈশ্বর-বশ্য বা ঈশ্বরাধীন। কর্ম্ম হইতেছে প্রাগভাববৎ অনাদি, কিন্তু বিনাশী (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা॥ ১।১-শ্লোকের গীতাভূষণভাষ্য)।

ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যের উপক্রমে তিনি লিখিয়াছেন—জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই চারিটী তত্ত্ব হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি; শক্তিমদ্ ব্রহ্ম হইতেছেন এক বস্তু; এজন্য পঞ্চতত্ত্ব-স্বীকারেও ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের সঙ্গতি থাকে। "চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাৎ একং শক্তিমদ্ ব্রহ্ম ইতি অদ্বৈত-বাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতি।"

জীব হইতেছে ঈশ্বরের জীবশক্তি। প্রকৃতি হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, তমোমায়াদি-শব্দবাচ্যা; এই প্রকৃতিই বা মায়াই ঈশ্বরের ঈক্ষণে সামর্থ্য লাভ করিয়া বিচিত্র জগতের উৎপাদন করেন। "প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদিশব্দবাচ্যা তদীক্ষণাবাপ্ত-সামর্থ্যা বিচিত্রজগজ্জননী। গোবিন্দভাষ্যোপক্রম॥" সুতরাং এই বিচিত্র জগৎও হইতেছে ঈশ্বরের মায়াশক্তির পরিণতি—সুতরাং মায়া, স্বরূপতঃ ঈশ্বরেরই শক্তি। কাল হইতেছে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-যুগপৎ-চির-ক্ষিপ্রাদি-ব্যবহারের কারণ ক্ষণাদিপরার্দ্ধপর্য্যন্ত চক্রবৎ-পরিবর্ত্তমান প্রলয়সর্গনিমিত্তভূত জড়দ্রব্যবিশেষ। এই কালও ঈশ্বরের শক্তি। কর্ম্মও অদৃষ্টাদিশব্দবাচ্য অনাদি অথচ বিনাশী জড়দ্রব্যবিশেষ। (গোবিন্দভাষ্যোপক্রম।)

শ্রীবলদেবের উক্তি হইতে জানা গেল—জীব, জগৎ (প্রকৃতি বা মায়া), কাল ও কর্ম্ম—এই চারিটী বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিলেও ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া এবং ব্রহ্ম শক্তিমদ্ একবস্তু বলিয়া তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। "ব্রহ্ম শক্তিমদ্ এক বস্তু"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শক্তিছাড়া ব্রহ্ম নাই, ব্রহ্ম ছাড়াও শক্তি নাই; শক্তি ও শক্তিমদ্ ব্রহ্ম অভিন্ন। তাহাতেই জীব-জগদাদির বিদ্যমানতাতেও ব্রহ্ম হইতেছেন অদ্বয়তত্ত্ব।

জীবশক্তিরূপ জীব চিদ্‌বস্তু—সুতরাং চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সজাতীয় বস্তু। জড়রূপা মায়াশক্তিরূপ জগৎ, জড়রূপ কাল এবং কর্ম্মও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের বিজাতীয় বস্তু। তথাপি জীব ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ

নহে এবং জগৎ, কাল ও কর্ম্মও ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ নহে। কেননা, জীব-জগদাদি শক্তিমদ্ একবস্তু ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন। এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্ম হইতেছেন সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীন তত্ত্ব।

এক্ষণে স্বগতভেদহীনতাসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। দেহদেহিভেদ, গুণগুণিভেদ প্রভৃতি হইতেছে স্বগত ভেদ। শ্রীপাদ বলদেব-"অরূপবদেব তৎপ্রধানত্বাৎ॥ ৩।২।১৪॥", "প্রকাশবচ্চা-বৈয়র্থ্যম্॥ ৩।২।১৫॥", "আহ চ তন্মাত্রম্॥ ৩।২।১৬॥", "দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে॥ ৩।২।১৭॥" প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মে দেহদেহিভেদ নাই। "দেহদেহিভিদাচৈব নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদিতি স্মৃতিশ্চ তথাহ। অত্র দেহাস্থিন্নো দেহীত্যেবং ভিদেশ্বরবস্তুনি নাস্তি। কিন্তু দেহ এব দেহীতি লব্ধম্॥ ৩।২।১৬-সূত্রভাষ্য।" সিদ্ধান্তরত্নের ১।১৩-অনুচ্ছেদে এবং প্রমেয়রত্নাবলীর ১।১২-অনুচ্ছেদেও তিনি ঈশ্বরের দেহদেহিভেদহীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আবার, "প্রতিষেধাচ্চ ॥৩।২।৩১॥'-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে, সিদ্ধান্তরত্নের ১।৪২ অনুচ্ছেদে এবং প্রমেয়রত্নাবলীর ১।১৬-অনুচ্ছেদে তিনি দেখাইয়াছেন—ঈশ্বরে গুণগুণিভেদ বা ধর্ম্মধর্ম্মিভেদ নাই। তবে যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে "বিশেষ"-এর প্রভাবে। "ন ভিন্না ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভেদভানং বিশেষতঃ। প্রমেয়রত্নাবলী॥ ১।১৬॥", "তথা চৈকস্য দ্বেধা ভণিতিরম্বুবীচিবৎ বিশেষাত্ত্ববতি॥ ৩।২।৩১॥ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য॥"

শক্তি ও শক্তিমানের ভেদও হইতেছে স্বগতভেদ। শ্রীপাদ বলদেব শক্তি এবং শক্তিমানের ভেদও স্বীকার করেন না; তিনি বলেন, শক্তি ও শক্তিমানের ভেদের প্রতীতিও জন্মে "বিশেষ" হইতে। "শক্তিশ্চ স্বরূপানতিরেকিণ্যপি তদ্‌বিশেষতয়া চ ভাসতেঽন্যথা তস্য শক্তিরিতি ব্যপদেশাসিদ্ধেঃ॥ সিদ্ধান্তরত্ন॥ ১।৪১॥" (শ্রীবলদেবের "বিশেষ"-এর পরিচয় ১৮৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

এইরূপে শ্রীবলদেব দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মে স্বগতভেদ নাই। "আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জিতাত্মেত্যাদিস্মৃতৌ চ॥ ৩।২।৩১॥ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য॥", "নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ স্বগতভেদ-বিবর্জিতাত্মা॥ প্রমেয়রত্নাবলী॥ ১।১৭॥-ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ॥"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা গেল—শ্রীপাদ বলদেব স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীনতা দেখাইয়া ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কিন্তু স্বগতভেদহীনতামাত্র স্বীকার করেন। তিনি বলিয়াছেন—"আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জিতাত্মা॥ মহাভারত-তাৎপর্য্য॥ ১।১১॥"; কিন্তু তিনি ঈশ্বর-ব্রহ্মের সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীনতা স্বীকার করেন না; তাহা স্বীকার করিলে তাঁহার ভেদবাদই টিকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধবিষয়েও শ্রীবলদেবের অভিমত

হইতেছে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অভিমতের বিরোধী। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভেদবাদী বা দ্বৈতবাদী; কিন্তু শ্রীবলদেব অভেদবাদী বা অদ্বয়বাদী।

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীপাদ বলদেব ব্রহ্মকে ভেদত্রয়হীন অদ্বয়তত্ত্ব বলিলেও ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের পারমার্থিক এবং সনাতন ভেদের কথাও বলিয়াছেন (১৮৪৭-৪৮ পৃষ্ঠায় প্রমাণ দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় তাঁহাকে অভেদবাদী বা অদ্বয়বাদী কিরূপে বলা যায়? ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের পারমার্থিক ভেদের কথা বলিয়া তিনি কি মাধ্বমতের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই ?

উত্তরে বক্তব্য এই। এ-স্থলে শ্রীবলদেব মাধ্বমতের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই। মাধ্বমতে ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের তাত্ত্বিক ভেদ স্বীকৃত ; কিন্তু শ্রীবলদেব তদ্রূপ তাত্ত্বিকভেদ স্বীকার করেন না ; কেননা, তিনি বলেন—জীবও ব্রহ্মের শক্তি, জগৎও ব্রহ্মের শক্তি ; ব্রহ্ম শক্তিমদ্ এক বস্তু বলিয়া, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শক্তি ভিন্ন নহে বলিয়া, ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের তাত্ত্বিক ভেদ থাকিতে পারে না। তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মের স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীনত্ব এবং অদ্বয়ত্বই এতাদৃশ তাত্ত্বিক ভেদের বিরোধী।

তথাপি তিনি যে ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের পারমার্থিক ভেদের কথা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই। যে-স্থলে তিনি পারমার্থিক ভেদের কথা বলিয়াছেন, সে-স্থলে পারমার্থিক-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—সত্য বা বাস্তব, প্রাতীতিক নহে ; অর্থাৎ এই ভেদ বিশেষ-জাত নহে। ব্রহ্মের গুণাদিকে তিনি ব্রহ্ম হইতে তাত্ত্বিকভাবে অভিন্ন বলিয়াছেন ; তথাপি যে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহার হেতু হইতেছে "বিশেষ।" সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের গুণাদির ভেদ হইতেছে প্রাতীতিক, বাস্তব নহে ; কিন্তু জীব-জগদাদির ভেদ হইতেছে বাস্তব, প্রাতীতিক নহে। তাঁহার উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলীর ৪।৩-অনুচ্ছেদে তিনি শ্রুতিস্মৃতির তিনটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—মুণ্ডকশ্রুতির "যদা পশ্যঃ পশ্যতে....পরমং সাম্যমুপৈতি ॥", কাঠকশ্রুতির "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। ইত্যাদি" এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।-ইত্যাদি।" এই তিনটী বাক্যেই মোক্ষপ্রাপ্ত জীবের কথা বলা হইয়াছে এবং মোক্ষাবস্থাতেও ব্রহ্মের সহিত জীবের "সাম্য", "তাদৃগ্ত্ব" এবং "সাধর্ম্ম্যের" কথা বলা হইয়াছে। সাম্যাদি তিনটী শব্দেই ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব বা ভেদ বুঝায়। এজন্য সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছেন—"ত্রিষু মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেঃ স্যাদ্ভেদঃ পারমার্থিকঃ ॥৪।৩॥—উল্লিখিত তিনটী বাক্যেই মোক্ষাবস্থাতেও জীবের ভেদের (বা পৃথক্ অস্তিত্বের) কথা বলা হইয়াছে বলিয়া জীবের ভেদ হইতেছে পারমার্থিক (অর্থাৎ সত্য বা বাস্তব)।" মায়াবদ্ধাবস্থায় তো জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব বা ভেদ দৃশ্যমানই ; মোক্ষাবস্থাতেও এইরূপ ভেদ আছে ; সুতরাং জীবের এই ভেদ হইতেছে বাস্তব, সত্য এবং নিত্য ; কিন্তু "বিশেষ"-জাত প্রাতীতিক নহে। জীব ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও এবং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকাদিবশতঃ জীবকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হইলেও (১৮৪৬-৪৭

দ্রষ্টব্য) জীবের নিত্য (সনাতন) পৃথক্ অস্তিত্ব আছে এবং এই পৃথক্ অস্তিত্ব বা ভেদ হইতেছে বাস্তব (পারমার্থিক)—ইহাই হইতেছে শ্রীবলদেবের অভিপ্রায়। আবার, প্রমেয়রত্নাবলীর ৪।৬-৭ অনুচ্ছেদে এবং সিদ্ধান্তরত্নের ৬।২৭-অনুচ্ছেদেও শ্রীবলদেব ব্রহ্মাধীন এবং ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়া জগৎকেও ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যায়—জীব-জগৎকে যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হয়, তাহার হেতু হইতেছে জীব-জগতের ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্ব, ব্রহ্মাধীনত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্যত্বাদি। ব্রহ্মের শক্তি বলিয়াই জীব-জগৎ ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিক, ব্রহ্মাধীন এবং ব্রহ্মব্যাপ্য হইয়া থাকে। শ্রীবলদেবের মতে ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি হইতেছে তত্ত্বতঃ অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিবশতঃ জীব-জগতের ব্রহ্মাভিন্নত্ব হইতেছে তত্ত্বের দৃষ্টিতে ; অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের তাত্ত্বিক ভেদ নাই। কিন্তু তাত্ত্বিক ভেদ না থাকিলেও জীব-জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে এবং এই পৃথক্ অস্তিত্ব হইতেছে বাস্তব (পারমার্থিক)—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। এইরূপ অভিপ্রায় স্বীকার না করিলে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব-বিষয়ে তাঁহার মূল প্রতিজ্ঞার সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়।

আর একটী প্রশ্ন হইতেছে এই। সিদ্ধান্তরত্নের ৮।৩০-অনুচ্ছেদের টীকায় শ্রীবলদেব লিখিয়াছেন—"উভয়ে হ্যেতে কেবলাদ্বৈতে সদোষত্বাৎ কেবলে দ্বৈতে চ নির্দোষেঽপি তদ্বাদিশিষ্যতা-পত্তিলাঞ্ছনভয়াদরুচয়ঃ স্বাতন্ত্র্যেচ্ছবঃ কৌণিকাঃ সন্নিহিতাশ্চ তত্ত্ববাদিভিঃ স্থানীয়া (?) ইত্যুপেক্ষ্যা এব কুধিয়ঃ ॥"* এ-স্থলে শ্রীবলদেব তত্ত্ববাদীদের কেবলদ্বৈতবাদকেই নির্দোষ বলিয়াছেন। ইহাদ্বারাও তাঁহার মধ্বানুগত্য ব্যক্ত হইতেছে ; কেননা, তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যই কেবলদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। টীকাস্থ "উভয়ে হ্যেতে কেবলাদ্বৈতে সদোষত্বাৎ—এই উভয়-কেবলাদ্বৈতবাদ সদোষ বলিয়া"-এই বাক্যে যে দুইটী অদ্বৈতবাদের কথা দৃষ্ট হয়, সিদ্ধান্তরত্নের ৮।২৯-অনুচ্ছেদের টীকা হইতে জানা যায়, সেই দুইটী অদ্বৈতবাদের একটী হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এবং অপরটী হইতেছে "বিষ্ণুস্বাম্যনুযায়িম্মন্য" একটী নবীন সম্প্রদায়ের (সম্ভবতঃ, বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের) অদ্বৈতবাদ। শঙ্করমতে জীব-জগদাদির বাস্তব অস্তিত্ব নাই এবং অন্য সম্প্রদায়ের মতে, নিখিল প্রপঞ্চ হইতেছে চিদ্রূপ। শ্রীবলদেব এই উভয় মতের দোষ দেখাইয়াছেন এবং এজন্যই তিনি উভয় রকম অদ্বৈতবাদকেই সদোষ বলিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্ব উল্লিখিত দুইরকমের অদ্বৈতবাদের কোনওটীই স্বীকার করেন নাই বলিয়া সেই অদ্বৈতবাদদ্বয়ের স্বীকৃতিজনিত দোষও তাঁহার কেবল-দ্বৈতবাদে নাই ; এজন্যই শ্রীবলদেব কেবল-দ্বৈতবাদকে নির্দোষ বলিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদের

---

* মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর গোপীনাথ কবিরাজ-মহোদয়-সম্পাদিত সিদ্ধান্তরত্ন ॥ ৩৯৭ পৃষ্ঠা ॥ "কৌণিকাঃ" স্থলে "কৌলিকাঃ" এবং "তত্ত্ববাদিভিঃ স্থানীয়া (?) ইত্যুপেক্ষ্যা এব কুধিয়ঃ" স্থলে "তত্ত্ববাদিভিস্তাড়নীয়াঃ" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয় ॥ শ্রীমৎসুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদের "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ", ২৬৩ পৃষ্ঠা।

দোষ যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কেবল-দ্বৈতবাদে নাই, তাহা সর্ব্বজনস্বীকৃত ; ইহার উল্লেখ করাতে শ্রীবলদেবের মধ্বানুগত্য বুঝা যায় বলিয়া মনে হয় না। মাধ্বমতকে তিনি সর্ব্ববিষয়ে যে নির্দোষ বলেন নাই, তাঁহার গোবিন্দভাষ্যাদিতে স্থাপিত সিদ্ধান্তসমূহই তাহার প্রমাণ।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীবলদেব যে "বিশেষ"-স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মাধ্বমতানুগত্য সূচিত হইতেছে; কেননা, মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ "বিশেষ" স্বীকার করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রায় প্রত্যেক আচার্য্যের গ্রন্থেই দেখা যায়, পূর্ব্বাচার্য্যদের যেই উক্তি, যুক্তি, বা অভিমত তিনি তাঁহার অনুকূল বলিয়া মনে করিয়াছেন, সেই উক্তি, যুক্তি, বা অভিমত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বাচার্য্যদের আনুগত্য সূচিত হয় না। কোনও কোনও স্থলে প্রধান বিষয়েও অন্য আচার্য্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আনুগত্য স্বীকৃত হয় না। যেমন, ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর এবং তদনুগত আচার্য্যগণব্যতীত অন্য সকলেরই এক মত ; তাহাতে সবিশেষবাদী আচার্য্যগণের পরস্পর আনুগত্য স্বীকৃত হয় না ; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্কাদি সকলকে একমতাবলম্বীই বলা হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধবিষয়ক মতবাদই হইতেছে আচার্য্যদের পরিচায়ক। অন্য কোনও কোনও বিষয়ে একাধিক আচার্য্যের মতের ঐক্য থাকিলেও যদি ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধবিষয়ে মতভেদ থাকে, তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে ভিন্নমতবাদী বলা হয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মে গুণগুণিভেদ-হীনতা দেখাইবার জন্য মাধ্বসম্প্রদায়স্বীকৃত "বিশেষ"কে অনুকূল মনে করিয়াছেন বলিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াও তিনি মধ্বাচার্য্যের ন্যায় দ্বৈতবাদ স্থাপন করেন নাই, অদ্বয়বাদই স্থাপন করিয়াছেন। "বিশেষ"-স্বীকৃতি দ্বারা শ্রীবলদেবের মধ্বানুগত্য বুঝা যায় না।

যাহা হউক, শ্রীপাদ বলদেব তাঁহার গোবিন্দভাষ্যাদি গ্রন্থে প্রধান প্রধান বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। বিভিন্ন বেদান্তাচার্য্যগণও সাধারণতঃ এই সকল বিষয়েই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেবের সিদ্ধান্তগুলি যে মাধ্ব-সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন, কোনও কোনও স্থলে বরং মাধ্বসিদ্ধান্তের বিপরীত, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, শ্রীবলদেব তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে মাধ্বসিদ্ধান্ত প্রকটিত করেন নাই, পূর্ব্বকথিত চারিসম্প্রদায়ের কোনও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তও প্রকটিত করেন নাই ; তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি হইতেছে পূর্ব্বোল্লিখিত চারিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত। তাঁহার প্রতিপক্ষ রামানুজ-সম্প্রদায়ের মোহান্তগণও তাহা মনিয়া লইয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীবলদেবের মতে এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ রামানুজ-সম্প্রদায়ের মোহান্তদের মতেও গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে পূর্ব্বোল্লিখিত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের—সুতরাং মাধ্ব-সম্প্রদায়েরও—অতিরিক্ত একটী শ্রৌত সম্প্রদায়।

(৯) **বিরুদ্ধবাক্য**

উপরে শ্রীপাদ বলদেবের যে অভিমতের কথা বলা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধ বাক্যও কোনও কোনও স্থলে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কোনও কোনও উক্তি শ্রীবলদেবের কথিত বলিয়াও কেহ কেহ মনে করেন। এ-স্থলে এ-সমস্ত বিরুদ্ধ বাক্যগুলি আলোচিত হইতেছে।

প্রমেয়রত্নাবলী

অধুনাপ্রাপ্ত প্রমেয়রত্নাবলীতে দৃষ্ট হয়, শ্রীবলদেব তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলীর প্রারম্ভে ইষ্টবন্দনা করিয়াছেন। ইষ্টবন্দনার প্রারম্ভে দুইশ্লোকে তিনি গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনাদির বন্দনা করিয়াছেন। তাহার পরে তৃতীয় শ্লোকে আনন্দতীর্থনামা যতির (মধ্বাচার্য্যের) বন্দনা দৃষ্ট হয়। তাহার পরে চতুর্থ শ্লোকটী হইতেছে—"ভবতি বিচিন্ত্যা বিদুষাং নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যম্। একান্তিত্বং সিধ্যতি যয়োদয়তি যেন হরিতোষঃ॥—নির্দোষ গুরুপরম্পরার নিত্য চিন্তা বা ধ্যান বিদ্বদ্‌বৃন্দের একান্ত কর্ত্তব্য। কেননা, ঐরূপ গুরুপরম্পরার ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানকারীর একান্তিত্ব—শ্রীভগবানে একনিষ্ঠভাব—সঞ্জাত হয়। আর ঐরূপ ঐকান্তিক ভাব হইতে ভগবান্ শ্রীহরির সন্তোষ সমুদিত হইয়া থাকে।"

ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে—"যদুক্তং পদ্মপুরাণে
সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥ ইতি॥ ৫॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥৬॥"

এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, কলিতে কেবলমাত্র চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই থাকিবে—শ্রীসম্প্রদায় (রামানুজ-সম্প্রদায়), ব্রহ্ম-সম্প্রদায় (মাধ্ব-সম্প্রদায়) রুদ্র-সম্প্রদায় (বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়) এবং সনক-সম্প্রদায় (নিম্বার্ক-সম্প্রদায়)।

এই শ্লোকগুলির পরে আছে—"তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা—তন্মধ্যে স্বগুরুপরম্পরা হইতেছে এইরূপ।"—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দেবর্ষি (নারদ), বাদরায়ণ (বেদব্যাস), মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম্ম, পুরুষোত্তম, ব্রহ্মণ্য, ব্যাসতীর্থ, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র (মাধবেন্দ্রপুরী), মাধবেন্দ্রের শিষ্য শ্রীঈশ্বর (ঈশ্বরপুরী), অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া যিনি জগতের নিস্তার করিয়াছেন।

এক্ষণে এই শ্লোকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ, **পদ্মপুরাণোক্ত** বলিয়া কথিত, বৈষ্ণবদের চারিটীমাত্র সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতাসূচক শ্লোক। এই শ্লোকগুলি যে পদ্মপুরাণে নাই এবং এই শ্লোকগুলি-কথিত বৈষ্ণবদের চারি সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতার কথা যে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদ এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্যগণও জানিতেন না, কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকার উক্তি প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; এই শ্লোকগুলি যে কৃত্রিম, তাহাও সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। এমন কি, স্বয়ং বলদেবও যে তাঁহার

গোবিন্দভাষ্যাদিতে এবং প্রমেয়রত্নাবলীতেও যে-সকল দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন, সে-সমস্ত যে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্রাদি চারি সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন—সুতরাং একটী পঞ্চম সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এবং তদ্রূপভাবে রামানুজ-সম্প্রদায়ের মোহান্তগণকর্তৃক স্বীকৃত— তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীবলদেবও যে বৈষ্ণবদের চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহাদ্বারা তাহাই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। যে গ্রন্থে তিনি বৈষ্ণবদের চারিসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতা তাঁহার সিদ্ধান্তদ্বারা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই গ্রন্থের উপক্রমে চারিসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতাসূচক এবং পূর্ব্বাচার্য্যদের অস্বীকৃত, শ্লোক শ্রীবলদেব যে সন্নিবিষ্ট করিবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায় ?

পদ্মপুরাণে আরোপিত শ্লোকদ্বয়ের কৃত্রিমতার নিদর্শন দ্বিতীয় শ্লোকটীতেই বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ। চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥" এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, কলিতে "উৎকলে পুরুষোত্তম হইতে" শ্রী-ব্রহ্মাদি চারিটী সম্প্রদায় হইবে। "উৎকল" হইতেছে উড়িষ্যাদেশের নামান্তর। "পুরুষোত্তম"-শব্দে "পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বা পুরী"কেও বুঝাইতে পারে, পুরুষোত্তম-জগন্নাথকেও বুঝাইতে পারে। কিন্তু পুরুষোত্তম-শ্রীজগন্নাথদেব কোনও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন নাই; সুতরাং এ-স্থলে "পুরুষোত্তম"-শব্দে পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা পুরীকেই বুঝাইতেছে। তাহা হইলে শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—কলিতে উৎকলদেশীয় পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা পুরী হইতে শ্রীব্রহ্মাদি চারিটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে। কিন্তু ইহা যে অবাস্তব বা ভ্রমাত্মক, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীপাদ রামানুজের জন্মস্থান হইতেছে দক্ষিণভারতে, মাদ্রাজের প্রায় ৬ের ক্রোশ পশ্চিমে "শ্রীপেরেম্বুদুর"-নামক স্থানে; তিনি শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছেন শ্রীরঙ্গনে এবং শ্রীরঙ্গন হইতেই তাঁহার মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। (১)

ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জন্মস্থান হইতেছে "পাজকাক্ষেত্র।" উড়ুপীড় আট মাইল পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে পাপনাশিনী নদীর তীরে যে বিমানগিরি পর্ব্বত আছে, তাহার এক মাইল পূর্ব্বদিকে হইতেছে পাজকাক্ষেত্র (২)। মতান্তরে উড়ুপীর নিকটে "রজতপীঠ"-নামক স্থানে তাঁহার জন্ম এবং ভারতের দক্ষিণাংশেই তিনি তাঁহার মতবাদের প্রচার আরম্ভ করেন (৩)।

সনকসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীল নিম্বার্কাচার্য্যের জন্মস্থান তৈলঙ্গদেশের মুঙ্গেরপত্তন বা মঙ্গীপাটন

(১) শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ইতিহাস, ১২৯, ১৩১, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

(২) ঐ-১৫১ পৃষ্ঠা

(৩) A History of Indian Philosophy, by Dr. S. N. Dasgupta ; Vol IV, P 53.

(১) অন্যমতে বেলারী জিলার নিম্ব বা নিম্বপুর-নামক স্থানে তৈলঙ্গ-ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার (২)। তাঁহার মতবাদের প্রচার আরম্ভও হয় তদ্দেশে।

রুদ্রসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ডক্টর ফকুহার অনুমান করেন, শ্রীবিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যের কোনও স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (৩)। শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়ের মতে, প্রাচীন দ্রাবিড়-দেশান্তর্গত পাণ্ড্যদেশের রাজা পাণ্ড্য-বিজয়ের পুরোহিত শ্রীদেবস্বামীর পুত্রই শ্রীবিষ্ণুর অবতার—আদি শ্রীবিষ্ণুস্বামী (৪)।

এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানাগেল—শ্রীব্রহ্মরুদ্রাদি চতুঃসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের কেহই উৎকলের অন্তর্গত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জন্মগ্রহণও করেন নাই, পুরুষোত্তমে থাকিয়া তাঁহাদের কেহ স্বীয় মতবাদও প্রচার করেন নাই। সুতরাং উৎকলের পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে চারিসম্প্রদায়ের উদ্ভবের কথা অনৈতিহাসিক, অবাস্তব। পদ্মপুরাণ হইতেছে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত—সুতরাং অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় শাস্ত্রে অবাস্তব বা ভ্রমাত্মক বাক্য থাকিতে পারে না। ইহা হইতেও বুঝা যায়, পদ্মপুরাণের নামে আরোপিত শ্লোকদ্বয় প্রকৃত পদ্মপুরাণের শ্লোক নহে।

দ্বিতীয়তঃ, **"স্বগুরুপরম্পরা"-সম্বন্ধে**

শ্রীবলদেব পূর্ব্বে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; সুতরাং মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা যে নির্ভুলভাবেই তিনি জানিতেন, ইহা মনে করাই স্বাভাবিক। আবার মাধ্বসম্প্রদায়ের মঠগুলিতে যে গুরুপরম্পরা দৃষ্ট হয়, তাহাকেও অভ্রান্ত মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু উড়ুপীমঠে রক্ষিত গুরুপর-ম্পরার সহিত প্রমেয়রত্নাবলীর গুরু-পরম্পরার সঙ্গতি দেখা যায় না (৫)। জয়তীর্থ পর্য্যন্ত উভয় পরম্পরারই মিল আছে। কিন্তু প্রমেয়রত্নাবলীর গুরুপরম্পরায় জয়তীর্থের শিষ্য হইতেছেন, জ্ঞানসিন্ধু; অথচ উড়ুপীর গুরুপরম্পরায় জয়তীর্থের শিষ্য হইতেছেন বিদ্যাধিরাজ। প্রমেয়রত্নাবলীতে জ্ঞানসিন্ধুর শিষ্য দয়ানিধি, তাঁহার শিষ্য বিদ্যানিধি, বিদ্যানিধির শিষ্য রাজেন্দ্র। কিন্তু উড়ুপীর পরম্পরায় বিদ্যা-ধিরাজের শিষ্য কবীন্দ্র, তাঁহার শিষ্য বাগীশ, তাঁহার শিষ্য রামচন্দ্র, তাঁহার শিষ্য বিদ্যানিধি। এইরূপে দেখা গেল, উড়ুপীমঠে রক্ষিত গুরুপরম্পরার সহিত প্রমেয়রত্নাবলীর পরম্পরার বিস্তর পার্থক্য।

মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্যান্য মঠে রক্ষিত গুরুপরম্পরার সহিতও প্রমেয়রত্নাবলীকথিত গুরুপর-ম্পরার সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। ডক্টর ভাণ্ডারকার ১৮৮২-৩ খৃষ্টাব্দে বেলগাম মঠ এবং পুণামঠ হইতে

(১) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ইতিহাস, ২০১ পৃষ্ঠা।

(২) A History of Indian Philosophy, by Dr. S. N. Dasgupta, Vol III, P 392

(৩) An Outline of the Religious Literature of India, by Dr. J. N. Farquhar, 1920 P. 238.

(৪) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ইতিহাস, ১৯১ পৃষ্ঠা।

(৫) শ্রীমৎসুন্দারনন্দ বিদ্যাবিনোদকৃত "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-নামক গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠায় উড়ুপীমঠের গুরুপরম্পরা উল্লিখিত হইয়াছে।

মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা সংগ্রহ করিয়া আনন্দতীর্থ (মধ্বাচার্য্য) হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যবিৎতীর্থ পর্য্যন্ত গুরুবর্গের নাম এবং তাঁহাদের তিরোভাবের সময় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (১) তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। জয়তীর্থ পর্য্যন্তই এই তালিকার সহিত প্রমেয়রত্নাবলীর মিল আছে ; তারপরে মিল নাই। উড়ুপীড় তালিকার ন্যায় বেলগাম এবং পুণামঠের তালিকাতেও বিদ্যাধিরাজের শিষ্য কবীন্দ্র, কবীন্দ্রের শিষ্য বাগীশ, তাঁহার শিষ্য রামচন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্য বিদ্যানিধি। সুতরাং বেলগাম এবং পুণার পরম্পরার সহিতও প্রমেয়রত্নাবলীর বিস্তর পার্থক্য।

প্রমেয়রত্নাবলীর গুরুপরম্পরাতে মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, দেবর্ষি এবং বাদরায়ণ-এই চারিটী নাম আছে ; কিন্তু উড়ুপীর তালিকায় এবং বেলগাম ও পুণার তালিকাতেও এই চারিটী নাম নাই, মধ্বাচার্য্য বা আনন্দতীর্থই হইতেছে এই তিনটী মঠের তালিকায় প্রথম নাম।

প্রমেয়রত্নাবলীর গুরুপরম্পরায় বাদরায়ণ ব্যাসদেবকে মধ্বাচার্য্যের গুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; কিন্তু মাধ্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে জানা যায়—শ্রীমন্মধ্ব দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন শ্রীপাদ অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকটে। মধ্বাচার্য্যের একটী নাম যে পূর্ণপ্রজ্ঞ, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। শ্রীমন্মধ্বের দীক্ষাকালে তাঁহার গুরু শ্রীপাদ অচ্যুতপ্রেক্ষই তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন পূর্ণপ্রজ্ঞ (২)। মাধ্বসম্প্রদায়ে দীক্ষিত শ্রীপাদ বলদেব যে মধ্বাচার্য্যের দীক্ষাগুরুর নাম লিখিতে ভুল করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

আবার, প্রমেয়রত্নাবলীর গুরুপরম্পরায় বলা হইয়াছে—শ্রীমন্নিত্যানন্দ ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ নাই। ভক্তিরত্নাকরের মতে শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের দীক্ষাগুরু ; কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামীর বৈষ্ণববন্দনার মতে, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের শিষ্য শ্রীসঙ্কর্ষণ পুরী ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দের গুরু। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র যে শ্রীমন্নিত্যানন্দের দীক্ষাগুরু, একথা শ্রীজীবাদি বলেন নাই।

এইরূপে দেখা গেল—প্রমেয়রত্নাবলীর গুরুপরম্পরা নির্ভুল নহে ; শ্রীবলদেব যে এইরূপ ভ্রমপূর্ণ গুরুপরম্পরা দিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা যায়না।

প্রমেয়রত্নাবলীর তালিকায় শ্রীচৈতন্যের গুরু এবং পরমগুরুর নাম দেওয়া হইয়াছে যথাক্রমে শ্রীঈশ্বর এবং শ্রীমাধবেন্দ্র ; মহাপ্রভুর গুরু এবং পরম গুরু হইতেছেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ; সুতরাং প্রমেয়রত্নাবলীকথিত শ্রীঈশ্বর এবং শ্রীমাধবেন্দ্র যে শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু মাধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে "পুরী"-উপাধি নাই, সকলেরই যে "তীর্থ" উপাধি, তাহা বলদেব অবশ্যই জানিতেন। তাঁহার পক্ষে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা সম্ভব নয়।

---

(১) A History of Indian Philosophy by Dr. S. N.Dasgupta, Vol IV, P. 56

(২) Ibid, P. 53

আবার, শ্রীবলদেব ইহাও জানিতেন যে, মাধ্বসম্প্রদায়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত ছিলনা, (এখনও নাই); তিনি নিজেই তাহার প্রমাণ। মাধ্বসম্প্রদায়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত থাকিলে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার জন্য বলদেবকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীরাধাদামোদরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইতনা। এই অবস্থায় শ্রীবলদেব যে রাধাকৃষ্ণের উপাসক শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীকে এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

উল্লিখিত কারণপরম্পরাবশতঃ প্রমেয়রত্নাবলীর গুরুপরম্পরা শ্রীপাদ বলদেবের লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

ইহা বলদেবের গুরুপরম্পরা নহে

আরও বিবেচ্য আছে। গুরুপরম্পরার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে—"তত্র স্বগুরুপরম্পরা।" "স্বগুরুপরম্পরা" বলিতে প্রমেয়রত্নাবলী-রচয়িতা শ্রীবলদেবের গুরুপরম্পরাই বুঝায়। কিন্তু যে গুরুপরম্পরা লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রীবলদেবের গুরুপরম্পরা হইতে পারে না, তাহা বরং শ্রীচৈতন্যের গুরু-পরম্পরা রূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে; সর্ব্বশেষ নাম হইতেছে "শ্রীচৈতন্য।" শ্রীবলদেবের গুরুর নাম ইহাতে নাই। শ্রীরাধাদামোদরের নামও নাই, বলদেবের মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুর নামও নাই। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের পূর্ব্বে যাঁহাদের নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের কেহ যে বলদেবের মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরু, তাহাও বলা যায় না; কেননা, তাঁহারা হইতেছেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী। মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে, আর, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বলদেব হইতেছেন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীর লোক। পঞ্চদশ শতাব্দীর, কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কেহই অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকের দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না। এইরূপে দেখা গেল, প্রমেয়রত্নাবলীর গুরুপরম্পরা শ্রীবলদেবের গুরুপরম্পরা নহে। শ্রীবলদেব যদি নিজের গুরুপরম্পরা লিখিতেন, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার নিজের গুরুদেবের নাম পর্য্যন্ত অবশ্যই থাকিত।

শ্রীপাদ বলদেব তাঁহার গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, সিদ্ধান্তরত্নের টীকা, গীতাভূষণ-ভাষ্য, তত্ত্ব-সন্দর্ভের টীকা, শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা প্রভৃতি গ্রন্থের উপক্রমে ইষ্টবন্দনা করিয়াছেন; কিন্তু কোনও স্থলেই বৈষ্ণবদের চারিটীমাত্র-সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতাজ্ঞাপক কোনও বাক্য এবং "স্বগুরুপরম্পরা"-রূপে 'শ্রীচৈতন্যের" গুরুপরম্পরা লিপিবদ্ধ করেন নাই; অথচ প্রমেয়রত্নাবলীর প্রারম্ভেই কেন তিনি তাহা করিবেন, তাহা বুঝা যায় না (প্রমেয়রত্নাবলীর প্রারম্ভে দৃষ্ট উল্লিখিত শ্লোকগুলি শ্রীবলদেবের গোবিন্দ-ভাষ্যের সূক্ষ্মানাম্নী টীকার প্রারম্ভেও দৃষ্ট হয়; এ-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে)।

উল্লিখিত কারণসমূহবশতঃ ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে—বৈষ্ণবদের চারিসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতাসূচক বাক্য এবং উল্লিখিত "স্বগুরুপরম্পরা" শ্রীপাদ বলদেবের লিখিত। এই গুরুপরম্পরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে আরও কিছু বিসদৃশ ব্যাপার আবিষ্কৃত হইতে পারে; বাহুল্যবোধে তাহা করা হইল না।

এই গুরুপরম্পরায় মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তি অসিদ্ধ

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, প্রমেয়রত্নাবলীর গুরুপরম্পরা অভ্রান্ত, তাহা হইলেও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্ব-সম্প্রদায়ান্তর্ভুক্তি সিদ্ধ হয় না একথা বলার হেতু এই।

সম্প্রদায়-শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে এইরূপ :—"গুরুপরম্পরাগতঃ সদুপদেশঃ। শিষ্টাচারপরম্পরাবতীর্ণোপদেশঃ॥ ইতি ভরতঃ॥ গুরুপরম্পরাগত-সদুপদিষ্টব্যক্তিসমূহঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" তাৎপর্য্য—"গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত, বা শিষ্টাচারপরম্পরায় অবতীর্ণ সদুপদেশকে বলে সম্প্রদায়। গুরু-পরম্পরাগত সদুপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিসমূহকেও সম্প্রদায় বলে।" ইহা হইতে জানা গেল—সম্প্রদায়ত্ব-সিদ্ধির জন্য গুরুপরম্পরার সংযোগ থাকা আবশ্যক এবং গুরুপরম্পরাক্রমে আগত সদুপদেশের (অর্থাৎ উপাস্য, উপাসনা, সাধ্য-প্রভৃতি-বিষয়ে উপদেশের) সঙ্গতিও আবশ্যক। উপাস্য, উপাসনা এবং সাধ্যাদি বিষয়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায় ও মাধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনওরূপ মিল নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কেবলমাত্র সদুপদেশের সঙ্গতিহীনতাতেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ান্তর্ভুক্তি অসিদ্ধ হইয়া পড়ে; ইহার পরে গুরুপরম্পরার সংযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান অনাবশ্যক; তথাপি তাহাও বিবেচিত হইতেছে। তজ্জন্য এক্ষণে দেখিতে হইবে, প্রমেয়রত্নাবলীর গুরুপরম্পরা স্বীকার করিলে মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার সংযোগ থাকিতে পারে কিনা। এই গুরুপরম্পরায় বলা হইয়াছে—শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন মাধ্বসম্প্রদায়ের শিষ্য। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার সংযোগ সম্ভব নহে; কেননা, শ্রীচৈতন্যদেব কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। আর, শ্রীনত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈত অবশ্য শিষ্য করিয়াছেন, এই দুই জনের মাধ্যমে কেবল নিত্যানন্দ-পরিবার এবং অদ্বৈত-পরিবারের সহিত মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার সংযোগ সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু গদাধর-পরিবার, ঠাকুরমহাশয়-পরিবারাদির সহিত কোনও সংযোগ পাওয়া যায় না। গদাধর-পরিবারাদি বিভিন্ন পরিবারের বৈষ্ণবগণকে যখন প্রমেয়রত্নাবলীর উক্তি অনুসারে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তখন তাঁহাদিগকে কি অসম্প্রদায়ী বলিতে হইবে? অসম্প্রদায়ীই যদি হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত নিত্যানন্দ-পরিবার এবং অদ্বৈত-পরিবারের বৈষ্ণবদের যে সামাজিকতাদি প্রথম হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইল? শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত সকল পরিবারের বৈষ্ণবগণই যে একই বৈষ্ণবগোষ্ঠীভুক্ত, একই সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? তাহা স্বীকার করিতে গেলে তাঁহাদের সকলকেই একই শ্রৌত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং সেই শ্রৌত বৈষ্ণবসম্প্রদায় যে মাধ্বসম্প্রদায় নহে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে; কেননা, নিতানন্দ-পরিবার এবং অদ্বৈত-পরিবার ব্যতীত অন্য পরিবারগুলিকে কোনও রূপেই মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশের কথা বিবেচনা করিলে নিত্যানন্দ-পরিবার এবং অদ্বৈত পরিবারকেও মাধ্বসম্প্রায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই আলোচনা হইতে

দেখা গেল—প্রমেয়রত্নাবলীর ভ্রমাত্মক গুরুপরম্পরাকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ান্তর্ভুক্তি সিদ্ধ হয় না।

যাহাহউক, শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণসম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। ক্রমশঃ সেই প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ, তত্ত্বসন্দর্ভের টীকার সূচনায় শ্রীনিন্দাদ্বৈতচৈতন্যের বন্দনার পরে শ্রীবলদেব শ্রীআনন্দ-তীর্থের (মধ্বাচার্য্যের) জয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। "মায়াবাদং যস্তমস্তোমমুচ্চৈর্নাশং নিন্যে বেদবাগংশুজালৈঃ। ভক্তিবিষ্ণোর্দর্শিতা যেন লোকে জীয়াৎ সোঽয়ং ভানুবানন্দতীর্থঃ॥ যিনি বেদবাক্যরূপ অংশুজালের দ্বারা মায়াবাদরূপ অন্ধকাররাশিকে উচ্চভাবে (সর্ব্বতোভাবে) ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি জগতে বিষ্ণুর ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই আনন্দতীর্থনামক সূর্য্যের জয় হউক।" এই বাক্য হইতে বুঝা যায়, শ্রীবলদেব মধ্বাচার্য্যের আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন।

উত্তরে বক্তব্য এই। শ্রীবলদেব এ-স্থলে ভক্তিবিরোধী মায়াবাদের ধ্বংসকারিরূপেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জয়গান করিয়াছেন; স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বা আচার্য্যরূপে শ্রীবলদেব ইহা করিয়াছেন বলিয়া বুঝা যায় না। যদি বলা যায়, শ্রীপাদ রামানুজাদিও তো মায়াবাদের খণ্ডন করিয়াছেন; এই অবস্থায় রামানুজাদির জয় কীর্ত্তন না করিয়া বলদেব কেবল মধ্বাচার্য্যের জয় কীর্ত্তন করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যেমন তীব্রভাবে মায়াবাদকে আক্রমণ করিয়াছেন, অন্য কেহ তেমন করেন নাই। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন—মধ্বাচার্য্য শঙ্করের আজন্ম শত্রু ছিলেন বলিয়াই মনে হয় (১)। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি শঙ্করপন্থীদিগের সহিত শাস্ত্রীয়-বিচারে প্রবৃত্ত থাকিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন (২)। এ-সমস্ত হইতে বুঝা যায়, মায়াবাদের বিরোধিতায় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যই ছিলেন অগ্রণী। এজন্যই মায়াবাদ-বিরোধী শ্রীবলদেব বিশেষরূপে মধ্বাচার্য্যের জয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা তাঁহার মধ্বানুগত্য সূচিত হয় বলিয়া মনে হয় না। এতাদৃশ উক্তি শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও স্থলবিশেষে করিয়াছেন। "যদেব কিল দৃষ্ট্বা শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈর্বৈষ্ণবান্তরাণাং তচ্ছিষ্যান্তরপুণ্যারণ্যাদিরীতিকব্যাখ্যাপ্রবেশশঙ্কয়া তত্র তাৎপর্য্যান্তরং লিখদ্ভির্বর্ত্মোপদেশঃ কৃত ইতি সাত্বতা বর্ণয়ন্তি॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ ॥২৪॥—শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে হস্তক্ষেপ করিলেন না, পরন্তু প্রকারান্তরে উহার সমাদর করিলেন। কিন্তু এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য শিষ্য পুণ্যারণ্য প্রভৃতির কৃত ব্যাখ্যানের রীতি দেখিয়া, অন্যান্য বৈষ্ণবেরা যদি শ্রীমদ্ভাগবতকে নির্গুণ-চিন্মাত্রপর বলিয়া মনে করেন, তজ্জন্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধ

(১) Madhva seems to have been a born enemy of Sankara : *A History of Indian Philosophy*, by Dr. S, N. Dasgupta, Vol. IV, P. 52.

(২) Ibid P. 53.

বৈষ্ণবগণ ভগবৎপরতারূপ তাৎপর্য্যান্তরের প্রকাশ করিয়া পথ প্রদর্শন করিলেন, এই কথা সাত্বতেরা বলিয়া থাকেন।— প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দগোস্বামিকৃত অনুবাদ।” এই উক্তিদ্বারা শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে মধ্বাচার্য্যের আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্বোদ্ধৃত তত্ত্বসন্দর্ভবাক্যে (২৪-অনু) শ্রীজীবপাদ-কথিত “শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈঃ”-শব্দ-প্রসঙ্গে তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—“মধ্বাচার্য্যচরণৈরিত্যত্যাদর-সূচকবহুত্বনির্দেশঃ স্বপূর্ব্বাচার্য্যত্বাৎ ইতি বোধ্যম্। বায়ুদেবঃ খলু মধ্বমুনিঃ সর্বজ্ঞোঽতিবিক্রমী যো দিগ্‌বিজয়িনং চতুর্দশবিদং চতুর্দ্দশভিঃ ক্ষণৈর্নির্জ্জিত্যাসনানি জগ্রাহ, স চ তচ্ছিষ্যঃ পদ্মনাভাভিধানো বভূবেতি প্রসিদ্ধম্।” এই টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন— মধ্বাচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামীর পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াই তিনি মধ্বাচার্য্য-শব্দে অত্যাদরসূচক বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন—“মধ্বাচার্য্যচরণৈঃ।” শ্রীবলদেব এ-স্থলে বায়ুর অবতার মধ্বমুনির প্রশংসাও করিয়াছেন।

এ-স্থলে শ্রীবলদেবের উক্তিতে “স্বপূর্ব্বাচার্য্যত্বাৎ”-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা বিবেচনা করা যাউক। এ-স্থলে “পূর্ব্ব”-শব্দের সঙ্গেই “স্ব”-শব্দের অন্বয় – মধ্বাচার্য্য ছিলেন শ্রীজীবের নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন আচার্য্য। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রকট ছিলেন খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১); আর শ্রীজীব গোস্বামীর আবির্ভাব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। সুতরাং মধ্বাচার্য্যের তিরোভাবের প্রায় তিনশত বৎসর পরে শ্রীজীবের প্রসিদ্ধি। এইরূপে জানা যায়, শ্রীমন্মধ্ব ছিলেন শ্রীজীবের আবির্ভাবের এবং প্রসিদ্ধির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য; শ্রীরামানুজ এবং শ্রীধরস্বামী যেমন শ্রীজীবের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য ছিলেন, তদ্রূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের প্রতি আদর এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ শ্রীজীব তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে (২৭-অনুচ্ছেদে) শ্রীধরস্বামিপ্রসঙ্গে যেমন “শ্রীধরস্বামিচরণানাম্” লিখিয়াছেন এবং শ্রীরামানুজপ্রসঙ্গে যেমন তিনি “শ্রীরামানুজভগবৎপাদ” লিখিয়াছেন, তদ্রূপ এ-স্থলেও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রসঙ্গে “শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈঃ” লিখিয়াছেন। ইহাই শ্রীবলদেবের উক্তির তাৎপর্য্য।

কিন্তু “আচার্য্য”-শব্দের সহিত “স্ব”-শব্দের অন্বয়ের কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। “আচার্য্য”-শব্দের সহিত “স্ব”-শব্দের অন্বয় করিলে “স্ব পূর্ব্বাচার্য্য”-শব্দের অর্থ হইবে এই যে. শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য পূর্ব্বে শ্রীজীবের আচার্য্য ছিলেন। তিনশত বৎসর পূর্ব্বের আচার্য্য শ্রীমন্মধ্বকে আচার্য্যত্বে বরণ করা শ্রীজীবের পক্ষে সম্ভব নহে, সুতরাং এইরূপ অন্বয়ের সার্থকতা কিছু নাই। “স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব্বাচার্য্য”—এইরূপ অর্থেরও অবকাশ নাই; কেননা, সম্প্রদায়-শব্দের উল্লেখ নাই; এ-স্থলে “সম্প্রদায়”-শব্দকে উহ্য বলিয়া মনে করারও কোনও হেতু নাই। সুতরাং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীজীবের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী একজন আচার্য্য ছিলেন বলিয়াই সম্মানসূচক বহু বচনান্তশব্দে তিনি তাঁহার

---

(১) তাঁহার জন্ম ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে এবং তিরোভাব ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে। *A History of Indian Philosophy* by S. N. Dasgupta, Vol IV, pp 52 & 54

সম্বন্ধে "শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈঃ"-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাই শ্রীবলদেবের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ অভিপ্রায় অবাস্তবও নয়, অসঙ্গতও নয়।

তৃতীয়তঃ, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভের ২৮ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন--"ক্বচিৎ স্বয়মদৃষ্টাকরাণি চ তত্ত্ববাদগুরূণামনাধুনিকানাং প্রচুরপ্রচারিত-বৈষ্ণবমতবিশেষাণাং দক্ষিণাদিদেশ-বিখ্যাত-শিষ্যোপশিষ্যীভূত-বিজয়ধ্বজব্যাসতীর্থাদিবেদবাদার্থবিদ্বদ্‌বরাণাং শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং ভাগবততাৎপর্য্য-ভারততাৎপর্য্য-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেভ্যঃ সংগৃহীতানি।" শ্রীজীব তাঁহার উক্তির সমর্থনে যে-সমস্ত শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে সে-সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই তিনি এই ২৮-অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন। কোনও কোনও প্রমাণ তিনি মূল আকর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন; আর, মূল আকর গ্রন্থ না দেখিয়াও তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ভাগবততাৎপর্য্য, ভারততাৎপর্য্য এবং ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মধ্বাচার্য্যের মতকে "অনাধুনিক মত", "প্রচুরপ্রচারিত বৈষ্ণবমতবিশেষ" বলিয়াছেন এবং "দক্ষিণদেশাদি-বিখ্যাত বিজয়ধ্বজ এবং ব্যাসতীর্থাদি শ্রীমধ্বাচার্য্যের শিষ্যোপশিষ্যগণের" নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

এ-স্থলে "অনাধুনিক'-শব্দের টীকায় শ্রীবলদেব লিখিয়াছেন – "অনাধুনিকানাং শঙ্করসময়ানাম্। শঙ্করেণ সহ বিবাদে মধ্বস্য মতং ব্যাসঃ স্বীচক্রে, শঙ্করস্তু তত্যাজেত্যৈতিহ্যমস্তি।—অনাধুনিক-শব্দে শঙ্করের সমসাময়িকত্ব বুঝাইতেছে। এইরূপ ঐতিহ্য আছে যে, শঙ্করের সহিত বিবাদে (বিচারে) ব্যাসদেব মধ্বের মতই স্বীকার করিয়াছেন, শঙ্করের মত বর্জন করিয়াছেন।"

এই প্রসঙ্গে বক্তব্য এই। শ্রীপাদ শঙ্করের অবস্থিতিকাল হইতেছে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (১); কিন্তু মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে (২); শঙ্করাচার্য্যের তিরোভাবের ৩৭৭ বৎসর পরে মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব। এই অবস্থায় মধ্বাচার্য্য কিরূপে শঙ্করের সমসাময়িক হইতে পারেন এবং কিরূপেই বা শঙ্করাচার্য্যের সহিত মধ্বাচার্য্যের বিচার সম্ভব হইতে পারে? ইহা একটী ভিত্তিহীন বা অনৈতিহাসিক কিম্বদন্তীমাত্র। শ্রীবলদেবের ন্যায় একজন বিজ্ঞব্যক্তি যে নির্বিচারে এইরূপ একটী উক্তি করিবেন, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

অনাধুনিক=ন+আধুনিক; আধুনিক নহে, পরন্তু প্রাচীন। মাধ্বমত যে অতি প্রাচীন, সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। মাধ্বমতের প্রাচীনত্ব-স্থাপনের জন্য মধ্বাচার্য্যের পক্ষে শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িকত্ব-প্রদর্শনের কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না।

আবার, তত্ত্বসন্দর্ভের ২৮-অনুচ্ছেদের উল্লিখিত বাক্যে "দক্ষিণাদিদেশবিখ্যাত"-শব্দের প্রসঙ্গে শ্রীবলদেবের টীকায় এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। "দক্ষিণাদিদেশেতি। তেন গৌড়েঽপি মাধবেন্দ্রাদয়স্তদুপশিষ্যাঃ কতিচিদ্‌বভুবুরিত্যর্থঃ।—দক্ষিণাদিদেশ-শব্দদ্বারা জানা যাইতেছে যে, গৌড়েও মাধবেন্দ্রাদি কয়েকজন তাঁহার (মধ্বাচার্য্যের) উপশিষ্য ছিলেন।"

---

(১) *A History of Indian Philosophy* by Dr. S. N. Dasgupta, Vol, I, P. 429.

(২) *Ibid*, Vol, IV, P. 52.

বক্তব্য এই। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামীর পরিচয় শ্রীজীবের অজ্ঞাত ছিলনা। "দক্ষিণাদি" -শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে যদি "গৌড়ই" তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি দক্ষিণ-দেশীয় বিজয়ধ্বজাদির নামের সঙ্গে যে গৌড়দেশীয় "মাধবেন্দ্রাদির" উল্লেখও করিতেন, এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু শ্রীজীব তাহা করেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—শ্রীমাধবেন্দ্রাদি যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উপশিষ্য নহেন, তাহাই শ্রীজীবের অভিমত। আবার, শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণও যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক মাধবেন্দ্রাদিকে মধ্বাচার্য্যের উপশিষ্য বলিয়া পরিচিত করিতে পারেন না, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীবলদেবের টীকার অন্তর্ভুক্ত এই উক্তিটীও যে শ্রীবলদেবের উক্তি, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? ইহা তাঁহার সুচিন্তিত এবং শাস্ত্রসম্মত দার্শনিক সিদ্ধান্তেরও বিরোধী।

গোবিন্দভাষ্যের সূক্ষ্মানাম্নী টীকা

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যের সূক্ষ্মা-নাম্নী একটী টীকা আছে। এই টীকাটীও বিদ্যাভূষণপাদের লিখিত বলিয়াই প্রায় সকলের বিশ্বাস। কিন্তু টীকার মঙ্গলাচরণে ইষ্টবন্দনার পরের কয়েকটী শ্লোক শ্রীপাদ বলদেবের মতের বিরোধী। এই মতবিরোধী শ্লোকগুলি যাঁহার লিখিত, টীকাও যদি তাঁহারই লিখিত হয়, তাহা হইলে এই টীকাকে শ্রীবলদেবের লিখিত বলিয়া মনে করা দুষ্কর। টীকা যাঁহার লিখিত, এই শ্লোকগুলি তাঁহার লিখিত নয় মনে করিলে টীকাকেও শ্রীবলদেবের লিখিত বলিয়া স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। আপত্তিজনক শ্লোকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

টীকার প্রারম্ভে ইষ্টবন্দনায় শ্রীগোবিন্দের, শ্রীশ্যামসুন্দরের, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের, ব্যাসদেবের, শ্রীরূপ-সনাতনের, শ্রীজীবের, পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রের এবং নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যের বন্দনা করা হইয়াছে। তাহার পরে গোবিন্দভাষ্যেরও জয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাহার পরে—শ্রীবলদেবের প্রমেয়রত্না-বলীর মঙ্গলাচরণে ইষ্টবন্দনার পরে দৃষ্ট যে শ্লোকগুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অবিকল সেই শ্লোক গুলিই—"আনন্দতীর্থনামা সুখধামা যতির্জীয়াৎ" হইতে আরম্ভ করিয়া "দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥" পর্য্যন্ত সব কয়টী শ্লোকই দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকগুলি যে শ্রীবলদেবের লিখিত হইতে পারে না, প্রমেয়রত্নাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই শ্লোকগুলির পরে লিখিত হইয়াছে—"ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং বলদেবেন ধীমতা। শ্রীগোবিন্দনিদেশেন গোবিন্দাখ্যামগাত্ততঃ॥" এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—"ধীমান্" বলদেবকর্ত্তৃক এই গোবিন্দভাষ্য লিখিত হইয়াছে। ইহাও শ্রীবলদেবের লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেননা, শ্রীরূপাদি কোনও বৈষ্ণব-গ্রন্থকারই "ধীমান্" বলিয়া নিজেদের গৌরব প্রকাশ করেন নাই।

যাহাহউক, ইহার পরে- ভাষ্য-পাঠের অধিকারী কে, স্নানাদির পরে কি ভাবে ভাষ্য পাঠ

করিতে হইবে, তাহা বলা হইয়াছে। তাহার পরে বলা হইয়াছে, আলস্যবশতঃ বিস্তৃত ভাষ্যের আলোচনায় যাহাদের অপ্রবৃত্তি হয়, তাহাদের জন্য এই সংক্ষিপ্ত টীকা রচিত হইতেছে। ইহার পরে লিখিত হইয়াছে—"ভাষ্যং যস্য নিদেশাদ্রচিতং বিদ্যাভূষণেনেদম্। গোবিন্দঃ স পরমাত্মা মমাপি সূক্ষ্মং করোত্যস্মিন্॥—যাঁহার নিদেশে বিদ্যাভূষণকর্ত্তৃক এই ভাষ্য রচিত হইয়াছে, সেই পরমাত্মা গোবিন্দ ইহাতে (এই টীকাবিষয়ে) আমারও সূক্ষ্ম করিতেছেন (অর্থাৎ আমার এই সূক্ষ্মা-নাম্নী টীকাও তাঁহার কৃপাতেই রচিত হইতেছে)। এই শ্লোকটী হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—টীকাটী বিদ্যাভূষণপাদের লিখিত নহে। যাহা হউক, ইহার পরে, কৃষ্ণপাদাম্ভোরুহাসক্ত সাধুদিগের প্রসাদ যাচ্ঞা করা হইয়াছে।

ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে—"অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যহরিস্বীকৃত-মধ্বমুনিমতানুসারতঃ ব্রহ্ম-সূত্রাণি ব্যাচিখ্যাসু ভাষ্যকারঃ শ্রীগোবিন্দৈকান্তী বিদ্যাভূষণাপরনামা বলদেবঃ নির্বিঘ্নায়ৈ তৎ-পূর্ত্তয়ে শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্ত-শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যেষ্টদেবতানমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি॥ সত্যমিতি॥" গোবিন্দভাষ্যের মঙ্গলাচরণের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবাদিস্তুতং ভজদ্রূপম্। গোবিন্দং তমচিন্ত্যং হেতুমদোষং নমস্যামঃ॥"-এই সর্ব্বপ্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যার উপক্রমে উল্লিখিত বাক্যে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যহরির স্বীকৃত মধ্বমুনির মতানুসারে ব্রহ্মসূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বলদেব বিদ্যাভূষণ সেই ব্যাখাপূর্ত্তির নির্বিঘ্নতার জন্য শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্ত শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ইষ্টদেবতার নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—সত্যমিত্যাদি শ্লোকে।

এ-স্থলে বলা হইল, মধ্বমতানুসারেই বলদেব ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং এই মধ্বমত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যহরির স্বীকৃত। এই কথাগুলি শ্রীবলদেবের লিখিত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গোবিন্দভাষ্যে বলদেব মাধ্বমত প্রকটিত করেন নাই; বরং মাধ্বমত হইতে ভিন্ন মত, কোনও কোনও স্থলে মাধ্বমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতই, তিনি প্রকটিত করিয়াছেন। যে-গ্রন্থে তিনি মাধ্বমত হইতে ভিন্ন এবং মাধ্বমতের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের টীকার উপক্রমে তিনি যে সেই গ্রন্থকে মাধ্বমতানুযায়ী বলিয়া লিখিবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

সূক্ষ্মানাম্নী টীকার উপক্রমে উল্লিখিত যে শ্লোকগুলি আলোচিত হইল, সেই শ্লোকগুলি শ্রীবলদেবের লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না; এই শ্লোকগুলির মর্ম্ম তাঁহার স্বমত-বিরোধী।

প্রমেয়রত্নাবলীর এবং সূক্ষ্মানাম্নীটীকার উপক্রমে পূর্ব্বালোচিত শ্লোকগুলিসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন—সাময়িক প্রয়োজনের অনুরোধেই মাধ্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয়গণের একটা যোগসূত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রীবলদেব ঐ শ্লোকগুলি লিখিয়াছেন। এই উক্তির পশ্চাতে কোনও প্রমাণ নাই; ইহা হইতেছে শ্লোকগুলির অকৃত্রিমতা-স্থাপনের অনুকূলে একটী অনুমান মাত্র। কিন্তু এই অনুমান বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই।

যে গ্রন্থে গৌড়ীয়দের মত রূপে মাধ্বমত হইতে ভিন্ন মত এবং অনেক স্থলে মাধ্বমতের

বিরুদ্ধমত প্রকটিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থের উপক্রমে গৌড়ীয়দিগের মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির কথা বলা বালবুদ্ধির পরিচায়ক। কেননা, মূল গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে-কেহই উপক্রমে কথিত বাক্যগুলির যাথার্থ্যহীনতা এবং কাপট্যময়ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীবলদেবের মত বিচক্ষণ পণ্ডিত যে ইহা বুঝিতে পারেন নাই, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। শ্রীবলদেব বালবুদ্ধি ছিলেন না।

কিন্তু কোন্ সাময়িক প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঐ কথাগুলি বলা হইয়াছে? অবশ্যই গৌড়ীয়দের শ্রৌত-সম্প্রদায়ত্ব প্রদর্শনের জন্য নহে। কেননা, শ্রীবলদেব তাঁহার গ্রন্থে মাধ্বসম্প্রদায়ান্তর্ভুক্তি প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয়দের শ্রৌত-সম্প্রদায়ত্ব খ্যাপন করেন নাই; তাঁহাদের মত যে শ্রুতিস্মৃতিসম্মত এবং তাহা যে শ্রীব্রহ্মরুদ্রাদি সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মত হইতে ভিন্ন, তাহা দেখাইয়াই তিনি গৌড়ীয়দের শ্রৌত-সম্প্রদায়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং রামানুজ-সম্প্রদায়ের মোহান্তগণও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

আবার, উল্লিখিত শ্লোকগুলিকে অকৃত্রিম মনে করিয়া কেহ কেহ বলেন—চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত যে কোনও শ্রৌত বৈষ্ণবসম্প্রদায় নাই এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, শ্রীবলদেবের সময় হইতেই এইরূপ একটা ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। এ-কথাও বিচারসহ নহে; কেননা, ভক্তিরত্নাকরের উক্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে (পরবর্ত্তী-১৫-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইবে যে, শ্রীবলদেবের পূর্ব্বেও ঐরূপ একটী ধারণার অস্তিত্ব ছিল।

শ্রীবলদেব বালবুদ্ধিও ছিলেন না, দুর্ব্বলচিত্তও ছিলেন না। শাস্ত্রপ্রমাণের আলোচনায় তিনি যাহা অনুভব করিয়াছেন, অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এবং নির্ভীকভাবে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; এ-বিষয়ে তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ব-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমন্মধ্বের বিরুদ্ধমতও তিনি নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যে-সময়ে তিনি গোবিন্দভাষ্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহার সেই সময়ের সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সকল অভিমতও তিনি গ্রহণ করেন নাই। শ্রীজীবের ন্যায় তিনি ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীজীবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ তিনি গ্রহণ করেন নাই। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকটে তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তিপাদও তাঁহার জনৈক আচার্য্য; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাদিতে শ্রীবলদেব কোনও কোনও বিষয়ে চক্রবর্ত্তিপাদের বিরুদ্ধ মতও ব্যক্ত করিয়াছেন (৭।৩৯৫-ঝ অনুচ্ছেদ ৩৫৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং সাময়িক প্রয়োজনের অনুরোধে অপরের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি মিথ্যা স্তোকবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

শ্রীবলদেবের গ্রন্থে প্রকটিত দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির যথোচিত অনুসন্ধান না করিয়া অনেকেই উল্লিখিত কৃত্রিম শ্লোকগুলিকে বলদেবের লিখিত বলিয়া মনে করিয়া তাঁহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাধ্বসম্প্রদায়ের আনুগত্য বা অন্তর্ভুক্তির স্বীকৃতি পর্য্যবসিত হয়—ব্রজপরিকর এবং বিশেষরূপে

ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার স্বীকৃতিতে। ব্রজগোপীগণসম্বলিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার জন্য লুব্ধ হইয়া শ্রীবলদেব স্বয়ং মাধ্বসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছেন; এই দীক্ষার পরে ব্রজগোপীগণকে তিনি তাঁহার উপাস্যরূপে এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়কেও স্ব-সম্প্রদায়রূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি-স্বীকৃতিদ্বারা তিনি যে তাঁহার উপাস্য ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বকথিত অশাস্ত্রীয়, স্বকপোলকল্পিত, হৃদয়বিদারক কুৎসিৎ বিবরণ স্বীকার করিয়া লইবেন এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তিদ্বারা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের যে হেয়তা প্রতিপাদিত হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া লইবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? দু এক স্থলে তিনি মধ্বাচার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মায়াবাদের সুতীব্র প্রতিবাদের জন্যই তিনি তাহা করিয়াছেন; বিশেষতঃ পূর্ব্বসম্প্রদায়াচার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও অশোভন বা অন্যায় নহে; বৈষ্ণবের পক্ষে তাহা বরং শোভনই; কিন্তু তাহাতে শ্রীবলদেবের পক্ষে মাধ্বসম্প্রদায়ের আনুগত্য বা অন্তর্ভুক্তি প্রতিপাদিত হয় বলিয়া মনে হয় না।

প্রতিকূল বাক্যগুলি অকৃত্রিম হইলেও আদরণীয় হইতে পারে না

প্রমেয়রত্নাবলীর এবং সূক্ষ্মানাম্নী টীকার যে শ্লোকগুলির আলোচনা করা হইল, সেই শ্লোকগুলি এবং বলদেবের গ্রন্থে অন্যত্র তাদৃশ কোনও বাক্য যদি থাকে, সেই বাক্যগুলি যদি বাস্তবিক শ্রীবলদেবের লিখিতও হয়, তাহা হইলেও তাহাদের প্রতি কোনওরূপ গুরুত্ব আরোপ করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, প্রথমতঃ; এই শ্লোক বা বাক্যগুলির ভিত্তিতে কোনও প্রমাণ নাই, যুক্তি নাই, বাস্তব সত্যও নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই শ্লোক বা বাক্যগুলির মর্ম্ম—গোবিন্দভাষ্যাদিতে, এমন কি প্রমেয়রত্নাবলীতেও, প্রকটিত তাঁহার শাস্ত্রসম্মত এবং শাস্ত্রমূলকযুক্তিসমর্থিত সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের বিরোধী। তৃতীয়তঃ এবং সর্ব্বোপরি, এই শ্লোকগুলির মর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পরিকর ও প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যদের স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত এবং তাঁহাদের প্রকটিত দার্শনিক সিদ্ধান্তের অনুমোদিত—অভিমতের বিরোধী।

প্রমেয়রত্নাবলীর রচনাকাল

সন্দেহাতীতরূপে প্রমেয়রত্নাবলীর রচনাকাল নির্ণয় করা সহজ নয়। শ্রীবলদেব তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে যে সকল দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রকটিত করিয়াছেন, প্রমেয়রত্নাবলীতেও সে-সকল সিদ্ধান্তই বিদ্যমান; কিন্তু অতি সংক্ষেপে, প্রায় সূত্রকারে। প্রমেয়রত্নাবলী গোবিন্দভাষ্যের পরে লিখিত হইলে ভাষ্যে প্রকটিত সিদ্ধান্তসমূহের কিছু বিবৃতি থাকিত বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে মনে হইতে পারে, গোবিন্দভাষ্যের পূর্ব্বেই প্রমেয়রত্নাবলী রচিত হইয়াছিল।

আবার, গোবিন্দভাষ্যের প্রারম্ভে বা অন্তে, কোনও স্থলেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বন্দনাদি কিছু নাই; কিন্তু প্রমেয়রত্নাবলীতে প্রারম্ভাংশে "আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা" ইত্যাদি মধ্ব-জয়সূচক শ্লোক

এবং নবম প্রমেয়ের পরেও—"এবমুক্তং প্রাচা" বলিয়া বলা হইয়াছে—"শ্রীমধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং"-ইত্যাদি এবং পরে বলা হইয়াছে—"আনন্দতীর্থৈ রচিতানি যস্যাং প্রমেয়রত্নানি নবৈব সন্তি।" ইত্যাদি। ইহাতে মনে হয়, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বেই শ্রীবলদেব প্রমেয়রত্নাবলী রচনা করিয়াছেন। গোবিন্দভাষ্য যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষাগ্রহণের পরে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সিদ্ধান্তরত্ন যে গোবিন্দভাষ্যের পরে রচিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ সিদ্ধান্তরত্নেই বিদ্যমান। সিদ্ধান্তরত্নের অনেক স্থলে ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যের উল্লেখ আছে; কিন্তু প্রমেয়রত্নাবলীতে তাহা নাই। সিদ্ধান্তরত্নের উপসংহারে শ্রীবলদেবের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের দীক্ষাগুরু শ্রীরাধাদামোদরপাদের জয়কীর্ত্তনও আছে। কিন্তু প্রমেয়রত্নাবলীতে এ-সমস্ত কিছুই নাই।

এ-সমস্ত কারণে এইরূপ অনুমান হয় যে—শ্রীলরাধাদামোদরের নিকটে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভাদি অধ্যয়নের পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার জন্য শ্রীবলদেবের যখন উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, তখন মাধ্বমতের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকথিত মতের (যাহা শ্রীজীব তাঁহার সন্দর্ভগ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন, তাহার) তুলনামূলক আলোচনায় তাঁহার মন প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি দেখিলেন, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে নয়টী প্রমেয়ের কথা বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষাতেও সেই কয়টী প্রমেয় বিদ্যমান; তবে তাহাদের তাৎপর্য্য শ্রীমন্মধ্ব যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই ভাবে ব্যক্ত করেন নাই, অন্যভাবে, অতিব্যাপকভাবে এবং নিরবদ্যভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রমেয়গুলি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই শ্রীবলদেব তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলীতে অতি সংক্ষেপে প্রকটিত করিয়াছেন। প্রমেয়রত্নাবলীর টীকাকার বেদান্তবাগীশ-মহোদয়ও এইরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। "শ্রীমধ্বঃ প্রাহ" ইত্যাদি ১৮-শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বরস্তথাপি তন্মতং সর্ব্বোত্তমং বীক্ষ্য তদন্বয়ে দীক্ষাং স্বীচকার লোকসংগ্রহেচ্ছুঃ। - যদিও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বর, তথাপি তাঁহার মতই সর্ব্বোত্তম দেখিয়া লোকসংগ্রহেচ্ছু (শ্রীবলদেব) তাঁহার সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

উল্লিখিত অনুমান যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে প্রমেয়রত্নাবলীর "শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং"-ইত্যাদি শ্লোকটী শ্রীবলদেবের লিখিত হইলে তাহার একটী সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই অনুমান গ্রহণযোগ্য হইলে মনে হয়, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বেই, যখন আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তখনই প্রমেয়রত্নাবলী লিখিত হইয়াছিল।

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ"-ইত্যাদি শ্লোকের পরে প্রমেয়রত্নাবলীতে যাহা লিখিত হইয়াছে, মাধ্বমতের সহিত তাহার তুলনামূলক বিচার না করিয়া কেবল এই শ্লোকটীর প্রতিই যাঁহারা লক্ষ্য রাখেন, তাঁহাদের মনে হইতে পারে, শ্রীবলদেব তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলীতে মাধ্বমতই প্রকটিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি তাহা করেন নাই।

১৩। ভক্তিরত্নাকরের উক্তি

ভক্তিরত্নাকরের রচয়িতা হইতেছেন শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ; তাঁহার পিতা শ্রীল জগন্নাথ বিপ্র ছিলেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য।

অন্যত্র যে সকল ঘটনার, বা যে-সকল ভক্তের নাম পাওয়া যায় না, ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ বহু ঘটনার এবং বহু ভক্তের উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু জয়পুরের সভার কথা, শ্রীবলদেবের কথা, শ্রীবলদেবের রচিত গ্রন্থাদির কথা ভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয় না। ইহাতে মনে হয়, ভক্তিরত্নাকরের রচনাকালে শ্রীবলদেব বিদ্যমান থাকিলেও তিনি তখন প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহার গোবিন্দভাষ্যাদি গ্রন্থও তখনও রচিত হয় নাই। জয়পুরের সভাপ্রসঙ্গেই শ্রীবলদেবের বিশেষ প্রসিদ্ধি এবং সেই সময়েই তিনি গোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে এ-সমস্তের উল্লেখ নাই বলিয়া মনে হয়, জয়পুরের সভার পূর্ব্বেই ভক্তিরত্নাকর রচিত হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকরে একাধিক স্থলে কবিকর্ণপূরের রচিত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার উল্লেখ আছে এবং এই গ্রন্থের শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ ঈশ্বরীও যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকায় গৌরগণোদ্দেশদীপিকার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং গৌরগণোদ্দেশদীপিকা যে শ্রীবলদেবের এবং ভক্তিরত্নাকর-রচনার পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাঁহারা বলেন, শ্রীবলদেবই গৌরগণোদ্দেশদীপিকা রচনা করিয়া কবিকর্ণপূরের নামে চালাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

যাহাহউক, ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে (বহরমপুরের দ্বিতীয় সংস্করণে, ৩১১-১২ পৃষ্ঠায়) দেখা যায়,"তথাহি শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত-শ্রীমদ্‌গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্" বলিয়া, বৈষ্ণবদের চারিসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতাসূচক কয়েকটী শ্লোক এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ান্তর্ভুক্তি-বাচক কতকগুলি শ্লোক গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলি যে কৃত্রিম, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ গোপালগুরুর নামে আরোপিত শ্লোক

উল্লিখিত ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে (৩১২-১৩ পৃষ্ঠায়) আরও লিখিত হইয়াছে—'তথাহি শ্রীমদ্‌বক্রেশ্বরপণ্ডিতস্য শিষ্য-শ্রীগোপালগুরু-গোস্বামিকৃতপদ্যে—

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এব চ। শ্রীলমধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরির্মাধবস্তথা॥ অক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ। বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্মমুনিস্তথা॥ পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থমুনিস্তথা। শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রঃ পুরীশ্বরঃ॥ ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি। নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে মাধ্বসম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এই শ্লোকগুলিতেও তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে শ্রীমৎসুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদ মহোদয় তাঁহার "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-

গ্রন্থের ২০৫-৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরুর পদ্য বলিয়া ভক্তিরত্নাকরে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রীগোপালগুরুর বা তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রের পদ্ধতিগ্রন্থের কোন প্রাচীন পুঁথিতেই এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। পুরীর শ্রীগোপালগুরুগোস্বামীর 'গাদি' হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-সংগৃহীত ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত পুঁথি, শ্রীরাধাকান্তমঠে রক্ষিত 'শ্রীধ্যানচন্দ্র পদ্ধতি'র পুঁথি, শ্রীব্রজমণ্ডলের সঙ্কেতে শ্রীমদ্ আদিকন্দদাসলিখিত পুঁথি, শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীমধুসূদনদাস মহাশয়ের সংরক্ষিত হস্তলিক্ষিত পুঁথি, মাদ্রাজ Oriental Manuscripts Library তে রক্ষিত ৩০৫০ নং হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতির কোনটির মধ্যেই আমরা শ্রীনরহরি চক্রবর্তিঠাকুর-কর্তৃক শ্রীগোপালগুরুর নামে আরোপিত ঐরূপ বাক্য দেখিতে পাই নাই।"

এই বিবরণ হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, শ্রীগোপালগুরুর লিখিত বলিয়া যে শ্লোকগুলি ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি বাস্তবিক শ্রীগোপালগুরুর লিখিত নহে, শ্রীগোপালগুরুর লিখিত হইলে তাঁহার গ্রন্থের সমস্ত আদর্শেই শ্লোকগুলি থাকিত।

১৬। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর নামে আরোপিত 'শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা'

ডকটর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"-নামক গ্রন্থে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯ খৃঃ অঃ সংস্করণ, ৫৮২ পৃঃ) শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির প্রমাণরূপে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর লিখিত বলিয়া "শ্রীগৌরগণস্বরূপ-তত্ত্বচন্দ্রিকা"-নামক একখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যে এই নামের কোনও গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়না। একথা বলার হেতু এই :—

প্রথমতঃ, শ্রীবৃন্দাবনবাসী অদ্বৈতবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামিমহোদয় তাঁহার প্রকাশিত চক্রবর্ত্তিপাদের "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত"-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় চক্রবর্ত্তিপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন ; তাহাতে প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"ইনি (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) যে যে গ্রন্থ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার মন্ত্রশিষ্য এবং পাঠশিষ্য কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়, স্বকৃত স্তবামৃতলহরীর অন্তর্নিবিষ্ট সঙ্কল্পকল্পদ্রুম-নামক শতকের টীকায় বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।" ইহার পরে প্রভুপাদ চক্রবর্ত্তিপাদের রচিত গ্রন্থসমূহের এক তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকায় কিন্তু "শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা"-গ্রন্থের নাম নাই। চক্রবর্ত্তিপাদ যদি এই নামের কোনও গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহাহইলে তাঁহার মন্ত্রশিষ্য এবং পাঠশিষ্য শ্রীপাদ কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম অবশ্যই তাহা জানিতেন এবং তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থতালিকায়ও তাহার নাম লিখিতেন।

দ্বিতীয়তঃ, ভক্তিরত্নাকর-রচয়িতা শ্রীল নরহরিচক্রবর্ত্তীর পিতা ছিলেন শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর

শিষ্য। চক্রবর্ত্তিপাদের লিখিত "শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা"-নামক কোনও গ্রন্থ যদি থাকিত এবং তাহাতে যদি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির কথা থাকিত, তাহা হইলে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে পুরীগোস্বামীর মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্তির প্রমাণরূপে যে-স্থলে কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা এবং শ্রীগোপালগুরুর গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে-স্থলে তিনি অবশ্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর "শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকার"ও উল্লেখ করিতেন এবং এই গ্রন্থের উক্তিও উদ্ধৃত করিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ইহাতেই জানা যায়, ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তীর সময়েও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে আরোপিত "শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্ব-চন্দ্রিকা"-নামক গ্রন্থের উদ্ভব হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, শ্রীমৎ সুন্দরানন্দবিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-নামক গ্রন্থের ২০৮-৯পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—শ্রীপাট বরাহ-নগরের শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থাগারে "শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকা"-নামক একখানা পুঁথি তিনি দেখিয়াছেন। এই পুঁথির পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, ইহা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর রচিত; এই পুঁথির প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে—কবীন্দ্রকর্ণপূরপাদের অনুসরণেই এই গ্রন্থে "পঞ্চতত্ত্বকাদিনাম-বর্ণনাদি" করা হইয়াছে। অধুনাপ্রাপ্ত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মুদ্রিত আদর্শে যে-সকল কৃত্রিম শ্লোক দৃষ্ট হয়, কিছু কিছু পাঠান্তরের সহিত সেই শ্লোকগুলি উক্ত গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার সহিত উক্ত গ্রন্থের শ্লোকে উল্লিখিত সকল নামের মিল নাই।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—ডাঃ দীনেশচন্দ্রসেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-নামক গ্রন্থে (৬ষ্ঠ সংস্করণ, ৩৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকায়) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত "গৌরগণচন্দ্রিকা"-নামক একখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে কয়েকটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল শ্লোক বরাহনগরের পাটবাড়ীর "শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকায়" নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—ডাঃ সুকুমার সেনের "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস"-নামক গ্রন্থে (২য় সংস্করণ, ২১শ পরিচ্ছেদ, ৪১৪ পৃঃ) কবিকর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা-অবলম্বনে শাখানির্ণয়জাতীয় বিভিন্ন নিবন্ধের যেসকল নাম করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত "শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকার" নাম পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—চক্রবর্ত্তিপাদের শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম-মহাশয়ের তালিকায় এবং ভক্তিরত্নাকরেও "শ্রীগৌরগণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকার" নাম নাই। ইহা যে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর লিখিত নহে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বরাহনগরের গ্রন্থাগারে যে গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, তাহা পরবর্ত্তী কালেই কেহ লিখিয়া চক্রবর্ত্তিপাদের নামে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, অথবা অপর কোনও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাহা লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা আধুনিক সাহিত্যসমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইহার অন্য কোনও প্রতিলিপি কোথাও আছে কিনা, তাহাও বলা যায় না। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বোধ হয় বরাহনগরের গ্রন্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেছে সম্পূর্ণরূপে মাধ্বমত-বিরোধী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর, বা তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্তি প্রদর্শনার্থ তিনি যে কোনও গ্রন্থ লিখিবেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। কোনও স্থলে তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বন্দনা পর্য্যন্ত করেন নাই। গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে যদি তিনি মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করিতেন, তাহাহইলে সম্প্রদায়গুরুরূপে মাধ্বচার্য্যের বন্দনাও তিনি করিতেন।

১৭। আলোচনার সারমর্ম্ম ও উপসংহার

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদসমূহের আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদ এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্যগণের অভিমত হইতেছে এই যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের, বা শ্রীব্রহ্ম-রুদ্রাদি সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত নহে ; ইহা হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত একটী পৃথক্—সুতরাং পঞ্চম—শ্রৌত বৈষ্ণব সম্প্রদায়। পরবর্ত্তীকালের শ্রীপাদ ঈশ্বরী, অদ্বৈতবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল রাধামোহন গোস্বামী এবং প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী, নিত্যানন্দবংশীয় প্রভুপাদ শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামী, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি আচার্য্যগণও যে পূর্ব্বাচার্য্যদের মতের অনুসরণে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ান্তর্ভুক্তি স্বীকার করেন নাই এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত একটী স্বতন্ত্র পঞ্চম সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন এবং প্রমেয়রত্নাবলীর আলোচনাতেও দেখা গিয়াছে, এই সকল গ্রন্থে তিনি যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, সে-সমস্ত হইতেছে মাধ্বমত হইতে ভিন্ন এবং অনেক স্থলে মাধ্বমতের বিরোধী। তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহদ্বারা তিনিও দেখাইয়া গিয়াছেন—গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বা অনুগত নহে, শ্রীব্রহ্মরুদ্রাদি সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের কোনও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তও নহে ; ইহা হইতেছে পৃথক্ একটী পঞ্চম শ্রৌত বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়, শ্রীবলদেবের প্রমেয়রত্নাবলীতে এবং গোবিন্দভাষ্যের সূক্ষ্মানাম্নী টীকায় এবং ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত শ্রীগোপালগুরুর নামে আরোপিত গ্রন্থে বৈষ্ণবদের চতুঃসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধতাসূচক এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মাধ্বসম্প্রদায়ান্তর্ভুক্তিসূচক যে সকল শ্লোক দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত যে কৃত্রিম, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই কৃত্রিম শ্লোকগুলি কোন্ সময়ে কাহাকর্ত্তৃক প্রথম রচিত হইয়াছে, নিশ্চিতরূপে তাহা বলা যায় না। ভক্তিরত্নাকরের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শ্রীবলদেবের প্রসিদ্ধিলাভের এবং গোবিন্দভাষ্যাদি রচনার পূর্ব্বেও এই শ্লোকগুলির অস্তিত্ব ছিল। যিনিই এবং যে সময়েই প্রথম এই-

জাতীয় কৃত্রিম শ্লোক রচনা করিয়া থাকুন,—মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে, মধ্বাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এবং উপাস্য-উপাসনা-লক্ষ্যাদি সম্বন্ধে এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং উপাস্য-উপাসনা-লক্ষ্যাদিসম্বন্ধে এবং এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার পার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্যদের অভিমত সম্বন্ধেও যে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিলনা, তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণই এই কৃত্রিম শ্লোকগুলির রচয়িতা বলিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছেন, বলদেবের এবং মধ্বাচার্য্যের দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিলে তাঁহারাও এইরূপ কথা বলিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, এই কৃত্রিম শ্লোকগুলি যে-সময়েই এবং যাঁহাকর্ত্তৃকই প্রথমে রচিত হউক না কেন, বৈষ্ণব-সমাজে এই শ্লোকগুলি যে খুব ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান সময়েও দৃষ্ট হয়। অনেকের মধ্যেই এইরূপ একটা বদ্ধমূল সংস্কার দেখা যায় যে—চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায় নাই এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। গৌড়ীয় দর্শনের এবং মাধ্বদর্শনের তুলনামূলক আলোচনার কথা দূরে, এ-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদ ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি আচার্য্যগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তাহারও অনুসন্ধান করেন না এবং এই শ্লোকগুলিতে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের হেয়তা-প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না।

(২) লীলাবতার ও বুদ্ধদেব

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে লীলাবতাররূপে বুদ্ধদেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি কলিযুগেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—"কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্। অতএব ত্রিযুগ করি কহি তার নাম॥ ২।৬।৯৭॥"—কলিযুগে ভগবান্ লীলাবতার করেন না (অর্থাৎ কলিযুগে কোনও ভগবৎস্বরূপ লীলাবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েন না), এজন্য তাঁহার একটী নাম হইতেছে ত্রিযুগ। বিষ্ণুধর্ম্মেও এইরূপ একটী উক্তি দৃষ্ট হয়। "প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ। কৃতাদিষ্বেব তেনাসৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে॥—কলিযুগে প্রত্যক্ষরূপধারী হরি আবির্ভূত হয়েন না ; সত্যাদি তিনযুগেই তাদৃশ আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। এজন্য ভগবান্‌কে 'ত্রিযুগ' বলা হয়।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—কলিযুগের লীলাবতার বুদ্ধদেবের স্বরূপ কি ? বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণ এ-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে"-ইত্যাদি ১।২।৪৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কিঞ্চ যেনৈব বেদাদিপ্রামাণ্যেন বুদ্ধাদীনামবতারত্বং গম্যতে, তেনৈব বুদ্ধস্যাসুরমোহনার্থং পাষণ্ডশাস্ত্র-প্রপঞ্চয়িতৃত্বঞ্চ শ্রূয়তে বিষ্ণুধর্ম্মাদৌ ত্রিযুগনামব্যাখ্যানে। তত্র তু শ্রীভগবদাবেশমাত্রত্বঞ্চোপাখ্যায়তে। তস্মাৎ তদাজ্ঞাপি ন প্রমাণীকর্ত্তব্যেতি।—বেদাদি শাস্ত্রের যে প্রমাণবলে বুদ্ধাদির অবতারত্ব জানা যায়, সেই প্রমাণবলেই জানা যায় যে, অসুরমোহনার্থ পাষণ্ড-শাস্ত্র-প্রপঞ্চনের জন্যই বুদ্ধদেবের অবতার ; বিষ্ণুধর্ম্মাদিতে বুদ্ধদেবের আবেশমাত্রত্বের কথাই বলা হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহার আদেশও প্রমাণরূপে স্বীকৃত নহে।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয়) সর্ব্বসম্বাদিনীতেও (সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ, ১৫৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"অয়ং কল্কির্বুদ্ধশ্চ প্রতিকলিযুগ এবেত্যেকে। এতৌ চাবেশাবিতি বিষ্ণুধর্ম্ম-মতম্। তথাহি—প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ। কৃতাদিষ্বেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে॥ কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্। অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎ স্থিতিম্। পূর্ব্বোৎপন্নেষু ভূতেষু তেষু তেষু কলৌ প্রভুঃ॥ কৃত্বা প্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্মনঃ॥ × × জীববিশেষাবিষ্ট আবেশরূপঃ॥—কেহ কেহ বলেন, কল্কি ও বুদ্ধ প্রতিকলিযুগেই আবির্ভূত হয়েন। বিষ্ণুধর্ম্মের মতে কল্কি ও বুদ্ধ হইতেছেন আবেশাবতার। বিষ্ণুধর্ম্মে লিখিত আছে—কলিযুগে প্রত্যক্ষরূপী হরি আবির্ভূত হয়েন না। সত্যাদি তিনযুগেই তাদৃশ আবির্ভাব দৃষ্ট হয় ; এজন্য ভগবান্‌কে 'ত্রিযুগ' বলা হয়। কলির অন্ত উপস্থিত হইলে বাসুদেব, ব্রহ্মবাদী কল্কিতে অনুপ্রবেশ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন। কলিযুগে প্রভু বাসুদেব পূর্ব্বোৎপন্ন জীবগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন করেন। × × জীববিশেষে আবিষ্ট রূপকে আবেশরূপ বলে।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাঁহার লঘুভাগবতামৃতে, উল্লিখিত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-শ্লোকগুলি

উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"অতোঽমীষবতারত্বং পরং স্যাদৌপচারিকম্॥ --অতএব, ইঁহাদের (কল্কি-বুদ্ধাদির) অবতারত্ব হইতেছে ঔপচারিক।"

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল—বুদ্ধদেব হইতেছেন আবেশাবতার। কোনও যোগ্য জীবে ভগবানের শক্তিবিশেষ সঞ্চারিত হইলে তাঁহাকে আবেশরূপ বলা হয়। আবেশাবতার স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব বলিয়া বুদ্ধদেব হইলেন স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব ; তিনি ভগবৎস্বরূপ নহেন। এজন্য তাঁহার অবতারত্ব হইতেছে ঔপচারিক। মৎস্যকুর্ম্মাদি ভগবৎস্বরূপগণ হইতেছেন মুখ্যলীলাবতার। বুদ্ধদেব যে স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব ছিলেন, তাহার একটী প্রমাণ এই যে, তিরোভাবের পরে তাঁহার দেহাবশেষ ছিল ; সেই দেহাবশেষ অদ্যাপিও বিদ্যমান ; দেহাদেহিভেদহীনতাবশতঃ ভগবৎস্বরূপের কোনও দেহাবশেষ থাকে না। ভগবৎস্বরূপের মৃত্যু নাই, অন্তর্দ্ধান আছে।

লীলাবতারগণের মধ্যে জীবতত্ত্ব আবেশাবতার আরও অনেকে আছেন ; যথা, কল্কি, চতুঃসন, নারদ, নিরীশ্বর কপিল, পৃথু প্রভৃতি।

সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ।

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন

(সমগ্র গ্রন্থ)

প্রথম খণ্ডে

পৃষ্ঠা/পংক্তি

ভূ-১৮৭।২৮ পংক্তি। "টীকাতে,"-শব্দের পরে "প্রায়"-শব্দ সংযোজিত হইবে।

ভূ-১৯১।১ পংক্তি। [মাধ্বসম্প্রদায়ে অবস্থান-কালেই শ্রীবলদেব "প্রমেয়রত্নাবলী' লিখিয়াছেন ; —এই অংশের স্থলে [শ্রীবলদেবকর্ত্তৃক "প্রমেয়রত্নাবলী" লেখার]-এই বাক্য সংযোজিত হইবে।

২২০।১৮ পংক্তির "লীলাবতার"-স্থলে "লীলাবতাররূপে ভগবান্" হইবে।

৩৩৮।১৮-২০ পংক্তির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত অংশ সংযোজিত হইবে :—

(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া আসিলে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের) সেই প্রেমবৈবশ্যজনিত বাক্য শুনিয়া যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ

তৃতীয় খণ্ডে

১৮৩৯।১১-পংক্তি বাদ দিতে হইবে।

১৮৩৯।১৮-পংক্তির "১৬৪০ শকাব্দায়" —বাদ দিতে হইবে।

১৮৫৬।১৬ পংক্তির পরে নিম্নলিখিত অংশ সংযোজিত হইবে:—

শ্রীপাদ বলদেব যে জীব-জগৎকে পারমার্থিক এবং সনাতন ভেদ বলিয়াছেন, তাহার অন্যরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে। তাঁহার মতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের গুণ ও পরাশক্তি হইতেছে অভিন্ন; তাহাদের ভেদ আছে বলিয়া যে প্রতীতি জন্মে, তাহা হইতেছে "বিশেষ"-বশতঃ ; সুতরাং এ-স্থলে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের গুণাদির ভেদ "পারমার্থিক এবং সনাতন" নহে। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির ভেদ 'বিশেষ"-বশতঃ নহে ; এই ভেদ বাস্তব—সুতরাং "পারমার্থিক" এবং এই ভেদ নিত্য বলিয়া "সনাতন"। কিন্তু এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেও শ্রীবলদেব যে ভাবে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় — ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের তাত্ত্বিক অভেদই তাঁহার অভিপ্রেত।

১৮৭১।১৫-১৬ পংক্তি [মাধ্বসম্প্রদায়ে অবস্থান-কালেই শ্রীপাদ বলদেব "প্রমেয়রত্নাবলী" লিখিয়াছেন ("প্রমেয়-রত্নাবলী"-গ্রন্থে মাধ্বমতই প্রকটিত হইয়াছে)]-এই অংশ-স্থলে (শ্রীবলদেবকর্ত্তৃক "প্রমেয়রত্নাবলী" লেখার)-সংযোজিত হইবে।

সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন

পঞ্চম খণ্ডে

৩৩৫৩ পৃষ্ঠায় প্রথম তিন পংক্তির পরে "ক। পত্তি" সংযোজিত হইবে।

৩৪৯৩।২৫ পংক্তিস্থিত "সঙ্গত হইতে পারেনা।"-বাক্যের পরে নিম্নলিখিত অংশ সংযোজিত হইবেঃ—

গোপীগণ যে কুমারী ছিলেন না, পরন্তু বিবাহিতাই ছিলেন, যশোদা মাতার একটী উক্তি হইতেও তাহা ব্যঞ্জিত হয়। ধাত্রী মুখরা যখন গোপীদিগের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিলেন, তখন যশোদামাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"এতৎপাদনখাগ্রৈকসৌন্দর্য্যস্যাপি নার্হতি। সৌন্দর্য্যভারঃ সর্ব্বাসামাসাং নীরাজনং ধ্রুবম্॥ বৃ, ভা, ২।৬।১০৯॥—এই শ্রীরাধিকাদি সমস্ত গোপীগণের সৌন্দর্য্যভারও আমার পুত্র এই শ্যামসুন্দরের একটী পদনখের অগ্রভাগের সৌন্দর্য্যেরও নীরাজনের যোগ্য নহে, ইহা নিশ্চয় জানিও।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"যচ্চ কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্যমাসাং বিদ্যতে তন্মদীয়শ্যামসুন্দরস্য বধূত্বাভাবেন বৈফল্যাপত্তের্ভার এবেতি—ইহাদের যে কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য আছে, আমার শ্যামসুন্দরের বধূত্বাভাবে তাহাও বৈফল্য প্রাপ্ত হইয়াছে—সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ভারস্বরূপই হইয়াছে।" এ-স্থলে "শ্যামসুন্দরের বধূত্বাভাবে গোপীদের সৌন্দর্য্য তাঁহাদের পক্ষে ভারস্বরূপই হইয়াছে"—এই বাক্যের ধ্বনি হইতেছে এই যে—"গোপীদের পক্ষে কৃষ্ণবধূত্বের সম্ভাবনাই নাই; সুতরাং তাঁহাদের সৌন্দর্য্য চিরকালই তাঁহাদের পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়া থাকিবে।" এই ধ্বনির আবার ধ্বনি এই যে—"গোপীগণ বিবাহিতা; তাই তাঁহাদের পক্ষে শ্যামসুন্দরের বধূত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।" এইরূপে যশোদামাতার উক্তির ধ্বনি হইতেও জানা গেল যে, গোপীগণ বিবাহিতা ছিলেন, কুমারী ছিলেন না।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥